Notes On

সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহঃ

[গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ]

[For H. S. (Humanities) Class XI—1959]

[ইহাতে পাণিনি-সম্মত ব্যাকরণ, ভাবার্থ, অন্বয়, ব্যাখ্যা, সম্ভাব্য প্রশ্ন
ও তাহার উত্তর প্রভৃতি বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে]

হিন্দু স্কুল প্রভৃতি বহু গভর্ণমেণ্ট স্কুল-এর ভূতপূর্ব হেড পণ্ডিত,
A Higher Sanskrit Grammar & Composition,
Hints on Sanskrit Grammar & Composition প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, এম. এ. (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)
কাব্য-সাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রণীত



দি ঢাকা স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী
(স্থাপিত ১৮৭৯ খৃঃ)
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৬নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

পদ্যাংশ

গদ্যাংশ

প্রকাশক :
শ্রীরামদাস দত্ত
দি ঢাকা ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শ্রীরঞ্জিতকুমার দত্ত বি. এস্. সি.
তোলাগিরি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

জ্ঞান-কর্ম-সংন্যাস-যোগঃ।

(চতুর্থোঽধ্যায়ঃ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[দ্রষ্টব্য—গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম হইতেই এখানে দেওয়া হয় নাই, মাঝেও কতকগুলি শ্লোক বাদ দেওয়া আছে]

শ্রীভগবানুবাচ—

The term শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা is an adjective qualifying the **noun** উপনিষৎ, which is understood and is feminine. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষৎ—শ্রীমতা ভগবতা গীতা যা উপনিষৎ—The secret knowledge or Mystical Esoteric Doctrine (উপনিষৎ) sung (গীতা) (i. e., propounded) by the Blessed (শ্রীমতা) Lord (ভগবতা)।

Beng. Trans. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। জ্ঞান-কর্ম-সংন্যাস-যোগ। চতুর্থ অধ্যায়। শ্রীভগবান্ বলিলেন।

Eng. Trans. The Bhagavad-Gita.

Renunciation through knowledge. Chapter IV

Sree Bhagavan said—

Notes

শ্রী—"দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্।
সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্বং সমুদীরয়েৎ॥" রাঘবভট্টধৃত-প্রয়োগসার, দেবতা 'ভগবান্' কথার পূর্বে তাই 'শ্রী' ব্যবহার করা হইয়াছে।

N. B. সিদ্ধাধিকার-শব্দটি লক্ষ্য করা দরকার। সিদ্ধ অধিকার যাহাদের (বহুব্রীহি সমাস)—স্বর্গগামিত্বাদি-হেতু যাঁহাদের অধিকার সিদ্ধ তাঁহাদের নাম শ্রী-পূর্ব হইবে—ইহাই বক্তব্য ; এই হেতু জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে শ্রী লেখা হয়।

N. B. স্ত্রীলিঙ্গ শ্রী-শব্দের রূপে যেখানে 'য়' পরে আছে সেখানে 'ই', অন্যত্র 'ঈ' হইবে, যথা—শ্রিয়ঃ, কিন্তু শ্রীণাম্।

ভগবান্—ভগ+মতুপ্, পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন। কর্তরি প্রথমা, Nominative to উবাচ।

ভগ—"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

অর্থাৎ ভগ-শব্দে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বুঝায়।

উবাচ—ব্রূ (বা বচ্)+লিট্ অ, having for its Nominative শ্রীভগবান্। অদাদিগণীয় উভয়পদী ব্রূ-ধাতুর রূপ—(লট্) ব্রবীতি, আহ, ব্রূতে; (লৃট্) বক্ষ্যতি-বক্ষ্যতে; লুঙ্-অবোচৎ, ণিজন্ত-বাচয়তি, সন্নন্ত-বিবক্ষতি, তব্যৎ-বক্তব্যঃ, ক্ত-উক্তঃ, ক্তাচ্-উক্ত্বা, তুমুন্-বক্তুম্।

শ্রীমান্ ভগবান্ (কর্মধারয়ঃ)=শ্রীমদ্ভগবান্, শ্রীমদ্ভগবতা গীতা (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ) by the rule "কর্তৃকরণে কৃতা বহুলম্" (২ | ২ | ৩২)।

শ্রীমান্—শ্রী+মতুপ্ (প্রশংসায়াম্, নিত্যযোগে or অতিশায়নে), by the rule "তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্" (৫ | ২ | ৯৪)

N. B. ভূম-নিন্দা-প্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে।
সংসর্গেঽস্তি-বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ॥ (কাশিকা ৫ | ২ | ৯৪)

[ভূম্নি—গোমান্, নিন্দায়াম্—কুষ্ঠী, প্রশংসায়াম্—রূপবতী, নিত্যযোগে—ক্ষীরিণো বৃক্ষাঃ, অতিশায়নে—উদরিণী কন্যা, সংসর্গে—দণ্ডী, অস্তি-বিবক্ষায়াম—অস্তিমান্]

ভূমিকা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা **মহাভারতের ভীষ্মপর্বের** একটী অংশ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এই গীতা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে এবং বিশ্বসাহিত্যে এবং ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ইহা নিঃসংশয়ে একটি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ হওয়ায় বিভিন্ন দেশের সুধী ও সজ্জনবৃন্দ আজ ইহার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং কেহ কেহ ইহাকে সর্বোত্তম ধর্মগ্রন্থ আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

Dr. Radhakrishnan গীতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ([1])—"The Gita transforms the Vedic theory of sacrifices and reconciles it with true spiritual knowledge. The sacrifices are attempts to develop self-restraint and self-surrender. The true sacrifice is the sacrifice of the sense delights. The God to whom we offer is the Great Supreme, or the *Yajña-Puruṣa,* the Lord of sacrifices. We have to feel that all objects are divinely-appointed means for the realization of the

[1] Dr, Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. I, pp 567-70. (1st edn.)

highest ends and engage ourselves in work, resigning it all to God. Whether we eat or drink or whatsoever we do we should do all to the glory of God. A Yogin always acts in God and his conduct becomes a model for imitation by others". This is the true ideal of desireless disinterested action (*niṣkāma karman*) which a Yogin never fails to undertake for the sake of *'lokasaṃgraha'* (or the solidarity of the world.)

আমরা পাঠ্যাংশের ১৫শ শ্লোকে দেখিতে পাই—

"যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তির সকল সমারম্ভ (অর্থাৎ কর্ম) কাম ও তাহার কারণ সংকল্প হইতে একেবারে নির্মুক্ত (অর্থাৎ যে ব্যক্তির যাহা কিছু কর্ম তাহা স্বতঃপ্রয়োজন-শূন্য, কেবল চেষ্টা-স্বরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি যদি সাংসারিক কার্যে প্রবৃত্তিপর হয়, তাহা হইলে তাহার ফল লোকসংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে, আর সে ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসী হয় তাহা হইলে তাহার যাহা কিছু চেষ্টা তাহা কেবল [কোনরূপে] জীবন-ধারণের জন্য)। সেই জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্মা পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ পরমার্থতঃ **পণ্ডিত** বলিয়া থাকেন।

গীতায় এই নিষ্কাম কর্মের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

গীতার রচনাকাল—(১) প্রাপ্ত টীকাগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্য্য [জন্ম ৭৮৮ এবং মৃত্যু ৮২০ খ্রীষ্টাব্দ] গীতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন টীকাকার, তিনি অবশ্য প্রাচীন টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। (২) কবি বাণভট্ট, (৭ম খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধ) ইহাকে মহাভারতের অংশবিশেষ বলিয়া জ্ঞাত ছিলেন। (৩) মহাকবি কালিদাসের [৪র্থ-৫ম খ্রীষ্টাব্দ (?) বা খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী (?)] রঘুবংশের একটি শ্লোকের (১০ | ৩১) সহিত গীতার একটি শ্লোকের (৩ | ২২) কিছু সাদৃশ্য আছে, (৪) ভাসের (৩য়-৪র্থ খ্রীষ্টাব্দ) কর্ণভার-নাটকের একটি শ্লোকে গীতার একটি শ্লোকের (২ | ৩৭) অনেকটা সাদৃশ্য আছে। (৫) বিভিন্ন পুরাণে (নির্মাণ-কাল গুপ্ত-যুগের পূর্বে) গীতার অনুকরণে বহু গীতা রচিত হইয়াছিল।

১। Edgerton এবং Winternitz-এর মতে "It was probably composed before the beginning of our era, but not more than a few centuries before it."

২। M. Senart, Sir R. G. Bhandarkar, Bal Gangadhar Tilak এর মতে ইহার রচনাকাল যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়, ৪র্থ বা ৪র্থ-৫ম শতাব্দী।

৩। পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ প্রভৃতির কাল-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কেহ কেহ মহাভরতের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৪০ অব্দ এইরূপ বলিয়াছেন কিন্তু উহা অনেকেই স্বীকার করেন না।

আরব প্রর্যটক আলবেরুনী ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে গীতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। চার্লস উইলকিন্স (Charles Wilkins) ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন, কিন্তু ল্যাটিন অনুবাদসহ শ্লেগেল (A. W. Schlegel) ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সংস্করণটী প্রকাশ করেন পাশ্চাত্ত্য সুধীসমাজ তাহা পাঠ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হন। হুম্বোট (Humboldt) এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লিউক্রেটিয়াস (Lucretius), পারমেনাইডিস (Parmenides) এবং এম্পেডোক্লেস (Empedokles)-এর দার্শনিক গ্রন্থের অনেক উচ্চে ইহার স্থান বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, মহাভারতের এই প্রসঙ্গটি অতি সুন্দর এবং হয়ত বর্তমান যাবতীয় ভাষার মধ্যে ইহাই একমাত্র প্রকৃত দার্শনিক সঙ্গীত (This episode of the Mahabharata is the most beautiful, perhaps the only true philosophical song existing in any known tongue)। ইহার পরে বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় ইহার নানাবিধ অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

গীতা ও উপনিষৎ—গীতার ২।৯ এবং কঠ উপনিষদের ২।৭ শ্লোকের সামঞ্জস্য সর্বজনবিদিত, প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বেদান্তদর্শনের (উপনিষৎ-সংক্রান্ত) স্মৃতিপ্রস্থান বলা হইয়া থাকে, গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু" এইরূপ অংশের পাঠ এবং

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

এই শ্লোকটি হইতে উপনিষদের সহিত গীতার যে সম্বন্ধ তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধ কিনা—কোন কোন সমালোচক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতায় বেদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধতা করা হইয়াছে, ইহা মোটেই ঠিক নহে। গীতা এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকের পক্ষে কর্মকাণ্ড-বিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান একান্ত দরকার, কিন্তু যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারা কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারেন। পাঠ্য অংশটীর ৮ম শ্লোকেই আছে—

"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥"

১। বহূনি মে ব্যতীতানি.........পরংতপ। ১

বিসন্ধিপাঠঃ—বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চ অর্জুন।
তানি অহম্ বেদ সর্বাণি ন ত্বম্ বেত্থ পরংতপ ॥

Prose-order. [হে] অর্জুন, তব মে (মম) চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তানি), অহং তানি সর্বাণি [জন্মানি] বেদ (জানে), [হে] পরন্তপ, ত্বং ন বেত্থ (জানাসি)।

Beng. Equivalents. অর্জুন (হে অর্জুন) তব (তোমার) চ (এবং) মে (আমার) বহূনি (বহু) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (অতিক্রান্ত হইয়াছে), অহম্ (আমি) তানি (সেই) সর্বাণি (সব) বেদ (জানি), পরন্তপ (হে শত্রুতাপন), ত্বম্ (তুমি) ন বেত্থ (জান না)।

Beng. Trans. [শ্রীভগবান্ কহিলেন] হে অর্জুন, তোমার এবং আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই-সকল জন্মের বিষয়ে অবগত আছি, কিন্তু হে পরন্তপ, তুমি তাহা জানিতে পারিতেছ না।

Eng. Trans. Both I and thou, O Arjuna, have passed many births. Mine are known unto me, but thou knowest not of thine.

Sans. Equivalents. অর্জুন (হে পার্থ) তব মে চ (তব মম চ) বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তানি), অহম্ তানি সর্বাণি বেদ (জানে), হে পরন্তপ (শত্রুতাপন), ত্বং ন বেত্থ (ন জানাসি)।

Beng. Expl. শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছেন—"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্" ইত্যাদি এবং পূর্বশ্লোকে অর্জুন বলিয়াছেন—"অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥" তাহারই জবাবে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটি বলিতেছেন। বাসুদেব ঈশ্বর বা সর্বজ্ঞ নহেন এইরূপ মূর্খগণের বিপরীত বুদ্ধি আছে, তাহা দূর করিবার জন্যই অর্জুনেরও এই প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত (অতিক্রান্ত) হইয়াছে, হে অর্জুন, আমি সে সব জানি, কিন্তু তুমি তাহা জান না।" তাহার কারণ এই যে, অর্জুনের জ্ঞানশক্তি ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতির দ্বারা প্রতিবদ্ধ, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানশক্তিতে কোন প্রকার আবরণ নাই, এই জন্যই তিনি সকল বিষয় জানিতেছেন। (শঙ্করাচার্য-কৃত ভাষ্যাবলম্বনে)

Sans. Expl. যা বাসুদেবে অনীশ্বরাসর্বজ্ঞাশঙ্কা মূর্খাণাং যদর্থো হ্যর্জুনস্য প্রশ্নঃ, তাং শঙ্কাং পরিহরন্ শ্রীভগবানুবাচ—বহূনীতি। ধর্মাধর্মাদি-প্রতিবদ্ধ-জ্ঞানশক্তিস্ত্বং

অর্জুনস্য জ্ঞানাভাবঃ,—শ্রীকৃষ্ণস্য পুনর্নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবত্বাৎ অনাবরণ-জ্ঞান-শক্তিত্বম্ ইত্যর্থঃ।

Notes

অর্জুন—সম্বোধন। Synonyms—পার্থ, ধনঞ্জয়, গাণ্ডীবী, মধ্যমপাণ্ডব।

তব—যুষ্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন। শেষে ষষ্ঠী। Alternative form—তে।

মে—অস্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন। শেষে ষষ্ঠী। Alternative form—মম।

চ—অব্যয় (Indeclinable) "চ পাদপূরণে পক্ষান্তরে হেতৌ বিনিশ্চয়ে" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, "চান্বাচয়-সমাহারেতরেতর-সমুচ্চয়ে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ অন্বাচয়, সমাহার, ইতরেতর ও সমুচ্চয় অর্থে 'চ' ব্যবহৃত হয়।

বহূনি—Adj, to জন্মানি। ক্লীবলিঙ্গ বহু-শব্দের প্রথমার বহুবচন। To be declined like মধু।

জন্মানি—কর্তরি ১মা; ক্লীবলিঙ্গ জন্মন্-শব্দের প্রথমার বহুবচন। জন্+মন্ (ভাববাচ্যে); To be declined like কর্মন্।

'জনুর্জনন-জন্মানি জনিরুৎপত্তিরুদ্ভবঃ' ইত্যমরঃ কালবর্গে।

ব্যতীতানি—বি-অতি-ই+ক্ত, ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার বহুবচন।

অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ই (to go)—(লট্) এতি, (লৃট্) এষ্যতি, (লুঙ্) অগাৎ, ণিজন্ত—আয়য়তি or গময়তি, সন্নন্ত—জিগমিষতি, বা ঈয়িষতি, ক্ত-ইতঃ, ক্তাচ্-ইত্বা, তুমুন্-এতুম্। N. B. অধি-ই is আত্মনেপদী। **With prepositions**—অব-ই (to know), উৎ-ই (to rise), প্রতি-ই (to trust), উপ-ই (to go to, to resort to).

অহম্—অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন, তিন লিঙ্গেই এক রূপ।

তানি—ক্লীবলিঙ্গ তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন। Adj. to সর্বাণি।

সর্বাণি—ক্লীবলিঙ্গ সর্ব-শব্দের দ্বিতীয়ার বহু। কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to বেদ।

বেদ—বিদ্+লট্ মি, Optional form বেদ্মি।

N. B. "বেত্তি বেদ বিদি জ্ঞানে, বিন্তে বিদি বিচারণে। বিদ্যতে বিদি সত্তায়াং লাভে বিন্দতি-বিন্দতে॥", বিদ্ (to know, to regard) is অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী and the লট্ তি form is বেত্তি or বেদ; বিদ্ (to consider) is রুধাদিগণীয় আত্মনেপদী and the লট্ তে form is বিন্তে; বিদ্ (to happen, to be) is দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী and the লট্ তে form is বিদ্যতে; and বিদ্ (to gain, to acquire) is তুদাদিগণীয় উভয়পদী and the লট্ তি and তে forms are বিন্দতি and বিন্দতে।

Here বিদ্ (to know) is অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী—(লট্) বেত্তি or বেদ, (লৃট্) বেদিষ্যতি, (লুঙ্) অবেদীৎ, ণিজন্ত—বেদয়তি, সন্নন্ত - বিবিদিষতি, ক্ত—বিদিতঃ, ক্ত্বাচ্—বিদিত্বা, তুমুন্—বেদিতুম্। পরন্তপ—সম্বোধন, পর-তপ্+খচ্।

পরঃ—'এষাং বিপর্যয়ে শ্রেষ্ঠে, দূরানাত্মোত্তমাঃ পরাঃ।' ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ [অন্যত্তর—উত্তরদিক্ ভিন্ন, অধম, শ্রেষ্ঠ (ত্রিলিঙ্গ)]; পর—দূর, আত্মভিন্ন, উত্তম (ত্রিলিঙ্গ)

"পরঃ শ্রেষ্ঠারি-দূরান্যোত্তরে ক্লীবং তু কেবলে" ইতি মেদিনী; অর্থাৎ পর—শ্রেষ্ঠ, অরি, দূর, অন্য, উত্তর অর্থে পুংলিঙ্গ, এবং কেবল (only) অর্থে ক্লীবলিঙ্গ (অব্যয়)।

ত্বম্—যুষ্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন। তিন লিঙ্গেই একরূপ।

ন—অব্যয় (Indeclinable)

বেত্থ—বিদ্+লট্ সি, Optional form বেৎসি। This বিদ্ is also অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। See above.

Ch. of Voice......বহুভিঃ জন্মভিঃ ব্যতীতৈঃ (ভূয়তে), ময়া......বিদ্যন্তে, ত্বয়া ন বিদ্যতে।

২। **অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা........সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।২**

বিসন্ধিপাঠঃ—অজঃ অপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্।
প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া ॥২

Prose-order. অজঃ সন্ অপি, অব্যয়াত্মা [সন্ অপি] [তথা] ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি স্বাং প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি ॥

Beng. Equivalents. অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও) অব্যয়াত্মা (অবিনাশি-স্বভাব) সন্ অপি (হইয়াও), ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ (ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্তের ঈশ্বর) সন্ অপি (হইয়াও), স্বাং প্রকৃতিম্ (নিজ প্রকৃতিকে অর্থাৎ বৈষ্ণবী মায়াকে) অধিষ্ঠায় (বশীভূত করিয়া) আত্মমায়য়া (নিজের মায়ার বশে) সম্ভবামি (জন্ম লাভ করি)। ২।

Beng. Trans. আমি জন্মহীন হইয়াও অবিনাশিস্বভাব (হইয়াও) প্রাণি-নিবহের নিয়ন্তা হইয়াও নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, আত্মমায়ার বশে জন্মলাভ করিয়া থাকি।

Eng. Trans. Although I am not in my nature subject to birth o decay, and am the lord of all created beings, yet, having command over my own nature I am made evident by my own power;

Sans. Equivalents. অজঃ (জন্মরহিতঃ) সন্ অপি, [তথা] অব্যয়াত্মা (অবিনাশিস্বভাবঃ) সন্ অপি, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ (ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তানাম্ ঈশনশীলঃ) সন্ অপি, প্রকৃতিং স্বাম্ (মম বৈষ্ণবীং মায়াম্ ত্রিগুণাত্মিকাম্) অধিষ্ঠায় (বশীকৃত্য) আত্মমায়য়া (আত্মনো মায়য়া, ন পরমার্থতো লোকবৎ) সম্ভবামি (দেহবান্ ইব ভবামি)।

Beng. Expl. অর্জুনের এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, "তুমি নিত্যেশ্বর, তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলেও কি কারণে তোমার জন্ম হয়?" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, (অজ অর্থাৎ) জন্মরহিত এবং (অব্যয়াত্মা অর্থাৎ) অক্ষীণ-জ্ঞান-শক্তিস্বভাব (যাহার বিজ্ঞান-শক্তি-স্বরূপ স্বভাব কোন কালেই ক্ষীণ হইতে পারে না) এবং ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্যন্ত ভূতসমূহের ঈশ্বর (নিয়ন্তা) হইয়াও, আমি নিজ বৈষ্ণবী শক্তিকে বশীভূত করিয়া আত্মমায়া-বশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি (অর্থাৎ জন্ম-গ্রহণানন্তর দেহাভিমানী জীবের মত ব্যবহার করিয়া থাকি। বস্তুতঃ জীবের ন্যায় আমার জন্ম সত্য নহে, যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, যাহার বশে সকল জগৎ বর্তমান রহিয়াছে, যাহার দ্বারা মোহিত হইয়া জগৎ আত্মস্বরূপ বাসুদেবকেও জানিতে পারে না, সেই বৈষ্ণবী মায়াই আমার প্রকৃতি ।

Sans Expl. কথং তাবৎ নিত্যেশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবেঽপি জন্ম ইত্যুচ্যতে -- পারমার্থিক-জন্মরহিতঃ অক্ষীণ-জ্ঞানশক্তি-স্বভাবঃ ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্যন্তানাম্ ভূতানামীশনশীলোঽপি সন্ ত্রিগুণাত্মিকাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং বশীকৃত্য প্রাতিভাসিক-জন্ম-গ্রহণানন্তরং দেহবান্ ইব ভবামি ন তু পরমার্থতঃ।

Notes

অজঃ—নঞ্—জন্+ড, পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন।

'অজা বিষ্ণু-হরচ্ছাগা গোষ্ঠা ধ্বনিবহা ব্রজাঃ।' ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ অজ=বিষ্ণু, হর, ছাগল (পুং), ব্রজ=গোষ্ঠ, পথ, সমূহ (পুং)।

সন্—অস্+শতৃ, পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী অস্ (to be)—(লট্) অস্তি, (লৃট্) ভবিষ্যতি। There is another দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী অস্ meaning 'to throw'. This অস with উপসর্গ has different meanings—অপ্+অস্ (to reject), অভি-অস্ (to practise), নির্-অস্ (to dispel), সম্-নি-অস্ (to renounce the world).

অপি—অব্যয় (Indeclinable) (=সমুচ্চয়); "গর্হা-সমুচ্চয়-প্রশ্ন-শঙ্কা-সম্ভাবনাস্বপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ অপি—নিন্দা, সমুচ্চয়, প্রশ্ন, শঙ্কা ও সম্ভাবনা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অব্যয়াত্মা—ন ব্যয়ঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ), অব্যয়ঃ আত্মা যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।
আত্মা—"আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ম চ।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ;
"ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্।" ইত্যমরঃ কালবর্গে ;
অব্যয়ঃ—'সংগমং শতমানার্ম-শম্বলাব্যয়-তাণ্ডবম্।' ইত্যমরঃ পুং-নপুংসক-সংগ্রহে। It may be used as Masc. or Neuter.

ব্যয়ঃ—ব্যয়্+ণিচ্+অচ্ ;

ভূতানাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, ক্লীবলিঙ্গ ভূত-শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন। 'যুক্তে ক্ষ্মাদাবৃতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিষু' ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। অর্থাৎ ভূত—যুক্ত, ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ [ভূত] বা সত্য অর্থে ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু প্রাণী, অতীত ও সম অর্থে ত্রিলিঙ্গ।

ঈশ্বরঃ—ঈশ্+বরচ্, পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন।

"ইভ্য আঢ্যো ধনী স্বামী ত্বীশ্বরঃ পতিরীশিতা।
অধিভূর্নায়কো নেতা প্রভুঃ পরিবৃঢ়োঽধিপঃ॥" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে ; অর্থাৎ [ধনবান্ ব্যক্তির নাম—ইভ্য, আঢ্য, ধনিন্]; প্রভুর নাম—স্বামিন্, ঈশ্বর, পতি, ঈশিতৃ, অধিভূ, নায়ক, নেতৃ, প্রভু, পরিবৃঢ়, অধিপ।

স্বাম্—Adj. to প্রকৃতিম্। (আত্মীয়াম্)

"স্বো জ্ঞাতাবাত্মনি স্বং ত্রিষ্বাত্মীয়ে, স্বোঽস্ত্রিয়াং ধনে।" ইত্যমরঃ। "স্বমজ্ঞাতি-ধনাখ্যায়াম্"—'জ্ঞাতি' ও 'ধন' বুঝাইলে স্ব-শব্দ সাধারণ অকারান্ত শব্দের ন্যায়, কিন্তু 'আপনি' বা 'আপন' অর্থে সর্বনাম। আবার জ্ঞাতি অর্থে পুংলিঙ্গ, আপনি (আত্মা) অর্থে ক্লীবলিঙ্গ, আপন (আত্মীয়) অর্থে তিন লিঙ্গ, ধন অর্থে পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ।

যথা—(১) **স্বস্মিন্** (আপন) কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ, (২) তদ্ দৃষ্টা স মুনিস্তুতঃ **স্বং** (আত্মা, আপনি, himself) মেনে সিদ্ধমানসম্, কিন্তু (৩) দ্রবিণং দীয়তাং **স্বায়** (জ্ঞাতিকে), (৪) মা স্পৃহয় **পরস্বায়** (পরের ধনে)।

প্রকৃতিম্—অধি-শীঙ্-স্থাসামধিকরণে ইতি কর্মণি দ্বিতীয়া। বিভিন্ন অর্থ—
(ক) "প্রকৃতির্যোনি-লিঙ্গে চ, কৈশিক্যাদ্যাশ্চ বৃত্তয়ঃ ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে"; অর্থাৎ প্রকৃতি—উৎপত্তিকারণ ও লিঙ্গ অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।
(খ) "স্বাম্যমাত্য-সুহৃৎ-কোষ-রাষ্ট্র-দুর্গ-বলানি চ। রাজ্যাঙ্গানি প্রকৃতয়ঃ, পৌরাণাং শ্রেণয়োঽপি চ॥" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ;

অর্থাৎ (১) **সাতটী রাজ্যাঙ্গবাচক প্রকৃতি**—স্বামিন্ [রাজা] (পুং), অমাত্য [মন্ত্রী] (পুং), সুহৃৎ [মিত্র রাজ্য] (ক্লী), কোষ [ধনাগার] (পুং), রাষ্ট্র [রাজ্য] (ক্লী), দুর্গ [গড়, কেল্লা] (ক্লী), বল [সৈন্য] (ক্লী)।

(২) পৌরবর্গকেও প্রকৃতি বলে।

N. B. Therefore প্রকৃতি may have three meanings—(1) উৎপত্তি-কারণ (C.f. প্রকৃতি and পুরুষ), (2) সাতটি রাজ্যাঙ্গ—স্বামী, অমাত্য, etc. and (3) পৌরবর্গ।

অধিষ্ঠায়—অধি-স্থা+ল্যপ্; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী স্থা (to stand, to wait, to be)—(লট্) তিষ্ঠতি, (লৃট্) স্থাস্যতি, (লুঙ্) অস্থাৎ, ণিজন্ত-স্থাপয়তি, সন্নন্ত-তিষ্ঠাসতি, ক্ত-স্থিতঃ, ক্ত্বাচ্-স্থিত্বা, তুমুন্-স্থাতুম্।

With prepositions—অনু-স্থা (to perform), প্র-স্থা (আত্মনেপদ) (to start), উৎ-স্থা (পরস্মৈপদ) (to rise), (আত্মনেপদ) (to endeavour), উপ-স্থা (আত্মনেপদ) (to worship), অব-স্থা (আত্মনেপদ)(to remain).

আত্ম-মায়য়া—আত্মনঃ মায়া (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তয়া। করণে তৃতীয়া। "স্যান্মায়া শাম্বরী, মায়াকারস্তু প্রতিহারকঃ" ইত্যমরঃ শূদ্রবর্গে; অর্থাৎ ইন্দ্রজালের (ভোজবাজীর) নাম—মায়া, শাম্বরী (বা সাম্বরী) (স্ত্রী); বাজীকারের নাম—মায়াকার, প্রতিহারক (পুং)।

সম্ভবামি—সম্-ভূ+লট্ মি। Having for its Nominative অহম্ (understood). ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভূ (to be)—(লট্) ভবতি, (লৃট্) ভবিষ্যতি, (লুঙ্) অভূৎ, ণিজন্ত-ভাবয়তি, সন্নন্ত—বুভূষতি, ক্ত-ভূতঃ, ক্ত্বাচ্-ভূত্বা, তুমুন্-ভবিতুম্। With prepositions—অভি-ভূ (to overcome), প্র-ভূ (to rise, to be able), পরা-ভূ (to defeat), সম্-ভূ (to be born, to be possible).

Ch. of voice. অজেন···সতা অব্যয়াত্মনা···ঈশ্বরেণ···সতা···সম্ভূয়তে। ২

৩। যদা যদা হি ধর্মস্য·········সৃজাম্যহম্ ॥ ৩ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদা আত্মানম্ সৃজামি অহম্ ॥ ৩

Prose-order. হে ভারত! যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি [তথা] অধর্মস্য অভ্যুত্থানং [ভবতি], তদা অহম্ আত্মানং সৃজামি ॥

Beng. Equivalents. ভারত (ভরত-কুলোদ্ভব, অর্জুন) যদা যদা হি (যখন যখনই) ধর্মস্য (বর্ণাশ্রমাদি-লক্ষণ ধর্মের) গ্লানিঃ (হানি) ভবতি (হয়) (এবং) অধর্মস্য (অধর্মের) অভ্যুত্থানম (উদ্ভব) ভবতি (হয়), তদা (তখন) অহম্ (আমি) আত্মানং সৃজামি ([মায়াবশে] নিজেকে সৃষ্টি করি)।

Beng. Trans. হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, এবং

অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়েই আমি [মায়াবশে] আত্মদেহের সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥

Eng. Trans. And as often as there is a decline of virtue, and an insurrection of vice and injustice, in the world, I make myself evident.

Sans. Equivalents. ভারত (ভরত-কুলোদ্ভব অর্জুন) ধর্মস্য (বর্ণাশ্রমাদি-লক্ষণস্য ধরাধারকস্য) গ্লানিঃ (হানিঃ) অভ্যুত্থানম্ (উদ্ভবঃ)।

Beng. Expl. ভগবানের সেই প্রাতিভাসিক জন্ম কোন্ সময়ে হইয়া থাকে তাহাই বলা হইতেছে—যে যে সময়ে জীবগণের অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাধন বর্ণ ও আশ্রমরূপ ধর্মের হানি হয় এবং অধর্মের উদ্ভব হয়, তখনই আমি মায়াবশে প্রাতিভাসিক জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

Sans. Expl. তচ্চ ভগবতঃ জন্ম কদা ভবতি ইত্যুচ্যতে—যদা যদা হি বর্ণাশ্রমাদি-লক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনস্য ধর্মস্য হানির্ভবতি, অধর্মস্য চ উদ্ভবো ভবতি তদা মায়য়া আত্মানং সৃজামীতি।

Notes

যদা যদা—(whenever), অব্যয় (Indeclinable).

হি—অব্যয় (Indeclinable). "হি হেতাববধারণে" ইত্যমরঃ।

ধর্মস্য—শেষে ষষ্ঠী, Related to গ্লানিঃ। "ধর্মাঃ পুণ্য-যম-ন্যায়-স্বভাবাচার-সোমপাঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ ধর্ম—পুণ্য (উপবাসাদি-সমুত্থ), যম (সংযম বা শরীর-সাধনাপেক্ষ কর্ম), ন্যায় (যথোচিত হইতে অচলন), স্বভাব (প্রকৃতি), আচার (ধর্মশাস্ত্র-বিহিত) এবং সোমপানকর্তা (কৃত-সোমযাগ) অর্থে ব্যবহৃত।

গ্লানিঃ—গ্লৈ+ক্তি, স্ত্রীলিঙ্গ প্রথমার একবচনে। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী গ্লৈ (to be weary) —(লট্) গ্লায়তি, (লৃট্) গ্লাস্যতি, ণিজন্ত—গ্লপয়তি, গ্লপয়তে, গ্লাপয়তি or গ্লাপয়তে, ক্ত-গ্লানঃ, ক্ত্বাচ্-গ্লাত্বা, তুমুন্-গ্লাতুম্।

ভবতি—ভূ+লট্ তি। (See Sloka No. 2)

অধর্মস্য—'কর্তৃ-কর্মণোঃ কৃতি' ইতি কৃদ্‌যোগে কর্তরি ষষ্ঠী। কৃৎ-প্রত্যয় in অভ্যুত্থানম্। ন ধর্মঃ=অধর্মঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ)

অভ্যুত্থানম্—অভি-উৎ-স্থা+ল্যুট্ (See Sloka No. 2)

ভবতি—ভূ+লট্ তি। (See Sloka No. 2)

তদা—অব্যয় (Indeclinable)

অহম্—অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন। তিন লিঙ্গেই এক রূপ।

আত্মানম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, পুংলিঙ্গ আত্মন্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন।

"আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ আত্মন্—যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব, ব্রহ্ম, দেহ (পুং)। Here it means বর্ষ্ম=দেহ।

সৃজামি—সৃজ্+লট্ মি। তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী সৃজ্ (to create, to let loose)—(লট্) সৃজতি, (লৃট্) স্রক্ষ্যতি, (লুঙ্) অস্রাক্ষীৎ, সন্নন্ত—সিসৃক্ষতি, ণিজন্ত—সর্জয়তি, ক্ত-সৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্-সৃষ্ট্বা, তুমুন্—স্রষ্টুম্।

With prepositions—উৎ-সৃজ্ (to sacrifice, to give up), বি-সৃজ্ (to send, to sacrifice), নি-সৃজ্ (to set free, to release).

Ch. of voice. ···গ্লানিনা ভূয়তে······অভ্যুত্থানেন (ভূয়তে)······ময়া আত্মা সৃজ্যতে।

৪। পরিত্রাণায় সাধূনাং············যুগে যুগে ॥ ৪॥

বিসন্ধিপাঠঃ—পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪ ॥

Prose-order. [অহম্] সাধূনাং পরিত্রাণায় [তথা] দুষ্কৃতাং বিনাশায় চ, [তথা] ধর্মসংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে সম্ভবামি।

Beng. Equivalents. [আমি] সাধূনাম্ (সাধুদের, সৎপথাবলম্বীদের) পরিত্রাণায় (পরিত্রাণ বা রক্ষণের জন্য) [তদ্রূপ] দুষ্কৃতাম্ (পাপীদিগের) বিনাশায় (বিনাশের জন্য) চ (এবং) ধর্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্য) যুগে যুগে (প্রতিযুগে) সম্ভবামি (দেহ পরিগ্রহ করি)।

Beng. Trans. সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম-সংস্থাপন করিবার জন্য আমি যুগে যুগে দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকি ॥

Eng. Trans. And thus I appear, from age to age, for the preservation of the just, the destruction of the wicked, and the establishment of virtue.

Sans. Equivalents. সাধূনাম্ (সৎপথাবলম্বিনাম্) পরিত্রাণায় (রক্ষণায়) দুষ্কৃতাম্ (পাপিনাম্) বিনাশায় (ধ্বংসার্থম্) ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় (ধর্ম-পরিরক্ষণায়) সম্ভবামি (মায়য়া দেহবানিব ভবামি)।

Beng. Expl. ভগবানের সেই প্রাতিভাসিক জন্ম কি কার্যের জন্য হইয়া থাকে তাহা এখানে বলিতেছেন—'সাধু-সজ্জনদের রক্ষা, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্যই আমি প্রতিযুগে দেহ ধারণ করি।'

Sans. Expl. ভগবতঃ তৎ প্রাতিভাসিকং জন্ম কিমর্থং ভবতি ইত্যুচ্যতে—সাধূনাং সন্মার্গস্থানাং পরিরক্ষণায়, পাপিনাং নিগ্রহায়, ধর্মস্য সম্যক্ স্থাপনার্থঞ্চ প্রতিযুগম্ মায়য়া দেহবানিব ভবামি ইত্যর্থঃ।

Notes

সাধূনাম্—'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' ইতি কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী, related to পরিত্রাণায়। "মহাকুল-কুলীনার্য-সভ্য-সজ্জন-সাধবঃ" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে ; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-কুলোদ্ভব ব্যক্তিবাচক—মহাকুল, কুলীন, আর্য, সভ্য, সজ্জন, সাধু (পুং)।

"বিধা বিধৌ প্রকারে চ, সাধু রম্যেঽপি চ ত্রিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ [বিধা—(স্ত্রী) ধারা, নিয়ম, প্রকার] ; সাধু—রম্য, সজ্জন (ত্রিলিঙ্গ)। 'সুন্দরং রুচিরং চারু সুষমং সাধু শোভনম্। কান্তং মনোরমং রুচ্যং মনোজ্ঞং মঞ্জু মঞ্জুলম্।' ইত্যমরঃ বিশেষ্য-নিঘ্নবর্গে ; অর্থাৎ সুন্দরের নাম—সুন্দর, রুচির, চারু, সুষম, সাধু, শোভন, কান্ত, মনোরম (মনোহর), রুচ্য, মনোজ্ঞ, মঞ্জু, মঞ্জুল।

পরিত্রাণায়—'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা' ইতি চতুর্থী ; পরি-ত্রৈ+ল্যুট্, ৪র্থী একবচন। "পর্য্যাপ্তিঃ স্যাৎ পরিত্রাণং হস্তবারণমিত্যপি" ইত্যমরঃ সংকীর্ণবর্গে ; অর্থাৎ প্রহারোদ্যতকে নিষেধ করার নাম—পর্য্যাপ্তি (স্ত্রী), পরিত্রাণ, হস্তবারণ (ক্লী) [হস্তধারণ]।

ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী ত্রৈ (to protect)—(লট্) ত্রায়তে, (লৃট্) ত্রাস্যতে, (লুঙ্) অত্রাস্ত, ণিজন্ত-ত্রাপয়তি, সন্নন্ত—তিত্রাসতে, ক্ত-ত্রাণঃ or ত্রাতঃ, তুমুন্-ত্রাতুম্।

দুষ্কৃতাম্—দুর্-কৃ+ক্বিপ্, ষষ্ঠীর বহুবচন। 'কর্তৃ-কর্মণোঃ কৃতি' ইতি কর্মণি ষষ্ঠী, related to বিনাশায়। তনাদিগণীয় উভয়পদী কৃ (to do)—(লট্) করোতি or কুরুতে, (লৃট্) করিষ্যতি or করিষ্যতে, (লুঙ্) অকার্ষীৎ-অকৃত, ণিজন্ত—কারয়তি or কারয়তে, সন্নন্ত—চিকীর্ষতি-তে, ক্ত-কৃতঃ, ক্ত্বাচ্-কৃত্বা,ল্যপ্-উপকৃত্য, তুমুন্—কর্তুম্।

With prepositions—অধি-কৃ (to subjugate), অনু-কৃ (to imitate), অপ-কৃ (to injure), পরি-কৃ (to make clean), প্রতি-কৃ (to remedy), সম্-কৃ (to repair), আ-কৃ+ণিচ্ (to call), বি-প্র-কৃ (to injure).

বিনাশায়—বি-নশ্+ঘঞ্, ৪র্থী একবচন ; 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা' ইতি চতুর্থী। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী নশ্ (to be lost, to perish)—(লট্) নশ্যতি, (লৃট্) নশিষ্যতি or নঙ্‌ক্ষ্যতি, (লুঙ্) অনশৎ-অনেশৎ, ণিজন্ত-নাশয়তি, সন্নন্ত—নিনশিষতি বা নিনঙ্‌ক্ষতি, ক্ত-নষ্টঃ, ক্ত্বাচ্-নশিত্বা, নষ্ট্বা or নংষ্ট্বা, তুমুন্-নাশিতুম্ or নংষ্টুম্।

"সংবাহনং মর্দনং স্যাদ্বিনাশঃ স্যাদদর্শনম্" ইত্যমরঃ সংকীর্ণবর্গে ; অর্থাৎ [গাত্রাদি মর্দন করার নাম—মর্দন, সংবাহন (ক্লী)] ; অদর্শনের নাম—বিনাশ (পুং), অদর্শন (ক্লী)।

চ—অব্যয় (Indeclinable); "চ পাদপূরণে পক্ষান্তরে হেতৌ বিনিশ্চয়ে" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ; "চান্বাচয়-সমাহারেতরেতর-সমুচ্চয়ে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ অন্বাচয়, সমাহার, ইতরেতর বা সমুচ্চয় অর্থে 'চ' ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়—ধর্মস্য সংস্থাপনম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তস্য অর্থঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)=ধর্ম সংস্থাপনার্থঃ, 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা' ইতি চতুর্থী।

(ধর্ম-শব্দ-সম্বন্ধে ৩নং শ্লোক দ্রষ্টব্য) (For the root স্থা see Sloka No. 2)

যুগে যুগে—অধিকরণে সপ্তমী। If compounded the form would be প্রতিযুগম্ (অব্যয়ীভাবঃ)।

"যানাদ্যঙ্গে যুগঃ পুংসি, যুগং যুগ্মে কৃতাদিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ যুগ—রথাদি যানের অঙ্গ (পুং), যুগ্ম, সত্য প্রভৃতি যুগ (ক্লীং)।
"যুগং যুগ্মে চ সত্যাদৌ চতুর্হস্ত-রথাঙ্গয়োঃ" ইত্যজয়ঃ।

সম্ভবামি—সম্-ভূ + লট্ মি, having for its Nom. অহম্ (understood). (For the root ভূ see Sloka No. 2)

Ch. of voice.······সম্ভূয়তে [ময়া]······। ৪।

৫। জন্ম কর্ম চ মে ··········সোঽর্জুন ॥ ৫ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ এবম্ যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম ন এতি মাম্ এতি সঃ অর্জুন ॥ ৫

Prose-order. [হে] অর্জুন! এবং মে দিব্যং জন্ম কর্ম চ তত্ত্বতঃ যো বেত্তি, সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম ন এতি [তথা] মাম্ এতি। ৫।

Beng. Equivalents. অর্জুন (হে অর্জুন) এবম্ (এইরূপ) মে (আমার) দিব্যম্ (অপ্রাকৃত, ঐশ্বর) জন্ম (মায়ারূপ আবির্ভাব) কর্ম চ (এবং সাধু-পরিত্রাণাদি কার্য) তত্ত্বতঃ (যথার্থভাবে) যো বেত্তি (যিনি জানেন) (তিনি) দেহং ত্যক্ত্বা (দেহ ত্যাগ করিয়া) পুনর্জন্ম (পুনরুৎপত্তি) ন এতি (প্রাপ্ত হন না) মাম্ এতি (আমাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন)।

Beng. Trans. হে অর্জুন! আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান যাঁহার হয়, তিনি দেহত্যাগের পর আর জন্মগ্রহণ করেন না এবং আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫

Eng. Trans. He, O Arjuna, who from conviction acknowledgeth my divine birth and actions to be even so, doth not, upon his quitting his mortal frame, enter into another, for he entereth into me.

Sans. Equivalents. এবম্ (ঈদৃশম্) দিব্যম্ (অপ্রাকৃতম্, স্বরম্) ঐশ্বম্ মায়য়া আবির্ভাবঃ) কর্ম (সাধু-পরিত্রাণাদি কার্য্যম্) তত্ত্বতঃ (যথার্থতঃ) বেত্তি

(জানাতি) এতি (প্রাপ্নোতি) পুনর্জন্ম (পুনরুৎপত্তিঃ) মাম এতি (মাং প্রাপ্নোতি, মুক্তিং লভতে)।

Beng. Expl. আমার এই অলৌকিক ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় যথোক্ত মায়াময় জন্ম এবং সাধু-পারিত্রাণাদি কার্য যে ব্যক্তি যথার্থরূপে জানেন, তিনি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না এবং আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (অর্থাৎ ভগবৎ-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন)। ৫

Sans. Expl. মমৈতৎ অলৌকিকং প্রাতিভাসিকং জন্ম, সাধু-পরিত্রাণাদি কার্যং চ যো যথাবৎ জানাতি স ইমং দেহং পরিত্যজ্য পুনরুৎপত্তিং ন প্রাপ্নোতি, স মাম্ এব গচ্ছতি, ভগবৎ-সাযুজ্যরূপাং মুক্তিং লভতে ইত্যর্থঃ। ৫

Notes

অর্জুন—সম্বোধন।

এবম্—অব্যয় (Indeclinable); "ইবেত্থমর্থয়োরেবং নূনং তর্কেঽর্থনিশ্চয়ে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ এবম্—ইব, এই প্রকার ; নূনম্—তর্ক, নিশ্চয়ার্থ।

মে—শেষে ষষ্ঠী, অস্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন, Alternative form—মম।

দিব্যম্—দিব্+যৎ (ভবার্থে), ক্লীং ১মা ১ব।

জন্ম—জন্+মন্, ক্লীং ১মা ১বঃ, দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী জন্ (to be born) —(লট্) জায়তে, (লৃট্) জনিষ্যতে, (লুঙ্) অজনি-অজনিষ্ট, ণিজন্ত—জনয়তি, সন্নন্ত—জিজনিষতে, যঙন্ত—জাজায়তে বা জঞ্জন্যতে, ক্ত-জাতঃ, তব্যৎ-জনিতব্যঃ, ক্ত্বাচ্-জনিত্বা, তুমুন্-জনিতুম্।

"জনুর্জনন-জন্মানি জনিরুৎপত্তিরুদ্ভবঃ ; ইত্যমরঃ কালবর্গে ; অর্থাৎ জন্মের নাম—জনুস্, জনন, জন্মন্ (ক্লী), উৎপত্তি (স্ত্রী), উদ্ভব (পুং)।

কর্ম—কৃ+মন্, ক্লীং ১মা ১বচন (For the root কৃ see Sloka No. 4.)

চ—অব্যয় (Indeclinable)

তত্ত্বতঃ—তৎ+ত্ব+তস্। অব্যয় (Indeclinable)

যঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to বেত্তি। পুংলিঙ্গ যদ্-শব্দের ১মা ১বঃ।

বেত্তি—বিদ্+লট্ তি। (For the root বিদ্ see Sloka No. 1)

সঃ—কর্তরি ১মা, Verb—এতি ; পুং তদ্-শব্দের ১মা ১বঃ।

দেহম—দিহ্+ঘঞ্, ২য়া ১বঃ, কর্মণি ২য়া, Obj. to ত্যক্ত্বা। It is Masc, or Neuter.

"গাত্রং বপুঃ সংহননং শরীরং বর্ষ্ম বিগ্রহঃ।

কায়ো দেহঃ ক্লীবপুংসোঃ স্ত্রিয়াং মূর্তিস্তনুস্তনূঃ॥" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ শরীরবাচক—গাত্র, বপুস্, সংহনন, শরীর, বর্ষ্মন (ক্লী), বিগ্রহ, কায় (পুং), দেহ (পুং-ক্লী), মূর্তি, তনু, তনূ (স্ত্রী)।

ত্যক্ত্বা—ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ত্যজ্ (to abandon)—(লট্) ত্যজতি, (লৃট্) ত্যক্ষ্যতি, (লুঙ্) অত্যাক্ষীৎ, সন্নন্ত—তিত্যক্ষতি, ণিজন্ত-ত্যাজয়তি, ক্ত-ত্যক্তঃ, তুমুন্-ত্যক্তুম্।

পুনর্জন্ম—পুনঃ+জন্ম; কর্মণি ২য়া, Obj. to এতি।

ন—অব্যয় (Indeclinable); "অভাবে নহ্য নো নাপি মাস্ম মালং চ বারণে," ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে; অর্থাৎ নিষেধের নাম—নহি, অ, নো, ন; বারণের নাম—মাস্ম, মা, অলম্

এতি—ই+লট্ তি (See Sloka No. 1)

মাম্—কর্মণি ২য়া, Obj. to এতি। অস্মদ্-শব্দের ২য়া ১বচন।

Ch. of voice.......যেন বিদ্যতে,......ন ঈয়তে, তেন অহম্ ঈয়ে। ৫

৬। **বীতরাগভয়ক্রোধা.........মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৬ ॥**

বিসন্ধিপাঠঃ— বীতরাগ-ভয়-ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ।
বহবঃ জ্ঞানতপসা পূতাঃ মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৬

Prose-order. বীতরাগ-ভয়-ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ বহবঃ জ্ঞান-তপসা পূতাঃ [সন্তঃ] মদ্ভাবম্ আগতাঃ। ৬।

Beng. Equivalents. বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ (যাহাদের রাগ, ভয় এবং ক্রোধ বিগত হইয়াছে) মন্ময়াঃ (ঈশ্বরাভেদদর্শী ব্রহ্মবিদ্) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমাকে আশ্রয়পূর্বক) বহবঃ (বহু ব্যক্তি) জ্ঞান-তপসা (জ্ঞানরূপ এ পন্থার দ্বারা) পূতাঃ (পবিত্র হইয়া) মদ্ভাবম্ আগতাঃ (আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন)।

Beng. Trans. আমার স্বরূপ-দর্শনকারী রাগ, ভয় ও ক্রোধ-বর্জিত বহু ব্যক্তি আমাকে আশ্রয়পূর্বক জ্ঞানরূপ-তপস্যা-দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন (অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন)। ৬।

Eng. Trans. Many who were free from affection, fear and anger, and, filled with my spirit, depended upon me, having been purified by the power of wisdom, have entered into me. 6

Sans. Equivalents. বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ (বিগতানুরাগ-ভীতি-কোপাঃ) মন্ময়াঃ (ঈশ্বরাভেদ-দর্শিনো ব্রহ্মবিদঃ) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) জ্ঞানতপসা (জ্ঞান-তপস্যয়া) পূতাঃ (পবিত্রাঃ) মদ্ভাবমাগতাঃ (মোক্ষং প্রাপ্তাঃ)।

Beng. Expl. এই মোক্ষমার্গ যে সম্প্রতি এ জগতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে, পূর্বকালেও ইহা ছিল—তাই বলা যাইতেছে যে—রাগ, ভয় ও ক্রোধ এই তিনটি বৃত্তি হইতে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ (পরমেশ্বর হইতে আপনাকে অভিন্নরূপে যাঁহারা দর্শন করেন) যাঁহারা আমাকেই আশ্রয় করেন (যাঁহারা

কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠ) এই প্রকার বহু ব্যক্তি পরমাত্ম-বিষয়ক-জ্ঞান-রূপ তপস্যার দ্বারা পরমশুদ্ধি লাভ করিয়া ঈশ্বরভাব বা মোক্ষই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অন্য তপস্যা প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, ইহা প্রতিপাদন করার জন্যই 'জ্ঞানতপস্যা' উপন্যস্ত হইয়াছে।

Sans. Expl. নৈষ মোক্ষমার্গ ইদানীং প্রবৃত্তঃ পূর্বমপি আসীৎ, বিগত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ ঈশ্বরাভেদ-দর্শিনো ব্রহ্মবিদঃ পরমেশ্বরমুপাশ্রিত্য কেবল-জ্ঞাননিষ্ঠা অনেকে পরমাত্ম-বিষয়ক-তপসা পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্ত ঈশ্বরভাবং মোক্ষং সমনুপ্রাপ্তাঃ।

Notes

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধাঃ—রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ (দ্বন্দ্বঃ), বীতাঃ রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ যেভ্যঃ তে (বহুব্রীহিঃ)।

বীতাঃ—বি-ই-ক্ত ১মা বহুঃ (For ই-ধাতু see Sloka No. 1)

রাগঃ—রঞ্জ্+ঘঞ্, পুং ১মা ১বচন ; ভ্বাদি বা দিবাদিগণীয় উভয়পদী রঞ্জ্ (to be coloured, to tinge, to be pleased)—(লট্) রজতি-রজতে বা রজ্যতি-রজ্যতে, (লৃট্) রঙ্ক্ষ্যতি-রঙ্ক্ষ্যতে, (লুঙ্) অরাঙ্ক্ষীৎ বা অরঙ্ক্ত, ণিজন্ত—রঞ্জয়তি (pleases) or রজয়তি (hunts), সন্নন্ত—রিরঙ্ক্ষতি-তে, ক্ত—রক্তঃ, ক্ত্বাচ্—রক্ত্বা or রঙ্ক্ত্বা, তুমুন্—রঙ্ক্তুম্।

N. B. Difference between **রঞ্জয়তি** and **রজয়তি**—

রঞ্জয়তি (তৃপ্ত করে, রং করে অথবা পশু-ভিন্ন শিকার করে)—(১) রঞ্জয়তি মৃগান্ তৃণদানেন, (২) ধাবকঃ বস্ত্রং রঞ্জয়তি, (৩) ব্যাধঃ **খগান্** রঞ্জয়তি।

রজয়তি (পশু শিকার করে, hunts)—রজয়তি মৃগান্ ব্যাধঃ।

ভয়ম্—ভী+অচ্, ক্লী ১মা ১বঃ।

"চতুর্দশ দরস্ত্রাসো ভীতির্ভীঃ সাধ্বসং ভয়ম্" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে।

হ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভী (to fear)—(লট্) বিভেতি. (লৃট্) ভেষ্যতি, (লুঙ্) অভৈষীৎ, সন্নন্ত—বিভীষতি, ণিজন্ত—ভাপয়তে, ভীষয়তে or ভায়য়তি, ক্ত—ভীতঃ, তব্যৎ—ভেতব্যঃ, তুমুন্-ভেতুম্।

N. B. (১) প্রয়োজক কর্তা নিজেই ভয়ের কারণ হইলে **ভীষয়তে বা ভাপয়তে**—সর্পঃ বালকং ভীষয়তে (বা ভাপয়তে)।

(২) প্রয়োজক কর্তা (নিজে ভয়ের কারণ না হইয়া) অন্য কিছু দ্বারা ভয় দেখাইলে **ভায়য়তি** ('ভীস্ম্যোর্হেতুভয়ে' ১।৩।৬৮)—স দণ্ডেন বালকং ভায়য়তি।

ক্রোধঃ—ক্রুধ্+ঘঞ্, পুং ১মা ১বঃ। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী ক্রুধ্ (to be angry)—(লট্) ক্রুধ্যতি, (লৃট্) ক্রোৎস্যতি, (লুঙ্) অক্রুধৎ, সন্নন্ত—চুক্রুৎসতি, ক্ত—ক্রুদ্ধঃ, ক্ত্বাচ্—ক্রুদ্ধা, তুমুন—ক্রোদ্ধুম্।

"কোপ-ক্রোধামর্ষ-রোষ-প্রতিঘা রুট্-ক্রুধৌ স্ত্রিয়ৌ" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে ; অর্থাৎ ক্রোধবাচক—কোপ, ক্রোধ, অমর্ষ, রোষ, প্রতিঘ (পুং), রুষ্, ক্রুধ্ (স্ত্রী)।

মন্ময়াঃ—অস্মদ্+ময়ট্, ১মা বহুবচন।

মাম্—কর্মণি ২য়া, অস্মদ্-শব্দের ২য়া ১বঃ, Alternative form—মা ; Obj. to উপাশ্রিতাঃ।

উপাশ্রিতাঃ—উপ-আ-শ্রি+ক্ত, ১মা বহুবচন ; ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী শ্রি (to go, to teach, to serve) (লট্) শ্রয়তি or শ্রয়তে, (লৃট্) শ্রয়িষ্যতি or শ্রয়িষ্যতে, ক্তাচ্—শ্রিত্বা, ল্যপ্—আশ্রিত্য, তুমুন্—শ্রয়িতুম্।

জ্ঞান-তপসা—জ্ঞানমেব তপঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ) তেন। "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্প-শাস্ত্রয়োঃ" ইত্যমরঃ ধীবর্গে ; অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক এবং ঘটপটাদি সাধারণ-বিষয়ক বোধের নাম—জ্ঞান (ক্লী), শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানের নাম—বিজ্ঞান (ক্লী)।

জ্ঞানম্—জ্ঞা+ল্যুট্। ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী জ্ঞা (to know)—(লট্) জানাতি or জানীতে, (লৃট্) জ্ঞাস্যতি or জ্ঞাস্যতে, (লুঙ্)—অজ্ঞাসীৎ-অজ্ঞাসিষ্ট, সন্নন্ত—জিজ্ঞাসতে, ণিজন্ত—জ্ঞাপয়তি, ক্ত—জ্ঞাতঃ, তুমুন্—জ্ঞাতুম্, ক্তাচ্—জ্ঞাত্বা, ল্যপ্—বিজ্ঞায়।

With prepositions—অনু-জ্ঞা (to permit), অপ-জ্ঞা (to deny), অব-জ্ঞা (to hate, to neglect), প্রতি-জ্ঞা (to promise), সম্-জ্ঞা (to agree, to watch)।

বহবঃ—পুংলিঙ্গ বহু-শব্দের ১মা বহুঃ, Adj. to মানবাঃ (understood).

পূতাঃ—পূ+ক্ত, পুং ১মা বহুবচন ; ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী পূ (to purify) —(লট্) পুনাতি or পুনীতে, (লৃট্) পবিষ্যতি or পবিষ্যতে, (লুঙ্) অপাবীৎ or অপবিষ্ট, সন্নন্ত—পুপূষতি বা পুপূষতে, ণিজন্ত—পাবয়তি, ক্ত—পূতঃ, ক্তাচ্—পূত্বা or পবিত্বা, তুমুন্—পবিতুম্।

মদ্ভাবম্—মম ভাবঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তম্। কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to আগতাঃ। Here মদ্ভাব=মোক্ষ।

"ভাবঃ সত্তা-স্বভাবাভিপ্রায়-চেষ্টাত্ম-জন্মসু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ ভাব—সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, আত্মা, জন্ম (পুং)।

আগতাঃ—আ-গম্+ক্ত, পুং ১মা বহুবচন, ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী গম্ (to go) —(লট্) গচ্ছতি, (লৃট্) গমিষ্যতি, (লুঙ্) অগমৎ, সন্নন্ত—জিগমিষতি, যঙন্ত—জঙ্গম্যতে, ণিজন্ত—গময়তি, ক্ত—গতঃ, ক্তাচ্—গত্বা, ল্যপ্—আগম্য or আগত্য, তুমুন্—গন্তুম্।

With prepositions—আ-গম্ (to come), অনু-গম্ (to follow), সম্-গম্ (আত্মনেপদ) (to become proper), নির্-গম্ (to go out), উপ-গম্ (to approach), অধি-গম্ (to get).

Ch. of voice. বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধৈঃ মন্ময়ৈঃ মাম্ উপাশ্রিতৈঃ বহুভিঃ…… আগতৈঃ [ভূয়তে]।

৭। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে… ……পার্থ সর্বশঃ ॥ ৭ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তান্ তথা এব ভজামি অহম্।
মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৭ ॥

Prose-order. যে মাং যথা প্রপদ্যন্তে, অহং তান্ তথৈব ভজামি। [হে] পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে। ৭।

Beng. Equivalents. যে (যাহারা) মাম্ (আমাকে) যথা (যে প্রকারে অর্থাৎ যে প্রয়োজনে) প্রপদ্যন্তে (অবলম্বন করে) অহম্ (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথা এব (সেই ভাবেই অর্থাৎ সেই প্রয়োজন-দানে) ভজামি (অনুগৃহীত করি)। পার্থ (হে অর্জুন), মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করে)। ৭

Beng. Trans. মানবগণ যে প্রয়োজনের জন্য আমাকে অবলম্বন করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রয়োজন-দানে অনুগৃহীত করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে। ৭

Eng. Trans. I assist those men who in all things walk in my path, even as they serve me. O Arjuna, Men follow my path in all respects.

Sans. Equivalents. প্রপদ্যতে (অবলম্বন্তে) ভজামি (অনুগৃহ্লামি) মনুষ্যাঃ (মানবাঃ) সর্বশঃ (সর্বথা) বর্ত্ম (পন্থানম্) অনুবর্তন্তে (অনুসরন্তি)।

Beng. Expl. কাহারও মনে হইতে পারে যে, ঈশ্বরের পক্ষপাত আছে, কারণ—তিনি কোন কোন লোককেই আত্মভাব প্রদান করেন, সকলকে করেন না। তাঁহার রাগ-দ্বেষ হেতুই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর।—এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন—যে যে প্রয়োজনের বশে, যে ফল লাভ করিবার জন্য, আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকে আমি সেই ফল প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়া থাকি।

একই সময়ে একই ব্যক্তির মোক্ষাভিলাষ ও ফলকামনা এই উভয়টি হইতে পারে না। যাহারা ফলপ্রার্থী তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া, যাহারা ফল কামনা করে না অথচ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং মোক্ষ-কামনাও থাকে, তাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া, যাহারা জ্ঞানী, সন্ন্যাসী ও মুমুক্ষু তাহাদিগকে মোক্ষ প্রদান করিয়া

এবং পীড়িত ব্যক্তিগণের পীড়া হরণ করিয়া—যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে তাহাকে আমি সেই ভাবে অনুগৃহীত করিয়া থাকি। রাগ-দ্বেষ-বশতঃ বা মোহপ্রযুক্ত আমি কাহারও সহিত ব্যবহার করি না।

Sans. Expl. ভগবতঃ কিং রাগদ্বেষৌ স্তঃ, যেন কেভ্যশ্চিৎ এবম্ আত্মভাবং প্রযচ্ছতি, ন সর্বেভ্যঃ ? ইত্যেতৎ নিরাকর্তুমুচ্যতে—যে যেন প্রকারেণ যৎফলার্থিতয়া মামবলম্বন্তে তান্ তৎফল-প্রদানেন অহম্ অনুগৃহ্ণামি। ন হ্যেকস্য মুমুক্ষুত্বং ফলার্থিত্বঞ্চ যুগপৎ সম্ভবতি। অতো যে ফলার্থিনঃ তান্ ফলপ্রদানেন, যে যথোক্তকারিণোঽপি অফলার্থিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ জ্ঞান-প্রদানেন, যে জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ মোক্ষপ্রদানেন, তথা আর্তান্ আর্তি-হরণেন ইত্যেবং যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজামি, ন পুনঃ রাগ-দ্বেষ-নিমিত্তং মোহনিমিত্তম্ বা।

Notes

যে—কর্তরি ১মা, Nom. to প্রপদ্যন্তে ; পুংলিঙ্গ যদ্-শব্দের প্রথমার বহুবচন।

মাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to প্রপদ্যন্তে ; অস্মদ্-শব্দের ২য়া ১বচন।

যথা—যদ্+থাল্, অব্যয় (Indeclinable).

প্রপদ্যন্তে—প্র-পদ্+লট্ অন্তে, Having for its Nominative যে and Object মাম্। পদ্-ধাতু দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী (to go, to attain)—(লট্) পদ্যতে, (লৃট্) পৎস্যতে, (লুঙ্) অপাদি, সন্নন্ত—পিৎসতে, ণিজন্ত—পাদয়তি, Passive-পদ্যতে, ক্ত-পন্নঃ, ক্ত্বাচ্-পত্ত্বা, তুমুন্-পত্তুম্।

With prepositions—উৎ-পদ্ (to grow), বি-পদ্ (to die, to fall nto danger).

অহম্—কর্তরি প্রথমা, Nom. to ভজামি ; অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

তান্—কর্মণি ২য়া, Obj. to ভজামি ; পুং তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন।

তথৈব—তথা+এব ; অব্যয় (Indeclinable)

ভজামি—ভজ্+লট্ মি। ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী ভজ্ (to share, to serve) —(লট্) ভজতি or ভজতে, (লৃট্) ভক্ষ্যতি বা ভক্ষ্যতে, (লুঙ্) অভাক্ষীৎ or অভক্ত, সন্নন্ত—বিভক্ষতি or বিভক্ষতে, ণিজন্ত—ভাজয়তি, ক্ত-ভক্তঃ, ক্ত্বাচ্-ভক্ত্বা, ল্যপ্-বিভজ্য, তুমুন্-ভক্তুম্।

With a preposition—বি-ভজ্ (to share, to divide).

পার্থ—সম্বোধনে। পৃথা+অণ্।

মনুষ্যাঃ—মনু+যৎ (অপত্যার্থে) (ষ-আগম), ১মা বহুবচন।

"মনুষ্যা মানুষা মর্ত্যা মনুজা মানবা নরাঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ মনুষ্য—মানুষ, মর্ত্য, মনুজ, মানব, নর (পুং)।

সর্বশঃ—সর্ব+চশস্ ; অব্যয় (Indeclinable).

মম—শেষে ষষ্ঠী, related to বর্ত্ম ; অস্মদ্-শব্দের ষষ্ঠী ১বঃ, Alt. form—মে।

বর্ত্ম—কর্মণি ২য়া, Obj. to অনুবর্তন্তে ; ক্লীবলিঙ্গ বর্ত্মন্-শব্দের ২য়া ১বঃ "তিথিভেদে ক্ষণে পর্ব, বর্ত্ম নেত্রচ্ছদেঽধ্বনি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ পর্বন্—অমাবস্যা-তিথি, ক্ষণ (ক্লী) ; বর্ত্মন্—চক্ষুর পাতা, পথ (ক্লী)।

অনুবর্তন্তে—অনু-বৃৎ+লট্ অন্তে। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী বৃৎ (to exist, to lie on)—(লট্) বর্ততে, (লৃট্) বর্ৎস্যতে or বর্তিষ্যতে, (লুঙ্) অবৃতৎ বা অবর্তিষ্ট, সন্নন্ত—বিবর্তিষতে বা বিবৃৎসতি, ণিজন্ত—বর্তয়তি, ক্ত-বৃত্তঃ, তুমুন-বর্তিতুম্, ক্ত্বাচ্-বৃত্ত্বা or বর্তিত্বা, ল্যপ্-পরাবৃত্য।

N. B · By 'বৃদ্ভ্যঃ স্য-সনোঃ' ১।৩।৯২ we get পরস্মৈপদ also in লৃট্ and সন্-প্রত্যয়—বর্ৎস্যতি বা বর্তিষ্যতে, বিবৃৎসতি বা বিবর্তিষতে। (vide HSGC, p.377*).

With prepositions—অনু-বৃৎ (to follow), পরা-বৃৎ (to turn back), আ-বৃৎ (to revolve), নি-বৃৎ (to desist), পরি-বৃৎ (to change), প্র-বৃৎ (to commence).

Ch. of voice. যৈঃ······অহং প্রপদ্যে, ময়া তে······ভজ্যন্তে,···মনুষ্যৈঃ··· বর্ত্ম অনুবৃত্যতে। ৭।

৮। **কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং ·····সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ৮॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাম্ সিদ্ধিম্ যজন্তে ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রম্ হি মানুষে লোকে সিদ্ধিঃ ভবতি কর্মজা ॥

Prose-order. ইহ কর্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ দেবতাঃ যজন্তে ; মানুষে লোকে কর্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং হি ভবতি।

Beng. Equivalents. ইহ (এখানে, এই পৃথিবীতে) কর্মণাম্ (কর্মসমূহের) সিদ্ধিম্ (ফলনিষ্পত্তি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (প্রার্থনা করিয়া) দেবতাঃ (ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে) যজন্তে (উপাসনা করে), মানুষে লোকে (মনুষ্যলোকে) কর্মজা (কর্ম হইতে উৎপন্ন) সিদ্ধিঃ (ফলনিষ্পত্তি) ক্ষিপ্রম্ হি (শীঘ্রই) ভবতি (হয়)।

Beng. Trans. এই জগতে অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের সিদ্ধি কামনা করিয়া [মনুষ্যগণ] দেবতাগণের পূজা করিয়া থাকে। এই মনুষ্যলোকে কর্মজনিত সিদ্ধি সত্বর হইয়া থাকে।

Eng. Trans. Those who wish for success to their works in this

---

* A Higher Sanskrit Grammar and Composition. by Dr. Lahiri and Shastri বুঝাইতে এই পুস্তকে 'HSGC' ব্যবহার করা হইয়াছে।

life, worship the *Devatās*. That which is achieved in this life, from works, speedily cometh to pass.

Sans. Equivalents. সিদ্ধিম্ (ফলানত্তিম্) কাঙ্ক্ষন্তঃ (প্রার্থয়মানাঃ) যজন্তে (উপাসতে) মানুষে লোকে (ইহ পৃথিব্যাম্) কর্মজা (কর্মোৎপন্না)।

Beng. Expl. প্রশ্ন হইতে পারে যে—তুমি রাগ-দ্বেষহীন ঈশ্বর, এই জন্য সকল প্রাণীর উপরই তোমার অনুগ্রহেচ্ছা তুল্য এবং তুমিই সকলের সর্বপ্রকার ফলদানে সমর্থ, এ অবস্থায় তুমি থাকিতে সকল ব্যক্তি মুমুক্ষু হইয়া 'বাসুদেবই সকল জগৎ' এই প্রকার যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—কর্মফলের সিদ্ধি (অর্থাৎ ফলনিষ্পত্তি) প্রার্থনা করিয়া এই পৃথিবীতে [অধিকারী জীবগণ] ইন্দ্রাদি দেবগণের [প্রীতির জন্য] যাগানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই সকল ফলাকাঙ্ক্ষী ও ভিন্নদেবতা-যাজিগণের এই মনুষ্যলোকে শীঘ্রই কর্মফলের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

মনুষ্য-লোকে এই প্রকার বিশেষ নির্দেশ দ্বারা [ইহা বুঝিতে হইবে যে] অন্য লোকে ফলসিদ্ধি হইলেও এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মফলের সিদ্ধি যত শীঘ্র হয়, তত শীঘ্র অন্য লোকে হয় না, কারণ মনুষ্যলোকেই শাস্ত্রাধিকার আছে, ইহাই ভগবান্ দেখাইতেছেন। বর্ণাশ্রমাধিকারী ব্যক্তিগণের কর্মজনিত ফলসিদ্ধি শীঘ্রই হইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য।

Sans. Expl. তব ঈশ্বরস্য রাগাদি-দোষাভাবাৎ সর্বপ্রাণিষু তুল্যায়াম্ অনুজিঘৃক্ষায়াং সর্বফল-দান-সমর্থে চ ত্বয়ি সতি, 'বাসুদেবঃ সর্ব'মিতি জ্ঞানেনৈব মুমুক্ষবঃ সন্তঃ কস্মাৎ ত্বাম্ এব সর্বে ন প্রতিপদ্যন্তে ইতি তত্র হেতুমাহ—

ফলনিষ্পত্তিং প্রার্থয় মানানাং ভিন্ন-দেবতা-যাজিনাং ফলাকাঙ্ক্ষিণাং শাস্ত্রাধিকার-সম্পন্নে মনুষ্যলোকে বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারি-কর্মণাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি।

Notes

ইহ—ইদম্+হ; অব্যয় (Indeclinable); by the rule 'ইদমো হঃ'।

কর্মণাম্—শেষে ষষ্ঠী, Related to সিদ্ধিম্; ক্লীবলিঙ্গ কর্মন্-শব্দের ষষ্ঠী বহুঃ। কৃ+মন্, ষষ্ঠী বহুবচন (Genitive Plural).

সিদ্ধিম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to কাঙ্ক্ষন্তঃ। সিধ্+ক্তি, ২য়া ১বচন।

কাঙ্ক্ষন্তঃ—কাঙ্ক্ষ্+শতৃ, ১মা বহুঃ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী কাঙ্ক্ষ্ (to desire, to wish)—(লট্) কাঙ্ক্ষতি, (বিধিলিঙ্) কাঙ্ক্ষ্যাৎ, (লৃট্) কাঙ্ক্ষিষ্যতি, (লুঙ্) অকাঙ্ক্ষীৎ, সন্নন্ত—চিকাঙ্ক্ষিষতি, যঙন্ত—চাকাঙ্ক্ষ্যতে, ণিজন্ত—কাঙ্ক্ষয়তি, তব্যৎ-কাঙ্ক্ষিতব্যম্, অনীয়র্—কাঙ্ক্ষণীয়ম্, ক্ত-কাঙ্ক্ষিতঃ, তুমুন্-কাঙ্ক্ষিতুম্।

দেবতাঃ—কর্মণি ২য়া, Obj. to যজন্তে; স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা-শব্দের Accusative plural (২য়া বহুবচন)। Synonyms of দেবতা—

"অমরা নির্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ।
সুপর্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ ॥
আদিতেয়া দিবিষদো লেখা অদিতিনন্দনাঃ।
আদিত্যা ঋভবোঽস্বপ্না অমর্ত্যা অমৃতান্ধসঃ ॥
বর্হির্মুখাঃ ক্রতুভুজো গীর্বাণা দানবারয়ঃ।
বৃন্দারকা দৈবতানি পুংসি বা দেবতাঃ স্ত্রিয়াম্ ॥ ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে ;

অর্থাৎ দেবতার নাম—অমর, নির্জর, দেব, ত্রিদশ, বিবুধ, সুর, সুপর্বন্, সুমনস্, ত্রিদিবেশ, দিবৌকস্, আদিতেয়……বৃন্দারক (পুং), দৈবত (পুং-ক্লী), দেবতা (স্ত্রী)।

যজন্তে—যজ্+লট্ অন্তে, Having for its Nom. মানবাঃ (understood) ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী যজ্ (to sacrifice, to worship, to make an oblation to) —(লট্) যজতি-যজতে, (লৃট্) যক্ষ্যতি-যক্ষ্যতে, (লুঙ্) অযাক্ষীৎ-অযষ্ট, সন্নন্ত —যিযক্ষতি-যিযক্ষতে, ণিজন্ত—যাজয়তি, ক্ত-ইষ্টঃ, ক্ত্বাচ্-ইষ্ট্বা।

মানুষে—Qualifying লোকে, Adj. ; মানুষ+অণ্, ৭মী ১বচন। (৭ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)

লোকে—অধিকরণে ৭মী, Masculine. লোক-শব্দের Locative Singular (৭মী ১বঃ)। "আকাশে ত্রিদিবে নাকো লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ নাক—আকাশ, স্বর্গ (পুং), লোক—চতুর্দশ ভুবন, জন (পুং)।

কর্মজা—কৃ+মন্=কর্মন্, কর্মন্-জন্+ড+স্ত্রিয়াম্ আপ্, ১মা ১বচন। Adj. to সিদ্ধিঃ।

সিদ্ধিঃ—সিধ্+ক্তি, ১মা ১বচন ; কর্তরি ১মা, Nom. to ভবতি ; দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী সিধ্ (to succeed, to accomplish)—(লট্) সিধ্যতি, (লৃট্) সেৎস্যতি, (লুঙ্) অসিধৎ, ণিজন্ত-সাধয়তি or সেধয়তি, ক্ত্বাচ্-সেধিত্বা or সিদ্ধ্বা, There is another ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী সিধ্ (to command, to go)—(লট্) সেধতি, (লৃট্) সেধিষ্যতি, (লুঙ্) অসেধীৎ or অসেৎসীৎ।

ক্ষিপ্রম্—"জবোঽথ শীঘ্রং ত্বরিতং লঘু ক্ষিপ্রমরং দ্রুতম্। সত্বরং চপলং তূর্ণমবিলম্বিতমাশু চ"। ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে ; অর্থাৎ বেগার্থ শব্দ—জব ; শীঘ্রার্থ শব্দ—শীঘ্র, ত্বরিত, লঘু, ক্ষিপ্র, অর, দ্রুত, সত্বর, চপল, তূর্ণ, অবিলম্বিত, আশু (ক্লী)

হি—অব্যয় (Indeclinable) ; "হি হেতাববধারণে" ইত্যমরঃ

ভবতি—ভূ+লট্ তি, Nom.—সিদ্ধিঃ ; (See Sloka No. 2)

Ch. of voice.……কাঙ্ক্ষদ্ভিঃ দেবতাঃ ইজ্যন্তে,……সিদ্ধ্যা ভূয়তে।

৯। চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং… ……………বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ৯॥

বিসন্ধিপাঠঃ—চাতুর্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্ গুণ -কর্ম-বিভাগশঃ।
তস্য কর্তারম্ অপি মাম্ বিদ্ধি অকর্তারম্ অব্যয়ম্॥

Prose-order. ময়া গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্যম্ সৃষ্টম্, তস্য (চাতুর্বর্ণ্যস্য) কর্তারম্ অপি মাম্ অকর্তারম্ [তথা] অব্যয়ং বিদ্ধি॥

Beng. Equivalents. ময়া (আমার দ্বারা) গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ (গুণ-কর্ম-বিভাগানুসারে) চাতুর্বর্ণ্যম্ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ) সৃষ্টম্ (সৃষ্ট হইয়াছে), তস্য (এই চাতুর্বর্ণ্যের) কর্তারম্ অপি (সৃষ্টিকর্তা হইলেও) মাম্ (আমাকে) অকর্তারম্ (অকর্তা) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও)।

Beng. Trans. আমি গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। এই চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টির প্রতি আমি কারণ হইলেও, তুমি বাস্তবপক্ষে আমাকে অকর্তা ও অবিনাশী বলিয়া জানিবে।

Eng. Trans. Mankind was created by me of four kinds distinct in their principles and in their duties. Know me then to be the creator of mankind, uncreated, and without decay.

Sans. Equivalents. গুণ-কর্ম-বিভাগশাঃ (গুণ-কর্ম-বিভাগানুসারতঃ) চাতুর্বর্ণ্যম্ (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাঃ) কর্তারম্ (স্রষ্টারম্) অকর্তারম্ (অস্রষ্টারম্) অব্যয়ম্ (অবিনাশি)।

Beng. Expl. মনুষ্যলোকেই বর্ণ ও আশ্রমাদিবিহিত কর্মে অধিকার আছে, অন্য লোকে নাই—এই প্রকার নিয়মের কারণ কি? [অথবা—যাহাদের মধ্যে বর্ণ ও আশ্রম-বিভাগ প্রচলিত আছে, সেই মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার বর্ত্মেরই অনুবর্তন করে ইহা বলা হইয়াছে, ইহার কারণ কি?]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণই চাতুর্বর্ণ্য [শব্দের অর্থ]; আমি ঈশ্বর; গুণ-বিভাগ ও কর্মবিভাগ অনুসারেই আমি এই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। [তুমি যদি চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়া থাক, তাহা হইলে, সৃষ্টি-কর্মের কর্তৃত্ব এবং তাহার ফলের সহিত তোমার যোগ আছে, সুতরাং তুমি নিত্যমুক্ত এবং নিত্যেশ্বর হইতে পার না, অর্জুনের এইরূপ আশঙ্কা দূর করার জন্য বলিতেছেন যে] যদ্যপি মায়াময় ব্যবহার-বশতঃ আমি সেই [জগৎ]-সৃষ্টিরূপ ক্রিয়ার কর্তা, তথাপি পারমার্থিক ভাবে আমি অকর্তা, অবিনাশী ও অসংসারী—এই ভাবেই তুমি আমাকে দেখিও।

গুণ-শব্দের অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণের কর্ম—শম, দম ও তপস্যা প্রভৃতি, যাহার সত্ত্বগুণ প্রকৃষ্ট নহে অথচ রজোগুণই প্রধান সেই ক্ষত্রিয় জাতির কর্ম শৌর্য ও তেজঃ প্রভৃতি, তমোগুণ যাহার অপ্রধানভাবে অবস্থিত

এবং রজোগুণই প্রধান সেই বৈশ্য-জাতির কর্ম কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি ; যাহার রজোগুণ অপ্রকৃষ্টভাবে অবস্থিত অথচ তমোগুণই প্রধান সেই শূদ্রজাতির কর্ম কেবল সেবা।

Sans. Expl. মানুষে এব লোকে বর্ণাশ্রমাদি-কর্মাধিকারঃ নান্যেষু লোকেষু ইতি নিয়মঃ কিংনিমিত্তঃ ? উচ্যতে—চত্বার এব বর্ণাঃ ময়া ঈশ্বরেণ উৎপাদিতাঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি, সত্ত্বোপসর্জন-রজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য-তেজঃ প্রভৃতীনি কর্মাণি, তম-উপসর্জন-রজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্মাণি, রজ-উপসর্জন-তমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম—ইত্যেবং গুণকর্ম-বিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্ ইত্যর্থঃ। তচ্চেদং চাতুর্বর্ণ্যং নান্যেষু লোকেষু, অতো মানুষে লোকে ইতি বিশেষণম্। হন্ত, তর্হি চাতুর্বর্ণ্য-সর্গাদেঃ কর্মণঃ কর্তৃত্বাৎ তৎফলেন যুজ্যসে, অতো ন ত্বং নিত্যমুক্তো নিত্যেশ্বর ইতি। উচ্যতে—যদ্যপি মায়া-সংব্যবহারেণ তস্য কর্মণঃ কর্তারম্ অপি সন্তং মাং পরমার্থতঃ অকর্তারম্ অতএব অব্যয়ম্ অসংসারিণং চ বিদ্ধি।

Notes

ময়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া ; Verb—সৃষ্টম্ ; অস্মদ্-শব্দের ৩য়া ১ বচন।

গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ—গুণ-কর্ম-বিভাগ+চশস্, অব্যয় (Indeclinable) ; গুণাশ্চ কর্মাণি চ (দ্বন্দ্বঃ) তেষাং বিভাগঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

"বিশেষঃ কালিকোঽবস্থা গুণাঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ" ইত্যমরঃ কালবর্গে ; অর্থাৎ কালকৃত-দৈহিক-প্রভেদবিশেষের নাম—অবস্থা (স্ত্রী) ; সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের নাম—সত্ত্ব, রজস্, তমস্। "মৌর্ব্যাং দ্রব্যাশ্রিতে সত্ত্ব-শৌর্য-সংধ্যাদিকে গুণঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ গুণ—ধনুকের ছিলা, দ্রব্যাশ্রিত কটুত্বাদি গুণ, সত্ত্বাদি, শৌর্য্যাদি, সন্ধ্যাদি (পুং)।

চাতুর্বর্ণ্যম্—চতুর্বর্ণ+ষ্যঞ্ (স্বার্থে), চতুর্ণাং বর্ণানাং সমাহারঃ (সমাহার-দ্বিগুঃ)=চতুর্বর্ণম্, The rule 'পাত্রাদ্যন্তস্য ন' bars the ঙীপ্ due by 'দ্বিগোঃ'।

"বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রাশ্চাতুর্বর্ণ্যমিতি স্মৃতম্" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে ; অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র (ক্লী)।

সৃষ্টম্—সৃজ্+ক্ত, ক্লীং ১মা ১ব ; (For সৃজ্ ধাতু see Sloka No. 3)

তস্য—শেষে ষষ্ঠী, Related to কর্তারম্। ক্লীং তদ্-শব্দের ষষ্ঠী ১ব।

কর্তারম্—কৃ+তৃচ্, পুং ২য়া ১ব ; Related to মাম্। (For কৃ-ধাতু se Sloka No. 4) অপি—অব্যয় (Indeclinable)

মাম্—কর্মণি ২য়া, Obj. to বিদ্ধি ; অস্মদ্-শব্দের ২য়া ১ব।

অকর্তরম্—ন কর্তারম্ (নঞ্-তৎপুরুষঃ)। কর্তারম্—কৃ+তৃচ্, ২য়া ১ব ;

অব্যয়ম্—ন ব্যয়ম্ যস্য তৎ (বহুব্রীহিঃ)। ব্যয়ম্—ব্যয়+ণিচ্+অচ্ (ভাববাচ্যে), ২য়া ১বচন। **চরাদিগণীয়** উভয়পদী ব্যয়্ (বিত্তসমুৎসর্গে, **to expend, to bestow**)—(লট্) ব্যয়য়তি-তে, (লৃট্) ব্যয়য়িষ্যতি-তে, সন্নন্ত—বিব্যয়য়িষতি-তে। There is a **ভাদিগণীয়** উভয়পদী ব্যয়্ (to go)—(লট্) ব্যয়তি-তে, (লৃট্) ব্যয়িষ্যতি-তে।

"সংগমং শতমানার্ম-শম্বলাব্যয়তাণ্ডবম্" ইত্যমরঃ লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গে (পুংনপুংসক-সংগ্রহে); —অর্থাৎ সংগম, অব্যয় প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ বা নপুংসকলিঙ্গ।

বিদ্ধি—বিদ্+লোট্ হি। (For the root বিদ্ see Sloka No. 1)

Ch of Voice······অহম্···সৃষ্টবান্,···কর্তা···অহম্ অকর্তা অব্যয়ঃ বিদ্যে।

১০। ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি······ কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১০ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ন মাম্ কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাম্ যঃ অভিজানাতি কর্মভিঃ ন স বধ্যতে ॥ ১০

Prose-order. কর্মাণি মাং ন লিম্পন্তি, কর্মফলে মে স্পৃহা ন [অপি বর্ততে] ইতি (এবং প্রকারেণ) যঃ মাম্ অভিজানাতি, স কর্মভির্ন বধ্যতে। ১০।

Beng. Equivalents. কর্মাণি (কর্মসমূহ) মাম্ (আমাকে) ন লিম্পন্তি (লিপ্ত করিতে পারে না), কর্মফলে (কর্মসমূহের ফলে) মে (আমার) স্পৃহা (তৃষ্ণা) ন (নাই)। ইতি (এইরূপ) যঃ (যে) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (জানে) সঃ (সে) কর্মভিঃ (কর্মসমূহের দ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হয় না)।

Beng. Trans. কর্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, আমার কর্মফলেও স্পৃহা নাই। এই ভাবে যে ব্যক্তি আমাকে জানিতে পারে, সে কর্মের দ্বারা [সংসারে] বদ্ধ হয় না।

Eng. Trans. Works affect not me, nor have I any expectations from the fruits of works. He who believeth me to be so, is not bound by works.

Sans. Equivalents. লিম্পন্তি (লিপ্তং কুর্বন্তি) স্পৃহা (তৃষ্ণা) অভিজানাতি (জানাতি) বধ্যতে (বদ্ধো ভবতি)।

Beng. Expl. যে সকল কর্মের কর্তা বলিয়া তুমি আমাকে জানিতেছ, পরমার্থতঃ আমি তাহাদের কর্তা নহি। কারণ—দেহাদির আরম্ভক অহঙ্কার নাই বলিয়া, কর্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, সেই সকল কর্মের ফলসমূহেও আমার তৃষ্ণা নাই। যে সকল সংসারীর 'আমি কর্তা' এই প্রকার অভিমান আছে, কর্মসমূহ তাহাদিগকেই লিপ্ত করিয়া থাকে। [বাস্তবিক পক্ষে] এই প্রকারই হওয়া উচিত। আমার তাদৃশ অভিমান না থাকায় কর্মসমূহ

আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। আমি কর্তা নহি, আমার কর্মফলে স্পৃহা নাই, আমি আত্মা,—যিনি আমাকে এইরূপভাবে জানেন, তিনিও কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না, অর্থাৎ কর্মসকল [অনুষ্ঠিত হইলেও] তাঁহার দেহাদির আরম্ভক হয় না।

Sans. Expl. যেষাং তু কর্মণাং কর্তারং মাং মন্যসে, পরমার্থতস্তেষাম্ অকর্তৈবাহম্, যতঃ ন মাং তানি কর্মাণি লিম্পন্তি, দেহাদ্যারম্ভকত্বেন অহঙ্কারাভাবাৎ, ন চ তেষাং কর্মণাং ফলেষু মে তৃষ্ণা। যেষাং তু সংসারিণাম্ "অহং কর্তে"ত্যভিমানঃ কর্মফলেষু চ স্পৃহা, তান্ কর্মাণি লিম্পন্তি ইতি যুক্তম্, তদভাবান্ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তীত্যেবম্ যঃ মাম্ আত্মত্বেন অভিজানাতি, নাহং কর্তা ন মে কর্মফলে স্পৃহা ইতি চ স কর্মভির্ন বধ্যতে, তস্যাপি ন দেহাদ্যারম্ভকাণি কর্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ।

Notes

কর্মাণি—কর্তরি প্রথমা, Verb-লিম্পন্তি, Neuter কর্মন্-শব্দ Nom. Plural (প্রথমা বহুঃ)।

মাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to লিম্পন্তি ; অস্মদ্-শব্দ Accusative Singular (দ্বিতীয়া একবচন)।

ন—অব্যয় (Indeclinable)

লিম্পন্তি—লিপ্+লট্ অন্তি ; তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী লিপ্ (to anoint, to paint, to cover)—(লট্) লিম্পতি-লিম্পতে, (লৃট্) লেপ্স্যতি-লেপস্যতে, (লুঙ) অলিপৎ-অলিপ্ত-অলিপ্ত, ণিজন্ত-লেপয়তি, সন্নন্ত—লিলিপ্সতি-লিলিপ্সতে, ক্ত-লিপ্তঃ, ক্ত্বাচ্-লিপ্ত্বা, তুমুন্-লেপ্তুম্।

কর্মফলে—কর্মণঃ ফলম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মিন্ ; অধিকরণে ৭মী।

"শীলং স্বভাবে সদ্বৃত্তে, সস্যে [শস্যে] হেতুকৃতে ফলম্" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ শীল—স্বভাব, সদ্বৃত্ত (ক্লী) ; ফল—শস্য, হেতুকৃত (ক্লী)।

মে—শেষে ষষ্ঠী, অস্মদ্-শব্দ Genitive Singular (ষষ্ঠী ১ব.)।

স্পৃহা—কর্তরি ১মা, Verb—বর্ততে (understood) ; স্ত্রীলিঙ্গ স্পৃহা-শব্দ Nom. Singular.

"ইচ্ছা কাঙ্ক্ষা স্পৃহেহা তৃড্ বাঞ্ছা লিপ্সা মনোরথঃ।
কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ সোঽত্যর্থং লালসা দ্বয়োঃ॥" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে ;

অর্থাৎ ইচ্ছাবাচক—ইচ্ছা, কাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, ঈহা, তৃষ্, বাঞ্ছা, লিপ্সা (স্ত্রী), মনোরথ, কাম, অভিলাষ, তর্ষ (পুং)।

ন—অব্যয় (Indeclinable) ; "অভাবে নহ্য নো নাপি, মাস্ম মালঞ্চ বারণে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে ; অর্থাৎ নিষেধের নাম—নহি, অ, নো, ন ; বারণের নাম—মাস্ম, মা, অলম্।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) ।

যঃ—কর্তরি ১মা, Verb—অভিজানাতি, Masculine. যদ্-শব্দ Nom. Sing.

মাম্—কর্মণি ২য়া, Obj. to অভিজানাতি ; অস্মদ্ in Accusative Singular.

অভিজানাতি—অভি—জ্ঞা+লট্ তি, Nom. যঃ ; (For জ্ঞা-ধাতু see Sloka No. 6)

সঃ—উক্তে কর্মণি ১মা, Verb বধ্যতে ; Masculine তদ্ ১মা ১ব. ।

কর্মভিঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া ; Verb—বধ্যতে ; Neuter কর্মন্ in Instrumental Plu. (৩য়া বহু.) ।

ন—অব্যয় (Indeclinable) ।

বধ্যতে—বন্ধ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে, Nom. সঃ । ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী বন্ধ্ (to bind, to attract)—(লট্) বধ্নাতি, (লৃট্) ভন্ত্স্যতি, (লুঙ্) অভান্ত্সীৎ, সন্নন্ত—বিভন্ত্সতি, ণিজন্ত—বন্ধয়তি, ক্ত-বদ্ধঃ, ক্ত্বাচ্-বদ্ধ্বা, ল্যপ্-নিবধ্য, তুমুন্-বন্ধুম্ ।

Ch. of voice.......অহম্ কর্মভিঃ লিপ্যে,...স্পৃহয়া,...যেন অহম্ অভিজ্ঞায়ে, কর্মণঃ তম্ বধ্নন্তি । ১০ ।

১১ । এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম......পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১১ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—এবম্ জ্ঞাত্বা, কৃতম্ কর্ম পূর্বৈঃ অপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্ম এব তস্মাৎ ত্বম্ পূর্বৈঃ পূর্বতরম্ কৃতম্ ॥ ১১ ॥

Prose-order. পূর্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি এবং জ্ঞাত্বা কর্ম কৃতম্, তস্মাৎ পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতং কর্মৈব ত্বং কুরু ।

Beng. Equivalents. পূর্বৈঃ (পূর্বতন, জনক প্রভৃতি) মুমুক্ষুভিঃ (মোক্ষার্থিগণের দ্বারা) অপি (ও) এবম্ (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) কর্ম (কার্য) কৃতম্ (কৃত হইয়াছে), তস্মাৎ (সেই হেতু) পূর্বৈঃ (পূর্বতন মুমুক্ষুগণ-কর্তৃক) পূর্বতরম্ (অতি প্রাচীন) কৃতম্ (কৃত) কর্ম এব (কর্মই) ত্বম্ (তুমি) কুরু (কর) ।

Beng, Trans . এই প্রকার জানিয়াই, পূর্বতন মুমুক্ষুগণও কার্য করিয়াছেন । অতএব পূর্বতন মুমুক্ষুগণ কর্তৃকও অনুষ্ঠিত এই অতি প্রাচীন [বৈদিক] কর্ম তুমিও কর [বিহিত কর্ম তোমার পরিত্যাজ্য নহে] ।

Eng. Trans. The ancients who longed for eternal salvation, having discovered this still performed works. Wherefore performthou works, even as they were performed by the ancients in former times.

Sans. Equivalents. পূর্বৈঃ (প্রাচীনৈঃ জনক-প্রভৃতিভিঃ) মুমুক্ষুভিঃ (মোক্ষার্থিভিঃ) এবম্ (ঈদৃশম্) পূর্বতরম্ (অতি-প্রাচীনম্) কুরু (অনুতিষ্ঠ) ।

Beng. Expl. 'আমি কর্তা নহি, আমার কর্মফলেও স্পৃহা নাই', পূর্ব (অর্থাৎ অতীত) মুমুক্ষুগণও এই প্রকার জানিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেই কর্মের অনুষ্ঠান কর। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, বা সন্ন্যাস তোমার পক্ষে কর্তব্য নহে। যে কারণে প্রাচীন মনীষিগণ কর্ম করিয়া গিয়াছেন, সেই কারণে তোমারও কর্ম কর্তব্য। তুমি যদি অনাত্মজ্ঞ হও, তবে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্মের অনুষ্ঠান কর, আর যদি তুমি তত্ত্বজ্ঞ হও, তবে লোকসংগ্রহার্থ কর্মের অনুষ্ঠান কর, পূর্বতন জনক প্রভৃতি মনীষিগণও এই কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, [অতএব] এই কর্ম অধুনাতন নহে, ইহা অতি প্রাচীন [কাল হইতেই] প্রবর্তিত [আছে]।

Sans. Expl. 'নাহং কর্তা ন মে কর্মফলে স্পৃহা' ইত্যেবং জ্ঞাত্বা অতিক্রান্তৈরপি মুমুক্ষুভিঃ কর্ম কৃতম্, তস্মাৎ ত্বং কর্মৈব কুরু, তূষ্ণীমাসনম্ নাপি সন্ন্যাসঃ কর্তব্যঃ। তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈরপি অনুষ্ঠিতত্বাৎ যদ্যনাত্মজ্ঞস্তং তদা আত্মশুদ্ধ্যর্থম্ তত্ত্ববিচ্চেৎ লোক-সংগ্রহার্থং পূর্বৈর্জনকাদিভিঃ কৃতং নাধুনাতনমেতৎ কর্ম কুরু।

Notes

পূর্বৈঃ—Adj. to মুমুক্ষুভিঃ—Masc. পূর্ব in Instrumental Plu. (৩য়া বহুঃ)। "পূর্বোঽন্যলিঙ্গঃ প্রাগাহ পুংবহুত্বেঽপি পূর্বজান্" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ পূর্ব —প্রাক্, প্রথম (ত্রি), পূর্বজ (পূর্বপুরুষ) (বহুবচনান্ত) (পুং)।

মুমুক্ষুভিঃ—মুচ্+সন্ উ, ৩য়া বহুঃ, অনুক্তে কর্তরি ৩য়া, Verb—কৃতম্। তুদাদিগণীয় উভয়পদী মুচ্ (to loose, to set free, to leave)—(লট্) মুঞ্চতি-মুঞ্চতে, (লৃট্) মোক্ষ্যতি-মোক্ষ্যতে, লুঙ্—অমুচৎ-অমুক্ত, সন্নন্ত—মুমুক্ষতি-মুমুক্ষতে, ণিজন্ত—মোচয়তি-মোচয়তে, ক্ত্বাচ্-মুক্ত্বা, ল্যপ্-উন্মুচ্য, ক্ত-মুক্তঃ।

অপি—অব্যয় (Indeclinable), "গর্হা-সমুচ্চয়-প্রশ্ন-শঙ্কা-সম্ভাবনাস্বপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ নিন্দা, সমুচ্চয়, প্রশ্ন, শঙ্কা বা সম্ভাবনা অর্থে 'অপি' ব্যবহৃত হয়। **Here used in the sense of** সমুচ্চয়।

এবম্—অব্যয় (Indeclinable), "প্রকাশ্যে প্রাদুরাবিঃ স্যাদোমেবং পরমং মতে" "ব বা যথা তথৈবৈবং সাম্যেঽহো হী চ বিস্ময়ে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে; অর্থাৎ প্রকাশের নাম—প্রাদুস্, আবিস্; স্বীকারের নাম—ওম্, এবম্, পরমম্; সাদৃশ্যের নাম—ব, বা, যথা, তথা, ইব, এবম্।

জ্ঞাত্বা—জ্ঞা+ক্ত্বাচ্, Nom. মুমুক্ষুভিঃ। (For the root জ্ঞা see Sloka No. 6)

কর্ম—উক্তে কর্মণি ১মা, Verb—কৃতম্।

কৃতম্—কৃ+ক্ত, Neuter Masc. Sing. (ক্লীং ১মা ১বঃ) (For the root কৃ See Sloka No. 4)

তস্মাৎ—হেত্বর্থে পঞ্চমী, 'হেতৌ' এবং 'বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্' এই দুইটি সূত্রানুসারে হেতুসূচক গুণবাচক শব্দ অস্ত্রীলিঙ্গ হইলে তাহার উত্তর বিকল্পে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, যথা—জাড্যাৎ জাড্যেন বা বদ্ধঃ, স্ত্রীলিঙ্গ-স্থলে কেবল তৃতীয়া—বুদ্ধ্যা মুক্তঃ।

পূর্বৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া, Verb—কৃতম্ ; পূর্ব in তৃতীয়া বহুব।

পূর্বতরম্—পূর্ব+তরপ্, ক্লী ২য়া ১বচন।

কৃতম্—কৃ+ক্ত, ক্লী ২য়া ১বঃ, Adj. to কর্ম।

কর্মৈব—কর্ম+এব ; কর্ম—কৃ+মন্, কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to কুরু।

ত্বম্—কর্তরি ১মা, Verb—কুরু ; যুষ্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

কুরু—কৃ+লোট্ হি, Nom. ত্বম্।

Ch. of voice. পূর্বৈ মুমুক্ষবঃ……কৃতবন্তঃ,……ত্বয়া ক্রিয়তাম্॥

১২। কিং কর্ম কিমকর্মেতি… মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১২॥

বিসন্ধিপাঠঃ—কিম্ কর্ম কিম্ অকর্ম ইতি কবয়ঃ অপি অত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ॥ ১২

Prose-order. কিং কর্ম, কিম্ অকর্ম, ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ, তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে।

Beng. Equivalents. কিম্ (কি) কর্ম (কর্তব্য) কিম্ (কি) অকর্ম (অকর্তব্য) ইতি অত্র (এ বিষয়ে) কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) অপি (ও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত), তৎ (সেই হেতু) তে (তোমাকে) কর্ম (কর্তব্য) প্রবক্ষ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে বলিব অর্থাৎ উপদেশ দিব) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ বা সংসার হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্তি লাভ করিবে)।

Beng. Trans. কোন্‌টি কর্ম (কর্তব্য), কোন্‌টি অকর্ম (অকর্তব্য), এই বিষয়ে পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব আমি তোমাকে কর্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি, যাহা জানিয়া তুমি অশুভ (সংসার) হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

Eng. Trans. The learned even are puzzled to determine what is work, and what is not. I will tell thee what that work is, by knowing which thou wilt be delivered from misfortune.

Sans. Equivalents. কর্ম (কর্তব্যম্) অকর্ম (অকর্তব্যম্) কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্তাঃ) প্রবক্ষ্যামি (উপদেক্ষ্যামি) অশুভাৎ (সংসারাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তিং লপ্স্যসে)।

Beng. Expl. প্রশ্ন হইতে পারে যে—কর্ম যদি করিতেই হয়, তবে তোমার বচনানুসারেই আমি করিব, এই কর্ম চিরন্তন এবং পূর্বে মনীষিগণও ইহার অনুষ্ঠান

করিয়া গিয়াছেন—এই সব বলার প্রয়োজন কি? তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, কর্মবিষয়ে মহাবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, কোন্‌টা কর্তব্য এবং কোন্‌টা অকর্তব্য এ বিষয়ে পণ্ডিতগণও ঠিক বুঝিতে পারেন না, তজ্জন্যই আমি তোমাকে কর্তব্য ও অকর্তব্যবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি, যাহার জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি অশুভ (অর্থাৎ সংসার) হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

Sans. Expl. তত্র কর্ম চেৎ কর্তব্যম্, ত্বদ্বচনাদেব করিষ্যামি কিং বিশেষিতেন 'পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্' ইত্যাদিনা? উচ্যতে—যতঃ কিং কর্তব্যম্ কিঞ্চাকর্তব্যমিত্যত্র মেধাবিনোঽপি মোহং গতাঃ, অতস্তুভ্যমহং কর্তব্যাকর্তব্যে উপদেক্ষ্যামি যদ্ বিদিত্বা অশুভাদস্মাৎ সংসারাৎ মুক্তিং লপ্স্যসে ইতি।

Notes

কিম—কর্তরি ১মা, ক্লীবলিঙ্গ কিম্-শব্দের প্রথমার একবচন। Verb—ভবতি (understood).

কর্ম—কৃ+মন্; ক্লীবলিঙ্গ কর্মন্-শব্দের প্রথমার একবচন

অকর্ম—ন কর্ম (নঞ্-তৎপুরুষঃ)

ইতি—অব্যয় (Indeclinable)

অত্র—অব্যয় (Indeclinable)

কবয়ঃ—কর্তরি ১মা, কবি-শব্দের প্রথমার বহুবচন, কবি is to be declined like মুনি। বিদ্বান্ অর্থে—' বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বুধঃ।

ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ।

ধীমান্ সূরিঃ কৃতী কৃষ্টির্লব্ধবর্ণো বিচক্ষণঃ। দূরদর্শী দীর্ঘদর্শী।' ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে;

অপি—অব্যয় (Indeclinable)

অত্র—এতদ্+ত্রল্ (not ইদম্+ত্রল্), by the rule 'সপ্তম্যাস্ত্রল্'।

মোহিতাঃ—মুহ্+ণিচ্+ক্ত, ১মা বহুঃ; দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী মুহ্ (to faint, to swoon, to be foolish)—(লট্) মুহ্যতি, (লৃট্) মোহিষ্যতি or মোক্ষ্যতি, (লুঙ্) অমুহৎ, ণিজন্ত—মোহয়তি, সন্নন্ত—মুমুহিষতি-মুমোহিষতি-মুমুক্ষতি, ক্ত-মুগ্ধঃ or মূঢ়ঃ, ক্ত্বাচ্-মোহিত্বা, মুহিত্বা, মুগ্ধ্বা or মূঢ্বা।

তৎ—অব্যয় (Indeclinable) (=সেইহেতু)।

তে—Alt. form—তুভ্যম্; 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি চতুর্থী, The verb is প্রবক্ষ্যামি।

কর্ম—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to প্রবক্ষ্যামি।

প্রবক্ষ্যামি—প্র-ব্রূ+লৃট্ স্যামি। Nom. অহম্ (understood)। অদাদিগণীয় উভয়পদী ব্রূ (to speak)—(লট্) ব্রবীতি, আহ or ব্রূতে, (লৃট্) বক্ষ্যতি-

বক্ষ্যতে, (লুঙ্) অবোচৎ-অবোচত, সন্নন্ত—বিবক্ষতি-বিবক্ষতে, ণিজন্ত-বাচয়তি, ক্ত-উক্তঃ তুমুন্-বক্তুম্, ক্ত্বাচ্—উক্ত্বা, ল্যপ্—প্রোচ্য।

যৎ—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to জ্ঞাত্বা।

জ্ঞাত্বা—জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। (For the root জ্ঞা see Sloka No. 6)

অশুভাৎ—অপাদানে পঞ্চমী, "ফল-হেম-শুল্ব-লোহ-সুখ-দুঃখ-শুভাশুভম্" ইত্যমরঃ লিঙ্গাদি-সংগ্রহবর্গে (নপুংসক-সংগ্রহে); অর্থাৎ লাঙ্গল, স্বর্ণ, শুল্ব, লৌহ, সুখ, দুঃখ, শুভ ও অশুভ-পর্যায়ক শব্দগুলি ক্লীবলিঙ্গ।

মোক্ষ্যসে—মুচ্+লৃট্ স্যসে। (for the root মুচ্ see Sloka No. 11)

Ch. of Voice. কবিভিঃ……মোহিতৈঃ ভূয়তে]……প্রবক্ষ্যতে,…… ত্বয়া……মোক্ষ্যতে।

১৩। কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং……গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৩ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—কর্মণঃ হি অপি বোদ্ধব্যম্ বোদ্ধব্যম্ চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্ গহনা কর্মণঃ গতিঃ ॥

Prose-order. হি (যস্মাৎ) কর্মণঃ অপি বোদ্ধব্যম্, বিকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্, [তথা] অকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্ [অস্তি]; কর্মণো গতিঃ গহনা।

Beng. Equivalents. হি (যেহেতু) কর্মণঃ (শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যের [বিষয়ে]) অপি (ও) বোদ্ধব্যম্ (বুঝিবার আছে), বিকর্মণঃ (শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-কর্মের [বিষয়ে]) চ (এবং) বোদ্ধব্যম্ (বুঝিবার আছে), অকর্মণঃ (কর্ম-নিবৃত্তির [বিষয়েও]) চ (এবং) বোদ্ধব্যম্ (বুঝিবার আছে); কর্মণঃ (কর্মের) গতিঃ (তত্ত্ব) গহনা (অতি দুর্জ্ঞেয়)।

Beng. Trans. যে কারণে, শাস্ত্রবিহিত কর্মবিষয়েও জ্ঞাতব্য আছে, এই প্রকার শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ কর্ম এবং অকর্ম (অর্থাৎ কর্ম-নিবৃত্তি)-বিষয়েও জ্ঞাতব্য আছে, কর্মের তত্ত্ব অতিশয় দুর্জ্ঞেয়।

Eng. Trans. It may be defined—action, improper action, and inaction. The path of action is full of darkness.

Sans. Equivalents. কর্মণঃ (শাস্ত্রবিহিত-কর্তব্যস্য) বিকর্মণঃ (শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-কর্মণঃ) অকর্মণঃ (কর্ম-নিবৃত্তেঃ) গহনা (অতি-দুর্জ্ঞেয়া)।

Beng. Expl. কেহ যাহাতে এইরূপ ভুল না করে যে—দেহাদির চেষ্টাকেই কর্ম এবং দেহাদির অক্রিয়াই অকর্ম [অর্থাৎ কর্মমাত্র পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি], তজ্জন্য বলিতেছেন—কর্মের অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্মের সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য আছে, [সেইরূপ] বিকর্মের অর্থাৎ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্মের বিষয়েও জ্ঞাতব্য আছে, আর অকর্মের অর্থাৎ কর্ম-পরিত্যাগ-পূর্বক অবস্থানের সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য আছে, কারণ, কর্মের তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। 'কর্মণঃ' এই পদটি উপলক্ষণ-মাত্র, এই পদের দ্বারা বিকর্ম এবং

অকর্মেরও গ্রহণ করিতে হইবে। কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মের যথার্থ স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় ইহাই অর্থ।

Sans. Expl. ন চ এতৎ মন্তব্যম্—কর্ম নাম দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধা, অকর্ম চ তদক্রিয়া তূষ্ণীমাসনম্, কিং তত্র বোদ্ধব্যম্? উচ্যতে—যতঃ 'কর্মণঃ' শাস্ত্রবিহিতস্য বোদ্ধব্যম্ অস্তি, তথা 'বিকর্মণঃ' শাস্ত্র-নিষিদ্ধস্য বোদ্ধব্যম্ অস্তি, 'অকর্মণঃ' চ তূষ্ণীম্ভাবাবস্থানস্য চ বোদ্ধব্যম্ অস্তি, কর্মাকর্ম-বিকর্মাণাং যাথাত্ম্যং তত্ত্বং দুর্জ্ঞেয়ম ইত্যর্থঃ।

Notes

হি—অব্যয় (Indeclinable) (=যস্মাৎ)।

কর্মণঃ—শেষে ষষ্ঠী, কর্মন্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন।

অপি—অব্যয় (Indeclinable)।

বোদ্ধব্যম্—বুধ্ (দিবাদিগণীয়)+তব্যৎ, ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচন। **দিবাদিগণীয়** আত্মনেপদী বুধ্ (to know, to understand)—(লট্) বুধ্যতে; (লৃট্) ভোৎস্যতে, (লুঙ্) অবোধীৎ-অবুধৎ-অবোধিষ্ট, সন্নন্ত—বুভুৎসতি-তে, ক্ত—বুদ্ধঃ, ক্ত্বাচ্—বুদ্ধা, তুমুন্-বোদ্ধুম্। There is another **ভ্বাদি গণীয় উভয়পদী** বুধ্ (to know)—(লট্) বোধতি-বোধতে, লৃট্ ভোৎস্যতি-ভোৎস্যতে। The ক্ত্বাচ্ and তুমুন্ forms are the same **but with ক্ত the form is বোধিতঃ** (not বুদ্ধঃ) and **with তব্যৎ the form is বোধিতব্যঃ** (not বোদ্ধব্যঃ)।

বিকর্মণঃ—শেষে ষষ্ঠী, বিরুদ্ধং কর্ম (তস্য)।

চ—অব্যয় (Indeclinable)

বোদ্ধব্যম্—বুধ্+তব্যৎ, ক্লীবলিঙ্গ ১মার ১বচন।

অকর্মণঃ—ন কর্ম (নঞ্-তৎপুরুষঃ) তস্য, শেষে ষষ্ঠী।

চ—অব্যয় (Indeclinable)

বোদ্ধব্যম্—বুধ্ (দিবাদিগণীয়)+তব্যৎ, ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচন।

কর্মণঃ—শেষে ষষ্ঠী, Related to গতিঃ।

গতিঃ—গম্+ক্তি, স্ত্রীলিঙ্গ ১মা ১ব; কর্তরি প্রথমা, Nom. to ভবতি (understood). (For the root গম্ see Sloka No. 6)

গহনা—Adj. to গতিঃ, গহ্+যুচ্ (কর্তৃবাচ্যে)+স্ত্রিয়াম্ আপ্। "অটব্যরণ্যং বিপিনং গহনং কাননং বনম্" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে; "সংকটং না তু সংবাধঃ কলিলং গহনং সমে" ইত্যমরঃ বিশেষ্য-নিঘ্নবর্গে; অর্থাৎ সঙ্কটের নাম—সঙ্কট (ক্লীং) সংবাধ (পুং); দুষ্প্রবেশের নাম—কলিল, গহন। চুরাদিগণীয় উভয়পদী গহ্

to be thick, to enter deeply into)—(লট্) গহয়তি-গহয়তে, (লুঙ্) অজগহৎ-অজগহত।

Ch. of Voice……(স্বং) ভোৎস্যসে,……ভোৎস্যসে, ……ভোৎস্যসে… …গত্যা গহনয়া [ভূয়তে]।

১৪। **কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি……কৃৎস্ন-কর্মকৃৎ ॥ ১৪ ॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—কর্মণি অকর্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৪

Prose-order. যঃ কর্মণি অকর্ম পশ্যেৎ, [তথা] যঃ অকর্মণি চ কর্ম [পশ্যেৎ], স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্, স যুক্তঃ, [স এব] কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥

Beng. Equivalents. যঃ (যিনি) কর্মণি (কর্মে) অকর্ম (কর্মাভাব) পশ্যেৎ (দেখেন), [সেইরূপ] যঃ (যিনি) অকর্মণি (কর্মাভাবে) কর্ম (কর্ম) পশ্যেৎ (দেখেন), সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যদের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানী), সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) কৃৎস্নকর্মকৃৎ (সকল প্রকার কর্মের অনুষ্ঠাতা) ॥ ১৪

Beng. Trans. যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখিয়া থাকেন এবং অকর্মে কর্ম দেখিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, সেই ব্যক্তি যোগী এবং তিনিই সকল প্রকার কর্মের অনুষ্ঠাতা। ১৪

Eng. Trans. He who may behold, as it were, inaction in action, **and action** in inaction, is wise amongst mankind. He is a perfect **performer** of all the duties.

Sans. Equivalents. অকর্ম (কর্মাভাবঃ) বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানী) যুক্তঃ (যোগী) কৃৎস্ন-কর্মকৃৎ (নিখিল-কর্মানুষ্ঠাতা)।

Beng. Expl. [দ্রষ্টব্য—বাংলায় অর্থ করা বেশ সহজ হইলেও ব্যাখ্যা করিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করা বেশ শক্ত। কর্মেতে যে অকর্ম দর্শন করে ও অকর্মেতে যে কর্ম দর্শন করে এই সব বাক্য আপাততঃ বিরুদ্ধ মনে হইলেও ইহার গূঢ়ার্থ বুঝিতে হইবে। কর্ম অকর্ম হইতে পারে না, অকর্মও কর্ম হইতে পারে না—ইহা ত সোজা কথা।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, পৃথিবীতে মানুষের ভ্রম হয়; মরুভূমিতে সূর্যকিরণে উজ্জ্বল বালিরাশিকে (মৃগতৃষ্ণিকায়) জল বলিয়া এবং ঝিনুককে (শুক্তিকায়) রূপা (রজত) বলিয়া যে ভ্রম হয় ইহা সকলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানা না থাকিলেও গ্রন্থাদিতে অনেকে পড়িয়াছেন। যাঁহারা ট্রেনে যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন—ট্রেন চলার সময়ে মনে হয় পার্শ্বের গাছগুলি যেন ট্রেনের বিপরীত দিকে দৌড়াইতেছে, আসলে কিন্তু ট্রেনটি চলে, গাছ বা বাড়ীগুলি

স্থিরই থাকে। সবাই লক্ষ্য করেন সকাল বেলা হইতে সূর্য ক্রমে পশ্চিম দিকে যাইতেছে, কিছু আগে যেখানে ছিল, কিছু পরে তাকাইয়া দেখা যাইবে সূর্য্য অনেকটা সরিয়া গিয়াছে, সাধারণ লোকে চোখে না ধরিতে পারিলেও অবস্থা দেখিয়া মনে করে সূর্য ঘুরিতেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিক ঘুরিয়া আসে', যেই ঘরুক অনেকেরই এ বিষয়ে ভ্রম হয়। তাই মানুষের ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নহে।]

শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিতেছেন—

বাস্তবপক্ষে যাহা অকর্ম (অর্থাৎ পরমার্থ-সৎ, ব্রহ্ম আত্মা) তাহাই মূঢ়দৃষ্টি লোকের কাছে কর্মের (প্রপঞ্চের) ন্যায় প্রতিভাসমান হইয়া থাকে এবং কর্মই (প্রপঞ্চ) অকর্মের ন্যায় [পরমার্থ বলিয়া] প্রতীত হয়। [ইহা যিনি বুঝিবেন] তিনিই বুদ্ধিমান তিনিই যোগী; তিনিই সকল কর্মের অনুষ্ঠাতা এবং তিনিই সকল প্রকার অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

কর্মের আশ্রয় দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, [কিন্তু] সেই দেহাদির ধর্ম কর্মসমূহ আত্মাতে আরোপিত করিয়া [ভ্রান্ত জীব] ভাবিয়া থাকে যে "আমি কর্তা, আমার ইহা কর্ম আমি ইহার ফলভোগ করিব।" এই প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার-নিবৃত্তি এবং সেই নিবৃত্তিজনিত সুখিত্বও আত্মাতে আরোপিত করিয়া [ভ্রান্ত জীব] বোধ করিয়া থাকে যে, "আমি এক্ষণে কিছুই করিতেছি না, আমি স্থির হইয়া বসিয়াছি এবং [নিষ্ক্রিয়ত্ব-প্রযুক্ত] আমি এক্ষণে সুখী" ইত্যাদি। এই প্রকার অজ্ঞানাক্রান্ত সংসারের লোকের ঈদৃশ বিপরীত দর্শন নিবারণ করিবার জন্য ভগবান "কর্মণ্যকর্ম……ইত্যাদি" বাক্য বলিয়াছেন।

কেহ কেহ এই শ্লোকটির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ঈশ্বরার্থ যাহার অনুষ্ঠান করা যায়, সেই সকল নিত্যকর্মই অকর্ম-শব্দের প্রতিপাদ্য কারণ ঐ সকল কর্মের দ্বারা সংসার-বন্ধরূপ ফল হয় না।……ইত্যাদি। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা অশুভ হইতে মোক্ষলাভ কিছুতেই সম্ভবপর নহে এবং ঐ ব্যাখ্যা ভগবানের বাক্যের বিরোধী।

(মহামহোপাধ্যায় ৺প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

Sans. Expl. কিং পুনস্তত্ত্বং কর্মাদেঃ যদ্ বোদ্ধব্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতম্? উচ্যতে—কর্ম ক্রিয়তে ইতি ব্যাপারমাত্রং তস্মিন্ 'কর্মণি', 'অকর্ম' কর্মাভাবং যঃ পশ্যেৎ 'অকর্মণি' চ কর্মাভাবে কর্তৃতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যোঃ বস্তুপ্রাপ্যৈব হি সর্ব এব ক্রিয়া-কারকাদি-ব্যবহারঃ অবিদ্যাভূমাবেব 'কর্ম' যঃ 'পশ্যেৎ' পশ্যতি স মানবেষু 'বুদ্ধিমান্' স যুক্তো 'যোগী' 'কৃৎস্নকর্মকৃৎ' চ ইতি স্তূয়তে কর্মাকর্মণোরিতরেতর-দর্শী।

Notes

যঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to পশ্যেৎ।

কর্মণি—অধিকরণে ৭মী।

অকর্ম—ন কর্ম (নঞ্-তৎপুরুষঃ), কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to পশ্যেৎ।

পশ্যেৎ—দৃশ্ + বিধিলিঙ্ যাৎ, Nom.—যঃ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী দৃশ্ (to see)—(লট্) পশ্যতি, (লৃট্) দ্রক্ষ্যতি, (লুঙ্) অদ্রাক্ষীৎ-অদর্শৎ, ণিজন্ত —দর্শয়তি, সন্নন্ত—দিদৃক্ষতে, ক্ত—দৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দৃষ্ট্বা, তুমুন্—দ্রষ্টুম্।

যঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to পশ্যেৎ (understood)।

অকর্মণি—ন কর্ম (নঞ্-তৎপুরুষঃ) তস্মিন্, অধিকরণে ৭মী।

চ—অব্যয় (Indeclinable)

কর্ম—কৃ + মন্। ২য়া ১ব ; কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to পশ্যেৎ (understood).

সঃ—কর্তরি প্রথমা, পুংলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

মনুষ্যেষু—'যতশ্চ নির্ধারণম্' ইতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী, Optionally ষষ্ঠী—মনুষ্যাণাম্। (মনুষ্যবাচক অন্যান্য শব্দের জন্য ৭নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

বুদ্ধিমান্—বুদ্ধি + মতুপ্, ১মা একবচন। বুদ্ধি-বোধক শব্দ—"বুদ্ধির্মনীষা ধিষণা ধীঃ প্রজ্ঞা শেমুষী মতিঃ। প্রেক্ষোপলব্ধিশ্চিৎ সংবিৎ প্রতিপজ্জ্ঞপ্তি-চেতনাঃ" ইত্যমরঃ ধীবর্গে।

যুক্তঃ—যুজ্ + ক্ত, পুং ১মা ১ব; রুধাদিগণীয় উভয়পদী যুজ্ (to unite, [সংযমন] to put to)—(লট্) যুনক্তি-যুঙ্ক্তে, (লৃট্) যোক্ষ্যতি-যোক্ষ্যতে, (লুঙ্) অযুজৎ-অযৌক্ষীৎ-অযুক্ত, সন্নন্ত—যুযুক্ষতি-যুযুক্ষতে, ক্ত—যুক্তঃ, ক্ত্বাচ্—যুক্ত্বা, তুমুন্—যোক্তুম্। There are two other যুজ্'s—দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী যুজ্ (to concentrate the mind [সমাধি], to be proper) (লট্) যুজ্যতে, (লৃট্) যোক্ষ্যতে; and চুরাদিগণীয় উভয়পদী যুজ্ (to tie, to join)—(লট্) যোজয়তি-যোজয়তে, (লৃট্) যোজয়িষ্যতি-যোজয়িষ্যতে, while meaning 'to censure' it is only আত্মনেপদী—যোজয়তে।

With prepositions—অনু-যুজ্ (to inquire), অভি-যুজ্ (to accuse), নি-যুজ্ (to appoint), প্র-যুজ্ (to use), বি-যুজ্ (to separate).

N. B. রুধাদিগণীয় যুজ্ is আত্মনেপদ by the rule 'প্রোপাভ্যাং যুজেরযজ্ঞপাত্রেষু' ১।৩।৬৪—স্বরাদ্যন্তোপসর্গাদিতি বক্তব্যম্। (vide H.S.G.C. p. 371)

কৃৎস্নকর্মকৃৎ—কৃৎস্নং কর্ম (কর্মধারয়ঃ) তৎ কৃতবানিতি, কৃৎস্নকর্ম-কৃ + ক্বিপ্। 'সু-কর্ম-পাপ-মন্ত্র-পুণ্যেষু কৃঞঃ' ইতি ক্বিপ্।

"...সমং সর্বম্। বিশ্বমশেষং কৃৎস্নং সমস্ত-নিখিলাখিলানি নিঃশেষম্। সমগ্রং

সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদনূনকে।" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে; অর্থাৎ সমস্তের নাম—সম, সর্ব বিশ্ব, অশেষ, কৃৎস্ন, সমস্ত, অখিল, নিখিল, নিঃশেষ, সমগ্র সকল, পূর্ণ, অখণ্ড, অনূনক।

Ch. of voice. যেন……দৃষ্টেন,……যেন, তেন বুদ্ধিমতা তেন যুক্তেন কৃৎস্নকর্মকৃতা। ১৪।

১৫। যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ……তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৫

বিসন্ধিপাঠঃ—যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্প বর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্মাণম্ তম্ আহুঃ পণ্ডিতম্ বুধাঃ ॥ ১৫ ॥

Prose-order. যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ, বুধাঃ তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্মাণং পণ্ডিতম্ আহুঃ। ১৫

Beng. Equivalents. যস্য (যাহার) সর্বে (সকল) সমারম্ভাঃ (কর্মসমূহ) কাম-সঙ্কল্পবর্জিতাঃ (কাম ও সঙ্কল্পরহিত) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) তম্ (সেই) জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণম্ (জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে কর্ম যাহার) পণ্ডিতম্ (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন);

Beng. Trans. যাঁহার সকল কার্যই কাম ও সঙ্কল্পরহিত, জ্ঞানিগণ সেই জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্মা পুরুষকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। ১৫

Eng. Trans. Wise men call him a *Pandita*, whose every undertaking is free from the idea of desire, and whose actions are consumed by the fire of wisdom.

Sans. Equivalents. সমারম্ভাঃ (কর্মাণি) কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ (ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্যাঃ সঙ্কল্পহীনাশ্চ) বুধাঃ (জ্ঞানিনঃ) জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণম্ (জ্ঞানরূপাগ্নি-দগ্ধ-কার্যম্)।

Beng. Expl. পূর্বশ্লোকে কর্মে অকর্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন যে—যে ব্যক্তির সকল সমারম্ভ (অর্থাৎ কর্ম) কাম ও তাহার কারণ সঙ্কল্প হইতে একেবারে নির্মুক্ত (অর্থাৎ যে ব্যক্তির যাহা কিছু কর্ম তাহা স্বতঃ-প্রয়োজন-শূন্য, কেবল চেষ্টা-স্বরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি যদি সাংসারিক কার্যে প্রবৃত্তিপর হয়, তাহা হইলে তাহার ফল লোক-সংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে, আর সে ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসী হয় তাহা হইলে তাহার যাহা কিছু চেষ্টা তাহা কেবল [কোনরূপে] জীবন ধারণের জন্য) সেই জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্মা পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্গণ পরমার্থতঃ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা বলার তাৎপর্য্য এই—কর্মাদিতে অকর্মাদি-দর্শনকে জ্ঞান বলা যায়, সেই জ্ঞানরূপ অগ্নি যাহার শুভাশুভ কর্মসমূহকে দগ্ধ করিয়াছে (অর্থাৎ যাহার কর্মসমূহ আর দুঃখ বা সুখরূপ ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয় না)।

Sans. Expl. ইতঃ প্রাক্ কর্মণি অকর্মাদি-দর্শনম্ উক্তম্, তাদৃগ্‌দর্শিনঃ সর্বাণি কর্মাণি (সমারভ্যন্তে ইতি সমারম্ভাঃ=কর্মাণি) কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতানি ভবন্তি, জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্মাণং তং পণ্ডিতং বদন্তি ব্রহ্মবিদঃ। কর্মাদৌ অকর্মাদিদর্শনং জ্ঞানম্, তদেবাগ্নিঃ তেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি শুভাশুভ-লক্ষণানি কর্মাণি যস্য সঃ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্মা, তস্য কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতস্য চেষ্টাজাতং লোকসংগ্রহার্থং জীবনমাত্রার্থং বা ভবতি, স এব পণ্ডিতঃ ইত্যর্থঃ।

Notes

যস্য—শেষে ষষ্ঠী, related to সমারম্ভাঃ।

সর্বে—Pronominal adj. to সমারম্ভাঃ, পুং সর্ব-শব্দের ১মা বহু।

সমারম্ভাঃ—সম্-আ-রভ্+ঘঞ্, পুং ১মা বহুবচন।

"প্রত্যুৎক্রমঃ প্রয়োগার্থঃ প্রক্রমঃ স্যাদুপক্রমঃ।

স্যাদভ্যাদানমুদ্‌ঘাত আরম্ভঃ সংভ্রমস্ত্বরা॥" ইত্যমরঃ সঙ্কীর্ণবর্গে; অর্থাৎ—প্রকৃষ্ট যুদ্ধ কার্যারম্ভের নাম—প্রত্যুৎক্রম, প্রয়োগার্থ (পুং); সাধারণ আরম্ভের নাম—প্রক্রম, উপক্রম, অভ্যাদান, উদ্‌ঘাত, আরম্ভ (পুং)।

কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ—কামশ্চ সঙ্কল্পশ্চ (দ্বন্দ্বঃ) তাভ্যাং বর্জিতাঃ (৩য়া-তৎপুরুষঃ)।

কামঃ—"ইচ্ছা-মনোভবৌ কামৌ, শৌর্যোদ্যোগৌ পরাক্রমৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ কাম—অভিলাষ বা কন্দর্প (পুং); পরাক্রম—শক্তি বা উদ্‌যোগ (পুং)।

সঙ্কল্পঃ—ধীর্ধারণাবতী মেধা, সংকল্পঃ কর্ম মানসম্।

অবধানং সমাধানং প্রণিধানং তথৈব চ॥ অর্থাৎ—ধারণাশক্তি-যুক্তা বুদ্ধির নাম—মেধা (স্ত্রী); মানস-ক্রিয়ার নাম—সঙ্কল্প (কল্প) (পুং)।

বর্জিতাঃ—বৃজ্+ক্ত, পুং ১মা বহু। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী বা চুরাদিগণীয় উভয়পদী বৃজ্ (to shun, to abandon, to exclude)—(লট্) বর্জতি-বর্জয়তি-তে, (লুঙ্) অবর্জীৎ, অবীবৃজৎ-ত বা অববর্জৎ-ত। There is another রুধাদিগণীয় পরস্মৈপদী বৃজ্ (বর্জনে, to shun)—(লট্) বৃণক্তি, (লুঙ্) অবর্জীৎ, সন্নন্ত—বিবর্জিষতি।

বুধাঃ—কর্তরি প্রথমা, Verb—আহুঃ। পুং বুধ-শব্দের ১মা বহু।
"বুধ-বৃদ্ধৌ পণ্ডিতেঽপি, স্কন্ধঃ সমুদয়েঽপি চ।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। অর্থাৎ বুধ—গ্রহবিশেষ, পণ্ডিত (পুং); বৃদ্ধ—প্রাচীন, পণ্ডিত (পুং); স্কন্ধ—সমুদয় স্কন্ধ (পুং)।

তম্—Pron. Adj. to জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্।

জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণম্—জ্ঞানমেব অগ্নিঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ), তেন দগ্ধানি (তৃয়া তৎপুরুষঃ), জ্ঞানাগ্নিদগ্ধানি কর্মাণি যস্য তম্ (বহুব্রীহিঃ)। কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to আহুঃ।

জ্ঞানম্— 'মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্প-শাস্ত্রয়োঃ" ইত্যমরঃ ধীবর্গে; অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক বা ঘটপটাদি সাধারণ-বিষয়ক বোধের নাম জ্ঞান (ক্লী), এবং শিল্প ও শাস্ত্র-বিষয়ক জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান (ক্লী)।

অগ্নিঃ— 'অগ্নির্বৈশ্বানরো বহ্নির্বীতিহোত্রো ধনংজয়ঃ।
কৃপীটযোনির্জ্বলনো জাতবেদাস্তনূনপাৎ॥
বর্হিঃ শুষ্মা কৃষ্ণবর্ত্মা শোচিষ্কেশ উষর্বুধঃ।
আশ্রয়াশো বৃহদ্ভানুঃ কৃশানুঃ পাবকোঽনলঃ॥
রোহিতাশ্বো বায়ুসখঃ শিখাবানাশুশুক্ষণিঃ।
হিরণ্যরেতা হুতভুগ্দহনো হব্যবাহনঃ॥
সপ্তার্চির্দমুনাঃ শুক্রশ্চিত্রভানুর্বিভাবসুঃ।
শুচিরপ্পিত্তম্··· ··· ··· ··· ··· ॥" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে;

—এইগুলি অগ্নিবোধক শব্দ, 'শুচি'-পর্য্যন্ত সব পুংলিঙ্গ, মাত্র 'অপ্পিত্ত' ক্লীবলিঙ্গ।

পণ্ডিতম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, পণ্ডা+ইতচ্, পুং ২য়া ১ব।

দগ্ধানি—দহ্+ক্ত, ক্লীব ১মা বহু। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী দহ্ (to burn, to pain)—(লট্) দহতি, (লৃট্) ধক্ষ্যতি, (লুঙ্) অধাক্ষীৎ, ণিজন্ত—দাহয়তি, সন্নন্ত—দিধক্ষতি, যঙন্ত—দন্দহ্যতে, ক্ত—দগ্ধঃ, ক্ত্বাচ্—দগ্ধ্বা, তুমুন্—দগ্ধুম্।

আহুঃ—ব্রূ+লট্ অন্তি, Alternative form ব্রুবন্তি। (For the root ব্রূ see Sloka No. 12)

Ch. of voice. ······সর্বৈঃ সমারম্ভৈঃ কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতৈঃ (ভূয়তে), বুধৈঃ স জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা পণ্ডিত উচ্যতে।

১৬। ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং······কিংচিৎ করোতি সঃ ॥ ১৬ ॥

বিসন্ধি পাঠঃ—ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্ নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি ন এব কিংচিৎ করোতি সঃ ॥ ১৬।

Prose-order. [যঃ] কর্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ [চ] [সন্] কর্মণ্যপি অভিপ্রবৃত্তঃ [ভবতি] স নৈব কিঞ্চিৎ করোতি।

Beng. Equivalents. [যিনি] কর্মফলাসঙ্গম্ (কর্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাহীন) নিরাশ্রয়ঃ (অবলম্বনহীন)

কর্মণি (কর্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত) (হন) সঃ (তিনি) নৈব কিঞ্চিৎ করোতি কিছুই করেন না)।

Beng. Trans. যে ব্যক্তি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাহীন এবং নিরবলম্ব হইয়া কর্মফলে আসক্তি-পরিহারপূর্বক [বিহিত] কর্মে প্রবৃত্ত হন, [প্রকৃতপক্ষে] সে ব্যক্তি কিছুই করেন না।

Eng. Trans. He abandoneth the desire of a reward of his actions ; he is always contented and independent ; and although he may be engaged in rk, he as it were, doeth nothing.

Sans. Equivalents. কর্মফলাসঙ্গম্ (কর্ম-ফলাসক্তিম্), নিত্যতৃপ্তঃ (বিষয়েষু আকাঙ্ক্ষাহীনঃ) নিরাশ্রয়ঃ (অবলম্বন-রহিতঃ)।

Beng Expl. বিহিত কর্মসমূহে অভিমান ও ফলাসক্তি পরিত্যাগ-পূর্বক যথোক্ত জ্ঞানের সাহায্যে নিত্যতৃপ্ত (অর্থাৎ বিষয়-সমূহে নিরভিলাষ) এবং নিরাশ্রয় (অর্থাৎ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সাধন সমূহে আশ্রয়-বর্জ্জিত। যাহাকে অবলম্বন করিয়া লোকে পুরুষার্থ সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে তাহারই নাম আশ্রয়।) আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কোন কর্ম করিলেও [বাস্তবপক্ষে] সেই কর্ম কর্মই নহে।

কারণ—তিনি নিষ্ক্রিয় আত্মার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছেন। [জীবিত ব্যক্তির পক্ষে] কর্ম একেবারে না করিয়া থাকা অসম্ভব, এই জন্য সেই ব্যক্তি লোক-সংগ্রহের জন্যই হউক কিংবা শিষ্টজনের নিকট সম্ভাবিত নিন্দার পরিহার করিবার ইচ্ছায়ই হউক, পূর্বের ন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও [প্রকৃতপক্ষে] তিনি কিছুই করেন না, তাঁহার কর্ম অকর্মই হয়।

Sans. Expl. যস্তুকর্মাদিদর্শী স কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ কর্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি, কর্মণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ লোক-সংগ্রহার্থং পূর্ববৎ কর্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি ; জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মত্বাৎ তদীয়ং কর্ম অকর্মৈব সম্পদ্যতে ইত্যেতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ত্যক্ত্বেতি।

কর্মসু অভিমানং ফলাসক্তিং চ পরিত্যজ্য কর্মণি অকর্মদর্শন-রূপেণ জ্ঞানেন বিষয়েষু নিরাকাঙ্ক্ষঃ দৃষ্টাদৃষ্টেষ্ট-ফলসাধনাশ্রয়রহিতো বিদ্বান্ যৎ কর্ম করোতি তৎ পরমার্থতোঽকর্মৈব তস্য নিষ্ক্রিয়াত্ম-দর্শন-সম্পন্নত্বাৎ।

Notes

কর্মফলাসঙ্গম্—কর্মণঃ ফলম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মিন্ আসঙ্গঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ) তম্। (For ফলম্ see Sloka No. 10)

আসঙ্গঃ—আ-সন্জ্+ঘঞ্, পুং ১মা ১ব ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী সন্জ্ (to

stick to, to unite)—(লট্) সজতি, (লৃট্) সঙ্ক্ষ্যতি, (লুঙ্) অসাঙ্ক্ষীৎ, (ণিজন্ত) সঞ্জয়তি, (সন্নন্ত) সিসঙ্ক্ষতি, ক্ত-সক্তঃ,ক্তাচ্-সক্ত্বা, তুমুন্-সঙ্ক্তুম্।

ত্যক্ত্বা —ত্যজ্+ক্তাচ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ত্যজ্ (to abandon)—(লট্) ত্যজতি, (লৃট্) ত্যক্ষ্যতি, (লুঙ্) অত্যাক্ষীৎ, ণিজন্ত—ত্যাজয়তি, সন্নন্ত—তিত্যক্ষতি, ক্ত—ত্যক্তঃ, তুমুন্—ত্যক্তুম্, ল্যপ্—পরিত্যজ্য।

নিত্যতৃপ্তঃ—নিত্যং তৃপ্তঃ (সুপ্সুপা)।

তৃপ্তঃ—তৃপ্+ক্ত, পুং ১মা ১ব; দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী তৃপ্ (to become satisfied)—(লট্) তৃপ্যতি, (লৃট্) তর্পিষ্যতি, তর্প্স্যতি or ত্রপ্স্যতি, লুঙ্) অতৃপৎ-অতর্পীৎ, (ণিজন্ত) তর্পয়তি, (সন্নন্ত) তিতর্পিষতি-তিতৃপ্সতি, ক্ত—তৃপ্তঃ, ক্তাচ্—তর্পিত্বা or তৃপ্ত্বা, তুমুন্—তর্পিতুম্ or তপ্তুম্।

নিরাশ্রয়ঃ—নির্ (নাস্তি) আশ্রয়ো যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

আশ্রয়ঃ—আ-শ্রি+অচ্।

(১) "উৎকর্ষোঽতিশয়ে, সন্ধিঃ শ্লেষে, বিষয় আশ্রয়ে" ইত্যমরঃ সংকীর্ণবর্গে; অর্থাৎ আধিক্যের নাম—উৎকর্ষ, অতিশয় (পুং), পরস্পর মিলনের নাম—সন্ধি, শ্লেষ (পুং); আশ্রয়ের নাম—বিষয়, আশ্রয় (পুং)।

(২) "সন্ধির্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ।" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ রাজার ছয়টী গুণের নাম—সন্ধি [মিলন] (পুং বিগ্রহ [যুদ্ধ] (পুং), যান [যুদ্ধযাত্রা] (ক্লী), আসন [স্থিরভাবে থাকা] (ক্লী), দ্বৈধ [একের সহিত সন্ধি, অন্যের সহিত বিবাদ করা] (ক্লী), আশ্রয় [বলবান্ ব্যক্তির শত্রুর ভয়ে প্রধানের আশ্রয়-গ্রহণ করা] (পুং)।

কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি —কর্মণি+অভিপ্রবৃত্তঃ+অপি।

কর্মণি—অধিকরণে ৭মী, ক্লীবলিঙ্গ কর্মন্-শব্দের ৭মী ১ব।

অভিপ্রবৃত্তঃ—অভি-প্র-বৃৎ+ক্ত, পুং ১মা ১ব; (For the root বৃৎ see Sloka No. 7)

অপি —অব্যয় (Indeclinable)।

সঃ—কর্তরি ১মা, Verb—করোতি।

নৈব—ন+এব, উভয়েই অব্যয় (Indeclinable)।

কিঞ্চিৎ —কিম্+চিৎ, অব্যয় (Indeclinable)।

করোতি—কৃ+লট্ তি; (For the root কৃ see Sloka No. 4)।

Ch. of Voice······নিত্যতৃপ্তেন নিরাশ্রয়েণ [সতা]·· ···অভিপ্রবৃত্তেন [ভূয়তে] তেন······ক্রিয়তে।··· ১৬।

১৭। নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ··· ··· কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ১৭ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম ॥ ১৭ ।

Prose-order. নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা [তথা] ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ [সন্] কেবলং শারীরং কর্ম কুর্বন্ [জ্ঞানী] কিল্বিষম্ (পাপং পুণ্যং বা) ন আপ্নোতি ॥ ১৭

Beng. Equivalents. নিরাশীঃ (কামনাহীন ; আশীঃ=ভোগ-তৃষ্ণা) যতচিত্তাত্মা (জিতেন্দ্রিয় ; চিত্ত=অন্তঃকরণ, আত্মা=বহিরিন্দ্রিয় ও স্থূলদেহ) ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ (সকল পরিগ্রহ যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন) কেবলম্ (কেবল) শারীরম্ (শরীর-স্থিতিমাত্রের হেতু) কর্ম (কার্য) কুর্বন্ (করিতে করিতে) কিল্বিষম্ (পাপ বা পুণ্য) ন আপ্নোতি (লাভ করেন না)।

Beng. Trans. কামনাহীন, জিতেন্দ্রিয় এবং সকল প্রকার বিষয়ে আসক্তি-বর্জিত জ্ঞানী কেবল শরীর-স্থিতি-মাত্র-হেতু কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও কোন প্রকার পাপ বা পুণ্য লাভ করেন না। ১৭।

Eng. Trans. He is unsolicitous, of a subdued mind and spirit and exempt from every perception ; and, as he doeth only the offices of the body, he committeth no offence.

Sans. Equivalents. নিরাশীঃ (কামনাহীনঃ) যতচিত্তাত্মা (জিতেন্দ্রিয়ঃ) ত্যক্ত সর্ব-পরিগ্রহঃ (পরিত্যক্ত-নিখিল-গ্রহণঃ) কিল্বিষম্ (পাপম্ পুণ্যম্ বা)

Beng. Expl. যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত সাধক হইতে বিলক্ষণ (অর্থাৎ কর্মারম্ভের পূর্বেই সকল পদার্থের অন্তঃস্থিত নিষ্ক্রিয় ও সর্বাত্মভূত পরব্রহ্মকেই আত্মভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন) সেই ব্যক্তি দৃষ্ট ও অদৃষ্টবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা না থাকা প্রযুক্ত দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফলের সাধন-কর্মে কোন প্রয়োজন না দেখিতে পাইয়া, কেবল শরীরযাত্রা-নির্বাহের জন্যই বাহ্য চেষ্টা করেন, এবং সেই জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মোক্ষলাভ করেন।—ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে—

যাঁহার হৃদয় হইতে ভোগ-তৃষ্ণা (আশীঃ) নিবৃত্ত হইয়াছে তিনি 'নিরাশীঃ' অন্তঃকরণ (চিত্ত) এবং বহিরিন্দ্রিয় ও স্থূলদেহ (আত্মা) যাহার সংযত হইয়াছে তাহাকে 'যতচিত্তাত্মা' বলা যায়, সকল পরিগ্রহ যিনি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তিনি 'ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ' [এই প্রকার বিশেষণযুক্ত] শরীর স্থিতি-মাত্রের হেতু (কেবল শারীর), তাহাতেও অভিমান-বর্জিত হইয়া, কেহ কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তিনি অনিষ্টরূপ পাপ ও পুণ্য (কিল্বিষ) লাভ করেন না। ধর্মও বন্ধের কারণ হয় বলিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট তাহাও এখানে কিল্বিষ-শব্দের প্রতিপাদ্য, কিল্বিষ-শব্দের প্রকৃত অর্থ 'পাপ'।

Sans. Expl. যঃ পুনঃ পূর্বোক্ত-বিপরীতঃ কর্মারম্ভাৎ প্রাগেব নিষ্ক্রিয়ে ব্রহ্মণি সংজাতাত্মদর্শনঃ স দৃষ্টাদৃষ্ট-বিষয়-ভোগতৃষ্ণাবিবর্জিততয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কর্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ স-সাধনং কর্ম সংন্যস্য শরীরযাত্রা-মাত্রচেষ্টো যতির্জ্ঞাননিষ্ঠো মুচ্যতে—ইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—

নির্গতা আশিষো ভোগতৃষ্ণাঃ যস্মাৎ স 'নিরাশীঃ', 'চিত্ত'মন্তঃকরণম্ 'আত্মা' বাহ্যঃ কার্য-করণ-সংঘাতঃ, তাবুভাবপি 'যতৌ' সংযতৌ যেন স 'যতচিত্তাত্মা', ত্যক্তঃ সর্বঃ পরিগ্রহো যেন স 'ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ', শরীর-স্থিতি-মাত্র-প্রয়োজনম্ 'শারীরম্' 'কেবলম্' তত্রাপি অভিমান-বর্জিতং 'কর্ম' 'কুর্বন্' 'কিল্বিষম্' অনিষ্টাখ্যং পাপং ধর্মং চ 'ন আপ্নোতি' ন প্রাপ্নোতি, বন্ধাপাদকত্বাৎ ধর্মোঽপি মুমুক্ষোঃ কিল্বিষমেব।

Notes

নিরাশীঃ—নির্ (নাস্তি) আশীর্যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

আশীঃ—"বিষ্ণৌ চ বেধাঃ, স্ত্রী ত্বাশীর্হিতাশংসাহি-দংষ্ট্রয়োঃ।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ বেধস্—বিষ্ণু, ব্রহ্মা (পুং) ; আশিস্—হিতের আশংসা, সর্পদংষ্ট্রা (স্ত্রী)।

যতচিত্তাত্মা— চিত্তম্ চ আত্মা চ (দ্বন্দ্বঃ), তৌ যতৌ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

যতৌ—যম্+ক্ত, পুং ১মা দ্বিবচন ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী যম্ (to check, to go, to show)—(লট্) যচ্ছতি, (লৃট্) যংস্যতি, লুঙ্-অযংসীৎ, ণিজন্ত—**যাময়তি** (serves) or **যময়তি** (restrains), ক্ত্বাচ্-যত্বা, ল্যপ্-সংযত্য, তুমুন্-যন্তুম্।

With prepositions—সম্-যম্ (to control), উপ-যম্ (to marry), বি-আ-যম্ (to exercise).

N. B. উপ-যম্ takes আত্মনেপদ when it means স্বীকরণ—'উপাদ্ যমঃ স্বকরণে'।

চিত্তম্—চিৎ+ক্ত (করণবাচ্যে), ক্লীব ১মা ১বঃ।

"চিত্তং তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ"। ইত্যমরঃ কালবর্গে ; অর্থাৎ চিত্তবাচক শব্দ—চিত্ত, চেতস্, হৃদয়, স্বান্ত, হৃৎ, মানস, মনস্ (ক্লী)।

আত্মা—পুং আত্মন-শব্দের ১মা ১বঃ (See Sloka No. 3)।

ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ—সর্বে পরিগ্রহাঃ (কর্মধারয়ঃ) ত্যক্তাঃ সর্ব-পরিগ্রহাঃ যেন সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

ত্যক্তাঃ—ত্যজ্+ক্ত, পুং ১মা বহুঃ (For the root ত্যজ্ see Sloka no. 16)।

সর্বে—পুং সর্ব-শব্দের প্রথমার বহুবচন।

পরিগ্রহাঃ—পরি-গ্রহ+অপ্, পুং ১মা বহুঃ; ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী গ্রহ্ (to take)—(লট্) গৃহ্ণাতি-গৃহ্ণীতে, (লৃট্) গ্রহীষ্যতি-গ্রহীষ্যতে, (Causative, ণিজন্ত)—গ্রাহয়তি, (লুঙ্) অগ্রহীৎ, (Desiderative, সন্নন্ত) জিঘৃক্ষতি-তে (Frequentative, যঙন্ত) জরীগৃহ্যতে, ক্ত—গৃহীতঃ, ক্ত্বাচ্-গৃহীত্বা, তুমুন্—গ্রহীতুম্; "পত্নী-পরিজনা-দান-মূলশাপাঃ পরিগ্রহাঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ পরিগ্রহ=পত্নী, পরিজন, গ্রহণ, মূল বা শাপ (পুং)।

With prepositions—অনু-গ্রহ্ (to favour), নি-গ্রহ্ (to punish), পরি-গ্রহ্ (to accept), বি-গ্রহ্ (to quarrel), সম্-গ্রহ্ (to collect).

কেবলম্—Adj. to কর্ম।

শারীরম্—শরীর+অণ্, Adj. to কর্ম।

শরীরম্—"অঙ্গং প্রতীকোঽবয়বোঽপঘনোঽথ কলেবরম্।
গাত্রং বপুঃ সংহননং শরীরং বর্ষ্ম বিগ্রহঃ ॥
কায়ো দেহঃ ক্লীব-পুংসোঃ স্ত্রিয়াং মূর্তিস্তনুস্তনূঃ।"

অর্থাৎ হস্তপদাদি অবয়বের নাম—অঙ্গ (ক্লী), প্রতীক, অবয়ব, অপঘন (পুং); শরীরবাচক—কলেবর, গাত্র, বপুস্, সংহনন, শরীর, বর্ষ্মন (ক্লী), বিগ্রহ, কায় (পুং), দেহ (পুং—ক্লী), মূর্তি, তনু, তনূ (স্ত্রী)।

কর্ম—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to কুর্বন্।

কুর্বন্—কৃ+শতৃ, পুং ১মা ১বঃ।

কিল্বিষম্—Obj. to আপ্নোতি।

"অস্ত্রী পঙ্কং পুমান্ পাপ্মা পাপং কিল্বিষ-কল্মষম্। কলুষং বৃজিনৈনোঽঘমংহো দুরিত-দুষ্কৃতম্॥" ইত্যমরঃ কালবর্গে; অর্থাৎ পাপবাচক শব্দ—পঙ্ক (পুং-ক্লী), পাপ্মন্ (পুং), পাপ, কিল্বিষ, কল্মষ, কলুষ, বৃজিন, এনস্, অঘ, অংহস্, দুরিত, দুষ্কৃত (ক্লী)।

"উপাদানেঽপ্যামিষং স্যাদপরাধেঽপি কিল্বিষম্" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ আমিষ—মাংস, উৎকোচ (পুং-ক্লী), কিল্বিষ—অপরাধ, পাপ (ক্লী)।

আপ্নোতি—আপ্+লট্ তি। Nom. জ্ঞানী (understood). স্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী আপ্ (to obtain, to pervade)—(লট্) আপ্নোতি, (লৃট্) আপ্স্যতি, (লুঙ্) আপৎ, ণিজন্ত—আপয়তি, সন্নন্ত—ঈপ্সতি, ক্ত-আপ্তঃ, ক্ত্বাচ্-আপ্ত্বা, ল্যপ-প্রাপ্য, তুমুন্-প্রাপ্তুম্।

Ch. of voice. নিরাশিষা যতচিত্তাত্মনা ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহেণ কেবলং শারীরং কর্ম কুর্বতা কিল্বিষং ন আপ্যতে।

১৮। যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টো........ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ— যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮ ।

Prose-order. যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ [সন্] কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে।

Beng. Equivalents. যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ (অযাচিতোপনত-পরিতুষ্ট) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদি-সম্পর্কেও যাহার বিকার নাই) বিমৎসরঃ (নির্বৈরবুদ্ধি) সিদ্ধৌ (সিদ্ধিতে) অসিদ্ধৌ চ (এবং অসিদ্ধিতে) সমঃ (হর্ষ-বিষাদ-রহিত) কৃত্বা অপি (কার্য করিয়াও) ন নিবধ্যতে (সংসারে বদ্ধ হন না)।

Beng. Trans. অযাচিত অথচ প্রাপ্ত বস্তুর লাভেই যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়, শীতোষ্ণ-সম্পর্কেও যাহার বিকার নাই, যিনি নির্বৈরবুদ্ধি, অযাচিত বস্তুরও প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে যিনি হর্ষ-বিষাদ-বিরহিত, সেই জ্ঞানী পুরুষ কার্য করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না।

Eng. Trans. He is pleased with whatever he may by chance obtain, he hath gotten the better of duplicity, and he it free from envy. He is the same in prosperity and adversity ; and although he acteth, he is not confined in the action.

Sans. Equivalents. যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ (অযাচিতোপনত-পরিতুষ্টঃ) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদি-কৃত-বিকার-রহিতঃ) বিমৎসরঃ (নির্বৈরবুদ্ধিঃ) সমঃ (হর্ষ-বিষাদ-রহিতঃ) নিবধ্যতে (বদ্ধো ভবতি)।

Beng. Expl. সর্ববিধ পরিগ্রহ যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ সন্ন্যাসীর পরিগ্রহ না থাকা নিবন্ধন যাচ্ঞাদির দ্বারা শরীরযাত্রার নির্বাহের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে বলিয়া, অযাচিত অসংক্লৃপ্ত এবং যদৃচ্ছাবশতঃ উপনীত [অন্নের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে] ইত্যাদি বচন দ্বারা সন্ন্যাসীর শরীরস্থিতির প্রতি কারণ অন্নাদির প্রাপ্তির উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য বলিতেছেন যে—

অপ্রার্থিত হইয়া উপস্থিত লাভকে 'যদৃচ্ছালাভ' বলা যায়, তাহাতেই যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট (অর্থাৎ ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, এই প্রকার বুদ্ধিশালী, তাঁহাকেই 'যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট' বলা যায়), 'দ্বন্দ্বাতীত' দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি) দ্বারা আহত হইয়াও যে ব্যক্তি বিষণ্ণচিত্ত হন না, তাঁহাকেই 'দ্বন্দ্বাতীত' বলা যায়। "বিমৎসর" বিগত মৎসর যাঁহার (অর্থাৎ বৈরবুদ্ধি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে যাঁহার), [যদৃচ্ছালাভের] সিদ্ধ বা অসিদ্ধিতে সম (তুল্য, হর্ষ-বিষাদ-রহিত) (অর্থাৎ যে সন্ন্যাসী শরীর-স্থিতি-হেতু অন্নাদির লাভ বা অলাভে হর্ষ-বিষাদ-বর্জিত) সেই

[ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ] সন্ন্যাসী ভিক্ষাটনাদি কার্য করিয়াও [সংসারে] বদ্ধ হন না। কারণ—[তাঁহার পক্ষে] কর্ম জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে। জ্ঞানীর স্বরূপ বর্ণন করিয়া যাহা কিছু বলা হইয়াছে, এস্থলে তাহাই [ভালভাবে বুঝাইবার জন্য অন্যরূপে] আবার বলা হইল।

Sans. Expl. ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহস্য যতেঃ অন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ পরিগ্রহস্যাভাবাৎ যাচনাদিনা শরীরস্থিতৌ কর্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়াম্ "অযাচিতমসংক্লৃপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া" ইত্যাদিনা বচনেনানুজ্ঞাতং যতেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ অন্নাদেঃ প্রাপ্তিদ্বারম্ আবিষ্কুর্বন্নাহ—

'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ' অপ্রার্থিতোপনতেন লাভেন সন্তুষ্টঃ, 'দ্বন্দ্বাতীতঃ' শীতোষ্ণাদিভিঃ দ্বন্দ্বৈঃ হন্যমানোঽপি অবিষণ্ণচিত্তঃ, 'বিমৎসরঃ' নির্বৈরবুদ্ধিঃ, যদৃচ্ছালাভস্য 'সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ' 'সমঃ' হর্ষ-বিষাদ-রহিতঃ, শরীরস্থিতিমাত্র-প্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিকং 'কর্ম কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে' বন্ধহেতোঃ কর্মণঃ সহেতুকস্য জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাৎ।

'যদৃচ্ছয়া'—স্বকীয়-প্রযত্ন-ব্যতিরেকেণেতি যাবৎ।

ভিক্ষাটনাদি—আদিশব্দেন—"মাধুকরমসংক্লৃপ্তং প্রাক্ প্রণীতমযাচিতম্।
তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥" ইত্যাদি গৃহ্যতে।

Notes

যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ—যদৃচ্ছয়া লাভঃ (৩য়া-তৎপুরুষঃ) তেন সন্তুষ্টঃ (৩য়া-তৎপুরুষঃ)।

যদৃচ্ছা—যদ-ঋচ্ছ+অ (ভাববাচ্যে)+আপ্। যদৃচ্ছা=অনায়াস, chance, নিজের প্রযত্ন ব্যতিরেকে। যাদৃগিচ্ছা=যদৃচ্ছা (পৃষোদরাদিঃ)।

"যদৃচ্ছা স্বৈরিতা হেতুশূন্যা ত্বাস্থা বিলক্ষণম্।" ইত্যমরঃ সংকীর্ণবর্গে; স্বেচ্ছাচারিতার নাম—যদৃচ্ছা, স্বৈরিতা (স্ত্রী); বিনাকারণে স্থিতির নাম—বিলক্ষণ (ক্লী)।

লাভঃ—লভ্+ঘঞ্, পুং ১মা ১বঃ; ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী লভ্ (to get, to take to have)—(লট্) লভতে, (লৃট্) লপ্স্যতে, (লুঙ্) অলব্ধ, ণিজন্ত—লম্ভয়তি, সন্নন্ত—লিপ্সতে, ক্ত-লব্ধ, তুমুন্-লব্ধুম্, ক্ত্বাচ্-লব্ধ্বা, ল্যপ্—উপলভ্য

With prepositions—উপ-লভ্ (to understand), উপ-আ-লভ্ (to rebuke), বি-প্র-লভ্ (to cheat), আ-লভ্ (to kill)।

"নীবী পরিপণো মূলধনং লাভোঽধিকং ফলম্" ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে; অর্থাৎ মূলধনের নাম—নীবী (স্ত্রী) (নীবি), পরিপণ, মূলধন (ক্লী); লাভের নাম—লাভ (পুং), ফল (ক্লী)।

সন্তুষ্টঃ—সম্-তুষ্ + ক্ত, পুং ১মা ১বঃ ; দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী তুষ্ (to be pleased or satisfied)—(লট্) তুষ্যতি, (লৃট্) তোক্ষ্যতি, ণিজন্ত—তোষয়তি, ক্ত-তুষ্টঃ, ক্তাচ্-তুষ্ট্বা, তুমুন-তোষ্টুম্।

দ্বন্দ্বাতীত.—দ্বন্দ্বম্ অতীতঃ (দ্বিতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

"শিবা গৌরী-ফেরবযোর্দ্বন্দ্বঃ কলহ-যুগ্মযোঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ শিব—গৌরী, শৃগালী (ফেরবা) (স্ত্রী) ; দ্বন্দ্ব—কলহ, যুগ্ম (ক্লী)।

অতীতঃ—অতি-ই + ক্ত ; (For ই-ধাতু see S'loka No. 1)

বিমৎসরঃ—বি (বিগতঃ) মৎসরঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। বিমৎসরঃ = নির্বৈর-বুদ্ধিঃ। মদ্ + সর। (ভাববাচ্যে)। মৎসরঃ = পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ প্রভৃতি।

"মৎসরোঽন্যশুভদ্বেষে তদ্বৎ-কৃপণয়োস্ত্রিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ মৎসর—অন্যের শুভদ্বেষ (পুং), মাৎসর্যবিশিষ্ট, কৃপণ (ত্রিলিঙ্গ)।

সিদ্ধৌ—অধিকরণে সপ্তমী, স্ত্রীলিঙ্গ সিদ্ধি-শব্দের ৭মী ১বঃ।

অসিদ্ধৌ—ন সিদ্ধিঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ) তস্যাম্, অধিকরণে ৭মী।

সিদ্ধিঃ—সিধ্ + ক্তি, স্ত্রী ১মা ১বঃ। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী সিধ্ (to succeed, to accomplish) (লট্) সিধ্যতি, (লৃট্) সেৎস্যতি, (লুঙ্) অসিধৎ, ণিজন্ত-সাধয়তি or সেধয়তি ক্তাচ্—সেধিত্বা or সিদ্ধ্বা।

There are two other সিধ্-ধাতু's—(১) ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী সিধ্ (to go)—(লট্) সেধতি, (লৃট্) সেধিষ্যতি, (লুঙ্) অসেধীৎ, (তুমুন) সেধিতুম্। Passive—সিধ্যতে। (সন্নন্ত) সিসেধিষতি—সিসিৎসতি—সিসিধিষতি, (ক্তাচ্) সেধিত্বা বা সিদ্ধ্বা।

(২) ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী সিধ্ (to command)—(লট্) সেধতি, (লৃট্) সেধিষ্যতি or সেৎস্যতি, (লুঙ্) অসেধীৎ, ক্তাচ্—সেধিত্বা বা সিদ্ধ্বা, তুমুন্-সেধিতুম্ or সেদ্ধুম্।

চ—অব্যয় (Indeclinable)।

সমঃ—(= হর্ষ-বিষাদ-রহিত, একবিধ) সম্ + অচ্।

কৃত্বা—কৃ + ক্তাচ্ (For the root কৃ see Sloka No. 4)

অপি—অব্যয় (Indeclinable)।

নিবধ্যতে—নি-বন্ধ্ + কর্মবাচ্যে লট্ তে (For the root বন্ধ্ see Sloka No. 10)।

Ch. of voice. যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টং দ্বন্দ্বাতীতং বিমৎসরং……সমং [সন্তম্]……ন নিবধ্নাতি।

১৯। গতসঙ্গস্য মুক্তস্য·····সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ১৯॥

বিসন্ধিপাঠঃ—গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ।
যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম সমগ্রম্ প্রবিলীয়তে॥ ১৯॥

Prose-order. গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ যজ্ঞায় কর্ম আচরতঃ সমগ্রম্ [কর্ম] প্রবিলীয়তে।

Beng. Equivalents. গতসঙ্গস্য (আসক্তিশূন্য) মুক্তস্য (ধর্মাধর্ম বন্ধন-রহিত) জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ (তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সর্বদা একাগ্রহৃদয়) যজ্ঞায় কর্ম আচরতঃ (কর্তব্য এই জ্ঞানেই যিনি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন) সমগ্রং প্রবিলীয়তে (সকল কর্মই বিলীন হয় অর্থাৎ সংসার-বন্ধনের প্রতি কারণ হয় না)।

Beng. Trans. যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য ও ধর্মাধর্ম-বন্ধন-রহিত, যাঁহার হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সর্বদা একাগ্র এবং যে ব্যক্তি 'কর্তব্য' এই প্রকার জ্ঞানেই কর্মাচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার সকল কর্মই বিলীন হয় (সংসার-বন্ধনের প্রতি কারণ হয় না)।

Eng. Trans. The work of him, who hath lost all anxiety for the event, who is freed from the bonds of actio , and standeth with his mind subdued by spiritual wisdom, and who performeth it for the sake of worship, cometh altogether unto nothing.

Sans. Equivalents. গতসঙ্গস্য (আসক্তিহীনস্য) মুক্তস্য (ধর্মাধর্ম-বন্ধন-রহিতস্য) জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ (তত্ত্বজ্ঞানৈকাগ্র-হৃদয়স্য) যজ্ঞায় (কর্তব্যার্থম) সমগ্র প্রবিলীয়তে (ফলেন সহ কর্ম বিনশ্যতি)।

Beng. Expl. পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি কর্মারম্ভের পর নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকেই আত্মরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কোন কারণবশতঃ তিনি "কর্মেতে প্রবৃত্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি কোন কর্ম করেন না।" যাঁহার এইরূপ কর্মাভাব দর্শিত হইয়াছে, তাঁহারই বিষয়ে [বলা হইতেছে যে]—

সর্ববিষয়ে আসক্তি-রহিত (গতসঙ্গস্য), মুক্ত অর্থাৎ ধর্ম এবং অধর্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত (মুক্তস্য), জ্ঞানেতেই যাঁহার চিত্ত অবস্থিত থাকে (জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ), [এইরূপ ব্যক্তি] কেবল যজ্ঞের নিষ্পাদনের জন্যই কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ফলের সহিত তাঁহার সকল কর্মই বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। [অগ্র শব্দের অর্থ ফল, ফলের সহিত যুক্ত কর্ম=সমগ্র (সম্+অগ্র) কর্ম।]।

Sans. Expl. "ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গমি"ত্যনেন শ্লোকেন যঃ প্রারব্ধকর্মা সন্ যদা নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্ম-দর্শনসম্পন্নঃ স্যাৎ, তদা তস্য আত্মনঃ কর্তৃ-কর্ম-প্রয়োজনাভাব-দর্শিনঃ কর্ম-পরিত্যাগে প্রাপ্তে কুতশ্চিৎ নিমিত্তাৎ তদসম্ভবে সতি পূর্ববৎ তস্মিন্ কর্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি স ইতি কর্মাভাবঃ প্রদর্শিতঃ।

যস্তৈবং কর্মাভাবো দর্শিতস্তস্যৈব সর্বতো নিবৃত্তাসক্তেঃ (গতসঙ্গস্য) জ্ঞানে এব অবস্থিতং চেতঃ যস্য তস্য (জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ) যজ্ঞনির্বৃত্ত্যর্থম্ নির্বর্তয়তঃ (যজ্ঞায় আচরতঃ) কর্ম ফলেন সহ (সমগ্রম্) বিনশ্যতি (প্রবিলীয়তে)।

Notes

গতসঙ্গস্য—গতঃ সঙ্গঃ যস্য তস্য (বহুব্রীহিঃ)

গতঃ—গম্+ক্ত, পুং ১মা, ১ব।

সঙ্গঃ—সন্জ+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে), পুং ১মা ১ব (=অনুরাগ, বিষয়ানুরাগ)

"আদীনবাস্রবৌ ক্লেশে, মেলকে সঙ্গসঙ্গমৌ" ইত্যমরঃ সঙ্কীর্ণবর্গে; অর্থাৎ ক্লেশের নাম—আদীনব, আস্রব, ক্লেশ (পুং); মিলনের নাম—মেলক, সঙ্গ, সঙ্গম (পুং)। (For the root সন্জ্ see Sloka No. 16)

মুক্তস্য—মুচ্+ক্ত, পুং ষষ্ঠী ১ব। (For the root মুচ্ see Sloka No. 11).

জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ—জ্ঞানে অবস্থিতম্ (৭মী-তৎপুরুষঃ), তাদৃশং চেতঃ যস্য (বহুব্রীহিঃ) তস্য।

জ্ঞানম্ জ্ঞা+ল্যুট্, ক্লীব ১মা ১ব. (For the root জ্ঞা see Sloka No. 6)

অবস্থিতম্—অব-স্থা+ক্ত, ক্লীব ১মা ১ব. (For the root স্থা see Sloka No. ?)

N. B. অব-স্থা is আত্মনেপদী by the rule 'সমব-প্র-বিভ্যঃ স্থঃ'। For the following other rules regarding আত্মনেপদ of the root স্থা see HSGC, pp. 363-64. "আঙঃ প্রতিজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্", "প্রকাশন-স্থেয়াখ্যয়োশ্চ", "উদোঽনূর্ধ্ব-কর্মণি", "উপান্মন্ত্রকরণে", "উপাদ্দেবপূজা-সঙ্গতিকরণ-মিত্রকরণ-পথিষু" "বা লিপ্সায়াম্" and "অকর্মকাচ্চ"।

চেতঃ - ক্লীবলিঙ্গ চেতস্-শব্দ।

যজ্ঞায়—'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' ইতি চতুর্থী, যজ্ঞং নির্বর্তয়িতুম্ ইত্যর্থঃ। "যজ্ঞঃ সবোঽধ্বরো যাগঃ সপ্ততন্তুর্মখঃ ক্রতুঃ" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে; অর্থাৎ যজ্ঞবাচক—যজ্ঞ সব, অধ্বর, যাগ, সপ্ততন্তু, মখ, ক্রতু (পুং)।

কর্ম — কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to আচরতঃ।

আচরতঃ—আঙ্-চর্+শতৃ, পুং ষষ্ঠী ১ব। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী চর্ (to walk)—(লট্) চরতি, (লৃট্) চরিষ্যতি, (Desiderative, সন্নন্ত) চিচরিষতি, (যঙন্ত) চঞ্চূর্য্যতে, (লুঙ্) অচারীৎ, ণিজন্ত—চারয়তি, ক্ত—চরিতঃ, তুমুন্-চরিতুম্।

With prepositions — আ-চর্ (to behave, to practise), অনু-চর্ (to follow), উৎ-চর্ (to transgress), উৎ-চর্+ণিচ্ (to utter), পরি-চর্

(to serve), উপ-চর্ (to worship), বি-অভি-চর্ (to go astray), সম্-আ-চর্ (to perform).

N. B. Re আত্মনেপদ of উৎ-চর্—"উদশ্চরঃ সকর্মকাৎ", of সম্-চর্—"সমস্তৃতীয়া-যুক্তাৎ" See HSGC, p. 330.

সমগ্রম্—সম্-অগ্র ; অগ্র=ফল, here সমগ্র means "ফলের সহিত যুক্ত কর্ম"। In অমরকোষ we have "পুরোঽধিকমুপর্যগ্রাণ্যগারে নগরে পুরম্" in নানার্থবর্গ (অর্থাৎ অগ্র=সম্মুখ, অধিক বা উপরি (ক্লী) ।

প্রবিলীয়তে—প্র-বি-লী+লট্ তে। দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী লী (to stick, to lie on)—(লট্) লীয়তে, (লৃট্) লেষ্যতে, Passive—লীয়তে, ক্ত-লীনঃ।

Ch. of voice. ....No change। ১৯।

২০। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্.........জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ২০ ॥

সন্ধিপাঠঃ—শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বম্ কর্ম অখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ২০ ॥

Prose-order. [হে] পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্। [হে] পার্থ! সর্বম্ কর্ম অখিলং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

Beng. Equivalents. পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) দ্রব্যময়াৎ (ঘৃত প্রভৃতি সাধ্য) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ অপেক্ষা) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ) শ্রেয়ান (শ্রেয়ঃ) পার্থ (হে অর্জুন) সর্বং (সকল) কর্ম (কর্ম) অখিলম্ (অপ্রতিবন্ধভাবে, সম্পূর্ণভাবে) জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়)।

Beng. Trans. হে শত্রুতাপন! দ্রব্যদ্বারা নিষ্পাদিত যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ; কারণ, হে পার্থ! সকল প্রকার কর্মই সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

Eng. Trans. Know that the worship of spiritual wisdom is far better than the worship with offerings of things. In wisdom is to be found every work without exception.

Sans. Equivalents. পরন্তপ (শত্রুতাপন) দ্রব্যময়াৎ (ঘৃতাদি-দ্রব্য-সাধন-সাধ্যাৎ) সর্বম্ (সমস্তম্) অখিলম্ (অপ্রতিবন্ধম্) পরিসমাপ্যতে (অন্তর্ভবতি)।

Beng. Expl. "ব্রহ্মার্পণম্" (৪।২৪) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের যজ্ঞরূপতা সম্পাদিত হইয়াছে। যজ্ঞও অনেক প্রকার কথিত হইয়াছে, অধিকারী পুরুষগণের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত অপেক্ষণীয় সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা এখন জ্ঞানের স্তুতি করা হইতেছে—

দ্রব্যময় (অর্থাৎ দ্রব্য-সাধনের দ্বারা সাধ্য) যজ্ঞ হইতে জ্ঞানরূপ যজ্ঞ শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততর), হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ [অনিত্য] ফলের উৎপাদক, [কিন্তু] জ্ঞানরূপ যজ্ঞ [অনিত্য] ফলের উৎপাদক নহে। কারণ—সকল সাধনের সহিত সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত সবপ্রকার কর্মই সর্বতঃ সংপ্লুতোদক [মহাসমুদ্র]-বৎ অনন্ত-ফল-হেতু জ্ঞানেতেই পরিসমাপ্ত হয় (অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে)। লোকে যাহা-কিছু সাধুকর্মের অনুষ্ঠান করে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সেই সকল কর্মের ফলই ঐ জ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

Sans. Expl. "ব্রহ্মার্পণম্......" (8।২8) ইত্যাদি শ্লোকেন সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদিতম্, যজ্ঞাশ্চানেকে উপদিষ্টাঃ, তৈঃ সিদ্ধ-পুরুষার্থ-প্রয়োজনৈঃ জ্ঞানং স্তূয়তে—দ্রব্য-সাধন সাধ্যাৎ (দ্রব্যময়াৎ) যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ প্রশস্ততরঃ (শ্রেয়ান্), দ্রব্যময়ো হি যজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকঃ, জ্ঞানযজ্ঞো ন ফলারম্ভকঃ। যতঃ সমস্তম্ (সর্বম্) অপ্রতিবদ্ধম্ (অখিলম্) কর্ম মোক্ষসাধনে (জ্ঞানে) অন্তর্ভবতি (পরিসমাপ্যতে)।

Notes

পরন্তপ—পর-তপ্+ণিচ্+খচ্; 'পরান্ তাপয়তী'তি (উপপদ-তৎপুরুষঃ), সম্বোধনে প্রথমা। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী তপ্ (to shine, to heat)—(লট্) তপতি, (লৃট্) তপ্স্যতি, (লুঙ) অতাপ্সীৎ, (Desiderative, সন্নন্ত) তিতপ্সতি, (Frequentative, যঙন্ত) তাতপ্যতে, (Causative, ণিজন্ত)—তাপয়তি, ক্ত—তপ্তঃ ক্ত্বাচ্—তপ্ত্বা, তুমুন্—তপ্তুম্।

With prepositions—অনু-তপ্ (to repent), পরি-তপ্ (to be sorry), উৎ-তপ্ (to warm)—স পাণিমুত্তপতে (not উত্তপতি), by the rule 'উদ্বিভ্যাং তপঃ' 'স্বাঙ্গকর্মকাচ্চেতি বক্তব্যম্'। See HSGC, p. 365.

পরঃ –"......স্যাদনুত্তরঃ। এষাং বিপর্যয়ে শ্রেষ্ঠে দূরানাত্মোত্তমাঃ পরাঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থৎ অনুত্তর—উত্তরদিক্ ভিন্ন, অধম শ্রেষ্ঠ (ত্রি); পর—দূর, আত্মভিন্ন, উত্তম (ত্রি)। "পরঃ শ্রেষ্ঠারি-দূরাণ্যোত্তরে ক্লীবং তু কেবলে" ইতি মেদিনী, অর্থাৎ পর (পুং)—শ্রেষ্ঠ, অরি, দূর, অন্য, উত্তর; পর (ক্লী) –কেবল।

দ্রব্যময়াৎ—Adj. to যজ্ঞাৎ; দ্রব্য+ময়ট্, পুং ৭মী ১বচন।

যজ্ঞাৎ –'পঞ্চমী বিভক্তে' ইতি পঞ্চমী। [বিভক্তম্ of the Sutra= বিভাগঃ, তিন্নয়োর্দ্বয়োঃ যস্মাৎ বিভাগঃ (উৎকর্ষঃ অপকর্ষো বা)] (For যজ্ঞ see Sloka No. 19).

জ্ঞানযজ্ঞঃ—জ্ঞানমেব যজ্ঞঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ)। (For জ্ঞান See Sloka No. 6)

শ্রেয়ান্—প্রশস্য+ঈয়সুন্, পুং ১মা ১ব।

পার্থ—পৃথা+অণ্ (অপত্যার্থে), সম্বোধনে ১মা। (পৃথা=কুন্তী)

সর্বম্—Pron. adj. to কর্ম। ক্লীবলিঙ্গ ১মা ১ব.।

কর্ম- কৃ+মন্, উক্তে কর্মণি ১মা।

অখিলম্—Adverb.

"............ .....সমং সর্বম্।

বিশ্বমশেষং কৃৎস্নং সমস্ত-নিখিলাখিলানি নিঃশেষম্॥

সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদনূনকে।" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে; অর্থাৎ সমস্তের নাম—সম, সর্ব, বিশ্ব, অশেষ, কৃৎস্ন, সমস্ত, অখিল, নিখিল, নিঃশেষ, সমগ্র, সকল, পূর্ণ, অখণ্ড, অনূনক।

জ্ঞানে—অধিকরণে ৭মী।

পরিসমাপ্যতে—পরি-সম্-আপ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে। (For the root আপ্ see Sloka No. 17)

Ch. of voice. জ্ঞানযজ্ঞেন শ্রেয়সা [ভূয়তে],......পরিসমাপ্নোতি। ২•।

২১। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন...... জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ২১॥

বিসন্ধিপাঠঃ—তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্ জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ২১॥

Prose-order. তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া [চ], তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি।

Beng Equivalents. তৎ (সেই, জ্ঞানলাভকারণ) বিদ্ধি (জান) প্রণিপাতেন (প্রণিপাতের দ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (তত্ত্ববিষয়ে বিনীত প্রশ্নের দ্বারা) সেবয়া (সেবা-দ্বারা), তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ প্রদান করিবেন)।

Beng. Trans. [আচার্যগণের] সেবা, প্রণিপাত এবং তত্ত্ববিষয়ে বিনীত প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানলাভের উপায় কি তাহা জান। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ [এই প্রকার হইলে] তোমাকে সম্যগ্-জ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন।

Eng. Trans. Seek thou this wisdom with prostrations, with questions, and with attention, that those learned men, who see its principles, may instruct thee in its rules.

Sans. Equivalents. প্রণিপাতেন (প্রণামেন) পরিপ্রশ্নেন (তত্ত্ব-বিষয়ক-বিনীত-প্রশ্নেন) সেবয়া (গুরু-শুশ্রূষয়া) উপদেক্ষ্যন্তি (কথয়িষ্যন্তি)।

Beng. Expl. সেই বিশিষ্ট জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—যে উপায়ের দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তাহা

জ্ঞান। আচার্যগণের নিকট গিয়া প্রণিপাত (প্রকৃষ্টভাবে নিম্নে পতন বা দীর্ঘ নমস্কার), 'বন্ধ' কাহাকে বলে, 'মোক্ষ' কি প্রকার, 'বিদ্যা' কাহাকে বলে, 'অবিদ্যা' কি—এই সকল প্রশ্ন এবং শুশ্রূষা (বিনয়-ব্যবহারাদি) দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী আচার্যগণ তোমাকে জ্ঞান-বিষয়ে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিবেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়—(১) উপদেশ দিবেন কাঁহারা ? যাঁহারা জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী। অনেকে আছেন তাঁহারা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন কিন্তু তত্ত্ববস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের কাছে গেলে হইবে না, সম্যগ্‌দর্শী জ্ঞানীদের কাছে যাইতে হইবে।

(২) যে কোন প্রশ্ন করিলে চলিবে না, শিষ্য যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু এবং উপদেশ যে অস্থানে দেওয়া হইবে না, তাদৃশ আচার্যের তাহা বুঝা দরকার।

এবং (৩) শিষ্যের ব্যবহার বিনয়-নম্র হওয়া দরকার। গুরু যাহা বলিলেন তাহা গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ শিষ্য অতি যত্ন সহকারে শুনিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে, তবেই ত প্রকৃত জ্ঞান হইবে।

যে কোন জ্ঞান-সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। (১) মাষ্টার মহাশয় বা অধ্যাপক মহাশয় যে বিষয়ে অধ্যাপনা করিবেন সে বিষয়টি তাঁহার ভালভাবে জানা থাকা দরকার, শতকরা ৩০ বা ৩২ পাইয়া কোনমতে বি. এ. বা এম. এ. অথবা কোন উপাধি পাশ করিলেই শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা হয় না। (২) যে বিষয়ে অধ্যাপনা চলিতেছে সেই বিষয়ে ছাত্র যে প্রশ্ন করিবে তাহাও বুদ্ধিমানের মত হওয়া দরকার, বাজে প্রশ্ন করিয়া অধ্যাপক বা শিক্ষককে অনর্থক ব্যাপৃত রাখিলে প্রকৃত বিষয়ের শিক্ষা ব্যাহত হয়, প্রশ্ন হইতেই ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা ও যোগ্যতা-সম্বন্ধে অধ্যাপকের ধারণা হয়। (৩) শিক্ষকের বা অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং ছাত্রের প্রতি শিক্ষক বা অধ্যাপকের স্নেহ ও মমতা থাকা দরকার। অধ্যাপক বা শিক্ষক মহাশয় পড়াইয়া যাইতেছেন, ছাত্র তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছে না এরূপ হইলেও কোন জ্ঞানের আশা করা যায় না।

বর্তমানে শিক্ষা-জগতে যে দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির অভাব। ছাত্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় উত্তম স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল মেধা, অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিনীত ব্যবহার। অধ্যাপকের বা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কোন মতে পাশ করা নহে, অধ্যাপনার বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও ছাত্রের প্রতি মমতা, তৃতীয়তঃ ছাত্র বা অধ্যাপকের মন যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয় এমন পরিবেশ, তজ্জন্য সুবৃহৎ অট্টালিকা না হইলেও চলিতে পারে। [শ্রদ্ধা, একাগ্রতা ও সংযমের কথা পরে ২৬নং শ্লোকে বলা হইয়াছে]

Sans. Expl. তদেতৎ বিশিষ্টং জ্ঞানং কেন বিধিনা প্রাপ্তব্যমিত্যুচ্যতে—আচার্যান্ অভিগম্য দীর্ঘপ্রণত্যা, বন্ধ-মোক্ষ-ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক-প্রশ্নেন, গুরুশুশ্রূষয়া চ সন্তুষ্টচিত্তাঃ তত্ত্ব-দর্শন-শীলাঃ আচার্যাঃ যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানম্ কথয়িষ্যন্তি। জ্ঞানবন্তস্তু সর্বে ন তত্ত্বদর্শিনঃ, যে তাবৎ সম্যগ্‌দর্শিনো জ্ঞানিনঃ তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্যক্ষমং ভবতি নেতরদিতি ভগবতো মতম্।

Notes

তৎ—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to বিদ্ধি ; ক্লীবলিঙ্গ তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন।

বিদ্ধি—বিদ্+লোট্ হি ; Nom. ত্বম্ (understood)। (For the root বিদ্ see Sloka No. 1)

প্রণিপাতেন—প্র-নি-পত্+ঘঞ্, পুং তৃতীয়ার একবচন। করণে তৃতীয়া। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী পত্ (to fly, to alight, to fall)—(লট্) পততি, (লৃট্) পতিষ্যতি, (লুঙ্) অপপ্তৎ, ণিজন্ত—পাতয়তি, (সন্নন্ত) পিপতিষতি বা পিৎসতি, ক্ত—পতিতঃ, ক্ত্বাচ্—পতিত্বা, ল্যপ্—নিপত্য।

With prepositions—আ-পৎ (to arrive), উৎ-পৎ (to fly), প্র-নি-পৎ, (to salute), সম্-নি-পৎ (to come together).

পরিপ্রশ্নেন—করণে তৃতীয়া, পরিপ্রশ্ন-শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

সেবয়া—করণে তৃতীয়া, স্ত্রীলিঙ্গ সেবা-শব্দের তৃতীয়ার একবচন। সেব+অ +স্ত্রিয়াম্ আপ্। 'সেবা শ্ববৃত্তিরনৃতং কৃষিরুঞ্ছশিলং ঋতম্।' ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে ; অর্থাৎ চাকরীর নাম—সেবা, শ্ববৃত্তি (স্ত্রী) ; কৃষিকার্যের নাম—অনৃত (ক্লী) কৃষি (স্ত্রী) ; উঞ্ছশীল=ঋত (ক্লী)।

তত্ত্বদর্শিন —তত্ত্ব-দৃশ্+ণিন্, প্রথমা বহুবচন। (See Sloka No. 14)

ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী সেব্ (to serve)—(লট্) সেবতে, (লৃট্) সেবিষ্যতে, ণিজন্ত—সেবয়তি।

জ্ঞানিনঃ—জ্ঞান+ণিন্, পুং প্রথমা বহুবচন

তে—'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি চতুর্থী। Alt. from তুভ্যম্।

জ্ঞানম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. উপদেক্ষ্যন্তি। (For জ্ঞান see Sloka No. 6)

উপদেক্ষ্যন্তি—উপ-দিশ্+লৃট্ স্যন্তি। তুদাদিগণীয় উভয়পদী দিশ্ (to produce, to grant, to allow)—(লট্) দিশতি-দিশতে, (লৃট্) দেক্ষ্যতি-দেক্ষ্যতে, (লুঙ্) অদিক্ষৎ-অদিক্ষত, ণিজন্ত—দেশয়তি, সন্নন্ত—দিদিক্ষতি-তে, ক্ত—দিষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দিষ্ট্বা, তুমুন্—দিষ্টুম্।

With prepositions—আ-দিশ্ (to order), উপ-দিশ্ (to advise), নির্-দিশ্ (to specify), বি-অপ-দিশ্ (to disguise), সম্-দিশ্ (to communicate).

Ch. of voice. ...বিদ্বতাম্...তত্ত্বদর্শিভিঃ জ্ঞানিভিঃ...উপদেক্ষ্যতে। ২১।

২২। যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহ......দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ২২ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—যৎ জ্ঞাত্বা ন পুনঃ মোহম্ এবম্ যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতানি অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি আত্মনি অথো ময়ি ॥ ২২ ॥

Prose-order. [হে] পাণ্ডব! যজ্ জ্ঞাত্বা পুনরেবং মোহং ন যাস্যসি, যেন চ [জ্ঞানেন] অথো অশেষেণ ভূতানি আত্মনি ময়ি দ্রক্ষ্যসি।

Beng. Equivalents. পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পুনঃ (আবার) এবম্ (এইরূপ) মোহম্ ন যাস্যসি (মোহের বশ হইবে না), যেন চ (এবং যে জ্ঞানের দ্বারা) অথো (পরে) অশেষেণ ভূতানি (ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূত) আত্মনি ময়ি (আত্মভূত আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিবে)।

Beng. Trans. হে পাণ্ডুপুত্র, যে জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি আর এই প্রকার মোহের বশ হইবে না এবং যে জ্ঞানের প্রসাদে তুমি সকলের আত্মভূত আমাতে সকল ভূতই [প্রবিষ্ট আছে ইহা] দেখিতে পাইবে।

Eng. Trans. Which having learnt, thou shalt not again, O son of Pandu, fall into folly; by which thou shalt behold all nature in the spirit—that is, in me.

Sans. Equivalents. অথো (অনন্তরম্) আত্মনি (আত্মভূতে) ময়ি (বাসুদেবে পরমেশ্বরে)।

Beng. Expl. সেইরূপ হইলে এই বচনটি সার্থক হইয়া উঠে যে—যে জ্ঞেয়টি জানিয়া (অর্থাৎ সেই সব আচার্য্য-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া) হে পাণ্ডব, তুমি এখন যেরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছ, আর এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না। আরও বলি, যে জ্ঞানের বলে তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপ নিজ আত্মাতে ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্য্যন্ত সকল ভূতকেই সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে এবং বাসুদেব ও পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাতেও সকল ভূত দেখিতে পাইবে। [অর্থাৎ সেই জ্ঞানের দ্বারা সকল উপনিষৎ-সিদ্ধ জীব ও পরমেশ্বরের একত্ব তুমি সাক্ষাৎ করিবে।]।

Sans. Expl. তথা চ সতি ইদমপি সমর্থং বচনম্—হে পাণ্ডব, যৎ জ্ঞানং তৈরুপদিষ্টং তৎ অধিগম্য ইদানীং যথা মোহং গতোঽসি পুনরেবং ন যাস্যসি। কিঞ্চ তেন জ্ঞানেন ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্তানি ভূতানি সাক্ষাদাত্মনি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চ দ্রক্ষ্যসি।

Notes

পাণ্ডব—পাণ্ডু+অণ্ (অপত্যার্থে), সম্বোধনে।

যৎ কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to জ্ঞাত্বা।

জ্ঞাত্বা—জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। (For the root জ্ঞা see Sloka No. 6)

পুনঃ—অব্যয় (Indeclinable); "পুনরপ্রথমে ভেদে নির্নিশ্চয়-নিষেধয়োঃ। ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ পুনর্—অপ্রথম বা বিপরীত; নির্—নিশ্চয় বা নিষেধ।

এবম্—অব্যয় (Indeclinable); "বত্বা যথা তথৈবৈবং সাম্যেঽহো হী চ বিস্ময়ে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে; অর্থাৎ সাদৃশ্যের নাম—বৎ, বা, যথা, তথা, ইব, এবম্; বিস্ময়ের নাম—অহো, হী।

মোহম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to যাস্যসি। মুহ্+ঘঞ্, পুং, ২য়া একবচন। "মূর্ছা তু কশ্মলং মোহোঽপ্যবমর্দস্তু পীড়নম্" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ মোহের নাম—মূর্চ্ছা (স্ত্রী), কশ্মল (ক্লী), মোহ (পুং); পর-সৈন্য-কর্তৃক পীড়নের নাম—অবমর্দ (পুং), পীড়ন (ক্লী)। For the root মুহ্ see Sloka No. 12)

ন—অব্যয় (Indeclinable).

যাস্যসি—যা+লৃট্ স্যসি। Nom. ত্বম্ (understood); অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী যা (to go)—(লট্) যাতি, (লৃট্) যাস্যতি, (লুঙ্) অযাসীৎ, ণিজন্ত—যাপয়তি, সন্নন্ত—যিযাসতি, ক্ত—যাতঃ, তুমুন্—যাতুম্, ক্ত্বাচ্—যাত্বা, ল্যপ্—প্রযায়

With prepositions—আ-যা (to come), অনু-যা (to follow), অভি-যা (to invade).

যেন—করণে তৃতীয়া।

চ—অব্যয় (Indeclinable); "চ পাদপূরণে পক্ষান্তরে হেতৌ বিনিশ্চয়ে" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, "চান্বাচয়-সমাহারেতরেতর-সমুচ্চয়ে" ইত্যমরঃ; অর্থাৎ চ—অন্বাচয়, সমাহার, ইতরেতর ও সমুচ্চয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অথো—অব্যয় (Indeclinable); "মঙ্গলানন্তরারম্ভ-প্রশ্ন-কার্ৎস্ন্যেষথো অথ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ অথো বা অথ—মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন বা সমগ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অশেষেণ—প্রকৃত্যাদিভ্যঃ তৃতীয়া।

ভূতানি—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to দ্রক্ষ্যসি। (For ভূত see Sloka No. 2.)

আত্মনি—অধিকরণে সপ্তমী; পুং আত্মন্-শব্দের ৭মী ১ব (For আত্মা see Sloka No. 3)

ময়ি—অধিকরণে সপ্তমী; অস্মদ্-শব্দের সপ্তমী ১ব।

দ্রক্ষ্যসি—দৃশ্+লৃট্ স্যসি। Nom. ত্বম্ (understood). (For the root দৃশ্ see Sloka No 14.)

Ch. of voice. ……মোহঃ…যাস্যতে,……দ্রক্ষ্যন্তে। ২২।

২৩। অপি চেদসি পাপেভ্যঃ……বৃজিনং সংতরিষ্যসি ॥ ২৩ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—অপি চেৎ অসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বম্ জ্ঞানপ্লবেন এব বৃজিনম্ সংতরিষ্যসি ॥ ২৩ ॥

Prose-order. সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপকৃত্তমঃ চেৎ অসি, [তথাপি] জ্ঞান-প্লবেনৈব সর্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥

Beng. Equivalents. সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি (সকল পাপিগণ হইতেও) পাপকৃত্তমঃ (অধিক পাপকারী) চেৎ অসি (যদি হও), জ্ঞান-প্লবেন এব (জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যেই) সর্বং বৃজিনম্ (সকল পাপসমুদ্র) সন্তরিষ্যসি (পার হইতে পারিবে)।

Beng. Trans. তুমি যদি সকল পাপী হইতেও অধিক পাপকারী হও, তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে সকল পাপসমুদ্র পার হইতে পারিবে। ২৩

Eng. Trans. Although thou wert the greatest of all offenders, thou shalt be able to cross the gulf of sin with the bark of wisdom.

Sans. Equivalents. পাপেভ্যঃ (পাপিভ্যঃ) পাপকৃত্তমঃ (পাপিষ্ঠঃ) জ্ঞানপ্লবেন (জ্ঞানরূপোড়ুপেন) বৃজিনং (পাপসমুদ্রম্)।

Beng. Expl. এই জ্ঞানের মাহাত্ম্য আরও বলা যাইতেছে—সকল পাপীর তুলনায় তুমি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ পাপীও হও, তথাপি জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে তুমি সে পাপসমুদ্র পার হইতে পারিবে। যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী ধর্মও বন্ধের কারণ-হিসাবে তাহার নিকট একরূপ পাপ বলিয়াই কীর্তিত হইয়া থাকে।

Sans. Expl. কিং তাবৎ এতস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যম্? উচ্যতে—অপি চেৎ সর্বেভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ পাপিষ্ঠোঽসি তথাপি অনেন জ্ঞান-রূপেণ প্লবেনৈব তৎ পাপসমুদ্রং সন্তর্তুং সমর্থো ভবিষ্যসি। ধর্মোঽপি বন্ধহেতুত্বাৎ অত্র মোক্ষার্থিনঃ পাপমুচ্যতে।

Notes

সর্বেভ্যঃ—Pron. adj. to পাপেভ্যঃ।

পাপেভ্যঃ—'পঞ্চমী বিভক্তে' ইতি পঞ্চমী। Usually ষষ্ঠী or সপ্তমী is used to denote such নির্দ্ধারণ।

অপি—অব্যয় (Indeclinable).

পাপকৃত্তমঃ—পাপ-কৃ+ক্বিপ্+তমপ্ পুংলিঙ্গ ১মা ১বঃ। 'সু-কর্ম-পাপ-মন্ত্র-পুণ্যেষু কৃঞঃ' ইতি ক্বিপ্।

চেৎ—অব্যয় (Indeclinable)

অসি—অস্+লট্ সি। Nom. ত্বম্ (understood) (For the root অস্ see Sloka No. 2)

জ্ঞান-প্লবেনৈব—জ্ঞানপ্লবেন+এব।

জ্ঞান-প্লবেন—করণে তৃতীয়া। জ্ঞানমেব প্লবঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ) তেন।

"উড়ুপং তু প্লবঃ কোলঃ স্রোতোঽম্বুসরণং স্বতঃ" ইত্যমরঃ বারিবর্গে; অর্থাৎ ভেলার নাম—উড়ুপ (ক্লী), প্লব, কোল (পুং); স্রোতের নাম—স্রোতস্ (ক্লী)।

সর্বম্—Pron. Adj. to বৃজিনম্।

বৃজিনম্—পাপসমুদ্রম্, কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to সন্তরিষ্যসি। বৃজিন is to be declined like ফল।

"অস্ত্রী পঙ্কং পুমান্ পাপ্মা পাপং কিল্বিষ-কল্মষম্। কলুষং বৃজিনৈনোঽঘমংহো দুরিত-দুষ্কৃতম্" ইত্যমরঃ কালবর্গে; অর্থাৎ পাপবাচক শব্দ—পঙ্ক (পুং ক্লী), পাপ্মন্ (পুং), পাপ, কিল্বিষ, কল্মষ, কলুষ, বৃজিন, এনস্, অঘ, অংহস্, দুরিত, দুষ্কৃত (ক্লী)।

সন্তরিষ্যসি—সম্-তৃ+লৃট্ স্যসি। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী তৃ (to cross)।

Ch. of voice ......পাপকৃত্তমেন......ভূয়তে,......সন্তরিষ্যতে।

২৪। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি......ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥২৪॥

বিসন্ধিপাঠঃ—যথা এধাংসি সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ২৪ ॥

Prose-order. (হে) অর্জুন! সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ যথা এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।

Beng. Equivalents. অর্জুন (হে অর্জুন) সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্ত) অগ্নিঃ (অগ্নি) যথা (যেরূপ) এধাংসি (কাষ্ঠসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মসাৎ করে), তথা (সেরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্বকর্মাণি (সকল কর্মকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মসাৎ করে)।

Beng. Trans. হে অর্জুন, প্রদীপ্ত অগ্নি যে প্রকার কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকারে জ্ঞানাগ্নিও সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। ২৪।

Eng. Trans. As the natural fire, O Arjuna, reduceth the wood to ashes, so may the fire of wisdom reduce all moral actions to ashes.

Sans. Equivalents. সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ করোতি (নির্বীজকরোতি)।

Beng. Expl. জ্ঞান কি প্রকারে পাপ নাশ করিয়া থাকে, তাহাই দৃষ্টান্ত-সহকারে বলা হইতেছে। হে অর্জুন, সম্যক্-রূপে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠগুলিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও সেইরূপ সকল কর্মকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে (অর্থাৎ কর্মসমূহের বীজভাবকে নষ্ট করিয়া থাকে ; জ্ঞান হইলে কর্মের ভোগ-সম্পাদিকা শক্তি নষ্ট হয়।) এখানে একটু দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন—জ্ঞানাগ্নি ত সাক্ষাৎ ইন্ধনের (কাষ্ঠের) ন্যায় কর্মকে ভস্মীভূত করিতে পারে না, তাই বলিতে হইবে যে, জ্ঞান অজ্ঞানরূপ সহকারি কারণের বিনাশ করিয়া কর্মসমূহের নির্বীজতার প্রতি কারণ হইয়া থাকে। যে কর্মের দ্বারা এই শরীর আরব্ধ হইয়াছে তাহার ফল ত প্রবৃত্তই হইয়াছে, সুতরাং ফলের উপভোগ হইলেই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। এইজন্য যোগ্যতানুসারে কল্পনা করিতে হইবে যে, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে এই জন্মে যে সকল কর্ম কৃত হইয়াছে এবং পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত যে সকল কর্মের ফলের আরম্ভ হয় নাই, জ্ঞানরূপ অগ্নি সেই সকল কর্ম এবং জ্ঞানোৎপত্তিকালে কৃত কর্ম ও অতীত-বহুতর-জন্মকৃত সকল কর্মই ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।

Sans. Expl. জ্ঞানং কথং পাপং নাশয়তীতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে—হে অর্জুন, প্রজ্বলিতোঽগ্নিঃ যথা কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানরূপোঽগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে, নির্বীজীকরোতি ইত্যর্থঃ।

ন হি জ্ঞানাগ্নিঃ সাক্ষাদেব সর্বকর্মাণি ইন্ধনবৎ ভস্মীকর্তুং শক্নোতি তস্মাৎ সম্যগ্-দর্শনং সর্বকর্মণাং নির্বীজত্বে কারণম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। সামর্থ্যাৎ যেন কর্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্ত-ফলত্বাৎ উপভোগেনৈব ক্ষীয়তে, অতো যান্যপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্-কৃতানি জ্ঞান-সহভাবীনি চ অতীতানেক-জন্মকৃতানি চ তান্যেব কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। ২৪।

Notes

অর্জুন—সম্বোধনে প্রথমা।

সমিদ্ধঃ—সম্-ইন্ধ্+ক্ত, পুং ১মা, ১ব। রুধাদিগণীয় আত্মনেপদী ইন্ধ্ (দীপ্তৌ, to shine, to kindle)—(লট্) ইন্ধে, (লৃট্) ইন্ধিষ্যতে, ণিজন্ত—ইন্ধয়তি or ইন্ধয়তে।

অগ্নিঃ—কর্তরি ১মা, Verb—কুরুতে। (For synonyms of অগ্নি See Sloka No 15)।

যথা—অব্যয় (Indeclinable)।

এধাংসি—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to কুরুতে।

"কাষ্ঠং দার্বিন্ধনং ত্বেধ ইধ্মমেধঃ সমিৎ স্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে ; অর্থাৎ কাষ্ঠবাচক—কাষ্ঠ, দারু (ক্লী), জ্বালাতি তৃণকাষ্ঠাদির নাম—ইন্ধন, এধস্, ইধ্ম (ক্লী), এধ (পুং), সমিধ্ (স্ত্রী)।

ভস্মসাৎ—ভস্মন্+সাতিচ্।

কুরুতে—কৃ+লট্ তে, Nom. অগ্নিঃ। (For the root কৃ see Sloka No. 4)

তথা—অব্যয় (Indeclinable)।

জ্ঞানাগ্নিঃ—কর্তরি প্রথমা ; জ্ঞানমেব অগ্নিঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ)।

সর্বকর্মাণি—সর্বাণি কর্মাণি (কর্মধারয়ঃ)

ভস্মসাৎ—ভস্মন্+সাতিচ্।

কুরুতে—কৃ+লট্ তে।

Ch. of voice. …সমিদ্ধেন অগ্নিনা…ক্রিয়ন্তে,…জ্ঞানাগ্নিনা…ক্রিয়ন্তে।

২৫। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং… …কালেনাত্মনি বিন্দতি। ২৫॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্ পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ম্ যোগসংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি বিন্দতি ॥ ২৫ ॥

Prose-order. ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন হি বিদ্যতে। স্বয়ম্ [এব মুমুক্ষুঃ] যোগসংসিদ্ধঃ [সন্] [মহতা] কালেন আত্মনি তৎ বিন্দতি।

Beng. Equivalents. ইহ (এই সংসারে) জ্ঞানেন সদৃশম্ (জ্ঞানের মত) পবিত্রম্ (পবিত্র) ন হি বিদ্যতে ([আর কিছুই] নাই), স্বয়ম্ (নিজে) যোগসংসিদ্ধঃ (সমাধিসিদ্ধ হইয়া) কালেন (বহুকালের পর) আত্মনি (আপনাতে) তৎ (সেই জ্ঞান) বিন্দতি (লাভ করে)।

Beng. Trans. এই সংসারে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই, স্বয়ং সমাধিসিদ্ধ হইয়া [মোক্ষার্থী পুরুষ] সেই জ্ঞান বহুকালের পর আপনাতেই লাভ করিতে সমর্থ হন।

Eng. Trans. There is not anything in this world to be compared with wisdom for purity. He who is perfected by pratice, in due time findeth it in his own soul.

Sans. Equivalents. জ্ঞানেন সদৃশম্ (জ্ঞানবৎ) যোগসংসিদ্ধঃ (সমাধিসিদ্ধঃ) বিন্দতি (লভতে)।

Beng. Expl. যেহেতু জ্ঞান এই প্রকার সেইজন্য—জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর বস্তু ইহজগতে নাই। স্বয়ংই কর্মযোগ ও সমাধিযোগের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া [মুমুক্ষু ব্যক্তি] বহুকালের পর আত্মাতেই সেই জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন।

Sans. Ecpl. যতঃ জ্ঞানম্ এবম্ অতঃ—জ্ঞানেন তুল্যং শুদ্ধিকরম্ ইহ ন হি (কিঞ্চিৎ) বিদ্যতে। কর্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সংস্কৃতঃ মুমুক্ষুঃ মহতা কালেন তৎ জ্ঞানং লভতে।

Notes

ইহ—অব্যয় (Indeclinable)

জ্ঞানেন—"তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্" ইতি সদৃশ-শব্দযোগে তৃতীয়া। Alt. form জ্ঞানস্য।

সদৃশম্—সমান—দৃশ্+কঞ্ (কর্মবাচ্যে), Adjective.

পবিত্রম্—পূ+ইত্র (কর্তৃবাচ্যে), Adj. (For the root পূ see Sloka No. 6)।

ন—অব্যয় (Indeclinable)।

হি—অব্যয় (Indeclinable)।

বিদ্যতে—বিদ্+লট্ তে ; (For the root বিদ্ see Sloka No. 1)।

স্বয়ম্—অব্যয় (Indeclinable)।

যোগ-সংসিদ্ধঃ—যোগেন সংসিদ্ধঃ (৩য়া-তৎপুরুষঃ)।

যোগঃ—যুজ্+ঘঞ্, পুং ১মা ১ব. (for যুজ্ see Sloka No. 14)।

"যোগঃ সংনহনোপায়-ধ্যান-সংগতি-যুক্তিষু"—ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ যোগ—সন্নহন (=সাজোয়া পরিধান), উপায়, ধ্যান, সঙ্গতি, যুক্তি (পুং)।

সংসিদ্ধঃ—সম্-সিধ্+ক্ত, পুং ১মা ১ব ; (For সিধ্ see Sloka No. 19)

কালেন—অপবর্গে তৃতীয়া।

আত্মনি—অধিকরণে ৭মী।

তৎ—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to বিন্দতি।

বিন্দতি—বিদ্+লট্ তি। তুদাদিগণীয় উভয়পদী বিদ্ (to gain, to acquire) —(লট্) বিন্দতি-বিন্দতে, (লৃট্) বেদিষ্যতি-বেদিষ্যতে or বেৎস্যতি-বেৎস্যতে, (লুঙ্) অবিদৎ-অবেদিষ্ট-অবিত্ত, ক্ত—বিত্তঃ or বিন্নঃ, ক্তাচ্—বিদিত্বা, বেদিত্বা or বিত্ত্বা, তুমুন্—বেদিতুম্ or বেত্তুম্।

N. B. বেত্তি-বেদ বিদি জ্ঞানে, বিন্তে বিদি বিচারণে।
বিদ্যতে বিদি সত্তায়াং লাভে বিন্দতি-বিন্দতে ॥ —বিদ্ (জ্ঞানার্থক) has বেত্তি or বেদ, বিদ্ (বিচারণার্থক) has বিন্তে, বিদ্ (সত্তার্থক) has বিদ্যতে, and বিদ্ (লাভার্থক) has বিন্দতি or বিন্দতে in the লট্ তি or তে form.

Ch. of Voice. ……সদৃশেন পবিত্রেণ……। যোগসংসিদ্ধেন…… বিদ্যতে।

২৬। শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং ·····শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি। ২৬ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানম্ লব্ধ্বা পরাম্ শান্তিম্ অচিরেণ অধিগচ্ছতি ॥ ২৬ ॥

Prose-order. তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ [সন্] শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানং লভতে, [তথা] জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

Beng. Equivalents তৎপরঃ ([জ্ঞানলাভের উপায়ে] বিশ্বাসযুক্ত) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাসম্পন্ন) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন), জ্ঞানম্ (জ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) পরাং শান্তিম্ (পরম শান্তি, অর্থাৎ মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন).

Beng. Trans. তৎপর, জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন [যোগী] জ্ঞান লাভ করেন; জ্ঞানলাভের পর শীঘ্রই পরম শান্তি (মোক্ষ) লাভ করিতে সমর্থ হন।

Eng. Trans. He who hath faith findeth wisdom; and, above all, he, who hath gotten the better of his passions, having obtained this spiritual wisdom, shortly enjoyeth superior happiness.

Sans. Equivalents. তৎপরঃ (গুরূপাসনাদৌ নিযুক্তঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাসম্পন্নঃ) পরাং শান্তিম্ (পরমাং শান্তিম্, মোক্ষম্)।

Beng. Expl পূর্বে "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন···"প্রভৃতির দ্বারা বাহ্য উপায়ের কথা বলিয়া যে আন্তর উপায়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় তাহা বলা হইতেছে—শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে। শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও কেহ কেহ সাধনানুষ্ঠানে একাগ্রচিত্ত হয় না, তজ্জন্য বলিতেছেন—তৎপর [হওয়া দরকার] (জ্ঞানলাভের উপায়ে বিশ্বাসযুক্ত হইয়া গুরুর উপাসনা প্রভৃতি জ্ঞানলাভের উপায়ের যে নিয়ত অনুষ্ঠান করে তাহাকে **তৎপর** বলে)। তৎপর হইয়াও যদি অজিতেন্দ্রিয় হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন—[তাহাকে] সংযতেন্দ্রিয় [হইতে হইবে] (সংযত অর্থাৎ বিষয়সমূহ হইতে নিবর্তিত যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সে **সংযতেন্দ্রিয়**)। যে ব্যক্তি এইরূপ শ্রদ্ধাবান্, তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তি অবশ্যই জ্ঞান লাভ করে। প্রণাম প্রভৃতি [৪।৩৪ শ্লোক ২১ নং] উপায় বাহ্য এবং উহা দ্বারা সকল সময়ে ফলও হয় না, কারণ ইহাতে প্রতারণা প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শ্রদ্ধা প্রভৃতি আন্তরিক উপায়ে প্রতারণাদির সম্ভাবনা নাই বলিয়া এই সকল আন্তর উপায়ে ফল অবশ্যই হয়, সুতরাং এই কয়টিই জ্ঞানলাভের **অব্যভিচরিত** উপায়।

জ্ঞানলাভের ফলে কি হয় তাহাই বলিতেছেন যে—জ্ঞানলাভ করিয়া পরম শান্তি (আত্যন্তিক সংসার-নিবৃত্তি বা মোক্ষ) শীঘ্রই লাভ করিয়া থাকে।

সম্যগ্‌দর্শনলাভের পরেই মোক্ষলাভ, ইহাই ন্যায়াদি সর্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ সুনিশ্চিত অর্থ।

Sans Expl. পূর্বং "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন……" ইত্যাদি উক্তম্, অধুনা যেন [আন্তরোপায়েন] একান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্ভবতি স উপায় উপদিশ্যতে—শ্রদ্ধাসম্পন্নো জ্ঞানং লভতে ; শ্রদ্ধালুঃ অপি কশ্চিন্মন্দপ্রস্থানো ভবতি, অত আহ 'তৎপরঃ' গুরূপাসনাদৌ অভিযুক্তঃ ; জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ে শ্রদ্ধাবান্ তৎপরোঽপি অজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ ইত্যত আহ 'সংযতেন্দ্রিয়ঃ'। সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্তিতানি যস্যেন্দ্রিয়াণি স সংযতেন্দ্রিয়ঃ, য এবংভূতঃ শ্রদ্ধাবান তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে। প্রণিপাতাদিস্তু (৪।৩৪) বাহ্যোঽনৈকান্তিকোঽপি ভবতি প্রতারণাদিসম্ভবাৎ, ন তু তৎ শ্রদ্ধাবত্ত্বাদৌ, ইতি একান্ততো জ্ঞানলাভোপায়ঃ। কিং পুনর্জ্ঞানলাভাৎ স্যাৎ ইত্যুচ্যতে—জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং শান্তিম্ উপরতিম্ অচিরেণ ক্ষিপ্রমেব অধিগচ্ছতি। সম্যগ্‌দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষো ভবতীতি সর্বশাস্ত্রন্যায়-প্রসিদ্ধঃ সুনিশ্চিতোঽর্থঃ।

Notes

তৎপরঃ—তস্মিন্ পরঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ)।

সংযতেন্দ্রিয়ঃ—সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। "…………হৃষীকং বিষয়ীন্দ্রিয়ম্। কর্মেন্দ্রিয়ং তু পায়্বাদি মনোনেত্রাদি ধীন্দ্রিয়ম্॥" ইত্যমরঃ ধীবর্গে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বাচক শব্দ—হৃষীক, বিষয়িন্, ইন্দ্রিয় (ক্লী); পায়ু, উপস্থ, পাণি, পাদ, বাক্—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাচক শব্দ—কর্মেন্দ্রিয় (ক্লী); মন, চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্ ও নাসিকা—এই ষড়িন্দ্রিয়ের বাচক শব্দ—ধীন্দ্রিয় [বা জ্ঞানেন্দ্রিয়] (ক্লী)।

সংযতানি—সম্-যম্ + ক্ত, ক্লীব ১মা বহু, (For যম্-ধাতু see Sloka No. 17) "অধিক্ষিপ্তঃ প্রতিক্ষিপ্তো বদ্ধে কীলিত-সংযতৌ।" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে ; অর্থাৎ প্রেরিত ব্যক্তির নাম—অধিক্ষিপ্ত, প্রতিক্ষিপ্ত (অভিক্ষিপ্ত); দড়ি প্রভৃতির দ্বারা বদ্ধের নাম—বদ্ধ, কীলিত, সংযত।

ইন্দ্রিয়াণি—The word ইন্দ্রিয় is Neuter. N. B. যাহাদ্বারা পদার্থের জ্ঞানলাভ এবং কর্মসাধন করা যায় তাহাকে **ইন্দ্রিয়** বলে। ইহা ত্রিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়। **জ্ঞানেন্দ্রিয়** পাঁচটি—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। **অন্তরিন্দ্রিয়** চারিটি—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। **কর্মেন্দ্রিয়** পাঁচটি—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক।

শ্রদ্ধাবান্—শ্রদ্ধা + মতুপ্, পুং ১মা ১ব, কর্তরি ১মা, Verb লভতে। শ্রদ্ধা—"সংধা প্রতিজ্ঞা মর্যাদা, শ্রদ্ধা সংপ্রত্যয়ঃ স্পৃহা" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ সন্ধা

(য-ফলা নাই),—প্রতিজ্ঞা বা মর্যাদা (স্ত্রী); শ্রদ্ধা—অতিশয় বিশ্বাস বা ইচ্ছা (স্ত্রী)।

জ্ঞানম্—জ্ঞা+ল্যুট্, ক্লীবলিঙ্গ ২য়া ১ব; Obj. to লভতে। (See Sloka No. 6).

লভতে—লভ্+লট্ তে, Nom. শ্রদ্ধাবান্। (For লভ্ see Sloka No. 18)

জ্ঞানম্—জ্ঞা+ল্যুট্, ক্লীব. ২য়া ১ব ; Obj. to লব্ধ্বা।

লব্ধ্বা—লভ্+ক্ত্বাচ্।

অচিরেণ—ন চিরেণ (নঞ্-তৎপুরুষঃ)।

পরাম্—Adj. to শান্তিম্।

শান্তিম্—শম্+ক্তি, স্ত্রী ২য়া ১ব। "শামথস্তু শমঃ শান্তির্দান্তিস্তু দমথো দমঃ" ইত্যমরঃ সংকীর্ণবর্গে; অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি ৬টি রিপুর উপশমের নাম—শমথ, শম (পুং), শান্তি (স্ত্রী) [শাসন (ক্লী)]; তপঃক্লেশ-সহিষ্ণুতার নাম—দান্তি (স্ত্রী), দমথ, দম (পুং)।

দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী শম্ (to grow calm, to stop)—(লট্) শাম্যতি, (লৃট্) শমিষ্যতি, (লুঙ্) অশমৎ, ণিজন্ত—শময়তি বা (দর্শনার্থে) শাময়তি। ক্ত্বাচ্—শমিত্বা or শান্ত্বা, তুমুন্—শমিতুম্।

N. B. 'মিতাং হ্রস্বঃ' এই সূত্রানুসারে **শময়তি,** কিন্তু "শমো দর্শনে" এই সূত্রানুসারে **দর্শন** অর্থে **শম্** ধাতুর অকারের বৃদ্ধি হয়। যথা,—নিশাময়তি (sees) রূপম্; অন্যত্র হয় না, যথা—"শময়তি পরিতাপম্" (শকুন্তলা), উপশময়তি রোগম্" Then how to justify—'নিশাময় (hear) তদুৎপত্তিম্ in চণ্ডী? Here শম্-ধাতু is চুরাদিগণীয় according to some.

অধিগচ্ছতি—অধি-গম্+লট্ তি। (For the root গম্ see Sloka No. 6)

Ch. of voice. তৎপরেণ সংযতেন্দ্রিয়েণ শ্রদ্ধাবতা ·····লভ্যতে,···পরা শান্তিঃ অধিগম্যতে। ২৬।

২৭। **অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ·········ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ২৭ ॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধানঃ চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
ন অয়ম্ লোকঃ অস্তি ন পরঃ ন সুখম্ সংশয়াত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

Prose-order. অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ চ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি। সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকো নাস্তি, ন পরঃ, ন সুখম্ ॥ ২৭।

Beng. Equivalents. অজ্ঞঃ (অনাত্মজ্ঞ) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীন) চ (এবং) সংশয়াত্মা (বিশ্বাসহীন, সর্বত্র-সন্দিগ্ধচিত্ত) চ (এবং) বিনশ্যতি (বিনষ্ট

হয়), সংশয়াত্মনঃ (বিশ্বাসহীনের) অয়ং লোকঃ (এইলোক) নাস্তি (নাই), ন পরঃ (পরলোকও নাই), ন সুখম্ (সুখও নাই)।

Beng. Trans. যে ব্যক্তি অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা, সে বিনষ্ট হয়, সন্দিগ্ধচিত্তের এই লোক, পরলোক বা সুখ নাই।

Eng. Trans. Whilst the ignorant, and the man without faith, whose spirit is full of doubt, is lost. Neither this world, nor that which is above, nor happiness, can be enjoyed by the man of a doubting mind.

Sans. Equivalents. অজ্ঞঃ (অনভিজ্ঞঃ) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীনঃ) সংশয়াত্মা (সর্বত্র সন্দিগ্ধচিত্তঃ)।

Beng. Expl. এই বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়, সন্দেহ অতি পাপের কারণ, কি প্রকারে তাহাই বলা হইতেছে—অনাত্মজ্ঞ (অজ্ঞঃ), শ্রদ্ধাবিহীন (অশ্রদ্দধানঃ) এবং সর্বত্র সন্দিগ্ধচিত্ত (সংশয়াত্মা) বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন এই দ্বিবিধ ব্যক্তি যদিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তথাপি সংশয়াত্মা যেরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহারা সেরূপে বিনষ্ট হয় না, সংশয়াত্মাই সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ, কারণ—এই (পরিদৃশ্যমান) সাধারণ লোক সংশয়াত্মার পক্ষে শুভকর হয় না, সংশয়প্রযুক্ত পরলোকেও তাহার সুখ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

Sans. Expl. বিষয়েঽস্মিন্ সন্দেহো ন কর্তব্যঃ, পাপিষ্ঠো হি সন্দিগ্ধচিত্তঃ, কথম্? উচ্যতে—অনাত্মজ্ঞঃ (অজ্ঞঃ) শ্রদ্ধাবিহীনঃ (অশ্রদ্দধানঃ) সর্বত্র সন্দিগ্ধচিত্তশ্চ (সংশয়াত্মা) বিনশ্যতি। অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি বিনশ্যতঃ তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা, স তু সর্বেষাম পাপিষ্ঠঃ। সাধারণোঽপি লোকঃ তস্য নাস্তি, তথা পরলোকেঽপি ন তস্য সুখম, তত্রাপি সংশয়োপপত্তেঃ। তস্মাৎ সংশয়ো ন কর্তব্যঃ।

Notes

অজ্ঞঃ—ন জ্ঞঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ)। জ্ঞঃ—জ্ঞ+ক, পুং ১মা ১ব।

"জড়োঽজ্ঞ এড়মূকস্তু বক্তুং শ্রোতুমশিক্ষিতে।" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে; অর্থাৎ প্রতিভারহিত ব্যক্তির নাম—জড়, অজ্ঞ; শ্রবণ ও বাক্‌শক্তিরহিত ব্যক্তির নাম—এড়মূক (deaf and dumb)।

"অজ্ঞে মূঢ়-যথাজাত-মূর্খ-বৈধেয়-বালিশাঃ" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে; অর্থাৎ মূর্খবাচক—অজ্ঞ, মূঢ়, যথাজাত, মূর্খ, বৈধেয়, বালিশ।

অশ্রদ্দধানঃ—ন শ্রদ্দধানঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ)। শ্রদ্দধানঃ—শ্রৎ-ধা+শানচ্, পুং ১মা ১ব। হ্বাদিগণীয় উভয়পদী ধা (to put, to produce, to grant, to

bear)—(লট্) দধাতি-ধত্তে, (লৃট্) ধাস্যতি-ধাস্যতে, (লুঙ্) অধাৎ---অধিত, **Passive**—ধীয়তে, ণিজন্ত—ধাপয়তি, সন্নন্ত—ধিৎসতি-তে, ক্ত—হিতঃ, ক্তাচ্—হিত্বা, ল্যপ্—নিধায়, তুমুন্—ধাতুম্।

শ্রদ্ধা—"সন্ধা প্রতিজ্ঞা মর্যাদা, শ্রদ্ধা সংপ্রত্যয়ঃ স্পৃহা।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ সন্ধা—প্রতিজ্ঞা বা মর্যাদা (স্ত্রী); শ্রদ্ধা—অতিশয় বিশ্বাস, ইচ্ছা (স্ত্রী)।

চ—অব্যয় (Indeclinable)।

সংশয়াত্মা—সংশয়ে আত্মা যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। সংশয়ে—সম্-শী+অচ্ (ভাববাচ্যে), ৭মী ১ব।

"অধ্যাহারস্তর্ক উহো বিচিকিৎসা তু সংশয়ঃ।" ইত্যমরঃ ধীবর্গে; অধ্যাহারের (ন্যূনপূরণার্থমধিকোপাদানমধ্যাহারঃ) নাম—অধ্যাহার, তর্ক, উহ (পুং); সংশয়ের নাম—বিচিকিৎসা (স্ত্রী), সংশয়, সন্দেহ, দ্বাপর (পুং); নিশ্চয়ার্থ শব্দ—নির্ণয়, নিশ্চয় (পুং)। অদাদিগণীয়, আত্মনেপদী শী (to lie down, to sleep)—(লট্) শেতে, (লৃট্) শয়িষ্যতে, (লুঙ্) অশয়িষ্ট, ণিজন্ত—শায়য়তি, সন্নন্ত—শিশয়িষতে, যঙন্ত—শাশয্যতে, ক্ত—শয়িতঃ, ক্তাচ্—শয়িত্বা, ল্যপ্—অধিশয্য, তুমুন্—শয়িতুম্।

আত্মা—পুং আত্মন্-শব্দের প্রথমার ১বচন। (See Sloka No. 3)

বিনশ্যতি—বি-নশ্+লট্ তি। Nom—অজ্ঞঃ, etc (For নশ্ see Sloka No. 4)

সংশয়াত্মনঃ—সংশয়ে আত্মা যস্য (বহুব্রীহিঃ) তস্য।

অয়ম্—Pron. adj. to লোকঃ। পুং ইদম্-শব্দের ১মা ১বচন।

লোকঃ—কর্তরি ১মা, Verb—অস্তি। (see Sloka No. 8)

ন—অব্যয় (Indeclinable)।

অস্তি—অস্+লট্ তি, Nom.—লোকঃ। (For the root অস্ see Sloka No. 2)

পরঃ—(=পরঃ লোকঃ) কর্তরি ১মা, Verb—অস্তি (understood) (see Sloka No. 1)।

সুখম্—কর্তরি ১মা, verb—অস্তি (understood)।

"মুৎ প্রীতিঃ প্রমদো হর্ষঃ প্রমোদামোদ-সম্মদাঃ।
স্যাদানন্দথুরানন্দঃ শর্ম-সাত-সুখানি চ॥" ইত্যমরঃ কালবর্গে; অর্থাৎ সুখের নাম—মুৎ, প্রীতি (স্ত্রী), প্রমদ, হর্ষ, প্রমোদ আমোদ, সম্মদ, আনন্দথু, আনন্দ (পুং), শর্ম, সাত (শাত ?), সুখ (ক্লী)।

Ch. of voice. অজ্ঞেন···অশ্রদ্দধানেন···সংশয়াত্মনা বিনশ্যতে।···অনেন লোকেন···ভূয়তে, ন পরেণ, ন সুখেন।

২৮। যোগসংন্যস্তকর্মাণং.....নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ২৮ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—যোগ-সংন্যস্ত-কর্মাণং জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্।
আত্মবন্তম্ ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ২৮ ॥

Prose-order. [হে] ধনঞ্জয়! কর্মাণি যোগ-সংন্যস্ত-কর্মাণং জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্ আত্মবন্তং ন নিবধ্নন্তি।

Beng. Equivalents. ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) কর্মাণি (কর্মসমূহ) যোগ-সংন্যস্ত-কর্মাণম্ (যিনি [জ্ঞান-] যোগের প্রভাবে কর্মসমূহের সংন্যাস করিয়াছেন) জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্ ([তত্ত্ব-] জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবন্তম্ (অপ্রমত্ত) ন নিবধ্নন্তি ([সংসারে তাঁহাকে] আবদ্ধ করিতে পারে না)।

Beng. Trans. হে ধনঞ্জয়! যিনি জ্ঞানযোগের প্রভাবে কর্ম-সকলের সংন্যাস করিয়াছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এবং যিনি অপ্রমত্ত, কর্মসমূহ তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিতে পারে না।

Eng. Trans. The human actions have no power to confine the spiritual mind, which by study hath forsaken works, and which by wisdom hath cut asunder the bonds of doubt.

Sans. Equivalents. ধনঞ্জয় (অর্জুন), যোগ-সংন্যস্ত-কর্মাণম্ (পরমার্থ-দর্শন-লক্ষণেন যোগেন যেন ধর্মাধর্মাখ্যানি কর্মাণি সংন্যস্তানি), জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্ (আত্মেশ্বরৈকত্ব-দর্শন-লক্ষণেন তত্ত্বজ্ঞানেন যস্য সংশয়াঃ ছিন্নাঃ), আত্মবন্তম্ (অপ্রমত্তম্) নিবধ্নন্তি (ফলং নারভতে)।

Beng. Expl. কেন সংশয় কর্তব্য নহে তাহা প্রকারান্তরে বলা হইতেছে—পরমার্থ-দর্শনরূপ যোগের দ্বারা যে ব্যক্তি কর্মসমূহের সংন্যাস করিয়াছেন, সেই পরমার্থ-দর্শীই **যোগ-সংন্যস্ত-কর্মা**। (এই স্থলে কর্ম-শব্দের অর্থ ধর্ম ও অধর্ম।) যোগ-সংন্যস্ত-কর্মা হইতে হইলে জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয় হইতে হয়। জীব ও ঈশ্বরের একত্ব দর্শনরূপ জ্ঞানের উদয়ে যাহার সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হয়, তাহারই নাম **জ্ঞান সংছিন্ন-সংশয়**। যে ব্যক্তি এই প্রকার যোগ-সংন্যস্ত-কর্মা এবং জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয় সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে গুণের-চেষ্টা পরিদৃষ্ট কর্মসমূহ বন্ধন করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহার পক্ষে কোন প্রকার অনিষ্টাদি ফলের আরম্ভ হয় না।

Sans. Expl. সংশয়রহিতস্যাপি কর্মাণি অনর্থহেতবো ভবন্তীত্যাশঙ্কা আহ—'যোগ-সংন্যস্ত-কর্মাণম্' পরমার্থ-দর্শন-লক্ষণেন 'যোগেন' 'সংন্যস্তানি' ধর্মাধর্মাখ্যানি 'কর্মাণি' যেনঃ পরমার্থ-দর্শিনা তম্, 'জ্ঞানেন' আত্মেশ্বরৈকত্ব-দর্শনলক্ষণেন 'সংছিন্নঃ' 'সংশয়ঃ' যস্য সঃ 'জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ঃ'। য এবং যোগ-সংন্যস্ত-কর্মা তম্ 'আত্মবন্তম্'

অপ্রমত্তঃ গুণচেষ্টা-রূপেণ দৃষ্টানি 'কর্মাণি' 'ন নিবধ্নন্তি' অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভন্তে, হে অর্জুন !

Notes

ধনঞ্জয়—ধন-জি+খচ্ (কর্তৃবাচ্যে) (=অর্জ্জুন)।

"অগ্নির্বৈশ্বানরো বহ্নির্বীতিহোত্রো ধনংজয়ঃ" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে। ধনঞ্জয় is a name of অগ্নি also. ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী জি (to conquer)—(লট্) জয়তি. (লৃট্) জেষ্যতি, (লুঙ্) অজৈষীৎ, ণিজন্ত—জাপয়তি, সন্নন্ত—জিগীষতি. যঙন্ত—জেজীয়তে, ক্ত—জিতঃ, ক্তাচ্—জিত্বা, ল্যপ্—বিজিত্য, তুমুন্—জেতুম্।

কর্মাণি—কর্তরি প্রথমা, Verb—নিবধ্নন্তি।

যোগ-সংন্যস্ত-কর্মাণম্—যোগেন সংন্যস্তানি (৩য়া-তৎপুরুষঃ) যোগ-সংন্যস্তানি কর্মাণি যস্য (বহুব্রীহিঃ) তম্।

যোগেন—যুজ্+ঘঞ্, পুং ৩য়া ১ব.।

"যোগঃ সংনহনোপায়-ধ্যান-সংগতি-যুক্তিষু।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ যোগ—সন্নহন (অর্থাৎ সাজোয়া পরিধান), উপায়, ধ্যান, সঙ্গীতি, যুক্তি (পুং)।

N.B. সন্নহনম্—কবচাদি, উপায়ঃ—সামদানাদিঃ, ধ্যানম্—চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ. সঙ্গতিঃ—শ্লেষঃ, যুক্তির্যোজনম্।

সংন্যস্তানি—সম্-নি-অস্+ক্ত, ক্লীব ১মা বহু। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী অস্ (to throw)—(লট্) অস্যতি, (লৃট্) অসিষ্যতি, (লুঙ্) আস্থৎ, Passive—অস্যতে, ণিজন্ত—আসয়তি, সন্নন্ত—অসিসিষতি, ক্ত—অস্তঃ, ক্তাচ্—অসিত্বা or অস্ত্বা, তুমুন্—অসিতুম্। [There is another অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী অস্ (to be)—(লট্) অস্তি, (লৃট্) ভবিষ্যতি, (লুঙ্) অভূৎ] **With prepositions**—অপ-অস্ (to reject), অভি-অস্ (to practise), নিঃ-অস্ (to dispel), সম্-নি-অস্ (to renounce the world) (Vide HSGC, pp. 325-26)।

কর্মাণি—কর্মন্-শব্দের ১মা বহু।

জ্ঞান-সংছিন্ন সংশয়ঃ—জ্ঞানেন সংছিন্নঃ (৩য়া-তৎপুরুষঃ) জ্ঞান-সংছিন্নঃ-সংশয়ঃ যস্য (বহুব্রীহিঃ) তম্।

জ্ঞানেন—জ্ঞা+ল্যুট্, ক্লীব তৃতীয়া ১ব। (See Sloka No. 6)

সংছিন্নঃ—সম্-ছিদ্+ক্ত, পুং ১মা ১ব। রুধাদিগণীয় উভয়পদী ছিদ্ (to cut down)—(লট্) ছিনত্তি-ছিন্তে, (লৃট্) ছেৎস্যতি-ছেৎস্যতে, (লুঙ্) অচ্ছিদৎ—অচ্ছৈৎসীৎ—অচ্ছিত্ত, ণিজন্ত-ছেদয়তি, সন্নন্ত—চিচ্ছিৎসতি-তে, ক্ত—ছিন্নঃ, তব্যৎ—ছেত্তব্যঃ, ক্তাচ্—ছিত্ত্বা, তুমুন্—ছেত্তুম্।

With prepositions—উৎ-ছিদ্ (to kill), আ-ছিদ্ (to pounce upon).

সংশয়ঃ—সম্-শী+অচ্, পুং ১মা ১ব.। (See Sloka No. 27)
আত্মবন্তম্—আত্মন্+মতুপ্, পুং ২য়া ১ব। (For আত্মা see Sloka No. 5)
ন—অব্যয় (Indeclinable)
নিবধ্নন্তি—নি-বন্ধ্+লট্ অন্তি ; (For the root বন্ধ্ see Sloka No. 10)
Ch. of voice. ······কর্মভিঃ যোগ-সংন্যস্ত-কর্মা জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ঃ আত্মবান্ ·· নিবধ্যতে।

৪১। তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং······যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪১॥
বিসন্ধিপাঠঃ··তস্মাৎ অজ্ঞানসম্ভূতম্ হৃৎস্থম্ জ্ঞানাসিনা আত্মনঃ।
ছিত্ত্বা এনম্ সংশয়ম্ যোগম্ আতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪১॥

Prose-order. [হে] ভারত! তস্মাৎ জ্ঞানাসিনা আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ এনং সংশয়ম্ ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠ।

Beng. Equivalents. ভারত (হে ভরত-বংশোৎপন্ন), তস্মাৎ (অতএব) জ্ঞানাসিনা ([তত্ত্ব-] জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা) আত্মনঃ (আত্মার) অজ্ঞান-সম্ভূতম্ (অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন) হৃৎস্থম্ (হৃদয়স্থিত) এনম্ (এই) সংশয়ম্ (সংশয়কে) ছিত্ত্বা (ছিন্ন করিয়া) যোগম আতিষ্ঠ (সাধনানুষ্ঠান কর), উত্তিষ্ঠ ([এক্ষণে যুদ্ধের জন্য] উত্থান কর)।

Beng. Trans. হে ভারত! তত্ত্বজ্ঞানরূপ খড়্গ-দ্বারা আত্মার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই হৃদয়স্থিত সংশয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানলাভের উপায় অনুষ্ঠান কর এবং [এক্ষণে যুদ্ধের জন্য] উত্থান কর।

Eng. Trans. Wherfore, O son of Bharata, resolve to cut asunder this doubt, offspring of ignorance, which hath taken possession of thy mind, with the edge of the wisdom of thy own soul, and arise and attach thyself to the discipline.

Sans. Equivalents. ভারত (ভরত-বংশোৎপন্ন) জ্ঞানাসিনা (তত্ত্বজ্ঞান-রূপেণ খড়্গেন) অজ্ঞানসম্ভূতম্ (অজ্ঞানোৎপন্নম্) হৃৎস্থম্ (হৃদয়স্থিতম্) যোগমাতিষ্ঠ (সাধনানুষ্ঠানং কুরু) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থম্ উত্থিতো ভব)।

Beng. Expl. যেহেতু কর্মযোগের অনুষ্ঠান-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানের উদয় হয় এব জ্ঞানেব দ্বারা যাহার সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তি আর কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, কারণ—তাহার কর্মবীজ জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এবং যেহেতু জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান-বিষয়ে যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা তাহার বিনাশ হয়, সেইজন্য—পাপিষ্ঠ অজ্ঞানসম্ভূত (অর্থাৎ অবিবেকজ) হৃদয়ে (অর্থাৎ বুদ্ধিতে) স্থিত এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা ছিন্ন করিয়া, হে ভরত-কুলোৎপন্ন, তুমি সম্যক্-দর্শনলাভের উপায়-স্বরূপ কর্মের অনুষ্ঠান কর।

এই সংশয়েতে 'আত্মনঃ' এই কথাটি আছে, ইহার অর্থ আত্মার সংশয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে—কেহ আত্মপ্রয়োজন সাধন করিতে যাইয়া পরের সংশয় মোচন করে না, তবে আত্মনঃ বলা হইল কেন? উত্তর—প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংশয়ী পুরুষের সংশয়-বিষয়বস্তু তাহার আত্মা হইতে পৃথক্; যেমন কোন পুরুষের সংশয় হয়—"এইটি শুষ্ক বৃক্ষ, না পুরুষ," এস্থলে কিন্তু যে সংশয় হইতেছে তাহার বিষয় সংশয়ী পুরুষের আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংশয় করিতেছে, সে নিজের আত্মাকেই সংশয়ের বিষয় করিতেছে, এই সংশয়ই সংসারের সকল দুঃখের কারণ—ইহা বুঝাইবার জন্যই 'আত্মনঃ' এই পদটি দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি নিজেই নিজস্বরূপ-বিষয়ে সংশয় পরিত্যাগ করিয়া যোগের অনুষ্ঠান কর, ইহাই বিশদরূপে অর্জুনকে বুঝান হইয়াছে। 'এখন তুমি যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থান কর'—ইহাই হইল ভগবানের অর্জুনের প্রতি উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

Notes

ভারত—ভরত+অণ্ (অপত্যার্থে), সম্বোধনে ১মা। The rule for the তদ্ধিত-প্রত্যয় is 'শিবাদিভ্যোঽণ্' ৪।১।১২ *Kāśikā* clearly says 'গোত্র ইতি নিবৃত্তম্। অতঃ প্রভৃতি সামান্যেন প্রত্যয়া বিজ্ঞায়ন্তে। শিবাদিভ্যোঽপত্যেঽণ প্রত্যয়ো ভবতি। যথাযথমিঞাদীনামপবাদঃ।" Bharata, the son of ***Dusyanta*** and ***S'akuntalā***, became a universal monarch. According to some India has been called ***Bhāratāvarṣa*** after him. (Acc. to others after জড়ভরত.) He was one of the remote ancestors of the Kauravas and ***Paṇḍavas***.

তস্মাৎ—'বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্' ইতি পঞ্চমী।

জ্ঞানাসিনা—করণে তৃতীয়া; জ্ঞানমেব অসিঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ) তেন। (For জ্ঞান see Sloka No. 6.)

অসিনা—পুংলিঙ্গ অসি শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

"…খড্গো তু নিস্ত্রিংশ-চন্দ্রহাসাসি-রিষ্টয়ঃ।
কৌক্ষেয়কো মণ্ডলাগ্রঃ করবালঃ কৃপাণবৎ॥" ইত্যমরঃ

ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ খড্গের নাম— খড়্গ, নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, অসি, রিষ্টি, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল (করবাল), কৃপাণ (পুং)।

আত্মনঃ—শেষে ষষ্ঠী, পুংলিঙ্গ আত্মন-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন। (See Sloka No. 3)

অজ্ঞান-সম্ভূতম্ —অজ্ঞানাৎ সম্ভূতম্ (পঞ্চমী-তৎপুরুষঃ)। অজ্ঞানাৎ—ন জ্ঞানম্ (নঞ্-তৎপুরুষঃ) তস্মাৎ। (For the root জ্ঞা see Sloka No. 6)

সম্ভূতম্—সম্-ভূ+ক্ত, দ্বিতীয়ার একবচন। (For the root ভূ see Sloka No. 2)

হৃৎস্থম্—হৃদ্-স্থা+ক, দ্বিতীয়ার একবচন। 'চিত্তং তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ।" ইত্যমরঃ কাল্বর্গে; অর্থাৎ চিত্তবাচক শব্দ—চিত্ত, চেতস্, হৃদয়, স্বান্ত, হৃৎ, মানস, মনস্ (ক্লী)। (For স্থা see Sloka No. 2)

এবম্—অব্যয় (Indeclinable)।

সংশয়ম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to ছিত্ত্বা। (see Sloka No. 27)

N. B. অদাদিগণীয় আত্মনেপদী শী (to lie down, to sleep)—(লট্) শেতে, শয়াতে, শেরতে; শেষে, শয়াথে, শেধ্বে; শয়ে, শেবহে, শেমহে। (লোট্) শেতাম্, শয়াতাম্, শেরতাম্। লঙ্—অশেত, অশয়াতাম্, অশেরত, বিধিলিঙ্— শয়ীত, শয়ীয়াতাম্, শয়ীরন্, (লুঙ্)—অশয়িষ্ট, (ণিজন্ত) শায়য়তি, (সন্নন্ত) শিশয়িষতে, ক্ত—শয়িতঃ, ক্ত্বাচ্—শয়িত্বা. ল্যপ্—অধিশয্য।

ছিত্ত্বা—ছিদ্+ক্ত্বাচ্; (For ছিদ্ see Sloka No. 14)

যোগম্—যুজ্+ঘঞ্, পুংলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচন। (See Sloka No 14)

আতিষ্ঠ—আঙ্-স্থা+লোট্ হি। (See Sloka No. 2)

উত্তিষ্ঠ—উৎ-স্থা+লোট্ হি

Ch. of voice. ...... যোগঃ আস্থীয়তাম্, উত্থীয়তাম্।

Questions and Answers.

1. Account for the feminine in শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

Ans. See notes.

2. Where should we use শ্রী? Should the name of a living being be used without শ্রী?

Ans. See notes.

2. What do you mean by জ্ঞান-কর্ম-সংন্যাস-যোগঃ?

Ans. The Beng. or Sanskrit Explanations of these three slokas should be carefully noted :—

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৫
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥১৬
যোগ-সন্ন্যস্ত-কর্মাণং জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥২৮

4. When can one expect Incarnation of *Viṣṇu* ?

The Slokas in this connection are—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৩
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৪

5. Who can expect union with *Viṣṇu* after death ?

Ans. See Sloka No 6.

6. Is any useful purpose served by worshipping the gods (*Devātās*) or performing works (Karma) ?

Ans. See Slokas Nos. 8 and 11.

7. How were the four *Varṇas* created and by whom ?

Ans. See Sloka No. 9

8. Who is not bound by works ?

Ans. See Sloka No. 10.

9. What is meant by কর্ম, বিকর্ম and অকর্ম ?

Ans. See Sloka No. 13.

10. Who may be called a পণ্ডিত ?

Ans. See Sloka No. 15.

11. Whose works come unto nothing ?

Ans. See Sloka No. 19.

12. Which is to be preferred —Worship of spiritual wisdom or worship with offerings of things ?

Ans. See Sloka No. 20.

13. How should one try to acquire wisdom (জ্ঞান) ?

Ans. See Slokas Nos. 21 and 26.

14. Can a doubting mind (সংশয়াত্মা) attain happiness ?

Ans. No. The *Gītā* clearly says "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" ।

15. Why is Arjuna called a *Bhārata* ?

Ans. See notes. (Sloka No. 29.)

16. Disjoin the sandhis in :—(Answers given)

তান্যহম্—তানি + অহম্ ।
শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে—শ্রদ্ধাবান্ + লভতে ।
অজোঽপি—অজঃ + অপি ।
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ—অজ্ঞঃ + চ + অশ্রদ্দধানঃ + চ ।
সন্নব্যয়াত্মা—সন্ + অব্যয়াত্মা ।
ভূতানামীশ্বরোঽপি—ভূতানাম্ + ঈশ্বরঃ + অপি ।
সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া—সম্ভবামি + আত্মমায়য়া ।
সৃজাম্যহম্—সৃজামি + অহম্ ।
লোকোঽস্তি—লোকঃ + অস্তি ।
মামেতি—মাম্ + এতি ।
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতম্—তস্মাৎ + অজ্ঞানসম্ভূতম্ ।
সোঽর্জুন—সঃ + অর্জুন ।
মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ—মন্ময়াঃ + মাম্ + উপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা—বহবঃ + জ্ঞানতপসা ।
পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ—পূতাঃ + মদ্ভাবম্ + আগতাঃ ।
তাংস্তথৈব—তান্ + তথা + এব ।
বর্ত্মানুবর্তন্তে—বর্ত্ম + অনুবর্তন্তে ।
যজন্ত ইহ—যজন্তঃ + ইহ । (যজন্তে + ইহ হইতেও এইরূপ পাওয়া যায়)
জ্ঞানাসিনাত্মনঃ—জ্ঞানাসিনা + আত্মনঃ ।
বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ বিদ্ধি + অকর্তারম্ + অব্যয়ম্ ।
যোঽভিজানাতি—যঃ + অভিজানাতি ।
পূর্বৈরপি—পূর্বৈঃ + অপি ।
ছিত্ত্বৈনম্—ছিত্ত্বা + এনম্ ।

কর্মৈব—কর্ম+এব।
যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ—যোগম্+আতিষ্ঠ+উত্তিষ্ঠ।
কবয়োঽপ্যত্র—কবয়ঃ+অপি+অত্র।
যজ্জ্ঞাত্বা—যৎ+জ্ঞাত্বা।
মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ—মোক্ষ্যসে+অশুভাৎ।
কর্মণ্যকর্ম—কর্মণি+অকর্ম।
পশ্যেদকর্মণি—পশ্যেৎ+অকর্মণি।
নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ—নিত্যতৃপ্তঃ+নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি—কর্মণি+অভিপ্রবৃত্তঃ+অপি।
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা—নিরাশীঃ+যতচিত্তাত্মা।
কুর্বন্নাপ্নোতি—কুর্বন্+ন+আপ্নোতি (কুর্বন্+আপ্নোতি হইতেও একই রূপ পাওয়া যায়)।
সিদ্ধাবসিদ্ধৌ—সিদ্ধৌ+অসিদ্ধৌ।
যজ্ঞায়াচরতঃ—যজ্ঞায়+আচরতঃ।
দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ—দ্রব্যময়াৎ+যজ্ঞাৎ+জ্ঞানযজ্ঞঃ।
দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো—দ্রক্ষ্যসি+আত্মনি+অথো।

17. Account for the case-endings in the words printed in bold letters :

(1) তান্যহং বেদ **সর্বাণি** (Sl. 1)
(2) **ধর্মস্য** গ্লানির্ভবতি (Sl. 3)
(3) **ধর্মসংস্থাপনার্থায়** সম্ভবামি যুগে যুগে (Sl. 4)
(4) কাঙ্ক্ষন্তঃ **কর্মণাং** সিদ্ধিম্ (Sl. 8)
(5) পূর্বৈরপি **মুমুক্ষুভিঃ** কর্ম কৃতম্ (Sl. 11)
(6) দ্রব্যময়াৎ **যজ্ঞাৎ** জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ (Sl. 20)
(7) **পাপেভ্যঃ** সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ (Sl. 23)
(8) **জ্ঞানেন** সদৃশং পবিত্রং ন বিদ্যতে (Sl. 25
(9) **জ্ঞানাসিনা** আত্মনঃ সংশয়ং ছিত্ত্বা (Sl. 29)

Ans. (1) কর্মণি দ্বিতীয়া, (2) 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' ইতি কৃদ্‌যোগে কর্তরি ষষ্ঠী, (3) তাদর্থ্যে চতুর্থী, (4) 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' ইতি কৃদ্‌যোগে কর্তরি ষষ্ঠী, (5) অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া, (6) 'পঞ্চমী বিভক্তে' ইতি পঞ্চমী, (7) 'পঞ্চমী বিভক্তে' ইতি পঞ্চমী, The sixth or seventh case-ending would have been better. (8) "তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং

তৃতীয়ান্যতরস্যাম্” ইতি তৃতীয়া। (Optional form 'জ্ঞানস্য সদৃশম্') (9) করণে তৃতীয়া।

18. Give at least two synonyms of each of the following :—

(a) অর্জুনঃ (sl. 1), (b) বর্ত্ম (sl. 7), (c) দেবতা (sl. 8), (d) মানুষঃ (sl. 8), (e) বুদ্ধিঃ (sl. 14), (f) কামঃ (sl. 15), (g) অগ্নিঃ (sl. 15), (h) কিল্বিষম্ (sl. 17), (i) যজ্ঞঃ (sl. 19).

Ans. (a) পার্থঃ, ধনঞ্জয়ঃ ; (b) মার্গঃ, অধ্বা, পন্থাঃ ; (c) দেবঃ, অমরঃ, ত্রিদশঃ, সুরঃ ; (d) নরঃ, মানবঃ, মনুজঃ ; (e) ধীঃ, প্রজ্ঞা, মনীষা, মতিঃ ; (f) ইচ্ছা, কাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, অভিলাষঃ ; (g) বৈশ্বানরঃ, বহ্নিঃ, জাতবেদাঃ, তনূনপাৎ ; (h) পাপম্, কল্মষম্, কলুষম্, এনঃ, অঘম্, দুরিতম্ ; (i) অধ্বরঃ, যাগঃ, মখঃ, ক্রতুঃ।

19. Write in Sanskrit the meanings of :—

(1) বেদ (sl. 1), (2) বেত্থ (sl. 1), (3) অজঃ (sl. 2), (4) অব্যয়াত্মা (sl. 2), (5) প্রকৃতিম্ (sl. 2), (6) গ্লানিঃ, (sl. 3), (7) দুষ্কৃতাম্ (sl. 4) (8) বীতরাগ-ভয়-ক্রোধাঃ (sl. 6), (9) মন্ময়াঃ (sl. 6), (10) প্রপদ্যন্তে (sl. 9), (11) চাতুর্বর্ণ্যম্ (sl. 9), (12) গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ (sl. 9), (13) মুমুক্ষুভিঃ (sl. 11), (14) কবয়ঃ (sl. 12), (15) বিকর্মণঃ (sl. 13), (16) অকর্মণঃ ; (sl 13), (17) কৃৎস্ন-কর্মকৃৎ (sl. 14), (18) কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ (sl. 15), (19) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্মাণম্ (sl. 15), (20) কর্মফলাসঙ্গম্ (sl. 16), (21) নিরাশীঃ (sl. 17), (22) যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ (sl. 18), (23) দ্বন্দ্বাতীতঃ (sl. 18), (24) বিমৎসরঃ (sl. 18), ·(25) গতসঙ্গস্য (sl. 19), (26) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (sl. 19), (27) প্রণিপাতেন (sl. 21), (28) পরিপ্রশ্নেন (sl. 21), (29) জ্ঞানপ্লবেনৈব (sl. 23), (30) বৃজিনম্ (sl. 23), (31) এধাংসি (sl. 24), (32) বিন্দতি (sl. 25), (33) যোগসংন্যস্ত-কর্মাণম্ (sl. 28), (34) জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্ (sl. 28), (35) জ্ঞানাসিনা (sl. 29).

Ans. See the Sans. Equivalents of the respective Slokas.

20. Explain in Bengali and Sanskrit :—

(1) যদা যদা হি ধর্মস্য······সৃজাম্যহম্ ॥ (sl. 3)

(2) পরিত্রাণায় সাধূনাং······যুগে যুগে ॥ (sl. 4)

(3) জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্……সোঽর্জুন ॥ (sl. 5)
(4) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে……সর্বশঃ ॥ (sl. 7)
(5) কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং……কর্মজা ॥ (sl. 8)
(6) চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং……অব্যয়ম্ ॥ (sl. 9)
(7) ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি……বধ্যতে ॥ (sl. 10)
(8) কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং……গতিঃ ॥ sl. 13)
(9) যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ……বুধাঃ ॥ (sl. 15)
(10) ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং ……করোতি সঃ ॥ (sl. 16)
(11) নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা……কিল্বিষম্ ॥ (sl. 17)
(12) গতসঙ্গস্য মুক্তস্য……প্রবিলীয়তে ॥ (sl. 19)
(13) তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন……তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (sl. 21)
(14) অপি চেদসি পাপেভ্যঃ……সন্তরিষ্যসি ॥ (sl. 23)
(15) শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং ……অধিগচ্ছতি ॥ (sl. 26)
(16) অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ……সংশয়াত্মনঃ ॥ (sl 27)
(17) যোগসংন্যস্তকর্মাণং……ধনঞ্জয় ॥ (sl. 28)

Ans. See the Beng. and Sans. Explanations of the respective Slokas.

21. Write the alternative forms of :— (Answers given)

(1) বেত্তি—বেদ
(2) নশিষ্যতি—নঙ্ক্ষ্যতি
(3) অজনি—অজনিষ্ট
(4) রজতি—রজ্যতি
(5) অধ্যৈষ্ট—অধ্যগীষ্ট
(6) তিতীর্ষতি—তিতরিষতি or তিতরীষতি ।

22. What is the difference in meaning between :— (Answers given)

(a) স্ব (Noun) and স্ব (Pronoun)—When a Pronoun 'স্ব' means নিজ, and when a Noun it means ধন or জ্ঞাতি ।

(b) মদয়তি—Gladdens.
মাদয়তি—Intoxicates.

(c) উদন্যতি—উদকমিচ্ছতি পাতুম্
উদকীয়তি—উদকমিচ্ছতি ।

(d) পুত্রীয়তি—পুত্রমিচ্ছতি।
পুত্রায়তে—পুত্র ইব আচরতি।

23. Derive :— (Answers given)

(sl. 1) (1) ব্যতীতানি—বি-অতি-ই+ক্ত, ক্লীং ১মা বহুঃ।
(2) বেদ—বিদ্+লট্ মি (Opt. form বেদ্মি)।
(3) বেত্থ—বিদ্+লট্ সি (Opt. form বেৎসি)। N. B. বিদ্ +থ=বিত্থ or বিদ।
(4) পরন্তপ—পর-তপ্+খচ্।
(sl. 2) (5) অজঃ—নঞ্-জন্+ড, পুং ১মা ১বঃ।
(6) অধিষ্ঠায়—অধি-স্থা+ল্যপ্।
(sl. 3) (7) গ্লানিঃ—গ্লৈ+ক্তি, স্ত্রী ১মা ১বঃ।
(8) ভারত—ভরত+অণ্, সম্বোধনে।
(9) অভ্যুত্থানম্—অভি-উৎ-স্থা+অনট্।
(sl. 4) (10) পরিত্রাণায়—পরি-ত্রৈ+ল্যুট্, ক্লীব ৪র্থী ১বঃ।
(11) দুষ্কৃতাম্—দুর্-কৃ+ক্বিপ্, পুং ষষ্ঠী বহুবচন।
(sl. 6) (12) বীতঃ—বি-ই+ক্ত, পুং ১মা ১বঃ।
(sl. 7) (13) প্রপদ্যন্তে—প্র-পদ্+লট্ অন্তে।
(sl. 8) (14) কাঙ্ক্ষন্তঃ—কাঙ্ক্ষ্+শতৃ, পুং ১মা বহুবচন।
(sl. 9) (15) চাতুর্বর্ণ্যম্—চতুর্বর্ণ+অণ্, ক্লীং ১মা একবচন।
(sl. 11) (16) মুমুক্ষুভিঃ—মুচ্+সন্ উ, পুং তৃতীয়া বহুবচন।
(sl. 12) (17) মোক্ষ্যসে—মুচ্+লট্ স্যসে।
(sl. 15) (18) সমারম্ভাঃ—সম্-আ-রভ্+ঘঞ্, পুং ১মা বহুঃ।
(sl. 16) (19) আসঙ্গম্—আ-সঞ্জ্+ঘঞ্, পুং ২য়া ১ বচন।
(sl. 18) (20) নিবধ্যতে—নি-বন্ধ্ কর্মবাচ্যে লট্ তে।
(sl. 20) (21) শ্রেয়ান্—প্রশস্য+ঈয়স্, পুং ১মা ১ বচন।
(22) পরিসমাপ্যতে—পরি-সম্-আপ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে
(sl. 21) (23) উপদেক্ষ্যন্তি—উপ-দিশ্+লৃট্ স্যন্তি।
(24) তত্ত্বদর্শিনঃ—তত্ত্ব-দৃশ্+ণিন্, পুং ১মা বহুবচন।
(sl. 23) (25) পাপকৃত্তমঃ—পাপ-কৃ-ক্বিপ্+তমপ্, পুং ১মা ১বঃ।
(sl. 24) (26) সমিদ্ধঃ—সম্-ইন্ধ্+ক্ত, পুং ১মা ১বঃ।
(sl. 26) (27) লব্ধ্বা—লভ্+ক্ত্বাচ্।

sl. 27) (28) অজ্ঞঃ—নঞ্-জ্ঞা+ক, পুং ১মা ১বঃ।

(29) অশ্রদ্দধানঃ—নঞ্-শ্রৎ-ধা+শানচ্, পুং ১মা ১বঃ।

sl. 28) (30) সংন্যস্তঃ—সম্-নি-অস্+ক্ত, পুং ১মা ১বঃ।

(31) নিবধ্নন্তি—নি-বন্ধ্+লট্ অন্তি।

(sl. 29) (32) হৃৎস্থম্—হৃৎ-স্থ+ক, পুং ২য়া ১বঃ।

(33) ছিত্ত্বা—ছিদ্+ক্ত্বাচ্।

24. Conjugate :—(Answers given)

(1) বিদ্—in লট্ 3rd Pers. Sing.—বেত্তি, বেদ, বিত্তে, বিদ্যতে, বিন্দতি or বিন্দতে।

(2) ই—in লট্ 3rd and লোট্ 1st. Pers. Plu.—যন্তি, অয়াম।

(3) তপ্—in লঙ্ 1st Pers. Sing.—অতপম্।

(4) জন্—in লুঙ্ 3rd Pers. Sing.—অজনি or অজনিষ্ট।

(5) অস্—in লোট্ 2nd Pers. Sing.—এধি।

(6) স্থা—in বিধিলিঙ্ 1st Pers. Plural—তিষ্ঠেম।

(7) গ্লৈ—in লট্ 3rd Pers. Sing—গ্লায়তি।

(8) নশ্—in লৃট্ 1st Pers. Plu.—নশিষ্যামি or নঙ্ক্ষ্যামি।

(9) কৃ—in 3rd লঙ্ 3rd Pers. Plu.—অকুর্বন্।

(10) ত্যজ্—in লুঙ্ 1st Pers. Sing.—অত্যাক্ষম্।

(11) রঞ্জ্—in লট্ 3rd Pers. Plu.—রজন্তি, রজন্তে, রজ্যন্তি or রজ্যন্তে।

(12) শ্রি—in লট্ 2nd Pers. Sing.—শ্রয়সি বা শ্রয়সে।

(13) পূ—in লট্ 3rd Pers. Sing.—পুনাতি or পুনীতে।

(14) পদ্—in লট্ 1st Pers. Plu—পদ্যামহে।

(15) বৃৎ—in লুঙ্ 3rd Pers. Sing.—অবৃতৎ or অবর্তিষ্ট।

(16) কাঙ্ক্ষ্—in লোট্ 3rd. Pers. Plu.—কাঙ্ক্ষন্তু।

(17) যজ্—in লট্ 2nd Pers. Dual—যজথঃ or যজেথে।

(18) সৃজ্—in লুঙ্ 3rd Pers. Dual—অস্রাষ্টাম্।

(19) লিপ্—in লঙ্ ,, ,, ,, —অলিম্পতাম্।

(20) বন্ধ্—in লট্ 1st ,, ,, —বধ্নাবঃ।

(21) জ্ঞা—in লঙ্ ,, ,, ,, —অজানীব or অজানীবহি

(22) মুচ্—in লট্ ,, ,, ,, —মুঞ্চাবঃ or মুঞ্চাবহে।

(23) ব্রূ—in লট্ 1st Pers. Dual—ব্রূবঃ or ব্রূবহে। (দীর্ঘ উ)
(24) বুধ্—in লোট্ 2nd Pers. Dual—বোধতম্ or বুধ্যেথাম্।
(25) দৃশ্—in লুঙ্ ,, ,, ,, —অদ্রাষ্টম্ or অদর্শতম্।
(26) আপ্—in লট্ 1st Pers. Dual—আপ্নুবঃ।
(27) লী—in লট্ 2nd Pers. Dual—লীয়েথে, লীনীথঃ।
(28) দিশ্—in লোট্ 2nd Pers. Dual—দিশতম্, দিশেথাম্।
(29) তৄ— ,, ,, ,, ,, —তরতম্।
(30) ইন্ধ্—in লট্ 3rd Pers. Sing.—ইন্ধে।
(31) লভ্—in লুঙ্ 3rd Pers. Sing.—অলব্ধ।
(32) শী—in লট্ 3rd Pers. Plu.—শেরতে।
(33) জি—in লোট্ 2nd Pers. Dual—জয়তম্।
(34) ছিদ্—in লঙ্ 1st Pers. Plu.—অচ্ছিন্দ্ম, অচ্ছিন্দ্মহি।

25. Give at least two meanings of each of the following words :—(Answers given)

(a) অর্জুনঃ—শ্বেতবর্ণ বৃক্ষবিশেষ, তৃতীয় পাণ্ডব।
(b) ধনঞ্জয়ঃ—অগ্নি ; তৃতীয় পাণ্ডব।
(c) পরঃ—অন্য, শত্রু।
(d) প্রকৃতিঃ—স্বভাব, সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ, জগতের মূলকারণ।
(e) বিনাশঃ—ধ্বংস, মৃত্যু, অদর্শন।
(f) যুগঃ—একজোড়া, সত্যাদি কাল।
(g) গুণঃ—উৎকর্ষ রজ্জু, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি।
(h) কবিঃ—কবিতালেখক, সর্বজ্ঞপণ্ডিত।
(i) পরিগ্রহঃ—গ্রহণ, পত্নী।
(j) দ্বন্দ্বঃ—জোড়া, বিবাদ, শীতোষ্ণাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ যুগ্ম।
(k) লোকঃ—জন, ভুবন।
(l) বৃজিনম্—পাপ, বক্র। but বৃজিনঃ=ক্লেশ or পাশ।

26. How many ইন্দ্রিয়'s are there ? Note the classes in which they may be divided.

Ans. There are three classes of ইন্দ্রিয়'s—জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় and কর্মেন্দ্রিয়। There are 5 *jñānendriyas*—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা

and ত্বক্ ; **4 antarindriyas**—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার and চিত্ত and **5 karmendriyas**—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু and উপস্থ। (মন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক)।

27. Name and expound the *Samāsas* **:—**

(1) আত্মমায়য়া (Sl. 2)
(2) ধর্মসংস্থাপনার্থায় (Sl. 4)
(3) বীতরাগ-ভয়-ক্রোধাঃ (Sl. 6)
(4) জ্ঞান-তপসা (Sl. 6)
(5) গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ (Sl. 9)
(6) কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ (Sl. 15)
(7) জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণম্ (Sl. 15)
(8) কর্মফলাসঙ্গম্ (Sl. 16)
(9) নিত্যতৃপ্তঃ (Sl. 16)
(10) নিরাশ্রয়ঃ (Sl. 16)
(11) নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্মা and ত্যক্তসর্ব-পরিগ্রহঃ (Sl. 17)
(12) যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ and দ্বন্দ্বাতীতঃ (Sl. 18)
(13) গতসঙ্গস্য and জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ (Sl. 19)
(14) জ্ঞানযজ্ঞঃ (Sl. 20)
(15) জ্ঞান-প্লবেন (Sl. 23)
(16) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (Sl. 26)
(17) সংশয়াত্মা (Sl. 27)
(18) যোগ-সংন্যস্ত-কর্মাণম্ and জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্ (Sl. 28)
(19) অজ্ঞান-সম্ভূতম্ and জ্ঞানাসিনা (Sl. 29)

Ans. See Notes of the respective Slokas.

28. Decline the following :—(Answers given)

(1) জন্মন্—in Nominative (প্রথমা) Dual and Plural—জন্মনী, জন্মানি।

(2) তদ্ (Masc. & Neuter)—in Accusative (দ্বিতীয়া) Dual and Plural—তৌ, তান্ and তে, তানি।

(3) আত্মন্—in Genitive (ষষ্ঠী) Singular and Ablative (পঞ্চমী) Dual—আত্মনঃ and আত্মভ্যাম্।

(4) স্ব (Pronoun) in Genitive ষষ্ঠী and Ablative (পঞ্চমী) Plural. স্বেষাম্ and স্বেভ্যঃ।

(5) কর্মন্ in Instumental (তৃতীয়া) Singular—কর্মণা।

(6) ভয় in Nominative (প্রথমা) Singular—ভয়ম্।

(7) বর্ত্মন্ in Accusative (দ্বিতীয়া) Singular and Dual বর্ত্ম, বর্ত্মনী।

(8) মুমুক্ষু in Instrumental (তৃতীয়া) Singular—মুমুক্ষুণা।

(9) কবি in Dative (চতুর্থী) Singular and Ablative (পঞ্চমী) Plural—কবয়ে, কবিভ্যঃ।

(10) বুদ্ধিমৎ in Dative (চতুর্থী) and Locative (সপ্তমী) Singular বুদ্ধিমতে, বুদ্ধিমতি।

(11) জ্ঞানাবস্থিত-চেতস্ (Masc.) in Dative (চতুর্থী) Dual—জ্ঞানাবস্থিত চেতোভ্যাম্।

(12) তত্ত্বদর্শিন্ (Masc.) in Instrumental (তৃতীয়া) Sing. —তত্ত্বদর্শিনা।

(13) বৃজিন (Masc.) in Nominative (প্রথমা) Singular—বৃজিনঃ।

(14) এধস্—in Accusative (দ্বিতীয়া) Singular & Plural—এধঃ এধাংসি।

(15) ভস্মন্—in Accusative Sing. & Plural—ভস্ম, ভস্মানি।

(16) হৃৎ—in Nominative (প্রথমা) and Ablative (পঞ্চমী) Singular—হৃৎ, হৃদঃ।

29. When can the following roots take আত্মনেপদ? Cite one or more instances :—

(a) স্থা—"সমব-প্র-বিভ্যঃ স্থঃ", "প্রকাশন-স্থেয়াখ্যয়োশ্চ", "উদোঽনূর্দ্ধকর্মণি" "উপান্মন্ত্রকরণে", "উপাদ্দেবপূজা-সঙ্গতিকরণ-মিত্রকরণপথিষু"—যথা,—"দারিদ্র্যাৎ পুরুষস্য বান্ধবজনো বাক্যে ন সন্তিষ্ঠতে।" "ক্ষণং ভদ্রাবতিষ্ঠস্ব, ততঃ প্রস্থাস্যসে পুনঃ।" "সংশয্য কর্ণাদিষু তিষ্ঠতে যঃ", "বৈষ্ণবো বিষ্ণুমুপতিষ্ঠতে"।

(b) জ্ঞা—"অপহ্নবে জ্ঞঃ", "অকর্মকাচ্চ", "সম্প্রতিভ্যামনাধ্যানে", "অনুপসর্গাজ্ জ্ঞঃ", যথা—শতম্ অপজানীতে, সর্পিষো জানীতে, জানে তপসো বীর্যম্।

(c) দৃশ্—"অর্তি-শ্রু-দৃশিভ্যশ্চ" (বার্ত্তিক), সম্-দৃশ্ if intransitive (অকর্মক) takes আত্মনেপদ —হিতায় যঃ সংপশ্যতে স কিম্প্রভুঃ।

(d) জি—"বি-পরাভ্যাং জেঃ"—বিজয়তে মহারাজঃ শূদ্রকঃ।

(e) তপ্—"উদ্বিভ্যাং তপঃ", "স্বাঙ্গকর্মকাচ্চেতি বক্তব্যম্"— রবিঃ উত্তপতে, সা পাণিং বিতপতে (বা উত্তপতে), but স স্বুবর্ণং বিতপতি।

30. Give the Aorist (লুঙ্) 3rd person Singular forms of the following roots :—

(1) স্থা—অস্থাৎ
(2) কৃ—অকার্ষীৎ বা অকৃত
(3) ত্যজ্—অত্যাক্ষীৎ
(4) পূ—অপাবীৎ
(5) বৃৎ—অবর্তিষ্ট বা অবৃতৎ
(6) যজ্—অযাক্ষীৎ বা অযষ্ট
(7) সৃজ্—অস্রাক্ষীৎ
(8) বন্ধ্—অভাস্ত্সীৎ
(9) জ্ঞা—অজ্ঞাসীৎ
(10) ব্রূ—অবোচৎ বা অবোচত
(11) জন্—অজনি বা অজনিষ্ট
(12) বুধ—অবোধি বা অবুদ্ধ
(13) দিশ্—অদিক্ষৎ
(14) দৃশ্—অদ্রাক্ষীৎ
(15) নশ্—অনশৎ
(16) অস্ (to throw) —আস্থৎ
(17) বচ্—অবোচৎ
(18) অধি-ই—অধ্যৈষ্ট বা অধ্যগীষ্ট
(19) ই—অগাৎ
(20) দা—অদাৎ বা অদিত
(21) শী—অশয়িষ্ট

31. Give the Desiderative and Frequentotive (যঙন্ত) forms of the following roots :—

	সন্নন্ত	যঙন্ত
(1)	অদ্—জিঘৎসতি	অদাদ্যতে
(2)	আপ্—ঈপ্সতি	আপ্যতে
(3)	অধি-ই —অধিজিগাংসতে (wants to read) অধিজিগমিষতি (wants to remembe)	অধ্যেষ্যতে
(4)	কৃ —চিকীর্ষতি-তে	চেক্রীয়তে
(5)	গম্—জিগমিষতি	জঙ্গম্যতে
(6)	গৈ—জিগাসতি	জেগীয়তে
(7)	গ্রহ্—জিঘৃক্ষতি,-তে	জরীগৃহ্যতে
(8)	ছিদ্ - চিচ্ছিৎসতি,-তে	চেচ্ছিদ্যতে
(9)	জি—জিগীষতি	জেজীয়তে
(10)	জ্ঞা—জিজ্ঞাসতে	জাজ্ঞায়তে
(11)	তৃ —তিতীর্ষতি, তিতরিষতি বা তিতরীষতি	তেতীর্য্যতে
(12)	দহ্—দিধক্ষতি	দন্দহ্যতে
(13)	দা —দিৎসতি,-তে	দেদীয়তে
(14)	দৃশ্—দিদৃক্ষতে	দরীদৃশ্যতে
(15)	নম্—নিনংসতি	নংনম্যতে
(16)	নৃৎ—নিনর্তিষতি, নিনৃৎসতি	নরীনৃত্যতে
(17)	প্রচ্ছ্—পিপৃচ্ছিষতি	পরীপৃচ্ছ্যতে
(18)	ব্রূ or বচ্ —বিবক্ষতি	বাবচ্যতে
(19)	ভুজ্—বুভুক্ষতি,-তে	বোভুজ্যতে
(20)	ভূ —বুভূষতি	বোভূয়তে
(21)	রভ্—রিপ্সতে	রারভ্যতে
(22)	লভ্—লিপ্সতে	লালভ্যতে
(23)	বস্—বিবৎসতি	বাবস্যতে
(24)	বহ্—বিবক্ষতি,-তে	বাবহ্যতে

সন্নন্ত

(25) শী—শিশয়িষতে শাশয্যতে
(26) শ্রু—শুশ্রূষতে শোশ্রূয়তে
(27) স্থা—তিষ্ঠাসতি তেষ্ঠীয়তে
(28) স্বপ্—সুষুপ্সতি সোষুপ্যতে
(29) হন্—জিঘাংসতি জেঘ্নীয়তে (হিংসার্থে) or জঙ্ঘন্যতে (গমনার্থে)
(30) স্মৃ—সুস্মূর্ষতে সাস্মর্য্যতে

32. What is meant by সন্ন্যাস? Should *Yajñas*, etc. be given up?

Ans. In the 18th Chapter *Srī Kṛṣṇa* replies:

(a) "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং
সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফল-ত্যাগং
প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

(b) যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম্ম
ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব
পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

বর্ষাবর্ণনম্

(রামায়ণম্)

Introduction. আদিকবি বাল্মীকি আদিকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। আসমুদ্র-হিমাচল প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে এই গ্রন্থখানির আশ্চর্য্য প্রভাব বিদ্যমান। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, প্রাসাদ-নিবাসী বা কুটিরবাসী, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলেই রামায়ণ ও তাহার প্রধান চরিত্র কয়টির সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু ধারণা রাখে এবং আদর্শ চরিত্র হিসাবে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমান্‌কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য গবেষক ও ঐতিহাসিক-বৃন্দ রামায়ণের প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ আবিষ্কার করিয়া থাকিলেও প্রচলিত সংস্কৃত রামায়ণে সাতটি কাণ্ডে ২৪,০০০ চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে।*

রামায়ণের G. Gorresio এবং পরে ডক্টর শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত **বঙ্গীয় পাঠ**, বোম্বাই 'নির্ণয় সাগর-প্রেস' হইতে মুদ্রিত **দাক্ষিণাত্য পাঠ** এবং লাহোর হইতে মুদ্রিত **কাশ্মীরা** বা **উত্তর ভারতীয়** পাঠে নানাবিধ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, শুধু শ্লোকে পাঠভেদ বা সর্গে কম বেশী শ্লোক নহে, এক বইয়ের কোন কোন সর্গ পর্য্যন্ত অন্য বইতে নাই।

কাহিনী—অযোধ্যার রাজা দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী (বা কৈকয়ী) ও সুমিত্রা নামে তিন রাণী ছিলেন। তাঁহার চার পুত্র—কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। বার্দ্ধক্যে উপনীত রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য পুরোহিত বশিষ্ঠের দ্বারা তাঁহার অভিষেকের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ী ইহাতে অনর্থ ঘটাইলেন। দেবাসুর-যুদ্ধের সময়ে কৈকেয়ীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কৈকেয়ী এই সময়ে এক বরে রামচন্দ্রের চতুর্দশ-বর্ষ বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের সিংহাসন-প্রাপ্তি প্রার্থনা করিলেন। দশরথ বিশেষ মর্মাহত হইয়া কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু রামচন্দ্র বিবরণ শ্রবণমাত্রই পিতৃসত্যরক্ষার্থ বনে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বনগমনের সময়ে পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। রাজা দশরথ প্রিয়পুত্রের বিচ্ছেদ-ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

---

* A History of Indian Literature, Vol 1, Part II, by Dr. M. Winternitz, P. 420.

মাতুলালয় হইতে ভরত আসিয়া সমস্ত সংবাদ শুনিয়া সিংহাসনে তাঁহার কোন-অধিকার নাই দৃঢ়ভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনার জন্য চিত্রকূট-পর্বতে গমন করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁহার-পাদুকা লইয়া আসিয়া তাহাই সিংহাসনে রাখিয়া রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থা করিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড)।

(অরণ্যকাণ্ড) রাম-সীতা দণ্ডক বনে বাস করিবার সময়ে রাক্ষসদের দ্বারা উপদ্রুত মুনিরা রামচন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করিলে রামচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। বিরাধ বধের পর, রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা আসিয়া রামকে বিবাহ করিতে চাওয়ায় এবং শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যুক্ত হওয়ায় লক্ষ্মণ তাহার নাক-কান কাটিয়া দিলেন। শূর্পণখার কুপরামর্শে লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাকে অপহরণ করিলে সীতার সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে জটায়ুর নিকট হইতে রাবণ-কর্তৃক সীতাপহরণের বিবরণ-অনেকটা জানিতে পারিয়া তাঁহারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রমে কবন্ধকে অভিশাপ হইতে মুক্ত করায়, বানররাজ সুগ্রীবের সহায়তায় সীতার-উদ্ধার সহজসাধ্য হইবে কবন্ধ-কর্তৃক তাঁহারা এইরূপ উপদিষ্ট হন।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড) পম্পা-সরোবরে আগমন, সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎকার ও-পরস্পর বন্ধুত্ব-স্থাপন, বালিবধ, সুগ্রীবের সিংহাসনপ্রাপ্তি ও অঙ্গদের যৌবরাজ্যে অভিষেকের পর মাল্যবান্ পর্বতে বাস করিবার সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহাই 'বর্ষাবর্ণনম্'-নামক কবিতারূপে 'সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে' দেওয়া হইয়াছে। ইহা (দাক্ষিণাত্য-মুদ্রিত রামায়ণে) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গে আছে, বঙ্গীয় পাঠে ইহার মাত্র ২টি শ্লোক পাওয়া যায়।

বর্ষাবর্ণনম্—বর্ষাণাং বর্ণনম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)। *N. B.* বর্ষা is always Plural.

"আপঃ সুমনসো বর্ষা অপ্সরাঃ সিকতাঃ সমাঃ।
এতে স্ত্রিয়াং বহুত্বে স্যুরেকত্বেঽপ্যুত্তরত্রয়ম্॥"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড - অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

N. B. অষ্টাবিংশতি=28, অষ্টাবিংশ বা অষ্টাবিংশতিতম=28th. অষ্টবিংশতি (আকারশূন্য) পদ অশুদ্ধ।

[রামায়ণের Bengal Recension এ এই অংশটি নাই, South India Recension হইতেই ইহা গৃহীত হইয়াছে। The Gujarati Printing Press, Bombay হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত এবং Shastri S. K. Mudholkara সম্পাদিত সংস্করণে 'তিলক', 'শিরোমণি' ও গোবিন্দ-রাজ-কৃত 'ভূষণ' নামক তিনটি টীকা-

ও বিভিন্ন পাঠান্তর দেওয়া আছে; অর্থ-নির্ণয় প্রধানতঃ উক্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।]

Sl. 1. অয়ং স কালঃ·········গিরি-সন্নিভৈঃ ॥ ১ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—অয়ং সঃ কালঃ সংপ্রাপ্তঃ সময়ঃ অদ্য জলাগমঃ।
সংপশ্য ত্বম্ নভঃ মেঘৈঃ সংবৃতম্ গিরিসন্নিভৈঃ ॥ ১ ॥

Prose-order. অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ, অদ্য জলাগমঃ সময়ঃ, ত্বং গিরিসন্নিভৈঃ মেঘৈঃ সংবৃতং নভঃ সংপশ্য।

Beng. Equivalents. অয়ং (এই) স কালঃ (সেই বর্ষাকাল) সংপ্রাপ্তঃ (সমুপস্থিত), অদ্য (আজ) জলাগমঃ (জল আসার) সময়ঃ (কাল), ত্বম্ (তুমি) গিরিসন্নিভৈঃ (পর্বতের মত) মেঘৈঃ (মেঘের দ্বারা) সংবৃতম্ (আচ্ছন্ন) নভঃ (আকাশ) সংপশ্য (ভালভাবে দেখ)।

Sans Equivalents. অয়ম্ (এষঃ) স কালঃ (প্রসিদ্ধো বর্ষাকালঃ) [সর্বস্থিত্যুপদেশকঃ' ইতি গোবিন্দরাজঃ] [সুগ্রীবস্য স্থানাবধিত্বেন সংকেতিতঃ]. সংপ্রাপ্তঃ (সমুপস্থিতঃ), অদ্য (অস্মিন্ দিবসে) জলাগমঃ (বৃষ্টিপ্রাপকঃ) সময়ঃ (কালঃ), ত্বম্ গিরি-সন্নিভৈঃ (পর্বত-কল্পৈঃ) মেঘৈঃ (জলদৈঃ) সংবৃতম্ (সমাচ্ছন্নম্) নভঃ (আকাশম্) সংপশ্য (সম্যগ্‌ভাবেন অবলোকয়)।

Beng. Trans. এই সেই কাল (বর্ষাকাল) উপস্থিত। আজ বৃষ্টি আসার সময়। তুমি পর্বতের মত মেঘসমূহের দ্বারা সমাচ্ছন্ন আকাশ দর্শন কর।

Eng. Trans. That (Rainy) season has just come, and to-day is the time for a shower. Look at the sky overcast with clouds looking like hills.

Beng. Expl. রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বর্ষাবর্ণনের এইটিই প্রথম শ্লোক। রামচন্দ্র বালিকে বধ করিয়া এবং সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিয়া মাল্যবান্ পর্বতে বাস করিবার সময়ে লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে—এই সেই বর্ষাকাল সমুপস্থিত, আজ বৃষ্টি আসার সময় হইয়াছে, ঐ দেখ আকাশ পর্বতের মত মেঘ-সমূহের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মেঘগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং এক এক খণ্ড মেঘ অনেক স্থান জুড়িয়া আছে, তাই প্রত্যেক মেঘখণ্ডকে এক একটা পাহাড়ের মত মনে হইতেছে। রামচন্দ্র এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেই পূর্বে সুগ্রীবকে বলিয়াছেন যে, শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বর্ষায় রাবণ-বধের জন্য কিছু করা যাইবে না, "কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণ-বধে যত। এষ নঃ সময়ঃ···"ইত্যাদি। তাই এখানে 'সেই' 'বর্ষাকাল' বলিতেছেন।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডান্তর্গত-বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্রো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বর্ষাকালেঽস্মিন্ অদ্য বৃষ্টেঃ সময়ঃ সমুপস্থিতঃ, পর্বতসদৃশৈঃ মেঘৈশ্চ গগনং সমাচ্ছন্নং বর্ততে ইতি। ১

Notes

অয়ম্—ইদম্-শব্দের প্রথমার একবচন। Qualifying কালঃ।

সঃ—তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন। Qualifying কালঃ।

কালঃ—কর্তরি প্রথমা। Masculine gende-, নর-শব্দের মত রূপ। Verb—সংপ্রাপ্তঃ। "কাল ইতি উপদেশার্থক-কাল-ধাতু-প্রকৃতিক-কর্ত্রন্তঃ অত এব ন পৌনরুক্ত্যম্" ইতি গোবিন্দরাজীয়-টীকায়াম্। 'কালঃ' ও 'সময়ঃ' এই দুইটি শব্দ এই শ্লোকটিতে থাকায় অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় সকলেই অসুবিধায় পড়িয়াছেন—

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ষড়্‌বিংশ সর্গে সুগ্রীবকে রাজা ও অঙ্গদকে যুবরাজ-রূপে অভিষিক্ত করিবার জন্য উপদেশ দিয়া রামচন্দ্র সুগ্রীবকে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে—

"পূর্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিক-সংজ্ঞিতাঃ॥ ১৪

নায়মুদ্‌যোগ-সময়ঃ প্রবিশ ত্বং পুরীং শুভাম্।
অস্মিন্ বৎস্যাম্যহং সৌম্য পর্বতে সহলক্ষ্মণঃ॥ ১৫

কার্ত্তিকে সময়প্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত।
এষ নঃ ˇময়ঃ সৌম্য প্রবিশ ত্বং স্বমালয়ম॥ ১৭॥"

এই বিষয়েরই উল্লেখ করিয়া গোবিন্দরাজ টীকায় বলিয়াছেন যে,

"সময়ঃ সুগ্রীবস্য স্থানাবধিত্বেন সংকেতিতঃ সোঽয়ং জলাগমঃ কালঃ বর্ষাকালঃ অদ্য সংপ্রাপ্তঃ সংপ্রবৃত্তঃ।" South India Recension এ এইরূপ পাঠই বোম্বাই, মাদ্রাজ বা গুজরাটে মুদ্রিত রামায়ণে পাওয়া যাইতেছে. কিন্তু ডক্টর শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত Bengal Recension এ "পশ্য লক্ষ্মণ সংপ্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ" এই পাঠ আছে, ইহার ব্যাপারে কোনই অসুবিধা নাই। আমরা শ্লোকটি যাহা আছে তাহাতে "এই সেই বর্ষাকাল সমুপস্থিত, আজ বৃষ্টি আসার সময় হইয়াছে" এইরূপ বাংলা অনুবাদ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

সংপ্রাপ্তঃ—সম্-প্র-আপ্+ক্ত, প্রথমার একবচন। Nominative কালঃ। স্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী আপ্ (to obtain, to pervade)—(লট্) আপ্নোতি, (লৃট্) আপ্স্যতি, ণিজন্ত—আপয়তি, সন্নন্ত—ঈপ্সতি, ক্ত—আপ্তঃ, ক্ত্বাচ্—আপ্ত্বা, তুমুন্—আপ্তুম্।

অব্য—অব্যয় (Indeclinable). "সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু। বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্।" অর্থাৎ যাহা তিন লিঙ্গে, সকল বিভক্তিতে ও সকল বচনে একরূপ থাকে তাহাকে অব্যয় বলে।

জলাগমঃ—জলস্য আগমঃ যস্মিন্ সঃ (বহুব্রীহিঃ)। আগমঃ—আ-গম্+অচ্ কর্তৃবাচ্যে।

সময়ঃ—যোগ্য কাল, অবসর। সম-ই+অচ্ কর্তৃবাচ্যে। Masculine gender, নর-শব্দের মত রূপ। "কালো দিষ্টোঽপ্যনেহাপি সময়োঽপ্যথ পক্ষতিঃ" ইত্যমরঃ কালবর্গে; "সময়াঃ শপথাচার-কাল-সিদ্ধান্ত-সংবিদঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ কাল-সামান্যের নাম—কাল, দিষ্ট, অনেহস সময় (পুং); সময়-শব্দের অর্থ—শপথ আচার, কাল, সিদ্ধান্ত বা প্রতিজ্ঞা (পুং)।

ত্বম—যুষ্মদ-শব্দের প্রথমার একবচন।

গিরি-সন্নিভৈঃ—গিরেঃ সন্নিভঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তৃতীয়ার বহুবচন।

"মহীধ্রে শিখরি-ক্ষ্মাভৃদহার্য-ধর-পর্বতাঃ।

অদ্রি-গোত্র-গিরি-গ্রাবাচল-শৈল-শিলোচ্চয়াঃ॥" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে। অর্থাৎ পর্বতবাচক—মহীধ্র, শিখরিন, ক্ষ্মাভৃৎ, অহার্য, ধর, পর্বত, অদ্রি, গোত্র গিরি, গ্রাবন, অচল, শৈল, শিলোচ্চয় (পুং)।

সন্নিভঃ - সম-নি-ভা+ক (কর্তৃবাচ্যে)=তুল্য।

মেঘৈঃ—করণে তৃতীয়া, Masculine gender, নর-শব্দের মত রূপ। মিহ+অচ্, তৃতীয়ার বহুবচন।

"অভ্রং মেঘো বারিবাহঃ স্তনয়িত্নুর্বলাহকঃ।
ধারাধরো জলধরস্তড়িত্বান্ বারিদোঽম্বুভৃৎ॥
ঘন-জীমূত-মুদির-জলমুগ-ধূমযোনয়ঃ।" ইত্যমরঃ দিগবর্গে;

অর্থাৎ মেঘবাচক শব্দ—মেঘ বারিবাহ স্তনয়িত্নু, বলাহক ধারাধর, জলধর, তড়িত্বৎ বারিদ, অম্বুভৃৎ, ঘন, জীমূত, মুদির, জলমুচ্ ও ধূমযোনি।

সংবৃতম্—সম্-বৃ+ক্ত, ক্লীং দ্বিতীয়ার একবচন, Adj. to নভঃ। বৃ-ধাতু (to choose, to love, to adore)—স্বাদিগণীয় উভয়পদী, ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী এবং ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী হইতে পারে। রূপ—(লট্) বৃণোতি-বৃণুতে, বৃণাতি বৃণীতে, বা বরতি-বরতে। (উপসর্গ-যোগে) আ-বৃ (to cover)—মেঘঃ গগনমাবৃণোতি, পরি-বৃ (to surround)—বালকাঃ আচার্যং পরিবব্রুঃ, বি-বৃ (to describe)—বিবৃণুতে মনোগতম্।

নভঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to সংপশ্য। নভস্-শব্দ—Neuter, পয়স্-শব্দের মত রূপ।

"দ্যোদিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ামভ্রং ব্যোম পুষ্করমম্বরম্।
নভোঽন্তরিক্ষং গগনমনন্তং সুরবর্ত্ম খম্।
বিয়দ্বিষ্ণুপদং বা তু পুংস্যাকাশ-বিহায়সী॥" ইত্যমরঃ

ব্যোমবর্গে। আকাশবাচক শব্দ—দ্যো, দিব্ (স্ত্রী), অভ্র, ব্যোমন্, পুষ্কর, অম্বর, নভস্, অন্তরিক্ষ (বা অন্তরীক্ষ), গগন, অনন্ত, সুরবর্ত্মন্, খ, বিয়ৎ ও বিষ্ণুপদ (ক্লীবলিঙ্গ), আকাশ ও বিহায়স্ (পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ)।

সংপশ্য—সম্-দৃশ্+ল্যপ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী দৃশ্-ধাতুর রূপ—(লট্) পশ্যতি, পশ্যতঃ, পশ্যন্তি; (লৃট্) দ্রক্ষ্যতি, ক্ত—দৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দৃষ্ট্বা, তুমুন্—দ্রষ্টুম্। 'অর্তি-শ্রু-দৃশিভ্যশ্চেতি বক্তব্যম্' বার্ত্তিকের এই সূত্রানুসারে সম্-পূর্বক দৃশ্-ধাতু আত্মনেপদী—সংপশ্যতে। 'জ্ঞা-শ্রু-স্মৃ-দৃশাং সনঃ' এই সূত্রানুসারে সন্নন্ত দৃশ্-ধাতু আত্মনেপদী, রূপ—দিদৃক্ষতে।

Ch. of voice. অনেন তেন কালেন সংপ্রাপ্তম্, অদ্য জলাগমেন সময়েন (দৃশ্যতে)। ত্বয়া……সংদৃশ্যতাম্।

Sl. 2. নবমাসধৃতং গর্ভং……রসায়নম্ ॥২॥

বিসন্ধিপাঠঃ—নবমাসধৃতম্ গর্ভম্ ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসম্ সমুদ্রাণাম্ দ্যোঃ প্রসূতে রসায়নম্॥

Prose-order. দ্যোঃ ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ সমুদ্রাণাং রসং পীত্বা নবমাসধৃতং রসায়নং গর্ভং প্রসূতে।

Beng. Equivalents. দ্যোঃ (আকাশ) ভাস্করস্য (সূর্যের) গভস্তিভিঃ (কিরণসমূহের দ্বারা) সমুদ্রাণাং (সমুদ্রসমূহের) রসম্ (রস) পীত্বা (পান করিয়া) নবমাসধৃতম্ (নয় মাস যাবৎ ধৃত) রসায়নম্ (রসায়ন) গর্ভম্ (গর্ভ) প্রসূতে (প্রসব করে)।

Sans. Equivalents. দ্যোঃ (গগনম্) ভাস্করস্য (সূর্যস্য) গভস্তিভিঃ (কিরণৈঃ) সমুদ্রাণাং (উদধীনাম্) রসম্ (জলম্) পীত্বা (নিপীয়) নবমাসধৃতম্ (কার্ত্তিকাদ্যাষাঢ়-পর্যন্ত-নবসংখ্যক-মাস-বিধৃতম্) রসায়নম্ (লোকজীবাতুভূতম্ (T), সর্বরসানাং মূলম্ ইতি শিরোমণি-টীকায়াম্ *(S) ষড়্রসানাং কারণম্ (G), গর্ভম্ (জলরূপম্) প্রসূতে (জনয়তি)। ["গর্ভ—মাহাত্ম্যাৎ সামুদ্রস্য ক্ষারস্যাপি স্বাদুতা" ইতি তিলকটীকায়াম্। ভাস্করস্য গভস্তিভিরিত্যনেন "যাভিরাদিত্যস্তপতি রশ্মিভিস্তাভিঃ পর্জন্যো বর্ষতি" ইতি শ্রুতিঃ সূচ্যতে ইতি গোবিন্দরাজটীকায়াম্।]

---

* T=তিলক-টীকা, S=শিরোমণি-টীকা, G=গোবিন্দরাজ-টীকা।

Beng. Trans. আকাশ সূর্যের কিরণের দ্বারা সমুদ্রসমূহের জল পান করিয়া সকল রসের মূল নয় মাস যাবৎ ধৃত গর্ভ প্রসব করে।

Eng. Trans. The sky, drinking the liquid contents of the ocean through the rays of the Sun, and being pregnant for nine months, is giving birth to elixir of life.

Beng. Expl. এই শ্লোকটি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে সংকলিত সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহের 'বর্ষাবর্ণনম্' নামক পদ্যাংশ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, আকাশ সূর্যকিরণের সাহায্যে কার্ত্তিক হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত এই নয় মাস সমুদ্রসমূহ হইতে জল পান (শোষণ) করে, পান করিয়া কিছু পরেই উহা ফেলিয়া দেয় না, এই নয় মাস যাবৎ ঐ জল ধারণ করিয়া রাখিয়া (লবণাক্ত দোষমুক্ত হইলে) সকল জীবের প্রাণস্বরূপ ঐ জল বর্ষাকালে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীকে দান করে। জননীগণ যেমন কিছুদিন যাবৎ গর্ভধারণ করিয়া আনন্দজনক সন্তানগণকে প্রসব করেন, (স্ত্রীলিঙ্গ) দ্যৌও সেইরূপ নয় মাস গর্ভধারণ করিয়া সর্বজীবের প্রাণস্বরূপ আনন্দদায়ক বৃষ্টি প্রদান করেন।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডান্তর্গত-বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্রো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—যথা জনন্যঃ কতিপয়মাসান্ যাবৎ গর্ভং বিধৃত্য আনন্দকরান্ সন্তানান্ জনয়ন্তি তথা সূর্যকিরণৈঃ সমুদ্রস্য জলম্ আকৃষ্য দ্যৌঃ (স্ত্রীলিঙ্গোঽয়ং শব্দঃ) কার্ত্তিকাদ্যাষাঢ়পর্যন্তং গর্ভং বিধৃত্য নিখিল-জীবানন্দবর্দ্ধনং সর্বরসানাং মূলং সলিলং সূতে ইতি। ২

Notes

দ্যৌঃ— কর্তরি প্রথমা, Nominative to প্রসূতে। স্ত্রীলিঙ্গ দিব-শব্দের প্রথমার একবচন। দিব্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে—দ্যাম্, দিবম্।

"দ্যো-দিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ামভ্রং ব্যোম পুষ্করমম্বরম্" ইত্যমরঃ ব্যোমবর্গে, অর্থাৎ আকাশবাচক শব্দ— দ্যো, দিব্ (স্ত্রী), অভ্র, ব্যোমন্, পুষ্কর, অম্বর, নভস্, অন্তরীক্ষ, গগন, অনন্ত, সুরবর্ত্মন্, খ, বিয়ৎ, বিষ্ণুপদ (ক্লী), আকাশ, বিহায়স্ (পুং-ক্লী)।

ভাস্করস্য—"সূর-সূর্য্যার্যমাদিত্য-দ্বাদশাত্ম-দিবাকরাঃ॥
ভাস্করাহস্কর-ব্রধ্ন-প্রভাকর-বিভাকরাঃ।
ভাস্বদ্বিবস্বৎ-সপ্তাশ্ব-হরিদশ্বোষ্ণরশ্ময়ঃ॥
বিকর্তনার্ক-মার্তণ্ড-মিহিরারুণ-পূষণঃ।
দ্যুমণিস্তরণির্মিত্রশ্চিত্রভানুর্বিরোচনঃ॥
বিভাবসুর্গ্রহপতিস্ত্বিষাংপতিরহর্পতিঃ।
ভানুর্হংসঃ সহস্রাংশুস্তপনঃ সবিতা রবিঃ॥" ইত্যমরঃ দিগ্বর্গে।

অর্থাৎ সূর্যের কয়েকটি নাম—সূর, সূর্য, অর্যমন্, আদিত্য, দ্বাদশাত্মন্, দিবাকর, ভাস্কর, অহস্কর, ব্রধ্ন, প্রভাকর, বিভাকর, ভাস্বৎ, বিবস্বৎ, সপ্তাশ্ব, হরিদশ্ব, উষ্ণরশ্মি, বিকর্তন, অর্ক, মার্তণ্ড, মিহির, অরুণ, পূষন্, দ্যুমণি, তরণি, মিত্র, চিত্রভানু, বিরোচন, বিভাবসু, গ্রহপতি, ত্বিষাম্পতি, অহর্পতি, ভানু, হংস, সহস্রাংশু, তপন, সবিতৃ, রবি (পুং)। (অন্যান্য নাম সূর্যস্তবে বা অমরকোষে দ্রষ্টব্য)।

গভস্তিভিঃ—করণে তৃতীয়া ; (=কিরণসমূহের দ্বারা) ; "কিরণোহস্র-ময়ূখাংশু-গভস্তি-ঘৃণি-রশ্ময়ঃ ভানুঃ করো মরীচিঃ স্ত্রী-পুংসয়োর্দীধিতিঃ স্ত্রিয়াম্ ॥" ইত্যমরঃ দিগ্‌বর্গে ; অর্থাৎ কিরণবাচক শব্দ—কিরণ, অস্র, ময়ূখ, অংশু, গভস্তি, ঘৃণি, রশ্মি [ধৃষ্ণি], ভানু, কর (পুং)।

সমুদ্রাণাম্—"সমুদ্রোহব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎপতিঃ। উদন্বানুদধিঃ সিন্ধুঃ সরস্বান্ সাগরোহর্ণবঃ॥ রত্নাকরো জলনিধির্যাদঃপতিরপাংপতিঃ।" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ সমুদ্রবাচক শব্দ—সমুদ্র, অব্ধি, অকূপার, পারাবার, সরিৎপতি, উদন্বৎ, উদধি, সিন্ধু, সরস্বৎ, সাগর, অর্ণব, রত্নাকর, জলনিধি, যাদঃপতি, অপাংপতি (পুং)।

রসম্—রস is Masculine. "তুবরস্তু কষায়োহস্ত্রী মধুরো লবণঃ কটুঃ। তিক্তোহম্লশ্চ রসাঃ পুংসি" ইত্যমরঃ ধীবর্গে, "ক্ষারঃ কাচোহথ চপলো রসঃ সূতশ্চ পারদে" ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে।

পীত্বা—পা+ক্ত্বাচ্। ভ্বাদিগণীয় পা-ধাতু পরস্মৈপদী, রূপ—(লট্) পিবতি, পিবতঃ, পিবন্তি ; (লৃট্) পাস্যতি, তুমুন্—পাতুম্, সন্নন্ত—পিপাসতি, যঙন্ত—পেপীয়তে।

নব-মাস-ধৃতম্—নবসংখ্যকাঃ মাসাঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ), নবমাসৈঃ ধৃতম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

গর্ভম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to প্রসূতে। গর্ভ is Masculine. "গর্ভো ভ্রূণ ইমৌ সমৌ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ উদরস্থ প্রাণীর নাম—গর্ভ, ভ্রূণ (পুং) ; "কুক্ষি-ভ্রূণার্ভকা গর্ভা বিস্রম্ভঃ প্রণয়েহপি চ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ গর্ভ=উদর, স্ত্রীগর্ভ বা বালক (পুং), বিস্রম্ভ=বিশ্বাস বা প্রীতি (পুং)। গৄ+ভ (ভন্) +ক, Here it means কুক্ষিগত সত্ত্ব, তুলনীয়—"যথোল্বেনাবৃতো গর্ভঃ"। গীতা ৩।৩৮.

রসায়নম্—রসস্য অয়নম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)। "শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্যে গুণে রাগে দ্রবে রসঃ" অর্থাৎ রস=শৃঙ্গারাদি, বিষ, বীর্য, গুণ, রাগ বা দ্রব (পুং)। মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত—এই ৬টি রস।

প্রসূতে—প্র-সূ+লট্ তে। অদাদিগণীয় আত্মনেপদী সূ-ধাতুর (to bear, to bring forth) রূপ—(লট্) সূতে, সুবাতে, সুবতে ; ক্তাচ্—সূত্বা, ল্যপ্—প্রসূয়।

Ch. of voice. দিবা······নবমাসধৃতঃ রসায়নঃ গর্ভঃ প্রসূয়তে।

Sl. 3. রজঃ প্রশান্তং সহিমোঽদ্য······স্বদেশান্ ॥ ৩ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—রজঃ প্রশান্তম্ সহিমঃ অদ্য বায়ুঃ নিদাঘদোষপ্রসরাঃ প্রশান্তাঃ।
স্থিতা হি যাত্রা বসুধাধিপানাম্ প্রবাসিনঃ যান্তি নরাঃ স্বদেশান্ ॥

Prose-order. (কালেঽস্মিন্) রজঃ প্রশান্তম্, অদ্য বায়ুঃ সহিমঃ, নিদাঘ-দোষ-প্রসরাঃ প্রশান্তাঃ, বসুধাধিপানাং যাত্রা হি স্থিতা, প্রবাসিনঃ নরাঃ স্বদেশান্ যান্তি।

Beng. Equivalents. রজঃ (ধূলা) প্রশান্তম্ (প্রকৃষ্টরূপে শান্ত), অদ্য (আজ) বায়ুঃ (বায়ু) সহিমঃ (হিমযুক্ত), নিদাঘ-দোষ-প্রসরাঃ (গ্রীষ্মের দোষসমূহের বেগ বা বিস্তার) প্রশান্তাঃ (শান্ত হইয়াছে), বসুধাধিপানাং (রাজাদিগের) যাত্রা (যুদ্ধার্থ নির্গমন) হি (নিশ্চিতভাবে) স্থিতা (স্থগিত রাখা হইয়াছে), প্রবাসিনঃ (বিদেশস্থ) নরাঃ (মানুষেরা) স্বদেশান্ (নিজের দেশসমূহে) যান্তি (যাইতেছে)।

Sans. Equivalents. রজঃ (ধূলিঃ) প্রশান্তম্ (প্রশমিতম্ , বৃষ্ট্যা নিবৃত্তম্) অদ্য (দিবসেঽস্মিন্) বায়ুঃ (পবনঃ) সহিমঃ (সশীতঃ), নিদাঘ-দোষ-প্রসরাঃ (গ্রীষ্ম-দোষ-বিস্তারাঃ, তাপাদয়ঃ) প্রশান্তাঃ (প্রশমিতাঃ), বসুধাধিপানাম্ (রাজ্ঞাম্) যাত্রা (যুদ্ধার্থ-নির্গমনম্) হি (ধ্রুবম্) স্থিতা (নিবৃত্তা) প্রবাসিনঃ (বিদেশস্থাঃ) নরাঃ (মানবাঃ) স্বদেশান্ (স্বাবাসস্থানানি) যান্তি (গচ্ছন্তি)।

Beng. Trans. (এই সময়ে) ধূলি প্রশমিত হইয়াছে, আজ পবন শীতল (হিমযুক্ত), গ্রীষ্মকালের দোষসমূহ প্রশমিত হইয়াছে, রাজাদের যুদ্ধযাত্রা নিবৃত্ত (স্থগিত) রাখা হইয়াছে এবং বিদেশস্থ মানবগণ স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছে।

Eng. Trans. (In this season) the dust is watered, the air is saturated with humidity, all the evils of the summer are stopped, royal mrches re discontinued and those sojourning in foreign lands return to their native homes.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, বর্ষাকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় গ্রীষ্মকালের ধূলির উপদ্রব থাকে না। বৃষ্টির ফলে ধূলি মাটীর সঙ্গে মিশিয়া থাকে, বাতাস ঠাণ্ডা হয়, গ্রীষ্মের দোষগুলি—উত্তপ্ত বাতাস, অতিরিক্ত গরম, জলাভাব এবং তজ্জন্য পশু, বৃক্ষ প্রভৃতির নিদারুণ কষ্ট বর্ষাকালে থাকে না, বৃষ্টিতে পথ কর্দমাক্ত হওয়ায় এবং নদী প্রভৃতিতে জলাধিক্য হওয়ায় যাতায়াত কষ্টকর বলিয়া এবং যুদ্ধ-পরিচালনায়ও অসুবিধা বলিয়া

রাজারা এই সময়ে যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখেন, এবং বিদেশস্থ মানবগণ বর্ষার জন্য দৈনন্দিন কার্যে অসুবিধা হওয়ায় এই সময়ে স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া আসে।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বর্ষাসু ধারাসম্পাতৈঃ ধূলির্নিবৃত্তা, বায়ুশ্চ শীতলঃ, তাপাধিক্য-জলাভাবাদিজনিতস্য জীব-বৃক্ষাদীনাং দুঃখস্যাবসানং সঞ্জাতম্, পন্থাঃ কর্দমাক্তঃ নদ্যাদিষু জলাধিক্যাচ্চ জনানাং গমনাগমনস্য দুষ্করং সঞ্জাতমিতি সময়েঽস্মিন্ নৃপতয়ঃ যুদ্ধযাত্রাদিকং ন কুর্বন্তি, বিদেশস্থা মানবা অপি স্বস্বদেশং প্রত্যাগচ্ছন্তীতি।

Notes

রজঃ—কর্তরি প্রথমা, রজস্-শব্দ Neuter, মনস্-শব্দের মত রূপ।

"রেণুর্দ্বয়োঃ স্ত্রিয়াং ধূলিঃ পাংশুর্না ন দ্বয়ো রজঃ।" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে। অর্থাৎ ধূলির নাম—রেণু (পুং-স্ত্রী), ধূলি (পুং-স্ত্রী) [ধূলী], পাংশু (পুং) [পাংসু], রজস্ (ক্লী) [রজ]। "তালব্যা অপি দন্ত্যাশ্চ শম্ব-শূকর-পাংশবঃ" ইত্যুষ্মভেদঃ—অর্থাৎ শম্ব বা সম্ব, শূকর বা সূকর, পাংশু বা পাংসু দুই রকম বানানই শুদ্ধ। "রজোঽপি রজসা সার্ধং স্ত্রীপুষ্প-গুণ-ধূলিষু" ইতি অদন্তোঽপি—অর্থাৎ অকারান্ত রজ-শব্দও আছে। "রজো গুণে চ স্ত্রীপুষ্পে রাহৌ ধ্বান্তে গুণে তমঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

প্রশান্তম্—প্র-শম্ + ক্ত, ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচন। এখানে কর্তৃবাচ্যে ক্ত, Adj. to রজঃ (Neuter),

অদ্য—অব্যয় (Indeclinable)

বায়ুঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to ভবতি understood.

> "শ্বসনঃ স্পর্শনো বায়ুর্মাতরিশ্বা সদাগতিঃ।
> পৃষদশ্বো গন্ধবহো গন্ধবাহানিলাশুগাঃ ॥
> সমীর-মারুত-মরুজ্জগৎপ্রাণ-সমীরণাঃ।
> নভস্বদ্বাত-পবন-পবমান-প্রভঞ্জনাঃ ॥" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে;

অর্থাৎ বায়ুর নাম—শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু, মাতরিশ্বন্, সদাগতি, পৃষদশ্ব, গন্ধবহ, গন্ধবাহ, অনিল, আশুগ, সমীর, মারুত, মরুৎ, জগৎপ্রাণ, সমীরণ, নভস্বৎ, বাত, পবন, পবমান ও প্রভঞ্জন (পুং)। They are five in number in the human body :—"প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥"

সহিমঃ—হিমেন সহ বর্তমানঃ (বহুব্রীহিঃ) "শীতং গুণে তদ্বদর্থাঃ সুষীমঃ শিশিরো জড়ঃ। তুষারঃ শীতলঃ শীতো হিমঃ সপ্তান্যলিঙ্গকাঃ ॥" ইত্যমরঃ; দিগ্বর্গে। অর্থাৎ শীতবাচক শব্দ—শীত (ক্লী) [অন্যের বিশেষণ হইলে ত্রিলিঙ্গ] শীতগুণ-বিশিষ্টের নাম—সুষীম, শিশির জড়, তুষার, শীতল, শীত, হিম (ত্রি),

অবশ্যায়স্তু নীহারস্তুষারস্তুহিনং হিমম্। প্রালেয়ং মিহিকা চাথ হিমানী হিমসংহতিঃ ॥" অর্থাৎ হিমবাচক শব্দ—অবশ্যায়, নীহারঃ, তুষার (পুং), তুহিন, হিম, প্রালেয় (ক্লী), মিহিকা (স্ত্রী)।

নিদাঘ-দোষ-প্রসরাঃ—নিদাঘস্য দোষাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ) তেষাং প্রসরাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

দোষাঃ—দুষ্ + ঘঞ্, প্রথমার বহুবচন। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী দুষ্ (to wrong, to be impure) - ধাতুর রূপ—(লট্) দুষ্যতি, (লৃট্) দোক্ষ্যতি, ণিজন্ত—দূষয়তি [চিত্তবিরাগে—দূষয়তি বা দোষয়তি], সন্নন্ত—দুদুক্ষতি, ক্ত—দুষ্টঃ, তুমুন—দোষ্টুম্।

প্রসরঃ—"সংস্তবঃ স্যাৎ পরিচয়ঃ, প্রসরস্তু বিসর্পণম্" ইত্যমরঃ সঙ্কীর্ণবর্গে; অর্থাৎ পরিচয়ের নাম—সংস্তব, পরিচয় (পুং), বিস্তীর্ণ হওয়ার নাম—প্রসর (পুং), বিসর্পণ (ক্লী)। প্র-সৃ + অপ্ (ভাববাচ্যে)।

প্রশান্তাঃ—প্র-শম্ + ক্ত, প্রথমার বহুবচন। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী শম্ (to grow calm, to stop)-ধাতুর রূপ—(লট্) শাম্যতি, (লৃট) শমিষ্যতি, ক্ত্বাচ্—শমিত্বা বা শান্ত্বা, তুমুন—শমিতুম।

"দান্তস্তু দমিতে শান্তঃ শমিতে প্রার্থিতেঽর্দিতঃ।" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে; অর্থাৎ কষ্টসহিষ্ণুর নাম—দান্ত, দমিত; শান্তের নাম—শান্ত, শমিত; যাচিতের নাম—প্রার্থিত, অর্দিত।

বসুধাধিপানাম্—বসুধানাম্ অধিপাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তেষাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। (পৃথিবীবাচক শব্দের জন্য ৬ নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)।

অধিপঃ—অধি-পা + ক, পুং প্রথমার একবচন। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী পা (to protect)—ধাতুর রূপ—(লট্) পাতি, (লৃট্) পাস্যতি, (লুঙ্) অপাৎ; ণিজন্ত—পালয়তি, সন্নন্ত—পিপাসতি, ক্ত—পাতঃ।

"ইভ্য আঢ্যো ধনী, স্বামী ত্বীশ্বরঃ পতিরীশিতা।
অধিভূর্নায়কো নেতা প্রভুঃ পরিবৃঢোঽধিপঃ ॥" ইত্যমরঃ

বিশেষ্যনিঘ্নে প্রাণিবর্গে; অর্থাৎ প্রভুর নাম—স্বামিন্, ঈশ্বর, পতি, ঈশিতৃ, অধিভূ, নায়ক, নেতৃ, প্রভু, পরিবৃঢ়, অধিপ।

যাত্রা—কর্তরি প্রথমা, Verb—স্থিতা। "যাত্রা ব্রজ্যাঽভিনির্যাণং প্রস্থানং গমনং গমঃ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ যাত্রার নাম—যাত্রা, ব্রজ্যা (স্ত্রী), অভিনির্যাণ, প্রস্থান, গমন (ক্লী), গম (পুং)। "যাত্রা স্যাদ্ যাপনে গতৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

হি—অব্যয় (Indeclinable)। "অহহেত্যদ্ভুতে খেদে, হি হেতাববধারণে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

স্থিতা—স্থা + কর্তৃবাচ্যে ক্ত + স্ত্রিয়াম্ আপ্, Adj. to যাত্রা। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী স্থা-ধাতুর রূপ—(লট্) তিষ্ঠতি, (লৃট্) স্থাস্যতি, (লুঙ্) অস্থাৎ, ক্ত্বাচ্—স্থিত্বা, তুমুন্—স্থাতুম্, সন্নন্ত—তিষ্ঠাসতি।

প্রবাসিনঃ—প্র-বস্ + ণিন্ + প্রথমার বহুবচন। To be declined like গুণিন্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী বস্ (to dwell) ধাতুর রূপ—(লট্) বসতি, (লৃট্) বৎস্যতি, তুমুন্—বস্তুম্, ক্ত—উষিতঃ, ক্ত্বাচ্—উষিত্বা।

নরাঃ—কর্তরি প্রথমা, Verb—যান্তি।

স্বদেশান্—স্বেষাং দেশাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ) তান্। কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to যান্তি। (For স্ব see p. 9)

যান্তি—যা + লট্ অন্তি ; অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী যা (to go)—ধাতুর রূপ—(লট্) যাতি, (লৃট্) যাস্যতি, তুমুন্—যাতুম্, ক্ত—যাতঃ, ক্ত্বাচ্—যাত্বা।

Ch. of voice. রজসা প্রশান্তেন....বায়ুনা সহিমেন...নিদাঘ-দোষ-প্রসরৈঃ প্রশান্তৈঃ..যাত্রয়া হি স্থিতয়া, প্রবাসিভিঃ নরৈঃ স্বদেশাঃ যায়ন্তে।

Sl. 4. ক্বচিৎ প্রকাশং ....শান্তমহার্ণবস্য ॥ ৪ ॥

বিশুদ্ধপাঠঃ—ক্বচিৎ প্রকাশম্ ক্বচিৎ অপ্রকাশম্ নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরম্ বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বত-সংনিরুদ্ধম্ রূপম্ যথা শান্তমহার্ণবস্য ॥

Prose-order. যথা শান্তমহার্ণবস্য রূপং ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বত-সংনিরুদ্ধম্ [তথা] প্রকীর্ণাম্বুধরং নভঃ ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং বিভাতি।

Beng. Equivalents. যথা (যেমন) শান্তমহার্ণবস্য (শান্ত সমুদ্রের) রূপম্ (রূপ) ক্বচিৎ ক্বচিৎ (কোথাও) পর্বত-সংনিরুদ্ধম্ (পর্বতের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত) [তথা —সেইরূপ] প্রকীর্ণাম্বুধরম্ (বিক্ষিপ্ত মেঘযুক্ত) নভঃ (আকাশ) ক্বচিৎ (কোথাও) প্রকাশম্ (দৃশ্য) ক্বচিৎ (কোথাও) অপ্রকাশম্ (অদৃশ্য) বিভাতি (শোভা পাইতেছে।

Sans. Equivalents. যথা (যাদৃক্) শান্ত-মহার্ণবস্য (নিস্তরঙ্গ-সমুদ্রস্য) রূপম্ (আকৃতিঃ) ক্বচিৎ ক্বচিৎ (কুত্রচিৎ কুত্রচিৎ) পর্বত-সংনিরুদ্ধম্ (শৈল-প্রতিবদ্ধম্) [তথা (তাদৃক্)] প্রকীর্ণাম্বুধরম্ (প্রক্ষিপ্ত-মেঘমুক্তম্) নভঃ (গগনম্) ক্বচিৎ (কুত্রচিৎ) প্রকাশম্ (দৃশ্যম্) ক্বচিৎ (কুত্রচিৎ) অপ্রকাশম্ (অদৃশ্যম্) বিভাতি (শোভতে)।

Beng. Trans. নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের রূপ যেমন কোথাও কোথাও পর্বতের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, বিক্ষিপ্ত মেঘমুক্ত আকাশ সেইরূপ কোথাও দৃশ্য, কোথাও অদৃশ্যরূপে শোভা পাইতেছে।

Eng. Trans. Somewhere hidden, somewhere open, the sky, covered with clouds, appears like a vast ocean, being encircled here and there with hills. 4

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে পর্বত থাকায় সম্মুখের জলরাশি দেখা যায় না, আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ থাকার জন্য আকাশও সেইরূপ মাঝে মাঝে অদৃশ্য হইয়াছে।

Sans. Expl. বাল্মীকি রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামচন্দ্রো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—শৈল-প্রতিরুদ্ধ-নিস্তরঙ্গ-সমুদ্রবৎ প্রক্ষিপ্ত-মেঘাচ্ছন্নং গগনং ক্বচিৎ দৃশ্যম্ ক্বচিদদৃশ্যমিতি। ৪

Notes

যথা—যদ্+থাল্, অব্যয় (Indeclinable)

শান্ত-মহার্ণবস্য—শান্তঃ মহার্ণবঃ (কর্মধারয়ঃ) তস্য। সম্বন্ধে ষষ্ঠী। শান্তঃ—শম্ +ক্ত, পুং প্রথমার একবচন। (শম্-ধাতুর রূপ—পূর্বশ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

রূপম্—কর্তরি প্রথমা। রূপ is Neuter. Verb—ভবতি (উহ্য)।

ক্বচিৎ—কিম্+অৎ+চিৎ, অব্যয় (Indeclinable); By the rule, 'কিমোঽৎ'।

পর্বত-সংনিরুদ্ধম্—পর্বতেন সংনিরুদ্ধম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

সংনিরুদ্ধম্—সম্-নি-রুধ্+ক্ত, ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচন।

সংনিরুদ্ধম্—কৃত-নিরোধম্, কৃত-গমনাদি-রোধম্, তুলনীয়—জামাতৃযজ্ঞেন বয়ং নিরুদ্ধাঃ, উত্তর-চরিতম্ ১।১১।

প্রকীর্ণাম্বুধরম্—অম্বূনাং ধরাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), প্রকীর্ণাঃ অম্বুধরাঃ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রীহিঃ)।

প্রকীর্ণাঃ—প্র-কৄ+ক্ত, পুং প্রথমার বহুবচন। তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী কৄ (to pour, to scatter)-ধাতুর রূপ—(লট্) কিরতি, (লৃট্) করিষ্যতি বা করীষ্যতি, ণিজন্ত—কারয়তি, সন্নন্ত—চিকরিষতি, ক্ত—কীর্ণঃ, ক্ত্বাচ্—কীর্ত্বা, তুমুন্—করিতুম্ বা করীতুম্।

নভঃ—কর্তরি প্রথমা, নভস্-শব্দ is Neuter, to be declined like পয়স্।

প্রকাশম্—প্র-কাশ্+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচন; Adj. to নভঃ। প্রকাশ may be used as a noun or as an adjective. As noun (প্র-কাশ্ [বা কাশ্+ণিচ্]+ঘঞ্) it means দীপ্তি, শোভা, জ্ঞান, সাদৃশ্য, etc. and an adjective it means সদৃশ, প্রস্ফুটিত, প্রসন্ন, ব্যক্ত, etc.

অপ্রকাশম্—নঞ্-প্র-কাশ্+অচ্, ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচন, adj. to নভঃ। প্রকাশ when adj. means প্রদীপ্ত, সমুজ্জ্বল; তুলনীয়—"বাসাংসি চ প্রকাশানি।" (গোরেশিও-সম্পাদিত রামায়ণ, ৫।৫৫।১০। or "প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ।" (রঘুবংশ ১।৬৮)

বিভাতি—বি-ভা+লট্ তি। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভা (to shine, to appear)-ধাতুর রূপ—(লট্) ভাতি, (লৃট্) ভাস্যতি, ণিজন্ত—ভাপয়তি, সন্নন্ত—বিভাসতি।

Ch. of voice. যথা······রূপেণ······পর্বত-সংনিরুদ্ধেন (তথা) প্রকীর্ণাম্বুধরেণ নভসা ক্বচিৎ প্রকাশেন ক্বচিৎ অপ্রকাশেন নভসা বিভায়তে।

Sl. 5. ব্যামিশ্রিতং সর্জকদম্বপুষ্পৈর্নবং······বহন্তি ॥ ৫ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ব্যামিশ্রিতম্ সর্জকদম্বপুষ্পৈঃ নবম্ জলম্ পর্বতধাতুতাম্রম্।
ময়ূর-কেকাভিঃ অনুপ্রয়াতম্ শৈলাপগাঃ শীঘ্রতরম্ বহন্তি ॥৫

N. B. সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে "সর্বকদম্বপূষ্পৈর্নবং" ছাপা আছে উহা "সর্জকদম্বপুষ্পৈর্নবং" হইবে, 'র্ব' স্থলে 'র্জ' এবং 'পূ' স্থলে 'পু'।

মুদ্রিত তিনটী টীকায়ই 'সর্জ' পাঠ পাওয়া যাইতেছে 'সর্ব' নহে। সর্জ=শালগাছ।

Prose-order. শৈলাপগাঃ সর্জকদম্বপুষ্পৈঃ ব্যামিশ্রিতং পর্বতধাতুতাম্রং ময়ূর-কেকাভিঃ অনুপ্রয়াতং নবং জলং শীঘ্রতরং বহন্তি।

Beng. Equivalents. শৈলাপগাঃ (পর্বত-নদীসমূহ) সর্জ-কদম্ব-পুষ্পৈঃ (শাল ও কদম্বপুষ্পের সহিত) ব্যামিশ্রিতম্ (বিশেষভাবে মিশ্রিত) পর্বত-ধাতু-তাম্রম্ (পর্বতের ধাতু-সমূহের দ্বারা তাম্রবর্ণ) ময়ূরকেকাভিঃ (ময়ূরদের কেকাধ্বনির দ্বারা) অনুপ্রয়াতম্ (প্রতিধ্বনি-যুক্ত) নবম্ (নূতন) জলম্ (জল) শীঘ্রতরং (আরও তাড়াতাড়ি) বহন্তি (বহন করিতেছে)।

Sans. Equivalents. শৈলাপগাঃ (পর্বতসরিতঃ) সর্জ-কদম্বপুষ্পৈঃ (অসন-পুষ্পৈঃ কদম্বপুষ্পৈশ্চ) ব্যামিশ্রিতম্ (সংমিলিতম্) পর্বত-ধাতু-তাম্রং (পর্বতসম্বন্ধি-ধাতুভিঃ গৈরিকাদিভিঃ অরুণবর্ণম্) ময়ূর-কেকাভিঃ (ময়ূরশব্দৈঃ) অনুপ্রয়াতম্ (অনুসৃতম্) নবম্ (নূতনম্) জলম্ (বারি) শীঘ্রতরম্ (দ্রুততরম্) বহন্তি (সমুদ্রং প্রাপয়ন্তি)।

Beng. Trans. পর্বত-নদীসমূহ শাল এবং কদম্ব পুষ্পের সহিত বিশেষভাবে মিশ্রিত পর্বতের ধাতু-সমূহের দ্বারা তাম্রবর্ণ এবং ময়ূরদের কেকাধ্বনির দ্বারা প্রতিধ্বনি-যুক্ত নূতন জল আরও তাড়াতাড়ি বহন করিতেছে।

Eng. Trans. The mountain streams, carrying more quickly new waters mixed with pollens of all sorts of Kadamba flowers, are copper-coloured being in contact with the minerals of the hills and resound with the notes of peacocks.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে—পর্বত-নদীসমূহ নূতন জল পূর্বাপেক্ষা তাড়াতাড়ি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, জলটা পর্বত-ধাতুর সঙ্গে মিশিয়া তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, জলের উপরে শালগাছ, কদম্বগাছের ফুল পড়িয়াছে, আর জলের কুলুকুলু শব্দ ময়ূরের ডাকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। (ফুল-সাজে সাজিয়া, গায়ে রঙ মাখিয়া, গান গাহিতে গাহিতেই যেন পর্বতনদীসমূহ দ্রুততর গতি লাভ করিয়াছে।)

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—পর্বত-সরিতঃ সর্জপুষ্পৈঃ কদম্বপুষ্পৈশ্চ সম্মিলিতং গৈরিকাদিভিররুণবর্ণং ময়ূরশব্দৈরনুসৃতং নূতনং জলং দ্রুততরং সমুদ্রং প্রাপয়ন্তীতি ।।

Notes

শৈলাপগাঃ—শৈলানাম্ অপগাঃ (বা আপগাঃ) (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) "স্রোতস্বিনী দ্বীপবতী স্রবন্তী নিম্নগাপগা" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; "মহীধ্রে শিখরি-ক্ষ্মাভৃদহার্য-পর্বতাঃ। অদ্রি-গোত্র-গিরি-গ্রাবাচল-শৈল-শিলোচ্চয়াঃ ॥" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে, (প্রথম শ্লোকে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অপগাঃ—অপ-গম্+ড (কর্তৃবাচ্যে)+স্ত্রিয়াম্ আপ্, ১মার একবচন।

অপগা=নিম্নগামিনী, সমুদ্রগামিনী (নদী)। আপগা শব্দও আছে।

সর্জকদম্ব-পুষ্পৈঃ—সর্জাশ্চ কদম্বাশ্চ (দ্বন্দ্বঃ) তেষাম্ পুষ্পাণি (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তৈঃ। সর্জ—সৃজ্+অচ্, নির্যাস-ত্যাগকারী, শাল ; তুলনীয়—ঋতুসংহারঃ, ২।১, ১৭

"স্ত্রিয়ঃ সুমনসঃ পুষ্পং প্রসূনং কুসুমং সমম্। মকরন্দঃ পুষ্পরসঃ পরাগঃ সুমনোরজঃ ॥" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে ; অর্থাৎ পুষ্পবাচক—সুমনস্ (বহুবচনান্ত) (স্ত্রী), পুষ্প, প্রসূন, কুসুম (বা কুসুম) (ক্লী) ; মধুবাচক—মকরন্দ [মরন্দ], পুষ্পরস (পুং) ; পুষ্পরেণুবাচক—পরাগ (পুং), সুমনোরজস্ (ক্লী)। সুমনস্-শব্দের একবচনেও ব্যবহার আছে। "সুমনাঃ কুসুমং পুষ্পম্" ইতি নামমালা।

ব্যামিশ্রিতম্—বি-আ-মিশ্র+ক্ত ; ক্লীং প্রথমার একবচন। চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী মিশ্র (to mix, to mingle)-ধাতুর রূপ—(লট্) মিশ্রয়তি।

পর্বত-ধাতু-তাম্রম্—পর্বতানাং ধাতবঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তৈঃ তাম্রম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

ময়ূর-কেকাভিঃ—ময়ূরাণাং কেকাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তাভিঃ। ময়ূর-বোধক শব্দগুলি জানা দরকার—

"ময়ূরো বর্হিণো বর্হী নীলকণ্ঠো ভুজঙ্গভুক্।
শিখাবলঃ শিখী কেকী মেঘনাদানুলাস্যপি॥"

"কেকা বাণী ময়ূরস্য, সমৌ চন্দ্রক-মেচকৌ।" ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে; অর্থাৎ ময়ূরবাচক—ময়ূর, বর্হিণ, বর্হিন্, নীলকণ্ঠ, ভুজঙ্গভুক্, শিখাবল, শিখিন্, কেকিন্, মেঘনাদানুলাসিন্ (পুং), ; কেকা (স্ত্রী) শব্দে ময়ূরের রব বুঝায়, এবং ময়ূরের পুচ্ছস্থ চন্দ্রাকৃতি চিত্রবাচক—চন্দ্রক, মেচক (পুং)।

অনুপ্রয়াতম্—অনু-প্র-যা+ক্ত, ক্লীং প্রথমার একবচন, adj. to জলম্। (যা-ধাতুর রূপ—৩নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

তুলনীয়—"রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ (কুমার-সম্ভবম্ ৩।২৩)

নবম্—adj. to জলম্।

জলম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, obj. to বহন্তি।

"আপঃ স্ত্রী ভূম্নি বার্বারি সলিলং কমলং জলম্।
পয়ঃ কীলালমমৃতং জীবনং ভুবনং বনম্॥
কবন্ধমুদকং পাথঃ পুষ্করং সর্বতোমুখম্।
অম্ভোঽর্ণস্তোয়-পানীয়-নীর-ক্ষীরাম্বু-শম্বরম্॥
মেঘপুষ্পং ঘনরসস্ত্রিষু দ্বে আপ্যমম্ময়ম্।" ইত্যমরঃ বারিবর্গে; অর্থাৎ

জলবাচক শব্দ—অপ্ (স্ত্রী) [বহুবচনান্ত], বার্ (স্ত্রী-ক্লী), বারি, সলিল, কমল, জল, পয়স্, কীলাল, অমৃত, জীবন, ভুবন, বন, কবন্ধ, উদক, পাথস্, পুষ্কর, সর্বতোমুখ, অম্ভস্, অর্ণস্, তোয়, পানীয়, নীর, ক্ষীর, অম্বু, শম্বর, মেঘপুষ্প (ক্লী), ঘনরস (পুং)।

শীঘ্রতরম্—Comparative of শীঘ্র, ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া। শীঘ্র+তরপ্, ২য়ার একবচন।

বহন্তি—বহ্+লট্ অন্তি। ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী বহ্-ধাতুর রূপ—(লট্) বহতি-বহতে, (লৃট্) বক্ষ্যতি-বক্ষ্যতে, ক্ত—ঊঢ়ঃ, ক্ত্বাচ্—ঊঢ্বা, তুমুন্—বোঢ়ুম্। প্র-বহ্ is পরস্মৈপদী—নদী প্রবহতি, by the rule 'প্রাদ্বহঃ'।

Ch. of voice. শৈলাপগাভিঃ······উহ্যতে।

Sl. 6. রসাকুলং ষট্পদ-সংনিকাশং (শং)···বিপক্বম্॥ ৬॥

বিসন্ধিপাঠঃ—রসাকুলম্ ষট্পদ-সংনিকাশম্ প্রভুজ্যতে জম্বুফলম্ প্রকামম্।
অনেকবর্ণম্ পবনাবধূতম্ ভূমৌ পতন্তি আম্রফলম্ বিপক্বম্॥

N.B. সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে 'রসাকূলং' 'ষট্পদ-সংনিকায়ং' ছাপা আছে; উহা 'রসাকুলং' হইবে এবং 'ষট্পদ-সংনিকাশং' হইলে ভাল হয়।

Prose-order. (কালেঽস্মিন্ জনৈঃ) রসাকুলং ষট্পদ-সংনিকাশং জম্বুফলং প্রকামং প্রভুজ্যতে ; পবনাবধূতম্ অনেকবর্ণং বিপক্কম্ আম্রফলম্ (চ) ভূমৌ পততি।

Beng. Equivalents. (এই সময়ে মানুষদের দ্বারা) ষট্পদ-সংনিকাশম্ (ভ্রমরসদৃশ) বসাকুলম্ (রসপূর্ণ) জম্বুফলম্ (জাম) প্রকামং (যথেচ্ছভাবে) প্রভুজ্যতে (ভুক্ত হয়)। (চ—এবং) পবনাবধূতম্ (বায়ু-প্রকম্পিত) অনেকবর্ণম্ (অনেকবর্ণ) বিপক্কম্ (পাকা) আম্রফলম্ (আম) ভূমৌ (মাটীতে) পততি (পড়ে)।

Sans. Equivalents. ষট্পদ-সংনিকাশম্ (ভ্রমর-সদৃশ-বর্ণম্ বা ভৃঙ্গবল্লোলম্) রসাকুলম্ (রসৈর্ব্যাপ্তম্ বা মাধুর্যব্যাপ্তম্) জম্বুফলম্ (জম্ব্বাখ্যং ফলম্) প্রকাশম্ (যথেচ্ছম্, অতিশয়েন) প্রভুজ্যতে (ভক্ষ্যতে)। পবনাবধূতম্ (বায়ুনা কম্পিতম্) অনেকবর্ণম্ (রক্ত-হরিতাদ্যনেকরূপম্) বিপক্কম্ (অতিপক্কম্) আম্রফলম্ (চূতফলম্) ভূমৌ (পৃথিব্যাম্) পততি।

Beng. Trans. (এই সময়ে) (মানুষদের দ্বারা) ভ্রমর-সদৃশ রসপূর্ণ জাম (ফল) যথেচ্ছভাবে ভুক্ত হয়, (এবং) বায়ু-প্রকম্পিত নানাবর্ণ পাকা আম মাটীতে পড়ে।

Eng. Trans. People (in this season) live upon many a sweet rose-apple enjoyed by swarms of (or looking like) bees; and ripe mangoes, of diverse colours, being shaken by the wind, fall on the earth.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে—এই বর্ষাকালে প্রচুর রসাল জাম ও আম হইয়া থাকে, জামগুলি দেখিতে ভ্রমরের মত, আর নানাবর্ণের আমগুলি বাতাসে কাঁপিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বর্ষাসু মানবাঃ ভ্রমর-সদৃশানি রসপূর্ণানি জম্বুফলানি যথেচ্ছং ভুঞ্জতে, বায়ুকম্পিতানি রক্ত-হরিতাদ্যনেকরূপবন্তি আম্রফলানি চ ভূমৌ পতন্তি। ৬

Notes

রসাকুলম্—রসেন আকুলম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

ষট্পদ-সংনিকাশম্— সংনিকাশ=তুল্যবর্ণ-বিশিষ্ট, Adj. ষট্ পদানি যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), ষট্পদস্য সংনিকাশম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) ; এখানে "পূর্ব-সদৃশ-সমোনার্থ-কলহ-নিপুণ-মিশ্র-শ্লক্ষ্ণৈঃ" এই সূত্রানুসারে তৃতীয়া-তৎপুরুষ হইবে না, সদৃশ ও সম-ভিন্ন তুল্যার্থক শব্দযোগে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হইবে। (A Higher Sanskrit Grammar & Composition by Lahiri & Shastri, p. 145 f. n. দ্রষ্টব্য)।

"মধুব্রতো মধুকরো মধুলিণ্ মধুপালিনঃ। দ্বিরেদ-পুষ্পলিড্-ভৃঙ্গ-ষট্পদ-ভ্রমরালয়ঃ" ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে ; অর্থাৎ মধুব্রত প্রভৃতি শব্দ ভ্রমর-বাচক এবং পুংলিঙ্গ।

N. B. "বাচ্যলিঙ্গাঃ সমস্তুল্যঃ সদৃক্ষঃ সদৃশঃ সদৃক্।
সাধারণঃ সমানশ্চ স্যু-রুত্তরপদে স্বমী।
নিভ-সংকাশ-নীকাশ-প্রতীকাশোপমাদয়ঃ।" ইত্যমরঃ শূদ্রবর্গে ; অর্থাৎ সদৃশের নাম—সম, তুল্য, সদৃক্ষ, সদৃশ, সদৃশ্, সাধারণ, সমান (ইহারা বাচ্যলিঙ্গ, অর্থাৎ বিশেষ্যের লিঙ্গানুযায়ী ইহাদের লিঙ্গ হয়), নিভ, সঙ্কাশ, নীকাশ, প্রতীকাশ, উপমা (স্ত্রী) [আদিপদদ্বারা—প্রভ, রূপ, ভূত, সংনিকাশ প্রভৃতি] (ইহারা উপমান-পদের পরস্থিত হইয়া সদৃশার্থ বুঝায়)।

জম্বুফলম্—জম্বোঃ ফলম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)। When Masculine জম্বু means the tree, and when Neuter it means the fruit.

প্রকামম্—ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া, meaning যথেপ্সিতম্।

"কামং প্রকামং পর্যাপ্তং নিকামেষ্টং যথেপ্সিতম্" ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে।

প্রভুজ্যতে—প্র-ভুজ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে, Nom. মানবৈঃ (understood). রুধাদি-গণীয় আত্মনেপদী ভুজ্ (to eat, or enjoy) এবং পরস্মৈপদী ভুজ্ (to protect)-ধাতুর রূপ—(লট্) ভুঙ্‌ক্তে-ভুনক্তি, (লৃট্) ভোক্ষ্যতে-ভোক্ষ্যতি, ক্তাচ্—ভুক্ত্বা, তুমুন্—ভোক্তুম্, ক্ত—ভুক্তঃ।

পবনাবধূতম্—পবনেন অবধূতম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)। অবধূতম্—অব-ধূ+ক্ত, ক্লীং প্রথমার একবচন। ধূ-ধাতু (to shake) স্বাদিগণীয় বা ক্র্যাদিগণীয় হইতে পারে, উভয়ত্রই উভয়পদী, রূপ—(লট্) ধুনোতি-ধুনুতে-ধুনাতি-ধুনীতে, (লৃট্) ধোষ্যতি-ধোষ্যতে, ধবিষ্যতি-ধবিষ্যতে ; ক্ত—ধূতঃ or ধূনঃ, ক্তাচ্—ধূন, তুমুন্—ধোতুম্।

Synonyms of পবনঃ—

"শ্বসনঃ স্পর্শনো বায়ুর্মাতরিশ্বা সদাগতিঃ।
পৃষদশ্বো গন্ধবহো গন্ধবাহানিলাশুগাঃ ॥
সমীর-মারুত-মরুজ্জগৎপ্রাণ-সমীরণাঃ।
নভস্বদ্বাত-পবন-পবমান-প্রভঞ্জনাঃ ॥" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে।

অনেকবর্ণম্—ন একঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ) ['নঞ্', 'নলোপো নঞঃ', 'তস্মান্নুডচি' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে এই পদটি সিদ্ধ হয়। (H S G C., p. 155)' অনেকে বর্ণাঃ যস্য তৎ (বহুব্রীহিঃ)। "বর্ণো দ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ বর্ণস্তু বাক্ষরে।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। অর্থাৎ বর্ণ—ব্রাহ্মণাদি, শুক্লাদি, স্তব (পুং), অক্ষর (পুং-ক্লী)।

বিপক্বম্—বি-পচ্+ক্ত, ক্লীং ১মার একবচন। 'পচো বঃ' এই সূত্রানুসারে পচ্-ধাতুর পরবর্তী ক্ত ও ক্তবতু-প্রত্যয়স্থিত ত-কার ব-কার হয়।

আম্রফলম্—আম্রস্য ফলম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)। আম্র—When Masculine it means the mango-tree, and when Neuter it means the fruit—আম্রঃ বৃক্ষঃ, but আম্রং ফলম্।

ভূমৌ—অধিকরণে সপ্তমী, ভূমি is Fem. to be derived like মতি। Opt. form ভূম্যাম্। Synonyms of ভূমি—

"ভূর্ভূমিরচলানন্তা রসা বিশ্বম্ভরা স্থিরা।
ধরা ধরিত্রী ধরণিঃ ক্ষোণির্জ্যা কাশ্যপী ক্ষিতিঃ ॥
সর্বংসহা বসুমতী বসুধোর্বী বসুন্ধরা।
গোত্রা কুঃ পৃথিবী পৃথ্বী ক্ষ্মাঽবনির্মেদিনী মহী ॥
[বিপুলা গহ্বরী ধাত্রী গৌরিলা কুম্ভিনী ক্ষমা।
ভূতধাত্রী রত্নগর্ভা জগতী সাগরাম্বরা]" ইত্যমরঃ ভূমিবর্গে,

অর্থাৎ পৃথিবী-বাচক শব্দ—ভূ, ভূমি, অচলা, অনন্তা, রসা, বিশ্বম্ভরা, স্থিরা, ধরা, ধরিত্রী, ধরণি, ক্ষোণী, জ্যা, কাশ্যপী, ক্ষিতি, সর্বংসহা, বসুমতী, বসুধা, উর্বী, বসুন্ধরা. গোত্রা, কু, পৃথিবী, পৃথ্বী, ক্ষ্মা, অবনি, মেদিনী, মহী (স্ত্রী)।

পততি—পত্+লট্ তি;

Ch. of voice. (কালেঽস্মিন্ জনাঃ) ……প্রভুজ্যতে, পবনাবধূতেন অনেক-বর্ণেন বিপক্বেন আম্রফলেন (চ)……পত্যতে।

Sl. 7. বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ……সংযুগস্থাঃ ॥ ৭ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—বিদ্যুৎ-পতাকাঃ স-বলাক-মালাঃ শৈলেন্দ্র-কূটাকৃতি-সন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদাঃ মত্তাঃ গজেন্দ্রাঃ ইব সংযুগস্থাঃ ॥

Prose-order. বিদ্যুৎ-পতাকাঃ স-বলাক-মালাঃ শৈলেন্দ্র-কূটাকৃতি-সন্নিকাশাঃ সমুদীর্ণনাদাঃ মেঘাঃ সংযুগস্থাঃ মত্তাঃ গজেন্দ্রাঃ ইব গর্জন্তি। ৭

Beng. Equivalents. বিদ্যুৎ-পতাকাঃ (বিদ্যুৎ যাহার নিশানের মত) স-বলাক-মালাঃ (মালারূপ সারস-সমূহ-যুক্ত) শৈলেন্দ্র-কূটাকৃতি-সন্নিকাশাঃ (হিমালয়-পর্বত-শিখরের আকৃতির তুল্য আকৃতি যাহাদের) সমুদীর্ণনাদাঃ (অতিগম্ভীর-শব্দকারী) মেঘাঃ (মেঘসমূহ) সংযুগস্থাঃ (যুদ্ধক্ষেত্রস্থ) মত্তাঃ (মত্ত) গজেন্দ্রাঃ ইব (শ্রেষ্ঠ গজসমূহের ন্যায়) গর্জন্তি (গর্জন করিতেছে)।

Sans. Equivalents. বিদ্যুৎ-পতাকাঃ (তড়িৎ-পতাকাঃ, বিদ্যুতঃ পতাকা ইব যেষাং তে) স-বলাক-মালাঃ (বলাক-পঙ্‌ক্তি-সহিতাঃ) শৈলেন্দ্র-কূটাকৃতি-সন্নিকাশাঃ (হিমালয়-শিখরাকৃতয়ঃ) মেঘাঃ (বলাহকাঃ) সমুদীর্ণনাদাঃ (অতিগম্ভীর-শব্দাঃ) সংযুগস্থাঃ (যুদ্ধব্যাপৃতাঃ) মত্তাঃ (উন্মত্তাঃ) গজেন্দ্রাঃ ইব (শ্রেষ্ঠগজবৎ) গর্জন্তি (শব্দং কুর্বন্তি)।

Beng. Trans. বিদ্যুৎ যাহার নিশানের মত, মালারূপ সারসসমূহ-যুক্ত এবং হিমালয়-পর্বতের শিখরের আকৃতির তুল্য আকৃতি যাহাদের এমন অতি-গম্ভীর-শব্দকারী মেঘসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রস্থ মত্ত গজেন্দ্রের মত গর্জন করিতেছে।

Eng. Trans. The clouds, resembling the summits of a mountain, having lightnings for pennons and cranes for garlands, are muttering like infuriated roaring elephants in a field of battle.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, যুদ্ধোন্মত্ত হস্তীগুলি যেমন গর্জন করিতে থাকে বিশালকায় মেঘগুলিও সেইরূপ শব্দ করিতেছে। বিদ্যুৎ ও বলাকাসমূহ মেঘের সঙ্গে দেখা যাইতেছে। যুদ্ধের হস্তীগুলি বিশালকায়, পতাকা-শোভিত ও মাল্যাদি-সজ্জিত থাকে, বিশালকায় মেঘগুলির পতাকা হইতেছে বিদ্যুৎ, আর মালা হইতেছে বলাকাশ্রেণী।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—রণোন্মত্তা গজা মাল্য-পতাকাদি-শোভিতা যথা গর্জন্তি বিশালকায়া মেঘা অপি বিদ্যুদ্বলাকা-সহিতাস্তথৈব গর্জন্তীতি। ৭

Notes

বিদ্যুৎ-পতাকাঃ—বিদ্যুতঃ পতাকা ইব যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ); "শম্পা-শতহ্রদা-হ্রাদিন্যৈরাবত্যঃ ক্ষণপ্রভা। তড়িৎ সৌদামনী বিদ্যুচ্চঞ্চলা চপলা অপি॥" ইত্যমরঃ দিগ্বর্গে, অর্থাৎ বিদ্যুতের নাম—শম্পা, শতহ্রদা, হ্রাদিনী, ঐরাবতী, ক্ষণপ্রভা, তড়িৎ, সৌদামনী (বা সৌদামিনী), বিদ্যুৎ, চঞ্চলা, চপলা (স্ত্রী)।

পতাকা—"পতাকা বৈজয়ন্তী স্যাৎ কেতনং ধ্বজমস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ;

স-বলাক-মালাঃ—বলাকানাং মালাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), বলাকমালাভিঃ সহ (বহুব্রীহিঃ)। "তেন সহেতি তুল্যযোগে" সূত্রানুসারে। Adj to মেঘাঃ।

বলাকা—"শরারিরাটি-রাড়িশ্চ বলাকা বিসকণ্ঠিকা" ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে ; অর্থাৎ শরাল (শরাইল) পক্ষীর নাম—শরারি, আটি, আড়ি (পুং) এবং ক্ষুদ্র বকবাচক (সাধারণতঃ কালীবক বলে)—বলাকা, বিসকণ্ঠিকা (স্ত্রী)।

শৈলেন্দ্র-কূটাকৃতি-সন্নিকাশাঃ—শৈলেষু ইন্দ্রঃ (সপ্তমী-তৎপুরুষঃ) অথবা শৈলঃ ইন্দ্র ইব ('উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে' ইতি উপমিত-কর্মধারয়ঃ), শৈলেন্দ্রস্য কূটাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তেষাম্ আকৃতয়ঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তাসাম্ সন্নিকাশাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) ; Adj. to মেঘাঃ।

N. B. ইন্দ্র-বোধক "ইন্দ্রো মরুত্বান্ মঘবা বিড়োজাঃ পাকশাসনঃ" প্রভৃতি অমরকোষধৃত বহু নামের মধ্যে—মরুত্বান্, মঘবা, পাকশাসন, পুরুহূত, পুরন্দর, শক্র, জিষ্ণু, শতমন্যু, গোত্রভিদ্, বজ্রী, বাসব, বৃত্রহা, সুরপতি, শচীপতি, তুরাষাট্, মেঘবাহন, আখণ্ডল, সহস্রাক্ষ এই নামগুলিই বেশী প্রচলিত।

কূট—It is Masc. or Neuter. "মায়া-নিশ্চল-যন্ত্রেষু কৈতবানৃত-রাশিষু।
অয়োঘনে শৈলশৃঙ্গে সীরাঙ্গে কূটমস্ত্রিয়াম্॥"

ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ কূটশব্দে—মায়া অর্থাৎ ইন্দ্রজালাদি বিদ্যা, নিশ্চল, (মৃগবন্ধন-যন্ত্র), কপট, মিথ্যা রাশি, হাতুড়ি, পর্বতশৃঙ্গ, বা লাঙ্গলাগ্র (পুং-ক্লী)।

শৈল—"মহীধ্রে শিখরি-ক্ষ্মাভৃদহার্য-ধর-পর্বতাঃ। অদ্রি-গোত্র-গিরি-গ্রাবাচল-শৈল-শিলোচ্চয়াঃ।" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে ; অর্থাৎ মহীধ্র-প্রভৃতি পর্বত-বোধক।

সমুদীর্ণ-নাদাঃ—সমুদীর্ণঃ নাদঃ যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ)। উদীর্ণ=উচ্চারিত, উৎ-ঋ + ক্ত। ঋ-ধাতু (দীর্ঘ ঋ) ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী—(লট্) ঋণাতি, (লৃট্) অরিষ্যতি বা অরীষ্যতি, ক্ত—ঈর্ণঃ।

"শব্দে নিনাদ-নিনদ-ধ্বনি-ধ্বান-রব-স্বনাঃ।
স্বান-নির্ঘোষ-নির্হ্রাদ-নাদ-নিস্বান-নিস্বনাঃ॥
আরবারাব-সংরাব-বিরাবাঃ……"। ইত্যমরঃ শব্দাদিবর্গে ;

অর্থাৎ সামান্য শব্দের নাম—শব্দ, নিনাদ, নিনদ, ধ্বনি, ধ্বান, রব, স্বন, স্বান, নির্ঘোষ, নির্হ্রাদ, নাদ, নিস্বান, নিস্বন, আরব, আরাব, সংরাব, বিরাব (পুং)।

মেঘাঃ—(মেঘবাচক বিভিন্ন শব্দের জন্য এই অংশটির ১নং শ্লোকের Note. দ্রষ্টব্য) কর্তরি প্রথমা, Verb গর্জন্তি।

সংযুগস্থাঃ—সংযুগ (পুং)=যুদ্ধ, "সংপ্রহারাভিসংপাত-কলি-সংস্ফোট-সংযুগাঃ", ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে, সংপ্রহার প্রভৃতি শব্দ যুদ্ধবাচক।

মত্তাঃ—মদ্+ক্ত, প্রথমার বহুবচন। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী মদ্-ধাতুর (to be intoxicated, proud or glad) রূপ—(লট্) মাদ্যতি, (লৃট্) মদিষ্যতি ক্তাচ্-মদিত্বা। N. B. মদয়তি (gladdens), মাদয়তি (intoxicates).

গজেন্দ্রাঃ—গজঃ ইন্দ্র ইব ('উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে' ইতি উপমিত-কর্মধারয়ঃ) অথবা গজেষু ইন্দ্রঃ (সপ্তমী-তৎপুরুষঃ), প্রথমার বহুবচনে।

"দন্তী দন্তাবলো হস্তী দ্বিরদোঽনেকপো দ্বিপঃ।
মতঙ্গজো গজো নাগঃ কুঞ্জরো বারণঃ করী॥
ইভঃ স্তম্বেরমঃ পদ্মী, যূথনাথস্তু যূথপঃ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে;

অর্থাৎ গজবাচক শব্দ—দন্তিন্, দন্তাবল, হস্তিন্, দ্বিরদ, অনেকপ, দ্বিপ, মতঙ্গজ, গজ, নাগ, কুঞ্জর, বারণ, করিন্, ইভ, স্তম্বেরম, পদ্মিন্ (পুং); দলের প্রধান হস্তীর নাম—যূথনাথ, যূথপ (পুং)।

ইব—অব্যয় (Indeclinable), "ব বা যথা তথেবৈবং সাম্যেঽহো হী চ বিস্ময়ে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে; অর্থাৎ ব, বা, যথা, তথা, ইব, এবম্—ইহারা সাম্য বা সাদৃশ্য-বোধক।

গর্জন্তি—গর্জ্+লট্ অন্তি। Nom.—গজেন্দ্রাঃ। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী গর্জ্ (to roar)-ধাতুর রূপ—(লট্) গর্জতি, (লৃট্) গর্জিষ্যতি, ণিজন্ত—গর্জয়তি, সন্নন্ত—জিগর্জিষতি, যঙন্ত—জাগর্জ্যতে, ক্ত—গর্জিতঃ, ক্তাচ্—গর্জিত্বা, তুমুন্—গর্জিতুম্। চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী গর্জ্ (to sound)-ধাতুও আছে— গর্জয়তি।

Ch. of voice. বিদ্যুৎ-পতাকৈঃ সবলাক-মালৈঃ শৈলেন্দ্র-কূটাকৃতি-সন্নিকাশৈঃ সমুদীর্ণনাদৈঃ মেঘৈঃ সংযুগস্থৈঃ মত্তৈঃ গজেন্দ্রৈঃ ইব গর্জ্যতে। ৭

Sl. 8. বর্ষোদকাপ্যায়িত-শাদ্বলানি......বিভান্তি॥ ৮॥

বিসন্ধিপাঠঃ—বর্ষোদকাপ্যায়িত-শাদ্বলানি প্রবৃত্ত-নৃত্তোৎসব-বর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্ট-বলাহকানি পশ্য অপরাহ্নেষু অধিকম্ বিভান্তি॥

N. B. সংস্কৃত্য-সাহিত্য-সংগ্রহে 'নৃত্যোৎসব' ছাপা আছে, মুদ্রিত টীকাগুলিতে 'নৃত্তোৎসব' পাঠ আছে, উহাই সঙ্গত।

Prose-order. পশ্য, নির্বৃষ্ট-বলাহকানি বর্ষোদকাপ্যায়িত-শাদ্বলানি প্রবৃত্ত-নৃত্তোৎসব-বর্হিণানি বনানি অপরাহ্নেষু অধিকং বিভান্তি। ৮।

Beng. Equivalents. পশ্য (দেখ), নির্বৃষ্টবলাহকানি (নিঃশেষে-কৃতবর্ষণ মেঘসমূহ যেখানে) বর্ষোদকাপ্যায়িত-শাদ্বলানি (বর্ষাজল-পুষ্ট-নবতৃণদ্বারা হরিদ্বর্ণ) প্রবৃত্ত-নৃত্তোৎসব-বর্হিণানি (ময়ূরেরা নৃত্তোৎসব আরম্ভ করিয়াছে যেখানে)

বনানি (বনসমূহ) অপরাহ্ণেষু (বিকাল-বেলা) অধিকং (বেশী) বিভাতি (শোভা পাইতেছে)।

Sans. Equivalents. পশ্য (আলোকয়), নির্বৃষ্ট-বলাহকানি (বর্ষুক-মেঘ-যুক্তানি) বর্ষোদকাপ্যায়িত-শাদ্বলানি (বর্ষাজল-প্রবৃদ্ধ-নব-তৃণ-যুক্তানি) প্রবৃত্ত-নৃত্তোৎসব-বর্হিণানি (নৃত্তোৎসব-ব্যাপৃত-ময়ূরাণি) বনানি (অরণ্যানি) অপরাহ্ণেষু (দিনান্তেষু) অধিকম্ বিভান্তি (শোভন্তে)।

Beng. Trans. ঐ দেখ, বর্ষণশীল-মেঘযুক্ত বর্ষাজল-পুষ্ট-নবতৃণদ্বারা হরিদ্বর্ণ এবং আরব্ধ-নৃত্তোৎসব-ময়ূরযুক্ত বনসমূহ অপরাহ্ণে বেশী শোভা পাইতেছে।

Eng. Trans. Just see, the forest-lands, having their green pastures growing by the waters of the rains, with peacocks engaged in dancing all around with joy, and clouds discharging their watery volumes, are appearing more graceful in the afternoon.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, বর্ষা-সমাগমে বনগুলি বৈকালবেলা বেশী শোভা পাইতেছে —মেঘগুলি হইতে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে, ঘাসগুলি বেশ তাজা হইয়া উঠিয়াছে এবং ময়ূরগুলি নৃত্ত করিতেছে।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বর্ষাসু বর্ষুক-মেঘ-যুক্তানি বর্ষাজলপ্রবৃদ্ধ-নবতৃণযুক্তানি নৃত্তোৎসব-ব্যাপৃত-ময়ূরাণি বনানি অপরাহ্ণেষু অধিকং শোভন্তে ইতি। ৮।

Notes

পশ্য—দৃশ্+লোট্ হি ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী দৃশ্-ধাতুর (to see) রূপ—(লট্) পশ্যতি, (লৃট্) দ্রক্ষ্যতি, ক্ত—দৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দৃষ্ট্বা, তুমুন্—দ্রষ্টুম্। সন্—দিদৃক্ষতে (আত্মনেপদ by "জ্ঞা-শ্রু-স্মৃ-দৃশাং সনঃ")

নির্বৃষ্ট-বলাহকানি—নিঃশেষেণ বৃষ্টাঃ ('কু-গতি-প্রাদয়ঃ', 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' এই সূত্রানুসারে) (গতি-তৎপুরুষঃ) নির্বৃষ্টাঃ বলাহকাঃ যত্র (বহুব্রীহিঃ) তানি। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী বৃষ্ (to rain)-ধাতুর রূপ—(লট্) বর্ষতি, (লৃট্) বর্ষিষ্যতি, ণিজন্ত—বর্ষয়তি, সন্নন্ত—বিবর্ষিষতি, ক্ত্বাচ্—বর্ষিত্বা বা বৃষ্ট্বা। চুরাদিগণীয় বৃষ্—বর্ষয়তি।

"অভ্রং মেঘো বারিবাহঃ স্তনয়িত্নুর্বলাহকঃ" ইত্যমরঃ দিগ্বর্গে। তুলনীয়—'নির্বৃষ্ট-লঘুভির্মেঘৈঃ' (রঘুবংশম্, ৫।১৫)

বর্ষোদকাপ্যায়িত-শাদ্বলানি—বর্ষাণামুদকানি (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তৈঃ আপ্যায়িতানি (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ), তাদৃশানি শাদ্বলানি যস্মিন্ (বহুব্রীহিঃ) তানি ; "আপঃ স্ত্রী

ভূরি বার্বারি সলিলং কমলং জলম্। পয়ঃ কীলালমমৃতং জীবনং ভুবনং জলম্। কবন্ধমুদকং পাথঃ পুষ্করং সর্বতোমুখম্। অম্ভোঽর্ণস্তোয়-পানীয়-নীর-ক্ষীরাম্বু-শম্বরম্॥ মেঘপুষ্পং ঘনরসস্ত্রিষু দ্বে আপ্যমম্ময়ম্।" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ জলবাচক—অপ্ (স্ত্রী) [বহুবচনান্ত], বার্ (স্ত্রী-ক্লী), বারি, সলিল, কমল, জল, পয়স্, কীলাল, অমৃত, জীবন, ভুবন, বন, কবন্ধ, উদক, পাথস্, পুষ্কর, সর্বতোমুখ, অম্ভস্, অর্ণস্, তোয়, পানীয়, নীর, ক্ষীর,. অম্বু, শম্বর, মেঘপুষ্প (ক্লী), ঘনরস (পুং)।

"শাদ্বলঃ শাদ-হরিতে সজম্বালে তু পঙ্কিলঃ" ইত্যমরঃ ভূমিবর্গে ; অর্থাৎ নবতৃণ-দ্বারা হরিদ্বর্ণীকৃত স্থানের নাম—শাদ্বল (ত্রিলিঙ্গ), কর্দমযুক্ত স্থানবাচক—পঙ্কিল (ত্রি)।

প্রবৃত্ত-নৃত্তোৎসব-বর্হিণানি—বর্হিণ is অকারান্ত পুংলিঙ্গ, to be declined like নর। নৃত্তস্য উৎসবঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), প্রবৃত্তঃ নৃত্তোৎসবঃ যৈঃ তে (বহুব্রীহিঃ), তাদৃশাঃ বর্হিণাঃ যস্মিন্ (বহুব্রীহিঃ) তানি। (*N. B.* বর্হিণ is অকারান্ত)

নৃত্তম্—"তাণ্ডবং নটনং নাট্যং লাস্যং নৃত্যং চ নর্তনে" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে ; অমরকোষে নৃত্য-অর্থেই তাণ্ডব-প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় বলা থাকিলেও, উহাতে পার্থক্য আছে। যথা—"অন্যদ্ভাবাশ্রিতং নৃত্তং নৃত্যং তাললয়াশ্রিতম্। উদ্ধতং তাণ্ডবং প্রোক্তং লাস্যন্তু সুকুমারকম্॥" ইতি দশরূপকে।

Q. What is the difference between নৃত্য and নৃত্ত ?

Ans. নৃত্য = তাল-লয়াশ্রিত নর্তন। নৃত্ত—ভাবাশ্রিত নর্তন।

উৎসবঃ—"...ক্ষণ উদ্ধর্ষোমহ উদ্ধব উৎসবঃ" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে ; অর্থাৎ উৎসববাচক—ক্ষণ, উদ্ধর্ষ, মহ, উদ্ধব, উৎসব (পুং)।

বর্হিণঃ—"ময়ূরো বর্হিণো বর্হী নীলকণ্ঠো ভুজঙ্গভুক্। শিখাবলঃ শিখী কেকী মেঘনাদানুলাস্যপি"। ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে ; অর্থাৎ ময়ূরবাচক— ময়ূর, বর্হিণ, বর্হিন্, নীলকণ্ঠ, ভুজঙ্গভুক্, শিখাবল, শিখিন্, কেকিন্, মেঘনাদানুলাসিন্ (পুং)।

প্রবৃত্তঃ—প্র-বৃৎ + ক্ত, ১মা ১ব. ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী বৃৎ (to exist, to live on) ধাতুর রূপ—(লট্) বর্ততে, (লৃট্) বর্ৎস্যতি বা বর্তিষ্যতে, ণিজন্ত—বর্তয়তি, সন্নন্ত—বিবর্তিষতে বা বিবৃৎসতি ("বৃদ্ভ্যঃ স্যসনোঃ" সূত্রানুসারে লৃট্ ও সন্নন্ত-স্থলে বিকল্প পরস্মৈপদ) ক্ত—বৃত্তঃ, ক্ত্বাচ্—বৃত্ত্বা, তুমুন্—বর্তিতুম্।

বনানি—কর্তরি প্রথমা, Neuter প্রথমার বহুবচন। Nom. to বিভান্তি। "অটব্যরণ্যং বিপিনং গহনং কাননং বনম্" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে।

অপরাহ্ণেষু—অধিকরণে ৭মী ; অপরম্ অহ্নঃ (একদেশি-তৎপুরুষঃ) তেষু। সমাসান্ত অচ্ by the rule 'অহোঽহ্ন এতেভ্যঃ', ণত্ব by the rule 'অহ্নোঽদন্তাৎ'।

অর্থাৎ সংখ্যাবাচক, অব্যয়, সর্ব, একদেশবাচক ও সংখ্যাত-শব্দের পরবর্তী অহন্-শব্দের উত্তর অচ্ হয় এবং উভয়ে মিলিয়া অহ্ন হয়। যথা—দ্ব্যহ্নঃ, অত্যহ্নঃ, সর্বাহ্ণঃ, পূর্বাহ্ণঃ, সংখ্যাতাহ্নঃ। সমাসে অকারান্ত পূর্বপদস্থিত ষ, র ও ষ এর পরবর্তী অহ্ন-শব্দের ন-স্থানে মূর্ধন্য ণ হয়।

N. B. মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন বানানে দন্ত্য 'ন', কিন্তু পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ বানানে মূর্ধন্য 'ণ' 'হ' এর নীচে থাকে।

অধিকম্—ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া।

বিভান্তি—বি-ভা+লট্ অন্তি। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভা-ধাতুর (to shine, to appear) রূপ—(লট্) ভাতি, (লৃট্) ভাস্যতি, ক্ত—ভাতঃ, তুমুন্—ভাতুম্।

Ch. of voice. দৃশ্যতাম্, নির্বৃষ্ট-বলাহকৈঃ বর্ষোদকাপ্যায়িত-শাদ্বলৈঃ প্রবৃত্ত-নৃত্তোৎসব-বর্হিণৈঃ বনৈঃ············বিভায়তে। ৮।

Sl. 9. সমুদ্বহন্তং সলিলাতিভারং······প্রয়ান্তি ॥ ৯ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারম্ বলাকিনঃ বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাম্ বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি ॥

N. B. সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে 'সমুদ্বহন্তং' ছাপা আছে, উহা 'সমুদ্বহন্তঃ' হইবে। 'ং' স্থলে 'ঃ'।

Prose-order. বলাকিনঃ নদন্তঃ বারিধরাঃ সলিলাতিভারং সমুদ্বহন্তঃ মহীধরাণাং মহৎসু শৃঙ্গেষু বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি।

Beng. Equivalents. বলাকিনঃ (ক্ষুদ্রজাতীয় বকের শ্রেণীযুক্ত) নদন্তঃ (গর্জন করিতেছে এমন) বারিধরাঃ (মেঘসমূহ) সলিলাতিভারম্ (জলের অতিরিক্ত ভার) সমুদ্বহন্তঃ (সম্যক্‌রূপে ঊর্ধ্বে বহন করিতেছে যাহারা) মহীধরাণাম্ (পর্বতগুলির) মহৎসু শৃঙ্গেষু (বৃহৎ শিখরসমূহে) বিশ্রম্য বিশ্রম্য (বার বার বিশ্রাম করিয়া) পুনঃ (আবার) প্রয়ান্তি (যায়)।

Sans. Equivalents. বলাকিনঃ (বক-পঙ্‌ক্তিযুক্তাঃ) নদন্তঃ (গর্জন্তঃ) বারিধরাঃ (মেঘাঃ) সলিলাতিভারম্ (জলরূপভারম্) সমুদ্বহন্তঃ (ঊর্ধ্বং সংবহন্তঃ) মহীধরাণাম্ (পর্বতানাম্) মহৎসু শৃঙ্গেষু (উচ্চশিখরেষু) বিশ্রম্য বিশ্রম্য (পুনঃ পুনঃ বিশ্রম্য) প্রয়ান্তি (গচ্ছন্তি)।

Eng. Trans. (In this season) clouds, surrounded by cranes and heavily laden with water, are constantly moving, sometimes resting on the high summits of the mountains and emitting a muttering sound.

Beng. Trans. বলাকা-শ্রেণীযুক্ত গর্জনকারী মেঘসমূহ ঊর্ধ্বে জলভার বহন করিতে করিতে পর্বতদিগের উচ্চশিখরসমূহে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিয়া গমন করিতেছে।

Beng Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, জলভার বহন করিয়া মেঘের পক্ষে ঊর্ধ্বে বিচরণ করা খুব কষ্টকর হইতেছে, তাই সে পর্বতশৃঙ্গে মাঝে মাঝে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতেছে। (ভার বহন করিতে কষ্ট হইতেছে বলিয়াই মেঘ মাঝে মাঝে কষ্টজ্ঞাপক শব্দ করিয়া চলিয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে)।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বকপঙ্‌ক্তি-যুক্তা গর্জন্তো মেঘা জলরূপভারম্ ঊর্দ্ধং সংবহন্তঃ পর্বতানামুচ্চশিখরেষু পুনঃ পুনঃ বিশ্রম্য গচ্ছন্তীতি।

Notes

বলাকিনঃ—বলাকা+ণিন্, প্রথমার বহুবচন।

"শরারিরাটিরাড়িশ্চ বলাকা বিসকণ্ঠিকা" ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে ; অর্থাৎ শরাল (শরাইল) পক্ষীর নাম—শরারি, আটি, আড়ি (পুং), ক্ষুদ্র বকবাচক (কালীবক) —বলাকা, বিসকণ্ঠিকা (স্ত্রী)।

নদন্তঃ—নদ্+শতৃ, প্রথমার বহুবচন। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী নদ্-ধাতুর (to make an ariticulate sound) রূপ—(লট্) নদতি, (লৃট্) নদিষ্যতি, ক্ত—নদিতঃ।

বারিধরাঃ—বারীণাং ধরাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) [মেঘবাচক শব্দের নাম প্রথম শ্লোকে দ্রষ্টব্য]

সলিলাতি-ভারম্—অতিশয়িতঃ ভারঃ (প্রাদি-তৎপুরুষঃ) সলিলস্য অতিভারঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তম্। (জলবাচক শব্দের জন্য ৫নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভারঃ—ভৃ +ঘঞ্ কর্মবাচ্যে ;=বোঝা (burden), তুলনীয়—কাষ্ঠভারম্ in রামায়ণ, ১।৪।১২, and আপীনভারঃ in রঘুবংশম্, ২।১৮।

সমুদ্বহন্তঃ—সম্-উৎ-বহ্+শতৃ, প্রথমার বহুবচন। ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী বহ্-ধাতু (to carry, to bear along, to flow) (লট্) বহতি-বহতে, (লৃট্) বক্ষ্যতি-বক্ষ্যতে, ক্ত—ঊঢ়ঃ, ক্ত্বাচ্—ঊঢ়্বা, তুমুন্—বোঢ়ুম্।

মহীধরাণাম্—মহ্যাঃ ধরাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তেষাম্। [পর্বতবাচক শব্দের নাম প্রথম শ্লোকে দ্রষ্টব্য]

মহৎসু—adj. to শৃঙ্গেষু।

শৃঙ্গেষু—অধিকরণে সপ্তমী। শৃঙ্গ is Neuter. "শৃঙ্গং প্রাধান্য-সান্বোশ্চ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ শৃঙ্গ—প্রাধান্য, পর্বতের একদেশ বা পশুর অঙ্গবিশেষ।

বিশ্রম্য—বি-শ্রম্+ল্যপ্। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী শ্রম্-ধাতুর (to take pains, to mortify, to be fatigued), রূপ—(লট্) শ্রাম্যতি, (লৃট্) শ্রমিষ্যতি, ক্ত—শ্রান্তঃ, তুমুন্—শ্রমিতুম্, ক্ত্বাচ্—শ্রমিত্বা বা শ্রান্ত্বা।

পুনঃ—অব্যয় (Indeclinable)

প্রযান্তি—প্র-যা+লট্ অন্তি। Nom. বারিধরাঃ। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী যা-ধাতুর (to go) রূপ—(লট্) যাতি, (লৃট্) যাস্যতি, ক্ত—যাতঃ, ক্ত্বাচ্—যাত্বা, তুমুন্—যাতুম্।

Ch. of Voice. বলাকিভিঃ নদদ্ভিঃ বারিধরৈঃ সলিলাতিভারং সমুদ্বহদ্ভিঃ...... পুনঃ প্রযায়তে।

Sl. 10. নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি....প্রিয়মভ্যুপৈতি ॥ ১০ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—নিদ্রা শনৈঃ কেশবম্ অভ্যুপৈতি দ্রুতম্ নদী সাগরম্ অভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি কান্তা সকামা প্রিয়ম্ অভ্যুপৈতি ॥

Prose-order. (কালেঽস্মিন্) নিদ্রা শনৈঃ কেশবম্ অভ্যুপৈতি, নদী দ্রুতং সাগরম্ অভ্যুপৈতি, হৃষ্টা বলাকা ঘনম্ অভ্যুপৈতি, সকামা কান্তা (চ) প্রিয়ম্ অভ্যুপৈতি।১০

Beng. Equivalents. (এই সময়ে) নিদ্রা (ঘুম) শনৈঃ (ধীরে ধীরে) কেশবম্ (নারায়ণের নিকটে) অভ্যুপৈতি (আসে), নদী (নদী) দ্রুতম্ (তাড়াতাড়ি) সাগরম্ (সমুদ্রের নিকটে) অভ্যুপৈতি (আসে), হৃষ্টা (আনন্দিত) বলাকা (ক্ষুদ্র-বকশ্রেণী) ঘনম্ (মেঘের নিকটে) অভ্যুপৈতি (আসে), সকামা (কামাসক্ত) কান্তা (স্ত্রী) প্রিয়ম্ (প্রিয়ের নিকটে) অভ্যুপৈতি (আসে)।

Sans. Equivalents. নিদ্রা (সুপ্তিঃ) শনৈঃ (অদ্রুতম্) কেশবম্ (গুড়াকেশং নারায়ণম্) অভ্যুপৈতি (প্রাপ্নোতি), নদী (স্রোতস্বতী) দ্রুতম্ (শীঘ্রম্) সাগরম্ (সিন্ধুম্) অভ্যুপৈতি (প্রাপ্নোতি), হৃষ্টা (আনন্দিতা) বলাকা (বক-পঙ্‌ক্তিঃ) ঘনম্ (মেঘম্) অভ্যুপৈতি (প্রাপ্নোতি), সকামা (কামাসক্তা) কান্তা (স্ত্রী) প্রিয়ম্ (ভর্তারম্) অভ্যুপৈতি (প্রাপ্নোতি)।

Eng. Trans. (In this part of the year) sleep is gradually overcoming the great god *Nārāyaṇa*, the river is flowing speedily to-

wards the ocean, the delighted cranes are approaching the clouds and the amorous damsels are proceeding towards their husbands.

Beng. Trans. (এই সময়ে) নিদ্রা ধীরে ধীরে নারায়ণের নিকটে আসে, নদী তাড়াতাড়ি সমুদ্রের নিকটে আসে, আনন্দিত ক্ষুদ্র বকশ্রেণী মেঘের নিকটে আসে, সকামা কান্তা প্রিয়ের নিকট আসে।

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, বর্ষাকালে নিদ্রা তাহার পতি (গুড়াকেশ, গুড়াকা=নিদ্রা) নারায়ণের কাছে ধীরে ধীরে আগমন করে, নদী তাড়াতাড়ি তাহার পতি সমুদ্রের নিকটে যায়, আনন্দিত ক্ষুদ্র বকশ্রেণী তাহাদের প্রিয় মেঘের নিকটে আসে, সকামা কান্তারাও প্রিয়ের নিকটে আসে। (তাঁহার প্রিয়া সীতা কিন্তু তাঁহার কাছে আসিতে পারিতেছেন না—ইহাই তাঁহার মনোগত ভাব।) (N. B. দক্ষিণায়নে শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত দেবতারা নিদ্রিত থাকেন।)

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বর্ষাসু নিদ্রা গুড়াকেশং নারায়ণং শনৈরভ্যুপৈতি, নদী শীঘ্রং স্বপতিং সমুদ্রমভিগচ্ছতি, আনন্দিতাঃ ক্ষুদ্র-বক-পঙ্‌ক্তয়ঃ প্রিয়-মেঘমভিগচ্ছতি, সকামাঃ কান্তাশ্চ প্রিয়-সকাশং গচ্ছন্তীতি। তৎপ্রিয়া সীতা তু তৎসকাশমাগন্তুং ন শক্নোতীতি রামস্য খেদকারণমিতি ভাবঃ।১০

Notes

নিদ্রা—কর্ত্তরি প্রথমা, Nom. to অভ্যুপৈতি। "স্যান্নিদ্রা শয়নং স্বাপঃ স্বপ্নঃ সংবেশ ইত্যপি" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে।

শনৈঃ—অব্যয় (Indeclinable); "অল্পে নীচৈর্মহত্যুচ্চৈঃ প্রায়ো ভূম্ন্যদ্রুতে শনৈঃ" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে; অর্থাৎ অল্পার্থের নাম নীচৈঃ, মহান্ অর্থের নাম—উচ্চৈঃ, বাহুল্যার্থের নাম—প্রায়ঃ, আস্তে আস্তের নাম—শনৈঃ।

কেশবম্—কর্ম্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভ্যুপৈতি।

"বিষ্ণুর্নারায়ণঃ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠো বিষ্টরশ্রবাঃ।
দামোদরো হৃষীকেশঃ কেশবো মাধবঃ স্বভূঃ॥" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে।

অভ্যুপৈতি—অভি-উপ-ই+লট্ তি। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ই (to go) -ধাতুর রূপ—(লট্) এতি, ইতঃ, যন্তি; (লঙ্) ঐৎ, ঐতাম্, আয়ন্; (লোট্) এতু, ইতাম্, যন্তু, ইহি, ইতম্, ইত; (লৃট্) এষ্যতি, ণিজন্ত—গময়তি বা আয়য়তি, সন্নন্ত—জিগমিষতি বা ঈষিষতি, ক্ত—ইতঃ, ক্ত্বাচ্—ইত্বা, তুমুন্—এতুম্। N. B. অধি-ই (পরস্মৈপদী)=to remember, (লট্) অধ্যেতি, পূর্ব্বের রূপের সঙ্গে মাত্র অধি-যুক্ত হইবে। কিন্তু অধি-ই-(আত্মনেপদী)=to read, (লট্)

অধীতে, (লৃট্) অধ্যেষ্যতে, ণিজন্ত—অধ্যাপয়তি, সন্নন্ত—অধিজিগাংসতে, ক্ত—অধীতঃ, ল্যপ্—অধীত্য, তুমুন্—অধ্যেতুম্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ই-ধাতু (to go)-ও আছে, (লট্) অয়তি, (লৃট্) এষ্যতি। অব-ই (to know), উৎ-ই (to rise), প্রতি-ই (to trust), উপ্-ই (to go, to resort to)।

নদী—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অভ্যুপৈতি।

"স্যাদ্দালবালমাবালমাবাপোঽথ নদী সরিৎ।
তরঙ্গিণী শৈবলিনী তটিনী হ্লাদিনী ধুনী ॥
স্রোতস্বিনী দ্বীপবতী স্রবন্তী নিম্নগাপগা।
কূলঙ্কষা নির্ঝরিণী রোধোবক্রা সরস্বতী ॥" ইত্যমরঃ বারিবর্গে, অর্থাৎ চতুর্দিকে যে আইল বাঁধিয়া দেয়, উক্ত আইলের নাম—আলবাল, আবাল (ক্লী), আবাপ (পুং)। নদীবাচক শব্দ—নদী, সরিৎ, তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, তটিনী, হ্লাদিনী (হ্রদিনী), ধুনী, স্রোতস্বিনী, দ্বীপবতী, স্রবন্তী, নিম্নগা, অপগা (স্ত্রী)।

দ্রুতম্—দ্রু+ক্ত, দ্বিতীয়ার একবচন। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া। "অথোঽথ শীঘ্রং ত্বরিতং লঘু ক্ষিপ্রমরং দ্রুতম্। সত্বরং চপলং তূর্ণমবিলম্বিতমাশু চ ॥" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে। "স্রাগ্-ঝটিত্যঞ্জসাহ্নায় দ্রাঙ্ মঙ্ক্ষু সপদি দ্রুতে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে। (অর্থের জন্য ১৩ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সাগরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভ্যুপৈতি।

"সমুদ্রোঽব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎপতিঃ।
উদন্বানুদধিঃ সিন্ধুঃ সরস্বান্ সাগরোঽর্ণবঃ ॥
রত্নাকরো জলনিধির্যাদঃপতিরপাংপতিঃ।" ইত্যমরঃ বারিবর্গে; অর্থাৎ সমুদ্রবাচক—সমুদ্র, অব্ধি, অকূপার, পারাবার, সরিৎপতি, উদন্বৎ, উদধি, সিন্ধু, সরস্বৎ, সাগর, অর্ণব, রত্নাকর, জলনিধি, যাদঃপতি, অপাংপতি।

হৃষ্টা—হৃষ্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ আপ্, প্রথমার একবচন; Adj. to বলাকা। ভ্বাদিগণীয় বা দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী হৃষ্ (to be delighted) ধাতুর রূপ—(লট্) হর্ষতি বা হৃষ্যতি, (লৃট্) হর্ষিষ্যতি, ণিজন্ত—হর্ষয়তি, সন্নন্ত—জিহর্ষিষতি, ক্ত—হৃষ্টঃ বা হৃষিতঃ (বিভিন্ন অর্থে), ক্ত্বাচ্—হৃষিত্বা বা হৃষ্ট্বা, তুমুন্—হর্ষিতুম্। N. B. হৃষিত=তুষ্ট, বিস্মিত বা প্রতিহত (কাশিকা ৭।২।২৯)

বলাকা—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অভ্যুপৈতি। বলাকা=ক্ষুদ্র বক (৯ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ঘনম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভ্যুপৈতি। (মেঘবোধক শব্দের নাম প্রথম শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

সকামা—কামেন সহ বর্তমানা (বহুব্রীহিঃ) Adj. to কান্তা। "ইচ্ছা-মনোভবৌ কামৌ শৌর্যোদ্যোগৌ পরাক্রমৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। তুলনীয়—স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ (ঋতুসংহারম্ ৬ | ২)

কান্তা—কম্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ আপ্, কর্তরি প্রথমা, Nom. to অভ্যুপৈতি। বিশেষাস্ত্বঙ্গনা ভীরুঃ কামিনী বামলোচনা। প্রমদা মানিনী কান্তা ললনা চ নিতম্বিনী॥ ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

প্রিয়ম্—প্রী+ক, দ্বিতীয়ার একবচন, কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভ্যুপৈতি।

Ch. of voice. নিদ্রয়া…কেশবঃ অভ্যুপেয়তে, নদ্যা…সাগরঃ অভ্যুপেয়তে, হৃষ্টয়া বলাকয়া ঘনঃ অভ্যুপেয়তে, সকাময়া কান্তয়া প্রিয়ঃ অভ্যুপেয়তে।১০

Sl. 11. তড়িৎপতাকাভিরলংকৃতানাম্…… বারণানাম্॥ ১১॥

বিসন্ধিপাঠঃ—তড়িৎপতাকাভিঃ অলংকৃতানাম্ উদীর্ণ-গম্ভীর-মহারবাণাম্।
বিভান্তি রূপাণি বলাহকানাম্ রণোদ্যতানাম্ ইব বারণানাম্॥

Prose-order. তড়িৎ-পতাকাভিঃ অলংকৃতানাম উদীর্ণ-গম্ভীর-মহারবাণাং বলাহকানাং রূপাণি রণোদ্যতানাং বারণানাম্ ইব বিভান্তি। ১১

Beng. Equivalents. তড়িৎ-পতাকাভিঃ (বিদ্যুৎ-রূপ পতাকা-সমূহের দ্বারা) অলংকৃতানাম্ (অলংকৃত, শোভিত) উদীর্ণ-গম্ভীর-মহারবাণাম্ (সঞ্জাত-গম্ভীর-গর্জন) বলাহকানাম্ (মেঘসমূহের) রূপাণি (আকৃতি) রণোদ্যতানাম্ (যুদ্ধে প্রবৃত্ত) বারণানাম্ (হাতীগুলির) ইব (মত) বিভান্তি (শোভা পাইতেছে)। ১১

Sans. Equivalents. তড়িৎ-পতাকাভিঃ (বিদ্যুদ্-বৈজয়ন্তীভিঃ) অলংকৃতানাম্ (শোভিতানাম্) উদীর্ণ-গম্ভীর-মহারবাণাম্ (সঞ্জাত-গম্ভীর-গর্জনানাম্) বলাহকানাম্ (মেঘানাম্) রূপাণি (আকৃতয়ঃ) রণোদ্যতানাম্ (সংগ্রাম-প্রবৃত্তানাম্) বারণানাম্ (গজানাম্) ইব বিভান্তি (শোভন্তে)।

Eng. Trans. The dense clouds, ornamented with pennon-like lightnings and emitting terrible roars, are appearing like so many elephants, mad after fighting.

Beng. Trans. বিদ্যুৎ-রূপ পতাকাসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত, সঞ্জাত-গম্ভীর-গর্জন মেঘসমূহের আকৃতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হাতীগুলির মত শোভা পাইতেছে।

Beng. Expl (এই শ্লোকটি ৭নং শ্লোকেরই অনুরূপ। উহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

Notes

তড়িৎ পতাকাভিঃ—তড়িতঃ এব পতাকাঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ) তাভিঃ। "তড়িৎ-সৌদামনী বিদ্যুচ্চঞ্চলা চপলা অপি" ইত্যমরঃ ব্যোমবর্গে। "পতাকা বৈজয়ন্তী স্যাৎ কেতনং ধ্বজমস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে।

অলঙ্কৃতানাম্—অলম্-কৃ+ক্ত, ষষ্ঠীর বহুবচন। তুলনীয়—পতাকাভিরলংকৃতঃ (সেনায়াঃ পন্থাঃ) (রামায়ণম্ ২।৮০।১৩)।

উদীর্ণ-গম্ভীর-মহারবাণাম্—উদীর্ণঃ (সঞ্জাতঃ) গম্ভীর-মহারবো যেষাম্ (বহুব্রীহিঃ); মহান্ রবঃ (কর্মধারয়ঃ), গম্ভীরঃ মহারবঃ (কর্মধারয়ঃ); উদীর্ণঃ—উৎ-ঋ+ক্ত, প্রথমার একবচন। ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী ঋ-ধাতু (গমনে)—(লট্) ঋণাতি। রবঃ—(শব্দ-বোধক বিভিন্ন শব্দের জন্য ৭নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

বলাহকানাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী; বারীণাং বাহকাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ, নিপাতনে) তেষাম্। 'অভ্রং মেঘো বারিবাহঃ স্তনয়িত্নুর্বলাহকঃ" ইত্যমরঃ ব্যোমবর্গে।

রূপাণি—কর্তরি প্রথমা, রূপ is Neuter. Nom. to বিভান্তি।

রণোদ্যতানাম্—রণে উদ্যতাঃ (সপ্তমী-তৎপুরুষঃ) তেষাম্। Adj. to বারণানাম্। উদ্যতাঃ—উৎ-যম্+ক্ত, প্রথমার বহুবচন।

বারণানাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, Relating to রূপাণি।

"দন্তী দন্তাবলো হস্তী দ্বিরদোঽনেকপো দ্বিপঃ।
মতঙ্গজো গজো নাগঃ কুঞ্জরো বারণঃ করী॥ ইভস্তম্বেরমঃ পদ্মী যূথনাথস্তু যূথপঃ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে।

ইব—অব্যয় (Indeclinable); "ব বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

বিভান্তি—বি-ভা+লট্ অন্তি। (ভা-ধাতুর রূপ ৮ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।)

Ch. of voice. তড়িৎ-পতাকাভিঃ……রূপৈঃ……বিভায়তে। ১১

Sl. 12. **ষট্পাদতন্ত্রী-মধুরাভিধানং……প্রবৃত্তম্॥ ১২॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—ষট্পাদতন্ত্রী-মধুরাভিধানম্ প্রবঙ্গমোদীরিত-কণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতম্ মেঘ-মৃদঙ্গ-নাদৈঃ বনেষু সঙ্গীতম্ ইব প্রবৃত্তম্॥

Prose-order. মেঘ-মৃদঙ্গ-নাদৈঃ বনেষু প্রবঙ্গমোদীরিত-কণ্ঠতালং ষট্পাদতন্ত্রী-মধুরাভিধানং প্রবৃত্তং সঙ্গীতমিব আবিষ্কৃতম্। ১২

Beng. Equivalents. মেঘ-মৃদঙ্গ-নাদৈঃ (মেঘরূপ মৃদঙ্গ-ধ্বনি-সমূহের দ্বারা) আবিষ্কৃতম্ (প্রকটিত) বনেষু (বন-সমূহে) প্রবঙ্গমোদীরিত-কণ্ঠতালম্

(ভেকদিগের দ্বারা উচ্চারিত [সূত্রধার-মুখশব্দ] কণ্ঠের তাল যেখানে (ষট্‌পাদ-তন্ত্রী-মধুরাভিধানম্ (ভ্রমররূপ বীণার মধুর গীতি যেখানে) সঙ্গীতম্ ইব (গানের মত) প্রবৃত্তম্ (আরব্ধ)।

Sans. Equivalents. মেঘমৃদঙ্গ-নাদৈঃ (জলধর-মর্দল-শব্দৈঃ) আবিষ্কৃতম্ (প্রকটিতম্) বনেষু (অরণ্যেষু) ষট্‌পাদ-তন্ত্রী-মধুরাভিধানম্ (ভ্রমর-বীণা-মধুর-নিক্বণম্) প্লবঙ্গমোদীরিত-কণ্ঠতালম্ (ভেক-নাদ-কণ্ঠতালম্) সঙ্গীতমিব (বাদ্য-নৃত্য-সহিতং গীতম্) প্রবৃত্তম্ (আরব্ধম্)।

Beng. Trans. বনসমূহে মেঘরূপ-মৃদঙ্গের শব্দের দ্বারা প্রকটিত ভ্রমর-রূপ বীণার মধুর নিক্বণ যেখানে এবং ভেকনাদ-রূপ কণ্ঠ-তাল যেখানে এইরূপ সঙ্গীত যেন আরম্ভ হইয়াছে।

Eng. Trans. The sonorous humming of the bees, being accompanied by the gutteral sound of the frogs and the mutterings of the clouds, resembling the sound of *Mṛidaṅgas*, an organised music, as if, has begun in the forest.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, বনে যেন আনন্দে সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে—ভ্রমরেরা গান করিতেছে, মেঘেরা মৃদঙ্গ বাজাইতেছে আর ভেকেরা যেন তাল দিতেছে।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বনেষু আনন্দাতিরেকাৎ সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্—ভ্রমরা গায়ন্তি, মেঘা মৃদঙ্গ-বাদন-রতাঃ, ভেকাশ্চ তাল-প্রদানরতা ইব প্রতিভান্তীতি। ১২

Notes

মেঘমৃদঙ্গ-নাদৈঃ—মেঘরূপা মৃদঙ্গাঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ) তেষাং নাদাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তৈঃ, করণে তৃতীয়া।

মৃদঙ্গঃ—মৃৎ অঙ্গং যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), অথবা মৃদ্+অঙ্গচ্ (কর্মবাচ্যে), পুং প্রথমার একবচন।

নাদঃ—নদ্+ঘঞ্, পুং প্রথমার একবচন।

আবিষ্কৃতম্—আবিঃ+কৃ+ক্ত, ক্লীং প্রথমার একবচন।

বনেষু—অধিকরণে সপ্তমী। (বন-বোধক অন্যান্য শব্দ ৮নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য)

প্লবঙ্গমোদীরিত-কণ্ঠতালম্—প্লবঙ্গমানাম্ উদীরিতম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) প্লবঙ্গমোদীরিতমেব কণ্ঠতালঃ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রীহিঃ)। Adj. to সঙ্গীতম্।

প্লবঙ্গমঃ—প্লু+অপ্ (ভাববাচ্যে)+গম্+খচ্ (কর্তৃবাচ্যে), পুং প্রথমার একবচন।

তাল:—"তালঃ কাল-ক্রিয়ামাণং লয়ঃ সাম্যমথাস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে অর্থাৎ "সময়ের বা ক্রিয়ার পরিমাণকে তাল বলে এবং নৃত্যগীত বাদ্যাদির কাল ও ক্রিয়ার সমতার নাম লয়। "হস্তৈরঙ্গুল্যাকুঞ্চন-প্রসারণ-গতি-ক্রিয়ায়াং কালস্য মানং প্রমাণং কাল-ক্রিয়য়োর্বা প্রমাণং তাল উচ্যতে। গীত-বাদ্য-পাদন্যাসাদীনাং ক্রিয়া-কালয়োশ্চ পরস্পরং সমতা লয়ঃ" ইত্যমরকোষ-টীকায়াম্।

প্লবঙ্গম:—It means 'a frog' or 'a monkey'; কিরণ-প্রগ্রহৌ রশ্মী, কপি-ভেকৌ প্লবঙ্গমৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ রশ্মি=কিরণ বা রজ্জু (পুং) প্লবঙ্গম=বানর বা ভেক (পুং)। এখানে ভেক।

উদীরিতম্—উৎ-ঈর্+ক্ত, ক্লীং প্রথমার একবচন।

ষট্পাদ-তন্ত্রী-মধুরাভিধানম্—ষট্ পাদানি যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), ষট্পাদরূপা তন্ত্রীঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ), মধুরম্ অভিধানম্ (কর্মধারয়ঃ), ষট্পাদ-তন্ত্র্যাঃ মধুরাভিধানম্ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রীহিঃ)। Adj. to সঙ্গীতম্। (ষট্পাদ=ভ্রমর, ভ্রমরবাচক অন্যান্য শব্দ ৬নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

মধুরম্—মধু-রা+ক, ক্লীং প্রথমার একবচন (অথবা মধু+র অস্ত্যর্থে)।

অভিধানম্—অভি-ধা+অনট্, ক্লীং প্রথমার একবচন। It here means শব্দ or গীত।

তন্ত্রী—It is to be declined like লক্ষ্মী। "অবী-তন্ত্রী-তরী-লক্ষ্মী-হ্রী-ধী-শ্রীণামুণাদিতঃ। স্ত্রীলিঙ্গানামমীষাঞ্চ ন স্থলোপঃ কদাচন।" তন্ত্রী-শব্দের প্রথমার একবচনে (বিসর্গযুক্ত) তন্ত্রীঃ হইবে।

সঙ্গীতম্—সম্-গৈ+ক্ত (ভাববাচ্যে)। কর্তরি প্রথমা। "গীতং বাদ্যং নর্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে" Sanskrit-Woeterbuch by Otto Bohtlingk and Rudolph Roth.

ইব—অব্যয় (Indeclinable) "ব বা যথা তথেবৈবং সাম্যে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

প্রবৃত্তম্—প্র-বৃৎ+ক্ত, ক্লীং প্রথমার একবচন; Adj. to সঙ্গীতম্। (বৃৎ-ধাতুর রূপ ৮নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

Ch. of voice. ......আবিষ্কৃতেন প্লবঙ্গমোদীরিত-কণ্ঠতালেন ষট্পাদ-তন্ত্রী-মধুরাভিধানেন সঙ্গীতেন ইব প্রবৃত্তেন (ভূয়তে)। ১২

Sl. 13. নদ্যঃ সমুদ্‌বাহিত-চক্রবাকা···স্বভর্তারমুপোপযান্তি ॥১৩॥

বিসন্ধিপাঠঃ—নদ্যঃ সমুদ্‌বাহিত-চক্রবাকাঃ তটানি শীর্ণানি অপবাহয়িত্বা
দৃপ্তা নব-প্রাভৃত-পূর্ণভোগা দ্রুতং স্বভর্তারমুপোপযান্তি ॥

N. B. সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে 'নব-প্রাবৃত পূর্ণভোগা দ্রুতং' পাঠ আছে, কোন টীকাকার 'নব-প্রাবৃত-পূর্ণভোগাদৃতং' কেহ বা "নব-প্রাভৃত-পূর্ণভোগা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাঠই ভাল মনে হয়।

Prose-order. সমুদ্বাহিত-চক্রবাকাঃ নব-প্রাভৃত-পূর্ণভোগাঃ দৃপ্তাঃ নদ্যঃ শীর্ণানি তটানি অপবাহয়িত্বা দ্রুতং স্বভর্তারম্ উপ উপযান্তি। ১৩

Beng. Equivalents. সমুদ্বাহিত-চক্রবাকাঃ (চক্রবাকদিগকে সম্যক্‌রূপে বহন করিয়া) নব-প্রাভৃত-পূর্ণভোগাঃ (নূতন পুষ্পাদি উপহারে ভোগ পূর্ণ হইয়াছে যাহাদের) দৃপ্তাঃ (গর্বিত) শীর্ণানি (কৃশ, পতিত) তটানি (তীরসমূহ) অপবাহয়িত্বা (প্লাবিত করিয়া বা বিদূরিত করিয়া) দ্রুতম্ (তাড়াতাড়ি) স্বভর্তারম্ উপ (নিজের স্বামীর কাছে) উপযান্তি (যাইতেছে)।

Sans. Equivalents. সমুদ্বাহিত-চক্রবাকাঃ ([বারিপূরেণ] উন্নমিত-চক্রবাকাঃ) নব-প্রাভৃত-পূর্ণভোগাঃ (নূতন-পুষ্পাদ্যুপহার-পূর্ণভোগাঃ) দৃপ্তাঃ (গর্বিতাঃ) নদ্যঃ (তটিন্যঃ) শীর্ণানি (কৃশানি) তটানি (তীরাণি), অপবাহয়িত্বা (নিরস্য বা প্লাবয়িত্বা) দ্রুতম্ (শীঘ্রম্) স্বভর্তারম্ (সমুদ্রম্) উপোপযান্তি (উপযান্তি)।

Beng. Trans. উন্নমিত-চক্রবাকা এবং নূতন-পুষ্পাদ্যুপহার-পূর্ণভোগা গর্বিতা নদীগুলি শীর্ণ তট প্লাবিত করিয়া শীঘ্র স্বীয় ভর্তা সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইতেছে।

Eng. Trans. The rivers, carrying *Cakravākas* and overflowing their narrow channels are quickly approaching, being excited, their own lord with various new presents.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, নদীগুলির আনন্দ যেন আজ আর ধরে না, নানা ফুলের উপহার তাহারা পাইয়াছে, দুই কূল প্লাবিত করিয়া তাই চক্রবাকদিগকে উচ্ছ্বসিত বুকে নিয়া বেশ গর্বের সহিত তাহারা পতি সমুদ্রের নিকট তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি—নদীনাম্ আনন্দাতিরেকো দৃশ্যতে—পুষ্পাদ্যুপহারলাভানন্তরং গর্বিতাস্তাঃ কূলদ্বয়ং প্লাবয়িত্বা বারিপূরেণ উন্নমিত-চক্রবাকাঃ শীঘ্রং সমুদ্রমুপগচ্ছন্তীতি। ১৩

Notes

সমুদ্‌বাহিত-চক্রবাকাঃ—সমুদ্‌বাহিতাঃ চক্রবাকাঃ যাভিঃ (বহুব্রীহিঃ) তাঃ। সমুদ্‌বাহিতাঃ—সম্‌-উদ্‌-বহ্ + ণিচ্ + ক্ত, প্রথমার বহুবচন।

পূর্ণঃ—পুর্ + ক্ত, পুং প্রথমার একবচন। Optional form—পূরিতঃ।

ভোগঃ—ভুজ্ + ঘঞ্, পুং প্রথমার একবচন। ভোগঃ সুখে স্ত্র্যাদি-ভৃতাবহেশ্চ ফণকায়য়োঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ ভোগশব্দে—সুখ, স্ত্রীপ্রভৃতিকে দেয় অর্থ, সর্পের ফণা বা সর্পের শরীর বুঝাইতে পারে। এখানে সুখ।

নব-প্রাভৃত-পূর্ণভোগাঃ—নবম্ প্রাভৃতম্ (কর্মধারয়ঃ) তেন পূর্ণঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ) তাদৃশো ভোগঃ যাসাং তাঃ (বহুব্রীহিঃ)।

ষট্ত্রাদিদেয়ং শুল্কোঽস্ত্রী, প্রাভৃতং তু প্রদেশনম্।

উপায়নমুপগ্রাহ্যমুপহারস্তথোপদা ॥ ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ; অর্থাৎ উপহারবাচক —প্রাভৃত, প্রদেশন, উপায়ন, উপগ্রাহ্য (ক্লী), উপহার (পুং), উপদা (স্ত্রী)। ইহা রাজভেট এবং ঘুষ দেওয়া বুঝায়।

প্রাভৃতম্—প্র-আ-ভৃ + ক্ত (কর্মবাচ্যে) ক্লীং ১মা ১বঃ ; প্রাভৃত=উৎকোচ, উপহার বা ভেট। তুলনীয়—সপ্রাভৃতক (মালতীমাধবম্ ৫।১৪।১৫)। প্রাবৃতম্ —"ক্ষৌমং দুকূলং স্যাদ্দ্বে তু নিবীতং প্রাবৃতং ত্রিষু।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

প্রাবৃতম্—প্র-আ-বৃ + ক্ত, অর্থ—আচ্ছাদিত বা বেষ্টিত।

প্রাভৃতম্—প্র-আ-ভৃ + ক্ত, অর্থ—উপহার, ঘুষ।

দৃপ্তাঃ—দৃপ্ + ক্ত + স্ত্রিয়াম্ আপ্, প্রথমার বহুবচনে।

নদ্যঃ—কর্তরি প্রথমা। নদী-শব্দের প্রথমার বহুবচন। (নদীবাচক অন্যান্য শব্দ ১০নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য)

শীর্ণানি—শৄ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে), ক্লীং দ্বিতীয়ার বহুবচন। Adj. to তটানি।

তটানি—কর্মণি দ্বিতীয়া। It is used in all the three genders—তটঃ, তটী or তটম্—all are correct, "কূলং রোধশ্চ তীরং চ প্রতীরং চ তটং ত্রিষু।" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ তীরবাচক—কূল, রোধস্, তীর, প্রতীর (ক্লী), তট (ত্রিলিঙ্গ)।

অপবাহয়িত্বা—অপ-বহ্ + ণিচ্ + ক্ত্বাচ্। (বহ্-ধাতুর রূপ ৫নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য) অপবাহয়িত্বা=প্লাবয়িত্বা, অপসারিত করিয়া।

দ্রুতম্—ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া। "জবোঽথ শীঘ্রং ত্বরিতং লঘু ক্ষিপ্রমরং দ্রুতম্। সত্বরং চপলং তূর্ণমবিলম্বিতমাশু চ ॥ ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে ; অর্থাৎ শীঘ্রার্থ শব্দ— শীঘ্র, ত্বরিত, লঘু, ক্ষিপ্র, অর, দ্রুত, সত্বর, চপল, তূর্ণ, অবিলম্বিত, আশু (ক্লী) ; "স্রাগ্‌-ঝটিত্যঞ্জসাহ্নায় দ্রাঙ্ মঙ্ক্ষু সপদি দ্রুতে।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে ; অর্থাৎ দ্রুতের নাম—স্রাক্, ঝটিতি, অঞ্জসা, অহ্নায়, দ্রাক্, মংক্ষু, সপদি (ইহারা অব্যয়)।

স্বভর্তারম্—স্বস্য ভর্তা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তম্।

ভর্তা—ভৃ+তৃচ্, পুং প্রথমার একবচনে ; ভৃ-ধাতু (to carry, to nourish) ভ্বাদিগণীয় এবং হ্বাদিগণীয় উভয়ত্রই উভয়পদী, রূপ—(লট্) ভরতি-ভরতে, বিভর্তি-বিভৃতে ; (লৃট্) ভরিষ্যতি-ভরিষ্যতে, ক্ত্বাচ্—ভৃত্বা।

উপোপযাস্তি—'প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে' ইতি দ্বিত্বম্ ইতি তিলক-টীকায়াম্। উপযাস্তি—উপ-যা+লট্ অস্তি।

Ch. of voice. সমুদ্বাহিত-চক্রবাকাভিঃ নব-প্রাভৃত-পূর্ণভোগাভিঃ দৃপ্তাভিঃ নদীভিঃ······স্বভর্তা উপোপযায়তে।

Sl. 14. নবাম্বুধারাহতকেশরাণি...ভ্রমরাঃ পতন্তি ॥ ১৪ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—নবাম্বুধারাহত-কেশরাণি দ্রুতম্ পরিত্যজ্য সরোরুহাণি।
কদম্বপুষ্পাণি সকেশরাণি নবানি হৃষ্টাঃ ভ্রমরাঃ পতন্তি ॥

N. B. সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে 'বনানি' ছাপা হইয়াছে, উহা ভুল, 'নবানি' হইবে। Readings—পরিত্যজ্য-স্থলে পরিষজ্য, দ্রুতং-স্থলে ধ্রুবং, পতন্তি-স্থলে পিবন্তি পাঠান্তর আছে।

Prose-order. হৃষ্টাঃ ভ্রমরাঃ নবাম্বুধারাহত-কেশরাণি সরোরুহাণি দ্রুতং পরিত্যজ্য নবানি সকেশরাণি কদম্বপুষ্পাণি পতন্তি।

Beng. Equivalents. হৃষ্টাঃ (আনন্দিত) ভ্রমরাঃ (ভ্রমর-সমূহ) নবাম্বুধারাহত-কেশরাণি (নূতন জলধারার দ্বারা হত হইয়াছে কেশর যাহাদের) সরোরুহাণি (পদ্মসমূহ) দ্রুতম্ (তাড়াতাড়ি) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) নবানি (নূতন) সকেশরাণি (কেশরযুক্ত) কদম্বপুষ্পাণি (কদম্ব-ফুলসকলে) পতন্তি (পড়িতেছে)।

Sans. Equivalents. হৃষ্টাঃ (আনন্দিতাঃ) ভ্রমরাঃ (ভৃঙ্গাঃ) নবাম্বুধারাহত-কেশরাণি (নূতন-জলধারা-বিনষ্ট-কিঞ্জল্কানি) সরোরুহাণি (কমলানি) দ্রুতম্ (শীঘ্রম্) পরিত্যজ্য (ত্যক্ত্বা) নবানি (নূতনানি) সকেশরাণি (কিঞ্জল্কসহিতানি) কদম্ব-পুষ্পাণি (কদম্ব-কুসুমানি) পতন্তি (উড্ডীয় গচ্ছন্তি)।

Beng. Trans. আনন্দিত ভ্রমরেরা নূতন জলধারা-দ্বারা বিনষ্টকেশর পদ্মগুলিকে দ্রুত পরিত্যাগ করিয়া নূতন সকেশর কদম্ব-পুষ্পগুলিতে পতিত হইতেছে।

Eng. Trans. Black bees leaving quickly lotuses with petals struck by new showers are delightfully resting on clusters of Kadamba in full bloom.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, পদ্মের কেশরগুলি নতুন বৃষ্টিধারায় ধুইয়া গিয়াছে বলিয়া আনন্দিত ভ্রমরগুলি এখন পদ্মফুল ছাড়িয়া নব-কেশরযুক্ত কদম্বফুলে পতিত হইতেছে।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বর্ষাসু আনন্দিতা ভ্রমরাঃ নব-জলধারা-বিধৌত-কেশরাণি কমলানি পরিত্যজ্য নব-কেশর-যুক্তানি কদম্বপুষ্পাণি এব গচ্ছন্তীতি।

Notes

হৃষ্টাঃ—হৃষ্ + ক্ত, পুং প্রথমার বহুবচন। (হৃষ্-ধাতুর রূপ ১০নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য)

ভ্রমরাঃ—কর্তরি প্রথমা। ভ্রম্ + অর (কর্তৃবাচ্যে), প্রথমার বহুবচন (ভ্রমরবোধক অন্যান্য শব্দ ৬নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য)

নবাম্বুধারাহত-কেশরাণি—Adj. to সরোরুহাণি। অম্বোঃ ধারাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), নবাঃ অম্বুধারাঃ (কর্মধারয়ঃ), তাভিঃ হতাঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ), নবাম্বুধারাহতাঃ কেশরা যেষাং তানি (বহুব্রীহিঃ)।

কেশর and কেসর—Both are correct. Masculine or Neuter gender. "কিঞ্জল্কঃ কেশরোঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ বারিবর্গে; অর্থাৎ কেশর-বাচক—কিঞ্জল্ক, কেসর (বা কেশর) (পুং-ক্লী)। (জল-বোধক অন্যান্য শব্দ ৫নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য)

সরোরুহাণি—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to পরিত্যজ্য।

Synonyms :—"বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।
সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্॥
পঙ্কেরুহং তামরসং সারসং সরসীরুহম্।
বিসপ্রসূন-রাজীব-পুষ্করাম্ভোরুহাণি চ॥" ইত্যমরঃ বারিবর্গে।

দ্রুতম্—দ্রু + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)—বিশেষণ শব্দ (শীঘ্রবাচক বিভিন্ন শব্দের জন্য ১৩নং শ্লোক দ্রষ্টব্য), ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া।

পরিত্যজ্য—পরি-ত্যজ্ + ল্যপ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ত্যজ্ (to abandon)-ধাতুর রূপ—(লট্) ত্যজতি, (লৃট্) ত্যক্ষ্যতি, (লুঙ্) অত্যাক্ষীৎ, অত্যাক্তাম্, অত্যাক্ষুঃ, ণিজন্ত—ত্যাজয়তি, সন্নন্ত—তিত্যক্ষতি, ক্ত—ত্যক্তঃ, ক্ত্বাচ্—ত্যক্ত্বা, তুমুন্—ত্যক্তুম্।

সকেশরাণি—কেশরেণ সহ বর্তমানানি (বহুব্রীহিঃ)।

কদম্বপুষ্পাণি—কদম্বস্য পুষ্পাণি (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) (পুষ্পবোধক অন্যান্য শব্দের জন্য ৫নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)

বনানি—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to পতন্তি। (বন-বাচক অন্যান্য শব্দ ৮নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য)

পতন্তি—পত + লট্ অন্তি। (পত্-ধাতুর রূপের জন্য ৬নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)।

Ch. of voice. হৃষ্টৈঃ ভ্রমরৈঃ……বনানি পত্যন্তে। ১৪।

Sl. 15. মার্গানুগঃ শৈলবনানুসারী…প্রতিসংনিবৃত্তঃ। ১৫।

বিসন্ধিপাঠঃ—মার্গানুগঃ শৈলবনানুসারী সংপ্রস্থিতঃ মেঘরবম্ নিশম্য।
যুদ্ধাভিকামঃ প্রতিনাগশঙ্কী মত্তঃ গজেন্দ্রঃ প্রতিসংনিবৃত্তঃ॥

Prose-order. শৈলবনানুসারী যুদ্ধাভিকামঃ মার্গানুগঃ সংপ্রস্থিতঃ মত্তঃ গজেন্দ্রঃ মেঘরবং নিশম্য প্রতিনাগশঙ্কী প্রতিসংনিবৃত্তঃ। ১৫।

Beng. Equivalents. শৈলবনানুসারী (পর্বতবনে বিচরণশীল) যুদ্ধাভিকামঃ (গজের সহিত বিগ্রহেচ্ছু) মার্গানুগঃ সংপ্রস্থিতঃ (গজের অন্বেষণে পথে পথে সর্বদা গমনশীল) মত্তঃ (মত্ত) গজেন্দ্রঃ (শ্রেষ্ঠ হস্তী) মেঘরবং (মেঘশব্দ) নিশম্য (শ্রবণ করিয়া) প্রতিনাগ-শঙ্কী (প্রতিকূল [বা শত্রু] হস্তী আশঙ্কা করিয়া) প্রতিসংনিবৃত্তঃ (প্রত্যাবর্তন করিল বা ফিরিয়া আসিল)।

Sans. Equivalents. শৈলবনানুসারী (পর্বতবনেষু বিচরণশীলঃ) যুদ্ধাভিকামঃ ([গজেন সহ] বিগ্রহেচ্ছুঃ) মার্গানুগঃ সংপ্রস্থিতঃ ([মার্গায়] গজান্বেষণায় নিরন্তরং গন্তা) মত্তঃ (উন্মত্তঃ) গজেন্দ্রঃ (হস্তী, মহাগজঃ) মেঘরবং (জলধর-গর্জনম্) নিশম্য ([পশ্চাদ্দেশে] শ্রুত্বা) প্রতিনাদশঙ্কী (শত্রুভূত-গজান্তর-নাদশঙ্কী, যোদ্ধুকাম-গজান্তর-শব্দবিষয়ক-শঙ্কাবান্) প্রতিসংনিবৃত্তঃ (অগ্রে গমনাৎ নিবৃত্তঃ পশ্চাদ্দেশং চলিতঃ)।

Beng. Trans. পর্বতবনে বিচরণশীল (অন্য গজের সহিত) বিগ্রহেচ্ছু গজের অন্বেষণে পথে পথে সর্বদা গমনশীল মত্ত গজেন্দ্র (পশ্চাদ্দেশে) মেঘশব্দ শ্রবণ করিয়া প্রতিকূল হস্তী আশঙ্কা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল।

Eng. Trans. The infuriated elephant on hearing the rumbling of clouds, expectant of a rival elephant and desirous of a fight starts on the way leading to the forests on the hills and then turns back,

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, মত্ত হাতী অন্য হাতীর সহিত যুদ্ধ-কামনায় হাতীর খোঁজে

বনে বনে ঘুরিতেছিল, কিন্তু পিছনে মেঘের ডাক শুনিয়া কোন প্রতিদ্বন্দ্বী হাতী গর্জন করিতেছে মনে করিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—মত্তো গজঃ বিগ্রহেচ্ছুঃ গজান্তরমন্বিষ্যমাণঃ বনেষু ভ্রাম্যন্ পশ্চাৎ মেঘরবং শ্রুত্বা প্রতিপক্ষো গজঃ কশ্চন গর্জতীতি মত্বা প্রতিনিবৃত্ত ইতি। ১৫।

Notes

শৈলবনানুসারী—শৈলান্তর্গতং বনম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ) তৎ অনুসরতীতি শৈল-বন-অনু-সৃ+ণিন্, পুং প্রথমার একবচন। পর্বতবোধক বিভিন্ন শব্দের জন্য ১নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শৈলঃ—শিলা+অণ্ (আছে অর্থে), Masculine.

যুদ্ধাভিকামঃ—যুদ্ধে অভিকামঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ) (যুদ্ধ-বোধক বিভিন্ন শব্দের জন্য ৭নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)। যুদ্ধম্—যুধ্+ক্ত (ভাববাচ্যে)।

মার্গানুগঃ—মার্গ-অনু-গম্+ড, পুং প্রথমার একবচন। মার্গঃ—মার্গ্+ঘঞ্ (কর্মবাচ্যে)। "অয়নং বর্ত্ম মার্গাধ্ব-পন্থানঃ পদবী সৃতিঃ।
সরণিঃ পদ্ধতিঃ পদ্যা বর্তন্যেকপদীতি চ॥" ইত্যমরঃ ভূমিবর্গে ; অর্থাৎ পথবাচক—অয়ন, বর্ত্মন্ (ক্লী), মার্গ, অধ্বন্, পথিন্ (পুং), পদবী (পদবি) (স্ত্রী), সৃতি, সরণি (শরণি), পদ্ধতি, পদ্যা, বর্তনী (স্ত্রী) (বর্তনি), একপদী (স্ত্রী), [গতি] (স্ত্রী)।

সংপ্রস্থিতঃ—সম্-প্র-স্থা+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন। (স্থা-ধাতুর রূপের জন্য ৩নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

মত্তঃ—মদ্+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন। (মদ্-ধাতুর রূপের জন্য ৭নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)

গজেন্দ্রঃ—গজঃ ইন্দ্র ইব (উপমিত-কর্মধারয়ঃ) অথবা গজেষু ইন্দ্রঃ (সপ্তমী-তৎপুরুষঃ) (৭নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য) ; ইন্দ্র=শ্রেষ্ঠ, প্রধান (Sanskrit-Woeterbuch by Bohtlingk and Roth) ; তুলনীয়—সুরেন্দ্র (মনু ৭।৫), দ্বিপেন্দ্র (রঘুবংশম্ ২ | ৭)

মেঘরবম্—মেঘস্য রবঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তম্। (মেঘ-বোধক শব্দের জন্য ১নং এবং রব-বোধক শব্দের জন্য ৭নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)। রবঃ—রু+অপ্ (ভাববাচ্যে)।

নিশম্য—নি-শম্+ল্যপ্। (দিবাদিগণীয় শম্-ধাতুর রূপের জন্য ৩নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য) *N. B.* নি-পূর্বক **দিবাদিগণীয়** শম্-ধাতুর (অণিজন্ত) উত্তর ল্যপ্—প্রত্যয়ে '**নিশম্য**' পদটি সিদ্ধ হয়, আর অদর্শনে মিৎসংজ্ঞক **চুরাদিগণীয়**

শম্-ধাতুর উত্তর ণিচ্ ও ল্যপ্-প্রত্যয় করিয়া 'নিশময্য' এই পদটি সিদ্ধ হয়। 'ল্যপি লঘু-পূর্বাৎ' ইতি অয়াদেশঃ। দুইটি শব্দেরই অর্থ—'শুনিয়া'।

Q. How to justify নিশাময় in 'নিশাময় তদুৎপত্তিম্' (চণ্ডী) ?

Ans. 'শম লক্ষ আলোচনে' এই চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর লোট্। অথবা 'বা চিত্তবিরাগে' ৬।৪।৯১ এই সূত্র হইতে 'বা' গ্রহণ অনুবৃত্তি করিয়া সংক্রাময়তি, উপক্রাময়তি, ধুর্যান্ বিশ্রাময়েতি সঃ' (রঘুবংশ) প্রভৃতির মত 'নিশাময়' হইয়াছে।

প্রতিনাগ-শঙ্কী-প্রতি-নাগ—শঙ্ক্+ণিন্, পুং প্রথমার একবচনে। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী শঙ্ক্ (to doubt, to be afraid)—(লট্) শঙ্কতে, (লৃট্) শঙ্কিষ্যতে, (লুঙ্) অশঙ্কিষ্ট, Passive—শঙ্ক্যতে, ণিজন্ত—শঙ্কয়তি, ক্ত—শঙ্কিতঃ, ক্ত্বাচ্—শঙ্কিত্বা।

প্রতি-সংনিবৃত্তঃ—প্রতি-সম-নি-বৃৎ+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন। বৃৎ-ধাতুর রূপের জন্য ৮নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

Ch. of Voice. শৈলবনানুসারিণা যুদ্ধাভিকামেন মার্গানুগেন সংপ্রস্থিতেন মত্তেন গজেন্দ্রেণ······প্রতিনাগশঙ্কিনা প্রতিনিবৃত্তম্। ১৫।

Sl. 16. মত্তা গজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রাঃ·········সুরেন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—মত্তাঃ গজেন্দ্রাঃ মুদিতাঃ গবেন্দ্রাঃ বনেষু বিক্রান্ততরাঃ মৃগেন্দ্রাঃ।
রম্যাঃ নগেন্দ্রাঃ নিভৃতাঃ নরেন্দ্রাঃ প্রক্রীড়িতঃ বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ ॥

N. B. সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে 'গজেন্দ্রাঃ' ছাপা আছে 'গজেন্দ্রা' হইবে, পাদমধ্যে সন্ধি অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিসর্গ থাকিতে পারে না। বিভ্রান্ততরাঃ, থাকিলেও টীকাকারগণ 'বিক্রান্ততরাঃ' পাঠ অনুযায়ী টীকা করিয়াছেন বলিয়া উহাই গ্রহণ করা হইল।

Prose-order. গজেন্দ্রাঃ মত্তাঃ, গবেন্দ্রাঃ মুদিতাঃ, মৃগেন্দ্রাঃ বনেষু বিক্রান্ততরাঃ, নগেন্দ্রাঃ রম্যাঃ, নরেন্দ্রাঃ নিভৃতাঃ, সুরেন্দ্রঃ বারিধরৈঃ প্রক্রীড়িতঃ। ১৬।

Beng. Equivalents. গজেন্দ্রাঃ (শ্রেষ্ঠ গজসমূহ) মত্তাঃ (মত্ত হইয়াছে), গবেন্দ্রাঃ (শ্রেষ্ঠ ষাঁড়গুলি) মুদিতাঃ (আনন্দিত হইয়াছে), মৃগেন্দ্রাঃ (সিংহগুলি) বনেষু (বনে) বিক্রান্ততরাঃ (অতিশয় বিক্রমশালী), নগেন্দ্রাঃ (শ্রেষ্ঠ পর্বতগুলি) রম্যাঃ (মনোরম), নরেন্দ্রাঃ (রাজারা) নিভৃতাঃ (নির্জন, নিশ্চল), সুরেন্দ্র (ইন্দ্রদেব) বারিধরৈঃ (মেঘসমূহের সঙ্গে) প্রক্রীড়িতঃ (খেলা করিতেছেন)।

Sans. Equivalents. গজেন্দ্রাঃ (মহাগজাঃ) মত্তাঃ (উন্মত্তাঃ), গবেন্দ্রাঃ (বৃষরাজাঃ) মুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ) মৃগেন্দ্রাঃ (সিংহাঃ) বনেষু (অরণ্যেষু) বিক্রান্ততরাঃ

(অতিবিক্রমবন্তঃ) নগেন্দ্রাঃ (মহাপর্বতাঃ) রম্যাঃ (মনোহরাঃ, পল্লব-পুষ্পাঙ্কুরাৎ), নরেন্দ্রাঃ (রাজানঃ) নিভৃতাঃ (ত্যক্ত-যুদ্ধোৎসাহাঃ) সুরেন্দ্রঃ (দেবেন্দ্রঃ) বারিধরৈঃ (মেঘৈঃ) প্রক্রীড়িতঃ (ক্রীড়াশীলঃ)।

Beng. Trans. মহাগজসকল উন্মত্ত, বৃষভগণ হৃষ্ট, সিংহগণ বনসমূহে অত্যন্ত বিক্রমশালী, মহাপর্বতসমূহ (পল্লব ও পুষ্পের দ্বারা) মনোহর, রাজগণ ত্যক্ত-যুদ্ধোৎসাহ এবং দেবেন্দ্র মেঘসমূহের সহিত ক্রীড়াশীল।

Eng. Trans. (In this season) the elephants are infuriated, the bulls are delighted, the lions have grown more powerful, the hills are charming—the kings are devoid of all active pursuits, and the Lord of celestials is engaged in sport with clouds.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, চারিদিকে বর্ষার প্রভাব অনুভূত হইতেছে—শ্রেষ্ঠ গজসমূহ মত্ত হইয়াছে, শ্রেষ্ঠ বৃষভসমূহ আনন্দিত হইয়াছে, সিংহগুলি বনে অতিমাত্রায় বিক্রমশালী হইয়াছে, শ্রেষ্ঠ পর্বতগুলি বেশ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, রাজারা নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন, আর দেবরাজ ইন্দ্র মেঘের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—দিক্ষু চতুর্ষু বর্ষাণাং প্রভাবোঽনুভূয়তে—মহাগজা উন্মত্তাঃ, বৃষভেন্দ্রাঃ আনন্দিতাঃ, সিংহা অতিবিক্রমবন্তঃ, মহাপর্বতাঃ পল্লবাদিভিঃ মনোহরাঃ, রাজানস্ত্যক্ত-যুদ্ধোৎসাহাঃ, দেবেন্দ্রশ্চ মেঘৈঃ ক্রীড়া-পরায়ণো লক্ষ্যতে ইতি। ১৬।

Notes

গজেন্দ্রাঃ—গজঃ ইন্দ্র ইব (উপমিত-কর্মধারয়ঃ) অথবা গজেষু ইন্দ্রঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ)।

মত্তাঃ—মদ্+ক্ত, পুং প্রথমার বহুবচন। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী মদ্ (to be intoxicated, proud or glad) ধাতুর রূপ—(লট্) মাদ্যতি, (লৃট্) মদিষ্যতি, ণিজন্ত—মদয়তি (gladdens) বা মাদয়তি (intoxicates), ক্ত—মত্তঃ, ক্বাচ্—মদিত্বা।

গবেন্দ্রাঃ—গৌঃ ইন্দ্র ইব (উপমিত-কর্মধারয়ঃ), অথবা গোষু ইন্দ্রঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ)।

মুদিতাঃ—মুদ্+ক্ত, পুং প্রথমার বহুবচন। Opt. form—মোদিতঃ। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী মুদ্ (to rejoice, to be glad) ধাতুর রূপ—(লট্) মোদতে, (লৃট্) মোদিষ্যতে। ণিজন্ত—মোদয়তি, সন্নন্ত—মুমুদিষতে বা

মুমোদিষতে, ক্ত—মুদিতঃ বা মোদিতঃ, ক্ত্বাচ্—মুদিত্বা বা মোদিত্বা, তুমুন্—মোদিতুম্।

মৃগেন্দ্রাঃ—মৃগঃ ইন্দ্র ইব (উপমিত-কর্মধারয়ঃ), অথবা মৃগেষু ইন্দ্রঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ)। মৃগঃ—"সংবীক্ষণং বিচয়ণং মার্গণং মৃগণা মৃগঃ" ইত্যমরঃ সঙ্কীর্ণবর্গে ;

"মৃগে কুরঙ্গ-বাতায়ু-হরিণাজিনযোনয়ঃ।
ঐণেয়-মেণ্যাশ্চর্মাদ্যমেণস্বৈণমুভে ত্রিষু ॥" ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে ;

"পশবোঽপি মৃগা বেগঃ প্রবাহ-জবয়োরপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। মৃগ্-ধাতু (অন্বেষণে) দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী বা চুরাদিগণীয় আত্মনেপদী—(লট্) মৃগ্যতি বা মৃগয়তে, (লৃট্) মর্গিষ্যতি বা মৃগয়িষ্যতে, ক্ত—মৃগিতঃ।

বনেষু—অধিকরণে সপ্তমী।

বিক্রান্ততরাঃ—বি-ক্রম্+ক্ত+তরপ্, পুং প্রথমার বহুবচন। ক্রম্-ধাতু ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী (to walk)—(লট্) ক্রামতি ('বা ভ্রাশ-ভ্লাশ-ভ্রমু-ক্রমু-ক্লমু-ত্রসি-ত্রুটি-লষঃ' (৩।১।৭০) এই সূত্রানুসারে বিকল্পে ক্রাম্যতি, কো কোন অর্থে আত্মনেপদী হয়—ক্রমতে=বর্ধতে প্রভৃতি) (লৃট্) ক্রমিষ্যতি, ক্ত—ক্রান্তঃ, ক্ত্বাচ্—ক্রমিত্বা, ক্রান্ত্বা বা ক্রন্ত্বা, তুমুন্—ক্রমিতুম্। সন্নন্ত—চিক্রমিষতি (আত্মনে—চিক্রংসতে), ণিজন্ত—ক্রময়তি।

(অন্য পাঠ) বিশ্রান্ততরাঃ—বি-শ্রম্+ক্ত+তরপ্, পুং প্রথমার বহুবচন দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী শ্রম্ (to take pains, to mortify, to be fatigued) ধাতুর রূপ—(লট্) শ্রাম্যতি, (লৃট্) শ্রমিষ্যতি, ণিজন্ত—শ্রময়তি, সন্নন্ত—শিশ্রমিষতি, ক্ত—শ্রান্তঃ, ক্ত্বাচ্—শ্রমিত্বা বা শ্রান্ত্বা, তুমুন্—শ্রমিতুম্।

নগেন্দ্রাঃ—নগঃ ইন্দ্র ইব (উপমিত-কর্মধারয়ঃ), অথবা নগেষু ইন্দ্রঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ)।

রম্যাঃ—রম্+যৎ (অধিকরণবাচ্যে), পুং প্রথমার বহুবচন। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী রম্-ধাতু (to play, to rejoice at)—(লট্) রমতে, (লৃট্) রংস্যতে, (লুঙ্) অরংস্ত, ণিজন্ত—রময়তি, সন্নন্ত—রিরংসতে, ক্ত—রতঃ, তুমুন্—রন্তুম্, ক্ত্বাচ্—রত্বা, রমিত্বা বা রান্ত্বা।

নরেন্দ্রাঃ—নরঃ ইন্দ্র ইব (উপমিত,-কর্মধারয়ঃ) অথবা নরেষু ইন্দ্রঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ)।

নিভৃতাঃ—নি-ভৃ+ক্ত পুং প্রথমার বহুবচন। ভৃ-ধাতু ভ্বাদিগণীয় বা হ্বাদিগণীয় উভয়পদী (to carry, to nourish)—(লট্) ভরতি-ভরতে, বিভর্তি-বিভৃতে, (লৃট্) ভরিষ্যতি-ভরিষ্যতে, (লুঙ্) অভার্ষীৎ-অভৃত, ণিজন্ত—ভারয়তি, সন্নন্ত—বিভরিষতি-তে, বুভূর্ষতি-তে, ক্ত্বাচ্—ভৃত্বা।

সুরেন্দ্রঃ—সুরেষু ইন্দ্রঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ)

বারিধরৈঃ—বারীণাং ধরাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তৈঃ। ধৃ-ধাতু (to hold, to bear)—(লট্) ধরতি-ধরতে, (লৃট্) ধরিষ্যতি-ধরিষ্যতে, (লুঙ্) অধার্ষীৎ-অধৃত, সন্নন্ত—দিধীর্ষতি-তে, দিধরিষতি-তে, ণিচ্—ধারয়তি, ক্ত্বাচ্—ধৃত্বা, তুমুন্—ধর্তুম্।

প্রক্রীড়িতঃ—প্র-ক্রীড়্+ক্ত (কর্তরি), প্রথমার একবচন।

N. B. সম্-ক্রীড়—When পরস্মৈপদী it means 'অস্ফুট ধ্বনি করা'—চক্রং সংক্রীড়তি (The wheel creaks), by the rule 'সমোঽকূজনে' (বার্ত্তিক) but when আত্মনেপদী it means 'খেলা করা'—বালকঃ প্রান্তরে সংক্রীড়তে। The rule is 'ক্রীড়োঽনু-সং-পরিভ্যশ্চ'—ক্রীড়্ is আত্মনেপদ when preceded by অনু, সম্, পরি or আঙ্।

Ch. of voice. গজেন্দ্রৈঃ মত্তৈঃ (ভূয়তে), গবেন্দ্রৈঃ মুদিতৈঃ, মৃগেন্দ্রৈঃ বনেষু বিক্রান্ততরৈঃ নগেন্দ্রৈঃ রম্যৈঃ, নরেন্দ্রৈঃ নিভৃতৈঃ, সুরেন্দ্রেণ বারিধরৈঃ প্রক্রীড়িতম্। ১৬।

Sl. 17. বর্ষপ্রবেগা বিপুলাঃ......জলৈর্বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ ॥১৭॥

বিসন্ধিপাঠঃ—বর্ষপ্রবেগাঃ বিপুলাঃ পতন্তি প্রবান্তি বাতাঃ সমুদীর্ণঘোষাঃ।
প্রনষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রম্ নদ্যঃ জলৈঃ বিপ্রতিপন্ন-মার্গাঃ ॥

N. B. সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে 'প্রনষ্টকুলাঃ' ছাপা আছে উহা 'প্রনষ্টকূলাঃ' হইবে, তীরবোধক 'কূল' দীর্ঘ-উযুক্ত, 'হ্রস্ব উ' যুক্ত নহে।

Prose-order. বিপুলাঃ বর্ষপ্রবেগাঃ পতন্তি সমুদীর্ণঘোষাঃ ; বাতাঃ প্রবান্তি, প্রনষ্টকূলাঃ নদ্যঃ জলৈঃ বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ শীঘ্রং প্রবহন্তি। ১৭।

Beng. Equivalents. বিপুলাঃ (খুব বেশী) বর্ষপ্রবেগাঃ (বৃষ্টির বেগ) পতন্তি (পড়িতেছে), সমুদীর্ণঘোষাঃ (সমুচ্চারিত-শব্দ অর্থাৎ খুব শব্দ করিয়া) বাতাঃ (বায়ুসমূহ) প্রবান্তি (বহিতেছে), প্রনষ্টকূলাঃ (তীর ভাঙ্গিয়া) নদ্যঃ (নদীসমূহ) জলৈঃ (জলের দ্বারা) বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ (জানা যাইতেছে না পথ যাহাদের) শীঘ্রম্ (তাড়াতাড়ি) প্রবহন্তি (প্রবাহিত হইতেছে)।

Sans. Equivalents. বিপুলাঃ (নিরন্তরাঃ) বর্ষপ্রবেগাঃ (বৃষ্টিপ্রবাহাঃ, অতিবেগা বৃষ্টয়ঃ ইত্যর্থঃ) পতন্তি (নীচৈর্গচ্ছন্তি), সমুদীর্ণঘোষাঃ (অতিগম্ভীর-শব্দাঃ) বাতাঃ (বায়বঃ) প্রবান্তি (প্রবহন্তি) প্রনষ্টকূলাঃ (ভগ্নতীরাঃ) নদ্যঃ

(স্রোতস্বিন্যঃ) জলৈঃ (বারিভিঃ) বিপ্রতিপ্রন্নমার্গাঃ (নির্বর্তিত-মার্গাঃ [নিবর্তিত জনানামধ্বানঃ যাভিস্তাঃ] বিরুদ্ধং প্রাপ্তমার্গাঃ বা) শীঘ্রম্ (দ্রুতম্) প্রবহন্তি।

Beng. Trans. নিরন্তর অতি বেগবতী বৃষ্টি পতিত হইতেছে, অতিগম্ভীর-শব্দ বায়ুসমূহ বহিতেছে, ভগ্নতীর নদীসমূহ জলের দ্বারা জনগণের যাতায়াতের পথ বিধ্বস্ত করিয়া দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে।

Eng. Trans. (In this season) heavy shower sets in—the wind bloweth mightily and the rivers breaking down their banks flow quickly blockading the wayfares.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, বর্ষাকালে অনবরত বেশ বেগে বৃষ্টি হইতেছে, বাতাসও বেশ জোরে বহিতেছে, নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অনেক স্থান ডুবিয়া যাওয়ায় জলস্রোতের মধ্য দিয়া লোকের যাতায়াতে কষ্ট হইতেছে।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বর্ষাসু নিরন্তরা অতিবেগা বৃষ্টয়ঃ, অতিগম্ভীরশব্দা বায়বঃ ভগ্নতীরাঃ স্রোতস্বিন্যশ্চ নিবর্তিতমার্গাঃ (অথবা বিরুদ্ধং প্রাপ্তমার্গাঃ) দ্রুতং প্রবহন্তীতি।

Notes

বিপুলাঃ—বি-পুল্ + ক, পুং প্রথমার বহুবচন।

বর্ষপ্রবেগাঃ—বর্ষস্য প্রবেগাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)। বর্ষঃ—বৃষ্ + অচ্ (ভাববাচ্যে) = বৃষ্টি (বা বৎসর)। প্রবেগাঃ—প্র-বিজ্ + ঘঞ্ পুং ১মা বহুবচন। বৃষ্-ধাতু (to rain) ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী—(লট্) বর্ষতি, (লৃট্) বর্ষিষ্যতি, (লুঙ্) অবর্ষীৎ, সন্নন্ত—বিবর্ষিষতি, ক্ত্বাচ্—বর্ষিত্বা বা বৃষ্ট্বা। চুরাদিগণীয়—বর্ষয়তি। বিজ্-ধাতু—হ্বাদিগণীয় উভয়পদী (to shake)—(লট্) বেবেক্তি-বেবিক্তে, (লৃট্) বেক্ষ্যতি-বেক্ষ্যতে, (লুঙ্) অবেবেক্—অবিজত—অবৈক্ষীৎ, সন্নন্ত—বিবক্ষতি-তে (Usually with উৎ), ণিজন্ত—বেজয়তি। (রুধাদিগণীয় স্থলে—বিনক্তি।)

পতন্তি—পত্ + লট্ অন্তি। (রূপ—৬নং শ্লোকে)।

সমুদীর্ণ ঘোষাঃ—সমুদীর্ণাঃ ঘোষাঃ যেষাং (বহুব্রীহিঃ) তে। সমুদীর্ণাঃ—সম্ + উৎ + ঋ + ক্ত + প্রথমার বহুবচন। (ঈর্-ধাতু হইলে সমুদীরিতাঃ হইত) [ঋ-ধাতুর রূপ ৭নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য]।

বাতাঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to প্রবান্তি। বা + ক্ত, পুং ১মার বহুবচন;

বা-ধাতু অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী (to blow, to go)—(লট্) বাতি, (লৃট্) বাস্যতি, (লুঙ্) অবাসীৎ, ণিজন্ত—বাপয়তি, Passive-বায়তে।

প্রবান্তি—প্র-বা+লট্ অন্তি।

প্রনষ্টকূলাঃ—প্রনষ্টানি কূলানি যাসাং (বহুব্রীহিঃ) তাঃ। নশ্-ধাতু দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী (to be lost, to perish)—(লট্) নশ্যতি, (লৃট্) নশিষ্যতি-নঙ্ক্ষ্যতি. (লুঙ্) অনশৎ—অনেশৎ, সন্নন্ত—নিনশিষতি —নিনঙ্ক্ষতি, ক্ত—নষ্টঃ, ক্তাচ্—নশিত্বা, নষ্ট্বা বা নংষ্ট্বা, তুমুন্—নশিতুম্ বা নংষ্টুম্। N. B. (1) প্রনষ্ট has দন্ত্য ন by the rule 'নশেঃ ষান্তস্য' (HSGC p. 11) (2) কূলম্=তীর, কুলম্=বংশ।

নদ্যঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to প্রবহন্তি।

জলৈঃ—করণে তৃতীয়া।

বিপ্রতিপন্ন-মার্গাঃ—বিপ্রতিপন্নাঃ মার্গাঃ যাভিঃ (বহুব্রীহিঃ) তৈঃ। মার্গঃ—মার্গ্+ঘঞ্ (কর্মবাচ্যে)। চুরাদিগণীয় উভয়পদী মার্গ্ (অন্বেষণে)—(লট্) মার্গয়তি-তে।

বিপ্রতিপন্নাঃ=বিক্ষিপ্ত, সংশয়গ্রস্ত, তুলনীয়—"শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না (বুদ্ধিঃ)" গীতা, ২।৫৩। বিপ্রতিপন্নাঃ—বি-প্রতি-পদ্+ক্ত, পুং প্রথমার বহুবচন। পদ্-ধাতু (to go, to attain) দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী—(লট্) পদ্যতে, (লৃট্) পংস্যতে (লুঙ্) অপাদি, সন্নন্ত—পিৎসতে, ক্তাচ্—পত্ত্বা, তুমুন্—পত্তুম্।

শীঘ্রম্—ক্রিয়া-বিশেষণে ২য়া।

প্রবহন্তি—প্র-বহ্+লট্ অন্তি। 'প্রাদ্বহঃ' এই সূত্রানুসারে উভয়পদী বহ্-ধাতু পরস্মৈপদী হয়। (বহ্-ধাতুর রূপ ৫নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

Ch. of voice. বিপুলৈঃ বর্ষপ্রবেগৈঃ পত্যতে, সমুদীর্ণঘোষৈঃ বাতৈঃ প্রবায়তে, প্রনষ্টকূলাভিঃ নদীভিঃ বিপ্রতিপন্নমার্গাভিঃ প্রোহ্যতে।

Sl. 18. নরৈর্নরেন্দ্রা ইব পর্বতেন্দ্রাঃ…স্বামিব দর্শয়ন্তি ॥ ১৮ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—নরৈঃ নরেন্দ্রাঃ ইব পর্বতেন্দ্রাঃ সুরেন্দ্রদত্তৈঃ পবনোপনীতৈঃ। ঘনাম্বুকুম্ভৈঃ অভিষিচ্যমানা রূপম্ শ্রিয়ম্ স্বাম্ ইব দর্শয়ন্তি ॥

Prose-order. নরেন্দ্রাঃ নরৈঃ ইব সুরেন্দ্রদত্তৈঃ পবনোপনীতৈঃ ঘনাম্বুকুম্ভৈঃ অভিষিচ্যমানাঃ পর্বতেন্দ্রাঃ রূপং স্বাং শ্রিয়ম্ ইব দর্শয়ন্তি।

Beng. Equivalents. নরৈঃ (মানবদের দ্বারা) নরেন্দ্রাঃ (রাজগণ) ইব (মত, যেমন) সুরেন্দ্রদত্তৈঃ (দেবরাজ ইন্দ্র-প্রদত্ত) পবনোপনীতৈঃ (বায়ুর দ্বারা আনীত) ঘনাম্বু-কুম্ভৈঃ (মেঘজলরূপ কলসসমূহের দ্বারা) অভিষিচ্যমানাঃ

অভিষিক্ত হইয়া) পর্বতেন্দ্রাঃ (শ্রেষ্ঠ পর্বতগুলি) রূপং (রূপ) স্বাং (নিজের) শ্রিয়ম্ ইব (লক্ষ্মীর মত) দর্শয়ন্তি (দেখাইতেছে)।

Sans. Equivalents. নরৈঃ (মানবৈঃ) নরেন্দ্রাঃ (রাজানঃ) সুরেন্দ্রদত্তৈঃ (ইন্দ্রপ্রেরিতৈঃ) পবনোপনীতৈঃ (সমীরণানীতৈঃ) ঘনাম্বুকুম্ভৈঃ (মেঘরূপ-জলকলসৈঃ) অভিষিচ্যমানাঃ (অভিষেকং কুর্বাণাঃ) পর্বতেন্দ্রাঃ (মহাপর্বতাঃ) রূপম্ (নির্মলমাকারম্) স্বাম্ (স্বকীয়াম্) শ্রিয়ম্ (বিবিধ-ধাতু-যুক্তত্বরূপাম্) দর্শয়ন্তি ("অভিষিক্তা নরেন্দ্রাঃ স্বাং শ্রিয়মিব অভিষিচ্যমানাঃ পর্বতাঃ স্বং রূপং দর্শয়ন্তি নৈর্মল্যাদিনেতি ভাবঃ" ইতি গোবিন্দরাজঃ ।

Beng. Trans. মানবদের দ্বারা রাজা যেরূপ অভিষিক্ত হন, সেইরূপ ইন্দ্রপ্রেরিত এবং পবনানীত , মেঘরূপ জলকলস-সমূহের দ্বারা অভিষিচ্যমান মহাপর্বত-সমূহ নিজের রূপ ও ঐশ্বর্য্য (ধাতু-প্রভৃতি) দেখাইতেছে।

Eng. Trans. The mountains are, as if, displaying their own beauty and grace being as it were bathed by the cloud-like jars, conferred by the lord of celestials and brought by the wind like unto a king sprinkled by men.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, বর্ষাকালে যেন মহাপর্বতসমূহের অভিষেক হইতেছে এবং তাহারা যেন স্ব স্ব রূপ ও ধাতু প্রভৃতি ঐশ্বর্ষ প্রদর্শন করিতেছে। রাজাদের বেলা মানুষেরা জলকলস-সমূহের দ্বারা অভিষেক-কার্য সম্পন্ন করে, এস্থলে সেই কার্য করার জন্য ইন্দ্র মেঘদের পাঠাইয়াছেন এবং পবনদেব তাহাদিগকে নিয়া আসিয়াছেন।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—অভিষিক্তা নরেন্দ্রা যথা স্বং রূপং স্বাং শ্রিয়ঞ্চ দর্শয়ন্তি তথা ইন্দ্রপ্রেরিতৈঃ পবনানীতৈঃ মেঘৈরভিষিচ্যমানা মহাপর্বতা নৈর্মল্যাদিনা স্বং রূপং বিবিধধাতু-যুক্তত্বরূপাং শ্রিয়ঞ্চ দর্শয়ন্তি।

Notes

নরেন্দ্রাঃ—নরেষু ইন্দ্রাঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ), উক্তে কর্ম্মণি প্রথমা। (ইন্দ্রবোধক বিভিন্ন শব্দের জন্য ৭নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

নরৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। "মনুষ্যা মানুষা মর্ত্যা মনুজা মানবা নরাঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে, অর্থাৎ উক্ত শব্দগুলি পুংলিঙ্গ ও মনুষ্যবাচক।

ইব—অব্যয় (Indeclinable), 'ব বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে' ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে ; অর্থাৎ সাম্য বা সাদৃশ্যার্থে ব, বা, যথা, তথা, ইব ও এবম্।

পর্বতেন্দ্রাঃ—পর্বতেষু ইন্দ্রাঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ) (পর্বত-বোধক বিভিন্ন শব্দের জন্য ১নঃ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সুরেন্দ্রদত্তৈঃ—সুরেষু ইন্দ্রঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ) তেন দত্তৈঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)। দেবতা-বোধক শব্দগুলি জানা থাকা একান্ত দরকার—

"অমরা নির্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ।
সুপর্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ॥
আদিতেয়া দিবিষদো লেখা অদিতিনন্দনাঃ।
আদিত্যা ঋভবোঽস্বপ্না অমর্ত্যা অমৃতান্ধসঃ॥
বর্হির্মুখাঃ ক্রতুভুজো গীর্বাণা দানবারয়ঃ।
বৃন্দারকা দৈবতানি পুংসি বা দেবতা স্ত্রিয়াম্॥" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে ;

অর্থাৎ দেবতার নাম—অমর, নির্জর, দেব, ত্রিদশ, বিবুধ, সুর, সুপর্বন্, সুমনস্, ত্রিদিবেশ, দিবৌকস্, আদিতেয়, দিবিষদ্, লেখ, অদিতিনন্দন, আদিত্য, ঋভু, অস্বপ্ন, অমর্ত্য, অমৃতান্ধস্, বর্হির্মুখ, ক্রতুভুজ্, গীর্বাণ, দানবারি, বৃন্দারক (পুং), দৈবত (পুং-ক্লী). দেবতা (স্ত্রী)।

দত্তঃ—দা+ক্ত, পুং ১মা ১বঃ ; দা-ধাতু ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী বা হ্বাদিগণীয় উভয়পদী (to give)—(লট্) যচ্ছতি বা দদাতি-দত্তে, (লুঙ্) অদাৎ—অদিত, ণিজন্ত—দাপয়তি, সন্নন্ত—দিৎসতি-তে, ক্ত্বাচ্—দত্ত্বা, তুমুন্—দাতুম্।

পবনোপনীতৈঃ—পবনেন উপনীতৈঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ) (বায়ুবোধক বিভিন্ন শব্দের জন্য ৩নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

উপনীতঃ—উপ-নী+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন। নী-ধাতু ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী—নয়তি-নয়তে, (লৃট্) নেষ্যতি-তে, (লুঙ্) অনৈষীৎ-অনেষ্ট।

ঘনাম্বু-কুম্ভৈঃ—অম্বোঃ কুম্ভাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), ঘনা এব অম্বুকুম্ভাঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ) তৈঃ। (মেঘবোধক বিভিন্ন শব্দের জন্য ১নং এবং জল-বোধক বিভিন্ন শব্দের জন্য ৫নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অভিষিচ্যমানাঃ—অভি-সিচ্+কর্মবাচ্যে শানচ্, পুং প্রথমার বহুবচন। তুদাদিগণীয় উভয়পদী সিচ্ (to sprinkle, to water, to pour in) ধাতুর রূপ —(লট্) সিঞ্চতি-সিঞ্চতে, (লৃট্) সেক্ষ্যতি-সেক্ষ্যতে, (লুঙ্) অসিচৎ-অসিচত-অসিক্ত, সন্নন্ত—সিসিক্ষতি-তে, ক্ত—সিক্তঃ, ক্ত্বাচ্—সিক্ত্বা, তুমুন্—সেক্তুম্]।

অভিষিচ্যমানাঃ—The মূর্ধন্য ষ্ is to be used. The rule is "উপসর্গাৎ সুনোতি-সুবতি-স্যতি-স্তৌতি-স্তোভতি-স্থা-সেনয়-সেধ-সিচ-সঞ্জ-স্বঞ্জাম্" ; অর্থাৎ ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরবর্তী সু-প্রভৃতি ১১টি ধাতুর দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।

যথা—অভিষুণোতি, পরিষুবতি, অভিষ্যুতি, পরিষ্টৌতি, অভিষ্টোভতে, অনুষ্ঠান, অভিষেণয়তি, পরিষেধয়তি, অভিষিঞ্চতি, অভিষজতি, পরিষজতে।

N. B. (১) যঙ্ হইলে হয় না। "সিচো যঙি"—অভিসেসিচ্যতে। (২) লিট্ বিভক্তিতে স্বঞ্জ্ ও সদ্-ধাতুর দ্বিতীয় দন্ত্য স মূর্ধন্য হয় না, যথা—স্বঞ্জ্—পরিষস্বজে, বিষস্বজে, সদ্—নিষসাদ, বিষসাদ। "সদেঃ পরস্য লিটি"।

স্বম্—'স্বমজ্ঞাতি-ধনাখ্যায়াম্'; অর্থাৎ জ্ঞাতি ও ধন-ভিন্ন অর্থে স্ব-শব্দ সর্বনাম হয়। 'স্বেষাং সুতানাম্'। (See p. 9 also)

রূপম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ভূষণ-ভূষিত না হইলেও দেহ যাহাতে ভূষিতবৎ বোধ হয় তাহা রূপ ;—

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ ভাতি তদ্ রূপমিতি কথ্যতে॥" (উজ্জ্বল-নীলমণি);

তুলনীয়—উদ্বহেদ্ ভার্য্যাং রূপগুণান্বিতাম্ (মনু ৭।৭৭।১), পশ্য মে পার্থ রূপাণি—গীতা, ১১।৫ ; শকুন্তলা, ১১।২৩।

শ্রিয়ম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; "......সংপদি। সংপত্তিঃ শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ.........।" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে। অর্থাৎ সম্পত্তিবোধক—সম্পদ্, সম্পত্তি, শ্রী, লক্ষ্মী (স্ত্রী)।

N. B. শ্রী-শব্দের প্রথমার একবচনে বিসর্গযুক্ত 'শ্রীঃ' এই পদ হয়, আর ইহার শব্দরূপে 'য়' পরে থাকিলে ঈ 'হ্রস্ব ই' হইবে, যথা—শ্রিয়া।

ইব—অব্যয় (Indeclinable),

দর্শয়ন্তি—দৃশ্+ণিচ্+লট্ অন্তি। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী দৃশ্-ধাতুর রূপ—(লট্) পশ্যতি, (লৃট্) দ্রক্ষ্যতি, সন্নন্ত—দিদৃক্ষতে (আত্মনেপদী) by the rule 'জ্ঞা-শ্রু-স্মৃ-দৃশাং সনঃ'। 'অভিবাদিদৃশোরাত্মনেপদে বেতি বাচ্যম্' এই বার্ত্তিকানুসারে দৃশ্-ধাতু ণিজন্ত অবস্থায় আত্মনেপদী হইলে উহার প্রযোজ্য কর্তা বিকল্পে কর্ম হয়। যথা—মাতা শিশুং (শিশুনা বা) চন্দ্রং দর্শয়তে, but মাতা শিশুং চন্দ্রং দর্শয়তি।

Ch. of voice. নরেন্দ্রৈঃ......অভিষিচ্যমানৈঃ পর্বতেন্দ্রৈঃ......স্বা শ্রীরিব দর্শ্যতে।

Sl. 19. ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা......দিশঃ প্রকাশাঃ।১৯

বিসন্ধিপাঠঃ—ঘনোপগূঢ়ম্ গগনম্ ন তারা ন ভাস্করঃ দর্শনম্ অভ্যুপৈতি।
নবৈঃ জলৌঘৈঃ ধরণী বিতৃপ্তা তমোবিলিপ্তাঃ ন দিশঃ প্রকাশাঃ॥

Prose-order. গগনং ঘনোপগূঢ়ম্, ন তারা ন ভাস্করঃ দর্শনমভ্যুপৈতি, নবৈঃ জলৌঘৈঃ ধরণী বিতৃপ্তা, তমোবিলিপ্তাঃ দিশঃ ন প্রকাশাঃ।

Beng. Equivalents. গগনম্ (আকাশ) ঘনোপগূঢ়ম্ (মেঘের দ্বারা ঢাকা), ন (না) তারা (নক্ষত্র) ন (না) ভাস্করঃ (সূর্য্য) দর্শনম্ অভ্যুপৈতি (দেখা যায়), নবৈঃ (নূতন) জলৌঘৈঃ (জল-সমূহের দ্বারা) ধরণী (পৃথিবী) বিতৃপ্তা (বিশেষভাবে তৃপ্ত), তমোবিলিপ্তাঃ (অন্ধকারাচ্ছন্ন) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) ন (না) প্রকাশাঃ (প্রসন্ন, স্পষ্ট)।

Sans. Equivalents. গগনম্ (আকাশম্) ঘনোপগূঢ়ম্ (মেঘাচ্ছন্নম্) ন তারা (নক্ষত্রম্) ন ভাস্করঃ (সূর্য্যঃ) দর্শনমভ্যুপৈতি (দৃষ্টো ভবতি), নবৈঃ (নূতনৈঃ) জলৌঘৈঃ (বারি-সমূহৈঃ) ধরণী (পৃথিবী) বিতৃপ্তা (বিশেষেণ তৃপ্তা), তমোবিলিপ্তাঃ (অন্ধকারাবৃত্যাঃ) দিশঃ ন প্রকাশাঃ (প্রকাশতাং গতাঃ)।

Beng. Trans. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, নক্ষত্র বা সূর্য দেখা যাইতেছে না, পৃথিবী নূতন জলসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে তৃপ্ত, অন্ধকারাবৃত দিক্‌সমূহ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।

Eng. Trans. The sky is enveloped with clouds and neither the Sun nor the stars can be seen—the earth is satisfied with new showers and the quarters being covered with darkness cannot be seen.

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, বর্ষা-সমাগমে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, রাত্রে নক্ষত্র এবং দিনে সূর্য্য দেখা যাইতেছে না, চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর নূতন বৃষ্টিজলে পৃথিবী বেশ তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ — বর্ষাসু আকাশং মেঘাচ্ছন্নম্, দিবা সূর্যঃ নিশায়াং চ নক্ষত্রম্ ন দৃষ্টং ভবতি, অন্ধকারাচ্ছন্না দিশঃ, পৃথ্বী চ নব-জলধারা-লাভাদ্বিশেষেণ তৃপ্তা ইতি।

Notes

গগনম্—কর্ত্তরি প্রথমা, Nom. to বর্ত্ততে (understood) (আকাশবোধক শব্দের জন্য ১নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)।

ঘনোপগূঢ়ম্—ঘনেন উপগূঢ়ম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ) (মেঘ-বোধক শব্দের জন্য ১নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)

উপগূঢ়ম্—উপ-গুহ্+ক্ত, ক্লীং প্রথমার একবচন। ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী গুহ্ (to cover, to keep secret)-ধাতুর রূপ—(লট্) গূহতি-গূহতে, (লৃট্) গূহিষ্যতি—গূহিষ্যতে বা ঘোক্ষ্যতি-ঘোক্ষ্যতে, ণিজন্ত—গূহয়তি, সন্নন্ত—জুঘুক্ষতি-জুঘুক্ষতে, যঙন্ত—জোগুহ্যতে, ক্ত—গূঢ়ঃ; ক্ত্বাচ্ -গূহিত্বা বা গূঢ়্বা, তুমুন্—গূহিতুম্ বা গোঢ়ুম্।

ন—অব্যয় (Indeclinable).

তারা—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অভ্যুপৈতি। "নক্ষত্রমৃক্ষং ভং তারা তারকাপ্যুড়ু বা স্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ দিগ্বর্গে; অর্থাৎ নক্ষত্রবাচক—নক্ষত্র, ঋক্ষ, ভ (ক্লী), তারা, তারকা (স্ত্রী), উড়ু (স্ত্রী-ক্লী)।

ন—অব্যয় (Indeclinable).

ভাস্করঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অভ্যুপৈতি। ভাঃ+করঃ।

"সূর-সূর্য্যার্য্যমাদিত্য-দ্বাদশাত্ম-দিবাকরাঃ।
ভাস্করাহস্কর-ব্রধ্ন-প্রভাকর-বিভাকরাঃ ॥" প্রভৃতি অমরকোষধৃত

সূর্য্যের বহু নামের মধ্যে সূর্য্য, সূর, আদিত্য, দিবাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, বিভাকর, ভাস্বৎ, বিবস্বৎ, সপ্তাশ্ব, হরিদশ্ব, উষ্ণরশ্মি, অর্ক, মার্তণ্ড, মিহির, অরুণ, মিত্র, চিত্রভানু, সহস্রাংশু, তপন, সবিতা, রবি (পুং) প্রভৃতি বেশী প্রচলিত।

দর্শনম্—কর্ম্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভ্যুপৈতি। দৃশ্+অনট্, দ্বিতীয়ার একবচন। (দৃশ্-ধাতুর রূপ ১নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

অভ্যুপৈতি—অভি-উপ-ই+লট্ তি। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ই (to go)-ধাতুর রূপ—(লট্) এতি, ইতঃ, যন্তি; (লৃট্) এষ্যতি, ক্ত—ইতঃ, তুমুন্—এতুম্। অদাদিগণীয় আত্মনেপদী ই (to read) ধাতু অধিপূর্বক ব্যবহৃত হয়। (লট্) অধীতে, অধীয়াতে, অধীয়তে; (লঙ্) অধ্যৈত, অধ্যৈয়াতাম্, অধ্যৈয়ত; (লৃট্) অধ্যেষ্যতে, অধ্যেষ্যেতে, অধ্যেষ্যন্তে; শানচ্—অধীয়ানঃ, ক্ত—অধীতঃ, তব্যৎ—অধ্যেতব্যঃ, তুমুন্—অধ্যেতুম্, ল্যপ্—অধীত্য, ণিচ্—অধ্যাপয়তি, সন্—অধিজিগাংসতে, কর্মবাচ্যে—অধীয়তে। অধি-ই (to remember) is পরস্মৈপদী।

নবৈঃ—Adj. to জলৌঘৈঃ।

জলৌঘৈঃ—করণে তৃতীয়া। ওঘ=সমূহ, স্রোত, তরঙ্গ, পরম্পরা; পরিঘঃ পরিঘাতেঽস্ত্রেঽপ্যোঘো বৃন্দেঽম্ভসাং রয়ে।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ পরিঘ= হনন অস্ত্র-বিশেষ (পুং); ওঘ=সমূহ বা জলের বেগ (পুং)।

ধরণী—কর্তরি প্রথমা, Nom. to বিতৃপ্তা। (পৃথিবীবাচক শব্দের জন্য ৬নং শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)।

বিতৃপ্তা—বি-তৃপ্+ক্ত, স্ত্রিয়াম্ আপ্, having for its Nominative ধরণী। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী তৃপ্ (to become satisfied)। ধাতুর রূপ—(লট্) তৃপ্যতি, (লৃট্) তর্পিষ্যতি, তর্প্স্যতি বা ত্রপ্স্যতি, (লুঙ্) অতৃপৎ-অতর্পীৎ-অতার্প্সীৎ-অত্রাপ্সীৎ, সন্নন্ত—তিতর্পিষতি বা তিতৃপ্সতি, ক্ত—তৃপ্তঃ, ক্ত্বাচ্—তর্পিত্বা বা তৃপ্ত্বা, তুমুন্—তর্পিতুম্।

তমোবিলিপ্তাঃ—তমস্ is Neuter, তমসা বিলিপ্তাঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ) তুদাদিগণীয় উভয়পদী লিপ্ (to anoint) ধাতুর রূপ—(লট্) লিম্পতি-লিম্পতে, (লৃট্) লেপ্স্যতি-লেপ্স্যতে, (লুঙ্) অলিপৎ-ত, ণিজন্ত—লেপয়তি, সন্নন্ত—লিলিপ্সতি-লিলিপ্সতে, ক্ত—লিপ্তঃ, যঙন্ত—লেলিপ্যতে, ক্ত্বাচ্—লিপ্ত্বা, তুমুন্—লেপ্তুম্।

তমঃ—"অন্ধকারোঽস্ত্রিয়াং ধ্বান্তং তমিস্রং তিমিরং তমঃ" ইত্যমরঃ পাতাল-ভোগি-বর্গে ; অর্থাৎ অন্ধকার-বাচক—অন্ধকার (পুং-ক্লী), ধ্বান্ত, তমিস্র, তিমির, তমঃ (ক্লী)।

দিশঃ—কর্তরি প্রথমা

ন—অব্যয়, Indeclinable, "অভাবে নহ্য নো নাপি মাস্ম মালং চ বারণে।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে ; অর্থাৎ নিষেধের নাম—নহি, অ, নো, ন ; এবং বারণের নাম —মাস্ম, মা, অলম্ [ইহারা সকলেই অব্যয়]।

প্রকাশাঃ—প্র-কাশ্+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে) পুং প্রথমার বহুবচন। Adj. to দিশঃ। প্রকাশ-শব্দ (১) বিশেষ্য এবং (২) বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, অর্থ (১) দীপ্তি, সাদৃশ্য, শোভা প্রভৃতি, (২) প্রস্ফুটিত, সদৃশ, স্পষ্ট প্রভৃতি।

Ch. of voice. গগনেন ঘনোপগূঢেন (ভূয়তে) ন তারয়া ন ভাস্করেণ দর্শনম্ অভ্যুপেয়তে⋯ ধরণ্যা বিতপ্তয়া (ভূয়তে) তমোবিলিপ্তাভিঃ দিগ্ভিঃ ন প্রকাশাভিঃ (ভূয়তে)।

Sl. 20. মহান্তি কূটানি মহীধরাণাং⋯..লম্বমানৈঃ। ২০॥

বিসন্ধিপাঠঃ—মহান্তি কূটানি মহীধরাণাম্ ধারাভিধৌতানি অধিকং বিভান্তি।
মহাপ্রমাণৈঃ বিপুলৈঃ প্রপাতৈঃ মুক্তাকলাপৈঃ ইব লম্বমানৈঃ॥

Prose-order. লম্বমানৈঃ মুক্তাকলাপৈঃ ইব মহাপ্রমাণৈঃ বিপুলৈঃ প্রপাতৈঃ মহীধরাণাং ধারাভিধৌতানি মহান্তি কূটানি অধিকং বিভান্তি।

Beng. Equivalents. লম্বমানৈঃ (লম্বমান) মুক্তা-কলাপৈঃ ইব (মুক্তালঙ্কারের মত) মহাপ্রমাণৈঃ (মহাপরিমাণ) বিপুল (গভীর) প্রপাতৈঃ (জলপ্রপাতসমূহের দ্বারা) মহীধরাণাম্ (পর্বতগুলির) ধারাভিধৌতানি (ধারা-বিধৌত) মহান্তি (উচ্চ) কূটানি (শৃঙ্গসমূহ) অধিকম্ (বেশী) বিভান্তি (সুন্দর দেখা যাইতেছে)।

Eng. Trans. The high summits of the mountains, being washed by showers and beautified by far-stretching water-falls resembling pearls, are appearing more graceful.

Sans. Equivalents. লম্বমানৈঃ মুক্তাকলাপৈঃ (মুক্তালঙ্কারৈঃ) ইব মহাপ্রমাণৈঃ (অতিবিস্তৃতৈঃ) বিপুলৈঃ (গভীরৈঃ) প্রপাতৈঃ (নির্ঝরৈঃ) মহীধরাণাম্ (পর্বতানাম্) ধারা-বিধৌতানি (ধারা-প্রক্ষালিতানি) মহান্তি (উচ্চানি) কূটানি (শৃঙ্গাণি) অধিকং (বহুলম্) বিভান্তি (শোভন্তে)।

Beng. Trans. লম্বমান মুক্তালঙ্কারের মত অতিবিস্তৃত বিপুল জলপ্রপাত-সমূহের দ্বারা ধারা-বিধৌত পর্বতগুলির উচ্চ শৃঙ্গসমূহ বেশী সুন্দর দেখা যাইতেছে।

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, বর্ষাকালে পর্বতের শৃঙ্গগুলি বেশী সুন্দর দেখাইতেছে, কারণ জলপ্রপাতগুলির দ্বারা উহারা বেশ ধৌত হইয়াছে এবং অতিবিস্তৃত জলপ্রপাতগুলি মুক্তার অলঙ্কারের মত চিকমিক করিতেছে।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—বর্ষাসু পর্বতশৃঙ্গাণি লম্বমান-মুক্তালঙ্কারবজ্জলপ্রপাত-বিধৌতানি অধিকং শোভন্তে ইতি।

Notes

লম্বমানৈঃ—লম্ব্+শানচ্, তৃতীয়ার বহুবচন। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী লম্ব (শব্দে অবস্রংসনে চ, to sound, to hang down, to sink)—(লট্) লম্বতে, (লৃট্) লম্বিষ্যতে, ণিজন্ত—লম্বয়তি বা লম্বয়তে, ক্ত—লম্বিতঃ।

মুক্তাকলাপৈঃ—মুক্তানাং কলাপাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তৈঃ। কলাপঃ=ভূষণ; "কলাপো ভূষণে বর্হে তূণীরে সংহতাবপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ কলাপ (পুং)=ভূষণ, ময়ূরপুচ্ছ, তূণীর বা সমূহ।

"শোণরত্নং লোহিতকঃ পদ্মরাগোঽথ মৌক্তিকম্।
মুক্তাঽথ বিদ্রুমঃ পুংসি প্রবালং পুং-নপুংসকম্॥"

রত্নং মণির্দ্বয়োরশ্মজাতৌ মুক্তাদিকেঽপি চ" ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে; অর্থাৎ মুক্তার নাম মৌক্তিক (ক্লী), মুক্তা (স্ত্রী)।

ইব—"ব বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে" ইত্যমরঃ, অর্থাৎ ব, বা, যথা, তথা, ইব, এবম্—এই অব্যয়গুলি সাম্য বা সাদৃশ্য-বোধক।

মহাপ্রমাণৈঃ—মহৎ প্রমাণং যেষাং (বহুব্রীহিঃ) তৈঃ।

"প্রমাণং হেতু-মর্যাদা-শাস্ত্রেয়ত্তা-প্রমাতৃষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ প্রমাণ (ক্লী) =হেতু, মর্যাদা, শাস্ত্র, ইয়ত্তা বা প্রমাণ।

বিপুলৈঃ—Adj. to প্রপাতৈঃ। বিপুল=বিস্তীর্ণ বা গভীর॥

"বিশঙ্কটং পৃথু বৃহদ্বিশালং পৃথুলং মহৎ।
বড্রোরুবিপুলং পীনপীব্নী তু স্থূলপীবরে। ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে;

অর্থাৎ, বিস্তীর্ণের নাম—বিশঙ্কট, পৃথু, বৃহৎ, বিশাল, পৃথুল, মহৎ, বড্র, উরু, বিপুল (ক্লী); স্থুলের নাম—পীন, পীবন্, স্থুল, পীবর (ক্লী)।

প্রপাতৈঃ—করণে তৃতীয়া। প্রপাত=উচ্চপ্রদেশ হইতে পতিত জলপ্রবাহ, জলপ্রপাত, ঝরণা। অন্য অর্থও হয়—"কূটোঽস্ত্রী শিখরং শৃঙ্গং প্রপাতস্তুতটো ভৃগুঃ" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে; অর্থাৎ পর্বতের অগ্রভাগের নাম—কূট, শিখর (পুং-ক্লী), শৃঙ্গ (ক্লী); পর্বতের উচ্চস্থানবাচক (precipice)—প্রপাত, অতট, ভৃগু (পুং)।

মহীধরাণাম্—মহ্যাঃ ধরাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তেষাম্ (=পর্বতদিগের) (মহী বা পৃথিবী-বোধক শব্দের জন্য ৬নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ধারাভিধৌতানি—ধারাভিঃ অভিধৌতানি (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)। ধারা=ধারি+অঙ্ (ভাববাচ্যে)+স্ত্রিয়ামাপ্। অভিধৌতানি—অভি-ধাব্+ক্ত, ক্লীং ১মা বহুবচন। ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী ধাব্ (to run, to wash, to flow)-ধাতুর রূপ—(লট্) ধাবতি-ধাবতে, (লৃট্) ধাবিষ্যতি-ধাবিষ্যতে, (লুঙ্) অধাবীৎ—অধাবিষ্ট, ণিজন্ত—ধাবয়তি, সন্নন্ত—দিধাবিষতি-দিধাবিষতে, ক্ত-ধাবিতঃ (গমনে), ধৌতঃ (প্রক্ষালনে), ক্ত্বাচ্—ধাবিত্বা (গমনে), ধৌত্বা (প্রক্ষালনে), তুমুন্—ধাবিতুম্। তুলনীয়—বারিধারা (রঘুবংশম্ ১৬।১৬, পূর্বমেঘঃ ৫৩)

মহান্তি—Adj, to কূটানি, Declension—(প্রথমা) মহৎ মহতী মহান্তি (দ্বিতীয়া) মহৎ মহতী, মহান্তি। অন্যান্য বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

কূটানি—কূট is Masculine or Neuter. কর্তরি প্রথমা, Nom. to বিভান্তি। "কূটোঽস্ত্রী শিখরং শৃঙ্গং প্রপাতস্তুতটো ভৃগুঃ" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে।

অধিকম্—ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া। অধি+ক (বিশিষ্টার্থে)।

বিভান্তি—বি-ভা+লট্ অন্তি। (ভা-ধাতুর রূপ ৪নং শ্লোকের-Notes এ দ্রষ্টব্য।)

Ch. of voice.······ধারাভিধৌতৈঃ মহদ্ভিঃ কূটৈঃ······বিভায়তে।

Sl. 21. শীঘ্র-প্রবেগা বিপুলা·········ধ্রিয়ন্তে ॥ ২১ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—শীঘ্র-প্রবেগাঃ বিপুলাঃ প্রপাতাঃ নির্ধৌত-শৃঙ্গোপতলাঃ গিরীণাম্। মুক্তা-কলাপ-প্রতিমাঃ পতন্তঃ মহাগুহোৎসঙ্গতলৈঃ ধ্রিয়ন্তে ॥

Prose-order. গিরীণাং নির্ধৌত-শৃঙ্গোপতলাঃ শীঘ্র-প্রবেগাঃ বিপুলাঃ মুক্তাকলাপ-প্রতিমাঃ পতন্তঃ প্রপাতাঃ মহাগুহোৎসঙ্গতলৈর্ধ্রিয়ন্তে।

Beng. Equivalents. গিরীণাম্ (পর্বতসমূহের) নির্ধৌত-শৃঙ্গো-পতলাঃ বিধৌত হইতেছে পর্বত-শৃঙ্গের নিকটস্থ তলদেশ যাহাদের দ্বারা) শীঘ্র-প্রবেগাঃ (সত্বর-প্রবহণশীল) বিপুলাঃ (গভীর) মুক্তাকলাপ-প্রতিমাঃ (মুক্তা-সমূহের মত

বা মুক্তার ভূষণের তুল্য) পতন্তঃ (পতনশীল) প্রপাতাঃ (জলপ্রপাত-সমূহ, ঝরণা-সমূহ) মহাগুহোৎসঙ্গ-তলৈঃ (বড় গুহার কোল বা সানু-প্রদেশের দ্বারা) ধ্রিয়ন্তে (ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে) ।

Eng. Trans. And the quick streaming waterfalls, of the mountains, washing the summits of the hills, and resembling the pearls, are being deposited in thecave at the foot.

Sans. Equivalents. গিরীণাম্ (পর্বতানাম্) নির্ধৌত-শৃঙ্গোপতলাঃ (প্রক্ষালিত-শৃঙ্গ-সমীপ-প্রদেশাঃ) শীঘ্রপ্রবেগাঃ (অতিবেগবত্যঃ) বিপুলাঃ (গভীরাঃ) মুক্তাকলাপ-প্রতিমাঃ (মুক্তা-সমূহ-সদৃশাঃ বা মুক্তাভূষণ-সদৃশাঃ) পতন্তঃ (পতনশীলাঃ) প্রপাতাঃ (নির্ঝরাঃ) মহাগুহোৎসঙ্গতলৈঃ (মহাগুহামধ্যতলৈঃ) ধ্রিয়ন্তে (ধৃতা ভবন্তি) ।

Beng. Trans. পর্বতদিগের শৃঙ্গের সমীপপ্রদেশ প্রক্ষালিত করিয়া অতিবেগবতী গভীর মুক্তা-সমূহ-সদৃশ পতনশীল নির্ঝরগুলি বড় গুহাগুলির মধ্যতলের দ্বারা ধৃত হইতেছে ।

Beng. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনাবসরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, জলপ্রপাতগুলি পর্বতের বড় বড় গুহার মধ্যে পড়িতে হইতেছে, উহার শৃঙ্গের নিকটবর্তী স্থানগুলি ধুইয়া দিতেছে. এবং পতনশীল স্বচ্ছ মুক্তার মত ঝকমক করিতেছে ।

Sans. Expl. বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাবর্ণনমুপলক্ষ্য রামো লক্ষ্মণং কথয়তি যৎ—পর্বতানাং প্রশৃঙ্গ-সমীপ-প্রদেশ-প্রক্ষালকাঃ অতিবেগবত্যো গভীরা মুক্তাসমূহ-সদৃশাঃ পতনশীলা নির্ঝরা মহাগুহা-মধ্যতলৈ ধৃতা ভবন্তীতি ।

Notes

গিরীণাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী ।

"মহীধ্রে শিখরি-ক্ষ্মাভৃদহার্যধর-পর্বতাঃ । অদ্রি-গোত্র-গিরি-গ্রাবাচল-শৈল-শিলোচ্চয়াঃ" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে ; অর্থাৎ পর্বতবাচক—মহীধ্র, শিখরিন্, ক্ষ্মাভৃৎ, অহার্য, ধর, পর্বত, অদ্রি, গোত্র, গিরি, গ্রাবন্, অচল, শৈল, শিলোচ্চয় (পুং) ।

নির্ধৌত-শৃঙ্গোপতলাঃ—শৃঙ্গাণাং উপতলানি (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), নির্ধৌতানি শৃঙ্গোপতলানি যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ), তলস্য সমীপম্ (অব্যয়ীভাবঃ) ।

অধঃস্বরূপয়োরস্ত্রী তলং স্যাচ্চামিষে পলম্ ; ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ তল =অধঃ, স্বরূপ (পুং-ক্লী) ; পল=আমিষ, পরিমাণ-বিশেষ (ক্লী) ।

শীঘ্রপ্রবেগাঃ—শীঘ্রঃ প্রবেগো যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ) ।

বিপুলাঃ—Adj. to প্রপাতাঃ । (অর্থসম্বন্ধে পূর্ব শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)

মুক্তা-কলাপ-প্রতিমাঃ—মুক্তানাং কলাপাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তে প্রতিমা যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ), Adj. to প্রপাতাঃ।

"কলাপো ভূষণে বর্হে তূণীরে সংহতাবপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। কলাপঃ (পুং) =ভূষণ, ময়ূর-পুচ্ছ, তূণীর বা সমূহ। কলাপ=কটিভূষণ বা ভূষণ; তুলনীয়—মহা ।৮।১৯।২৯

মুক্তাকলাপঃ—কুমারস ১।৪২,স্তবম্ ৩।৫৩, মেখলা-কলাপঃ—মা ৯।৪৫, রঘু ১৬।৬৫

"প্রতিমানং প্রতিবিম্বং প্রতিমা প্রতিযাতনা, প্রতিচ্ছায়া প্রতিকৃতিরর্চা পুংসি প্রতিনিধিঃ" ইত্যমরঃ শূদ্রবর্গে। অর্থাৎ মৃত্তিকাদি নির্মিত প্রতিমার নাম—প্রতিমান, প্রতিবিম্ব (ক্লী), প্রতিমা, প্রতিযাতনা, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিকৃতি, অর্চা (স্ত্রী), প্রতিনিধি (পুং)।

পতন্তঃ—পত্+শতৃ+প্রথমার বহুবচন।

প্রপাতাঃ—প্র-পত্+ঘঞ, প্রথমার বহুবচন। উক্তে কর্মণি প্রথমা, Verb.—ধ্রিয়ন্তে। প্রপাত=ঝরণা প্রপাত-শব্দের অন্য অর্থও আছে—"কূটোঽস্ত্রী শিখরং শৃঙ্গং প্রপাতস্ত্বতটো ভৃগুঃ। কটকোঽস্ত্রী নিতম্বোঽদ্রেঃ স্নুঃ প্রস্থঃ সানুরস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে; অর্থাৎ পর্বতের অগ্রভাগের নাম—কূট, শিখর (পু-ক্লী), শৃঙ্গ (ক্লী); পর্বতের উচ্চস্থানবাচক—প্রপাত, অতট, ভৃগু (পুং), পর্বতের মধ্যভাগবাচক—কটক (পুং-ক্লী), পর্বতের সমভূমি এবং একদেশবাচক—স্নু, প্রস্থ (পুং), সানু (পুং-ক্লী)।

মহাগুহোৎসঙ্গতলৈঃ—(অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া মহতী গুহা (কর্মধারয়ঃ) তস্যাঃ উৎসঙ্গঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তস্য তলম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মিন। তল is Masculine or Neuter.

"দরী তু কন্দরো বা স্ত্রী দেবখাত বিলে গুহা। গহ্বরং গণ্ডশৈলাস্তু চ্যুতাঃ স্থূলোপলা গিরেঃ॥ অর্থাৎ পর্বতস্থ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম গুহাবাচক—দরী (স্ত্রী), কন্দর (পুং-ক্লী); পর্বতের অকৃত্রিম গুহাবাচক—দেবখাত, বিল (ক্লী), গুহা (স্ত্রী), গহ্বর (ক্লী)।

ধ্রিয়ন্তে—ধৃ+কর্মবাচ্যে লট্ অন্তে, Nom. প্রপাতাঃ। ধৃ-ধাতু ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী (ধারণ করা)—ধরতি-ধরতে। (লৃট্) ধরিষ্যতি-তে, (লুঙ্) অধার্ষীৎ—অধৃত, Passive—ধ্রিয়তে, ণিজন্ত—ধারয়তি, সন্নন্ত—দিধীর্ষতি-তে, দিধরিষতি-তে, ক্ত্বাচ্—ধৃত্বা, তুমুন্—ধর্তুম্। চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী—ধারয়তি।

Ch. of voice. মহাগুহোৎসঙ্গতলানি গিরীণাং নির্ধৌত-শৃঙ্গোপতলান্ শীঘ্রপ্রবেশান্ বিপুলান্ মুক্তা-কলাপ-প্রতিমান্ পততঃ প্রপাতান ধরন্তি।

Questions and Answers.

1. **Write a brief note on বর্ষাবর্ণনম্. Who is the speaker and who is the person addressed? Where does it occur in the *Rāmāyaṇa* or *Mahābhārata*?**

Ans. (See Introduction)

2. Give five synomyms of each of the following words :—

(a) পর্বত, (b) নদী, (c) গজ, (d) ইন্দ্র, (e) নারায়ণ, (f) কাক, (g) আকাশ, (h) বায়ু, (i) জল, (j) ভ্রমর and (k) বন।

Ans. See Notes on Slokas 1, 5, 7, 7, 10, 1, 1, 3, 5, 6 and 8 respectively.

3. 'বর্ষাবর্ণনম্' এর ভিতরে যে দুইটি শ্লোক তোমার খুব ভাল লাগে তাহার বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা কর।

Ans. শ্লোক স্থির করিয়া Beng. Expl. ও Sans. Expl. দেখ।

4. 'বর্ষাবর্ণনম্' অনুসারে বাংলায় সংক্ষেপে বর্ষার বর্ণনা কর।

Ans. শ্লোকগুলির Beng. Trans. দ্রষ্টব্য।

5. Disjoin the Sandhis in :—

(a) সময়োঽদ্য, (b) সহিমোঽদ্য, (c) বায়ুর্নিদাঘ-দোষপ্রসরাঃ, (d) প্রবাসিনো যান্তি, (e) কচিদপ্রকাশম্, (f) পুষ্পৈর্নবম্ (g) ময়ূরকেকাভিরনুপ্রয়াতম্, (h) পতত্যাম্রফলম্, (i) সমুদীর্ণনাদা মত্তা গজেন্দ্রা ইব, (j) পঙ্কাপরাগ্লেষধিকম্, (k) বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ, (l) তড়িৎপতাকাভিরলংকৃতানাম্, (m) সমুদ্বাহিত-চক্রবাকান্তটানি, (n) শীর্ণান্যপবাহয়িত্বা, (o) হৃষ্টা ভ্রমরাঃ, (p) মত্তো গজেন্দ্রঃ, (q) মত্তা গজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রা বনেষু, (r) রম্যা নগেন্দ্রা নিভৃতা নরেন্দ্রাঃ, (s) বর্ষপ্রবেগা বিপুলাঃ, (t) নষ্টো জলৈর্বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ, (u) নরৈর্নরেন্দ্রা ইব, (v) ঘনাম্বুকুম্ভৈরভিষিচ্যমানাঃ, (w) ভাস্করো দর্শনমভ্যুপৈতি, (x) নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী, (y) ধারাভি-র্ধৌতান্যধিকম্, (z) প্রপাতৈর্মুক্তাকলাপৈরিব।

Ans. বিভিন্ন শ্লোকের 'বিসন্ধিপাঠ' দ্রষ্টব্য।

6. অনুবাদ কর :—

(a) নবামাসধৃতং·········রসায়নম্ ॥ ২
(b) রজঃ প্রশান্তং·········স্বদেশান্ ॥ ৩
(c) রসাকুলং ষট্পদ·········বিপকম্ ॥ ৬
(d) বিদ্যুৎপতাকাঃ·········সংযুগস্থাঃ ॥৭
(e) বর্ষোদকাপ্যায়িত·········বিভান্তি ॥৮
(f) তড়িৎপতাকাভি·········বারণানাম্ ॥১১
(g) ষট্পাদতন্ত্রীমধুরা······প্রবৃত্তম্ ॥১২
(h) নদ্যঃ সমুদ্‌বাহিত·········উপোপযান্তি ॥১৩
(i) নবাম্বুধারাহতকেশরাণি·········পতন্তি ॥১৪
(j) মার্গানুগঃ শৈলবনানুসারী······প্রতিসংনিবৃত্তঃ ॥১৫
(k) মত্তা গজেন্দ্রা······স্বরেন্দ্রঃ ॥১৬
(l) মহান্তি কূটানি·········লম্বমানৈঃ ।২০

Ans. উল্লিখিত শ্লোকগুলির Beng. Trans. দেখ।

7. **Explain in Bengali and in Sanskrit :—**

(a) অয়ং স কালঃ·········গিরিসন্নিভৈঃ ॥১
(b) নবমাসধৃতং·········রসায়নম্ ॥২
(c) রজঃ প্রশান্তং·········স্বদেশান্ ॥৩
(d) রসাকুলং ষট্পদ-সংনিকাশং······বিপকম্ ॥৬
(e) বিদ্যুৎ-পতাকাঃ·········সংযুগস্থাঃ ॥৭
(f) তড়িৎ-পতাকাভিঃ·········বারণানাম্ ॥১১
(g) ষট্পাদ-তন্ত্রী-মধুরাভিধানম্······প্রবৃত্তম্ ॥১২
(h) নদ্যঃ সমুদ্‌বাহিত······উপোপযান্তি ॥
(i) মার্গানুগঃ শৈলবনানুসারী······প্রতিসংনিবৃত্তঃ ॥১৫
(j) নরৈর্নরেন্দ্রা······দর্শযন্তি ॥১৮
(k) শীঘ্রপ্রবেশা বিপুলাঃ······ধ্রিয়ন্তে ॥২১

Ans. See Beng. Expl. and Sans. Expl. of the respective Slokas.

8. **Account for the case-endings in :—**

• নভঃ (শ্লোক ১), গর্ভম্ and সমুদ্রাণাম্ (২), প্রকাশম্ (৪), ষট্পদ-

সংনিকাশম্ (৬), বনানি (৮), শৃঙ্গেষু (৯), তটানি (১০), নরৈঃ and প্রিয়ম্ (১৮) and দিশঃ (১৯)।

Ans. পার্শ্বে নির্দিষ্ট শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য।

9. Name and expound the *Samāsas* in :—

গিরিসন্নিভৈঃ (শ্লোক ১), নবমাসধৃতম্ and রসায়নম্ (২), সহিমঃ, নিদাঘদোষ-প্রসরাঃ and বসুধাধিপানাম্ (৩), প্রকীর্ণাম্বুধরম্, পর্বত-সংনিরুদ্ধম্ and শাস্ত্র-মহার্ণবস্থ (৪), সর্জ-কদম্বপুষ্পৈঃ, পর্বত-ধাতু-তাম্রম্, ময়ূরকেকাভিঃ and শৈলাপগাঃ (৫); রসাকুলম্ and ষট্পদ-সংনিকাশম্ (৬), বিদ্যুৎ-পতাকাঃ, সবলাকমালাঃ, শৈলেন্দ্রকূটাকৃতি-সন্নিকাশাঃ and সমুদীর্ণনাদা. (৭), বর্ষোদকাপ্যায়িত-শাদ্বলানি, প্রবৃত্ত-নৃত্তোৎসব-বর্হিণানি and নির্বৃষ্ট-বলাহকানি (৮), সলিলাতিভারম্, বারিধরাঃ and মহীধরাণাম্ (৯), তড়িৎ-পতাকাভিঃ, উদীর্ণ-গম্ভীর-মহারবাণাম্ and রণোদ্যতানাম্ (১১), ষট্পাদ-তন্ত্রী-মধুরাভিধানম্, প্লবঙ্গমোদীরিত-কণ্ঠতালম্ and মেঘ-মৃদঙ্গ-নাদৈঃ (১২), সমুদ্বাহিত-চক্রবাকাঃ, নব-প্রাবৃত-পূর্ণ-ভোগা and স্বভর্তারম্ (১৩), নবাম্বুধারাহতকেশরাণি and সকেশরাণি (১৪), শৈলবনানুসারী and যুদ্ধাভিকামঃ (১৫), গজেন্দ্রাঃ and গবেন্দ্রাঃ (১৬), বর্ষপ্রবেগাঃ, সমুদীর্ণ-ঘোষাঃ, প্রনষ্টকূলাঃ and বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ (১৭), সুরেন্দ্র-দত্তৈঃ, পবনোপনীতৈঃ and ঘনাম্বুকুম্ভৈঃ (১৮) ঘনোপগূঢ়ম্, জলৌঘৈঃ and তমোবিলিপ্তাঃ (১৯), ধারাভিধৌতানি, মহাপ্রমাণৈঃ and মুক্তা-কলাপৈঃ (২০), শীঘ্র-প্রবেগাঃ, নির্ধৌত-শৃঙ্গোপতলাঃ, মুক্তা-কলাপ-প্রতিমাঃ and মহাগুহোৎসঙ্গতলৈঃ (২১)

Ans. নির্দিষ্ট শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য।

10. Give Sanskrit equivalents of :—

(a) জলাগমঃ (Sl. 6), (b) ভাস্করস্য, (c) গভস্তিভিঃ, (d) রসায়নম্ (Sl. 2), (e) রজঃ, (f) সহিমঃ, (g) নিদাঘ-দোষ-প্রসরাঃ, (h) স্থিতা (Sl. 3), (i) প্রকাশম্, (j) প্রকীর্ণাম্বুধরম্ (Sl. 4), (k) ব্যামিশ্রিতম্, (l) সর্জ-কদম্ব-পুষ্পৈঃ, (m) ময়ূর-কেকাভিঃ, (n) শৈলাপগাঃ (Sl. 5), (o) ষট্পদ-সংনিকাশম্ (Sl. 6), (p) শৈলেন্দ্র-কূটাকৃতি-সন্নিকাশাঃ, (q) সংযুগস্থাঃ (Sl. 7), (r) বর্ষোদকাপ্যায়িত-শাদ্বলানি, (s) প্রবৃত্ত-নৃত্তোৎসব-বর্হিণানি, (t) নির্বৃষ্ট-বলাহকানি (Sl. 8), (u) বলাকিনঃ (Sl. 9), (v) উদীর্ণ-গম্ভীর-মহারবাণাম্ (Sl. 11)

(w) ষট্‌পাদ-তন্ত্রী-মধুরাভিধানম্, (x) প্লবঙ্গমোদারিত-কণ্ঠতালম্ (Sl. 12), (y) নব-প্রাভৃত-পূর্ণভোগা, (z) নবাম্বুধারাহত-কেশরাণি (Sl. 14), প্রতিনাগশঙ্কী (Sl. 15), গবেন্দ্রাঃ (Sl. 16), বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ (Sl. 17), ঘনাম্বুকুম্ভৈঃ (Sl. 18), তমোবিলিপ্তা (Sl. 19), কূটানি, মুক্তাকলাপৈঃ (Sl. 20), নির্ধৌত-শৃঙ্গোপতলাঃ, and মহাগুহোৎসঙ্গতলৈঃ (Sl. 21)।

11. Give the meaning and construct a sentence with each :—

(a) নভঃ, (b) গভস্তিভিঃ, (c) রজঃ, (d) প্রকাশম্, (e) বারিধরাঃ, (f) বিশ্রম্য, (g) অভ্যুপৈতি, (h) বলাহকাঃ, (i) পরিত্যজ্য, (j) নিশম্য, (k) প্রবাস্তি, (l) খ্রিয়ন্তে।

Ans. শ্লোকের মধ্য হইতে শব্দগুলি লক্ষ্য করিয়া ছোট ছোট বাক্য রচনা কর।

12. Note the Genders of :—

(a) কূট, (b) কলাপ, (c) কাল, (d) নভঃ, (e) দ্যৌঃ, (f) রজঃ, (g) ধূলি, (h) রূপ, (i) অপ্, (j) পয়ঃ, (k) বর্ণ, (l) অভ্র, (m) শৃঙ্গ, (n) সঙ্গীত, (o) তট।

Ans. (a) কূট—পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ। (b) কলাপ—পুংলিঙ্গ।
(c) কাল—পুংলিঙ্গ। (d) নভস্—ক্লীবলিঙ্গ।
(e) দ্যৌঃ—স্ত্রীলিঙ্গ। (f) রজঃ—ক্লীবলিঙ্গ।
(g) ধূলি—পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ। (h) রূপ—ক্লীবলিঙ্গ।
(i অপ্—স্ত্রীলিঙ্গ (বহুবচন) (j) পয়স্—ক্লীবলিঙ্গ।
(k) বর্ণ—'রং অর্থে পুংলিঙ্গ' কিন্তু 'আকার' অর্থে পুং বা ক্লী। (l) অভ্র—ক্লীবলিঙ্গ।
(m) শৃঙ্গ—ক্লীবলিঙ্গ।
(n) সঙ্গীত—ক্লীবলিঙ্গ। (o) তট—পুং, স্ত্রী বা ক্লীবলিঙ্গ

N. B. শব্দ-সংক্রান্ত অমরকোষের শ্লোকটি মুখস্থ থাকিলে শব্দের লিঙ্গ স্থির করা অতি সহজ হয়।

13. Illustrate the differences between :—

(a) স্ব as a noun and a pronoun.
(b) ভুজ্ in আত্মনেপদ and পরস্মৈপদ।
(c) আম্র in Masculine and Neuter.

(d) নৃত্যম্ and নৃত্তম্ ।
(e) কুলম্ and কূলম্ ।
(f) ধাবিত্বা and ধৌত্বা ।

Ans. (a) স্বমজ্ঞাতি-ধনাখ্যায়াম্—স্ব is a pronoun when it does not mean a জ্ঞাতি বা ধন, e. g. (a) স্বেষাম (নিজেদের) সুতানাম্, but স্বানাম্ (জ্ঞাতিদের) রক্ষা করণীয়া ।

(b) 'ভুজোঽনবনে'—The root ভুজ্ is আত্মনেপদী when it does not mean protection, e. g. (a) রাজা প্রজাঃ ভুনক্তি (protects), but (b) রামোঽন্নং ভুঙ্‌ক্তে (eats).

(c) আম্র is পুংলিঙ্গ when it means a tree and it is ক্লীবলিঙ্গ when it means a fruit, e. g. (i) ফলশোভিতৌ দ্বৌ আম্রৌ (trees) পশ্য, and (ii) দ্বে আম্রে (fruits) ভক্ষয় ।

(d) নৃত্যম্—তান-লয়-সহযোগে । নর্তকীনৃত্যং শোভনম ।
নৃত্তম্—তান-লয় বিহীন, তাণ্ডব । ময়বা নৃত্ত-পরায়ণাঃ ।

(e) কুলম—বংশ (race)—তস্য জন্মনা কুলং প্রবিত্রম ।
কূলম্—তীর (bank)—প্রনষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি নদ্যঃ ।
(*N. B.* দন্ত্য ন in প্রনষ্ট) [

(f) ধাবিত্বা—Running—ধাবিত্বা শীঘ্রং গচ্ছ ।
ধৌত্বা—Washing—বস্ত্রাণি ধৌত্বা আনয় ।

14. Conjugate (ধাতুরূপ লিখ)—

(a) পা (to drink) in লোট্ 2nd person singular.
(b) স্থ in লট্ 1st person singular.
(c) স্থা in লৃট্ 2nd person plural.
(d) বহ্ in লট্ 1st person singular.
(e) ভুজ্ (to eat) in লোট্ 2nd person singular and লঙ্ 3rd person plural.
(f) শ্রম্ in লট্ 1st person plural.
(g) ই in লট্ 3rd pers plural. and লঙ্ 1st pers. singular.
(h) ত্যজ্ in লৃট্ 3rd pers. sing.

(i) নশ্ in লৃট্ 3rd pers. plu.

(j) দা in লট্ 3rd pers. plu.

Ans. (a) পিব, (b) স্তবে, (c) স্থাস্যন্তি, (d) বক্ষ্যামি, (e) ভুঙ্ক্ষ্ and অভুঙ্ক্ত, (f) শ্রাম্যামঃ, (g) যন্তি and আয়ম্, (h) ত্যক্ষ্যতি, (i) নঙ্ক্ষ্যতি, (j) দদতি।

15. (a) Is প্রণষ্টঃ with মূর্ধন্য ণ correct ? Give the rule.

(b) Is অভিসিচ্যমানঃ correct ? Give the rule.

(c) Is পরিবহনম্ correct ? Give the rule.

Ans. (a) No. By 'নশেঃ ষান্তস্য' the দন্ত্য ন must be used.

(b) No. By 'উপসর্গাৎ সুনোতি-সুবতি-স্যতি-স্তৌতি-স্তোভতি স্থা-সেনয়-সেধ-সিচ-সঞ্জ-স্বঞ্জাম্'। We must have মূর্ধন্য ষ।

(c) No. By 'কৃত্যচঃ' we must have মূর্ধন্য ণ।

16. **Decline :**—(a) শ্রী in the Dative (চতুর্থী) sing. and the Genitive (ষষ্ঠী) plural.

(b) তন্ত্রী in the Nom. sing.

(c) নভস্ in the the Ablative (পঞ্চমী) sing.

(d) বর্ষা in the Ablative (পঞ্চমী) and the Locative (সপ্তমী)।

(e) বলাকিন্ in the Instrumental (তৃতীয়া)। *N. B.* বলাক (পুং) বলাকা (স্ত্রী)।

(f) মহৎ (Masc. and Neuter) in the Nominative.

(g) ভর্তৃ in the Instrumental (তৃতীয়া)।

(h) তমস্ in the Nominative (প্রথমা)।

(i) দিশ্ in the Locative (সপ্তমী)।

Ans. (a) শ্রিয়ৈ or শ্রিয়ে (with হ্রস্ব ই), শ্রীণাম্ (with দীর্ঘ-ঈ)। (b) তন্ত্রীঃ, (c) নভসঃ, (d) বর্ষাভ্যঃ and বর্ষাসু (always plural), (e) বলাকিনা, (f) মহান্, মহান্তৌ, মহান্তঃ and মহৎ, মহতী, মহান্তি ; (g) ভর্ত্রা, ভর্তৃভ্যাম্, ভর্তৃভিঃ ; (h) তমঃ, তমসী, তমাংসি ; (i) দিশি, দিশোঃ, দিক্ষু।

17. Give at least two meanings of each of the following :—

(a) নগঃ, (b) বনম্, (c) প্লবঙ্গমঃ, (d) ভোগঃ, (e) মৃগঃ, (f) শ্রী, (g) প্রপাতঃ, (h) শৃঙ্গম্, (i) ওঘঃ।

Ans. (a) নগঃ—পাহাড় বা হাতী, (b) বনম্—অরণ্য বা জল, (c) প্লবঙ্গমঃ—ভেক বা বানর, (d) ভোগঃ—সুখ বা সর্পের ফণা, (e) মৃগঃ—পশু বা হরিণ, (f) শ্রী—শোভা বা লক্ষ্মী, (g) প্রপাতম্—ঝরণা বা পর্বতের উচ্চপ্রদেশ, (h) শৃঙ্গম্—শিং (horn) বা পর্বত-চূড়া, (i) ওঘঃ—সমূহ বা স্রোত

18. Derive the following :— [Answers given]

(a) সম্প্রাপ্তঃ—সম্-প্র-আপ্+ক্ত, পুং প্রথমা একবচন।
(b) সংপশ্য—সম্-দৃশ্+লোট্ হি।
(c) পীত্বা—পা+ক্ত্বাচ্।
(d) প্রশান্তাঃ—প্র-শম্+ক্ত, পুং প্রথমা বহুবচন।
(e) প্রকীর্ণঃ—প্র-কৃ+ক্ত ; পুং প্রথমা একবচন।
(f) সংনিরুদ্ধম্—সম্-নি-রুধ্+ক্ত, ক্লীং প্রথমা একবচন।
(g) ব্যামিশ্রিতম্—বি-আ-মিশ্র+ক্ত, ক্লীং প্রথমা একবচন
(h) প্রভুজ্যতে—প্র-ভুজ্+(কর্মবাচ্যে) লট্ তে।
(i) বিপক্বম্—বি-পচ্+ক্ত, ক্লীং প্রথমা একবচন।
(j) মত্তাঃ—মদ্+ক্ত, পুং প্রথমা বহুবচন।
(k) সমুদ্বহন্তম্—সম্-উৎ-বহ্+শতৃ দ্বিতীয়া একবচন।
(l) অভ্যুপৈতি—অভি-উপ-ই+লট্ তি।
(m) উদীর্ণম্—উৎ-ঋ+ক্ত, ক্লীং প্রথমা একবচন।
(n) উদীরিতম্—উৎ-ঈর্+ক্ত, ক্লীং প্রথমা একবচন।
(o) উদ্যতানাম্—উৎ-যম্+ক্ত, ষষ্ঠীর বহুবচন।
(p) অপবাহয়িত্বা—অপ-বহ্+ণিচ্+ক্ত্বাচ্।
(q) ভর্তারম্ - ভৃ+তৃচ্+দ্বিতীয়া একবচন।
(r) পরিত্যজ্য—পরি-ত্যজ্+ল্যপ্।
(s) বিশ্রান্ততরাঃ—বি-শ্রম্+ক্ত+তরপ্, পুং প্রথমা বহুবচন।
(t) অভিষিচ্যমানাঃ—অভি-সিচ্+কর্মবাচ্যে শানচ্, পুং প্রথমা বহুবচন।
(u) অভিধৌতানি—অভি-ধাব্+ক্ত, ক্লীং প্রথমা বহুবচন।
(v) বিধৌতানি—বি-ধাব্+ক্ত, ক্লীং প্রথমা বহুবচন।
(w) ধ্রিয়ন্তে—ধৃ-কর্মবাচ্যে লট্ অন্তে।

অত্রিনত্ত্বঃ শ্যাবাশ্বস্য পত্নীলাভঃ

(বৃহদ্দেবতা)

(পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ)

বৃহদ্দেবতা-সম্বন্ধে Alfrecht Weber. "The History of Indian Literature" এ লিখিয়াছেন (p. 24, Chowkhamba edn.) :—

"The most ancient work of the kind [*Sūtras*] hitherto known is the *Bṛhaddevta* by S'aunaka, in *S'lokas*, which, however, strictly follows the order of the Ṛik-Saṃhitā, and proves by its very title that it has only an accidental connection with this class of works. **Its object properly it to specify the deity for each verse of the *Ṛk Saṃhitā*.** But in so doing, it supports its views with so many legends, that we are fully justified in classing it here. It, however, like the other *Anukramaṇīs*, belongs to a much later period than most of the *Sūtras* since it presupposes *Yāska*, the author of the Nirukta of whom I have to speak presently ; it is, in fact, essentially based upon his work."

Prof. A. A Macdonell (A History of Sanskrit Literature, p. 272 লিখিয়াছেন :—

It (*Devatānukramaṇī*) must have been superseded by the *Bṛihaddevatā* an index of the "many gods", a much more extensive work than any of the other *Anukramaṇīs* as it contains about 1200 *S'lokas* interspersed with occasional *triṣṭubhs.* It is divided into eight *adhyāyas* corresponding to the *aṣṭakas* of the *Ṛgveda.* Following the order of the *Ṛgveda*, **its main object is to state the deity for each verse. But as it contains a large number of illustrative myths and legend's, it is of great value sa an early collection of stories.** It is to a considerable extent based on *Yāska's Nirukta.* Besides *Yāska* himself and other teachers named by that scholar, it also mentions *Bāhguri* and *Āśvalāyana* as well as the *Nidāna Sūtra.* A peculiarity of this work is that it refers

to a number of supplementary hymns (*khilas*) which do not form part of the canonical text of the Ṛgveda" এবং পরে (p. 281) "...and the oldest existing collection of Vedic legends, the metrical *Bṛhaddevatā* cannot belong to a much later time. (**fifth century B. C.** অর্থাৎ ইঁহাদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি বৃহদ্দেবতা লেখা হইয়াছিল।

Beng. Equivalents. অত্রিনপ্তুঃ (অত্রির নাতির অর্থাৎ পৌত্রের) শ্যাবাশ্বস্য (শ্যাবাশ্বের) পত্নীলাভঃ (স্ত্রী-লাভ)।

Beng. Trans. অত্রির পৌত্র শ্যাবাশ্বের পত্নী-লাভ।

Eng. Trans. Atri's grandson *S'yāvāśva* gets a wife.

Sans. Equivalents. অত্রি-নপ্তুঃ (অত্রিপৌত্রস্য) শ্যাবাশ্বস্য (শ্যাবাশ্ব-নামক-মুনেঃ) পত্নীলাভঃ (স্ত্রী-লাভঃ)।

Notes

N. B. *Ṛgveda*, 5.61.19, 5. 64. 7 and 5.61.5 may be consulted for reference in this connection.

অত্রি-নপ্তুঃ—অত্রেঃ নপ্তা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্য।

অত্রি—He was born in this বৈবস্বত-মন্বন্তর and is one of the গোত্রকারৎ। The following eight are the *gotrakāra* Ṛṣis :—

"জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রি-গৌতমাঃ।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽগস্ত্যো মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥"

Or,

Jamadagni, Bharadvāja, Viśvāmitra, Atri, Gautama, Vasiṣṭha, Kaśyapa and Agastya—these eight sages are the Gotrakāras.

নপ্তুঃ—শেষে ষষ্ঠী, নপ্তৃ-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন। নপ্তৃ (Masc.) is to be declined like দাতৃ। There is no mention of নপ্তৃ (Masc.) in অমরকোষ, but we have "ননান্দা তু স্বসা পত্যুর্নপ্তী পৌত্রী সুতাত্মজা" in মনুষ্যবর্গ of অমরকোষ, or নপ্তী (fem. of নপ্তৃ)=পৌত্রী।

শ্যাবাশ্বস্য—শেষে ষষ্ঠী, শ্যাবাশ্ব is a son of অর্চনানাঃ, and is a grand-son of অত্রি।

পত্নী-লাভঃ—পত্ন্যাঃ লাভঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

পত্নী—Fem. of পতি, 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে' ইতি স্ত্রিয়াম্ নকারাগমঃ। "পত্নী পাণিগৃহীতী চ দ্বিতীয়া সহধর্মিণী। ভার্যা জায়াঽথ পুং ভূম্নি দারাঃ স্যাত্তু কুটুম্বিনী।

পুরন্ধ্রী......"ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে। অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর নাম—পত্নী, পাণিগৃহীতী দ্বিতীয়া, সহধর্মিণী, ভার্যা, জায়া (স্ত্রী), দার (পুং বহুবচনান্ত) ; এবং পুত্রাদিযুক্তা গৃহস্থিতা স্ত্রীর নাম—কুটুম্বিনী, পুরন্ধ্রী (স্ত্রী) [পুরন্ধ্রি]।

লাভঃ—লভ্+ঘঞ্, পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচন। "নীবী পরিপণো (ণং) মূলধনং লাভোঽধিকং ফলম্" ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে ; [নির্ণয়-সাগর edn. reads পরিপণো but Beng. edition of গুরুনাথ বিদ্যানিধি reads পরিপণম্] অর্থাৎ মূলধনের নাম —নীবী (স্ত্রী) [নীবি] পরিপণ (পুং বা ক্লীং), মূলধন (ক্লী) ; লাভের নাম— লাভ (পুং), ফল (ক্লী)।

ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী লভ্ (to get, to take, to have)—(লট্) লভতে, লৃট্) লপ্স্যতে, (লিট্)—লেভে, (লুঙ্)—অলব্ধ, (ণিজন্ত) লম্ভয়তি, Desiderative (সন্নন্ত)—লিপ্সতে, ক্ত—লব্ধঃ, তুমুন্—লব্ধুম্, ক্ত্বাচ্—লব্ধ্বা।

কাহিনী—মহর্ষি অত্রির পুত্র অর্চনানাঃ, তাঁহার পুত্র শ্যাবাশ্ব। দর্ভপুত্র রাজর্ষি রথবীতি যজ্ঞের নিমিত্ত অর্চনানাঃকে বরণ করায় সপুত্রক অর্চনানাঃ রথবীতির যজ্ঞের জন্য গমন করিলেন। যজ্ঞস্থলে রথবীতির কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাকে পুত্রবধূ-রূপে পাইবার জন্য অর্চনানার ইচ্ছা হইল, শ্যাবাশ্বেরও কন্যাটি পছন্দ হওয়ায় বিবাহের প্রস্তাব করা হইল। রাজর্ষি রথবীতি কন্যা-সম্প্রদানে উৎসুক হইয়া নিজের স্ত্রীর মত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী কিন্তু আপত্তি করিলেন। তিনি নিজে রাজর্ষি-বংশোৎপন্না, তিনি বলিলেন যে, মহর্ষি অত্রির পৌত্র বলিয়া সম্বন্ধটি বেশ ভাল হইলেও শ্যাবাশ্ব ত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নন, আমাদের জামাতার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হওয়া দরকার। রাজা রথবীতি তাই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিলেন, যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ার পর অর্চনানাঃ ও শ্যাবাশ্ব আশ্রমে ফিরিলেন, কিন্তু শ্যাবাশ্বের মন কন্যাটির প্রতি আকৃষ্ট রহিল।

বিদদশ্বের পুত্র রাজা তরন্ত ও পুরুমীলহ তরন্ত-পত্নী শশীয়সীর সহিত তাঁহাদের আশ্রমে আসিলেন এবং রাজমহিষী শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে বহু গরু, অশ্ব, ভেড়া প্রভৃতি এবং ধনরত্ন দান করিলেন। তখন শ্যাবাশ্ব ভাবিতে লাগিলেন—"টাকা-পয়সা, গবাশ্ব প্রভৃতি ত হইল, কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি না হওয়ায় সর্বাঙ্গশোভনা সেই রাজকুমারীকে লাভ করিতে পারিলাম না। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতে পারিলে খুবই আনন্দ হইত।"

বনে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে মরুৎরা সেখানে উপস্থিত হইলেন। পার্শ্বস্থিত তাঁহাদের সমবয়সী, নিজের মত রূপবান্, পুরুষবেশী ও স্বর্ণবক্ষাঃ দেখিয়া শ্যাবাশ্ব জিজ্ঞাসা কারলেন—"আপনারা কে?"

দর্শনমাত্রই তাঁহাদের স্তব ত করেনই নাই, আবার 'আপনারা কে ?' ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া পরে যখন বুঝিতে পারিলেন ইঁহারা রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ, তখন নিজের বিশেষ ত্রুটী হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন।

স্তবে তুষ্ট হইয়া মরুৎরা নিজেদের বক্ষঃ হইতে কিছু স্বর্ণ শ্যাবাশ্বকে দান করিলেন।

তৎপরে শ্যাবাশ্ব দার্ভ্য রথবীতির নিকটে গেলেন, এবং রথবীতির কাছে তাঁহার বিষয়ে বলার জন্য রাত্রিকে দৌত্যে নিযুক্ত করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার কাছে কয়েকটি মন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া তিনি ঋষিত্ব (মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা জানিয়া এবং রাত্রির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া রথবীতি কন্যার সহিত অর্চনানাঃর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পাদবন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "আমি দার্ভ্য রথবীতি। পূর্বে আমার নিকট একটা বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন আমি উহাতে সম্মত হই নাই বলিয়া ক্রোধ করিবেন না। আপনি ঋষিপুত্র, নিজে ঋষি এবং ঋষির পিতা, পুত্রবধূরূপে আমার কন্যাকে গ্রহণ করুন।" সকলেই ইহাতে সন্তোষ লাভ করিলেন। তখন পাদ্যার্ঘ্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া এবং একশত সাদা ঘোড়া দান করিয়া রথবীতি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

Moral—যোগ্যতা অর্জন করিলে প্রার্থিত বস্তু সহজলভ্য হয়

১। রাজর্ষিরভবদ্দার্ভ্যো···প্রসাদ্য চ ॥ ৫০ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—রাজর্ষিঃ অভবৎ দার্ভ্যঃ রথবীতিঃ ইতি শ্রুতঃ।
সঃ যক্ষ্যমাণঃ রাজা অত্রিম্ অভিগম্য প্রসাদ্য চ ॥ ৫০ ॥

Prose-order দার্ভ্যঃ রথবীতিঃ ইতি শ্রুতঃ রাজর্ষিঃ অভবৎ, সঃ রাজা যক্ষ্যমাণঃ অত্রিম্ অভিগম্য প্রসাদ্য চ ॥ ৫০ ॥

Beng. Equivalents. দার্ভ্যঃ (দর্ভের পুত্র) রথবীতিঃ (রথবীতি) ইতি (এই নামে) শ্রুতঃ (পরিচিত) রাজর্ষিঃ (এক রাজর্ষি) অভবৎ (ছিলেন), স (সেই) রাজা (রাজা) যক্ষ্যমাণঃ (যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া) অত্রিম্ (অত্রির নিকটে) অভিগম্য (গিয়া) প্রসাদ্য চ (এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া)।

Beng. Trans. দর্ভের পুত্র রথবীতি নামে এক রাজর্ষি ছিলেন, সেই রাজা যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া অত্রির নিকটে গিয়া এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া (পরবর্তী শ্লোকের সহিত অন্বয়) ॥ ৫০ ॥

Eng. Trans. There was a royal seer known by the name of Rathavīti Dārbhya. He, intending to sacrifice, went to Atri and propitiated him.

Sans. Equivalents. দার্ভ্যঃ (দর্ভপুত্রঃ রথবীতিঃ) শ্রুতঃ (খ্যাতঃ) যক্ষ্যমাণঃ (যষ্টুং চিকীর্ষুঃ) অভিগম্য (সমীপং গত্বা) প্রসাদ্য (অভিমুখীকৃত্য) ।

Beng. Expl. (বর্তমান বৈবস্বত মনুর সময়েই) এক রাজর্ষি যজ্ঞ করিবেন স্থির করিলেন, রাজর্ষির নাম রথবীতি, তিনি দর্ভের পুত্র। এখন হোতা প্রভৃতি দরকার, তাই তিনি অত্রি-মুনির নিকটে গেলেন, শুধু খবর পাঠাইলে বা নিকটে গিয়া বলিলেই যথেষ্ট নহে, অত্রিমুনি যাহাতে প্রসন্ন হন, বিনীতভাবে সেইরূপ যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াই তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিলেন।

Sans. Expl. যষ্টুং চিকীর্ষুর্দর্ভপুত্রো রাজর্ষিঃ রথবীতিঃ অত্রিমুনি-সকাশং গত্বা তং প্রসাদিতবান্ ।

Notes

দার্ভ্যঃ—দর্ভ+যঞ্, ১মা ১বচন ; 'গর্গাদিভ্যো যঞ্' ইতি যঞ্-প্রত্যয়ঃ। Qualifying রথবীতিঃ ।

রথবীতিঃ—'প্রাতিপদিকার্থ-লিঙ্গ-পরিমাণ-বচনমাত্রে প্রথমা'—'ইতি' ইত্যনেন নিপাতেনাভিধানম্ ।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) ; "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ ।

শ্রুতঃ—শ্রু+ক্ত, পুং ১মা ১বচন। স্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী শ্রু (to hear)—(লট্) শৃণোতি, (লৃট্) শ্রোষ্যতি, Passive—শ্রূয়তে, ণিজন্ত—শ্রাবয়তি, সন্নন্ত—শুশ্রূষতে, ক্ত্বাচ্—শ্রুত্বা, তুমুন্—শ্রোতুম্। (আত্মনেপদ)

রাজর্ষিঃ—রাজা+ঋষিঃ ; কর্তরি ১মা, Verb-অভবৎ। পুংলিঙ্গ রাজন্-শব্দের রূপ ব্যাকরণে দ্রষ্টব্য, ঋষি-শব্দ মুনি-শব্দের মত। "রাজা রাট্ পার্থিব-ক্ষ্মাভৃন্নৃপ-ভূপ-মহীক্ষিতঃ। রাজা তু প্রণতাশেষসামন্তঃ স্যাদধীশ্বরঃ। চক্রবর্তী সার্বভৌমো নৃপোঽন্যো মণ্ডলেশ্বরঃ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ; অর্থাৎ রাজার বাচক—রাজন্, রাজ্, পার্থিব, ক্ষ্মাভৃৎ, নৃপ. ভূপ, মহীক্ষিৎ (পুং)।

অভবৎ—ভূ+লঙ্ দ্ ।

সঃ—তদ্-শব্দ পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন।

রাজা—কর্তরি ১মা, Verb—(অভিগম্য, প্রসাদ্য এবং) পরবর্তী শ্লোকের অনুণীত।

Q. What is the difference between রাজা and সম্রাট্ ?

Ans. "যেনেষ্টং রাজসূয়েন মণ্ডলস্যেশ্বরশ্চ যঃ। শাস্তি যশ্চাজ্ঞয়া রাজ্ঞঃ স সম্রাট্...... ॥" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে।

যক্ষ্যমাণঃ—যজ্+স্যমান, পুং ১মা ১ব, (Future Participle) ; ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী যজ্ (to sacrifice, to worship, to make an oblation to)—(লট্) যজতি-যজতে, (লৃট্) যক্ষ্যতি-যক্ষ্যতে, (লুঙ্) অযাক্ষীৎ-অযষ্ট, ণিজন্ত—যাজয়তি, সন্নন্ত—যিযক্ষতি-যিযক্ষতে, ক্ত—ইষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—ইষ্ট্বা।

অত্রিম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Object to অভিগম্য and প্রসাদ্য।

অভিগম্য—অভি-গম্+ল্যপ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী গম্ (to go)—(লট্) গচ্ছতি, (লৃট্) গমিষ্যতি, ণিজন্ত—গময়তি, ক্ত—গতঃ, ক্ত্বাচ্—গত্বা, তুমুন্—গন্তুম্।

প্রসাদ্য—প্র সদ্+ণিচ্+ল্যপ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী সদ্ (to droop down, to be weakened) (লট্) সীদতি, (লৃট্) সৎস্যতি, (লুঙ্) অসদৎ, ণিজন্ত—সাদয়তি, সন্নন্ত—সিষৎসতি, ক্ত্বাচ্—সত্ত্বা, ক্ত—সন্নঃ, তুমুন্-সত্তুম্। সীদৎ (with শতৃ)—fem. সীদতী or সীদন্তী। With prepositions—আ-সদ্ (চুরাদি)—আসাদয়তি (=প্রাপ্নোতি), উৎ-সদ্ (চুরাদি)—উৎসাদয়তি(=উন্মূলয়তি)

চ—অব্যয় (Indeclinable) ; "চান্বাচয়-সমাহারেতরেতর-সমুচ্চয়ে" ইত্যমরঃ "চ পাদপূরণে পক্ষান্তরে হেতৌ বিনিশ্চয়ে" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। Here it means সমুচ্চয় (and).

Ch. of voice. দার্ভ্যেণ……শ্রুতেন রাজর্ষিণা অভূয়ত, তেন যক্ষ্যমাণেন রাজ্ঞা……।

২। আত্মানং কার্যমর্থং চ……আর্ত্বিজ্যায়ার্চনানসম্ ॥৫১॥

বিসন্ধিপাঠঃ—আত্মনম্ কার্যম্ অর্থম্ চ খ্যাপয়ন্ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
অবৃণীত ঋষিম্ আত্রেয়ম্ আর্ত্বিজ্যায় অর্চনানসম্॥ ৫১ ॥

Prose-order. প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ (সঃ) আত্মানম্ কার্যম্ অর্থম্ চ খ্যাপয়ন্ ঋষিম্ আত্রেয়ম্ অর্চনানসম্ আর্ত্বিজ্যায় অবৃণীত॥ ৫১ ॥

Beng. Equivalents. প্রাঞ্জলিঃ (যুক্তকরে) স্থিতঃ (থাকিয়া) আত্মানম্ নিজেকে) কার্যম্ (কার্য) অর্থং চ (এবং প্রয়োজন) খ্যাপয়ন্ (ব্যক্ত করিয়া) ঋষিম্ (মুনি) আত্রেয়ম্ (অত্রির পুত্রকে) অর্চনানসম্ (অর্চনানাঃকে) আর্ত্বিজ্যায় (যজ্ঞকরণার্থ) অবৃণীত (বরণ করিলেন)।

Beng. Trans. যুক্ত করে থাকিয়া নিজের পরিচয় এবং করণীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া অত্রির পুত্র অর্চনানাঃকে যজ্ঞকরণার্থ বরণ করিলেন।

Eng. Trans. Announcing his identity and his purpose as he stood with folded hands, he chose Arcananas, son of Atri, to officiate as (his) priest.

Sans. Equivalents. প্রাঞ্জলিঃ (যুক্তকরঃ), আত্মানম্ (স্বপরিচয়ম্) কার্যম্ (করণীয়ম্), অর্থম্ (প্রয়োজনম্) খ্যাপয়ন্ (প্রকাশয়ন্) ঋষিম্ (মুনিম্) আত্রেয়ম্ (অত্রিপুত্রম্) অর্চনানসম্ (অর্চনানাঃ ইতি নামকম্) আর্ত্বিজ্যায় (ঋত্বিক্-কর্ম করণার্থম্) অবৃণীত (বৃতবান্)।

Sans. Expl. যুক্তকরম্ অবস্থিতোঽসৌ (রাজর্ষিঃ দার্ভ্যঃ রথবীতিঃ) স্বপরিচয়ং, করণীয়ম্ প্রয়োজনং চ প্রকাশয়ন্ অত্রিপুত্রম্ অর্চনানসং মুনিম্ ঋত্বিক্-কর্ম-করণার্থং বৃতবান্।

Notes

প্রাঞ্জলিঃ—প্রগতঃ অঞ্জলিঃ (প্রাদি-তৎপুরুষঃ) 'প্রাদয়ো গতাদ্যর্থে প্রথময়া' ইতি বার্ত্তিক সূত্রেণ।

স্থিতঃ—স্থা+ক্ত, পুং, ১মা ১বঃ, ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী স্থা-ধাতু (to stand, to wait, to be)—(লট্) তিষ্ঠতি, (লৃট্) স্থাস্যতি, (লুঙ্) অস্থাৎ, ণিজন্ত—স্থাপয়তি, সন্নন্ত—তিষ্ঠাসতি, ক্ত-স্থিতঃ, ক্ত্বাচ্—স্থিত্বা, তুমুন্—স্থাতুম্। স্থা takes আত্মনেপদ by the rules—(1) সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ, (2) আঙঃ প্রতিজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্, (3) প্রকাশন-স্থেয়াখ্যয়োশ্চ, (4) উদোঽনূর্ধ্বকর্মণি, (5) উপান্মন্ত্রকরণে, etc (A higher Sanskrit Grammar and Composition by Dr. Lahiri and Sastri pp. 363-364.) উপসর্গযোগে—অনুতিষ্ঠতি—performs, অবতিষ্ঠতে—remains, উপতিষ্ঠতে—worships, প্রতিষ্ঠতে—starts উত্তিষ্ঠতি—rises, উত্তিষ্ঠতে—endeavours,

আত্মানম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Object to খ্যাপয়ন্।

"ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানঃ প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্।" ইত্যমরঃ কালবর্গে ;

"আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চ।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ আত্মন্-শব্দের অর্থ—যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব, ব্রহ্ম বা দেহ (পুংলিঙ্গ)।

কার্যম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Object to খ্যাপয়ন্। কৃ+ণ্যৎ, ২য়া ১বঃ। তনাদি-গণীয় উভয়পদী কৃ (to do)—(লট্) করোতি-কুরুতে, (লৃট্) করিষ্যতি-করিষ্যতে, ণিজন্ত—কারয়তি-কারয়তে, ক্ত্বাচ্—কৃত্বা, ক্ত—কৃতঃ, তুমুন্—কর্তুম্। উপসর্গযোগে—অনুকরোতি (imitates), অধিকরোতি (holds), অপকরোতি (harms), উপকরোতি (obliges), প্রতিকরোতি (remedies).

অর্থম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to খ্যাপয়ন্। "অর্থোঽভিধেয়-রৈ-বস্তু-প্রয়োজন-নিবৃত্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ অর্থ=অভিধেয়, ধন, বস্তু, প্রয়োজন, নিবৃত্তি (পুং)। Synonyms of ধনম্—"দ্রব্যং বিত্তং স্বাপতেয়ং রিক্থমৃক্থং ধনং বসু। "হিরণ্যংদ্রবিণং দ্যুম্নমর্থ-রৈ-বিভবা অপি" ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে।

খ্যাপয়ন্—খ্যা+ণিচ্+শতৃ, পুং ১মা ১বঃ; অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী খ্যা-ধাতু (to relate, to tell)—(লট্) খ্যাতি; খ্যা+ণিচ্—(লট্) খ্যাপয়তি।

ঋষিম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Object to অবৃণীত, "ঋষয়ঃ সত্য-বচসঃ স্নাতকস্ত্বাপ্লুতো ব্রতী" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে; অর্থাৎ ঋষিবাচক—ঋষি, সত্যবচস্ (পুং)।

আত্রেয়ম্—অত্রি+ঢক্, পুং, ২য়া ১ব, Qualifying অর্চনানসম্। 'অগ্নের্ঢক্' ইতি ঢক্-প্রত্যয়ঃ। 'ঢ' is changed to 'এয়্' by the rule 'আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফ-ঢ-খ-ছ-ঘাং প্রত্যয়াদীনাম্'।

N. B. The following changes *Pāṇini's* Grammar should be carefully remembered—ফ-আয়ন্, ঢ—এয়্, খ—ঈন্, ছ—ঈয়্ and ঘ—ইয়্।

অর্চনানসম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অবৃণীত।

আর্ত্বিজ্যায়—ঋত্বিজ্+ষ্যঞ্, 'গুণবচন-ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্মণি চ' ইত্যনেন ঋত্বিজঃ কর্ম ইত্যর্থে আর্ত্বিজ্যম্। (A Higher Sans. Gram. and Comp. by Lahiri and Sastri, p. 226)

অবৃণীত—বৃ+লঙ্ ত। বৃ-ধাতু স্বাদিগণীয় উভয়পদী বা ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী (to choose, to love, to adore) হইতে পারে—(লট্) বৃণোতি-বৃণুতে বা বৃণাতি-বৃণীতে; (লৃট্) বরিষ্যতি-তে বা বরীষ্যতি-তে; (লুঙ্) অবারীৎ, অবরিষ্ট-অবরীষ্ট, অবৃত, ণিজন্ত—বারয়তি, সন্নন্ত—বিবরিষতি-বিবরিষতে, বিবরীষতি—বিবরীষতে, ক্ত্বাচ্—বরিত্বা বা বরীত্বা, তুমুন্—বরিতুম্ বা বরীতুম্, ক্ত—বৃতঃ।

Ch. of voice. প্রাঞ্জলিনা স্থিতেন···খ্যাপয়তা ঋষিঃ আত্রেয়ঃ অর্চনানাঃ··· অব্রিয়ত।

৩। স সপুত্রোঽভ্যগচ্ছত্তং···········খল্বর্চনানসঃ ॥ ৫২ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—স সপুত্রঃ অভ্যগচ্ছৎ তম্ রাজানম্ যজ্ঞসিদ্ধয়ে।
শ্যাবাশ্বঃ চ অত্রিপুত্রস্য পুত্রঃ খলু অর্চনানসঃ ॥ ৫২ ॥

Prose-order. স (অর্চনানসঃ) সপুত্রঃ তম্ রাজানম্ যজ্ঞসিদ্ধয়ে অভ্যগচ্ছৎ, অত্রিপুত্রস্য অর্চনানসঃ খলু পুত্রশ্চ শ্যাবাশ্বঃ ॥ ৫২ ॥

Beng.Equivalents. স (তিনি) সপুত্রঃ (পুত্রের সহিত) তম (সেই) রাজানম্ (রাজাকে) যজ্ঞসিদ্ধয়ে (যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত) অভ্যগচ্ছৎ (নিকটে গেলেন), অত্রিপুত্রস্য (অত্রিপুত্রের) অর্চনানসঃ (অর্চনানাঃর) খলু পুত্রঃ (পুত্র) চ শ্যাবাশ্বঃ (শ্যাবাশ্ব)।

Beng. Trans. তিনি (অর্চনানাঃ) সপুত্রক যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত সেই রাজার নিকটে গেলেন, অত্রিপুত্র অর্চনানাঃর পুত্রের নাম শ্যাবাশ্ব।

Eng. Trans. He (*Arcanānas*) along with his son went for the fulfilment of the king's sacrifice. The son of *Arcanānas*, Atri's son, was *S'yāvāśva*

Beng. Expl. যজ্ঞে একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন বলিয়া অর্চনানাঃ নিজের পুত্র শ্যাবাশ্বকেও সঙ্গে নিয়া রাজর্ষি দার্ভ্য রথবীতির নিকট গেলেন।

Sans. Equivalents. সপুত্রঃ (সতনয়ঃ) যজ্ঞসিদ্ধয়ে (ক্রতু-সমাপ্তয়ে) অভ্যগচ্ছৎ (সমীপং গতবান্), অত্রিপুত্রস্য (অত্রি-তনয়স্য)।

Sans. Expl. যজ্ঞে একাধিকস্য ঋত্বিজঃ প্রয়োজনমিতি ঋষিঃ অর্চনানাঃ স্ব-পুত্রেণ শ্যাবাশ্বেন সহ রাজর্ষেঃ রথবীতেরন্তিকং গতবান্।

Notes

সঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অভ্যগচ্ছৎ। পুংলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

সপুত্রঃ—পুত্রেণ সহ (বহুব্রীহিঃ); The rule is 'তেন সহেতি তুল্যযোগে' Alternative form সহপুত্রঃ।

পুত্রঃ—পুৎ-ত্রৈ+ড, পুং ১মা ১ব। Synonyms—"আত্মজস্তনয়ঃ সূনুঃ সুতঃ পুত্রঃ, স্ত্রিয়াং ত্বমী" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে; অর্থাৎ পুত্রবাচক—আত্মজ, তনয়, সূনু সুত, পুত্র [পুত্র] (পুং)। [পুত্র (একটি ত)=পূ+ক্ত]।

তম্—Adj. to রাজানম্; পুংলিঙ্গ তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন।

রাজানম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভ্যগচ্ছৎ। পুংলিঙ্গ রাজন্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন। (For Synonyms of রাজা see sloka No. 50.)

যজ্ঞসিদ্ধয়ে—যজ্ঞস্য সিদ্ধিঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্যৈ; Alt. form-যজ্ঞসিদ্ধ্যৈ। 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি সম্প্রদানে চতুর্থী।

যজ্ঞঃ—যজ্+নঙ্ (ভাববাচ্যে); "যজ্ঞঃ সবোঽধ্বরো যাগঃ সপ্ততন্তুর্মখঃ ক্রতুঃ।" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে; অর্থাৎ যজ্ঞবাচক—যজ্ঞ, সব, অধ্বর, যাগ, সপ্ততন্তু, মখ, ক্রতু (পুং)।

অভ্যগচ্ছৎ—অভি—গম্+লঙ্ দ্, Nom. সঃ।

অত্রিপুত্রস্য—Qualifying অর্চনানসঃ। অত্রেঃ পুত্রঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্য। (For synonyms of পুত্র see Sloka no 52).

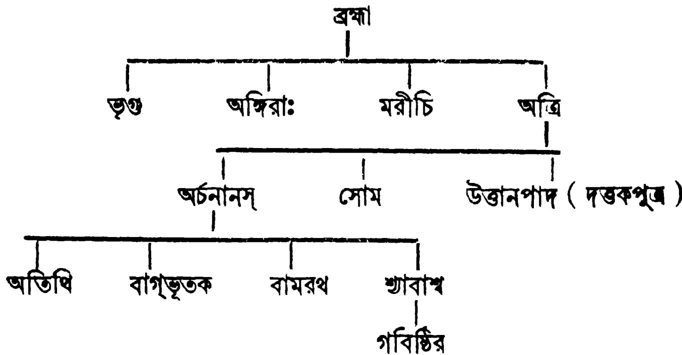
অর্চনানসঃ—শেষে ষষ্ঠী, অর্চনানস্-শব্দের ষষ্ঠীর ১ব।

খলু—অব্যয় (Indeclinable); used in বাক্যালঙ্কার; 'খলু স্যাদ্ বাক্যভূষায়াং জিজ্ঞাসায়াং চ সান্ত্বনে। বীপ্সা-মান-নিষেধেষু পূরণে পাদ-বাক্যয়োঃ॥ ইতি মেদিনী।

পুত্রঃ—পুৎ-ত্রৈ+ড, পুং, ১মা ১ব ; কর্তরি প্রথমা ।

চ—অব্যয় (Indeclinable) ; "চ পাদপূরণে পক্ষান্তরে হেতৌ বিনিশ্চয়ে" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ । "চান্বাচয়-সমাহারেতরেতর-সমুচ্চয়ে" ইত্যমরঃ ।

শ্যাবাশ্বঃ—Other names with 'শ্ব' as যুবনাশ্ব, পৃষদশ্ব, বধ্র্যশ্ব and ভর্ম্যশ্ব are well-known. The chronological tree :



Ch. of voice. তেন সপুত্রেণ স রাজা……অভ্যগম্যত,……পুত্রেণ চ শ্যাবাশ্বেন [ভূয়তে] । ৫২ ।

৪ । **সাঙ্গোপাঙ্গান্ সর্ববেদান্……নৃপমযাজয়ৎ ॥ ৫৩ ॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—সাঙ্গোপাঙ্গান্ সর্ববেদান্ যঃ পিত্রা অধ্যাপিতঃ মুদা ।
অর্চনানাঃ সপুত্রঃ অথ গত্বা নৃপম্ অযাজয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

Prose-order. যঃ (শ্যাবাশ্বঃ) সাঙ্গোপাঙ্গান্ সর্ববেদান্ পিত্রা মুদা অধ্যাপিতঃ (আসীৎ) । অথ সপুত্রঃ অর্চনানাঃ গত্বা নৃপম্ অযাজয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

Beng. Equivalents. যঃ (যে, শ্যাবাশ্ব) সাঙ্গোপাঙ্গান্ (অঙ্গ ও উপাঙ্গ-সহিত) সর্ববেদান্ (সকল বেদ) পিত্রা (পিতার দ্বারা) মুদা (আনন্দের সহিত) অধ্যাপিতঃ (অধ্যাপিত হইয়াছিলেন) । অথ (অনন্তর) সপুত্রঃ (পুত্রের সহিত) অর্চনানাঃ (অর্চনানাঃ) গত্বা (যাইয়া) নৃপম্ অযাজয়ৎ (রাজার যজ্ঞ করাইয়াছিলেন) ।

Beng. Trans. যিনি (শ্যাবাশ্ব) অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ পিতার দ্বারা আনন্দের সহিত অধ্যাপিত হইয়াছিলেন । অনন্তর সপুত্রক অর্চনানাঃ গিয়া রাজার যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

Eng. Trans. He was gladly taught all the Vedas together with the ancillaries and sub-ancillaries by his father. Then ***Arcanānas*** with his son went and performed the sacrifice for the king.

Sans. Equivalents. সাঙ্গোপাঙ্গান্ (অঙ্গোপাঙ্গ-সহিতান্) সর্ববেদান্ (নিখিল-বেদান্) মুদা (সানন্দম্) অধ্যাপিতঃ (পাঠিতঃ) অযাজয়ৎ (যজ্ঞং কৃতবান্)।

Beng. Expl. অর্চনানাঃ স্বপুত্র শ্যাবাশ্বকে যে সঙ্গে নিয়া যজ্ঞে গেলেন, শ্যাবাশ্ব কতটা কি পড়াশুনা করিয়াছিলেন? যজ্ঞে তিনি প্রয়োজনীয় কার্যাদি করিতে পারিয়াছিলেন ত? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, শ্যাবাশ্বকে তাঁহার পিতা অর্চনানাঃ সকল বেদ আনন্দের সহিত পড়াইয়াছিলেন। দুইজনে গিয়া রাজার যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

Sans. Expl. অর্চনানসঃ পুত্রঃ শ্যাবাশ্বঃ পিতুঃ সর্ববেদান্ অধীতবান্ ইতি যজ্ঞকর্ম ণি নিপুণ আসীৎ, দ্বৌ তৌ রাজ্ঞঃ তস্য যজ্ঞং কৃতবন্তৌ ।

Notes

যঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা, Verb অধ্যাপিতঃ।

সাঙ্গোপাঙ্গান্—অঙ্গৈঃ উপাঙ্গৈশ্চ সহ (বহুব্রীহিঃ) তান্। Adj. to সর্ববেদান্। অঙ্গ—They are six in number—

"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ ॥"

উপাঙ্গ—বেদাঙ্গ-সদৃশ শাস্ত্র—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র—এই চতুর্বিধ।

সর্ববেদান্—সর্বে বেদাঃ (কর্মধারয়ঃ) তান্। The Vedas are four in number— Ṛk, Yajus, Sāman and Atharvan.

পিত্রা—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া, "স্বজাতে ত্বৌরসোরস্যৌ, তাতস্তু জনকঃ পিতা।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে;

মুদা—'প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্' ইতি তৃতীয়া; স্ত্রীলিঙ্গ মুদ্-শব্দের তৃতীয়ার একবচনে, মুদ্-শব্দের রূপ সুহৃদ্-শব্দের মত।

"মুৎ প্রীতিঃ প্রমদো হর্ষঃ প্রমোদামোদ-সংমদাঃ। স্যাদানন্দথুরানন্দঃ শর্ম-শাত-(সাত) সুখানি চ॥ ইত্যমরঃ কালবর্গে। অর্থাৎ সুখের নাম—মুৎ, প্রীতি (স্ত্রী), প্রমদ, হর্ষ, প্রমোদ, আমোদ, সম্মদ, আনন্দথু, আনন্দ (পুং), শর্ম্ম, শাত, সুখ (ক্লী)।"

অধ্যাপিতঃ—অধি-ই+ণিচ্+ক্ত, পুং, ১মা ১ব.। অদাদিগণীয় আত্মনেপদী অধি-ই (to read)—(লট্) অধীতে, (লৃট্) অধ্যেষ্যতে, (লুঙ্) অধ্যৈষ্ট-অধ্যগীষ্ট,

সন্নন্ত—অধিজিগাংসতে, ক্ত—অধীতঃ, ল্যপ্—অধীত্য, তুমুন্—অধ্যেতুম্, ণিজন্ত—অধ্যাপয়তি।

অথ—অব্যয় (Indeclinable) ; "মঙ্গলানন্তরারম্ভ-প্রশ্ন-কার্ৎস্ন্যেষথো অথ" ইত্যমরঃ। It is generally used to introduce a new chapter or topic, doubt, etc. or to make a query.

সপুত্রঃ—পুত্রেণ সহ (বহুব্রীহিঃ) (For synonyms of পুত্র see Sloka 52)

অর্চনানাঃ—কর্তরি প্রথমা, অর্চনানস্-শব্দের প্রথমার একবচন, Verb—অযাজয়ৎ।

গত্বা—গম্+ক্ত্বাচ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী গম্ (to go)—(লট্) গচ্ছতি, (লৃট্) গমিষ্যতি, (লুঙ্) অগমৎ, সন্নন্ত—জিগমিষতি, যঙন্ত—জঙ্গম্যতে, ণিজন্ত—গময়তি, ক্ত—গতঃ, ক্ত্বাচ্—গত্বা, তুমুন্—গন্তুম্।

নৃপম্—প্রযোজ্য কর্মণি দ্বিতীয়া। নৃ-পা+ক, ২য়া ১ব (For synonyms of নৃপ see Sloka 50)

অযাজয়ৎ—যজ্+ণিচ্+লঙ্ দ্। (৫০নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

Ch. of Voice. যং……পিতা…অধ্যাপিতবান্। ……সপুত্রেণ অর্চনানসা …অযাজ্যত। ৫৩।

৫। যজ্ঞে চ বিততেঽপশ্যদ্……তস্য মনোঽভবৎ ॥ ৫৪ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—যজ্ঞে চ বিততে অপশ্যৎ রাজপুত্রীম্ যশস্বিনীম্।
স্নুষা মে রাজপুত্রী স্যাৎ ইতি তস্য মনঃ অভবৎ ॥ ৫৪ ॥

Prose-order. বিততে যজ্ঞে চ যশস্বিনীম্ রাজপুত্রীম্ (সঃ অর্চনানাঃ) অপশ্যৎ। 'রাজপুত্রী (ইয়ম্) মে স্নুষা স্যাৎ' ইতি তস্য (অর্চনানসঃ) মন অভবৎ ॥ ৫৪ ॥

Beng. Equivalents. বিততে (অনুষ্ঠিত হইতেছে এমন) যজ্ঞে (যজ্ঞে) চ (এবং) যশস্বিনীম্ (খ্যাতিসম্পন্ন) রাজপুত্রীম্ (রাজকুমারীকে) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন), রাজপুত্রী ([এই] রাজকন্যা) মে (আমার) স্নুষা (পুত্রবধূ) স্যাৎ (হউক) ইতি (এই) তস্য (তাঁহার) মনঃ (মন) অভবৎ (হইয়াছিল)।

Beng. Trans. যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে (সেই অর্চনানাঃ) যশস্বিনী রাজকুমারীকে দেখিলেন, এবং 'এই রাজকুমারী আমার পুত্রবধূ হউক' এইরূপ তাঁহার মনে হইয়াছিল।

Eng. Trans. And while the sacrifice was in progress, he (*Arcanānas*) saw the illustrious daughter of the king. The

thought came to his mind that the king's daughter might become his daughter-in-law. 54.

Sans. Equivalents. বিততে (অনুষ্ঠীয়মানে) যশস্বিনীম্ (খ্যাতিসম্পন্নাম্) স্নুষা (পুত্রবধূ) স্যাৎ (ভবেৎ) তস্য (অর্চনানসঃ) মনঃ (চিত্তম্)।

Beng. Expl. যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে রাজকন্যা সেখানে আসিলেন, সুন্দরী এবং গুণবতী সেই রাজকন্যাকে দেখিয়া অর্চনানাঃ ভাবিলেন যে, ইহাকে পুত্রবধূ পাইলে ভাল হয়।

Sans. Expl. যজ্ঞে অনুষ্ঠীয়মানে তত্রাগতাং রাজকুমারীং বীক্ষ্য যদি সা তস্য পুত্রবধূ ভবেৎ তদা সুষ্ঠু স্যাৎ ইতি (অর্চনানসঃ) ধারণা অভবৎ।

Notes

বিততে—Adj. to যজ্ঞে ; বি-তন্+ক্ত, ৭মী ১ব ; তনাদিগণীয় উভয়পদ) তন্ (to spread)—(লট্) তনোতি-তনুতে, (লৃট্) তনিষ্যতি-তনিষ্যতে, (লুঙ্) অতানীৎ-অতনীৎ-অতনিষ্ট-অতত, ণিজন্ত—তানয়তি-তানয়তে, সন্নন্ত (Desiderative)—তিতনিষতি-তে, তিতাংসতি-তে বা তিতংসতি-তে, ক্ত—ততঃ, ক্ত্বাচ্—তনিত্বা বা তত্বা, তুমুন্—তনিতুম্।

যজ্ঞে—ভাবে ৭মী ; যজ+নঙ্ (ভাববাচ্যে), ৭মী ১ব (For synonyms of যজ্ঞ see Sloka 52)

চ—অব্যয় (Indeclinable) (শ্লোক নং ৫৪ দ্রষ্টব্য)

যশস্বিনীম্—যশস্+বিন্+স্ত্রিয়াং ঙীপ্ ২য়ার ১ব। যশঃ—"যশঃ কীর্তিঃ সমজ্ঞা চ, স্তবঃ স্তোত্রং স্তুতির্নুতিঃ" ইত্যমরঃ শব্দাদিবর্গে ; অর্থাৎ কীর্তির নাম—যশস্ (ক্লী), কীর্তি, সমজ্ঞা (স্ত্রী) ; স্তোত্রের নাম—স্তব (পুং), স্তোত্র (ক্লী), স্তুতি, নুতি (স্ত্রী)।

রাজপুত্রীম্—রাজ্ঞঃ পুত্রী (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তাম্। কর্মণি দ্বিতীয়া, Object to অপশ্যৎ।

অপশ্যৎ—দৃশ্+লঙ্ দ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী দৃশ্ (to see)—(লট্) পশ্যতি, (লৃট্) দ্রক্ষ্যতি, ণিজন্ত—দর্শয়তি, ক্ত—দৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দৃষ্ট্বা, তুমুন্—দ্রষ্টুম্।

রাজপুত্রী—রাজ্ঞঃ পুত্রী (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

মে—শেষে ষষ্ঠী, অস্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন ; Alternative form—মম।

স্নুষা—স্নু+সক্ (কর্তৃবাচ্যে)+আপ্ ; "সমাঃ স্নুষা-জনী-বধ্বশ্চিরিণ্টী তু সুবাসিনী।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ পুত্রাদির স্ত্রীর নাম স্নুষা, জনী (জনি), বধূ (স্ত্রীলিঙ্গ)।

স্যাৎ—অস্+বিধিলিঙ্ যাৎ। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী অস্ (to be)—(লট্) অস্তি, (লৃট্) ভবিষ্যতি।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable); "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ।

তস্য—শেষে ষষ্ঠী; পুং তদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন।

মনঃ—কর্তরি প্রথমা; ক্লীং মনস্-শব্দের প্রথমার একবচন। "চিত্তং তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ।" ইত্যমরঃ কালবর্গে। অর্থাৎ চিত্তবাচক শব্দ—চিত্ত, চেতস্, হৃদয়, স্বান্ত, হৃৎ, মানস, মনস্ (ক্লী)।

অভবৎ—ভূ+লঙ্ দ্; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভূ (to be)—(লট্) ভবতি, (লৃট্) ভবিষ্যতি, (লুঙ্) অভূৎ, ক্ত—ভূতঃ, ক্তাচ্—ভূত্বা, তুমুন্—ভবিতুম্, সন্নন্ত—বুভূষতি।

উপসর্গযোগে—অনুভবতি (feels), অভিভবতি (overpowers), উদ্ভবতি (grows), পরাভবতি (defeats) প্রভবতি (is able, grows), পরিভবতি (insults), সম্ভবতি (happens), বিভবতি (prospers)।

Ch. of voice. ……যশস্বিনী রাজপুত্রী অদৃশ্যত,……মনসা অভূয়ত।

৬। শ্যাবাশ্বস্য চ তস্যাং বৈ……যাজ্যং চ সোঽব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—শ্যাবাশ্বস্য চ তস্যাম্ বৈ সক্তম্ আসীৎ তদা মনঃ।
সংযুজ্যস্ব ময়া রাজন্ ইতি যাজ্যম্ চ সঃ অব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥

Prose-order. তদা শ্যাবাশ্বস্য চ মনঃ তস্যাং বৈ সক্তম্ আসীৎ, যাজ্যং (চ) সঃ 'রাজন্, ময়া সংযুজ্যস্ব' ইতি অব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥

Beng. Equivalents. তদা (তখন) শ্যাবাশ্বস্য (শ্যাবাশ্বের) চ (ও) মনঃ (মন) তস্যাং (তাহাতে, সেই রাজপুত্রীতে) বৈ (পাদপূরণে) সক্তম্ (আকৃষ্ট) আসীৎ (হইয়াছিল), যাজ্যম্ (যজমান রাজাকে) চ (ও) সঃ (তিনি) রাজন্ (হে রাজন্) ময়া (আমার সহিত) সংযুজ্যস্ব (সংযুক্ত হউন [বিবাহসূত্রে]) ইতি (ইহা) অব্রবীৎ (বলিলেন)।

Beng. Trans. তখন শ্যাবাশ্বের মনও তাহার (রাজকুমারীর) প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তিনি যজমানকে বলিলেন—'রাজন্, আমার সহিত আপনি সংযুক্ত হউন (বিবাহসূত্রে)'।

Eng. Trans. Then the heart of *S'yāvāsva* was also attracted to her; he thereupon said to the institutor of the sacrifice: "Join yourself (matrimonially) to me, O king".

Sans. Equivalents. মনঃ (চিত্তম্) সক্তম্ (আকৃষ্টম্), যাজ্যম্ (যজমানং রাজানম্), সংযুজ্যস্ব (সংযুক্তো ভব [বিবাহ-সূত্রেণ]) অব্রবীৎ (উক্তবান্)।

Beng. Expl. পুত্রের পিতার (অর্চনানাঃর) ত মনে হইল যে, এই মেয়েটিকে পুত্রবধূ পাইলে ভাল হয়, কিন্তু পুত্রের (শ্যাবাশ্বের) মতটা কি ? তিনিও আকৃষ্ট হইলেন এবং মনের ভাব গোপন না রাখিয়া রাজার (দার্ভ্য রথবীতির) নিকট বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করিলেন।

Sans. Expl. শ্যাবাশ্বস্য চিত্তমপি তস্যাং রাজকন্যকায়ামাকৃষ্টমভবৎ, স চ বৈবাহিক-সম্বন্ধ-স্থাপনার্থং রাজানমুক্তবান্।

Notes

তদা—অব্যয় (Indeclinable)

শ্যাবাশ্বস্য—শেষে ষষ্ঠী, related to মনঃ।

চ—অব্যয় (Indeclinable) (৫২নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

মনঃ—কর্তরি প্রথমা, Verb—আসীৎ। (For synonyms of মনঃ see Sloka 54)

তস্যাম্—অধিকরণে সপ্তমী।

বৈ—অব্যয় (Indeclinable) (=verily) (C. f. মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্)।

সক্তম্—Adj. to মনঃ। সন্জ্+ক্ত, ক্লীং ১মা ১ব। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী সন্জ্ (to stick to, to unite)—(লট্) সজতি, (লৃট্) সঙ্ক্ষ্যতি, লুঙ্—অসাঙ্ক্ষীৎ ণিজন্ত—সঞ্জয়তি, সন্নন্ত—সিসঙ্ক্ষতি, ক্ত্বাচ্—সক্ত্বা, তুমুন্—সঙ্ক্তুম্।

আসীৎ—অস্+লঙ্ দ্, Nom.—মনঃ। (৫৪নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

যাজ্যম্—যজ্+ণিচ্+যৎ (কর্মবাচ্যে) (৫০নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

চ—অব্যয় (Indeclinable) (৫২নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

সঃ—কর্তরি প্রথমা, Verb—অব্রবীৎ।

রাজন্—সম্বোধনে ১মা। (For Synonyms of রাজন্ see Sloka 50)

ময়া—'সহযুক্তেঽপ্রধানে' ইতি তৃতীয়া, সহ is here understood.

সংযুজ্যস্ব—সম্-যুজ্+লোট্ স্ব ; By the rules 'প্রোপাভ্যাং যুজেরযজ্ঞপাত্রেষু' and 'স্বরাদ্যন্তোপসর্গাদিতি বক্তব্যম্' পরস্মৈপদ is desirable here. 'অকর্ত্রভিপ্রায়েঽপি' প্রযুঙ্‌ক্তে, উদ্‌যুঙ্‌ক্তে, নিযুঙ্‌ক্তে but সংযুনক্তি। চুরাদিগণীয় উভয়পদী যুজ্ (to tie)—(লট্) যোজয়তি-তে। দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী যুজ্ (to concentrate the mind, to be proper)—(লট্) যুজ্যতে, (লৃট্) যোক্ষ্যতে। রুধাদিগণীয় উভয়পদী যুজ্ (to unite, to put to)—(লট্)

যুনক্তি-যুঙ্‌ক্তে, (লট্) যোক্ষ্যতি-তে, (লুঙ্) অযুজৎ-অযৌক্ষীৎ-অযুক্ত, (সন্নন্ত) যুযুক্ষতি-তে, ক্ত—যুক্তঃ, ক্ত্বাচ্—যুক্ত্বা, তুমুন্—যোক্তুম্।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) (৫০নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

অব্রবীৎ—ব্রূ+লঙ্ দ্, Nom.—সঃ। অদাদিগণীয় উভয়পদী ব্রূ (to speak) —(লট্) ব্রবীতি-আহ-ব্রূতে, (লৃট্) বক্ষ্যতি-বক্ষ্যতে, (লুঙ্) অবোচৎ-অবোচত, ণিজন্ত—বাচয়তি, ক্ত—উক্তঃ, ক্ত্বাচ্—উক্ত্বা, তুমুন্—বক্তুম্, সন্নন্ত—বিবক্ষতি-তে।

Ch. of voice. ......মনসা...সক্তেন অভূয়ত,......তেন ঔচ্যত। ৫৫।

৭। **শ্যাবাশ্বায় সুতাং দিৎসু......দদামি হি ॥ ৫৬ ॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—শ্যাবাশ্বায় সুতাম্ দিৎসুঃ মহিষীম্ স্বাম্ নৃপঃ অব্রবীৎ।
কিম্ তে মতম্ অহম্ কন্যাম্ শ্যাবাশ্বায় দদামি হি ॥ ৫৬ ॥

Prose-order. শ্যাবাশ্বায় সুতাং দিৎসুঃ নৃপঃ স্বাম্ মহিষীম্ অব্রবীৎ—"কিম্ তে মতম্? অহং কন্যাং শ্যাবাশ্বায় হি দদামি?" ৫৬ ॥

Different Reading. (পাঠান্তর)—কিং তে **পুত্রীমহং**...।

Beng. Equivalents. শ্যাবাশ্বায় (শ্যাবাশ্বকে) সুতাম্ (কন্যা) দিৎসুঃ (দান করিতে উৎসুক) নৃপঃ (রাজা) স্বাম্ (নিজের) মহিষীম্ (স্ত্রীকে) অব্রবীৎ (বলিলেন), কিম্ (কি) তে (তোমার) মতম্ (মত), অহম্ (আমি) কন্যাম্ (কন্যাকে) শ্যাবাশ্বায় (শ্যাবাশ্বকে) হি (বাক্যালঙ্কারে) দদামি (দান করি)।

Beng. Trans. রাজা শ্যাবাশ্বকে কন্যা সম্প্রদান করিতে উৎসুক হইয়া নিজের মহিষীকে বলিলেন—"তোমার কি মত? আমি শ্যাবাশ্বকে কন্যা সম্প্রদান করি?" ৫৬ ॥

Eng Trans. Intent upon giving his daughter to *S'yāvāśva* the king said to the queen, "What is your opinion? Should I give the daughter to *S'yāvāśva*?" 56.

Sans. Equivalents. শ্যাবাশ্বায় (শ্যাবাশ্ব-নামক-মুনয়ে) সুতাম্ (কন্যাম্) দিৎসুঃ (দাতুমিচ্ছুঃ) মহিষীম্ (স্ত্রিয়ম্)।

Beng. Expl. শ্যাবাশ্বের প্রস্তাব শুনিয়া প্রস্তাবটী বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া রাজা রথবীতি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্যাবাশ্বকে কন্যা-সম্প্রদান-সম্বন্ধে তাঁহার মত কি।

Sans. Expl. শ্যাবাশ্বস্য প্রস্তাবমাকলয্য বাঞ্ছনীয়ং মত্বা রাজা রথবীতিঃ শ্যাবাশ্বায় কন্যা দাতব্যা ন বা ইত্যত্র স্ব-মহিষ্যা অভিমতং পৃষ্টবান্।

Notes

শ্যাবাশ্বায়—সম্প্রদানে চতুর্থী ; শ্যাবাশ্ব-শব্দ নর-শব্দের মত।

সুতাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; Obj. to দিৎসুঃ ; সু+ক্ত+আপ্, ২য়া ১ব। সুত-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সুতা (=কন্যা)।

দিৎসুঃ—দা+সন্ উ, ১মা ১ব। হ্বাদিগণীয় উভয়পদী দা (to give)—(লট্) দদাতি-দত্তে, (লট্) দাস্যতি-দাস্যতে, (লুঙ্) অদাৎ-অদিত, (সন্নন্ত) দিৎসতি-দিৎসতে, ক্ত্বাচ্—দত্ত্বা, ক্ত—দত্তঃ, তুমুন্—দাতুম্। There is a ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী দা also—(লট্) যচ্ছতি, (লৃট্) দাস্যতি।

নৃপঃ—নৃ-পা+ক, ১মা ১ব। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী পা (to protect)—(লট্) পাতি, (লৃট্) পাস্যতি, ণিজন্ত—পালয়তি, ক্ত—পাতঃ, ক্ত্বাচ্—পাত্বা।

স্বাম্—Adj. to মহিষীম্ ; স্ব is here সর্বনাম as it means neither জ্ঞাতি nor ধন, 'স্বমজ্ঞাতি-ধনাখ্যায়াম্' and as it means আত্মীয়, and is adj. to মহিষীম্, it is used here in the Fem. gender, "ত্রিষ্বাত্মীয়ে" ইত্যমরঃ।

মহিষীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অব্রবীৎ। "কৃতাভিষেকা মহিষী ভোগিন্যোঽন্যা নৃপস্ত্রিয়ঃ।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ রাজার স্ত্রীদিগের মধ্যে যাঁহার অভিষেক হয়, তিনিই মহিষী।

অব্রবীৎ—ব্রূ+লঙ্ দ্ ; (৫৩নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কিম্—Adj. to মতম্, কিম্-শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচন। কিম্ is used as an indeclinable (অব্যয়) also in asking a question or denouncing something. বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্ক্তে ? কলহেন কিম্ ? "কিং পৃচ্ছায়াং জুগুপ্সনে" ইত্যমরঃ।

তে—শেষে ষষ্ঠী, যুষ্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন, Alt. form—তব।

মতম্—মন্+ক্ত, ক্লীং ১মা ১ব, কর্তরি প্রথমা, Verb—ভবতি (উহ্য)

অহম্—কর্তরি প্রথমা, Nom. to দদামি ; অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

কন্যাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to দদামি। "কন্যা কুমারী, গৌরী তু নগ্নিকা-নাগতার্তবা।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ কন্যার নাম কন্যা, কুমারী (স্ত্রীলিঙ্গ), আট বৎসর বয়স্কা কন্যার নাম—গৌরী, নগ্নিকা, অনাগতার্তবা (স্ত্রীলিঙ্গ)।

শ্যাবাশ্বায়—সম্প্রদানে চতুর্থী।

হি—অব্যয় (Indeclinable) ; "হি হেতাববধারণে" ইত্যমরঃ।

দদামি—দা+লট্ মি, Nom.—অহম্। (৫৬নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

Ch. of Voice······দিৎসুনা নৃপেণ স্বা মহিষী ঔচ্যত,···মতেন (ভূয়তে), ময়া কন্যা···দীয়তে। ৫৬।

৮। অত্রিপুত্রোঽদুর্বলো……নৃপর্ষিকুলজা হ্যহম্ ॥ ৫৭ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—অত্রিপুত্রঃ (অত্রিপৌত্রঃ ইতি সাধু) অদুর্বলঃ হি জামাতা তু আবয়োঃ ইতি। রাজানম্ অব্রবীৎ সা অপি নৃপর্ষিকুলজা হি অহম্ ॥ ৫৭ ॥

Prose-order. সা অপি রাজানম্ অব্রবীৎ "অত্রিপুত্রস্তু আবয়োঃ জামাতা অদুর্বলঃ হি ইতি, অহম্ হি নৃপর্ষিকুলজা—

Beng. Equivalents. সা (তিনি) অপি (ও) রাজানম্ (রাজাকে) অব্রবীৎ (বলিলেন), অত্রিপুত্রঃ (অত্রির পুত্র) [এখানে 'পৌত্রঃ' হওয়া উচিত] তু (কিন্তু) আবয়োঃ (আমাদের) জামাতা (জামাতা) অদুর্বলঃ (দুর্বল নহে, অর্থাৎ ইহা বাঞ্ছনীয়) হি (নিশ্চয়) ইতি (এই), অহম্ (আমি) হি (পাদপূরণে)—নৃপর্ষিকুলজা (রাজর্ষিবংশোদ্ভবা)।

Beng. Trans. তিনিও রাজাকে বলিলেন "অত্রিবংশীয় (পৌত্র) আমাদের জামাতা ইহা দুর্বল নহে, (কিন্তু) আমি রাজর্ষিবংশোৎপন্না—

Eng. Trans. "A scion of the family of Atri is no contemptible person for a son-in-law to us." She however said to the king: "I am one born in the family of a royal seer.

Sans. Equivalents. রাজানম্ (নৃপম্ রথবীতিম্) অব্রবীৎ (উক্তবতী) —অত্রিপুত্রঃ (অত্রিবংশীয়ঃ, অত্রিপৌত্রঃ ইতি সাধু) জামাতা (দুহিতুঃ পতিঃ) অদুর্বলঃ (সবলঃ, বাঞ্ছনীয়ঃ ইত্যর্থঃ), নৃপর্ষি-কুলজা (রাজর্ষি-বংশসম্ভবা)—

Beng. Expl. রাণী বলিলেন যে, অত্রিমুনির বংশীয়ের (পৌত্রের) সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব—বাঞ্ছনীয়ই বটে, কিন্তু আমি রাজর্ষি-বংশোৎপন্ন—

Notes

সা—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অব্রবীৎ।

অপি—অব্যয় (Indeclinable); "গর্হা-সমুচ্চয়-প্রশ্ন-শঙ্কা-সম্ভাবনাস্বপি" ইত্যমরঃ।

রাজানম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অব্রবীৎ।

অব্রবীৎ—ব্রূ+লঙ্ দ্। (৫৪নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)

অত্রিপুত্রঃ—অত্রেঃ পুত্রঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)

তু—অব্যয় (Indeclinable); "তু পাদপূরণে ভেদে সমুচ্চয়েঽবধারণে। পক্ষান্তরে বিয়োগে চ প্রশংসায়াং বিনিগ্রহে॥" ইতি মেদিনী। Here used in the sense of অবধারণ (indeed) or প্রশংসা।

আবয়োঃ—শেষে ষষ্ঠী, অস্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর দ্বিবচন, Related to জামাতা।

জামাতা—কর্তরি প্রথমা, Nom. to ভবতি (understood) "স্বস্রীয়ো ভাগিনেয়ঃ স্যাজ্জামাতা দুহিতুঃ পতিঃ।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ দুহিতার পতির নাম জামাতা।

অদুর্বলঃ—ন দুর্বলঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ), দুঃ বলং যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

হি—অব্যয় (Indeclinable) ; "হি হেতাববধারণে" ইত্যমরঃ। Here used in the sense of অবধারণ।

অহম্—কর্তরি প্রথমা, Nom. to ভবামি (understood).

নৃপর্ষিকুলজা—যো নৃপঃ স ঋষিঃ (কর্মধারয়-সমাসঃ) নৃপর্ষেঃ কুলম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) ; তত্র জাতা ইতি। নৃপর্ষিকুল-জন্+ড, স্ত্রিয়াম্ আপ্।

ঋষিঃ—"ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ স্নাতকস্ত্বাপ্লুতো ব্রতী" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে।

কুলম্—"সন্ততির্গোত্র-জনন-কুলান্যভিজনান্বয়ৌ। বংশোঽন্ববায়ঃ সংতানো বর্ণাঃ স্যুর্ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে। অর্থাৎ বংশবাচক—সন্ততি (স্ত্রী),) গোত্র, জনন, কুল (ক্লী), অভিজন, অন্বয়, বংশ, অন্ববায়, সন্তান (পুং) ; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি জাতির বাচক—বর্ণ (পুং)।

Ch. of Voice. তেন……রাজ্ঞা ঔচ্যত,…, ময়া তু নৃপর্ষিকুলজয়া।

১। নানৃষির্নৌ তু জামাতা……মন্যতে যতঃ ॥ ৫৮ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ন অনৃষিঃ নৌ তু[1] জামাতা ন এষ মন্ত্রান্ হি দৃষ্টবান্।
ঋষয়ে দীয়তাম্ কন্যা[2]বেদস্য অম্বা[3]ভবেৎ তথা।
ঋষিঃ[3] মন্ত্রদৃশম্ বেদপিতরম্ মন্যতে যতঃ ॥ ৫৮ ॥

Different Reading (পাঠান্তর)—(1) নানৃষির্নো হি… (2) চেদাস্যাং বা, (3) ঋষিং।

Prose-order. নৌ জামাতা তু ন অনৃষিঃ, এষ মন্ত্রান্ হি ন দৃষ্টবান্, ঋষয়ে কন্যা দীয়তাম্, তথা বেদস্য অম্বা ভবেৎ, যতঃ ঋষিঃ মন্ত্রদৃশম্ বেদপিতরম্ মন্যতে ॥ ৫৮ ॥

Beng. Equivalents. নৌ (আমাদের) জামাতা (জামাতা) তু (কিন্তু) ন (না) অনৃষিঃ (ঋষি-ভিন্ন), এষঃ (এ) মন্ত্রান্ (মন্ত্রসমূহ) হি (নিশ্চয়ই) ন দৃষ্টবান্ (দর্শন করে নাই), ঋষয়ে (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে) কন্যা (মেয়ে) দীয়তাম্ (দান করুন) তথা (তাহা হইলে) বেদস্য অম্বা (বেদমাতা) ভবেৎ (হইবে), যতঃ (যেহেতু) ঋষিঃ (মুনি) মন্ত্রদৃশম্ (মন্ত্র দ্রষ্টাকে) বেদপিতরম্ (বেদপিতা) মন্যতে (মনে করেন)।

Beng. Trans. আমাদের জামাতা ঋষিভিন্ন কেহ না হয়, ইনি মন্ত্রদ্রষ্টা নহেন, (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষিকে কন্যা সম্প্রদান করুন, তাহা হইলে বেদের মাতা হইতে পারিবে, কারণ মুনি মন্ত্রদ্রষ্টাকে বেদপিতা বলিয়া মনে করেন। ৫৮ ॥

Eng. Trans. "Our son-in-law should not be one who is not a seer; this (youth) has no hymn revealed to him. The daughter be given to a seer so that she may become the mother of the Veda; for some seer thinks that one who sees a hymn is father of the Veda." 58

Sans. Equivalents. অনৃষিঃ (ঋষিভিন্নঃ), ঋষয়ে (মন্ত্রদ্রষ্ট্রে), বেদস্য অম্বা (বেদমাতা) মন্ত্রদৃশম্ (মন্ত্রদ্রষ্টারম্) বেদপিতরম্ (বেদ-জনকম্)।

Beng. Expl. রাজা দার্ভ্য রথবীতি অত্রি-ঋষির পৌত্র বলিয়া এক কথায়ই শ্যাবাশ্বকে কন্যা সম্প্রদান করিতে উৎসুক হইলেও, রাণী কিন্তু শ্যাবাশ্ব নিজে 'মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি' নহেন বলিয়া আপত্তি করিলেন, এবং বলিলেন যে তাঁহাদের জামাতার 'মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি' হইতে হইবে, কারণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে 'বেদপিতা' বলা হইয়া থাকে এবং তাঁহার স্ত্রী হইলে তাঁহাদের কন্যা 'বেদমাতা' হইতে পারিবে। **N. B.** 'ঋগ্বেদের কোন মন্ত্র যাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছে তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা বা ঋষি নামে বিখ্যাত, বেদের প্রত্যেক মন্ত্রেরই ঋষি, ছন্দঃ এবং দেবতা নির্দিষ্ট আছে।

Sans. Expl. অত্রি-পৌত্রায় শ্যাবাশ্বায় কন্যাং দিৎসবে রাজ্ঞে তন্মহিষী এবমুক্তবতী—যৎ তয়োর্জামাত্রা ঋষিণা মন্ত্রদ্রষ্ট্রা ভবিতব্যম্, শ্যাবাশ্বস্তু ন তথেতি তস্মৈ কন্যা ন প্রদেয়া, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিস্তু বেদপিতা ইতি কথ্যতে তৎপত্নী যদি তয়োঃ কন্যা ভবেৎ তদা সা বেদমাতা ভবিষ্যতীতি।

Notes

নৌ—অস্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর দ্বিবচন, শেষে ষষ্ঠী, Alt. form আবয়োঃ।

জামাতা—কর্তরি ১মা, জামাতৃ-শব্দের ১মার ১ব, "জামাতা দুহিতুঃ পতিঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

তু—অব্যয় (Indeclinable) (৫৭নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ন—অব্যয় (Indeclinable)

অনৃষিঃ—ন+ঋষিঃ।

এষঃ—কর্তরি ১মা, পুং, এতদ্-শব্দের ১মা ১ব।

মন্ত্রান্—কর্মণি ২য়া, পুং মন্ত্র-শব্দের ২য়া বহু।

হি—অব্যয় (Indeclinable); "হি হেতাববধারণে" ইত্যমরঃ।

ন—অব্যয় (Indeclinable)।

দৃষ্টবান্—দৃশ্+ক্তবতু, পুং ১মা ১ব, (৫৪নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ঋষয়ে—সম্প্রদানে ৪র্থী, পুং ঋষি-শব্দের ৪র্থী ১ব।

কন্যা—উক্তে কর্মণি ১মা, Verb—দীয়তাম্। 'কন্যা কুমারী, গৌরী তু নগ্নিকা-নাগতার্তবা।' ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

দীয়তাম্—দা+কর্মবাচ্যে লোট তাম্। (For দা-ধাতু see Sloka No. 56)

তথা—অব্যয় (Indeclinable)।

বেদস্য—শেষে ষষ্ঠী, Related to অম্বা।

অম্বা—কর্তরি ১মা, Nom. to ভবেৎ। "অম্বা মাতাঽথ বালা স্যাদ্বাসূরার্যস্ত মারিষঃ" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে।

ভবেৎ—ভূ+ বধিলিঙ্ যাৎ। (For ভূ-ধাতু See sloka No. 54)

যতঃ—যদ্+তস্, অব্যয় (Indeclinable)

ঋষিঃ—ঋষ্+কি (কর্তৃবাচ্যে)

মন্ত্রদৃশম্—মন্ত্র-দৃশ্+ক্বিপ্, ২য়া ১ব (For দৃশ্ see Sloka No. 54)

বেদপিতরম্—বেদস্য পিতা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তম্।

মন্যতে—মন+লট্ তে। দিবাদিগণীয় মন্ (to know, to think) is আত্মনেপদী—(লট্) মন্যতে, (লৃট্) মংস্যতে, (লুঙ্) অমংস্ত, (সন্নন্ত) মীমাংসতে, ণিজন্ত—মানয়তি, ক্ত্বাচ্—মত্বা, ক্ত—মতঃ, তুমুন্—মন্তুম্।

Ch. of Voice …জামাত্রা…অনৃষিণা [ভবিতব্যম্], অনেন মন্ত্রাঃ…দৃষ্টাঃ…কন্যাং দদাতু,…অম্বয়া ভূয়তাম্;… ঋষিণা মন্ত্রদৃক্ বেদপিতা মন্যতে। ৫৮।

১০। **প্রত্যাচষ্টে স তং রাজা……কশ্চিদ্ভবিতুমর্হতি ॥ ৫৯ ॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—প্রত্যাচষ্টে স তম্ রাজা সহ সংমন্ত্র্য ভার্যয়া।
অনৃষিঃ ন এব জামাতা কশ্চিৎ ভবিতুম্ অর্হতি ॥ ৫৯ ॥

Different Reading (পাঠান্তর)—অনৃষির্নৌ ন।

Prose-order. স রাজা ভার্যয়া সহ সংমন্ত্র্য তম্ প্রত্যাচষ্টে—"কশ্চিৎ **অনৃষিঃ** জামাতা ভবিতুম্ নৈব অর্হতি।" ৫৯ ॥

Beng. Equivalents. স (সেই) রাজা (রাজা) ভার্যয়া সহ (স্ত্রীর সহিত) সংমন্ত্র্য (পরামর্শ করিয়া) তম্ (তাঁহাকে) প্রত্যাচষ্টে (প্রত্যুত্তরে বলেন), কশ্চিৎ (কোন) অনৃষিঃ (ঋষি-ভিন্ন ব্যক্তি) জামাতা (দুহিতার স্বামী) নৈব (অবশ্যই নহে) ভবিতুম্ অর্হতি (হইতে পারে)।

Beng. Trans. সেই রাজা স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে (শ্যাবাশ্বকে) বলিলেন, "ঋষি-ভিন্ন অন্য কেহ জামাতা হইতে পারে না"।

Sans. Equivalents. ভার্যয়া সহ (স্ত্রিয়া সার্ধম্) সংমন্ত্র্য (পরামৃশ্য) প্রত্যাচষ্টে (প্রত্যাহ) অনৃষিঃ (ঋষি-ভিন্নঃ কশ্চন) নৈব (ন খলু) জামাতা (দুহিতুঃ পতিঃ) ভবিতুম্ অর্হতি (ভবেৎ)।

Eng. Trans. The king after consulting with his wife replied to him : "None who is not a seer is worthy to be (our) son-in-law." 59.

Beng. Expl. and **Sans. Expl.**—Not necessary.

Notes

সঃ—Adj. to রাজা, পুং তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

রাজা—কর্তরি ১মা, Nom. to প্রত্যাচষ্টে।

ভার্য্যয়া—'সহযুক্তেঽপ্রধানে' ইতি সহ-শব্দযোগে তৃতীয়া। "ভার্যা জায়াঽথ পুংভূম্নি দারাঃ স্যাত্তু কুটুম্বিনী।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

সহ—অব্যয় (Indeclinable)।

সংমন্ত্র্য—সম্-মন্ত্র্+ল্যপ্ ; চুরাদিগণীয় আত্মনেপদী মন্ত্র্ (to consult, to advise)—(লট্) মন্ত্রয়তে, (লৃট্) মন্ত্রয়িষ্যতে, ক্ত—মন্ত্রিতঃ, ক্ত্বাচ্—মন্ত্রয়িত্বা ; তুমুন্—মন্ত্রয়িতুম্।

তম্—কর্মণি ২য়া, Obj. to প্রত্যাচষ্টে।

প্রত্যাচষ্টে—প্রতি-আ-চক্ষ্+লট্ তে। অদাদিগণীয় চক্ষ্ (to speak, to say) [প্রায়শঃ আঙ্-পূর্বক] (লট্) চষ্টে, চক্ষাতে, চক্ষতে ; (লৃট্) খ্যাস্যতি-খ্যাস্যতে বা ক্শাস্যতি-ক্শাস্যতে, (ণিজন্ত) খ্যাপয়তি, ক্ত—খ্যাতঃ, ক্ত্বাচ্—খ্যাত্বা, তুমুন্—খ্যাতুম্।

কশ্চিৎ—কঃ+চিৎ।

অনৃষিঃ—ন+ঋষিঃ, কর্তরি ১মা, Nom. to অর্হতি।

নৈব—ন+এব (দুইটিই অব্যয়)।

এব—"স্যুরেবং তু পুনর্বৈবেত্যবধারণবাচকাঃ" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

জামাতা—জামাতৃ-শব্দের প্রথমার একবচন। Same case with অনৃষিঃ। "জামাতা দুহিতুঃ পতিঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

ভবিতুম্—ভূ+তুমুন্ (See Sloka No. 54)

অর্হতি—অর্হ্+লট্ তি ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী অর্হ্ (to worship, to deserve) —(লট্) অর্হতি, (লৃট্) অর্হিষ্যতি, (ণিজন্ত) অর্হয়তি, তুমুন্—অর্হিতুম্।

Ch. of Voice. তেন রাজ্ঞা···স প্রত্যাখ্যায়তে, কেনচিৎ অনৃষিণা··· জামাত্রা···অর্হ্যতে। ৫৯।

১১। প্রত্যাখ্যাত ঋষিস্তেন……মনো নৈব ন্যবর্তত ॥ ৬০ ॥

বিসন্ধিপাঠ ঃ—প্রত্যাখ্যাতঃ ঋষিঃ তেন বৃত্তে যজ্ঞে ন্যবর্তত।
শ্যাবাশ্বস্য তু কন্যায়াঃ মনঃ ন এব ন্যবর্তত ॥ ৬০ ॥

Different Reading (পাঠান্তর)—কন্যায়াম্।

Prose-order. তেন প্রত্যাখ্যাতঃ ঋষিঃ বৃত্তে যজ্ঞে ন্যবর্তত, শ্যাবাশ্বস্য তু কন্যায়া মনঃ নৈব ন্যবর্তত ॥ ৬০ ॥

Beng. Equivalents. তেন (তাঁহার দ্বারা) প্রত্যাখ্যাতঃ (প্রত্যাখ্যাত) ঋষিঃ (মুনি) বৃত্তে যজ্ঞে (যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর) ন্যবর্তত (প্রত্যাবর্তন করিলেন), শ্যাবাশ্বস্য (শ্যাবাশ্বের) তু (কিন্তু) কন্যায়াঃ (কন্যা হইতে) মনঃ (মন নৈব (না) ন্যবর্তত (প্রত্যাবর্তন করিল)।

Beng. Trans. তাঁহার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ঋষি যজ্ঞশেষে প্রত্যাবর্তন করিলেন কিন্তু শ্যাবাশ্বের মন কন্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল না। ৬০ ॥

Eng. Trans. Thus refused, the seer returned when the sacrifice was over; but the heart of *S'yāvāśv* returned not from the girl. 60

Sans. Equivalents. প্রত্যাখ্যাতঃ (বিজ্ঞাপিতাসম্মতিঃ) ঋষিঃ (মুনিঃ) বৃত্তে (অনুষ্ঠিতে) ন্যবর্তত (প্রত্যাবৃত্তোঽভবৎ)।

Beng. Expl. দার্ভ্য রথবীতি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ভিন্ন কাহাকেও কন্যা সম্প্রদান করিবেন না বলিয়া শ্যাবাশ্বকে ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু যজ্ঞ শেষ হওয়ার পর শ্যাবাশ্ব গৃহে ফিরিলেও সেই রাজকন্যার কথা ভুলিতে পারিলেন না।

Notes

তেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া, Verb—প্রত্যাখ্যাতঃ।

প্রত্যাখ্যাতঃ—প্রতি-আ-চক্ষ্+ক্ত, পুং, ১মা ১ব। (See Sl. No. 59)

ঋষিঃ—কর্তরি প্রথমা, Verb—ন্যবর্ত্তত। "ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ স্নাতকস্তাপ্লুতো ব্রতী" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে।

বৃত্তে—Adj to যজ্ঞে, বৃৎ+ক্ত+৭মী ১ব, ; ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী বৃৎ (to exist, to live on)—(লট্) বর্ততে, (লৃট্) বর্ৎস্যতে-বর্তিষ্যতে, (লুঙ্) অবৃতৎ-অবর্তিষ্ট, (সন্নন্ত) বিবর্তিষতে-বিবৃৎসতি, ণিজন্ত—বর্তয়তি, ক্ত—বৃত্তঃ, ক্ত্বাচ্—বৃত্ত্বা বা বর্তিত্বা, তুমুন্—বর্তিতুম্।

যজ্ঞে—'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' ইতি সপ্তমী। যজ্ঞঃ সবোঽধ্বরো যাগঃ, সপ্ততন্তুর্মখঃ ক্রতুঃ' ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে;

ন্যবর্তত—নি-বৃৎ+লঙ্ ত।

শ্যাবাশ্বস্য —শেষে ষষ্ঠী।

তু—অব্যয় (Indeclinable); "তু পাদপূরণে ভেদে সমুচ্চয়েঽবধারণে। পক্ষান্তরে বিয়োগে চ প্রশংসায়াং বিনিগ্রহে॥" ইতি মেদিনী। Here it is used in the sense of পক্ষান্তরে।

কন্যায়াঃ—অপাদানে পঞ্চমী। The other reading is কন্যায়াম্।

মনঃ—কর্তরি প্রথমা; Verb—ন্যবর্তত। "চিত্তং তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ" ইত্যমরঃ কালবর্গে;

নৈব—ন+এব (দুইটিই অব্যয়)।

ন্যবর্তত—নি-বৃৎ+লঙ্ ত, Nom. মনঃ।

Ch. of Voice. তেন প্রত্যাখ্যাতেন ঋষিণা···ন্যবৃত্যত,···মনসা···ন্যবৃত্যত।

১২। ততস্তৌ তু নিবর্তেতাম্···পুরুমীল্হং চ পার্থিবম্ ॥ ৬১ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ততঃ তৌ তু[1] নিবর্তেতাম্ উভৌ এব[2] অভিজগ্মতুঃ।
শশীয়সীম্[3] তরন্তম্ চ পুরুমীল্হম্ চ পার্থিবম্ ॥ ৬১ ॥

N. B The spelling of পুরুমীল্হ is with ল্হ (like কল্হণ and বিল্হণ) and no হ্ল (like প্রহ্লাদ and আহ্লাদ)।

Different Readings. (পাঠান্তর)—([1]) ততস্তু তৌ, ([2]) নিবর্ত্যাশু তাবেতাবভিজগ্মতুঃ, ([3]) শশীয়সী।

Prose-order. ততঃ উভৌ এব তৌ তু নিবর্তেতাম্, শশীয়সীম্ তরন্তম্ চ পুরুমীল্হম্ চ পার্থিবম্ অভিজগ্মতুঃ ॥ ৬১ ॥

Beng. Equivalents. ততঃ (তারপর) উভৌ এব তৌ (তাঁহারা দুইজনেই) তু (বাক্যালঙ্কারে) নিবর্তেতাম্ (**wrong reading for ন্যবর্তেতাম্**—ফিরিয়া আসিলেন), শশীয়সীম্ (শশীয়সী, রাজা তরন্তের মহিষী) তরন্তং চ পুরুমীল্হম্ চ (তরন্ত এবং পুরুমীল্হ) পার্থিবম্ (রাজার নিকটে) অভিজগ্মতুঃ (গেলেন)।

Sans. Equivalents. শশীয়সীম্ (রাজ্ঞঃ তরন্তস্য মহিষীম্), নিবর্তেতাম্ (ন্যবর্তেতাম্ ইতি শুদ্ধঃ পাঠঃ, প্রত্যাবর্তেতাম্)।

Beng. Trans. তৎপর তাঁহারা দুইজনে ফিরিয়া আসিয়া তরন্ত এবং পুরুমীল্হ রাজা ও শশীয়সীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ॥ ৬১ ॥

Eng. Trans. The two returned and they both met *Śaśīyasī* and Taranta and King Purumīlha. 61.

Beng. Expl. তারপর তাঁহারা দুইজনে রাজা তরন্ত ও রাজা পুরুমীল্হ এবং রাজা তরন্তের স্ত্রী শশীয়সীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

Sans. Expl. ততস্তৌ পিতাপুত্রৌ প্রত্যাবৃত্য পার্থিবৌ তরন্ত-পুরুমীলেহৌ তরন্ত-মহিষীং শশীয়সীং চ অভিজগ্মতুঃ।

Notes

ততঃ—তদ্+তস্ ; অব্যয় (Indeclinable)

উভৌ—পুংলিঙ্গ (নিত্য-দ্বিবচনান্ত)। উভ-শব্দের প্রথমার দ্বিবচন।

এব—অব্যয় (Indeclinable)

তৌ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to ন্যবর্তেতাম্।

তু—অব্যয় (Indeclinable) ; (See Sloka No. 60)

নিবর্তেতাম্—অর্ষপ্রয়োগ It should have been ন্যবর্তেতাম্ ; ন্যবর্তেতাম্—নি-বৃৎ+লঙ্ আতাম্।

শশীয়সীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভিজগ্মতুঃ। শশীয়সী is the wife of King Taranta.

তরন্তম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভিজগ্মতুঃ।

চ—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 52)।

পুরুমীলহম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভিজগ্মতুঃ।

চ—অব্যয় (Indeclinable)।

পার্থিবম্—Adj. to তরন্তম্, পৃথিবী+অণ্, ২য়া ১ব. "রাজা রাট্ পার্থিব-ক্ষ্মাভৃন্-নৃপ-ভূপ-মহীক্ষিতঃ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ; (See Sloka No. 50)।

অভিজগ্মতুঃ—অভি-গম্+লিট্ অতুস্, Nom. তৌ। (See Sloka No. 50)

Ch. of Voice. ...উভাভ্যাম্...তাভ্যাম্...ন্যবৃত্যতাম্, শশীয়সী তরন্তশ্চ পুরুমীলহশ্চ পার্থিবঃ অভিজগ্মে।

১৩। তরন্ত-পুরুমীলেহৌ তু......ঋষিভ্যাং নৃপতী স্বয়ম্ ॥ ৬২ ॥

Reference—In this connection Ṛgveda **5.61.6, 1.105.** ॥ and **8.71.14** may be consulted.

বিসন্ধিপাঠঃ—তরন্ত-পুরুমীলেহৌ তু রাজানৌ বৈদদশ্বী।
তাভ্যাম্ তৌ চক্রতুঃ পূজাম্ ঋষিভ্যাম্ নৃপতী স্বয়ম্ ॥ ৬২ ॥

Prose-order. বৈদদশ্বৌ রাজানৌ তরন্ত-পুরুমীলেহৌ তু ঋষী, তৌ নৃপতী স্বয়ম্ তাভ্যাম্ ঋষিভ্যাম্ পূজাম্ চক্রতুঃ ॥ ৬২ ॥

Beng. Equivalents. বৈদদশ্বৌ (বিদদশ্বের দুই পুত্র) রাজানৌ (দুই রাজা) তরন্ত-পুরুমীলেহৌ (তরন্ত এবং পুরুমীলহ) তু (কিন্তু) ঋষী (দুইজনেই

মন্ত্রদ্রষ্টা), তৌ নৃপতী (সেই দুই রাজা) স্বয়ম্ (নিজেরা) তাভ্যাম্ ঋষিভ্যাম্ ([ষষ্ঠী হওয়া উচিত] সেই দুই ঋষির) পূজাং (পূজা) চক্রতুঃ (করিলেন) । ৬২ ।

Beng. Trans. রাজা তরন্ত এবং পুরুমীলহ উভয়ে বিদদশ্বের পুত্র এবং ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা) ছিলেন, তাঁহারা দুই রাজা নিজেরা সেই দুই ঋষির পূজা করিলেন ॥ ৬২ ॥

Sans. Equivalents. বৈদদশ্বৌ (বিদদশ্বস্য পুত্রৌ) রাজানৌ (নৃপৌ) তরন্ত-পুরুমীল্হৌ (তরন্তঃ পুরুমীল্হশ্চ) ঋষী (মন্ত্রদ্রষ্টারৌ.) নৃপতী (নৃপৌ) তাভ্যাম্ ঋষিভ্যাম্ ('তয়োঃ ঋষ্যোঃ' ইতি সাধু) পূজাম্ (সম্মাননাম্) চক্রতুঃ (কৃতবন্তৌ) ।

Eng. Trans. The kings Taranta and *Purumīlha* were sons of *Vidadaśva* and were seers themselves : to the two seers these two king spaid homage.

Beng. Expl. বিদদশ্বের দুই পুত্র রাজা তরন্ত এবং রাজা পুরুমীলহ, রাজা হইলেও তাঁহারা উভয়েই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাদৃশ সম্মানভাজন সেই দুই রাজর্ষি সেই দুই ঋষির (অর্চনানাঃ এবং শ্যাবাশ্বের) পূজা করিলেন ।

Sans. Expl. বিদদশ্বস্য পুত্রৌ রাজানৌ তরন্ত-পুরুমীল্হৌ উভাবেব মন্ত্রদ্রষ্টারৌ আস্তাম্, তাদৃশ-সম্মানার্হাবপি রাজর্ষী শ্যাবাশ্বম্ অর্চনানসঞ্চ পূজিতবন্তৌ ।

Notes

বৈদদশ্বৌ—বিদদশ্ব+অণ্, ১মা দ্বিবচন । Adj. to রাজানৌ ।

রাজানৌ—Adj. to তরন্ত-পুরুমীল্হৌ । রাজন্-শব্দের প্রথমার দ্বিবচন ।

তরন্ত-পুরুমীল্হৌ—তরন্তশ্চ পুরুমীল্হশ্চ (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ) ।

তু—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 57)

ঋষী—ঋষি-শব্দের প্রথমার দ্বিবচন, বিধেয়-বিশেষণ to তরন্ত-পুরুমীল্হৌ ।

তৌ—Pron. adj. to নৃপতী । পুং তদ্-শব্দের প্রথমার দ্বিবচন ।

নৃপতী—কর্তরি প্রথমা, Nom. to চক্রতুঃ ।

স্বয়ম্—অব্যয় (Indeclinable)

তাভ্যাম্—Pron. adj. to ঋষিভ্যাম্ ; তদ্-শব্দের চতুর্থীর দ্বিবচন ।

ঋষিভ্যাম্—ঋষ্যোঃ in the sixth case-ending is the correct form here—ঋষ্যোঃ পূজাং চক্রতুঃ ।

পূজাম্—কর্মণি ২য়া, পূজা-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন । "পূজা নমস্যাঽপচিতিঃ সপর্য্যার্চার্হণাঃ সমাঃ" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে ; অর্থাৎ পূজাবাচক—পূজা, নমস্যা, অপচিতিঃ সপর্য্যা, অর্চা, অর্চনা (স্ত্রী) ।

চক্রতুঃ—কৃ + লিট্ অতুস্, Nom. নৃপতী। (See Sloka No. 51)

Ch. of Voice. বৈদদশ্বাভ্যাম্ রাজভ্যাম্ তরন্ত-পুরুমীলহাভ্যাম্…ঋষিভ্যাম্ (ভূয়তে), তাভ্যাং নৃপতিভ্যাম্…পূজা চক্রে।

১৪। ঋষিপুত্রং মহিষ্যাশ্চ……প্রাদাদ্বহুবিধং বসু ॥ ৬৩ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ঋষিপুত্রম্ মহিষ্যাঃ চ দর্শয়ামাস তম্ নৃপঃ।
তরন্তানুমতা চ এব[1] প্রাদাৎ বহুবিধম্ বসু ॥ ৬৩ ॥

Different Reading (পাঠান্তর)—([1]) তরন্তানুমতেনৈব।

Prose-order. নৃপঃ তম্ ঋষিপুত্রম্ চ মহিষ্যাঃ দর্শয়ামাস, তরন্তানুমতা চ এব (সা মহিষী শশীয়সী) বহুবিধম্ বসু প্রাদাৎ ॥ ৬৩ ॥

Beng. Equivalents. নৃপঃ (রাজা তরন্ত) তম্ (সেই) ঋষিপুত্রম্ (মুনিপুত্র শ্যাবাশ্বকে) চ (এবং) মহিষ্যাঃ (মহিষীকে) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) তরন্তানুমতা (তরন্তের অনুমতি পাইয়া) চ এব (এবং) বহুবিধম্ (নানারকম) বসু (ধন) প্রাদাৎ (প্রদান করিলেন)।

Beng. Trans. রাজা (তরন্ত) মহিষীকে ঋষিপুত্রটীকে দেখাইলেন এবং তরন্তের নির্দেশমত তিনি (মহিষী শশীয়সী) (ঋষিপুত্রকে) বহু ধনরত্ন দিলেন।

Eng. Trans. The king Taranta showed the son of the seer to his queen and she with Taranta's approval gave him many valuable gifts. 63.

Sans. Equivalents. নৃপঃ (রাজা) ঋষিপুত্রম্ (মুনিপুত্রম্ শ্যাবাশ্বম্) মহিষ্যাঃ (মহিষীম্) দর্শয়ামাস (প্রদর্শিতবান্) তরন্তানুমতা (তরন্তাজ্ঞপ্তা) বহুবিধম্ (নানা-প্রকারম্) প্রাদাৎ (দত্তবতী)।

Beng. Expl. রাজর্ষি তরন্ত তাঁহার মহিষীকে ঋষিপুত্র শ্যাবাশ্বকে দেখাইয়া দিলেন এবং স্বামীর নির্দেশমত মহিষী শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে প্রচুর ধনরত্ন দিলেন।

Sans. Expl. রাজর্ষি-তরন্ত-মহিষী শশীয়সী তরন্ত-প্রদর্শিতায় শ্যাবাশ্বায় বহুলং ধনরত্নাদি প্রদত্তবতী।

Notes

নৃপঃ—প্রয়োজক-কর্তরি প্রথমা, নৃ-পা+ক, ১মা ১ব, Nom. to দর্শয়ামাস
তম্—Pron. adj. to ঋষিপুত্রম্ ; পুং তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন।
ঋষিপুত্রম্—ঋষেঃ পুত্রঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তম্। কর্মণি দ্বিতীয়া।
চ—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 52)

মহিষ্যাঃ—শেষে ষষ্ঠী। আর্ষপ্রয়োগ; It should have been মহিষীম্ being the প্রয়োজ্য-কর্ম। 'কৃতাভিষেকা মহিষী ভোগিন্যোঽন্যা নৃপস্ত্রিয়ঃ' ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

দর্শয়ামাস—দৃশ্+লিট্ অ। (See Sloka No. 54)

তরস্তানুমতা—তরন্তেন অনুমতা (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ), Adj. to শশীয়সী to the next Sloka.

অনুমতা—অনু-মন্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ আপ্। (For মন্ See Sloka No. 56)

চ—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 52)

এব—অব্যয় (Indeclinable)

বহুবিধম্—বহ্ব্যো বিধাঃ যস্য তৎ (বহুব্রীহিঃ); "বিধা বিধৌ প্রকারে চ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ বিধি—ধারা, নিয়ম, প্রকার, (স্ত্রীলিঙ্গ)।

বসু—কর্মণি দ্বিতীয়া; Obj. to প্রাদাৎ। Neuter বসু's is to be declined like মধু। "দেবভেদেঽনলে রশ্মৌ বসু রত্নে ধনে বসু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ বসু—গণদেবতাবিশেষ, অগ্নি, কিরণ (পুং), রত্ন, ধন (ক্লী)।

প্রাদাৎ—প্র-দা+লঙ্ দ্। Nom. শশীয়সী of the next শ্লোক। (For দা—See Sloka No. 56)

Ch. of Voice. নৃপেণ······দর্শয়ামাসে, তরস্তানুমতয়া······প্রাদীয়ত।

১৫। অজাবিকং গবাশ্বং চ···পিতাপুত্রৌ স্বমাশ্রমম্॥ ৬৪॥

বিসন্ধিপাঠঃ—অজাবিকম্ গবাশ্বম্ চ শ্যাবাশ্বায় শশীয়সী।
অত্রিম্ যাজ্যার্চিতৌ গত্বা পিতাপুত্রৌ স্বম্ আশ্রমম্॥ ৬৪॥

Prose-order. শশীয়সী শ্যাবাশ্বায় অজাবিকম্ গবাশ্বম্ চ (প্রাদাৎ), (ততঃ) যাজ্যার্চিতৌ পিতাপুত্রৌ স্বমাশ্রমম্ অত্রিম্ [নিকষা চ] গত্বা॥ ৬৪॥

Beng. Equivalents. শশীয়সী (তরন্ত-মহিষী শশীয়সী) শ্যাবাশ্বায় (শ্যাবাশ্বকে) অজাবিকম্ (ছাগল ও ভেড়া) গবাশ্বম্ (গরু ও ঘোড়া) [দিলেন], [তারপর] যাজ্যার্চিতৌ (যজমানের দ্বারা সম্মানিত হইয়া) পিতাপুত্রৌ (পিতা এবং পুত্র) স্বম্ (নিজের) আশ্রমম্ (আশ্রমে) অত্রিম্ [নিকষা] (অত্রির নিকটে) গত্বা (যাইয়া)।

Beng. Trans. শশীয়সী (রাণী) শ্যাবাশ্বকে ছাগল, ভেড়া, গরু ও ঘোড়া (দান করিলেন), পিতা ও পুত্র যজমানের দ্বারা এইরূপ সম্মানিত (বা পূজিত) হইয়া নিজের আশ্রমে অত্রির নিকটে গেলেন।

Eng. Trans. Goats, sheep, cows and horses were given to *S'yāvāsva* by *S'aśīyasī*—father and son thus honoured by the sacrificers went to their hermitage to Atri. 64.

Sans. Equivalents. শশীয়সী (রাজর্ষি-তরন্ত-মহিষী শশীয়সী) শ্যাবাশ্বায় (শ্যাবাশ্বনাম্নে ঋষিপুত্রায়) অজাবিকম্ (অজাংশ্চ অবিকাংশ্চ) গবাশ্বম্ (গাশ্চ অশ্বাংশ্চ) [প্রদত্তবতী] যাজ্যার্চিতৌ (যজমান-সম্মানিতৌ) পিতাপুত্রৌ (অর্চনানাঃ শ্যাবাশ্বশ্চ) স্বম্ (স্বকীয়ম্) আশ্রমম্ (আলয়ম্) অত্রিম্ (অত্রিসমীপঞ্চ) গত্বা—

Beng. Expl.
Sans. Expl. } **Not necessary.**

Notes

শশীয়সী—কর্তরি প্রথমা, Nom. to প্রাদাৎ of the previous শ্লোক।

শ্যাবাশ্বায় সম্প্রদানে চতুর্থী, connected with প্রাদাৎ of the previous Sloka.

অজাবিকম্—অজাশ্চ অবিকাশ্চ (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ); 'গবাশ্ব-প্রভৃতীনি' ইতি নিত্য-সমাহার-দ্বন্দ্বঃ, তম্। Both অজ and অবি (or অবিক) are Masculine.

"অবয়ঃ শৈল-মেষার্কা, আজ্ঞাহ্বানাধ্বরা হবাঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ অধি=পর্বত, মেষ বা সূর্য্য, (পুং) হব=আজ্ঞা, আহ্বান বা যজ্ঞ (পুং)।

"অজা বিষ্ণু-হরচ্ছাগা, গোষ্ঠা ধ্বনিবহা ব্রজাঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ অজ—বিষ্ণু, হর, ছাগল (পুংলিঙ্গ) ; ব্রজ—গোষ্ঠ, পথ, সমূহ (পুংলিঙ্গ)।

গবাশ্বম্ গাবশ্চ অশ্বাশ্চ (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ); 'গবাশ্ব-প্রভৃতীনি' ইতি নিত্য-সমাহার-দ্বন্দ্বঃ, তম্।

চ—অব্যয় (Indeclinable) ; (See Sloka No. 52)

যাজ্যার্চিতৌ—যাজ্যেন অর্চিতৌ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

যাজ্যঃ—যজ্+ণিচ্+ঘৎ, পুং, ১মা ১ বঃ। (For যজ্ see Sloka No. 50)

অর্চিতৌ—অর্চ+ক্ত, ১মা দ্বিবচন। অর্চ্ (to worship) is ভ্বাদিগণীয় or চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী—(লট্) অর্চতি বা অর্চয়তি, (লৃট্) অর্চিষ্যতি বা অর্চয়িষ্যতি, ক্ত-অর্চিতঃ, ক্ত্বাচ্-অর্চিত্বা বা অর্চয়িত্বা, তুমুন্-অর্চিতুম্ বা অর্চয়িতুম্।

পিতাপুত্রৌ—পিতা চ পুত্রশ্চ (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ)

স্বম্—Adj. to আশ্রমম্, (স্ব-শব্দ সম্বন্ধে, ৭ম শ্লোকের Notes দ্রষ্টব্য)।

আশ্রমম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to গত্বা। আশ্রম is Masculine or Neuter.

{ "ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো ভিক্ষুশ্চতুষ্টয়ে।
আশ্রমোঽস্ত্রী দ্বিজাত্যগ্রজন্ম-ভূদেব-বাড়বাঃ" ॥

ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে ; অর্থাৎ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অবস্থা ও বাসস্থানের নাম আশ্রম (পুং-ক্লী)।

অত্রিম—The দ্বিতীয়া is by 'অভিতঃ-পরিতঃ-সময়া-নিকষা-হা-প্রতিযোগেঽপি'. নিকষা is understood here.

গত্বা—গম্+ক্তাচ্। (See Sloka No. 50)

Ch. of voice. (পূর্বশ্লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ) শশীয়স্যা…অজাবিকম্ গবাশ্বম্ চ …(প্রাদীয়ত)। যাজ্যাচিতাভ্যাং পিতা পুত্রাভ্যাম্…………।৬৪।

১৬-১৭। **অভ্যবাদয়তামত্রিং……ভবেদ্ধর্ষো মহান্মম**।।৬৫-৬৬।।

বিসন্ধিপাঠঃ—অভ্যবাদয়তাম্ অত্রিম্ মহর্ষিম্ দীপ্ততেজসম্।
শ্যাবাশ্বস্য মনসি আসীৎ মন্ত্রস্য অদর্শনাৎ অহম্ ॥ ৬৫
ন লব্ধবান্ অহম্ কন্যাম্ হন্ত সর্বাঙ্গশোভনাম্।
অপি অহম্ মন্ত্রদর্শী স্যাম ভবেৎ হর্ষঃ মহান্ মম ॥ ৬৬

Different Reading. (পাঠান্তর) লব্ধবানিমাং।

Prose-order. দীপ্ততেজসম্ মহর্ষিম্ অত্রিম্ অভ্যবাদয়তাম্। শ্যাবাশ্বস্য মনসি আসীৎ—"হন্ত, অহম্ মন্ত্রস্য অদর্শনাৎ সর্বাঙ্গশোভনাম্ কন্যাম্ অহম্ ন লব্ধবান্, অপি অহম্ মন্ত্রদর্শী স্যাম্ (তদা) মম্ মহান্ হর্ষঃ ভবেৎ" ॥ ৬৫-৬৬ ॥

Beng. Equivalents. দীপ্ততেজসম্ (মহাতেজস্বী) মহর্ষিম্ (মহর্ষি) অত্রিম্ (অত্রিকে) অভ্যবাদয়তাম্ ([তাঁহারা দুইজনে] অভিবাদন করিলেন)। শ্যাবাশ্বস্য (শ্যাবাশ্বের) মনসি (মনে) আসীৎ (হইতেছিল)—হন্ত (হায়), অহম্ (আমি) মন্ত্রস্য (মন্ত্রের) অদর্শনাৎ (অদর্শন-হেতু, অর্থাৎ আমি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নহি বলিয়া) সর্বাঙ্গশোভনাম্ (সর্বাঙ্গসুন্দরী) কন্যাম্ (কন্যাকে) অহম্ (আমি) ন লব্ধবান্ (পাইলাম না), অপি (যদি) অহম্ (আমি) মন্ত্রদর্শী (মন্ত্রদ্রষ্টা) স্যাম্ (হই) মম (আমার) মহান্ (খুব) হর্ষঃ (আনন্দ) ভবেৎ (হয়)।

Beng. Trans. দীপ্ততেজাঃ (মহাতেজস্বী) মহর্ষি অত্রিকে তাঁহারা উভয়ে অভিবাদন করিলেন। শ্যাবাশ্বের মনে হইতেছিল—"হায়, আমি মন্ত্র দর্শন করিতে পারি নাই বলিয়া সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে পাইলাম না, আমি যদি মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে পারিতাম তবে আমার খুব আনন্দ হইত।" ৬৫-৬৬ ॥

Eng. Trans. And they saluted Atri, the great seer, glowing in splendour (obtained by penances) : *S'yāvāśva* (however) brooded : Not having seen any hymn. I have not got, also, that girl beautiful in all her limbs. Would I were the seer of a hymn, my joy would be great." 66.

Beng Expl. & Sans. Expl. Not necessary.

Sans. Equivalents. দীপ্ততেজসম্ (মহাতেজস্বিনম্) অভ্যবাদয়তাম্ (প্রণমতাম্) মন্ত্রস্য অদর্শনাৎ (অহং মন্ত্রং ন দৃষ্টবান্ ইতি) সর্বাঙ্গশোভনাম্

(সর্বাঙ্গসুন্দরীম্) লব্ধবান্ (প্রাপ্তবান্) অপি (যদি) মন্ত্রদর্শী (মন্ত্রদ্রষ্টা) স্যাম্ (ভবেয়ম্) মহান্ হর্ষঃ (অত্যধিক আনন্দঃ)।

Notes

দীপ্ততেজসম্—দীপ্তং তেজঃ যস্য তম্ (বহুব্রীহিঃ)।

মহর্ষিম্—মহান্ চাসৌ ঋষিশ্চেতি (কর্মধারয়ঃ)।

অত্রিম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভ্যবাদয়তাম্।

অভ্যবাদয়তাম্—অভি-বদ+ণিচ্+লঙ্ তাম্। Nom. পিতাপুত্রৌ of the previous Sloka.

শ্যাবাশ্বস্য—শেষে ষষ্ঠী। •মনসি—অধিকরণে সপ্তমী।

আসীৎ—অস্+লঙ্ দ্। (See Sloka No. 54)

হন্ত—অব্যয় (Indeclinable); "হন্ত হর্ষেঽনুকম্পায়াং বাক্যারম্ভ-বিষাদয়োঃ।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

অহম্—পরে 'অহম্' থাকায় ইহা অতিরিক্ত (redundant)।

মন্ত্রস্য—'কর্তৃ-কর্মণোঃ কৃতি' ইতি কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী।

অদর্শনাৎ—হেত্বর্থে পঞ্চমী। নঞ্-দৃশ্+অনট্+৫মী ১বঃ। অঙ্গং প্রতীকো-ঽবয়বোঽপঘনোঽথ কলেবরম্। গাত্রং বপুঃ সংহননং শরীরং বর্ষ্ম বিগ্রহঃ। কায়ো দেহঃ ক্লীব-পুংসোঃ স্ত্রিয়াং মূর্তিস্তনুস্তনূঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

সর্বাঙ্গশোভনাম্—সর্বাণি অঙ্গানি (কর্মধারয়ঃ) তেষু শোভনাম্ (৭মী-তৎপুরুষঃ);

কন্যাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to লব্ধবান্।

অহম্—কর্তরি প্রথমা, Nom. to লব্ধবান্।

ন—অব্যয় (Indeclinable); "অভাবে নহ্য নো নাপি, মাস্ম মালং চ বারণে।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

লব্ধবান্—লভ্+ক্তবতু, ১মা ১বঃ; Nom.—অহম্।

অপি—অব্যয় (Indeclinable) (=I hope)।

অহম্—কর্তরি প্রথমা, Verb—স্যাম্।

মন্ত্রদর্শী—বিধেয় বিণ to অহম্; মন্ত্র-দৃশ্+ণিন্, পুং, ১মা ১ ব।

স্যাম্—অস্+বিধিলিঙ্ যাম্; Nom. অহম্। (See Sloka No. 54)

মম—শেষে ষষ্ঠী, অস্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন; Alt. form মে।

মহান্—Adj. to হর্ষঃ, পুং মহৎ-শব্দের ১মা ১ব।

হর্ষঃ—কর্তরি ১মা; Nom. to ভবেৎ। "মুৎ প্রীতিঃ প্রমদো হর্ষঃ প্রমোদামোদ-সংমদাঃ" ইত্যমরঃ কালবর্গে।

• ভবেৎ—ভূ+বিধিলিঙ্ যাৎ, Nom.—হর্ষঃ। (See Sloka No. 54)

Ch. of voice. [পিতাপুত্রাভ্যাম] দীপ্ততেজাঃ মহর্ষিঃ অত্রিঃ অভ্যবাদ্যত, …অভ্যুন্নত – ময়া…সর্বাঙ্গশোভনা। ৬৬।

১৮। ইত্যরণ্যে চিন্তয়তঃ…………তুল্যরূপানিবাত্মনঃ ॥ ৬৭

বিসন্ধিপাঠঃ — ইতি অরণ্যে চিন্তয়তঃ প্রাদুঃ আসীৎ মরুদ্গণঃ।
দদর্শ সংস্থিতান পার্শ্বে তুল্যরূপান ইব আত্মনঃ ॥ ৬৭

Different Reading (পাঠান্তর)— তুল্যরূপান মহাত্মনঃ।

Prose-order. ইতি অরণ্যে চিন্তয়তঃ মরুদ্গণঃ প্রাদুরাসীৎ। (সঃ) আত্মনঃ তুল্যরূপান ইব পার্শ্বে সংস্থিতান (তান) দদর্শ। ৬৭ ॥

Beng. Equivalents. ইতি (এইরূপ) অরণ্যে (বনে) চিন্তয়তঃ (চিন্তা করিতেছে এমন ব্যক্তির) মরুদ্গণঃ (মরুতেরা) প্রাদুরাসীৎ (আবির্ভূত হইলেন)। [তিনি] আত্মনঃ (নিজের) তুল্যরূপান (সমানাকৃতি) ইব (মত) পার্শ্বে (পার্শ্বে) সংস্থিতান (স্থিত) [তাঁহাদের] দদর্শ (দেখিলেন)।

Beng. Trans. বনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে মরুতেরা আবির্ভূত হইলেন, (শ্যাবাশ্ব) নিজের তুল্যাকৃতি (তাঁহাদিগকে) পার্শ্বে স্থিত দেখিতে পাইলেন। ৬৭ ॥

Eng. Trans. While thinking thus in the forest the host of the *Maruts* appeared; he saw standing by his side in form similar to his own.

Sans Equivalents. ইতি (এবম্) অরণ্যে (বনে) চিন্তয়তঃ (ভাবয়তঃ মরুদ্গণঃ (মারুতঃ) প্রাদুরাসীৎ (আবির্ভূতো বভূব)। আত্মনঃ (স্বস্য) তুল্যরূপান (সমানাকৃতিযুক্তান) পার্শ্বে (পার্শ্বদেশে) সংস্থিতান (স্থিতান) দদর্শ (দৃষ্টবান)।

Beng Expl. and Sans. Expl.—Not necessary.

Notes

ইতি — অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 50)

অরণ্যে—অধিকরণে সপ্তমী ; অরণ্য is Neuter অটব্যরণ্যং বিপিনং গহনং কাননং বনম্‌ ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে।

চিন্তয়তঃ - চিন্ত + ণিচ + শতৃ, ষষ্ঠীর একবচন। শেষে ষষ্ঠী, 'তস্য সমীপে' is understood. চরাদিগণীয় পরস্মৈপদী চিন্ত (to think)—(লট্) চিন্তয়তি — (লট্) চিন্তয়িষ্যতি, তব্য —চিন্তিতব্যঃ or চিন্তয়িতব্যঃ, ক্ত —চিন্তিতঃ, ক্তাচ—চিন্তয়িত্বা, তুমুন—চিন্তিতুম or চিন্তয়িতুম।

মরুদ্গণঃ—মরুতাং গণঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)। "হস্তৌ তু পাণি-নক্ষত্রে মরুতৌ পবনামরৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে;

গণঃ—"সমূহে নিবহ-ব্যূহ-সন্দোহ-বিসর-ব্রজাঃ।
স্তোমৌঘ-নিকর-ব্রাত-বার-সঙ্ঘাত-সঞ্চয়াঃ॥
সমুদায়ঃ সমুদয়ঃ সমবায়শ্চয়ো গণঃ।
স্ত্রিয়াস্তু সংহতির্বৃন্দং নিকুরম্বং কদম্বকম্॥" ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে ;
অর্থাৎ সমূহবাচক—সমূহ, নিবহ, ব্যূহ, সন্দোহ, বিসব, ব্রজ, স্তোম, ওঘ, নিকর, ব্রাত, বার, সঙ্ঘাত, সঞ্চয়, সমুদায় সমুদয়, সমবায়, চয়, গণ (পুং), সংহতি (স্ত্রী), বৃন্দ, নিকুরম্ব, কদম্বক (ক্লী)।

প্রাদুরাসীৎ—প্রাদুঃ+আসীৎ। প্রাদুঃ—অব্যয় (Indeclinable) "নাম-প্রাকাশ্যয়োঃ প্রাদুর্মিথোঽন্যোন্যং বহস্যপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

আসীৎ—অস+লঙ দ্। (See Sloka No 54)

আত্মনঃ—শেষে ষষ্ঠী।

তুল্যরূপান—তুল্যং রূপং যেষাং তান (বহুব্রীহিঃ)। 'রূপং শব্দো গন্ধ-রস-স্পর্শাশ্চ বিষয়া অমী। গোচরা ইন্দ্রিয়ার্থাশ্চ হৃষীকং বিষয়ীন্দ্রিয়ম্' ইত্যমরঃ ধীবর্গে।

ইব—অব্যয় (Indeclinable) ; "ব বা যথা তথৈবৈবং সাম্যেঽহো হী চ বিস্ময়ে" ইত্যমবঃ অব্যয়বর্গে।

পার্শ্বে—অধিকরণে ৭মী।

"বাহুমূলে উভে কক্ষৌ, পার্শ্বমস্ত্রী তয়োরধঃ" ইতমবঃ মনুষ্যবর্গে।

"দ্বে পর্শুকানাং পৃষ্ঠানাং পার্শ্বং পৃষ্ঠ্যমনুক্রমাৎ" ইত্যমরঃ সংকীর্ণবর্গে।

সংস্থিতান—সম-স্থা+ক্ত, দ্বিতীয়ার বহুবচন ; Adj. to মরুতঃ in the next Sloka ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী স্থা (to stand, to wait, to be)—(লট) তিষ্ঠতি, (লৃট) স্থাস্যতি, ণিজন্ত—স্থাপয়তি, ক্তাচ—স্থিত্বা, তুমুন্-স্থাতুম্।

দদর্শ—দৃশ+লিট অ (For দৃশ see Sloka No. 54)

Ch. of voice.······মরুদ্গণেন······অভূয়ত,······তুল্যরূপাঃ······সংস্থিতাঃ দদৃশিরে। ৬৭।

১৯। **সমানবয়সশ্চৈব······দেবান পুরুষবিগ্রহান॥ ৬৮॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—সমানবয়সঃ চ এব মরুতঃ রুক্মবক্ষসঃ।
তান তুল্যবয়সঃ দৃষ্ট্বা দেবান পুরুষবিগ্রহান্॥ ৬৮॥

Prose-order. মরুতঃ রুক্মবক্ষসঃ সমানবয়সঃ চ এব (আসন্)। তান দেবান তুল্যবয়সঃ পুরুষবিগ্রহান দৃষ্ট্বা॥৬৮॥

Beng. Equivalents. মরুতঃ (মরুৎ-সংজ্ঞক দেবতারা) রুক্মবক্ষসঃ (স্বর্ণ-বক্ষাঃ) সমানবয়সঃ (তুল্যবয়স্ক) চ (এবং) এব (বাক্যালঙ্কারে) তান (সেই) দেবান

(দেবতাদিগকে) তুল্যবয়সঃ (সমানবয়স্ক) পুরুষ-বিগ্রহান্ (নরদেহধারী) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া)—

Beng. Trans. মরুতেরা স্বর্ণবক্ষাঃ (স্বর্ণ-নির্মিত-বক্ষস্ত্রাণ-ধারী) এবং সমানবয়স্ক ছিলেন। সেই দেবতাদিগকে সমানবয়স্ক এবং পুরুষশরীর দেখিয়া— (পরের শ্লোকের সঙ্গে অন্বয়) ॥ ৬৮ ॥

Eng Trans. ···and of equal age, the *Maruts*, with golden breast-plates. Seeing those gods, in the shapes of men, and equal in age to him,

Sans. Equivalents. মরুতঃ (মরুৎ-সংজ্ঞকা দেবাঃ) রুক্মবক্ষসঃ (স্বর্ণবক্ষসঃ) সমানবয়সঃ (তুল্যবয়সঃ) পুরুষবিগ্রহান্ (নরদেহ-ধারিণঃ)।

Beng. Expl and Sans. Expl. – Not necessary.

Notes

মরুতঃ—কর্মাণি দ্বিতীয়া, Obj. to দদর্শ of the previous Sloka.

রুক্মবক্ষসঃ—Adj. to মরুতঃ, রুক্ম-শোভিতং বক্ষঃ যেষাং তান্ (বহুব্রীহিঃ)। (রুক্ম=স্বর্ণ) "স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকম্। রুক্মং কার্তস্বরং জাম্বূনদম-ষ্টাপদোঽস্ত্রিয়াম্" ॥ ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে।

সমানবয়সঃ—Adj. to মরুতঃ ; সমানং বয়ঃ যেষাং তান্ (বহুব্রীহিঃ)।

"সমানাঃ সৎসমৈকে স্যুঃ, পিশুনো খল-সূচকৌ"। ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ সমান=সাধু, তুল্য বা সাদৃশ (ত্রি) ; পিশুন=খল বা সূচক (ত্রি)।

"পাপাপরাধয়োরাগঃ খগ-বাল্যাদিনোর্বয়ঃ"। ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ আগঃ—পাপ, অপরাধ (ক্লীবলিঙ্গ) ; বয়স্—পক্ষী, বাল্য প্রভৃতি (ক্লীবলিঙ্গ)।

চ—অব্যয় (Indeclinable)।

এব—অব্যয় (Indeclinable) ; "স্যুরেব, তু পুনর্বৈবেত্যবধারণ-বাচকাঃ" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

তান্—Adj to দেবান্ ; পুংলিঙ্গ তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন।

দেবান্—কর্মাণি দ্বিতীয়া, Obj to দৃষ্ট্বা। (For synonyms of দেব see the next Sloka.)

তুল্যবয়সঃ—Adj. to দেবান্ ; তুল্যং বয়ঃ যেষাং তান্ (বহুব্রীহিঃ)।

পুরুষ-বিগ্রহান্—পুরুষস্য বিগ্রহ ইব বিগ্রহো যেষাং তান্ (উত্তরপদলোপী বহুব্রীহিঃ), 'সপ্তম্যুপমান-পূর্বপদস্যোত্তরপদলোপশ্চ' ইতি বার্তিকম্—যাহার পূর্বে সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত পদ অথবা উপমান-বাচক পদ থাকে, বহুব্রীহি-সমাসে এরূপ মধ্যপদের লোপ হয়। যথা—কণ্ঠেকালঃ, উষ্ট্রমুখঃ। বিগ্রহ may mean (*1*) 'war'

(2) 'expansion (3) 'body'. (1) 'অস্ত্রিয়াং সমরানীক-রণাঃ কলহ-বিগ্রহৌ'। ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ;

Or. 1) 'সন্ধির্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ।
ষড়্‌গুণাঃ শক্তয়স্তিস্রঃ প্রভাবোৎসাহ-মন্ত্রজাঃ ॥' ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে

(2) 'বিস্তারো বিগ্রহো ব্যাসঃ স চ শব্দস্য বিস্তরঃ'। ইত্যমরঃ সংকীর্ণবর্গে ;

(3) 'গাত্রং বপুঃ সংহননম্ শরীরং বর্ষ্ম বিগ্রহঃ' ॥ ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

দৃষ্ট্বা—দৃশ+ক্ত্বাচ। (See Sloka No. 54)

Ch. of voice.···No change

১০। শ্যাবাশ্বো বিস্মিতোঽপচ্ছৎ···রুদ্রসূনূনবুধ্যত ॥ ৬৯ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—শ্যাবাশ্বঃ বিস্মিতঃ অপৃচ্ছৎ কে স্থ ইতি[1] মরুতঃ তদা।
ততঃ তু মরুতঃ দেবান্ রুদ্রসূনূন্ অবুধ্যত[2]। ৬৯

Printing mistake. In সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহঃ—'অপৃছৎ কে স্থেতি' should be 'অপৃচ্ছৎ কে স্থেতি'।

Different Reading (পাঠান্তর)—([1])কে স্থেতি, ([2]) ঋষিস্তানন্ববুধ্যত।

Prose-order. তদা বিস্মিতঃ শ্যাবাশ্বঃ মরুতঃ অপৃচ্ছৎ 'কে স্থ' ইতি। ততঃ তু (তান) মরুতঃ রুদ্রসূনূন দেবান অবুধ্যত ॥ ৬৯ ॥

Beng Equivalents. তদা (তখন) বিস্মিতঃ (আশ্চর্যান্বিত) শ্যাবাশ্বঃ (শ্যাবাশ্ব) মরুতঃ (মরুৎ-দিগকে) অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসা করিলেন) কে স্থ (আপনারা কে ?) ইতি (এই কথা)। ততঃ (তারপর) তু কিন্তু) [তান্—তাহাদিগকে] রুদ্রসূনূন্ (রুদ্রপুত্র) দেবান্ (দেবসকল) অবুধ্যত (বুঝিতে পারিলেন)।

Beng. Trans তখন আশ্চর্য্যান্বিত শ্যাবাশ্ব মরুৎদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে ?" পরে কিন্তু (তিনি) মরুৎদিগকে রুদ্রপুত্র এবং দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ৬৯ ॥

Eng. Trans. ···the astonished *Śyāvāśva* asked the **Maruts** "Who are ye ?" Then he understood that they were the gods **Maruts,** sons of **Rudra**

Sans. Equivalents. তদা (তদানীম্) বিস্মিতঃ (আশ্চর্যান্বিতঃ) শ্যাবাশ্বঃ (শ্যাবাশ্ব-নামকো মুনিঃ) মরুতঃ (মরুৎ-সংজ্ঞকান্ দেবান্) অপৃচ্ছৎ (পৃষ্টবান্) কে স্থ (কে যূয়ং স্থ ?) ইতি (ইত্যেবম্)। ততঃ (তদনন্তরম্) তু (পরন্তু) রুদ্রসূনূন্ (রুদ্রপুত্রান্) দেবান্ (সুরান্) অবুধ্যত (জ্ঞাতবান্)।

Beng. Expl. and Sans. Expl.— Not necessary.

Notes

তদা—অব্যয় (Indeclinable)

বিস্মিতঃ—বি-স্মি+ক্ত, ১মা ১ব ; ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী স্মি (to smile, to bloom)—(লট্) স্ময়তে, (লৃট্) স্মেষ্যতে, ণিজন্ত—স্মায়য়তি, স্মায়য়তে, or স্মাপয়তে, ক্ত্বাচ্—স্মিত্বা, তুমুন্—স্মেতুম্।

শ্যাবাশ্বঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অপৃচ্ছৎ।

মরুতঃ – কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অপৃচ্ছৎ

অপৃচ্ছৎ—প্রচ্ছ্+লঙ্ দ্ ; তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী প্রচ্ছ্ (to ask)—(লট্) পৃচ্ছতি, (লৃট্) প্রক্ষ্যতি, ণিজন্ত—প্রচ্ছয়তি, ক্ত—পৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—পৃষ্ট্বা, আ-প্রচ্ছ্+ল্যপ্—আপৃচ্ছ্য (বিদায় লইয়া), তুমুন্—প্রষ্টুম্।

কে—কর্তরি প্রথমা, Nom. to ষ্ঠ (=স্থ) ; পুং, কিম্-শব্দের ১মা বহুবচন।

ষ্ঠ—অস্+লট্ থ, লৌকিক ব্যাকরণে 'স্থ'।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 50)

ততঃ—তদ্+তস্, অব্যয় (Indeclinable)

তু—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 57)

মরুতঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অবুধ্যত ; মরুৎ-শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন।

রুদ্রস্য সূনূন্—রুদ্রস্য সূনবঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তান্। Adj. to দেবান্। "আত্মজস্তনয়ঃ সূনুঃ সুতঃ পুত্রঃ স্ত্রিয়াং ত্বমী" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

দেবান্—Qualifying মরুতঃ। দেব-শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন। "অমরা নির্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ। সুপর্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ ॥··" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে ;

অবুধ্যত—বুধ্+লঙ্ ত। বুধ্ (to know) is ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী or বুধ্ (to know, to understand) is দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী। Here we have the latter. (লট্) বুধ্যতে, (লৃট্) ভোৎস্যতে, ক্ত—বুদ্ধঃ, ক্ত্বাচ্—বুদ্ধ্বা, তুমুন্—বোদ্ধুম্।

Ch. of voice. বিস্মিতেন শ্যাবাশ্বেন···অপৃচ্ছ্যন্ত···রুদ্রস্য সূনবঃ দেবাঃ অবুধ্যন্ত।

২১। য ঈং বহন্ত ইত্যাভি ···ঋষির্বিপুলমাত্মনঃ ॥ ৭০ ॥

Reference — Rgveda, 5.61.11-16.

বিসন্ধিপাঠঃ – যে ঈং বহন্তঃ ইতি আভিঃ বুদ্ধা তুষ্টাব (¹) তান্ তথা।
অতিক্রমম্ হি তম্ মেনে ঋষিঃ (²) বিপুলম্ আত্মনঃ ॥ ৭০ ॥

Different Readings. (পাঠান্তর)—(¹) ইত্যাগভিঃ বড়্ভিস্তষ্টাব, (²) তমৃষির্মেনে।

Prose-order. তথা বুদ্ধা 'য ঈং বহন্তঃ' ইতি আভিঃ তান্ তুষ্টাব, ঋষিঃ তম্ আত্মনঃ বিপুলম্ অতিক্রমম্ হি মেনে। ১০

Beng. Equivalents. তথা (সেইরূপ) বুদ্ধা (বুঝিয়া) "যে ঈং বহন্তঃ" ইতি ('য ঈং বহন্তঃ' নামক) আভিঃ (এই সকল) [ঋক্-দ্বারা] তান্ (তাঁহাদিগকে) তুষ্টাব (প্রশংসা বা স্তব করিলেন)। ঋষিঃ (শ্যাবাশ্ব মুনি) তম্ (ইহা) আত্মনঃ (স্বস্য) বিপুলম্ (মহান্তম্) অতিক্রমম্ (কর্তব্যব্যাঘাতম্) হি (ধ্রুবম্) মেনে (স্বীকৃতবান্)।

Beng. Trans. সেইরূপ বুঝিয়া 'য ঈং বহন্তঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাদিগের স্তব (প্রশংসা) করিলেন, ঋষি ইহাকে (তাঁহার পক্ষে) খুব বড় অতিক্রম (অন্যায় আচরণ) বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১০ ॥

Eng. Trans. Having understood (the true import of the vision) he praised them with the stanza 'They that ride' (*ya īṃ vahantaḥ*. V 61. 11). For the seer considered it to be great impropriety on his part. 10.

Beng. Expl. মরুৎ-সংজ্ঞক দেবতারা আসিয়াছেন অথচ শ্যাবাশ্ব তাঁহাদের চিনিতে পারেন নাই এবং স্তব-স্তুতি দ্বারা অভ্যর্থনা করেন নাই, ইহা তিনি একটা মস্ত বড় অন্যায় আচরণ (অপরাধ) বলিয়া মনে করিলেন, এবং 'য ঈং বহন্তঃ' এই মন্ত্রগুলির দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ১০।

Sans. Expl. সমাগতা মরুতঃ শ্যাবাশ্বেন নৈব পরিজ্ঞাতাঃ, ন চ স্তবাদিভিঃ আপ্যায়িতাঃ, ইতিদমাত্মনোঽতীব অন্যায্যং মত্বা স ঋষিঃ 'য ঈং বহন্তঃ' ইতি ঋগ্ভিঃ তান্ তুষ্টাব। ১০।

Full texts of the Ṛk Mantras -

১। "য ঈং বহন্ত আশুভিঃ পিবন্তো মদিরং মধু। অত্র শ্রবাংসি দধিরে। ১১
২। যেষাং শ্রিয়াধি রোদসী বিভ্রাজন্তে রথেষ্বা। দিবি রুক্ম ইবোপরি। ১২
৩। যুবা স মারুতো গণস্ত্বেষরথো অনেদ্যঃ। শুভংযাবা প্রতিষ্কুতঃ। ১৩
৪। কো বেদ নূনমেষাং যত্রা মদন্তি ধূতয়ঃ। ঋতজাতা অরেপসঃ। ১৪
৫। যূয়ং মর্ত বিপন্যবঃ প্রণেতারং ইত্থা ধিয়া। শ্রোতারো যামহূতিষু। ১৫
৬। তে নো বসূনি কাম্যা পুরুশ্চন্দ্রা রিশাদসঃ। আ যজ্ঞিয়াসো ববৃত্তন ১৬"

Notes

তথা—তদ্+থাল্; অব্যয় (Indeclinable)

বুদ্ধা—বুধ্+ক্ত্বাচ্; (See Sloka No. 70)

যে—কর্তরি ১মা, পুংলিঙ্গ যদ্-শব্দের প্রথমার বহুবচন। (এই ঋকটি ঋগ্বেদ ৫। ৬১। ১১ নং মন্ত্র)।

ঈং—(=ইদানীম্) Vedic.

বহন্তঃ—বহ্+শতৃ ১মার বহুবচন ; Nom. যে ; ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী বহ্ (to carry, to bear along, to flow)—(লট্) বহতি-বহতে, (লৃট্) বক্ষ্যতি-বক্ষ্যতে, ণিজন্ত—বাহয়তি, ক্ত—উঢঃ, ক্ত্বাচ্—উঢ্বা, অপ-বহ্+ল্যপ্—অপোহ্য, তুমুন-বোঢ়ুম্

ইতি—অব্যয় (Indeclinable), (See Sloka No. 50)

আভিঃ—করণে তৃতীয়া, স্ত্রীলিঙ্গ ইদম্-শব্দের তৃতীয়ার বহুবচন (Instrumental Plural)

তান্—কর্মণি দ্বিতীয়া, পুংলিঙ্গ তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন (Accusative Plural)।

তুষ্টাব—স্তু+লিট্ অ, Nom.—শ্যাবাশ্বঃ of the previous Sloka. অদাদিগণীয় উভয়পদী স্তু (to praise, to worship)—(লট্) স্তৌতি-স্তবীতি or স্তুতে-স্তুবীতে (লৃট্) স্তোষ্যতি-স্তোষ্যতে, তুমুন্—স্তোতুম্, ক্ত্বাচ্—স্তুত্বা, ল্যপ্—সংস্তুত্য।

ঋষিঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to মেনে, পুংলিঙ্গ ঋষি—is to be declined like মুনি।

তম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, পুং. তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন (Accusative Singular.)

আত্মনঃ—শেষে ষষ্ঠী, পুং, আত্মন্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন (Genitive Singular) "আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

বিপুলম্—Adj. to অতিক্রমম্।

অতিক্রমম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to মেনে। "পর্যয়োঽতিক্রমস্তস্মিন্নতিপাত উপাত্যয়ঃ।" ইত্যমরঃ সংকীর্ণবর্গে ; অর্থাৎ ক্রমোল্লঙ্ঘনের নাম—পর্যয়, অতিক্রম, অতিপাত, উপাত্যয় (পুংলিঙ্গ)।

হি—অব্যয় (Indeclinable), 'হি হেতাববধারণে" ইত্যমরঃ।

মেনে - মন্+লিট্ এ, Nom. ঋষিঃ ; (See Sloka No. 56)

Ch. of Voice.···তে তুষ্টুবিরে, ঋষিণা স···বিপুলঃ অতিক্রমঃ···৭০।

২২। যন্ন দৃষ্টেব তুষ্টাব ···পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ৭১।

Printing Mistake—দৃষ্টৈব, কে ষ্টেতি and গচ্ছন্তঃ should be দৃষ্ট্বৈব, কে ষ্ঠেতি and গচ্ছন্তঃ।

Reference—*Rgveda* 1.23.10

বিসন্ধিপাঠঃ—যৎ ন দৃষ্ট্বা এব তুষ্টাব যৎ চ কে ষ্ঠ ইতি পৃষ্টবান্।
স্তুতাঃ স্তুত্যা তয়া[1] প্রীতাঃ গচ্ছন্তঃ পৃশ্নিমাতরঃ। ৭১ ॥

Different Reading. (পাঠান্তর)—([1]) স্তুতাঃ স্তুত্যানয়া।

Prose-order. যৎ দৃষ্ট্বা এব ন তুষ্টাব, যৎ চ 'কে ষ্ঠ' ইতি পৃষ্টবান্, স্তুত্যা স্তুতাঃ তয়া প্রীতাঃ পৃশ্নিমাতরঃ গচ্ছন্তঃ—। ৭১।

Beng. Equivalents. যৎ (যেহেতু) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) এব (ই) ন তুষ্টাব (স্তব করেন নাই), যৎ (যেহেতু) চ (এবং) কে ষ্ঠ (আপনারা কে ?) ইতি (ইহা) পৃষ্টবান্ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন), স্তুত্যা (স্তবের দ্বারা) স্তুতাঃ (স্তুত হইয়া) তয়া (তাহার দ্বারা) প্রীতাঃ (প্রীত হইয়া) পৃশ্নিমাতরঃ (মরুতেরা) গচ্ছন্তঃ (যাইতে যাইতে) - ৭১ ॥

Beng Trans. যেহেতু তিনি দেখামাত্রই প্রশংসা করেন নাই এবং যেহেতু 'আপনারা কে' ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্তবের দ্বারা স্তুত এবং তাহাতে প্রীত হইয়া পৃশ্নিমাতা (মরুতেরা) যাইতে যাইতে—॥ ৭১ ॥

Sans. Equivalents. যৎ (যস্মাৎ) তুষ্টাব (প্রশস্তবান) কে ষ্ঠ (কে স্থ) পৃষ্টবান্ (জিজ্ঞাসিতবান্) স্তুত্যা (স্তবেন) স্তুতাঃ (প্রশস্তাঃ) প্রীতাঃ (আনন্দিতাঃ) পৃশ্নিমাতরঃ (মরুতঃ) গচ্ছন্তঃ (যান্তঃ)।

Eng. Trans. That he had not praised them as soon as he had seen them and had asked them "Who are ye ?" Being praised and being kindly disposed toward him by the praise, those, whose mother was *Pṛśni* (the Maruts) as they went along.

Beng. Expl. and Sans. Expl.—Not necessary.

Notes

যৎ—(=since, যেহেতু), অব্যয় (Indeclinable)

দৃষ্ট্বা—দৃশ্+ক্ত্বাচ্, (See Sloka No. 54)

এব—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 8)

ন—অব্যয় (Indeclinable)।

তুষ্টাব—স্তু+লিট্ অ ; (See Sloka No. 70)

যৎ—(=since. যেহেতু), অব্যয় (Indeclinable)।

চ—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 52)

কে—কর্তরি ১মা, পুং. কিম্-শব্দের প্রথমার বহুবচন।

ষ্ঠ—(=স্থ) অস্+লট্ থ ; (See Sloka No. 20)

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 50)

পৃষ্টবান্—প্রচ্ছ্+ক্তবতু পুং ১মা ১ব. (See Sloka No. 68)

স্তুত্যা—করণে তৃতীয়া।

স্তুতাঃ—স্তু+ক্ত, ১মা বহু, Adj. to পৃশ্নিমাতরঃ (See Sloka No. 70)

তয়া—স্ত্রীলিঙ্গ তদ্-শব্দের তৃতীয়ার ১ব।

প্রীতাঃ—প্রী+ক্ত, ১মা বহু। (১) দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী প্রী (to feel affection, to be satisfied)—(লট্) প্রীয়তে, (লৃট্) প্রেষ্যতে, ণিজন্ত-প্রীণয়তি, ক্ত্বাচ্—প্রীত্বা। (২) ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী প্রী (to please, to delight in)—(লট্) প্রীণাতি-প্রীণীতে, (লৃট্) প্রেষ্যতি-প্রেষ্যতে (লুঙ্) অপ্রেষ্ট অপ্রৈষীৎ।

পৃশ্নিমাতরঃ—পৃশ্নি মাতা যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ)। পৃশ্নি—স্পৃশ্+নি কর্মবাচ্যে নিপাতনে: "পৃশ্নিরল্পতনৌ, শ্রোণঃ পঙ্গৌ, মুণ্ডস্তু মুণ্ডিতে" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে। অর্থাৎ ক্ষীণাকার দুর্বলের নাম—পৃশ্নি, অল্পতনু (ত্রি); পঙ্গুবাচক— শ্রোণ, পঙ্গু ত্রি); মুণ্ডিত মস্তকের নাম—মুণ্ড, মুণ্ডিত (ত্রি)।

গচ্ছন্তঃ—গম্+শতৃ, প্রথমা বহুবচন (See Sloka No. 50)

Ch. of Voice.···তুষ্টুবিরে,...পৃষ্টাঃ,····· স্তুতৈঃ······প্রীতৈঃ······পৃশ্নিমাতৃভিঃ গচ্ছদ্ভিঃ। ৭১।

২৩। **অবমুচ্য স্ববক্ষোভ্যঃ·········শ্যাবাশ্বঃ সুমহাযশাঃ ॥৭২॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—অবমুচ্য স্ববক্ষোভ্যঃ রুক্মম্ তস্মৈ তদা দদুঃ।

মরুৎসু তু প্রয়াতেষু শ্যাবাশ্বঃ সুমহাযশাঃ[1] ॥ ৭২

Different Reading (পাঠান্তর)(—[1]) শ্যাবাশ্বস্তু মহাযশাঃ।

Prose-order. তদা (তে মরুতঃ) স্ববক্ষোভ্যঃ রুক্মম্ অবমুচ্য তস্মৈ দদুঃ। মরুৎসু তু প্রযাতেষু সুমহাযশাঃ শ্যাবাশ্বঃ—॥ ৭২ ॥

Beng. Equivalents. তদা (তখন) [তে মরুতঃ—সেই মরুদ্গণ] স্ববক্ষোভ্যঃ (স্ব স্ব বক্ষঃ হইতে) রুক্মম্ (স্বর্ণ) অবমুচ্য (খুলিয়া) তস্মৈ (তাঁহাকে, শ্যাবাশ্বকে) দদুঃ (দিয়াছিলেন)। মরুৎসু (মরুতের) তু (বস্তু) প্রযাতেষু (চলিয়া গেলে) সুমহাযশাঃ (মহাযশস্বী) শ্যাবাশ্ব (শ্যাবাশ্ব-মুনি)—

Beng. Trans. তখন (সেই মরুতেরা) নিজেদের বক্ষঃ হইতে খুলিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ দান করিলেন। মরুতেরা চলিয়া গেলে মহাযশস্বী শ্যাবাশ্ব— ॥ ৭২ ॥

Eng. Trans. ···removing the gold from their breasts, gave it to him. The **Maruts** having gone *Syavasva* of great fame.

Sans. Equivalents স্ববক্ষোভ্যঃ (স্ব স্ব বক্ষোদেশেভ্যঃ রুক্মম্ (স্বর্ণম্) অবমুচ্য (উন্মুচ্য) দদুঃ (দত্তবন্তঃ)। প্রয়াতেষু (গতেষু, অন্তর্হিতেষু) সুমহাযশাঃ (অতিযশস্বী)।

Beng. Expl. and Sans. Expl. Not necessary.

Notes

তদা—তদ্+দা; অব্যয় (Indeclinable)।

স্ববক্ষোভ্যঃ—স্বানি বক্ষাংসি (কর্মধারয়ঃ) তেভ্যঃ, অপাদানে পঞ্চমী—Ablative plural (পঞ্চমীর বহুবচন)।

টি০ রুক্মম্—(gold, স্বর্ণ) কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অবমুচ্য।

'স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকম্। তপনীয়ং শাতকুম্ভং গাঙ্গেয়ং ভর্ম কর্বুরম্॥ চামীকরং জাতরূপং মহারজত-কাঞ্চনে। রুক্মং কার্তস্বরং জাম্বূনদমষ্টাপদোঽস্ত্রিয়াম্॥' ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে।

অবমুচ্য—অব-মুচ্+ল্যপ্। তুদাদিগণীয় উভয়পদী মুচ্ (to loose, to set free, to leave)—(লট্) মুঞ্চতি মুঞ্চতে, (লৃট্) মোক্ষ্যতে-মোক্ষ্যতি, ণিজন্ত—মোচয়তে-মোচয়তি, ক্তাচ্—মুক্ত্বা, (লুঙ্) অমুচৎ, যঙন্ত—মুমুক্ষতে-তে।

তস্মৈ—সম্প্রদানে চতুর্থী পুং তদ্ শব্দ চতুর্থীর একবচনে (Dative Sing.)

দদৌ—দা+লিট্ উম্। See Sloka No. 56)

মরুৎসু—'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' ইতি সপ্তমী।

তু—অব্যয় (Indeclinable), See Sloka No. 57)

প্রয়াতেষু—Adj. to মরুৎসু; প্র-যা+ক্ত+৭মীর বহুবচন, অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী যা (to go)—(লট্) যাতি, (লৃট্) যাস্যতি, ণিজন্ত—যাপয়তি, ক্তাচ্—যাত্বা, প্র-যা+ল্যপ্—প্রযায়, ক্ত—যাত, তুমুন্—যাতুম্।

সুমহাযশাঃ—সুমহৎ যশো যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), সুষ্ঠু চ মহৎ চেতি……?

'যশঃ কীর্তিঃ সমজ্ঞা চ স্তবঃ স্তোত্রং স্তুতির্নুতিঃ।' ইত্যমরঃ শব্দাদিবর্গে।'

শ্যাবাশ্বঃ—কর্তার প্রথমা, Nom. to অগচ্ছৎ of the next Sloka.

Ch. of voice. ……দদে,……সুমহাযশসা শ্যাবাশ্বেন—। ১২

২৪। রথবীতের্দুহিতরম্………প্রবক্ষ্যন্ রথবীতয়ে॥ ১৩

Printing Mistake—অগছন্মনসা should be অগচ্ছন্মনসা।

বিসন্ধিপাঠঃ—রথবীতেঃ দুহিতরম্ অগচ্ছৎ মনসা তদা।

সঃ সদ্যঃ ঋষিঃ ([1]) আত্মানম্ প্রবক্ষ্যন্ ([2]) রথবীতয়ে॥ ১৩

N. B. *Sāyaṇa-bhāṣya* on 5.61.17 adds this new line before it—'প্রাদুর্ভূতার্ষমাত্মানং জ্ঞাত্বাত্রিকুলনন্দনঃ', which can make the sense clear.

Different Readings (পাঠান্তর)। (1) সত্যমৃষিমাত্মানম্ (in সায়ণভাষ্য), (2) বিবক্ষু রথবীতয়ে।

Prose-order. তদা মনসা রথবীতেঃ দুহিতরম্ অগচ্ছৎ। স সদ্যঃ ঋষিঃ রথবীতয়ে আত্মানম্ প্রবক্ষ্যন্॥ ১৩॥

Beng. Equivalents. তদা (তখন) মনসা (মনে মনে) রথবীতেঃ (রথবীতির) দুহিতরম্ (কন্যার কাছে) অগচ্ছৎ (গেলেন), স (সেই) সদ্যঃ (সদ্য সদ্য বা অল্প কিছু পূর্বে জাত) ঋষিঃ (মন্ত্রদ্রষ্টা) রথবীতয়ে (রথবীতির কাছে) আত্মানম্ (নিজেকে) প্রবক্ষ্যন্ (প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া)—

Beng. Trans. তখন মনের দ্বারা রথবীতির কন্যার নিকটে গেলেন। তিনি তখনই মন্ত্রদ্রষ্টা (ঋষি) হইয়া রথবীতির নিকট নিজেকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া— ॥ ৭৩ ॥

Eng. Trans. Let his mind fly to the daughter of *Rathavīti*. He just then become a seer, intending to declare himself to *Rathavīti*.

Sans. Equivalents. মনসা (ন তু স্বশরীরেণ) রথবীতেঃ (দার্ভ্যস্য, রথবীতি-নামকস্য রাজ্ঞঃ) দুহিতরম (কন্যাম্) অগচ্ছৎ (গতবান্), সদ্যঃ (তৎ-ক্ষণমেব) ঋষিঃ (মন্ত্রদ্রষ্টা) রথবীতয়ে (রাজ্ঞে রথবীতয়ে) আত্মানং প্রবক্ষ্যন (স্ব-পরিচয়ং প্রকটয়ন)—

Beng. Expl. and **Sans. Expl.**—Not necessary.

Notes

তদা—তদ্ + দা।

মনসা—করণে তৃতীয়া, মনস্-শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

রথবীতেঃ—শেষে ষষ্ঠী।

দুহিতরম—কর্মণি দ্বিতীয়া ; Obj to অগচ্ছৎ। "আত্মজস্তনয়ঃ সূনুঃ সুতঃ পুত্রঃ স্ত্রিয়াং ত্বমী। আহুর্দুহিতরং সর্বেঽপত্যং তোকং তযোঃ সমে ॥ "ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

অগচ্ছৎ—গম + লঙ্ দ্; Nom. শ্যাবাশ্বঃ of the previous sloka. (See Sloka No. 50)

সঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to ন্যয়োজয়ৎ of the next sloka.

সদ্যঃ—অব্যয় (Indeclinable)। "মৌনে তু তূষ্ণীং তূষ্ণীকাং সদ্যঃ সপদি তৎক্ষণে।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

ঋষিঃ—Same case with সঃ।

রথবীতয়ে—'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি ক্রিয়াযোগে চতুর্থী।

আত্মানম—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to প্রবক্ষ্যন। "আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চ ॥" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

প্রবক্ষ্যন—প্র-ব্রূ + স্যতৃ, পুং ১মা ১বচন।

Ch. of Voice······দুহিতা অগম্যত······তেন···ঋষিণা······প্রবক্ষ্যতা।

২৫। এতং মে স্তোমমিত্যাভ্যাং...সংপ্রেক্ষ্যার্ষেণ চক্ষুষা ॥ ৭৪ ॥

Reference-*Ṛgveda* 5. 61. 17-18

বিসন্ধিপাঠঃ—এতম্ মে স্তোমম্ ইতি আভ্যাম্ (1) দৌত্যে রাত্রীম্ (2) ন্যয়োজয়ৎ।
রথবীতিম্ অপশ্যন্তীম্ (3) সংপ্রেক্ষ্য আর্ষেণ চক্ষুষা ॥ ৭৪ ॥

Different Readings (পাঠান্তর)—(1) স্তোমমিত্যৃগ্‌ভ্যাং, (2) রাত্রিং শ্যাবেদয়ৎ, (3) রথবীতিং তপশ্যন্তং।

Prose-order. আর্ষেণ চক্ষুষা সংপ্রেক্ষ্য, রথবীতিম্ অপশ্যন্তীম্ রাত্রীম্ "এতম্ মে স্তোমম্" ইতি আভ্যাম্ দৌত্যে ন্যযোজয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

Beng. Equivalents. আর্ষেণ (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) সংপ্রেক্ষ্য (ভালভাবে দেখিয়া) রথবীতিম্ (রথবীতিকে) অপশ্যন্তীম্ (দেখিতে পাইতেছেন না এমন) রাত্রীম্ (রাত্রিকে) 'এতম্ মে স্তোমম্' ইতি আভ্যাম্ ('এতম্ মে স্তোমম্' এই ঋক্ দুইটির দ্বারা) দৌত্যে (দূতকার্যে) ন্যযোজয়ৎ (নিযুক্ত করিলেন)। ৭৪।

Beng. Trans. মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির চক্ষুতে দেখিয়া, যিনি রথবীতিকে দেখিতে পাইতেছেন না এমন রাত্রিকে "এতম্ মে স্তোমম্' এই-ঋক্-দ্বয়ের দ্বারা দৌত্যে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৭৪ ॥

Eng. Trans. Commissioned the goddess Night as a messenger with the two stanzas 'This my song of praise' (**etam me stomam** V.61.17-18) Looking upon Night, who did not see *Rathavīti* with the eyes of a seer—74.

Sans. Equivalents. আর্ষেণ (মন্ত্রদ্রষ্টুঃ ঋষেঃ) চক্ষুষা (নেত্রেণ) সংপ্রেক্ষ্য (সুষ্ঠু লক্ষয়িত্বা) রথবীতিম্ অপশ্যন্তীম্ রাত্রীম্ (যস্যাঃ রাত্র্যাঃ রথবীতিঃ দৃষ্টিপথং নায়াতি তাম্) 'এতম্ মে স্তোমম্' ইতি আভ্যাম্ ('এতম্ মে স্তোমম্' ইতি ঋগ্‌ভ্যাম্) দৌত্যে (দূতকর্মণি) ন্যযোজয়ৎ (নিযুক্তবান্)।

Beng. Expl. রাত্রি রথবীতিকে না দেখিতে পারিলেও আর্ষ নেত্রে শ্যাবাশ্ব তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন—ইহাই বক্তব্য মনে হয়।

The full texts of the 2 *Ṛks* are as follow :—

১। এতং মে স্তোমমূর্ম্যে দার্ভ্যায় পরা বহ। গিরো দেবি রথীরিব। ১৭

২। উত মে বোচতাদিতি সুতসোমে রথবীতৌ। ন কামো অপ বেতি মে। ১৮

Notes

আর্ষেণ—Adj. to চক্ষুষা; ঋষি+অণ্, ৩য়া ১বচন।

চক্ষুষা—করণে তৃতীয়া, ক্লীং চক্ষুষ্-শব্দের ৩য়া একবচন ;, "লোচনং নয়নং নেত্রমীক্ষণং চক্ষুরক্ষিণী। দৃগ্-দৃষ্টী চাশ্রু নেত্রাম্বু রোদনং চাস্রমশ্রু চ।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

সংপ্রেক্ষ্য—সম্-প্র-ঈক্ষ্+ল্যপ্। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী ঈক্ষ্ (to see, to look at)—(লট্) ঈক্ষতে, (লৃট্) ঈক্ষিষ্যতে, ক্ত—ঈক্ষিতঃ, ক্ত্বাচ্—ঈক্ষিত্বা, তুমুন্—ঈক্ষিতুম্।

রথবীতিম্ — কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অপশ্যন্তীম্।

অপশ্যন্তীম – নঞ্-দৃশ+সন+স্ত্রিয়াং ঙীপ্, ২য়া ১বঃ। (See Sloka No. 54)

রাত্রীম্—প্রযোজ্য কর্মণি দ্বিতীয়া। স্ত্রীলিঙ্গ রাত্রী-শব্দের ২য়া একবচন।

"নিশা নিশীথিনী রাত্রিস্ত্রিযামা ক্ষণদা ক্ষপা। বিভাবরী-তমস্বিন্যৌ রজনী যামিনী তমী॥" ইত্যমরঃ কালবর্গে।

এতম—পুংলিঙ্গ এতদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার ১ব (এই ঋক্ দুইটি ঋগ্বেদের ৫।৬১।১৭-১৮ মন্ত্র)।

মে—শেষে ষষ্ঠী।

স্তোমম—স্তোম-শব্দের ২য়া ১বঃ। 'স্তোমঃ স্তোত্রেঽধ্বরে বৃন্দে, জিহ্মস্তু কুটিলেঽলসে।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

ইতি – অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 50)

আভ্যাম্—করণে ৩য়া, স্ত্রীলিঙ্গ ইদম-শব্দের তৃতীয়ার দ্বিবচন।

দেবত্যে – বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। দৃত+ষ্যঞ্, ৭মী ১বচন।

ন্যয়োজয়ৎ—নি-যুজ+ণিচ+লঙ্ দ। চুরাদিগণীয় উভয়পদী যুজ (to tie to blame)—যোজয়তি-যোজয়তে, যোজতি।

Ch. of Voice.…অপশ্যন্তী রাত্রী…ন্যয়োজয়ত। ৭৪।

২৬। রম্যো হিমবতঃ পৃষ্ঠে…রাত্র্যা প্রচোদিতঃ॥ ৭৫॥

Printing Mistake—পৃষ্ঠে should be পৃষ্ঠে।

Reference—*Rgevda 5.61.19*

বিসন্ধিপাঠঃ—'রম্যো হিমবতঃ পৃষ্ঠে এষঃ ক্ষেতি' ইতি চ অব্রবীৎ।
ঋষেঃ নিয়োগম আজ্ঞায় দেব্যা রাত্র্যা প্রচোদিতঃ॥ ৭৫॥

Prose-order. 'রম্যো হিমবতঃ পৃষ্ঠে এষ ক্ষেতি' ইতি চ অব্রবীৎ। ঋষেঃ নিয়োগম আজ্ঞায় দেব্যা রাত্র্যা প্রচোদিতঃ—। ৭৫।

Beng. Equivalents. রম্যো (সুন্দর, রমণীয়) হিমবতঃ (হিমালয়ের) পৃষ্ঠে (পৃষ্ঠদেশে) এষঃ (ইনি) ক্ষেতি (বাস করেন) ইতি চ (ইহাও) অব্রবীৎ (বলিলেন)। ঋষেঃ (মুনি শ্যাবাশ্বের) নিয়োগম (নির্দেশ) আজ্ঞায় (জানিয়া) দেব্যা (দেবী) রাত্র্যা (রাত্রির দ্বারা) প্রচোদিতঃ (প্রেরিত হইয়া)।

Beng. Trans. 'রম্যো হিমবতঃ পৃষ্ঠে এষ ক্ষেতি' (রম্য হিমালয়ের পৃষ্ঠে ইনি বাস করেন) ইহাও বলিলেন। ঋষির নির্দেশ শুনিয়া এবং দেবী রাত্রির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া—॥ ৭৫॥

Eng. Trans. Said (unto her) 'Here he dwells' (*eṣa kṣeti*— *V.* 61.19) 'on a delightful ridge of the Himavat'. Being urged by Night and after learning the instructions of the seer,—75.

Sans. Equivalents রম্যে (রমণীয়ে) হিমবতঃ (হিমালয়স্য) পৃষ্ঠে (পৃষ্ঠদেশে) এষঃ (অয়ম) ক্ষেতি (নিবসতি) ইতি চ (এতচ্চ) অব্রবীৎ (উক্তবান)। নিয়োগম (নির্দেশম) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) দেব্যা (দেবতয়া) রাত্র্যা (রাত্রি-সংজ্ঞকয়া) প্রচোদিতঃ (প্রেরিতঃ)।

Beng. Expl. and Sans. Expl.– **Not necessary.**

The full text of the *Rk* is as follows :—

১। এষ ক্ষেতি রথবীতির্মঘবা গোমতীরনু। পর্বতেষপশ্রিতঃ। ১৯

Notes

রম্যে—Adj. to পৃষ্ঠে ; রম+যৎ 'পোরদুপধাৎ' ইতি যৎ।

হিমবতঃ - শেষে ষষ্ঠী. হিম+মতুপ, ষষ্ঠী একবচন।

পৃষ্ঠে—অধিকরণে ৭মী।

এষ—Nom. to ক্ষেতি ; এতদ শব্দের প্রথমার একবচন। (এই ঋকটি ঋগ্বেদের ৫।৬১।১৯ মন্ত্র)

ক্ষেতি—(=নিবসতি) (Vide *Sāyaṇācārya* on 5.61.19)

ইতি– অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 50)

চ—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 52)

অব্রবীৎ—ব্রূ+লঙ দ। (See Sloka No. 50)

ঋষেঃ—'কর্তৃ-কর্মণোঃ কৃতি' ইতি কৃদযোগে কর্তরি ষষ্ঠী।

নিয়োগম—নি-যুজ্+ঘঞ, ২য়া ১বঃ। কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to আজ্ঞায়। (For যুজ্-ধাতু see Sloka 74)

আজ্ঞায়—আ-জ্ঞা+ল্যপ ; ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী জ্ঞা (to know)—(লট্) জানাতি-জানীতে, (লৃট্) জ্ঞাস্যতি-জ্ঞাস্যতে, ণিজন্ত—জ্ঞাপয়তি, সন্নন্ত—জিজ্ঞাসতে (*Ātmanepadī*), ক্ত—জ্ঞাতঃ, ক্তাচ্—জ্ঞাত্বা, তুমুন্—জ্ঞাতুম।

দেব্যা—Adj. to রাত্র্যা।

রাত্র্যা—করণে তৃতীয়া।

প্রচোদিতঃ—প্র-চদ+ক্ত ;- চরাদিগণীয় উভয়পদী চুদ (to direct, to throw)—(লট) চোদয়তি-চোদয়তে, (লৃট্) চোদয়িষ্যতি-চোদয়িষ্যতে।

Ch. of Voice.……ঔচ্যত……প্রচোদিতেন।—৭৫

২৭। আদায় কন্যাং তাং···প্রহ্বঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৭৬

বিসন্ধিপাঠঃ—আদায় কন্যাম্ তাম্ দার্ভ্যঃ উপেয়ায় অর্চনানসম্।
পাদৌ তস্য উপসংগৃহ্য স্থিত্বা[1] প্রহ্বঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৭৬ ॥

Different Reading (পাঠান্তর)—(1) স্থিতঃ।

Prose-order. দার্ভ্যঃ তাম্ কন্যাম্ আদায় অর্চনানসম্ উপেয়ায়, তস্য পাদৌ উপসংগৃহ্য প্রহ্বঃ কৃতাঞ্জলিঃ স্থিত্বা—। ৭৬।

Beng. Equivalents. দার্ভ্যঃ (দর্ভের পুত্র, রথবীতি) তাম্ (সেই) কন্যাম্ (কন্যাকে) আদায় (লইয়া) অর্চনানসম্ (অর্চনানাঃর কাছে) উপেয়ায় (আসলেন), তস্য (তাহার) পাদৌ (পদদ্বয়) উপসংগৃহ্য (গ্রহণ করিয়া) প্রহ্বঃ (বিনীত, অবনতমস্তক) কৃতাঞ্জলিঃ (যুক্তকর হইয়া) স্থিত্বা (থাকিয়া)।

Beng. Trans. দার্ভ্য (রথবীতি) সেই কন্যাকে লইয়া অর্চনানাঃর নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহার পাদগ্রহণ করিয়া যোড়করে বিনীত ভাবে (বলিলেন)—॥ ৭৬ ॥

Eng. Trans. The Darbhya (King) taking his daughter with him came to Arcananas and after holding both his feet and stooping with folded hands,—76

Sans. Equivalents. দার্ভ্যঃ (দর্ভপুত্রঃ, রথবীতিঃ) কন্যাম্ (দুহিতরম্) আদায় (গৃহীত্বা) উপেয়ায় (উপজগাম), তস্য (অর্চনানসঃ) পাদৌ (পদদ্বয়ম্) উপসংগৃহ্য (গৃহীত্বা) প্রহ্বঃ (বিনীতঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (যুক্তকরঃ) স্থিত্বা (অবস্থায় ,—

Beng Expl. প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। রথবীতির বা তন্মহিষীর শ্যাবাশ্বের নিকট কন্যাদানে একমাত্র আপত্তির কারণ এই ছিল যে, পাত্র মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন না, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হওয়ার পর (৭৩ তম শ্লোকে, 'স সদ্য ঋষি' রিত্যাদি দ্রষ্টব্য) তাই রথবীতি আনন্দিত-চিত্তে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য পাত্রের পিতা অর্চনানাঃর নিকট উপস্থিত হইলেন। ঋষির পাদবন্দনা করিয়া তিনি যোড়করে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—

Sans. Expl. প্রসঙ্গস্য পূর্ববৎ। শ্যাবাশ্বো হি তদা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির্নাসীৎ যদা রথবীতেঃ কন্যয়া সহ তস্য বিবাহস্য প্রস্তাব উত্থাপিতোঽভবৎ, অনৃষিত্বমেব তদা রথবীতেরাপত্তিকারণমাসীৎ। অধুনা ঋষিত্বং প্রাপ্তায় শ্যাবাশ্বায় (শ্লোক ৭৩) কন্যাদানে আপত্তিলেশোঽপিনাস্তি ইত্যত এব স রথবীতিঃ কন্যয়া সহ পাত্র-পিতুঃ অর্চনানসঃ সমীপমাগম্য কৃতাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।—

Notes

দার্ভ্যঃ—বিণ to রথবীতিঃ, দর্ভ+যঞ্, পুং ১মা ১বচন।

তাম্—Pronominal Adj. to কন্যাম্। স্ত্রীলিঙ্গ তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন।

কন্যাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to আদায়।

আদায়—অসমা-ক্রি, আ-দা+ল্যপ্। (See Sloka No. 56)

অর্চনানসম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to উপেয়ায়।

উপেয়ায়—সমা-ক্রি, উপ-ই+লিট্ ণল্। (See Sloka No. 53)

তস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, পাদৌ পদের সহিত সম্বন্ধ।

পাদৌ—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to উপসংগৃহ্য।

উপসংগৃহ্য—অসমা-ক্রি, উপ-সম্-গ্রহ্+ল্যপ্। ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী গ্রহ্ (to take)—(লট্) গৃহ্লাতি-গৃহ্লীতে, (লৃট্) গ্রহীষ্যতি-গ্রহীষ্যতে, ণিজন্ত—গ্রাহয়তি, ক্ত—গৃহীতঃ, ক্ত্বাচ্—গৃহীত্বা, তুমুন—গ্রহীতুম্।

প্রহ্বঃ—প্র-হ্বে+ড।

ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী হ্বে (to ask, to invoke)—(লট্) হ্বয়তি-হ্বয়তে, (লৃট্) হ্বাস্যতি-হ্বাস্যতে, ক্ত—হূতঃ, ক্ত্বাচ্—হূত্বা, তুমুন্—হ্বাতুম্।

কৃতাঞ্জলিঃ—কৃতঃ অঞ্জলিঃ যেন সঃ (বহুব্রীহিঃ)। adj. to দার্ভ্যঃ।

"পাণির্নিকুব্জঃ প্রসৃতিস্তৌ যুতাবঞ্জলিঃ পুমান্" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ;

স্থিত্বা—অসমা-ক্রি, স্থা+ক্ত্বাচ্। (See Sloka No. 67) Nom. to দার্ভ্যঃ।

Ch. of voice. দার্ভ্যেণ........অর্চনানাঃ উপেয়ে,........প্রহ্বেণ কৃতাঞ্জলিনা...। ৭৬।

২৮। রথবীতিরহং...প্রত্যাচক্ষি যৎ পুরা ॥ ৭৭॥

Printing mistakes—দার্ম্য and ইছন্তং should be দার্ভ্য and ইচ্ছন্তং।

বিসন্ধিপাঠঃ—রথবীতিঃ অহম্ দার্ভ্যঃ ইতি নাম শশংস চ (1)।

মযা সঙ্গতিম্ (2) ইচ্ছন্তম্ ত্বাম্ প্রত্যাচক্ষি যৎ পুরা ॥ ৭৭

Different readings. (পাঠান্তর)—(1) সঃ (2) সংযোগম্।

Prose-order. 'দার্ভ্যঃ অহম্ রথবীতিঃ' ইতি নাম চ শশংস ; যৎ পুরা ময়া সঙ্গতিম্ ইচ্ছন্তম্ ত্বাম্ প্রত্যাচক্ষি—॥ ৭৭।

Beng. Equivalents. দার্ভ্যঃ (দর্ভপুত্র) অহম্ (আমি) রথবীতিঃ (রথবীতি) ইতি (এই) নাম (নাম) চ (ও) শশংস (বলিলেন), যৎ (যেহেতু) পুরা (পূর্বে) ময়া (আমার সহিত) সঙ্গতিম্ (বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপন) ইচ্ছন্তম্ (ইচ্ছুক) ত্বাম্ (আপনাকে) প্রত্যাচক্ষি (প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম•)।

Beng. Trans. 'আমি দার্ভ্য (দর্ভের পুত্র) রথবীতি' এই নাম বলিলেন। যেহেতু পূর্বে আমার সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ-স্থাপনেচ্ছু আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম।

Eng. Trans. He declared himself "I am *Rathavīti*, son of Darbha, having had refused you when you *desired* alliance with me.

Sans. Equivalents. দার্ভ্যঃ (দর্ভপুত্রঃ) রথবীতিঃ ইতি নাম (ইতি নামধেয়ঃ) শশংস (উক্তবান্), পুরা (প্রাক্) ময়া সহ (দার্ভেণ সহ) সঙ্গতিম্ (বৈবাহিক-সম্বন্ধম্) ইচ্ছন্তম্ (কাঙ্ক্ষন্তম্) ত্বাম্ (ভবন্তম্) প্রত্যাচক্ষি (প্রত্যাখ্যাতবান্)।

Beng. Expl. and **Sans. Expl.—Not necessary.**

Notes

দার্ভ্যঃ—adj. to রথবীতিঃ, দর্ভ+ষ্যঞ্, পুং প্রথমার ১বচন।

অহম্—অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন;

রথবীতিঃ—'ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্' ইতি ইতি-যোগে প্রথমা।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 50)

নাম—অব্যয় (Indeclinable); "নাম প্রাকাশ্য-সম্ভাব্য-ক্রোধোপগম-কুৎসনে" ইত্যমরঃ।

চ—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 52)

শশংস—সমা-ক্রি, শন্‌স্+লিট্ ণল্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী শন্‌স্-ধাতু (to relate, to suggest, to praise, to hurt) (লট্) শংসতি, (লৃট্) শংসিষ্যতি, (ণিজন্ত) শংসয়তি, ক্ত—শস্তঃ; ক্ত্বাচ্—শংসিত্বা বা শস্ত্বা, তুমুন্—শংসিতুম্।

যৎ—(=যেহেতু .অব্যয় (Indeclinable)।

পুরা—অব্যয় (Indeclinable)।

ময়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

সঙ্গতিম্—বি, কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to ইচ্ছন্তম্।

ইচ্ছন্তম্—কৃদন্ত বিণ to ত্বাম্। ইষ্+শতৃ+দ্বিতীয়া একবচন, Adj. to ত্বাম্। তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ইষ্ (to wish)—(লট্) ইচ্ছতি, (লৃট্) এষিষ্যতি, ণিজন্ত—এষয়তি, ক্ত্বাচ্—এষিত্বা or ইষ্ট্বা, ক্ত—ইষ্টঃ, তুমুন্—এষিতুম্।

ত্বাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, যুষ্মদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন; Obj. to প্রত্যাচক্ষি।

প্রত্যাচক্ষি—সমা-ক্রি, প্রতি-আ-চক্ষ্+লুঙ্ ই (উত্তমপুরুষ একবচন)। অদাদিগণীয় আত্মনেপদী চক্ষ্ (very often with আ) (to speak, to say)—(লট্) চষ্টে, (লৃট্ খ্যাস্যতি-খ্যাস্যতে বা কৃশাস্যতি-কৃশাস্যতে, ণিজন্ত—খ্যাপয়তি, ক্ত—খ্যাতঃ, ক্ত্বাচ্—খ্যাত্বা, তুমুন্—খ্যাতুম্।

Ch. of voice......শশংসে,......ইচ্ছন্ ত্বং প্রত্যাচক্ষ্যথাঃ। ৭৭।

২৯। তৎ ক্ষমস্ব নমস্তেঽস্তু......পিতাসি ভগবন্নৃষেঃ ॥ ৭৮ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—তৎ ক্ষমস্ব নমঃ তে অস্তু মা চ মে (1) ভগবন্ ক্রুধঃ (2) ঋষেঃ পুত্রঃ স্বয়ম্ ঋষিঃ পিতা অসি ভগবন্ ঋষেঃ ॥ ৭৮

Different Reading (পাঠান্তর)—(1) মে মা স্ম, (2) ভগবন্ ক্রুধাঃ।

Prose-order. তৎ ক্ষমস্ব, ভগবন্, নমঃ তে অস্তু, মা চ মে ক্রুধঃ, ভগবন্, ঋষেঃ পুত্রঃ, স্বয়ম্ ঋষিঃ, ঋষেঃ (চ) পিতা অসি ॥ ৭৮ ॥

Beng. Equivalents. তৎ (সেইহেতু) ক্ষমস্ব (ক্ষমা করুন) ভগবন্ (হে ভগবন্) নমঃ তে অস্তু (আপনাকে নমস্কার) মা চ মে ক্রুধঃ (এবং আমার উপর ক্রোধ করিবেন না), ভগবন্ (হে ভগবন্), ঋষেঃ (ঋষির পুত্রঃ (পুত্র) স্বয়ম্ (নিজে) ঋষিঃ (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি), ঋষেঃ (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির) পিতা (পিতা) অসি (হন)।

Beng. Trans. তজ্জন্য (আমাকে) ক্ষমা করুন। ভগবন্, আপনাকে নমস্কার, আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। ভগবন্, আপনি ঋষির পুত্র, নিজে (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষি এবং ঋষির পিতা ॥ ৭৮ ॥

Eng. Trans. I bow to thee to please pardon me and not to be angry with me. You, yourself a seer, son of a seer, father of a seer, O adorable one. 78.

Sans. Equivalents. তৎ (ততঃ) ক্ষমস্ব (সহস্ব) নমঃ (প্রণামঃ) তে (তুভ্যম্) অস্তু (ভবতু), মা (ন) চ মে (মহ্যম্) ক্রুধঃ (ক্রোধং কুরু), অসি (ভবসি)। হে ভগবন্, স্বয়ং (আত্মনা) ঋষেঃ (মন্ত্রদ্রষ্টুঃ) পুত্রঃ (তনয়ঃ) ঋষিঃ (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষেঃ (মন্ত্রদ্রষ্টুশ্চ) পিতা (জনকঃ) অসি (ভবসি).

Beng Expl. and Sans. Expl —Not necessary.

Notes

তৎ—(=therefore, সেই হেতু) অব্যয় (Indeclinable)

ক্ষমস্ব—সমা ক্রি, ক্ষম্+লোট্ স্ব, (১) ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী ক্ষম্ (to bear) —(লট্) ক্ষমতে, (লৃট্) ক্ষমিষ্যতে-ক্ষংস্যতে; (২) দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী ক্ষম্ (to bear, to endure)—(লট্) ক্ষাম্যতি, (লৃট্) ক্ষমিষ্যতি বা ক্ষংস্যতি, তব্য-ক্ষন্তব্যঃ, ক্ত্বাচ্—ক্ষমিত্বা বা ক্ষান্ত্বা, তুমুন্—ক্ষমিতুম্ বা ক্ষন্তুম্।

ভগবন্—ভগ+মতুপ্, সম্বোধনে।

নমঃ—অব্যয় (Indeclinable)। কর্তরি প্রথমা।

তে—'নমঃ-স্বস্তি-স্বাহা-স্বধালং-বষড্‌যোগাচ্চ' ইতি নমঃ-শব্দযোগে চতুর্থী; Alt. form—তুভ্যম্, যুষ্মদ্-শব্দের চতুর্থীর একবচন।

অস্তু—সমা-ক্রি, অস্+লোট্ তু; (See Sloka No. 54)। Nom to নমঃ।

মা—অব্যয় (Indeclinable)।

চ—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 52)

মে—'ক্রুধ-দ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ' ইতি চতুর্থী, Alt. form মহ্যম্

ক্রুধঃ—ক্রুধ্+লুঙ্ স্, =অক্রুধঃ, অ is elided (অ-লোপ) by the

rule 'ন মাঙ্ যোগে'। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী ক্রুধ্ (to be angry)—(লট্) ক্রুধ্যতি, (লৃট্) ক্রোৎস্যতি, ক্ত—ক্রুদ্ধঃ, ক্ত্বাচ্—ক্রুদ্ধ্বা। তুমুন্—ক্রোদ্ধুম্।

ভগবন্— ভগ + মতুপ্, সম্বোধনে। 'ভগঃ শ্রী-কাম-মাহাত্ম্য-বীর্য-যত্নার্ক-কীর্তিষু' ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

ঋষেঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। পুত্র পদের সহিত সম্বন্ধ।

পুত্রঃ—পুৎ-ত্রৈ+ড, পুং ১মা ১ বচন, Same case with ত্বম্ (understood).

স্বয়ম্—অব্যয় (Indeclinable)।

ঋষিঃ—Same case with ত্বম্ (understood)।

ঋষেঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। পিতা পদের সহিত সম্বন্ধ।

পিতা – Same case with ত্বম্ (understood)

অসি—সমা ক্রি,অস্+লট্ সি ; Nom. ত্বম্ (understood). (See Sloka No. 54)

Ch. of Voice.···ক্ষম্যতাম্......অক্রুধ্যত···পুত্রেণ,······ঋষিণা······ পিত্রা ভূয়তে। ৭৮।

৩০। হন্ত প্রতিগৃহাণেমাং···অনুজজ্ঞে গৃহান্ প্রতি ॥ ৭৯ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—হন্ত প্রতিগৃহাণ ইমাম্ স্নুষাম্ ইতি এবম্ অব্রবীৎ।
পাদ্যার্ঘ্য-মধুপর্কৈঃ চ পূজয়িত্বা স্বয়ং (1) নৃপঃ।
শুক্লম্ অশ্বশতম্ দত্ত্বা অনুজজ্ঞে গৃহান্ প্রতি ॥ ৭৯ ॥

Different Reading (পাঠান্তর)—(1) পূজয়িত্বাথতং।

Prose-order. 'হন্ত, ইমাম্ স্নুষাম্ প্রতিগৃহাণ' ইতি এবম্ অব্রবীৎ। (ততঃ) নৃপঃ স্বয়ং পাদ্যার্ঘ্য-মধুপর্কৈঃ চ পূজয়িত্বা, শুক্লম অশ্বশতম্ দত্ত্বা, গৃহান্ প্রতি অনুজজ্ঞে ॥ ৭৯ ॥

Beng. Equivalents. হন্ত (মহাশয়), ইমাম্ (এই) স্নুষাম্ (কন্যাকে) প্রতিগৃহাণ (গ্রহণ করুন) ইতি (এই) এবম্ (এইরূপ) অব্রবীৎ (বলিলেন)। নৃপঃ (রাজা) স্বয়ম্ (নিজে) পাদ্যার্ঘ্য-মধুপর্কৈঃ (পাদ্য, অর্ঘ্য এবং মধুপর্কের দ্বারা) পূজয়িত্বা (পূজা করিয়া) শুক্লম্ (সাদা) অশ্বশতম্ (শত-অশ্ব) দত্ত্বা (দান করিয়া) গৃহান্ প্রতি (গৃহের প্রতি) অনুজজ্ঞে (গমন করিলেন)।

Beng. Trans. 'মহাশয়, এই কন্যাকে প্রতিগ্রহ করুন"—এই কথা বলিলেন। (তারপর) রাজা নিজে পাদ্য, অর্ঘ ও মধুপর্কের দ্বারা পূজা করতঃ, একশত সাদা ঘোড়া দান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ৭৯ ॥

Eng. Trans. Please accept this (girl) as daughter-in-law. The king after worshipping him with water to wash his feet, water of

hospitality and a honey-feed and giving a hundred white horses returned home. (or The sage worshipping the king with water to wash the feet, water of hospitality and honey-feed, permitted him to go home.) 79.

Sans. Equivalents, হন্ত (মহাশয়) ইমাম (ময়া আনীতাম্) স্নুষাম্ কন্যাম্) প্রতিগৃহাণ (গৃহাণ) ইত্যেবম্ (ইত্থমেব) অব্রবীৎ (উক্তবান্)। নৃপঃ (রাজা) স্বয়ম্ (আত্মনা) পাদ্যার্ঘ্য-মধুপর্কৈঃ (পাদ্যেন, অর্ঘ্যেণ মধুপর্কেণ চ) পূজয়িত্বা (অর্চয়িত্বা) শুক্লম্ (শ্বেতবর্ণম্) অশ্বশতম্ (ঘোটকশতম্) দত্ত্বা (প্রদায়) গৃহান্ (স্বাবাসম্) অনুজগ্মে (প্রত্যাগতবান্)।

Notes

হন্ত—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 66.)

ইমাম্—Pronominal Adj. to স্নুষাম্।

স্নুষাম্—বি, কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to প্রতিগৃহাণ। (শ্লোক ৫৪ দ্রষ্টব্য)

প্রতিগৃহাণ—সমা-ক্রি, প্রতি-গ্রহ+লোট্ হি; Nom. ত্বম্ (understood। (See Sloka No. 76)।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 50)।

এবম্—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 68)।

অব্রবীৎ—সমা-ক্রি, ব্রূ+লঙ্ দ্, (See Sloka No. 54)।

নৃপঃ—নৃ-পা+ক, পুং, ১মা, ১ বচন। (৫০ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

স্বয়ম্—অব্যয় (Indeclinable)।

পাদ্যার্ঘ্য-মধুপর্কৈঃ—পাদ্যং চ অর্ঘ্যং চ মধুপর্কশ্চ (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ) তৈঃ। "ষট্ তু ত্রিষর্ঘ্যমর্ঘ্যার্থে, পাদ্যং পাদায় বারিণি" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে; করণে ৩য়া বহুব।

মধুপর্কঃ—"দধি-সর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিতা চৈতৈস্তু পঞ্চভিঃ।
প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্বদেবৌঘ-তুষ্টয়ে॥"—দধি, ঘৃত, জল, মধু, চিনি (সিতা)—এই পাঁচটি দ্রব্যের সংযোগে মধুপর্ক প্রস্তুত হয়।

পূজয়িত্বা—অসমা-ক্রি, পূজ্+ণিচ্+ক্ত্বাচ্। চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী পূজ্ (to adore, to receive with honour)—(লট্) পূজয়তি, (লৃট্) পূজয়িষ্যতি, ক্ত—পূজিতঃ, ক্ত্বাচ্—পূজয়িত্বা, তুমুন্—পূজয়িতুম্।

চ—অব্যয় (Indeclinable) (See Sloka No. 52)।

শুক্লম্—Adj. to অশ্বশতম্।

অশ্বশতম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। অশ্বানাং শতম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) অশ্বঃ—"ঘোটকে বীতি-তুরগ-তুরঙ্গাশ্ব-তুরঙ্গমাঃ। বাজি-বাহার্ব-গন্ধর্ব-হয়-সৈন্ধব-সপ্তয়ঃ॥" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে।

দত্ত্বা—অসমা ক্রি। দা+ক্তাচ্। Nom. দার্ভ্যঃ। Obj. অশ্বশতম্।

গৃহান্—'লক্ষণেত্থংভূতাখ্যান-ভাগ-বীপ্সাসু প্রতি-পর্যনবণঃ' ইতি প্রতি কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া।

"দারেষু চ গৃহাঃ শ্রোণ্যামপ্যারোহো বরস্ত্রিয়াঃ।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ গৃহ—আলয়, পত্নী (স্ত্রী)

প্রতি—অব্যয় (Indeclinable)।

অনুজজ্ঞে—সমা-ক্রি, অনু-জ্ঞা+লিট্ এ; জ্ঞা is আত্মনেপদ here by the rule 'অকর্মকাচ্চ' Cf. সর্পিষো জানীতে (For জ্ঞা-ধাতু See Sloka No. 75)

Ch. of Voice.…উচ্যতে। নৃপেণ…অনু—। ৭৯।

Questions and Answers

1. Write a short note on Brihaddevata.

Ans. See Introduction.

2. (a) Who was the grand-father of শ্যাবাশ্ব ?

(b) Who were অনেনাঃ and রথবীতি ?

(c) Who was শশীয়সী ?

(d) Who was the father of তরন্ত ?

Ans. (a) অত্রিঃ, (b) অনেনাঃ was a great Vedic scholar and a son of অত্রি and রথবীতি was a রাজর্ষি and a son of দর্ভ। (অত্রিপুত্রো বেদাভিজ্ঞশ্চ, দার্ভ্যো রাজর্ষিঃ) (c) শশীয়সী was the wife of তরন্ত, a King. (রাজ্ঞস্তরন্তস্য মহিষী) (d) বিদদশ্বঃ।

3. Who had at first opposed the proposal of marriage mad to Rathaviti, and why ?

Ans. রথবীতের্মহিষী এব বিবাহে তস্মিন্ আপত্তিমুত্থাপয়ামাস—'নানৃষির্নৌ তু জামাতা' ইত্যুক্ত্বা।

4. Who gave riches, horses and cows etc. to শ্যাবাশ্ব ?

Ans. তরন্ত-মহিষী শশীয়সী শ্যাবাশ্বায় বহুবিধং বসু, অজাবিকং গবাশ্বং চ প্রাদাৎ।

5. (a) Why did শ্যাবাশ্ব praise the Maruts ?

(b) What were the first three words of his praise ?

Ans. রুদ্র সূনবো মরুতঃ খলু দেবাঃ, দেবদর্শনানন্তরং তেষামভ্যর্থনাদিকং যথারীতি করণীয়ম্, "য ঈং বহন্তঃ" ইত্যাদিভিঃ স তান্ তুষ্টাব।

6. What stood in the why of the marriage of শ্যাবাশ্ব with the daughter of King Rathaviti ?

(b) When was the marriage possible ?

(a) শ্যাবাশ্বস্য অনৃষিত্বমেব ব্যাঘাত-কারণমাসীৎ।

(b) শ্যাবাশ্বো যদা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরভবৎ তদৈব বিবাহোঽনুষ্ঠিতোঽভূৎ।

7. Disjoin the Sandhis in :—(Answers given)

(a) রাজর্ষিরভবদ্দার্ভ্যঃ—রাজর্ষিঃ+অভবৎ+দার্ভ্যঃ। (b) পিত্রাধ্যাপিতো মুদা—পিত্রা+অধ্যাপিতঃ+মুদা। (c) রাজন্নিতি—রাজন্+ইতি। (d) সোঽব্রবীৎ—সঃ+অব্রবীৎ। (e) অত্রিপুত্রোঽদুর্বলো—অত্রিপুত্রঃ+অদুর্বলঃ। (f) নানৃষির্নৌ—ন+অনৃষিঃ+নৌ। (g বেদস্যাম্বা—বেদস্য+অম্বা। (h) অনৃষির্নৈব—অনৃষিঃ+ন+এব। (i) উভাবেবাভিজগ্মতুঃ—উভৌ+এব+অভিজগ্মতুঃ। (j) মনস্যাসীন্ মন্ত্রস্যাদর্শনাদহম্—মনসি+আসীৎ+মন্ত্রস্য+অদর্শনাৎ+অহম্। (k) তাং স্তুল্যবয়সো দৃষ্ট্বা—তান্+তুল্যবয়সঃ+দৃষ্ট্বা। (l) তাংস্তথা—তান্+তথা। (m) স সদ্য ঋষিরাত্মানম্—সঃ+সদ্যঃ+ঋষিঃ+আত্মানম্। (n) উপেয়ায়ার্চনানসম্—উপেয়ায়+অর্চনানসম্।

8. Account for the case-endings in the words in bold letters :—(Answers given)

(a) স যজ্ঞ**সিদ্ধয়ে** রাজনম্ অভ্যগচ্ছৎ (তাদর্থ্যে চতুর্থী)

(b) **শ্যাবাশ্বায়** সুতাং দিৎসুঃ রাজা (সম্প্রদানে চতুর্থী)

(c) নমঃ **তে** অস্তু (নমঃ—শব্দযোগে ৪র্থী Opt. তুভ্যম্)

(d) **মরুৎসু** তু প্রয়াতেষু ('যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' ইতি সপ্তমী)

9. Name and expound the Samasas :—

(a) অজাবিকম্ (Sl. 64) (b) গবাশ্বম্ (Sl. 64) (c) সর্বাঙ্গশোভনাম্ (Sl. 66) (d) তুল্যরূপান্ (Sl. 67) (e) রুক্মবক্ষসঃ (Sl. 68) (f) তুল্যবয়সঃ (Sl. 68) (g) পুরুষবিগ্রহান্ (Sl. 68) (h) কৃতাঞ্জলিঃ (Sl. 76)

Ans. See the Notes of the respective Slokas.

10. Derive the following :—

(a) যক্ষ্যমাণঃ, (b) প্রসাদ্য (Sl. 50), (c) খ্যাপয়ন্, (d) অবৃণীত, (e) আর্ত্বিজ্যায় (Sl. 51), (f) অধ্যাপিতঃ (Sl. 53) (g) যশস্বিনীম্ (Sl. 53), (h) দিৎসুঃ (Sl. 56), (i) লব্ধবান্ (Sl. 56), (j) মন্ত্রদর্শী (Sl. 66), (k) তুষ্টাব (Sl. 70), (l) মেনে (Sl. 70), (m) প্রত্যাচষ্টে (Sl. 59), (n) প্রবক্ষ্যন্ (Sl. 70), (o) প্রত্যাচক্ষি (Sl. 77).

Ans. See Notes of the respective Slokas.

11. Translate into Bengali and English :—

(a) সাঙ্গোপাঙ্গান্ সর্ববেদান্····· নৃপমযাজয়ৎ (Sl. 53)

(b) তরস্তানুমতা চৈব······শশীয়সী (Sl. 63-64)

(c) ইত্যরণ্যে চিন্তয়তঃ······রূপানিবাত্মনঃ (Sl. 67)

(d) তাংস্তুল্যবয়সো······কে স্থেতি মরুতস্তদা (Sl. 68-69)

(e) ঋষেঃ পুত্রঃ······সুষামিত্যেবমব্রবীৎ (Sl. 78-79)

Ans. See Beng. Trans and Eng. Trans of the **respective Slokas.**

12. Change the voice of :—

(a) অর্চনানাঃ নৃপমযাজয়ৎ (Sl. 53)

(b) শ্যাবাশ্বায় সুতাং দিৎসুর্মহিষীং স্বাং নৃপোঽব্রবীৎ (Sl. 56)

(c) নৈষ মন্ত্রান্ হি দৃষ্টবান্ (Sl. 58)

(d) ন লব্ধবানহং কন্যাং হন্ত সর্বাঙ্গশোভনাম্ (Sl. 66)

(e) রথবীতিরহং দার্ভ্য ইতি নাম শশংস চ (Sl. 77)

Ans. See **Ch. of voice** of the respective Slokas.

13. Give the Aorist লুঙ্) **and Desiderative** (সন্নন্ত) **3rd person singular forms of the following Verbs :—**

(a) ভূ, (b) শ্রু, (c) গম্, (Sl. 50), (d) স্থা, (Sl. 51) (e) অধি-ই, (Sl. 53) (f) অস্ (Sl. 54), (g) যুজ্, (h) ক্র (Sl. 55) (i) দা (Sl. 56), (j) দৃশ্ (Sl. 58), (k) লভ্ (Sl. 66) ।

Ans. See the Notes of the respective Slokas.

14. Illustrate by short sentences the uses of the following :—(Answer given)

(a) এব—অনৃষির্নৈব জামাতা কশ্চিদ্ভবিতুমর্হতি ।

(b) তু—শ্যাবাশ্বস্য তু কন্যায়াং মনো নৈব ন্যবর্তত ।

(c) হন্ত—ন লব্ধবানহং কন্যাং হন্ত সর্বাঙ্গশোভনাম্ ।

(d) অপি—অপ্যহং মন্ত্রদর্শী স্যাং ভবেদ্ধর্ষো মহান্ মম ।

(e) নমঃ—তৎ ক্ষমস্ব, নমস্তেঽস্তু, মা চ মে ভগবন্ ক্রুধঃ ।

15. Give at least two different meanings of each of the following :— (Answers given)

(a) বিগ্রহঃ— (১) যুদ্ধ
(২) শরীর

(b) বসু—'দেবভেদেঽনলে রশ্মৌ বসু রত্নে ধনে বসু' ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে, অর্থাৎ বসু—গণদেবতাবিশেষ, অগ্নি, কিরণ (পুংলিঙ্গ), রত্ন ধন (ক্লীবলিঙ্গ)।

16. **Explain in Bengali and Sanskrit :—**

(a) আত্মানং কার্যমর্থঞ্চ·········আর্ত্বিজ্যায়ার্চনানসম্। (নং ৫১)

(b) শ্যাবাশ্বায় সুতাং দিৎসু·········দদামি হি। (নং ৫৬)

(c) নানৃষির্নৌ তু জামাতা·········ভবেত্তথা (নং ৫৮)

(d) প্রত্যাচষ্টে স তং রাজা·········ভবিতুমর্হতি (নং ৫৯)

(e) ন লব্ধবানহং কন্যাং·········হর্ষো মহান্মম (নং ৬৬)

(f) য ঈং বহন্ত·········ঋষির্বিপুলমাত্মনঃ (নং ৭০)

(g) স্তুতাঃ স্তুত্যা·········তদা দদুঃ (নং ৭১-৭২)

(h) ময়া সংগতিমিচ্ছন্তং·········ভগবন্ ক্রুধঃ (৭৭-৭৮)

Ans. See Beng and Sans. Expl. of the respective Slokas.

17. **Conjugate**—(Answers given)

(a) স্তু in লট্ 3rd Person—স্তৌতি স্তুতঃ স্তুবন্তি।

(b) গ্রহ্ in লঙ্ 1st Person—অগৃহ্ণাম্ অগৃহ্ণীব অগৃহ্ণীম।

(c) অস্ in লোট্ 2nd Person—এধি স্তম্ স্ত।

(d) শ্রু in লঙ্ 1st Person—অশৃণবম্ অশৃণ্ব-অশৃণুব অশৃণ্ম-অশৃণুম।

(e) দৃশ্ in লুঙ্ 2nd Person—অদ্রাক্ষীঃ অদ্রাষ্টম্ অদ্রাষ্ট।

(f) লভ in বিধিলিঙ্ 3rd Person—লভেত লভেয়াতাম্ লভেরন্।

(g) বিদ্ in লট্ 3rd Pers. Sing.—বেত্তি-বেদ, বিন্তে, বিদ্যতে, বা বিন্দতি-তে।

(h) জ্ঞা (পরস্মৈপদ) in লুঙ্ 3rd Person—অজ্ঞাসীৎ অজ্ঞাসিষ্টাম্ অজ্ঞাসিষুঃ। (i) স্থা in লোট্ 2nd Person—তিষ্ঠ তিষ্ঠতম্ তিষ্ঠত।

18. **Give Sans. Equivalents. for** .—(Answers given)

(a) দার্ভ্যঃ (Sl. 50)

(b) অর্থম্ (Sl. 51)

(c) আর্ত্বিজ্যায় (Sl. 51)

(d) সাঙ্গোপাঙ্গান্ (Sl. 53)

(e) স্নুষা (Sl. 54)

(f) যাজ্যম্ (Sl. 55)

(g) দিৎসুঃ (Sl. 56)

(h) প্রত্যাচষ্টে (Sl. 59)

(i) বসু (Sl. 63)

(j) অজাবিকম্ (Sl. 64

(k) গবাশ্বম্ (Sl 64)

(l) রুক্মবক্ষসঃ (Sl. 68)

(m) পুরুষবিগ্রহান্ (Sl. 68)

(n) অতিক্রমম্ Sl. 70)

(o) পৃশ্নিমাতরঃ (Sl. 71)

Ans. See Sans. Equivalents of the respective Slokas.

19. Use the following in the আত্মনেপদঃ— (Answers given).

(a) স্থা—দারিদ্র্যাৎ পুরুষস্য বান্ধবজনো বাক্যে ন সন্তিষ্ঠতে।

(b) বদ্—বালকাঃ সম্প্রবদন্তে (speak simultaneously)।

(c) কৃ—ভক্তো হরিমুপকুরুতে (সেবতে)

(d) ক্রম্—শাস্ত্রেষু ক্রমতে বুদ্ধিঃ (ন প্রতিহন্যতে)।

(e) জ্ঞা – অধুনা স শতম্ অপজানীতে (অপলপতি)।

20. Write grammatical notes on :—

(a) মা চ মে ভগবন্ ক্রুধঃ (Sl. 78)

(b) অজাবিকম্ (Sl. 64) (c) গবাশ্বম্ (Sl. 64)

Ans. See Notes of the respective Slokas.

21. Give at least 3 (three) synonyms of each :—

(a) পুত্রঃ—আত্মজঃ, তনয়ঃ, সূনুঃ, সুতঃ (Sl 52)

(b) অর্থঃ—হিরণ্যম্, দ্রবিণম্, দ্যুম্নম্, রৈ, বিভবঃ।

(c) যজ্ঞঃ—অধ্বরঃ, যাগঃ, মখঃ, ক্রতুঃ (Sl. 60)

(d) কুল – অভিজনঃ, অন্বয়ঃ, বংশঃ, অন্ববায়ঃ (Sl. 57)

(e) হর্ষঃ—মুৎ, প্রীতি , প্রমদ' (Sl. 66)

(f) অরণ্যম্—অটবী, বিপিনম্, গহনম্, কাননম্, বনম্ (Sl. 67)

(g) রাত্রি—নিশা, নিশাথিনী, ত্রিযামা, ক্ষণদা, ক্ষপা (Sl. 74)

22. What is the defference between :—

(a) রাজা and সম্রাট্ (Sl. 50)

Ans. See Notes of Sloka No 50.

23. What do you mean by অঙ্গ, উপাঙ্গ (Sl. 53), মধুপর্কঃ (Sl. 79)

Ans. See Notes of the Slokas concerned.

বিম্বিসার-সিদ্ধার্থ-সংবাদঃ

(বুদ্ধচরিতম্)

মহাকবি অশ্বঘোষকৃত 'বুদ্ধচরিতম্' মহাকাব্যের দশম ও একাদশসর্গ—Cantos X and XI of the court epic Buddhacharitam by the great poet Aswaghosha.

বিম্বিসার (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের মগধরাজ বিম্বিসার) ও সিদ্ধার্থের (ভগবান্ বুদ্ধের) সংবাদ (প্রশ্ন ও উত্তর)—The questions and answers of Bimbisara (the king of Magadha in the 6th century B. C.) and Siddhartha (Sarbarthasiddha as mentioned in the Amarakosha i.e. Lord Buddha).

Introduction:—বর্তমানে ৭৭।২, পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ স্থিত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত সাহিত্য সংগ্রহের প্রথম সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ. কর্তৃক দুর্গাদাস মজুমদারের সহযোগিতায় সংগৃহীত ও সম্পাদিত। এই সংগ্রহ গ্রন্থে বৈদিক যুগ হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত সংস্কৃত-সাহিত্য-তরঙ্গিনীর ১২৬টি তরঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছে। এই তরঙ্গ মালার বিম্বিসার-সিদ্ধার্থ-সংবাদ-নামক ত্রয়স্ত্রিংশত্তম তরঙ্গটি খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের দশম ও একাদশ সর্গস্বরূপ। চীনদেশের পারম্পর্যিক ধারণা এই যে অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। এই ধারণার অনুগামী হইয়াই আমরা মহাকবি অশ্বঘোষকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মহাকবি বলিতেছি। অশ্বঘোষ বৌদ্ধগণের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ছিলেন তাঁহার রচনাবলী হইতে আমাদের এইরূপ ধারণা জন্মে। বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ ও গণ্ডীস্তোত্রগাথা—এই তিন খানিই অশ্বঘোষের প্রসিদ্ধকাব্য।

বুদ্ধদেবের জীবনীই 'বুদ্ধচরিতে' অবলম্বন। চৈনিক পর্যটক ইৎসিং (I-tsing)-এর বিবৃতিমতে ইহার সর্গসংখ্যা ছিল অষ্টাবিংশতি। ইহার চীনা ও তিব্বতী ভাষায় যে অনুবাদ আছে উহাতেও সর্গের সংখ্যা আঠাশ। কিন্তু উপলভ্যমান সংস্কৃত-বুদ্ধচরিতে সর্গসংখ্যা মাত্র সতরটি। এই সতরটি সর্গেরও আবার শেষ চারিটি সর্গ অশ্বঘোষের রচনা কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। বুদ্ধচরিতের চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ হইতে জানা যায় যে বুদ্ধচরিতের আরম্ভ গৌতমের জন্মবর্ণনায় এবং সমাপ্তি অশোকের রাজ্যশাসন বর্ণনায়।

বুদ্ধচরিতের যে দশম এবং একাদশ সর্গ আমাদের আলোচ্য এগুলি যে অশ্বঘোষের রচনা এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বুদ্ধচরিতে কবি জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির প্রাণস্পর্শী বর্ণনায় তাঁহার বর্ণনা শক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সারথি গৌতমের নিকট জরার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

রূপস্য হন্ত্রী ব্যসনং বলস্য
শোকস্য যোনি র্নিধনং রতীনাম্।
নাশঃ স্মৃতীনাং রিপুরিন্দ্রিয়াণাম্
এষা জরানাম যয়ৈষ ভগ্নঃ ॥

নন্দ বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি বুদ্ধদেব কর্তৃক স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। নন্দের পত্নী ছিলেন সুন্দরী। স্বামীর ত্যাগধর্মে দীক্ষায় সুন্দরী যে বেদনা পাইয়াছিলেন আঠার সর্গে রচিত সৌন্দরনন্দের আরম্ভ হইতে অবসান পর্যন্ত সে বেদনায় করুণ; নন্দের প্রতি সুন্দরীর অনুরাগে এবং ত্যাগধর্মে দীক্ষিত নন্দের পত্নীত্যাগে পাঠকের চিত্ত দ্রবীভূত হয়। উনত্রিশটি শ্লোকে রচিত গণ্ডীস্তোত্রগাথা অশ্বঘোষের গীতিকাব্য। গণ্ডী বৌদ্ধবিহারে রক্ষিত কাঁসর। অশ্বঘোষ এই গীতিকাব্যে গণ্ডীর গুণগান করিয়াছেন।

অর্বাচীন কবিগণের সহিত তুলনায় অশ্বঘোষের রচনা ভাষার সরলতায় এবং ভাব ও ভাষার স্বচ্ছন্দগতিতে সমধিক চিত্তাকর্ষিণী। অশ্বঘোষ তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রাবলীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে যে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, যে নৈপুণ্যে তিনি প্রেমের আলেখ্য লিখিয়াছেন এবং ঐহিক জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়। যাহা এই ব্যক্তিকে ভাঙিয়াছে তাহার নাম জরা। জরা রূপ হরণ করে, বলের ভ্রংশসাধন করে, উহা শোকের উৎস, আনন্দ সমূহের শ্মশান ক্ষেত্র, স্মৃতির বিনাশিকা এবং ইন্দ্রিয় বর্গের রিপু।

জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির করুণ দৃশ্য দর্শনে তরুণ কুমার গৌতমের মনে যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল কবি যে ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে।

অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক—ইহা চীনদেশের পরম্পরাগত ধারণা। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের ভারত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক এবং বন্ধু ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, দেব, কর, পালিত, সেন, সিংহ প্রভৃতি কৌলিক নামযুক্ত ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনে ঘোষ বসু প্রভৃতি কৌলিক নামের শেষে 'স্বামী' কথাটি যুক্ত আছে। 'স্বামী' কথাটি সম্মানসূচক। প্রভু, ঠাকুর, সাহেব প্রভৃতি শব্দ যেমন

সম্মান প্রকাশক 'স্বামী' শব্দটিও সেইরূপ সম্মানপ্রকাশক। অশ্বঘোষ বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধগণ ভারতীয় খৃষ্টানদিগের ন্যায় কৌলিকনামের পরিবর্তন করিতেন না। অশ্বঘোষ, ধর্মপাল, দিবাকর মিত্র প্রভৃতি নামান্তে যে ঘোষ, পাল এবং মিত্র শব্দ রহিয়াছে উহা খুব সম্ভব বংশসূচক। দিবাকর মিত্র হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। ধর্মপাল সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্টের বৌদ্ধশাস্ত্রের শিক্ষাগুরু। অষ্টম শতকের শঙ্করাচার্য্য যখন ষোল বছরের তরুণ কুমারিলভট্ট তখন অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ। হিউয়েন সাঙের শিক্ষগুরু শীলভদ্রের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'ভদ্র'-শব্দটিও কুলোপাধিসূচক। অশ্বঘোষ খুবসম্ভব ঘোষবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আজন্ম বৌদ্ধ ছিলেন কি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। তবে ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে তিনি সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন। বিম্বিসার-সিদ্ধার্থ-সংবাদ—বুদ্ধচরিতের যাহা আমাদের আলোচ্য অংশ—তাহা হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে অশ্বঘোষ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের নানা শাখায় সুশিক্ষিত ছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে একজন ব্রাহ্মণ-কুমারের পক্ষে সাঙ্গবেদে শিক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। হর্ষবর্দ্ধনের নিকট বাণভট্টের প্রথম সমাগমে বাণ হর্ষের নিকট নিজেকে বাৎস্যায়নকুলসম্ভূত সাঙ্গ বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ'—ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন এবং তাহার অর্থবোধ ইহা ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম অর্থাৎ নিত্যধর্ম—এই শ্রুতিকে জীবনে রূপায়িত করা ইহা কেবল সেকালে নহে একালেও ভারতের বহু ব্রাহ্মণ পরিবারের জীবনব্যাপিনী সাধনার বস্তু। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি মহারাষ্ট্রে এখনও বহু ব্রাহ্মণ পরিবারের বালকেরা সাঙ্গ বেদ ব্যতীত অপর কিছু অধ্যয়ন করেন না। চারি বেদসংহিতা এখনও তাঁহাদের স্মৃতি হইতেই নাকি উদ্ধার করা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ভূতপূর্ব বেদাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রি মহাশয়ের সাঙ্গবেদে পাণ্ডিত্যের কথা বর্তমান বাংলার কেন বর্তমান ভারতের বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই বিশেষরূপে অবগত আছেন। শাস্ত্রিমহাশয় মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি শৈশব হইতেই পিতার নির্দেশে সাঙ্গ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সাঙ্গবেদ এবং ইতিহাস পুরাণাদিতে শিক্ষালাভের পর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধধর্মের মূলগ্রন্থ ত্রিপিটক ও জাতকসমূহ পালিভাষায় নিবদ্ধ। বুদ্ধদেব তাঁহার বাণী যাহাতে সংস্কৃতে অনূদিত না হয় সে বিষয়ে খুব সাবধান ছিলেন।

যাহারা তাঁহার বাণী সংস্কৃতে নিবদ্ধ করিবে তাহারা দুষ্কট নামক নরকে গমন করিবে—বুদ্ধদেবের এই সাবধান বাণীও লক্ষণীয়। বুদ্ধদেবের এই সাবধানতা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের এক বিপুল অংশ সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে। কেন এরূপ হইল। ইহার উত্তর খুব সহজ। বৌদ্ধধর্ম যখন কালক্রমে তাহার জন্মভূমি মগধ হইতে ভারতের নানা অংশে ছড়াইয়া পড়িল তখন সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতকেই তাহার বাহন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। সুবিশাল ভারতবর্ষের অসংখ্য ভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা সর্বভারতের ভাষা সংস্কৃতে শিক্ষা দেওয়া অনেক সহজ বলিয়াই সংস্কৃত বৌদ্ধধর্মের পক্ষে হেয় না হইয়া উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিপুল ভারতের বৌদ্ধপণ্ডিতগণ ধর্মের মূলতত্ত্ব সংস্কৃতে শিক্ষা করিয়া স্ব স্ব প্রদেশের ভাষায় জনগণের মধ্যে তাহা প্রচার করিতেন। ইহাতে ভগবান বুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সিদ্ধ হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম যখন এইরূপ প্রসরণশীল তখনই অশ্বঘোষ তাঁহার কাব্যসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।

কালিদাসের মেঘদূত যেমন সকল দূতকাব্যের, বুদ্ধচরিতও তেমনই হর্ষচরিত, নব সাহসাঙ্কচরিত, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত নিগমানন্দচরিত প্রভৃতি সকল সংস্কৃতচরিত কাব্যের অগ্রদূত। এই চরিতকাব্যের মাধ্যমে অশ্বঘোষ ভগবান বুদ্ধের সকল শিক্ষা অনবদ্যভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বেদবাদী ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঘোরতর বিরোধী। বেদবাদ খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই বৌদ্ধগণকে স্বীয়ধর্মের কথা সংস্কৃতে প্রচার করিতে এবং বেদাদিশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইত হুয়েন সাঙ্ বলিয়াছেন তাঁহার গুরু শীলভদ্র বেদাদিশাস্ত্রও অবগত ছিলেন। ভগবান বুদ্ধ যখন প্রকট ছিলেন তখন তিনি জনসাধারণকে তাঁহার উপদেশ তাহাদের নিজ ভাষাতেই দেওয়া সমীচীন বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ যাহাতে মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের ভাষা সংস্কৃতে প্রচারিত না হয় সেইজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন যে—যে তাঁহার বাণী ছন্দে অর্থাৎ সংস্কৃতে আরোপিত করিবে তাহাকে দুষ্কটনামকনরকে গমন করিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি অশ্বঘোষ বৌদ্ধগণের সাতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অশ্বঘোষের পাণ্ডিত্য ও ধর্মপরায়ণতাই তাঁহাকে এই শ্রদ্ধার অধিকারী করিয়াছিল। পূর্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে অশ্বঘোষ হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ছিলেন। এই হীনযান সম্প্রদায়ের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কারণ ইহা না দিলে অশ্বঘোষ বুদ্ধকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা বোঝা যাইবে না। ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণ-লাভের স্বল্পকালমধ্যেই তাঁহার মুখ্যশিষ্যগণ রাজগৃহে এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া বুদ্ধের উপদেশমালায় এক পূর্ণ ও প্রামাণিক সঙ্কলনকার্য সম্পন্ন করেন। ইতিহাসে ইহাকেই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বলা হয়। প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির পর

হইতে এক শতাব্দী অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্মসাহিত্য তাহার যথার্থ রূপে পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সমগ্রভাবে বৌদ্ধধর্মসাহিত্যের নাম ত্রিপিটক বা তিনটি পেটকা। বৌদ্ধধর্মসাহিত্যের তিনটি ভাগ তিনটি পেটিকায় রক্ষিত হইত বলিয়া উহার সামগ্রিক নাম ত্রিপিটক হইয়াছিল। ত্রিপিটকের প্রথম অংশ বিনয়পিটক। ইহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের পালনীয় নিয়মসমূহ এবং বৌদ্ধ বিহার সকলের সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। উহার দ্বিতীয় অংশের নাম সুত্তপিটক। সুত্তপিটকে বুদ্ধের ধর্মোপদেশসকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ত্রিপিটকের তৃতীয় অংশের নাম অভধম্ম পিটক। ইহা বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক অংশের আলোচনা ও ব্যাখ্যাস্বরূপ।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় এক শতাব্দী পরে বৈশালীনগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়। এই সঙ্গীতিতে বৌদ্ধধর্মের নামে প্রচলিত কতকগুলি বিপরীত মতবাদের নিন্দা এবং বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের সংস্কার সাধন করা হয়। সম্রাট অশোকের উদ্যোগে পাটলীপুত্রনগরে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়। তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বিরুদ্ধমতের তীব্র সমালোচনা ও শাস্ত্রবাক্যগুলির যথাযথ ও চূড়ান্ত রূপদানের চেষ্টা হয়। চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয় কাশ্মীরে বা পূর্বপাঞ্জাবের জালন্ধরে কুষাণ সম্রাট্ কণিষ্কের উদ্যোগে। এই সঙ্গীতিতে বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থগুলির প্রামাণ্য ভাষ্যাদি সঙ্কলিত হয়। বৌদ্ধধর্ম সাহিত্যে ত্রিপিটকের পরই জাতকের স্থান। জাতক বুদ্ধের জন্ম ও জন্মান্তরের কাহিনী। জাতকগুলির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয়শতকের পরবর্তী হওয়া সম্ভব নহে। কেবল ধর্মপরায়ণ বৌদ্ধগণের নিকট নহে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যাঁহারা গবেষক তাঁহাদের নিকটও জাতকের গল্পগুলি একান্ত মূল্যবান। জাতকের গল্পগুলি হইতে আমরা তাৎকালিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করিতে পারি।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতিকালে বৌদ্ধভিক্ষুগণের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অভূতপূর্ব মতসংঘর্ষের উৎপত্তি হয়। এই সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে একটির অধিকাংশ ভিক্ষুর বাস ছিল বৈশালী ও পাটলিপুত্রে, অপরটির অধিকাংশ ভিক্ষুর বাস ছিল কৌশাম্বী, অবন্তী প্রভৃতি অঞ্চলে। প্রথম সম্প্রদায়ের মতবাদের নাম ছিল 'আচরিয়বাদ' ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতবাদের নাম ছিল 'থেরবাদ'। কালক্রমে আচরিয়বাদিগণ সাতটি উপদলে ও থেরবাদিগণ এগারটি উপদলে বিভক্ত হন। কিছুকাল পরে প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের কয়েকটি উপদল হইতে বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার, বোধিসত্ত্বের ধারণা প্রবর্তন প্রভৃতি নব নব মতবাদের সূত্রপাত হইল। এই নূতন মতবাদ হইতেই পরে মহাযানমতের জন্ম হয়। সুতরাং মহাযানমতের

মূল উৎস আচরিয়বাদের কয়েকটি উপদলের মতবাদ। এই কয়েকটি দলের মতবাদ ভিন্ন অপর সকল দলের মতবাদের অনুগামিগণই হীনযানসম্প্রদায় ভুক্ত। অশ্বঘোষ হীনযানসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন ইহার অর্থ তিনি বুদ্ধের অবতারত্বে ও বোধিসত্ত্বের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ বা গৌতম মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। গৌতম ও মহাবীর উভয়েরই আবির্ভাব ও তিরোভাবের তারিখ অনিশ্চিত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে গৌতমবুদ্ধের পরিনির্বাণের বৎসর খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দ। আবার কাহারও কাহারও মতে উহা খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৮৩ অব্দ। আধুনিক উত্তর প্রদেশের বস্তি জিলার উত্তরে নেপালের 'তরাই' নামক অংশে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে শাক্য নামে এক জাতি বাস করিত। গৌতম এই শাক্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন শাক্যজাতির নির্বাচিত নরপতি ছিলেন। কপিলাবাস্তু তাঁহার রাজধানী ছিল। কপিলবাস্তুর সন্নিহিত লুম্বিনীগ্রামের উদ্যানে গৌতমের জন্ম হয়। নেপালের আধুনিক রুম্মিনদেই নামক অংশে লুম্বিনীগ্রাম বর্তমান ছিল। অশোকের সুপরিজ্ঞাত রুম্মিনদেই স্তম্ভে অদ্যাপি এই মহাঘটনার কথা খোদিত রহিয়াছে। গৌতম অল্পবয়সেই গোপা বা যশোধরানাম্নী এক বালিকাকে বিবাহ করেন। উনত্রিশবৎসর বয়সে গৌতম রাহুলনামে এক পুত্র লাভ করেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই গৌতমের চিত্ত নানারূপ আধ্যাত্মিক প্রশ্নে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তির অন্বেষণে তিনি কঠোরব্রতীর পথ আশ্রয় করিলেন। রাজগৃহে দুইজন প্রখ্যাত গুরুর নিকট তিনি কিছুকাল দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি বুদ্ধগয়ার সন্নিহিত উরুবিল্বনামকস্থানে গিয়া তাৎকালিক যোগীদের অনুসরণে সুকঠিন তপস্যায় মগ্ন হইলেন। কিন্তু ইহাতেও মুক্তির সন্ধান তিনি পাইলেন না। পরিশেষে গভীর মনঃ সংযোগ ও ও আত্মসমাহিত নিবিড় ধ্যানের ফলে তাঁহার মনে পরম সত্যের উদয় হইল। তিনি বোধিলাভ করিয়া বুদ্ধ (জ্ঞানী) হইলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে। বুদ্ধ জীবনের অবশিষ্টকাল তাঁহার ধ্যানলব্ধ সত্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সারনাথে হরিণ চরিবার উদ্যানে তাঁহার প্রথম উপদেশ প্রদত্ত হয়। এখানে তিনি পাঁচজন শিষ্য প্রাপ্ত হন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্মপ্রচারকার্য্যে রত থাকিয়া অযোধ্যা, বিহার ও নিকটস্থ অঞ্চলসমূহ হইতে তিনি বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন। আশীবৎসর বয়সে কুশীনগরে (উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জিলার অন্তর্গত বর্তমান কাশীয়ায়) তিনি নির্বাণ-প্রাপ্ত হন।

বাস্তবচেতনাযুক্ত ধর্মসংস্কারক বুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দুঃখযন্ত্রনার রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতার পীড়ন হইতে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। (১) সংসারে দুঃখ নিত্য বর্তমান; (২) দুঃখের নিশ্চয়ই কারণ আছে; (৩) দুঃখের নিবৃত্তি একান্ত কাম্য এবং

(৪) দুঃখ নিবৃত্তির যথার্থ উপায় কি তাহা জানা আবশ্যক—তিনি এই চারিটি মহাসত্যের প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন।

'তন্‌হা' বা আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের মূল। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি। আটটি উপায়ে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়—(১) সম্যগ্‌দৃষ্টি, (২) সৎ সংকল্প, (৩) সদ্‌বাক্য, (৪) সৎকর্ম, (৫) সৎ জীবন, (৬) সৎ চেষ্টা, (৭) সৎস্মৃতি ও (৮) সম্যক্‌সমাধি। ইহারই নাম মধ্যম পন্থা। ইহা চূড়ান্ত বিলাস ভোগ ও কঠোর তপস্যা ও আত্মনিগ্রহ—এই উভয়কেই পরিহার করিয়া চলে। মধ্যমপন্থা আশ্রয় করিয়া মানব পরিণামে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। বৌদ্ধগণ এই মুক্তিকে নির্বাণ বলেন। কেবল আকাঙ্ক্ষারই নিবৃত্তি নহে—উহা এক পরিপূর্ণ আত্মসমাহিত সুস্থির অবস্থা। বৌদ্ধ ধর্মে 'শীল' (হিংসা, মিথ্যা, বিলাসব্যসন ইত্যাদি পরিহার), 'সমাধি' (ধ্যান) ও 'প্রজ্ঞা' (বোধি)-র উপর সাতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

দেহকে ক্লেশ দিয়া মুক্তির প্রয়াসকে বুদ্ধ অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে মহাবীর ও বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। বুদ্ধ প্রাণিহিংসা ত্যাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। এ বিষয়ে জৈননীতি বৌদ্ধনীতি অপেক্ষা কঠোরতর। বুদ্ধ বেদের মহিমা স্বীকার করেন না এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের ও আচার অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক উপযোগিতায় আস্থাহীন। কিন্তু তিনি হিন্দুগণের জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর আছেন কি নাই ইহা লইয়া বুদ্ধ মাথা ঘামান নাই। তাঁহার মনে দুরূহ ও জটিল চিন্তায় কালক্ষেপ লোকের নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার ধর্মমত সরল এবং উহা নরনারী উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলের জন্য অভিপ্রেত। তিনি জনসাধারণের কথ্যভাষায় ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা পরিচালনার রীতি প্রবর্তিত করেন। তাঁহার পূর্বে ধর্মবিষয়ক আলোচনা মুষ্টিমেয় বিদ্বজ্জনের ভাষা সংস্কৃতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আমাদের আলোচ্য বিম্বিসার-সিদ্ধার্থ সংবাদ বুঝিতে হইলে বুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা আবশ্যক। প্রাচীন বৌদ্ধ সূত্রাদি হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে ষোলটি রাজ্য বা 'মহাজনপদ' ছিল। সেগুলির নাম—

১। কাশী—বারাণসী কাশীরাজ্যের রাজধানী ছিল। 'মহাজনপদ'গুলির মধ্যে প্রথমে কাশী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য ছিল কিন্তু পরে কোশল কাশীকে ছাড়াইয়া যায়।

২। কোশল—বর্তমান অযোধ্যাকে আমরা পুরাতন কোশলরাজ্য বলিয়া মোটামুটি ধরিতে পারি। শ্রাবস্তী (বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোন্ডা জিলার

সাহেৎ মাহেৎ)। অযোধ্যা ও সাকেত কোশল রাজ্যের অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য নগরী। কপিলাবাস্তুর শাক্যজাতির রাজ্যসীমা কোশলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রায় মধ্যভাগে কাশী কোশলরাজ্যের অবিভাজ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইত।

৩। অঙ্গ—এই রাজ্যছিল মগধের পূর্বে। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা (বর্তমান ভাগলপুরের নিকটে)। মগধের সহিত অঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এক সময়ে মগধ অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল কিন্তু পরে বিম্বিসার অঙ্গকেই মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন।

৪। মগধ—বর্তমান বিহারের পাটনা ও গয়া জিলার সীমানা বরাবর মগধরাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল। গিরিব্রজ মগধের প্রাচীনতম রাজধানী। গয়া'র নিকটে পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান রাজগীরের (রাজগৃহ) নিকটে উহা অবস্থিত ছিল। পরে রাজধানী যথাক্রমে রাজগৃহে ও পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হয়। মগধের কতিপয় প্রাচীন রাজার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে, জৈন-সাহিত্যে এবং রামায়ণ ও মহাভারতে আছে।

৫। বৃজি যুক্তরাষ্ট্র—আটটি খণ্ডজাতির জনপদ মিলাইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। খণ্ডজাতিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৃজিকুল, বৈদেহীকুল লিচ্ছবিকুল ও জ্ঞাতৃককুল। এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল বৈশালীনগরী (ইদানীন্তন বিহারের মজঃফরপুর জিলার অন্তর্গত বসর্ ও বসিরা)। সাম্প্রতিক কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে লিচ্ছবিরা মঙ্গোলীয়জাতি সম্ভূত। মিথিলা (বর্তমান নেপালের জনকপুর) বিদেহের রাজধানী ছিল। মহাবীর জ্ঞাতৃককুল সম্ভূত। বৈশালীর উপকণ্ঠস্থিত কুণ্ডপুর ও কোল্লাগা অঞ্চলে জ্ঞাতৃকগণ বাস করিত।

৬। মল্লরাজ্য—মল্লদের জনপদ খুব সম্ভব বৃজিরাষ্ট্রের উত্তরে ছিল। দ্বিধা-বিভক্ত এই রাজ্যের এক অংশের রাজধানী ছিল কুশীনারা (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জিলার অন্তর্গত)। অন্য অংশের রাজধানীর নাম ছিল পাবা (কুশীনারার সন্নিকটে)। মল্লরাজ্যও বৃজিযুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় গণতন্ত্রশাসিত ছিল। কিন্তু গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে উহা রাজতন্ত্র ছিল।

৭। চেদীরাজ্য—এই রাজ্যটি ছিল আধুনিক বুন্দেলখণ্ডের সন্নিহিত অঞ্চল জুড়িয়া। বর্তমান উত্তর প্রদেশের বান্দার নিকটবর্তী শুক্তিমতী নগরী ছিল ইহার রাজধানী।

৮। বৎস বা বংশরাজ্য—বৎস বা বংশরাজ্যের সীমানা অবন্তীরাজ্যের উত্তর পূর্বে যমুনানদীর তীরে তীরে বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী (এলাহাবাদের নিকটস্থ আধুনিক কোশম্)।

৯। কুরুরাজ্য—হস্তিনাপুরের কুরুরাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগর এবং দিল্লী সন্নিহিত ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল ইহার রাজধানী। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব ও জীবনকালে রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক্ দিয়া এই রাজ্যের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না।

১০। পাঞ্চাল—পাঞ্চাল রাজ্য বর্তমান রোহিলখণ্ডের কিছু অংশ ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ লইয়া গঠিত ছিল। গঙ্গানদী ইহাকে উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চালে বিভক্ত করিয়াছিল। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র। উহা বর্তমান উত্তর প্রদেশের বেরিলীজিলার রামনগর। আর দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য।

১১। মৎস্য—রাজপুতানার জয়পুরের নিকটস্থ, বর্তমান বৈরাটই ছিল উহার রাজধানী বিরাটনগর।

১২। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বাদশ রাজ্য শৌরসেন বা শূরসেনকের রাজধানী ছিল মথুরা।

১৩। অশ্বক বা অশ্মক রাজ্যটি গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিস।

১৪। অবন্তী—বর্তমান মধ্যপ্রদেশের মালব ও মালবসংলগ্ন অঞ্চলগুলি লইয়া অবন্তা রাজ্য গঠিত ছিল। দ্বিধাবিভক্ত অবন্তীর উত্তর ভাগের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী ও দক্ষিণ ভাগের রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী। নর্মদাতীরস্থিত বর্তমান মান্ধাতাই প্রাচীন মাহিষ্মতী।

১৫। গান্ধার—পশ্চিম পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জিলায় অবস্থিত তক্ষশীলা এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। কাশ্মীর ছিল গান্ধারের অংশ বিশেষ।

১৬। কম্বোজ—মনে হয় কম্বোজবাসীরা ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিত। কাব্যাদিতে ও শিলালিপি প্রভৃতিতে গান্ধাররাজের সহিত যুক্তভাবে কম্বোজবাসিগণের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমদিকে ভারতের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে এই রাজ্য বা মহাজনপদগুলির তালিকা বিশেষভাবে সহায়তা করে। ঐতিহাসিক ভূগোলের দৃষ্টিকোণ হইতেও ইহা মূল্যবান। উক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে দেশে তখন রাজনৈতিক ঐক্যের

অভাব ছিল। ভারতবর্ষ তখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্ররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং রাষ্ট্রগুলি ছিল পরস্পরের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন। উল্লিখিত রাষ্ট্র বা মহাজনপদগুলির বেশীর ভাগই বর্তমান বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আসাম, বঙ্গ, উৎকল, সুদূর দক্ষিণ গুজরাট ও সিন্ধুদেশের কোন উল্লেখ সমসাময়িক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে নিম্নতম সিন্ধুউপত্যকার সৌবীরে রোরুনামে যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল সাহিত্যে তাহার উল্লেখ আছে। উল্লিখিত তালিকায় অশ্মকই দক্ষিণভারতের একমাত্র রাজ্য। আর্যগণের প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ পাঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গান্ধার এবং দক্ষিণপূর্ব সীমান্তের কুরুরাজ্য ব্যতীত অপর কোন অংশের কোন রাজ্যের উল্লেখ উল্লিখিত তালিকায় নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে গঙ্গা ও যমুনার দ্বারা বিধৌত হইলেই তৎকালে রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মনৈতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্র ছিল। তৎকালে রাজতন্ত্রের প্রচলন অধিক হইলেও উত্তরপূর্ব ভারতে কতকগুলি গণতন্ত্রশাসিত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। তালিকায় গণতন্ত্রশাসিত বৃজি ও মল্লকুলের উল্লেখ আছে। কিন্তু বৌদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি গণতন্ত্রশাসিত জাতির অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। এই সকল জাতি বুদ্ধের সময়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শাক্যকুল, শাক্যদিগের পূর্বদেশীয় প্রতিবাসী কৌল্যকুল, বৎসরাজ্যের অধীন ভর্গকুল, অল্লকাপ্পার বুলি সম্প্রদায়। খুব সম্ভব কোশলে অবস্থিত কোশপুত্তের কল্মগণ এবং কুশীনারার অনতিদূরের পিপ্পলীবনের মৌর্য্যকুল ইহাদের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশ রাষ্ট্রই কালক্রমে ক্রমপ্রসার্য্যমাণ মগধ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদের দ্বিতীয় চরিত্র বিম্বিসার খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রায় মধ্যভাগে মগধের রাজা ছিলেন। তিনি হর্যঙ্কবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ বিহারের এক সামান্য রাজার পুত্র হইয়াও স্বীয় যোগ্যতাবলে তিনি পৈতৃক রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করিয়া মগধের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল রাজগৃহ। তিনি সমসাময়িক প্রতিপত্তিশালী নরপতিবর্গের সহিত মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। গান্ধারাধিপতি তাঁহার রাজ্যে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অবন্তীরাজের চিকিৎসার্থ এক নিপুণ চিকিৎসককে পাঠাইয়াছিলেন। মদ্র (মধ্য পাঞ্জাব), কোশল ও বৈশালীর রাজপরিবারবর্গের সহিত তিনি বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। কোশল দেশীয় পত্নীর সূত্রে তিনি কাশীরাজ্যের একটি গ্রাম যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন। উহা হইতে তাঁহার প্রচুর আয় হইত। এই সকল বিবাহ বিম্বিসারের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। মগধ ও অঙ্গের মধ্যে পুরাতন সংঘর্ষের বিরাম ঘটে নাই। ফলে অঙ্গ শেষ পর্যন্ত মগধের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। বিম্বিসার মোটের উপর

এক বৃহৎ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। জানা যায় তাঁহার রাজ্যে ছোটতে বড়তে আশী হাজার নগরীর অস্তিত্ব ছিল। উচ্চদায়িত্বপূর্ণ কর্মচারীরা বিম্বিসারের কঠিন নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিলেন। ইহা তাঁহার শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। মগধে অপরাধীদিগের প্রতি শাস্তিদানের প্রথা কঠোর ছিল। এই রাজ্যে প্রচলিত দণ্ডসমূহের মধ্যে কারাবরোধ, কষাপ্রহার, তপ্ত লৌহদণ্ডের ছেঁকা লাগান, শিরশ্ছেদ, জিহ্বাকর্তন ও পঞ্জরাস্থিভঞ্জন অন্যতম ছিল। খুব সম্ভব দণ্ডদানের এই রীতি মৌর্যযুগ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু গুপ্তসম্রাট্‌দের আমলে উহা পরিবর্তিত ও মানবতামণ্ডিত হয়। বিম্বিসার বুদ্ধের অনুগামী ও বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রতি অনুগ্রহশীল ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন কিনা এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। দুই একখানি জৈন গ্রন্থ তাঁহাকে মহাবীরের অনুগামী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বিম্বিসারের পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৌদ্ধকিংবদন্তী মতে অজাতশত্রু পিতৃহন্তা ছিলেন। প্রচলিত কাহিনী এই যে অজাতশত্রু বুদ্ধের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট স্বকৃতপাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রায় মধ্যভাগে উৎকীর্ণ অন্যতম ভারহুত ভাস্কর্য শিল্পকর্মের মধ্যে কাহিনীটির সমর্থন পাওয়া যায়। অজাতশত্রু রাজ্যবিস্তারনীতির অনুসরণে মগধরাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত করেন। খুব সম্ভব তাঁহার প্রথম আক্রমণ ঘটিয়াছিল কোশলরাজ্যের বিরুদ্ধে। বিম্বিসারের কোশলদেশীয় পত্নীর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনজিৎ, বিম্বিসারকে বিবাহের যৌতুকরূপে প্রদত্ত কাশীগ্রাম ফিরিয়া পাইতে চাহেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর দুই পক্ষ একটি মীমাংসায় আসেন। অজাতশত্রু প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিতর্কাধীন কাশীগ্রাম বিবাহের যৌতুকরূপে লাভ করেন।

জৈন লেখকগণ বৈশালীর লিচ্ছবিদিগের সহিত অজাতশত্রুর সংঘর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। কেন এই সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহা অনিশ্চিত তবে কোশলরাজের সহিত সংগ্রামের সঙ্গে উহার কিছু সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ কোশল ও বৈশালী মিলিতভাবে মগধের আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। দীর্ঘ যুদ্ধের পর বৈশালী অজাতশত্রুর করায়ত্ত হয়। এইরূপে মগধ উত্তরভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য হইয়া উঠে। মগধের অভ্যুদয়ে অবন্তী ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠে এবং দুই রাজ্যের সম্পর্কে তিক্ততা ঘটে কিন্তু অজাতশত্রুর শাসনকালে দুইরাজ্যে সংঘর্ষ হইয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই অজাতশত্রুকে যথাক্রমে মহাবীর ও বুদ্ধের অনুগামী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মনে হয় অজাতশত্রুর পর তাহার পুত্র উদয়ী মগধের রাজা হন। উদয়ী গঙ্গাশোণসঙ্গমে অবস্থিত রণনীতি ও বাণিজ্যনীতি উভয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ নগরী পাটলিপুত্রকে মগধের রাজধানী করেন। জৈনগ্রন্থমতে অবন্তীরাজ উদয়ীর শত্রু ছিলেন। উদয়ীর উত্তরাধিকারিগণ প্রত্যেকেই বৌদ্ধবর্ণনাদিতে পিতৃহন্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাদের শাসনকালে প্রজাবিক্ষোভের সুযোগে শিশুনাগনামে এক মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করেন। শিশুনাগ তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে প্রথমে গিরিব্রজে ও পরে বৈশালীতে স্থানান্তরিত করেন। শিশুনাগের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হইল এই যে তিনি কৌশাম্বীজয়ে অধিকতর শক্তিশালী অবন্তীর প্রদ্যোত রাজবংশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করেন।

শিশুনাগের উত্তরাধিকারী কালাশোকের কালেই বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। কালাশোক মগধের রাজধানী বৈশালী হইতে আবার পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন। মনে হয় নন্দরাজবংশের প্রবর্তক মহাপদ্ম নন্দ কালাশোককে নিহত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

পুরাণের বর্ণনামতে মহাপদ্ম বা উগ্রসেন শূদ্রা মাতার সন্তান। জৈন কিংবদন্তীমতে তাঁহার মাতা এক বারাঙ্গনা এবং পিতা এক ক্ষৌরকার। অনেক গ্রীকলেখকের মতে মহাপদ্ম নন্দ মগধ রাজ কালাশোকের রাজ্ঞীর প্রীতির পাত্র হইয়া অবশেষে রাজা ও তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। নিঃসংশয়ে তিনি নীচবংশোদ্ভব ছিলেন ও অনুচিত উপায়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাও সত্য যে তিনি একজন নিপুণ ও পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। পুরাণ তাঁহাকে 'একরাট্' ও 'সর্বক্ষত্রান্তক' বলিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সীমা নির্ণয় করা কঠিন। খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপি হইতে অনুমান হয় যে কলিঙ্গ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সাহিত্যসূত্রে জানা যায় যে তিনি কোশল অধিকার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চল, যথা কুন্তল (বোম্বাই রাজ্য ও মহীশূরের দক্ষিণাংশ) ও অশ্মক, নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গ্রীকলেখকদিগের মতে বিপাশানদীর সীমান্তে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের কালে যে শক্তিশালী জাতি বাস করিত তাহারা যে সম্রাটের শাসনাধীন ছিল তাঁহার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। ইহা সুস্পষ্ট যে মহাপদ্ম নন্দ ভারতবর্ষের এক সুবিশাল অংশকে এক রাজচ্ছত্রতলে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য প্রবর্তক।

মহাপদ্মের পর একে একে তাঁহার আটপুত্র রাজা হন। শেষ রাজা আলেক-জাণ্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি বৌদ্ধ সাহিত্যে ধননন্দ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গ্রীক লেখকগণ ইহাকে বলিয়াছিলেন Agrammes (উগ্রসেনি)।

জনৈক গ্রীক লেখকের হিসাব মত মহাপদ্মের সৈন্য বাহিনী বিশ হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই হাজার চতুরশ্ববিশিষ্ট রথারোহী ও তিন হাজার গজারোহী লইয়া গঠিত ছিল। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে নন্দবংশের অপরিমেয় ধনৈশ্বর্যের কথা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। মনে হয় নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ তাঁহার নীচবংশ, নীতিহীনতা ও অর্থলোলুপতার জন্য প্রজাপুঞ্জের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এই সুযোগে চতুর ব্রাহ্মণরাজনীতিক চাণক্য বা কৌটিল্যের সহায়তায় মৌর্য্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে পঞ্জাবের সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রভাব ক্ষীণ হইয়াছিল। আর্য্যশক্তির প্রথম পীঠস্থানরূপে পূর্বে পঞ্জাবের যেরূপ গুরুত্ব ছিল ঐ সময়ে উহা আর সেরূপ ছিল না। ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতার কেন্দ্র পশ্চিম হইতে সরিয়া পূর্বে আসিয়াছিল। মধ্যদেশ হইয়াছিল আর্য্যজাতির কেন্দ্রস্থ অঞ্চল। মগধ ক্রমে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল। যে যোলটি রাজ্য বা মহাজনপদের উল্লেখ ভারতীয় সাহিত্যে আছে পঞ্জাবের অন্তর্গত মদ্র এবং পঞ্জাবের বহির্বলয়ে অবস্থিত কম্বোজ ও গান্ধার ব্যতীত তাহার একটিও পঞ্জাবে অবস্থিত নহে। সমগ্র উত্তরভারত যখন ধীরে ধীরে মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল সমৃদ্ধিশালী হইয়াও রাজনৈতিক বিভেদের ফলে উত্তর পশ্চিম ভারত তখন বৈদেশিক আক্রমণকারীদিগের অনায়াসলভ্য শিকারে পরিণত হইয়া পরাধীন হইতেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ হর্যঙ্কবংশীয় রাজা বিম্বিসারের মগধ-সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরে আকামেনীয় বংশের মহাবীর কুরুস (Cyrus) পারস্যে বা ইরাণে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্য পশ্চিমদিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও পূর্বদিকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শোনা যায় কুরুস গেড্রোসিয়া বা মাকরাণের মধ্য দিয়া এক ভারত বিরোধী অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। সিন্ধুনদ ও কাবুলনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করা ছাড়া ঐ অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এই সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট দারয়বৌস (Darius I) গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা অধিকারে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodutus) গান্ধারকে ইরাণীয় সাম্রাজ্যের সপ্তম ও ভারতকে দ্বাদশতম প্রদেশ বলিয়াছেন। হেরোডোটাসের মতে পূর্বদিকে রাজপুতানার মরুর দ্বারা বলয়িত সিন্ধু উপত্যকার নাম ভারত। ভারতই নাকি পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ প্রদেশ ছিল এবং ঐ প্রদেশ হইতে আধুনিক হিসাবে বৎসরে প্রায় এক কোটি সত্তরলক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত।

দারয়বৌসের পুত্র ক্ষরসের (Xerxes) উত্তর পশ্চিম ভারতের ইরাণীয় প্রদেশগুলির উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। গ্রীস বিরোধী অভিযানে ভারতীয় সেনা ক্ষরসের সহায়ক হইয়াছিল। তৃতীয় দারয়বৌস কডমেনাস (Codomannus) মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যে সেনাবাহিনী পাঠাইয়াছিলেন উহাতেও ভারতীয় সেনা ছিল। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় প্রদেশগুলির উপর ইরাণ সম্রাটদের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৈদেশিক শাসনে যে সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ঐ শাসনের ক্ষীণতায় তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় ও সমগ্র অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া আলেকজাণ্ডারের সহজ শিকারে পরিণত হয়।

উত্তর পশ্চিম ভারতে দুইশতকব্যাপী ইরাণী শাসনের ফলে ঐ অঞ্চলে ইরাণী লিপি ও ইরাণী স্থাপত্য প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইরাণী লিপিই পরে খরোষ্ঠি লিপিতে পরিণতি লাভ করে। অশোকের উত্তরপশ্চিম ভারতের অনুশাসনগুলি খরোষ্ঠি লিপিতে এবং অবশিষ্ট ভারতের অনুশাসনগুলি ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ। অশোকের স্মৃতিস্তম্ভ গুলিতে ইরাণী স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। অশোকের অনুশাসনগুলির প্রারম্ভিক অংশে এবং কিছু শব্দে ইরাণী প্রভাব অনুমান করা যায়। মনে হয় মৌর্য্য রাজ সভায় কিছু কিছু ইরাণী অনুষ্ঠান পালিত হইত। মৌর্য্যযুগের পর উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের শক শাসকেরা সত্রপ (ক্ষত্রপ) উপাধি ধারণ করিতেন। এই উপাধির অর্থ ইরাণীয় প্রাদেশিক শাসন কর্তা।

গৌতমবুদ্ধের পরিনির্বাণলাভের বৎসর কাহারও মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দ কাহারও মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দ। তিনি ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব কালও মতভেদে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দ বা ৬২৩ অব্দ। মগধের হর্যঙ্কবংশের প্রথম রাজা বিম্বিসার খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দের কাছাকাছি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মগধে হর্যঙ্কবংশ ও তৎপরে শিশুনাগবংশের সম্মিলিত রাজত্ব-কাল ২০০ বৎসর। শিশুনাগবংশের শেষ রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে তাঁহার রাজধানী বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। কালাশোক বৈশালী হইতে তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন এবং পাটলিপুত্রেই নন্দরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক ৩৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিহত হন। মহাপদ্ম নন্দ এবং তাঁহার আট পুত্র ২১ বৎসর মাত্র মগধে রাজত্ব করেন। মহাপদ্ম নন্দ অন্যায়ভাবে সিংহাসনলাভ করিলেও তাঁহারই নেতৃত্বে ভারতের প্রথম বৃহত্তম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। নন্দবংশের শেষ রাজা ধন নন্দকে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে সিংহাসনচ্যুত করিয়া চন্দ্রগুপ্তমৌর্য্য মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন মগধের সিংহাসনে। চন্দ্রগুপ্ত মহাপদ্মনন্দের সাম্রাজ্যকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন মহাবীর

আলেকজাণ্ডার কর্তৃক অধিকৃত পাঞ্জাবকে গ্রীককবল মুক্ত করিয়া। চন্দ্রগুপ্ত শেষবয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসারের ধর্মমত সম্বন্ধে কিছু জানা না গেলেও বিন্দুসারের পুত্র অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মপ্রচারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। অশোকের প্রেরণায় ও উৎসাহে হাজার হাজার বৌদ্ধধর্মযাজক গিরি-মরু-সাগর তুচ্ছ করিয়া দূর দূরান্তে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সাম্প্রতিককালে আমেরিকার বুদ্ধমূর্ত্তির আবিষ্কার হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে ক্লেশসহিষ্ণু বৌদ্ধ ধর্মযাজকগণ বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া কলম্বাসকর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের প্রায় দেড়হাজার বছর পূর্বে সমগ্র আমেরিকায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অশোকের নেতৃত্বে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। অশোকের পৌত্র বৃহদ্রথের আমলে কিনা বলা কঠিন মৌর্যবংশের পতন ঘটে। বৃহদ্রথ তাঁহার ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্রশুঙ্গ কর্তৃক নিহত হন এবং মগধের সিংহাসনে শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এ ঘটনা ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে। পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী না হইলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকের রাজত্বকাল যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৪ হইতে ৩০০, ৩০০ হইতে ২৭৩ এবং ২৭৩ হইতে ২৩২ অব্দ এবং মৌর্যবংশের অবসান ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে। মগধে শুঙ্গবংশের রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৭ হইতে ৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত ১১২ বৎসর। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫ অব্দে শুঙ্গবংশের শেষ নরপতি দেবভূতিকে নিহত করিয়া তাঁহার মন্ত্রী বসুদেব মগধে কাণ্ব-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মগধে কাণ্বশাসনের অবসান ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০ অব্দে।

কাণ্বশাসনের অবসান ও খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়—এই দুই সময়ের মধ্যবর্তীকালে মগধে কাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন। মগধে সাতবাহনগণের শাসনের কোন প্রমাণ নাই। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় মিত্রবংশীয় কতিপয় রাজা মগধে রাজত্ব করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সহিত শুঙ্গ বা কাণ্বগণের কি সম্পর্ক ছিল তাহা অজ্ঞাত। মিত্রগণের পর শকবংশীয় মুরুণ্ডগণ ও তাঁহাদের প্রাদেশিক শাসকগণ মথুরা ও পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিয়াছেন। ইঁহাদের পর নাগবংশ ও গুপ্তবংশ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি মগধের রাজপরম্পরার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত হইল। এই বিবরণের কাল গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকাল হইতে বুদ্ধচরিত রচয়িতা মহাকবি অশ্বঘোষের কাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ছয়শত বৎসর। এই কালের মধ্যেই আমরা পারস্যসম্রাট্ মহাবীর কুরুস, গ্রীকসম্রাট্ মহাবীর আলেকজাণ্ডার, ভারতসম্রাট্

মহাপদ্ম নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক ও কণিষ্ককে প্রাপ্ত হই। উল্লিখিত মহামহিমান্বিত সম্রাট্গণ ব্যতীত ধর্মপ্রচারক মহাবীর, বুদ্ধ ও যীশুখ্রীষ্ট, বৈয়াকরণ পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি, দার্শনিক সক্রেটিস্, প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, বসুবন্ধু, বসুমিত্র ও নাগার্জুন, চিকিৎসক চরক এবং কবি অশ্বঘোষকেও আমরা এই কালের মধ্যেই প্রাপ্ত হই। বুদ্ধচরিত রচয়িতা মহাকবি অশ্বঘোষ উল্লিখিত সকল মহীয়ান্দিগের দ্বারাই যে প্রভাবিত হইয়াছেন ইহা উঁহাদের ঐতিহাসিক ক্রম লক্ষ্য করিলেই প্রতীয়মান হইবে। দুইজন ভারতসম্রাট্ বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বধর্মে রূপায়িত করিয়াছিলেন—প্রথম জন মৌর্যসম্রাট্ অশোক ও দ্বিতীয়জন কুষাণসম্রাট্ কণিষ্ক। বুদ্ধচরিত মহাকাব্য রচনায় এই দুই সম্রাটের সুবিশাল সাম্রাজ্য, সুমহান্ চরিত্র ও অলোকসামান্য ক্রিয়াকলাপ যে মহাকবি অশ্বঘোষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহা সংশয়াতীত। এই নিমিত্ত এই দুই সম্রাটের সাম্রাজ্য, চরিত্র ও কর্মাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

পিতার মৃত্যুর পর আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহলের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধের ফলে অশোকের অভিষেক উৎসব বিলম্বিত হইয়া খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার রাজত্বের প্রথম চারি বৎসরের ইতিহাস অন্ধকারাবৃত।

অশোক তাঁহার শিলালিপিসমূহে নিজেকে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী বলিয়াছেন। স্বীয় প্রাক্তনগণের পদাঙ্কানুসরণে অশোক প্রথমে ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ পূর্বে নন্দসাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। নন্দবংশের পতনের ফলে উহা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। গ্রীকলেখকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের আমলে কলিঙ্গের একটি স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা ছিল। অশোক অভিষেকের আট বছর পর কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গরাজের বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিতে তাঁহাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ত্রয়োদশ সংখ্যক শিলালিপিতে অশোকের উক্তি এইরূপ—"সার্দ্ধলক্ষ সৈন্য বন্দী, একলক্ষ নিহত ও উহার বহুগুণ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।" নবর্জিত রাজ্য একটি প্রাদেশিক-শাসন এলাকায় পরিণতি লাভ করে এবং বর্তমান উড়িষ্যার পুরী জিলার অন্তর্গত তোষালী উহার রাজধানী হয়। বিম্বিসারের রাজত্বকালে মগধে সামরিক সম্প্রসারণের যে সূত্রপাত হইয়াছিল কলিঙ্গ জয়ে উহাতে যবনিকা পড়ে।

অশোকের সাম্রাজ্যের পরিধি প্রায় সুনির্দিষ্টরূপে নিরূপণ করা যায়। উহা উত্তরপশ্চিমে সীরিয়ার প্রথম অ্যান্টিওকোসের সাম্রাজ্য সীমাপর্যন্ত প্রসারিত এবং যে

অঞ্চলে আধুনিক সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থান অবস্থিত সেইসকল অঞ্চলসহ উহাদের নিকটবর্তী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসকল উহার অন্তর্বর্তী ছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় পেন, কম্বোজ ও গান্ধারকুল অশোক সাম্রাজ্যের উপজাতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী ও ইউয়েন-সাঙের বর্ণনা অনুসারে কাশ্মীরও অশোকসাম্রাজ্যের অঙ্গ ছিল। রুমিনদেইয়ে প্রাপ্ত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে নেপালের 'তরাই' অঞ্চলও অশোকসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্বদিকে মৌর্যসাম্রাজ্যের সীমা ছিল ব্রহ্মপুত্রনদ। দক্ষিণবঙ্গের তাম্রলিপ্তি ও উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধনে হিউয়েন সাঙ্ অশোকের স্থাপিত স্তূপ দর্শন করিয়াছিলেন তবে তিনি কামরূপে অশোকের কোন স্তূপ বা স্তম্ভ দর্শন করেন নাই। দক্ষিণে অশোকসাম্রাজ্য পেন্নারনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের ত্রয়োদশ সংখ্যক শিলালিপিতে চের, চোল, পাণ্ড্য ও পল্লবরাজ্য মৌর্যসাম্রাজ্যের সীমান্তরাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অন্ধ, ভোজ, পুলিন্দ ও রাষ্ট্রিক প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি উপজাতিও মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পশ্চিমে অশোকসাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সৌরাষ্ট্র ছিল অশোকের সামন্ত নরপতি যবনরাজ তুষাস্পের অধীন।

কলিঙ্গযুদ্ধে কলিঙ্গবাসিগণের অপরিমেয় দুঃখকষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতিতে অশোকের মনে যে দুঃসহ বেদনা সঞ্চারিত হইয়াছিল বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার বাণী তাহাতে সুধাস্রোতের কাজ করিয়াছিল। ঐ পরিস্থিতিতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার অনুশাসনসমূহে তিনি 'দেবানাং পিয়' (দেবগণের প্রিয়) বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার মনোভাব ছিল উদার এবং আচরণ ছিল সৌজন্যপূর্ণ। আজীবিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের জন্য তিনি বহু মূল্যবান্ সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার একখানি শিলালিপিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি রাজার শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের উল্লেখ আছে। অশোক 'ধম্ম' বা মৈত্রীর একনিষ্ঠ আচরণের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন সর্বাধিক। একখানি অনুশাসনে তিনি যে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা এইরূপ—"মাতা-পিতাকে ভক্তি করিবে। প্রাণীগণের প্রতি সমবেদনাযুক্ত হইবে। সত্য বলিবে—এইগুলিই সকল কর্তব্যের মূলবিধান।" আর একখানি অনুশাসনে বলিয়াছেন—'মাতাপিতার উপদেশ মনোযোগ দিয়া শোনা পুণ্যের কাজ। মিত্রের প্রতি উদারতা প্রদর্শন পুণ্যের কাজ। মিতব্যয় ও স্বল্পসঞ্চয়ের প্রয়াস পুণ্যের কাজ।" কি সহজ ও সরল এই ধর্মের উপদেশ। ইহাই তো সকল ভারতীয় কেন জগতের সকল ধর্মের মূল কথা। বৌদ্ধধর্ম সাধারণ মানুষ, পরিব্রাজক ও অর্হৎ হইবার সাধক এই তিনজনেরই পথ-

নির্দ্দেশ করিয়াছেন তবে অশোক কেবল সাধারণ মানুষের পথের কথাই বলিয়াছেন অপর দুইজনের পথের সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন।

অশোক স্বীয় সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় উপদেশগুলি চিরস্থায়ী শিলা ও প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। যেসকল স্থানে তাঁহার বাণীগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল সেই সকল স্থান সবিশেষ বিচার বিবেচনার পর নির্বাচিত হইয়াছিল। ঐ বাণীগুলি সেই সেই স্থানের ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার শিলালিপিগুলির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপদেশসমূহের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পাওয়া যায়। ধর্মবিধির প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের ধর্ম শিক্ষার জন্য তিনি ধর্ম মহামাত্র নামক অভিনব শ্রেণীর রাজকর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং প্রমোদ ভ্রমণ ও রাজকীয় শিকারযাত্রা ত্যাগ করিয়া ধর্মযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। রাজার এই কল্যাণ-ভ্রমণগুলি ধর্মপ্রচারে প্রচুর উৎসাহ সঞ্চারিত করিয়াছিল।

কলিঙ্গজয়ের নিদারুণ অভিজ্ঞতা অশোককে সনাতন দিগ্বিজয়ের নীতি পরিহার করিয়া ধর্মবিজয়ের নীতিগ্রহণের প্রেরণা দিয়াছিল। তাঁহার ষষ্ঠ শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধের দুন্দুভিনাদ ধর্মের দুন্দুভিনাদে পরিণত হইয়াছে। এই নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের ভিতরে ও বাহিরে সীমান্ত রাজ্য দখলের আর কোনও চেষ্টা তিনি করেন নাই। অপর রাজ্যে সৈন্য না পাঠাইয়া অহিংসার বাণী প্রচারের জন্য তিনি ধর্ম প্রচারক পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

অশোক তাঁহার ধর্মবিজয়ের আদর্শের উপর কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ত্রয়োদশ শিলালিপি হইতে বোঝা যায়। ঐ লিপিতে তিনি দাবী করিয়াছেন যে, তিনি কেবল তাহার সাম্রাজ্যের মধ্যেই ধর্মবিজয় করেন নাই, সাম্রাজ্যসংলগ্ন সীরিয়ার অধিপতি য়্যাণ্টিওকোস্ থীওস্, মিশরের অধিপতি দ্বিতীয় টলেমী ফিলাডেল্‌ফস্, উত্তর আফ্রিকার সাইরিনের রাজা মগস ও গ্রীসের এপিরাসের (মতান্তরে করিন্থের) রাজা আলেকজাণ্ডারের রাজ্যসমূহের মধ্যেও তাঁহার ধর্মজয়যাত্রা পরিচালনা করিয়াছেন। উক্ত শিলালিপিতে আরও বলা হইয়াছে— যে সকল স্থানে সম্রাটের ধর্মপ্রচারকগণ প্রবেশ পান নাই, সেই সকল অঞ্চলের জনগণও সম্রাটের মৈত্রীভাবনাপ্রসূত অনুশাসন ও নির্দ্দেশসমূহের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মাচরণে প্রবুদ্ধ হইয়াছে ও ভাবিকালে হইবে। এই সকল উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম পশ্চিম এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তবে গ্রীকদের মধ্যে উহার অগ্রগতির কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই।

অশোক সিংহলে ও সুবর্ণভূমিতে অর্থাৎ নিম্নব্রহ্মঅঞ্চলে যে সকল ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক শতক পরে লেখা সিংহলী ইতিবৃত্ত 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশে' উঁহাদের নামের উল্লেখ আছে। যুবরাজ মহেন্দ্রপরিচালিত ধর্ম জয়যাত্রা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। তিস্যের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম সিংহলে পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অশোক প্রীতির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তবে বৌদ্ধধর্মের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি স্বভাবতঃই অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার একখানি শিলালিপিতে তিনি বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরে মত বিরোধরূপ ঘোরতর পাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের সংহতি রক্ষা ও মত সংঘর্ষ বারণের জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই যে তিনি তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে পাটলিপুত্রে এক বৌদ্ধ সঙ্গীতি (Buddhist council) আহ্বান করেন। ঐ অধিবেশন আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল মত সংঘর্ষনিরোধ এবং যথার্থ বৌদ্ধনীতি-সমূহের সঙ্কলন। জানা যায় তিনি স্বয়ং সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং সম্রাট্‌কে বৌদ্ধভিক্ষুকবেশে দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম সঙ্ঘের সহিত অশোকের মিত্রভাবাপন্ন ও সহৃদয় সম্পর্ক ছিল। সঙ্ঘ তাঁহাকে 'ধর্মবন্ধু' উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি বৌদ্ধ-ধর্মসঙ্ঘকে তিনবার জম্বুদ্বীপ দান করিয়া তিনবারই উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা অবশ্য কোন সম্রাটের পক্ষে এই কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা অশোকের বৈদেশিক নীতিতে গুরুতর পরিবর্তন আনিয়াছিল। সীরিয়ার সহিত পুরাতন বন্ধুতার নীতি তিনি বজায় রাখিয়াছিলেন এবং চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র প্রভৃতি সাম্রাজ্যসীমান্তে স্থিত রাজ্যগুলি দখল না করিয়া তিনি উহাদের সহিত মিত্রতার সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছিলেন।

রাজ্যের অভ্যন্তরেও তাঁহার নীতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। যজ্ঞে প্রাণিবধ, জীব-হিংসা, সংযমহীন যৌথ উল্লাস ও অশিষ্ট আচরণের তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শকে তিনি মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। সরল ধর্মোপদেশ ও শাসনসংস্কারের সাহায্যে তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নয়নে যত্নবান্ ছিলেন। দূরতর প্রদেশ সকল যাহাতে কুশাসন কবলিত না হয় সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল অতন্দ্র। শাসনব্যবস্থায় তিনি যে সকল পরিবর্তন আনিয়াছিলেন সেগুলি এই—'যুত' বা 'যুক্ত', 'রাজুক', 'প্রাদেশিক' ও 'মহামাত্র'-নামক রাজকর্মচারিগণ তিন বা পাঁচ বৎসর অন্তর সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। মহামাত্রদিগের বিশেষ কাজ ছিল এই যে তাঁহারা দূরতর প্রদেশসমূহে অর্পিতক্ষমতার অপব্যবহার ও বিচারকার্যের

ত্রুটি পর্যবেক্ষণ ও সংশোধন করিতেন। অপর কর্মচারিগণকে ভ্রমণকালে ধর্মপ্রচারকার্যেও আত্মনিয়োগ করিতে হইত। অশোক এক নূতন শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উহাদের নাম ছিল ধর্মমহামাত্র। অহিংসা ও মৈত্রী ধর্মের প্রচারব্যতীত বিচারকদের প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞার পর্য্যালোচনা ও দণ্ডহ্রাস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শাসন-তান্ত্রিক কার্যের ভারও তাঁহাদের উপর থাকিত।

অশোক মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণী সকলেরই মঙ্গল সাধনে আগ্রহান্বিত ছিলেন। পশুবধ ও পশুক্লেশ বারণের জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ তাঁহার পঞ্চম শিলালিপিতে পশুহত্যার বিরুদ্ধে কতকগুলি বিধান আছে। এই বিধানগুলি অর্থশাস্ত্রের নিষেধবাণীগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। মনে হয় অর্থশাস্ত্রের নিষেধগুলিকেই অশোক এখানে কার্যকর করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে মানুষ এবং পশু দুইয়েরই জন্য আরোগ্যশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পথের পাশে কূপখনন, বটবৃক্ষের চারা লাগান, আমবাগানতৈরী প্রভৃতি কাজ যত্নে করা হইত। অশোক ভিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কেবল ভিক্ষাদান নহে তাঁহার শাসনব্যবস্থায় সকল প্রকার দানশীলতাই উৎসাহ পাইত। প্রজার মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ এবং প্রজার মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গ্রহণ—এই দুইটি রাজধর্মকে অশোক এক নূতন শক্তি ও গতিবেগ দান করিয়াছিলেন। ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের উপায়রূপে নৈতিক উন্নতির উপর সকল মনোযোগ সংহত করিয়া তিনি সকল মানুষকে স্বীয় আদর্শ ও কর্ম প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন।

অশোকের রাজত্বকালে প্রপীড়িত মানবের ইতিহাস যেন থামিয়া গিয়াছিল। এক বিশাল বিজয়ী সৈন্যবাহিনী ও সুনিপুণ আমলাতন্ত্রের সহায়তায় এই অসাধারণ দক্ষশাসক ভারতের ভিতরে ও বাহিরে বিজয় অভিযান চালাইবার নীতি গ্রহণ করিতে পারিতেন। অশোক সহজেই এক অখণ্ড জম্বুদ্বীপ গড়িবার আদর্শকে রূপায়িত করিতে পারিতেন। বিশ্বজয়ের পরিকল্পনার চিন্তাকেও তিনি মনের কোণে স্থান দিতে পারিতেন। কিন্তু অশোক সীজারের ন্যায় দেখিয়াই রাজ্যজয় করেন নাই তিনি রাজ্যজয় করিয়া দেখিয়াছিলেন। কলিঙ্গ জয় করিয়া তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন রাজ্যজয় বলিতে কি ভয়াবহ বস্তুকে বুঝায়। অশোকের মধ্যে পরাক্রম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই রণকুশল রাষ্ট্রনীতিবেত্তা মগধের বৌদ্ধধর্মকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মের রূপ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অসহিষ্ণু বা গোঁড়া ছিলেন না। তিনি সকল প্রশ্ন ও সকল সমস্যার বিচার করিতেন উদার মানবিক দৃষ্টিতে। পৃথিবীর

ইতিহাসে যে সকল ঘটনা সভ্যপ্রভাব বিস্তারে সর্বাধিক কার্যকরী হইয়াছে, উহাদের অন্যতম সম্রাট্ অশোকের ধর্মবিজয়ের অভিযান সমূহ। তাঁহার তিরোধানের বহুকাল পরেও তাঁহার দানশীলতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত নরপতিদিগকে প্রেরণা যোগাইয়াছে।

অহিংসাধর্মের এই মহান্ প্রচারক যুদ্ধের ভয়াবহ-দুঃখকষ্ট ও হাহাকার সম্বন্ধে আবেগমথিত হৃদয়ে যে সকল বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজিও আমাদের কানে বাজিতেছে। কেহ কেহ বলেন তিনি পৃথিবীকে উহার চিরদিনের অভ্যস্ত রক্তিপপ্ত পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার শান্তিবাণী মানবেতিহাসের গতি পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। বরং উহা মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিয়াছে। এই উক্তি ঠিক নহে। শান্তিবাণীর সহিত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বিশাল বাহিনী না থাকিলে শান্তি বাণী এ পৃথিবীতে কার্যকরী হইতে পারে না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই রাশিয়া জগতের শান্তির জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে সমরসাজে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। আগ্রাসী দেশকে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। সরলের সহিত সরলতা করা এবং শঠের সহিত শাঠ্য করা নীতি শাস্ত্রসম্মত। চিত্তে করুণা থাকিবে বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সময় নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করিতে হইবে। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতি ক্ষাত্রধর্ম পালন করিতে গিয়া পাত্রভেদে মধুর ও কর্কশ ব্যবহার করিয়াছেন। শিখজাতি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যসাম্রাজ্য যবনাক্রান্ত হইয়াছিল। আক্রমণকারী যবনদিগকে উপযুক্ত বাহিনীর সাহায্যে উত্তম মধ্যম দিতে পারিলে তাহারা আর মারমুখী হইতে সাহস পাইত না। আমি পররাজ্য আক্রমণ করিব না কিন্তু আক্রান্ত হইলে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করিবার মত শক্তি আমাকে সর্বদা রাখিতে হইবে—ধর্মপরায়ণ নরপতিগণের বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ইহাই হইবে চিরন্তন নীতি। বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নীতিও ইহাই।

অশোক বাস্তব বোধবর্জিত স্বপ্নদ্রষ্টামাত্র ছিলেন না। আদর্শবাদ সত্ত্বেও জীবনসত্যের সম্মুখীন হইবার মত প্রগাঢ় ইহচেতনা তাঁহার ছিল। স্বীয় উত্তরাধিকারিগণকে তিনি তাঁহার ধর্মবিজয়পথের অনুবর্তন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যেন জনসাধারণের ধর্মশিক্ষা ও ধর্মাচরণে দীক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার নির্দেশ গ্রহণ করিবেন কিনা এ বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন এবং এইজন্যই তাঁহার নির্দেশবাণীতে এ কথাও ছিল যে রাজ্যজয়ের আদর্শ যদি তাঁহারা গ্রহণ করেনই তবে শান্ত ও করুণ

হৃদয়ে যেন তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন। জনগণের হৃদয় জয়ই যথার্থ জয়—এ আদর্শ হইতে তাঁহারা যেন কদাপি স্খলিত না হন। সামাজিক জীবনের নিবিঘ্নতার জন্য আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজন অশোক কখনও ভোলেন নাই। আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য বলপ্রয়োগ আবশ্যক কিনা, আবশ্যক হইলে কতটা আবশ্যক—ইহাই তাঁহার বিচার্য্য ছিল। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান ও বাস্তব চেতনার সমন্বয়ে অশোকচরিত্র অসাধারণ। মৌর্যসাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয়ের জন্য তাঁহার শান্তিনীতি দায়ী নহে, দায়ী তাঁহার উত্তরপুরুষগণের রাষ্ট্রনীতি জ্ঞান ও বাস্তব চেতনার অভাব।

অশোকের শিলালিপিগুলি তাঁহার এক অবিনাশী কীর্তি। উহারা অখিল ভারতে বিকীর্ণ বায়ুয়া মুক্তামালার মত। শিলালিপিগুলির আঞ্চলিক অবস্থিতি হইতে অশোকের সাম্রাজ্যের পরিসর সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে। ক্রমানুসারে ঐগুলিকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ঐগুলি স্থানীয় জনসাধারণের তাৎকালিক ভাষায় রচিত। ঐ ভাষা সংস্কৃত ও পালির অত্যন্ত সদৃশ। অশোকের চতুর্দ্দশ শিলালিপির দুইটি অংশ খরোষ্ঠি লিপিতে উৎকীর্ণ। অবশিষ্ট সমুদয় লিপি ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা।

বুদ্ধচরিত রচয়িতা মহাকবি অশ্বঘোষের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট্ কণিষ্কের কথা এবার আমরা আলোচনা করি। অশোককে আমরা প্রথম বৌদ্ধসম্রাট্ বলিতে পারি। তাহার প্রায় তিন শতক পরে প্রভাবশালী বৌদ্ধ সম্রাট্ হইলেন খ্রীষ্টীয়প্রথম শতকের কুষাণ সম্রাট্ কণিষ্ক। কণিষ্ক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি অব্দের সূচনা করেন। পশ্চিম ভারতের শক রাজারা দীর্ঘকাল বর্ষগণনায় এই অব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই কণিষ্কের এই অব্দকে শকাব্দ বলা হয়, কণিষ্কাব্দ বা কুষাণাব্দ বলা হয় না।

প্রসিদ্ধ বিজেতা কণিষ্কের সামরিক সাফল্য তাঁহাকে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করে। কাশ্মীর জয়ী কণিষ্কের সাকেত ও পাটলিপুত্রের রাজগণের সহিত সংঘর্ষের কাহিনী চৈনিক ও তিব্বতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। পল্লবরাজ বিজেতা কণিষ্ক চৈনিকগণের সহিত যুদ্ধের ফলে কাশগড়, খোটান ও ইয়ার খন্দ লাভ করেন। ৮৯-১০৫ খ্রীষ্টাব্দের চীন সম্রাট্ হোতির আমলে এশিয়ায় স্বীয় প্রভাব পুনরুদ্ধারের জন্য চৈনিকদিগের প্রবল উদ্যোগের ফলে হোতির সেনাপতি পাঞ্চাওয়ের নিকট কণিষ্ক পরাজিত হন। তিনি কয়েক বছর পর চীনের বিরুদ্ধে পামীর মালভূমি বরাবর এক অভিযান পরিচালনা করিয়া পাঞ্চাওয়ের পুত্রকে পরাজিত করিয়া ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মনে হয় এই যুদ্ধেই তিনি এক চীনা রাজকুমারকে বন্দী করিয়া সন্ধির জামীনস্বরূপ তাঁহাকে নজ রাজ্যে রাখিয়াছিলেন।

কণিষ্ক সাম্রাজ্যের বহির্ভারতীয় অংশ আফগানিস্থান, বাহ্লীকদেশ, কাশগড়, খোটান ও ইয়াক খন্দ অঞ্চলের সমষ্টিস্বরূপ। তাঁহার সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশ যে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু ও পূর্বদিকে কাশীপর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তর প্রদেশ লইয়া গঠিত ছিল ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। বিহার ও বঙ্গদেশেও তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশ মহাক্ষত্রপ ও ক্ষত্রপ উপাধিকারী রাজপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক শাসিত হইত। তাঁহার রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ার মণিমালার মধ্যমণির ন্যায় তার সাম্রাজ্যহারের মধ্যমণি ছিল।

পালি সাহিত্যের কিংবদন্তী এই যে কণিষ্ক তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এই সাহিত্যিক কিংবদন্তীর সাক্ষী প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রা ও শিলালিপির তাঁহার কোন কোন মুদ্রা বুদ্ধমূর্ত্তিচিহ্নিত। রাজধানী পুরুষপুরে তিনি সুবৃহৎ কাষ্ঠময়চূড়াবিশিষ্ট একটি চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন তিনি ঐ চূড়ার অভ্যন্তরে স্থাপন করেন। তাঁহার আহ্বানে কাশ্মীরে বা গান্ধারে বা জলন্ধরে চতুর্থ বা শেষ বিখ্যাত বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সঙ্গীতির পরিচালক ছিলেন বসুমিত্র ও বুদ্ধচরিত রচয়িতা মহাকবি অশ্বঘোষ। ঐ অধিবেশনে বৌদ্ধশাস্ত্রের বিধান সমূহের পূর্ণাঙ্গ টীকা ও ভাষ্য রচিত হইয়াছিল। ঐ টীকা ও ভাষ্যগুলিকে পিত্তলফলকে উৎকীর্ণ করিয়া এক স্তূপের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হইয়াছিল। কণিষ্কের মধ্যে একাধারে বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং সর্বধর্ম সহিষ্ণুতার ভারতীয় আদর্শ বিরাজমান ছিল। তাঁহার মুদ্রাগুলি হিন্দু, গ্রীক, জরথুষ্ট্রীয়, ইরাণীয়, রোমক প্রভৃতি নানাধর্মের দেবমূর্তির দ্বারা চিহ্নিত দেখা যায়।

শিল্প ও সংস্কৃতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক কণিষ্ক পুরুষপুরে যে চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর বহুশতক পরেও উহা চৈনিক ও মুসলমান পর্য্যটক দিগকে বিস্মিত করিয়াছিল। তাঁহার স্তূপটি এজেসিলাওস্ নামক এক গ্রীকস্থপতির তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। কণিষ্ক তক্ষশিলার নিকটে একটি নগরী নির্মাণ করেন এবং মনে হয় কাশ্মীরের কণিষ্কপুর নগরটির নির্মাতাও তিনিই। নানা গুণী ও জ্ঞানী তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন প্রখ্যাত বৌদ্ধমনীষী পার্শ্ব ও বসুমিত্র খ্যাতনামা কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ, প্রখ্যাতনামা দার্শনিক নাগার্জ্জুন এবং বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ চরক।

কুষাণরাজত্ব কালেই ভারতীয় সভ্যতা প্রথম মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে এবং আনুমানিক ৬১-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্যপমাতঙ্গ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম চীনে নীত হয়। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং উহার সহিত বিদেশের জাতিগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একই সময়ে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসেও এক দূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত করে।

কণিষ্কের শাসনকাল হইতেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিকাশের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে।

বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন সমূহের ব্যাখ্যার উদারতার নীতি অবলম্বিত হয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে। এই উদারতার নীতি দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই সময়ে ভিক্ষুজীবনের পূর্বতন কৃচ্ছ্রতা কিছু পরিমাণে শিথিলীকৃত হয় এবং নূতন বোধিসত্ত্বের আদর্শের ঘোষণায় বলা হয় যে গৃহী বা ত্যাগী যে কোন ব্যক্তি পারমিতা-রূপ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া বুদ্ধত্বলাভের অধিকারী হইতে পারেন। অশোকের ঘোষণায় এই আদর্শের প্রতি পক্ষপাত দৃষ্ট হয় প্রথম। সেই সময়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বুদ্ধভক্ত জনসাধারণের সম্মুখে এই আদর্শ স্থাপন করেন। মনে হয় অশোকের নেতৃত্বে তাঁহার কালের বৌদ্ধভিক্ষুরা তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেন এবং বৌদ্ধধর্মের সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যে জনসাধারণের যাহাতে স্থান হয় তাহার উপায় নির্দেশ করেন। মনে হয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে পারমিতা-তত্ত্বের সূত্রপাত হয়।

এই নূতন ধর্মমত মহাসঙ্ঘিকেরা সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তাঁহারা ঘোষণা করেন বুদ্ধত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকেই করিতে পারেন। যথাযোগ্য শীলাদির আচরণ করিয়া মনুষ্য মাত্রেরই বোধিসত্ত্ব হইবার অধিকার আছে এবং প্রত্যেকেরই কার্যে সে অধিকার প্রয়োগ করা উচিত। মহাসঙ্ঘিকগণ বুদ্ধপূজার প্রচলন করেন। ব্যক্তিপূজার মাধ্যমে এইরূপে তাহারা বুদ্ধভক্তগণের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ সঞ্চারিত করেন। ব্যক্তিপূজার ন্যায় প্রতীক পূজার এইরূপ দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবের উদয় সম্ভব নহে। এই সময় হইতে বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং বুদ্ধমূর্তির পূজা প্রচলিত হয়। এইরূপে লোকান্তরিত ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত পরিত্রাতার উপাসনার রূপ পরিগ্রহ করে। ইহাই মহাযান বৌদ্ধধর্ম।

হীনযান বৌদ্ধধর্ম কোন সময়ে মহাযান বৌদ্ধধর্মে পরিণতি লাভ করে তাহা সূক্ষ্মভাবে বলা কঠিন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রথম সাক্ষাৎ পাই আমরা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্রচলিত এবং ১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনাভাষায় অনূদিত প্রজ্ঞাপারমিতা-গ্রন্থে। কণিষ্ক যে সময়ে চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন তাহার পূর্বেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম একটি জাগ্রত শক্তিরূপে সমাজে প্রচলিত ছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে দর্শন, তাহার প্রথম প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা ছিলেন নাগার্জুন। মনে হয় নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন। নালন্দা সঙ্ঘের অধ্যক্ষ নাগার্জুনের মাতৃভূমি ছিল বিদর্ভ। হীনযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বুদ্ধগয়াকে নালন্দা নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম মহাসঙ্ঘিকদের কর্মকেন্দ্র অন্ধ্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া নাগার্জুন, আর্যদেব, আসঙ্গ ও বসুবন্ধুর আন্তরিক যত্নে লালিত হইয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয়

শতকে অখিল উত্তর ভারত ছাইয়া ফেলে ও পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় কালের কবি হইলেও অশ্বঘোষ হীনযানী ছিলেন। ইহা তাঁহার স্বীয় দার্শনিক মতবাদে ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচায়ক।

কাল ও দেশের যে পরিবেশের মধ্যে অশ্বঘোষ বুদ্ধরচিত রচনা করিয়াছিলেন তাহা আলোচিত হইল। এবার আমরা বুদ্ধচরিতের যে দশম ও একাদশ সর্গ আমাদের আলোচ্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সেই সর্গ দুইটির বিষয়বস্তু, ভাষা ও ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। সংস্কৃত সাহিত্য সংগ্রহে অশ্বঘোষের বুদ্ধরচিত মহাকাব্য হইতে তিনটি অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম অংশটি বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গ। উহার নাম বুদ্ধদেব জন্ম পরিগ্রহ। এই সর্গের ১৩টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম ৫টি, ৭মটি ও ১১শ হইতে ১৩শটি ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণজাত উপজাতিচ্ছন্দে ৮ম ও ৯মটি শ্লোকচ্ছন্দে এবং ষষ্ঠ ও দশমটি বসন্ততিলকচ্ছন্দে রচিত। রঘু, কুমার, ভট্টি, ভারবি, মাঘ নৈষধ—এই ষম্মহাকাব্যে প্রতিসর্গের শেষে এই ধরণের পুষ্পিকা আছে। যথা—ইতি শ্রীকালিদাসকৃতৌ রঘুবংশে মহাকাব্যে দিলীপস্য বশিষ্ঠাশ্রমগমনং নাম প্রথমঃ সর্গঃ। ষম্মহাকাব্যের পুষ্পিকার এই রীতি যে বাল্মীকির পদাঙ্কানুসরণ-প্রসূত তাহা রামায়ণের বালকাণ্ডের প্রথম সর্গের পুষ্পিকা হইতেই সুস্পষ্ট অনুমিত হইতে পারে। পুষ্পিকাটি এইরূপ—ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে মহাকাব্যে রামায়ণে বালকাণ্ডে নারদ বাল্মীকি সংবাদো নাম প্রথমঃ সর্গঃ। মহাভারতে জয়দ্রথবধ পর্বাধ্যায়ে ভূরিশ্রবা অর্জুনকে ভর্ৎসনা করিতে গিয়া পুরা বাল্মীকিনা গীতং বলিয়া রামায়ণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ শ্লোকটি উপলভ্যমান রামায়ণে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতেই মহাভারত হইতে রামায়ণের পূর্ববর্তিতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু মহাভারতকার পুষ্পিকারীতিতে বাল্মীকির অনুগামী নহেন। প্রমাণস্বরূপ গীতার প্রথমাধ্যায়ের পুষ্পিকাটি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমাধ্যায়ঃ। অশ্বঘোষ তাঁহার পূর্ববর্তী বাল্মীকি, ব্যাস, পাণিনি (পাতালবিজয় ও জাম্ববতীজয় মহাকাব্যের কবি ও প্রখ্যাত বৈয়াকরণ) প্রভৃতি পুষ্পকারীতির অনুসরণ করেন নাই—তাঁহার পুষ্পিকা তাঁহার সর্গগুলির অনুচরী নহে পুরশ্চরী। বুদ্ধচরিতের প্রথমসর্গের পুষ্পিকাটি এই—বুদ্ধচরিতম্ প্রথমঃ সর্গঃ বুদ্ধদেব জন্ম পরিগ্রহঃ।

সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে বুদ্ধচরিতের দ্বিতীয় অংশটি হইল জীর্ণ-রুগ্ন-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শন নামক উহার তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ। এই অংশে ৪০টি শ্লোক আছে। ৪০টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম ৩১টি ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণ সম্ভূত উপজাতিচ্ছন্দে ও অবশিষ্ট ৯টি একাদশাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষরবৃত্তের মিশ্রণ সম্ভূত উপজাতিচ্ছন্দে রচিত।

পরপর দুইটি সর্গ মিলিত হইয়াছে। প্রথমটির কোথায় শেষ ও দ্বিতীয়টির কোথায় আরম্ভ তাহার ঠিকানা নাই। মহাকাব্যে প্রতিসর্গের বর্ণনীয় বিষয় পৃথক। কিন্তু বুদ্ধচরিতের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের বর্ণনীয় বিষয় অভিন্ন। এই দুই সর্গের পুষ্পিকাও প্রথম অংশের মত পুরশ্চরী। উদ্ধৃত তৃতীয় অংশটিতে ২৭টি শ্লোক আছে। শ্লোকগুলি ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ও এই উভয়ের মিশ্রণজাত উপজাতিচ্ছন্দে রচিত। পুষ্পিকা-প্রভৃতি অপর সকল বিষয়ে ইহা দ্বিতীয় অংশের অনুরূপ। এই অংশটিই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য।

বুদ্ধচরিত কোন্ শ্রেণীর কাব্য এবার আমরা সেই আলোচনা করিব। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কাব্যকে রসাত্মক বাক্য বলিয়াছেন। বাক্য ও মহাবাক্যভেদে বাক্য দ্বিবিধ। বাক্যরাশির নাম মহাবাক্য আর যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি-বিশিষ্ট পদসমূহের নাম বাক্য। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে ২৮টি সর্গ ছিল। এই ২৮টি সর্গের প্রত্যেকটি সর্গকে অথবা সমগ্র বুদ্ধচরিতকে আমরা মহাবাক্য বলিতে পারি। বিম্বিসার-সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক বুদ্ধচরিতের দশম ও একাদশ সর্গ আমাদের আলোচ্য। এই অংশের প্রথম শ্লোক—উত্তীর্য গঙ্গাং প্রচলত্তরঙ্গাং রাজাত্মজো রাজগৃহং জগাম।
পঞ্চাচলাঙ্কং নগরং প্রপেদে শান্তঃ স্বয়ম্ভূরিব নাকপৃষ্ঠম্ ॥১॥

চঞ্চল তরঙ্গমালিনী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুত্র (সিদ্ধার্থ) রাজগৃহে গমন করিলেন। শান্তাত্মা বিরিঞ্চি যেরূপ সর্গ পৃষ্ঠে পৌঁছিয়া থাকেন (তিনি) সেইরূপ পঞ্চাচল চিহ্নিত নগরে পৌঁছিলেন ॥ ১ ॥ এই শ্লোকটি একটি বাক্য এবং ইহা একটি শান্তরসাত্মক বাক্য। এইজন্য ইহা কাব্যপদবাচ্য। ইহার পরবর্তী শ্লোকটি হইল—

শ্রৈণ্যোঽথ ভর্তা মগধাজিরস্য বাহ্যাদ্ বিমানাদ্ বিপুলং জনৌঘম্।
দদর্শ পপ্রচ্ছ চ তস্য হেতুং ততস্তম্ অস্মৈ পুরুষঃ শশংস ॥ ২ ॥

তাহার পর মগধের ধর্মাধিকরণের প্রভু শ্রৈণ্য প্রাসাদের বহির্দেশ হইতে বিপুল জনস্রোত দর্শন করিলেন এবং তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে সেই (হেতু) বলিল ॥ ২ ॥ এই শ্লোকটিও একটি বাক্য এবং ইহা একটি ভক্তিরসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্য। গৃহত্যাগী রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে দেখিবার জন্য অগণিত জনতার ভীড় হইয়াছে এবং ভীড় এত বড় যে মগধেশ্বর বিম্বিসার তাঁহার নামান্তর শ্রৈণ্য উহাতে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পরিজনগণকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে History repeats itself (ইতিহাস নিজেকে আবর্তিতকরে)। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের এই ইতিহাসকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে আমরা পুনরাবৃত্ত দেখিতে পাই তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের জীবনে। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন। অগণিত জনতা ঘরের খাইয়া তাঁহার পশ্চাতে

ছুটিয়াছে। গৌড়েশ্বর হোসেনশাহ এই দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্রী দবীর খাস (রূপ) ও সাকের মল্লিক (সনাতন) কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্যের প্রতি ভক্তিমান্ মন্ত্রিযুগল পাছে মুসলমান নবাব শ্রীচৈতন্যের প্রতি কোনরূপ অসদাচরণ করেন এই ভয়ে উত্তর করিলেন জনতা এক সামান্য সন্ন্যাসীর পাছে ছুটিয়াছে। গৌড়েশ্বর উত্তর করিলেন সন্ন্যাসী যদি সামান্যই হইবে তবে কেন ঘরের খাইয়া এত লোক তাঁহার পিছনে ছুটিতেছে। মগধরাজ বিম্বিসারের প্রশ্নের উত্তরে পরিজন যে উত্তর করিয়াছেন সেই পরবর্তী শ্লোকটি এই—

জ্ঞানং পরং বা পৃথিবীশ্রিয়ং বা বিপ্রৈর্য উক্তোঽধিগমিষ্যতীতি।
স এব শাক্যাধিপাত তনুজো নিরীক্ষ্যতে প্রব্রজিতো জনেন॥

যিনি পরজ্ঞান বা পৃথিবীর রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন জনগণ প্রব্রজিত সেই শাক্যরাজ তনয়কে দর্শন করিতেছে। ইহাও একটি ভক্তি-রসাত্মক বাক্য এবং কাব্য। এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের সেই সকল শ্লোক মনে পড়ে যে সকল শ্লোক অভিমন্যুতনয় মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের পর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ভাবী গুণাবলী কীর্তন করিয়াছিলেন। ভাগবত মহাপুরাণের রচনাকাল খৃষ্টীয় প্রথমশতকের অর্থাৎ বুদ্ধচরিত রচনার অনেক পরে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ভাগবতকার পরীক্ষিতের চরিতবর্ণনায় মহাভারতের অনুসরণ করিলেও বুদ্ধচরিতের প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে নাই একথা বলা যায় না। যাহা হউক এইরূপে বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের কাব্যস্রোত উহার দশম ও একাদশ সর্গের প্রতিটি শ্লোকের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। আমাদের আলোচ্য এই দশম ও একাদশ সর্গের প্রতিটি শ্লোকই রসাত্মক পূর্ণাঙ্গ বাক্য বলিয়া কাব্যধর্মী। পাদবদ্ধ নহে এমন পূর্ণার্থবোধক পদরাশিকে গদ্য কহে। পদ্যের ন্যায় গদ্যেও বাক্য ও মহাবাক্যভেদে বাক্য দ্বিবিধ। ইহা অনুমিতিসিদ্ধ যে বুদ্ধচরিত, হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, নবসাহসাঙ্কচরিত, দশকুমারচরিত প্রভৃতি চরিত কাব্যসমূহের অগ্রদূত। কিন্তু রচনাশৈলীর পার্থক্যহেতু সংস্কৃতকাব্যে কোবিদবৃন্দ বুদ্ধচরিতকে সর্গবদ্ধ বা মহাকাব্য, হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত ও নবসাহসাঙ্কচরিতকে আখ্যায়িকা এবং দশকুমারচরিতকে কথা সংজ্ঞা দিয়াছেন। অমরার্থ চন্দ্রিকামতে "আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা প্রবন্ধকল্পনাকথা"—ইতিহাসমূলক গদ্যকাব্যের নাম আখ্যায়িকা এবং কবিকল্পনাপ্রসূত গদ্যকাব্যের নাম কথা। বুদ্ধচরিত ইতিহাসমূলক হইলেও ইহা আখ্যায়িকা নহে মহাকাব্য কারণ ইহা পদ্যময় ও সর্গেবদ্ধ। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত বা নৈষধীয়চরিতও বুদ্ধচরিতের ন্যায় সর্গবদ্ধ। আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্যের শ্রেণী বিভাগ স্থূলভাবে এইরূপ—দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে কাব্য দ্বিবিধ। দৃশ্যকাব্য ও রূপক ও উপরূপকভেদে দ্বিবিধ। শ্রব্যকাব্য পদ্যময়, গদ্যময় ও গদ্যপদ্যময় ভেদে ত্রিবিধ।

পদ্যময় কাব্যের তিনটি ভাগ যথা মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোশকাব্য। গদ্যময়কাব্য কথাও আখ্যায়িকা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গদ্য ও পদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ।

বুদ্ধচরিত শ্রব্যকাব্য। কারণ ইহা শ্রবণের যোগ্য দর্শনের নহে। দ্বিতীয়তঃ ইহা পদ্য কাব্য। কারণ ইহা পদ্যে রচিত। তৃতীয়তঃ ইহা মহাকাব্য। মহাকাব্যের লক্ষণ এইরূপ—মহাকাব্যের নায়ক বহুগুণযুক্ত ও সৎকুলসম্ভূত প্রধান রস মধুর, বীর অথবা শান্ত এবং বর্ণনার বিষয় নৈসর্গিক দৃশ্য, বিপ্রলম্ভ বা সম্ভোগের মধুররস, যুদ্ধ ইত্যাদি। মহাকাব্যের সর্গসংখ্যা কমপক্ষে আটটি এবং এই সর্গগুলি নানাছন্দে রচিত। বুদ্ধচরিতে আমরা এই লক্ষণগুলি পাই বলিয়াই বুদ্ধচরিত মহাকাব্য। বুদ্ধচরিতের নায়ক অশেষগুণসম্পন্ন ও শাক্যমহাকুলসম্ভূত, প্রধান রস শান্ত এবং বর্ণনার বিষয় নৈসর্গিক দৃশ্য তো বটেই যুদ্ধ ও। কারণ অশুভ শক্তির সহিত কঠোর ও জীবনব্যাপী সংগ্রামই বুদ্ধচরিত্রের বিশেষত্ব।

এবার আমরা বুদ্ধচরিতের দশম ও একাদশ সর্গের একটি সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ লিপিবদ্ধ করিব এবং ইহার নাম দিব।

বস্তুসংক্ষেপ—রাজকুমার সিদ্ধার্থ চঞ্চলতরঙ্গ মালিনী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া রাজগৃহের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং শান্তরসাম্পদ সুরাসুর পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ স্বর্গপৃষ্ঠে অবস্থিত ব্রহ্মলোকে বা সত্যলোকে উপস্থিত হন সেইরূপ সেই পঞ্চপর্বতলাঞ্ছিত রাজগৃহ নগরীতে উপস্থিত হইলেন। মগধের ধর্মাধিকরণের প্রভু বিম্বিসার যাঁহার একটি নাম শ্রেণ্য প্রাসাদের বহির্দেশ হইতে এক বিপুল জনতা দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহার সন্নিহিত পরিজনকে ঐ জনসংঘট্টের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—যিনি পরম জ্ঞান বা পৃথিবীর রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন জনগণ প্রব্রজিত সেই শাক্যরাজতনয়কে দর্শন করিতেছে। রাজা পরিজনের কথা বলিলেন এবং মনে মনে উহা ধারণা করিলেন। তাহার পর সেই পরিজনটিকেই বলিলেন—জানিয়া আইস উনি কোথায় যাইতেছেন পরিজনটি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সিদ্ধার্থের অনুগমন করিলেন। তিনি দেখিলেন—সিদ্ধার্থ যদৃচ্ছালব্ধ ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া এক নির্জন গৈরিক প্রস্রবণের নিকট গমন করিলেন। রাজভৃত্য সেখানে ঐরূপ দেখিয়া উহা রাজা শ্রেণ্যকে জানাইলেন। রাজা পরিজনের কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থের প্রতি শ্রদ্ধাতিশয়হেতু বিনীতবেশে সেখানে গিয়া চলমান (পর্বত সদৃশ) সিদ্ধার্থের শৃঙ্গের ন্যায় শান্তেন্দ্রিয় বোধিসত্ত্বকে দর্শন করিলেন। তাহার পর সেই রাজা হস্তিকর্ণের ন্যায় নীল শুদ্ধ শিলাতলে বসিলেন, বসিয়া সিদ্ধার্থের অনুমতি লইয়া তাঁহার মনোভাব জানিবার জন্য এই কথা বলিলেন—বিশাল সূর্যবংশে আপনার জন্ম, নবীন আপনার বয়স এবং জ্যোতির্ময়

আপনার দেহ। তবে কেন আপনার এই বুদ্ধি ক্রম লঙ্ঘন করিয়া রাজ্যে রত না হইয়া ভিক্ষায় রত হইয়াছে? আপনার দেহ রক্তচন্দনে চর্চিত হইবার যোগ্য—ইহা কাষায় বসন পরিধানের যোগ্য নহে, আপনার হস্ত প্রজাপালনের উপযুক্ত পরপ্রদত্ত অন্নভোগের যোগ্য নহে। আমি ঐশ্বর্য্যের প্রতি অনুরাগ বা বিস্ময় বশতঃ ইহা বলিতেছি না স্নেহ বশতঃ বলিতেছি। আপনার এই ভিক্ষুবেশ দেখিয়া আমার মন করুণাক্রান্ত এবং চক্ষু সজল হইতেছে। মিত্রশ্রেষ্ঠ মগধরাজ এইরূপ প্রতিকূলকথা বলিলে বংশোচিত শুচিতায় নির্মল শুদ্ধোদননন্দন, হৃদয়ে কোনরূপ বিকার বা পীড়া বোধ না করিয়া এই উত্তর দিলেন—হর্যঙ্কমহাকুলসম্ভূত আপনার ইহা বলাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। হে মিত্রকামী, মিত্রের জন্য বিশুদ্ধবৃত্তি আপনার এইরূপ বোধ হওয়াই সম্ভব। আমি মুক্তির নিমিত্ত জরা ও মৃত্যুর ভয় অবগত হইয়া (জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্তির নিমিত্ত) সাশ্রুবদন প্রিয় বন্ধুগণকে—তাহারও পূর্বে অমঙ্গলের হেতু ভূত কামনাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম আশ্রয় করিয়াছি। এই বিষয় সমূহকে আমি যেরূপ ভয় করি আশীবিষসমূহকে, গগনচ্যুত অশনিকুলকে, পবনসহায় বহ্নিসমূহকেও সেরূপ ভয় করি না। মানুষ সাগরাম্বরা ধরণী প্রাপ্ত হইয়াও মহাসাগরের পরপার জয় করিতে ইচ্ছা করে। পতিত জলরাশিতে সাগরের যেমন তৃপ্তি নাই কামনার বস্তুতে লোকেরও সেইরূপ তৃপ্তি নাই। দেবতা স্বর্ণবৃষ্টি করিলেও, সপ্তদ্বীপ এবং চারিসমুদ্র জয় করিলেও, ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিলেও মান্ধাতার বিষয় সমূহে তৃপ্তিলাভ হয় নাই। বৃত্রাসুরের ভয়ে দেবরাজ পলায়ন করিলে স্বর্গে দেবগণের রাজ্য ভোগ করিয়াও দর্পহেতু মহর্ষিগণকে বাহক নিযুক্ত করিয়াও কামনার বস্তুতে অতৃপ্ত নহুষ সর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ত্রিদিব জয় করিয়া দেবী উর্বশীকে বশে আনিয়াও বিষয়ে অতৃপ্ত রাজা ঐল ঋষিগণ হইতে স্বর্ণহরণাভিলাষী হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃগকুল নিধনপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সঙ্গীতে হৃতচিত্ত হয়, রূপের জন্য শলভেরা অগ্নিতে পতিত হয়, মৎস্য আমিষের জন্য লৌহনির্মিত বড়িশ গিলে—সুতরাং বিষয়সমূহ অনর্থ প্রসব করে। তাই জনগণের দুঃখ প্রতীকারের নিমিত্ত ভূত বিষয়সকল ভোগ কর উচিত নহে। কোন্ প্রাজ্ঞ দুঃখ প্রতিকার বিধানে প্রবৃত্ত ভোগসমূহকে ভোগ করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন। যে ব্যক্তি পিত্তদাহে দহ্যমান হইয় শীতক্রিয়াকে ভোগ বলিয় মনে করিবে দুঃখ প্রতীকার বিধানে প্রবৃত্ত সেই ব্যক্তিই কামনার বিষয়সমূহকে ভোগআখ্যা প্রদান করিবে। যেহেতু কামনার বিষয়সমূহে ঐকান্তিকতা নাই এইহেতু সেইগুলিকে আমি ভোগ বলি না। যে সকল ভাবপদার্থ সুখ প্রদান করে তাহারাই আবার দুঃখ বহিয়া আনে। সুখ এবং দুঃখকে মিশ্রিত দেখিয়া আমি রাজত্ব এবং দাসত্বকে তুল্য মনে করি। রাজা যে নিত্যই হাসেন তাহাও নহে আর দাস যে নিত্যই সন্তাপ ভোগ করে তাহাও নহে।

রাজকীয় আচ্ছাদনে এক জোড়া বসনই আবশ্যক হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তিতে অন্নের পরিমাণ রাজার জন্যও যাহা ভৃত্যের জন্যও তাহাই, ভৃত্যের ন্যায় রাজার একটি শয্যা এবং একটি আসনই আবশ্যক হয়। এ ছাড়া ভৃত্য হইতে রাজার যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহা কেবল গর্ব্বের জন্য জীবন ধারণ করার জন্য নহে। পুনঃ পুনঃ দংশনকারী ক্রুদ্ধ সর্পকে ছাড়িয়া দিয়া যে ব্যক্তি আবার উহাকে ধরিবার চেষ্টা করে অথবা দহন স্বভাব প্রজ্বলিত তৃণানলকে ত্যাগ করিয়া আবার উহা গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হয় সেই ব্যক্তিই কামনার বিষয় সমূহকে ত্যাগ করিয়া আবার উহা ভোগ করিতে উদ্যোগী হইবে। জরা যাহার অস্ত্রশস্ত্র, ব্যাধি সমূহের দ্বারা যে অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে সেই মৃত্যু যখন ভাগ্যরূপ বনকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত প্রজারূপ মৃগগণের পীড়নে রত হইয়া আশ্রিত ব্যাধির ন্যায় বর্তমান রহিয়াছে তখন দীর্ঘজীবনের প্রতি কোনরূপ বাসনা হইতে পারে কি? এখান হইতে মুক্তিবাদী মুনি অভাবের দর্শনকামনায় আমি এখানে আসিয়াছি এবং আজই চলিয়া যাইতেছি। হে রাজন্ আপনার মঙ্গল হউক। আপনি আমার মনোনিগ্রহের তত্ত্বে কঠোর বাক্য ক্ষমা করিবেন।

Sl. 1. উত্তীর্য গঙ্গাং প্রচলতরঙ্গাং······স্বয়ম্ভূরিব নাকপৃষ্ঠম্॥১॥

বিসন্ধিপাঠ :—উত্তীর্য গঙ্গাম্ প্রচলতরঙ্গাম্ রাজাত্মজঃ রাজগৃহম্ জগাম। পঞ্চাচলাঙ্কম্ নগরম্ প্রপেদে শান্তঃ স্বয়ম্ভূঃ ইব নাক পৃষ্ঠম্॥

Prose order. রাজাত্মজঃ প্রচলতরঙ্গাং গঙ্গাম্ উত্তীর্য রাজগৃহং জগাম শান্তঃ স্বয়ম্ভূঃ নাকপৃষ্ঠম্ ইব পঞ্চাচলাঙ্কং নগরং প্রপেদে (চ)।

Sans. & Beng. Equivalents. রাজাত্মজঃ (রাজ্ঞঃ শুদ্ধোদনস্য তনয়ঃ—রাজা শুদ্ধোদনের তনয়) প্রচলতরঙ্গাম্ (খরস্রোতসম্—খরস্রোতা) গঙ্গাম্ (ভাগীরথীম্—গঙ্গা) উত্তীর্য (পারয়িত্বা—পার হইয়া) রাজগৃহম্ (রাজগৃহনামকং নগরম্—অধুনা রাজগীরনামে পরিচিত রাজগৃহনামক নগরে) জগাম (প্রাপ্তুং চচাল—প্রাপ্ত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন) শান্তঃ (শমগুণ সম্পন্নঃ-নিগৃহীতচিত্ত) স্বয়ম্ভূঃ (আত্মভূঃ—ব্রহ্মা) নাকপৃষ্ঠম্ ইব (স্বর্গাণাং পৃষ্ঠস্থিতং সপ্তমং স্বর্গং সত্যলোকং যথা—স্বর্গসমূহের পৃষ্ঠস্থিত সপ্তম স্বর্গ সত্যলোকের ন্যায়) পঞ্চাচলাঙ্কম্ (পঞ্চসংখ্যকপর্বত লাঞ্ছণম্—মূল পাঁচটি পর্বতের দ্বারা চিহ্নিত) নগরম্ (পত্তনম্—নগর) প্রপেদে (চ) [এবং প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]।

Beng Trans. রাজা শুদ্ধোদনের তনয় সিদ্ধার্থ খর স্রোতা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া রাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন এবং শান্তাত্মা স্বয়ম্ভু যেরূপ চরম স্বর্গ সত্যলোক প্রাপ্ত হন সেইরূপ পঞ্চপর্বত চিহ্নিত রাজগৃহনগর প্রাপ্ত হইলেন।

Sans. Expl. রাজ্ঞঃ শুদ্ধোদনস্য সংসার ত্যাগী তনয়ঃ সিদ্ধার্থো রাজগৃহাবস্থিতং মুক্তিবাদিনং মুনিম্ অড়ারং দ্রষ্টুকামো রাজগৃহমাজগাম। কথমসৌ রাজগৃহং প্রাপ কথং চ তত্র তস্থৌ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য দশমসর্গাখ্যৌ মহাকবিরশ্বঘোষ শুদেব বর্ণয়ন্নাহ—শাক্যরাজস্য শুদ্ধোদনস্য তনয়ঃ সিদ্ধার্থঃ চঞ্চলবীচি মালিনীং ভাগীরথীং তীর্ত্বা রাজগৃহমভিতো ব্রজন্ ক্রমেণ গিরিপঞ্চক চিহ্নিতং রাজগৃহং প্রাপ। কুমারস্য রাজগৃহ প্রাপ্তিং মহাকবিরশ্বঘোষঃ শান্তাত্মনো ব্রহ্মণঃ সত্যলোক প্রাপ্ত্যা সহ তুলয়তি। শান্তাত্মা স্বয়ম্ভূঃ যথা সপ্তমং স্বর্গং সত্যলোকমবাপ্য তিষ্ঠতি শান্তাত্মা সিদ্ধার্থোঽপি তথা রাজগৃহং প্রাপ্য ববৃতে।

Beng. Expl. নরপতি শুদ্ধোদনের তনয় সংসার ত্যাগী সিদ্ধার্থ রাজগৃহবাসী মুক্তিবাদী মুনি অড়ারের দর্শন কামনায় রাজগৃহে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপে রাজগৃহে আগমন করিয়াছিলেন এবং কি ভাবেই বা সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন বুদ্ধচরিতমহাকাব্যের দশমসর্গের প্রারম্ভে মহাকবি অশ্বঘোষ তাহাই বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—শাক্যরাজা শুদ্ধোদনের তনয় সিদ্ধার্থ চঞ্চলবীচিমালিনী ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া রাজগৃহের দিকে গমন করিতে করিতে ক্রমে পঞ্চপর্বত-লাঞ্ছিত রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। মহাকবি অশ্বঘোষ কুমারের রাজগৃহপ্রাপ্তিকে সমাহিতচিত্ত স্বয়ম্ভুর সত্যলোকপ্রাপ্তির সহিত তুলিত করিতেছেন। শান্তাত্মা স্বয়ম্ভু যেমন সপ্তম স্বর্গ সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া শান্ত সমাহিতভাবে অবস্থান করেন শান্তাত্মা সিদ্ধার্থও রাজগৃহে আগমন করিয়া সেইরূপ শান্ত সমাহিতভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন।

Notes

উত্তীর্য—উৎ-তৄ+ল্যপ্।

গঙ্গাম্—গম্-গম্+ড+স্ত্রিয়াম্ টাপ্+২য়ার একবচন। গম্ এই অনুকার অব্যয় পূর্বক গম্-ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্-প্রত্যয় করিয়া গঙ্গা-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গোমুখী গুহা হইতে গঙ্গার স্রোত যেরূপ শব্দে অবতরণ করিতেছে গম্-অব্যয়টি তাহারই দ্যোতক। 'নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থ-তৃণাম্''—এই সূত্রে ষষ্ঠী নিষিদ্ধ হইয়া ২য়া বিহিত হইয়াছে। অন্যথা "কৃতি-কর্তৃকর্মণোঃ" —এই সূত্রে কৃদ্ যোগে কর্মে ষষ্ঠী হইত।

প্রচলতরঙ্গাম্—চল্+অচ্=চল। প্রকর্ষেণ চলঃ প্রচলঃ। গতিসমাসঃ। প্রচলঃ তরঙ্গঃ যস্যাঃ তাম্। বহুব্রীহিঃ। Adj. to গঙ্গাম্।

রাজাত্মজঃ—রাজ্ঞ আত্মজঃ। ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ। আত্মন্—জন্+ড=আত্মজ। আত্মনো জায়তে ইতি উপপদতৎপুরুষঃ।

রাজগৃহম্—রাজ্ঞো গৃহম্ ইতি ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ। কিন্তু রাজগৃহম্ এখানে রাজার

বাড়ী না বুঝাইয়া রাজগৃহ নামক নগরকে বুঝাইতেছে। সুতরাং রাজগৃহম্ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় অবিগ্রহ নিত্যসমাস। অথবা ষষ্ঠী সমাস নিষ্পন্ন রাজগৃহশব্দ লক্ষণাদ্বারা রাজগৃহনামক নগরকে বুঝাইতেছে। রাজগৃহম্ অস্তি যস্মিন্ তন্নগরং রাজগৃহম্—যে নগরে রাজার বাড়ী বা প্রাসাদ বিদ্যমান রাজগৃহ সেই নগর। কর্মণি দ্বিতীয়া'—সূত্রে কর্মে ২য়া হইয়াছে।

জগাম—গম্+লিট্ ণল্।

পঞ্চাচলাঙ্কম্—পঞ্চসংখ্যাকা অচলাঃ ইতি শাকপার্থিবাদি সমাসঃ। পঞ্চাচলাঃ অঙ্কঃ যস্য তৎ। বহুব্রীহিঃ। Adj. to নগরম্।

নগরম্—ন গরং যস্মিন্ তৎ। বহুব্রীহিঃ। যেখানে গর অর্থাৎ বিষ নাই তাহার নাম নগর। অর্থাৎ নগর এমন একটি স্থান যেখানে বিষের ভয় নাই। এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা নগর যে সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থান তাহা সূচিত হইয়াছে।

প্রপেদে—প্র-পদ্+লিট্+এ।

শান্তঃ—শম্+ক্ত+পুং প্রথমার ১বচন।

স্বয়ম্ভূঃ—স্বয়ম্ আত্মনা ভবতি ইতি স্বয়ম্-ভূ+ক্বিপ্। ইব—ঔপম্য বাচক অব্যয়। স্বয়ম্ভূরিব—"ইবেন নিত্য সমাসঃ। বিভক্ত্যলোপশ্চ"—এই বার্ত্তিকে ইবের সহিত স্বয়ম্ভূঃ এই পদের নিত্যসমাস হইয়াছে।

নাকপৃষ্ঠম্—নাকানাং সপ্তানাং স্বর্গাণাং পৃষ্ঠং পৃষ্ঠবৎ পশ্চাৎ স্থিতম্। চরমম্ অর্থাৎ সপ্তমং স্বর্গম্ ইত্যর্থঃ সত্যলোকম্ ইতি যাবৎ। কর্মণি দ্বিতীয়েতি দ্বিতীয়া।

Ch. of voice.······রাজাত্মজেন রাজগৃহং (১মা) জগ্মে। পঞ্চাচলাঙ্কং (১মা) নগরং (১মা) প্রপেদে (কর্মণি লিট্) শান্তেন স্বয়ম্ভুবা······নাকপৃষ্ঠম্ (১মা)॥

Sl. 2. শ্রেণ্যোঽথ ভর্ত্তা·········পুরুষঃ শশংস॥২॥

বিচ্ছিন্নপাঠঃ— শ্রেণ্যঃ অথ ভর্ত্তা মগধাজিরস্য বাহ্যাৎ বিমানাৎ বিপুলম্ জনৌঘম্।
দদর্শ পপ্রচ্ছ চ তস্য হেতুম্ ততঃ তম্ অস্মৈ পুরুষঃ শশংস।

Prose order. অথ মগধাজিরস্য ভর্ত্তা শ্রেণ্যঃ বাহ্যাৎ বিমানাৎ বিপুলং জনৌঘং দদর্শ, তস্য হেতুং পপ্রচ্ছ চ। ততঃ পুরুষঃ অস্মৈ তং শশংস।

Sans. and Beng. Equivalents. অথ (অথো, অনন্তরম্—তাহার পর) মগধাজিরস্য (মগধদেশস্য—মগধদেশের) ভর্ত্তা (পালকঃ—রাজা) শ্রেণ্যঃ (বিম্বিসারাপর নামা শ্রেণ্য নামকঃ—শ্রেণ্য যাঁহার নামান্তর বিম্বিসার) বাহ্যাৎ (বাহীকাৎ, বহিঃ- স্থিতাৎ—বহির্দেশ স্থিত) বিমানাৎ (প্রাসাদাৎ, রাজভবনাৎ—প্রাসাদ হইতে) বিপুলম্ (বিশালম্—বিশাল) জনৌঘম্ (মনুষ্যগণম্—জনতাকে)

দদর্শ (দৃষ্টবান্—দেখিয়াছিলেন) তস্য (অমুষ্য জনসমবায়স্য—ঐ জনসংঘট্টের) **হেতুম** (কারণম্—কারণ) **পপ্রচ্ছ** (পৃষ্টবান্—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) চ (বা—এবং)। **ততঃ** (তস্মাৎপরম্, শ্রেণ্যনরপতেঃ প্রশ্নান্তরম্—তাহার পর, নরনাথ শ্রেণ্যের জিজ্ঞাসার পর) **পুরুষঃ** (নরপতি শ্রেণ্যেন জিজ্ঞাসিতো জনঃ—নরপাল শ্রেণ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি) অস্মৈ (সন্নিকৃষ্টায় নরনাথ শ্রেণ্যায়—সন্নিহিত নরপতি শ্রেণ্যকে) তম্ (জিজ্ঞাসিতম্ হেতুম্—রাজা শ্রেণ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হেতু) **শশংস** (উবাচ—বলিয়াছিল)।

Beng. Trans. তাহার পর মগধদেশের নরপতি শ্রেণ্য (বিম্বিসার) প্রাসাদের বহির্দেশ হইতে বিশাল জনতা দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নরপতির প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তাঁহাকে সেই হেতু বলিয়াছিল।

Sans. Expl. ভাগীরথী মুত্তীর্য মগধরাজধানীং রাজগৃহমাগত্য রাজধান্যা অদূরে শান্তং সমাহিতঞ্চ তিষ্ঠন্তং শাক্যরাজসূনুং সিদ্ধার্থম্ দ্রষ্টুকাম মগণিত জনৌঘং রাজভবনবহির্ভাগাৎ বিলোক্য কৌতূহলেন বিস্ময়েন চ সমাক্রান্তো মগধেশ্বরো বিম্বিসারাপরনামা শ্রেণ্যঃ কিমকরোদ্ বুদ্ধচরিতকারো মহাকবিরশ্বঘোষ ইদানীং তদেব বর্ণয়ন্নাহ—মগধবসুধাধিপো বিম্বিসারাপরনামা শ্রেণ্যঃ স্বীয়প্রাসাদবহির্ভাগাদ্ বিপুলজনরাশিমালোক্য স্বাভ্যাসস্থিতং কমপি পরিজনং তস্য বিপুলজনসমাবেশস্য হেতুমপৃচ্ছৎ। জিজ্ঞাসিতঃ পরিজনো মগধরাজায় তস্য বিশালজনসমবায়স্য কারণং বক্ষ্যমাণ প্রকারেণ প্রোবাচ।

Beng. Expl. ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া মগধের রাজধানী রাজগৃহে আগমন করিয়া রাজধানীর অদূরে শান্ত এবং সমাহিতভাবে অবস্থিত শাক্যরাজতনয় সিদ্ধার্থের দর্শনকামনায় সমাগত বিপুলজনরাশিকে রাজভবনের বহির্দেশ হইতে দর্শন করিয়া কৌতূহল এবং বিস্ময়ে আক্রান্ত মগধরাজ শ্রেণ্য যাঁহার অপর নাম বিম্বিসার কি করিয়াছিলেন বুদ্ধচরিতকার মহাকবি অশ্বঘোষ এখানে তাহারই বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—মগধেশ্বর শ্রেণ্য যাঁহার আর একটি নাম বিম্বিসার স্বীয় প্রাসাদের বহির্ভাগ হইতে বিশালজনতা দর্শন করিয়া সমীপস্থ জনৈক পরিজনকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত পরিজন বক্ষ্যমাণ প্রকার ঐ কারণ বলিলেন।

Notes

শ্রেণ্যঃ—উক্তে কর্তরি প্রথমা। অনুক্তে কর্তরি তু কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া স্যাৎ।
যদিও বুদ্ধচরিতমহাকাব্যের দশম ও একাদশ সর্গের নাম "বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদঃ" তথাপি এই দুইটি সর্গে কোথাও সিদ্ধার্থতুল্যকালবর্তী মগধরাজের বিম্বিসার এই

নামটি উক্ত হয় নাই। এই দুইটি সর্গে সর্বত্রই তিনি শ্রেণ্যনামে কীর্তিত হইয়াছেন।

"নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পদনখকণা তাঁর।' এই কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধসমকালীন মগধরাজ বিম্বিসারের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন করিয়াছেন। শ্রেণ্যনামটি আমাদের নিকট একান্তই অপরিচিত। শ্রেণ্য শব্দটি সংস্কৃত। শ্রি+ ণ্যন্ (উণাদি) কর্মণি =শ্রেণ্য। শ্রীয়তে আশ্রীয়তে ইতি শ্রেণ্যঃ –যিনি আত্মরক্ষার নিমিত্ত জনগণকর্তৃক আশ্রিত হন। ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণাদিবর্ণচতুষ্টয়ের নামকরণের যে বিধান দিয়াছেন তাহা এই—

শর্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য ভূতিসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্।।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নাম যথাক্রমে শর্মযুক্ত, রক্ষাযুক্ত, ভূতিসংযুক্ত ও জুগুপ্সিত হইবে। কুল্লুকভট্ট এই শ্লোকের টীকায় যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নামের উদাহরণ দিয়াছেন। উদাহরণ চারিটি এই—শুভশর্মা, বলবর্মা, বসুভূতিঃ, দীনদাসঃ, এই নামকরণ বিধির সহিত শ্রেণ্য নামটির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহা রক্ষাযুক্ত বটে।

অথব শ্রেণৌ জনশ্রেণৌ সভায়াম্ ইতি যাবৎ সাধুঃ ইতি শ্রেণি+যৎ=শ্রেণ্য সুতরাং শ্রেণ্য শব্দটি সভ্য শব্দের তুল্যার্থক। মনু বলিয়াছেন—"সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বক্তব্যং বা সমঞ্জসম্"—হয় সভায় প্রবেশ করিবে না (আর যদি কর) শাস্ত্রযুক্তির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্য বলিবে। শাস্ত্রযুক্তির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা যিনি বলেন মনুর মতে তিনিই সভ্য বিপরীতগণ অসভ্য। সভ্য হওয়া অপরিহার্য রাজধর্ম। শাস্ত্রযুক্তির সাহায্যে অখিল প্রজাপুঞ্জের সকল বিপদের মীমাংসা করিয়া সমগ্র ধরণীর শান্তিরক্ষা করাই জনরঞ্জন, এই জনরঞ্জনের নিমিত্তই রাজাকে রাজা বলা হয়—"রঞ্জনাদ্ রাজা ইত্যাহুঃ"—প্রজারঞ্জনের জন্যই রাজাকে ঋষিগণ রাজা কহেন। মগধেশ্বর বিম্বিসারের পিতা বা পিতৃগুরু অর্থাৎ পিতার শাস্ত্রপারদর্শী ক্রিয়াকুশল পুরোহিত উল্লিখিত অর্থ দুইটির মধ্যে যেটি লক্ষ্য করিয়াই নবজাত কুমারের নামকরণ করিয়া থাকুন না কেন আমরা বিম্বিসারসিদ্ধার্থসংবাদ পাঠ করিয়া বিম্বিসারের চরিত্রে ঐ উভয় অর্থেরই সার্থকতা অনুভব করি। তিনি যে মধুর, সুন্দর, যুক্তিযুক্ত বাক্যে সিদ্ধার্থের নিকট তাঁহার বক্তব্য রাখিয়াছেন তাহা সহৃদয় মাত্রেরই শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা আকর্ষণ করে।

অথ—'মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষথো অথ'—মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ প্রশ্ন ও কার্ৎস্ন্য অর্থাৎ সমগ্রতা এই সকল অর্থে 'অথো' এবং 'অথ' এই অব্যয় দুইটি ব্যবহৃত

হয়। এখানে অথ অনন্তর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অথ শব্দানুশাসনম্' মহাভাষ্যের এই আদিম বাক্য অথ মঙ্গল বা আরম্ভ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাক্যটির অনুবাদ এইরূপ হইবে—অসোয়শাস্ত্রের মঙ্গল হউক শব্দানুশাসন করা হইতেছে। অথবা শব্দানুশাসন আরম্ভ হইতেছে। অথ স যাস্যতি! সে যাইবে কি? এখানে অথ প্রশ্নার্থক। "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ" —এই কেণ শ্রুতিতে অথ সমগ্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে অথ ক্রিয়াবিশেষণ।

ভর্ত্তা—ডুভৃঞ্ ধারণ পোষণয়োঃ ইতি ভৃ+তৃচ্+পুং প্রথমার একবচন। স্ত্রীলিঙ্গে ভর্ত্রী। এখানে 'ভর্ত্তা' উদ্দেশ্য। ইহার বিধেয় 'শ্রেণ্যঃ'।

মগধাজিরস্য—মগধানাম্ অজিরম্। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তস্য। অমরার্থ চন্দ্রিকাকার অমরসিংহ চত্বর এবং অজির এই শব্দদুইটি কে সমার্থক বলিয়াছেন। সুতরাং অজির শব্দ ভূভাগার্থবোধক হওয়ায় এখানে ভূ-বাচক হইয়াছে। মগধাজিরস্য মগধবসুধায়াঃ মগধদেশস্য ইতি যাবৎ। 'কৃতি কর্তৃকর্মণোঃ' এই সূত্রে 'ভর্ত্তা' এই কৃদন্তযোগে কর্মে ষষ্ঠী হইয়াছে।

বাহ্যাৎ—বহিঃ+ষ্যঞ্+পঞ্চমীর একবচন। Adj. to বিমানাৎ। বাহ্য শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার আর একটি নৈপাতনিক রূপ বাহীক।

বিমানাৎ—বি-মা+ল্যুট্+পঞ্চমীর ১বচন। বিমীয়তে পরিমীয়তে গগনমনেন ইতি বিমানম্। বিমানং ব্যোমযানোঽস্ত্রী ইত্যমরঃ। বিমান শব্দটির মুখ্যার্থ ব্যোমযান। এখানে উহা লাক্ষণিক আকাশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া। প্রাসাদাবচ্ছিন্ন আকাশের আনুষঙ্গিক অর্থ প্রাসাদবহিরাকাশ। বাহ্যবিমান হইতে অর্থাৎ প্রাসাদ বহিরাকাশ হইতে বিম্বিসার জনসংঘট্ট দর্শন করিয়াছিলেন।

বিপুলম্—বি-পুল্+ক+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। Adj. to জনৌঘম্।

জনৌঘম্—জনানাম্ ওঘঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তম্। কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া—দদর্শ।

দদর্শ—দৃশ্+লিট্, ণল্ (প্রথমপুরুষ, একবচন)। কর্তা শ্রেণ্যঃ, কর্ম জনৌঘম্।

পপ্রচ্ছ—প্রচ্ছ+লিট্ ণল্ (প্রথমপুরুষ একবচন)। কর্তা শ্রেণ্যঃ, মুখ্যকর্ম হেতুম্, গৌণকর্ম পরিজনম্ (উহ্য)।

চ—চান্বাচয় সমাহারে তরেতর সমুচ্চয়ে ইতি অমরঃ। অন্বাচয়, সমাহার, ইতরেতর যোগ এবং সমুচ্চয় অর্থে চ এই নিপাতনটি ব্যবহৃত হয়। এখানে ইহা সমুচ্চয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দদর্শ এবং পপ্রচ্ছ এই ক্রিয়া দুইটিকে উহা সমুচ্চিত অর্থাৎ একত্র করিতেছে।

'তস্য—তদ্+পুং ষষ্ঠীর একবচন। তস্ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করিলেও 'তস্য'

শব্দ নিষ্পন্ন হয়। আলোচ্য 'তস্য' সুবন্ত পদ কিন্তু কৃদন্ত 'তস্য' প্রাতিপদিক। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকটি স্মরণীয়:—

জগাম ন গমেধাতো বৃক্ষাদ্ ইতি ন পঞ্চমীম্।
যস্য তস্য বিনা ষষ্ঠীং তেনেতি করণং বিনা॥

অর্থাৎ জগাম সিদ্ধ কর কিন্তু গম্ ধাতু হইতে নহে, বৃক্ষাৎ সিদ্ধ কর কিন্তু বৃক্ষশব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি যোগ করিয়া নহে, 'যস্য' ও 'তস্য' সিদ্ধকর কিন্তু 'যদ্' ও 'তদ্' শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর একবচন যুড়িয়া নহে এবং তেন' সিদ্ধ কর কিন্তু তদ্ এই সর্বনামের উত্তর তৃতীয়ার একবচন যুড়িয়া নহে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন 'চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গা নিপাতাশ্চ'—পদ চারিপ্রকার নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। বাংলা ব্যাকরণ পদকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। ইংরাজী ব্যাকরণ পদকে আটভাগে ভাগ করিয়াছেন। যথা—Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction ও Interjection. বাংলায় বিশেষ্য ও সর্বনাম যথাক্রমে ইংরাজী Noun ও Pronoun-এর তুল্যার্থক। ইংরাজীর Adjective ও Adverb মিলিতভাবে বাংলার বিশেষণের তুল্যার্থক। ইংরাজীর Preposition, Conjunction ও Interjection মিলিতভাবে বাংলার অব্যয়ের তুল্যার্থক। সংস্কৃতের আখ্যাত, বাংলার ক্রিয়া ও ইংরাজীর Verb তুল্যার্থক। বাংলার বিশেষ্য বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার নাম, সর্বনাম সকলের নাম এবং বিশেষণ, গুণীর নাম। আলোচ্য তদ্ এই শব্দটি দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত পদার্থেরই নাম হইতে পারে বলিয়া ইহা সর্বনাম। বাংলার বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম সংস্কৃত নামের অন্তর্গত। সংস্কৃত ব্যাকরণকার পাণিনি নিপাতকে স্বরাদি, চাদি, ক্রিয়াবিযুক্ত প্রাদি, ক্রিয়াযুক্ত প্রাদি ও গতি এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পাণিনির গতি নামক নিপাত ক্রিয়াযুক্ত প্রাদি (প্র, পরা, অপ, সম্ প্রভৃতি কুড়িটি) এবং ক্রিয়াযুক্ত তিরস্, প্রাদুস্, মনে, মনসি প্রভৃতি লইয়া গঠিত। মহাভাষ্যকার পদের শ্রেণী বিভাগ করিতে গিয়া নিপাতনামক পদের নাম করিয়াও নিপাতের অন্তর্গত হইলেও ক্রিয়াযুক্তির বিশেষ্যহেতু প্রাদিনিপাত বা উপসর্গের পৃথগ্ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ এখানে বিপুল জনৌঘ (জনগণ) কে বুঝাইতেছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকটি স্মরণীয়:—

ইদমস্তু সন্নিকৃষ্টে সমীপতরবর্তিনি চৈতদোরূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ॥

নিকটবর্তী বস্তুকে বুঝাইবার জন্য 'ইদম্' শব্দের প্রয়োগ হয়। এতদ্ নিকটতরকে বুঝায়। অদস্ দূরবর্তীকে বুঝায় এবং তদ্ বুঝায় পরোক্ষকে অর্থাৎ দৃষ্টির অগোচরকে।

সিদ্ধার্থের দর্শনকামনায় যে বিপুল জনতা সমবেত হইয়াছিল তাহা মহাকবি অশ্বঘোষের দৃষ্টির অগোচর দূর অতীতের বস্তু ছিল। এই জন্যই মহাকবি ঐ জনতাকে নির্দেশ করিতে তদ্ এর প্রয়োগ করিয়াছেন।

হেতুম্—হেতু+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। মুখ্যকর্মণি দ্বিতীয়া। গৌণকর্ম জনৌঘ এখানে উহ্য রহিয়াছে। হেতু কারণের পর্য্যায়শব্দ। আদিকারণ বা আদিহেতুকে 'নিদান' কহে। কার্যের নিয়ত পূর্বে যে থাকে তাহাকে হেতু বা কারণ কহে। যেমন কপাল (ঘটের উপরিভাগ) ও কপালিকা (ঘটের নিম্নভাগ) ঘটের কারণ। কুম্ভকার কপাল ও কপালিকা নির্মাণ পূর্বে করিয়া রাখে পরে এক একটি কপালের সহিত এক একটি কপালিকা যুক্ত করিয়া এক একটি ঘট তৈরী করে। সুতরাং কপাল ও কপালিকা ঘটের নিয়ত পূর্ববর্তী বলিয়া উহারা ঘটের হেতু বা কারণ। করণ ও কারণ (হেতু) এর পার্থক্য এই যে করণ ব্যাপারযুক্ত কিন্তু হেতু ব্যাপার শূন্য।

হেতু বা কারণ সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত ভেদে ত্রিবিধ। যেমন কপাল ও কপালিকা ঘটের সমবায়ী কারণ, ঐ দুইটির সংযোগে অসমবায়ী কারণ এবং দণ্ড নিমিত্ত কারণ। অনুরূপ ভাবে তন্তু (সূতা) বসনের সমবায়ী কারণ, তন্তুসংযোগ অসমবায়ী কারণ এবং তুরী, বেমা প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ। এখানে বিপুল জনৌঘ কার্য্য। উহার সমবায়ী কারণ বিভিন্ন জনসমূহ, অসমবায়ী কারণ তাহাদের সংযোগ এবং নিমিত্ত কারণ সর্বত্যাগী রাজপুত্র সিদ্ধার্থের দর্শনাকাঙ্ক্ষা। প্রেরণার্থক 'হি' ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে তুন্ প্রত্যয় করিয়া হেতুশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। হীয়তে প্রের্যতে (কার্যম্) অনেন ইতি হেতুঃ। কারণ বা হেতু ব্যতীত কার্য্য হয় না এই জন্যই হেতু কার্যকে প্রেরণ করে এই অর্থের সঙ্গতি হেতুশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে নিহিত আছে।

ততঃ—তদ্+তসিল্। যুষ্মদ্ এবং অস্মদ্ এর উত্তর তসিল্ করিলে যথাক্রমে ত্বত্তঃ, যুষ্মত্তঃ এবং মত্তঃ, অস্মত্তঃ হয় কিন্তু তদ্ এর উত্তর তসিল্ করিলে 'ততঃ' হয় 'তত্তঃ' হয় না ইহা লক্ষণীয়। ইহাও লক্ষণীয় যে যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ এর উত্তর তসিল্ করিয়া একবচন ও বহুবচন বুঝাইবার জন্য যথাক্রমে ত্বত্তঃ, মত্তঃ ও যুষ্মত্তঃ, অস্মত্তঃ হয় কিন্তু 'ততঃ' এক ও বহু উভয়কেই বুঝায়। পঞ্চম্যাস্তসিল্। এই সূত্রে পঞ্চম্যন্তের উত্তরই 'তসিল্' হইবার কথা কিন্তু 'সার্ববিভক্তিকস্তসিল্'—এই প্রতিপ্রসবসূত্রে তসিল্ অন্যবিভক্তির অর্থও বুঝায়। এখানে তসিল্ পঞ্চম্যন্তের অর্থই প্রকাশ করিতেছে। পঞ্চমী নানা অর্থে হইতে পারে বটে তবে এখানে হেতু বুঝাইতে পঞ্চমী হইয়াছে। ততঃ—সেই হেতু অর্থাৎ বিম্বিসার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়া।

• তম্—তদ্+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। তং হেতুমিত্যর্থঃ। কর্মণি দ্বিতীয়া।

অস্মৈ—ইদম্+পুং চতুর্থীর একবচন। 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি ক্রিয়াযোগে চতুর্থী। অস্মৈ বিম্বিসারায় ইত্যর্থঃ। প্রশ্ন হইতে পারে এখানে তস্মৈ না হইয়া অস্মৈ কেন হইল। বিম্বিসার তো অশ্বঘোষের প্রত্যক্ষও নহেন নিকটবর্ত্তীও নহেন। এই প্রশ্নের সমাধানে ইহাই বক্তব্য যে এখানে মানস নৈকট্য ও প্রত্যক্ষতা অনুভব করিয়া মহাকবি 'তদ্' এর পরিবর্তে 'ইদম্' এর প্রয়োগ করিয়াছেন।

পুরুষঃ—পুর্+বস্+ক+পু প্রথমার একবচন। 'অতো জ্যায়াংস্ত পুরুষঃ' ইত্যাদি বেদবাক্যের পুরুষশব্দ আর্ষ বা ছান্দস বা বৈদিক। পুরুষ ও পুরীশয় শব্দের অর্থ পুরবাসী ও পুরশায়ী। এখানে পুর্ বা পুর শব্দে দেহকে বুঝাইতেছে। পুরমেকাদশদ্বারম্ ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্য এবং 'নবদ্বারে পুরেদেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ইত্যাদি গীতোক্তি ইহার প্রমাণ।

শশংস—শন্স্+লিট্, ণল্। শন্স্ বচনার্থক বলিয়া দ্বিকর্মক ও দুহাদির অন্তর্গত। বাক্যটি 'তমিমং পুরুষঃ শশংস' এইরূপ হইলে শন্স্ এর দুইটি কর্মই পাওয়া যাইত কিন্তু ইদম্ সম্প্রদানদ্বারা বিবক্ষিত হওয়ায় শন্স্ এখানে এককর্মক হইয়াছে।

Ch. of voice. **শ্রেণ্যেন** অথ ভর্ত্রা মগধাজিরস্য বাহ্যাদ্ বিমানাদ্ **বপুজো জনৌঘঃ। দদৃশে পপৃচ্ছে** চ তস্য **হেতুঃ** ততঃ **সোঽস্মৈ পুরুষেণ শশংসে।**

Sl. 3. **জ্ঞানং পরং বা……নিরীক্ষ্যতে প্রব্রজিতো জনেন ॥ ৩ ॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—জ্ঞানম্ পরম্ বা পৃথিবীশ্রিয়ম্ বা বিপ্রৈঃ যঃ উক্তঃ অধিগমিষ্যতি ইতি সঃ এব শাক্যাধিপতেঃ তনুজঃ নিরীক্ষ্যতে প্রব্রজিতঃ জনেন ॥

Prose-order. বিপ্রৈঃ যঃ (অয়ং কুমারঃ) পরং জ্ঞানম্ বা পৃথিবীশ্রিয়ম্ বা অধিগমিষ্যতি ইতি উক্তঃ শাক্যাধিপতেঃ সঃ এব তনুজঃ প্রব্রজিতঃ জনেন নিরীক্ষ্যতে।

Sans. & Beng. Equivalents. বিপ্রৈঃ (ষড়ঙ্গ বেদবিদ্ভি র্ব্রাহ্মণৈঃ—ষড়ঙ্গবেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক) যঃ (যঃ শাক্যরাজতনয়ঃ—যে শাক্যরাজপুত্র) (অয়ং কুমারঃ) পরম্ (শ্রেষ্ঠম্—শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানম্ (বিদ্যা—বিদ্যা) বা (অথবা—অথবা) পৃথিবীশ্রিয়ম্ (ধরণীরাজলক্ষ্মীম্—ধরণীর রাজলক্ষ্মী) বা (অথব—অথবা) অধিগমিষ্যতি (লপ্স্যতে—লাভ করিবেন) ইতি (ইত্যন্তম্ বাক্যম্—এই বাক্য) উক্তঃ (অভিদধে—অভিহিত হইয়াছিলেন) শাক্যাধিপতেঃ (শাক্যকুলনৃপতেঃ—শাক্যকুলনরপতির) সঃ এব (পূর্বং যচ্ছব্দেন উক্তঃ নাপরঃ—পূর্বে যিনি যচ্ছব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছেন তিনি অপর কেহ নহেন) তনুজঃ (আত্মজঃ—পুত্র) প্রব্রজিতঃ (গৃহং বিহায় নির্গতঃ ইতি

—গৃহত্যাগ করিয়া বহির্গত হওয়ায়) জনেন (পঞ্চজনৈঃ—জনগণকর্তৃক) নিরীক্ষ্যতে (আলোক্যতে—দৃষ্ট হইতেছেন)।

Beng. Trans. যাঁহার বিষয়ে (এই কুমার) পরম জ্ঞান বা পৃথিবীর রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় শাক্যনরপতির সেই পুত্রকেই জনগণ দর্শন করিতেছে।

Sans. Expl. বিম্বিসারাপরনামা মগধেশ্বরঃ শ্রেণ্যঃ প্রাসাদবহির্ভাগাদ্ অদূরে বিশালং জনতাং পশ্যন্ তৎকারণং জ্ঞাতুকামো সন্নিকৃষ্টং যং জনমজিজ্ঞাসত মহাকবিরশ্বঘোষস্তদীয়মুত্তরমিদানীং জ্ঞানং পরং বা প্রভৃতি বচনেন সঙ্কলয়তি। জন্মনঃ পরং জাতকর্ম সংস্কারকালে যজ্জাতচক্রং নিরূপয়ন্তো জ্যোতির্বিদো ব্রাহ্মণাঃ প্রোচুর্নরপতিপুত্রোঽয়ং পরাং বিদ্যাং বা ধরণীরাজলক্ষ্মীং বা প্রাপ্স্যতীতি শাক্যকুল-নরপতেঃ স এব তনয়ঃ এষণাত্রয়সন্ন্যাসী বহুমানবশেন জনগণৈঃ সানুরাগং সমীক্ষ্যতে ইতি।

Beng. Expl. মগধরাজ শ্রেণ্য যাঁহার অপর নাম বিম্বিসার স্বীয়প্রাসাদের বহির্ভাগ হইতে অদূরে বিশাল জনতা দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া সন্নিহিত যে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন মহাকবি অশ্বঘোষ এখন সেই ব্যক্তির উত্তর সঙ্কলিত করিতেছেন। সেই ব্যক্তি এই উত্তর দিলেন—জন্মের পর জাতকর্মসংস্কারকালে যাঁহার রাশিচক্র নিরূপণ করিয়া জ্যোতির্বিদ্ ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন এই রাজপুত্র পরাবিদ্যা বা পৃথিবীর রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইবেন শাক্যনরপতির সংসারত্যাগী সেই পুত্রকে জনগণ বহুসম্মানে ও বহু অনুরাগে দর্শন করিতেছে।

Notes

জ্ঞানম্—জ্ঞা+ল্যুট্+নপুং দ্বিতীয়ার একবচন। কর্মণি দ্বিতীয়া। "মোক্ষে ধী জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ"। ইত্যমরঃ। মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির নাম জ্ঞান, শিল্প বিষয়ক ও শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান। কিন্তু "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।" এই গীতাবাক্যে ঔপদেশিক জ্ঞানকে জ্ঞান এবং অপরোক্ষানুভবকে বিজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে। অন্নংভট্ট তাঁহার তর্কসংগ্রহে "সর্বব্যবহার হেতু বুদ্ধি জ্ঞানম্" এই বাক্যে চতুর্বিংশতি গুণপদার্থের অন্যতম বুদ্ধির লক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্বব্যবহার হেতুস্বরূপ বুদ্ধি জ্ঞান হইতে অভিন্ন। মহাকবি অশ্বঘোষ এখানে 'পরং জ্ঞানম্' বলিয়া পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাকে বুঝাইয়াছেন। প্রকৃতি প্রত্যয়ের দিক্ হইতে জ্ঞান এবং বিদ্যা তুল্যার্থক। জ্ঞায়তে বিদ্যতে অনেন ইতি জ্ঞানম্। বিদ্যতে জ্ঞায়তে অনয়া ইতি বিদ্যা। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলিয়াছেন—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদঃ সামবেদো

যজুর্বেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। পরা চ যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে—ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ অপরা বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে জানা যায় তাহা পরাবিদ্যা। সিদ্ধার্থের জাতকর্ম সংস্কারকালে সাঙ্গবেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা নবজাত কুমার মুণ্ডকোক্ত এই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবেন এইরূপ ভবিষ্য-বাণীই করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয় ঋষিগণ বা রাজর্ষিগণেরই পুরুষপরম্পরাগত বিদ্যা ছিল। ভগবান্ গীতামুখে বলিয়াছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম ॥

এই অব্যয় জ্ঞান যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য ইহা মনুকে এবং মনু ইহা ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন। হে পরন্তপ, সেই জ্ঞানযোগ দীর্ঘকাল বশে এ জগতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই পুরাতন জ্ঞানযোগই আজ আমি তোমাকে বলিলাম। কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং এই জ্ঞানযোগ পরম রহস্য।

পরম্—পর + নপু. দ্বিতীয়ার একবচন। Adj. to জ্ঞানম্। পরশব্দ উৎকৃষ্ট অর্থে গুণিনাম (বিশেষণ) এবং অপর অর্থে সর্বনাম। 'অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্', 'পরস্মৈপদম্' প্রভৃতিস্থলে পর শব্দ অপরার্থক ও সর্বনাম। আবার 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে', 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ' ইত্যাদিস্থলে পরশব্দ উৎকৃষ্টার্থক ও গুণিনাম বা বিশেষণ।

বা—অদ্রব্যবাচক নিপাত। ইহা এখানে বিকল্পার্থক। সমুচ্চয়ার্থেও ইহার ব্যবহার হয়। সমুচ্চয়ার্থে ইহা 'চ' এর তুল্যার্থক।

পৃথিবীশ্রিয়ম্—পৃথিব্যাঃ শ্রীঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তাম্। পৃথিবীর পর্য্যায় শব্দ (Synonyms)—ভূ, ভূমি, অচলা, পৃথ্বী, বসা, বিশ্বম্ভরা, স্থিরা, ধরা, ধরিত্রী, ধরণী, উর্বী, সর্বংসহা মহী, বসুন্ধরা, বসুধা, অবনি, মেদিনী, ইলা, কাশ্যপী, মাধবী, ক্ষৌণী, গো, ক্ষ্মা, ক্ষ্মা (কেবল বেদে ব্যবহৃত), পৃথিবী, ক্ষিতি। শ্রীর পর্য্যায়

শব্দ (Synonyms)—লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রী হরিপ্রিয়া। ইন্দিরা লোকমাতা মা ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমা। ভার্গবী লোকজননী ক্ষীরসাগর কন্যকা।। জ্যোতির্বিদ্ ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধার্থের রাশিচক্র নিরূপণ করিয়া ভবিষ্য বাণী করিয়াছিলেন যে নবজাতকুমার হয় পরম জ্ঞানলাভ করিবেন না হয় পৃথিবীর রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইবেন। এই ভবিষ্যবাণী যে সিদ্ধার্থের জীবনে সফল হইয়াছিল তিনি যে পরম জ্ঞান লাভ করিয়া পৃথিবীর রাজলক্ষ্মী পরিহার করিয়া রাজার রাজা হইয়াছিলেন বিম্বিসার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উহার প্রশ্নের উত্তরে সেই কথাই বলিতেছেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোকে জাতকের ভাবী জীবনের চিত্র যে কত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় শ্রীচৈতন্যের জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রাদির বিবরণ তাহার প্রমাণ। এ বিষয়ে নিম্নের শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য :—

উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ
রাশৌ কর্কটকে পুনর্বসুদিনে মেষং গতে পূষণি।
নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশ সমিধো মধ্যাদযোধ্যারণে—
রাবির্ভূতমভূতপূর্ববিভবং যৎ কিঞ্চিদেকং মহঃ ॥

পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থগত হইলে, বৃহস্পতি চন্দ্র যুক্ত হইলে, নবমী তিথিতে, কর্কট রাশিতে, পুনর্বসু নক্ষত্রে, সূর্য্য মেষ রাশিতে আসিলে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে নিখিল পলাশসমিধ দগ্ধ করিতে অযোধ্যারূপ অরণির মধ্য হইতে অভূতপূর্ব বিভব সম্পন্ন এক জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও ঐরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৈতন্যদেবের জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রাদির পরিচয় চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রভুপাদ, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ ও বীরেন্দ্র বৃন্দের রাশিচক্র হইতেও আমরা উহাদের অনুরূপ ভাবী মহিমার ছবি প্রাপ্ত হই। মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের পর ব্রাহ্মণগণ যে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের Introduction-এ উহার উল্লেখ আমরা করিয়াছি।

বা—বিকল্পবোধক অব্যয়। ইহা এখানে বিকল্পবোধক হইলেও সমুচ্চয়ার্থেও ইহার প্রয়োগ আছে।

বিপ্রৈঃ—বি-প্রী+ড+পুং তৃতীয়ার বহুবচন। অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। বিশেষেণ প্রীণাতি ইতি বিপ্রঃ। সাঙ্গবেদাধ্যয়নজনিত সুচরিতও জ্ঞানেরদ্বারা যিনি আপনার জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রীত করেন তিনি বিপ্র। অত্রিসংহিতা বলিয়াছেন,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাত্তবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

(ব্রাহ্মণ সন্তান) শূদ্ররূপে জন্মায় গর্ভাধানাদি উপনয়নান্ত সংস্কারে দ্বিজ হয়, বেদপাঠে বিপ্র হয় এবং ব্রহ্ম জানিয়া ব্রাহ্মণ হয়। কেহ কেহ বলেন উক্ত শ্লোকের প্রথমচরণটির "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ" এইরূপ পাঠ আছে এবং ঐ পাঠই সঙ্গত। নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদ্ ঋতে। শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে ।। স্বধানিনয়ন অর্থাৎ পিতৃগণকে অন্ননিবেদন অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্যকর্মে অনুপনীত ত্রৈবর্ণিককে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করাইবে না। কারণ, যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজন্ম অর্থাৎ উপনয়ন না হয় সে পর্য্যন্ত ত্রৈবর্ণিক শূদ্রের সমান। মানব ধর্মশাস্ত্রের এই বচন "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ"—এই পাঠেরই সমর্থক এবং অত্রি-বচনের এই পাঠেই ব্রাহ্মণের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। গর্ভাধানাদিসংস্কারশূন্য বেদাধ্যয়নরহিত এবং শমাদিষট্ সম্পত্তি, "আত্মানাত্মবিবেক, ইহামুত্রফলভোগ বৈরাগ্য ও মুমুক্ষত্ব এই সাধন চতুষ্টয় হীন ব্রাহ্মণসন্তান কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হেতুই ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী হইতে পারেন না। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে। আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধো রাচতুর্বিংশতে র্বিশঃ।। অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকাল মসংস্কৃতাঃ। সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥ নৈতৈর পূতৈ র্বিধিবদ্ আপদ্যপি হি কর্হিচিৎ। ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধান্ আচরেদ্ ব্রাহ্মণঃ সহ।।—গর্ভষোড়শ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, গর্ভ দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় এবং গর্ভচতুর্বিংশ পর্যন্ত বৈশ্য সাবিত্রীপতিত হন না। ইহার পর ইহারা তিনজনই যথাকালে সংস্কারপ্রাপ্ত না হইয়া সাবিত্রী ভ্রংশ হেতু ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া আর্য্যগণ কর্তৃক নিন্দিত হন। যথাবিধি অসংস্কৃত এই ব্রাত্যদিগের সহিত আপৎকালেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম ও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিবেন না। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না—ব্রাহ্মণ হইবার জন্য শিশুকাল হইতে সদাচারে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়া অধীত বেদকে চরিত্রে প্রতিভাত করা অপরিহার্য্য কর্তব্য—এই ধারণা ব্রাহ্মণ বালকদের মনে বদ্ধমূল হইলে আমাদের সমাজ উন্নত হইবে এবং দেশ সমৃদ্ধ হইবে—

বিপ্র শব্দের অর্থ অত্রির মতে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। কিন্তু বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত করিতে হয়। পাণিনীয় শিক্ষা বলিয়াছেন—

শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষু নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥
ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

[শিক্ষা বেদের নাসিকা, কল্প হস্তদ্বয়, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত শ্রবণ, ছন্দঃ পদদ্বয় ও ব্যাকরণ মুখ। এইজন্য (ব্রাহ্মণ) বেদ অঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়াই ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকেন।

মহাভারত বলিয়াছেন—ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরেদিতি॥

ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারত) ও পুরাণদ্বারা বেদকে সম্যক্‌রূপে উপবৃংহিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত করিবে। যে অল্পজ্ঞ—এ আমাকে প্রহার করিবে এই ভাবিয়া বেদ তাহা হইতে ভীত হন।

নিম্নশ্লোকটিতে চারিবেদ, ছয় অঙ্গ ও চারি উপাঙ্গ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার নাম করা হইয়াছে :—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দশ॥

ছয় অঙ্গ, চারিবেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র—বিদ্যা এই চতুর্দশটি। মীমাংসা বলিতে মীমাংসা দর্শন ও বেদান্তদর্শনকে বুঝায় এবং ন্যায় বলিতে সেশ্বরসাংখ্য (যোগদর্শন), নিরীশ্বরসাংখ্য (কাপিলসাংখ্য), গৌতমের ন্যায় ও কণাদের বৈশেষিককে বুঝায়। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত চারিবেদের সহিত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গ এবং মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র এই চারি উপাঙ্গের অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। জ্যোতিষ শাস্ত্র আবার ত্রিধাবিভক্ত বা ত্রিস্কন্ধ। যথা গণিত জ্যোতিষ ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক। ললাট, হস্ত ও চরণের রেখা ও গঠন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জাতকের ভাগ্য নির্ণয়ের বিদ্যার নাম সামুদ্রিক। অতি প্রাচীনকাল হইতে বেদাধ্যয়নের সহিত এই ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষের চর্চা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষ্কারণ ধর্ম অর্থাৎ অহেতুক ধর্ম বা নিত্যধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ"—ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করা ও তাহার অর্থবোধ করা ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম—এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। সিদ্ধার্থের জাতকর্মাদিসংস্কারকালে শুদ্ধোদনের প্রাসাদে ষড়ঙ্গবেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের সমাগম হইয়াছিল। শিশু সিদ্ধার্থকে দর্শন করিয়া ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষ ও যোগবিদ্যার সাহায্যে তাঁহারা তাঁহার ভাবী জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া যে ভবিষ্যবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন মহাকবি অশ্বঘোষ তাঁহার বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের এই নিম্নলিখিত দশম ও একাদশ সর্গে তাহাই সঙ্কলিত করিয়াছেন।

যঃ—যদ্+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্মণি প্রথমা। "যত্তদোর্নিত্য-সম্বন্ধঃ" এই বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত মত, আলোচ্য শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই 'তদ্' হইতে উদ্ভূত 'সঃ' পদটি রহিয়াছে।

উক্তঃ—ব্রূ or বচ্+ক্ত কর্মণি+পুং প্রথমার ১বচন। 'যঃ' এই পদের বিধেয় বিশেষণ।

অধিগমিষ্যতি— অধি-গম+লৃট্, স্যতি। "সর্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থা অপি" এইরূপ বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত অনুসারে এখানে 'অধিগমিষ্যতি' 'প্রাপ্স্যতি' এই অর্থ বুঝাইতেছে।

ইতি— 'ইতি' হেতুপ্রকরণপ্রকর্ষাদিসমাপ্তিষু' ইত্যমরঃ। ইতি এই অব্যয়টি হেতু, প্রকরণ, প্রকর্ষ প্রভৃতি ও সমাপ্তির দ্যোতক। এখানে ইহা সমাপ্তির দ্যোতক।

সঃ— তদ্+পুং ১মার একবচন। উক্তে কর্মণি ১মা। আলোচ্য শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের 'যঃ' এই পদের সহিত ইহা নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে।

এব— অন্যযোগ ব্যবচ্ছেদ বোধক অব্যয়। 'স এব' বলিতে 'স এব নান্যঃ' এই অর্থের প্রতীতি হইতেছে।

শাক্যাধিপতেঃ— শাক্যানাম্ অধিপতিঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তস্য শেষে ষষ্ঠী। শক+ঘঞ্=শাক (শক্তি)। শাকে সাধুরিতি শাক+যৎ=শাক্য (অনবদ্য শক্তিসম্পন্ন)। অধি-পা+ডতি=অধিপতি।

তনুজঃ— তনু-জন্+ড+পুং ১মার ১বচন। 'মূর্ত্তৌ তনুস্তনুঃ' ইত্যমরঃ। মূর্তির পর্য্যায় শব্দ (Synonym) তনু ও তনু। উক্তে কর্মণি ১মা

নিরীক্ষ্যতে— নির্ or নিস্-ঈক্ষ্+কর্মণি লট্ তে।

প্রব্রজিতঃ— প্র-ব্রজ্+ক্ত+পুং ১মার ১বচন। 'তনুজঃ' এই পদের বিধেয় বিশেষণ।

জনেন— জন্যতে (মহাভূতপঞ্চকেন) ইতি জনি+অচ্ কর্মণি+পুং তৃতীয়ার একবচন। অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। জন এবং পঞ্চজন তুল্যার্থক। পঞ্চজনের বাংলা অপভ্রংশ 'পাঁচজন' বাংলা ভাষার একটি সুপ্রচলিত শব্দ।

Ch. of voice. (অনেন কুমারেণ) জানম পরম্ ব পৃথিবী শ্রীঃ বা বিপ্রাঃ যম্ উদ্ভবঃ অধিগংস্যতে ইতি। তম এব শাক্যাধিপতেঃ তনুজম নিরীক্ষতে প্রব্রজিতম্ জনঃ॥

Sl. 4. ততঃ শ্রুতার্থো মনসা......... পুরুষোঽনুগচ্ছেৎ ॥ ৪ ॥

বিকল্পিপাঠ :— ততঃ শ্রুতার্থঃ মনসা গতার্থঃ রাজা বভাষে পুরুষম্ তম্ এব। বিজ্ঞায়তাম্ ক প্রতিগচ্ছতি ইতি তথা ইতি অথ এনম্ পুরুষঃ অন্বগচ্ছৎ॥

Prose-order. ততঃ শ্রুতার্থঃ মনসা গতার্থঃ রাজা তম্ এব পুরুষম্ বভাষে— বিজ্ঞায়তাম্ (অসৌ) ক প্রতি গচ্ছতি ইতি। তৎ ইতি অথ এনম্ পুরুষঃ অন্বগচ্ছৎ।

Sans. & Beng. Equivalents. ততঃ (তস্মাৎ জনাৎ— সেই ব্যক্তি হইতে) শ্রুতার্থঃ (আকর্ণিতবৃত্তান্তঃ— বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া) মনসা (হৃদয়েন— হৃদয়দ্বারা)

গতার্থঃ (অবগতাভিধেয়ঃ - বাক্যার্থ অবগত হইয়া) রাজা (মগধরাজঃ শ্রেণ্যঃ—মগধেশ্বর শ্রেণ্য) তম্ এব (পূর্বোক্তম্ পুরুষম্ নান্যম্—পূর্ববর্ণিত পুরুষকে অপরকে নহে) পুরুষম্ (জনম্—ব্যক্তিকে) বভাষে (উবাচ—বলিলেন) বিজ্ঞায়তাম্ (অবগম্যতাম্—তোমাকর্তৃক পরিজ্ঞাত হউক) (অসৌ শাক্যরাজসূনুঃ—ঐ শাক্যরাজপুত্র) ক (কুত্র—কোথায়) প্রতিগচ্ছতি ইতি (প্রয়াণং করোতি ইতি—প্রয়াণ করিতেছেন এই বৃত্তান্ত) তথা ইতি (আদিষ্টঃ পুরুষঃ উক্তবান্ যথা দেবঃ আজ্ঞাপয়তি তথা করিষ্যামি—আদিষ্ট ব্যক্তি বলিলেন মহারাজ যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন সেইরূপ করিব)। অথ (অনন্তরম্—অনন্তর) এনম্ (শাক্য রাজপুত্রম্ সিদ্ধার্থম্—শাক্যরাজপুত্র সিদ্ধার্থকে) পুরুষঃ (আদিষ্টঃ জনঃ—আদিষ্টব্যক্তি) অন্বগচ্ছৎ (সিদ্ধার্থম্ অনুযাতবান্—সিদ্ধার্থের অনুগমন করিলেন)।

Beng. Trans.. আদিষ্ট ব্যক্তি হইতে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া—মনের দ্বারা উহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া রাজা সেই ব্যক্তিকেই বলিলেন—তুমি জান উনি কোথায় যাইতেছেন। (আদিষ্ট ব্যক্তি বলিলেন) আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন সেইরূপ করিব। তাহার পর আদিষ্ট ব্যক্তি সিদ্ধার্থের অনুগমন করিলেন।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবি বিরচিত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য সম্মিলিত দশমৈকাদশসর্গাভ্যাং বিম্বিসারসিদ্ধার্থসংবাদ নামকাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ বিম্বসার জিজ্ঞাসিতজনাৎ বিম্বিসারস্য সিদ্ধার্থ বৃত্তান্তাবগতিং শ্রুতবৃত্তান্তস্য অর্থাবধারণং শ্রুতাবগত-সিদ্ধার্থ বৃত্তান্তেন বিম্বিসারেণ পৃষ্টজনস্য সিদ্ধার্থানুগমনে প্রেষণঞ্চ বর্ণয়তি। ততঃ শ্রুতার্থ ইতি। জিজ্ঞাসিতজনাৎ সিদ্ধার্থ-বৃত্তান্তমাকর্ণ্য শ্রুতবৃত্তান্তং মনসা সম্প্রধার্য্যচ মগধেশ্বরঃ শ্রেণ্যঃ জিজ্ঞাসিতমেব জনং সিদ্ধার্থানুরাগিণং সিদ্ধার্থস্য গন্তব্যস্থানজ্ঞানায় আদিদেশ। আদিষ্টোঽসৌ জনো রাজানং তথা করিষ্যামি ইত্যুক্ত্বা সিদ্ধার্থস্য অনুগমনম্ অকরোৎ।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের সম্মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। দশম ও একাদশ সর্গের নাম বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ। এখানে মহাকবি জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির নিকট হইতে বিম্বিসারের সিদ্ধার্থের বৃত্তান্ত শ্রবণ, শ্রুত বৃত্তান্তের অর্থ মর্মের দ্বারা অবধারণ এবং জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে সিদ্ধার্থের গন্তব্যস্থান নিরূপণের আদেশের বর্ণনা করিয়াছেন। আদিষ্ট ব্যক্তি ক্রমে রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থের অনুগমন করিলেন ইহাও মহাকবি এখানে বলিয়াছেন। মগধরাজ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির নিকট হইতে সিদ্ধার্থের বৃত্তান্ত শুনিলেন, শুনিয়া উহার অর্থবোধ করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে সিদ্ধার্থ কোথায় যাইতেছেন তাহা জানিতে আজ্ঞা করিলেন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি রাজাজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইয়া সিদ্ধার্থের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

Notes.

ততঃ তদ্+তসিল্। তস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি অব্যয়। পঞ্চম্যাস্তসিল্। পঞ্চমীর অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হয়। এখানে অপাদানে ৫মী হইয়াছে।

শ্রুতার্থঃ—শ্রুতঃ অর্থঃ যেন সঃ। বহুব্রীহিঃ। শ্রু+ক্ত=শ্রুত। "অর্থোঽভিধেয়রৈ বস্তু প্রয়োজন নিবৃত্তিষু"—অভিধেয়, রৈ (ধন), বস্তু প্রয়োজন ও নিবৃত্তি (আনন্দ) অর্থে অর্থশব্দের ব্যবহার হয়। এখানে অভিধেয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মনসা—মন্+অসুন্+নপুং তৃতীয়ার একবচন। করণে তৃতীয়া। "চিত্তংতু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ"—চিত্ত, চেতস্, হৃদয়, স্বান্ত, হৃৎ, মানস এবং মনস্ তুল্যার্থ শব্দ।

গতার্থঃ—গতঃ (অবগতঃ) অর্থঃ যেন সঃ। বহুব্রীহিঃ। এখানে গম্ ধাতু জ্ঞানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গমনার্থক ধাতু মাত্রেই প্রাপ্তি ও জ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রাজা—রাজন্+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা। রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ—প্রজারঞ্জন করেন বলিয়া রাজাকে রাজা কহে।

বভাষে—ভাষ্+লিট্ এ। ভাষ্ ধাতু দুহাদিগণীয় ও দ্বিকর্মক। এখানে ইহার গৌণ কর্ম 'পুরুষম্' ও মুখ্য কর্ম "বিজ্ঞায়তাম্ ক্ব প্রতিগচ্ছতি" এই বাক্যটি।

পুরুষম্—পুর্ বস্+ক+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। "অকথিতঞ্চ" সূত্রে সম্প্রদানদ্বারা অবিবক্ষিত হওয়ায় কর্মণি দ্বিতীয়া হইয়াছে।

তম্—তদ্+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। পরোক্ষকে বুঝাইতে তদ্ এই সর্বনামের ব্যবহার হয়। adj. to পুরুষম্।

এব—অন্যযোগব্যবচ্ছেদসূচক অব্যয়।

বিজ্ঞায়তাম্—বি-জ্ঞা+কর্মণি লোট্ তাম্।

ক্ব—কুহ, কুত্র, ক্ব তুল্যার্থক অব্যয়। কর্মণি দ্বিতীয়া। 'প্রতিগচ্ছতি' ক্রিয়ার কর্ম।

প্রতিগচ্ছতি—প্রতি-গম্+লট্, তি। এখানে প্রতি উপসর্গটি গম্ ধাতুর অর্থের অনুগমন করিতেছে। অর্থাৎ 'প্রতিগচ্ছতি'র অর্থ এখানে 'গচ্ছতি'। উপসর্গের কাজ তিন রকম। উহা কোথাও ধাতুর অর্থকে পরিবর্তিত করে, কোথাও ধাতুর অর্থের অনুগমন করে এবং কোথাও ধাতুর অর্থের বৈশিষ্ট্য বিধান করে (ক্বচিদ্ ভিনত্তি ধাত্বর্থং ক্বচিৎ তমনুবর্ততে। বিশিনষ্টি তমেবার্থ মুপসর্গগতিস্ত্রিধা)॥

ইতি—সমাপ্তিসূচক অব্যয়। বাংলায় ইহার প্রতিশব্দ ইহা বা এই। "বিজ্ঞায়তাং ক্ব প্রতিগচ্ছতীতি—উনি কোথায় যাইতেছেন ইহা জান। হেতু, প্রকরণ, প্রকর্ষাদি ও সমাপ্তি বুঝাইতে ইতি এই অব্যয়টি ব্যবহৃত হয় (ইতি হেতুপ্রকরণ প্রকর্ষাদি সমাপ্তিষু)।

তথা—তদ্+থাল্। 'প্রকারবচনে থাল্' সূত্রে এখানে থাল্ প্রত্যয় হইয়াছে।

ইতি—উল্লিখিত ইতি শব্দ দ্রষ্টব্য।

অথ—মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন ও সমগ্রতা বুঝাইতে অথো ও অথ এই দুইটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। এখানে ইহা অনন্তর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এনম্—' দ্বিতীয়া টৌস্বেনঃ''—সূত্রে অন্বাদেশ অর্থে ইদম্ ও এতদ্ এর স্থানে দ্বিতীয়া, তৃতীয়ার একবচন এবং ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দ্বিবচনে এন আদেশ হয়।

পুরুষঃ—পুর্-বস্+ক+পুং ১মার একবচন। উক্তে কর্তরি ১মা।

অন্বগচ্ছৎ—অনু-গম্+লঙ্, দ্। অনু উপসর্গ এখানে ধাত্বর্থকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করিয়াছে। অগচ্ছৎ—গমন করিয়াছিল। অন্বগচ্ছৎ—পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল।

Ch. of voice. ততঃ শ্রুতার্থেন মনসা গতার্থেন রাজ্ঞাবভাষে পুরুষঃ স এব। বিজ্ঞানীহি ক্ব প্রতিগম্যতে ইতি তমেত্যৈথৈষ পুরুষঃ অন্বগম্যত॥

Sl. 5. আদায় ভৈক্ষং চ………রাজ্ঞে কথয়াঞ্চকার॥৫॥

সন্ধিপাঠঃ—আদায় ভৈক্ষম্ চ যথা উপপন্নম্ যযৌ গিরেঃ প্রস্রবণম্ বিবিক্তম্। তত্র এবম্ আলোক্য সঃ রাজভৃত্যঃ শ্রেণ্যায় রাজ্ঞে কথয়াঞ্চকার॥

Prose-order. (শাক্যরাজতনয়ঃ) যথোপপন্নং ভৈক্ষমাদায় গিরেঃ বিবিক্তং প্রস্রবণং যযৌ স রাজভৃত্যঃ তত্র এবম্ আলোক্য রাজ্ঞে শ্রেণ্যায় কথয়াঞ্চকার॥

Sans. and Beng. Equivalents. (শাক্যরাজতনয়ঃ—শাক্যরাজপুত্র) যথোপপন্নম্ (যদৃচ্ছালব্ধম্—যদৃচ্ছালব্ধ) ভৈক্ষম্ (ভিক্ষাসমূহম্—নানাব্যক্তি হইতে লব্ধভিক্ষা) আদায় (গৃহীত্বা—গ্রহণ করিয়া) গিরেঃ (পর্বতস্য—পর্বতের) বিবিক্তম্ (নির্জনম্—নির্জন) প্রস্রবণম্ (নির্ঝরিণীম্—নির্ঝরিণী) যযৌ (উপাযযৌ—গমন করিয়াছিলেন)। সঃ (পূর্বোক্তঃ—পূর্বোক্ত) রাজভৃত্যঃ (রাজপুরুষঃ—রাজপুরুষ) তত্র (তস্মিন্ স্থানে—সেই স্থানে) এবম্ (ঈদৃশং দৃশ্যম্—এইরূপ দৃশ্য) আলোক্য (দৃষ্ট্বা—দেখিয়া) রাজ্ঞে (নরপতয়ে—নরপতিকে) শ্রেণ্যায় (শ্রেণ্যনাম্নে—যাঁহার নাম শ্রেণ্য তাঁহাকে) কথয়াঞ্চকার (বভাষে—বলিয়াছিলেন)।

Beng. Trans. (শাক্যরাজপুত্র) যদৃচ্ছালব্ধ ভিক্ষাসমূহ গ্রহণ করিয়া পর্বতের নির্জন প্রস্রবণের নিকট গমন করিলেন। সেই রাজপুরুষ এইরূপ দেখিয়া রাজা শ্রেণ্যকে (উহা) বলিলেন।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবি বিরচিত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ শাক্যরাজতনয়স্য যদৃচ্ছালব্ধভৈক্ষ গ্রহণানন্তরং তদাদায় নির্জন নির্ঝরিণী নিকট গমনং তদবলোক্য মগধরাজ শ্রেণ্য প্রেরিত পুরুষস্য শ্রেণ্যায় তন্নিবেদনঞ্চ বর্ণয়তি।

আদায়েতি। শাক্যরাজতনয়ঃ সিদ্ধার্থো যদৃচ্ছালব্ধং ভিক্ষাসমূহং গৃহীত্বা পর্বতস্য কস্যচিন্ নির্জন নির্ঝরিণী সমীপমাজগাম। তস্মিন্ গিরিপ্রদেশে এতাদৃশং দৃশ্যমালোক্য মগধরাজ প্রেরিত পুরুষঃ মগধরাজ বিম্বিসারায় তদকথয়ং।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থসংবাদ নামক সম্মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে মহাকবি শাক্যরাজতনয়ের যদৃচ্ছালব্ধ ভৈক্ষ গ্রহণের পর তাহা লইয়া পর্বতের নির্জন নির্ঝরিণীর নিকট গমন ও তাহা দেখিয়া মগধরাজ শ্রেণ্য কর্তৃক প্রেরিত তাঁহার এক ভৃত্যের উহা শ্রেণ্যকে জ্ঞাপনের বর্ণনা করিয়াছেন।

শাক্যরাজতনয় সিদ্ধার্থ যদৃচ্ছালব্ধ ভিক্ষাসমূহ লইয়া কোন পর্বতের নির্জন ঝর্ণার নিকট আসিলেন। মগধরাজপুরুষ যাঁহাকে মগধেশ্বর শ্রেণ্য সিদ্ধার্থের অনুগমনের আদেশ দিয়াছিলেন তিনি গিরিপ্রদেশে ঐ দৃশ্য দেখিয়া মগধরাজকে নিবেদন করিলেন।

Notes

আদায়—আ-দা+ল্যপ্। "সমাসেঽনঞ্পূর্বে ক্ত্বো ল্যপ্"—নঞ্‌ভিন্ন সমাসে ক্ত্বাচ্ এর স্থানে ল্যপ হয়—এই সূত্রে আ(ঙ্) উপসর্গের সহিত সমাসবদ্ধ দা ধাতুর উত্তর 'ক্ত্বাচ্' প্রত্যয়ের স্থানে ল্যপ্ হইয়াছে। 'আঙো দোঽনাস্য বিহরণে'—মুখব্যাদান ভিন্ন অর্থে আ (ঙ্) পূর্বক দা ধাতু আত্মনেপদী হয়। আ-দা+ক্ত=আদত্ত, আত্ত—আ(ঙ্) দা ধাতুর এ বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়।

ভৈক্ষম্—ভিক্ষা+অণ্+নপুং দ্বিতীয়ার একবচন। নলোকাব্যয় নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্—এই সূত্রে 'আদায়' এই কৃদব্যয়ের কর্ম ভৈক্ষশব্দের উত্তর ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে।

চ—"তুহি চ স্ম হবৈ পাদপূরণে" ইত্যমরঃ। অমরের এই অনুশাসনানুসারে এখানে 'চ' পাদপূরণে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যথোপপন্নম্—উপপন্নম্ অনতিক্রম্য ইতি অব্যয়ীভাবঃ। যথোপপন্ন+অচ্ (মত্বর্থে)=যথোপপন্ন। adj. to ভৈক্ষম্।

যযৌ—যা+লিট্, ণল্।

গিরেঃ—গিরি+পুং ষষ্ঠীর একবচন। শেষে ষষ্ঠী।

প্রস্রবণম্—প্র-স্রু+যুচ্, কর্তরি+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। কর্মণি দ্বিতীয়া। প্রস্রবতি ইতি প্রস্রবণঃ।

বিবিক্তম্—বি-বিচ্+ক্ত+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। adj. to প্রস্রবণম্।

তত্র—তদ্+ত্রল্। 'সপ্তম্যাস্ত্রল্' সূত্রে এখানে ত্রল্ প্রত্যয় হইয়াছে।

এবম্—অব্যয়। ঈদৃশম্ দৃশ্যম্ ইত্যর্থঃ। কর্মণি দ্বিতীয়া। অব্যয়ের উত্তর দ্বিতীয়ায় লোপ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই কারিকাটি স্মরণীয় :—

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্।

যাহা তিন লিঙ্গে এবং সকল বিভক্তিতে সমান এবং কোন বচনেই যাহার পরিবর্তন হয় না তাহা অব্যয়।

আলোক্য—আ-লোকি+ল্যপ্।

সঃ—তদ্+পুং ১মার একবচন। adj. to রাজভৃত্যঃ। রাজভৃত্য যে মহাকবির পরোক্ষ ছিলেন ইহা তদ্ এর প্রয়োগদ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

রাজভৃত্যঃ—রাজ্ঞঃ ভৃত্যঃ। ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ। ভৃ+ক্যপ্=ভৃত্য। 'এতিস্তু-শাস্বৃদৃজুষঃক্যপ্'—সূত্রে ভৃ ধাতুর উত্তর ক্যপ প্রত্যয় হইয়াছে। উক্তে কর্তরি ১মা।

শ্রেণ্যায়—শ্রেণ্য+পুং ৪র্থীর ১বচন। Adj. to রাজ্ঞে। ক্রিয়াযোগে ৪র্থী। ক্রিয়য় যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্। এখানে 'কথয়াঞ্চকার' এই ক্রিয়াদ্বারা অভিপ্রেত হওয়ায় 'রাজন্' সম্প্রদান হইয়াছে এবং 'রাজন্' এর বিশেষণ হওয়ায় শ্রেণ্য শব্দের উত্তরও সম্প্রদানে ৪র্থী হইয়াছে।

রাজ্ঞে—রাজন্+পুং ৪র্থীর ১বচন। ক্রিয়াযোগে ৪র্থী।

কথয়াঞ্চকার—কথি+লিট্ ণল্। অপর দুইটি পাক্ষিক রূপ—কথয়ামাস ও কথয়াম্বভূব।

Ch. of voice. আদায় ভৈক্ষং চ যথোপপন্নং যযে গিরেঃ প্রস্রবণোবিবিক্তঃ।
তত্রৈবমালোক্য তেন রাজভৃত্যেন শ্রেণ্যায় রাজ্ঞে কথয়াঞ্চক্রে॥

Sl. 6. সংশ্রুত্য রাজা.........পশ্যতি বোধিসত্ত্বম্ ॥৬॥

বিসন্ধি পাঠঃ—সংশ্রুত্য রাজা সঃ চ বাহুমান্যাৎ তত্র প্রতস্থে নিভৃতানুযাত্রঃ।
চলস্য তস্য উপরি শৃঙ্গভূতম্ শান্তেন্দ্রিয়ম্ পশ্যতি 'বোধিসত্ত্বম্॥

Prose order. স চ রাজা সংশ্রুত্য [বাহুমান্যাৎ নিভৃতানুযাত্রঃ তত্র প্রতস্থে তস্য (অ) চলস্যোপরি শৃঙ্গভূতং শান্তেন্দ্রিয়ং বোধিসত্ত্বং পশ্যতি (চ)।

Sans. and Beng Equivalents. সঃ (পূর্বোক্তঃ—পূর্বোক্ত) চ (বা—এবং) রাজা (নৃপতিঃ—রাজা) সংশ্রুত্য (আকর্ণ্য—শুনিয়া) বাহুমান্যাৎ (বহুমানত্বেন—বহুমানতাহেতু) নিভৃতানুযাত্রঃ (নিভৃত অনাড়ম্বরং যথা তথা অনুযাত্রা যস্য সঃ—যাঁহার অনুগমনে বেশবিন্যাস, যানবাহন কোন কিছুরই আড়ম্বর নাই) তত্র (বিবিক্তগৈরিকপ্রস্রবণ সমীপে—নির্জন গৈরিক প্রস্রবণের কাছে)। প্রতস্থে

(প্রস্থিতঃ—প্রস্থান করিলেন) তস্য চ গস্য (পূর্বোক্তস্য গিরেঃ—পূর্বোক্ত পর্বতের) উপরি (উপরিষ্টাৎ—উপর) শৃঙ্গভূতম্ (শৃঙ্গং ভূত্বা স্থিতম্—যাহা শৃঙ্গ হইয়া আছে এমন) শান্তেন্দ্রিয়ম্ (জিতেন্দ্রিয়ম্—জিতেন্দ্রিয়) বোধিসত্ত্বম্ (পরমজ্ঞানস্বরূপম্—তত্ত্বজ্ঞানময়কে) পশ্যতি (অবলোকয়তি—দেখিতেছেন) (চ—এবং)।

Beng. Trans. সেই রাজা শুনিলেন শুনিয়া বহুমানহেতু অনাড়ম্বর অনুগমনে সেখানে যাত্রা করিলেন এবং সেই পর্বতের উপর শৃঙ্গের ন্যায় বর্তমান প্রশান্ত-নিখিলেন্দ্রিয় (তত্ত্বজ্ঞানময়) বোধিসত্ত্বকে দর্শন করিলেন।

Sans. Expl. অশ্বঘোষমহাকবিবিরচিত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার-সিদ্ধার্থসংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশসর্গাভ্যামুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ সিদ্ধার্থানুগমনাদিষ্টাদ্ ভৃত্যাদ্ বিদিত সিদ্ধার্থবৃত্তান্তস্য মগধেশ্বরশ্রেণ্যস্য অনাড়ম্বর-সিদ্ধার্থানুগমনং গিরেস্তস্যোপরি শৃঙ্গস্যেব বর্তমানস্য বিজিতাখিলবাহ্যাভ্যন্তরকবণস্য তত্ত্বজ্ঞানময়স্য বোধিসত্ত্বস্য দর্শনঞ্চ বর্ণয়তি।

মগধেশ্বরশ্রেণ্যোঽসৌ প্রেরিতপুরুষাৎ সিদ্ধার্থবৃত্তান্তমবগম্য সিদ্ধার্থং প্রতি বহুমানবশাৎ অনাড়ম্বরং যথা তথা তমনুগম্য প্রাপ্য চ গিরেস্তস্য পরিস্থিতং শিখরমিব স্থিতং জিতাখিলবহিরন্তঃকরণং তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপং বোধিসত্ত্বমপশ্যৎ।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার-সিদ্ধার্থসংবাদ নামক একত্রকৃত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে মহাকবি সিদ্ধার্থের অনুগমনের জন্য আদিষ্ট ভৃত্যের মুখ হইতে সিদ্ধার্থের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মগধেশ্বর-শ্রেণ্যকর্তৃক অনাড়ম্বরভাবে সিদ্ধার্থের অনুগমন এবং পূর্বোক্ত পর্বতের উপর স্থির শিখরের ন্যায় বর্তমান বিজিত সকলেন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞানময় বোধিসত্ত্বের দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন।

মগধরাজ শ্রেণ্য প্রেরিত পুরুষের নিকট সিদ্ধার্থের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাহার পর সিদ্ধার্থের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাহেতু অনাড়ম্বরভাবে তাঁহার অনুগমনে রত হইলেন। মগধরাজ সিদ্ধার্থের সমীপবর্তী হইয়া পূর্বোক্ত পর্বতে স্থির শৃঙ্গের ন্যায় উপবিষ্ট বিজিত নিখিলেন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞানময় বোধিসত্ত্বকে দর্শন করিলেন।

এই শ্লোকে মহাকবি অশ্বঘোষ বিজিত সর্বেন্দ্রিয় সিদ্ধার্থকে স্থির পর্বতের স্থির শৃঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মনু জিতেন্দ্রিয়ের যে লক্ষণ বলিয়াছেন—তাহা এই—ন পাণিচপলোযশ্চ ন পাদ চপশ্চো নরঃ। ন চক্ষুশ্চপলো যস্য স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ যিনি পাণিচপল নহেন পাদচপল নহেন, নেত্র চপল নহেন তিনিই জিতেন্দ্রিয়। সিদ্ধার্থের নয়ন ও করচরণ শমগুণহেতু প্রশান্ত দৃষ্টি ও স্থির হইয়াছিল। তাঁহার করচরণাদির নিতান্ত স্থিরতা বুঝাইবার জন্যই মহাকবি অশ্বঘোষ সিদ্ধার্থকে প্রশান্ত মহীধরের প্রশান্ত শৃঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

Notes

সংশ্রুত্য—সম্-শ্রু+ল্যপ। রাজা—রাজন্+পুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা।

সঃ—তদ্+পুং ১মার ১বচন। Adj. to রাজা। চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

বাহুমান্যাৎ—বহুমান+ষ্যঞ্+নপুং ৫মীর একবচন। হেতৌ ৫মী। বহুঃ মানঃ যস্য সঃ=বহুমানঃ।

তত্র—তদ্+ত্রল্। তস্মিন্ গিরৌ ইত্যর্থঃ। সপ্তম্যাস্ত্রল্ ইতি ত্রল্ প্রত্যয়ঃ।

প্রতস্থে—প্র-স্থা+লিট্, এ। 'সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ' ইত্যাত্মনেপদম্।

অচলস্য—অচল+পুং ষষ্ঠীর ১বচন। ন চলঃ। নঞ্ তৎপুরুষঃ। তস্য। সংশ্রুত্য রাজা স চ বাহুমান্যাৎ, তত্র প্রতস্থে নিভৃত্যানুযাত্রোঽচলস্য তস্যোপরি শৃঙ্গভূতঃ শান্তেন্দ্রিয়ং পশ্যতি বোধিসত্ত্বম্॥—তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের এইরূপ সন্ধি করিলে এখানে অর্থ সঙ্গতহয়। অন্যথা সঙ্গত অর্থ হয় না। "নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ" এই যুক্তিতে এইরূপ সন্ধি সমর্থন করা যায়। ছন্দের অনুরোধে অচল শব্দের অ লুপ্ত করিয়াও আমরা অভীষ্ট অর্থ পাইতে পারি। "যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহ" এই মন্ত্রাংশে অরি-শব্দের অ লুপ্ত হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত মহাকবিকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে অপি মাষং মষং কুর্যাৎ ছন্দো ভঙ্গ ভয়াৎ সুধীঃ" ছন্দঃ শাস্ত্রের এই অনুশাসনটিও এখানে স্মরণীয়।

তস্য—তদ্+পুং ষষ্ঠীর ১বচন। Adj. to অচলস্য। পূর্বোক্তস্য ইত্যর্থঃ।

উপরি—উপ+রিল্। অব্যয়। উপরি এবং উপরিষ্টাৎ তুল্যার্থক। উপ+রিষ্টাতিল্=উপরিষ্টাৎ।

শৃঙ্গভূতম্—শৃঙ্গং ভূতঃ। গতিসমাসঃ। তম্। শৃম্ কৃত্বা গচ্ছতীতি শৃঙ্গম্। শৃম্-গম্+ড=শৃঙ্গ।

শান্তেন্দ্রিয়ম্—শান্তানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য বহুব্রীহিঃ। তম্। Adj. to বোধিসত্ত্বম্। ইন্দ্রিয় ১১টি। তন্মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্ জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ॥ অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানাম্ উরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। (পাণিনীয় শিক্ষা) বক্ষ, কণ্ঠ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ, তালু ও মস্তক—এই আটটি বর্ণোচ্চারণের স্থান। এই আটটি মিলিতভাবে বাক্ বা বাগেন্দ্রিয়। পাণি, (হাত), পাদ (পা), পায়ু (মলদ্বার), ও উপস্থ (মূত্রদ্বার) এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং মন উভয়েন্দ্রিয়। বোধিসত্ত্বের এই এগারটি ইন্দ্রিয়ই শান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষরহিত হইয়াছিল। cf. "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ"॥ ইন্দ্রিয়সমূহের কোন বিষয়ে আসক্তি ও কোন বিষয়ে বিরক্তি আছে। ইহা ধরাবাঁধা নিয়ম। এই আসক্তি

(রাগ) ও বিরক্তির (দ্বেষ) অধীন হইবে না। এই আসক্তি ও বিরক্তি আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী। "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।" ইন্দ্রিয় সকল যাহার বশে আছে তাঁহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ—গীতা।

পশ্যতি—দৃশ+লট্ তি। এখানে পরোক্ষে লিট্ না করিয়া মহাকবি মানস প্রত্যক্ষে লট্ করিয়াছেন।

বোধিসত্ত্বম্—বোধিঃ সত্ত্বং যস্য। তম্। কর্মণি দ্বিতীয়া। বুধ্+ইঞ্ ভাবে=বোধি। বুধ্+ঘঞ্ ভাবে=বোধ বুধ্+ক্তিন্ ভাবে=বুদ্ধি। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের দিক, বাধি, বোধ ও বুদ্ধি তুল্যার্থক। তবে বুদ্ধিশব্দের যোগার্থ ভিন্ন একটি রূঢ়ার্থও আছে। নিশ্চয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তিকে বুদ্ধি কহে। ইহাই বুদ্ধিশব্দের রূঢ়ার্থ। যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানই বোধ শব্দের অর্থ। সত্ত্ব—অস্+শতৃ+ত্ব। সত্ত্বশব্দে প্রাণীকেও বুঝায়। সুতরাং বোধিসত্ত্ব শব্দে উহা সত্তা অস্তিত্ব ও স্বরূপের তুল্যার্থক। সুতরাং বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞানময় বা বিজ্ঞানময় বা বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহ।

Ch. of voice. সংশ্রুত্য রাজ্ঞা তেন চ বাহুমাত্র্যাং তত্র প্রতস্থে নিভৃতানুযাত্রেন। চলস্থ তস্যোপরি শৃঙ্গভৃতঃ শান্তেন্দ্রিয়ো দৃশ্যতে বোধিসত্ত্বঃ॥

শ্লো. 7. ততঃ শুচৌ⋯ ⋯⋯বিজিজ্ঞাসুরিদং বভাষে॥৭॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ততঃ শুচৌ বারণকর্ণনীলে শিলাতলে অসৌ নিষসাদ রাজা। নৃপঃ উপবিশ্য অনুমতঃ চ তস্য ভাবং বিজিজ্ঞাসুঃ ইদম্ বভাষে॥

Prose-order. ততঃ অসৌ রাজা বারণকর্ণনীলে শুচৌ শিলাতলে নিষসাদ। নৃপঃ উপবিশ্য অনুমতশ্চ তস্য ভাবং বিজিজ্ঞাসুঃ ইদং বভাষে।

Sans. & Beng. Equivalents. ততঃ তস্মাৎ পরং—তাহার পর) অসৌ (সঃ—সেই) রাজা (নৃপতিঃ—নরপতি) বারণকর্ণনীলে (কুঞ্জর শ্রবণশ্যামলে—হস্তীর কর্ণের ন্যায় নীল শুচৌ (পবিত্রে—পবিত্র) শিলাতলে (প্রস্তরোপরি—পাথরের উপর) নিষসাদ (উপবিবেশ—বসিয়াছিলেন) নৃপঃ (রাজা—রাজা) উপবিশ্য (আসনং কৃত্বা—বসিয়া) অনুমতশ্চ (প্রশ্নকরণানুমতিং লব্ধা বা—এবং প্রশ্ন করিবার অনুমতি লাভ করিয়া) তস্য (সিদ্ধার্থস্য—সিদ্ধার্থের ভাবম্ (মনোভাবম্—মনেরভাব) বিজিজ্ঞাসুঃ (বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছুঃ—জানিবার ইচ্ছায়) ইদম্ (বক্ষ্যমাণং বচনম্—বক্ষ্যমাণ বাক্য) বভাষে (উবাচ—বলিলেন)।

Beng. Trans. তাহার পর সেই রাজা হাতীর কর্ণের ন্যায় নীল পবিত্র প্রস্তরের উপর বসিলেন। বসিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া রাজা (সিদ্ধার্থের) মনোভাব জানিবার বাসনায় এই কথা বলিলেন।

Sans. Expl. অশ্বঘোষমহাকবিবিরচিত বুদ্ধচরিতমহাকাব্যস্য বিম্বিসার-সিদ্ধার্থসংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশসর্গাভ্যামুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ বিম্বিসারস্য সিদ্ধার্থ সমীপ প্রাপ্ত্যনন্তরং তদস্তিকে পবিত্রনাল প্রস্তরোপরি সমুপবেশনং প্রশ্নকরণানুজ্ঞাপ্রাপ্তিং সামান্যতঃ প্রশ্নকরণঞ্চ বর্ণয়তি।

সিদ্ধার্থসমীপমবাপ্য তদুপরি বোধিসত্ত্বমবলোক্য প্রস্রবণ সমীপে নিষণ্ণস্য নিকটে হস্তিকর্ণশ্যামলে পবিত্রে প্রস্তরে নিষদ্য স মগধেশ্বরঃ শ্রেণ্যঃ সিদ্ধার্থাৎ তদ প্রশ্নকরণানুমতিং প্রাপ্য বক্ষ্যমাণং প্রশ্নং পপ্রচ্ছ।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিতমহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থ সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশসর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে মহাকবি বিম্বিসারের সিদ্ধার্থের সান্নিধ্য প্রাপ্তির পর প্রস্রবণের নিকট উপবিষ্ট সিদ্ধার্থের সমীপে হস্তীরকর্ণের ন্যায় নীলবর্ণ একখানি পবিত্র প্রস্তরে উপবেশন, সিদ্ধার্থের নিকট প্রশ্নজিজ্ঞাসার অনুমতি লাভ ও সামান্যভাবে প্রশ্নকরার বর্ণনা দিয়াছেন।

সিদ্ধার্থের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার উপর বোধিসত্ত্বকে দর্শন করিয়া প্রস্রবণের ধারে উপবিষ্ট সিদ্ধার্থের নিকটে হস্তীর কর্ণের ন্যায় শ্যামাভ একখানি পবিত্র শিলাখণ্ডে বসিয়া সেই মগধরাজ শ্রেণ্য সিদ্ধার্থের নিকট হইতে তাহাকে প্রশ্ন করিবার অনুমতি পাইয়া বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করিলেন।

Notes

ততঃ—তদ্+তসিল্।

শুচৌ—শুচি+নপুং সপ্তমীর একবচন। পাক্ষিক রূপ শুচিনি। adj. to শিলাতলে।

বারণকর্ণনীলে—বারণস্য কর্ণঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। স ইব নীলঃ। 'উপমানানি সামান্যবচনৈঃ' ইতি উপমান কর্মধারয়ঃ। তস্মিন্।

শিলাতলে—শিলায়াস্তলম্। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তস্মিন্।

অসৌ—অদস+পুং প্রথমার একবচন। Adj. to রাজা। দূরবর্তী বস্তুকে বুঝাইবার জন্য অদস্ শব্দের প্রয়োগ হয়। 'অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে'।

নিষসাদ—নি-সদ্+লিট্, ণল্। নিষণ্ণ, বিষণ্ণ, প্রসন্ন, অবসন্ন, উৎসন্ন, আসন্ন—এই শব্দগুলির প্রকৃতি ও প্রত্যয় অভিন্ন হইলেও উপসর্গ ভেদে অর্থ বিভিন্ন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই কারিকাটি স্মরণীয় :—

উপসর্গেন ধাত্বর্থোবলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহার সংহার বিহারপরিহারবৎ॥

উপসর্গ ধাতর অর্থকে বলপূর্বক অন্যত্র লইয়া যায় যেমন প্রহার, আহার, সংহার বিহার

ও ...হার শব্দে লইয়াছে। নিষন্ন শব্দের অর্থ উপবিষ্ট হইলেও নিষাদশব্দ সঙ্কীর্ণ বর্ণবিশেষকে বুঝায়। "নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে" (মনুসংহিতা) ...ণ হইতে শূদ্রকন্যায় নিষাদ যাহার নামান্তর পারশব উৎপন্ন হয়। মহাভারতের অর্জুনপ্রতিদ্বন্দ্বী একলব্য নিষাদ ছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষি কক্ষিবান্ ও তাঁহার ...গিনী ঘোষা পারশব ছিলেন।

রাজা—রাজন্+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা।

নৃপঃ—নৄন্ পাতি ইতি নৃ-পা+ক+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা।

নৃপোবিশ্য—নৃপঃ+উপবিশ্য=নৃপ উপবিশ্য—বিসর্গের লোপ হইয়া এইরূপ রূপ হইবে। বিসর্গলোপের পর আর সন্ধি হয় না ইহাই পাণিনির বিধান। কিন্তু এখানে অশ্বঘোষ পাণিনি সূত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নৃপোপবিশ্য করিয়াছেন। রামায়ণে "সৈষ দাশরথীরামঃ সৈষ রামোধনুর্ধরঃ" এই বাক্যে অনুরূপ সন্ধির উদাহরণ পাওয়া যায়। মহাকবি এখানে কবিগুরু বাল্মীকির পদাঙ্কানুসরণ করিলেন।

উপবিশ্য—উপ-বিশ্+ল্যপ্। উপবিশতি, প্রবিশতি, সংবিশতি, নিবিশতে, নির্বিশতি, অধিবিশতি, পরিবিশতি, প্রতিবিশতি, অভিনির্বিশতে, আবিশতি—এই ক্রিয়াপদ গুলির মধ্যে প্রবিশতি, নিবিশতে ও অভিনিবিশতে তুল্যার্থক, অবশিষ্টগুলি ভিন্নার্থক। এই অর্থান্তর উপসর্গ ঘটিত।

অনুমতঃ—অনু-মন্+ক্ত+পুং প্রথমার একবচন। 'ঞীত্বনুবন্ধমতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যঃ ক্তঃ' এই সূত্রে মত্যর্থক মন্ ধাতুর উত্তর এখানে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে।

চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

তস্য —তদ্+পুং ষষ্ঠীর একবচন। শেষে ষষ্ঠী 'তস্য অনুমতশ্চ এইরূপ অন্বয় করিলে 'ক্তস্য চ বর্তমানে' এই সূত্রে ষষ্ঠী হইবে।

ভাবম্—ভূ+ঘঞ্+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। 'নলোকাব্যয় নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম সূত্রে উপ্রত্যয়ান্ত বিজিজ্ঞাসুর যোগে কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে।

বিজিজ্ঞাসুঃ—বি-জ্ঞা+সন্+উ+পুং প্রথমার একবচন। এখানে 'বি' উপসর্গ জিজ্ঞাস ধাতুর অর্থের অনুগামী হইয়াছে। সুতরাং বিজিজ্ঞাসু=জিজ্ঞাসু। "জ্ঞা শ্রু স্মৃদৃশাং সনঃ" সূত্রে সমস্ত জ্ঞা, শ্রু, স্মৃ ও দৃশ্ আত্মনেপদী।

ইদম্—ইদম+নপুং ২য়ার ১বচন। কর্মণি ২য়া। ইদম্ অনন্তরোক্ত বাক্যকে বুঝাইতেছে?

বভাষে—ভাষ্+লিট্, এ। ইহার মুখ্যকর্ম 'ইদম্' এবং গৌণকর্ম 'তম্' বা 'সিদ্ধার্থ' উহ্য।

Ch. of voice. ততঃ অমুনা রাজ্ঞা বারণবর্ণনীলে শুচৌ শিলাতলে নিষেদে। নৃপেণ উপবিশ্য অনুমতেন চ তস্য ভাবং বিজিজ্ঞাসুনা ইদং বভাষে।

Sl. 8. **আদিত্যপূর্বং……ভৈক্ষাক এবাভিরতা ন রাজ্যে ॥৮॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—আদিত্যপূর্বম্ বিপুলম্ কুলম্ তে নবম্ বয়ঃ দীপ্তম্ ইদম্ বপুঃ ।
কস্মাৎ ইয়ম্ তে মতিঃ অক্রমেণ ভৈক্ষাকে এব অভিরতা ন রাজ্যে।

Prose order. কুলং তে আদিত্য পূর্বং বিপুলং (চ), বয়ঃ নবম্, ইদং বপুঃ দীপ্তং চ। কস্মাৎ ইয়ং তে মতিঃ অক্রমেণ ভৈক্ষাকে এব অভিরতা ন রাজ্যে।

Sans. and Beng. Equivalents. কুলম্ (অন্বয়ঃ—বংশ) তে (তব—তোমার) আদিত্যপূর্বম্ (সূর্য পূর্বকম্—সূর্যাদি) বিপুলম্ (বিশালম্—মহৎ) [চ (বা এবং)—বয়ঃ (বর্ষ পরিমাণম্—বছরের পরিমাণ) নবম্ (নবীনম্—নবীন) ইদম্ (মম সন্নিকর্ষে স্থিতম্—আমার নিকটে অবস্থিত) বপুঃ (দেহঃ—দেহ) দীপ্তম্ (জোতির্ময়ম্—জ্যোতির্ময়) চ (বা—এবম্)। কস্মাৎ (কুতঃ—কি কারণে) ইয়ম্ (এষা—এই) তে (তব—তোমার) মতিঃ (বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি) অক্রমেণ (পৌর্বাপর্যং বিহায়—পৌর্বাপর্য ত্যাগ করিয়া) ভৈক্ষ্যকে এব (ভিক্ষায়ামেব—কেবল ভিক্ষাতেই) অভিরতা (অনুরক্তা—অনুরক্তা) ন (নো—নহে) রাজ্যে (রাজকর্মণি—রাজকার্যে)।

Beng. Trans. তোমার বংশ সূর্যপূর্বক এবং মহান্, বয়স নবীন এবং এই দেহ জ্যোতির্ময়। কেন তোমার বুদ্ধি ক্রম পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষায়ই রত হইয়াছে রাজ্যে নহে ?

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবি বিরচিত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশসর্গাভ্যামুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ সিদ্ধার্থং প্রতি মগধরাজ শ্রেণ্যস্য বচনং সঙ্কলয়তি। বংশ স্তে সূর্য্যপূর্বকো মহিমান্বিতশ্চ। অর্থাৎ যস্য বংশস্য আদিপুরুষঃ সূর্য্যঃ যং বংশং মনুসগরভগীরথ-রঘুরামপ্রভৃতয়ো লোকাতিশায়িকীর্তিকলাপেন মহিমান্বিতমকুর্বন্ তস্মিন্নেব মহতি বংশে ত্বং জাতবান্। নখল্বিমে সূর্য্য প্রজা রাজর্ষয় যৌবনে ভিক্ষাং কৃতবন্তঃ পরং বার্ধকে এব। ভবতস্তু নবীনং বয়ঃ। নবীনেঽপি বয়সি ব্যাধিবশেন যদি শরীরং জীর্ণং ভবতি মলিনঞ্চ তদাপি জনো ভিক্ষাং কুরুতে কিন্তু ভবত ইদং বপুঃ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল-মানসময়ঞ্চ। বংশেন বয়সা বপুষা চ রাজকার্য্য মর্হতি ভবান্ ন ভিক্ষাং পরং ভবতি তদ্‌বিপরীতমেব দৃশ্যতে। ভবদাচরণে কার্য্যকারণক্রমভঙ্গ এব প্রতিভাতি। কথ্যমেতৎ সম্ভবতি ইত্যেব প্রশ্নো মগধেশ্বরস্য।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থ সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে মহাকবি অশ্বঘোষ সিদ্ধার্থের প্রতি মগধরাজ শ্রেণ্যের উক্তি সঙ্কলিত করিয়াছেন।

তোমার বংশ সূর্য্যপূর্বক ও মহিমান্বিত। অর্থাৎ যে বংশের আদি পুরুষ সূর্য্য ও যে বংশকে মনু, সগর, ভগীরথ, রঘু, রাম প্রভৃতি লোকাতিশায়ি কীর্তিকলাপে মহিমান্বিত করিয়াছেন সেই মহান্ বংশে তোমার জন্ম। এই সূর্য্য সম্ভূত রাজর্ষিগণ যৌবনে ভিক্ষা করেন নাই প্রত্যুত বৃদ্ধ বয়সে বাণপ্রস্থ ও যতি আশ্রমে ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আপনার বয়স নবীন। নবীন বয়সেও দেহ যদি ব্যাধিজীর্ণ হয় তাহা হইলে লোকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু আপনার দেহ নীরোগ স্বাস্থ্যোজ্জল। বংশে, বয়সে এবং দৈহিক অবস্থায় আপনি রাজত্ব করিবার যোগ্য ভিক্ষা করিবার যোগ্য নহেন। কিন্তু আপনার আচরণে কার্য্য কারণের ক্রম ভঙ্গই দৃষ্ট হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল ইহাই মগধরাজের প্রশ্নের বিষয়।

Notes

অ দিত্যপূর্বম্—আদিত্যঃ পূর্বঃ যস্মিন। বহুব্রীহিঃ। তং। অদিতি+ণ্য= আদিত্য। আদিত্য শব্দটি যোগরূঢ়। কারণ ইহার যোগার্থ অদিতিপুত্র হইলেও রূঢ়ার্থ সূর্য্য।

বিপুলম্—বি-পুল্+ক+নপুং ১মার ১বচনে। Adj. to কুলম্।

কুলম্—কুল+নপুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা। ভবতি এই গম্যমান ক্রিয়া দ্বারা উহা অভিহিত হইয়াছে।

তে—যুষ্মদ্+পুং ষষ্ঠীর ১বচন। অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দের একস্বর পদগুলি বাক্যের আদিতে, সম্বোধন পদের পরে ও পাদের প্রথমে ও চ, বৈ, তু, হি প্রভৃতি অব্যয়-যোগে ব্যবহৃত হয় না।

নবম্—নু+অপ্+নপুং ১মার ১বচন। Adj. to বয়ঃ।

বয়ঃ—বে+অসুন্+নপুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা। অভিধায়িকা ক্রিয়া ভবতি উহ্য আছে।

দীপ্তম্—দীপ্+ক্ত+নপুং ১মার ১বচন। Adj. to বয়ঃ।

ইদম্—ইদম্+নপুং ১মার ১বচন। Adj. to বয়ঃ।

বয়ঃ—বপ্+উসুন্+নপুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা। গম্যমান ভবতি ক্রিয়া দ্বারা অভিহিত হইয়াছে।

চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

কস্মাৎ—কিম্+নপুং ৫মীর ১বচন হেতৌ ৫মী।

তে—যুষ্মদ্+পুং ষষ্ঠীর ১বচন।

মতিঃ —মন্+ক্তি+স্ত্রী ষষ্ঠীর ১বচন। উক্তায়াং কর্ত্র্যাং ১মা।

অক্রমেণ—ন ক্রমঃ। নঞ্ তৎপুরুষঃ। তেন। হেতৌ ৩য়া। এখানে

নঞের অর্থ বিরোধ। অক্রমেণ ক্রমবিরোধেন ইত্যর্থঃ। এই কারিকাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :—

তৎ সাদৃশ্যম্ অভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

ভৈক্ষাকে—ভিক্ষা+বুঞ্+নপুং ৭মীর ১বচন। অধিকরণে ৭মী।

এব—অন্যযোগ ব্যবচ্ছেদার্থক অব্যয়।

অভিরতা—অভি-রম্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ টাপ্।

ন—ন এবং নো তুল্যার্থক অব্যয়।

রাজ্যে—রাজন্+ষ্যঞ্+নপুং ৭মীব ১বচন। বিষয়াধিকরণে ৭মী।

Ch. of voice. কুলেন তে আদিত্যপূর্বেণ বিপুলেন (চ) (ভূয়তে), বয়সা নবেন (ভূয়তে), অনেন বপুষা দীপ্তেন চ (ভূয়তে)। কস্মাৎ অনয়া তে মত্যা অক্রমেণ ভৈক্ষাকে এব অভিরতয়া ভূয়তে ন রাজ্যে।

Sl. 9. **গাত্রং হি তে ·····ন চাহঃ পরদত্তমন্নম্ ॥ ৯ ॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—গাত্রম্ হি তে লোহিতচন্দনার্হম্ কাষায়সংশ্লেষমনর্হমেতৎ।
হস্তঃ প্রজাপালনযোগ্যঃ এষ ভোক্তুম্ ন চ অর্হঃ পরদত্তম্ অন্নম্।

Prose-order. গাত্রং হি তে লোহিতচন্দনার্হম্। কাষায়সংশ্লেষম্ এতৎ অনর্হম্ (জাতম্)। এষ হস্তঃ প্রজাপালনযোগ্যঃ ন চ পরদত্তম্ অন্নং ভোক্তুম্ অর্হঃ।

Sans. and Beng. Equivalents. গাত্রম্ (শরীরম্—শরীর) হি (নিশ্চয়েন—নিশ্চিতরূপে) তে (তব—তোমার) লোহিতচন্দনার্হম্ (রক্তচন্দনেন চর্চিতং ভবিতুং যোগ্যম্—রক্তচন্দনে চর্চিত হইবার যোগ্য)। কাষায় সংশ্লেষম্ (কাষায়রঞ্জিতবসনং বসানম্—কষায়রঞ্জিত—বসনধারী) এতৎ (ইদং শরীরম্—এই দেহ) অনর্হম্ (অশোভনম্-অশোভন) (জাতম্—হইয়াছে)। এষঃ (অয়ম্—এই) হস্তঃ (করঃ—হস্ত) প্রজাপালন যোগ্যঃ (প্রকৃতিরক্ষণার্হঃ—প্রজারক্ষারযোগ্য) ন (নো—না) চ (বা—এবং) পরদত্তম্ (অন্যবিতীর্ণম্—অপরকর্তৃক দত্ত) অন্নম্ (ভক্তম্—অন্ন) ভোক্তুম্ (খাদিতুম্—ভোজন করিবার) অর্হঃ (যোগ্য—উপযুক্ত)।

Beng. Trans. আপনার দেহ রক্তচন্দনে চর্চিত হইবার যোগ্য। কাষায়বসন ধারণ করিয়া ইহা অশোভন হইয়াছে। এই হস্ত প্রজাপালনের যোগ্য পরপ্রদত্ত অন্ন ভোজনের যোগ্য নহে।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃতবুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসারসিদ্ধার্থসংবাদনামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ সিদ্ধার্থং প্রতি বিম্বিসারবচনং সঙ্কলয়তি।

তব শরীরং রক্তচন্দনেন চর্চ্চিতং ভবিতুং যোগ্যম্। গৈরিকবসনং দধানমেতদ্ন শোভতে। তব হস্তঃ প্রকৃতিপুঞ্জপরিরক্ষণার্হম্। অনর্হমেতদ্ ভিক্ষান্নং ভোক্তুম্। যৎ শোভনং পরিত্যক্তং তদ্ ভবতা। পরং যদ্ অশোভনং তদেব ত্বয়া নিষেব্যতে। এতদ্‌বিরুদ্ধ সমাচারস্য তে কো হেতু রিতি জিজ্ঞাসা বিম্বিসারমিহ বাধতে।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার-সিদ্ধার্থসংবাদনামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে মহাকবি অশ্বঘোষ সিদ্ধার্থের প্রতি বিম্বিসারের বচন সঙ্কলিত করিতেছেন।

আপনার দেহ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইবার যোগ্য। গৈরিক বসন ধারণ করিয়া ইহা অশোভন হইয়াছে। আপনার হস্ত প্রজাপুঞ্জ রক্ষার যোগ্য। উহা ভিক্ষান্নভোজনের যোগ্য নহে। যাহা আপনার পক্ষে শোভন তাহা আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা আপনার পক্ষে অশোভন তাহাই আপনি গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার এই বিরুদ্ধ আচরণের কারণই আমার জিজ্ঞাসার বিষয়। এই জিজ্ঞাসাই আমার চিত্তকে পীড়া দিতেছে।

Notes

গাত্রম্—গীয়তে বর্ণ্যতে ইতি গৈ+ষ্ট্রন্+নপুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা।

হি—হেতু এবং অবধারণ সূচক অব্যয়। হি হেতাববধারণে ইত্যমরঃ। এখানে ইহা অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

তে—যুষ্মদ্+পুং ষষ্ঠীর ১বচন। পাক্ষিকরূপ—তব। শেষে ষষ্ঠী।

লোহিতচন্দনার্হম্—লুহ্+ঘঞ্=লোহ। লোহ+ইতস্=লোহিত। চন্দ্+যুচ্=চন্দন। লোহিতং চন্দনম্। কর্মধারয়ঃ। অর্হতি ইতি অর্হ্+অচ্=অর্হ। লোহিতচন্দনস্য অর্হম্। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। বিধেয় বিশেষণ to গাত্রম্।

কাষায়সংশ্লেষম্—কাষায়েণ রক্তম্ ইতি কষায়+অণ্=কাষায়। সম্-শ্লিষ্+ঘঞ্=সংশ্লেষ। কাষায়স্য সংশ্লেষোযস্মিন্ তৎ। ব্যধিকরণ বহুব্রীহিঃ। Adj. to এতৎ।

অনর্হম্—ন অর্হম্। নঞ্‌তৎপুরুষঃ। অশোভনম্ ইত্যর্থঃ।

এতৎ—এতদ্+নপুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা। ইদম্ সমীপবর্তীর বাচক কিন্তু এতদ্ সমীপতরবর্তীর বাচক। সমীপতরবর্তিনিচৈতদোরূপম্।

হস্তঃ—হস্ত+পুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা। কর, পাণি প্রভৃতি হস্তবাচক শব্দগুলি পুংলিঙ্গ।

প্রজাপালনযোগ্যঃ—প্রজানাং পালনম্। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। 'প্রজাস্যাৎ সন্ততৌ জনে' ইত্যমরঃ। প্রজাপালনস্য যোগ্যঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। যুজ্+ণ্যৎ=যোগ্য, যোজ্য। Adj. to হস্তঃ।

এষঃ—এতদ্+পুং ১মার ১বচন। Adj. to হস্তঃ।

ভোক্তুম্—ভুজ্+তুমুন্। কৃদব্যয়।

ন—নিষেধসূচক অব্যয়। বেদে ইহা উপমা বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়। যথা—'মৃগোনভীমঃ' মৃগ ইব ভীম ইত্যর্থঃ। সিংহের ন্যায় ভীষণ।

চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়। অর্হঃ—অর্হ্+অচ্+পুং প্রথমার ১বচন। Adj. to হস্তঃ।

পরদত্তম্—পরেণ দত্তম্। তৃতীয়াতৎপুরুষঃ। তৎ। Adj. to অন্নম্।

অন্নম্—অদ্+ক্ত+নপুং দ্বিতীয়ার ১বচন। কর্মণি ২য়া। 'নলোকাব্যয়নিষ্ঠা-খলর্থতৃণাম্'—এই সূত্রে কৃদব্যয়ের কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া ২য়া হয়। ক্ত প্রত্যয়ান্ত অদ্ হইতে অন্ন ও জগ্ধ এই দুইটি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অন্ন ভক্ষ্যার্থে ও জগ্ধ ভক্ষিতার্থে ব্যবহৃত হয়।

Ch. of voice. গাত্রেণ হি তে লোহিত চন্দনার্হেণ (ভূয়তে)। কাথায় সংশ্লেষণে এতেন অনর্হেণ (ভূয়তে)। এতেন হস্তেন প্রজাপালনযোগ্যেন (ভূয়তে) ন চ পরদত্তমন্নং ভোক্তুমর্হেণ (ভূয়তে)।

Sl. 10. স্নেহেন……জাতানুকম্পোঽস্ম্যপি চাগতাশ্রুঃ॥ ১০॥

বিসন্ধিপাঠঃ—স্নেহেন খলু এতদ্ অহম্ ব্রবীমি ন ঐশ্বর্য্যরাগেণ ন বিস্ময়েন।
ইমম্ হি দৃষ্ট্বা তব ভিক্ষুবেশম্ জাতানুকম্পঃ অস্মি অপি চ আগতাশ্রুঃ॥

Prose-order. অহং খলু স্নেহেন এতদ্ ব্রবীমি ন ঐশ্বর্য্যরাগেণ ন বিস্ময়েন। তব ইমং ভিক্ষুবেশং দৃষ্ট্বা হি জাতানুকম্পঃ অস্মি আগতাশ্রুশ্চাপি।

Sans. and Beng. Equivalents. অহম্ (বিম্বিসারঃ—আমি বিম্বিসার) খলু (নিশ্চয়েন—নিশ্চিতরূপে) স্নেহেন (অনুরাগেণ—স্নেহবশতঃ) এতৎ (উচ্যমানম্ বচনম্—এই কথ্যমান বাক্য) ব্রবীমি (কথয়ামি—বলিতেছি) ন (নো—না) ঐশ্বর্য্যরাগেণ (রাজত্বাসক্তি হেতুনা—রাজত্বের প্রতি আসক্তি হেতু) ন (নো—না) বিস্ময়েন (আশ্চর্যেণ—বিস্ময়হেতু)। তব (ত্বদীয়ম্—আপনার) ইমম্ (এতম্—এই) ভিক্ষুবেশম্ (সন্ন্যাসি নেপথ্যম্—সন্ন্যাসিবেশ) দৃষ্ট্বা (ঈক্ষিত্বা—দেখিয়া) হি (নিশ্চয়েন—নিশ্চিতরূপে) জাতানুকম্পঃ (সঞ্জাত কারুণ্যঃ—

করুণাক্রান্ত) অস্মি (ভবামি—হইতেছি) আগতাশ্রঃ (গলদশ্রুঃ—সজলনয়নঃ) চ (বা—এবং) অপি (আধিক্যেন—অধিকন্তু)।

Beng. Trans. আমি নিশ্চিতরূপে স্নেহবশতঃ ইহা বলিতেছি রাজ্যাসক্তি হেতু বা বিস্ময়বশতঃ নহে। আপনার এই ভিক্ষুবেশ দেখিয়া নিশ্চিতরূপে আমি করুণাক্রান্ত হইতেছি সজলনেত্রেও।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার-সিদ্ধার্থ-সংবাদ-নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যা মুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ কারণেন যেন বিম্বিসারঃ সিদ্ধার্থং প্রতি উক্তং বচনমবদৎ তদ্ বর্ণয়তি।

বিম্বিসার আহ—ভবন্তমহং যৎ কথয়ামি ন খলু রাজ্যাসক্তি হেতুনা বিস্ময়বশেনতৎ কথয়ামি পরং ভবন্তং প্রতি মদীয়ঃ স্নেহ এব তস্মাৎ ভবতে বাচয়তি। ত্বদীয়ং সন্ন্যাসিবেশামমমালোক্য চেতসি মে ভবন্তং প্রতি কারুণ্যং জায়তে করুণাবশেন নয়নং মে গলদশ্রু ভবতি চ।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে মহাকবি যে কারণে বিম্বিসার সিদ্ধার্থকে উক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন; তাহা বর্ণনা করিতেছেন।

বিম্বিসার সিদ্ধার্থকে বলিলেন—আপনাকে আমি যাহা বলিতেছি তাহ রাজ্যাসক্তি হেতু বা বিস্ময়হেতু বলিতেছি না। আপনার প্রতি আমার যে স্নেহ তাহাই আমাকে উহা বলাইতেছে। আপনার এই সন্ন্যাসিবেশ আমার হৃদয়ে আপনার প্রতি করুণা জানাইতেছে। করুণা হেতু আমার নয়ন যুগল অশ্রুসজল হইয়া আসিতেছে।

Notes

স্নেহেন— স্নিহ্+ঘঞ্+পুং তৃতীয়ার একবচন। হেতৌ তৃতীয়া। ন্যায় বৈশেষিক মতে চতুর্বিংশতি গুণ পদার্থের মধ্যে স্নেহ অন্যতম। "পিণ্ডীভাব হেতুর্গুণঃ স্নেহঃ" (তর্কসংগ্রহঃ)—যে কারণে অপিণ্ড পিণ্ড হয় সেই কারণ স্বরূপগুণ পদার্থের নাম স্নেহ। 'স্নেহে তৈলচ্' এই সূত্রে পাণিনি তৈল (oil) অর্থে স্নেহ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ তিলতৈল, সর্ষপতৈল, নারিকেল তৈল প্রভৃতি উদাহরণে ইহা সুস্পষ্ট। এখানে স্নেহ শব্দের অর্থ প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, বা বাৎসল্য। বৎস+ল=বৎসল। বৎসল+ষ্যঞ্=বাৎসল্য। "বৎসাংসাভ্যাং কামবলে" সূত্রে পাণিনি 'বৎসল' শব্দের অর্থ 'কামবান্' এই নির্দেশ দিয়াছেন। কাম শব্দটি যে প্রেম অর্থে ব্যবহৃত হয় নিম্ন শ্লোকটি তাহার প্রমাণ :—

প্রেম্নৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
উত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেবং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥

খলু—এই অব্যয়টি নিশ্চয়েন এই অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। "নিষেধ নশ্চয় বাক্যালঙ্কার জিজ্ঞাসানুনয়ে খলু"—খলু এই অব্যয়টি নিশ্চয়, বাক্যালঙ্কার, জিজ্ঞাসা ও অনুনয় অর্থের দ্যোতক।

অহম্—অস্মদ্+পুং স্ত্রী বা নপুং প্রথমার একবচন। এখানে ইহা পুং প্রথমার একবচন। অহং মগধরাজঃ শ্রেণ্যঃ ইত্যর্থঃ।

এতৎ—এতদ্+নপুং ২য়ার একবচন। এখানে ব্রবীমি এই ক্রিয়ার মুখ্য কর্মে ২য়া হইয়াছে।

ব্রবীমি—ব্রূ+লট্, মি। ব্রূ উভয়পদী। লটের পরস্মৈপদে ইহার প্রথম ৫টি পাক্ষিকরূপ হইল—আহ, আহতুঃ আহুঃ আত্থ, আহথুঃ।

ন—নিষেধসূচক অব্যয়। নো এবং নঞ্ ইহার তুল্যার্থক। নঞ্ সর্বদা সমাসবদ্ধ ভাবে ব্যবহৃত হয়, ন সমস্ত এবং অসমস্ত উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু নো সততই অসমস্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা—অনাগতঃ, অব্রাহ্মণঃ তে নসংহতাঃ ন তে সংহতাঃ, নো তে সংহতাঃ।

ঐশ্বর্য্যরাগেণ—ঈশ্বর+ষ্যঞ্=ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যে রাগঃ। সপ্তমীতি যোগ বিভাগাৎ সমাসঃ অথবা সংসৃপেতি সমাসঃ। তেন। হেতৌ তৃতীয়া। ঈশ্+ করচ্=ঈশ্বর। রন্জ্+ঘঞ্=রাগঃ।

ন—উল্লিখিত ন-শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিস্ময়েন—বি-স্মি+অচ্+পুং ৩য়ার একবচন। হেতৌ ৩য়া।

ইমম্—ইদম্+পুং ২য়ার একবচন। Adj. to, ভিক্ষুবেশম্। 'ইদমস্ত সন্নিকৃষ্টে'—সন্নিকৃষ্টকে বুঝাইবার জন্য ইদম্ ব্যবহৃত হয়।

হি—অবধারণ বা নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত অব্যয়। 'হি হেতাববধারণে'—হি, হেতু এবং অবধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

দৃষ্ট্বা—দৃশ্+ক্ত্বাচ্। তব—যুষ্মদ্+পুং ষষ্ঠীর একবচন। শেষে ষষ্ঠী।

ভিক্ষুবেশম্—ভিক্ষো র্বেশঃ। ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ। তম্। ভিক্ষ্+উ=ভিক্ষু। বিশ্+ ঘঞ্=বেশ। 'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্' সূত্রে কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া ২য়া হইয়াছে।

জাতানুকম্পঃ—জাতা অনুকম্পা যস্য সঃ। বহুব্রীহিঃ। Adj. to অহম understood.

অস্মি—অস্+লট্, মি। কর্তা অহম্ understood. এখানে অস্মি ক্রিয়াপদ। অব্যয়রূপেও ইহার ব্যবহার আছে। যোগ দর্শনে ব্যবহৃত অস্মিতা শব্দটি=অস্মি (অব্যয়)+তল্।

অপি—উক্তাতিরিক্ত বোধক অব্যয়।
চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।
আগতাশ্রুঃ—আগতম্ অশ্রু যস্য সঃ। বহুব্রীহিঃ।

Ch. of voice. ময়া খলু স্নেহেন এতদ্ উচ্যতে ন ঐশ্বর্যরূপেণ ন বিস্ময়েন। তব ইমং ভিক্ষুবেশং দৃষ্ট্বা হি জাতানুকম্পেন ভূয়তে (ময়া) আগতাশ্রুণাচাপি।

Sl. 11. অথৈবমুক্তো মগধাধিপেন ....মিদং জগাদ ॥১১॥

বিসন্ধিপাঠঃ—অথ এবম্ উক্তঃ মগধাধিপেন সুহৃন্মুখেন প্রতিকূলম্ অর্থম্। স্বস্থঃ অবিকারঃ কুলশৌচশুদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিঃ বাক্যম্ ইদম্ জগাদ ॥

Prose-order. অথ সুহৃন্মুখেন মগধাধিপেন এবং প্রতিকূলম্ অর্থম্ উক্তঃ স্বস্থঃ অবিকারঃ কুলশৌচশুদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিঃ ইদং বাক্যং জগাদ।

Sans. & Beng. Equivalents. অথ (অনন্তরম্—অনন্তর) সুহৃন্মুখেন (মিত্র শ্রেষ্ঠেন—মিত্রমুখ্য) মগধাধিপেন (মগধরাজেন—মগধরাজ কর্তৃক) এবম্ (ইত্থম—এইরূপ) প্রতিকূলম্ (বিরুদ্ধম্—বিরুদ্ধ) অর্থম্ (অভিধেয়ম্—বক্তব্য) উক্তঃ (কথিতঃ—কথিত হইয়া) স্বস্থঃ (আত্মস্থঃ—আত্মস্থ; অবিকারঃ (অবিকৃতঃ—অবিকৃত) কুলশৌচশুদ্ধঃ (বংশেন শুচিতয়া চ নির্মলঃ—বংশ এবং শুচিতায় নির্মল) শৌদ্ধোদনিঃ (শুদ্ধোদনতনয়ঃ—শুদ্ধোদন তনয়) ইদম্ (অনন্তরকথিতম্—অনন্তরোক্ত) বাক্যম্ (ভারতীম্—বাক্য) জগাদ (উবাচ—বলিলেন)।

Beng. Trans. অনন্তর মিত্রশ্রেষ্ঠ মগধরাজকর্তৃক এইরূপ প্রতিকূল বাক্য উক্ত হইয়া আত্মস্থ ও অবিকৃত কূল শৌচশুদ্ধ শুদ্ধোদন নন্দন এই কথা বলিলেন।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদনামক সম্মিলিত দশমৈকাদশসর্গাভ্যামুদ্ধৃতোহয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ মিত্রবর মগধেশবিম্বিসারস্য প্রতিকূলবাক্যমাকর্ণ্যাপি সিদ্ধার্থস্যচিত্তবিকারাভাবং দর্শয়ন্ তৎকৃত স্তোত্তরস্য ভূমিকামারচয়তি।

সিদ্ধার্থং প্রতি বিম্বিসার বচনে পরিসমাপ্তে সতি মিত্রবর মগধাধিপস্য বিরুদ্ধ বাক্যম্ আকর্ণ্যাপি সিদ্ধার্থস্য আত্মস্থিতির্ন বিম্বিতা বভূব চিত্তমপি বিকৃতং নাভূৎ। শুদ্ধিমতঃ কুলাং প্রসূতঃ শৌচাচারবাংশ্চ শুদ্ধোদনতনয়ঃ মগধেশ শ্রেণ্য বাক্যস্য বক্ষ্যমাণমুত্তরমদাৎ।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে মহাকবি অশ্বঘোষ মগধেশ্বর বিম্বিসারের প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করিয়াও

সিদ্ধার্থের চিত্ত কিরূপ অবিকৃত ছিল তাহা প্রদর্শন করিয়া বিম্বিসার বাক্যের সিদ্ধার্থকৃত উত্তরের ভূমিকা রচনা করিয়াছেন।

সিদ্ধার্থের প্রতি বিম্বিসারের বাক্য সমাপ্ত হইলে মিত্রবর মগধরাজ্যের বিরুদ্ধবাক্য শ্রবণ করিয়াও সিদ্ধার্থের আত্মস্থতার কোন ব্যাঘাত হইল না—তাহার চিত্তও বিকৃত হইল না। বিশুদ্ধ কুলে জাত এবং শৌচাচার যুক্ত শুদ্ধোদনতনয় মগধরাজ শ্রেণ্যের বাক্যের বক্ষ্যমাণ উত্তর প্রদান করিলেন।

Notes

অথ—'মঙ্গলানন্তরারম্ভ প্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষ্বথো অথ'—মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন ও সমগ্রতা অর্থে অথ এবং অথো এই দুইটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। এখানে অথ অনন্তর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুহৃন্মুখেন—সুহৃদাং সুহৃৎসু বা মুখম্ (শ্রেষ্ঠম্)। ষষ্ঠীতৎপুরুষ বা সপ্তমী তৎপুরুষ। তেন। adj. to মগধাধিপেন। সু (শোভনং) হৃদয়ং হৃৎ বা যস্য সঃ =সুহৃৎ। বহুব্রীহিঃ। "সুহৃদ্দুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়োঃ" এই পাণিনিসূত্রানুসারে সুহৃদ্ ও দুর্হৃদ্ শব্দের অর্থ যথাক্রমে মিত্র ও অমিত্র। মুখ=খন্+অচ্। বদনার্থক মুখ শব্দটি এখানে মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "ঘঞব্জৌ পুংসি বিজ্ঞেয়ৌ ক্ত্যুড়ন্তশ্চ নপুংসকে" এই কারিকানুসারে অণ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গ। কিন্তু "ভয় মুখবর্ষপদানি নপুংসকে" এই পাণিনি সূত্রে মুখ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

মগধাধিপেন—মগধানাম্ অধিপঃ। ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ। তেন। অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। অধি-পা+ক=অধিপ।

এবম্—ইত্থম্। অব্যয়। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া।

প্রতিকূলম্—প্রতিগতঃ কূলম্। প্রাদিসমাসঃ। তম্। adj. to অর্থম্।

অর্থম্—অর্থ+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। মুখ্য কর্মণি দ্বিতীয়া।

উক্তঃ—ব্রূ বা বচ্+ক্ত+পুং প্রথমার একবচন। adj. to শৌদ্ধোদনিঃ।

স্বস্থঃ—স্বস্মিন্ তিষ্ঠতীতি স্ব-স্থা+ক+পুং প্রথমার একবচন। স্ব শব্দের অর্থ আত্মা, নিজ, ধন ও জ্ঞাতি। যথা—স্বস্য (আত্মনঃ) গৃহম্। স্বং (নিজং) গৃহম্। সর্বং মে স্বং (ধনম্) চৌরেণ হৃতম্। বিদ্যা ন স্বৈ বণ্ট্যতে। স্বৈঃ জ্ঞাতিভিরিত্যর্থঃ। এখানে স্ব আত্মার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যোগদর্শন বলিয়াছেন—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। তথা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। বৃত্তিস্বরূপ্যমিতরত্র। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। যোগাবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয়। যোগাবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থায় দ্রষ্টার বৃত্তিস্বরূপতা ঘটে। প্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম), বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—বৃত্তি এই পাঁচটি। বিম্বিসারের বাক্য সিদ্ধার্থের স্বরূপস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিল না। তিনি স্বস্থ অর্থাৎ আত্মস্থই রহিলেন।

অবিকারঃ—অবিদ্যমানঃ বিকারো যস্য সঃ। বহুব্রীহিঃ। বি-কৃ+ঘঞ্=বিকার। adj. to শৌদ্ধোদনিঃ। অবিকারঃ এই বিশেষণের দ্বারা অশ্বঘোষ সিদ্ধার্থের ধৈর্য্য বা ধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। cf. বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ—কুমারসম্ভবম্।

কুলশৌচশুদ্ধঃ—কুলং চ শৌচং চ। ইতরেতরদ্বন্দ্বঃ। তাভ্যাং শুদ্ধঃ। তৃতীয়া তৎপুরুষঃ। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি নিতান্ত প্রলোভনের মধ্যেও বংশের কলঙ্কের ভয়ে দুষ্কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন। এইরূপে কুল মানুষের শুদ্ধির কারণ হয়। মনু বলিয়াছেন "প্রত্যক্ষঞ্চানু মানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা"—ধর্মশুদ্ধিকামী প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগমযুক্ত শাস্ত্র উত্তমরূপে জানিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—"জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনো বার্য্যুপাঞ্জনম্। বায়ুঃ কর্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্তৃণি দেহিনাম্"—জ্ঞান (শব্দব্রহ্মজ্ঞান ও পরব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ পরা ও অপরা উভয় বিদ্যা) তপ, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, জল, অঞ্জন, বায়ু, কর্ম, সূর্য ও কাল দেহী দিগের শুদ্ধির কর্তা। রাজা শুদ্ধোদন পুত্র সিদ্ধার্থকে সকল বিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য পরাবরজ্ঞ আচার্য্য বৃন্দের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। অমিত মেধা ও প্রতিভার অধিকারী সিদ্ধার্থও উপলভ্যমান সকলবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে শাস্ত্রকে নিজের চরিত্রে প্রতিভাত করিবার অশ্রান্ত প্রয়াসই সিদ্ধার্থ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্ম-বিনিগ্রহঃ। ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ মনঃ প্রসাদ সৌম্যত্বং মৌনমাত্ম বিনিগ্রহঃ। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ এই ত্রিবিধ তপস্যায় সিদ্ধার্থ দেহ ও মনকে নির্মল করিয়াছিলেন। শারীর তপস্যার মধ্যে শৌচ অন্যতম। শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, আহার প্রভৃতি বাহ্য শৌচের উপায়, আর, বেদাধ্যয়ন, মানসিক প্রসন্নতা সৌম্যভাব, মৌন ও মনোনিগ্রহ আভ্যন্তর শৌচের উপায়। সিদ্ধার্থ সৎকুল ও দ্বিবিধ শৌচের দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে শুদ্ধ ছিলেন।

শৌদ্ধোদনিঃ—শুদ্ধোদন+ইঞ্+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা। শুদ্ধম ওদনং যস্য সঃ। বহুব্রীহিঃ। শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধৌদন না হইয়া শুদ্ধোদন হইয়াছে। এই ব্যতিক্রম 'শকন্ধ্বাদিষুচ' এই সূত্রের দ্বারা সমর্থন করা যায়। শুধ্+ক্ত=শুদ্ধ।

ইদম্—ইদম্+নপুং দ্বিতীয়ার একবচন। adj. to বাক্যম্।

বাক্যম্—বচ্+ণ্যৎ+নপুং দ্বিতীয়ার একবচন। কর্মণি দ্বিতীয়া। পক্ষে বাচ্য।

জগাদ—গদ্+লিট্, ণল্।

Ch. of voice. অথ সুহৃন্মুখেন মগধাধিপেন এবং প্রতিকূলমর্থম্ উক্তেন স্বস্থেন অবিকারেণ কুলশৌচ শুদ্ধেন শৌদ্ধোদনিনা ইদং বাক্যং জগদে।

Sl. 12 নাশ্চর্যমেতদ্‌·········স্যাদ্বুদ্ধিরেষা পরিশুদ্ধবৃত্তেঃ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ন আশ্চর্য্যম্ এতৎ ভবতঃ অভিধাতুম্ জাতস্য হর্যঙ্ককুলে বিশালে;
যৎ মিত্রপক্ষে তব মিত্রকাম স্যাৎ বুদ্ধিঃ এষা পরিশুদ্ধবৃত্তেঃ॥

Prose-order. বিশালে হর্যঙ্ককুলে জাতস্য এতৎ অভিধাতুং (স্থিতস্য) ভবতঃ (ইত্থং বচনং) ন আশ্চর্য্যম্। যৎ (হে) মিত্রকাম, মিত্রপক্ষে পরিশুদ্ধবৃত্তেঃ তব এষা বুদ্ধিঃ স্যাৎ।

Sans. & Beng. Equivalents. বিশালে (মহতি, মহান্) হর্যঙ্ককুলে (হরিচিহ্নিতবংশে—হর্যঙ্কবংশে) জাতস্য (সম্ভূতস্য—জাত) এতৎ (ইদম্—ইহা) অভিধাতুম্ (বক্তুম্—বলিতে) [স্থিতস্য—বর্তমানস্য—বর্তমান)] ভবতঃ (তব—আপনার) (ইদং বচনম্—বাক্যমেতৎ—এইবাক্য) ন (নো—না) আশ্চর্য্যম্ (বিস্ময়গর্ভম্—বিস্ময়াবহ)। যৎ (যতঃ—যেহেতু) মিত্রকাম (মিত্রবৎসল—হে মিত্রবৎসল) মিত্রপক্ষে (মিত্রাথম্—মিত্রপক্ষে) পরিশুদ্ধবৃত্তেঃ (বিশুদ্ধ জীবিকস্য—বিশুদ্ধাজীব) তব (ভবতঃ—আপনার) এষা (ইয়ম্—এই) বুদ্ধিঃ (মতি—অনুভূতি) স্যাৎ (ভবেৎ—হওয়া সম্ভব)।

Beng. Trans. মহান্ হর্যঙ্কবংশে জাত আপনার পক্ষে ইহা বলা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ, হে মিত্রকাম, বিশুদ্ধবৃত্তি আপনার মিত্রপক্ষে এইরূপে বুদ্ধি হওয়া সম্ভব।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সাম্মিলিত দশমেকাদশসর্গাভ্যামুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। শ্লোকাদস্মা মহাকবিঃ মগধেশ্বর বিম্বিসারোক্তেঃ সিদ্ধার্থকৃতমুত্তর মাকলয়তি। সিদ্ধার্থঃ প্রত্যাহ মহতি হরিলাঞ্ছনে কুলে সম্ভূতস্য ভবতঃ এতাদৃশং বচনং ন খলু বিস্ময় মাবহতি। কুতঃ হে মিত্রবৎসল বিশুদ্ধা জীবস্য তে মিত্রভূতং মাং প্রতি এতাদৃশী বুদ্ধিঃ সম্ভবত্যেব।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোক হইতে মহাকবি অশ্বঘোষ মগধেশ্বর বিম্বিসার সিদ্ধার্থকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সিদ্ধার্থকৃত উত্তর সঙ্কলিত করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ বলিলেন মহান্ হর্যঙ্ক বংশে জাত আপনার এইরূপে বাক্যে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কেননা হে মিত্রবৎসল বিশুদ্ধ জীবিক আপনার পক্ষে মিত্রের প্রতি এইরূপ বুদ্ধি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

Notes

বিশালে—মহিমান্বিতে। Adj. to হর্ষক্ষকুলে। বি-শাল্+অচ্+নপুং ৭মীর ১বচন।

হর্ষক্ষকুলে—হরিঃ অক্ষঃ যস্য তৎ। বহুব্রীহিঃ। তাদৃশং কুলম্। কর্মধারয়ঃ। তস্মিন্। অধিকরণে ৭মী। হরি শব্দটি নানার্থক। বিষ্ণু, সিংহ, পদ্ম, ভেক, সর্প, জল প্রভৃতি নানা অর্থের ইহা প্রকাশক। এ বিষয়ে নিম্নের বাংলা কবিতাটি লক্ষণীয়। হরির উপরে হরি হরি হরি বসে তায়। হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়॥ কবিতাটির সরল অর্থ এই—জলের উপর পদ্ম, পদ্মে ভেক বসিয়াছে। সর্প দেখিয়া ভেক জলে প্রবেশ করিল।

আলোচ্য অংশে হরি শব্দটি নারায়ণ বা সিংহ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিম্বিসারের বংশের নাম হরিবংশ অর্থাৎকৃষ্ণেরঅথবাবংশ সিংহবংশ হওয়াই সম্ভব।

জাতস্য—জন্+ক্ত+পুং ষষ্ঠীর ১বচন। Adj. to ভবতঃ।

ভবতঃ—ভা+ভবতু+পুং ষষ্ঠীর ১বচন। শেষে ষষ্ঠী। সম্বন্ধপদ 'ইদং বচনম্' উহ্য।

এতৎ—এতদ্+নপুং ২য়ার ১বচন। কর্মণি ২য়া। 'নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্' সূত্রে অভিধাতুম্ এই কৃদব্যয়ের কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া ২য়া হইয়াছে।

অভিধাতুম্—অভি-ধা+তুমুন্। কৃদব্যয়। ইহার পর স্থিতস্য এই পদটি অধ্যাহরণীয়।

ন—নিষেধসূচক অব্যয়। ইহার পর্য্যায় শব্দ নো ও নঞ্।

আশ্চর্য্যম্—আ-চর্+যৎ+অচ্ (মত্বর্থে)। নিপাতনে 'আ' এই উপসর্গের পর 'সুট্' এর আগম হইয়াছে। এখানে ইহা বিস্ময় গর্ভ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যৎ—যতঃ বা যস্মাৎ এই অর্থে অব্যয়।

মিত্রকামঃ—মিত্রে কামঃ (স্নেহঃ) যস্য তৎসম্বোধনে। 'সম্বোধনে চ' ইতি প্রথমা। সখিবোধক মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ কিন্তু সূর্য্যার্থে ইহা পুংলিঙ্গ। কাম্যতে ইতি কামি+অচ্=কাম।

মিত্রপক্ষে—মিত্রস্য পক্ষঃ। ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ। তস্মিন্। অধিকরণে সপ্তমী।

পরিশুদ্ধবৃত্তেঃ—পরিশুদ্ধা বৃত্তিঃ যস্য। বহুব্রীহিঃ। তস্য। Adj. to ভব। পরি-শুধ্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ টাপ্=পরিশুদ্ধা। বর্ত্ততে জীবতি অনয়া ইতি বৃৎ+ক্তিন্+স্ত্রী প্রথমার একবচন=বৃত্তিঃ। "রক্ষণং বেদধর্মার্থং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্" (মনু) বেদবোধিত ধর্মপালনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়কে প্রজা রক্ষা করিতে হয়। প্রজা রক্ষা

ক্ষত্রিয়ের তপস্যা। মনু আরও বলিয়াছেন 'প্রজানাং রক্ষণং দানম্ ইজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাগতঃ ॥'—প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন এবং বিষয়ে অনাসক্তি সংক্ষেপে ক্ষত্রিয়ের (এই ধর্ম বিধাতা প্রণয়ন করিয়াছেন)। সিদ্ধার্থ মগধরাজ বিম্বিসারকে পরিশুদ্ধবৃত্তি বলিয়া ধর্মশাস্ত্র বিহিত এই রাজধর্মেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তব—যুষ্মদ্+পুং ষষ্ঠীর একবচন। পক্ষে তে। শেষে ষষ্ঠী।

এষা—এতদ্+স্ত্রী ষষ্ঠীর একবচন। Adj. to বুদ্ধিঃ।

বুদ্ধিঃ—বুধ্+ক্তিন্+স্ত্রী প্রথমার একবচন। বুদ্ধির বাচক শব্দ 'ধীপ্রজ্ঞা শেমুষী মতিঃ" (অমরঃ)। এখানে বুদ্ধি শব্দ বোধ বা অনুভূতি অর্থে প্রযুক্ত, হইয়াছে।

স্যাৎ—অস্+বিধিলিঙ্, যাৎ। এখানে সম্ভাবনায় বিধিলিঙ্ হইয়াছে।

Ch. of voice. বিশালে হর্যঙ্ককুলে জাতস্য এতৎ অভিধাতুং (স্থিতস্য) ভবতঃ (অনেন বচনেন) ন আশ্চর্য্যেণ (ভূয়তে)। যৎ (হে) মিত্রকাম মিত্রপক্ষে পরিশুদ্ধবৃত্তেঃ তব এতয়া বুদ্ধ্যা ভূয়েত।

Sl. 13. অহং জরামৃত্যুভয়ং····· অশুভস্য হেতুন্ ॥ ১৩ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—অহম্ জরামৃত্যুভয়ং বিদিত্বা মুমুক্ষয়া ধর্মম্ ইমম্ প্রপন্নঃ।
বন্ধুন্ প্রিয়ান্ অশ্রুমুখান্ বিহায় প্রাক্ এব কামান্ অশুভস্য হেতুন্ ॥

Prose-order. অহং জরামৃত্যুভয়ং বিদিত্বা মুমুক্ষয়া প্রাগেব অশ্রুমুখান্ প্রিয়ান্ বন্ধুন্ অশুভস্য হেতুন্ কামান্ (চ) বিহায় ইমং ধর্মং প্রপন্নঃ (অস্মি)।

Sans. and Beng. Equivalents. অহম্ (সিদ্ধার্থঃ—আমি সিদ্ধার্থ জরামৃত্যুভয়ম্ (বার্ধক্যমরণভীতিম্—বার্ধক্য ও মৃত্যুর ভয়) বিদিত্বা (অবগম্য—জানিয়া) মুমুক্ষয়া (মুক্তি কামনয়া—মুক্তিকামনায়) প্রাগ্এব (পূর্বম্ এব—পূর্বেই) অশ্রুমুখান্ (শোকাশ্রুপরিপ্লুতবদমান্—শোকাশ্রু সিক্ত মুখ) প্রিয়ান্ (প্রীতিপাত্রাণি—প্রেমাস্পদ) বন্ধুন্ (স্বজনান্—স্বজনদিগকে) অশুভস্য (অমঙ্গলস্য—অমঙ্গলের) হেতুন্ (কারণানি—কারণ) কামান্ (কাম্যবস্তুনি—কাম্য বস্তুসকল) (চ—এবং) বিহায় (হিত্বা—পরিত্যাগ করিয়া) ইমম্ (এতম্—এই) ধর্মম্ (পরিব্রাজকধর্মম্—পরিব্রাজক ধর্ম) প্রপন্নঃ (প্রাপ্তঃ—প্রাপ্ত) (অস্মি—ভবামি)।

Beng. Trans. আমি জরা ও মৃত্যুর ভয় জানিয়া মুক্তি কামনায় পূর্বেই অশ্রুসিক্ত মুখ প্রিয় বন্ধুগণকে এবং অশুভের কারণ কামনার বস্তুসকল পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক দশমৈকাদশসর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ, ইহ অনন্তর পূর্ব শ্লোকাদারভ্য শ্লোক ষোড়শকং যাবৎ বিম্বিসারোক্তেঃ সিদ্ধার্থ কৃতমুত্তরমাকথয়তি মহাকবিঃ। সিদ্ধার্থ আহ অহং জরাভয়ং মৃত্যুভয়ঞ্চ বিজ্ঞায় ভয়াত্তস্মাৎ মুক্তিকামনয়া পূর্বমেব মম বিরহ শঙ্কয়া শোকার্ত্তান্ সাশ্রুনয়নান্ প্রীতিভাজনানি স্বজনান্ চ তথা অমঙ্গলহেতুভূতানি কাম্যবস্তূনি ত্যক্ত্বা পরিব্রাজক ধর্মমিমং গৃহীতবানস্মি।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার সিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে অনন্তর পূর্ব শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শ্লোক পর্য্যন্ত মহাকবি বিম্বিসার বাক্যের সিদ্ধার্থকৃত উত্তর সঙ্কলিত করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ বলিলেন আমি জরাভয় এবং মৃত্যুভয় অবগত হইয়া সেই ভয় হইতে মুক্তি-কামনায় পূর্বেই আমার বিরহশঙ্কায় শোকার্ত্ত সাশ্রুনেত্র প্রীতিভাজন স্বজনদিগকে ত্যাগ করিয়া এবং অমঙ্গলের হেতু কাম্য বস্তুসমূহকে ত্যাগ করিয়া এই পরিব্রাজকধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

Notes

অহম্—অস্মদ্+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা। অহঙ্কার পরিহারার্থ বা বিনয়ার্থ অস্মদ্ এই শব্দের একবচন ও দ্বিবচনের স্থানে সর্ব বিভক্তিতেই বহুবচনের প্রয়োগ হয়।

জরামৃত্যুভয়ম্—জরা চ মৃত্যুশ্চ। ইতরেতর দ্বন্দ্বঃ। তাভ্যাং ভয়ম্। পঞ্চমী তৎপুরুষঃ। তৎ। কর্মণি দ্বিতীয়া।

বিদিত্বা—বিদ্+ক্ত্বাচ্। বিদ্ ধাতু বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন গণীয় হয়। এ বিষয়ে নিম্ন শ্লোকটি স্মরণীয় :—

বেত্তিরূপং বিদো জ্ঞানে বিত্তে বিদো বিচারণে।
বিদ্যতে বিদঃ সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে॥

অর্থাৎ জ্ঞানার্থে বিদ্ ধাতু অদাদিগণীয়, বিচারণার্থে রুধাদিগণীয়, সত্তার্থে দিবাদিগণীয় এবং লাভার্থে তুদাদিগণীয়।

অদাদি বিদ্ (to know) ধাতুর লটের রূপ লক্ষণীয়, যথা :—

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	বেত্তি, বেদ	বেৎসি, বেত্থ	বেদ্মি, বেদ
দ্বিবচন	বিত্তঃ, বিদতুঃ	বিত্থঃ, বিদথুঃ	বিদ্বঃ, বিদিব
বহুবচন	বিদন্তি, বিদুঃ	বিত্থ, বিদ	বিদ্মঃ, বিদিম

এই ধাতুর লোটের রূপও লক্ষণীয়, যথাঃ —

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	বেত্তু, বিদাঙ্করোতু	বিদ্ধি, বিদাঙ্কুরু	বেদানি, বিদাঙ্করবাণি
দ্বিবচন	বিত্তাম্, বিদাঙ্কুরুতাম্	বিত্তম্, বিদাঙ্কুরুতম্	বেদাব, বিদাঙ্করবাব
বহুবচন	বিদন্তু, বিদাঙ্কুর্বন্তু	বিত্ত, বিদাঙ্কুরুত	বেদাম, বিদাঙ্করবাম

মুমুক্ষয়া—মুচ্+সন্+অঙ্+স্ত্রী তৃতীয়ার একবচন। হেতৌ তৃতীয়া।

প্রাক্—প্র-অঞ্চ্+কিন্+নপুং প্রথমার একবচন। এখানে ইহা স্ববন্ত প্রতিরূপক অব্যয়।

এব—অন্যযোগব্যবচ্ছেদক অব্যয়।

অশ্রুমুখান্—অশ্রু মুখে যেষাম্। বহুব্রীহিঃ। তান্।

প্রিয়ান্—প্রী+ক+পুং দ্বিতীয়ার বহুবচন।

বন্ধূন্—বন্ধু+পুং দ্বিতীয়ার বহুবচন। কর্মণি দ্বিতীয়া। এখানে নলোকাব্যয় নিষ্ঠা খলর্থতৃণাম্" সূত্রে বিহায় এই কৃদব্যয়ের কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে।

অশুভস্য—ন শুভম। নঞ তৎপুরুষঃ। তস্য। শেষে ষষ্ঠী। শুভ্+ক =শুভ।

হেতূন্—হেতু+পুং দ্বিতীয়ার বহুবচন। বিভক্তির হেতু হুবহু 'বন্ধূন্' পদের ন্যায় নির্দেশ করিতে হইবে। কারণ বন্ধূন্ এবং হেতূন্ উভয়েই বিহায় এই কৃদব্যয়ের কর্ম।

কামান্—কামি+অচ্=পুং দ্বিতীয়ার বহুবচন। বিহায় এই কৃদব্যয়ের কর্ম বলিয়া কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া 'নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্' সূত্রে দ্বিতীয়া হইয়াছে।

বিহায়—বি-হা+ল্যপ্। কৃদব্যয়।

ইমম্—ইদম্+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। Adj to ধর্মম্।

ধর্মম্—ধৃ+মন্+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। কর্মণি দ্বিতীয়া। 'নলোকাব্যয়-নিষ্ঠা খলর্থতৃণাম্' সূত্রে 'প্রপন্নঃ' এই নিষ্ঠান্তের কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে। ক্ত ও ক্তবতুকে পাণিনি নিষ্ঠাসংজ্ঞা দিয়াছেন।

প্রপন্নঃ—প্র-পদ্+ক্ত+পুং প্রথমার একবচন। এখানে গমনার্থক পদ্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে।

Ch. of voice. ময়া জরামৃত্যুভয়ং বিদিত্বা মুমুক্ষয়া প্রাগেব অশ্রুমুখান্ প্রিয়ান্ বন্ধূন্ অশুভস্য হেতূন্ কামান্ (চ) বিহায় অয়ং ধর্মঃ প্রপন্নঃ।

Sl. 14. নাশীবিষেভ্যোঽপি······মে বিষয়েভ্য এভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—

ন আশীবিষেভ্যঃ অপি তথা বিভেমি ন এব অশনিভ্যঃ গগনাৎ চ্যুতেভ্যঃ।
ন পাবকেভ্যঃ অনিলসংহিতেভ্যঃ যথা ভয়ম্ মে বিষয়েভ্যঃ এভ্যঃ ॥

N. B. এখানে মহাকবির ক্রমভঙ্গ দোষ হইয়াছে। এই শ্লোকে 'বিভেমি' স্থলে 'ভয়ং হি' করিলে অথবা 'ভয়ং মে' স্থলে 'বিভেমি' করিলে এই দোষ দূর হইতে পারে। দ্বিতীয় বিকল্পে ক্রমভঙ্গ দূর হইলেও কিঞ্চিৎ ছন্দঃ পতন দোষ ঘটে।

Prose-order. যথা এভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ মে ভয়ং ন তথা আশীবিষেভ্যঃ অপি বিভেমি, নৈব গগনাৎ চ্যুতেভ্যঃ অশনিভ্যঃ (অপি) ন অনিল-সংহিতেভ্যঃ পাবকেভ্যঃ (অপি)।

Sans. and Beng. Equivalents. যথা (যেন প্রকারেণ—যেরূপে) এভ্যঃ (এতেভ্যঃ—এই) বিষয়েভ্যঃ (রূপাদিবিষয়পঞ্চকাৎ—রূপাদি বিষয় পঞ্চক হইতে) মে (মম—আমার) ভয়ম্ (ভীতিঃ—ভয়) ন (নো—না) তথা (তেন প্রকারেণ—সেরূপে) আশীবিষেভ্যঃ অপি (সর্পেভ্যঃ অপি—সর্পসকল হইতেও) বিভেমি (বিচলামি—ভয় পাই), গগনাৎ (আকাশাৎ—আকাশ হইতে) চ্যুতেভ্যঃ (স্খলিতেভ্যঃ—বিচ্যুত) অশনিভ্যঃ (বজ্রেভ্যঃ—বজ্রসমূহ হইতে) [অপি (অপি—ও)] ন (নো—না) অনিলসংহিতেভ্যঃ (পবনসহিতেভ্যঃ—পবনযুক্ত) পাবকেভ্যঃ (অনলেভ্যঃ—অনলসমূহ হইতে) [অপি (অপি—ও)]।

Beng. Trans. এই বিষয়সকল হইতে আমার যেরূপ ভয় সর্পসমূহ হইতেও আমি সেরূপ ভয় পাই না, গগন হইতে বিচ্যুত অশনিসকল হইতে (ও) না, পবনযুক্ত পাবকসমূহ হইতে (ও) না।

Sans. Expl. অশ্বঘোষমহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসারসিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশসর্গাভ্যামুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ বিম্বিসারোক্তঃ সিদ্ধার্থকৃত মুত্তর মাকলয়তি। সিদ্ধার্থো ব্রূতে—এতেভ্যঃ শব্দ স্পর্শরূপরসগন্ধ নামকেভ্যো বিষয়েভ্যো মম যাদৃশী ভীতিরস্তি সর্পেভ্যোঽপি মে তাদৃশী ভীতির্নাস্তি, আকাশস্খলিতেভ্যঃ কুলিশেভ্যোঽপি ন, পবনযুক্তেভ্যোবহ্নিভ্যোঽপি ন। সর্পাদয়ঃ খলু ইহৈব ক্লেশদায়কাঃ প্রাণাপহারিণশ্চ ভবন্তি কিন্তু রূপাদয়ো বিষয়া ন কেবল মিহৈব দেহিনঃ পীড়য়ন্তি পরং প্রবলমাকৃষ্য তে তান্ নরকে পাতয়ন্তি জন্মসহস্রং যাবৎ অবর্ণনীয় ক্লেশ ভাগিনঃ কুর্বন্তি চ। তথা চোক্তং মনুনা—"ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে। ব্যসন্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনীমৃতঃ।" ইতি।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিতমহাকাব্যের বিম্বিসার-সিদ্ধার্থসংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে মহাকবি বিম্বিসারের উক্তির সিদ্ধার্থকৃত উত্তর সঙ্কলিত করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন এই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধনামক বিষয়সমূহ হইতে আমার যেরূপ ভয় হয় সর্পকুল হইতে, গগনচ্যুত কুলিশকলাপ হইতে এবং পবন-সন্ধুক্ষিত অনলরাজি হইতেও আমার সেরূপ ভয় হয় না। সর্পাদি কেবল এই মর্ত্যলোকেই পীড়া দেয় এবং প্রাণহরণ করে কিন্তু রূপাদি বিষয়গ্রাস কেবল এখানেই দেহিগণকে পীড়িত করে না। প্রত্যুত প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়া উহারা দেহীদিগকে নরকে ফেলে এবং হাজার হাজার জন্ম ধরিয়া সেখানে অকথ্য ক্লেশ ভোগ করায়। ভগবান্ মনুও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বিষয়াসিক্ত এবং মৃত্যুর মধ্যে বিষয়াসক্তিই বেশী ক্লেশ দেয়। কারণ, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি অধঃ হইতে অধস্তর নরকে গমন করে কিন্তু যিনি অনাসক্ত তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন।

Notes

যথা—যদ্+থাল্। 'প্রকারবচনে থাল্' এই পাণিনি সূত্রে যথা, তথা, সর্বথা প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়াছে।

এভ্যঃ—ইদম্+পুং ৫মীর বহুবচন। Adj. to বিষয়েভ্যঃ।

বিষয়েভ্যঃ—বিষয়+পুং পঞ্চমীর বহুবচন। "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ" ইতি সূত্রেণ অপাদানে ৫মী।

মে—অস্মদ্+পুং ষষ্ঠীর একবচন। পক্ষে মম। শেষে ষষ্ঠী।

ভয়ম্—ভী+অল্+প্রথমার একবচন। পুং "ঘঞ লৌ পুংসি বিজ্ঞেয়ৌ" এই কারিকামতে ঘঞন্ত এবং অলন্ত পুংলিঙ্গ হয়। কিন্তু 'ভয়মুখ বর্ষপদানি নপুংসকে'—এই প্রতিপ্রসব সূত্রে ভয় শব্দ অলন্ত হইলেও ক্লীবলিঙ্গ। উক্তে কর্তরি প্রথমা।

ন—নিষেধসূচক অব্যয়। ইহার পর্য্যায় শব্দ 'নো' ও 'নঞ'।

তথা—তদ্+থাল্। উল্লিখিত যথা শব্দ দ্রষ্টব্য।

আশীবিষেভ্যঃ—আশ্যাং বিষং যেষাম্। বহুব্রীহিঃ। তেভ্যঃ। 'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতু'রিতি অপাদানে ৫মী।

অপি—অব্যয়। বাংলায় ইহার তুল্যার্থক শব্দ 'ও'।

বিভেমি—ভী+লট্, মি।

ন—উল্লিখিত ন-শব্দ দ্রষ্টব্য।

এব—অন্যযোগব্যবচ্ছেদক অব্যয়।

• গগনাৎ—গগন+নপুং পঞ্চমীর একবচন অপাদানে ৫মী।

চ্যুতেভ্যঃ—চ্যু+ক্ত+পুং ৫মীর বহুবচন। Adj. to অশনিভ্যঃ।

N. B. অশনিভ্যঃ—অশনি+পুং ৫মীর বহুবচন। "অশনিভরণ্যরণয়ঃ পুংসি চ" —সূত্রে অশনি শব্দ উভয়লিঙ্গ। "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ" ইতি অপাদানে ৫মী।

ন—উল্লিখিত ন শব্দ দ্রষ্টব্য।

অনিল সংহিতেভ্যঃ—অনিলেন সংহিতাঃ। তৃতীয়া তৎপুরুষঃ। তেভ্যঃ। 'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ' ইতি অপাদানে ৫মী। সম্-ধা+ক্ত=সংহিত, সহিত। cf. লুম্পেদবশ্যমঃ কৃত্যে তুম্ কামমনসোরপি। সমশ্চ হিততভয়োর্মাংসস্য পচি যুক্ ঘঞোঃ)।

পাবকেভ্যঃ—পূ+ণ্বুল্+পুং ৫মীর বহুবচন। ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুরিতি অপাদানে পঞ্চমী।

Ch. of voice. যথা এভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ মে ভয়েন (ভূয়তে) ন তথা (ময়া) আশীবিষেভ্যঃ অপি ভীয়তে, নৈব গগনাৎ চ্যুতেভ্যঃ অশনিভ্যঃ ন অনিলসংহিতেভ্যঃ পাবকেভ্যঃ।

শ্ল. 15. সমুদ্রবস্ত্রাম্ অপি……পতদ্ভিরম্ভোভিরিবার্ণবস্য। ১৫ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—সমুদ্রবস্ত্রাম্ অপি গাম্ অবাপ্য পারম্ জিগীষন্তি মহার্ণবস্য।
লোকস্য কামৈঃ ন বিতৃপ্তিঃ অস্তি পতদ্ভিঃ আম্ভোভিঃ ইব অর্ণবস্য ॥

Prose-order. (লোকাঃ) সমুদ্রবস্ত্রাং গাম্ অবাপ্য অপি মহার্ণবস্য পারং জিগীষন্তি। পতদ্ভিঃ অম্ভোভিঃ অর্ণবস্য ইব কামৈঃ লোকস্য বিতৃপ্তিঃ ন অস্তি।

অলঙ্কার—এই শ্লোকটিতে উপমা অলঙ্কার হইয়াছে। উপমা অর্ণব এবং অম্ভঃ। উপমেয় লোক এবং কাম।

Sans and Beng. Equivalents. [লোকাঃ (জনাঃ—জনগণ] সমুদ্রবস্ত্রাম্ (সাগরা-ম্বরাম্—সমুদ্রবসনা) গাম্ (পৃথিবীম্—পৃথিবীকে) অবাপ্য (প্রাপ্য—পাইয়া) অপি (অপি—ও) মহার্ণবস্য (মহাসাগরস্য—মহাসাগরের) পারম্ (পারান্তরম্—অপরপার) জিগীষন্তি (জেতুমিচ্ছন্তি—জয় করিতে চাহে)। পতদ্ভিঃ (অবতরদ্ভিঃ—পতনশীল) অম্ভোভিঃ (সরিদুদকৈঃ—নদী জলরাশির দ্বারা) অর্ণবস্য (সাগরস্য—সাগরের) ইব (যথা—মত) কামৈঃ (কামনা বিষয়ৈঃ—কামনার বিষয়সকলের দ্বারা) লোকস্য (জনস্য—লোকের) বিতৃপ্তিঃ (পরিতৃপ্তিঃ—তৃপ্তি) ন (নো—না) অস্তি (ভবতি—হয়)।

Beng Trans. জনগণ সাগরাম্বরা ধরণী লাভ করিয়াও মহাসাগরের অপর পার জয় করিতে চাহে। পতনশীল জলরাশির দ্বারা সাগরের মত কামনার বিষয় সকলের দ্বারা লোকের তৃপ্তি হয় না।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার-সিদ্ধার্থসংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশসর্গাভ্যামুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মহাকবিরিহ মগধেশ্বর বিম্বিসারোক্তেঃ সিদ্ধার্থকৃতমুত্তরমাকলয়তি। সিদ্ধার্থঃ কথয়তি সমুদ্রবসনাং ধরিত্রীং প্রাপ্যাপি জনাঃ মহাসাগরস্য পার মপরমাত্মসাৎ কর্তুং কাময়ন্তে। নিরন্তরম্ অগণিত নদীজলৈঃ পূর্য্যমানোঽপি সাগরো যথা জলৈর্ন তৃপ্যতি মানুষোঽপি তথা নিত্যমগণিতকাম্যবিষয়ৈঃ পূর্যমাণোঽপি বিষয়ৈর্নতৃপ্যতি। তথা চোক্তং মহাভারতে—ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥ যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তদত্যন্ততৃষাং ত্যজেৎ॥ ইতি।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে এখানে মহাকবি অশ্বঘোষ মগধেশ্বর বিম্বিসারের উক্তিসমূহের সিদ্ধার্থকৃত উত্তর সঙ্কলন করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন—সাগরাম্বরা ধরণী লাভ করিয়াও মানুষ মহাসাগরের অপর-পার জয় করিতে চাহে। নিরন্তর অসংখ্য তটিনীর বারিধারায় অভিষিচ্যমান হইয়াও সাগরের যেমন জলে তৃপ্তি নাই, নিত্য অগণিত কামনার বিষয় বস্তুদ্বারা সেব্যমান হইয়াও মানুষেরও সেইরূপ কামনার বিষয়ে তৃপ্তি নাই। তাই মহাভারত বলিয়াছেন—কামনার বস্তু সকল ভোগ করিয়া কামনা শান্ত হয় না প্রত্যুত ঘৃতাভিষেকে অগ্নির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবীতে যত ব্রীহি, যব, হিরণ্য, গবাদিপশু ও নারী রহিয়াছে একজনের পক্ষেও তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং অতিতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিবে।

Notes

সমুদ্রবস্ত্রাম্—সমুদ্রঃ বস্ত্রং যস্যাঃ। বহুব্রীহিঃ। তাম্। Adj. to গাম্। সম্-উৎ-রা+ক=সমুদ্র। বস্+ষ্ট্রন্=বস্ত্র। সমুদ্রবস্ত্র+স্ত্রিয়াম্ টাপ=সমুদ্রবস্ত্রা।

গাম্—গো+স্ত্রী দ্বিতীয়ার একবচন। গম্+ডো=গো। গো শব্দটি দিক্, চক্ষু, পৃথিবী, কিরণ, জল, সিংহ, ধেনু, বৃষ প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহা উভয় লিঙ্গ।

অবাপ্য—অব-আপ্+ল্যপ্। অনুপসর্গ আপ্ ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ হইয়া 'আপ্ত্বা' এই কৃদব্যয় হইবে।

অপি—এখানে ইহা আধিক্যার্থক অব্যয়। বাংলায় ইহার প্রতিশব্দ 'ও'। উপসর্গ রূপেও ইহার ব্যবহার হয়। তখন ইহার অকার বিকল্পে লুপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নকারিকাটি স্মরণীয়:—ব্যষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
টাপঞ্চাপি হলন্তানাং ক্ষুধা বাচা নিশাদিশা॥

ভাগুরির মতে অব এবং অপি এই দুই উপসর্গের আদ্য অকারের লোপ হয় এবং ব্যঞ্জনান্ত ক্ষুধ্, বাচ্, নিশ্, দিশ্ প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গশব্দের উত্তর 'টাপ্' প্রত্যয় হয়।

মহার্ণবস্য—মহান্ অর্ণবঃ। কর্মধারয়ঃ। তস্য। শেষে ষষ্ঠী। "আন্মহতঃ সমানাধিকরণ জাতীয়য়োঃ"—সমানাধিকরণ শব্দ এবং 'জাতীয়' এই প্রত্যয়টি পরে থাকিলে 'মহৎ' এই শব্দের উত্তর 'আৎ' হয়। যেমন এখানে হইয়াছে। মহৎ+আৎ=মহা। তৃণজাতীয় বৃক্ষজাতীয় প্রভৃতির ন্যায় মহৎ+জাতীয়=মহাজাতীয়। অর্ণাংসি (জলানি) বিদ্যন্তে অস্মিন্ ইতি। অর্ণস্+ব=অর্ণব। নিপাতান 'স্' লুপ্ত হইয়াছে।

পারম্—পার+পুং দ্বিতীয়ার একবচন। কর্মণি ২য়া। পারদর্শী, পারদৃশ্বা, পারঙ্গম, পারায়ণ প্রভৃতি পারগর্ভ সমস্তপদ সংস্কৃত ভাষায় বহুলভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

জিগীষন্তি—জি+সন্+লট্, অন্তি।

পতদ্ভিঃ—পত্+শতৃ+নপুং ৩য়ার বহুবচন। Adj. to অম্ভোভিঃ।

অম্ভোভিঃ—অম্ভস্+নপুং ৩য়ার বহুবচন। করণে ৩য়া। "তৃপ্ত্যর্থানাং বিভাষা করণে"—সূত্রে এখানে পক্ষে ষষ্ঠী হইতে পারে।

অর্ণবস্য—অর্ণব+পুং ষষ্ঠীর একবচন। 'কৃতি কর্তৃকর্মণোঃ' সূত্র "বিতৃপ্তিঃ" এই কৃদন্তযোগে কর্তায় ষষ্ঠী হইয়াছে। উল্লিখিত মহার্ণবস্য পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইব—ঔপম্যবাচক অব্যয়। ইহার প্রতিশব্দ যথা। 'বতিচ্' প্রত্যয় করিয়াও ঔপম্য বুঝান যায়। অর্ণবস্য ইব=অর্ণবস্য যথা=অর্ণববৎ।

কামৈঃ—কামি+অচ্+পুং তৃতীয়ার বহুবচন। করণে ৩য়া। "তৃপ্ত্যর্থানাং বিভাষাকরণে" সূত্রে এখানে পক্ষে ষষ্ঠীও হইতে পারে।

লোকস্য—লোক+পুং ষষ্ঠীর একবচন। "কৃতি কর্তৃকর্মণোঃ" সূত্রে "বিতৃপ্তিঃ" এই কৃদন্তযোগে কর্তায় ষষ্ঠী হইয়াছে।

ন—নিষেধসূচক অব্যয়। ইহার প্রতিশব্দ নো, নঞ্। উল্লিখিত ন শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিতৃপ্তি—বি-তৃপ্+ক্তিন্+স্ত্রী প্রথমার একবচন। উক্তায়াং কর্ত্র্যাং প্রথমা।

অস্তি—অস্+লট্, তি। এখানে ইহা ক্রিয়াপদ। তিঙন্ত প্রতিরূপক অব্যয় অস্তি শব্দ অস্তিক্ষীরা প্রভৃতি সমস্তপদে পাওয়া যায়।

Ch. of voice. (লোকৈঃ) সমুদ্রবস্ত্রাং গাম্ অবাপ্য অপি মহার্ণবস্য পারো জিগীষ্যতে। পতদ্ভিঃ অম্ভোভিঃ অর্ণবস্য ইব কামৈঃ লোকস্য বিতৃপ্ত্যা ন ভূয়তে।

Sl. 16. দেবেন বৃষ্টেঽ······বিষয়েষ্বতৃপ্তিঃ ॥ ১৬ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ দেবেন বৃষ্টে অপি হিরণ্যবর্ষে দ্বীপান্ সমুদ্রান্ চতুরঃ অপি জিত্বা। শক্রস্য চ অর্দ্ধাসনম্ অপি অবাপ্য মান্ধাতুঃ আসীৎ বিষয়েষু অতৃপ্তিঃ ॥

Proseorder. হিরণ্যবর্ষে দেবেন বৃষ্টে অপি, (সপ্ত) দ্বীপান্ চতুরঃ সমুদ্রান্ (চ) জিত্বা অপি, শক্রস্য অর্দ্ধাসনম্ অবাপ্য অপি চ মান্ধাতুঃ বিষয়েষু অতৃপ্তিঃ আসীৎ।

Sans. and Beng. Equivalents. হিরণ্যবর্ষে (জম্বুদ্বীপমধ্যবর্ত্তিনববর্ষান্তর্গত হিরণ্য নামকে বর্ষে—জম্বুদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী নয়টি বর্ষের মধ্যে হিরণ্যনামক বর্ষ) দেবেন (দেবেন পর্জন্যেন —পর্জন্য দেব কর্ত্তৃক) বৃষ্টে অপি (কৃত বর্ষণে অপি —কৃত বর্ষণ হইলেও) দ্বীপান্ (জম্বুপ্লক্ষকুশক্রৌঞ্চশাকপুষ্করশাল্মলী নামকান্ সপ্ত দ্বীপান্ অর্থাৎ নিখিলধরণীম্—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও শাল্মলী নামক সপ্তদ্বীপ অর্থাৎ নিখিল ধরণী) চতুরঃ (চতুঃ সংখ্যকান্—চতুঃ সংখ্যক) সমুদ্রান্ (জলধীন্ —সমুদ্র) (চ —এবং) জিত্বা (বিজিত্য—জয় করিয়া) অপি (অপি—ও) শক্রস্য (ইন্দ্রস্য —ইন্দ্রের) অর্দ্ধাসনম্ (অর্দ্ধসিংহাসনম্ —অর্দ্ধসিংহাসন) অবাপ্য (লব্ধা—লাভ করিয়া) অপি (অপি —ও) মান্ধাতুঃ (তন্নামক প্রখ্যাত নরপতেঃ —তন্নামক প্রখ্যাত রাজার) বিষয়েষু (রূপাদিষু—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পঞ্চ বিষয়ে) অতৃপ্তিঃ (তৃপ্তেঃ অভাবঃ—তৃপ্তির অভাব) আসীৎ (অভূৎ—ছিল)।

Beng. Trans. পর্জন্যদেব হিরণ্যবর্ষে বর্ষণ করিলেও, (সপ্ত) দ্বীপ (ও) চারি সমুদ্র জয় করিলেও, ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিলেও বিষয় সমূহে মান্ধাতার তৃপ্তি হয় নাই।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদনামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। অনন্তর পূর্ব্ব শ্লোকেন কামৈঃ কামানাং শান্তির্ন ভবতীতি সামান্যেন উক্তা শ্লোকেঽস্মিন্ মান্ধাতু রুদাহরণেন বিশেষেণ তদেব প্রতিপাদ্যতে সিদ্ধার্থেন। মান্ধাতা খলু জম্বুদ্বীপান্তর্গত হিরণ্যবর্ষস্য নরপতিরভূৎ। বর্ষে তস্মিন্ সুবৃষ্টিরাসীৎ সুবৃষ্টিবশেন শস্যাদি সর্বসম্পদা সমৃদ্ধং খলু বর্ষং তদা বভূব। এবং সত্যামপি সর্বসম্পদি সতি চ সম্পৎসাধ্যে নিখিল ভোগ্যবস্তুনি কেবলং ভোগতৃষ্ণয়া তাড্যমান এব মান্ধাতা ন কেবলমখিলং জম্বুদ্বীপং পরং সমাগরাং সদ্বীপাং নিখিলাং বসুধা মেব জিগায়। বসুধা জয়েনাপি তস্য ভোগতৃষ্ণা ন নিববৃতে। স্বর্গং জিত্বাসৌ মহেন্দ্রস্য সিংহাসনার্দ্ধমধিচকার। এতাবৎ কৃত্বাপি তস্য ভোগতৃষ্ণা ন বিররাম পরম্ উত্তরোত্তরং বর্দ্ধিততরাং বৈ। তৎ কামৈঃ কামা ন শাম্যন্তি তৃষ্ণাত্যাগ এব কামোপশমস্য পরমোপায় ইতি।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। অব্যবহিত পূর্বশ্লোকে সিদ্ধার্থ সামান্যভাবে বলিয়াছেন যে কামনার বস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনার শান্তি হয় না। বর্তমান শ্লোকে মান্ধাতার উদাহরণ দিয়া তিনি ঐ সত্যই বিশেষভাবে স্থাপন করিতেছেন। মান্ধাতা জম্বুদ্বীপান্তর্গত হিরণ্যবর্ষের নরপতি ছিলেন। হিরণ্যবর্ষে সুবৃষ্টি ছিল এবং এই সুবৃষ্টির জন্য ঐ বর্ষ সর্বসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপে সকল সম্পদ্ থাকিলেও এবং সম্পৎসাধ্য অখিল ভোগ্যবস্তু থাকিলেও কেবল ভোগবাসনার তাড়নাতেই মান্ধাতা কেবল অখিল জম্বুদ্বীপেই নহে প্রত্যুত সসাগরা সদ্বীপা নিখিল ধরণীই জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াও তাহার ভোগতৃষ্ণার বিরাম ছিল না। তিনি স্বর্গ জয় করিয়া মহেন্দ্রের অর্দ্ধসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় স্বর্গেরও রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহার ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছিল। সুতরাং কামনার বস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনার শান্তি হয় না—কামনাশান্তির পরম উপায় তৃষ্ণাপরিহার।

Notes

হিরণ্যবর্ষে—হিরণ্যস্য বর্ষম্। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। অথবা হিরণ্যনামকং বর্ষম্ শাকপার্থিবাদিসমাসঃ। তস্মিন্। অধিকরণে সপ্তমী। বৃষ্+ঘঞ্=বর্ষ। 'ঘঞবলৌ পুংসি বিজ্ঞেয়ৌ'—ঘঞ্ এবং অল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গ। কিন্তু 'ভয়সুখবর্ষ-পদানি নপুংসকে' এই প্রতিপ্রসব সূত্রে ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত বর্ষ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। পৌরাণিক ভূগোল মতে জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও শাল্মলী—পৃথিবীতে এই ৭টী দ্বীপ আছে। প্রতিটি দ্বীপ কতকগুলি বর্ষে বিভক্ত। জম্বুদ্বীপের বর্ষসংখ্যা নয়। হিরণ্যবর্ষ এই নব বর্ষের অন্যতম। প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যাইত বলিয়াই বোধ হয় এই বর্ষ বা দেশের নাম হিরণ্যবর্ষ হইয়াছিল। অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইলে বর্ষশব্দটি স্থান বা দেশ বুঝায়। যেখানে বৃষ্টি হয় ইহাই বর্ষশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় লব্ধ অন্যতম অর্থ। যেখানে বৃষ্টি হয় না সেই স্থান জনবসতির অযোগ্য। সুতরাং জনবসতিযোগ্য দেশ বা স্থানকে বর্ষবলাই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। এই জন্যই পুরাণে জম্বু প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের দেশগুলিকে বর্ষ বলা হইয়াছে। 'দেবেন বৃষ্টেঽপি হিরণ্যবর্ষে' এই বাক্যটির এইরূপ অর্থও হইতে পারে—'হিরণ্যবর্ষ একেতো প্রচুর সোনার দেশ তাতে আবার সেখানে বৃষ্টি হয়।

দেবেন—দিব্+অচ্ পুং তৃতীয়ার একবচন। অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

বৃষ্টে—বৃষ্+ভাবে ক্ত+নপুং সপ্তমীর একবচন। ভাবে সপ্তমী। বৃষ্ ধাতুর কর্ম এখানে বিবক্ষিত না হওয়ায় উহা অকর্মক হইয়াছে এবং অকর্মক হওয়ায় উহার

উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তে ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ। প্রসিদ্ধে রবিবক্ষাতঃ কর্মণোঽকর্মিকা ক্রিয়া॥—ধাতুর অন্য অর্থ হইলে, ধাতুর অর্থের মধ্যে কর্ম নিহিত থাকিলে, কর্ম প্রসিদ্ধ হইলে এবং কর্ম বিবক্ষিত না হইলে ধাতু অকর্মক হয়। যথা—ভারং বহতি। কিন্তু নদী বহতি। কলহায়তে। স ভুক্তঃ (এই উদাহরণটি কর্মের প্রসিদ্ধি এবং অবিবক্ষা এই উভয় ক্ষেত্রেই লাগিতে পারে)।

অপি—আধিক্যবোধক অব্যয়। এই শব্দবিষয়ে পূর্বটীকা দ্রষ্টব্য।

দ্বীপান্—দ্বয়োরূপো যেষাম্। বহুব্রীহিঃ। তান্। কর্মণি দ্বিতীয়া। দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপঈৎ' দ্বি, অন্তর্ এবং উপসর্গের পরবর্তী অপ্ শব্দের অ স্থানে ঈ হয়। 'ঋক্পূরব্ধূপথামানক্ষে' সূত্রে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ক্রমটি এইরূপ—দ্বি+অপ্—দ্বি+ঈপ্—দ্বি+ঈপ=দ্বীপ।

চতুরঃ—চতুর্+পুং দ্বিতীয়ার বহুবচন adj. to সমুদ্রান্।

সমুদ্রান্—সম্-উৎ+রা+ক+পুং দ্বিতীয়ার বহুবচন। কর্মণি দ্বিতীয়া।

জিত্বা—জি+ক্ত্বাচ্।

অপি—পূর্বোক্ত অপি শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

শত্রুস্য—শত্রু+পুং ষষ্ঠীর একবচন। ন লোক ব্যয় সূত্রে ষষ্ঠী নিষিদ্ধ হওয়ায় কর্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে। শেষে ষষ্ঠী।

অর্দ্ধাসনম্—অর্দ্ধম্ আসনস্য। একদেশী সমাসঃ। তৎ। পুংস্যর্দ্ধোঽর্দ্ধং সমেঽংশকে'—পুংলিঙ্গ অর্দ্ধশব্দের অর্থ অংশবিশেষ। উহা সমগ্রের অর্দ্ধাংশের বেশী বা কম। ক্লীবলিঙ্গ অর্দ্ধশব্দের অর্থ সমগ্রের সমান দুই ভাগের এক ভাগ। পুংলিঙ্গ অর্দ্ধশব্দের সহিত সমগ্র বাচকের একদেশী সমাস হয় না, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। আসনস্য অর্দ্ধঃ। আসনার্দ্ধঃ। কিন্তু অর্দ্ধম্ আসনস্য। অর্দ্ধাসনম্।

অবাপ্য—অব-আপ্+ল্যপ।

অপি—উল্লিখিত অপি শব্দ দ্রষ্টব্য।

চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

মান্ধাতুঃ—মান্ধাতৃ+পুং ষষ্ঠীর একবচন। শেষে ষষ্ঠী। বাংলার ভজহরি (হরি ভজন কর), রাখহরি (হে হরি, রক্ষাকর), বলহরি (হরিবল), জয়রাম (হে রাম তোমার জয় হউক), জয় নিতাই (হে নিতাই তোমার জয় হউক), সহায় রাম (রাম তোমার সহায়) প্রভৃতি বাক্যাত্মক নামের মত মান্ধাতাও একটি বাক্যাত্মক নাম। উহার অর্থ মাং ধাতা (আমাকে ধারণ করিবে অর্থাৎ আমার স্তন্য পান করিবে) ধেট্+লুট্, তা=ধাতা (ধাস্যতি)। ইহা প্রথমপুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদ। ধা+তৃচ্=ধাতৃ। ধাতৃ+পুং প্রথমার একবচন চ্=ধাতা তৃ প্রত্যয়ান্ত

ধাতৃ শব্দটি কৃদন্ত শব্দ। ইহার প্রথমার একবচনে যে 'ধাতা' পদটি হয় উহা সুবন্তপদ তিঙন্তপদ নহে অর্থাৎ ক্রিয়াপদ নহে। প্রত্যুত 'মাং ধাতা' এই বাক্যের 'ধাতা' পদটি ক্রিয়াপদ। মাম্+ধাতা=মাংধাতা বা মান্ধাতা। মান্ধাতা এই বাক্যাত্মক নামটি ঋকারান্ত নহে। অথচ সংস্কৃতভাষায় সর্বত্র ইহা ঋকারান্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সুবন্ত 'ধাতা' পদের প্রয়োগে 'কৃতি কর্তৃকর্মণোঃ' সূত্রে বাক্যটি 'মম ধাতা' হইবে মান্ধাতা হইবে না। ষষ্ঠী সমাসে মন্ধাতা হইবে। মম ধাতা বা মন্ধাতার অর্থ আমার ধরণকর্তা বা আমার স্তন্যপানকারী—আমাকে ধরণ করিবে বা আমার স্তন পান করিবে এইরূপ অর্থ নহে। অথচ পুরাণের বৃত্তান্ত মতে 'আমার স্তন্য পান করিবে (মাম্ ধাতা=মাংধাতা, মান্ধাতা')—এই অর্থটিই সঙ্গত।

মান্ধাতা সূর্যবংশের অতীব প্রাচীন নরপতি। এই জন্য অতি প্রাচীনকাল বুঝাইতে বাংলাভাষায় 'মান্ধাতার আমল' কথাটি আমরা ব্যবহার করি। পুরাণমতে অসাধারণভাবে মান্ধাতার জন্ম হইয়াছিল। তিনি মাতৃগর্ভজাতক নহেন পিতৃগর্ভজাত। সর্বাঙ্ক ক্রমণিকাকার কাত্যায়ণ ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্রের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন "কুশিক ঐষীরথ্য ইন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্যং চচার। ইন্দ্র এব তস্যপুত্রো গাথী ভূত্বা জজ্ঞে। গাথিনঃ পুত্রো বিশ্বামিত্রঃ। স এবাস্য তৃতীয় মণ্ডলস্য ঋষিঃ—ইষীরথের পুত্র কুশিক ইন্দ্রতুল্য পুত্র কামনা করিয়া ব্রহ্মচর্য (বেদাধ্যন ব্রত) করিয়াছিলেন। ইন্দ্রই তাঁহার পুত্র গাথী হইয়া জন্মিয়াছিলেন। গাথীর পুত্র বিশ্বামিত্র। তিনিই এই তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি।"

মান্ধাতার পিতাও ইন্দ্রতুল্য পুত্রকামনায় মহেন্দ্রযাগ করিয়াছিলেন। ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞের পূতসলিল নরপতি যজমানের পত্নীর পানের নিমিত্ত কুম্ভমধ্যে রাখিয়াছিলেন। যজমান রাজা একদা রাত্রিতে পিপাসার্ত হইয়া ঐ জল স্বয়ং পান করিয়াছিলেন। ফলে রাজা গর্ভধারণ করেন এবং যথাকালে এক পরম সুন্দর বলবান্ শিশু পিতার উদর বিদীর্ণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। জন্মকালেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মান্ধাতা আজন্ম রাজা। কালক্রমে তিনি কত প্রভাবশালী হইয়াছিলেন আলোচ্য শ্লোকের সিদ্ধার্থ বাক্যই তাহার প্রমাণ।

এখানে লক্ষণীয় যে সূর্যবংশীয় সিদ্ধার্থ সূর্যবংশীয় নরপতি মান্ধাতার কথা দিয়াই অতিতৃষ্ণার অশুভপরিণামের প্রথম দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

বিষয়েষু—বি-সি+অচ্+পুং সপ্তমীর বহুবচন। অধিকরণে সপ্তমী। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—যথাক্রমে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় হইল—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ।

অতৃপ্তিঃ—ন তৃপ্তিঃ। নঞ্তৎপুরুষঃ। নঞ্ এই অব্যয়ের ৬টি অর্থ আছে যথা—তৎসাদৃশ্যম্ অভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্

প্রকীর্তিতাঃ ॥ সাদৃশ্য, অভাব, ভিন্নতা, অল্পতা, অপ্রশস্তত ও বিরোধ। এখানে উহার অর্থ অভাব। তৃপ্+ক্তিন্+স্ত্রী প্রথমার একবচন=তৃপ্তিঃ।

আসীৎ—অস্+লঙ্, দ্ অস্ ধাতু দুইটি। একটি সত্তার্থক ও অপরটি নিক্ষেপার্থ। সত্তার্থক অস্ ধাতুর লঙের প্রথমপুরুষ একবচনের রূপ আসীৎ। সত্তার্থক অস্‌ধাতু চতুর্লকার (লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্) ভিন্ন অপর ল-কার সমূহে ভূ-রূপ ধারণ করে অর্থাৎ অস্ স্থানে ভূ আদেশ হয়।

Ch. of voice. হিরণ্যবর্ষে দেবেন বৃষ্টে অপি দীপান্ চতুরঃ সমুদ্রান্ (চ) জিত্বা অপি, শক্রস্য অর্দ্ধাসনম্ অবাপ্য অপি চ মান্ধাতুঃ বিষয়েষু অতৃপ্ত্যা অভূয়ত।

Sl. 17. ভুক্ত্বাপি রাজ্যং দিবি ···নহুষঃপপাত ॥ ১৭ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ভুক্ত্বা অপি রাজ্যম্ দিবি দেবতানাম্ শতক্রতৌ বৃত্রভয়াৎ প্রনষ্টে।
দর্পাৎ মহর্ষীন্ অপি বাহয়িত্বা কামেষু অতৃপ্তঃ নহুষঃ পপাত ॥

Prose order. শতক্রতৌ বৃত্রভয়াৎ প্রনষ্টে দিবি দেবতানাং রাজ্যং ভুক্ত্বা অপি, দর্পাৎ মহর্ষীন্ বাহয়িত্বা অপি, কামেষু অতৃপ্তঃ নহুষঃ পপাত

Sans. and Beng. Equivalents. শতক্রতৌ (শতমন্যৌ—ইন্দ্রে) বৃত্রভয়াৎ (ত্বষ্টুঃ পুত্রাৎ তন্নামকাৎ অসুরাৎ ভীতঃ—ত্বষ্টাবপুত্র তন্নামক অসুরের ভয়ে) প্রনষ্টে (পলায়িতে—পলায়ন করিলে) দিবি (ত্রিদিবে—স্বর্গে) দেবতানাম্ (দেবানাম্—দেবগণের) রাজ্যম্ (দেশং—দেশ) ভুক্ত্বা (ভোগং কৃত্বা—ভোগ করিয়া) অপি (অপি—ও), দর্পাৎ (গর্বাৎ—গর্বহেতু) মহর্ষীন্ (অগস্ত্যপুরোগমান্ সপ্ত মহর্ষীন্—অগস্ত্যপ্রমুখ সপ্ত মহর্ষিকে) বাহয়িত্বা (বহতঃ কৃত্বা—বহন করাইয়া) অপি (অপি—ও) কামেষু (ভোগ্যবিষয়েষু—ভোগ্যবিষয়ে) অতৃপ্তঃ (তৃপ্তিম্ অলভমানঃ—তৃপ্তিলাভ না করিয়া) নহুষঃ (যযাতেঃ পিতা চন্দ্রবংশীয় প্রখ্যাত নৃপতিঃ—যযাতির পিতা চন্দ্রবংশের প্রখ্যাত রাজা) পপাত, (স্বর্গাৎ অপপ্তৎ—স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন)।

Beng. Trans. ইন্দ্র বৃত্রভয়ে পলায়ন করিলে স্বর্গে দেবগণের রাজ্য ভোগ করিয়াও, দর্প হেতু মহর্ষিগণকে বাহক করিয়াও কামনার বস্তুতে অতৃপ্ত নহুষ (স্বর্গ হইতে) ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবি কৃত বুদ্ধচরিতমহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশসর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। বিম্বিসারোক্তেক-ত্তরদান প্রসঙ্গেন সিদ্ধার্থ কামৈঃ কামান শাম্যন্তি ইত্যাখ্যোদাহরণং মান্ধাতৃদৃষ্টান্তেন দর্শয়ন্ ইদানীং নহুষ দৃষ্টান্তমবতারয়তি। সিদ্ধার্থঃ কথয়তি—দেবরাজে মহেন্দ্রে বৃত্রাসুরভয়াৎ স্বর্গমপহায় পলায়িতে বৃত্রাসুরম পরিমানয়ন্ নহুষঃ ইন্দ্রহীনং স্বর্গরাজ্যং

বুভুজে। স্বর্গভোগেনাপি তস্য কামনা না নিববৃতে। স দেবরাজ-মহিষীং শচীং স্বমহিষী রূপেণ লব্ধুকামঃ শচীসমীপে আত্মাভিলাষং প্রকাশয়িতুং দূতং প্রেষয়ামাস। বৃহস্পতিমন্ত্রণয়া শচী দূতমুখেন নহুষমাহ যদি ভবান্ অগস্ত্যাদি সপ্তর্ষি বাহিত শিবিকামারুহ্য মমান্তিকমুপৈতি তদা ভবন্তমহং পতিত্বেন বরয়িষ্যে। যথা শচী ব্রূতে স্ম তথৈব চকার নহুষঃ। সপ্তর্ষয়োঽপি শচী প্রার্থনয়া নহুষং ক্ষোভয়িত্বা দোষ মুদ্ভাব্য অভিশাপেন স্বর্গভ্রংশং তস্য সাধয়িতুং শিবিকাং বহন্তঃ শনৈঃ শনৈ র্গন্তু মারেভিরে। শচীং প্রাপ্তুং নিতরামুৎসুকো নহুষো বিলম্বগতং ন সেহে। স খলু অগস্ত্যমুদ্দিশ্য প্রাহ সর্প ইতি। সর্প সর্প ইত্যস্য গচ্ছ গচ্ছ ইত্যর্থঃ ভুজঙ্গ ভুজঙ্গ ইতি চার্থঃ শ্লেষেণ ভবতঃ। ছলান্বেষী অগস্ত্যো দ্বিতীয় মর্থং গৃহীত্বা মহর্ষিং প্রতি ভুজঙ্গেতি সম্বোধনমত্যন্ত মনুচিতং বুদ্ধ্বা কোপাতিশয়েন সর্পোভূত্বা স্বর্গান্নিপতেতি শাপং নহুষং প্রতি মুমোচ। নহুষোঽপি অগস্ত্যশাপাৎ সর্পোভূত্বা স্বর্গাদ্ ভূমাবপতৎ। অতিতৃষ্ণায়াঃ পরিণামঃ কীদৃশং দুঃখমাবহতি নহুষ এবতস্য প্রকৃষ্টমুদাহরণম্। পৃথিবীপতি র্ভূত্বা স স্বর্গরাজো বভূব। তথাপ্যতুষান্ কামনাব-শেনাত্যন্তমনুচিতং কৃত্বা ঋষিশাপেন উরগো ভূত্বা স্বর্গাদ্ বভ্রংশ। তৃষ্ণায়া এতাদৃশীং পরিণতিং দৃষ্ট্বা কোনাম মতিমান্ তৃষ্ণানুগো ভবেদ্ ইত্যাশয়ঃ সিদ্ধার্থস্য।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার সিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক সম্মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। বিম্বিসার উত্তরদান প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থ কামনার বস্তুর উপভোগে কামনার শান্তি হয় না এই সত্যের উদাহরণ মান্ধাতার দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন করিয়া এখন নহুষের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের ভয়ে স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিলে বৃত্রাসুরকে গ্রাহ্য না করিয়া নহুষ ইন্দ্রহীন স্বর্গরাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। স্বর্গভোগেও তাহার কামনা নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি দেবরাজ মহিষী শচীকে স্বমহিষীরূপে লাভ করিবার বাসনায় শচীর নিকট নিজের অভিলাষ জানাইয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন। বৃহস্পতির মন্ত্রণায় শচী দূতমুখে নহুষকে বলিয়া পাঠাইলেন যদি আপনি অগস্ত্যাদি সপ্ত মহর্ষিবাহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া আমার নিকট আসেন তাহা হইলে আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করিব। শচী যেরূপ বলিলেন নহুষ সেইরূপ করিলেন। সপ্তর্ষিও শচীর প্রার্থনায় নহুষকে ক্ষুব্ধ করিয়া দোষ উদ্ভাবনের পর নহুষকে অভিশাপের দ্বারা স্বর্গভ্রষ্ট করিবার জন্য শিবিকা বহিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। শচীপ্রাপ্তির জন্য নিতান্ত উৎসুক নহুষের এ বিলম্ব সহিল না। তিনি অগস্ত্যের উদ্দেশে 'সর্প সর্প' বলিলেন। সর্প পদটি শ্লিষ্ট। ইহার একটি অর্থ 'গমন কর' আর একটি অর্থ 'হে সর্প'। ছলান্বেষী অগস্ত্য দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলেন। মহর্ষির প্রতি 'হে সর্প' এইরূপ সম্বোধন

নিতান্ত অনুচিত বোধ করিয়া তিনি সাতিশয় ক্রোধবশতঃ 'সর্প হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট হও' নহুষকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন। নহুষও অগস্ত্যের শাপে সর্প হইয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইলেন। অতিতৃষ্ণার পরিণাম কিরূপ দুঃখাবহ নহুষই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নহুষ পৃথিবীপতি হইয়া স্বর্গাধিপতি হইয়াছিলেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কামনা বশতঃ অত্যন্ত অনুচিত কার্য করিয়া ঋষির শাপে সর্প হইয়া স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তৃষ্ণার এইরূপ পরিণাম দেখিয়া কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি তৃষ্ণার অনুগামী হইবেন ইহাই সিদ্ধার্থের আশয়।

Notes

শতক্রতৌ—শতং ক্রতবো যস্য। বহুব্রীহিঃ। তস্মিন্। ভাবে সপ্তমী। যজ্ঞ ত্রিবিধ ইষ্টি পশু এবং সোম ইষ্টিতে পশুবলি হয় না। পশু এবং সোমে পশু বলি হয়। অশ্বমেধ পশু যাগের অন্তর্গত। ইন্দ্র শত অশ্বমেধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম শতক্রতু।

বৃত্রভয়াৎ—বৃত্রাৎ ভয়ম্। ৫মী তৎপুরুষঃ। তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। ভী+অল্=ভয়। বৃত্র ত্বষ্টার পুত্র। ত্বষ্টার প্রথম পুত্র ত্রিশিরা ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইলে ত্বষ্টা পুত্রশোকে এবং ক্রোধে ইন্দ্রকে নিহত করিতে পারে এমন এক বীর পুত্র কামনা করিয়া পুত্রেষ্টি অর্থাৎ পুত্র যাগ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞের ফলে বৃত্রাসুরের জন্ম হয়। ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সহিত বিক্রমে আটিয়া উঠিতে না পারিয়া স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। পরে দধীচি ঋষির অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করিয়া সেই বজ্রের আঘাতে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিহত করেন। বৃত্রকে নিহত করায় ইন্দ্রের নাম হয় বৃত্রঘ্ন বা বৃত্রহা।

প্রনষ্টে—প্র-নশ্+ক্ত+পুং সপ্তমীর একবচন। Adj. to শতক্রতৌ। প্র পূর্বক নশ্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ বা ক্ত প্রত্যয় হইলে নশের ন ণ হয় না। কিন্তু প্র-নশ+ঘঞ্=প্রণাশ।

দিবি—দিব্+ক্বিপ্+স্ত্রী সপ্তমীর একবচন। অধিকরণে সপ্তমী। স্বরব্যয়ং স্বর্গনাক ত্রিদিব ত্রিদশালয়াঃ। সুরলোকো দ্যোদিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ৌ ক্লীবে ত্রিপিষ্টপম্॥ স্বর্গবাচক স্বর শব্দ অব্যয়, স্বর্গ, নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয় ও সুরলোক শব্দ পুংলিঙ্গ, দ্যো ও দিব্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ত্রিপিষ্টপ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

দেবতানাম্—দিব্+অচ্+তল্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্+স্ত্রী ষষ্ঠীর বহুবচন। শেষে ষষ্ঠী। অমরা নির্জরা দেবা স্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ। সুপর্বাণঃ সুমনস ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ॥ আদিতেয়া দিবিষদো লেখা অদিতিনন্দনাঃ। আদিত্যা ঋভবোহস্বপ্না অমর্ত্যা অমৃতান্ধসঃ॥ বর্হির্মুখাঃ ক্রতুভুজো গীর্বাণা দানবারয়ঃ। বৃন্দারকা দৈবতানি পুংসি বা দেবতাঃ স্ত্রিয়াম্॥—দেববাচক শব্দের মধ্যে অমর, নির্জর, দেব,

ত্রিদশ, বিবুধ, সুর, সুপর্বন্, সুমনস্, ত্রিদিবেশ, দিবৌকস্, আদিতেয়, দিবিষদ, লেখ, অদিতিনন্দন, আদিত্য ঋভু, অস্বপ্ন, অমর্ত্য, অমৃতান্ধস্, বর্হিমুখ, ক্রতুভুজ, গীর্বাণ, দানবারি এবং বৃন্দারক, পুংলিঙ্গ, দৈবত শব্দ অস্ত্রীলিঙ্গ এবং দেবতা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

রাজ্যম্—রাজন্+ +ষ্যঞ+ দ্বিতীয়ার একবচন। নলোকাব্যয়নিষ্ঠা খলর্থতৃণাম্ সূত্রে কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া ২য়া হইয়াছে। কারণ রাজ্যম্ এই দ্বিতীয়ান্ত পদটি ভুক্ত্বা এই ক্রিয়ার কর্ম। রাজ্য শব্দটি এখানে স্বর্গরাজ্য বা স্বর্গ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজার কর্ম এই কৃদব্যয়ের এই অর্থেও রাজ্য শব্দের ব্যবহার হইতে পারে।

ভুক্ত্বা—ভুজ্+ক্ত্বাচ্। ভুজোঽনবনে সূত্রে এখানে ভুজ্ ধাতু আত্মনেপদী এবং পরস্মৈপদী উভয়ই হইতে পারে কারণ এখানে উহা ভোগার্থকও হইতে পারে, রক্ষণার্থকও হইতে পারে। তবে নহুষচরিত্র যেরূপ কলুষিত হইয়াছিল তাহাতে ভুজ্ ধাতুর ভোগার্থকতাই এখানে অধিকতর সমীচীন।

অপি—আধিক্য বোধক অব্যয়। ইহার বাংলা প্রতি শব্দ 'ও'।

দর্পাৎ—দৃপ্+ঘঞ্+পুং পঞ্চমীর একবচন। হেতৌ পঞ্চমী।

মহর্ষীন্—মহান্ত ঋষয়ঃ কর্মধারয়ঃ। তান্। মহ্+অতৃন্=মহৎ। ঋষ্+ইন্ =ঋষি। ঋষ্যতে আগম্যতে বেদমন্ত্রেণ অয়ম্ ইতি ঋষিঃ। প্রযোজ্য কর্মণি দ্বিতীয়া। ঋষয়োমন্ত্র দ্রষ্টারঃ—মন্ত্রদ্রষ্টাদিগকে ঋষি কহে। ঋষয়োঽতীতানাগতবর্তমানার্থ বেদিনঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় যাহারা জানেন তাঁহারাও ঋষি।

বাহয়িত্বা—বহ্+ণিচ্+ক্ত্বাচ্। বহোঽসারথি কর্তৃকঃ' এই কারিকায় বহ্ ধাতু সারথিভিন্নকর্তৃক হইলে উহার অণিজন্ত কালের কর্তা ণিজন্তকালে কর্ম হয়। যথা নহুষো মহর্ষীন্ রথং শচীভবনং বাহয়তি। অপি—আধিক্যবোধক অব্যয়। ইহার বাংলাপ্রতিশব্দ 'ও'।

কামেষু—কাম্যন্তে ইতি কামাঃ। কামি+অচ্+পুং সপ্তমীর বহুবচন। অধিকরণ বিবক্ষায় সপ্তমী। বস্তুতঃ পক্ষে 'তৃপ্ত্যর্থানাং বিভাষাকরণে' এই সূত্রে এখানে 'কামৈরতৃপ্তো নহুষঃ পপাত' হইতে পারিত। 'কামানাম্'ও হইতে পারিত কিন্তু উহাতে ছন্দঃপাত হইত।

অতৃপ্ত—ন তৃপ্তঃ। নঞ্ তৎপুরুষঃ। তৃপ্+ক্ত+পুং প্রথমার একবচন তৃপ্তঃ।

নহুষঃ—উক্তে কর্তরি প্রথমা। নহুষ চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত নরপতি। ইনি যযাতির পিতা এবং পিতৃভক্ত পুণ্যশীল পুরুর পিতামহ। অগস্ত্যশাপে ইনি সর্প দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেন। বনবাসকালে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত ইহার যে আলাপ হইয়াছিল মহাভারতের নাহুষাজগরীয় পর্বাধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পপাত—পত + লিট্, ণল্। পত্ + লুঙ্ দ্ = অপপ্তৎ।

Ch. of voice. শতক্রতৌ বৃত্রভয়াৎ প্রণষ্টে, দিবি দেবতানাং রাজ্যং ভুক্ত্বা অপি, দর্পাৎ মহর্ষীন্ বাহয়িত্বা অপি কামেষু অতৃপ্তেন নহুষেণ পেতে।

Sl. 18. ঐলশ্চ রাজা······বিষয়েষ্বতৃপ্তঃ ॥ ১৮ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ ঐলঃ চ রাজা ত্রিদিবম্ বিগাহ্য নীত্বা অপি দেবীম্ বশম্ উর্বশীম্ তাম্।
লোভাৎ ঋষিভ্যঃ কনকম্ জিহীর্ষুঃ জগাম নাশম বিষয়েষু অতৃপ্তঃ ॥

Prose order. রাজা ঐলশ্চ ত্রিদিবং বিগাহ্য, তাং দেবীম উর্বশীম্ বশং নীত্বা অপি বিষয়েষু অতৃপ্তঃ লোভাৎ ঋষিভ্যঃ কনকং জিহীর্ষুঃ নাশং জগাম।

Sans. and Beng. Equivalents. রাজা (নরপতিঃ—রাজা) ঐলঃ (ইলাতনয়ঃ—ইলানন্দন) চ (বা—এবং) ত্রিদিবম্ (স্বর্গম্—স্বর্গ) বিগাহ্য (অবগাহ্য—অবগাহন করিয়া) তাম্ (প্রসিদ্ধাম্—সেই প্রসিদ্ধা) দেবীম্ (দেবযোনিম্—দেব বংশোদ্ভূতা) উর্বশীম্ (ঋষের্নারায়ণস্য উরুস্থলাদুদ্ভূতাম অপ্সরসম্—ঋষি নারায়ণের উরুস্থল হইতে উদ্ভূতা অপ্সরাকে) বশম্ (স্বাধীনতাম্—স্বাধীনতা) নীত্বা (প্রাপয্য—পাওয়াইয়া) অপি (অপি—ও) বিষয়েষু (রূপাদিষু—রূপাদিবিষয়পঞ্চকে) অতৃপ্তঃ (তৃপ্তিমলভমাণঃ—তৃপ্ত না হইয়া) লোভাৎ (লালসয়া—লোভবশতঃ) ঋষিভ্যঃ (মন্ত্রদ্রষ্টৃভ্যঃ—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের নিকট হইতে) কনকম্ (সুবর্ণম্—স্বর্ণ) জিহীর্ষুঃ (হর্তুম্ ইচ্ছুঃ—হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া) নাশম্ (বিনাশম্—বিনাশ) জগাম (প্রাপ—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।

Beng. Trans. স্বর্গাবগাহী রাজা ঐল প্রসিদ্ধা দেবী উর্বশীকে বশে আনিয়া ও বিষয়ে অতৃপ্তি হেতু লোভবশতঃ ঋষিগণের নিকট হইতে সুবর্ণ-হরণে অভিলাষী হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ-নামক সম্মিলিত দশমৈকা দশসর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। দ্যাবাপৃথিব্যো-রধীশ্বরস্য মান্ধাতুরপি বিষয়ৈরতৃপ্তিং দর্শয়ন্, দর্শয়ংশ্চ বলাবলেপাদ্ বৃত্রাসুরমপি অপরিগণয্য দেবরাজ্যং ভুঞ্জানস্যাপি নহুষস্য বিষয়াতৃপ্তেঃ, পতনং, সাম্প্রতং স্বর্গ-বিগাহিন উর্বশীজয়িন ঐলস্য বিষয়তর্ষেণ ঋষিভ্যঃ কনক-হরণকামাদ্বিনাশং দর্শয়তি সিদ্ধার্থঃ প্রতিপাদয়তি চ তৃষ্ণা ত্যাগস্যাবশ্য করণীয়তাম্। আহ সিদ্ধার্থো নরপতি রিলানন্দনঃ স্বর্গমখিলমধিষ্ঠন্ সুরসুন্দরীমুর্বশীং বশীকৃত্যাপি বিষয়ৈরতুষ্যন্ অরণ্যবাসিভ্য ঋষিভ্যোঽপি কনকমপহর্তুকামো ননাশ। বিনাশ এব তস্মাদ্ অবশ্যম্ভাবী পরিণামো বিষয়তৃষ্ণায়াঃ। তজ্জনেন বিষয় তৃষ্ণামপহায় স্বস্থেন ভবিতব্যমিতি সারঃ খলু সিদ্ধার্থ বাক্যানাম্।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ ভূলোক ও দ্যুলোকের অধীশ্বর মান্ধাতারও যে বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই এবং বলগর্বে বৃত্রাসুরকেও গ্রাহ্য না করিয়া যে নহুষ বৃত্রভয়ে পলায়িত ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও যে বিষয় তৃষ্ণায় স্বর্গ হইতে পতিত হইতে হইয়াছিল ইহা প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি স্বর্গাবগাহী উর্বশীজয়ী রাজা ঐলের বিষয় তৃষ্ণায় অরণ্যবাসী ঋষিগণের নিকট হইতে কনকহরণের অভিলাষে কিরূপে বিনাশ হইয়াছিল তাহা প্রদর্শন করিতেছেন এবং প্রতিপাদন করিতেছেন যে বিষয় তৃষ্ণা ত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন রাজা ঐল অখিল স্বর্গ অন্বেষণ করিয়া সুরসুন্দরী উর্বশীকে নিজের বশে আনিয়াও বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। লোভবশতঃ তিনি অরণ্যবাসী ঋষিগণের নিকট হইতে কনক হরণ করিতে গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিষয়তৃষ্ণার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিনাশ। তাই মানুষকে বিষয় তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া সুস্থ হইতে হইবে ইহাই সিদ্ধার্থ বাক্যের মর্মকথা।

Notes

রাজা—রাজন্+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা। এখানে জগাম এই ক্রিয়ার দ্বারা রাজন্ শব্দ উক্ত হইয়াছে।

ঐলঃ—ইলায়া অপত্যং পুমান্। ইলা+অণ্+পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন। ইহা রাজা এই পদের বিধেয়।

চ—এখানে ইহা সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়। 'চান্বাচয় সমাহারেতর সমুচ্চয়ে' ইত্যমরঃ। চ অন্বাচয় (যথা ভিক্ষামট গাঞ্চানয়—ভিক্ষাকর এবং গরু আন), সমাহার (পাণী চ পাদৌ চ=পানিপাদম্। 'পানিপাদম্' বলিলে পাণি ও পাদের সমাহার বা সমষ্টিকে বুঝায়), ইতরেতরযোগ (কুক্কুটশ্চ ময়ূরশ্চ—কুক্কুট ময়ূরৌ। 'কুক্কুট ময়ূরৌ' বলিলে কুক্কুট যুক্ত ময়ূরকে বুঝায়, উহাদের সমষ্টিকে বুঝায় না। সমষ্টি বুঝাইলে কুক্কুটময়ূরম্ এইরূপ সমস্তপদ হইত), সমুচ্চয় (ভগবন্ নাহং ভবদ্বাক্যং লঙ্ঘয়িষ্যামি ন চ মে পুত্রা অপি। এখানে চ দুইটি বাক্যকে সমুচ্চিত বা যুক্ত করিতেছে বুঝায়।)

ত্রিদিবম্—ত্রিদিব+পুংলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচন। 'নলোকাব্যয় নিষ্ঠা খলর্থ-তৃণাম্' সূত্রে কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে। কারণ 'ত্রিদিবম্' 'বিগাহ্য' এই ক্তদব্যয়ের কর্ম। 'স্বরব্যয়ং স্বর্গনাক ত্রিদিব ত্রিদশালয়াঃ। সুরলোকো দ্যোদিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ৌ ক্লীবে ত্রিপিষ্টপম্॥ ইত্যমরঃ। স্বর্গ, নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয় এবং সুরলোক স্বর্গবাচক পুংলিঙ্গ শব্দ। ত্রিনসংখ্যকা দিবো যস্মি স ইত্যর্থে ত্রিদিব্+

অচ্ (মত্বর্থে)=ত্রিদিব। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই তিনটি স্বর্গ একত্র ত্রিদিব শব্দ বাচ্য।

বিগাহ্য—বি-গাহ্+ল্যপ্। গাহ্ ধাতু ভ্বাদি আত্মনেপদী। গাহ্+ক্ত= গাঢ। সংস্কৃত ভাষায় বি এবং অব এই দুইটী উপসর্গের সহিত গাহ্ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। অব উপসর্গের অ বিকল্পে লুপ্ত হয় বলিয়া অব এই উপসর্গের যোগে গাহ্ ধাতু হইতে আমরা অবগাহ্য, বগাহ্য, অবগাহতে, বগাহতে, অবগাঢ, বগাঢ় এইরূপ যুগ্মরূপের পদ বা শব্দ প্রাপ্ত হই। 'সলিলমবগাঢ়ো মুনিজনঃ' ভাসের স্বপ্ন-নাটকের এই বাক্যটির বঙ্গানুবাদ হইবে 'মুনিজন জলে গা ডুবাইয়াছেন'। 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ' কুমারসম্ভবের এই বাক্যের বঙ্গানুবাদ হইবে 'পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে গা ডুবাইয়া পৃথিবীর মানদণ্ডের ন্যায় অবস্থিত'। বিগাহতে এবং অবগাহতে এই উভয়পদই 'গা ডুবায়' এই অর্থের প্রকাশক। 'ত্রিদিবং বিগাহ্য' এই বাক্যাংশের বঙ্গানুবাদ হইবে 'স্বর্গে ডুব দিয়া'। ডুবুরি যেমন সাগরে ডুব দেয় রাজা ঐল সেইরূপ স্বর্গে ডুব দিয়াছিলেন।

তাম্—তদ্+স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচন। Adj. to উর্বশীম্। প্রক্রান্ত প্রসিদ্ধানুভূতার্থকস্তচ্ছব্দো যদুপাদানং না পেক্ষতে—আরব্ধ, প্রসিদ্ধ ও অনুভূত অর্থের বোধক তদ্ যদ্ এর অপেক্ষা করে না। এখানে তদ্ প্রসিদ্ধ অর্থের বোধক।

দেবীম্ দিব্+অচ্+স্ত্রিয়ামীপ্+স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচন। Adj. to উর্বশীম্।

উর্বশীম্—উর্বশী+স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচন। মুখ্যকর্মে দ্বিতীয়া। উরু-অশ্+অচ্+স্ত্রিয়ামীপ্—যিনি উরু হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। দেবতারা নারায়ণ ঋষির তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরা পাঠাইয়াছিলেন। নারায়ণ তাঁহার উরু হইতে প্রেরিত অপ্সরা হইতেও রূপবতী উর্বশীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বশম্—বশ+পুং ২য়ার ১বচন। গৌণ কর্মে ২য়া।

নীত্বা—নী+ক্ত্বাচ। দুহ্যাচ্ পচ্ দণ্ড্ রুধি প্রচ্ছি চিব্রূশাসুজিমন্থ্মুষাম্। কর্ম যুক্ স্যাদ্ অকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষবহাম্॥ দুহ্, যাচ্, পচ্, দণ্ড্, রুধ্, প্রচ্ছ্, চি, ব্রূ, শাস্, জি, মন্থ্ ও মুষ্ এবং নী, হৃ, কৃষ্ ও বহ্ এই ষোলটি ধাতুর অকথিত কর্মে ২য়া হইয়া থাকে।

অপি—আধিক্যসূচক অব্যয়। ইহার বাংলা প্রতিশব্দ 'ও'।

বিষয়েষু—বি-সি+অচ্+পুং ৭মীর বহুবচন। অধিকরণ বিবক্ষায় ৭মী হইয়াছে। 'তৃপ্ত্যর্থানাং বিভাষা করণে' সূত্রে তৃপ্ত্যর্থ ধাতুর করণে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। এখানে 'বিষয়ৈরতৃপ্তঃ' হইতে পারিত কিন্তু মহাকবি অশ্বঘোষ করণে অধিকরণ বিবক্ষা করিয়া ৭মী বিভক্তি করিয়াছেন।

অতৃপ্তঃ—ন তৃপ্তঃ। নঞ্ তৎপুরুষঃ। তৃপ্+ক্ত+পুং ১মার ১বচন=তৃপ্তঃ।

লোভাৎ—লুভ্+ঘঞ্+পুং ৫মীর ১বচন। হেতৌ ৫মী। উভয়োঃ হরতয়োর্মূলং যং সর্ব্ব কবয়ো বিদুঃ। তং যত্নেন জয়ে লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ॥ মনু সকল জ্ঞানিবৃন্দ এই উভয় (কামজ ও কোপজ) ব্যসনের মূল বলিয়া যাহাকে জানেন যত্ন পূর্ব্বক সেই লোভকে জয় করিবে। এই উভয়গণ লোভ হইতেই জাত।

ঋষিভ্যঃ—ঋষ্+ইন্+পুং পঞ্চমীর বহুবচন। আপাদানে ৫মী। ঋষ্ ধাতু গমনার্থক। ঋষ্যতে আগমতে বেদ পুরুষেণ অয়মিতি ঋষিঃ।

কনকম্—কনক+নপুং ২য়ার ১বচন। 'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্' সূত্রে 'জিহীর্ষুঃ' এই কৃদন্তযোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী না হইয়া ২য়া হইয়াছে।

জিহীর্ষুঃ—হৃ+সন্+উ+পুং ১মার ১বচন। 'সনাশংস ভিক্ষ উ' এইসূত্রে সনন্তধাতু, আশংস্ ধাতু ও ভিক্ষ্ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হইয়া জিহীর্ষু, আশংসু, ও ভিক্ষু প্রভৃতি শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

নাশম্—নশ্+ঘঞ্+পুং ২য়ার ১বচন। কর্ম্মণি ২য়া।

জগাম—গম্+লিট্, ণল।

Ch. of voice. রাজ্ঞা ঐলেন চ ত্রিদিবং বিগাহ্য তাং দেবীমূর্বশীং বশং নীত্বা অপি বিষয়েষু অতৃপ্তেন লোভাৎ ঋষিভ্যঃ কনকং জিহীর্ষুণা নাশঃ জগ্মে।

Sl. 19. গীতৈর্ম্রিয়ন্তে হি……বিষয়াঃ ফলন্তি ॥১৯।

বিসন্ধিপাঠঃ—গীতৈঃ ম্রিয়ন্তে হি মৃগাঃ বধায় রূপার্থম্ অগ্নৌ শলভাঃ পতন্তি।
মৎস্যঃ গিরতি আয়সম্ আমিষার্থী তস্মাৎ অনর্থম্ বিষয়াঃ ফলন্তি॥

Prose-order. মৃগাঃ হি গীতৈঃ বধায় ম্রিয়ন্তে। শলভাঃ রূপার্থম্ অগ্নৌ পতন্তি। মৎস্যঃ আমিষার্থী আয়সং গিরতি। তস্মাৎ বিষয়াঃ অনর্থং ফলন্তি।

Sans. and Beng. Equivalents. মৃগাঃ (হরিণাঃ—হরিণেরা) হি (যতঃ—যেহেতু) গীতৈঃ (গানৈঃ—গানের দ্বারা) বধায় (হত্যায়ৈ—বধের জন্য) ম্রিয়ন্তে (আকৃষ্যন্তে—আকৃষ্ট হয়)? শলভাঃ (পতঙ্গাঃ—পতঙ্গেরা) রূপার্থম্ (রূপায়—রূপের জন্য) অগ্নৌ (অনলে—অগ্নিতে) পতন্তি (ভ্রশ্যন্তি—পড়ে)। মৎস্যঃ (মীনঃ—মৎস্য) আমিষার্থী (আমিষকামঃ—আমিষের প্রার্থী হইয়া) আয়সম্ (লৌহনির্ম্মিতং বড়িশম্—লোহার বড়িশ) গিরতি (গিলতি—গিলে)। তস্মাৎ (তস্মাৎ কারণাৎ—সেইহেতু) বিষয়াঃ (রূপরসাদয়ঃ রূপরসাদিবিষয়সমূহও) অনর্থম্ (অনিষ্টম্—অনিষ্ট) ফলতি (প্রসূতে—প্রসব করে)।

Beng. Trans. হরিণেরা গানের দ্বারা বধের জন্য আকৃষ্ট হয়। পতঙ্গেরা রূপের জন্য অগ্নিতে পতিত হয়। মৎস্য আমিষের জন্য লৌহময় বড়িশ গিলে। সুতরাং বিষয়গ্রাম অনর্থ প্রসব করে।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিতমহাকাব্যস্য বিম্বিসারসিদ্ধার্থ-সংবাদনামক সম্মিলিত দশমৈকাদশসর্গাভ্যামুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। ইতঃ প্রাক্ 'সিদ্ধার্থো-দর্শিতবান্ মান্ধাতৃ প্রভৃতয়ো মহান্তোঽপিরাজানো ভূলোকদ্যুলোকয়োরৈশ্বর্য্যং প্রাপ্যাপি বিষয়ৈর্নাতুষ্যন্। মান্ধাতুঃ স্বর্গমর্ত্ত্যবিষয়ান্ ভুক্ত্বাপি বিষয়াতৃপ্তিং, নহুষস্য স্বর্গরাজ্যং প্রাপ্যাপি বিষয়তৃষ্ণয়া সর্পোভূত্বা স্বর্গাৎ পতনম্, ঐলস্য চ স্বর্গমর্ত্ত্য ভোগৈরতৃপ্তস্য ঋষিভ্যোঽপি হেমহরণকামস্য বিনাশং দর্শয়িত্বা ইদানীমসৌ শব্দ তৃষ্ণয়া হরিণানাং রূপতৃষ্ণয়া শলভানাং রসতৃষ্ণয়াচ মৎস্যস্য মরণং প্রদর্শ্য সিদ্ধান্তয়তি অশুভমেব ফলং সর্বত্র বিষয়তৃষ্ণায়া ইতি। সিদ্ধার্থো ব্রবীতি ব্যাধাঃ শব্দস্বরূপগীতৈ রাকৃষ্য হরিণান্ ঘ্নন্তি পতঙ্গা রূপেণ সমাকৃষ্টা দহনে নিপত্য ম্রিয়ন্তে, মৎস্যশত্রবশ্চ আমিষরসাস্বাদম লোলুপান্ মৎস্যান্ আমিষাবৃত স্বরূপৈরয়োময়ৈর্বড়িশৈর্ধৃত্বা মারয়ন্তি। এবং পরিদৃশ্যতে বিষয়তৃষ্ণা সর্বত্রৈব মরণস্য হেতুর্ভূত্বা বর্ততে ইতি।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার সিদ্ধার্থ-সংবাদনামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। নহুষ প্রভৃতি মহান্ নরপতিগণ ভূলোক ও দ্যুলোকের ঐশ্বর্য্য পাইয়াও বিষয়ভোগে পরিতৃপ্তি বোধ করেন নাই—সিদ্ধার্থ ইহা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ দেখাইয়াছেন স্বর্গের এবং মর্ত্যের বিষয়সকল ভোগ করিয়াও মান্ধাতার বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই, নহুষ স্বর্ণরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও বিষয়তৃষ্ণার তাড়নায় সর্প হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের ভোগে অতৃপ্ত রাজা ঐল বিষয়তৃষ্ণায় শেষ পর্য্যন্ত অরণ্যবাসী ঋষিগণের স্বর্গহরণে অভিলাষী হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ এখন শব্দতৃষ্ণায় মৃগগণের, রূপ তৃষ্ণায় পতঙ্গবৃন্দের এবং রসতৃষ্ণায় মীনকুলের মৃত্যু প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে বিষয়তৃষ্ণার ফল সর্বত্রই অশুভ। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন ব্যাধগণ মৃগকুলকে শব্দ স্বরূপ সঙ্গীতে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের প্রাণ হরণ করে, পতঙ্গেরা রূপতৃষ্ণায় আগুনে পড়িয়া মরে, মৎস্য শিকারীরা আমিষ রসের আস্বাদন লোলুপ মৎস্যকে আমিষে আবৃতস্বরূপ লৌহময় বড়িশে ধরিয়া মারে। এইরূপে দেখা যাইবে বিষয়তৃষ্ণা সর্বত্রই মরণের হেতু হইয়া বিরাজ করিতেছে।

Notes

মৃগাঃ—মৃগয়ন্তে ইতি মৃগি+অচ্+পুং ১মার বহুবচন। উক্তে কর্মণি ১মা। ম্রিয়ন্তে এই ক্রিয়াদ্বারা এখানে মৃগ শব্দ উক্ত হইয়াছে। মৃগ শব্দ হরিণকে বুঝায় আবার পশুসাধারণকেও বুঝায়। সিংহের নাম মৃগেন্দ্র বা পশুরাজ। ঋগ্বেদের

"মৃগোন্ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠ" এই মন্ত্রাংশে মৃগ শব্দটি সিংহ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হি—হি হেতাববধারণে ইত্যমরঃ। হি হেতু এবং অবধারণ বুঝাইবার অব্যয়। এখানে ইহা হেতু বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গীতৈঃ—গৈ+ভাবে ক্ত+নপুং ৩য়ার বহুবচন। করণে তৃতীয়া।

বধায়—হন+ভাবে অপ্+পুং ৪র্থীর ১বচন। হন্তু মত্যর্থঃ। 'তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ' ইতি তুমর্থে ৪র্থী।

হ্রিয়ন্তে—হৃ+কর্মণি বাচ্যে লট্, অন্তে।

শলভাঃ—শলভ+পুং ১মার বহুবচনে। উক্তে কর্তরি ১মা। পতন্তি-ক্রিয়ার-দ্বারা এখানে কর্তা অভিহিত হইয়াছে। "অভিধানন্তু প্রায়েণ তিঙ্কৃত্তদ্ধিত-সমাসৈঃ"—এই কারিকানুসারে প্রায়ই তিঙন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত এবং সমাসের দ্বারা অভিধান হইয়া থাকে। এখানে তিঙন্ত পতন্তিদ্বারা অভিধান হইয়াছে।

কৃপার্থম্—কৃপায় ইদম্। নিত্য ৪র্থী তৎপুরুষঃ। অগ্নৌ—অগ্নি+পুং ৭মীর ১বচন। অধিকরণে ৭মী। নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন কাষ্ঠদাহে ও হবিঃপাকে শিখারূপ অঙ্গ প্রেরণ করে (অঙ্গং নয়তে), কাষ্ঠ দগ্ধ করে (দগ্ধং করোতি), বা কাষ্ঠ সিক্ত করে (অক্তং করোতি)—দগ্ধ হইবার সময় কাষ্ঠ হইতে অগ্নির তাপে তরল ফেন নির্গত হয়। এইজন্যই যাস্ক অগ্নি সিক্ত করে বলিয়াছেন) এই সকল অগ্নিক্রিয়াসূচক বাক্যাবলী হইতে 'অঙ্গম্' এর 'অ', 'দগ্ধম্' এর 'গ্' বা 'অক্তম্' এর 'ক্' এবং 'নয়তির' নী লইয়া অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নী' ধাতুর 'ঈ' হ্রস্ব হইয়া 'ই' হয়। 'অক্তম্' এর 'ক্' লইলে সন্ধিবশতঃ 'ক্' 'গ্' হইয়া যায় (অক্নি=অগ্নি=অগ্নি)। 'দগ্ধম্' এর 'গ্' লইলে আর কোন ঝঞ্ঝাট করিতে হয় না। উহাতে স্বাভাবিকভাবেই অগ্নি=অগ্নি হয়।

পতন্তি—পত্+লট্, অন্তি।

মৎস্যঃ—মৎস্য+পুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা। গিরতি এই তিঙন্তদ্বারা এখানে মৎস্য শব্দ উক্ত হইয়াছে। মৎস্য+ঙীপ্=মৎসী (এখানে 'য' এর লোপ লক্ষণীয়)। মৎস্য-শব্দ মীন অর্থে ১বচন কিন্তু মৎস্য নামক দেশ অর্থে বহুবচন। যথা—কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যোশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ। এতে ব্রহ্মর্ষি দেশা বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরম্॥ (মনুসংহিতা)

আমিষার্থী—আমিষস্য অর্থী। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। অর্থয়তে ইতি অর্থি+ণিনি+পুং ১মার একবচন=অর্থী।

আয়সম্—অয়স্+অণ্+নপুং ২য়ার ১বচন। আয়সং বড়িশম্ ইত্যর্থঃ। কর্মণি ২য়া গিরতি ক্রিয়ার কর্ম। এখানে অলস ন্যায়ে 'আয়সং বড়িশম্' এই অর্থে

'আয়সম্' এই বিশেষণটি মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন 'সন্তঃ জনাঃ এই অর্থে কেবল 'সন্তঃ', 'মহান্তঃ জনাঃ' এই অর্থে কেবল 'মহান্তঃ' এর ব্যবহার হয়।

গিরতি—গিল্+লট্, তি। 'রলয়োরভেদঃ' এই নিয়মে এখানে 'গিলতি' স্থানে 'গিরতি' হইয়াছে। রেখা—লেখা, রোম—লোম, প্রভৃতি উক্ত নিয়মের অপর উদাহরণ।

তস্মাৎ—তদ্+নপুং পঞ্চমীর ১বচন। এখানে সামান্যে নপুংসক লিঙ্গ হইয়াছে। হেতৌ ৫মী।

বিষয়াঃ—বি-সি+অচ্+পুং ১মার বহুবচন। উক্তেষু কর্তৃষু ১মা। 'ফলন্তি' ক্রিয়াদ্বারা এখানে কর্তার উক্ত হইয়াছে।

অনর্থম্—ন অর্থঃ। নঞ্তৎপুরুষঃ। তম্। কর্মণি ২য়া। ফলন্তি ক্রিয়ার কর্ম। নঞ্ এই অব্যয়টি সমস্তপদে 'ন্' ও 'ঞ্' ত্যাগ করিয়া 'অ' তে পর্যবসিত হয়। স্বরাদিপদের পূর্বে এই 'অ' এর পর ন্ এর আগম হয়। যেমন এখানে হইয়াছে অনিষ্ট, অনীহা, অনাগত, অনুপ্লুত, অনূর্দ্ধ, অনেক, অনৈক্য, অনোক্ত, অনৌদ্ধত্য, প্রভৃতি ন্-আগমের অপর দৃষ্টান্ত। ব্যঞ্জনাদিপদ পরে থাকিলে 'অ' এর কোন পরিবর্তন হয় না। যথা—অব্রাহ্মণ, অভাব, অশুভ, অসৎ, অকর্ম, অবুধ, অবিদ্বান্, অপথ, অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অপদ, অদৃষ্ট, অপতিত, অক্ষত্রিয় প্রভৃতি।

ফলন্তি—ফল্+লট্, অন্তি। প্রসূয়তে ইত্যর্থঃ। সকর্মকক্রিয়া। কর্ম—অনর্থম্।

Ch. of voice. (ব্যাধাঃ) মৃগান্ হি গীতৈঃ বধায় হরন্তি। শলভৈঃ রূপার্থম্ অগ্নৌ পত্যতে। মৎস্যেন আমিষার্থিনা আয়সঃ (বড়িশঃ) গির্যতে (গিল্যতে বা)। তস্মাৎ বিষয়ৈঃ অনর্থঃ ফল্যতে।

Sl. 20. **দুঃখপ্রতীকারনিমিত্তভূতাঃ……প্রবৃত্তান্॥২০॥**

বিসন্ধিপাঠঃ—দুঃখপ্রতীকারনিমিত্তভূতাঃ তস্মাৎ প্রজানাম্ বিষয়াঃ ন ভোগ্যাঃ। অস্মামি ভোগান্ ইতি কঃ অভ্যুপেয়াৎ প্রাজ্ঞঃ প্রতিকারবিধৌ প্রবৃত্তান্।

Prose order. তস্মাৎ প্রজানাং দুঃখপ্রতীকার নিমিত্ত ভূতাঃ (ইতি) বিষয়াঃ ন ভোগ্যাঃ। কঃ প্রাজ্ঞঃ প্রতিকারবিধৌ প্রবৃত্তান্ ভোগান্ অস্মামি ইতি অভ্যুপেয়াৎ?

Sans. and Beng. Equivalents. তস্মাৎ (ততঃ—সেই জন্য) প্রজানাম্ (জনানাম্—জনগণের) দুঃখপ্রতীকারনিমিত্তভূতাঃ (অসুখনিবারণ কারণভূতাঃ—দুঃখপ্রতীকারের কারণ হয়) (ইতি—বলিয়া) বিষয়াঃ (রূপরস শব্দ-গন্ধস্পর্শাখ্যাঃ বিষয়াঃ—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শনামক বিষয় সকল) ন (নো—না) ভোগ্যাঃ (ভোগার্হাঃ—ভোগযোগ্য)। কঃ (কিং শব্দ বাচ্যঃ—কোন্) প্রাজ্ঞঃ (মতিমান্

জনঃ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) প্রতিকারবিধৌ (নিবারণবিধানে—বারণকার্যে) প্রবৃত্তান্ (লগ্নান্—প্রবৃত্ত) ভোগান্ (বিষয়ান্—বিষয় সমূহকে) অশ্নামি (ভুঞ্জে—ভোগ করিতেছি) ইতি (এতাদৃশম্—এইরূপ) অভ্যুপেয়াৎ (মন্যেত—মনে করিবে)।

Beng. Trans. সেই জন্য দুঃখপ্রতীকারের কারণ মনে করিয়া জনগণ বিষয় ভোগ করিবে না। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি [দুঃখ] প্রতীকার কার্যে প্রবৃত্ত বিষয়সকল ভোগ করিতেছি বলিয়া মনে করিবে ?

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। মান্ধাতৃ প্রভৃতি দৃষ্টান্তেন বিষয় ভোগে তৃপ্তেরভাবম্ অশুভ পরিণামঞ্চ, হরিণাদিদৃষ্টান্তেন বিষয়াণাং মরণ পর্যবসায়িত্বঞ্চ দর্শয়িত্বা বিষয়মিমমুপভুজ্য দুঃখমিদং মে নিবর্তিষ্যতে ইতি মত্বা জনা বিষয়ান্ ন ভুঞ্জীরন যতো মতিমন্তো জানন্তি নহি বিষয়ভোগা দুঃখপ্রতীকারায় কল্পতে ইতি প্রতিপাদয়িতুমাহ সিদ্ধার্থঃ—তস্মাৎ অর্থাৎ মান্ধাতৃ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হরিণাদিধিদৃষ্টান্তঞ্চ দৃষ্ট্বা জনা বিষয়োপ ভোগেন দুঃখং নো নির্বর্তিষ্যতে ইতি মত্বা বিষয়ং ন সেবেরন্। ন কোঽপি মতিমান্ জনঃ দুঃখ বারণকারণায় ভোগাঃ প্রবর্তন্তে ইতি বুদ্ধা ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে। কামোপ ভোগেন কামাঃ শমিষ্যন্তি ইতি বোধস্তু জনানাম্ অযথার্থ এব। প্রজ্ঞাবান্ ঈদৃশং সিদ্ধান্তং কদাচিৎ ন করোতি ইতি সরলার্থঃ সিদ্ধার্থ বাক্যস্য।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশসর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ মান্ধাতা, নহুষ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিষয়ভোগে যে তৃপ্তি হয় না, বিষয়ভোগের পরিণাম যে অশুভ তাহা দেখাইয়াছেন। তাহারপর হরিণ, পতঙ্গ ও মৎস্যের দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়াশক্তির পরিণাম যে মৃত্যু তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পর সিদ্ধার্থ যে সিদ্ধান্তে আসিতেছেন তাহা এই—জনগণ যদি ভাবে যে বিষয়ভোগ দুঃখনিবৃত্তির কারণ তাহা হইলে তাহারা ভুল করিবে। তাহাদের এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া উচিত নহে। বিচারশীল ব্যক্তির এরূপ বোধ কখনও হয় না যে দুঃখ বারণের জন্য তিনি বিষয়ভোগ করিতেছেন। সিদ্ধার্থের এই বাক্যের সরলার্থ এই কামনার বস্তু ভোগ করিলে কামনার উপশম হইবে এইরূপ অনুভব যথার্থ নহে। বিচারশীলব্যক্তি কদাপি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন না।

Notes

দুঃখপ্রতীকারনিমিত্তভূতাঃ—দুর্গতানি খানি (ইন্দ্রিয়াণি) যস্মিন্। বহুব্রীহিঃ। তস্য প্রতীকারঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তস্য নিমিত্তম্। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। দুঃখপ্রতীকার নিমিত্তং ভূতাঃ ( ) বিষয়াঃ)। গতিসমাসঃ। প্রতি-কৃ+ঘঞ্=প্রতীকার,

প্রতিকার। "উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলম্" ঘঞ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে অমনুষ্য অর্থে উপসর্গের অন্ত্যস্বর বিকল্পে দীর্ঘ হয় এই পাণিনি সূত্র-যথা—প্রকার, প্রাকার, প্রতিকার প্রতীকার ইত্যাদি। নি-মিদ্+ক্ত=নিমিত্ত। ভৃ+ক্ত=ভৃত।

তস্মাৎ—তদ্+নপুং (সামান্যে নপুংসকম্ ইতি নপুংসকত্বম্) পঞ্চমীর একবচন। হেতৌ পঞ্চমী।

প্রজানাম্—প্রজা+স্ত্রী ষষ্ঠীর বহুবচন। কৃত্যানাং কর্তরি বা ইতি কর্তরি ষষ্ঠী। পক্ষে প্রজাভিঃ (তৃতীয়া)। তব্যানীয়ক্যব্ যণ্যতঃ পঠ্যন্তে কৃত্যসংজ্ঞকাঃ। ভাবে কর্মণি চৈতে স্যুস্ততোঽন্যত্রাপি কুত্রচিৎ॥—তব্য, অনীয়, ক্যপ্, যৎ ও ণ্যৎ এই পাঁচটি কৃৎপ্রত্যয়ের নাম কৃত্যপ্রত্যয়। ইহারা ভাব ও কর্মবাচ্যে হইয়া থাকে—কোথাও এতদ্ভিন্ন বাচ্যেও হয়। যেমন ভট্টির "দিগ্‌ব্যাপিনী র্লোচন লোভনীয়া। মৃজান্বয়াঃ স্নেহমিব স্রবন্তীঃ। শ্যামপ্রিয়ঃ শস্য বিশেষপংক্তী স্তুতোষ পশ্যন্ বিতৃণান্তরালাঃ॥ এই শ্লোকে লোভনীয় শব্দটি লুভ্ ধাতুর কর্তৃবাচ্যে অনীয় প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে। প্র-জন্+ড+স্ত্রীয়াম্ টাপ্+স্ত্রী ষষ্ঠীর বহুবচন=প্রজানাম্। "প্রজাস্যাৎ সন্ততৌজনে" ইতি অমরঃ—প্রজাশব্দ সন্তান ও জন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিষয়াঃ—বি-সি+অচ্+পুং প্রথমার বহুবচন। উক্তে কর্মণি প্রথমা।

ন—নিষেধসূচক অব্যয়। নিষেধার্থে ব্যবহৃত অব্যয় তিনটি ন, নো ও নঞ্।

ভোগ্যাঃ—ভুজ্+ণ্যৎ+পুং প্রথমার বহুবচন। পক্ষে ভোজ্যাঃ। প্রকৃতি ও প্রত্যয় অভিন্ন হইলেও ভোগ্য ও ভোজ্য ভিন্নার্থক। মাল্যচন্দনাদি ভোগ্য কিন্তু অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজ্য। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' ঋকারান্ত (হলন্ত) ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। এখানে ব্যঞ্জনান্ত ভুজ্ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ হইয়াছে। "চজোঃ কুঘিণ্ণ্যতোঃ"—চ ও জ স্থানে যথাক্রমে ক ও গ হয় যদি ঘ ইৎ প্রত্যয় ও ণ্যৎ প্রত্যয় পরে থাকে। এখানে ণ্যৎ প্রত্যয় পরে থাকায় ভুজ্ ধাতুর জ্ স্থানে গ্ হইয়াছে।

প্রাজ্ঞঃ—প্র-জ্ঞা+ক+অণ্ (স্বার্থে)+পুং ১মার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা। অভ্যুপেয়াৎ ক্রিয়াদ্বারা এখানে প্রাজ্ঞশব্দ অভিহিত হইয়াছে।

প্রতিকারবিধৌ—প্রতিকারস্য বিধিঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তস্মিন্। অধিকরণে সপ্তমী। প্রতি-কৃ+ঘঞ্=প্রতিকার, প্রতীকার (উল্লিখিত প্রতীকারশব্দ দ্রষ্টব্য)। বি-ধা+কি+পুং সপ্তমীর একবচন=বিধৌ। বিধির্বিধানে দৈবে চ ইত্যমরঃ। বিধি এই পুংলিঙ্গ শব্দটি বিধান ও দৈব অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্রহ্মার ও পর্য্যায়শব্দ।

প্রবৃত্তান্—প্র-বৃৎ+ক্ত+পুং দ্বিতীয়ার বহুবচন। adj. to ভোগান্। বৃৎ ধাতু লুটে উভয়পদী হয়। যথা—বৎর্স্যতি বর্তিষ্যতে ইত্যাদি।

অশ্নামি—অশ্+লট্, মি। অশ্ ধাতু ভোজনার্থে ক্র্যাদিগণীয় হয়। যেমন এখানে হইয়াছে। ভোজন ও ব্যাপ্তি অর্থে ইহা স্বাদিগণীয় হয়। যথা কবি বাক্য

সমশ্নুতে। অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ইতি অশ্+মন্+পুং প্রথমার একবচন=অশ্মা (মেঘঃ)।

ভোগান—ভুজ্+ঘঞ্+পুং দ্বিতীয়ার বহুবচন। কর্মণি দ্বিতীয়া। উল্লিখিত 'ভোগ্যাঃ' পদটি দ্রষ্টব্য। ভুজ্ ধাতু রক্ষার্থে পরস্মৈপদী, অপর অর্থে আত্মনেপদী। যথা—ভুনক্তি মহীং মহীভৃৎ। নির্দন্তো দধি না (নরঃ) ভুঙ্‌ক্তে।

ইতি—ইতি হেতু প্রকরণ প্রকর্ষাদি সমাপ্তিষু। ইতি এই অব্যয়টি হেতু, প্রকরণ, প্রকর্ষ প্রভৃতি ও সমাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত অব্যয়। এখানে ইহা হেতু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কঃ—কিম্+পুং প্রথমার একবচন। adj. to প্রাজ্ঞঃ। কিম্ শব্দ প্রজাপতি ও শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' (ঋগ্বেদ)। ক শব্দটি জল ও মস্তক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা কিম্ শব্দ হইতে পৃথক্।

অভ্যুপেয়াৎ—অভি-উপ-ই+বিধিলিঙ্, যাৎ। এখানে সম্ভাবনায় বিধিলিঙ্ হইয়াছে। বিধি নিমন্ত্রণা মন্ত্রণসংপ্রশ্নপ্রার্থনেষু লিঙ্'—সম্ভাবনা ভিন্ন বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, সংপ্রশ্ন ও প্রার্থনা বুঝাইতেও বিধিলিঙ্ হয়। অভ্যুপগচ্ছেৎ, সিদ্ধান্তয়েৎ প্রভৃতি অভ্যুপেয়াৎ এর প্রতিশব্দ।

Ch. of voice. তস্মাৎ প্রজ্ঞাঃ দুঃখ প্রতীকার নিমিত্ত ভুক্তান্ (ইতি) বিষয়ান্ ন ভুঞ্জীরন্। কেন প্রাজ্ঞেন প্রতিকারবিধৌ প্রবৃত্তাঃ ভোগাঃ অশুভস্তে ইতি অভ্যুপেয়েত।

Sl. 21. যঃ পিত্তদাহেন……স হি ভোগসংজ্ঞাম্॥ ২১॥

বিসন্ধিপাঠ:—যঃ পিত্তদাহেন বিদহ্যমানঃ শীতক্রিয়াম্ ভোগঃ ইতি ব্যবস্যেৎ ; দুঃখপ্রতিকারবিধৌ প্রবৃত্তঃ কামেষু কুর্যাৎ সঃ হি ভোগসংজ্ঞাম্॥

Prose-order. যঃ পিত্তদাহেন বিদহ্যমানঃ শীতক্রিয়াং ভোগঃ ইতি ব্যবস্যেৎ দুঃখপ্রতিকারবিধৌ প্রবৃত্তঃ সঃ হি কামেষু ভোগসংজ্ঞাং কুর্যাৎ।

Sans. and Beng. Equivalents. যঃ (যো জনঃ—যে ব্যক্তি) পিত্তদাহেন (পিত্তনামক শারীর দোষস্য দহনেন—পিত্তনামক দৈহিক দোষের জ্বালায়), বিদহ্যমানঃ (দগ্ধঃ ক্রিয়মাণঃ—দগ্ধীকৃত হইয়া) শীতক্রিয়াম্ (শীতলীকরণম্—শীতলীকৃত করাকে) ভোগঃ (ভুক্তিঃ—উপভোগ) ইতি (ইতি—এই) ব্যবস্যেৎ (মন্যেৎ—মনে করে) দুঃখপ্রতীকারবিধৌ (অসুখ মোচন বিধানে—দুঃখ প্রতীকার বিধানে) প্রবৃত্তঃ (সচেষ্টঃ—যত্নবান্) কামেষু (কাম্যবিষয়েষু—কাম্য বিষয় সকলে) সঃ (স জনঃ—সেই ব্যক্তি) হি (এব—ই) ভোগসংজ্ঞাম্ (ভুক্তিনাম—ভোগসংজ্ঞা) কুর্যাৎ (কুর্বীত—করিবে)।

Beng. Trans. যে ব্যক্তি পিত্তদাহে দহ্যমান হইয়া শীতলীকরণকে ভোগ মনে করে দুঃখ প্রতীকার বিধানে প্রবৃত্ত সেই ব্যক্তিই কাম্যবিষয়কে ভোগ সংজ্ঞা দিবে।

Sans.Expl. অশ্বঘোষ মহাকবি কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসারসিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। কামানামুপভোগেন কামা ন শাম্যন্তি প্রত্যুত উত্তরোত্তরং বর্দ্ধন্তে, অশুভ সহস্রমুৎপাদয়ন্তি, মরণমানয়ন্তিচ ইতি পশ্যন্তঃ প্রাজ্ঞা বিষয়োপভোগং দুঃখ প্রতীকার কারণং ন মন্যন্তে ইতি প্রতিপাদয়ন্ সিদ্ধার্থঃ কথয়তি যদ্ দুঃখপ্রতীকারকরণে বিষয়াঃ খলু পিত্তদাহে শীত ক্রিয়েব। সতি পিত্ত প্রকোপে সর্ব দেহে সন্তাপ উপজায়তে। অস্য পিত্তজনিত সন্তাপস্য শীতলজল সেকাদিনা ক্ষণিক শান্তির্ভবতি পরং নো আত্যন্তিকী। খেদাদ্ বিষয়েষু প্রবর্ত্ততে জনঃ। বিষয়ভোগাৎ তাৎকালিক খেদ বিগমো ভবতি কিন্তু ন চিরায়। কিং শীত ক্রিয়য়া পিত্তদাহ প্রশমনায় বিগমনীয়ঃ পিত্ত প্রকোপঃ। কিং কামৈ বিষয়তর্ষপ্রশমনীয় বিগমনীয়ঃ কষায় স্বাদুতিক্ত নিষেবণেন পিত্তং শাম্যতি ধৈর্যস্মৃতিসমাধিভিশ্চ খেদাঃ। পিত্তদাহপ্রশমনে শীতক্রিয়া যদি ভোগঃ কথ্যতে দুঃখ প্রতীকার বিধৌ বিষয়োঽপি তদা ভোগঃ কথ্যতাম্। পরং যথা পিত্তদাহে শীতক্রিয়া ন ভোগ স্তথা দুঃখপ্রতীকারে বিষয়োঽপি ন ভোগ ইতি সরলার্থঃ সিদ্ধার্থ বচনস্য।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থ সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কামনার বস্তু ভোগ করিয়া কামনা শান্ত হয় না প্রত্যুত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সহস্র অশুভ উৎপাদন করে এবং পরিণামে মৃত্যু ঘটায় ইহা দর্শন করিয়া প্রাজ্ঞগণ বিষয়ভোগকে দুঃখ প্রতীকারের কারণ মনে করে না—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া সিদ্ধার্থ বলিতেছেন যে দুঃখ প্রতীকার বিধানে বিষয়ের ভূমিকা পিত্তদাহ প্রশমনে শীতক্রিয়ার ভূমিকার ন্যায়। পিত্তপ্রকোপ ঘটিলে সকল দেহে সন্তাপ জন্মে পিত্তজনিত এই সন্তাপ শীতলজল সেচন প্রভৃতিতে ক্ষণকালের জন্য শান্ত হয় কিন্তু চিরতরে নহে। চিত্তের খেদ হেতু মানুষ বিষয় ভোগ করিতে চাহে। কিন্তু বিষয় ভোগে তাৎকালিক খেদ নিবৃত্তি হয় মাত্র চিরকালের জন্য হয় না। শীত ক্রিয়ায় কি হইবে পিত্তদাহ শান্তির জন্য পিত্তপ্রকোপ দূর করিতে হইবে। কামনার বস্তুতে কি হইবে বিষয়তৃষ্ণা প্রশমনের জন্য চিত্তের খেদ দূর করিতে হইবে। কষায়, মধুর ও তিক্ত রস সেবনে পিত্ত প্রশমিত হয় আর খেদ দূর হয় ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধিদ্বারা। পিত্তদাহ প্রশমনে শীতক্রিয়া যদি ভোগ বলা যায় তাহা হইলে দুঃখের প্রতিকার বিধানে বিষয়কেও ভোগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু পিত্তদাহে শীতক্রিয়া যেমন ভোগ নহে দুঃখ প্রতীকারে বিষয়ও তেমনই ভোগ নহে। সিদ্ধার্থ বাক্যের ইহাই সরল অর্থ।

Notes

যঃ—যদ্+পুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা। 'ব্যবস্যেৎ' ক্রিয়ার বারা এখানে যদ্ উক্ত হইয়াছে। যদ্ এবং তদ্ নিত্যসম্বন্ধ। একটি থাকিলে অপরটিকে থাকিতেই হইবে। এখানে তাই 'যঃ' এর সঙ্গে সঙ্গে 'সঃ'-ও রহিয়াছে।

পিত্তদাহেন—পিত্তস্য দাহঃ। ষষ্ঠী সমাসঃ। তেন। অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। দহ্+ঘঞ্=দাহ।

চরকসংহিতা বলেন—বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি শারীরো দোষ সংগ্রহঃ। মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ॥ প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্বো দৈব যুক্তিব্যপাশ্রয়ৈঃ। মানসো জ্ঞান-বিজ্ঞান ধৈর্য স্মৃতিসমাধিভিঃ॥ বায়ু, পিত্ত এবং কফ সংক্ষেপে শারীর দোষ এই তিনটি। মানস দোষ সংক্ষেপে রজঃ ও তমঃ। দৈব এবং যুক্তি সিদ্ধ ঔষধের দ্বারা শারীর দোষ শান্ত হয়। মানস দোষ শান্ত হয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য স্মৃতি এবং সমাধিরদ্বারা। চরক সংহিতা আরও বলিয়াছেন—স্বাদ্বম্ললবণা বায়ুং কষায় স্বাদু তিক্তকাঃ। জয়ন্তি পিত্তং শ্লেষ্মাণং কষায়কটু তিক্তকাঃ॥ মধুর, অম্ল এবং লবণ রসে বায়ু প্রশমিত হয়, কষায়, মধুর এবং তিক্তরসে পিত্ত প্রশমিত হয় আর শ্লেষ্মা প্রশমিত হয় কষায়, কটু এবং তিক্ত রসে।

বিদহ্যমানঃ—বি দহ্+কর্মণি শানচ্+পুং ১মার ১বচন। Adj. to যঃ।

শীতক্রিয়াম্—শীতস্য ক্রিয়া। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তাম্। কর্মণি ২য়া। কৃ+শ স্ত্রিয়াম্ টাপ্=ক্রিয়া। শীতের বিপরীতার্থ বোধক শব্দ উষ্ণ।

ভোগঃ—ভুজ্+ঘঞ্+পুং ১মার ১বচন। 'কচিন্নিপাতেনাভিধানম্' কোথাও নিপাতের দ্বারা অভিহিত করা হয়। এখানে 'ইতি' এই নিপাতের দ্বারা, অভিহিত হওয়ায় ভোগশব্দ প্রথমান্ত হইয়াছে।

ইতি - অভিধায়ক অব্যয়। ইহা ভোগ শব্দকে অভিহিত করিতেছে।

ব্যবস্যেৎ—বি-অব-সো+বিধিলিঙ্ যাৎ। সো ধাতু দিবাদিগণীয়। দিবাদিগণীয় ধাতু ও বিভের (চতুর্লকারে) মধ্যে শ্যন্ এই বিচারণের আগম হয়। শ্যন্ পরে থাকিলে শো, সো প্রভৃতি ও-কারান্ত ধাতুর ও এর লোপ হয়।

দুঃখপ্রতীকারবিধৌ - দুর্গতানি খানি (ইন্দ্রিয়াণি) যস্মিন্। বহুব্রীহিঃ। তস্য প্রতীকারঃ। শেষ ষষ্ঠ্যা সমাসঃ। তস্য বিধিঃ। শেষ ষষ্ঠ্যা সমাসঃ। তস্মিন্। অধিকরণে ৭মী। সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্। এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥ (মনু সংহিতা) পরাধীনতাই দুঃখ। স্বাধীনতাই সুখ। ইহাই সংক্ষেপে সুখ দুঃখের লক্ষণ। তর্ক সংগ্রহে অন্নং ভট্ট বলিয়াছেন—'অনুকূল বেদনং সুখম্। প্রতিকূল বেদনং দুঃখম্।' যাহার জ্ঞান অনুকূল তাহাই সুখ এবং যাহার জ্ঞান প্রতিকূল তাহাই দুঃখ। প্রতি-কৃ+ঘঞ্=প্রতিকার, প্রতীকার।

বি-ধা+কি+পুং ৭মীর ১বচন। 'উপসর্গে ঘোঃ কি, উপসর্গ উপপদ থাকিলে ঘু-সংজ্ঞক ধাতুর (দা, ধা) উত্তর কি-প্রত্যয় হয়। কি-প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গ। যথা—আধি, বিধি, ব্যাধি, সমাধি, সন্ধি, নিধি, অবধি, পরিধি, উপধি, উপাধি ইত্যাদি।

প্রবৃত্তঃ—প্র-বৃৎ+ক্ত+পুং ১মার ১বচন। Adj. to সঃ।

কামেষু—কাম্যন্তে ইতি কামাঃ। কামি+অচ্+পুং ৭মীর বহুবচন। অধিকরণে ৭মী।

কুর্যাৎ—কৃ+বিধিলিঙ্, যাৎ। এখানে সম্ভাবনায় বিধিলিঙ্ হইয়াছে। 'ডুকৃঞ্ করণে' পাণিনীয় ধাতু পাঠে কৃ-ধাতু সম্বন্ধে এইরূপ নির্দেশ আছে। এই নির্দেশ হইতে আমরা কৃ ধাতুকে ড্বিৎ (ডু+ইৎ) এবং ঞিৎ (ঞ+ইৎ) বলিয়া জানিতে পারি। ড্বিৎ ধাতুগুলির উত্তর যথাক্রমে ক্ত্রি এবং মপ্ প্রত্যয় হয় এবং ঞিৎ ধাতুগুলি উভয়পদী হয়। যথা (ডুকৃঞ্) কৃত্রিম—করোতি, কুরুতে; (ডুদাঞ্) দত্ত্রিম—দদাতি, দত্তে; (ডু ধাঞ্) ধত্রিম—দধাতি, ধত্তে; (ডুভৃঞ্) ভৃত্রিম—বিভর্তি, বিভৃতে ইত্যাদি।

সঃ—তদ্+পুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা। এখানে তদ্ কুর্য্যাৎ ক্রিয়ার দ্বারা অভিহিত হইয়াছে।

হি—হি হেত্বাববধারণে ইত্যমরঃ। হি এই অব্যয়টি হেতু এবং অবধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে অবধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। স হি=স এব।

Ch. of voice. যেন পিত্তদাহেন বিদহ্যমানেন শীতক্রিয়া ভোগ ইতি ব্যবসীয়েত দুঃখপ্রতীকারবিধৌ প্রবৃত্তেন তেন হি কামেষু ভোগ সংজ্ঞা ক্রিয়েত।

Sl 22. **কামেষ্বনৈকান্তিকতা⋯⋯দুঃখং পুনরাবহন্তি ॥ ২২ ॥**

বিসন্ধিপাঠঃ কামেষু অনৈকান্তিকতা চ যস্মাৎ অতঃ অপি মে তেষু ন ভোগসংজ্ঞা।
যে এব ভাবাঃ হি সুখং দিশন্তি তে এব দুঃখম্ পুনঃ আবহন্তি ॥

Prose order. যস্মাৎ চ কামেষু অনৈকান্তিকতা অতঃ অপি তেষু মে ভোগসংজ্ঞা ন। যে এব ভাবাঃ সুখং দিশন্তি (হি—পাদপূরক অব্যয়) তে এব পুনঃ দুঃখম্ আবহন্তি।

Sans. and Beng. Equivalents. যস্মাৎ (যতঃ—যেহেতু) চ (বা—এবং) কামেষু (কাম্য বিষয়েষু—কামনার বিষয় সমূহে) অনৈকান্তিকতা অস্থিরতা —স্থায়িত্বের অভাব) অতঃ অপি (অস্মাৎকারণাৎ অপি—এই কারণেও তেষু (তেষু বিষয়েষু—সেই বিষয় সমূহে) মে (মম—আমার) ভোগ্যসংজ্ঞা ভোগাখ্যা —ভোগ্যনাম) ন (নাই)। যে এব ভাবাঃ (যৎসংজ্ঞকা এব ভাবপদার্থাঃ—যে

নামের ভাব পদার্থগুলিই) সুখম্ (অনুকূলবেদনম্—অনুকূলজ্ঞানের বিষয়) দিশন্তি (যচ্ছন্তি—দেয়) (হি পাদপূরক নিরর্থক অব্যয়) তে এব (তে ভাবপদার্থাঃ এব—সেই ভাব পদার্থগুলিই) পুনঃ (বারান্তরে—বারান্তরে) দুঃখং (প্রতিকূলবেদনম্—প্রতিকূল জ্ঞানের বিষয়) আবহন্তি (আনয়ন্তি—বহিয়া আনে)।

Beng. Trans. আর যেহেতু কামনার বিষয় সমূহে ঐকান্তিকতার অভাব বর্তমান সেই হেতুও বিষয়সমূহকে আমি ভোগ এই আখ্যা দিই না। যে ভাব পদার্থগুলিই সুখ দান করে তাহারাই আবার দুঃখ বহিয়া আনে।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যা যুদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। অস্মিন্ শ্লোকে সিদ্ধার্থঃ বিষয়াণাম্ অনৈকান্তিকতা দোষং দর্শয়তি। সিদ্ধার্থো ব্রূতে অনৈকান্তিকতা হেতোরপি কামা মৎসকাশাৎ ভোগাখ্যাং ন লভন্তে। যে এব বিষয়াঃ প্রাপ্তি দ্বারা সুখমুৎপাদয়ন্তি তে এব পুনরপ্রাপ্তিদ্বারা দুঃখং জনয়ন্তি। অয়ং বিষয়ঃ সুখমেব কেবলং যচ্ছতি ন দুঃখম্ ইতি তু কমপি বিষয়মধিকৃত্য বক্তুং ন শক্যতে।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে সিদ্ধার্থ রূপাদি বিষয় পঞ্চকের অনৈকান্তিকতা দোষ দেখাইতেছেন। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন অনৈকান্তিকতা দোষের জন্যও বিষয় সকল আমার নিকট ভোগ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না। যে বিষয় প্রাপ্তি দ্বারা আমার সুখ উৎপাদন করিতেছে তাহাই অপ্রাপ্তি দ্বারা আমার দুঃখ উৎপাদন করে। এই বিষয়টি আমাকে কেবল সুখই প্রদান করে কখনও দুঃখ দেয় না এই কথা কোন বিষয়ের সম্বন্ধেই বলিবার উপায় নাই। বিষয় যদি আমাকে কেবল সুখই প্রদান করিত তাহা হইলে বিষয়কে আমি অনৈকান্তিক বলিতে পারিতাম না। কিন্তু বিষয়মাত্রেই অনৈকান্তিক। সুতরাং কোন বিষয়কেই আমি ভোগ অর্থাৎ সুখভোগের সাধক বলিতে পারি না।

Notes

কামেষু—কাম্যন্তে ইতি কামাঃ। কামি+অচ্+পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচন। অধিকরণে সপ্তমী।

অনৈকান্তিকতা—এক সংখ্যকঃ অন্তঃ (লক্ষ্যম্)। শাকপার্থিবাদি সমাসঃ। একান্ত+ঠক্=ঐকান্তিক। ঐকান্তিকস্যভাব ইতি ঐকান্তিক+তল্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্=ঐকান্তিকতা। ন ঐকান্তিকতা। অনৈকান্তিকতা। নঞ্তৎপুরুষঃ।

চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়। চান্বাচয় সমাহারেতরেতরসমুচ্চয়ে। চ এই অব্যয়টি অন্বাচয়, সমাহার, ইতরেতর যোগ ও সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হয়।

যস্মাৎ—যদ্+নপুং (সামান্যে নপুংসকম্) ৫মীর ১ বচন। হেতৌ পঞ্চমী।

অতঃ—ইদম্+তস্। পঞ্চম্যা স্তসিল্। পঞ্চম্যন্তের উত্তর তসিল্ (তস্) প্রত্যয় হয়। তস প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অব্যয়। যথা—অতঃ, ইতঃ, যতঃ, ততঃ, কুতঃ, মত্তঃ, ত্বত্তঃ, অস্মত্তঃ, যুষ্মত্তঃ ইত্যাদি।

অপি—আধিক্যার্থক অব্যয়। ইহার বাংলা প্রতিশব্দ ও। অতঃ অপিঃ এই হেতু ও।

মে—অস্মদ্+পুংলিঙ্গ ষষ্ঠীর একবচন। পক্ষে মম। মা, নৌ, নঃ বাম অস্মদ্ এর এই পদগুলি বাক্যের বা শ্লোক পাদের প্রথমে, সম্বোধন পদের পরে এবং চ, বৈ, তু, হি এই অব্যয়গুলির যোগে ব্যবহৃত হয় না। যুষ্মদ্ এর ত্বা, বাম্, বঃ ও তে—এই পদগুলিও তাই। তেষু—তদ্+পুংলিঙ্গ সপ্তমীর বহুবচন। অধিকরণে সপ্তমী।

ন—নিষেধসূচক অব্যয়। ইহার প্রতিশব্দ নো ও নঞ্।

ভোগসংজ্ঞা—ভোগস্য সংজ্ঞা। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। ভুজ্+করণে ঘঞ্=ভোগ (সুখভোগ)। সম্-জ্ঞা+অঙ্=সংজ্ঞা। চেতনা, নাম ও সূর্যপত্নী সংজ্ঞা শব্দের এই তিনটি অর্থ। এখানে উক্ত নাম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যে—যদ্+পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচন। Adj. to ভাবাঃ।

এব—অবধারণার্থক অব্যয়। হি এই অব্যয়টিরও একটি অর্থ অবধারণ।

ভাবাঃ—ভূ+ঘঞ্+অচ্ (মত্বর্থে)+পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচন। ভাব শব্দটি এখানে ভাববান পদার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পদার্থ সকল দুইভাগে বিভক্ত ভাববান ও অভাববান্। ভাববান্ পদার্থকে ভাব পদার্থ ও অভাববান্ পদার্থকে অভাব পদার্থ বলে।

হি—পাদপূরক অব্যয়। 'তু হি চ স্ম হবৈ পাদপূরণে' ইত্যমরঃ। তু, হি, চ, স্ম, হ, বৈ—এই অব্যয়গুলি পাদপূরণের নিমিত্ত নিরর্থবভাবে ব্যবহৃত হয়।

সুখম্—সুস্থিতানি খানি (ইন্দ্রিয়াণি) যস্মিন্। বহুব্রীহিঃ। তৎ। কর্মণি দ্বিতীয়া। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে সুখ চতুর্বিংশতি গুণ পদার্থের অন্যতম। অনুকূল বেদনম্ সুখম্—যাহার জ্ঞান অনুকূল তাহা সুখ। চতুর্বিংশতি গুণ পদার্থে এই—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার।

দিশন্তি—দিশ্+লট্ অন্তি। এখানে আদেশার্থক দিশ্ ধাতু দানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈয়াকরণগণ বলেন 'ধাতবোঽনেকার্থাঃ'—ধাতু সকল বহু অর্থের বাচক।

তে—তদ্+পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচন। Adj. to ভাবাঃ (উহ্যঃ)।

এব—অবধারণার্থক অব্যয়।

দুঃখম্—দুর্গতানি খানি যস্মিন্। বহুব্রীহিঃ। তৎ। মুখ্যকর্মণি দ্বিতীয়া। উল্লিখিত সুখ শব্দ দ্রষ্টব্য।

পুনঃ—পুনঃ এই অব্যয়টি কিন্তু এবং দ্বিতীয়বার এই দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'অব্যয়ানি অনেকার্থানি—অব্যয় সকল অনেক অর্থের বোধক—এই বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত মতে উহা এস্থলে পশ্চাৎ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আবহন্তি—আ-বহ্+লট্, অন্তি। উপসর্গ আ এখানে বহ্ ধাতুর অর্থের অনুগামী—বিশেষক বা ভেদক নহে। বহ্ ধাতু উভয়পদী। এখানে উহার মুখ্যকর্ম 'দুঃখম্' শ্রূয়মাণ হইলেও গৌণকর্ম 'জনম্' গম্যমান অর্থাৎ উহ্য।

Ch. of voice. যস্মাৎ চ কামেষু অনৈকান্তিকতয়া (ভূয়তে) অতঃ অপি তেষু মে ভোগসংজ্ঞয়া ন (ভূয়তে)। যৈঃ এব ভাবৈঃ সুখং দিশ্যতে তৈঃ এব পুনঃ দুঃখম্ ওহ্যতে (=আ+উহ্যতে)।

Sl. 23. দৃষ্ট্বা তু মিশ্রাং·····সন্তপ্যত এব দাসঃ ॥ ২৩ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—দৃষ্ট্বা তু মিশ্রাম্ সুখদুঃখতাম্ মে রাজ্যম্ চ দাস্যম্ চ মতম্ সমানম্।
নিত্যম্ হসতি এব হি ন এব রাজা ন চ অপি সন্তপ্যতে এব দাসঃ ॥

Prose order. সুখদুঃখতাং তু মিশ্রাং দৃষ্ট্বা রাজ্যং চ দাস্যং চ মে সমানং মতম্। রাজা নৈব নিত্যং হসত্যেব দাসোঽপি চ ন (নিত্যং) সন্তপ্যতে এব।

Sans. and Beng. Equivalents. সুখদুঃখতাম্ (সুখদুঃখসমূহম্—সুখ ও দুঃখের রাশিকে) তু পাদপূরক নিরর্থক অব্যয়) মিশ্রাম্ (পরস্পর মিলিতাম্—পরস্পর মিলিত) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য—দেখিয়া) রাজ্যম্ (রাজকার্যম্—রাজত্ব) চ (বা—এবং) দাস্যম্ (দাসকার্যম্—দাসত্ব) চ (বা—এবং) মে (মম—আমার সমানম্ তুল্যম্—সমান) মতম্ বুদ্ধম্—বোধহয়)। রাজা (নরপতিঃ—রাজা) নৈব (নো এব—নহেই) নিত্যম্ (সততম্—সর্বদা) হসত্যেব (নন্দত্যেব—আনন্দিতই থাকেন) দাসোঽপি (সেবকোঽপি—সেবকও) চ (বা—এবং) ন (নো—না) নিত্যম্ (সততম্—সর্বদা) সন্তপ্যতে এব ক্লিশ্যতি এব—কষ্টই পায়)।

Beng. Trans. সুখ ও দুঃখ রাশিকে মিশ্রিত দেখিয়া আমি রাজত্ব এবং দাসত্ব সমান মনে করি রাজা যে নিরন্তর হাসেনই তাহাও নহে আর দাস যে নিরন্তর সন্তাপই ভোগ করে তাহাও নহে।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্থ বিম্বিসারসিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। শ্লোকেঽস্মিন্ সিদ্ধার্থঃ সুখ-দুঃখ দিশা রাজত্বং দাসত্বঞ্চ সমানং মন্যতে। সিদ্ধার্থো ব্রূতে সুখং দুঃখঞ্চ পরস্পরং মিলিতমবলোক্য রাজত্বেন দাসত্বমহং সমানমেব মন্যে। সুখং দুঃখঞ্চ যথা রাজনি তথৈব ভৃত্যে বিমিশ্রভাবেন বর্ততে। রাজাঽপি ন চিরসুখী ভৃত্যোঽপি ন চিরদুঃখী ভবতি।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক সম্মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে সিদ্ধার্থ সুখ ও দুঃখের দিক্ হইতে রাজত্ব ও দাসত্বকে সমান মনে করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন সুখ এবং দুঃখকে পরস্পর মিলিত দেখিয়া রাজত্ব ও দাসত্বকে আমি তুল্যই মনে করি। সুখ এবং দুঃখ রাজার মধ্যে যেমন ভৃত্যের মধ্যেও তেমনই মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজাও চিরসুখী নহে, ভৃত্যও চিরদুঃখী নহে।

Notes

দৃষ্ট্বা—দৃশ্‌+ক্তাচ্। চতুর্লকারের দৃশ্‌ ধাতুর স্থানে পশ্য আদেশ হয়। সন্‌ প্রত্যয়ান্ত দৃশ্‌ ধাতু আত্মনেপদী হয়।

তু—এখানে ইহা নিরর্থক পাদপূরক অব্যয়। তুহিচস্মহবৈ পাদপূরণে ইত্যমরঃ তু, হি, চ, স্ম, হ এবং বৈ পাদপূরণে ব্যবহৃত হয়।

মিশ্রাম্—মিশ্র্‌+ক+স্ত্রিয়াম্ টাপ্‌+স্ত্রী দ্বিতীয়ার একবচন। Adj. to সুখদুঃখতাম্।

সুখদুঃখতাম্—সুখানি চ দুঃখানি চ। সুখদুঃখম্। 'যেষাঞ্চ বিরোধঃ শাশ্বতিকঃ' এই সূত্রে সমাহার দ্বন্দ্ব হইয়াছে। সুখদুঃখস্য সমূহঃ ইতি সুখদুঃখ+তল্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্‌+স্ত্রী দ্বিতীয়ার একবচন। 'নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্' এই সূত্রে কৃদব্যয় 'দৃষ্ট্বা'র কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া হইয়াছে।

মে—অস্মদ্+পুং ষষ্ঠীর একবচন। 'ক্তস্য চ বর্তমানে' ইতি মতমিতি বর্তমান ক্তান্ত যোগেন ষষ্ঠী।

রাজ্যম্—রাজন্+ষ্যঞ্+নপুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্মণি প্রথমা।

চ—এখানে ইতরেতরযোগার্থে ব্যবহৃত অব্যয়। চান্বাচয়সমাহারেতরেতর সমুচ্চয়ে ইতি অমরঃ। চ অন্বাচয়, সমাহার, ইতরেতরযোগে সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহৃত অব্যয়।

দাস্যম্—দাস+ষ্যঞ্+নপুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্মণি ১মা।

চ—উল্লিখিত চ-শব্দ দ্রষ্টব্য।

মতম্—মন্+কর্মণি ক্ত বর্তমান+নপুং ১মার একবচন। Adj. to রাজ্যম্ দাস্যম্।

সমানম্—সহ (তুল্যং) মানং (পরিমাণম্) যস্য। বহুব্রীহিঃ তৎ। Adj. to রাজ্যম্ দাস্যম্।

নিত্যম্—নি+ত্যপ্+নপুং ২য়ার একবচন। ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া।

হসতি—হস্+লট্, তি। মোদতে ইত্যর্থঃ।

এব—অন্যযোগব্যবচ্ছেদক অব্যয়।

হি—পাদপূরক অব্যয়।
ন—নিষেধ সূচক অব্যয়। ইহার প্রতিশব্দ নো এবং নঞ্।
এব—অন্যযোগব্যবচ্ছেদক অব্যয়।
রাজা—রাজন্+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি।
ন—নিষেধার্থক অব্যয়। উল্লিখিত ন-শব্দ দ্রষ্টব্য।
চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়। উল্লিখিত চ-শব্দ দ্রষ্টব্য।
অপি—আধিক্যার্থক অব্যয়। ইহার বাংলা প্রতিশব্দ 'ও'।
সন্তপ্যতে—সম্-তপ্+কর্মণি লট্ তে। ক্লিশ্যতে ইত্যর্থঃ।
এব—উল্লিখিত এব-শব্দ দ্রষ্টব্য।
দাসঃ—দাস+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা 'সন্তপ্যতে' ক্রিয়ার দ্বারা এখানে দাস-শব্দ উক্ত হইয়াছে।

Ch. of voice. সুখদুঃখতাং তু মিশ্রাং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞোন চ দাস্তেন চ যে সমানের মতেন ভূয়তে বাজ্ঞা নৈব নিত্যং হস্যতে এব দাসমপি চ ন (নিত্যং) সন্তপতি এব (দুঃখম্)। [এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে ক্রমভঙ্গ হইয়াছে]।

Sl. 24. রাজ্যেঽপি বাসে ·····শেষা বিশেষা নৃপতের্মদায় ॥ ২৪ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—রাজ্যে অপি বাসে যুগম্ একম এব ক্ষুৎসন্নিরোধায় তথা অন্নমাত্রা।
শয্যা তথা একাসনম্ একম্ এব শেষা বিশেষা নৃপতেঃ মদায় ॥

Prose-order. রাজ্যে বাসে অপি (নৃপতিঃ) যুগমেকমেব ক্ষুৎসন্নিরোধায় (নৃপতে) অন্নমাত্রা তথা। (নৃপতেঃ) শয্যা তথা। (নৃপতেঃ) একাসনম্ একম্ এব। নৃপতেঃ শেষাঃ বিশেষাঃ মদায়।

Sans. and Beng. Equivalents. রাজ্যে (রাজ্ঞঃ স্বাধিকারে—রাজার নিজ অধিকারে) বাসে অপি (বসতৌ অপি—বাসেও) (নৃপতেঃ—রাজ্ঞঃ—রাজার) একম্ এব (একসংখ্যাকম্ এব—একই) যুগম্ (নরশরীর দৈর্ঘ্য সদৃশ দৈর্ঘ্যোপেতং স্থানম্—মানুষের শরীর যতটা দীর্ঘ ততটা দীর্ঘ স্থানই। ক্ষুৎসন্নিরোধায় (ক্ষুধাবারণায়—ক্ষুধানিবারণের জন্য। (নৃপতেঃ—রাজ্ঞঃ—রাজার অন্নমাত্রা (খাদ্য পরিমাণম্—খাদ্যের পরিমাণ) তথা (একা—এক)। নৃপতেঃ রাজ্ঞঃ—রাজার শয্যা (শয়নীয়ম্—শয্যা। (রাজ্ঞঃ—নৃপতেঃ—রাজার) শয্যা (শয়নীয়ম্—শয্যা) তথা (একা—এক) (নৃপতে—রাজ্ঞঃ—রাজার) একাসনম্ (জনমাত্রোপবেশনার্হমাসনম্—মাত্র একজনের বসিবার মত আসন) একমেব (একমাত্রমেব—মাত্র একখানিই)। নৃপতেঃ (নৃপস্য—রাজার) শেষাঃ (অবশিষ্টাঃ—অবশিষ্ট) বিশেষাঃ (বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপকানি চিহ্নানি—বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিহ্নগুলি) মদায় (গর্ব প্রকাশনায়—গর্বপ্রকাশের জন্য)।

Beng. Trans. রাজ্যে বাস করিলেও রাজার এক যুগই স্থানই (প্রয়োজন) (রাজার) ক্ষুধানিবারণের জন্য অন্নের পরিমাণ ও) সেইরূপ (এক) (শয্যা) (ও) সেইরূপ (এক)। (রাজার বসিবার জন্য একাসন একখানিই। এক রাজার অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি গর্বপ্রকাশের জন্য (জীবনধারণের জন্য নহে)।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্থ বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। শ্লোকেঽস্মিন্ সিদ্ধার্থো দর্শয়তি যৎ জীবনধারণায় যদ্ যদ্ আবশ্যকং তৎ সর্বং রাজনি সেবকে চ ন ভিদ্যতে। রাজকীয়ং যদ্ যদ্ দাসীয়াদ্ ভিদ্যতে তৎ সর্বং জীবনধারণায় নাবশ্যকং পরং গর্বপ্রকাশনায়ৈব। সিদ্ধার্থঃ কথয়তি যদ্ যদা নরপতিরূপেণ রাজা স্বরাজ্যে নিবসতি তদাপি যুগমাত্রং স্থান মেবাধিকৃত' স তত্র নিবসতি। ক্ষুধাবারণায় যাবৎপরিমাণমন্নং দাসো ভক্ষয়তি নৃপোঽপি তাবদেব ভুঙ্‌ক্তে। শয়নায় যাবতীং শয্যামর্হতি সেবকো রাজাপি তাবতীমেবার্হতি, আসনায় রাজা সেবকবদ্ একমেবাসনমর্হতি। বাসভোজন শয়নাসনেভ্যঃ স্থানান্নশয্যাসমানি সেবকো রাজবদেবার্হতি। এতদতিরিক্তবস্তূনি সিংহাসনকটককুণ্ডল মুকুটাদীনি জীবনধারণায় নাবশ্যকানি তানি তু নরপতি গর্বং প্রকাশয়িতুং ব্যবহৃত ভীতি।

Beng. Expl মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে সিদ্ধার্থ যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা এই—জীবন ধারণের জন্য রাজা এবং ভৃত্যের আবশ্যক বস্তু অভিন্ন। রাজার যে বস্তু ভৃত্যের জন্য আবশ্যক নহে জীবনধারণে তাহার উপযোগিতা নাই। উহা রাজা গর্বপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন মাত্র। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন—যখন রাজা নরপতিরূপে স্বরাজ্যে বাস করেন তখনও যুগমাত্র অর্থাৎ মাত্র চারিহাতপরিমিত স্থানেই তিনি বাস করেন। ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্নের পরিমাণ রাজারও যাহা ভৃত্যেরও তাহাই। শয়নের শয্যা ভৃত্যের জন্য যাহা আবশ্যক রাজার জন্যও তাহাই। বসিবার আসন ভৃত্যের ন্যায় রাজার একটিই আবশ্যক হয়। বাস, ভোজন, শয়ন এবং উপবেশনের জন্য স্থান, অন্ন, শয্যা ও আসন রাজা ও ভৃত্যের বিভিন্ন প্রকারের নহে। সিংহাসন, কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি বস্তুসকল যাহা স্থান, অন্ন, শয্যা ও আসন হইতে অতিরিক্ত তাহা রাজা গর্বপ্রকাশের জন্য ধারণ করেন মাত্র—জীবন ধারণের জন্য তাহাদের কোন উপযোগিতা নাই।

Notes

রাজ্যে—রাজন্+ষ্যঞ্+নপুং সপ্তমীর একবচন। অধিকরণে সপ্তমী। রাজ্য শব্দটির দুইটি অর্থ—(১) রাজার কাজ, (২) রাজার অধিকৃত নগর ও গ্রামসকল। এখানে ইহা ২য় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অপি—আধিক্যবোধক অব্যয়। ইহার বাংলা প্রতিশব্দ 'ও'।

বাসে—বস্+ঘঞ্+পুং সপ্তমীর একবচন।

যুগম্—যুগ+নপুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি ১মা। একং যুগং প্রয়োজনং ভবতি—পূর্ণবাক্যটি এইরূপ হইবে। 'ভবতি' এই গম্যমান ক্রিয়ার দ্বারা 'যুগম্' উক্ত হইয়াছে। ক্লীবলিঙ্গ যুগশব্দের অর্থ যুগল বা চতুর্হস্ত পরিমিত কাষ্ঠ বিশেষ (yoke) যাহা হলকর্ষণকালে হলযুড়িবার জন্য বৃষদ্বয়ের স্কন্ধে আরোপিত হয়। 'যুগমাত্রোদিতে সূর্যে' (মহাভারতম্)—এই বাক্যাংশে যুগ শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুংলিঙ্গ যুগ শব্দের অর্থ দ্বাদশ বর্ষাত্মক যুগ বা সত্যাদি যুগ।

একম্ - এক+নপুং প্রথমার একবচন। adj. to যুগম্। ইহা 'কেহ কেহ' অর্থে সর্বনাম ও নিত্যবহুবচন। যথা একে বদন্তি (কেহ কেহ বলেন), ইত্যেকে (ইহা কেহ কেহ বলেন) ইত্যাদি।

এব—অন্য যোগব্যবচ্ছেদক অব্যয়।

ক্ষুৎসন্নিরোধায়—ক্ষুধঃ সন্নিরোধঃ। শেষে ষষ্ঠী সমাসঃ তস্মৈ তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ ইতি চতুর্থী। ক্ষুধ্+ক্বিপ্=ক্ষুধ্। cf. বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ। টাপঞ্চাপি হলন্তানাং ক্ষুধ বাচা নিশা দিশা॥ ভাগুরি অব এবং অপি উপসর্গের আদ্য অকারের লোপ এবং ব্যঞ্জনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর টাপ্ (আপ্) প্রত্যয়ের বিধান দিয়া থাকেন। যথা, ক্ষুধা (ক্ষুধ্+আ), বাচা (বাচ্+আ) নিশা (নিশ্+আ), দিশা (দিশ্+আ)। সম্-নি-রুধ্+ঘঞ্+পুং চতুর্থীর একবচন সন্নিরোধ।

তথা—তদ্+থাল্। 'প্রকারবচনে থাল্' সূত্রে এখানে প্রকার অর্থে থাল্ প্রত্যয় হইয়াছে। তথা=তৎপ্রকারিকা=তাদৃশী অর্থাৎ একা।

অন্নমাত্রা—অন্নস্য মাত্রা। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। অদ্+ক্ত=অন্ন, জগ্ধ।

শয্যা—শী+ক্যপ্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্+স্ত্রী প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা।

তথা—উল্লিখিত তথা দ্রষ্টব্য।

একাসনম্—একস্য আসনম্। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। আস্+ল্যুট্+নপুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা।

একম্—এক+নপুং প্রথমার একবচন। adj. to একাসনম্। উল্লিখিত 'একম্' পদটি দ্রষ্টব্য।

এব—উল্লিখিত এব শব্দ দ্রষ্টব্য।

শেষাঃ—শিষ্+ঘঞ্+পুং প্রথমার বহুবচন। adj. to বিশেষাঃ।

বিশেষাঃ—বি-শিষ্+ঘঞ্+পুং প্রথমার বহুবচন। উক্তে কর্তৃষু প্রথমা। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে বিশেষ নামক পদার্থ সপ্ত পদার্থের অন্যতম। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—ন্যায় ও বৈশেষিক এই সাতটি পদার্থ স্বীকার

করেন। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলিয়াছেন—নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো বিশেষাস্ত্বনন্তা এব। নিত্যদ্রব্যস্থিত বিশেষের সংখ্যা অনন্ত।

নৃপতেঃ—নৃণাম (নৃণাম্) পতিঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তস্য। শেষে ষষ্ঠী। পা+ডতি=পতি। নী+ডৃ=নৃ।

মদায়—মদ+অচ্+পুং চতুর্থীর একবচন। ক্লৃপেঃ সম্পদ্যমানে চ ইতি চতুর্থী। মদায় কল্পন্তে ইত্যর্থঃ।

Ch. of voice রাজ্যে বাসে অপি (নৃপতেঃ) যুগেন একেন এব (ভূয়তে)। কৃৎসন্নিবারণায় (নৃপতেঃ) অন্নমাত্রয়া তথা (এক) (ভূয়তে)। (নৃপতেঃ) শয্যয়া তথা (একয়া) (ভূয়তে)। (নৃপতেঃ) একাসনেন একেন এব (ভূয়তে)। নৃপতেঃ শেষৈঃ বিশেষৈঃ মদায় ক্লৃপ্যতে।

Sl 25. যো দন্দশূকং ...... কামান স পুন ভজেত ॥ ২৫ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—যঃ দন্দশূকম কুপিতম ভুজঙ্গম মুক্ত্বা ব্যবস্যেৎ হি পুনঃ গ্রহীতুম্।
দাহাত্মিকাম বা জ্বলিতাম তৃণোল্কাম্ সংত্যজ্য কামান্ সঃ পুনঃ ভজেত ॥

Prose-order. যঃ হি কুপিতং দন্দশূকং ভুজঙ্গং, দাহাত্মিকাং জ্বলিতাং তৃণোল্কাং বা মুক্ত্বা পুনঃ গ্রহীতুং ব্যবস্যেৎ স কামান সন্ত্যজ্য পুনর্ভজেত ॥

Sans and Beng. Equivalents. যঃ (যো জনঃ—যে ব্যক্তি) হি (এব—ই) কুপিতম (ক্রুদ্ধম—ক্রুদ্ধ) দন্দশূকম (অসকৃদ্দংশনশীলম—পুনঃ পুনঃ দংশনকারী ভুজঙ্গম (সর্পম—সর্পকে), দাহাত্মিকাম (দহন স্বভাবাম—দহনশীল) জ্বলিতাম (উচ্ছিখাম—উর্দ্ধশিখ) তৃণোল্কাম (যবসাগ্নিম—তৃণাগ্নিকে) বা (অথবা—অথবা) মুক্ত্বা (ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করিয়া) পুনঃ (দ্বিতীয়ং বারম—দ্বিতীয় বার) গ্রহীতুম (আদাতম—গ্রহণ করিতে) ব্যবস্যেৎ (যতেত—চেষ্টা করিবে) সঃ (স জনঃ—সেই ব্যক্তি) কামান (কামনাবিষয়ান—কামনার বিষয় সমূহকে) সংত্যজ্য (বিহায়—ত্যাগ করিয়া) পুনঃ (দ্বিতীয়ং বারম্—আবার) ভজেত (সেবেত—সেবন করিবে)।

Beng Trans. যে কুপিত ও পুনঃ পুনঃ দংশনকারী সর্পকে অথবা দহনস্বভাব, প্রজ্বলিত তৃণাগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া আবার তাহা গ্রহণ করিতে যত্নবান্ হইবে সেই কামনার বিষয়কে ত্যাগ করিয়া আবার তাহা গ্রহণ করিবে।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। ইহ সিদ্ধার্থো বিষয়ান দন্দশূকং কুপিতাহিনা জ্বলিতাগ্নিনা চ তুলয়তি কথয়তি চ মুক্তাদ তু বিষযো মুক্তাদত্ত সর্পানল ইব। আহ সিদ্ধার্থো যো হি ক্রুদ্ধদন্দশ্যমানসর্পং বা দহিক্ত-জ্বলদগ্নিং বা বিহায় পুনস্তমাদদীত স এব মুক্তাদত্তবিষয়ো জায়েত। অর্থাৎ ন কোঽপি মতিমান বিষয়ান অপহায় পুনস্তান্ আদদীত। যথা দন্দশ্যমানঃ কুপিতঃ সর্পো বা

দহন্ জ্বলং শ্চাগ্নির্বা জনং ক্লিশ্নাতি রূপাদি বিষয়পঞ্চকমপি তথৈব জনং প্রপীড়য়তি। উক্ত বিধং সর্পমগ্নিং বা বিহায় ন কোঽপি পুন স্তদ্ গ্রহণে যত্নং কুর্বীত।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে সিদ্ধার্থ বিষয় পঞ্চককে পুনঃ পুনঃ দংশনকারী ক্রুদ্ধ সর্প এবং দহনশীল জ্বলন্ত তৃণাগ্নির সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে ব্যক্তি বিষয় পঞ্চককে ত্যাগ করিয়া আবার সেবা করে তাহার তুলনা হইতে পারে সেই ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ দংশনকারী কুপিত সর্পকে অথবা দহনশীল জ্বলন্ত তৃণানলকে পরিত্যাগ করিয়া আবার তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বিষয় ত্যাগ করিয়া আবার তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না। যেরূপ পুনঃ পুনঃ দংশনকারী কুপিত সর্প অথবা দহনশীল জ্বলন্ত তৃণানল মানুষকে নিদারুণভাবে পীড়িত করে রূপাদি বিষয়পঞ্চকও মানুষকে সেইরূপ নিদারুণভাবে পীড়িত করে। উক্তপ্রকার সর্প বা অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তি আবার ঐগুলি গ্রহণ করিতে যত্নবান্ হইতে পারে না।

Notes

যঃ—যদ্+পুং প্রথমার একবচন। উক্তে কর্তরি প্রথমা। এখানে ব্যবস্যেৎ ক্রিয়াদ্বারা যদ্ উক্ত হইয়াছে। যদ্ এবং তদ্ নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া এই শ্লোকের অপরার্দ্ধে তদ্ হইতে জাত সঃ রহিয়াছে।

দন্দশূকম্—দন্‌শ্+যঙ্+উক+পুং ২য়ার ১ বচন। Adj. to ভুজঙ্গম্।

কুপিতম্—কুপ্+ক্ত+পুং ২য়ার ১বচন। Adj. to ভুজঙ্গম্।

ভুজঙ্গম্—ভুজং কুটিলং গচ্ছতীতি ভুজম্-গম্+ড+পুং ২য়ার ১বচন। নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্ এই সূত্রে কৃদব্যয় 'মুক্ত্বা' ও 'গ্রহীতুম্' এর কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া ২য়া হইয়াছে। মুচ্+ক্ত্বাচ্=মুক্ত্বা।

ব্যবস্যেৎ—বি-অব-সো+বিধিলিঙ্, যাৎ। এখানে সম্ভাবনায় বিধিলিঙ্ হইয়াছে।

হি—এখানে পাদপূরক অব্যয়। তুহিচস্মহবৈ পাদপূরণে ইত্যমরঃ। তু, হি, চ, স্ম, হ এবং বৈ এই ৬টি অব্যয় পাদপূরণে ব্যবহৃত হয়। পাদপূরকরূপে ব্যবহৃত হইলে ইহাদের কোন অর্থ থাকে না।

পুনঃ—অব্যয়। ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া।

গ্রহীতুম্—গ্রহ্+তুমুন্। কৃদব্যয়। 'কৃমেজন্তঃ' ম্, এ, ঐ, ও, ঔ যাহার শেষে আছে এমন কৃদন্ত অব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে। যথা—গ্রহীতুম্ যাবজ্জীবম্ (ণমুল্ প্রত্যয়ান্ত), কর্তবে (কৃ+তবেন্। কর্ত্তুমিত্যর্থঃ বৈদিক কৃদব্যয়), গমধ্যৈ, (গমন্ত+অধ্যৈ। গন্তুমিত্যর্থঃ। বৈদিক কৃদব্যয়) ইত্যাদি।

দাহাত্মিকাম্—দাহঃ আত্মা যস্যাঃ। বহুব্রীহিঃ। তাম্। দাহাত্মন্+ক+স্ত্রিয়াম্

টাপ্+স্ত্রী ২য়ার ১বচন। Adj. to তৃণোল্কাম্। দহ্+ঘঞ=দাহ। আ-অৎ+মন =আত্মন। 'ঋন্নেভ্যঃ কপ্' সূত্রে দাহাত্মন এই নকারান্ত প্রাতিপদিকের (সমাসের) উত্তর সমাসান্ত ক প্রত্যয় করিয়া দাহাত্মক এই প্রাতিপদিক পাওয়া যায়। দাহাত্মক এর উত্তর স্ত্রীলিঙ্গ টাপ্ প্রত্যয় করিয়া দাহাত্মিকা এই প্রাতিপদিক হয়।

বা—অথবা। বিকল্পবোধক অব্যয়।

জ্বলিতাম—জ্বল্+ক্ত+স্ত্রিয়াম টাপ+স্ত্রী ২য়ার ১বচন। Adj. to তৃণোল্কাম্।

তৃণোল্কাম্—তৃণাশ্রিতা উল্কা। শাকপার্থিবাদি সমাসঃ। তাম 'নলোকাব্যয় নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্' সূত্রে মুক্ত্বা ও গ্রহীতুম এই দুইটি কৃদব্যয়ের কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া ২য়া হইয়াছে।

সংত্যজ্য—সম-ত্যজ্+ল্যপ। কামান—কম+ণিঙ+অচ্+পুং ২য়ার বহুবচন 'নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্' এই সূত্রে সংত্যজ্য এই কৃদব্যয় এবং ভজেত এই ক্রিয়ার কর্মে ২য়া হইয়াছে।

সঃ—তদ্+পুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে উক্ত 'যঃ' এর সহিত এই 'সঃ' নিত্যসম্বন্ধ।

পুনঃ—অব্যয়। ক্রিয়া বিশেষণে ২য়া। ভজেত—ভজ্+বিধিলিঙ্, ঈত। ভজ ধাতু উভয়পদী। এখানে ইহা আত্মনেপদী হইয়াছে।

Ch. of voice. যেন হি দন্দশূকং কুপিতং ভুজঙ্গং মুক্ত্বা পুনঃ গ্রহীতুং ব্যবসীয়েত তেন কামাঃ সত্যজ্য পুন র্ভজ্যেরন।

Sl. 26 **জরায়ুধো·········প্রতি কো মনোরথঃ ॥২৬॥**

বিসন্ধিপাঠঃ জরায়ুধঃ ব্যাধিবিকীর্ণ সায়কঃ যদা অন্তকঃ ব্যাধঃ ইব আশ্রিতঃ স্থিতঃ। প্রজামৃগান ভাগ্যবনাশ্রিতান্ তুদন্ বয়ঃ প্রকর্ষম প্রতি কঃ মনোরথঃ ॥

Prose-order. যদা জরায়ুধঃ ব্যাধি বিকীর্ণ সায়কঃ অন্তকঃ ভাগ্যবনাশ্রিতান প্রজামৃগান তুদন আশ্রিতঃ ব্যাধঃ ইব স্থিতঃ (তদা) বয়ং প্রকর্ষং প্রতি কঃ মনোরথঃ ?

Sans. and Beng. Equivalents. যদা (যস্মিন্ কালে—যখন) জরায়ুধঃ (বার্দ্ধকাস্ত্র-শাস্ত্রঃ—জরা যাহার অস্ত্রশস্ত্র) ব্যাধিবিকীর্ণসায়কঃ (রোগ প্রাস্তশরঃ—ব্যাধি যাহার নিক্ষিপ্ত শরজাল) অন্তকঃ (মৃত্যুঃ—মরণ) ভাগ্যবনাশ্রিতান (অদৃষ্ট রূপম্ অরণ্যং শ্রিতান—অদৃষ্টরূপবনাশ্রিত) প্রজামৃগান (জনরূপান মৃগান—জনগণরূপ মৃগকুলকে) তুদন্ (ব্যথয়ন্—পীড়ন করিতে করিতে) আশ্রিতঃ (শরণাগতঃ—আশ্রিত) ব্যাধঃ (মৃগাবিৎ—ব্যাধের) ইব (যথা—মত) স্থিতঃ (অবহিতঃ—অবস্থিত) তদা (তস্মিনকালে—তখন) বয়ঃ প্রকর্ষম্ (বয়োবৃদ্ধিম্—বয়োবৃদ্ধির) প্রতি (অভিতঃ—প্রতি) কো মনোরথঃ (কোঽভিলাষঃ—কি কামনা) ?

Beng. Trans. জরা যাহার আয়ুধ, ব্যাধি যাহার নিক্ষিপ্ত শরজাল সেই মৃত্যু যখন অদৃষ্টরূপ বনাশ্রিত জনগণরূপ মৃগ কুলের পীড়নে রত হইয়া আশ্রিত ব্যাধের ন্যায় অবস্থান করিতেছে তখন আধিক্যের বয়সের প্রতি কি আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে ?

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্ত বিম্বিসারসিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক সাম্মলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম্ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। ইহ সিদ্ধার্থো দীর্ঘজীবনে কামনা-বিরোধি যুক্তিমবতারয়তি। সিদ্ধার্থো ব্রবীতি মৃত্যুঃ খলু আশ্রিতঃ ব্যাধ-ইব জনগণরূপান্ অদৃষ্টবনাশ্রিতান্ হরিণান্ জরায়ুধেন ব্যাধি শরেণ চ পীড়য়ন্ অবতিষ্ঠতে। শৈশবাদারভ্য রোগ যাতনাং বার্দ্ধকে চ রোগ সহিত জরা যাতনা মুপলভ্য ন কোঽপি দীর্ঘজীবনং কাময়েত। দীর্ঘমায়ুঃ কাময়মানঃ পুরুষঃ ব্যাধি পীড়নং জরাযন্ত্রণাঞ্চৈব কাময়েত।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থ-সংবাদ নামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে সিদ্ধার্থ দীর্ঘজীবন কামনার প্রতিকূল যুক্তির অবতারণা করিতেছেন। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন মৃত্যু জনজীবনে আশ্রিত ব্যাধের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ব্যাধ যেরূপ শর ও খড়্গাদি শস্ত্রের সাহায্যে মৃগগণকে পীড়িত করে মৃত্যুও সেইরূপ ব্যাধিরূপ অস্ত্র ও জরারূপ শস্ত্রের দ্বারা জনগণকে পীড়িত করিতেছে। দীর্ঘজীবন মানেই ব্যাধি ও জরাজনিত দীর্ঘ যাতনা। সুতরাং দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া কে ব্যাধি ও জরার যন্ত্রণা কামনা করিবে ?

Notes

জরায়ুধঃ—জরা আয়ুধং যস্য। বহুব্রীহিঃ। সঃ। Adj. to অন্তকঃ।

ব্যাধি-বিকীর্ণসায়কঃ—বিকীর্ণাঃ সায়কাঃ। কর্মধারয়ঃ। ব্যাধয়ঃ বিকীর্ণসায়কাঃ যস্য। বহুব্রীহিঃ। সঃ। Adj. to অন্তকঃ। বি-আ-ধা+কি=ব্যাধি। বি-কৃ+ক্ত=বিকীর্ণ। সো+ণ্বুল্=সায়ক।

যদা—যদ্+দা। 'যত্তদোঃ কালে দা' সূত্রে কাল বুঝাইতে যদ্ এবং তদ্ শব্দের উত্তর দা প্রত্যয় হয়।

অন্তকঃ—অন্ত+ণ্বুল্+পুং ১মার ১বচন। উক্তে কর্তরি ১মা।

ব্যাধঃ—ব্যধ্+ণ+পুং প্রথমার একবচন। কর্তরি প্রথমা।

ইব—ঔপম্যবাচক অব্যয়। যথা, ইব ও বতিচ্ প্রত্যয় উপমা বুঝায়।

যথা—মৃত্যুর্ব্যাধ ইব, মৃত্যুর্ব্যাধো যথা মৃত্যুর্ব্যাধিবৎ।

আশ্রিতঃ—আ-শ্রি+ক্ত+পুং প্রথমার একবচন। Adj. to অন্তকঃ।

স্থিতঃ—স্থা+ক্ত+পুং প্রথমার একবচন। Adj. to অন্তকঃ।

প্রজামৃগান্—প্রজাঃ এব মৃগাঃ। রূপক কর্মধারয়ঃ। তান্। তুদন্ এই শতৃ-প্রত্যয়ান্তের কর্মে ষষ্ঠী না হইয়া ২য়া হইয়াছে। সূত্র— নলোকাব্যয় নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্।

ভাগ্যবনাশ্রিতান্—ভাগ্যমেব বনম্। রূপককর্মধারয়ঃ। তদ্ আশ্রিতাঃ। ২য়া তৎপুরুষঃ। তান্। Adj. to প্রত্যামৃগান্। ভগ+ ষ্যঞ্= ভাগ্য।

তুদন্—তুদ্+শতৃ+পুং প্রথমার একবচন।

বয়ঃ প্রকর্ষম্—বয়সঃ প্রকর্ষঃ। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তম্। প্রতি এই কর্মপ্রবচনীয় যোগে ২য়া হইয়াছে। প্র-কৃষ্+ঘঞ্=প্রকর্ষ।

প্রতি—এখানে কর্মপ্রবচনীয় হইয়াছে। লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ—লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সা অর্থে প্রতি, পরি ও অনু কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

কঃ—কিম্=পুং প্রথমার একবচন। Adj. to মনোরথঃ.

মনোরথঃ—মন এব রথঃ। রূপক কর্মধারয়ঃ। অভিলাষার্থক শব্দ।

Ch. of voice. যদা জরায়ুধেন ব্যাধিবিকীর্ণ সায়কেন অস্তকেন ভাগ্যবনাশ্রিতান্ প্রজামৃগান্ তুদতা আশ্রিতেন ব্যাধেন ইব স্থিতং (তদা) বয়ঃ প্রকর্ষং প্রতি কেন মনোরথেন ভূয়তে।

Sl. 27. ইহাগতশ্চাহমিতো····· শমতত্ত্বনিষ্ঠুরম্ ॥ ২৭ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—ইহ আগতঃ চ অহম্ ইতঃ দিদৃক্ষয়া মুনেঃ অরাড়স্য বিমোক্ষবাদিনঃ।
প্রয়ামি চ অদ্য এব নৃপ অস্তু তে শিবম্ বচঃ ক্ষমেথাঃ শমতত্ত্বনিষ্ঠুরম্ ॥

Prose-order. ইতঃ বিমোক্ষবাদিনঃ অরাড়স্য মুনেঃ দিদৃক্ষয়া অহম্ ইহ আগতঃ চ অদ্য এব প্রয়ামি চ। নৃপ, শিবং তে অস্তু। (মম) শমতত্ত্বনিষ্ঠুরং বচঃ ক্ষমেথাঃ।

Sans. and Beng. Equivalents. ইতঃ (অস্মাৎ স্থানাৎ—এখান হইতে) বিমোক্ষবাদিনঃ (মোক্ষৈকলক্ষ্যমতাবলম্বিনঃ—মুক্তিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এই মতাবলম্বী) অরাড়স্য (অরাড়নামকস্য—অরাড়নামক) মুনেঃ (বেদশাস্ত্রমননশীলস্য—বেদ ও শাস্ত্রের মননকারীর) দিদৃক্ষয়া (দ্রষ্টুমিচ্ছয়া—দর্শনেচ্ছায়) অহম্ (অহং সিদ্ধার্থঃ আমি সিদ্ধার্থ) ইহ (ইহ রাজগৃহে—এই রাজগৃহে আগতঃ (প্রাপ্তঃ—আসিয়াছি, চ (বা—এবম্) অদ্য এব (অস্মিন্ দিনে এব—আজই) প্রয়ামি চ (গচ্ছামি চ—এবং যাইব)। নৃপ (নরপতে নরনাথ), শিবম্ (মঙ্গলম্—মঙ্গল) তে (তব—আপনার) অস্তু (ভবতু—হউক) (মম—মে-আমার) শমতত্ত্বনিষ্ঠুরম্ (মনোনিগ্রহবৃত্তান্ত কঠোরম্—মনোনিগ্রহের তত্ত্বে কঠোর) বচঃ (বাক্যম্—কথা) ক্ষমেথাঃ (ক্ষন্তব্যম্—ক্ষমণীয়)।

Beng. Trans. এখান (এই রাজগৃহ) হইতে মুক্তিবাদী মুনি অরাড়ের

দর্শন কামনায় আমি এখানে আসিয়াছি এবং আজই চলিয়া যাইতেছি। হে নরনাথ, আপনার মঙ্গল হউক। (আমার) মনোনিগ্রহের তত্ত্বে কঠোর বাক্য ক্ষমা করুন।

Sans. Expl. অশ্বঘোষ মহাকবিকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যস্য বিম্বিসারসিদ্ধার্থসংবাদনামক সম্মিলিত দশমৈকাদশ সর্গাভ্যাম উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। অস্ত্যঃ শ্লোকঃ খল্বয়ং বিম্বিসারসিদ্ধার্থসংবাদস্য। শ্লোকেঽস্মিন সিদ্ধার্থো মগধরাজায় আত্মনো রাজগৃহাগমনকারণং রাজগৃহাৎ প্রতিগমনকালঞ্চ প্রোচ্য মঙ্গলমাশাস্য মনোনিগ্রহতত্ত্বেন নির্মলং স্বং ভাষিতং তং ক্ষমাপযতি। কথযতি সিদ্ধার্থঃ—অস্মাদ রাজগৃহাৎ মুক্তিরেব লক্ষ্যং মনুষ্যজীবনস্য ইতিমতাবলম্বিনো বেদশাস্ত্রমননশীলস্য অরাড়স্য দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া ইহ সম্প্রাপ্তোঽস্মি। অদ্যৈব চ স্থানাদস্মাৎ প্রস্থাস্যে। হে মগধনরাধিপ, মঙ্গলং তব আশাস্মহে। শমতত্ত্বেন নির্মমং মম বাক্যং মনসি তে ক্লেশমুৎপাদযেৎ। আত্মনো দোষং তং ভবন্তং ক্ষমাপয়ামীতি।

Beng. Expl. মহাকবি অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিম্বিসারসিদ্ধার্থসংবাদনামক মিলিত দশম ও একাদশ সর্গ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটি বিম্বিসার সিদ্ধার্থসংবাদের শেষ শ্লোক। এই শ্লোকে সিদ্ধার্থ মগধেশ্বর বিম্বিসারকে নিজের রাজগৃহে আগমনের কারণ এবং সেখান হইতে প্রতিগমনের কাল বলিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছেন এবং মনোনিগ্রহের তত্ত্বে নির্মল তাঁহার বাক্যশ্রবণ করিয়া মগধরাজ অন্তরে যে ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। সিদ্ধার্থ বলিতেছেন মুক্তিই মানবজীবনের লক্ষ্য এই মতাবলম্বী বেদশাস্ত্র বিচার পরায়ণ মুনি অরাড়কে এখান হইতে দর্শন করিবার ইচ্ছায় আমি এই রাজগৃহে আসিয়াছি এবং আজই এখান হইতে চলিয়া যাইব। হে নরনাথ, আপনার মঙ্গল কামনা করি। আমার বাক্য মনোনিগ্রহের তত্ত্বে কঠোর। উহা আপনার চিত্তে ক্লেশ দিয়া থাকিবে। আপনার এই ক্লেশের জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

Notes

ইতঃ—ইদম+তসিল। পক্ষে অতঃ। পঞ্চম্যাস্তসিল—এইসূত্রে পঞ্চম্যন্তের উত্তর তসিল প্রত্যয় করিয়া অস্মাৎ (স্থানাৎ) এই অর্থে ইতঃ হইয়াছে।

বিমোক্ষবাদিনঃ—বিমোক্ষ-বদ+ণিনি+পুং ষষ্ঠীর ১বচন। বি-মুচ+ঘঞ= বিমোক্ষ। শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষদ) বলিয়াছেন আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। অরে আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে—শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।—শ্রোতব্যং শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চৈব সদা ধ্যেয়ম এতে দর্শন হেতবঃ।—(ব্রহ্ম) শ্রুতিবাক্যাবলী হইতে শ্রবণীয়, উপপত্তিসমূহেরদ্বারা মননীয় এবং মননের পর•

নরস্তর ধ্যেয—এই শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনই আত্মদর্শনের উপায়। শ্রুতি (কঠোপনিষদ) বলিয়াছেন—এই ব্রহ্ম দর্শন বা পরমাত্মদর্শনই মোক্ষের কারণ—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥—পরমেশ্বর পরমাত্মাকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি (চিজ্জড়গ্রন্থি) ভিন্ন হয় সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং আত্মদ্রষ্টার সকলকর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু আত্মদর্শনকামী বা মুমুক্ষু বা বিমোক্ষশাস্ত্রীর সংখ্যা এ জগতে নিতান্ত বিরল—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যতন্তি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ (গীতা)—হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়—যত্নবান সিদ্ধগণের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে পারেন। যোগবাশিষ্ঠ মুমুক্ষু কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যাম ইতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ—আমি বদ্ধ-আমাকে মুক্ত হইতে হইবে—এইরূপ নিশ্চয় যাঁহার আছে তিনি মুমুক্ষু। এই মুমুক্ষুই পরম আবেগে আত্মদর্শনের সাধনায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে মগ্ন হন এবং আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া বা দর্শন করিয়া মুক্ত হন। ত্রিবিধদুঃখের তাড়নায় মানুষ মুক্তি জিজ্ঞাসু হয়—দুঃখত্রয়াভিঘাতান মুক্তিপরিপ্রশ্নঃ। আধ্যাত্মিক (কামক্রোধাদি), আধিদৈবিক (বাতবজ্রাদি) ও আধিভৌতিক (মনুষ্য পশুপক্ষি প্রভৃতি ভূতজনিত) এই ত্রিবিধদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি এবং সে মুক্তি পরমেশ্বর পরমাত্মাকে জানিয়াই লাভ করা যায়—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ) তাঁহাকে (পরমপুরুষ পরমাত্মাকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম (অমৃতত্ব লাভ) করা যায়—অয়নের (গমনের অর্থাৎ মৃত্যুর পরপারে গমনে) অন্যপথ নাই। সুতরাং মুক্তি জিজ্ঞাসা হইতেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী কে? এই প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দযতি তাঁহার বেদান্তসারে বলিয়াছেন—অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুরঃ সরনিত্য-নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্মলস্বান্ত-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা—যথাবিধি বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া যিনি আপাততঃ অখিল বেদার্থ জানিয়াছেন—জানিয়া এই জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম বর্জন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠানে অখিলকলষমুক্তির ফলে নিতান্তনির্মলচিত্ত এবং সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (সাধনচতুষ্টয়=শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট সম্পদ, আত্মানাত্মবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব) হইয়াছেন এমন ব্যক্তি যদি (১) প্রমাতা (২) যথার্থরূপে (৩) অনুভব করিতে সমর্থ) (৪) হন তবে তিনিই হইবেন বেদান্তের বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার

অধিকারী। বিম্বিসারের প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধার্থ যাহা বলিয়াছেন তাহার সূক্ষ্মবিচার করিলে আমরা সিদ্ধার্থের চরিত্রে এই চারিটি সাধনের সন্ধান পাই। সিদ্ধার্থ ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজার ধীমান্ এবং সুশীল সন্তান। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ ষড়ঙ্গের সহিত চারিবেদ অধ্যয়ন করিতেন। সিদ্ধার্থও যে ষড়ঙ্গবেদে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু তিনি শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয়ভোগ, বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি ও জীবনান্তে যোগাবলম্বনে তনুত্যাগের ধারাবাহিকতা লঙ্ঘন করিয়া যৌবনেই বিষয়ত্যাগ করিয়াছিলেন কেন না জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর কবল হইতে কেবল নিজের নহে বিশ্বমানবের চিরমুক্তির জন্য। মুনি অরাড়ের দর্শনে রাজগৃহে আগমন এবং বিম্বিসারের সহিত আলাপের অনেক পরে তিনি বোধিলাভ করিয়া জরাব্যাধিমরণের পর পারে যাইবার পথ আবিষ্কার করেন এবং সে পথে চলিবার জন্য বিশ্বমানবকে আহ্বান জানান। রাজগৃহে মুনি অরাড়ের দর্শনকালে জরাব্যাধিমৃত্যুমুক্তির সন্ধান তিনি পান নাই—পাইবেন বলিয়া আশা করিয়া ছিলেন। আশা না করিলে তিনি অরাড়ের নিকট যাইবেন কেন? যাহা হউক অরাড়কে তিনি বিমোক্ষবাদী বলিয়া এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। জরাব্যাধি মৃত্যুমুক্তিকেই যে তিনি বিমোক্ষ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন এবিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি। কারণ এই জন্যই তাঁহার গৃহত্যাগ এবং এইজন্যই তাঁহার নানা জ্ঞানীর অন্বেষণে পরিভ্রমণ। তবে ইহা স্পষ্ট যে অরাড় তাঁহাকে যে মুক্তিপথের কথা বলিয়াছিলেন সে পথে তিনি মুক্তির সন্ধান পান নাই। বেদমূলক ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন সমূহও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। সুতরাং মোক্ষের আদর্শে বৌদ্ধদর্শন আস্তিকদর্শন হইতে অভিন্ন। দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি শব্দে যেমন এক একটি মতবাদকে বুঝায় এখানে সিদ্ধার্থকথিতমোক্ষবাদী শব্দেও সেইরূপ মতবাদবিশেষকে বুঝাইতেছে বলিয়াই দৃঢ় ধারণা হয়। চার্বাকগণ বিষয়ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলেন। সিদ্ধার্থের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। চার্বাকগণকে ভোগবাদী আখ্যা দিলে সিদ্ধার্থকে ত্যাগবাদী বা সন্ন্যাসবাদী বলিতে হইবে। অবশ্য ভগবদ্গীতায় ত্যাগ ও সন্ন্যাসের অর্থ এক নহে। গীতা কাম্যকর্ম পরিত্যাগকে সন্ন্যাস এবং সর্বকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ সংজ্ঞা দিয়াছেন। সন্ন্যাসের একটি বাহ্য রূপ আছে কিন্তু ত্যাগ সম্পূর্ণ মানস ব্যাপার। অধ্যাপক, রাজা, বণিক্, কৃষক, ভৃত্য সকলেই ত্যাগী হইতে পারেন কিন্তু সন্ন্যাসী হইতে পারেন না। অধ্যাপনা, রাজত্ব, বাণিজ্য, কৃষি, এবং সেবা সকামও হইতে পারে নিষ্কামও হইতে পারে। নিষ্কাম হইলে অধ্যাপক প্রভৃতিরা ত্যাগী হইবেন। কিন্তু ব্যবহারতঃ যাহা কাম্যকর্ম যেমন অধ্যাপনা, রাজত্ব, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি তাহা ত্যাগ না করিলে কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারেন না।

গীতার মতে অরাড় মুনি ত্যাগী ছিলেন কি সন্ন্যাসী ছিলেন তাহা আমরা জানি না তবে তিনি যে মুক্তিবাদী ছিলেন ইহা নিশ্চিত এবং সেই সঙ্গে ইহাও নিশ্চিত যে আত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই তাহার আদর্শ ছিল। অরাড়ের মতে অত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কি উপায় এখানে তাহার উল্লেখ নাই।

অরাড়স্য—অরাড়+পুং ষষ্ঠীর ১বচন। কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী, সূত্র কৃতি-কর্তৃ কর্মণোঃ। Adj. to মুনেঃ। কুশিক ঐশীরথ্য ইন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্যং চচার। ইন্দ্র এব তস্য পুত্রো গাথী ভূত্বা জজ্ঞে। গাথিনঃ পুত্রো বিশ্বামিত্রঃ। স এবাস্য তৃতীয় মণ্ডলস্য ঋষিঃ। (কাত্যায়নকৃত সর্বানুক্রমণী)। গাথিন্—এই সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ হইয়াও গাধি শব্দ যেমন সংস্কৃত ভাষায় স্থান পাইয়াছে (গাধেয় দিষ্টং বিরসং রসজ্ঞম্—ভট্টিকাব্য, ২য় সর্গ) খুব সম্ভব সংস্কৃত অরাট শব্দের অপভ্রংশ অরড় শব্দটিও সেইরূপ এখানে সংস্কৃত ভাষায় স্থান পাইয়াছে। অর-অট্+অচ্=অরাট। অরেণ, অটাতি (চলাতি) ইতি অরাটঃ। গাড়ীর চাকার মধ্যে লাঠির মত যে কাষ্ঠ শলাকা গুলি চাকা ও চাকার নাভির সঙ্গে বিদ্ধ থাকে তাহার নাম অর। অরাড় মুনি অরাকৃতি লাঠি লইয়া ভ্রমণ করিতেন বলিয়া জনসাধারণ তাঁহাকে এ নাম দিয়া থাকিবে। অথবা অরাট শব্দের অর হব অটাতি—অরের ন্যায় চলে—এরূপ অর্থও হইতে পারে। অরাড় মুনি লাঠির ন্যায় সোজা হইয়া চলিতেন বলিয়াও জনসাধারণ তাঁহাকে এ নাম দিয়া থাকিতে পারে। ইহা অরাড় মুনির পিতৃদত্ত নামও হইতে পারে:

মুনেঃ—মন+ইন্+পুং ষষ্ঠীর ১বচন। কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী। সূত্র—কৃতিকর্তৃ কর্মণোঃ। 'মনেরুচ্চ' সূত্রে মন্ ধাতুর অ স্থানে উ হইয়াছে। মন্তা বেদ শাস্ত্রাণাম্ ইতি মুনিঃ। যিনি বেদ ও শাস্ত্র সমূহের মনন করেন তিনি মুনি। সিদ্ধার্থ অরাড়কে মুনি বলায় অরাড় যে বেদ ও শাস্ত্র সমূহে পারদর্শী ছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে।

দিদৃক্ষয়া—দৃশ্+সন্+অঙ্+স্ত্রী তৃতীয়ার ১বচন। হেতৌ তৃতীয়া। 'জ্ঞা শ্রুস্মৃদৃশাং সনঃ' সূত্রে সনন্ত দৃশ্ ধাতু আত্মনেপদী হয়।

অহম্—অস্মদ্+পুং ১মার ১বচন। ('আগতঃ' এবং 'প্রয়ামি' দ্বারা উক্ত হওয়ায়) উক্তে কর্তরি প্রথমা।

ইহ—ইদম্+হ। ইদম্ শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে ত্রল্ করিলে অত্র এবং হ করিলে ইহ হয়। অধিকরণে সপ্তমী।

আগতঃ—আ-গম্+ক্ত কর্তরি+পুঃ ১মার ১বচন। গত্যর্থ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় হয়। কিন্তু এখানে বিবক্ষাবশতঃ গম্ ধাতু অকর্মক হইয়াছে।

চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

অদ্য—অস্মিন্ দিনে এই অর্থে অব্যয়। এব—অন্যযোগ ব্যবচ্ছেদার্থক অব্যয়।

প্রয়ামি—প্র-যা+লট্, মি। ভবিষ্যৎ সামীপ্যে বর্তমান। প্রয়াস্যামি ইত্যর্থঃ। চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

নৃপ—নৃ-পা+ক+পুং ১মার ১বচন। সম্বোধনে ১মা।

শিবম্—শিব্+ক+নপুং ১মার ১বচন উক্তে কর্তরি ১মা।

তে—যুষ্মদ্+পুং ষষ্ঠী বা ৪র্থীর ১বচন। 'চতুর্থী চাশিষ্যায়ুষ্য মদ্র ভদ্র কুশল সুখার্থ স্থিতৈঃ' সূত্রে ৪র্থী বা ষষ্ঠী।

অস্তু—অস+লোট্, তু। সত্তার্থক অস অদাদি কিন্তু নিক্ষেপার্থে দিবাদি।

শমতত্ত্ব নিষ্ঠুরম—শমস্য তত্ত্বম্। ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তেন নিষ্ঠুরম্। তৃতীয়া তৎপুরুষঃ তৎ। অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহকে শম এবং বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহকে দম কহে। তৎ ভাব=তত্ত্ব। 'সং-সদিতি গৃহ্যমানং যথা ভূতম্ অবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসৎ অসদিতি গৃহ্যমানং যথাভূতম্ অবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি'—সৎ ঠিক ইহা যেমনটি আছে তেমনভাবে উল্টা না করিয়া গৃহীত হইলে তত্ত্ব হয়। আবার অসৎকে ঠিক উহা যেমনটি আছে তেমন ভাবে উল্টা না করিয়া গৃহীত হইলে তত্ত্ব হয় (বাৎসায়ন ভাষ্য)। অর্থাৎ সৎ বা অসদ্‌বস্তুর যথার্থ স্বরূপের নাম তত্ত্ব। Adj. to বচঃ।

বচঃ—ব্রূ বা বচ্+অসুন্+নপুং ২য়ার ১বচন। কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া—ক্ষমেথাঃ।

ক্ষমেথাঃ—ক্ষম্—বিধিলিঙ্ ঈথাস্। প্রার্থনায় বিধিলিঙ্ হইয়াছে। 'বিধি-নিমন্ত্রণামন্ত্রণ সম্প্রশ্ন প্রার্থনেষু লিঙ্'—বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, সংপ্রশ্ন এবং প্রার্থনা বুঝাইতে বিধিলিঙ্ হয়।

Ch. of voice. তৈঃ বিমোক্ষবাদিনঃ অড়ারস্য মুনেঃ দিদৃক্ষয়া ময়া ইহ আগতং চ অদ্য এব প্রযায়তে চ। নৃপ, শিবেন তে ভূয়তাম্। (মম) শামতত্ত্ব নিষ্ঠুরং বচঃ ক্ষম্যেত।

Questions and Answers.

Q. 1. Give the substance of the conversations between বিম্বিসার and সিদ্ধার্থ ?

Ans. See বস্তু সংক্ষেপ the introduction.

Q. 2. Give the substance of the speech of বিম্বিসার ?

Ans. See বস্তু সংক্ষেপ in the introduction.

Q. 3. Give the substance of the speech of সিদ্ধার্থ ?

Ans See বস্তুসংক্ষেপ in the introduction.

Q. 4. Who was শ্রেণ্য ? How did he know of সিদ্ধার্থ and of his arrival in রাজগৃহঃ and how did he meet him ?

Ans. মগধরাজ বিম্বিসারের দ্বিতীয় নাম শ্রেণ্য। সিদ্ধার্থ গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া রাজগৃহে আসিলে অসংখ্য লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে। শ্রেণ্য রাজধানীর বহির্ভাগ হইতে ঐ বিপুল জনতা দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার জনৈক কর্মচারীকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কর্মচারিটি বলিলেন জনতা শাক্য রাজের সন্ন্যাসী পুত্রকে দর্শন করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ এই রাজকুমারের জন্মকালে বলিয়াছিলেন যে ইনি পরমজ্ঞান বা পৃথিবীর রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন। শ্রেণ্য ঐ কর্মচারিটিকে শাক্যরাজনন্দন কোথায় যাইতেছেন তাহা জানিতে বলিলেন। কর্মচারিটি যে আজ্ঞা বলিয়া শাক্যরাজপুত্রের অনুগমন করিয়া দেখিলেন তিনি যদৃচ্ছা লব্ধ ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পর্বতের এক নির্জন প্রস্রবণের নিকট গমন করিলেন। রাজপুরুষটি মগধ-রাজের নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে মগধেশ্বর বহুমান হেতু বিনীতবেশে সেই স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পর্বতের উপর উপবিষ্ট জিতেন্দ্রিয় শান্ত সমাহিত শাক্যরাজ পুত্রকে পর্বতের স্থির শৃঙ্গের ন্যায় দর্শন করিলেন। তাহার পর মগধেশ্বর গজকর্ণের ন্যায় নীলাভ পবিত্র শিলাতলে বসিয়া শাক্যকুমারের অনুমতিক্রমে তাঁহার অন্তরের ভাব জানিবার জন্য বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন।

Q. 5. Explain with reference to the context the following verses of বিম্বিসার সিদ্ধার্থ সংবাদঃ—Vs. 1, 3. 6. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Ans. See the Sanskrit and Bengali Explanations of the above verses in the notes.

Q. 6. Write Grammatical notes on the following :— রাজ্ঞে in v. 5, প্রতস্থে, চলস্থ, শৃঙ্গভূতম্ & পশ্যাত in v. 6, নৃপোপাবস্থ in v. 7, কাষায়-সংশ্লেষম্ in v. 9, অর্দ্ধাসনম্, মান্ধাতুঃ in v. 16, প্রনষ্টে, in v. 17, প্রয়ামি in v. 27. **Ans.** See the answers in the notes.

Q. 7. Account for the case-endings in the following :—

গঙ্গাম্ in v. 1, অস্মৈ in v. 2, তমুজঃ in v. 3, বাহ্যাদ্যাৎ in v. 6, তত্র and ভাবম্ in v. 7, মুমুক্ষয়া and বন্ধূন্ in v. 13, আশীবিষেভ্যঃ in v. 14, অভোতিঃ in v. 15, দেবেন and বৃষ্টে in v. 16, বৃত্রভয়াৎ in v. 17, বানকম্, in v. 18, প্রজানাম্ in v. 20, পিতৃদাহেন and ভোগঃ in v. 21, মে in v. 23, হৃৎসন্নিরোধায় and মদায় in v. 24, প্রজানুগান্ in v. 26, তে in v. 27.

Ans. See the answers in the notes.

Q 8. Expound and name the following Samasas :—

প্রচলত্তরঙ্গাম, রাজাত্মজ:, পঞ্চাচলাঙ্কম, স্বস্থ and নাকপৃষ্ঠম in v. 1, মগধাধিরস্য and জনৌঘম in v 2, পৃথিবীশ্রিয়ম in v. 3, শ্রুতার্থ: in v. 4, নিভৃতানুযাত্র:, শৃঙ্গভৃতম্ and শান্তেন্দ্রিয়ম in v. 6, বারণকর্ণনীলে in v. 7, আদিত্যপূর্বম in v. 8, লোহিতচন্দনার্হম in v. 9, জাতানুকম্পঃ and আগতাশ্রু: in v. 10, মগধাধিপেন, সুহৃন্মুখেন, প্রতিকূলম, স্বস্থ:, অবিকার: and কুলশৌচশুদ্ধ: in v. 11 হর্যঙ্ককুলে, মিত্রকাম and পরিশুদ্ধসত্ত্ব: in v. 12, জরামৃত্যুভয়ম and অগ্রপ্রধান in v. 13. সমুদ্রবস্ত্রাম in v. 15, দ্বীপান and অর্দ্ধাসনম in v. 16, শতক্রতৌ and বৃত্রভয়াৎ in v. 17, রূপার্থম in v. 19. দুঃখপ্রতীকারনিমিত্তভূতা: in v. 20, অনৈকান্তিকতা সুখম and দুঃখম in v. 22 দাহাত্মিকাম্ in v. 25, জরায়ুধ:, ব্যাধিবিকীর্ণসায়ক:, প্রজামৃগান and ভাগ্যবনাশ্রিতান in v. 26, নৃপ and শমতত্ত্বনিষ্ঠরম in v. 27.

Ans. See the answers in the notes.

Q. 9. Derive the following :

উত্তীর্য and শাস্ত: in v. 1 বাহ্যাৎ দদর্শ, পপ্রচ্ছ and শশংস in v. 2, উক্ত: and তনুজ: in v. 3, আদায়, ভৈক্ষম, যযৌ, বিবিক্তম, আলোক্য and রাজভৃত্য: in v. 5, সংশ্রুত্য বাহুমান্যাৎ, প্রতস্থে and শৃঙ্গভৃতম in v 6 নিষসাদ, উপবিশ্য, অনুমত:, বিজিজ্ঞাসু: and বভাষে in v. 7 ভৈক্ষাকে and বাজ্যে in v. 8, কাষায়সংশ্লেষম and অনর্হম্ in v. 9, স্নেহেন, ঐশ্বর্যবাগেণ, বিস্ময়েন and ভিক্ষুবেশম in v. 10, স্বস্থ:, শৌদ্ধোদনি:, বাক্যম and জগাদ in v. 11, আশ্চর্যম in v. 12, মুমুক্ষয়া, ধর্মম, প্রপন্ন:, প্রিয়ান, বিহায়, প্রাক, কামান, অশুভস্য and হেতুন্ in v. 13, বিভেমি, পাবকেভ্য:, অনিলসংহিতেভ্য:, যথা, ভয়ম and বিষয়েভ্য: in v. 14, সমুদ্রবস্ত্রাম, গাম, অবাপ্য, জিগীষন্তি and পতন্তি: in v. 15, দেবেন, বৃষ্টে and মান্ধাত: in v. 16, ভুক্ত্বা, রাজ্যম, দেবতানাম, প্রনষ্টে, দর্পাৎ and পপাত in v. 17. ঐল:, বিগাহ্য, দেবীম, লোভাৎ, ঋষিভ্য:, জিহীর্ষু:, নাশম and বিষয়েষু in v. 18, গীতৈ:, হ্রিয়ন্তে, মৃগা:, বধায় and আয়সম in v. 19 ভোগান, অভ্যাপ্নোয়াৎ, প্রাজ্ঞ: and প্রতিকারবিধৌ in v. 20 পিত্তদাহেন, বিদহ্যমান:, ব্যবস্যেৎ, কূর্যাৎ and ভোগসংজ্ঞাম্ in v. 21, অনৈকান্তিকতা, অত: and ভাবা: in v. 22, মিশ্রাম্, সুখদুঃখতাম্, দাস্যম, মতম, সমানম্ and সন্তপ্যতে in v. 23 বাসে, ক্ষুৎসন্নিরোধায়, অন্নমাত্রা, শয্যা, শেষা:, বিশেষা:, নৃপতে: and মদায় in v. 24, দন্দশুকম, ভুজঙ্গম্, মুক্ত্বা, গ্রহীতুম্ and ভজেত in v. 25, ব্যাধিবিকীর্ণসায়ক:, ব্যাধ:, স্থিত:, তুদন্ and বয়:প্রকর্ষম in v. 26, ইত:, দিদৃক্ষয়া, মুনে:,

অরাড়স্য, বিমোক্ষবাদিনঃ, নৃপ, অস্তু, শিবম, বচঃ, ক্ষমেথাঃ and শমতত্ত্বনিষ্ঠরম in v. 27.

Ans. See the answers in the notes.

Q. 10. Give after the রামায়ণ, the মহাভারত and the পুরাণs, the life-sketches of ঐল, নহুষ and মান্ধাতৃ।

Ans. **ঐল**—চন্দ্র বংশীয় রাজা পুরুরবা ইলার পুত্র বলিয়া ঐল নাম প্রাপ্ত হন। মহাভারত বলিয়াছেন—পুরুরবাস্ততো বিদ্বান ইলায়াং সমপদ্যত। সা বৈ তস্যাভবন্মাতা পিতা চৈবেতি নঃ শ্রুতম ॥—তাহার পর ইলার গর্ভে বিদ্বান্ পুরুরবার জন্ম হয়। আমরা শুনিয়াছি ইলাই পুরুরবার পিতা এবং মাতা।

কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের নায়ক এই পুরুরবা বা ঐল এবং নায়িকা উর্বশী। আমরা রামায়ণ হইতে অবগত হই ভগীরথ দুই মায়ের সন্তান ছিলেন। ইহা এক অসাধারণ ঘটনা। ইলা একাধারে পুরুরবার পিতা এবং মাতা এই মহাভারতোক্তিও আর একটি অসাধারণ ঘটনার বিজ্ঞাপক। যাহা হউক রাজা স্বর্গতোলপাড করিয়া উর্বশীকে আত্মবশে আনিয়া পরিশেষে ক্ষত্রিয় রাজার যাহা পরমদুস্কার্য ঋষিগণের নিকট হইতে সেই স্বর্গারোহণ করিতে গিয়া ঋষিগণের কোপানলে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। ঋষিগণ তপস্যার ষষ্ঠভাগ রাজাকে দিয়া থাকেন। ইহা পার্থিব ধন হইতে অনেক বড। তাই অভিজ্ঞান শকুন্তলে দুষ্যন্ত বলিয়াছেন—যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম। তপঃ ষড়্ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥—ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় হইতে রাজস্বরূপে যে অর্থ আহৃত হয় তাহা ক্ষয়শীল। অরণ্যবাসী তাপসবৃন্দ স্বীয়তপস্যার ষষ্ঠভাগ আমাদিগকে দিয়া থাকেন—উহা অক্ষয়।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি নহুষ চন্দ্রের প্রপৌত্র আয়ুর বীর ও মহারথ পঞ্চপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। নহুষ-জননী প্রভা ছিলেন স্বর্ভানু অর্থাৎ রাহুর কন্যা। নহুষ অগস্ত্যশাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির তাহাকে ঐ সর্পত্ব হইতে মুক্ত করেন। নহুষ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"পূবাকালে আমি স্বর্গে দিব্য বিমানে বিচরণ করিতাম। অভিমানে মত্ত হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করিতাম না। ত্রৈলোক্যবাসী ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগেরা সকলে আমাকে কর দান করিতেন। আমার দৃষ্টির এত শক্তি ছিল যে যাহাকে চোখ দিয়া দেখিতাম অবিলম্বে তাহার তেজ হরণ করিতাম। সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করিতেন। এই দুষ্কার্য আমাকে লক্ষ্মীভ্রষ্ট করিয়াছিল। শিবিকাবহনকালে ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে অগস্ত্যকে আমি পা দিয়া স্পর্শ করিয়াছিলাম। ইহাতে অগস্ত্য কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন তুমি সর্প হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট হও। অগস্ত্য শাপে আমি দিব্য বিমান হইতে সর্প হইয়া অধোমুখে পতিত

হইতেছি বুঝিয়া মহর্ষির নিকট প্রার্থনা করিলাম—ভগবান্, প্রমাদে নিতান্ত মূঢ় আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি আপনার শাপের অবসান হউক। মহর্ষি সর্পরূপে পতনশীল আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠি তোমাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। মহারাজ, ঘোর পাপ এবং অভিমানের ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তুমি পুণ্যফল প্রাপ্ত হইবে। হে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, আমি তোমার বংশের পূর্ব নরপতি নহুষ, চন্দ্রের অধস্তন পঞ্চমপুরুষ, চন্দ্রের প্রপৌত্র আয়ুর পুত্র। যজ্ঞ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং বিক্রমের দ্বারা আমি ত্রৈলোক্যের অত্যুগ্র ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলাম। সেই ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া আমার দর্প হইয়াছিল। সহস্র ব্রাহ্মণ আমায় শিবিকা বহন করিতেন। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত আমি ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিয়া অগস্ত্য কর্তৃক এই দশায় আনীত হইয়াছি। কিন্তু হে পাণ্ডব, সেই মহাত্মা অগস্ত্যের কৃপায় অদ্যাপি প্রজ্ঞা আমাকে পরিত্যাগ করে নাই।"

নহুষের পুত্র যযাতির পঞ্চপুত্রের মধ্যে যদুর বংশধর শ্রীকৃষ্ণ এবং পুরুর বংশধর যুধিষ্ঠির—এই জন্যই নহুষ যুধিষ্ঠিরের নিকট নিজেকে তাঁহার পূর্বপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মান্ধাতা—মান্ধাতা সূর্যবংশীয় নরপতি যুবনাশ্বের পুত্র। ইহার জন্মবৃত্তান্ত এক অসাধারণ প্রকারের। মহারাজ যুবনাশ্ব পুত্র কামনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞান্তে ঋষিগণ মহিষীর পানের নিমিত্ত যে যজ্ঞীয়জল রাখিয়াছিলেন—একদা রাত্রিকালে রাজা যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত হইয়া অজ্ঞাতসারে সেইজলই পান করিয়াছিলেন। ফলে যুবনাশ্ব গর্ভধারণ করেন এবং যথাকালে রাজার জঠর বিদীর্ণ করিয়া এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হন। সদ্যোজাত শিশু কাহার স্তন্যপান করিবে পুত্রপ্রসবান্তে মৃত যুবনাশ্বের অমাত্যাদি স্বজনেরা যখন এই চিন্তায় বিধুর তখন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ঐ শিশুর সমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন "মাময়ং ধাস্যতি—এ আমাকে ধয়ন করিবে অর্থাৎ আমার স্তন্যপান করিবে।" এবং সদ্যঃ প্রসূত শিশুকে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে লেহন করাইতে লাগিলেন। এইরূপে ইন্দ্রকর্তৃক সঞ্চারিতশক্তি শিশু 'মান্ধাতা' নামে খ্যাত হন এবং কালক্রমে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তপস্যা, যজ্ঞ, ও বিক্রমের দ্বারা অখিল ভুবনের সম্রাট্ হইয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করেন।

প্রাণানাং শ্রেষ্ঠত্ব-নিরূপণম্

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

(পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ, প্রথমঃ খণ্ডঃ)

ছান্দোগ্যম্—ছন্দস্-গৈ+টক্=ছন্দোগ (উপপদ-তৎপুরুষঃ), ছন্দোগ+ ঞ্য (পা. ৪।৩।১২৯) (ব্যবহারার্থে বা অভ্যাসার্থে), ক্লীবলিঙ্গ।

উপনিষৎ—উপ-নি-সদ্+ক্বিপ্ (Opt. উপনিষদ্), স্ত্রীলিঙ্গ; বেদশিরোভাগ, দার্শনিক তত্ত্বালোচনাপূর্ণ বৈদিক গ্রন্থবিশেষ; "উপ (অর্থ)—সামীপ্য বা সত্বর; 'নি' (অর্থ)—নিশ্চয়. 'সদ্' (অর্থ)—প্রাপ্তি ও অবসাদন বা শিথিলীকরণ। যে বিদ্যা দ্বারা মুমুক্ষুগণের শীঘ্র নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সংসার-নিদান অজ্ঞান উন্মূলিত হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম 'উপনিষৎ'। অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত, সংহিতাভাগে উপনিষদের সংখ্যা অতি অল্প।" —মহামহোপাধ্যায় ৺দুর্গাচরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-লিখিত ঈশ-কেন-কঠোপনিষদের 'আভাস'।

অধ্যায়ঃ—অধি-ই+ঘঞ্ (কর্মবাচ্যে), বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ।

Introduction. উপনিষৎ বেদের অংশবিশেষ, তাই 'বেদ' ও তাহার বিভাগ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা ছাত্রদের একান্ত দরকার। এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় ৺দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের লিখিত নিম্নোদ্ধৃত 'আভাস' হইতে প্রাচীন পণ্ডিতগণের অভিমত জানা যাইবে—"একদা আদিপুরুষ ব্রহ্মা যোগাসনে সমাসীন হইয়া, স্থিরচিত্তে পরমাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে কল্যাণময় পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার হৃদয়-কন্দরে একটি অস্ফুট নাদধ্বনি অভিব্যক্ত হইল, পরে, সর্বদেবের বীজরূপী, ব্রহ্মনাম প্রণব ও স্বর-ব্যঞ্জনময় বর্ণরাশি একে একে অভিব্যক্ত হইল। তখন ব্রহ্মা সেই বর্ণরাশির সহযোগে যে শব্দসমূহ চতুর্মুখে উচ্চারণ করিলেন জগতে তাহাই **বেদবিদ্যা** বলিয়া বিখ্যাত হইল।

অনন্তর, তিনি সেই অপূর্ব বেদবিদ্যার বিস্তার-মানসে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরঃ প্রভৃতি ঋষিগণকে তাহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে বৈদিক জ্ঞানালোক জগতে প্রসারিত হইয়া পড়িল। এইরূপে যুগ-যুগান্তর চলিতে লাগিল; ক্রমে দ্বাপর যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন,—

"পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশ-কলয়া বিভুঃ ।
অবতীর্ণো মহাভাগঃ বেদং চক্রে চতুর্বিধম্ ॥
ঋগথর্ব-যজুঃসাম্নাং রাশীন্ উদ্ধৃত্য বর্গশঃ ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব ॥"

ভগবান্ নারায়ণ পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হন; তাঁহার নাম হইল 'কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন'। তিনি বেদশিক্ষার সৌকর্যার্থ এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে চারিটি সংহিতা সংকলন করিলেন। এই প্রকার বেদ-বিভাগের ফলে তখন হইতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের অপর নাম হইল—'বেদব্যাস'।

বেদব্যাস কেবল বেদ-বিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, যাহাতে সে সকলের সুবহুল প্রচার হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে নিজের প্রধান শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু এই চারি জনকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারিটি সংহিতা শিক্ষা দিলেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ আবার নিজ নিজ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যথাযথরূপে চতুর্বেদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক সময়ে ঋষিমণ্ডলে একটি নিয়ম নিবদ্ধ হয় যে—

"ঋষির্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি।
তস্য বৈ সপ্তরাত্রান্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥"

অদ্য এই মেরুশিখরস্থিত ঋষি-সমাজে যে ঋষি সমাগত না হইবেন, সপ্তরাত্রির মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম-সত্ত্বেও মহর্ষি বৈশম্পায়ন কোন কারণে সেই সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; অথচ ঘটনাক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অতর্কিতভাবে তাঁহার দ্বারা একটি ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হইয়া পড়ে। তখন তিনি স্বীয় পাপ-বিমোচনার্থ নিজের প্রতিনিধিরূপে শিষ্যগণকে তপস্যা করিবার আদেশ করিলেন। শিষ্যগণও অবনত-মস্তকে গুরুর আজ্ঞা শিরোধারণপূর্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে অন্যতম শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়া বৈশম্পায়নকে বলিতে লাগিলেন—

"যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্যমাহাহো ভগবন্ কিয়ৎ।
চরিতেনাল্পসারাণাং করিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্ ॥"

"ভগবন্! আপনার এই সকল শিষ্য অতি অসার—হীনবীর্য; ইহাদের সুদীর্ঘ তপস্যায়ও আপনার অভীষ্ট-ফল-লাভের আশা নাই। আজ্ঞা করুন, আমিই উগ্র

তপস্যা দ্বারা আপনার পাপ বিনাশ করিব। যাজ্ঞবল্ক্যের এবংবিধ গর্বিত বচন শ্রবণ করিয়া—

"ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া।
বিপ্রাবমন্ত্রা শিষ্যেণ, মদধীতং ত্যজাশ্বিতি ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন কোপ-সহকারে বলিলেন — "তোমার ন্যায় ব্রাহ্মণাবজ্ঞাকারী শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই ; তুমি অবিলম্বে চলিয়া যাও, এবং আমার নিকট যে কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা প্রত্যর্পণ কর।"

অভিমানী যাজ্ঞবল্ক্যও গুরুর আদেশানুসারে অধীত সমস্ত বেদবিদ্যা তৎক্ষণাৎ উদ্গিরণ করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য কতিপয় ঋষি ঐরূপে বেদের দুর্দশা-দর্শনে দুঃখিত হইয়া, উদ্গীর্ণ রাশি গ্রহণে অভিলাষী হইলেন ; কিন্তু মনুষ্যদেহে বান্ত-ভক্ষণ অবিহিত বিবেচনা করিয়া, তিত্তিরী-পক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন, এবং সেই শরীরে উদ্গীর্ণ বেদসমূহ ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়-মধ্যে সেই বেদের প্রচার করিতে থাকিলেন। তদবধি সেই বেদভাগ **'কৃষ্ণ-যজুর্বেদ'** ও **'তৈত্তিরীয় শাখা'** নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত বেদবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদ-বিজ্ঞানহীন জীবন পশুর ন্যায় হীন ও ঘৃণার পাত্র, এখন কি উপায়ে কাহার নিকট বেদ শিক্ষা করি। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্মরণ হইল যে,—

"ঋগ্ভিঃ পূর্বাহ্ণে দিবি দেব ঈয়তে, যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ।
সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে, বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি দেবঃ।

এই স্বয়ং প্রকাশমান সূর্যদেব পূর্বাহ্ণে ঋগ্বেদে ভূষিত হইয়া গগনে উদিত হন, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদে অধিষ্ঠান করেন এবং সায়ংসময়ে সামবেদে শোভিত হন ; ইনি ত্রিসন্ধ্যাই বেদশূন্য হইয়া থাকেন না। অতএব, ইঁহার নিকটই বেদ শিক্ষা করিব।

যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া সূর্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্যদেবও আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া বাজিরূপ ধারণপূর্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। সূর্যোপদিষ্ট এই বেদভাগকে **'শুক্ল-যজুর্বেদ'** বলা হয়, এবং সূর্যের বাজ (কেশর) হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া অথবা যাজ্ঞবল্ক্যের (অন্নসম্পত্তি প্রচুর ছিল এই কারণে তাঁহার) নাম বাজসনি ['বাজ' অর্থে অন্ন, 'সনি' অর্থ ধন (সম্পৎ)] তাঁহার অধীত বলিয়া ইহার অপর নাম হইয়াছে **'বাজসনেয়ী সংহিতা'**। যাজ্ঞবল্ক্য

আবার এই বেদভাষাকে কণ্ব ও মধ্যন্দিন প্রভৃতি শিষ্য-সম্প্রদায়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই কারণে 'কাণ্ব' ও 'মাধ্যন্দিন' প্রভৃতি শাখা-সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে শিষ্য-সম্প্রদায়ের নামানুসারে কৃষ্ণ যজুর্বেদেও 'চরক' ও 'আধ্বর্য্যব' প্রভৃতি কতকগুলি শাখার আবির্ভাব হইয়াছে।

"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদ-নামধেয়ম্" এই সূত্রানুসারে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত বেদ-সমূহের আরও দুইটি সাধারণ বিভাগ আছে—(১)—মন্ত্রভাগ, (২) ব্রাহ্মণ-ভাগ। মন্ত্রভাগ সাধারণতঃ 'সংহিতা নামেই পরিচিত, ইহাতে প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধি, নিষেধ, মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতি বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; আর সংহিতাভাগে যে সকল গূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, মন্দমতি পুরুষেরা পাছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া অন্যরূপ কদর্থ করে, এই শঙ্কায় লোক হিতৈষিণী শ্রুতি নিজেই নিজের অভিপ্রায় যে অংশে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণই বেদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই সাদৃশ্য থাকায় বেদের মধ্যেও ঐ ব্যাখ্যাংশ "ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যেও অনেক প্রকার বিভাগ বিদ্যমান আছে, অনাবশ্যক বোধে সে সকলের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। ব্রাহ্মণ-ভাগে প্রধানতঃ স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিবৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবিদ্যাই বেদের সার বলিয়া 'বেদান্ত', এবং অজ্ঞান-নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া 'উপনিষৎ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

'উপনিষৎ শব্দটি উপ+নি-পূর্বক 'সদ্' ধাতু হইতে ক্বিপ্-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে 'উপ' অর্থ— সামীপ্য বা সত্বর, 'নি' অর্থ—নিশ্চয় 'সদ্' অর্থ— প্রাপ্তি ও অবসাদন বা শিথিলীকরণ। যে বিদ্যা দ্বারা মুমুক্ষুগণের শীঘ্র নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সংসার-নিদান অজ্ঞান উন্মূলিত হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম 'উপনিষৎ'। অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত, সংহিতা ভাগে উপনিষদের সংখ্যা অতি অল্প।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ আটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, ইহা সামবেদীয় ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত; ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ যে সামবেদীয় কোন্ শাখার অন্তর্গত তাহা নিঃসংশয়রূপে নিশ্চয় করা কঠিন।......

প্রচলিত উপনিষৎ-শ্রেণীর মধ্যে ছান্দোগ্যোপনিষৎ অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। ইহাতে যেমন ভাষার সরলতা তেমনি ভাবের গভীরতা, যেমন আখ্যায়িকার সুশৃঙ্খলা তেমনি আবার উপদেশের মধুরতা, সমস্তই যেন অপূর্ব সৌন্দর্য-

সমাবেশে পরিপূর্ণ। অল্পজ্ঞজনের অনুষ্ঠেয় কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞজন-সেবিত ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যন্ত এমনই নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত, আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পাইতে পারেন। ... ...প্রথমেই অবাঙ্মনস-গোচর দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া কর্মাসক্ত মন্দমতি মানবগণের অধঃপতনের পথ প্রসারিত করেন নাই, অথবা ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইলেও কর্মকাণ্ডের হীনতা বা হেয়তা ঘোষণা দ্বারা কর্মাসক্ত জনগণের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়া ঘোরতর অনর্থকর দুর্দিনের সঞ্চার করেন নাই, পরন্তু শাস্ত্রবিহিত কর্মের ভিতর দিয়া কিরূপে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য কিভাবে কর্মের সাহায্য লইতে হয় এবং কিরূপেই বা বাহ্য বিষয়াসক্ত মলিনতাময় হৃদয়-দর্পণে বিমল জ্ঞানালোকের উদ্বোধন হয়, তাহারই সুগম, সুনিশ্চিত ও সুপ্রশস্ত উপায় উপদেশ করিয়াছেন। ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ । গীতা

তাই লোকহিতৈষী শ্রুতিও প্রথমে কর্মাঙ্গভূত 'উদ্গীথ' অবলম্বনে উপাসনার প্রারম্ভ করিয়াছেন।

অভিপ্রায় এই যে, যাহারা স্বভাবতই ভোগাসক্ত ও কর্মানুষ্ঠান নিরত, তাহাদিগকে আর কর্মানুষ্ঠানের জন্য উপদেশ করিবার আবশ্যক হয় না, তাহাদিগকে কেবল এইমাত্র বুঝাইয়া দিতে হয় যে, বেদবিহিত কর্মমাত্রই সফল, পুরুষগণ অনুষ্ঠিত কর্মফলে আপন আপন অভীষ্ট-লাভে পরিতৃপ্ত হয় সত্য, কিন্তু কর্মফল যতই বড়, যতই মনোরম, যতই লোভনীয় এবং যতই দীর্ঘকালস্থায়ী হউক না কেন, কিছুতেই ধ্বংস ও তারতম্যাদি দোষের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। কর্মিগণ কর্মলব্ধ বিপুল সুখ সমৃদ্ধি-সম্ভোগের পর মর্ত্যলোকে পুনঃ প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী-ধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥"

শ্রুতি বলিয়াছেন—"যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" ... ...জীব যদি ত্রিতাপ-পরীত সংসার বৃক্ষের তীব্র জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়, অনন্ত অনর্থ-বীজ জন্ম-মরণ-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত শান্তি-সুধার অক্ষয় প্রস্রবণ মুক্তি-তরুর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় থাকিয়া

ব্রহ্মানন্দ-লাভে-তাপিত প্রাণ শীতল করিতে চায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম-জ্ঞান ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর নাই।

শ্রুতি তারস্বরে বলিতেছেন—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" অর্থাৎ জীব ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইলেই মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিতে পারে, নচেৎ মৃত্যুভয় বিরহিত সেই মোক্ষধামে যাইবার আর অন্য কোনও উপায় নাই......জ্ঞান-বিরহিত কর্ম দ্বারা যখন পরম-পুরুষার্থ মুক্তি-লাভের আশা করা যায় না, অথচ বিষয়-বাসনায় মলিন ও রেখাঙ্কিত হৃদয়-দর্পণে যখন বিমল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিফলনও সম্ভবপর হয় না, পক্ষান্তরে কর্মানুষ্ঠান ব্যতীত যখন চিত্তের স্থিরতা-সম্পাদন অসম্ভব, তখন কর্মও চাই জ্ঞানও চাই; কর্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানুশীলন বা উপাসনা চলিলেই জীব ক্রমশঃ আপনার অভীষ্ট পরম-পুরুষার্থ-লাভে সমর্থ হইতে পারে। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"

... ...

আচার্য শঙ্কর প্রধানতঃ এই ছান্দোগ্য শ্রুতির সাহায্যে আপনার অভিমত অদ্বৈতবাদ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। এই ছান্দোগ্যোপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত', 'স আত্মা, তৎ ত্বম্ অসি' প্রভৃতি প্রমাণ-নিচয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্য-সহযোগে ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠ করিলে উপনিষদের প্রায় কোন তত্ত্বই অবিজ্ঞাত থাকে না, এবং ব্রহ্মবিদ্যার গূঢ় রহস্যও জানিতে আর বাকী থাকে না।*

কাহিনীঃ—শরীরের কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল—কে বড়? বাগিন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়, কর্ণেন্দ্রিয়, মন ও প্রাণেন্দ্রিয়, প্রত্যেকেই মনে করে 'আমি বড়'। মীমাংসার জন্য পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলে তিনি পরিষ্কার ভাবে কিছু না বলিয়া বলিলেন যে, "যে চলিয়া গেলে এই শরীর অতিশয় পাপিষ্ঠের ন্যায় (অর্থাৎ নিতান্ত অস্পৃশ্য) হয়, সে-ই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" প্রথমেই বাগিন্দ্রিয় শরীর হইতে বহির্গত হইল, সে এক-বৎসরকাল বাহিরে থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া অন্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার অভাবে

* মহামহোপাধ্যায় ৺দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-কৃত ঈশকেন-কঠোপনিষৎ এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের ভূমিকা॥

তোমরা কি ভাবে জীবিত ছিলে?" অন্য ইন্দ্রিয়গণ বলিল, "বোবা যেমন ভাবে বাঁচিয়া থাকে; চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া কানের দ্বারা শুনিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া, প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া ছিলাম"। তখন সে অগত্যা পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিল।

তারপর চক্ষুরিন্দ্রিয় বাহির হইল, এক বৎসর পরে সেও আসিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করায় অন্য ইন্দ্রিয়গণ বলিল, 'কেন? অন্ধ কি বাঁচে না?' অগত্যা চক্ষুঃ পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিল।

তারপর কর্ণেন্দ্রিয় বাহির হইল, এক বৎসর পরে সেও আসিয়া একই রূপ প্রশ্ন করায় অন্য ইন্দ্রিয়গণ বলিল, 'কেন? বধির কি বাঁচে না?' অগত্যা কর্ণেন্দ্রিয় পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিল।

তারপর মনের পালা, বাহির হইয়া এক বৎসর পরে সেও আসিয়া একই রূপ প্রশ্ন করায় অন্য ইন্দ্রিয়গণ বলিল 'কেন? চিন্তা-শক্তি-বিহীন বালকেরা কি বাঁচে না?' অগত্যা মন পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিল।

সবাই পরাজয় স্বীকার করিল। এখন প্রাণের পালা, প্রাণ বাহিরে যাওয়ার উপক্রম করিতেই অন্য সব ইন্দ্রিয় অস্থির হইয়া পড়িল, তখন সকলেই প্রাণকে শরীর হইতে বাহির হইতে নিষেধ করিয়া প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল।

বিবাদেরও মীমাংসা হইয়া গেল।

১। অথ হ প্রাণা ……শ্রেয়ানস্মীতি ॥১॥

বিসন্ধিপাঠঃ—অথ হ প্রাণাঃ অহংশ্রেয়সি ব্যূদিরে অহং শ্রেয়ান্ অস্মি অহং শ্রেয়ান্ অস্মি ইতি।১।

শাঙ্করভাষ্যম্—অথ হ প্রাণা এবং যথোক্তগুণাঃ সন্তোঽহংশ্রেয়স্যহং শ্রেয়ানস্ম্যহং শ্রেয়ানস্মীত্যেতস্মিন্ প্রয়োজনে ব্যূদিরে নানা বিরুদ্ধং চ উদিরে উক্তবন্তঃ।১।

আনন্দগিরি-টীকা—যথোক্তা গুণা মুখ্যপ্রাণগামিনো ন প্রত্যেকং বাগাদিষু ভবন্তীতি বক্তুমাখ্যায়িকাং প্রমাণয়তি—**অথেতি**।১।

Beng. Equivalents. অথ (অনন্তর, কথান্তরারম্ভে) হ (ঐতিহ্যে) প্রাণাঃ (বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ) অহং শ্রেয়সি (অহঙ্কার করিয়া, স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপনার্থ-'আমি বড়,' 'আমি বড়' এইরূপ) ব্যূদিরে (নানা বিরুদ্ধ বাক্য বলিতে লাগিল, বা বিবাদ করিতে লাগিল) অহং শ্রেয়ান্ অস্মি (আমি বড়) অহং শ্রেয়ান্ অস্মি (আমি বড়) ইতি (এই)।

Beng. Trans. এইরূপ কথিত আছে যে ইহার পর 'আমি বড়' 'আমি বড়' এইরূপ অহংকার করিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ বিবাদ করিতে লাগিল—

Eng. Trans. Now, these organs of sense quarrelled about thier [respective] superiority, each proclaiming, "I am the chief; I am the chief." 1.

Sans. Equivalents. অথ (অনন্তরম্ কথান্তরারম্ভে) হ (ঐতিহ্যে) প্রাণাঃ (বাগাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) অহং শ্রেয়সি (অহং শ্রেয়ান্ অস্মি, অহং শ্রেয়ান্ অস্মি, স্বস্ব-শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপনার্থম্) ইতি ব্যূদিরে (বি উদিরে, বিরুদ্ধং নানা উক্তবন্তঃ)

Notes

অথ—অব্যয় (Indeclinable), "মঙ্গলানন্তরারম্ভ-প্রশ্ন-কার্ৎস্ন্যেষথো অথ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

হ—অব্যয় (Indeclinable), "তু হি চ স্ম হ বৈ পাদপূরণে পূজনেষতি" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

প্রাণাঃ—কর্তরি প্রথমা, Verb—ব্যূদিরে। "প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ। হৃদি প্রাণঃ।" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে;

প্রাণ **in the Singular**—

(1) "শক্তিঃ পরাক্রমঃ প্রাণো বিক্রমস্ত্বতিশক্তিতা" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে, যথা—দণ্ডং চিক্ষেপ সর্বপ্রাণেন (রামায়ণ, ২৷৩২৷৩৭); দধ্মৌ চ শঙ্খম্...সর্বপ্রাণেন (মহাভারত, ৩৷১৪৬৷৬১) (2) Meaning জীবিত, যথা—প্রাণঃ স্ফুরতি (উত্তর-চরিত ৬.৩২ (বঙ্গীয় শব্দকোষ)।

প্রাণ **in the Plural**—

(1) "পুংসি ভূম্ন্যসবঃ প্রাণাশ্চৈবং জীবোঽসুধারণম্" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ;

(2) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, তুলনীয়—মনুসংহিতা ৪৷১৪৩, শ্রীমদ্ভাগবত ১৷৬৷৩১। (বঙ্গীয় শব্দকোষ)

"বোল-গন্ধরস-প্রাণ-পিণ্ড-গোপরসাঃ সমাঃ" ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে।

অহংশ্রেয়সি—অধি ৭মী। অহং শ্রেয়ান্ যস্মিন্ (প্রয়োজনে) তস্মিন্ (বহুব্রীহিঃ)।

ব্যূদিরে—বি-বদ্+লিট্ ইরে। বি-বদ্ is আত্মনেপদ here by the rule "ভাসনোপসম্ভাষা-জ্ঞান-যত্ন-বিমত্যুপমন্ত্রণেষু বদঃ'। Nom.—প্রাণাঃ। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী বদ্ (to say)—(লট্) বদতি, (লট্) বদিষ্যতি, (লুঙ্) অবাদীৎ, ণিজন্ত—বাদয়তি-বাদয়তে, ক্ত—উদিতঃ, ক্ত্বাচ্—উদিত্বা, তুমুন্—বদিতুম্, সন্নন্ত—বিবদিষতি, যঙন্ত—বাবদ্যতে।

উপসর্গযোগে অর্থান্তর—পরি-বদ্ (to accuse)—সর্বঃ শত্রুং পরিবদতি; বি-বদ্ (to quarrel)— বালকাঃ বিবদন্তে [বিমতৌ আত্মনেপদম্]। N. B বদ্ is **আত্মনেপদ** by the rules 'ভাসনোপসম্ভাষা-জ্ঞান-যত্ন-বিমত্যুপ-মন্ত্রণেষু বদঃ" "ব্যক্তবাচাং সমুচ্চারণে," 'অনোরকর্মকাৎ' and "অপাদ্ বদঃ"। Examples—(a) স্মৃতৌ মনুঃ বদতে (প্রতিপাদয়তি), (b) ক্লিষ্টমুপবদতে (সান্ত্বয়তি), (c) শিষ্যমুপবদতে (প্রলোভয়তি), (d) পাণিনিঃ বদতে (বদিতুং জানাতি), (e) ক্ষেত্রে বদতে (যত্নং করোতি). (f) ছাত্রা বিবদন্তে, (g) পরনারীম্ উপবদতে (entices away), (h) বালকাঃ সম্প্রবদন্তে (speak simultaneously) [But সম্প্রবদন্তি পক্ষিণঃ প্রাতঃ and বালকাঃ ক্রমেণ বদন্তি], (i) কঠঃ কলাপস্য অনুবদতে (imitates) [But উক্তম্ অনুবদতি and অনুবদতি বীণা], (j) ধনার্থী ন্যায়ম্ অপবদতে (forsakes)।

অহম্—কর্তরি প্রথমা, Verb—অস্মি।

শ্রেয়ান্—প্রশস্য+ঈয়সুন, পুং, প্রথমার একবচন।

অস্মি—সমা-ক্রি, অস্+লট্ মি। অদাদি পরস্মৈপদী অস্ (to be)— লট্) অস্তি, স্তঃ, সন্তি ; (লট্) ভবিষ্যতি, (লিট্) বভূব and আস, আসতুঃ, আসুঃ (rare).

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) ; "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

Ch. of voice. অথ হ প্রাণৈঃ·········ব্যূদে।

২। তে হ প্রাণাঃ······সঃ বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ।২।

বিসন্ধিপাঠঃ—তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিম্ পিতরম্ এত্য উচুঃ—ভগবন্ কঃ নঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি। তান্ [প্রজাপতিঃ] হ উবাচ যস্মিন্ বঃ উৎক্রান্তে শরীরম্ পাপিষ্ঠতরম্ ইব দৃশ্যেত সঃ বঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি। ২।

Printing Mistake. সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে পিতরম্ এত্ম উচুঃ ছাপা আছে "এত্ম' স্থলে 'এত্য' হইবে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্—তে হ তে হৈবং বিবদমানা আত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্ব-বিজ্ঞানায় প্রজাপতিং পিতরং জনয়িতারং কংচিদেত্যোচুরুক্তবন্তো হে ভগবান্ কো নোঽস্মাকং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽভ্যধিকো গুণৈরিত্যেবং পৃষ্টবন্তঃ। তান্ পিতোবাচ হ যস্মিন্ বো যুষ্মাকং মধ্য উৎক্রান্তে শরীরমিদং পাপিষ্ঠমিবাতিশয়েন জীবিতোঽপি সমুৎক্রান্তপ্রাণং ততোঽপি পাপিষ্ঠতরমিবাতিশয়েন দৃশ্যেত কুণপমস্পৃশ্যমশুচি দৃশ্যেত স বো যুষ্মাকং শ্রেষ্ঠ ইত্যবোচৎ কাক্কা তদ্দুঃখং পরিজিহীর্ষুঃ। ২।

আনন্দগিরি-টীকা—কংচিদ্বিরাজং কশ্যপাদীনামন্যতমং বেত্যর্থঃ। শরীরস্য পাপিষ্ঠত্বং পাপকার্যপ্রধানত্বম্। ইবশব্দোঽবধারণার্থঃ। উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্যাহ—**কুণপমিতি**। ত্যক্তপ্রাণং শবরূপমিতি যাবৎ। ননু প্রজাপতিঃ সর্বজ্ঞো মুখ্যমেব প্রাণং কিমিতি শ্রেষ্ঠং নাভিবদতি তত্রাহ—কাক্বেতি। অয়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যুক্তে যত্তেষাং বাগাদীনাং দুঃখং তৎ পরিহর্তুমিচ্ছন্ প্রজাপতিঃ স্বরভঙ্গোপায়-বিশেষেণ শ্রেষ্ঠমুক্তবান্ ন স্ফুটমিত্যর্থঃ। ২।

Beng. Equivalents. তে (এইরূপ বিবদমান সেই) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) পিতরম্ (জনক) প্রজাপতিম্ ([কশ্যপাদির অন্যতম] প্রজাপতির নিকটে) এত্য (আসিয়া) উচুঃ (বলিল)—ভগবন্, 'কঃ নঃ শ্রেষ্ঠঃ' ইতি (মহাশয়, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?)। তান্ (তাহাদিগকে) [প্রজাপতি] হ উবাচ (বলিলেন), বঃ (তোমাদের মধ্যে) যস্মিন্ উৎক্রান্তে (যে চলিয়া গেলে) শরীরম্ (দেহ) পাপিষ্ঠতরম্ ইব (অধিক পাপিষ্ঠের মত, স্বভাবতঃ পাপপূর্ণ হইলেও অতিশয় অস্পৃশ্যত্বাদিযুক্ত) দৃশ্যেত (দেখা যাইবে), বঃ (তোমাদের মধ্যে) সঃ (সে) শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ) ইতি।

Beng. Trans. এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়সমূহ পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—ভগবন্, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—যে বহির্গত হইলে এই শরীর অতিশয় পাপিষ্ঠের ন্যায় হয় (অর্থাৎ নিতান্ত অস্পৃশ্য হয়), সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ২।

Eng. Trans. They the organs repaired to the Patration **Prajāpati** and enquired, "Lord, which of us is the chief ?" Urch them said he : "Of you, he whose departure makes the body to appear as worthless, the chief." 2.

Sans. Equivalents. তে (এবং বিবদমানাঃ) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) হ (ঐতিহ্যে) পিতরম্ (জনকম্) প্রজাপতিম্ এত্য (প্রজাপতি-সমীপম্ উপগম্য) উচুঃ (উক্তবন্তঃ) ভগবন্ (হে পূজ্য), নঃ (অস্মাকম্, প্রাণানাং মধ্যে) কঃ শ্রেষ্ঠঃ (সর্বোৎকৃষ্টঃ) ইতি। [এবং পৃষ্টঃ প্রজাপতিঃ] তান্ (পূর্বোক্তান্ প্রাণান্) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে)—বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) যস্মিন্ উৎক্রান্তে (শরীরাৎ নির্গতে সতি) শরীরং পাপিষ্ঠতরম্ (স্বভাবতঃ পাপযুক্তমপি অতিশয়েন অস্পৃশ্যতাদি-যুক্তম্) ইব দৃশ্যেত (অনুভূয়েত) সঃ (ইন্দ্রিয়ঃ) বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ (সর্বোৎকৃষ্টঃ) ইতি। ২।

Notes

তে—Pronominal adj. to প্রাণাঃ। পুংলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার বহুবচন।

প্রাণাঃ—প্রাণ-শব্দের প্রথমার বহুবচন, Nom. to উচুঃ, কর্তরি প্রথমা।
[বিভিন্ন অর্থের জন্য ১নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

হ—অব্যয় (Indeclinable)।

পিতরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Qualifying প্রজাপতিম্।

প্রজাপতিম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to এত্য। প্রজানাং পতিঃ (ষষ্ঠীতৎ) তম্।

"স্রষ্টা প্রজাপতির্বেধা বিধাতা বিশ্বসৃড্ বিধিঃ" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে; The word has different meanings—(1) জনগণের পতি—ব্রহ্মা, তুলনীয় রামায়ণ ১।১।১৩; (2) ব্রহ্মার তপস্যাজাত মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ—এই দশজন (মনু ১।৩৫) *N. B.* ইঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের। প্রত্যেক মন্বন্তরে পৃথক্ পৃথক্ প্রজাপতি থাকেন, বর্তমানে বৈবস্বত মন্বন্তর।

এত্য—অস-ক্রি, আ-ই+ল্যপ্। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ই (to go)—(লট্) এতি, ইতঃ, যন্তি; (লঙ্) ঐৎ, ঐতাম্, আয়ন্, (লৃট্) এষ্যতি, Passive ঈয়তে, ণিজন্ত—গময়তি বা আয়য়তি, ক্ত—ইতঃ, ক্ত্বাচ্—ইত্বা, তুমুন্—এতুম্।

ঊচুঃ—সমা-ক্রি, ব্রূ (or বচ্)+লিট্ উস্। অদাদিগণীয় উভয়পদী ব্রূ (to speak)—(লট্) ব্রবীতি-আহ-ব্রূতে, (লৃট্) বক্ষতি-বক্ষ্যতে, Passive—উচ্যতে, ণিজন্ত—বাচয়তি, ক্ত—উক্তঃ, ক্ত্বাচ্—উক্ত্বা, তুমুন্—বক্তুম্। Nom—প্রাণাঃ।

ভগবন্—ভগ+মতুপ্ সম্বোধনে। "ভগং শ্রী-কাম-মাহাত্ম্য-বীর্য-যত্নার্ক-কীর্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; "ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।"

নঃ—সর্বনাম, অস্মদ্ শব্দ 'যতশ্চ নির্ধারণম্' ইতি নির্ধারণে ষষ্ঠী, Opt. form অস্মাকম্।

কঃ—সর্বনাম কিম্ পুং কর্তরি প্রথমা Nom. to ভবতি understood.

শ্রেষ্ঠঃ—প্রশস্য+ইষ্ঠ, পুং প্রথমার একবচন। Adj. to কঃ।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable); "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

তান্—সর্বনাম, তদ্ পুং কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to উবাচ।

উবাচ—সমা-ক্রিয়া, ব্রূ (or বচ্)+লিট্ ণল্ (ব্রূ-ধাতুর রূপ পূর্বে দেখ), Nom.—প্রজাপতিঃ।

হ—অব্যয় (Indeclinable); "তু হি চ স্ম হ বৈ পাদপূরণে পূজনে স্বতি" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে অর্থাৎ পাদপূরণার্থ-প্রয়োক্তব্য তু, হি, চ, স্ম, হ, বৈ; পূজনের নাম—সু, অতি।

বঃ—সর্বনাম, যুষ্মদ্ শব্দ, শেষে ষষ্ঠী, relating to মধ্যে understood. Opt. যুষ্মাকম্।

যস্মিন্—'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' ইতি ভাবে সপ্তমী, পুংলিঙ্গ যদ্-শব্দের সপ্তমীর একবচনে।

উৎক্রান্তে—উৎ-ক্রম্+ক্ত, সপ্তমীর একবচন, Adj. to যস্মিন্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ক্রম্ (to walk)—(লট্) ক্রামতি-ক্রাম্যতি, (লোট্) ক্রামতু-ক্রাম্যতু, (লৃট্) ক্রমিষ্যতি, ক্ত—ক্রান্তঃ, ক্ত্বাচ্—ক্রমিত্বা, ক্রান্ত্বা বা ক্রন্ত্বা, তুমুন্—ক্রমিতুম্। কোন কোন অর্থে আত্মনেপদী (লট্) ক্রমতে, (লৃট্) ক্রংস্যতে।

ক্রম্-ধাতু নিম্নলিখিত সূত্রানুসারে আত্মনেপদী হয়—

(১) বৃত্তি সর্গ-তায়নেষু ক্রমঃ (অপ্রতিবন্ধ, উৎসাহ ও বৃদ্ধি অর্থে)—শাস্ত্রেষু ক্রমতে বুদ্ধিঃ, বালকঃ অধ্যয়নায় ক্রমতে, সতাং শ্রীঃ ক্রমতে।

(২) উপ-পরাভ্যাম্—বালকস্য বুদ্ধিঃ শাস্ত্রেষু উপক্রমতে (ন প্রতিহন্যতে), ভটাঃ যুদ্ধায় পরাক্রমতে (উৎসহতে)।

(৩) আঙ্ উদ্গমনে—সূর্যঃ আক্রমতে (উদয়তে), কিন্তু আক্রামতি ধূমো হর্ম্যতলাৎ, রবিঃ গিরিম্ আক্রামতি, শত্রুঃ নগরীম্ আক্রামতি (assails).

(৪) বেঃ পাদ-বিহরণে—সাধু বিক্রমতে বাজী।

(৫) প্রোপাভ্যাং সমর্থাভ্যাম্—স বক্তুং প্রক্রমতে (আরভতে), বালকঃ পঠিতুম্ উপক্রমতে (আরভতে)।

উপসর্গযোগে অর্থান্তর—(১) অতি-ক্রম্ (to pass)—অন্ধঃ কৃচ্ছ্রাৎ পন্থানম্ অতিক্রামতি, (to surpass)—বালকাঃ বৃদ্ধমপি গুণেন অতিক্রামন্তি।

(২) আ-ক্রম্ (to go upwards)—সূর্যঃ আক্রমতে।

(৩) পরি-ক্রম্ (to walk about)—বৃদ্ধঃ উদ্যানং পরিক্রামতি।

(৪) উপ-ক্রম্ বা প্র-ক্রম্ (to begin)—স বক্তুং প্রক্রমতে উপক্রমতে বা।

(৫) সম্-ক্রম্ (to pass)—দেহাৎ দেহান্তরং রোগঃ সংক্রামতি।

শরীরম্—বি, উক্তে কর্মণি প্রথমা। Verb দৃশ্যতে। "অঙ্গং প্রতীকোঽবয়বোঽপঘনোঽথ কলেবরম্। গাত্রং বপুঃ সংহননং শরীরং বর্ষ্ম বিগ্রহঃ। কায়ো দেহঃ ক্লীব-পুংসোঃ স্ত্রিয়াং মূর্তিস্তনুস্তনূঃ।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে। অর্থাৎ হস্তপদাদি অবয়বের নাম—অঙ্গ (ক্লীং), প্রতীক, অবয়ব, অপঘন (পুং) [গাত্র (ক্লীং)]। শরীরবাচক—কলেবর, গাত্র, বপুস্, সংহনন, শরীর, বর্ষ্মন্ (ক্লীং), বিগ্রহ, কায় (পুং), দেহ (পুং-ক্লীং) মূর্তি, তনু, তনূ (স্ত্রীং)।

পাপিষ্ঠতরম্—পাপ+ইষ্ঠ+তরপ্, ক্লীং প্রথমার একবচন; qualifying শরীরম্।

ইব—অব্যয় (Indeclinable)।

দৃশ্যেত—সমা-ক্রি, দৃশ্+কর্মবাচ্যে বিধিলিঙ্ ঈত। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী। দৃশ্ (to see)—(লট্, পশ্যতি, (লৃট্) দ্রক্ষ্যতি, ণিজন্ত—দর্শয়তি, সন্নন্ত—দিদৃক্ষতে (আত্মনেপদ by the rule "জ্ঞা-শ্রু-স্মৃ-দৃশাং সনঃ,"), ক্ত—দৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দৃষ্ট্বা, তুমুন্—দ্রষ্টুম্।

সঃ—কর্ত্তরি প্রথমা, verb—ভবতি understood. পুং তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

বঃ—সর্বনাম, যুষ্মদ্ শব্দ, নির্ধারণে ষষ্ঠী, Opt. যুষ্মাকম্।

শ্রেষ্ঠঃ—প্রশস্য+ইষ্ঠ, পুং প্রথমার একবচন। qualifying সঃ।

Ch. of voice. তৈঃ হ প্রাণৈঃ......উচে—সঃ কেন শ্রেষ্ঠেন (ভূয়তে) ইতি। তে উচিরে (প্রজাপতিনা)......শরীরং পাপিষ্ঠতরং পশ্যেয়ুঃ (জনাঃ) তেন বঃ শ্রেষ্ঠেন (ভূয়তে) ইতি। ২।

৩। **সা হ বাগুচ্চক্রাম......প্রবিবেশ হ বাক্। ৩।**

বিসন্ধি-পাঠ :—সা হ বাক্ উচ্চক্রাম, সা সংবৎসরম্ প্রোষ্য পর্যেত্য উবাচ—কথম্ অশকত ঋতে মৎ জীবিতুম্ ইতি। যথা কলাঃ অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তঃ মনসা এবম্ ইতি। প্রবিবেশ হ বাক্। ৩।

Printing Mistake—সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে 'অবদন্ত' ও 'প্রাণন্ত' ছাপা আছে, উহা 'অবদন্তঃ' ও 'প্রাণন্তঃ' হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্—তথোক্তেষু পিত্রা প্রাণেষু সা হ বাগুচ্চক্রাম উৎক্রান্তবতী। সা চোৎক্রম্য সংবৎসরমাত্রং প্রোষ্য স্বব্যাপারান্নিবৃত্তা সতী পুনঃ পর্যেত্যেতরান্ প্রাণানুবাচ—কথং কেন প্রকারেণাশকত শক্তবন্তো যূয়ং মদৃতে মাং বিনা জীবিতুং ধারয়িতুমাত্মানমিতি। তে হোচুর্যথা কলা ইত্যাদি। কলা মূকা যথা লোকেঽবদন্তো বাচা জীবন্তি। কথম্? প্রাণন্তঃ প্রাণেন, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তো মনসৈবং সর্বকরণচেষ্টাং কুর্বন্ত ইত্যর্থঃ। এবং বয়মজীবিষ্মেত্যর্থঃ। আত্মনোঽশ্রেষ্ঠতাং প্রাণেষু বুদ্ধ্বা প্রবিবেশ হ বাক্, পুনঃ স্বব্যাপারে প্রবৃত্তা বভূবেত্যর্থঃ। সমানমন্যচ্চক্ষুর্হোচ্চক্রাম, শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম, মনো হোচ্চক্রামেত্যাদি। যথা বালা অমনসোঽপ্ররূঢ়মনস ইত্যর্থঃ। ২-৫

আনন্দগিরি-টীকা—অন্যদিত্যস্য বিষয়মাহ—চক্ষুরিতি। বালানামপি বহিরন্তরিন্দ্রিয়ত্বাবিশেষাৎ কথমমনস ইতি বিশেষণম্ অত আহ—অপ্ররূঢ়েতি। ২-৫

Beng. Equivalents. সা (প্রসিদ্ধ) হ (ঐতিহ্যে) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) উচ্চক্রাম ([দেহ হইতে] বহির্গত হইল); সা (চ) সংবৎসরম্ (এক বৎসর

কাল) প্রোষ্য (প্রবাসে অর্থাৎ শরীরের বহির্দেশে থাকিয়া) পর্যেত্য (ফিরিয়া আসিয়া) উবাচ ([অন্য ইন্দ্রিয়দিগকে এই কথা] বলিল)—[তোমরা] মৎ ঋতে (আমাকে ছাড়া) কথম্ (কি প্রকারে) জীবিতুম্ (বাঁচিয়া থাকিতে) অশকত (সমর্থ হইলে) ? [অন্য ইন্দ্রিয়গণ বলিল—] কলাঃ (বাগিন্দ্রিয়হীন, মূক) যথা (যেমন) অবদন্তঃ (কথা না বলিয়া), প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিয়া) চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া) শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ (কানের দ্বারা শুনিয়া) মনসা ধ্যায়ন্তঃ (মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া) [বাঁচিয়া থাকে]. এবম্ ইতি (সেইরূপই [আমরা বাঁচিয়া ছিলাম]) । [তাহা শুনিয়া] বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) প্রবিবেশ হ (শরীরে প্রবেশ করিল) । ৩ ।

Beng. Trans. [এই কথার পর] সেই বাগিন্দ্রিয় শরীর হইতে বহির্গত হইল ; সে-এক-বৎসরকাল বাহিরে থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—[হে ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা] আমার অভাবে কিরূপে জীবিত ছিলে ? [ইন্দ্রিয়গণ বলিল—] বাগিন্দ্রিয়হীন বোবা লোকেরা যেরূপ কথা না বলিয়া প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিয়া, চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া, কানের দ্বারা শুনিয়া, এবং মনের সাহায্যে চিন্তা করিয়া বাঁচিয়া থাকে, সেইরূপ (আমরাও ছিলাম) । [ইহা শুনিয়া] বাগিন্দ্রিয় [শরীরমধ্যে] প্রবেশ করিল । ৩ ।

Eng. Trans. Of a truth Speech departed [from the body] ; it returned after a year's absence and said [to the other organs] : "How did you survive my separation ?" "In the same way' replied they, "in which the dumb, without speaking, breathes through [the agency of] his life, seeth by his eyes, heareth by his ears, and reflecteth in his mind." Speech resumed his place.

Sans. Equivalents. সা (প্রসিদ্ধা) হ (ঐতিহ্যে) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) উচ্চক্রাম (শরীরাৎ বহির্গতবতী) ; সা [চ] সংবৎসরম্ (বর্ষৈককালং ব্যাপ্য) প্রোষ্য (প্রবাসে স্থিত্বা—শরীরাৎ বহিঃ অবস্থায়) পর্যেত্য (পুনরাগত্য) উবাচ ([অন্যান্ প্রাণান্] উক্তবতী—) [ভোঃ প্রাণাঃ, যূয়ম্] মৎ ঋতে (মাং বিনা) কথম্ (কেন প্রকারেণ) জীবিতুম্ (আত্মানং ধারয়িতুম্) অশকত (সমর্থাঃ অভবত) । [ইতরে প্রাণাঃ ঊচুঃ—] কলাঃ বাগিন্দ্রিয়হীনাঃ মূকাঃ) যথা (যদ্বৎ) অবদন্তঃ (ন বদন্তঃ, বাগ্ব্যাপারম্ অকুর্বন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণ-সাহায্যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদিব্যাপারঃ কুর্বন্তঃ) চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (নেত্রেণ আলোকয়ন্তঃ) শ্রোত্রেণ

শৃণ্বন্তঃ (কর্ণেন শব্দমুপলভমানাঃ) মনসা ধ্যায়ন্তঃ (চিত্তেন চিন্তয়ন্তঃ) [জীবন্তি] এবম্ (তথৈব) [বয়ম্ জীবিতুং সমর্থাঃ] ইতি। [তৎশ্রুত্বা] বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) প্রবিবেশ হ ([শরীরম্] প্রাবিশৎ)। ৩।

Notes

সা—স্ত্রীলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন। Adj. to বাক্।

হ—অব্যয় (Indeclinable).

বাক্—কর্তরি ১মা, Nom. to উচ্চক্রাম ; স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্-শব্দের ১মার ১বচন।

উচ্চক্রাম—সমা-ক্রি ; উৎ-ক্রম্+লিট্ অ ; (ক্রম্-ধাতুর রূপ প্রভৃতির জন্য ২নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

সা—স্ত্রীলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন ; কর্তরি প্রথমা।

সংবৎসরম্—বি, 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' ইতি দ্বিতীয়া। সংবৎসর is Masculine, "সংবৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রী শরৎ সমাঃ" ইত্যমরঃ কালবর্গে ; অর্থাৎ সংবৎসর হইতে সমা পর্যন্ত ৬টী শব্দে বৎসর বুঝায়—সংবৎসর, বৎসর, অব্দ (পুং), হায়ন (পুং-ক্লী), শরৎ, সমা (স্ত্রী)।

প্রোষ্য—অসমা-ক্রি ; প্র-বস্+ল্যপ্ ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী বস্ (to dwell) —(লট্) বসতি, (লৃট্) বৎস্যতি, Passive—উষ্যতে, ণিজন্ত—বাসয়তি, ক্ত—উষিতঃ, ক্ত্বাচ্—উষিত্বা, তুমুন্—বস্তুম্। There is another বস্ (অদাদিগণীয় আত্মনেপদী) (to wear)—(লট্) বস্তে, (লৃট্) বসিষ্যতে, ক্ত্বাচ্—বসিত্বা।

পর্যেত্য—অসমা-ক্রি ; পরি-আ-ই+ল্যপ্ ; (ই-ধাতুর রূপের জন্য ২নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) ; "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

উবাচ—সমা-ক্রি ; ব্রূ (or বচ্)+লিট্ ণল্ ; (ব্রূ ধাতুর রূপের জন্য ২নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মৎ—অস্মদ্-শব্দের পঞ্চমীর একবচন ; "অন্যারাদিতরর্তে-দিক্‌শব্দা-ঞ্চূত্তরপদাজাহিযুক্তে" ইতি ঋতে যোগে পঞ্চমী। Optionally দ্বিতীয়া—মাম্ ঋতে।

ঋতে—অব্যয় (Indeclinable) ; "পৃথগ্‌বিনান্তরেণর্তে হিরুঙ্ নানা চ বর্জনে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

কথম্—কিম্+থমু। অব্যয়।

জীবিতুম্—অসমা-ক্রি, জীব্+তুমুন্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী জীব্ (to live) —(লট্) জীবতি, (লৃট্) জীবিষ্যতি, Passive—জীব্যতে, ণিজন্ত—জীবয়তি, ক্ত—জীবিতঃ, ক্ত্বাচ্—জীবিত্বা।

অশকত—সমা-ক্রি. শক্+লুঙ্+ত (মধ্যমপুরুষের বহুবচন)। শক্-ধাতু is দিবাদিগণীয় উভয়পদী (to be able, to bear) or স্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী (to be able, to endure)।

দিবাদিগণীয়—উভয়পদী শক্—(লট্) শক্যতি-শক্যতে, (লৃট্) শক্ষ্যতি-শক্ষ্যতে, ণিজন্ত—শাকয়তি, সন্নন্ত—শিশক্ষতি-শিশক্ষতে। **স্বাদিগণীয়** পরস্মৈপদী শক্—(লট্) শক্নোতি, (লৃট্)—শক্ষ্যতি, ক্ত—শক্তঃ। লুঙ্—অশকৎ, অশকতাম্, অশকন্; অশকঃ, অশকতম্, অশকত; অশকম্, অশকাব, অশকাম।

কলাঃ—Dumb. কল has different meanings—(1) মধুর—জগুঃ কলং চ গন্ধর্বাঃ (রামায়ণ, ১।১৮।১৭), কলমন্যভৃতাসু ভাষিতম্ (রঘুবংশ, ৮।৫৯), (2) অস্ফুট, অব্যক্ত—বাষ্পকলো জনঃ (রামায়ণ, ২।৩৪), বাষ্পকলয়া বাচা (মহাভারত, ৩।৫৯।১৪), (3) অব্যক্তমধুর—কলনির্হ্রাদ (রঘুবংশ ১।৪১,) কলনূপুর (১৬।১২), (4) অবাক্, মূক (বৈজয়ন্তী)।

"কাকলী তু কলে সূক্ষ্মে ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুটে।

"কলো মন্দ্রস্তু গম্ভীরে তারোঽত্যুচ্চৈস্ত্রয়স্ত্রিষু।' ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে; অর্থাৎ মধুর ও অস্ফুট সূক্ষ্ম ধ্বনির নাম—কাকলী (স্ত্রী); মধুর অথচ অব্যক্ত শব্দের নাম—কল (ত্রিলিঙ্গ); গম্ভীর ধ্বনির নাম—মন্দ্র (ত্রিলিঙ্গ), অতি উচ্চ ধ্বনির নাম—তার (ত্রিলিঙ্গ)। [স্ত্রীলিঙ্গ-স্থলে কলা, মন্দ্রা, তারা এইরূপে ব্যবহৃত হয়।]

যথা—অব্যয় (Indeclinable), যদ্+থাচ্, প্রকারার্থে।

অবদন্তঃ—কৃদন্ত-ক্রি, ন বদন্তঃ, নঞ্-বদ্+শতৃ প্রথমার বহুবচন। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী বদ্ (to say)—(লট্) বদতি, (লৃট্) বদিষ্যতি, Passive—উদ্যতে (১নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

প্রাণেন—বি, করণে তৃতীয়া। প্রাণ is here Singular indicating a single organ (ইন্দ্রিয়)।

প্রাণন্তঃ—কৃদন্ত-ক্রি, প্র-অন্ (ণ) (অদাদি, পরস্মৈপদী)+শতৃ; ১মার বহুবচন। অদাদি পরস্মৈপদী অন্ (to live)—(লট্) অনিতি, (লট্) অনিষ্যতি। There is another দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী অন্-ধাতু (প্রাণনে, to breathe, to live)—(লট্) অণ্যতে, (লৃট্) অণিষ্যতে। ইহা ছাড়া ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী অণ্ (শব্দে, to sound)—(লট্) অণতি, (লৃট্) অণিষ্যতি।

চক্ষুষা—বি, করণে তৃতীয়া। "লোচনং নয়নং নেত্রমীক্ষণং চক্ষুরক্ষিণী। দৃগ্‌দৃষ্টী চাস্র নেত্রাম্বু রোদনং চাস্রমশ্রু চ॥" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে। চক্ষুস্-ক্লীং, রূপ—চক্ষুঃ, চক্ষুষী, চক্ষূংষি।

পশ্যন্তঃ—কৃদন্ত-ক্রি, দৃশ্+শতৃ+পুং প্রথমার বহুবচন। (দৃশ-ধাতুর রূপ প্রভৃতি ২য় অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

শ্রোত্রেণ—বি, করণে তৃতীয়া। "কর্ণশব্দগ্রহৌ শ্রোত্রং শ্রুতিঃ স্ত্রী শ্রবণং শ্রবঃ। উত্তমাঙ্গং শিরঃ শীর্ষং মূর্ধা না মস্তকোঽস্ত্রিয়াম্।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

শৃণ্বন্তঃ—কৃদন্ত-ক্রি, শ্রু+শতৃ+পুং প্রথমার বহুবচন; স্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী শ্রু (to hear)—(লট্) শৃণোতি, শৃণুতঃ, শৃণ্বন্তি; (লৃট্) শ্রোষ্যতি, passive—শ্রূয়তে, ণিজন্ত—শ্রাবয়তি, সন্নন্ত—শুশ্রূষতে (আত্মনেপদ), ক্ত—শ্রুতঃ, ক্ত্বাচ্—শ্রুত্বা, তুমুন্—শ্রোতুম্। উপসর্গযোগে—প্রতি-শ্রু or আ-শ্রু (to promise)—বিপ্রায়াং প্রতিশৃণোতি (or আশৃণোতি) রাজা।

মনসা—বি, করণে তৃতীয়া। "চিত্তং তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ।" ইত্যমরঃ কালবর্গে। মনস্—পয়স্ শব্দবৎ।

ধ্যায়ন্তঃ—কৃদন্ত-ক্রি; ধ্যৈ+শতৃ+পুং প্রথমার বহুবচন; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ধ্যৈ (to think of, to ponder over)—(লট্) ধ্যায়তি, (লৃট্) ধ্যাস্যতি, ণিজন্ত—ধ্যাপয়তি, সন্নন্ত—দিধ্যাসতি, ক্ত—ধ্যাতঃ, ক্ত্বাচ্—ধ্যাত্বা, তুমুন্—ধ্যাতুম্।

এবম্—অব্যয় (Indeclinable); "ব বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে" ইত্যমরঃ। "ইবেত্থমর্থয়োরেবং নূনং তর্কেঽর্থনিশ্চয়ে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; "স্যুরেবন্তু পুনর্বৈবেত্যবধারণবাচকাঃ" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable); "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

প্রবিবেশ—সমা-ক্রি; প্র-বিশ্+লিট্ ণল্। বর্তৃপদ-বাক্ তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী বিশ্ (to enter)—(লট্) বিশতি, (লৃট্) বেক্ষ্যতি, Passive—বিশ্যতে, ক্ত—বিষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—বিষ্ট্বা, ল্যপ্—প্রবিশ্য।

হ—অব্যয় (Indeclinable); "তু হি চ স্ম হ বৈ পাদপূরণে" ইত্যমরঃ।

বাক্—বি, কর্তরি প্রথমা; "ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাগ্বাণী সরস্বতী। ব্যবহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচঃ॥" ইত্যমরঃ শব্দাদিবর্গে।

Ch. of voice. তয়া হ বাচা উচ্চক্রমে, তয়া……(ইন্দ্রিয়াঃ) উচিরে—কথম্ (যুষ্মাভিঃ) অশক্যতাম্……যথা কলৈঃ অবদদ্ভিঃ প্রাণদ্ভিঃ……পশ্যদ্ভিঃ……শৃণ্বদ্ভিঃ…ধ্যায়দ্ভিঃ…। প্রবিবিশে চ বাচা।৩

৪। চক্ষুর্হোচ্চক্রাম……প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ।৪

বিসন্ধিপাঠঃ—চক্ষুঃ হ উচ্চক্রাম। তৎ সংবৎসরম্ প্রোষ্য পর্যেত্য উবাচ—কথম্ অশকত ঋতে মৎ জীবিতুম্ ইতি। যথা অন্ধাঃ অপশ্যন্তঃ, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তঃ মনসা, এবম্ ইতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ। ৪

Beng. Equivalents. চক্ষুঃ (চক্ষু) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম (বহির্গত হইল); তৎ (সে) সংবৎসর (একবৎসর-কাল) প্রোষ্য (প্রবাসে অর্থাৎ শরীরের বহির্দেশে থাকিয়া) পর্যেত্য (ফিরিয়া আসিয়া) উবাচ (বলিল)—[ওহে ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা] মৎ ঋতে (আমাকে ছাড়া) কথম্ (কিরূপে) জীবিতুম্ (বাঁচিয়া থাকিতে) অশকত (সমর্থ হইলে)? [অন্য ইন্দ্রিয়গণ বলিল] অন্ধাঃ (অন্ধ ব্যক্তিরা) যথা (যেমন) অপশ্যন্তঃ (না দেখিয়া) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিতে) বাচা বদন্তঃ (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলিয়া) শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ (কানের দ্বারা শুনিয়া) মনসা ধ্যায়ন্তঃ (মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া) [বাঁচিয়া থাকে] এবম্ ইতি (সেইরূপ) [আমরা বাঁচিয়া ছিলাম]। [তাহা শুনিয়া] চক্ষুঃ (চক্ষু) প্রবিবেশ হ ([শরীরে] প্রবেশ করিল) ।৪.

Beng. Trans. [অনন্তর] চক্ষু চলিয়া গেল ; সে এক বৎসর কাল [শরীরের] বাহিরে থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—[হে ইন্দ্রিয়গণ] তোমরা আমার অভাবে কিরূপে বাঁচিয়া ছিলে ? [ইন্দ্রিয়গণ বলিল —অন্ধ ব্যক্তিরা যেরূপ না দেখিয়া প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিয়া, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলিয়া, কানের দ্বারা শুনিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া [বাঁচিয়া থাকে] [আমরাও] সেইরূপ বাঁচিয়া ছিলাম। [তাহা শুনিয়া] চক্ষু [শরীরে] প্রবেশ করিল ।৪.

Sans. Equivalents. চক্ষুঃ (নেত্রম্) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম (দেহাৎ বহির্গতবৎ) তৎ (চক্ষুঃ) সংবৎসরম্ (বর্ষৈকপরিমিতং কালং ব্যাপ্য) প্রোষ্য (প্রবাসে—শরীরাদ্ বহির্দেশে অবস্থায়) পর্যেত্য (পুনরাগত্য) ইতি উবাচ (অন্যান্ প্রাণান্ উক্তবৎ)—[ভোঃ প্রাণাঃ] মৎ ঋতে (মাং বিনা) কথম্ (কেন প্রকারেণ) জীবিতুম্ (আত্মানং ধারয়িতুম্) অশকত (সমর্থাঃ অভবত)? [প্রাণা ঊচুঃ—] অন্ধাঃ (চক্ষুর্হীনা জনাঃ) যথা অপশ্যন্তঃ (ন পশ্যন্তঃ চক্ষুর্ব্যাপার-মাত্রমকুর্বন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণ-সাহায্যেন জীবন্তঃ) বাচা বদন্তঃ (বাগিন্দ্রিয়েণ কথয়ন্তঃ) শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ (কর্ণেন শব্দমুপলভমানাঃ) মনসা ধ্যায়ন্তঃ (চিত্তেন চিন্তয়ন্তঃ) (জীবন্তি) এবম্ (তথৈব) (বয়ং জীবিতুং সমর্থাঃ) ইতি। (স্বঃ শ্রুত্ব) চক্ষুঃ (নেত্রম্) প্রবিবেশ হ (শরীরং প্রাবিশৎ) ।৪।

Eng. Trans. Verily, Vision departed [from the body] ; it returned after a year's absence and enquired [of the other organs] ; "How did ye survive my seperation ?" "In the same way", replied they 'in which the blind, without seeing, breathes through [the agency of] his life, speaketh through the organs of speech, heareth by his ears, and reflecteth in his mind". Vision resumed his place.

Notes

চক্ষুঃ—বি, কর্তরি প্রথমা, ক্লীবলিঙ্গ চক্ষুস্ শব্দের প্রথমার ১বচন। Verb—উচ্চক্রাম।

হ—অব্যয় (Indeclinable).

উচ্চক্রাম—সমা-ক্রি ; উৎ-ক্রম্+লিট্ ণল্। Having for its Nominative চক্ষুঃ। (২নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

তৎ—ক্লীবলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন, কর্তরি প্রথমা, Verb—উবাচ।

সংবৎসরম্—"কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে" ইতি ২য়া, সংবৎসর is Masculine, "সংবৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রী শরৎ-সমাঃ ইত্যমরঃ কালবর্গে।

প্রোষ্য—অসমা-ক্রি ; প্র-বস্+ল্যপ্। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

পর্যেত্য—অসমা-ক্রি, পরি-আ-ই+ল্যপ্। (২নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উবাচ—সমা-ক্রি ; ব্রূ (or বচ্) লিট্ ণল্ ; having for its Nominative তৎ। (২নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কথম্—কিম্+থমু। অব্যয়।

অশকত—সমা-ক্রি, শক্+লুঙ্+মধ্যমপুরুষ বহুবচন (ত)। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঋতে—অব্যয় (Indeclinable)।

মৎ—অস্মদ্-শব্দ "অন্যারাদিতরর্তে-দিক্-শব্দাঞ্চূত্তরপদাজাহি-যুক্তে" ইতি ঋতে-যোগে পঞ্চমী। Optionally দ্বিতীয়া—মাম্ ঋতে।

জীবিতুম্—অসমা-ক্রি, জীব+তুমুন্। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable)।

যথা—যদ্+থাচ্। অব্যয়।

অন্ধাঃ—"কিলাসী সিধ্মলোঽন্ধোঽদৃঙ্মূর্চ্ছালে মূর্ত-মূর্চ্ছিতৌ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে, "মধু মদ্যে পুষ্পরসে ক্ষৌদ্রেঽপ্যন্ধং তমস্যপি', ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। বিণ, এখানে বিশেষণ 'অন্ধাঃ' পদদ্বারাই বিশেষ্য প্রতীতি।

অপশ্যন্তঃ—নঞ্ দৃশ+শতৃ, ১মা বহুবচন। কৃদন্ত ক্রিয়া ও বিশেষণ।

প্রাণন্তঃ—প্র-অণ্+শতৃ, ১মা বহুবচন। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কৃদন্ত ক্রিয়া ও বিণ।

প্রাণেন—করণে তৃতীয়া। প্রাণ is here Singular indicating a single organ (ইন্দ্রিয়)।

বদন্তঃ—বদ্+শতৃ+১মার বহুবচন। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কৃদন্ত ক্রিয়া ও বিণ।

বাচা—বি, করণে তৃতীয়া, স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্‌-শব্দের তৃতীয়ার একবচন (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শৃণ্বন্তঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া ও বিণ। শ্রু+শতৃ+১মার বহুবচন। (৩নং অনুঃ দ্রঃ)।

শ্রোত্রেণ—বি, করণে তৃতীয়া, ক্লীবলিঙ্গ শোত্র-শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

ধ্যায়ন্তঃ—কৃদন্ত-ক্রিয়া ও বিণ। ধ্যৈ+শতৃ+প্রথমার বহুবচন। (৩ অনুঃ দ্রঃ)।

মনসা—বি, করণে তৃতীয়া, ক্লীবলিঙ্গ মনস্‌-শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

এবম্—অব্যয় (Indeclinable)। ইতি—অব্যয় (Indeclinable)।

প্রবিবেশ—সমা-ক্রি, প্র-বিশ্‌+লিট্‌ অ। (৩নং অনুঃ দ্রঃ) Nom—চক্ষুঃ।

হ—অব্যয় (Indeclinable)।

চক্ষুঃ—কর্তরি ১মা, ক্লীবলিঙ্গ চক্ষুস্‌-শব্দের প্রথমার একবচন।

Ch. of voice. চক্ষুষা উচ্চক্রমে, তেন……(ইন্দ্রিয়াঃ) উচিরে…কথম্‌ (যুষ্মাভিঃ) অশক্যতাম্‌……। যথা অন্ধৈঃ অপশ্যদ্ভিঃ……প্রাণদ্ভিঃ……বদদ্ভিঃ… শৃণ্বদ্ভিঃ……ধ্যায়দ্ভিঃ……। প্রবিবিশে হ চক্ষুষা।৪

৫। শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম……প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্‌। ৫।

বিসন্ধিপাঠঃ—শ্রোত্রং হ উচ্চক্রম। তৎ সংবৎসরম্‌ প্রোষ্য পর্যেত্য উবাচ— কথম্‌ অশকত ঋতে মৎ জীবিতুম্‌ ইতি। যথা বধিরাঃ অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তঃ বাচা পশ্যন্তঃ চক্ষুষা ধ্যায়ন্তঃ মনসা এবম্‌ ইতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্‌। ৫।

Beng. Equivalents. [তৎপর] শ্রোত্রম্‌ (কর্ণেন্দ্রিয়) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম ([দেহ হইতে] বহির্গত হইল), তৎ (সে) সংবৎসরম্‌ (এক বৎসর কাল) প্রোষ্য (প্রবাসে অর্থাৎ শরীরের বহির্দেশে থাকিয়া) পর্যেত্য (ফিরিয়া আসিয়া) উবাচ (বলিল)—(তোমরা) মৎ ঋতে (আমাকে ছাড়া) কথম্‌ (কি প্রকারে) জীবিতুম্‌ (বাঁচিয়া থাকিতে) অশকত (সমর্থ হইলে)? [অন্য ইন্দ্রিয়গণ বলিল] যথা (যেমন) বধিরাঃ (যাহারা কানে শোনে না, কালা) অশৃণ্বন্তঃ (ন শৃণ্বন্তঃ, না শুনিয়া) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিয়া) বাচা বদন্তঃ (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলিয়া) চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া) মনসা ধ্যায়ন্তঃ (মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া) [বাঁচিয়া থাকে] এবম্‌ ইতি (সেইরূপই) [আমরা বাঁচিয়া ছিলাম]। [তাহা শুনিয়া] শ্রোত্রম্‌ (কর্ণেন্দ্রিয়) প্রবিবেশ হ ([শরীরে] প্রবেশ করিল)। ৫।

Beng. Trans. [তৎপর) শ্রবণেন্দ্রিয় চলিয়া গেল ; সে একবৎসর-কাল বাহিরে থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—(হে ইন্দ্রিয়গণ) আমাকে ছাড়া তোমরা কিরূপে বাঁচিয়া ছিলে? [তাহারা বলিল] বধির লোকেরা যেরূপ

কেবল শুনিতে পায় না, অথচ প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিয়া, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া বাঁচিয়া থাকে, সেইরূপ [আমরাও ছিলাম]। (ইহা শুনিয়া) কর্ণেন্দ্রিয় [শরীরমধ্যে] প্রবেশ করিল। ৫।

Sans. Equivalents. [অনন্তরম্] শ্রোত্রম্ (কর্ণেন্দ্রিয়ম্) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম ([শরীরাৎ] বহির্গতবৎ); তৎ (শ্রোত্রম্) সংবৎসরম্ (বর্ষৈকপরিমিতং) কালং ব্যাপ্য) প্রোষ্য (প্রবাসে—শরীরাৎ বহির্দেশে অবস্থায়) পর্যেত্য (পুনরাগত্য) উবাচ ([অন্যান্ প্রাণান্] উক্তবৎ)—[ভোঃ প্রাণাঃ] মৎ ঋতে (মাং বিনা) কথম্ (কেন প্রকারেণ) জীবিতুম্ (আত্মানং ধারয়িতুম্) অশকত (সমর্থা অভবত)? [ইতরে প্রাণাঃ ঊচুঃ—] যথা (যদ্বৎ) বধিরাঃ (শ্রোত্রবিকলাঃ) অশৃণ্বন্তঃ (ন শৃণ্বন্তঃ—শ্রবণেন্দ্রিয়-ব্যাপারমাত্রম্ অকুর্বন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণ-সাহায্যেন জীবন্তঃ) বাচা বদন্তঃ (বাগিন্দ্রিয়েণ কথয়ন্তঃ) চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (নেত্রেণ আলোকয়ন্তঃ) মনসা ধ্যায়ন্তঃ (চিত্তেন চিন্তয়ন্তঃ) [জীবন্তি] এবম্ (তথৈব) [বয়ম্ জীবিতুম্ সমর্থাঃ] ইতি। (তৎ শ্রুত্বা) শ্রোত্রম্ (কর্ণেন্দ্রিয়ম্) প্রবিবেশ হ (শরীরং প্রাবিশৎ)। ৫।

Eng. Trans. Of a truth, Audition departed [from the body]; it returned after a year's absence and enquired [of the other organs] "How did ye survive my separation?" "In the same way," replied they, "in which the deaf, without hearing, breathes through [the agency of] his life, speaketh through the organs of speech, seeth by his eyes, and reflecteth in his mind." Audition resumed his place.

Notes

শ্রোত্রম্—বি, কর্তরি প্রথমা। Verb—উচ্চক্রাম। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

হ—অব্যয় (Indeclinable)।

উচ্চক্রাম—সমা-ক্রি, উৎ-ক্রম্+লিট্ ণল্। (২নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

তৎ—সর্বনাম, ক্লীবলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন। কর্তরি।

সংবৎসরম্—বি, 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' ইতি দ্বিতীয়া।

প্রোষ্য—অসমা-ক্রি, প্র-বস্+ল্যপ্। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

পর্যেত্য—অসমা-ক্রি, পরি-আ-ই+ল্যপ্। (২নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উবাচ—সমা-ক্রি, ব্রূ (or বচ্)+লিট্ ণল্। (২নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কথম্—কিম্+থমু। অব্যয়।

অশকত—সমা-ক্রি, শক্+লুঙ্+মধ্যমপুরুষের বহুবচন (ত)। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। Nom. যূয়ম্ উহ্য।

ঋতে—অব্যয় (Indeclinable)।

মৎ—'অন্যারাদিতরর্তে- দিক্‌শব্দাঞ্চূত্তরপদাজাহি-যুক্তে' ইতি ঋতে-যোগে পঞ্চমী। or মাম্ ঋতে।

জীবিতুম্—অসমা-ক্রি, জীব্+তুমুন্। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

যথা—অব্যয় (Indeclinable);

বধিরাঃ—"স্তাদেড়ে বধিরঃ কুব্জে গড়ুলঃ কুকরে কুণিঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে; অর্থাৎ শ্রবণশক্তিহীন ব্যক্তির বাচক—এড়, বধির (ত্রিলিঙ্গ), কুঁজো ব্যক্তির নাম—কুব্জ, গড়ুল (ত্রিলিঙ্গ), কুণিযুক্ত করবিশিষ্ট ব্যক্তির বাচক—কুকর, কুণি (ত্রিলিঙ্গ)। বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্য প্রতিপত্তি।

অশৃণ্বন্ত—নঞ্-শ্রু+শতৃ, পুং, ১মা বহু। কৃদন্ত-ক্রি ও বিণ।

প্রাণেন—বি, প্রাণ is here singular indicating a single organ; করণে তৃতীয়া।

প্রাণন্তঃ—প্র-অণ্+শতৃ, পুং ১মা বহু। কৃদন্ত-ক্রি ও বিণ to বধিরাঃ।

বাচা—বি, করণে তৃতীয়া, স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্-শব্দের তৃতীয়ার একবচন (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

বদন্তঃ—বদ্+শতৃ+প্রথমার বহুবচন। (১নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কৃদন্ত-বিণ to বধিরাঃ।

চক্ষুষা—করণে তৃতীয়া, ক্লীবলিঙ্গ চক্ষুস্-শব্দের তৃতীয়ার একবচন। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

পশ্যন্তঃ—দৃশ্+শতৃ+প্রথমার বহুবচন। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কৃদন্ত-বিণ to বধিরাঃ।

মনসা—বি, করণে তৃতীয়া, ক্লীবলিঙ্গ মনস্-শব্দের তৃতীয়ার একবচন। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ধ্যায়ন্তঃ—ধ্যৈ+শতৃ+প্রথমার বহুবচন। (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কৃদন্ত-বিণ to বধিরাঃ।

এবম্—অব্যয় (Indeclinable) ইতি—অব্যয় (Indeclinable)।

প্রবিবেশ—সমা-ক্রি, প্র-বিশ্+লিট্ ণল্, having for its Nom. শ্রোত্রম্ (৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রোত্রম্—বি, কর্তরি প্রথমা, Verb—প্রবিবেশ। (৩নং অনু. দ্রষ্টব্য)

Ch. of voice. শ্রোত্রেণ হ উচ্চক্রমে। তেন······উচিরে (ইন্দ্রিয়াঃ), কথম্ (যুষ্মাভিঃ) অশক্যতাম্······। বধিরৈঃ অশৃণ্বদ্ভিঃ প্রাণদ্ভিঃ······বদদ্ভিঃ······ পশ্যদ্ভিঃ······ধ্যায়দ্ভিঃ······। প্রবিবিশে······শ্রোত্রেণ।৫

৬। মনো হোচ্চক্রাম……প্রবিবেশ হ মনঃ।

বিসন্ধিপাঠঃ—মনঃ হ উচ্চক্রাম। তৎ সংবৎসরম্ প্রোষ্য পর্যেত্য উবাচ—কথম্ অশকত ঋতে মৎ জীবিতুম্ ইতি। যথা বালাঃ অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ এবম্ ইতি। প্রবিবেশ হ মনঃ।৬

Beng. Equivalents. মনঃ (মন) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম ([শরীর হইতে] বহির্গত হইল)। তৎ (সে) সংবৎসরম্ (একবৎসর-কাল) প্রোষ্য (প্রবাসে অর্থাৎ শরীরের বাহিরে থাকিয়া) পর্যেত্য (ফিরিয়া আসিয়া) উবাচ (বলিল)—[হে ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা] মৎ ঋতে (আমাকে ছাড়া) কথম্ (কিরূপে) জীবিতুম্ (বাঁচিয়া থাকিতে) অশকত (সমর্থ হইয়াছিলে? [ইন্দ্রিয়েরা বলিল যথা (যেমন) বালাঃ (শিশুরা) অমনসঃ (মনোবিহীন, অর্থাৎ মানসিক চিন্তা করিতে অক্ষম [হইলেও]) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিয়া) বাচা বদন্তঃ (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা কহিয়া) চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া) শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ (কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিয়া) [বাঁচিয়া থাকে] এবম্ ইতি (তদ্রূপ আমরাও ছিলাম)। [ইহা শুনিয়া] মনঃ (মন) [শরীরমধ্যে] প্রবিবেশ হ (প্রবেশ করিল)।৬

Beng. Trans. [অনন্তর] মন [শরীর হইতে] চলিয়া গেল, সে একবৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া [অপর সকল প্রাণকে] জিজ্ঞাসা করিল—[হে ইন্দ্রিয়গণ] আমাকে ছাড়া তোমরা কিরূপে বাঁচিয়া ছিলে? [তাহারা বলিল] শিশুগণ যেমন মানসিক চিন্তা না করিতে পারিলেও প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিয়া, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা কহিয়া, চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিয়া জীবিত থাকে [আমরাও] তদ্রূপ [বাঁচিয়া ছিলাম]। [ইহা শুনিয়া] মন [শরীরমধ্যে] প্রবেশ করিল।৬।

Sans. Equivalents. [অনন্তরম্] মনঃ (অন্তঃকরণম্) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম ([শরীরাৎ] বহির্গতং বভূব); তৎ (মনঃ) সংবৎসরম্ (বর্ষৈক-পরিমিত-কালং ব্যাপ্য) প্রোষ্য (প্রবাসে—শরীরাৎ বহিঃ স্থিত্বা) পর্যেত্য (পুনরাগত্য) [অন্যান্ প্রাণান্] উবাচ (কথয়ামাস)—[ভো ইন্দ্রিয়াণি, যূয়ম্] মৎ ঋতে (মাং বিনা) কথম্ (কেন প্রকারেণ) জীবিতুম্ (আত্মানং ধারয়িতুম্) অশকত (সমর্থাঃ অভবত)? [ইতরে প্রাণাঃ উচুঃ] বালাঃ (শিশবঃ) যথা অমনসঃ (অপ্রবুদ্ধ-মনোবৃত্তয়ঃ সন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণ-সাহায্যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদিব্যাপারং কুর্বন্তঃ) বাচা বদন্তঃ (বাগিন্দ্রিয়েণ কথয়ন্তঃ) চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (নেত্রেণ আলোকয়ন্তঃ) শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ (কর্ণেন শব্দমুপলভমানাঃ) [জীবন্তি]

এবম্ (তথৈব) [বয়ম্ জীবিতুং সমর্থাঃ] ইতি। [তৎ শ্রুত্বা] মনঃ(অন্তঃকরণম্) প্রবিবেশ হ [শরীরম্] প্রাবিশৎ ।৬।

Eng. Trans. Of a truth, Mind departed [from the body], it returned after a year's absence and enquired [of the other organs]; "How did ye survive my separation?" "In the same way," replied they, 'in which an infant without possessing the power of reflection, breathes through [the agency of] his life, speaketh through the organ of speech, seeth by his eyes, and heareth by his ears." Mind resumed his place.

Notes

মনঃ—বি, কর্তরি প্রথমা, Verb—উচ্চক্রাম ; ক্লীবলিঙ্গ মনস্—শব্দের প্রথমার একবচন। (৩নং অনু দ্রষ্টব্য)

হ—অব্যয় (Indeclinable)।

উচ্চক্রাম—সমা-ক্রি, উৎ-ক্রম্+লিট্ ণল্। (২নং অনু. দ্রষ্টব্য) Nom.—মনঃ।

তৎ—কর্তরি প্রথমা, Verb—উবাচ ; ক্লীবলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন, ref. to মনঃ।

সংবৎসরম্—বি, 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' ইতি দ্বিতীয়া। সংবৎসর-শব্দ পুংলিঙ্গ "সংবৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রী শরৎ-সমাঃ" ইত্যমরঃ। (অর্থের জন্য ৩নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

প্রোষ্য—অসমা-ক্রি, প্র-বস্+ল্যপ্। (৩নং অনু. দ্রষ্টব্য) Nom—তৎ।

পর্যেত্য—অসমা-ক্রি, পরি-আ-ই+ল্যপ্। পরি+এত্য। (২নং অনু. দ্রষ্টব্য) Nom.—তৎ।

উবাচ—সমা-ক্রি, ব্রূ (বা বচ্)+লিট্ ণল্। (২নং অনু. দ্রষ্টব্য)। Nom.—তৎ।

কথম্—কিম্+থমু। অব্যয়।

অশকত—সমা-ক্রি, শক্+লুঙ্+মধ্যমপুরুষের বহুবচন (ত)। (৩নং অনু. দ্রষ্টব্য) Nom.—যূয়ম্ উহ্য। ঋতে—অব্যয় (Indeclinable)।

মৎ—'অন্যারাদিতরর্তে-দিক্শব্দাঞ্চূত্তরপদাজাহি-যুক্তে' ইতি ঋতে-যোগে পঞ্চমী; অস্মদ্-শব্দের পঞ্চমীর একবচন। Opt. মাম্ ঋতে।

জীবিতুম্—অসমা-ক্রি, জীব্+তুমুন্। (৩নং অনু. দ্রষ্টব্য)।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable)।

যথা—অব্যয় (Indeclinable)।

বালাঃ—বি, কর্তরি প্রথমা, Nom. to জীবন্তি understood.

অমনসঃ—ন বিদ্যতে মনো যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ)। বিণ to বালাঃ।

প্রাণন্তঃ প্রাণেন—(৩নং অনু. দ্রষ্টব্য)

বদন্তঃ—বদ্ + শতৃ + পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচন। ১নং অনু. দ্রষ্টব্য)

বাচা—করণে তৃতীয়া, স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্-শব্দের তৃতীয়ার একবচন। (৩নং অনু. দ্রষ্টব্য)

পশ্যন্তঃ—দৃশ্ + শতৃ + পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচন। (৩নং অনু. দ্রষ্টব্য)

চক্ষুষা—করণে তৃতীয়া, ক্লীবলিঙ্গ চক্ষুস্-শব্দের তৃতীয়ার একবচন। (৩নং অনু দ্রষ্টব্য)।

শৃণ্বন্তঃ—শ্রু + শতৃ + পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচন। (৩নং অনু দ্রষ্টব্য)

শ্রোত্রেণ—করণে তৃতীয়া, ক্লীবলিঙ্গ শ্রোত্র-শব্দের তৃতীয়ার একবচন। (৩নং অনু. দ্রষ্টব্য)।

এবম্—অব্যয় (Indeclinable)।

ইতি—অব্যয় (Indeclnable)।

প্রবিবেশ—সমা-ক্রি, প্র-বিশ্ + লিট্ প্রস্; Nom মনঃ। (৩নং অনু. দ্রষ্টব্য)

হ—অব্যয় (Indeclinable)।

মনঃ—বি, কর্তবি প্রথমা, Verb—প্রবিবেশ।

Ch. of voice. মনসা চ উচ্চক্রমে তেন……উচিরে (ইন্দ্রিয়ৈঃ), কথম্ (যুষ্মাভিঃ) অশক্যতাম্…। যথা বালৈঃ অমনোভিঃ প্রাণদ্ভিঃ…বদদ্ভিঃ…পশ্যদ্ভিঃ… শৃণ্বদ্ভিঃ…। প্রবিবিশে হ মনসা।৬

৭। **অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্……মোৎক্রমীরিতি।৭।**

বিসন্ধিপাঠঃ—অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড়্বীশ-শঙ্কূন্ সম্খিদেৎ এবম্ ইতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ। তম্ হ অভিসমেত্য উচুঃ—ভগবন্ এধি, ত্বম্ নঃ শ্রেষ্ঠঃ অসি, মা উৎক্রমীঃ ইতি।৭

Printing Mistake—সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহে 'পড়োশ' 'অভিসমত্য' ও 'উচুর্ভগবন্নধি' ছাপা আছে, উহা 'পড়্বীশ', 'অভিসমেত্য' ও 'উচুর্ভগবন্নেধি' হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্—এবং পরীক্ষিতেষু বাগাদিষ্বথানন্তরং হ স মুখ্যঃ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ উৎক্রমিতুমিচ্ছন্ কিমকরোদিত্যুচ্যতে—যথা লোকে সুহয়ঃ শোভনোঽশ্বঃ পড়্বীশ-শঙ্কূন্ পাদবন্ধন-কীলান্ পরীক্ষণায়ারূঢেন কশয়া হতঃ সন্ সংখিদেৎ সমুৎখনেৎ সমুৎপাটয়েৎ, এবমিতরান্ বাগাদীন্ প্রাণান্ সমখিদৎ সমুদ্ধৃতবান্। তে প্রাণাঃ সংচালিতাঃ সন্তঃ স্বস্থানে স্থাতুমনুৎসহমানা অভিসমেত্য মুখ্যং প্রাণং তমূচুর্হে ভগবন্ এধি, ভব নঃ স্বামী, যস্মাত্ত্বং নোঽস্মাকং শ্রেষ্ঠোঽসি, মা চাস্মাদ্দেহাদুৎক্রমীরিতি। ৭

আনন্দগিরি-টীকা—পরীক্ষিতেষু শ্রেষ্ঠতা-রহিতেষু নিরূপ্য নিশ্চিতেষ্বিত্যেতৎ। পদনশীলাঃ পাদাস্তেষাং সংহতিঃ পড়্বিশস্তা ঈশা নিয়ামকাঃ শঙ্কবো বর্ণবিকারশ্ছান্দসঃ। তান্যথোক্তানশ্বো যুগপদুৎপাটয়েদ্যথেতি দৃষ্টান্তমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবমিতি।৭

Beng. Equivalents. অথ (অনন্তর) হ (ঐতিহ্যে) প্রাণঃ (প্রাণ, মুখ্য ইন্দ্রিয়) উচ্চিক্রমিষন্ ([শরীর হইতে] বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিয়া) সুহয়ঃ (ভাল ঘোড়া) যথা (যেমন) পড্বীশ-শঙ্কূন্ (পাদবন্ধনের খুঁটিগুলি) সন্খিদেৎ (উঠাইয়া ফেলে) এবম্ (সেইরূপ) সঃ (সে, প্রাণ) ইতরান্ (অন্য) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়দিগকে, বাক্-প্রভৃতিকে) সমখিদৎ (উঠাইয়া ফেলিল)। (তখন) (বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ) তম্ (মুখ্য প্রাণের) অভিসমেত্য (অভিমুখে সমবেত হইয়া) উচুঃ (বলিল)—ভগবন্ (হে পূজনীয়), এধি (থাকুন) ত্বম্ (আপনি) নঃ (আমাদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ) অসি (হইতেছেন), মা উৎক্রমীঃ ([আপনি এই দেহ হইতে] বহির্গত হইবেন না)। ইতি।৭।

Beng. Trans. (তৎপর) [মুখ্য] প্রাণ [শরীর হইতে] বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিলে পর, উৎকৃষ্ট অশ্ব যেরূপ নিজের পাদবন্ধনের খুঁটিগুলি উঠাইয়া ফেলে, তদ্রূপ সেই প্রাণও অপর প্রাণগণকে (বাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগকে) বহির্গমনোন্মুখ করিয়াছিল। তখন অপর প্রাণসমূহ তাহার নিকট সমাগত হইয়া বলিল যে—হে ভগবন্, (স্বস্থানেই) থাকুন, আমাদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ, বহির্গত হইবেন না।৭

Eng. Trans. Next verily did Life attempt to depart; and in the very attempt, as a mighty charger, when whipped, plucks out from their places all the pegs to which its feet may be tied, did it dislodge all the organs of sense. They approached it and said: "Lord, remain in thy place; thou art the greatest of us all; pray, depart not."

Sans. Equivalents. অথ (অনন্তরম্) প্রাণাঃ (মুখ্যঃ প্রাণাঃ) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চিক্রমিষন্ (উৎক্রমিতুম্ ইচ্ছন্) সুহয়ঃ (উত্তমঃ অশ্বঃ) যথা (যদ্বৎ) পড্বীশ-শঙ্কূন (পাদবন্ধন-কীলান) সংখিদেৎ (উৎপাটয়েৎ) এবং (তদ্বৎ) সঃ (প্রাণঃ) ইতরান্ প্রাণান্ (বাগাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) সমখিদৎ (সমুদ্ধৃতবান্)। [তদা বাগাদয়ঃ প্রাণাঃ] তম্ (মুখ্যম্ প্রাণম্) অভিসমেত্য (অভিমুখং সমাগত্য) উচুঃ (উক্তবন্তঃ) —ভগবন্, এধি (ভব, তিষ্ঠ) নঃ (অস্মাকং মধ্যে) ত্বং শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ) অসি (ভবসি), [অতঃ] মা উৎক্রমীঃ (বহির্গতো মা ভূঃ) ইতি।৭।

Notes

অথ—অব্যয় (Indeclinable) অনন্তরার্থে ।

প্রাণঃ—কর্তরি প্রথমা, Verb—সমখিদৎ । (১নং অনু. দ্রষ্টব্য)

হ—অব্যয় (Indeclinable)

উচ্চিক্রমিষন্—কৃদন্ত-বিণ to প্রাণঃ । উৎ-ক্রম্+সন্+শতৃ, পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন । (২নং অনু. দ্রষ্টব্য)

সুহয়ঃ—বি, শোভনঃ হয়ঃ (প্রাদি-তৎপুরুষঃ) ।

যথা—অব্যয় (Indeclinable)

পড্বীশ-শঙ্কূন্—বি, (=অশ্বের পা যাহাতে বাঁধা থাকে সেই খুঁটিগুলিকে) পাদানাং সংহতিঃ=পড্বিঃ, তস্যা ঈশাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)=পড্বীশাঃ, পড্বীশাঃ শঙ্কবঃ (কর্মধারয়ঃ) তান্ । কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to সংখিদেৎ ।

সংখিদেৎ—সমা-ক্রি, সম্-খিদ্+বিধিলিঙ্ যাৎ । খিদ্-ধাতু (to suffer pain) দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী, তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী এবং রুধাদিগণীয় আত্মনেপদী এই তিন রকমই হইতে পারে । রূপ—(লট্) খিদ্যতে, খিন্দতি, খিন্তে ; (লৃট্) খেৎস্যতে, ণিজন্ত—খেদয়তি, ক্ত—খিন্নঃ, ক্ত্বাচ্—খিত্ত্বা, তুমুন্—খেত্তুম্ । Nom. সুহয়ঃ । *N. B.* তুদাদিগণীয় খিদ্-ধাতু হইলে সংখিদেৎ না হইয়া 'সংখিন্দেৎ' এইরূপ হওয়া উচিত, সংখিদেৎ—আর্ষপ্রয়োগ ।

এবম্—অব্যয় (Indeclinable)

সঃ—কর্তরি প্রথমা, Verb—সমখিদৎ ।

ইতরান্—Adj. to প্রাণান্, ইতর, in Masc. and Fem. is to be declined like সর্ব ।

প্রাণান্—বি, কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to সমখিদৎ ।

সমখিদৎ—সমা-ক্রি, সম্-খিদ্+লঙ্ দ্, Nom.—সঃ ; তুদাদিগণীয় খিদ্-স্থলে —'সমখিন্দৎ' হওয়া উচিত, সমখিদৎ—আর্ষপ্রয়োগ (Archaic) ।

তম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to ঊচুঃ ।

অভিসমেত্য—অসমা ক্রি, অভি-সম্-আ-ই+ল্যপ্ । (২নং অনু দ্রষ্টব্য) Nom. প্রাণাঃ উহু ।

ঊচুঃ—সমা-ক্রি, ব্রূ (or বচ্)+লিট্ উস্ । (২নং অনু. দ্রষ্টব্য) Nom. প্রাণাঃ উহু ।

ভগবন্—ভগ+মতুপ্, সম্বোধনে ; "ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ।

এধি—অস্+লোট্ হি, (২নং অনু. দ্রষ্টব্য, 'হু-ঝল্‌ভ্যো হেধিঃ' (৬।৪।১০১), 'ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপঃ (৬।৪।১১৯)। Nom. ত্বম্।

নঃ—নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী ; Opt. form অস্মাকম্ ; অস্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন।

ত্বম্—কর্ত্তরি প্রথমা Nom. to অসি।

শ্রেষ্ঠঃ—প্রশস্য+ইষ্ঠ, পুং প্রথমার একবচন। adj. to ত্বম্।

অসি—সমা-ক্রি, অস্+লট্ সি। (১নং অনু দ্রষ্টব্য) Nom ত্বম্।

মা (মাঙ্)—নিষেধ-সূচক অব্যয় (Indeclinable).

উৎক্রমীঃ—সমা-ক্রি, উৎ-ক্রম্+লুঙ্ স্ ; 'ন মাঙ্-যোগে' ইত্যলোপঃ 'উদক্রমী' স্থলে 'উৎক্রমীঃ'। পরস্মৈপদী ক্রম্-ধাতুর লুঙ্-এর রূপ—অক্রমীৎ, অক্রমিষ্টাম্, অক্রমিষুঃ ; অক্রমীঃ অক্রমিষ্টম্, অক্রমিষ্ট ; অক্রমিষম্, অক্রমিষ্ব, অক্রমিষ্ম।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable)

Ch. of voice. ······প্রাণেন······উচ্চিক্রমিষতা সুহয়েন...···পড্বীশশঙ্কবঃ সংখিদেরন্······তেন ইতরে প্রাণাঃ সমখিদ্যন্ত।······উচে······ভূয়তাম্······ত্বয়া শ্রেষ্ঠেন ভূয়তে, মা উৎক্রম্যতাম্ (ত্বয়া)।

Questions and Answers

Q. 1. What do you mean by the word উপনিষৎ ?

Ans. Introduction দ্রষ্টব্য।

Q. 2. Write a short note on ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

Ans. Introduction দ্রষ্টব্য (ছান্দোগ্যোপনিষৎ······পারেন।)

Q. 3. Give the summary of প্রাণানাং শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণম্।

Ans. 'কাহিনী' দ্রষ্টব্য।

Q. 4. Translate the following into Bengali and English :—

(a) অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সি বূদিরেঽহং শ্রেয়ানস্মি, অহং শ্রেয়ান্ অস্মীতি। তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ এত্য উচুর্ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। তান্ (প্রজাপতিঃ) হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি।

(b) চক্ষুর্হোচ্চক্রাম। তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ—কথম্ অশকত খতে মৎ জীবিতুমিতি। যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম।

(c) অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড্‌বীশ-শঙ্কূন্ সখিদেৎ এবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ তং হ অভিসমেত্য উচুর্ভগবয়েধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি ; মোৎক্রমীরিতি।

Ans. অনুচ্ছেদ ১, ২, ৫ এবং ৭ এর Beng. ও Eng. Trans. দ্রষ্টব্য।

Q. 5. Why is প্রাণ superior to other organs ?

Ans. বাগিন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, শ্রোত্র বা মন শরীর হইতে চলিয়া গেলেও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, যেমন বোবা, অন্ধ, কালা (বধির) বা শিশুরা বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু প্রণাবায়ু না থাকিলে কেহই বাঁচিতে পারে না, এইজন্যই প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব।

Q. 6. Give Sanskrit Equivalents for—

(a) ব্যূদিরে, (b) উৎক্রান্তে, (c) উচ্চক্রাম, (d) প্রোষ্য, (e) পর্যেত্য, (f) ঋতে, (g) অশকত, (h) কলাঃ, (i) প্রাণন্তঃ (j) উচ্চিক্রমিষন্, (k) সুহয়ঃ, (l) পড্‌বীশ শঙ্কূন্, (m) সমখিদৎ, (n) অভিসমেত্য, (o) এধি, (p) মোৎক্রমীঃ।

Ans. (a) বিরুদ্ধঃ (নানা) উক্তবন্তঃ।

(b) [শরীরাৎ] নির্গতে সতি।

(c) [শরীরাৎ] বহির্জগাম।

(d) প্রবাসে স্থিত্বা (শরীরাৎ বহিঃ অবস্থায়)।

(e) পুনরাগত্য।

(f) বিনা।

(g) সমর্থাঃ অভবত।

(h) মূকাঃ।

(i) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদিব্যাপারং কুর্বন্তঃ।

(j) উৎক্রমিতুম্ ইচ্ছন্।

(k) উত্তমঃ অশ্বঃ।

(l) পাদবন্ধন-কীলান্।

(m) সমুদ্ধৃতবান্।

(n) অভিমুখং সমাগত্য।

(o) ভব, তিষ্ঠ।

(p) বহির্গতো মা ভূঃ।

Q. 7. Disjoin the Sandhis in—

(a) প্রাণা অহংশ্রেয়সি—প্রাণাঃ + অহংশ্রেয়সি।

(b) ব্যূদিরেঽহম্—ব্যূদিরে + অহম্।

(c) উচ্চৈর্ভগবন্—উচ্চৈঃ+ভগবন্।
(d) শ্রেষ্ঠ ইতি—শ্রেষ্ঠঃ+ইতি।
(e) হোবাচ—হ+উবাচ।
(f) ব উৎক্রান্তে—বঃ+উৎক্রান্তে।
(g) বাগুচ্চক্রাম—বাক্+উচ্চক্রাম।
(h) পর্য্যেত্য—পরি+এত্য।
(i) কলা অবদন্তঃ—কলাঃ+অবদন্তঃ।
(j) মনসৈবমিতি—মনসা+এবম্+ইতি।
(k) চক্ষুর্হোচ্চক্রাম—চক্ষুঃ+হ+উচ্চক্রাম।
(l) অন্ধা অপশ্যন্তঃ—অন্ধাঃ+অপশ্যন্তঃ।
(m) হোচ্চক্রাম—হ+উচ্চক্রাম।
(n) বালা অমনসঃ—বালাঃ+অমনসঃ।
(o) উচ্চৈর্ভগবন্নেধি—উচ্চৈঃ+ভগবন্+এধি।
(p) শ্রেষ্ঠোঽসি—শ্রেষ্ঠঃ+অসি।
(q) মোৎক্রমীরিতি—মা+উৎক্রমীঃ+ইতি।

Q. 8. Account for the case-endings in :—

(a) নঃ (অনু. ২)—'যতশ্চ নির্দ্ধারণম্' ইতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী (Optional form—অস্মাকম্)

(b) যস্মিন্ (অনুঃ ২)—'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' ইতি ভাবে সপ্তমী।

(c) বঃ (অনু. ২)—'যতশ্চ নির্দ্ধারণম্' ইতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী।

(d) সংবৎসরম্—'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' ইতি দ্বিতীয়া।

(e) মৎ—'অন্যারাদিতরর্তে-দিক্শব্দাঞ্চূত্তর-পদাজাহি-যুক্তে' ইতি ঋতে-যোগে পঞ্চমী (Optional form—মাম্)

Q. 9. Derive the following—

(a) ব্যদিরে—বি-বদ্+লিট্ ইরে (*N. B.* বদ্ is আত্মনেপদ here with বি—meaning বিমতি (বিবাদ) by the rule 'ভাসনোপসম্ভাষা-জ্ঞান-যত্ন-বিমত্যুপমন্ত্রণেষু বদঃ'।

(b) শ্রেয়ান্—প্রশস্য+ঈয়সুন্, পুং ১মা একবচন।

(c) অস্মি—অস্+লট্ মি।

(d) উচুঃ—ব্রূ বা বচ্+লিট্ উস্।

(e) এত্য—আ-ই+ল্যপ্।

(f) ভগবন্—ভগ+মতুপ্, সম্বোধনে।

(g) শ্রেষ্ঠঃ—প্রশস্য+ইষ্ঠ, পুং প্রথমার একবচন।

(h) উবাচ—ব্রূ বা বচ্+লিট্ ণল্।

(i) উৎক্রান্তে—উৎ-ক্রম্+ক্ত+৭মীর একবচন।

(j) দৃশ্যেত—দৃশ্+কর্মবাচ্যে বিধিলিঙ্ ঈত।

(k) উচ্চক্রাম—উৎ-ক্রম্+লিট্ ণল্।

(l) প্রোষ্য—প্র-বস্+ল্যপ্।

(m) পর্যেত্য—পরি-আ-ই+ল্যপ্।

(n) অশকত—শক্+লুঙ্ ত। *N. B.* লুঙ্-এর রূপ—অশকৎ, অশকতাম্, অশকন্; অশকঃ, অশকতম্, অশকত; অশকম্, অশকাব, অশকাম।

(o) অবদন্তঃ—নঞ্-বদ্+শতৃ, পুং প্রথমার বহুবচন।

(p) প্রাণন্তঃ—প্র-অণ+শতৃ, পুং প্রথমার বহুবচন।

(q) পশ্যন্তঃ—দৃশ্+শতৃ, পুং প্রথমার বহুবচন।

(r) শৃণ্বন্তঃ—শ্রু+শতৃ, পুং প্রথমার বহুবচন।

(s) ধ্যায়ন্তঃ—ধ্যৈ+শতৃ+পুং প্রথমার বহুবচন।

(t) প্রবিবেশ—প্র-বিশ্+লিট্ ণল্।

(u) উচ্চিক্রমিষন্—উৎ-ক্রম্+সন্+শতৃ+পুং প্রথমার একবচন।

(v) অভিসমেত্য—অভি-সম্-আ-ই+ল্যপ্।

(w) এধি—অস্+লোট্ হি।

(x) উৎক্রমীঃ—উৎ-ক্রম্+লুঙ্ স্। 'ন মাঙ্-যোগে' ইতি অ-লোপঃ।

Q. 10. Can the word প্রাণ be used in Singular ?

Ans. একটি ইন্দ্রিয় বুঝাইতে একবচন হয়। (১ম অনুচ্ছেদ Notes দ্রষ্টব্য।)

Q. 11. Conjugate the following :—

(a) বদ্ (লঙ্ 1st person)—অবদম্, অবদাব, অবদাম।

(b) অস্ (লট্ and লোট্ all persons)—অস্তি, স্তঃ, সন্তি; অসি, স্থঃ, স্থ; অস্মি, স্বঃ, স্মঃ; অস্তু, স্তাম্, সন্তু; এধি, স্তম্, স্ত; অসানি, অসাব, অসাম।

(c) ই (লঙ্ and লোট্ all persons)—ঐৎ, ঐতাম্, আয়ন্; ঐঃ, ঐতম্, ঐত; আয়ম্, ঐব, ঐম; এতু, ইতাম্, যন্তু; ইহি, ইতম্, ইত; অয়ানি, অয়াব অয়াম।

(d) ব্রূ (in লট্ 3rd person and লঙ্ 1st person) (লট্) ব্রবীতি, ব্রূতঃ

ব্রুবন্তি ; or আহ, আহতুঃ, আহুঃ ; ব্রূতে, ব্রুবাতে, ব্রুবতে । (লঙ্) অব্রবম্, অব্রূব, অব্রূম ; অব্রুবি, অব্রূবহি, অব্রূমহি ।

(e) দৃশ্ (in লৃট্ 1st person and লঙ্ 2nd person)—দ্রক্ষ্যামি, দ্রক্ষ্যাবঃ, দ্রক্ষ্যামঃ ; অপশ্যঃ, অপশ্যতম্, অপশ্যত ।

(f) ক্রম্ (in লট্ 2nd person and লোট্ 1st person Singular) —ক্রামসি, ক্রামথঃ, ক্রামথ or ক্রাম্যসি, ক্রাম্যথঃ, ক্রাম্যথ ; ক্রামাণি or ক্রাম্যাণি ।

(g) শক্ (in লৃট্ 1st person and লট্ 2nd person)—শক্ষ্যামি, শক্ষ্যাবঃ, শক্ষ্যামঃ ; শক্নোষি, শক্নুথঃ, শক্নুথ ।

(h) শ্রু (in লোট্ 2nd person and লঙ্ 1st person)—শৃণু, শৃণুতম্, শৃণুত ; অশৃণবম্, অশৃণুব or অশৃণ্ব, অশৃণুম or অশৃণ্ম ।

(i) ধ্যৈ (in লট্ 1st person and লৃট্ 2nd person) ধ্যায়ামি, ধ্যায়াবঃ, ধ্যায়ামঃ ; ধ্যাস্যসি, ধ্যাস্যথঃ ধ্যাস্যথ ।

(j) বিশ্ (in লোট্ 1st person and লৃট্ 2nd person) বিশানি, বিশাব, বিশাম ; বেক্ষ্যসি, বেক্ষ্যথঃ বেক্ষ্যথ ।

(k) খিদ্ (in লট্ 3rd person Sing. and লোট্ 3rd person Sing.) —খিদ্যতে or খিন্দতি or খিন্তে ; খিদ্যতাম্ or খিন্দতু or খিন্তাম্ ।

Q. 12. Decline the following :—

(a) বাচ্ in Locative Plural—বাক্ষু ।

(b) প্রাণ (life) in Instrumental—প্রাণৈঃ (always plural) ।

(c) পিতৃ in Genitive singular—পিতুঃ ।

(d) ভগবৎ in Locative Dual.—ভগবতোঃ ।

(e) শ্রেয়স্ (Masc.) in Nom. singular—শ্রেয়ান্ ।

(f) অস্মদ্ in Dative—মহ্যম্ or মে, আবাভ্যাম্ or নৌ, অস্মভ্যম্ or নঃ ।

(g) চক্ষুস্ in Objective—চক্ষুঃ, চক্ষুষী, চক্ষূংষি ।

(h) মনস্ in Instrumental—মনসা, মনোভ্যাম্, মনোভিঃ ।

(i) ইতর (Masc.) in Nominative—ইতরঃ, ইতরৌ, ইতরে । (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব-শব্দের তুল্য রূপ, ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার ও দ্বিতীয়ার একবচনে—ইতরৎ)

(j) যুষ্মদ্ in Objective—ত্বাম্ or ত্বা, যুবাম্ or বাম্, যুষ্মান্ or বঃ।

অশোকস্য রাজ্যলাভঃ
(দিব্যাবদানম্)

Introduction. প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষকে অনেক সময় মাতৃচেট নামক লেখকের সহিত অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়। সেই মাতৃচেটরচিত শতপঞ্চাশতকস্তোত্র হইতে আমরা সংস্কৃতভাষায় রচিত বৌদ্ধস্তোত্রাদির পরিচয় পাই। কিন্তু স্তোত্রাদি রচনা অপেক্ষা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের জীবনী বা কার্যকলাপ রচনাতেই প্রাচীন বৌদ্ধদের অধিক প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের জীবনীকে আশ্রয় করিয়া এক বিশাল সাহিত্য রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবদান সাহিত্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে।

সংস্কৃতভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলিকে দ্বাদশভাগে ভাগ করা হয়। যথা:— **সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, অবদান, ইতিবৃত্তক, নিদান, বৈপুল্য, জাতক, উপদেশ ও অদ্ভুতধর্ম।**

সূত্রং গেয়ং ব্যাকরণং গাথোদানাবদানকম্।
ইতিবৃত্তকং নিদানং বৈপুল্যং চ সজাতকম্।
উপদেশাদ্ভুতৌ ধর্মৌ দ্বাদশাঙ্গমিদং বচঃ ॥

অবদান বলিতে আমরা বুঝি—অব+দৈপ্ ধাতু (শোধনার্থক)+ল্যুট্=অবদান অর্থাৎ শুদ্ধকর্ম বা মহৎকর্ম। বাঙ্গলাভাষায় দান বা gift বলিতে যাহা বুঝি তাহা কিন্তু অবদান শব্দের প্রকৃত অর্থ নয়। অবদান সাহিত্যে—অবদান বলিতে আমরা বুঝি কতকগুলি রচনা যেখানে গল্পের মাধ্যমে পরকল্যাণ বা ধর্মাচরণ বা অন্য কোন মঙ্গলকর কার্য সম্বন্ধে জানা যায়। এই কার্যদ্বারা মানুষ নিজ ভাগ্যকে, ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা আরও জানিতে পারি যে এই সমস্ত কাহিনীর রচয়িতারা বুদ্ধের প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। অতএব বুদ্ধের প্রতি বা বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তির পুরস্কার ও তাঁহাদের প্রতি অবমাননার ফলে মানুষের জীবনে বিপদ্ বিপর্যয়ও নামিয়া আসে সে সম্বন্ধে কাহিনীগুলি হইতে যথেষ্ট শিক্ষামূলক উপকরণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এই অবদান সম্বন্ধে জানিতে হইলে তাহার আগে সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যকে আমরা মূলতঃ দুইভাগে ভাগ করিতে পারি:—(১) যাহা সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় লিখিত. (২) যাহা পালিভাষায় লিখিত। পালিতে লিখিত গ্রন্থাদিই প্রাচীন,

তাহার মধ্যে আবার ত্রিপিটক সাহিত্যই প্রাচীনতম। বুদ্ধের উপদেশাবলী এই ত্রিপিটকের মধ্যে আছে। বৌদ্ধদের মহাসম্মেলনগুলি যাহা সঙ্গীতি নামে প্রসিদ্ধ তাহাতে ভিক্ষু, শ্রমণ, স্থবির, আচার্য প্রভৃতিদের আলোচনার দ্বারা ত্রিপিটক বক্ষ্যমানরূপ পাইয়াছে। এই ত্রিপিটকের ৩ ভাগ :—বিনয়, সূত্র ও অভিধম্ম। তাহার মধ্যে বিনয়পিটকই প্রাচীনতম। বিনয়পিটকের অন্তর্গত সেইসবগ্রন্থ যাহাতে বৌদ্ধ সঙ্ঘের কথা এবং শ্রমণ ও ভিক্ষু প্রভৃতিদের আচার ব্যবহার, সংযমাদিপালন ও তাহার অতিক্রমে প্রত্যবায় বা পাপের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই ধরণের একটি গ্রন্থ পাটিমোক্খ (প্রাতিমোক্ষ)।

সুত্তপিটক (=সূত্রপিটক) বুদ্ধের ধর্ম ও তাঁহার প্রাচীনমত ও অন্তরঙ্গ শিষ্যদের বিষয় জানিবার জন্য দীঘনিকায়, মজ্‌ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায়, অংগুত্তরনিকায় প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ। ইহাদের মধ্যে যুদ্ধকনিকায় গ্রন্থের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাই :—

(১) যুদ্ধকপাঠ (মন্ত্রসমূহ)

(২) ধম্মপদ (বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, হিন্দুদের যেমন গীতা, বৌদ্ধদেরও সেইরূপ ধম্মপদ)

(৩) উদান (তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিসমূহ)

(৪) ইতিবুত্তক (বুদ্ধের উক্তিসমূহের সঙ্কলন)

(৫) সুত্তনিপাত (সাধারণভাবে বৌদ্ধদের জীবনযাপন করার একটি প্রণালী বিষয়ক উপদেশ)

(৬) বিমানবত্থু (দেবতাদের বাসস্থান সম্বন্ধীয় কাহিনীসমূহ)

(৭) পেতবত্থু (সদসৎকার্যানুযায়ী মৃতব্যক্তিদের পরলোকে সুখদুঃখাত্মক অভিজ্ঞতার কথা)

(৮) থের গাথা এবং (৯) থেরীগাথা (প্রাচীন বৌদ্ধ স্থবির ও স্থবিরাদের বা থের ও থেরীদের কথিত কাহিনী ও অনুশাসনসমূহ)

(১০) জাতক (তথাগতের পূর্ব পূর্ববর্তী জন্মের কাহিনীসমূহ। এই কাহিনীগুলিতে বুদ্ধকে বোধিসত্ত্ব বা ভাবিবুদ্ধরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে)

(১১) নিদ্দেস (বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত কথিত সুত্তনিপাতের অংশবিশেষের ব্যাখ্যানাত্মক গ্রন্থ)

(১২) পটিসম্ভিধামগ্‌গ (অর্থাৎ বিশ্লেষণের উপায় প্রশ্নোত্তরে চারিটি মহাসত্য, ত্রিসপ্ততিবিধজ্ঞান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের নানাবিষয়ের আলোচনা)

(১৩) অপদান (বা অবদান যাহার অর্থ মহান্ ধর্মীয় কার্য। ইহাতে অর্হৎ বা সাধুদের মহান্ ও স্মরণীয় কীর্তিকলাপ—যাহা পূর্ব পূর্বজন্মে ঘটিয়াছিল বা ঘটিতেছে —এইরূপ কার্যসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। জাতকগুলির মধ্যে আমরা কেবলমাত্র বুদ্ধের প্রাক্তন কার্যাবলীর বিবরণ পাই—কিন্তু অপদানে বা পালি অবদানে আমরা অর্হতদের কর্মধারার পরিচয় পাই। এই গ্রন্থটির সম্পূর্ণটির শ্লোকাকারে লিখিত এবং সংস্কৃতে লিখিত অবদানগ্রন্থগুলির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।)

(১৪) বুদ্ধবংস (গৌতমবুদ্ধের পূর্ববর্তী যে ৪০ জন বুদ্ধকে কল্পনা করা হয়, পদ্যাকারে তাঁহাদের জীবনী)

(১৫) চরিয়াপিটক (ইহা খুদ্দকনিকায়ের শেষ অংশ। পদ্যাকারে ইহাতে ৩৫টি জাতককাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বুদ্ধ যে পারমিতা বা বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করাই গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য।

অভিধম্মপিটক (অভিধর্ম শব্দের অর্থ উচ্চ কোটির ধর্ম বা **higher religion**) :—ধম্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ জ্ঞাপিত বৌদ্ধধর্মের আলোচনা।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত পালিভাষায় অন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থও রচিত হয়। যেমন মিলিন্দপঞ্হ (বা গ্রীকরাজ মিনাণ্ডারের ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন)।

এই স্থলে লক্ষণীয় যে পালিভাষায় ধারাবাহিকভাবে বুদ্ধজীবনী অতি প্রাচীন-কালেই লিখিত হয় নাই। নিদান কথা নামক গ্রন্থেই সেই প্রচেষ্টার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইরূপ এক বিশাল সাহিত্য যদিও পালিভাষাতেই রচিত হইয়াছিল তবুও বৌদ্ধদেব সবগ্রন্থ ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে সর্বাস্তিবাদিগণ মূলত সংস্কৃতভাষায়, মহাসাঙ্ঘিকেরা প্রাকৃতভাষায়, সম্মিতীয়েরা অপভ্রংশে এবং থেরবাদিগণ পৈশাচীভাষায় তাঁহাদের শাস্ত্রাদি প্রচার করেন। সর্বাস্তিবাদি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা যে সংস্কৃতভাষায় তাঁহাদের গ্রন্থাদি রচনা করেন তাহা কিন্তু পাণিনি ও তাঁহার সম্প্রদায় সম্মত বিশুদ্ধ সংস্কৃত নয়। তাহাতে সংস্কৃতের সহিত মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃতের বহু মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত তাহা এই সংস্কৃতভাষাকে "গাথা সংস্কৃত" বা (Gatha dialect), বৌদ্ধদের মিশ্র সংস্কৃত (Buddhist Hybrid Sanskrit) বলিয়াছেন। এই মিশ্রসংস্কৃতে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অধিকাংশই মহাযানবাদিগণের গ্রন্থ। মহাযান বলিতে হীনযানের মত বৌদ্ধদের আর এক সম্প্রদায়কে বুঝায়। প্রাচীনকালে বৌদ্ধরা হীনযান ও মহাযান এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। পরে অবশ্য মহাযানপন্থিগণ নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়।

হীনযানপন্থিগণ ব্যক্তিজীবনের নির্বাণ বা মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দেয়। বিশালজগতে যে অজস্র জনসমষ্টি বর্তমান—সমষ্টিগতভাবে তাহাদের মুক্তির জন্য হীনযান বিশেষ সচেষ্ট নয়। ব্যক্তিগতভাবে সকলকেই নিজ নির্বাণের জন্য যত্ন করিতে হইবে এবং সে চেষ্টা সামগ্রিক ভাবে জনসাধারণকে ক্লেশের সীমা অতিক্রম করিতে সাহায্য করে না। হীনযানীরা ধর্মাচরণের কতকগুলি বিষয়ে অত্যধিক কঠোর কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের উপর কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনযুক্ত মতবাদের প্রভাব শিথিল হইয়া পড়ে। মহাযানমতে কিন্তু কেবলমাত্র ব্যক্তিসত্তার জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্যই চেষ্টার নির্দেশ আছে। অত্যধিক নিয়মপরায়ণতা হইতে মুক্ত বলিয়া মুদিতা, মৈত্রী করুণা, উপেক্ষা, ত্যাগ, ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি পালন করিয়া গৃহস্থব্যক্তির পক্ষেও মহাযানমতে নির্বাণলাভ করা সম্ভব। সর্বভূতের হিতের জন্য যেন মহাযানমতবাদ অধিক ব্যস্ত। মহাযানমতবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাতে অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের কল্পনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যবাদিগণের কিছু দেবদেবীও মহাযানদেবসঙ্ঘে গৃহীত হইয়াছেন। নির্বাণের সাধনরূপে মন্ত্রের গুরুত্বও মহাযান মতে স্বীকৃত।

এই মহাযানপন্থিগণের বা সর্বাস্তিবাদিগণের গ্রন্থই যে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন তাহা নয়, হীনযানপন্থিদের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও এই মিশ্র ভাষায় রচিত, যেমন হীনযানীদের মহাবস্তু (অবদান) এই সংস্কৃতে রচিত। মহাযানীদের ললিতবিস্তরও এই ধরণের গ্রন্থ। মহাকবি অশ্বঘোষ প্রণীত গ্রন্থাদি, আর্যশূরবরচিত জাতকমালা বা বোধিসত্ত্বাবদানমালাকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। লক্ষণীয় যে বোধিসত্ত্বাবদান বলিতে জাতককেই বুঝায়। জাতকগুলি অবদানগ্রন্থই বটে এবং তাহাদের প্রধান চরিত্র বোধিসত্ত্ব। কল্পনা মণ্ডিতিকা (অন্যনাম—সূত্রালঙ্কার) ও জাতকগুলিকে এক অর্থে অবদানগ্রন্থ বলা যায়। আবার অবদান গ্রন্থগুলিতেও নানা জাতক কাহিনী পাওয়া যায়। তাই অধ্যাপক ভিনটারনিট্‌ংস্ এর মতে জাতকমালা, কল্পনামণ্ডিতিকার (বা সূত্রালঙ্কার) মত অবদানগ্রন্থগুলিও হীনযান সাহিত্য ও মহাযান সাহিত্যের মাঝামাঝি অবস্থান করে। কারণ প্রাচীন অবদানগুলিতে যেমন হীনযানপ্রভাব স্পষ্ট সেইরূপ নবীন অবদানগুলিতে মহাযান প্রভাবও দেখা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অবদান বলিতে সাধারণতঃ উল্লেখযোগ্য ভাল কাজ বা noteworthy deed বুঝায়। পালিভাষায় অপদান শব্দটি ব্যবহার হয়। অবশ্য প্রাচীন কোষগ্রন্থকার অমরসিংহ অবদান এবং অপদান দুইটি শব্দই এক অর্থে

ব্যবহার করিয়াছেন। বীরত্বপূর্ণকাজ ও অবদান, নৈতিকগুরুত্বপূর্ণ কোন কাজকেও অবদান বলা যায়। ইহা হইতে বৌদ্ধদের কোন উল্লেখযোগ্য মহৎ কর্মের কাহিনীকেও অবদান বলা আরম্ভ হয়। সেই উল্লেখযোগ্য কর্ম যেমন পরার্থে আত্মত্যাগও হইতে পারে সেইরূপ বৌদ্ধবিহার বা সঙ্ঘে ভিক্ষু প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সুবর্ণ, রজত, ধূপ ও পুষ্পাদি দানও হইতে পারে। অবদানগুলির গল্প হইতে জানা যায় যে মন্দ কর্মের মন্দ ফল ও শুভকর্মের শুভফল লাভ করা যায়। সাধারণের কাছে গালগল্প মনে হইলেও নৈষ্ঠিক-বৌদ্ধদের কাছে এই গল্পগুলিতে বর্ণিত কাহিনীগুলি সত্য ঘটনারূপে স্বীকৃত হয়।

অবদানসাহিত্যে দিব্যাবদানব্যতীত অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল অবদানশতক ও ক্ষেমেন্দ্রর অবদানকল্পলতা। দিব্যাবদান গ্রন্থে অনেকগুলি অবদান বা কাহিনী আছে যেগুলি অবদানশতক অপেক্ষা নবীন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক প্রাচীন অংশও আছে এবং অবদানশতকের সহিত বহুস্থলে ইহার আক্ষরিক মিলও আছে। জার্মান অধ্যাপক ভিনটারনিট্‌স্ মনে করেন যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে দিব্যাবদান মহাযানীদের গ্রন্থ বলিয়া মনে হয় তবুও বস্তুতঃ ইহা হীনযানীদের মতবাদেরই পরিপোষক গ্রন্থ। বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় অবশ্য প্রমাণ করিয়াছেন যে দিব্যাবদান সর্বাস্তিবাদিগণেরই গ্রন্থ।

বর্তমানে লব্ধ দিব্যাবদানগ্রন্থে আটত্রিশটি অবদান পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইহা ৩৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং ইহাতে ৩৮টি অবদান বা মহৎ কর্মের বর্ণনা আছে। অবশ্য ইহাতে সমসংখ্যক ব্যক্তির গল্প পাওয়া যায় না। ইহার ১২ এবং ৩৪ সংখ্যক অবদানে বুদ্ধের কথাই আছে। ৯ ও ১০ সংখ্যক অবদানে মেণ্ডক নামক একই ব্যক্তির কার্য বর্ণিত আছে। এই প্রকারে মোটামুটি ৩০।৩২ জন লোকের বিশিষ্ট কীর্তির কথা এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই ৩৮টি অবদান একই লেখনীপ্রসূত নয় এবং একই সময়ে রচিত নয়। তাহার ফলে রচনার একটি রীতি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থটির রচনারীতি তাহার ফলে সামগ্রিকভাবে বড় বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্ন হইয়াছে। সুসমঞ্জস বিন্যাসের কোন নিয়ম দেখা যায় না। তাই পাশ্চাত্যপণ্ডিত বলিয়াছেন—'*It is not unified in language and style*" অবশ্য বহুলোকের রচনার মধ্যে একটি মাত্র ধারা বা রচনাশৈলী আশা করাও যায় না। তথাপি ইহা বলা যায় যে অবদানগুলি মোটামুটি শুদ্ধ ও সরলসংস্কৃতে লিখিত। বৌদ্ধদের পারিভাষিক বা তৎকালে প্রচলিত কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত-সাহিত্যে অপ্রচলিত অনেক শব্দ ইহাতে ব্যবহৃত যাহার অর্থ সহজগ্রাহ্য নয়। মধ্যে মধ্যে ২১১টি গাথা বা শ্লোক পাওয়া যায়। কোন কোন গাথায় আবার সংস্কৃত-সাহিত্যের আর্যা বা ইন্দ্রবজ্রার মত বহুপ্রচলিত ছন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

তাই ওল্ডেনবের্গ নামক জার্মান পণ্ডিত মন্তব্য করেন যে দিব্যাবদানে একটি প্রাচীন রচনারীতি ও একটি নবীনরচনারীতি লক্ষ্য করা যায়। মহাবস্তু অবদানগ্রন্থ সম্বন্ধেও একই মন্তব্য করা হইয়াছে। দিব্যাবদানের প্রায় সব কয়টি গল্পই প্রাচীনগ্রন্থে পাওয়া যায়। **রাজা অশোকের একটি অবদানও ইহাতে আছে। পাঠ্য অংশটি "অশোকস্য রাজ্যলাভঃ" অবশ্য তাহার অন্তর্গত নয়। তাহা পাংশুপ্রদানাবদান নামক অবদান হইতে গৃহীত।** মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কথা কাব্যগ্রন্থে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও মথুরাপুরীর নগরগণিকা বাসবদত্তার কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'অভিসার' নামক বিখ্যাত কবিতা রচনা করিয়াছেন এই অবদানেতে সেই কাহিনীও পাওয়া যায়। অবশ্য উৎসরূপে রবীন্দ্রনাথ বোধিসত্ত্বাবদানকল্পতার উল্লেখ করিয়াছেন।

দিব্যাবদানের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত অবদান সম্ভবতঃ **শার্দূলকর্ণাবদান**। ইহাতে ভগবান্ বুদ্ধ একজন চণ্ডালরূপে ও তাঁহার প্রিয়শিষ্য আনন্দ তাঁহার পুত্র শার্দূলকর্ণরূপে উপস্থিত। শার্দূলকর্ণের সহিত পুষ্করসারিন্ নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যা প্রকৃতির বিবাহ বর্ণনচ্ছলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাসংক্রান্ত নানাবিষয় যথা বর্ণাশ্রমব্যবস্থা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। শার্দূলকর্ণাবদান ২৬৫ খৃষ্টাব্দে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। **দিব্যাবদানের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল।** কোন কোন অংশ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত আবার কোন অংশ অন্য সময়ও রচিত হইয়াছিল। মৌর্যরাজ অশোক শুধু নয় পরবর্তী রাজা সুঙ্গ বংশীয় পুষ্যমিত্রের নামও ইহাতে পাওয়া যায়। **এই সমস্ত বিচার করিয়া অধ্যাপক শ্রীপরশুরাম বৈদ্য বলেন যে খৃষ্টীয় ২০০-৩০০ অব্দের মধ্যে দিব্যাবদানের বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত হইয়া গ্রন্থের বর্তমানরূপ হইয়াছে।**

সংস্কৃতভাষা প্রাচীনভারতে কখনও জনগণের কথ্যভাষা ছিল কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচুর মত ভেদ আছে। তবে ইহা সম্ভব যে পালি এক সময় জনগণের কথ্যভাষা ছিল। বস্তুতপক্ষে যে ভাষার প্রতিপদে ব্যাকরণের শৃঙ্খল বর্তমান তাহা যথার্থ কথ্যভাষা হইতে পারে না। বর্তমানে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা বা ইংরাজী ভাষায় ব্যাকরণের কড়া কড়ি নাই। দিব্যাবদানের ভাষা দেখিয়া মনে হয় এই ধরণের সংস্কৃত যাহা ব্যাকরণের নিয়মকে প্রায়ই লঙ্ঘন করে। সুতরাং মনে হয় তাহা হয়ত কখনও কথ্যভাষারূপে গৃহীত হইয়াছিল।

যেমন এই মিশ্রসংস্কৃতে দদামি'র পরিবর্তে "দেমি" "সর্পিষ" স্থলে "সর্পি" "যৎ" স্থানে "যম্" এইরূপ নানারকম শব্দ পাওয়া যায়। ব্যাকরণ দিয়া এই সমস্ত

পদের সাধুত্বনিরূপণ কঠিন ব্যাপার। সংস্কৃত-সাহিত্যে অপ্রচলিত বহুশব্দ এই গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়—যেমন আপত্তি অর্থ পাপ, পরিভাষ্ অর্থ আজ্ঞা, ছোরয়তি—পরিত্যাগ করা (বাঙ্গলায় ছেড়ে দেওয়া)। ইত্যাদি এই সমস্ত কারণে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বৌদ্ধ সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাষাকে Hybrid Sanskrit or পাঁচমিশালী সংস্কৃতভাষা বলিয়াছেন। অধ্যাপক Franklin Edgerton সঙ্কলিত "Dictionary of Buddhist Hybrid Sanskrit" গ্রন্থে এই বিষয়ে বহু চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়।

আলোচ্য পাঠ্যাংশে "বস্তু"র পরিবর্তে "বস্তুম্" "পরীক্ষামহে"র পরিবর্তে "পরীক্ষমঃ" পুংলিঙ্গে শ্মশ্রু শব্দের প্রয়োগ, "যুধ্যামহের" পরিবর্তে "যুধ্যামঃ", "তস্মিন্ সময়ে" এর পরিবর্তে "তেন সময়েন" প্রভৃতি পাণিনি মতে আপাতদৃষ্টিতে অশুদ্ধ প্রয়োগ পাওয়া যায়।

তাহা ছাড়া "জনপদকল্যাণী" "প্রাসাদিকা", "পরিচারয়িষ্যতি", বরেণ প্রবারিতা", "খটকা", "হস্তিনাগ" প্রভৃতি শব্দ যে অর্থে দিব্যাবদান-সাহিত্যে ব্যবহৃত ক্লাসিক্যালসংস্কৃতে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

পাংশুপ্রদানাবদানম্ঃ—অন্যান্য অবদানের মত "পাংশুপ্রদানাবদান"ও মিশ্রসংস্কৃতে লিখিত। ইহাতে আমরা নিম্নলিখিত আখ্যানগুলি পাই। মথুরাতে গুপ্ত নামে একজন গন্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পুত্র উপগুপ্ত একজন "অলক্ষণক বুদ্ধ" অর্থাৎ বুদ্ধের উপযোগী ৩২ প্রকার মহাপুরুষচিহ্ন তাঁহার শরীরে ছিল না। বোধিসত্ত্বাবস্থায় (বা ভাবী বুদ্ধ অবস্থায়) উপগুপ্ত পাঁচশত বানরদের যূথপতিরূপে প্রত্যেক বুদ্ধদের যথাযথ সেবা করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার ধর্মকার্যে জীবনযাপন করার পর সেই মর্কটপতির মৃতদেহ চন্দনকাষ্ঠদ্বারা দাহ করা হয়।

মথুরাবাসী গুপ্তের গৃহে একদিন শাণকবাসী স্থবির শ্রমণাদিবর্জিত হইয়া একাকী আসিলেন। গুপ্ত তাঁহার একাকী আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির বলিলেন তাঁহাদের শ্রমণ অনুগামীলাভ সম্ভব নয় কারণ কেহ সঙ্ঘে যোগদান করিতে চায় না। গুপ্ত বলিলেন তিনি বয়স্ক এবং সংসারী, অতএব তাঁহার পক্ষে সঙ্ঘে যোগদান সম্ভব নয়। তবে তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে সঙ্ঘে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কালক্রমে তাহার অশ্বগুপ্ত নামে একটি পুত্র হইল। স্থবির আসিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইলে গুপ্ত বলিলেন যে সে তাঁহার একমাত্র পুত্র। যদি দ্বিতীয় কোন পুত্র হয় তবে তাহাকে দান করিবেন। দ্বিতীয় পুত্র ধনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিলে স্থবির আসিলেন এবং প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিলে একই উত্তর পাইলেন। স্থবির তাহাদের শরীরে বুদ্ধলক্ষণ দেখিতে না পাইয়া

চলিয়া গেলেন। তৃতীয় পুত্র উপগুপ্ত অবশ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্থবির কর্তৃক সঙ্ঘে গৃহীত হইল।

উপগুপ্ত মথুরায় বাস করিতেন। নগরনটীবাসবদত্তা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মনোবাসনা দূতীমুখে জানায়। উপগুপ্ত তাহাকে নিরস্ত করেন। পরে বাসবদত্তা লোভবশতঃ কোন শ্রেষ্ঠিপুত্রকে হত্যা করিলে নগররক্ষিগণ তাহার হস্তপদ নাসিকা কর্ণ ছেদন করিয়া শ্মশানে নিক্ষেপ করে। তাহা শুনিয়া করুণাপ্লুত হৃদয়ে উপগুপ্ত তাহার মুক্তির জন্য শ্মশানে গমন করিলেন ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাসবদত্তা বলিল যে যখন তাহার রূপযৌবন ছিল তখন সন্ন্যাসী আসেন নাই। তাহার শারীরিক বিকৃতি যখন করা হইয়াছে সেই সময় সন্ন্যাসীর আসার কারণ কি? উপগুপ্ত বলেন যে তিনি কামার্ত হইয়া আসেন নাই। তাহার পর নানাপ্রকার ধর্মীয় উপদেশের দ্বারা বাসবদত্তার হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার করেন। তখন বাসবদত্তা বৌদ্ধধর্মের ও সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যথাকাল প্রমাণ করিয়া প্রভুর কৃপায় স্বর্গলোকে যায়। সেখানে দেবতারা তাহার উচিত সম্মান করেন এবং তাহা প্রচারিত হওয়ায় মথুরাপুরীর জনসমাজে বাসবদত্তা এবং উপগুপ্তের সম্মান বাড়িয়া যায়।

ইহার পর অবদানটিতে আমরা পাই যে উপগুপ্তকে তাহার গন্ধব্যবসায়ী পিতা স্থবির শানকবাসীর হস্তে সন্ন্যাসার্থ দান করেন এবং কালক্রমে উপগুপ্ত স্থবিরপদে সমাসীন হইয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দান করিতে থাকেন। তাহার এই প্রকার কার্যে বাধাদানের জন্য মার আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্মসভায় যখন উপগুপ্ত সত্যসংপ্রকাশন করেন সেই সময় স্বর্ণবৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদের মনোযোগ নষ্ট করিয়া দেয়। ধর্মোপদেশের মধ্যে অপ্সরাদের দ্বারা সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপগুপ্তের কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া 'মার' শেষপর্যন্ত উপগুপ্তের মাথায় কামিজনের মত মালাবন্ধন করিয়া দেয় এবং তাঁহার সন্ন্যাসি-জনোচিত ধর্মের সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

বিরক্ত হইয়া উপগুপ্ত মারের শাসনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি সাপের মৃতদেহ একটি কুকুরের মৃতদেহ ও একটি মনুষ্যশব গ্রহণ করিয়া নিজ তপপ্রভাবে মারের মস্তকে সর্পটি, গ্রীবায় কুকুরদেহটি এবং কর্ণে মনুষ্যশবটি বাঁধিয়া দেন। এইরূপে কামিজনের প্রতিকূল বেশ সম্পাদন করিয়া মারের চরম দুরবস্থার সৃষ্টি করেন। মার স্বয়ং নিজদেহ হইতে শবগুলি অপসারণ করার চেষ্টা করিল কিন্তু পিপীলিকা যেমন হিমালয়কে অপসারণ করিতে পারে না সেইরূপ অক্ষম হইল। মহেন্দ্র-রুদ্র-উপেন্দ্র-বরুণ কুবের প্রভৃতি দেবগণের সাহায্যেও

যখন তাহার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইল না তখন সে ব্রহ্মার নিকট গমন করিল। ব্রহ্মা জানাইলেন যে দশবল বুদ্ধের শিষ্যের অর্থাৎ উপগুপ্তের উপর তাঁহার কোন প্রভাবই নাই। তাঁহার মতে উপগুপ্তের শরণে গ্রহণই শ্রেয়স্কর। তখন মার উপগুপ্তের নিকট আসিয়া তাঁহার করুণাভিক্ষা করিল এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের অপমান না করার প্রতিশ্রুতি দিল। উপগুপ্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণের শতবর্ষের পরে জন্মিয়াছেন বলিয়া তাঁহার 'রূপকায়' বা ভৌতিকদেহ দর্শন করার সৌভাগ্যলাভ করেন নাই। মারকে তাহা দেখাইতে বলিলে মার বলিল উপগুপ্ত যেন ভুল করিয়া বুদ্ধরূপী মারকে প্রণাম না করেন। তাহার পর উপগুপ্ত মারের দেহ হইতে শবগুলি অপসারণ করিলেন। তখন সারিপুত্র-মৌদ্গল্যায়ন-আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যপরিবৃত ভগবান বুদ্ধের মূর্তি মারের সাহায্যে ধারণ করিয়া উপগুপ্তের সম্মুখে মার উপস্থিত হইল। ভাবাপ্লুতহৃদয়ে উপগুপ্ত বুদ্ধরূপী মারকে প্রণাম করায় সে শিহরিত হইয়া উঠে। উপগুপ্ত বলেন যে প্রতিমাকে প্রণাম করিলে তাহা যেমন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় মৃৎপিণ্ডের উদ্দেশ্যে নয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ বুদ্ধকেই প্রণাম করা হইয়াছে মারকে নয়। তাহার পর মার উপগুপ্তকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল এবং মায়াপুরীতে স্বয়ং উপগুপ্তের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিল।

ইহার পর অবদানটিতে আমরা ঐতিহাসিক রাজবংশের তালিকা পাই। সেই তালিকা অনুযায়ী ঐ সময়ে রাজগৃহে বিম্বিসার নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু, তাহার পুত্র উদায়ী (বা উদায়িভদ্র)। উদায়িভদ্রের পুত্র মুণ্ড। মুণ্ডের পুত্র কাকবর্ণী। কাকবর্ণীর পুত্র সহলী। তাহার পর তুলকুচী। তাহার পর মহামণ্ডল মহামণ্ডলের পুত্র প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিতের পুত্র নন্দ। নন্দের পুত্র বিন্দুসার পাটলিপুত্রের রাজা। তাঁহার দুই পুত্র—সুসীম ও অশোক। ইহার পর অশোকের রাজ্যলাভের বৃত্তান্ত যাহা পাঠাংশরূপে নির্দিষ্ট তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

অবশিষ্ট অংশটিতে চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে পরিণত হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অশোক রাজা হইলেন কিন্তু সাধারণের শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিলেন না। মন্ত্রিগণ তাঁহার আদেশমত পুষ্প ও ফলবান বৃক্ষসমূহ ছেদন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষরোপণ না করায় ক্রুদ্ধ অশোক পাঁচশত অমাত্যের প্রাণনাশ করেন। তাঁহার গাত্রস্পর্শ মোটেই আরামপ্রদ ছিল না তাই কোন রমণীই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চাহিত না। একদা তাঁহার প্রতি ক্রোধবশতঃ অন্তঃপুরিকারা নামসাদৃশ্য থাকায় একটি অশোকবৃক্ষকে ছেদন করিয়া দেয়। তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ সেই রাজা পাঁচশত

স্ত্রীলোককে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন। এই অতিকোপনস্বভাবের জন্য লোকে তাহাকে চণ্ডাশোক বলিতে লাগিল। মন্ত্রী রাজাকে স্বয়ং এই প্রকার নিষ্ঠুর কার্য করিতে নিষেধ করিয়া একজন ঘাতক নিয়োগ করিতে বলিল।

তদনুযায়ী অশোক গিরিক নামে একজন অতি নিষ্ঠুর স্বভাবের লোককে ঘাতক নিযুক্ত করিলেন। সে একটি বধ্যগৃহ নির্মাণ করিল এবং যে কেহ তাহাতে প্রবেশ করিবে তাহাকেই হত্যা করিবার অনুমতি পাইল।

একদিন সমুদ্র নামে একজন অর্হৎ আহারান্বেষণে ভ্রমবশতঃ সেই বধ্যগৃহে প্রবেশ করিল। গিরিক তাহাকে হত্যা করিবার যত আয়োজন করিল সবই বিফল হইল। এই সংবাদ পাইয়া অশোক তথায় আসিলেন এবং অর্হতের উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। তাহার পর তিনি সেই বধ্যশালা ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং ভিক্ষু শ্রমণদের উপদেশ অনুযায়ী চুরাশী হাজার স্তূপ ও ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ধর্মকার্যের কালে তাঁহার চণ্ডাশোক নাম পরিবর্তিত হইয়া ধর্মাশোকে পরিণত হইল।

অশোকস্য রাজ্যলাভঃ অংশের সারসংক্ষেপ—পাটলিপুত্র নগরে যখন রাজা বিন্দুসার রাজত্ব করিতেন তখন চম্পানগরীতে এক ব্রাহ্মণের একটি সুন্দরী ও সুলক্ষণা কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া বলে এই কন্যা রাজার পত্নী হইবে। বিন্দুসারের সুসীম নামে এক পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যার সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া রাজা বিন্দুসার কর্তৃক পরিণয়ের জন্য তাহার অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেয়। অন্তঃপুরিকারা ঈর্ষার সহিত চিন্তা করিল যে এই কন্যাকে বিবাহ করিলে রাজা অপর স্ত্রীলোকের আর মুখদর্শনও করিবেন না। তাই তাহারা সেই কন্যাকে রাজার নাপিতের কার্যে নিযুক্ত করিল। সেও যথারীতি রাজার কেশশ্মশ্রুপ্রসাধন কার্য করিত। তাহার কার্যে সন্তুষ্ট রাজা তাহাকে বর দিতে চাহিলে সে সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করে। পরে রাজা তাহাকে বিবাহ করিয়া প্রধানা মহিষী করেন। কালক্রমে তাহার একটি পুত্র জন্মায়। মহিষী সেই সন্তান হইতে শোকরহিতা বা অশোকা হন অতএব নবজাতকের নাম রাখা হইল অশোক। কিন্তু কুমার অশোকের গাত্রস্পর্শ অত্যন্ত দুঃসহ ছিল বলিয়া রাজা বিন্দুসার তাহাকে পছন্দ করিতেন না।

তাঁহার অবর্তমানে কে রাজা হইবার যোগ্য ইহা নিরূপণ করিবার জন্য রাজা বিন্দুসার পরিব্রাজক পিঙ্গলবৎসাজীবের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত রাজকুমারদের সুবর্ণমণ্ডপ নামক উদ্যানে লইয়া গেলেন। অশোক তাহার মাতার উপদেশমত মহল্লক নামক রাজহস্তীতে আরোহণ করিয়া সেইস্থানে গেলেন এবং কুমারদের মধ্যে

ভূমিতে উপবেশন করিলেন। কুমারদের যখন আহার আসিল তখন অশোকের জন্যও মৃন্ময়স্থালীতে শালিধান্যের তণ্ডুল ও দধি প্রেরিত হইল। পিঙ্গলবৎসাজীব বুঝিলেন অশোকই রাজা হইবার যোগ্য—কিন্তু তাহা বিন্দুসারের মনোমত নয় তাই সঙ্কেতে রাজাকে বলিলেন—যাহার যান, আসন, ভাজন, ভোজন ও পান শোভন সেই রাজা হইবার যোগ্য। অশোক দেখিলেন তিনি হস্তীতে আরোহণ করেন, পৃথিবী তাঁহার আসন, উত্তমপাত্রে উত্তমবস্তু তাঁহার ভোজ্য, অতএব তিনিই রাজা হইবেন। তাহার পর অশোকের মাতার উপদেশানুসারে পিঙ্গলবৎসাজীবও সাময়িকভাবে স্থান ত্যাগ করিলেন। কারণ তাঁহার বাক্য বিন্দুসারের অপ্রীতির উদ্রেক করিতে পারে।

তক্ষশিলানগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তাহা শান্ত করিবার জন্য বিন্দুসার অশোককে সৈন্যসমেত পাঠাইলেন কিন্তু সৈন্যদের অস্ত্র দিলেন না। ভৃত্যগণ অশোককে ইহা জানাইলে অশোকের মাহাত্ম্যবশতঃ পৃথিবী হইতেই অস্ত্রশস্ত্র আবির্ভূত হইল এবং তাহা লইয়া অশোক তক্ষশিলায় গমন করিলেন। তক্ষশিলার অধিবাসিগণ পথের ধারে পূর্ণঘট প্রভৃতি মাঙ্গলিকদ্রব্য সজ্জিত করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল এবং বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। অশোকও পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

একদিন রাজকুমার সুসীম পরিহাসবশতঃ প্রধানমন্ত্রী খল্লাটকের স্কন্ধে চপেটাঘাত করে। অপমানিত মন্ত্রী চিন্তা করিলেন যে কুমার অবস্থাতেই যদি চপেটাঘাত করে তবে রাজা হইয়া সুসীম অস্ত্রাঘাত করিবে। অতএব সে যাহাতে রাজা না হইয়া অশোক রাজা হইতে পারে তাহার জন্য খল্লাটক ও পাঁচশত মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ষড়যন্ত্র করিয়া কোন ছলে সুসীমকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া দেয়।

বিন্দুসার আসন্নমরণ হইলে তাহারা অশোককে সজ্জিত করিয়া আনিয়া রাজাকে বলিল ইহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন। বিন্দুসার ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলে অশোক বলিলেন যে যদি ধর্মতঃ রাজ্য তাঁহার প্রাপ্য হয় তবে দেবতারা যেন তাঁহার উষ্ণীষপট্ট বন্ধন করিয়া দেন। তাহা করা হইলে বিন্দুসার উষ্ণশোণিত বমন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইল। অশোক রাজা হইলেন।

ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ সুসীম অশোককে বধ করিয়া রাজা হইবার জন্য পাটলিপুত্র নগরীর সমীপে প্রত্যাবর্তন করিল। অশোকের প্রধান অমাত্য রাধগুপ্ত প্রধান প্রবেশ পথের উপর একটি গর্ত খনন করিয়া তাহা জলন্ত অঙ্গারপূর্ণ করিয়া উপরে তৃণাচ্ছাদিত করিয়া রাখিল। সুসীম সেই গর্তের মধ্যে পড়িয়া জলন্ত অঙ্গারে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অশোকস্য রাজ্যলাভঃ—অশোকের রাজ্যলাভ (Asoka's acquisition of Kingship). নাস্তি শোকঃ যস্য যস্য বা সঃ (বহুব্রীহিঃ) অশোকঃ। এস্থ ষষ্ঠী বিভক্তি। "উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি" ২।৩।৬৬ সূত্রদ্বারা এখানে "অশোকস্য" পদে ষষ্ঠী না হইয়া তৃতীয়া হওয়াই উচিত। কারণ রাজ্যস্য লাভঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ) =রাজ্যলাভঃ এই পদস্থ লভ্+ঘঞ্=লাভঃ এই কৃদন্ত পদটির কর্ম রাজ্য এবং কর্তা অশোক অতএব 'দুগ্ধস্য পানং শিশুনা" এই বাক্যের মত 'রাজ্যস্য লাভঃ অশোকেন" বা "অশোকেন রাজ্যলাভঃ"এইরূপ হওয়া উচিত। তবে "উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি" সূত্রের একটি বার্ত্তিক আছে "শেষে বিভাষা"। অর্থাৎ অক ও অ ভিন্ন অন্য প্রত্যয়ের কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। তাহার দ্বারাই এখানে অশোকস্য পদটিতে ষষ্ঠী বিভক্তি সিদ্ধ। রাজ্ঞঃ ভাবঃ কর্ম বা ইতি রাজ্যম্, রাজন্+যক্। ("পত্যন্ত-পুরোহিতাদিভ্যো যক্"=ভাব ও কর্ম অর্থে পতিভাগান্ত শব্দ এবং পুরোহিত প্রভৃতি শব্দের উত্তর যক্ হয়)॥

পাটলিপুত্রে নগরে বিন্দুসারো……অন্তপুরং প্রবেশিতা ॥ ১॥

বিসন্ধিপাঠঃ—পাটলিপুত্রে নগরে বিন্দুসারঃ নাম রাজা রাজ্যম্ করোতি। তস্য পুত্রঃ জাতঃ। তস্য সুসীমঃ ইতি নামধেয়ম্ কৃতম্। তেন চ সময়েন চম্পায়াম্ নগর্যাম্ অন্যতমঃ ব্রাহ্মণঃ। তস্য দুহিতা জাতা অভিরূপা দর্শনীয়া প্রাসাদিকা জনপদকল্যাণী। সা নৈমিত্তিকৈঃ ব্যাকৃতা—অস্যা দারিকায়াঃ রাজা ভর্তা ভবিষ্যতি ইতি। শ্রুত্বা চ ব্রাহ্মণস্য রোমহর্ষঃ জাতঃ। সঃ তাম্ দুহিতরম্ গৃহীত্বা পাটলিপুত্রম্ গতঃ। তেন সা সর্বালঙ্কারৈঃ বিভূষয়িত্বা রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য ভার্যার্থম্ অনুপ্রদত্তা—ইয়ম্ হি কন্যা ধন্যা প্রশস্তা চ ইতি। সা রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ অন্তঃপুরম্ প্রবেশিতা॥

Beng. Equivalents. পাটলিপুত্রে নগরে (পাটলিপুত্র নামক নগরে) বিন্দুসারঃ নাম (বিন্দুসার নামে) রাজা (এক নৃপতি) রাজ্যং করোতি (রাজত্ব করিতেন)। তস্য (তাহার অর্থাৎ বিন্দুসারের) পুত্রঃ (একটি পুত্র) জাতঃ (জন্মিয়াছিল)। তস্য (তাহার) সুসীমঃ ইতি (সুসীম এইরূপ) নামধেয়ম্ (নাম) কৃতম্ (করা হইয়াছিল)। তেন চ সময়েন (এবং সেই সময়ে) চম্পায়াম্ নগর্যাম্ (চম্পা নগরীতে) অন্যতমঃ (অন্য এক) ব্রাহ্মণঃ (বিপ্র) (বাস করিত)। তস্য (সেই ব্রাহ্মণের) দুহিতা (কন্যা) জাতা (জন্মিয়াছিল) অভিরূপা (মনোহর) দর্শনীয়া (সুদর্শনা) প্রাসাদিকা (সুন্দরী) জনপদকল্যাণী (দেশের মধ্যে সুন্দরী)। নৈমিত্তিকৈঃ (নিমিত্তাভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের দ্বারা) সা (সেই কন্যা) (সম্বন্ধে) ইতি (এইরূপ) ব্যাকৃতা (ভাবষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল)

(যে) অস্যাঃ দারিকায়াঃ (এই কন্যায়) ভর্তা (স্বামী) রাজা (নৃপতি) ভবিষ্যতি (হইবেন)। শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) চ (এবং) ব্রাহ্মণস্য (সেই বিপ্রের) রোমহর্ষঃ (রোমাঞ্চ) জাতঃ (হইয়াছিল)। সঃ (সেই ব্রাহ্মণ) তাং দুহিতরং (সেই কন্যাকে) গৃহীত্বা (লইয়া) পাটলিপুত্রং (পাটলিপুত্র নগরীতে) গতঃ (গিয়াছিল)। তেন (তাহার দ্বারা) সর্বালঙ্কারৈঃ (সকলপ্রকার অলঙ্কারের দ্বারা) বিভূষয়িত্বা (সজ্জিত হইয়া) রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য (রাজা বিন্দুসারের) ভার্যার্থম্ (পত্নীরূপে গৃহীত হইবার জন্য) অনুপ্রদত্তা (প্রদত্ত হইয়াছিল) ইয়ম্ (এই) কন্যা (কন্যা) হি (বাক্যালঙ্কারে) ধন্যা (শ্লাঘনীয়া) প্রশস্তা (ক্ষেম বা মঙ্গলযুক্ত প্রশংসাযোগ্য) চ (ও) ইতি (এইরূপ)। সা (সেই কন্যা) রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ (রাজা বিন্দুসার কর্তৃক) অন্তঃপুরম্ (অন্তঃপুরে) প্রবেশিতা (গৃহীতা হইয়াছিল)।

Beng. Trans পাটলিপুত্র নগরীতে বিন্দুসার নামক একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছিল। তাহার "সুসীম" এই নামকরণ করা হইয়াছিল। সেই সময় চম্পা নগরীতে অন্য এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার একটি অপরূপ কন্যা জন্মিয়াছিল যে অসাধারণ সৌন্দর্যযুক্ত এবং জনপদের মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল। জ্যোতিষীরা তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যে একজন রাজা এই কন্যার স্বামী হইবে, ইহা শুনিয়া (আনন্দে) ব্রাহ্মণের রোমাঞ্চ হইল। সে সেই কন্যাকে লইয়া পাটলিপুত্রে গমন করিল। সে তাহাকে সকল অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পত্নীরূপে গৃহীত হইবার জন্য রাজা বিন্দুসারকে প্রদান করিল (এবং বলিল) এই কন্যা সৌভাগ্যবতী এবং প্রশংসাযোগ্য। রাজা বিন্দুসার তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন।

Eng. Trans. A King named Bindusara was reigning in Pataliputra. A son was born to him. He was named Susima. At that time a brahmin lived in the city of Champa. A daughter was born to him who was beautiful, worth looking, attractive and was the beautiful woman of the country (or was the cause of prosperity of the country). The astrologers predicted of her thus: "a King shall be husband of this girl". Hearing this the brahmin had horripilation (due to joy). Taking that daughter he went to Pataliputra. Adorning her with all (sorts of) ornaments she was given to King Bindusara to be taken as his wife (with the words) "this girl is fortunate (blessed) and

commendable. She was sent by King Bindusara to the inner apartment (i.e. harem).

Sans. Equivalents পাটলিপুত্রে নগরে (মগধরাজধান্যাম্) বিন্দুসারো নাম (তন্নামকঃ প্রসিদ্ধঃ) রাজা (নৃপবিশেষঃ) রাজ্যং করোতি (রাজরূপেণ তিষ্ঠতি স্ম)। তস্য (বিন্দুসারস্য) পুত্রঃ (তনয়ঃ) জাতঃ (অজায়ত)। তস্য (নবজাতস্য পুত্রস্য) সুসীমঃ ইতি নামধেয়ম্ কৃতম্ (নামকরণং কৃতম্)। তেন চ সময়েন (তস্মিন সময়ে) চম্পায়াঃ নগর্যাম্ (চম্পাভিধায়াং প্রসিদ্ধ পুর্যাম্) অন্যতমঃ (অন্যঃ কশ্চিৎ) ব্রাহ্মণঃ (বিপ্রঃ) বসতি স্ম ইতি অধ্যাহার্যম্)। তস্য (প্রাগুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য) দুহিতা (কন্যকা) জাতা (অজায়ত) অভিরূপা (সুন্দরী) দর্শনীয়া (দর্শনযোগ্যা)। প্রাসাদিকা (মনোহারিণী) জনপদ কল্যাণী (জনপদস্য মঙ্গলকারিণী যদ্বা জনপদস্য রমণীয়তমা)। সা (অসৌ কন্যা) নৈমিত্তিকৈঃ (নিমিত্তশাস্ত্রবিদ্ভিঃ জ্যোতিষিকৈঃ) ব্যাকৃতা (প্রকটীকৃতা) অস্যাঃ (এতস্যাঃ) দারিকায়াঃ (কন্যকায়াঃ) ভর্ত্তা (পতিঃ) রাজা (নৃপঃ) ভবিষ্যতি (ভবিতা)। শ্রুত্বা চ (তৎ চ আকর্ণ্য)। ব্রাহ্মণস্য (চম্পাবাস্তব্যস্য বিপ্রস্য) রোমহর্ষঃ (রোমাঞ্চঃ) জাতঃ অভবৎ)। সঃ (অসৌ) তাং দুহিতরম্ (তাং তনয়াম্) গৃহীত্বা (নীত্বা) পাটলিপুত্রং গতঃ (তন্নগরং জগাম)। তেন (ব্রাহ্মণেন) সা (দারিকা) সর্বালঙ্কারৈঃ (সর্বৈঃ আভরণৈঃ) বিভূষয়িত্বা (সজ্জীকৃত্য) রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য (তন্নামকায় নৃপতয়ে) ভার্যার্থম্ (পত্নীরূপেণ গ্রহণার্থম্) অনুপ্রদত্তা (দত্তা)। ইয়ং হি কন্যা (এষা কন্যকা) ধন্যা (সৌভাগ্যবতী) প্রশস্তা চ (শোভনা চ)। সা (অসৌ কন্যা) রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ (তন্নামকেন নৃপেণ) অন্তঃপুরম্ (গৃহমধ্যে) প্রবেশিতা (প্রেরিতা)।

Notes

N. B. [ভূমিকাতে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আলোচ্য পাঠ্যাংশটি শুদ্ধসংস্কৃতে রচিত নয়। ইহাতে শুদ্ধ সংস্কৃতের সহিত পালি প্রকৃত দেশজ নানাশব্দ মিশ্রিত অবস্থায় আছে। অতএব পাণিনি বা তৎপরবর্তী সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রদ্বারা এই অংশের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ পদের ব্যুৎপত্তি নিরূপণ সম্ভব নয়।]

পাটলিপুত্রে, নগরে —অধিকরণে সপ্তমী।

বিন্দুসারঃ—প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা।

রাজা—প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা। আমরা জানি অব্যয় যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। কিন্তু সব অব্যয়যোগে প্রথমা হয় না। "নাম" এই অব্যয় যোগে কর্তৃত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি উক্ত হয় না বলিয়া তাহার সহিত "প্রথমা" পাই না। যেমন

কন্যাং দশরথো রাজা শান্তাং নাম ব্যজীজনং"—এখানে "শান্তাম্" প্রথমা বিভক্তি হয় নাই।

N. B. পাংশুপ্রদানাবদানটিতে বিম্বিসার হইতে অশোক পর্যন্ত রাজাদের নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিন্দুসারের পিতা ও তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী রাজা চন্দ্রগুপ্ত যিনি মৌর্যসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার নাম নাই। ইহার কারণ কি এই যে বিন্দুসার বা অশোকের মত চন্দ্রগুপ্তের বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধা ছিল না? আমরা ইতিহাস হইতে জানি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

পুত্রঃ—পুং + ত্রৈ + ক = পুন্ত্রঃ বা পুত্রঃ। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে পুং-নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে বলিয়া তনয়কে পুত্র (পুন্ত্র) বলা হয়।

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥

জাতঃ—জন্ ধাতু ক্ত। জন্ ধাতু দিবাদি আত্মনেপদী—জায়তে জায়েতে জায়ন্তে এই প্রকার রূপ। লিট্—জজ্ঞে, জজ্ঞাতে, জজ্ঞিরে ইত্যাদি। লৃট্—জনিষ্যতে ইত্যাদি।

নামধেয়ম্—কৃতম্, উভয়ত্র উক্ত কর্মে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা। নাম শব্দে স্বার্থে ধেয় প্রত্যয়—নামধেয়, নাম এব নামধেয়ম্। [ভাগ-রূপ-নামভ্যো ধেয়ঃ—এই বার্ত্তিকটির অর্থঃ—ভাগ, রূপ ও নাম শব্দের উত্তর স্বার্থে ধেয় প্রত্যয় হয়। যেমন ভাগ এব ভাগধেয়ম্; রূপম্ এব রূপধেয়ম্]। কৃ ধাতু ক্ত (কর্মণি) = কৃতম্।

তেন চ সময়েন—বৌদ্ধদের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ। লৌকিক সংস্কৃতে "তস্মিন্ সময়ে" এইরূপ প্রয়োগ হয়।

চম্পায়াম্—অধিকরণে সপ্তমী। এইস্থানে ঔপশ্লেষিক বা ঐকদেশিক অধিকরণ। আধার বা অধিকরণ তিন প্রকার :—**ঐকদেশিক** (বা **ঔপশ্লেষিক** যথা—বনে বসতি, নদ্যাং স্নাতি ইত্যাদি), **অভিব্যাপক** (দুগ্ধে মাধুর্যম্, তিলে তৈলম্ ইত্যাদি; এবং **বৈষয়িক** (বিদ্যায়াম্ অনুরাগঃ, ধর্মে মতিঃ ইত্যাদি)। চম্পা বা চম্পাবতী বা চম্পকাবতী প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি নগরীর নাম। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের মতে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ও প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী এই নগরীটি বর্তমানের বিহার রাজ্যের ভাগলপুর সহর ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

নগর্য্যাম্—নগরী সপ্তমীর একবচন।

অন্যতমঃ—অন্য + তম (a certain)।

দুহিতা—দুহিতৃ + ১মা ১বচন। দুহ্ + তৃচ্ = দুহিতৃ। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত

হয়। কাহারও মতে প্রাচীনকালে পিতৃগৃহে কন্যারা গোদোহনকার্য করিতেন বলিয়া তাহাদের এই নাম।

নপ্তৃ-নেষ্টৃ-ত্বষ্টৃ-হোতৃ-পোতৃ-ভ্রাতৃ-জামাতৃ-মাতৃ-পিতৃ-দুহিতৃ (উ ২।২৫২) এই উণাদি সূত্র দ্বারা অদাদিগণীয় দুহ্ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া ইট্ ও গুণাভাব বশতঃ দুহিতৃ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

অভিরূপা—দর্শনীয়া। প্রাসাদিকা, জনপদ কল্যাণী—শব্দগুলি প্রায় সমার্থক। এইরূপ পুনরুক্তি গল্পটির প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান।

অভিরূপা—মনোহর (অভি+রূপ্+অচ্ স্ত্রিয়াম্ টাপ্)।

দর্শনীয়া—দৃশ+অনীয়র্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্।

প্রাসাদিকা—বৌদ্ধসংস্কৃতে প্রসাদিকা বা প্রাসাদিকা শব্দটি ব্যবহৃত হইল সংস্কৃতে প্রসাদ বা প্রাসাদ শব্দের সহিত অর্থগত সম্বন্ধ কম। Edgerton এর মতে ইহাদের অর্থাৎ প্রসাদিকা/প্রাসাদিকার অর্থ gracious, attractive, fair. usually but not always applied to persons.

জনপদকল্যাণী—শব্দটিও একই অর্থ দ্যোতক। ইহা Beautiful woman of the country বা "দেশের মধ্যে সেরা সুন্দরী মেয়ে" অর্থে অবদান সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দটি বিভাগ করিয়া জনপদস্য কল্যাণী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) এইরূপ বিগ্রহ বাক্যের দ্বারা দেশের কল্যাণী বা মঙ্গলকারিণী এইরূপ অর্থও লাভ করা যায়। তাহা কিন্তু আলোচ্য অংশে অভিপ্রেত নয়।

নৈমিত্তিকৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। নিমিত্ত+ঠক্=নৈমিত্তিক। নিমিত্তেন জীবতি ইত্যর্থঃ। "চেতনাদিভ্যো জীবতি" এই সূত্রে ঠক্ প্রত্যয় হইয়াছে।

ব্যাকৃতা—বি+আ+কৃ+ক্ত=ব্যাকৃত, স্ত্রিয়াম্ ব্যাকৃতা। ব্যাখ্যাকরা, বিশদভাবে বলা, ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রভৃতি অর্থে (to explain, to elucidate, to predict) ব্যবহার হয়।

দারিকায়াঃ—শেষে ষষ্ঠী। দা+ণ্বুল্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্=দারিকা। "প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ" (স্ত্রীলিঙ্গ টাপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রত্যয়স্থ ককারের পূর্ববর্তী অকার স্থানে ইকার হয়) সূত্রের দ্বারা দারক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে দারিকা। দারিকা শব্দের অর্থ কন্যা।

ভর্তা—ভৃ+তৃচ্=ভর্তৃ+১মা ১ বচন। দাতৃ শব্দের মত রূপ।

ভবিষ্যতি—ভূ ধাতু লৃট্ প্রথম পুরুষ একবচন (বা স্যতি)।

রোমহর্ষঃ—রোম্নাং হর্ষঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) অর্থ রোমাঞ্চ বা Erection of hair.

গৃহীত্বা—অস-ক্রি, গ্রহ্+ক্তাচ্। গ্রহ্ ধাতু ক্র্যাদি উভয়পদী।

সর্বালঙ্কারৈঃ—করণে তৃতীয়া। সর্বৈঃ অলঙ্কারৈঃ (কর্মধারয়)। অলম্+কৃ+ঘঞ্ অলঙ্কারঃ।

বিভূষয়িত্বা—অস-ক্রি, মুদ্রিত দিব্যাবদানগ্রন্থে ক্ত্বা প্রত্যয়ান্ত শব্দ পাওয়া যায়। অতএব তাহাই গ্রহণ করা হইল। আমরা জানি সমাসের পর ধাতুতে ক্তাচ্ যোগ না করিয়া ল্যপ্ যোগ করা হয়। নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে অবশ্য ক্তাচ্ ই থাকে, যেমন অকৃত্বা কিন্তু বিকৃত্য (সমাসেঽনঞ্পূর্বে ক্তোর্ল্যপ্)। অতএব বিভূষয়িত্বা না হইয়া বিভূষ্য হওয়া উচিত। অথবা—বি+ভূষ্+অ (স্ত্রিয়াম্)=বিভূষা। বিভূষাং করোতি আচষ্টে বা ইতি ণিচি। বিভূষ+ণিচ্+ক্ত্বা প্রত্যয়ঃ=বিভূষয়িত্বা।

রাজ্ঞো বিন্দুসারস্য—উভয়ত্র শেষে ষষ্ঠী।

ভার্যার্থম্—ভার্যায়ৈ ইদম্ ভার্যার্থম্ (নিত্যসমাস)। ভৃ+ণ্যৎ+স্ত্রিয়াম্ টাপ্=ভার্যা।

অনুপ্রদত্তা—অনু+প্র+দা+ক্ত কর্মণি (স্ত্রিয়াম্) alt form অনুপ্রত্তা।

ধন্যা—ধন+যৎ (স্ত্রিয়াম্) ; "**ধনগণংলব্ধা**" ইতি সূত্রানুসারেণ যৎপ্রত্যয়ঃ। ততঃ স্ত্রিয়াং রূপম্।

প্রশস্তা—প্র+শন্স+ক্ত কর্মণি (স্ত্রিয়াম্)=প্রশস্তা।

বিন্দুসারেণ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

প্রবেশিতা—প্র+বিশ্+ণিচ্ ক্ত (স্ত্রিয়াম্)।

Ch. of voice……নাম্না রাজ্ঞা রাজ্যং ক্রিয়তে।……পুত্রেণ জাতেন… (অভূয়ত)।…কৃতবান্।……ব্রাহ্মণেন অন্যতমেন।……দুহিত্রা………জাতয়া অভিরূপয়া দর্শনীয়য়া প্রাসাদিকয়া জনপদকল্যাণ্যা……ভর্ত্রা রাজ্ঞা ভবিষ্যতে। …তেন……গতম্। সঃ তাং……প্রদত্তবান্। অনয়া কন্যয়া ধন্যয়া প্রশস্তয়া… (ভূয়তে)। তাং রাজা ……প্রবেশিতবান্।

অন্তঃপুরিকাণাং বুদ্ধিরুৎপন্না….পরিণয়ো ভবিষ্যতি ? ॥ ১ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—অন্তঃপুরিকাণাম্ বুদ্ধিঃ উৎপন্না—ইয়ম্ অভিরূপা প্রাসাদিকা জনপদকল্যাণী। যদি রাজা অনয়া সার্দ্ধম্ পরিচারয়িষ্যতি, অস্মাকম্ ভূয়ঃ চক্ষুঃ সম্প্রেষণম্ অপি ন করিষ্যতি ইতি। তাভিঃ সা নাপিতকর্ম শিক্ষাপিতা। সা রাজ্ঞঃ কেশশ্মশ্রু প্রসাধয়তি, যাবৎ সুশিক্ষিতা সংবৃত্তা। রাজ্ঞা প্রীতেন বরেণ প্রবারিতা—কিম্ ত্বম্ বরম্ ইচ্ছসি ইতি। তয়া অভিহিতম্—দেবেন সহ মে পরিণয়ঃ স্যাৎ ইতি। রাজা আহ—ত্বম্ নাপিতী, অহম্ রাজা ক্ষত্রিয়ঃ মূর্ধাভিষিক্তঃ। কথম্ ময়া সার্দ্ধম্ পরিণয়ঃ ভবিষ্যতি ?

Beng. Equivalents. অন্তঃপুরিকাণাম্ (পুরস্ত্রীদের অর্থাৎ রাজার অন্য পত্নীদের) বুদ্ধিঃ (চিন্তা) উৎপন্না (উদিত হইল)—ইয়ম্ (এই স্ত্রীলোকটি) অভিরূপা, প্রাসাদিকা, জনপদকল্যাণী (মনোহর সুন্দর আকৃতি এবং দেশের মধ্যে সুন্দরী)। যদি (যদি) রাজা (নৃপতি বিন্দুসার) অনয়া সার্দ্ধম্ (ইহার সহিত) পরিচারয়িষ্যতি (তৃপ্তি লাভ করেন অর্থাৎ ইহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হন) ভূয়ঃ (পুনরায়) অস্মাকম্ (আমাদের প্রতি) চক্ষুঃ সম্প্রেষণম্ (দৃষ্টিপাত) অপি (ও) ন করিষ্যতি (করিবেন না)। তাভিঃ (সেই পুরস্ত্রীদের দ্বারা) সা (সেই ব্রাহ্মণ-কন্যা) নাপিতকর্ম (নাপিতের কার্য অর্থাৎ কেশশ্মশ্রু ছেদনাদি কর্ম) শিক্ষাপিতা (অধিগত হইল—অর্থাৎ তাহারা তাহাকে নাপিতের কাজ শিখাইল)। সা (ব্রাহ্মণকন্যা) রাজ্ঞঃ (বিন্দুসারের) কেশশ্মশ্রুং (চুল ও দাড়ি) প্রসাধয়তি (ক্ষৌর কর্ম করিত)। যাবৎ (তাহারপর) সুশিক্ষিতা (নিপুণ) সংবৃত্তা (হইয়াছিল)। প্রীতেন (সন্তুষ্ট) রাজ্ঞা (রাজা) বরেণ প্রবারিতা (অনুগ্রহ প্রদান করিলেন)—কিং বরম্ (কি অনুগ্রহ) ত্বম্ ইচ্ছসি (তুমি চাও)। তয়া (তাহার দ্বারা) অভিহিতম্ (কথিত হইল) দেবেন সহ (মহারাজের সহিত) মে (আমার) পরিণয়ঃ (বিবাহ) স্যা (হউক)। রাজা আহ (রাজা বলিলেন) ত্বম্ নাপিতী (তুমি নাপিতজাতীয়া), অহম্ (আমি) মূর্ধাভিষিক্তঃ (মাথায় অভিষেক-বারিপ্রাপ্ত অর্থাৎ যথাযথ অভিষিক্ত) ক্ষত্রিয়ঃ রাজা (ক্ষত্রিয়বংশের রাজা)। কথম্ (কি প্রকারে) ময়া সার্দ্ধম্ (আমার সহিত) (তোমার) পরিণয়ঃ (বিবাহ) ভবিষ্যতি (হইবে) ?

Beng. Trans. পুরস্ত্রীদের চিন্তা হইল "এই কন্যাটি অতি মনোহরাকৃতি সুন্দরী এবং আকর্ষণকারিণী। যদি রাজা ইহাতে আনন্দ লাভ করেন তবে আমাদের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাতও করিবেন না।" তাহারা তাহাকে নাপিতের কার্য (ক্ষৌরকর্ম) শিখাইল। সে রাজার কেশ ও শ্মশ্রু প্রসাধন করিত (এবং) কালক্রমে (ঐ কার্যে) নিপুণ হইয়া উঠিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন "কি অনুগ্রহ তুমি চাও"। সে বলিল "মহারাজের সহিত আমার বিবাহ হউক'। রাজা বলিলেন "তুমি নাপিতী আমি যথাযথভাবে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা, আমার সহিত তোমার বিবাহ কিরূপে সম্ভব"।

Eng. Trans. The ladies of the seraglis (=harem) thought "this girl is attractive gracious and beautiful woman of the country. If the king amuses himself with her (i. e. if the king marries her) he will no longer cast glances on us". By them she was taught the work of a barber. She used to him the hair

and beard of the king and in course of time became expert in that act. The king being satisfied offered a favour (with the words) "what favour you want"? She told, "let myself be married by your majesty". The king said, "You are a barber woman (and) I am a Kshatriya king duly anointed, how can there be marriage with me?"

Sans. Equivalents. অন্তঃপুরিকাণাম্ (পুরস্ত্রীণাম্) বুদ্ধিঃ (মনসি চিন্তা) উৎপন্না (উদিতা)। ইয়ম্ (এষা কন্যা) অভিরূপা (সুন্দরী) প্রাসাদিকা (আকর্ষণকারিণী) জনপদকল্যাণী (জনপদস্য রমণীয়তমা যদ্বা জনপদস্য-কল্যাণ-কারিণী) যদি রাজা (নৃপঃ বিন্দুসারঃ) অনয়া সার্ধম্ (অস্যাম্) পরিচারয়িষ্যতি (প্রমোদং লভেত অর্থাৎ এনাম্ উদ্বহেত) অস্মাকম্ (অস্মাসু) ভূয়োঽপি (পুনরপি) চক্ষুঃ প্রদানম্ (দৃষ্টিপাতম্) ন করিষ্যতি (অর্থাৎ অস্মাসু কাপি স্পৃহা তস্য ন স্যাৎ ইতি ফলিতার্থঃ)। তাভিঃ (পুরস্ত্রীভিঃ) সা (ব্রাহ্মণবালা) নাপিতকর্ম (নাপিতস্য-কর্মকস্য ক্ষৌরকর্মাদি) শিক্ষাপিতা (অধ্যাপিতা)। সা রাজ্ঞঃ (নৃপতেঃ) কেশশ্মশ্রুং প্রসাধয়তি (কেশাদি কল্পনং করোতি) যাবৎ (কালক্রমেণ চ) সুশিক্ষিতা (সুনিপুণা) সংবৃত্তা (অভবৎ)। প্রীতেন রাজ্ঞা (সন্তুষ্টেন নৃপতিনা) বরেণ প্রবারিতা (অনুগ্রহঃ প্রদত্তঃ) কিং বরম্ (কাদৃশম্ অনুগ্রহম্) ত্বম ইচ্ছসি (ত্বম্ বাঞ্ছসি)। তয়া অভিহিতম্ (তয়া উক্তম্) দেবেন সহ (মহারাজেন সহ) মে (মম) পরিণয়ঃ (বিবাহঃ) স্যাৎ (ভবতু)। রাজা আহ (নৃপঃ উবাচ) ত্বং নাপিতী (ত্বং জাত্যা নাপিতী) অহং ক্ষত্রিয়ঃ (জাত্যা ক্ষত্রিয়ঃ) মূর্ধাভিষিক্তঃ (মূর্ধনি অভিষিক্তঃ যথাযথং সংস্কারং প্রাপ্তঃ)। কথম্ (কেন উপায়েন) ময়া সার্দ্ধং (ময়া সহ) পরিণয়ঃ (বিবাহঃ) ভবিষ্যতি (ভবিতুম্ অর্হতি)।

Notes

অন্তঃপুরিকাণাম্—শেষে ষষ্ঠী। পুরী শব্দের অর্থ নগরী। "পূঃ স্ত্রী পুরী নগর্যৌ বা পত্তনং পুটভেদনম্" ইত্যমরঃ। অন্তঃ পুর্য্যাঃ (একদেশী সমাস) =অন্তঃপুরী। ইহার অর্থ নগরের একদেশ। লক্ষণা বৃত্তি দ্বারা নগরের একাংশ বাসীদেরকে অর্থাৎ স্ত্রীলোকদেরও বুঝায়। ইহার পর অন্তঃপুরী (যাহার অর্থ গৃহাভ্যন্তরবাসী মহিলা) শব্দের পর স্বার্থে "ক" প্রত্যয় যোগ করিয়া "কেঽণঃ" সূত্রের দ্বারা পুরী শব্দের ঈকার হ্রস্ব করিয়া তাহার পর স্ত্রীলিঙ্গবোধক 'আ' যোগ করিয়া অন্তঃপুরিকা শব্দ সিদ্ধ হয়। তাসাম্=অন্তঃপুরিকাণাম্।

বুদ্ধিঃ—বুধ্+ক্তিন্। ১মা ১ বচন। বুদ্ধি শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ।

উৎপন্না—উৎ-পদ্+ক্ত (স্ত্রিয়াম্)। বুদ্ধিঃ শব্দের বিশেষণ।

অনয়া—ইদম্ (স্ত্রী)+তৃতীয়ার একবচন। সার্দ্ধম্ শব্দের উপস্থিতিবশতঃ সহার্থকশব্দযোগে তৃতীয়া।

পরিচারয়িষ্যতি—সমা-ক্রি, সংস্কৃত ব্যাকরণমতে পরি+চর্+ণিচ্ লৃট্ প্রথম-পুরুষ একবচন। অবদান সাহিত্যে পরিচার শব্দের অর্থ এক ধরণের প্রমোদ। Edgerton-এর মতে "a kind of amusement।" ক্রিয়াপদটির অর্থ "amuses oneself" or attends or waits upon or Summons monks to a meeting এইরূপ অর্থ হয়। অতএব পরি+চর্ ধাতুর ভ্রমণ অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই।

অস্মাকম্—অস্মদ্+ষষ্ঠী বহুবচন।

চক্ষুঃ সম্প্রেষণম্—চক্ষুষোঃ সম্প্রেষণম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। সম্+প্র+ইষ্‌ ল্যুট্=সম্প্রেষণম্।

করিষ্যতি—সমা-ক্রি, কৃ+লৃট্ প্রথমপুরুষ একবচন (=স্যতি)

তাভিঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

নাপিতকর্ম—নাপিতস্য কর্ম (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

শিক্ষাপিতা—কৃদন্ত-ক্রিয়া, শিক্ষ্ ধাতু ভ্বাদি আত্মনেপদী (শিক্ষতে)+ণিচ্+ক্ত। to teach. সংস্কৃতে শিক্ষাপয়তি, পালিভাষায় শিক্‌খাপেতি।

N. B. সংস্কৃত ব্যাকরণমতে যে কোন ধাতুরই ণিচে "প" যোগ করা যায় না। অতএব এস্থলে পাণিনি মতে নিম্নলিখিতভাবে পদটি সাধন করা যায়। শিক্ষাম্ আপ্নোতি ইতি শিক্ষা+আপ্ ধাতু অণ্ প্রত্যয় (by কর্মণ্যন্)=শিক্ষাপঃ। শিক্ষাপং করোতি আচষ্টে বা ইতি শিক্ষাপ্+ণিচ্ (by তৎকরোতি তদাচষ্টে)= শিক্ষাপি। শিক্ষাপি ধাতু+ক্ত কর্মণি (স্ত্রিয়াম্) শিক্ষাপিতা।

N. B. কেশশ্মশ্রুং। কেশশ্চ শ্মশ্রু চ=কেশশ্মশ্রু, সমহারদ্বন্দ্ব সমাস ("দ্বন্দ্বশ্চ প্রাণিতূর্যসেনাঙ্গানাম্" এই সূত্রের দ্বারা)। এস্থলে সংস্কৃতব্যাকরণমতে কয়েকটি অসুবিধা দেখা দেয়। শ্মশ্রু শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। অতএব দ্বিতীয়ার একবচনে কেশশ্মশ্রু হওয়া উচিত। যদি বলি যে শ্মশ্রু শব্দটি পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে —তাহার উত্তরে বক্তব্য যে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস করিলে সমস্ত পদটি ক্লীবলিঙ্গই হয়। তাহার প্রতিবিধান এই যে কেশসহিতঃ শ্মশ্রুঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বা শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস) করিয়া পুংলিঙ্গ শ্মশ্রু শব্দের ২য়ার একবচনে কেশশ্মশ্রুম্ এইরূপ পদ পাওয়া যায়। সংস্কৃতব্যাকরণ অনুযায়ী ইহাকে অশুদ্ধ বলাই ভাল।

যাবৎ—শব্দটির অর্থ ইত্যবসরে বা কালক্রমে। just, then, in the meantime (denoting an action to be done immediately)। যৎ শব্দের উত্তর পরিমাণার্থে বতুপ্ প্রত্যয় করিয়া যাবৎ পদটি সিদ্ধ হয়।

প্রসাধয়তি—সমা-ক্রি, প্র+সাধ্ ণিচ্ লট্ তি।

সুশিক্ষিতা—সু+শিক্ষ্+ক্ত কর্তরি, স্ত্রিয়াম্ adj. to সা উহ্য।

সংবৃত্তা—সম্+বৃৎ+ক্ত কর্তরি, স্ত্রিয়াম্ adj. to সা উহ্য। বৃৎ ধাতুর রূপ বর্ততে বর্তেতে বর্তন্তে এইরূপ। লৃটে দুই প্রকার পদ বর্ৎস্যতি এবং বর্তিষ্যতে।

রাজ্ঞা—প্রীতেন—উভয়ত্র অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। রাজ্ঞা-পদের বিশেষণ প্রীতেন।

প্রীতেন—প্রী+ক্ত=প্রীত, কর্তরি। প্রী ধাতু দিবাদি আত্মনেপদী (প্রীত প্রীতৌ প্রীয়তে প্রীয়েতে ইত্যাদি)।

বরেণ প্রবারিতা—বরেণ করণে তৃতীয়া। বর=boon বা অনুগ্রহ। প্র+বৃ+ণিচ্ ক্ত, কর্মণি=প্রবারিতঃ, স্ত্রীলিঙ্গে প্রবারিতা। অবদানসাহিত্যে প্রবারিতার অর্থ আচ্ছাদিত নয়। ইহার অর্থ প্রদত্ত। বরেণ প্রবারিতা মানে বর প্রদত্ত হইয়াছিল। Dictionary of Buddhist Hybrid Sanskrit গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে ইহার অর্থ—offered, presented presents generally with accusative of recipient, instrumental of the thing tendered, e. g. শ্রেষ্ঠিনম্ বরেণ প্রবারয়তি। লাভেন প্রবার্যমাণঃ=being tendered a profitable gift. দিব্যৈঃ বস্ত্রৈঃ প্রবারিতঃ=here প্রবারিত means not clothed but offered, presented.

অর্থাৎ প্রবারিত শব্দের অর্থ এই সমস্ত স্থলে আচ্ছাদিত নয়। ইহার অর্থ প্রদত্ত। সাধারণতঃ ইহা যখন ব্যবহার হয় তখন যে বস্তু প্রদত্ত হয় তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি (যেমন বরেণ প্রবারিতা) এবং যাহাকে প্রদান করা হয় সেই শব্দে সম্প্রদানে চতুর্থী না হইয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। আলোচ্য অংশটিতে বাক্যটি কর্মবাচ্যে আছে—সা বরেণ প্রবারিতা। কর্তৃবাচ্যে তাং বরেণ প্রবারিতবান এইরূপ হইবে।

অভিহিতম্—কৃদন্ত-সমা-ক্রি, অভি+ধা+ক্ত, কর্মণি। ধা ধাতু জুহোত্যাদি-গণীয় উভয়পদী। দধাতি ধত্তঃ দধতি (পরস্মৈপদ) এবং ধত্তে দধাতে দধতে (আত্মনেপদ)। লোট্ হি (পরস্মৈপদে), ধেহি লোট্ স্ব (আত্মনেপদে) ধৎস্ব।

পরিণয়ঃ—পরি+নী+অচ্। শব্দবিধিটি লক্ষণীয়।

স্যাৎ—সমা-ক্রি, অস্ বিধিলিঙ্ প্রথমপুরুষ একবচন (যাৎ)। অস্ লোট্ হি=এধি, লট্ অস্তি=সন্তি, লট্ মস্=স্মঃ। অস্ ধাতুরূপ মুখস্থ থাকা বাঞ্ছনীয়।

নাপিতী—নাপিত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নাপিতী (পুংযোগাদাখ্যায়াম্— কাহারও স্ত্রী বুঝাইলে সেই পুরুষবাচকশব্দের উত্তর ঙীষ্ (=ঈ) হয়)। নাপিত +ঙীষ্=নাপিতী। কিন্তু তাহার অর্থ নাপিতের স্ত্রী। বর্তমানে আলোচ্য অংশে সেই অর্থ সম্ভব নয়—এখানে অর্থ নাপিত কন্যা। অতএব কেমন করিয়া সম্ভব?

N. B. **পুংযোগাদাখ্যায়াম্** সূত্রে পুংযোগশব্দটির দ্বারা স্ত্রী বুঝায় সাধারণতঃ। কিন্তু সর্বত্রই দাম্পত্যরূপ অর্থ প্রযুক্ত হয় না। জন্যজনক (বা পিতাপুত্রী) ভাব বুঝাইতেও লক্ষণাশ্রিত অর্থে ই পুংযোগ পদটি ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থেই বর্তমানে প্রযুক্ত হওয়ায় নাপিতস্য কন্যা নাপিতী এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে।

আহ—ব্রূ ধাতু লট্‌তি। ব্রূ ধাতু অদাদি উভয়পদী ব্রবীতি, ব্রূতে। "**ব্রুব পঞ্চানামাদিত আহো ব্রুবঃ**"— এইসূত্রানুযায়ী—তি—তস্—অন্তি, সি—থস্ এই পাঁচটি বিভক্তি র সহিত ব্রূ ধাতুর লটে যথাক্রমে বিকল্পে আহ, আহতুঃ, আহুঃ, আত্থ, আহথুঃ এই পাঁচ পদ হয়।

ক্ষত্রিয়ঃ— ক্ষত্র শব্দের উত্তর অপত্য ঘ (=ইয়) প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্ষত্রিয় পদটি সিদ্ধ হয় (সূত্র— ক্ষত্রাদ্ ঘঃ)।

মূর্ধাভিষিক্তঃ—মূর্ধনি অভিষিক্তঃ (সহসুপা অভি+সিচ্+ক্ত=অভিষিক্ত। কর্তরি, adj. to অহম্। রাজার অভিষেকের সময় তাঁহার মস্তকে জল ঢালা হয় এবং নানাপ্রকার মন্ত্রপাঠ ও অন্যান্য যজ্ঞকার্যও করা হয়। এই ক্রিয়াকে অভিষেক বা রাজ্যের অধিকারের জন্য মস্তকে জলসিঞ্চন বলা হয়। আমাদের মনু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে চারিটি প্রধান বর্ণের কথা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বলার পর বহু মিশ্রবর্ণ যথা অম্বষ্ঠ, করণ, মূর্ধাভিষিক্ত (বা মূর্ধাবাসিক্থ) প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা হইতে জাত সন্তানকে মূর্ধাভিষিক্ত বলা হইত। বিন্দুসার আলোচ্য গল্পে নিজেকে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় না বলিয়া মিশ্র ক্ষত্রিয় বলিতেছেন। আমরা একটি কিংবদন্তীতে জানি যে শূদ্রামাতা মুরার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন—বিন্দুসার ও অশোকও সেই মৌর্য বংশেরই রাজা।

Ch. of voice. বুদ্ধ্যা উৎপন্নয়া……। অনয়া অভিরূপয়া প্রাসাদিকায়া জনপদকল্যাণ্যা (ভূয়তে)……রাজ্ঞা…… পরিচারয়িষ্যতে…… করিষ্যতে। তাঃ তাং……শিক্ষাপিতবত্যঃ তয়া……কেশশ্মশ্রু প্রসাধ্যতে……সুশিক্ষিতয়া সংবৃত্তয়া… রাজা…… প্রীতঃ……প্রবারিতবান্……কঃ বরঃ ত্বয়া ইষ্যতে……সা অভিহিতবতী ……রাজ্ঞা উচে……ত্বয়া নাপিত্যা…… ময়া রাজ্ঞা ক্ষত্রিয়েণ মূর্ধাভিষিক্তেন ভূয়তে)……পরিণয়েন ভূয়তে।

সা কথয়তি ·····বিন্দুসারস্য অনভিপ্রেতঃ ॥ ১ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—সা কথয়তি—"দেব! ন অহম্ নাপিতী, অপি তু ব্রাহ্মণস্য অহম্ দুহিতা। তেন দেবস্য পত্ন্যর্থম্ দত্তা। রাজা কথয়তি—কেন ত্বম্ নাপিতকর্ম শিক্ষাপিতা। সা কথয়তি—অন্তঃপুরিকাভিঃ। রাজা আহ, ন ভূয়ঃ ত্বয়া নাপিতকর্ম কর্তব্যম্ ইতি। সা রাজ্ঞা অগ্রমহিষী স্থাপিতা। তস্যঃ পুত্রঃ জাতঃ। সা কথয়তি—অস্য দারকস্য জাতস্য অশোকা অস্মি সংবৃত্তা। ততঃ তস্য অশোক ইতি নাম কৃতম্। অশোকঃ দুস্পর্শগাত্রঃ। রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য অনভিপ্রেতঃ।

Beng. Equivalents. সা (সেই ব্রাহ্মণকন্যা) কথয়তি (বলিলেন) দেব (মহারাজ) অহম্ (আমি) ন নাপিতী (নাপিতী নই)—অপি তু (কিন্তু) অহম্ (আমি) ব্রাহ্মণস্য (ব্রাহ্মণের) দুহিতা (কন্যা)। তেন (সেই কারণে) দেবস্য (মহারাজের) পত্ন্যর্থম্ (পত্নী হইবার জন্য) দত্তা (পিতাকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছি)। রাজা কথয়তি (রাজা বলিলেন) কেন (কাহার দ্বারা) ত্বম্ (তুমি) নাপিতকর্ম (নাপিতের কার্য অর্থাৎ ক্ষৌরকর্মাদি) শিক্ষাপিতা (শিখিয়াছ), সা কথয়তি (তিনি বলিলেন)—অন্তঃপুরিকাভিঃ (অন্তঃপুরবাসিনীদের দ্বারা)। রাজা আহ (রাজা বলিলেন)—ভূয়ঃ (পুনরায়) ত্বয়া (তুমি) নাপিতকর্ম (নাপিতের কার্য) ন কর্তব্যম্ (করিবে না)। সা (সেই ব্রাহ্মণ কন্যা) রাজ্ঞা (রাজা বিন্দুসারকর্তৃক অগ্রমহিষী (প্রধানা মহিষী) নিযুক্তা (নিযুক্ত হইলেন অর্থাৎ রাজা তাহাকে বিবাহ করিয়া সম্মানের সহিত "পাটরাণী" করিলেন)। তস্যাঃ (তাঁহার) পুত্রঃ (একটি ছেলে) জাতঃ (জন্মিল) সা কথয়তি (তিনি বলিলেন)—অস্য দারকস্য (এই বালক) জাতস্য (জন্মাইলে) অশোকা (শোকরহিতা) সংবৃত্তা অস্মি (হইয়াছি)। ততঃ (তাই) তস্য (সেই বালকের) অশোকঃ ইতি (অশোক এই) নাম কৃতম্ (নামকরণ করা হইল)। অশোকঃ (কুমার অশোক) দুস্পর্শগাত্রঃ (এমন গাত্র বিশিষ্ট যাহা স্পর্শ করা যাইত না—অর্থাৎ তাহার গায়ের ছোঁওা খারাপ লাগিত)। রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য (রাজা বিন্দুসারের) অনভিপ্রেতঃ (প্রীতিভাজন নয়)।

Beng. Trans. তিনি (=সেই ব্রাহ্মণকন্যা) বলিলেন "মহারাজ—আমি নাপিতকন্যা নহি, আমি ব্রাহ্মণের কন্যা। সেই কারণেই মহারাজের পত্নী হইবার জন্য (পিতা) আমাকে দান করিয়াছেন"। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তোমাকে নাপিতের কার্য শিখাইয়াছে?" তিনি বলিলেন "অন্তঃপুরবাসিনীগণ"। রাজা বলিলেন ("তুমি) পুনরায় নাপিত কর্ম করিবে না"। রাজা তাঁহাকে (বিবাহ করিয়া) প্রধানা মহিষী করিলেন। তাঁহার একটি পুত্র হইল। তিনি বলিলেন "এই পুত্রটি জন্মাইয়াছে বলিয়া আমি অশোকা বা শোকরহিতা হইয়াছি" তাই সেই

পুত্রের নাম করা হইল "অশোক"। অশোকের গাত্রের স্পর্শ অপ্রীতিকর। রাজা বিন্দুসার তাহাকে পছন্দ করিতেন না।

Eng. Trans. She told "Oh Lord! I am not a barber but a brahmin's daughter, for that reason I have been given (by my father) to be the wife of your majesty." The King asked "By whom were you taught the duties of a barber"? She told "By the inmates of the harem". The King told, "No longer do the work of a barber. (After marriage) She was made the chief queen by the King. (Then) A son was born to her. She told "By the birth of this boy I have been made free of sorrow (=অশোক)" so he was named Asoka. Asaka's touch was bad (and therefore) he was not liked by king Bindusara.

Sans. Equivalents. সা (অসৌ ব্রাহ্মণকন্যা) কথয়তি (উবাচ) দেব (মহারাজ) ন অহম্ নাপিতী (অহং ন কল্পক-কন্যা) অপি তু (পরন্তু) ব্রাহ্মণস্য (বর্ণশ্রেষ্ঠস্য বিপ্রস্য) অহং দুহিতা (কন্যা)। তেন (তস্মাৎ কারণাৎ যদ্বা তেন ব্রাহ্মণেন মম পিত্রা) দেবস্য (মহারাজস্য তব) পত্ন্যর্থম্ (পত্নীরূপেণ গ্রহণার্থম্ দত্তা (উপনীতা)। রাজা (বিন্দুসারঃ) কথয়তি (অপৃচ্ছৎ) কেন (কেন জনেন) ত্বম্ নাপিতকর্ম (ক্ষৌরকারকর্ম) শিক্ষাপিতা (শিক্ষিত)। সা কথয়তি (সা প্রত্যুবাচ) অন্তঃপুরিকাভিঃ (অন্তঃপুরবাসিনীভিঃ)। রাজা আহ (বিন্দুসার প্রাহ) ভূয়ঃ (পুনরপি) ত্বয়া নাপিতকর্ম (অন্যস্য কেশশ্মশ্রুবাপনাদি কর্ম) ন কর্তব্যম্ (ন সম্পাদিতব্যম্)। সা (অসৌ ব্রাহ্মণকন্যা) রাজ্ঞা (নৃপেণ বিন্দু-সারেণ, অগ্রমহিষী (প্রধানমহিষীরূপেণ) নিযুক্তা (গৃহীতা)। তস্যাঃ (মহিষ্যাঃ) পুত্রঃ (তনয়ঃ) জাতঃ (অজায়ত)। সা কথয়তি (প্রাহ) অস্য দারকস্য (অস্য বালকস্য, জাতস্য (উৎপন্নস্য কারণাৎ) অশোকা (শোকরহিতা) সংবৃত্তা অস্মি (সম্ভূতা)। ততঃ (তস্মাৎ কারণাৎ) তস্য (নবজাতকস্য) অশোক ইতি নাম (ব্যপদেশঃ) কৃতম্ (বিহিতঃ)। অশোকঃ (তথাখ্যঃ কুমারঃ) দুঃস্পর্শগাত্রঃ (অসুখকরগাত্রস্পর্শযুক্তঃ) রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য (অর্থাৎ স্বপিতুঃ) অনভিপ্রেতঃ (অপ্রীতিজনকঃ)।

Notes

করোতি, কথয়তি—প্রভৃতি ক্রিয়া পদগুলি যদিও বর্তমানকালের দ্যোতক লট্ লকারে ব্যবহৃত তথাপি ইহাদের অর্থ অতীত দ্যোতক। উপাখ্যানবর্ণনীয় অতীতকালে লট্ শিষ্টপ্রয়োগসম্মত। কেহ কেহ বলেন আসলে 'স্ম'-যোগেই

অতীতকালের অর্থ বুঝায় তবে লিপিকর প্রমাদবশতঃ একস্থলে 'স্ম' পদটি বাদ যাওয়ায় তাহার অনুকরণে কেবলমাত্র লট্ দ্বারাও অতীতকালের বোধক অর্থ জ্ঞাপিত হইতে থাকে। অনেকে অবশ্য বলেন ইহা একটি কষ্ট কল্পনা। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের অসংখ্য প্রয়োগ হইতে জানা যায় যে উপাখ্যানের অতীতকাল বুঝাইতে লট্ লকারের প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে সুপ্রচলিত ছিল।

নাপিতী—শব্দের অর্থ বর্তমানে নাপিতকন্যা। (নাপিত+ঙীষ্)—পূর্বে আলোচিত টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণস্য—শেষে ষষ্ঠী। ব্রহ্মন্+অণ্। ব্রহ্মন্ শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে একটি হইল বেদ। সেই বেদ (বা ব্রহ্মন্‌কে) যিনি পাঠ করেন বা যিনি জানেন তিনি ব্রাহ্মণ।

"তদধীতে তদ্বেদ"="তাহা পড়ে" বা "তাহা জানে" অর্থে শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়)।

তেন—**অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া** করিলে—অর্থ হইবে "সেই ব্রাহ্মণ কর্তৃক।" আবার **হেতুতে** তৃতীয়া বলিলে অর্থ হইবে "সেই কারণবশতঃ"।

পত্ন্যর্থম্—পত্ন্যৈ ইদম্ (অস্বপদ বিগ্রহ নিত্যসমাস) ইহার অর্থ বিবাহ করার জন্য। পত্নী শব্দটি নিম্নলিখিত উপায়ে সাধন করা যায়।—পতি>স্ত্রীলিঙ্গে—<পতি+ঙীপ্। "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে"—এই সূত্রের দ্বারা যজ্ঞফলভাগিনী অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে পতি শব্দের উত্তর ঙীপ্ এবং পতির ইকার স্থানে 'ন' হয়। অতএব পত্+ন্+ঈ=পত্নী।

কর্তব্যম্—কৃদন্ত ক্রি, কৃ ধাতু তব্য কর্মণি।

অগ্রমহিষী—অর্থাৎ পাটরাণী। অগ্রা চাসৌ মহিষী চেতি (কর্মধারয়ঃ)= অগ্রমহিষী। adj to সা। এখানে অগ্র শব্দের অর্থ প্রধান। লক্ষণীয় যে ব্রাহ্মণকন্যার সহিত ক্ষত্রিয়ের বিবাহ প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। এইরূপ উচ্চ বর্ণের কন্যার সহিত নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহকে **প্রতিলোম বিবাহ**—বলা হয় এবং উচ্চবর্ণের পুরুষের সহিত সমান বা নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহকে **অনুলোম বিবাহ** বলে।

নিযুক্তা—কৃদন্ত-ক্রি, নি+যুজ্+ক্ত কর্মণি স্ত্রিয়াম্। adj to সা। যুজ্ ধাতু রুধাদিগণীয় উভয়পদী।

দারকস্য—জাতকস্য প্রভৃতি শব্দে তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। দৃ+ণ্বুল=দারকঃ।

অশোকা—অবিদ্যমানঃ শোকঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ)=অশোকা, adj. to অহম্ উহ্য; alt form অবিদ্যমানশোকা। **নঞোঽস্ত্যর্থানাং বাচ্যো বা চোত্তরপদ লোপঃ**—এই বার্ত্তিকটির, নঅর্থঃ—"নঞ্-এর পরে অস্ত্যর্থ (বিদ্যমান

বর্তমান প্রভৃতি) শব্দ থাকিলে পরবর্তী সুবন্তপদের সহিত উহার বহুব্রীহি সমাস হয় এবং বিদ্যমান প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে লোপ হয়।" যথা—অপুত্রঃ—অবিদ্যমান-পুত্র। অশোক—অবিদ্যমানশোকা প্রভৃতি। শুচ্ ধাতু ঘঞ্=শোকঃ।

সংবৃত্তা=সম্+বৃৎ+ক্ত কর্তরি স্ত্রিয়াম্। adj to অহম্ উহ্য। বৃৎ অর্থ বর্তমান থাকা—ভ্বাদি আত্মনেপদী।

অস্মি=অস্+লট্ মি। অসধাতু থাকা বা হওয়া অর্থে অদাদি পরস্মৈপদী। অস্তি স্তঃ সন্তি এইরূপ। লোট্ হি—এধি। লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙের পর ভূ ধাতুর মত রূপ।

অশোকঃ—ইতি এই অব্যয়যোগে প্রথমা।

দুঃস্পর্শগাত্র—দুঃস্পর্শং গাত্রম্ যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। adj. to অশোকঃ; দুঃ+স্পৃশ্+ঘঞ্=দুঃস্পর্শ। যাহার গাত্র স্পর্শ করিতে ভাল লাগে না সেই দুঃস্পর্শগাত্র। হয় কোন চর্মরোগ বা অত্যধিক উষ্মা বা অত্যধিক শৈত্য বা অন্য কোন বিচিত্র অবস্থা অশোকের গাত্রচর্মকে এরূপ বৈশিষ্ট্য দিয়াছিল।

অনভিপ্রেতঃ—ন অভিপ্রেতঃ (নঞ্তৎপুরুষঃ)। অভি+প্র+ইণ্+ক্ত=অভিপ্রেতঃ। adj. to অশোকঃ।

রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য—অনভিপ্রেত পদে "ক্ত"-এই প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী (সূত্র—ক্তস্য চ বর্তমানে)।

Ch. of voice. তয়া কথ্যতে……ন ময়া নাপিত্যা……দুহিত্রা…রাজ্ঞা কথ্যতে ……কঃ শিক্ষাপিতবান্। তয়া কথ্যতে….রাজ্ঞা উচে……কুর্যাঃ…তাং রাজা অগ্রমহিষীঃ নিযুক্তবান্……অশোকয়া……ভূয়তে……। অশোকেন দুঃস্পর্শগাত্রেণ……অনভিপ্রেতেন ভূয়তে।

অথ রাজা বিন্দুসারাঃ……আহারং প্রেষয় ॥ ২ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—অথ রাজা বিন্দুসারঃ কুমারান্ পরীক্ষিতুকামঃ পিঙ্গলবৎসাজীবম্ পরিব্রাজকম্ আমন্ত্রয়তে। উপাধ্যায়! কুমারান্ তাবৎ পরীক্ষামঃ—কঃ শক্যতে মম অত্যয়াৎ রাজ্যম্ কারয়িতুম্। পিঙ্গলবৎসাজীবঃ পরিব্রাজকঃ কথয়তি—তেন হি দেব কুমারান্ আদায় স্বর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্ নির্গচ্ছ, পরীক্ষামঃ। যাবৎ রাজা কুমারান্ আদায় স্বর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্ নির্গতঃ, অশোকঃ কুমারঃ মাত্রা চ উচ্যতে—বৎস! রাজা কুমারান্ পরীক্ষিতুকামঃ স্বর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্ গতঃ ত্বম্ অপি তত্র গচ্ছ ইতি। অশোকঃ কথয়তি—রাজ্ঞঃ অহম্ অনভিপ্রেতঃ দর্শনেন অপি, কিম্ অহম্ তত্র গমিষ্যামি? সা কথয়তি তথাপি গচ্ছ ইতি। অশোকঃ বাচ—আহারম্ প্রেষয়।

Beng. Equivalents. অথ (তারপর) রাজা বিন্দুসারঃ (রাজা বিন্দুসার) কুমারান্ (রাজপুত্রদের) পরীক্ষিতুকামঃ (পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া) পরিব্রাজকং পিঙ্গলবৎসাজীবম্ (পরিব্রাজক পিঙ্গলবৎসাজীবকে) আমন্ত্রয়তে (বলিলেন)। উপাধ্যায় (হে উপাধ্যায় ; কুমারান্ তাবৎ পরীক্ষামঃ (কুমারদের পরীক্ষা করিব) মম অত্যয়াৎ (আমার অবর্তমানে) রাজ্যং কারয়িতুম্ (রাজত্ব করিতে) কঃ শক্যতে (কে পারিবে)। পিঙ্গলবৎসাজীবঃ পরিব্রাজকঃ কথয়তি (পরিব্রাজক পিঙ্গলবৎসাজীব বলিলেন) তেন (তাহা হইলে) দেব (মহারাজ) কুমারান্ আদায় (কুমারদের লইয়া) সুবর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্ (সুবর্ণমণ্ডপযুক্ত উদ্যানে) নির্গচ্ছ (যান) পরীক্ষামঃ (পরীক্ষা করিব)। যাবৎ (যখন) রাজা (বিন্দুসার) কুমারান্ আদায় (কুমারদের সঙ্গে লইয়া) সুবর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্ নির্গতঃ (সুবর্ণমণ্ডপ উদ্যানে যাইতেছিলেন), অশোকঃ কুমারঃ চ (কুমার অশোকও) মাত্রা (জননীর দ্বারা) উচ্যতে (অভিহিত হইল)—বৎস (বাছা) রাজা (নৃপতি) কুমারান্ পরীক্ষিতুকামঃ (কুমারদের পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায়) সুবর্ণমণ্ডপমুদ্যানম্ গতঃ (সুবর্ণমণ্ডপোদ্যানে গিয়াছেন)। ত্বম্ অপি (তুমিও) তত্র (সেখানে) গচ্ছ (যাও)। অশোকঃ কথয়তি (অশোক বলিলেন) অহম্ (আমি) দর্শনেন অপি (দৃষ্টিপাত মাত্রেও) রাজ্ঞঃ (রাজার) অনভিপ্রেতঃ (অনভীষ্ট)। অহম্ তত্র (আমি সেখানে) গমিষ্যামি কিম্ (যাইব কেন ?)। সা কথয়তি (তিনি বলিলেন) তথাপি গচ্ছ (তবুও যাও)। অশোকঃ উবাচ (অশোক বলিলেন) আহারম্ প্রেষয় (খাদ্য পাঠাইয়া দাও)।

Beng. Trans. তারপর রাজা বিন্দুসার রাজকুমারদের পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় পরিব্রাজক পিঙ্গলবৎসাজীবকে বলিলেন "হে আচার্য কুমারদের পরীক্ষা করিতে চাই— আমার অবর্তমানে কে রাজত্ব করিতে পারিবে" (তাহা জানিবার জন্য)। পরিব্রাজক পিঙ্গলবৎসাজীব বলিলেন "তাহা হইলে, মহারাজ কুমারদের লইয়া সুবর্ণমণ্ডপ নামক উদ্যানে যান (সেখানে) পরীক্ষা করিব।" যখন রাজা কুমারদের লইয়া সুবর্ণমণ্ডপ উদ্যানে যাইতেছিলেন তখন কুমার অশোককে (তাহার) মা বলিলেন "বৎস, রাজা রাজপুত্রদের পরীক্ষা করার জন্য সুবর্ণমণ্ডপ নামক উদ্যানে গিয়াছেন তুমিও সেখানে যাও।' অশোক বলিলেন "রাজা আমার দর্শনমাত্রও ইচ্ছা করেন না— আমি সেখানে কেন যাইব।" তিনি (অশোকজননী) বলিলেন—"তথাপি যাও।" অশোক বলিলেন "(আমার) আহার (সেখানে) পাঠাইয়া দাও।"

Eng. Trans. Then the King desirous of examining the princes addressed the wondering mendicant Pingalavatsajiva

"Oh Preceptor! I want to test the princes to see who (among them) will be able to rule the state after my demise." Pingalavatsajiva the wandering mendicant said, "Then oh! king, take the princes to the garden called suvarnamandapa (or the garden with golden pavilion) (there) I shall hold the test" As the king was going to the garden with golden pavilion taking the princes with him, prince Asoka was told by his mother, "My son, the king has gone to the Suvarnamandapa garden (or the garden with golden pavilion) to test the princes, you also (should) go there" Asoka replied "Even by sight I am not liked by the king should I (really) go there." She told "still you go (there)." Asoka said send my food."

Sans. Equivalents. অথ (অনন্তরম্) বিন্দুসারঃ (তদাখ্যঃ নৃপঃ) কুমারান্ (রাজপুত্রান্) পরীক্ষিতুকামঃ (তেষাং সামর্থ্যং দ্রষ্টুকামঃ) পিঙ্গলবৎসাজীবম্ পরিব্রাজকম্ (তন্নামকং পর্যটনশীলং সন্ন্যাসিনম্) আমন্ত্রয়তে (কথয়তি)—উপাধ্যায় (হে আচার্য) কুমারান্ (রাজকুমারান্) পরীক্ষামঃ (তেষাং সামর্থ্যং নিরূপয়ামঃ) কঃ শক্যতে (কঃ শক্তঃ স্যাৎ) মম অত্যয়াৎ (মম মরণাৎ পরম্) রাজ্যং কারয়িতুম্ (রাজ্যং চালয়িতুম্)। …পরিব্রাজকঃ (পর্যটকঃ আচার্যঃ) কথয়তি (নির্দিশতি) তেন (তর্হি) দেব (হে মহারাজ) কুমারান্ আদায় (রাজপুত্রান্ গৃহীত্বা) সুবর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্ (স্বর্ণনির্মিতমণ্ডপোপেতম্ উদ্যানম্) নির্গচ্ছ (প্রতিষ্ঠতাম্), পরীক্ষামঃ (পরিতঃ প্রেক্ষামঃ)……। মাত্রা (স্বজনন্যা) উচ্যতে (অভিধীয়তে)……বৎস (হে পুত্র) রাজা (নৃপতিঃ) কুমারান্ আদায়……ত্বমপি তত্র গচ্ছ (যাহি) ইতি অশোকঃ কথয়তি (ব্যাহরতি) দর্শনেনাপি (প্রেক্ষণেন অপি) অহম্ রাজ্ঞঃ (মৎপিতুঃ বিন্দুসারস্য) অনভিপ্রেতঃ (অনভীষ্টঃ) ……আহারম্ (ভোজ্যম্) প্রেষয় (প্রেরয়)॥

Notes

পরীক্ষিতুকাম—যো-কি, পরি+ঈক্ষ্ ধাতু তুমুন্ প্রত্যয়=পরীক্ষিতুম্। পরীক্ষিতুম্ কামঃ যস্য সঃ পরীক্ষিতুকামঃ (বহুব্রীহি সমাস)। তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত পদ অব্যয় (সূত্র—ক্তমেজন্তঃ)। সেই অব্যয়পদের সহিতও বহুব্রীহি সমাস হয়, (বার্তিক—অব্যয়ানাং চ বহুব্রীহির্বক্তব্যঃ) বহুব্রীহি সমাসে কাম ও

মনস্ শব্দের পূর্ববর্তী তুম্ প্রত্যয়ের ম-কারের লোপ হয় (**নিয়ম—তুং কামমনসোরপি**)।

পরিব্রাজকম্—পরি+ব্রজ+ণ্বুল্। adj. to পিঙ্গলবৎসাজীবম্। কর্মণি ২য়া।

পিঙ্গলবৎসাজীবম্—একজন সন্ন্যাসীর নামমাত্র। Prof Edgerton-এর কোষগ্রন্থে কেবলমাত্র পাওয়া যায় যে It is the name of a wandering mendicant অর্থাৎ পরিব্রাজক শব্দটির অর্থমাত্র। কর্মণি দ্বিতীয়া।

আমন্ত্রয়তে—সমা-ক্রি, আ+মন্ত্র্+লট্ তে। অর্থ—addressing, calling, calling out to, taking leave of ইত্যাদি। প্রাসঙ্গিক স্থলে প্রথম অর্থটিই গ্রাহ্য।

উপাধ্যায়—সম্বোধন পদ। উপ+অধি+ইন+ঘঞ্=উপাধ্যায়। সাধারণ অর্থ=শিক্ষক। স্ত্রীলিঙ্গে উপাধ্যায়ানী/উপাধ্যায়ী (=শিক্ষকপত্নী) বা উপাধ্যায়া। উপাধ্যায়ী (=স্বয়ংশিক্ষিকা)। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী সর্বোচ্চ শিক্ষককে বলা হইত আচার্য। তাঁহার নীচে উপাধ্যায়ের স্থান মনুসংহিতার মতে যিনি নিজের জীবিকার জন্য বেদের একাংশ ও বেদাঙ্গসমূহ অধ্যাপন করান তিনি উপাধ্যায়—("একদেশং তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বাপুনঃ। যোহধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে। (মনুসংহিতা 2. 141.)।

কুমারান্—কর্মণি দ্বিতীয়া। কু (কুৎসিতঃ) মারঃ যস্মাৎ স কুমারঃ (বহুব্রীহি)।

পরীক্ষামঃ—সমা-ক্রি, পরি+ঈক্ষ্+লট্ মস্। পাণিনিমতে অশুদ্ধ বলা যায়। কারণ ঈক্ষ্ ধাতু আত্মনেপদী। পরীক্ষামহে এইরূপ হওয়া উচিত। দর্শনার্থক ঈক্ষ্ ধাতু ভ্বাদি আত্মনেপদী। অথবা—পরীক্ষণং পরীক্ষঃ (পরি+ইক্ষ্+অচ্ by পচাদিত্বাৎ)=পরীক্ষম্ ইব আচরতি (পরীক্ষ+ক্বিপ্ by সর্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিপ্ বক্তব্য)=পরীক্ষতি। এই পরীক্ষ ধাতুর লট্ মস্=পরীক্ষামঃ, লোট্ হি=পরীক্ষ।

শক্যতে—সমা-ক্রি, অর্থাৎ শক্ষ্যতে (লৃটের প্রয়োগ)। দিবাদিগণীয় শক্ ধাতু আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী দুই-ই হয়। (শক বিভাষিতোমর্ষণে—বিভাষিতঃ ইতি উভয়পদীত্যর্থঃ। শক্যতি শক্যতে বা হরিং দ্রষ্টুং ভক্তঃ)।

অত্যয়াৎ—ল্যব লোপে কর্মণি পঞ্চমী অত্যয়ং দৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ। অতি+ই+অচ্ =অত্যয়ঃ, অত্যয় শব্দের অর্থ—বিনাশ, অতিক্রম, দোষ, দণ্ড, দুঃখ, অভাব প্রভৃতি।

কারয়িতুম্—অস্-ক্রি, কৃ+ণিচ্+তুমুন্। এখানে ণিচ্ প্রয়োগ অনর্থক। পরবর্তী অনুচ্ছেদে কর্তুম্ এইরূপ অণিজন্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

আদায়—অস্-ক্রি, আঙ্+দা+ল্যপ্। আঙ্+দা ধাতু আত্মনেপদী হয়। অর্থ গ্রহণ করা।

নির্গতঃ—কৃদন্ত-ক্রি, নির্+গম্+ক্ত (আদিকর্মণি)। adj. to রাজা।

কুমারঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা। **প্রেষয়**—প্র+ইষ্ ধাতু ণিচ্+লোট্ হি।

মাত্রা—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

উচ্যতে—ব্রূ ধাতু কর্মবাচ্যে লট্‌তে। কর্তৃপদ মাত্রা and কর্ম কুমারঃ।

উবাচ—সমা-ক্রি, ব্রূ ধাতু লিট্ ণল্। কর্তা অশোকঃ।

গমিষ্যামি—সমা-ক্রি, গম্ ধাতু লৃট্ উত্তম পুরুষ একবচন (স্যামি)। কর্তা অহম্ উহ্য।

আহারম্—আ+হৃ+ঘঞ্=আহারঃ তম্। কর্মণি দ্বিতীয়া।

Ch. of voice. রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ পরীক্ষিতুকামেন···পিঙ্গলবৎসাজীবঃ পরিব্রাজকঃ আমন্ত্র্যতে। কুমারাঃ পরীক্ষ্যন্তে। কেন শক্যতে······। পরিব্রাজকেন পিঙ্গলবৎসাজীবেন কথ্যতে······গম্যতাম্···পরীক্ষ্যতে।···রাজ্ঞা ····· নির্গতেন······অশোকং কুমারং মাতা ব্রবীতি। রাজ্ঞা······পরীক্ষিতুকামেন গতেন ···ত্বয়া ··গম্যতাম্। অশোকেন কথ্যতে··· ··ময়া অনভিপ্রেতেন (ভূয়তে)··· ময়া···গমিষ্যতে ··ত্বয়া কথ্যতে······গম্যতাম্। অশোকেন উচে··· ·আহারঃ প্রেষ্যতাম্।

রাজ্ঞো বিন্দুসারস্য········ ··রাজা ভবিষ্যতীতি ॥ ৩ ॥

বিসন্ধিপাঠঃ—রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য মহল্লকঃ হস্তিনাগঃ তিষ্ঠতি। অশোকঃ তস্মিন্ মহল্লকে অভিরুহ্য সুবর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্ গত্বা কুমারাণাম্ মধ্যে পৃথিব্যাম্ প্রত্তীর্য নিষসাদ। কুমারাণাম্ আহারঃ উপনামিতঃ। অশোকস্য অপি শাল্যোদনম্ দধিসন্মিশ্রম্ মৃদ্ভাজনে প্রেষিতম্। ততঃ রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ পিঙ্গলবৎসাজীবঃ পরিব্রাজকঃ অভিহিতঃ—উপাধ্যায়! পরীক্ষ কুমারান্, কঃ শক্যতে মম অত্যয়াৎ রাজ্যম্ কর্তুম্ ইতি। পশ্যতি পিঙ্গলবৎসাজীবঃ পরিব্রাজকঃ চিন্তয়তি চ, অশোকঃ রাজা ভবিষ্যতি। অয়ম্ চ রাজ্ঞঃ ন অভিপ্রেতঃ। যদি কথয়িষ্যামি অশোকঃ রাজা ভবিষ্যতি ইতি নাস্তি মে জীবিতম্। স কথয়তি—দেব! অভেদেন ব্যাকরিষ্যামি, রাজা আহ—অভেদেন ব্যাকুরুষ্ব। সঃ আহ—যস্য যানম্, আসনম্, ভাজনম্, ভোজনম্, পানম্ শোভনম্ সঃ রাজা ভবিষ্যতি ইতি।

Beng. Equivalents. রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য (রাজা বিন্দুসারের) মহল্লকঃ হস্তিনাগঃ (মহল্লক নামে একটি বিখ্যাত হস্তী) তিষ্ঠতি (ছিল)। অশোকঃ তস্মিন্ অভিরুহ্য (অশোক তাহাতে আরোহণ করিয়া) সুবর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্ গত্বা (সুবর্ণমণ্ডপোদ্যানে গিয়া) কুমারাণাং মধ্যে (রাজকুমারদের মধ্যে) প্রত্তীর্য নিষসাদ (অবতরণ করিয়া উপবেশন করিল)। কুমারাণাম্ আহারঃ (কুমারদের খাদ্য) উপনামিতঃ

(আনীত হইল)। অশোকস্য অপি (অশোকেরও) শাল্যোদনম্ দধিসম্মিশ্রম্ (দধিমিশ্রিত শালিধানের ভাত) মৃন্ময়ভাজনে (মৃন্ময়পাত্রে) প্রেষিতম্ (প্রেরিত হইয়াছিল)। ততঃ (তাহার পর) রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ (রাজা বিন্দুসার কর্তৃক) পিঙ্গলবৎসাজীব অভিহিতঃ (কথিত হইল)। উপাধ্যায় (হে উপাধ্যায়) কুমারান্ (রাজকুমারদের) পরীক্ষ (পরীক্ষা করুন) পিঙ্গলবৎসাজীবঃ পরিব্রাজকঃ পশ্যতি চিন্তয়তি চ (দেখিলেন এবং চিন্তা করিলেন) অশোকঃ রাজা ভবিষ্যতি (অশোক রাজা হইবে)। (এবং এই অশোকও) রাজ্ঞা (রাজার) ন অভিপ্রেতঃ (প্রিয় নয়)। যদি কথয়িষ্যামি (যদি বলি) অশোকঃ রাজা ভবিষ্যতি ইতি (যে অশোক রাজা হইবে) [তবে] মে (আমার) জীবিতম্ নাস্তি (প্রাণনাই অর্থাৎ প্রাণনাশ হইবে) সঃ কথয়তি (তিনি বলিলেন)—দেব (মহারাজ) অভেদেন (অবিশেষভাবে) ব্যাকরোমি (ব্যাখ্যা করিব)। রাজা আহ (রাজা বলিলেন) অভেদেন ব্যাকুরুষ (অবিশেষেই ব্যাখ্যা করুন)। সঃ আহ (তিনি বলিলেন) যস্য (যাঁহার) যানম (যান অর্থাৎ গমনাগমনের উপায়) আসনম্ (আসন) ভাজনম্ (ভোজনপাত্র) ভোজনম্ (খাদ্য) পানম্ (পানীয়) শোভনম্ (সুন্দর) সঃ রাজা ভবিষ্যতি (তিনি রাজা হইবেন)।

Beng. Trans রাজা বিন্দুসারের মহল্লক নামে একটি বিখ্যাত হস্তী ছিল। অশোক সেই মহল্লককে আরোহণ করিয়া স্বর্ণমণ্ডপ উদ্যানে গিয়া কুমারদের মধ্যে অবতরণ করিয়া বসিলেন। কুমারদের খাদ্য আনীত হইল। অশোকের জন্যও মৃৎপাত্রে দধিমিশ্রিত শালিধানের ভাত প্রেরিত হইয়াছিল। তারপর রাজা বিন্দুসার পিঙ্গলবৎসাজীবনামক পরিব্রাজককে বলিলেন "হে উপাধ্যায়! কুমারদের পরীক্ষা করুন, আমার অবর্তমানে কে রাজ্যকার্য চালাইতে পারিবে।" পিঙ্গলবৎসাজীব দেখিলেন এবং চিন্তা করিলেন অশোক রাজা হইবেন কিন্তু তাহা রাজার কাম্য নয়। যদি বলি অশোক রাজা হইবেন তবে আমার আর প্রাণ থাকিবে না। তিনি বলিলেন—"মহারাজ সাধারণ ভাবে বলিতেছি" রাজা বলিলেন "সাধারণভাবেই বলুন" তিনি বলিলেন "যাহার যান, আসন, পাত্র, ভোজ্য বস্তু ও পানীয় শোভন তিনিই রাজা হইবেন"।

Eng. Trans King Bindusara had an excellent elephant named Mahallaka. Asoka riding that Mahallaka came to the garden of golden pavilion and sat down among the princes. The meal for the princes was brought. For Asoka also was brought rice of the Sali grain mixed with curd in a clay pot. Then the king told Pingalavatsajiva "Oh preceptor! test the princes (and ascertain) who will govern the kingdem after my death."

Pingalavatsajiva saw and thought Asoka will be the king. But this is not desired by the king. If I say Asoka will be the king I lose my life. He spoke "Sir, I shall speak generally (i. e. without any specific name). The king told "(Alright) speak generally". He told" He whose coveyance, seat, utensil, food and drink are good (i. e. flawless) will be the king."

Sans. Equivalents. রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য (তন্নামকস্য নৃপতেঃ) মহল্লকঃ (তন্নামা) হস্তিনাগঃ (গজশ্রেষ্ঠঃ) তিষ্ঠতি (আসীৎ)। অশোক· তস্মিন্ মহল্লকে অভিরুহ্য (কুমারঃ তং মহল্লকম্ আরুহ্য) সুবর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্ গত্বা প্রস্তীর্য (প্রস্তরণং কৃত্বা) পৃথিব্যাং (ভূমৌ) নিষসাদ (নিষণ্ণবান্)। কুমারাণাম্ (রাজ-পুত্রাণাম্) আহারঃ (ভোজ্যং বস্তু) উপনামিতঃ (প্রেরিতঃ)। …পশ্যতি চিন্তয়তি (দৃষ্ট্বা মনসি আলোচিতবান্) অশোকঃ রাজা ভবিষ্যতি। অয়ং এষঃ ব্যাপারঃ অর্থাৎ অশোকস্য রাজ্যলাভঃ) ন অভিপ্রেতঃ (ঈপ্সিতঃ) …যদি… কথয়িষ্যামি (বক্ষ্যামি) নাস্তি মে জীবিতম্ (মম প্রাণনাশো ভবেৎ)…অভেদেন ব্যাকরিষ্যামি (অবিশেষেণ কথয়িষ্যামি)…যস্য যানম (বাহনম্) আসনম, ভাজনম্ (পাত্রম্)…স রাজা ভবিষ্যতি।

Notes

মহল্লকঃ হস্তিনাগঃ। মহল্লক হস্তীটির নাম। Dr. Franklin Edgerton সঙ্কলিত Dictionary of Buddhist Hybrid Sanskrit গ্রন্থে এবং অধ্যাপক বৈদ্যের সংস্করণে নামটি "মহল্লক"। পর্ষদ্ সম্পাদিত পাঠ্যাংশে "মল্লহক"। বৈদ্যের ধৃত পাঠই গ্রহণ করা হইল। হস্তিনাগঃ=পালি হত্থিনাগ। ইহার অর্থ—an excellent elephant, hasti may be prefixed to distinguish it from নাগ or Serpent. In later Sanskrit হস্তিনাগপুর (=হস্তিনাপুর) occurs **as the name of a city.** পালি এবং অর্ধমাগধীতে মহল্লক শব্দটি সাধারণতঃ "বৃদ্ধ ব্যক্তি" বুঝায়। **Edgerton** বলেন—**It means—old, an elderly person,** জীর্ণো বুদ্ধো মহল্লকো **is a stock phrase—which means a senior monk, having entered the monastery when old.**

প্রাচীনকালে প্রাণীমাত্রকেই মৃগ বলা হইত। হস্ত (বা শুঁড়) যাহার আছে সে হস্তীমৃগ, যাহার শিং আছে সে শৃঙ্গীমৃগ, যে কেশরযুক্ত সে কেশরীমৃগ এইরূপ ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। কালক্রমে মৃগ শব্দটি বাদ দিয়া কেবলমাত্র বিশেষণগুলিই প্রাণীগুলিকে বুঝাইতে থাকে। অনুরূপভাবে নাগ শব্দের অর্থ সাপ

এবং হাতী। সাপের ফণা আছে বলিয়া সে ফণিনাগ এবং হাতী হস্তিনাগ ॥ উভয়ত্র প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা।

সুবর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানম্=যতদূর মনে হয় সুবর্ণমণ্ডপ একটি উদ্যানের নাম। সেক্ষেত্রে ইহার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই তবে অনেকে সুবর্ণনির্মিত মণ্ডপযুক্ত উদ্যান বা garden with golden pavilion অর্থও করেন।

প্রস্তীর্ণ—অস-ক্রি, প্র+স্তৃ+ল্যপ।

নিষসাদ—সমা-ক্রি, নি+সদ্+লিট্ ণল্।

উপনামিতঃ—কৃদন্ত-ক্রি, উপ+নম্+ণিচ্ ক্ত। ইহার অর্থ brought, presented, tendered, offered ইত্যাদি। adj. to আহারঃ।

শাল্যোদনম্—শালীনাম্ ওদনম্ ষষ্ঠী তৎপুরুষ (শালিধানের ভাত)।

দধিসম্মিশ্রম্—দধ্না সংমিশ্রন্ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। adj. to শাল্যোদনম্।

মৃদ্ভাজনে—অধিকরণে সপ্তমী। মৃন্নির্মিতং ভাজনম্ (শাকপার্থিবাদিবং সমাস) =মৃদ্ভাজনম্। ভজ্+ণিচ্ (চুরাদি) ল্যুট্=ভাজন।

প্রোষিতম্—কৃদন্ত-ক্রি, প্র+ইষ (দিবাদি পরস্মৈপদী) +ক্ত কর্মণি। অভিহিতঃ=অভি+ধা+ক্ত।

ব্যাকরিষ্যামি=সমা-ক্রি, বি-আ-কৃ+লৃট্ স্যামি। বি-আ-কৃ ধাতুর অর্থ to elucidate, to predict, to explain ; অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করা বা ব্যাখ্যা করা অর্থে বি-আ-কৃ ধাতুর প্রয়োগ হয়।

যানম্=যা+ল্যুট্। আসনম্=আস্+ল্যুট্। পানম্=পা+ল্যুট্।

ভোজনম্=ভুজ্+ল্যুট্। পরীক্ষ—পরস্মৈপদ form used for আত্মনেপদ (পরীক্ষস্ব)। পরি+ঈক্ষ্+লোট্ হি। পূর্বে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য।

Ch. of voice. মহল্লকেন হস্তিনাগেন স্থীয়তে। অশোকেন ·····নিষেদে। ······রাজ্ঞা বিন্দুসারঃ পিঙ্গলবৎসাজীবং পরিব্রাজকম্ অভিহিতবান্······কুমারাঃ পরীক্ষ্যন্তাম্···কেন শক্যতে……দৃশ্যতে চিন্ত্যতে পিঙ্গলবৎসাজীবেন পরিব্রাজকেন ……অশোকেন রাজ্ঞা ভবিষ্যতে··· যদি কথ্যতে ময়া···অভেদেন ব্যাকরিষ্যতে ……রাজ্ঞা উচে ব্যাক্রিয়তাম্। তেন উচে······তেন রাজ্ঞা ভবিষ্যতে। •

অশোকশ্চিন্তয়তি········ তদা আগন্তব্যম্ ॥৩।

বিসন্ধিপাঠঃ—অশোকঃ চিন্তয়তি—অহম হস্তিস্কন্দেন আগতঃ, মম যানম শোভনম্, মম পৃথিবী আসনম্, ভাজনম্ মৃন্ময়ম্, শাল্যোদনম্, ভোজনম্, দধিব্যঞ্জনম পানীয়ম্ যথা অহম্ পশ্যামি, অহম্ রাজা ভবিষ্যামি ইতি। পিঙ্গলবৎসাজীবঃ তস্য

মাত্রা অশোকস্য উচ্যতে—উপাধ্যায়—কতরঃ কুমারঃ রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য অত্যয়াৎ রাজা ভবিষ্যতি ইতি। সঃ আহ—অশোকঃ। তয়া উচ্যতে—কদাচিৎ ত্বাং রাজা নির্বন্ধেন পৃচ্ছেৎ। গচ্ছ ত্বম্। প্রত্যন্তং সমাশ্রয়। যদা শৃণোষি অশোকঃ রাজা সংবৃত্তঃ তদা আগন্তব্যম্।

Beng. Equivalents. অশোকঃ চিন্তয়তি (অশোক চিন্তা করিলেন)। অহম্ হস্তিস্কন্ধেন আগতঃ (আমি হস্তির স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আসিয়াছি)। মম যানং শোভনং (আমার বাহন সর্বোত্তম) পৃথিবী মম আসনম্ (পৃথিবী আমার আসন) ভাজনম্ মৃন্ময়ম্ (ভোজন পাত্র মৃন্ময়) ভোজনং শাল্যোদনম্ (শালি ধানের চাউল ভোজ্যবস্তু) দধিব্যঞ্জনং পানীয়ম্ (দধিরূপ সংস্কারকবস্তু যাহার দ্বারা অন্ন ভোজন করা যায় তাহাই পানীয়)। যথা (যেমন) অহং পশ্যামি (আমি দেখিতেছি) অহং রাজা ভবিষ্যামি (আমি রাজা হইব)। অশোকস্য (অশোকের) তয়া মাত্রা (সেই মায়ের দ্বারা) পিঙ্গলবৎসাজীবঃ উচ্যতে (পিঙ্গলবৎসজীব কথিত হইলেন) —কতরঃ কুমারঃ (কোন কুমার) রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য অত্যয়াৎ (রাজা বিন্দুসারের মরণের পর) রাজা ভবিষ্যতি (রাজা হইবে)। স আহ (তিনি বলিলেন) অশোকঃ (অশোক-অর্থাৎ অশোক রাজা হইবেন)। তয়া উচ্যতে (তিনি বলিলেন) কদাচিৎ (কখনও ত্বাং (তোমাকে) রাজা (নৃপতি) নির্বন্ধেন (আগ্রহের সহিত) পৃচ্ছেৎ (জিজ্ঞাসা করিতে পারেন)। গচ্ছ ত্বং (তুমি চলিয়া যাও) প্রত্যন্তং (সীমান্ত প্রদেশকে) সমাশ্রয় (আশ্রয় করিয়া থাক)। যদা শৃণোষি (যখন শুনিবে) অশোক রাজা সংবৃত্তঃ (অশোক রাজা হইয়াছে) তদা আগন্তব্যম্ (তখন আসিবে)।

Beng Trans. অশোক চিন্তা করিলেন আমি হস্তিস্কন্ধে আসিয়াছি, আমার বাহন সর্বোত্তম, পৃথিবী আমার আসন, ভোজনপাত্র মৃত্তিকানির্মিত, শালিধান্যের তণ্ডুল (আমার) ভোজন, দধি—পানীয়, যেরূপ দেখিতেছি—আমি রাজা হইব। অশোকের মাতা কর্তৃক পিঙ্গলবৎসাজীব কথিত হইলেন—"উপাধ্যায়। কুমারদের মধ্যে কে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর রাজা হইবে?" তিনি বলিলেন "অশোক"। অশোকের মাতা বলিলেন "কোন সময়ে রাজা তোমাকে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তুমি চলিয়া যাও। সীমান্ত প্রদেশে (পাটলিপুত্রের বহির্বিভাগে) চলিয়া যাও। যখন শুনিবে অশোক রাজা হইয়াছে তখন আসিবে।

Eng. Trans. Asoka thought :—'I have come on the back of an elephant, my conveyance is imposing, the earth is my seat, utensil is made of clay, meal is of rice from the Saligrain and drink is curd. So far as I see, I will be the king". Pingalavat-

sajiva was thus spoken by Asoka's mother, "Oh preceptor! who among the princes will become King after the death of Bindusara"? He told "Asoka". She spoke, sometimes the King may ask you due to eagerness. (So) you go. Live in the outskirts (of Pataliputra.) When you hear that Asoka has become the king you may come."

Sans. Equivalents. নির্বন্ধেন (আগ্রহাতিশয্যেন) প্রত্যন্তঃ (প্রান্তদেশম্)। অবশিষ্টাংশ সুবোধ্য।

Notes

চিন্তয়তি—সমা-ক্রি, চিন্ত্ ধাতু (চুরাদি) লট্ তি।

হস্তিস্কন্ধেন—করণে তৃতীয়া। হস্তিনঃ স্কন্ধঃ তেন (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ)। হস্ত+ইন্=হস্তিন্।

কতরঃ—কিম্+ডতর। সর্বনাম পদ।

শোভনম্—শুভ্+ল্যুট্। বি+অঞ্জ্+ল্যুট্=ব্যঞ্জনম্ (অঞ্জ্ ব্যক্তিম্রক্ষণ কান্তিষু) অঞ্জ্ ধাতু রুধাদি পরস্মৈপদী। অনক্তি অঙক্তঃ অঞ্জন্তি এইরূপ। পা ধাতু অনীয়র্=পানীয়ম্।

নির্বন্ধেন—হেতৌ তৃতীয়া। নির্-বন্ধ্+ঘঞ্=নির্বন্ধঃ। অর্থ—নির্বন্ধ বা আগ্রহ হেতু।

পৃচ্ছেৎ—সমা ক্রি, প্রচ্ছ্ ধাতু বিধিলিঙ্ যাৎ। সম্ভাবনা অর্থে বিধিলিঙ্

প্রত্যন্তম্—অন্তম্ অন্তং প্রতি ইতি প্রত্যন্তম্। (যথা-অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস)। যথা শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে বীপ্সা বা পৌনঃপুন্যও একটি। সেই অর্থেই এখানে সমাস হইয়াছে।

সমাশ্রয়—সমা-ক্রি, সম্-আ-শ্রি+লোট্ হি। কর্তা ত্বম্ উহ্য

আগন্তব্যম্—কৃদন্ত-ক্রি, আ-গম্+তব্য। ভাবে-কর্তা ক্রিয়া উক্ত

Ch. of voice. অশোকেন চিন্ত্যতে······ময়া আগতম্······ময়া রাজ্ঞা ভবিষ্যতে······পিঙ্গলবৎসাজীবং সা মাতা ব্রবীতি······কতরেণ কুমারেণ···রাজ্ঞা ভবিষ্যতে তেন উচ্যতে—অশোকেন। সা ব্রবীতি······রাজ্ঞা ত্বম্ পৃচ্ছ্যেয়াঃ······গম্যতাম্ ত্বয়াঃ······সমাশ্রীয়তাম্ যদা শ্রূয়তে অশোকেন রাজ্ঞা সংবৃত্তম্ তদা আগচ্ছেঃ।

অথ রাজ্ঞো·········পাটলিপুত্রং প্রত্যাবৃত্তঃ ॥ ৪ ॥

বিসন্ধিপাঠ:—অথ রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য তক্ষশিলা নাম নগরম্ বিরুদ্ধম্। তত্র রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ অশোকঃ বিসর্জিতঃ—গচ্ছ কুমার! তক্ষশিলানগরম্ সংনাহয়।

চতুরঙ্গম্ বলকায়ম্ দত্তম্ যানম্ প্রহরণম্ চ প্রতিষিদ্ধম্। অশোকঃ কুমারঃ পাটলিপুত্রাৎ নির্গচ্ছন্ ভৃত্যৈঃ বিজ্ঞপ্তঃ—কুমার! ন এব অস্মাকম্ সৈন্যপ্রহরণম্, কেন বয়ম্ কম্ যুধ্যামঃ। ততঃ অশোকেন অভিহিতম্—যদি নাম রাজ্য বিপাক্যম্ কুশলম্ অস্তি সৈন্যপ্রহরণম্ চ প্রাদুর্ভবতু। এবম্ উক্তে কুমারেণ পৃথিব্যাম্ অবকাশঃ দত্তঃ। তত্র সৈন্যপ্রহরণানি উপনীতানি। কুমারঃ চতুরঙ্গেণ বলকায়েন তক্ষশিলাম্ গতঃ। শ্রুত্বা তক্ষশিলা নিবাসিনঃ পৌরাঃ অর্দ্ধ তৃতীয়ানি যোজনানি মার্গে শোভাম্ কৃত্বা পূর্ণঘটম্ আদায় প্রত্যুদ্গতাঃ। প্রত্যুদ্গম্য কথয়ন্তি ন বয়ম্ কুমারস্য বিরুদ্ধাঃ। ন অপি রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য। অপি তু দুষ্টামাত্যাঃ অস্মাকম্ পরিভবম্ কুর্বন্তি ইতি। মহতা চ সৎকারেণ কুমারঃ তক্ষশিলাম্ প্রবেশিতঃ। ততঃ পাটলিপুত্রম্ প্রত্যাবৃত্তঃ।

Beng. Equivalents. অথ (অনন্তর) তক্ষশিলা নাম নগরম্ (তক্ষশিলা নামক নগর) রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য (রাজা বিন্দুসারের) বিরুদ্ধম্ (বিরোধী হইল)। তত্র (সেখানে) রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ (রাজা বিন্দুসার কর্তৃক) অশোকো বিসর্জিতঃ (অশোক প্রেরিত হইল)—গচ্ছ কুমার (হে কুমার যাও) তক্ষশিলা নগরং (তক্ষশিলানগরকে) সংনাহয় (সংযত কর)। চতুরঙ্গম্ (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চার অঙ্গ বিশিষ্ট) বলকায়ম্ (সৈন্যবাহিনী) দত্তম্ (প্রদত্ত হইয়াছিল), যানম্ (গমনের উপযোগী বাহন) প্রহরণম্ চ (এবং অস্ত্র শস্ত্র) (কিন্তু) প্রতিষিদ্ধম্ (নিষিদ্ধ হইয়াছিল অর্থাৎ দেওয়া হয় নাই)। পাটলিপুত্রাৎ নির্গচ্ছন্ (পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইবার সময়) কুমারঃ অশোকঃ (রাজকুমার অশোক) ভৃত্যৈঃ (ভৃত্যদের দ্বারা) বিজ্ঞপ্তঃ (বিজ্ঞাপিত হইলেন) অস্মাকম্ সৈন্যপ্রহরণম্ নৈব (আমাদের সৈন্যদের অস্ত্র নাই-ই) কেন (কাহার দ্বারা) কম্ (কাহার বিরুদ্ধে) বয়ম্ (আমরা) যুধ্যামঃ (যুদ্ধ করিব)। ততঃ (তারপর) অশোকেন অভিহিতম্ (অশোক বলিলেন) যদি নাম (যদি) রাজ্যবিপাক্যম্ (রাজের কার্যাদি) কুশলম্ অস্তি (যথাযথ হয়) (তবে) সৈন্যপ্রহরণম্ (সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র) প্রাদুর্ভবতু (আবির্ভবতু)। কুমারেণ (কুমার কর্তৃক) এবম্ (এইরূপ) উক্তে (বলা হইলে) পৃথিব্যাম্ (ভূমিতে) অবকাশঃ দত্তঃ (অবকাশ অর্থাৎ বিবর দেখা দিল)। তত্র (সেই স্থলে) সৈন্যপ্রহরণানি (সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র) উপনীতানি (উপস্থাপিত হইল)। কুমারঃ (কুমার অশোক) চতুরঙ্গেন বলকায়েন (চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীর সহিত) তক্ষশিলাম্ (তক্ষশিলা) গতঃ (গমন করিলেন)। শ্রুত্বা ([তাহা] শ্রবণ করিয়া) তক্ষশিলানিবাসিনঃ পৌরাঃ (তক্ষশিলার পুরবাসিগণ) অর্দ্ধতৃতীয়ানি যোজনানি (সাড়ে তিনযোজন) মার্গে শোভাং কৃত্বা (পথ সজ্জিত করিয়া) পূর্ণঘটমাদায় (জলপূর্ণ ঘট গ্রহণ করিয়া) প্রত্যুদগতাঃ (অশোকের অভ্যর্থনা করিতে গেল)।

প্রত্যুদ্‌গম্য (প্রত্যুদ্‌ গমনের দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া) কথয়ন্তি (বলিল) ন বয়ম্ কুমারস্য বিরুদ্ধাঃ (আমরা কুমারের বিরোধী নহি) ন অপি রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য (রাজা বিন্দুসারেরও বিরোধী নই) অপি তু (কিন্তু) দুষ্টমাত্যাঃ (দুষ্ট অমাত্যগণ) অস্মাকম্ (আমাদের) পরিভবং কুর্বন্তি (অবজ্ঞা করে)। মহতা সংকারেণ (যথেষ্ট অভ্যর্থনা সহকারে) কুমার (কুমারঃ অশোককে) তক্ষশিলাম্ (তক্ষশিলা নগরীতে) প্রবেশিত (প্রবেশ করাইল)। ততঃ (সেখান হইতে) পাটলিপুত্রম্ প্রত্যাবৃত্তঃ (পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিল)।

Beng. Trans. তারপর একদিন তক্ষশিলানগরী রাজা বিন্দুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। সেখানে কুমার অশোককে "কুমার যাও, তক্ষশিলানগরকে সংযত কর" (এই বলিয়া) রাজা বিন্দুসার পাঠাইলেন। চতুরঙ্গ বল দিলেন কিন্তু সৈন্যদের গমনোপযোগী বাহন এবং অস্ত্রশস্ত্র দিলেন না। কুমার অশোক পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইবার সময় ভৃত্যকর্তৃক কথিত হইলেন—"কুমার—আমাদের সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র নাই কিসের সাহায্যে কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব ?" তারপর অশোক বলিলেন "যদি রাজকার্য যথাযথ চলিতে থাকে তবে সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র আবির্ভূত হউক"। কুমার এইরূপ বলিলে ভূমিতে বিবর দেখা দিল এবং সেখানে সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র উপস্থিত হইল। কুমার চতুরঙ্গবাহিনী লইয়া তক্ষশিলা চলিলেন। তাহা শুনিয়া তক্ষশিলাবাসিগণ সার্দ্ধতিনযোজন পথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য জলপূর্ণ ঘট লইয়া প্রত্যুদ্‌গমন করিল। প্রত্যুদ্‌ গমন করিয়া বলিল "আমরা কুমারের বিরোধী নহি, রাজা বিন্দুসারেরও বিরোধী নহি কেবল দুষ্ট অমাত্যগণ আমাদের [illegible] করিতেছে।" অনেক আদরের সহিত কুমার তক্ষশিলা নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখান হইতে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

Eng. Trans. Thereafter the city of Takshasila rose against king Bindusara. King Bindusara sent prince Asoka there (saying) "prince subdue Takshasila" An army comprising four limbs (ie. horses, elephants, chariots and infantries) was given but no conveyance and weapons were given. At the time of coming out of Pataliputra prince Asoka was informed by the servants (thus) "Oh. Prince ! we have no weapons, how and with whom shall we fight ?" Then the prince said, "If the affairs of the state are well managed then let the weapons be made available" When the prince said this a hole appeared in the

ground and there the weapons were found. The prince proceeded towards Takshasila with a complete army of four limbs. Hearing this the citizens of Takshasila decorated the roads up to three and a half yojanas and went to receive the prince with pitchers full with water. Receiving the prince they told "Oh Prince ! we are not revolting against you, nor do we stand against king Bindusara. But the wicked ministers are oppressing us." And the prince was brought to the city of Takshasila with warm reception. Thence he returned to Pataliputra.

Sans. Equivalents. বিরুদ্ধম্ (বিদ্রোহঃ কৃতঃ)। বিসর্জিতঃ (প্রেরিতঃ) সংনাহম্ (সংহময়) চতুরঙ্গম্ (হস্তি-অশ্ব-রথ পদাতিরূপ অঙ্গ-চতুষ্টয়োপেতম্) বলকায়ম্ (সৈন্য সমূহম্) প্রতিবিদ্ধম্ (নিবারিতম্ অর্থাৎ ন গতম)। নির্গচ্ছন (বহির্গচ্ছন্)। বিক্রান্তঃ (বিজ্ঞাপিতঃ) সৈন্যপ্রহরণং (সৈন্যানাম্ অস্ত্রজাতম্)। দ্ব্যর্ধয়োজনাঃ (সার্দ্ধযোজনঃ ত্রয়ঃ) রাজ্যবিশোধকম (রাজ্যশুদ্ধিকর রাজ— [illegible] রাজকার্যাদি ইত্যর্থঃ) কুশলম (দক্ষম নিপুণম্ ইতি যাবৎ)। তক্ষকাশঃ (জ্ঞানম্— বিবরঃ ইতি)। উপনীতানি (উপস্থাপিতানি পৌরা (পুরবাসিনঃ), পূর্ণঘটম্ (জলপূর্ণকুম্ভম্) প্রত্যুদ্গতাঃ (আগচ্ছতায় সম্মানপ্রদর্শনার্থং তদুদ্দেশে অগ্রে গমনং প্রত্যুদ্গমনম্- তদর্থং গতাঃ প্রত্যুদ্গতাঃ)। দুষ্টামাত্যাঃ (দুর্জনাঃ মন্ত্রিণঃ). পরিভবং কুর্বন্তি পীড়াং জনয়ন্তি)। সৎকারেণ (সম্মানেন) প্রবেশিতঃ (অন্তরানীতঃ)।

Notes

বিরুদ্ধম্—কর্মত-ক্তি, বি+রুদ্ধ+(নপুংসকে) ভাবে ক্ত। অর্থাৎ বিদ্রোহ করিয়াছিল।

রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ— অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

বিসর্জিতঃ— বি-সৃজ্+ণিচ্+ক্ত। without ণিচ্ বিসৃষ্টঃ।

সংনাহম্—সমা-ক্তি, সম্-নহ্+ণিচ্ কোট্ হি। সম্-নহ্ ধাতুর অর্থ দৃঢ়রূপে বন্ধন করা। (নহ্ বন্ধনে) নহ্ ধাতু দিবাদি উভয়পদী— নহ্যতি/নহ্যতে।

চতুরঙ্গম্—চত্বারি অঙ্গানি যস্য তৎ চতুরঙ্গম্ (বহুব্রীহি)।

বলকায়ম্— বলানাং কায়ঃ—(ষষ্ঠী তৎপুরুষ)=বলকায়ঃ। চি-ধাতু ঘঞ্ = কায়ঃ। এখানে কায় শব্দের অর্থ সমূহ সঙ্ঘ (multitude, assemblage, collection) "সঙ্ঘে চানৌত্তরাধর্যে" এই সূত্রের দ্বারা চি ধাতুর উত্তর ঘঞ্ করিয়া চ স্থানে ক আদেশ।

প্রহরণম্—প্র-হৃ+করণবাচ্যে ল্যুট্।
বিজ্ঞপ্তি—বি+জ্ঞা=ণিচ্ ক্ত। কর্মণি। alt. form বিজ্ঞাপতিঃ।
পাটলিপুত্রাৎ—অপাদানে পঞ্চমী।
ভৃত্যৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ভৃ+ক্যপ্=ভৃত্যঃ।
কেন—করণে তৃতীয়া। অর্থাৎ কেন অস্ত্রেণ।

N. B. যুধ্যামঃ—যুধ্ ধাতু লট্ মস্। যুধ্ ধাতু কিন্তু আত্মনেপদী। অতএব প্রয়োগটি অশুদ্ধ। যুধ্যামহে এইরূপ হওয়াই উচিত। অনেকে অবশ্য **যুধম্ আত্মনঃ ইচ্ছামঃ** এইরূপ নামধাতু করিয়া যুধ্য ধাতু পরস্মৈপদীতে যুধ্যামঃ হয়' এইরূপ বলেন। তাঁহাদের মতে যোধনং যুব (=যুধ্+ক্বিপ্—সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্)। যুধম্ আত্মনঃ ইচ্ছতি ইতি যুধ্+ক্যচ্ (সুপঃ আত্মনঃ ক্যচ্)=লট্ মস=যুধ্যামঃ। এইরূপ করিয়া যুধ্যেৎ (যো ভর্তৃপিণ্ডস্য কৃতে ন যুধ্যেৎ) পদটি সিদ্ধ হয়।

রাজ্যবিপাক্যম্—রাজ্যস্য বিপাক্যম্ (ষষ্ঠী)। বিপাক শব্দটির অর্থ পরিণাম বা maturation, coming to fruition। অথবা রাজস্য বিপাকঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) রাজ্যবিপাকঃ। রাজ্যবিপাক এব রাজ্যবিপাক্যম্। রাজ্যবিপাক+স্বার্থে ষ্যঞ্, বি+পচ্+ঘঞ্=বিপাকঃ।

তক্ষশিলানিবাসিনঃ—তক্ষশিলায়াঃ নিবাসিনঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। নি+বস্ +ণিনি=নিবাসিন্, প্রথমা বহুবচনে নিবাসিনঃ।
পৌরাঃ—পুর+অন্=পৌরঃ।

অর্ধতৃতীয়ানি যোজনানি—ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া। এক যোজন বলিতে ৮ বা ৯ মাইল বুঝায়। অর্ধাধিকানি তৃতীয়ানি অর্ধতৃতীয়ানি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বা শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ)।
প্রত্যুদ্গতাঃ—প্রতি-উদ্-গম্+ক্ত। কর্তরি।
প্রত্যুদ্গম্য—অস-ক্রি, প্রতি+উদ্+গম্+ল্যপ্।
প্রত্যাবৃত্তঃ—কৃদন্ত-ক্রি, প্রতি+আ+বৃৎ+ক্তঃ।
প্রবেশিতঃ—প্র+বিশ্+ণিচ্ ক্তঃ। কর্মণি।

Ch. of voice. নগরেণ বিরুদ্ধেন (অভূয়ত)। রাজ্ঞা বিন্দুসারঃ অশোকং বিসর্জিতবান্। গম্যতাং কুমারেণ।......সংনহ্যতাম্। ভৃত্যাঃ কুমারং গচ্ছন্তঃ বিজ্ঞাপিতবন্তঃ। অশোকঃ অভিহিতবান্..........সৈন্যপ্রহরণেন প্রাদুর্ভূয়তাম্। পৌরৈঃ......প্রত্যুদ্গতম্। ...কথ্যতে...অস্মাভিঃ বিরুদ্ধেন...দুষ্টামাত্যৈঃ প রিভবঃ ক্রিয়তে। কুমারং প্রবেশিতবন্তঃ।

কদাচিৎ সুসীমঃ.........অশোকো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ।।৫-৬।।

বিসন্ধিপাঠঃ—কদাচিৎ সুসীমঃ কুমারঃ উদ্যানাৎ পাটলিপুত্রম্ প্রবিশতি। রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য অগ্রামাত্যঃ খল্লাটকঃ পাটলিপুত্রাৎ নির্গচ্ছতি। তস্য সুসীমেন কুমারেণ ক্রীড়াভিপ্রায়তয়া খটকা পতিতা। অমাত্যঃ চিন্তয়তি—ইদানীম্ খটকাম্ নিপাতয়তি। যদা রাজা ভবিষ্যতি তদা শস্ত্রম্ পাতয়িষ্যতি। তথা করিষ্যামি যথা রাজা এব ন ভবিষ্যতি। তেন পঞ্চামাত্যশতানি ভিন্নানি। অশোকম্ রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যামঃ ইতি অমাত্যৈঃ মন্ত্রিতম্। সুসীমঃ চ কুমারঃ তক্ষশিলাম্ ব্যাজেন প্রেষিতঃ।

যদা বিন্দুসারঃ স্বল্পাবশেষপ্রাণঃ সংবৃত্তঃ তদা অমাত্যৈঃ অশোকঃ কুমারঃ সর্বালঙ্কারৈঃ ভূষিতঃ রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য উপনীতঃ—ইমম্ তাবৎ রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপয় ইতি। ততঃ রাজা রুষিতঃ। অশোকেন চ অভিহিতম্—যদি মম ধর্মেণ রাজ্যম্ ভবতি, দেবতাঃ পট্টম্ মম বধ্নন্তু। দেবতাভিঃ পট্টঃ বদ্ধঃ। তম্ দৃষ্ট্বা বিন্দুসারস্য রাজ্ঞঃ উষ্ণম্ শোণিতম্ মুখাৎ আগতম্। স চ কালগতঃ। অশোকঃ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।

Beng. Equivalents. কদাচিৎ (একদা) কুমারঃ সুসীমঃ (কুমার সুসীম) উদ্যানাৎ (উদ্যান হইতে) পাটলিপুত্রম্ (পাটলিপুত্র নগরীতে) প্রবিশতি (প্রবেশ করিতেছিল) রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য (রাজা বিন্দুসারের) অগ্রামাত্যঃ (প্রধান মন্ত্রী) খল্লাটকঃ (খল্লাটক নামক) পাটলিপুত্রাৎ নির্গচ্ছতি (পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইতেছিল)। কুমারেণ সুসীমেন (কুমার সুসীমকর্তৃক) ক্রীড়াভিপ্রায়তয়া (ক্রীড়াচ্ছলে) তস্য (তাহার উপর) খটকা (চপেটাঘাত) পাতিতা (পাতিত হইয়াছিল) অমাত্যঃ চিন্তয়তি (মন্ত্রী ভাবিলেন) ইদানীম্ (এখন) খটকাং নিপাতয়তি (চপেটাঘাত করিতেছে) যদা (যখন) রাজা ভবিষ্যতি (রাজা হইবে) তদা (তখন) শস্ত্রং পাতয়িষ্যতি (শস্ত্রাঘাত করিবে)। তথা করিষ্যামি (সেইরূপ করিব) যথা (যাহাতে) রাজা এব (রাজাই) ন ভবিষ্যতি (না হইতে পারে)। তেন (তাহার দ্বারা) পঞ্চ অমাত্য শতানি (পাঁচশত অমাত্য) ভিন্নানি (ভেদবুদ্ধি-গ্রস্ত হইল)। অশোকম্ (অশোককে) রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যামঃ (রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিব) ইতি (এইরূপ) তৈঃ মন্ত্রিতম্ (তাহারা মন্ত্রণা করিল)। চ (এবং) কুমারঃ সুসীমঃ (কুমার সুসীম) ব্যাজেন (কোন ছলে) তক্ষশিলাম্ (তক্ষশিলা নগরীতে) প্রেষিতঃ (প্রেরিত হইল)।

যদা (যখন) (বিন্দুসারঃ) স্বল্পাবশেষ-প্রাণঃ (মুমূর্ষু/মৃতপ্রায়) সংবৃত্তঃ (হইয়াছিল) তদা (তখন) অমাত্যৈঃ (অমাত্যদের দ্বারা) সর্বালঙ্কারভূষিতঃ (সমস্ত আভরণ ভূষিত) (কুমারঃ অশোকঃ) মং তাবৎ রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপয় (ইহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন) ইতি (এই বলিয়া) রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য,

(রাজা বিন্দুসারের) উপনীত (সমীপে নীত হইল)। ততঃ (তাহাকে) রাজা রুষিতঃ) (রাজা রুষ্ট হইলেন) অশোকেন চ (অশোকের দ্বারাও) অভিহিতম্ (উক্ত হইল) যদি মম ধর্মেণ রাজ্যম্ ভবতি (যদি ধর্ম অনুযায়ী রাজ্য আমার প্রাপ্য হয়) দেবতাঃ (দেবগণ) মম পট্টম্ বধ্নন্তু (আমার উষ্ণীষপট্ট বাঁধিয়া দিন)। দেবতাভিঃ (দেবতাদের দ্বারা) পট্টঃ (উষ্ণীষপট্ট বা পাগড়ী) বদ্ধঃ (বদ্ধ হইল)। তং দৃষ্ট্বা (তাহা দেখিয়া) রাজ্ঞঃ মুখাৎ (রাজা বিন্দুসারের মুখ হইতে) উষ্ণম্ শোণিতম্ (উষ্ণ রুধির) আগতম্ (আগত হইল অর্থাৎ রাজা রক্তবমন করিলেন)। সঃ কালগতঃ চ (এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন)। অশোকঃ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ (অশোক রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন)।

Beng. Tans. একদিন কুমার সুসীম উদ্যান হইতে পাটলিপুত্র নগরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন রাজা বিন্দুসারের প্রধানমন্ত্রী খল্লাটক পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইতেছিলেন. ক্রীড়াচ্ছলে কুমার সুসীম তাহাকে চপেটাঘাত করিলেন। মন্ত্রী ভাবিলেন, এখন চপেটাঘাত করিতেছে—যখন রাজা হইবে তখন অস্ত্রাঘাত করিবে। এইরূপ করিব যাহাতে সে রাজা-ই না হইতে পারে। তাহার দ্বারা পাঁচশত মন্ত্রী (রাজা হইতে) ভিন্ন হইল। তাহারা মন্ত্রণা করিলে "অশোককে রাজা করিব"। কুমার সুসীমও কোন একছলে তক্ষশিলা প্রেরিত হইল।

যখন রাজা বিন্দুসারের প্রাণ যায় যায় তখন মন্ত্রীরা অশোককে সর্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া রাজার নিকট লইয়া বলিল "ইহাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করুন"। তাহাতে রাজা রুষ্ট হইলেন। অশোকও বলিলেন "ধর্মতঃ যদি রাজ্য আমার প্রাপ্য হয় তবে দেবতারা আমার শিরোবস্ত্র বন্ধন করিয়া দিন। দেবতারা উষ্ণীষ বস্ত্র বন্ধন করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্দুসারের মুখ হইতে উষ্ণশোণিত বহির্গত হইল এবং তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। অশোক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

Eng. Trans. Once prince Susima was entering Pataliputra from the garden. Khallatake the chief minister of King Bindusara was going out of Pataliputra. Prince Susima in jest gave him a blow with the fist. The minister thought :—"To day he gives a blow with the fist, (but) when he becomes the King he will hurl weapons". I shall therefore so act as he does not become the King. He caused disruption with five hundred ministers. They resolved "We shall put Asoka on the throne". Prince Susima also was sent to Takshasila on some pretext.

When King Bindusara was almost dying the ministers took Asoka, adorned with all sorts of ornaments, to the King saying, "Place him on the throne". The King became angry at that". Asoka told, "If by right the kingdom belongs to me then let the gods bind my head gear". Then the gods bound his turban. Seeing that hot blood came out of king Bindusara's mouth and he died. Asoka was made the King.

Sans. Equivalents. ক্রীড়াভিপ্রায়তয়া (ক্রীড়াব্যাজেন) খটকা (চপেটাঘাতঃ)। শস্ত্রম্ পাতয়িষ্যতি (শাস্ত্রাঘাতং করিষ্যতি)। ভিন্নানি (ভেদ যুক্তানি কৃতানি)। রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যামঃ (রাজপদে স্থাপয়িষ্যামঃ)। মন্ত্রিতম্ (মন্ত্রণা কৃতা)। ব্যাজেন (ছলেন)। স্বল্পাবশেষপ্রাণঃ (গতপ্রায় প্রাণঃ) পট্টঃ (উষ্ণীষম্) কালগতঃ (মৃত)।

Notes

উদ্যানাৎ পাটলিপুত্রাৎ—অপাদানে পঞ্চমী উভয়স্থলেই। উৎ+যা+ল্যুট্=উদ্যান ক্রীড়াভিপ্রায়তয়া—ক্রীড়ায়াঃ অভিপ্রায় (ষষ্ঠীতৎ)। তস্য ভাব= ক্রীড়াভিপ্রায়তা। তয়া—হেতৌ তৃতীয়া। অভি-প্র+ইণ্+অচ্=অভিপ্রায়ঃ। ক্রীড়্+অ (স্ত্রিয়াম্)=ক্রীড়া।

খটকা—খটকা শব্দের অর্থ blow with the fist, চড় বা ঘুসি।

পঞ্চামাত্যশতানি—অমাত্যানাং শতানি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। পঞ্চ অমাত্যশতানি, (কর্মধা) পঞ্চামাত্যশতানি।

N. B. কিন্তু দিগ্‌বাচক শব্দ ও সংখ্যাবাচকশব্দের সহিত অন্যপদের কর্মধারয় সমাস কেবলমাত্র সংজ্ঞা বুঝাইতেই হয়। (দিক্ সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্) অতএব পঞ্চ পদটি পৃথক্ রাখাই ভাল। অতএব পঞ্চ পদটি পৃথক্ এবং অমাত্যশতানি পদটিও পৃথক্ বা অসমস্ত।

ভিন্নানি—পূর্বোক্ত পদের বিশেষণ। ভিদ্+ক্ত=ভিন্ন। ভিদ্ ধাতু রুধাদি উভয়পদী।

প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যামঃ—সমা-ক্রি, প্রতি-স্থা+ণিচ্ লৃট্ স্যামঃ।

ব্যাজেন—করণে তৃতীয়া। ব্যাজ শব্দের অর্থ ছল।

স্বল্পাবশেষপ্রাণঃ=স্বল্পে অবশেষাঃ প্রাণাঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহি)=স্বল্পাবশেষপ্রাণঃ। অব-শিষ্+ঘঞ্=অবশেষঃ।

রুষিতঃ=রুষ্+ক্ত। alt. form রুষ্টঃ।

N. B. **বন্ধন্তু—অশুদ্ধ প্রয়োগ।** শুদ্ধ—বধ্নন্তু। বন্ধ্ ধাতু ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী। অথবা পাণিনি মতে=বন্ধনং বন্ধঃ (বন্ধ+অচ্—পচাদিত্বাৎ)। বন্ধম্ ইব আচরতি ইতি বন্ধ+ক্বিপ্ (সর্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিপ্)+লট্ তি=বন্ধতি। যেমন গদর্ভ ইব আচরতি=গর্দভতি তদ্বৎ। সেই বন্ধ ধাতুর লোট্ অন্তুতে বন্ধন্তু॥

Ch. of voice. সুসীমেন কুমারেণ······প্রবিশ্যতে······অমাত্যেন খল্লাটকেন নির্গম্যতে। কুমারঃ খটকাং······পাতিতবান্। অমাত্যেন চিন্ত্যতে······খটকা নিপাত্যতে·· ···শস্ত্রং পাতয়িষ্যতে····· করিষ্যতে····· যথা রাজ্ঞা ন ভবিষ্যতে। স······ভিন্নবান্······অমাত্যাঃ মন্ত্রিতবন্তঃ। সুসীমং প্রেষিতবন্তঃ।······অমাত্যাঃ অশোকম্ উপনীতবন্তঃ····· অয়ং·· প্রতিষ্ঠাপ্যতাম্···। অশোকঃ অভিহিতবান্··· দেবতাভিঃ পট্টঃ বধ্যতে। দেবতাঃ পট্টং বদ্ধবত্যঃ। অশোকং····· ··· প্রতিষ্ঠিতবন্তঃ।

সুসীমেনাপি শ্রুতম্·········· ব্যসনমাপন্নঃ। ৬॥

বিসন্ধিপাঠঃ—সুসীমেন অপি শ্রুতম্ বিন্দুসারঃ রাজা কালগতঃ। অশোকঃ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। ইতি শ্রুত্বা রুষিতঃ অভ্যাগতঃ তক্ষশিলায়াঃ। সুসীমঃ চ অভিহিতঃ—যদি শক্যসে অশোকম্ ঘাতয়িতুম্ রাজা ইতি ভবিষ্যসি। স যাবৎ আগতঃ তাবৎ পাটলিপুত্রস্য নগরস্য দ্বারে পরিখাং খনয়িত্বা খদিরাঙ্গারৈঃ চ পূরয়িত্বা তৃণেন আচ্ছাদ্য অশোকস্য অগ্রামাত্যঃ রাধগুপ্তঃ স্থিতঃ। সুসীমঃ পরিখায়াম্ অঙ্গারপূর্ণায়াম্ পতিতঃ তত্র এব ব্যসনম্ আপন্নঃ।

Beng. Equivalents. সুসীমেন অপি (সুসীমও) শ্রুতম্ (শুনিয়াছিল) (যে) বিন্দুসারঃ রাজা কালগতঃ (রাজা বিন্দুসার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন) অশোকো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ (অশোক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন)। ইতি (এইরূপ) শ্রুত্বা (শুনিয়া) রুষিতঃ (রুষ্ট হইয়া) তক্ষশিলায়াঃ (তক্ষশিলা হইতে) অভ্যাগতঃ (আগমন করিল)। সুসীমঃ অভিহিতঃ চ (এবং সুসীমকে বলা হইল) যদি অশোকং ঘাতয়িতুং শক্যসে (যদি অশোককে হত্যা করিতে পার) রাজা ভবিষ্যসি (রাজা হইবে) ইতি (এইরূপ)। সঃ যাবৎ আগতঃ (সে যখন আসিতেছিল) অশোকস্য অগ্রামাত্যঃ রাধগুপ্তঃ (অশোকের প্রধানমন্ত্রী রাধগুপ্ত) নগরস্য দ্বারে (নগরের দ্বারে) পরিখাং খনয়িত্বা (গর্ত খনন করিয়া) খদিরাঙ্গারৈঃ পূরয়িত্বা চ (এবং খদির কাষ্ঠের জলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ করিয়া) তৃণেন আচ্ছাদ্য (ঘাস দিয়া ঢাকিয়া) স্থিতঃ (অবস্থান করিতেছিল)। অঙ্গার পূর্ণায়াম্ পরিখায়াম্ (জলন্ত অঙ্গার পূর্ণ গর্তে) সুসীমঃ পতিতঃ (সুসীম পড়িয়া গিয়াছিল তত্র এব সেখানেই) ব্যসনম্ আপন্নঃ (মৃত্যুমুখে পতিত হয়)।

Beng. Trans. সুসামও শুনিলেন যে রাজা বিন্দুসার প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ও অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তক্ষশিলা হইতে আসিল। সুসীমকে বলা হইল "যদি অশোককে হত্যা করিতে পার (তবে) রাজা হইতে পারিবে।" সে যখন আসিতেছিল তখন অশোকের প্রধান অমাত্য রাধগুপ্ত পাটলিপুত্র নগরের দ্বারে গর্ত খনন করিয়া এবং তাহা খদিরকাষ্ঠের জলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ করিয়া তৃণদ্বারা গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। সুসীম সেই অঙ্গার পূর্ণ পরিখাতে পড়িয়া সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল।

Eng. Trans. Susima also heard that king Bindusara died and Asoka was made the king. Hearing this, he became very angry and came from Takshasila. Susima was told "you will be the king if you can kill Asoka". As he was coming Asoka's chief minister Radhagupta dug a hole in front of the main gate of the city of Pataliputra, filled it with burning charcoal of khadira tree and covering it with straw stood watching Susima fell into that moat filled with burning charcoal and died there.

Sans. Equivalents. সুসীমেনাপি শ্রুতম্ (সুসীমঃ অশৃণোৎ) (যৎ) রাজা বিন্দুসারঃ কালগতঃ (মৃতঃ) অশোকো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ (অশোকশ্চ রাজপদে বৃতঃ)। ইতি শ্রুত্বা (ইত্থম্ আকর্ণ্য) রুষিতঃ (রোষযুক্তঃ) তক্ষশিলায়াঃ অভ্যাগতঃ (প্রত্যাববৃতে)। সুসীমশ্চ অভিহিতঃ (কোঽপি জনঃ তম্ উক্তবান্) যদি অশোকং ঘাতয়িতুং শক্যসে (অশোকং মারয়িতুং পারয়সি চেৎ)। রাজা ভবিষ্যসি ইতি। যাবৎ (যদা) স আগতঃ (উপতস্থে) নগরস্য দ্বারে (পুরদ্বারে) পরিখাং (কর্ষূং প্রণালীং বা) খনয়িত্বা (সম্পাদ্য) খদিরাঙ্গারৈঃ (খদিরকাষ্ঠস্য অঙ্গারৈঃ) পূরয়িত্বা (সম্পূর্য) তৃণেন চ আচ্ছাদ্য (ঘাসকুশাদিনা আবৃত্য) অশোকস্য অগ্রামাত্যঃ (প্রধানামাত্যঃ) রাধগুপ্তঃ স্থিতঃ (প্রতীক্ষতে স্ম)। অঙ্গার পূর্ণায়াং (দহ্যমানকাষ্ঠ-পূর্ণায়াম্) পরিখায়াং (গর্ত্তে) পতিতঃ সুসীমঃ তত্র এব (তস্মিন এব গর্ত্তে) ব্যসনম্ (মরণম্) আপন্নঃ (প্রাপ্তবান্)।

Notes

সুসীমেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

শ্রুতম্—কৃদন্ত-ক্রি, শ্রু ধাতু ক্ত (ভাবে)।

কালগতঃ—কালং গতঃ (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। অর্থাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত।

অভ্যাগতঃ—অভি-আ-গম্+ক্ত=অভ্যাগতঃ। কর্তরি।

তক্ষশিলায়াঃ—অপাদানে পঞ্চমী।

ঘাতয়িতুম্—অস্-ক্রি, হন্+ণিচ্+তুমুন্। Without ণিচ্ হন্তুম্।

খনয়িত্বা—অস্-ক্রি, খন্ ধাতু ণিচ্ ক্তাচ্ করিলে **খানয়িত্বা** এইরূপ হয়। ণিচ্ ব্যতীত=**খাত্বা**, **খণিত্বা** এই দুই পদ প্রয়োগ হয়। অতএব খননং খনঃ (খন+অচ্—পচাদিত্বাৎ) (তৎকরোতি তদচষ্টে এই সূত্রের দ্বারা ণিচ্+ক্তাচ্=খনয়িত্বা।

খদিরাঙ্গারৈঃ—খদিরস্য অঙ্গারৈঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) করণে তৃতীয়া। **অঙ্গার** শব্দের অর্থ, জলন্ত কয়লা বা কাঠ। খদির বাঙ্গলায় খয়ের।

পূর্ণম্—পূর্+ক্ত=পূর্ণ।

আচ্ছাদ্য—অস্-ক্রি, আ+ছদ্+ণিচ্+ল্যপ্।

অঙ্গারপূর্ণায়াম্—অঙ্গারৈঃ পূর্ণায়াম্ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

ব্যসনম্—অর্থাৎ মৃত্যুম্! বি-অস্+ল্যুট্=ব্যসন।

আপন্নঃ—কৃদন্ত-ক্রি, আ+পদ্+ক্ত। কর্তরি।

Ch. of voice. সুসীমঃ শ্রুতবান্......রাজ্ঞা কালগতেন......অশোকং প্রতিষ্ঠিতবন্তঃ। রুষিতেন......অভ্যাগতেন......সুসীমম্ উক্তবান্......রাধগুপ্তেন স্থিতম্......সুসীমেন...... পাতিতেন......ব্যসনম্ আপন্নম্।

Questions and Answers

1. Narrate in your own language the story of অশোকস্য রাজ্যলাভঃ।

Ans. See Introduction—(সারসংক্ষেপ দেখ)

Summary of **অশোকস্য রাজ্যলাভঃ** (in Sanskrit)

বিন্দুসারস্য রাজ্যকালে চম্পায়াং কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ আসীৎ। স নৈমিত্তিকবাক্যং শ্রুত্বা স্বকীয়াং পরমলাবণ্যময়ীং তনুজাং রাজ্ঞে বিন্দুসারায় বিবাহার্থং দদৌ। পরং রাজ্ঞঃ অন্তঃপুরিকাণাং প্রাতিকূল্যাৎ সা বালা রাজ্ঞঃ ক্ষৌরকর্মণি নিযুক্তা অভবৎ। যদা রাজা তু তস্যাঃ পরিচয়ং জ্ঞাতবান্ তদা স তাম্ উপযেমে। তেন চ তস্যাম্ অজায়ত মাতুঃ শোকনাশকঃ কুমারঃ অশোকঃ। দুঃস্পর্শগাত্রত্বাৎ অশোকঃ পিতুঃ

অনভিপ্রেতঃ। পুত্রাণাং সামর্থ্যং জ্ঞাতুং, তেষাং কো বা রাজা ভবিতুম্ অর্হতি ইত্যপি নিশ্চেতুং যদা পিঙ্গলবৎসাজীবস্য পরিব্রাজকস্য উপদেশেন রাজা কুমারান্ স্বর্ণমণ্ডপম্ উদ্যানং নিনায় তদা মাতুঃ নিদেশাৎ অশোকঃ অপি মহল্লকং গজশ্রেষ্ঠম্ আরুহ্য তত্র জগাম। তস্মিন্ চ স্থলে কুমারাণাং যানং, ভাজনং ভোজনং দৃষ্ট্বা পিঙ্গলবৎসাজীবঃ অশোক এব রাজা ভবিষ্যতি ইতি ছলেন জ্ঞাপিতবান্।

যদা তক্ষশিলায়াং নগর্যাং বিদ্রোহঃ সমজায়ত তদা অশোকস্য দাক্ষ্যং পরীক্ষিতু-কামেন বিন্দুসারেণ অশোকস্তত্র প্রেরিতঃ সসৈন্যঃ কিন্তু প্রহরণবিহীনঃ। পরং তস্য মাহাত্ম্যাৎ প্রহরণাদীনি প্রাপ্তানি, প্রজাশ্চ স্বয়মেব বশং গতাঃ। এতেন ন কেবলং তস্য নৈপুণ্যং তস্য মাহাত্ম্যমপি গম্যতে।

অশোকস্য বৈমাত্রেয়ঃ জ্যেষ্ঠঃ ভ্রাতা সুসীমঃ একদা চপেটা প্রদানেন প্রধানামাত্যস্য খল্লাটকস্য সমীপে দুর্বিনয়ং প্রকাশিতবান্। তেন চ সর্বে অমাত্যাঃ তস্য বিরুদ্ধাঃ অভবন্। সুসীমম্ অপনেতুম্ অশোকং চ রাজপদে প্রতিষ্ঠাতুং তে অমন্ত্রয়ন্ত। কেনাপি মিষেণ তৈ সুসীমং তক্ষশিলায়াং প্রেষয়ামাসুঃ।

যদা বিন্দুসারঃ স্বল্পাবিষ্টপ্রাণঃ তদা অশোকঃ তৈঃ পিতৃসমীপে নীতঃ—তস্য রাজ্যলাভার্থং রাজা অনুরুদ্ধশ্চ। বিন্দুসারে কুপিতে সতি দেবৈঃ অশোকস্য উষ্ণীষং বদ্ধম্। অতিপ্রাকৃতম্ এতদ্ দৃষ্টম্ নির্বর্ণ রুধিরবমনং কৃত্বা বিন্দুসারঃ প্রেয়ায়। অশোকশ্চ রাজপদে অভিষিক্তঃ।

এতদ্ উদন্তজাতং শ্রুত্বা সুসীমঃ তক্ষশিলাতঃ প্রত্যাযযৌ পাটলিপুত্রম্। ক্রুদ্ধঃ সঃ যদা অশোকস্য অপাকর্তুম্ নগরদ্বারং আগতঃ তদা পূর্বম্ এব নির্মিতে অঙ্গার-পরিপূর্ণে কস্মিংশ্চিৎ তৃণচ্ছন্নে কূপে পতিত্বা পঞ্চত্বং প্রাপ।

2. **Translate the following passages :—**

(i) সা নৈমিত্তিকৈঃ……অন্তঃ পুরং প্রবেশিতা ॥ (Para 1)

(ii) রাজ্ঞা প্রীতেন বরেণ……পরিণয়ো ভবিষ্যতি ? ॥ (Para 1)

(iii) দেব ! ন অহং নাপিতী……অগ্রমহিষী স্থাপিতা ॥ (Para 1)

(iv) সা কথয়তি……বিন্দুসারস্য অনভিপ্রেতঃ ॥ (Para 1)

(v) অথ রাজা……নির্গচ্ছ, পরীক্ষামঃ ॥ (Para 2)

(vi) রাজ্ঞো বিন্দুসারস্য মহল্লকঃ……মুণ্ডাজনে প্রেষিতম্ ॥ (Para 3)

(vii) যদি কথয়িষ্যামি……স রাজা ভবিষ্যতি। (Para 3)

(viii) তয়া উচ্যতে……তদা আগন্তব্যম্ ॥ (Para 3)

(ix) অথ রাজ্ঞো বিন্দুসারস্য……প্রহরণং চ প্রতিবিদ্ধম্ ॥ (Para 4)

(x) শ্রুত্বা তক্ষশিলানিবাসিনঃ......পরিভবং কুর্বন্তি ইতি ॥ (Para 5)
(xi) তস্য সুসীমেন কুমারেণ......রাজৈব ন ভবিষ্যতি ॥ (Para 6)
(xii) তেন পঞ্চাম ত্যশতানি......ব্যাজেন প্রেষিতঃ ॥ (Para 6)
(xiii) অশোকেন চ অভিহিতম্......রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ (Para 7)
(xiv) যদি শক্যসে......ব্যসনম্ আপন্নঃ ॥ (Para 7)

Ans. (See relevant portions of the notes)

3. Account for the case-endings of the words in bold types :

(i) তস্য সুসীম **ইতি** নামধেয়ম্ **কৃতম্**।
(ii) রাজ্ঞা **প্রীতেন বরেণ** প্রবারিতা।
(iii) কথং **ময়া** সার্দ্ধং পরিণয়ো ভবিষ্যতি।
(iv) **রাজ্ঞো** বিন্দুসারস্য অনভিপ্রেতঃ।
(v) কঃ শক্যতে মম **অত্যয়াৎ** রাজ্যং কর্তুম্।
(vi) তাং রাজা **নির্বন্ধেন** পৃচ্ছেৎ।
(vii) পৌরাঃ **অর্দ্ধ তৃতীয়ানি যোজনানি** মার্গে শোভাং চক্রুঃ।
(viii) সুসীমঃ **ব্যাজেন** প্রেষিতঃ।
(ix) **অশোকো** রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
(x) অঙ্গারপূর্ণায়াং **পরিখায়াং** পতিতঃ।

4. Analyse and name the samases in :—

ভার্যার্থম্ চক্ষুঃ সম্প্রেষণম, অগ্রমহিষী, পরীক্ষিতুকামঃ, দধিসংমিশ্রম্, চতুরঙ্গম্ রাজ্যবিপাক্যম্, তক্ষশিলানিবাসিনঃ, ক্রীড়াভিপ্রায়তয়া, পঞ্চামাত্যশতানি, স্বল্পাবশেষপ্রাণঃ, কালগতঃ, খদিরাঙ্গারৈঃ, অঙ্গারপূর্ণায়াম্, and দুঃস্পর্শগাত্রঃ।

5. Derive :

নামধেয়ম্, দারকঃ, দুহিতা, নৈমিত্তিকঃ, ভার্যা, শিক্ষাপিতা, নাপিতী, পরিণয়ঃ, ব্রাহ্মণঃ, অনভিপ্রেতঃ, অত্যয়ঃ, প্রেষয়, আদায়, পরিব্রাজকঃ, কতরঃ, নির্বন্ধঃ, সংনাহয়, বিসর্জিত, প্রহরণম্, বলকায়, বিরুদ্ধম্, প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যামঃ, মন্ত্রিতম্' ঘাতয়িতুম্, খনয়িত্বা, প্রত্যস্তম্।

6. Comment grammatically on the formations :—

(i) **তেন চ সময়েন** চম্পায়াম্ আসীৎ ব্রাহ্মণঃ।
(ii) **তাভিঃ সা নাপিতকর্ম শিক্ষাপিতা।**
(iii) সা রাজ্ঞঃ **কেশশ্মশ্রুং** প্রসাধয়তি।

(iv) কুমারাংস্তাবৎ পরীক্ষামঃ। পরীক্ষ কুমারান্ ॥

(v) কেন বয়ং কং যুধ্যামঃ।

(vi) দেবতাঃ মম পট্টং বধ্নন্তু।

(vii) নগরস্য দ্বারে পরিখাং খনয়িত্বা স্থিতঃ।

(viii) অন্তঃপুরিকাণাম্ বুদ্ধিঃ উৎপন্না।

7. Give the meanings in Sanskrit of the following :—

অভিরূপা, জনপদকল্যাণী, প্রাসাদিকা, রোমহর্ষঃ, নৈমিত্তিকঃ, পরিচারয়িতৃভিঃ বরেণ প্রবারিতা, মূর্ধাভিষিক্তঃ, মহল্লকঃ হস্তিনাগঃ, খটকা, পট্টঃ and প্রত্যুদ্গম্য।

8. Change the voice of the following :—

(i) সা রাজ্ঞা বিন্দুসারেণ অন্তঃপুরং প্রবেশিতা।

(ii) তাভিঃ সা নাপিতকর্ম শিক্ষাপিতা।

(iii) তয়া অভিহিতম্।

(iv) ন ত্বয়া নাপিতকর্ম কর্তব্যম্।

(v) ত্বমপি তত্র গচ্ছ। আগারং প্রেষয়।

(vi) অশোকো রাজা ভবিষ্যতি।

(vii) কদাচিৎ ত্বাং রাজা……তদা আগন্তব্যম্ ॥

(viii) সুসীমেন কুমারেণ খটকা পাতিতা।

9. অশোকের পিতা কে? অশোকের মাতা কে?

উত্তর—(বাংলায়) পাটলিপুত্র নগরের রাজা বিন্দুসার অশোকের পিতা ছিলেন। অশোকের মাতা ছিলেন চম্পানগরীর এক ব্রাহ্মণ কন্যা। তাঁহার নাম ছিল—প্রাসাদিকা জনপদ কল্যাণী

(সংস্কৃতে) পাটলিপুত্রনগরাধিপঃ রাজা বিন্দুসারঃ অশোকস্য জনকঃ আসীৎ। অশোকস্য মাতা চম্পানগর্য্যাঃ কস্যচিৎ ব্রাহ্মণস্য কন্যা। প্রাসাদিকা জনপদকল্যাণী ইতি তস্যাঃ নাম আসীৎ।

10. রাজা বিন্দুসারের সহিত অশোকের মাতার পরিণয় বৃত্তান্ত লিখ।

(Narrate the story of the marriage of king Bindusara and the mother of Asoka).

উত্তর—(বাংলায়) চম্পানগরীর জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যা প্রাসাদিকা জনপদ কল্যাণী। তিনি অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। দৈবজ্ঞগণ তাঁহার ভাগ্য

গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজমহিষী হইবেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে কন্যাকে পাটলিপুত্রে লইয়া আসিলেন এবং ভার্য্যারূপে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য রাজা বিন্দুসারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। অন্তঃপুরস্থিত অপরাপর নারীগণ ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া ভাবিল যে, রাজা যদি ইহাকে বিবাহ করেন, তবে তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করিবেন না। ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তাহারা ব্রাহ্মণকন্যাকে নাপিতের কাজ শিক্ষা দিল এবং রাজার কেশ শ্মশ্রু প্রসাধনকার্য্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিল। নৃপতি বিন্দুসার তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে, ব্রাহ্মণকন্যা রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ কামনা করিল। তিনি আরও জানাইলেন যে, তিনি নাপিতী নহেন, পরন্তু ব্রাহ্মণকন্যা, এবং পিতা তাহাকে রাজার কাছে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্যই সমর্পণ করিয়াছেন। সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা তাহাকে প্রধানা মহিষীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

(**সংস্কৃতে**) চম্পানগর্য্যাঃ কস্যচিৎ ব্রাহ্মণস্য তনয়া প্রাসাদিকা জনপদ কল্যাণী। সা তু অভিরূপা দর্শনীয়া রূপলাবণ্যবতী আসীৎ। বাল্যে এব দৈবজ্ঞাঃ তস্যাঃ ভাগ্যং বিচার্য্য "কন্যেয়ং রাজমহিষী ভবিতা"—ইতি উচুঃ। এতদাকর্ণ্য বিপ্রোঽসৌ হর্ষোৎফুল্লচিত্তঃ কন্যাং সালঙ্কারাং কৃত্বা তাং পাটলিপুত্রং নীতবান্। তত্র তাং ভার্য্যার্থং রাজ্ঞে বিন্দুসারায় সমর্পিতবান্ চ। স তু নৃপতিঃ তাম্ অন্তঃপুরং প্রবেশিতবান্। অন্তঃপুরচারিণ্যঃ নার্য্যঃ তাম্ অপূর্বলাবণ্যবতীমবলোক্য মনসি ব্যচিন্তয়ন্—রাজা যদি অনয়া সার্দ্ধং পরিচারয়তি, তদা অস্মান্ প্রতি পুনঃ দৃষ্টিপাত-মপি ন করিষ্যতীতি। অতস্তাঃ সঞ্জাতের্ষ্যাঃ প্রাসাদিকাং নাপিতকর্ম শিক্ষা-পিতবত্যঃ। ততঃ রাজ্ঞঃ কেশশ্মশ্রুপ্রসাধনকর্মণি তাং নিয়োজিতবত্যঃ। নৃপতিঃ বিন্দুসারোঽপি তস্যাঃ সেবয়া পরিতুষ্টঃ তস্যৈ বরং দাতুমৈচ্ছৎ। সা তু রাজ্ঞা সহ পরিণয়ং কাময়তে স্ম। সা পুনর্ন্যবেদয়ৎ—"নাহং নাপিতী, পরন্তু বিপ্রতনয়া। পিত্রা অহং রাজ্ঞে প্রদত্তাস্মি ভার্য্যার্থম্ গ্রহণায় ইতি। সর্বং বৃত্তান্তমাকর্ণ্য রাজা তাং প্রধানাং মহিষীম্ অকরোৎ।

11. (ক) 'অশোক' নামের হেতু কি? (খ) তাঁহার প্রতি পিতার আচরণ কিরূপ ছিল? (a) What was the reason behind the name 'Asoka'? (b) How was he treated by his father?

উত্তর—(বাংলায়) (ক) অশোক জন্মগ্রহণ করিলে তাহার মাতা বলিলেন যে ঐ শিশু জন্মগ্রহণ করায়, তাহার শোক বা দুঃখ দূরীভূত হইয়াছে। এইজন্য তিনি পুত্রের নাম 'অশোক' রাখিলেন।

(খ) অশোকের অঙ্গ ছিল কর্কশ। তাহাকে স্পর্শ করা আনন্দজনক ছিল না। সেইজন্য তিনি রাজার অপ্রিয়ভাজন ছিলেন।

(সংস্কৃতে) (ক) অশোকে সঞ্জাতে মাতা অব্রবীৎ—অনেন বালকেন অহম্ অশোকা সংবৃত্তা। অতঃ অস্য বালকস্য অশোকঃ ইতি অভিধানং ভবেৎ ইতি।

(খ) অশোকস্য গাত্রাণি কর্কশানি আসন্। স চ দুঃস্পর্শগাত্রোঽভবৎ। অনেন হেতুনা অসৌ রাজ্ঞঃ অনভিপ্রেতঃ আসীৎ।

12. রাজা বিন্দুসার কর্তৃক কুমারগণের পরীক্ষা বৃত্তান্ত লিখ :

(Narrate how the king tested the princes) :

উত্তর—(বাংলায়) রাজা বিন্দুসারের পরে কুমারগণের মধ্যে কে রাজা হইবে, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহার জন্য তিনি পিঙ্গলবৎসাজীব নামক এক পরিব্রাজককে আমন্ত্রণ করিলেন, এবং তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে স্বর্ণ মণ্ডপ সজ্জিত রাজোদ্যানে কুমারদিগকে লইয়া গেলেন। প্রথমে অশোক সেখানে যান নাই, পরে মাতার নির্দেশে তথায় গিয়াছিলেন। অশোক রাজার মহল্লক নামক হস্তীতে আরোহণ করিয়া উদ্যানে যান। তথায় যাইয়া তিনি ভূতলেই উপবেশন করিলেন। কুমারগণের জন্য খাদ্য আনীত হইল। অশোকের খাদ্য আসিল শালিধান্যের অন্ন। অশোক দধিব্যঞ্জন সংমিশ্রিত সেই অন্ন মৃৎপাত্রে ভোজন করিলেন। অতঃপর কুমারদিগকে পরীক্ষা করিতে আহূত হইয়া পরিব্রাজক জানাইলেন যে, যাহার যান, আসন, ভাজন, ভোজন ও পানীয় শ্রেষ্ঠ, সেই কুমারই বিন্দুসারের পরে রাজা হইবে। অশোক বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার যান হস্তী, আসন ভূমি, ভাজন মৃৎপাত্র ও ভোজন শালিধান্যের অন্ন ও দধি ব্যঞ্জন পানীয়, সুতরাং তিনিই রাজা হইবেন।

(সংস্কৃতে) রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য অত্যয়ে কুমারাণাং কঃ রাজা ভবিষ্যতি ইতি পরীক্ষিতুকামঃ রাজা একদা পিঙ্গলবৎসাজীবং নাম পরিব্রাজকম্ আমন্ত্রয়তি স্ম। পশ্চাৎ তদ্বিধানানুসারেণ কুমারান্ স্বর্ণমণ্ডপসজ্জিতমুদ্যানং নীতবান। আদৌ কুমারঃ অশোকস্তত্র ন গতঃ, পশ্চাৎ মাতুরাদেশেন তত্র গতঃ। স চ অশোকঃ মহল্লকনামানং রাজহস্তিনমারুহ্য উদ্যানং প্রাপ্তঃ ভূমৌ এব উপবিষ্টঃ। ততঃ কুমারাণাম্ আহারঃ আনীতঃ। অশোকস্তু মৃৎপাত্রে দধিসংমিশ্রিতং শাল্যোদনম্ অভক্ষয়ৎ। দধি ব্যঞ্জনঞ্চ পানীয়ম্ আসীৎ। তদনন্তরং, রাজ্ঞা পৃষ্টঃ পরিব্রাজকঃ অবদৎ—যস্য যানম্, আসনম্, ভোজনপাত্রম্, ভোজ্য দ্রব্যম্ পানীয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং, স এব রাজা ভবিষ্যতীতি। ততঃ অশোকঃ চিন্তিতবান্—"হস্তী মম যানম্, ভূতলম্ আসনম্, মৃৎপাত্রং ভাজনম্, শাল্যোদনং ভোজনম্, দধিব্যঞ্জনঞ্চ পানীয়ম্। অতঃ অহমেব রাজা ভবিষ্যামি ইতি।

13. অশোক কিরূপে তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন? (How did Ashoka subdue the uprising of the city of Takshashila against Bindusara ?)

উত্তর—(**বাংলায়**) তক্ষশিলা নগরের অধিবাসীরা রাজা বিন্দুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে সংবাদ পাইয়া রাজা কুমার অশোককে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাকে কিছু সৈন্য সামন্ত দেওয়া হইল, কিন্তু যান ও অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হইল না। কুমারের অনুচরগণ তাহাকে জানাইল যে, তক্ষশিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উপযোগী সৈন্যবল ও অস্ত্রশস্ত্র তাহাদের নাই। এই কথায় অশোক দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করেন। ইহাতে ভূভাগ উন্মুক্ত হইল ও প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র উপস্থিত হইল। কুমার অশোক তক্ষশিলায় অভিযান করিলেন। তক্ষশিলাবাসীরা কুমারের আগমনবার্তা পাইয়া পূর্ণঘটসহ শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নগরে লইয়া গেল। তাঁহাকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিয়া তক্ষশিলার অধিবাসীরা জানাইল যে, তাহারা রাজা বা রাজপুত্র কাহারও বিরোধিতা করে নাই। পক্ষান্তরে দুষ্টপ্রকৃতির মন্ত্রীরাই তাহাদিগকে অপমানিত লাঞ্ছিত করিতে চাহিয়াছে। ইহার পর অশোক রাজধানী পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(**সংস্কৃতে**)—তক্ষশিলাবাসিনঃ রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য বিরোধং গতাঃ। তেষাং দমনায় রাজ্ঞা কুমারঃ অশোকঃ প্রেরিতঃ। পরং তস্মৈ পর্য্যাপ্ত সৈন্যপ্রহরণং যানঞ্চ ন দত্তম্। অথ দেবতাঃ তস্মৈ সৈন্যপ্রহরণানি অদদুঃ। ততঃ অসৌ তক্ষশিলাং প্রস্থিতবান্। অত্রান্তরে তক্ষশিলাবাসিনঃ তদাগমনবার্তামাকর্ণ্য পথি শোভাযাত্রাং কৃত্বা তং প্রত্যুদ্গতবন্তঃ সাদরং তং নগরং প্রবেশিতবন্তশ্চ। তে অবদন্—ন রাজ্ঞঃ কুমারস্য বিরুদ্ধতাং কুর্মঃ। দুষ্টাঃ মন্ত্রিণঃ এব তান্ পরিভবিতুং চেষ্টন্তে ইতি। অতঃপরং বিজয়ী অশোকঃ পাটলিপুত্রং প্রত্যাগতবান্।

14. অশোক কিরূপে রাজা হইয়াছিলেন? (How was Ashoka installed as the King) ?

উত্তর (**বাংলায়**)—কুমার সুসীম বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজা বিন্দুসারের সুসীমকেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সুসীম মন্ত্রীগণের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। একদিন কুমার সুসীম প্রধান অমাত্য খল্লাটককে ক্রীড়াকৌতুকছলে চপেটাঘাত করিয়াছিল। ইহাতে প্রধান অমাত্য ভাবিলেন যে এখন সে চপেটাঘাত করিতেছে রাজা হইয়া শস্ত্র নিক্ষেপ করিবে। তিনি আসিয়া অপর সকল মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অশোককে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা কৌশলে সুসীমকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন।

রাজা বিন্দুসারের শেষ সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা অশোককে সর্বালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজার সম্মুখে আনিয়া তাঁহাকে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিলেন। ইহাতে বিন্দুসার রুষ্ট হইলেন। অশোক তখন দেবতাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন যে যদি অশোকই ন্যায়তঃ রাজ্য পায়, তাহা হইলে দেবতারা তাঁহাকে পট্টবস্ত্র বাঁধিয়া দিন। দেবতারা তাঁহাকে পট্ট বাধিয়া দিলেন। ইহা দেখিবার পর মুখে রক্ত উঠিয়া রাজা বিন্দুসার মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অশোক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

(**সংস্কৃতে**) জ্যেষ্ঠপুত্রঃ সুসীমঃ রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য প্রিয়ঃ আসীৎ। তমসৌ রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপয়িতুমৈচ্ছৎ। পরমসৌ কুমারঃ সুসীমঃ মন্ত্রিণাম্ অপ্রীতিভাজনম্ আসীৎ। একদা সুসীমঃ প্রধানামাত্যায় খল্লাটকস্য ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলেন চপেটাঘাতং কৃতবান্। তেন অসৌ ক্রুদ্ধঃ সন্নচিন্তয়ৎ—অদ্য চপেটাঘাতং করোতি রাজ্যং প্রাপ্য অসৌ শস্ত্রং পাতয়িষ্যতি ইতি। ততোঽসৌ অপরৈঃ সর্বৈঃ মন্ত্রিভিঃ সহ আলোচ্য অশোকং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপয়িতুং সঙ্কল্পং কৃতবান্। কেনচিৎ ব্যাজেন মন্ত্রিণঃ কুমারং সুসীমং তক্ষশিলাং প্রেরিতবন্তঃ।

ততঃ তে রাজানং বিন্দুসারং মুমূর্ষুং জ্ঞাত্বা অশোকং সর্বালঙ্কারৈঃ ভূষয়িত্বা রাজ-সমীপং নীতবন্তঃ। ততস্তস্মৈ রাজ্যং প্রদাতুং তে রাজানম্ অনুরুদ্ধবন্তঃ। অস্মাদ্ধেতোঃ রাজা ক্রুদ্ধঃ অভবৎ। ততঃ অশোকঃ দেবতাঃ প্রার্থিতবান্। দেবাশ্চ তস্য পট্টং বদ্ধবন্তঃ। দৃষ্ট্বৈতৎ বিন্দুসারঃ অম্রিয়ত। অশোকশ্চ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ অভবৎ।

14. অশোকের বিরুদ্ধে কুমার সুসীমের অভিযান ও তাহার পরিণাম বর্ণনা কর। (Describe the expedition of Prince Susima against Ashoka and its consequence).

উত্তর (বাংলায়)—কুমার সুসীম রাজা বিন্দুসারের মৃত্যু ও অশোকের রাজা হওয়ার সংবাদ তক্ষশিলায় থাকিয়াই পাইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশোককে হত্যা করিয়া তিনি রাজা হওয়ার চেষ্টা করিবেন। ইত্যবসরে অশোকের মুখ্যামাত্য রাধগুপ্ত পাটলিপুত্রের সম্মুখে পরিখা খনন করিয়া খদিরকাষ্ঠের অঙ্গার দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া তৃণাচ্ছাদিত করিয়া রাখিল; আর সুসীম সেই পরিখায় পতিত হইয়া নিহত হইল।

(**সংস্কৃতে**) কুমারঃ সুসীমঃ তক্ষশিলায়াম্ অবস্থিতঃ এব রাজ্ঞঃ বিন্দুসারস্য মরণম্ অশোকস্য চ রাজ্যলাভং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধঃ সন্ পাটলিপুত্রমুদ্দিশ্য প্রস্থিতঃ। অশোকং নিহত্য রাজাহং ভবিষ্যামীতি অস্য অভিপ্রায়ঃ আসীৎ। অত্রান্তরে অশোকস্য মুখ্যামাত্যঃ রাধগুপ্তঃ পাটলিপুত্রং পরিতঃ পরিখাং খনয়িত্বা তাং খদিরাঙ্গারৈঃ পূরয়িত্বা চ তৃণৈঃ আচ্ছাদ্য অবস্থিতঃ। সুসীমশ্চ পরিখায়াং পতিতঃ নিহতশ্চ।

দুষ্মন্ত-শকুন্তলয়োর্মিলনম্

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

(সপ্তমোঽঙ্কঃ)

অভিজ্ঞানম্—(অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি) অভি-জ্ঞা+ল্যুট্ (করণে)। এখানে 'অঙ্গুরীয়ক'কে বুঝাইতেছে, কারণ এই অঙ্গুরীয়কটি দেখাইবার পরই শকুন্তলা দুর্বাসার শাপমুক্ত হইবে মহর্ষি দুর্বাসা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং উহা দেখিয়াই দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

শকুন্তলা—(শকুন্তৈঃ লাতা ইতি) শকুন্ত—লা+স্বার্থে ক-(বার্ত্তিক ৩।৩।৫৮) মহাভারত আদিপর্বে আছে—"নির্জনে তু বনে যস্মাচ্ছকুন্তৈঃ পরিবারিতা। শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া॥"

লা-ধাতুর (অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী) [আদানে দানে চ, to take, to obtain] রূপ—(লট্) লাতি, (লৃট্) লাস্যতি, ণিজন্ত—লালয়তি-তে, বা লাপয়তি-তে।

শকুন্ত—পুংলিঙ্গ; পক্ষী, শকুনি বা ভাসপক্ষী (শব্দবোধ অভিধান)।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—অভিজ্ঞানেন স্মৃতা (বা গৃহীতা)=অভিজ্ঞান-স্মৃতা (বা অভিজ্ঞান-গৃহীতা), অভিজ্ঞান-স্মৃতা (বা অভিজ্ঞান-গৃহীতা) শকুন্তলা যত্র (নাটকে)=অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ (নাটকম্), 'শাক-পার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদ-লোপস্য উপসংখ্যানম্" (বার্ত্তিক, ২।১।৬০) এই সূত্রানুসারে স্মৃতা বা গৃহীতা এই উত্তরপদের লোপ, 'নাটকম্' পদের বিশেষণ বলিয়া 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য (১।২।৪৭) এই সূত্রানুসারে অন্ত্যস্বরের হ্রস্বত্ব। [যে নাটক হইতে আমরা জানিতে পারি কিভাবে শকুন্তলা অঙ্গুরীয়ক-রূপ অভিজ্ঞানের দ্বারা স্মৃত বা গৃহীত হইয়াছিলেন তাহারই নাম 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'।]

N. B. অভিজ্ঞান-স্মৃতা শকুন্তলা বলিয়া অনেকে এইরূপ স্থলে "মধ্যপদ-লোপী কর্মধারয়" বলিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নহে, এইসব স্থলে **'শাক-পার্থিবাদিবৎ সমাস'** বলা উচিত। বার্ত্তিকে (২।১।৬০) **'উত্তরপদলোপস্য উপসংখ্যানম্'** বলা হইয়াছে, পূর্ব-সমাসের **উত্তরপদের** লোপ হয় ইহাই বক্তব্য, **মধ্যপদ** বলিয়া কোন উল্লেখ নাই।

অঙ্কঃ—'অন্তনিষ্ক্রান্ত-নিখিল-পাত্রোঽঙ্ক ইতি কীর্ত্তিতঃ' (সাহিত্যদর্পণম্, ষষ্ঠ অধ্যায়) অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকে যাহার শেষে অভিনয়ের পাত্র ও পাত্রী সকলেই রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহাকে অঙ্ক বলে।

N. B. এই অংশটি অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ এর সপ্তম অঙ্ক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

কাহিনী (**Story**)—মহাভারতে আদিপর্বে শকুন্তলার উপাখ্যানটি যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা ছাত্র-ছাত্রীদের জানা থাকা ভাল বলিয়া সংস্কৃতে দেওয়া যাইতেছে,

"কদাচিৎ দুষ্মন্তো মৃগয়ামটন্ কণ্বাশ্রমমাসাদ্য 'কণ্বমহর্ষিঃ সোমতীর্থং গত' ইতি শ্রুত্বা তত্রত্যাং শকুন্তলাং সখীদ্বয়-পরিবেষ্টিতাং দৃষ্ট্বা তদ্রূপ-লাবণ্যাকর্ষিত-স্বান্তঃকরণঃ তামেব পৃষ্ট্বা তদীয়-জননাদিকমুদন্তং পরিজ্ঞায় তাং সবর্ণসম্ভবাং জ্ঞাত্বা তৎপুত্রস্য রাজ্যদান-সময়পূর্বকং গান্ধর্ব-বিধিনা তাং পরিণীয় কণ্বশাপাদ্ভীতস্তাং তত্রৈবোৎসৃজ্য স্বনগরং গত্বা বহুবল্লভত্বাত্তাং বিসস্মার। কণ্বস্তু বনং প্রত্যাগত্য দিব্যদৃষ্ট্যা শকুন্তলাং গান্ধর্ববিধিনা দুষ্মন্ত-পরিণীতাম্ আপন্নসত্ত্বাং চ জ্ঞাত্বা তুতোষৈব, পরন্তু ন রুরোষ। শকুন্তলা পুত্রমসূত, কণ্বস্তু তস্য জাতকর্মাদিকং বিধায় তং নাম্না সর্বদমনং চকার। স বালো বালচন্দ্র ইব ক্রম-প্রবর্ধমানো দ্বাদশবর্ষদেশীয়োঽভূৎ। বিদ্যাস্বপি সকলাসু স বালঃ পারগতো বভূব। অনন্তরং কণ্বঃ শকুন্তলাম্ অপত্যসহিতাং শিষ্যাভ্যাং সাকং ভর্তৃনগরং প্রেষয়ামাস। শিষ্যৌ তু নগরসমীপে তাং সপুত্রাং বিসৃজ্য নিজাশ্রমং প্রত্যাবর্তেতাম্।

শকুন্তলা সপুত্রা দুষ্মন্তস্য সভাং প্রবিশ্য তেন পৃষ্টা স্বকীয়-পরিণয়াদি-বৃত্তান্তং কথয়ন্ত্যপি তং ন স্মারয়ামাস। রাজা জ্ঞাতবৃত্তান্তোঽপি জনাপবাদভীত ইব তৎপরিণয়-বার্তামপি অজানন্নিবাস্ত। শকুন্তলা তং বহুধা জ্ঞাপয়িত্বাঽপি অলব্ধ-সম্মতিস্তস্মৈ চুক্রোধ, নিনিন্দ চ তং স্ববাক্য-পরিপালনমকুর্বন্তং বহুজনমধ্যে। তদাঽকাশবাণী সমজায়ত—'ইয়ং ত্বৎপত্নী, অয়ং ত্বৎপুত্রঃ' ইতি। অনন্তরং স রাজা তামঙ্গীকৃত্য স্বীয়ং তনয়মাশ্লিষ্য তং সর্বদমনং রাজ্যেঽভিষিষেচ।"

উদাত্ত-নায়ক রাজা দুষ্মন্তের চরিত্রে এতাদৃশ ভ্রম একটি অমার্জনীয় অপরাধ এবং রসভঙ্গের কারণ বলিয়া মহাকবি কালিদাস ঘটনাটিকে চমৎকার-রূপে পরিবর্তিত করিয়া দুর্বাশার শাপের মাধ্যমে দুষ্মন্তের দোষ-ক্ষালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ঈদৃশ পরিবর্তনে নাট্য-শৈলীতে কোন আপত্তি না থাকায় এবং ঘটনাবৈচিত্র্যে নাট্যরস-পিপাসুদের আনন্দবৃদ্ধির ব্যবস্থা হওয়ায় ইহা সাহিত্যিক-মাত্রেরই বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। প্রয়োজনবোধে মহাকবি প্রকৃত কাহিনীর অন্যান্য যে সব পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা নিম্নে সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হইল—

মহাভারতে—

(১) শকুন্তলা এব তদীয়-জননাদ্যুদন্তবিষয়ে রাজ্ঞা পৃষ্টা, প্রথমদর্শনানন্তরমেব গান্ধর্ববিধিনা পরিণীতা চ।

(২) আকাশবাণী-মুখেন শকুন্তলা-পরিণয়-স্মরণবার্তা জ্ঞাপিতা।

(৩) দ্বাদশবর্ষদেশীয়েন পুত্রেণ সাকং ভর্তৃগৃহং গতা শকুন্তলা জনাপবাদ ভীতেন রাজ্ঞা সভামধ্যে এব তিরস্কৃতা, আকাশবাণী-মুখেন চ তদানীমেব গৃহীতা।

(৪) সপুত্রা শকুন্তলা শিষ্যাভ্যাং সাকং কণ্বেন ভর্তৃগৃহং প্রেষিতা, নগরসমীপে চ তাভ্যাং বিসৃষ্টেতি।

নাটকে তু—

(১) শকুন্তলা-জন্ম-বৃত্তান্তঃ তৎসখীভ্যামেব রাজ্ঞা জ্ঞাতঃ

(২) প্রথমদর্শনানন্তরং সখীভ্যাং শকুন্তলা-বিরহ-চিহ্নানি জ্ঞাতানি।

(৩) স্ববিরহ-বৃত্তান্ত-জ্ঞাপনায় ভর্তুর্লেখনপত্রিকা লিখিতা শকুন্তলয়া।

(৪) দুষ্মন্তোঽপি শকুন্তলা-বিরহ-বেদনামসহমানঃ বিদূষকেণ সহ কঞ্চিৎ কালমপনীয় কেনচিৎ ব্যাজেন তং স্বপুরং প্রেষ্য, শকুন্তলা-দর্শনায় বনং প্রবিষ্টঃ বৃক্ষান্তরিতঃ কঞ্চিৎ কালং শকুন্তলা-বিরহ-বেদনাং স্বয়ং দৃষ্ট্বা অনন্তরং লব্ধপ্রসরঃ অত্যন্তাকৃষ্টাং তাং শপথপূর্বকং পরিণীয় দিনত্রয়াৎ পূর্বমেব ভৃত্যান্ প্রেষয়ামীত্যুক্ত্বা নিজনগরং প্রত্যাবর্তত।

(৫) চমৎকার-কারি-কথা-সংবিধানায় কবিনা দুর্বাসঃ শাপঃ কল্পিতঃ।

(৬) অভিজ্ঞান-রূপাঙ্গুরীয়ক-দর্শনেন রাজ্ঞঃ পুনঃ স্মরণং জায়েতেতি শাপ-বিমোক্ষো দত্তঃ।

(৭) অঙ্গুরীয়ক-নাশেন শকুন্তলায়া আশাভঙ্গঃ, পুনঃ ধীবরমুখেণ রাজ্ঞোঽঙ্গুরীয়ক-দর্শনম্ তেন চ শকুন্তলা-পরিণয়-বৃত্তান্ত-স্মরণং চ।

(৮) অন্তর্বত্ন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ শিষ্যাভ্যাং গৌতম্যা চ সাকং প্রেষণম্, ভর্তুস্তিরস্কারঃ, সানুমত্যা মারীচাশ্রম-প্রবেশনম্, মাতলিনা সহ গতস্য দুষ্মন্তস্য মারীচাশ্রমে পুত্রদর্শনম্, শকুন্তলায়াশ্চ পুনর্দর্শনমিত্যাদয়ঃ কথাবিশেষাঃ মূলবিরোধেন উপন্যস্তা অপি কথা-পরিপোষণায়ৈব ইত্থং কৃতমিতি নাটকস্য রস-পোষণমেব জনয়ন্তি।

পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে যে কাহিনী পাওয়া যায় তাহা এই নাটকেরই অনুরূপ বলিয়া পণ্ডিতগণের মতে উহা প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ পরে সংযোজিত হইয়াছে।

Introduction : অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জার্মান কবি গেটে (Goethe) ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন—রবি দত্ত মহাশয় তাহার এই রূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন—

"Wilt thou the bloom of spring-tide, the fruit of the year that doth wither ?
Wilt thou what charms and pleases ? Wilt thou what fills and keeps fed ?
Wilt thou the earth and the heaven in one name mingle together ?
I name, S'akuntalā, thee and so is everything said."

৺তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ইহার সংস্কৃত অনুবাদ করেন—

"বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্বং চ তদ্
যৎ কিঞ্চিন্মনসো রসায়নমথো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমভূতপূর্বমথবা স্বর্লোক-ভূলোকয়ো-
রৈশ্বর্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শাকুন্তলং সেব্যতাম্॥"

নবরত্নমালায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইহার বাংলা অনুবাদ করেন—

"নব বৎসরের কুঁড়ি, তারি এক পাতে, বরষ-শেষের পক্ক ফল।
প্রাণ করে চুরি আর, তারি একসাথে, প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল॥
আছে স্বর্গলোক আর, সেই এক ঠাঁই, বাঁধা যেথা আছে মহীতল।
হেন যদি কভু থাকে, তুমি তবে তাই, ওহে অভিজ্ঞান-শকুন্তল॥"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত '*The History of Sanskrit Literature' by Dr. S. N. Dasgupta and Dr. S. K. De* পুস্তকে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের—সমালোচনায় বলা হইয়াছে—

"......Here we see to its best effect Kālidāsa's method of unfolding a character as a flower unfolds its petals in rain and sunshine; there is no melo-drama, no lame denouement to mar the smooth, measured and dignified progress of the play; there is temperance in the depth of passion and perspecuity and inevitableness in action and expression, but above all the drama surpassess by its essential poetic quality of style and treatment......

......Judged absolutely, without reference to an historical standard, Kālidāsa's plays impress us by their admirable combination of dramatic and poetic qualities; but it is in pure poetry that he surpasses even his dramatic works. He makes a skilful use of natural phenomena in

sympathy with the prevailing tone of a scene. He gives by his easy and unaffected manner, the impression of grace which comes from strength revealed without unnecessary display or expenditure of energy. He never tears a passion to tatters nor does he overstep the modesty of nature in producing a pathctic effect.…

His gentle pathos and humour, his romantic imagination and his fine pathetic feelings are more marked characteristics of his dramas than mere ingenuity of plot, liveliness of incident and minute portraiture of men and manners……,

He is a master of sentiment, but not a sentimentalist, who sacrifices the realities of life and character ; he is romantic, but his romance is not divorced from common nature and common sense. He writes real dramas and not a series of elegant poetical passages ; the poetic fancy and love of style do not strangle the truth and vividness of his presentation………

The marvellous result is made possible because Kālidāsā's works reveal a rare balance of mind, which harmonises the artistic sense with the poeties and results in the practice of singular moderation……

Even Kālidāsa's love of **simillitude** for which he has been so highly praised, never makes him employ it as a mere verbal trick, but it is made a natural concomitant of the emotional content for suggesting more than that is expressed. On the other hand, his ideas, emotions and fancies never run riot or ride rough-shod over the limits of words, within which they are compressed with tasteful economy and pointedness of phrasing. The result is fine adjustment of sound and sense, a judicious harmony of word and idea.……

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের কোন্ অংশ সর্বোত্তম এ বিষয়ে প্রাচীন শ্লোক—

"কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা॥"
"কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কস্তত্র শ্লোক-চতুষ্টয়ম॥"

নাটকীয় ধারার উৎকর্ষবিচারে অনেকের মতে **পঞ্চম অঙ্কই** শ্রেষ্ঠ হইলেও **চতুর্থ অঙ্কে** কন্যা শকুন্তলার পতিগৃহে যাইবার সময়ে তাহার আবাল্য-পরিচিত আত্মীয়, সঙ্গী ও পরিবেশের সহিত বিদায়-গ্রহণে মহাকবি কালিদাস যে শাশ্বত বেদনা ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গতার সুমধুর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা যেমন অনন্যসাধারণ তেমনি অপূর্ব ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আর একটি বিষয়েও এই নাটকে মহাকবি কালিদাসের অসামান্য প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে—দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয়-কাহিনীমূলক এই নাটকে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে—**তপস্যা, সংযম ও নিষ্ঠা না থাকিলে দেহনিষ্ঠ কাম কখনই দেহাতীত প্রেমে পরিণত হইতে পারে না।** রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন—"প্রথম-অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্ব মিলন হইতে স্বর্গ-তপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তর-মিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক।"

কালিদাসের কাল—কালিদাসের রচনা বলিয়া অভিহিত **জ্যোতির্বিদাভরণ**-নামক গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে—

ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

Fergusson এর মতে এই 'বিক্রম' **উজ্জয়িনী-রাজ হর্ষ-বিক্রমাদিত্য,** তিনি ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে শকদের বিতাড়িত করিয়া তাহারও ৬০০ বৎসর পূর্ব হইতে (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬ অব্দ হইতে) বিক্রমাব্দের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মতের উপর নির্ভর করিয়াই Maxmuller এর Theory of Renaissance স্থাপিত হয়। তিনি বলেন—"ভারতে একের পর এক বৈদেশিক জাতির আক্রমণ হওয়ায় খ্রীষ্টের পরবর্তী কয়েক শত বৎসরে সংস্কৃত ভাষায় কোন সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই এবং **খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতকে** উজ্জয়িনীরাজ হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সময়ে কালিদাসের হাতে সংস্কৃত-কাব্য-রচনার **নবীন অভ্যুদয়** হয়।' মেঘদূতের "অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ ····" এই ১।১৪ নং শ্লোকে "**দিঙ্‌নাগানাং** পথি পরিহরন্" এই অংশে কালিদাসের সমসাময়িক আসংগ-শিষ্য বৌদ্ধপণ্ডিত কালিদাসের সমালোচক দিঙ্‌নাগের উল্লেখের কল্পনা করিয়া এবং দিঙ্‌নাগের সময় খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতক নির্ধারণ করিয়া তাঁহার মতের সমর্থন করেন।

কিন্তু A. B. Keith মনে করেন যে, "ঐরূপ নীরস ইঙ্গিত কালিদাসের পক্ষে অসম্ভবপর নয়, এবং ঐ শ্লোকের দিনাগ-শব্দ যদি বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগকে

বুঝাইয়াও থাকে তাহা হইলেও দিঙ্নাগ খ্রীষ্টাব্দ ৪০০-এর পরবর্তী ছিলেন এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই।"

P. V. Kane ও Bhandarkar প্রভৃতি **খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতকেই** কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু Fleet প্রাপ্ত লিপি (Inscription) হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে Fergusson এর অনুমান ভ্রান্ত; Buhlerও Fleet-কে সমর্থন করিয়া খ্রীষ্টাব্দ ৩৫০ হইতে ৫৫০ পর্যন্ত কালে সংস্কৃত রচনায় কাব্যশৈলী অনুসরণের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। Macdonellও Fergussonএর মত খণ্ডন করিয়া খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষ হইতে (শকগণকে নহে) হূণগণকে বিতাড়িত করা হইয়াছিল এবং যশোধর্মন্ বিষ্ণুবর্ধন (বিক্রমাদিত্য নহে) এই কাজ করেন—এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—History of Sanskrit Literature by Das Gupta and De, p. 323 দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টাব্দ ৬৩৪-এ রচিত Aihole Inscription ও খ্রীষ্টাব্দ ৪৭২-এ রচিত Mandasor Inscription এর সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকেরও পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

A. B. Keith (History of Sanskrit Literature) নানা যুক্তি-তর্কের দ্বারা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সভাতেই কালিদাস নব রত্নের এক রত্ন ছিলেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টাব্দ **চতুর্থ শতকই** কালিদাসের কাল।

রাজশেখরের "একোঽপি জীয়তে হন্ত কালিদাসো ন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারে ললিতোদ্গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু॥ (সূক্তি-রত্নাবলী)

এবং অভিনন্দের উক্তি হইতে কেহ কেহ খ্রীষ্টাব্দ ৮ম ও ৯ম শতকেই তিনজন কালিদাসের অস্তিত্বের সন্ধান পাইতে চাহেন। এই সব বিভিন্ন মতের ফলে মহাকবি কালিদাসের ইতিবৃত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের Prof. Shembavanekar নানা যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে কালিদাস খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (B. C. Theory)। সব দিক্ বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসাই ভাল মনে হয় যে—মহাকবি কালিদাস **খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম অব্দ হইতে ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে** আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১। দুষ্মন্ত-শকুন্তলয়োর্মিলনম্। সসুতো রাজা, শকুন্তলা…… দাক্ষায়ণি!

বিসন্ধিপাঠঃ—দুষ্মন্ত-শকুন্তলয়োঃ মিলনম্। সসুতঃ রাজা, শকুন্তলা, মারীচঃ অদিতিঃ চ প্রবিশন্তি। মারীচঃ—(রাজানম্ অবলোক্য) দাক্ষায়ণি!

Beng. Equivalents. দুষ্মন্ত-শকুন্তলয়োঃ (দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার) মিলনম্ (মিলন)। সসুতঃ (পুত্রের সহিত) রাজা (রাজা দুষ্মন্ত), শকুন্তলা (শকুন্তলা), মারীচঃ (মরীচির পুত্র) অদিতিঃ (অদিতি) চ (এবং) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করিলেন)।

মারীচঃ (মারীচ) রাজানম্ (রাজাকে) অবলোক্য (দেখিয়া) দাক্ষায়ণি (দক্ষপুত্রি)।

Beng. Trans. দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন। সপুত্রক রাজা, শকুন্তলা, মারীচ এবং অদিতির প্রবেশ।

মারীচ—(রাজাকে দেখিয়া) দাক্ষায়ণি!

Eng. Trans. Reunion of Dushmanta and Sakuntala. Enter the king with his son, Śakuntalā, Mārīcha and Aditi.

Mārīcha (Gazing at the King) O Dākshāyaṇi.

Sans. Equivalents. মিলনম্ (পুনর্মিলনম্ ইত্যর্থঃ)। সসুতঃ (সপুত্রকঃ) মারীচঃ (মরীচি-নন্দনঃ)। দাক্ষায়ণি (দক্ষপুত্রি)।

Notes

দুষ্মন্তঃ—হস্তিনাপুরের রাজা।

দ্রষ্টব্য—টীকাকার রাঘবভট্ট, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, Dr. Monier Williams 'দুষ্যন্ত' এই য-ফলা-যুক্ত বানান ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু বাংলা-দেশে-প্রচলিত এই নাটকের পুথিতে, ভাগবতে, মহাভারতে এবং ত্রিকাণ্ডশেষে 'দুষ্মন্ত' এই ম-ফলা-যুক্ত বানান ব্যবহৃত হইয়াছে।

শকুন্তলা—পূর্বে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' দ্রষ্টব্য।

মিলনম্—মিল্+ল্যুট্, ক্লীং ১মার একবচন। মিল্ (to join, to be united) ধাতু তুদাদিগণীয় উভয়পদী, (লট্) মিলতি-মিলতে, (লৃট্) মেলিষ্যতি-মেলিষ্যতে, (লিট্) মিমেল-মিমিলে, (লুঙ্) অমেলীৎ ণিজন্ত—মেলয়তি-মেলয় ত

(লট্) সবতি, (২) অদাদি আত্মনেপদী (to bear, to bring forth)—(লট্) সূতে, (লৃট্) সোষ্যতে-সবিষ্যতে, (লিট্) সুষুবে সুষুবাতে সুষুবিরে, (লুঙ্) অসবিষ্ট অসবিষাতাম্ অসবিষত, অসবিষি, অথবা অসোষ্ট অসোষাতাম্ অসোষত, Passive—সূয়তে, ণিজন্ত—সাবয়তি, যঙন্ত—সোষূয়তে, ক্ত্বাচ্—সূত্বা, ল্যপ্—প্রসূয়। (৩) স্বাদিগণীয় উভয়পদী (স্বপন-পীড়ন-স্নান-সুরা-সন্ধানেষু, to sprinkle, to pour out, to bathe, to press out juice, to distil)—(লট্) সুনোতি-সুনুতে।

রাজা—রাজ (দীপ্তৌ)+কনিন্ প্রথমার একবচনে। বেণের পুত্র পৃথু প্রজাদের মনোরঞ্জন করিতে পারায় তিনিই প্রথম 'রাজা' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। তুলনীয়—

"পৃথুং বৈণং প্রজা দৃষ্ট্বা 'রক্তাঃ স্মেতি' যদব্রুবন।

ততো রাজেতি নামাস্যানুরাগাদজায়ত। (বিষ্ণুপুরাণ, ১ম, ১৩শ অঃ)

"রাজা রাট্ পার্থিব-ক্ষ্মাভৃন্নৃপ-ভূপ-মহীক্ষিতঃ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ রাজার বাচক—রাজন, রাজ্, পার্থিব,ক্ষ্মাভৃৎ, নৃপ, ভূপ, মহীক্ষিৎ (পুং)।

মারীচঃ—(কশ্যপ) দেবতা ও দৈত্যের পিতা কশ্যপ মুনি, ইনি ব্রহ্মার পৌত্র ও মরীচির পুত্র।

We have in the Mahābhārata—

'অব্যক্ত-প্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্যশ্চাব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ॥
অঙ্গুষ্ঠাদ্ দক্ষমসৃজচ্চক্ষুর্ভ্যাং চ মরীচিমম্।
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ দক্ষস্য দুহিতুরিতি॥"

অদিতিঃ—ন-দা+ক্তিতি (কর্তৃবাচ্যে)—দেবমাতা ও কশ্যপপত্নী।

প্রবিশতি—প্র-বিশ্+লট্ তি, বিশ্-ধাতু তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী (প্রবেশনে, to enter, to fall to the share of)—(লট্) বিশতি, (লৃট্) বেক্ষ্যতি, (লিট্) বিবেশ, (লুঙ্) অবিক্ষৎ, ণিজন্ত—বেশয়তি, তুমুন্—বেষ্টুম্, ক্ত্বাচ্—বিষ্ট্বা, ক্ত—বিষ্টঃ।

রাজানম্—রাজন্-শব্দ—পুং দ্বিতীয়ার একবচনে। কর্মণি দ্বিতীয়া, obj. to অবলোক্য।

অবলোক্য—অব-লোক্+ণিচ্+যপ্; লোক্-ধাতু (১) ভ্বাদি আত্মনেপদী (দর্শনে, to see, to perceive)—(লট্) লোকতে, (লিট্) লুলোকে, (লুঙ্) অলোকিষ্ট, ণিজন্ত—লোকয়তি-লোকয়তে, (২) চুরাদিগণীয় উভয়পদী (ভাষায়াং দীপ্তৌ চ, to behold, to shine, to know, to seek)—(লট্) লোকয়তি-লোকয়তে।

দাক্ষায়ণি—দক্ষ+ফিঙ্+ঙীষ্, সম্বোধনে। 'বা নামধেয়স্য' (বার্ত্তিক ১।১।৭৩) ইতি বৃদ্ধসংজ্ঞায়াম্ "উদীচাং বৃদ্ধাদগোত্রাৎ" (৪।১।১৭৫) ইতি ফিঙ্, গৌরাদিত্বাৎ (৪।১।৪১) ঙীষ্।

Ch. of voice. সম্বন্তেন রাজ্ঞা, শকুন্তলয়া, মারীচেন চ প্রবিশ্যতে।

২। **পুত্রস্য তে রণশিরস্যয়মগ্রযায়ী……মঘোনঃ।**

বিসন্ধিপাঠঃ—পুত্রস্য তে রণশিরসি অয়ম্ অগ্রযায়ী
দুষ্মন্তঃ ইতি অভিহিতঃ ভুবনস্য ভর্তা।
চাপেন যস্য বিনিবর্ত্তিত-কর্ম জাতম্
তৎ কোটিমৎ কুলিশম্ আভরণম্ মঘোনঃ॥

Prose-order. তে (তব) পুত্রস্য রণশিরসি অগ্রযায়ী দুষ্মন্ত ইতি অভিহিতঃ অয়ম্ ভুবনস্য ভর্তা, যস্য চাপেন বিনিবর্ত্তিত-কর্ম কোটিমৎ তৎ কুলিশং মঘোনঃ আভরণং জাতম্।

Beng. Equivalents. তে (তোমার) পুত্রস্য (পুত্রের) রণশিরসি (যুদ্ধাগ্রদেশে) অগ্রযায়ী (অগ্রগামী ; দুষ্মন্ত ইতি (দুষ্মন্ত-নামে) অভিহিতঃ (আখ্যাত) অয়ম্ (এই) ভুবনস্য (পৃথিবীর) ভর্তা (পালক), যস্য (যাঁহার) চাপেন (ধনুকের দ্বারা) বিনিবর্ত্তিত-কর্ম (সমাপিত-কার্য) কোটিমৎ (সাধু-অগ্রভাগযুক্ত) তৎ (সেই) কুলিশম্ (বজ্র) মঘোনঃ (ইন্দ্রের) আভরণম্ (অলঙ্কার) জাতম্ (হইয়াছে)।

Beng. Trans. তোমার পুত্রের যুদ্ধকালে (সকল সৈন্যের) অগ্রে গমনশীল দুষ্মন্ত নামে আখ্যাত এই পৃথিবীর পালক যাঁহার ধনুকের দ্বারা সমাপিত-কার্য সাধু-অগ্রভাগযুক্ত ইন্দ্রের সেই বজ্র অলঙ্কারে পরিণত হইয়াছে।

Eng. Trans. This (is) he, the fore runner in the battles of your son and the protector of the earth, named Dushmanta, by whose bow with functions fully done, the sharp-edged thunder-bolt has become a (mere) ornament of Indra.

Sans. Equivalents. তে (তব) পুত্রস্য (ইন্দ্রস্য) রণশিরসি (সমর-মূর্ধনি) অগ্রযায়ী (অগ্রগামী, সর্বেষাং সৈন্যানামিত্যর্থঃ) দুষ্মন্ত ইতি (দুষ্মন্ত-নাম্না) অভিহিতঃ (আখ্যাতঃ) অয়ম্ (জনঃ) ভুবনস্য (পৃথিব্যাঃ) ভর্তা (পালকঃ), যস্য (দুষ্মন্তস্য) চাপেন (ধনুষা) বিনিবর্ত্তিত-কর্ম (সমাপিত-কার্য্য) কোটিমৎ (সাধ্বগ্রভাগযুক্তম্) তৎ (প্রসিদ্ধম্) কুলিশম্ (বজ্রম্) মঘোনঃ (ইন্দ্রস্য) আভরণম্ (ভূষণম্) জাতম (সঞ্জাতম্)।

Beng. Expl. মহর্ষি মারীচ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-নাটকে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার পুনর্মিলনের পর দক্ষকন্যা অদিতেকে রাজা দুষ্মন্তের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন যে—এই যে লোকটি দেখিতেছ, এ রাজা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার পুত্র ইন্দ্রের সৈন্যদের অগ্রভাগে থাকে, আর এ ধনুকের দ্বারা দৈত্যদের নির্মূল করায় ইন্দ্রের আর দৈত্যবধের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না, তাহার বজ্রেরও কোন কাজ নাই—তাই বজ্র এখন ইন্দ্রের অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়া আছে, অর্থাৎ এ মহাবীর এবং তোমার পুত্রের বিশেষ সহায়ক, তাই তোমার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

Sans. Expl. মহর্ষি-র্মারীচো দক্ষকন্যামদিতিং বদতি যৎ—অয়ং ভূপতি-র্দুষ্মন্তো যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যানামগ্রে স্থিত্বা ত্বৎপুত্রস্য ইন্দ্রস্য বিশেষেণানুকূল্যং করোতি, স্ব-ধনুষা দৈত্যানাং বধং বিধায় চ ইন্দ্রং চিন্তাবিহীনং করোতি, বজ্রস্যেদানীং চ কিমপি কার্য্যং ন বিদ্যতে, তত্তু ইন্দ্রস্য শোভাজনকমেবাস্তে—অনেনায়ং মহাবীরঃ ত্বৎপুত্র-সহায়শ্চেতি তব প্রিয়পাত্রমিতি সূচ্যতে।

Notes

তে—যুষ্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে, Opt. তব। শেষে ষষ্ঠী।

N. B. কারক-প্রাতিপদিকার্থ-ব্যতিরিক্তঃ স্ব-স্বামি-ভাবাদি-সম্বন্ধঃ শেষঃ। শেষ-শব্দ-দ্বারা স্ব-স্বামিভাব, অবয়বাবয়বিভাব, জন্য-জনকভাব, আধারাধেয়ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

পুত্রস্য—শেষে ষষ্ঠী। পুত্র (দুই ত-স্থলে)—পুৎ-ত্রৈ+ক (পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ করে যে); পুত্র (এক ত-স্থলে)—পূ+ক্ত (কর্ত্তৃবাচ্যে)।

রণশিরসি—রণস্য শিরঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ তস্মিন্। অধিকরণে ৭মী। রণ-বোধক শব্দগুলি মনে রাখা দরকার—

যুদ্ধমায়োধনং জন্যং প্রধনং প্রবিদারণম্। মৃধমাস্কন্দনং সংখ্যং সমীকং সাংপরায়িকম্॥ অস্ত্রিয়াং সমরানীক-রণাঃ কলহ-বিগ্রহৌ। সংপ্রহারাভিসংপাত-কলি-সংস্ফোট-সংযুগাঃ। অভ্যামর্দ-সমাঘাত-সংগ্রামাভ্যাগমাহবাঃ। সমুদায়ঃ স্ত্রিয়ঃ সংযৎ-সমিত্যাজি-সমিদ্যুধঃ॥ ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে। অর্থাৎ যুদ্ধবাচক—যুদ্ধ, আয়োধন, জন্য, প্রধন, প্রবিদারণ, মৃধ, আস্কন্দন, সংখ্য, সমীক, সাম্পরায়িক (ক্লীবলিঙ্গ), সমর, অনীক, রণ (পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ), কলহ, বিগ্রহ, সম্প্রহার, অভিসম্পাত, কলি, সংস্ফোট, সংযুগ, অভ্যামর্দ, সমাঘাত, সংগ্রাম, অভ্যাগম, আহব, সমুদায় (পুংলিঙ্গ), সংযৎ, সমিতি, আজি, সমিৎ, যুধ্ (স্ত্রীলিঙ্গ)।

রণ—It may also mean অলঙ্কার-ধ্বনি or শব্দ "গ্রহে গ্রাহো, বশঃ কান্তৌ, রক্ষত্রাণে, রণঃ কণে" ইত্যমরঃ সঙ্কীর্ণবর্গে, অর্থাৎ গ্রহণের নাম—গ্রহ, গ্রাহ

(পুংলিঙ্গ); ইচ্ছার নাম—বশ (পুং), কান্তি (স্ত্রী); রক্ষণের নাম—রক্ষ (পুং), ত্রাণ (ক্লী); অলঙ্কার-ধ্বনির নাম—রণ, ক্বণ (পুংলিঙ্গ)। "স্থাণুঃ শর্বেঽপ্যথ দ্রোণঃ কাকেঽপ্যাজৌ রবে রণঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। স্থাণু=শঙ্কু (অর্থাৎ গোঁজ) মুড়াগাছ বা মহাদেব (পুংলিঙ্গ); দ্রোণ=কাক,পরিমাণ-বিশেষ বা অশ্বত্থামার পিতা (পুংলিঙ্গ); রণ=শব্দ বা যুদ্ধ (পুংলিঙ্গ)।

অগ্রযায়ী—অগ্র-যা+ণিন্, পুং প্রথমার একবচন। যা-ধাতু অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী (প্রাপণে [প্রাপণম্=গতিঃ], to go, to invade, to pass away)—(লট্) যাতি, (লৃট্) যাস্যতি, (লিট্) যযৌ, (লুঙ্) অযাসীৎ, সন্নন্ত—যিযাসতি, ণিজন্ত—যাপয়তি-যাপয়তে, ক্ত—যাতঃ, ক্ত্বাচ্—যাত্বা, তুমুন্—যাতুম্।

দ্বয়ন্তঃ—অভিহিতে প্রথমা, 'ইতি' এখানে প্রাতিপাদিকার্থ-দ্যোতক।

N. B. ইতি যখন শব্দ-স্বরূপ-দ্যোতক, অর্থাৎ অর্থের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া 'ইতি' যখন শুধু একটি শব্দকে বুঝায় তখন সেই শব্দটিতে কোন বিভক্তি থাকে না, যথা—"রাম রামেতি কূজন্তং মধুরাক্ষরম্" রামায়ণে, "অতএব গরিত্যাহ"—ভর্তৃহরি। কিন্তু ইতি পদার্থ-দ্যোতক হইলে শব্দে বিভক্তি থাকে, যথা—'কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্যাবর্ত-নিবাসিনঃ' মনুসংহিতা ১০।৩৪; "কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং যতঃ।" চণ্ডী

ইতি—অব্যয় (Indeclinable)।

অভিহিতঃ—অভি-ধা+ক্ত, পুং প্রথমা ১বচন। হ্বাদি-গণীয় ধা-ধাতু (ধারণ-পোষণয়োঃ, to place, to grant, to maintain) উভয়পদী—(লট্) দধাতি-ধত্তে, (লৃট্) ধাস্যতি-ধাস্যতে, (লিট্) দধৌ-দধে, (লুঙ্) অধাৎ-অধিত, Passive—ধীয়তে, সন্নন্ত—ধিৎসতি-তে, ণিজন্ত—ধাপয়তি-ধাপয়তে, ক্ত—হিতঃ, ক্ত্বাচ্—হিত্বা, তুমুন্—ধাতুম্।

অয়ম্—ইদম্-শব্দ পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন। রূপ—(পুং) অয়ম্, ইমৌ, ইমে; (স্ত্রী) ইয়ম্, ইমে, ইমাঃ; (ক্লীং) ইদম্, ইমে, ইমানি।

ভুবনস্য—'কর্তৃ-কর্মণোঃ কৃতি' ইতি ষষ্ঠী।

"ত্রিষ্টপো জগতী লোকো বিষ্টপং ভুবনং জগৎ" ইত্যমরঃ ভূমিবর্গে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবাচক—জগতী (স্ত্রী), লোক (পুং), বিষ্টপ, ভুবন, জগৎ (ক্লী)। ভুবন may also mean water, "পয়ঃ কীলালমমৃতং জীবনং ভুবনং বনম্" ইত্যমরঃ বারিবর্গে।

ভর্তা—ভৃ+তৃচ্, পুং ১মা ১ বচনে। কর্তরি প্রথমা।

"ধবঃ প্রিয়ঃ পতির্ভর্তা জারস্তুপপতিঃ সমৌ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে। অর্থাৎ স্বামিবাচক—ধব, প্রিয়, পতি, ভর্তৃ (পুং)।

"যন্তা হস্তিপকে সূতে ভর্তা ধাতরি পোষ্টরি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ ভর্তৃ—বিধাতা, পোষণকর্তা (পুং)।

যন্তু—শেষে ষষ্ঠী।

চাপেন—করণে তৃতীয়া। চাপ is Masc. or Neuter. চপ্+অণ্=চাপঃ।

"[অথাস্ত্রিয়ৌ] ধনুশ্চাপৌ ধন্ব-শরাসন-কোদণ্ড-কার্মুকম্।

ইম্বাসোঽপ্যথ কর্ণস্য কালপৃষ্ঠং শরাসনম্।।" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ; অর্থাৎ ধনুর্বাচক—ধনুস্ [ধনু-পুং, ধনু-স্ত্রী], চাপ (পুং-ক্লী), ধন্বন্, শরাসন, কোদণ্ড, কার্মুক (ক্লী), ইম্বাস (পুং)।

বিনিবর্তিত-কর্ম—সমাপিতং দৈত্য-হনন-রূপং কার্যং যস্তেত্যর্থঃ। বিনিবর্তিতং কর্ম যস্য তৎ (বহুব্রীহিঃ), Adj. to কুলিশম্। বি-নি-বৃৎ+ণিচ্+ক্ত। কৃ+মন্।

কোটিমৎ—কোটি+মতুপ্ (প্রাশস্ত্যে), ক্লীং ১মা ১বচন। কোটি=কুট্+ইঞ্।

"কোটিঃ স্ত্রী ধনুষোঽগ্রেঽশ্রৌ সংখ্যা-ভেদ-প্রকর্ষয়োঃ" ইতি মেদিনী।

"প্রাসস্তু কুন্তঃ, কোণস্তু স্ত্রিয়ঃ পাল্যশ্রি-কোটয়ঃ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ; অর্থাৎ অস্ত্রের কোণ-বাচক—কোণ (পুং), পালি, অশ্রি, কোটি (স্ত্রী)। Opt. ঈকারান্ত কোটী।

কুলিশম্—বজ্র ; It is used in Masc. or Neuter. কুলি—শী+ড, ক্লীং ১মা ১বচন। 'কুলির্হস্তঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, কুলৌ (হস্তে) শেতে ইতি ; or কুলি-শো+ক, কুলিনঃ পর্বতান্ শ্যতি (তনূকরোতি) ইতি। "কুলিশো ন স্ত্রিয়াং প্রোক্তো দম্ভোলী, না ঝষান্তরে" ইতি মেদিনী।

মঘোনঃ—মহ্+কনিন্ (কর্মবাচ্যে) ; মঘ+মতুপ্=মঘবৎ ; মঘবৎ-শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে মঘোনঃ, Opt. মঘবতঃ। স্ত্রীলিঙ্গে মঘোনী বা মঘবতী। For other names of ইন্দ্র see অঙ্কঃ ৩ (বাসব)।

আভরণম্—আ-ভৃ+ল্যুট্ (কর্মবাচ্যে)। ভৃ (to carry, to nourish) ভ্বাদিগণীয় ও হ্বাদিগণীয় দুই রকমই উভয়পদী—(লট্) ভরতি-ভরতে বা বিভর্তি-বিভৃতে, (লৃট্) ভরিষ্যতি-ভরিষ্যতে ; (লিট্) বভার বিভরাম্-চকার-বভূব-আস অথবা বভ্রে বিভরাম্-চক্রে-বভূব-আস, (লুঙ্) অভার্ষীৎ-অভৃত, সন্নন্ত—বিভরিষতি-তে অথবা বুভূর্ষতি-তে, ণিজন্ত—ভারয়তি, ক্তাচ্—ভৃত্বা।

জাতম্—জন্+ক্ত, ক্লীং প্রথমার একবচন। জন্ (to be born)-ধাতু দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী। রূপ—(লট্) জায়তে, (লৃট্) জনিষ্যতে, (লিট্) জজ্ঞে, (লুঙ্) অজনি-অজনিষ্ট, সন্নন্ত—জিজনিষতে, যঙন্ত—জাজায়তে-জঞ্জন্যতে,

ণিজন্ত—জনয়তি, ক্ত—জাতঃ, তব্যৎ—জনিতব্যঃ, ক্ত্বাচ্—জনিত্বা, তুমুন্—জনিতুম্।

Ch. of voice. ·········অগ্রযায়িনা·········অভিহিতেন অনেন······ ভর্ত্রা (ক্রিয়তে),······বিনিবর্তিত-কর্মণা কোটিমতা তেন কুশলেন······আভরণেন··· ।

৩। অদিতিঃ—সম্ভাবনীয়ানুভাবা····· মারীচঃ—বৎসে!

বিসন্ধিপাঠঃ—অদিতিঃ—সম্ভাবনীয়ানুভাবা অস্য আকৃতিঃ।

রাজা—(উপগম্য) উভাভ্যাম্ অপি বাসবানুযোজ্যঃ দুষ্মন্তঃ প্রণমতি (The reading উভাভ্যামপি বাম্ is better)।

মারীচঃ—বৎস! চিরম্ জীব। পৃথিবীম্ পালয়।

অদিতিঃ—বৎস! অপ্রতিরথঃ ভব।

শকুন্তলা—দারকসহিতা বঃ পাদবন্দনম্ করোমি।

মারীচঃ—বৎসে!

Beng. Equivalents. অদিতিঃ (দক্ষকন্যা, কশ্যপপত্নী)—সম্ভাবনীয়ানুভাবা (যাহার অনুভাব বা প্রভাব [সামর্থ্য] অনুমান করা যায়) অস্য (ইহার) আকৃতিঃ (চেহারা)। রাজা (রাজা) উপগম্য (নিকটে গিয়া) উভাভ্যাম্ অপি বাম্ (আপনাদের দুজনকেই) বাসবানুযোজ্যঃ (ইন্দ্রের সেবক) দুষ্মন্তঃ (দুষ্মন্ত) প্রণমতি (প্রণাম করিতেছে)। মারীচঃ (মারীচ) বৎস (বাছা) চিরম্ (বহুকাল) জীব (জীবিত থাক)। পৃথিবীম্ (পৃথিবীকে) পালয় (পালন কর)। অদিতিঃ (অদিতি) বৎস (বাছা), অপ্রতিরথঃ ভব (তোমার রথের গতি অপ্রতিহত হউক)। শকুন্তলা (শকুন্তলা)—দারকসহিতা (পুত্রের সহিত) বঃ (আপনাদের) পাদবন্দনং (পাদবন্দন) করোমি (করিতেছি)। মারীচঃ (মারীচ)—বৎসে (বাছা)।

Beng. Trans. অদিতি—ইহার চেহারা হইতেই ইহার সামর্থ্য অনুমান করা যায়।

রাজা—(নিকটে গিয়া) ইন্দ্রের সেবক দুষ্মন্ত আপনাদের দুইজনকে প্রণাম করিতেছে।

মারীচ—বাছা, চিরজীবী হও। পৃথিবী পালন কর।

অদিতিঃ—বাছা, তোমার রথের গতি অপ্রতিহত হউক।

শকুন্তলা—সপুত্রক আপনাদের পাদবন্দনা করিতেছি।

মারীচ—বাছা।

Eng. Trans. Aditi—His form is of impressive majesty, King—(Approaching). Indra's servant, Dushmanta, bows down to both of you.

Mārīcha—May you live long. Protect the.eath.

Aditi—My son, may your chariot be unchecked. (or My you be invincible [in the battle-field]).

Śakuntalā—I prostrate myself with my son at your feet.

Mārīcha—My child.

Sans. Equivalents. সম্ভাবনীয়ানুভাবা (অনুমাতুং যোগ্যঃ প্রভাবঃ [সামর্থ্যম্] যস্যাঃ), বাসবানুযোজ্যঃ (ইন্দ্র-দাসঃ), অপ্রতিরথঃ (অপ্রতিদ্বন্দ্বী) দারকসহিতা (পুত্রসহিতা), পাদবন্দনং করোমি (প্রণমামি)।

Notes

সম্ভাবনীয়ানুভাবা—দুষ্মন্তের আকৃতি হইতেই তাঁহার সামর্থ্য অনুমান করা যাইতে পারিত। সম্ভাবনীয়ঃ অনুভাবঃ (প্রভাবঃ) যস্যাঃ (বহুব্রীহিঃ)। Adj. to আকৃতিঃ।

অনুভাবঃ—অনুগতঃ ভাবঃ (৩।৩।২৪); "অনুভাবঃ প্রভাবে স্যান্নিশ্চয়ে ভাবসূচকে" ইতি বিশ্বঃ। "অনুভাবঃ প্রভাবে চ সতাং চ মতিনিশ্চয়ে।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। অনুভাব=প্রভাব ; It may also mean রতি, লোচন-চাতুর্য, ভ্রূবিক্ষেপ, স্মিত, বিভ্রম, etc. known as অনুভাব in dramaturgy.

সম্ভাবনীয়ঃ— সম্-ভূ+ণিচ্+অনীয়র্, পুং ১মা ১বচন।

অস্য—পুংলিঙ্গ ইদম্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে।

আকৃতিঃ—আ-কৃ+ক্তি, প্রথমার একবচনে।

উপগম্য—উপ-গম্+ল্যপ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী গম্-ধাতুর রূপ—(লট্) গচ্ছতি, (লৃট্) গমিষ্যতি, (লিট্) জগাম, (লুঙ্) অগমৎ, সন্নন্ত—জিগমিষতি, যঙন্ত—জঙ্গম্যতে, ণিজন্ত—গময়তি, ক্ত—গতঃ, ক্ত্বাচ্—গত্বা, ল্যপ্—আগম্য বা আগত্য, তুমুন—গন্তুম্।

উভাভ্যাম্—উভৌ অনুকূলয়িতুম্ ইতি কর্মণি চতুর্থী (২।৩।১৪), "উভাভ্যাং প্রতি প্রণাম-ক্রিয়ায়া অভিপ্রেতত্বাৎ "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্" ইতি চতুর্থী ইতি বিদ্যাবুধিপাদাঃ।

অপি—অব্যয় (Indeclinable) "গর্হা-সমুচ্চয়-প্রশ্ন-শঙ্কা-সম্ভাবনাস্বপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ নিন্দা, সমুচ্চয়, প্রশ্ন, শঙ্কা বা সম্ভাবনা অর্থে অপি ব্যবহৃত হয়।

বাসবানুযোজ্যঃ—বাসবস্ত অনুযোজ্যঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

বাসবঃ—(দৈত্যানাং) বাসং বাতি (বধ্নাতি—'বা গতি-বন্ধনয়োঃ') ইতি বাস—বা+ক, পুং প্রথমার একবচন। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' (৩।২।৩)।

ইন্দ্রবোধক অন্যান্য শব্দ—

"ইন্দ্রো মরুত্বান্ মঘবা বিড়ৌজাঃ পাকশাসনঃ।
বৃদ্ধশ্রবাঃ সুনাসীরঃ পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ॥
জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ শতমন্যুর্দিবস্পতিঃ।
সুত্রামা গোত্রভিদ্বজ্রী বাসবো বৃত্রহা বৃষা॥
বাস্তোষ্পতিঃ সুরপতির্বলারাতিঃ শচীপতিঃ।
জম্ভভেদী হরিহয়ঃ স্বারাণ্নমেমুচিসূদনঃ॥
সংক্রন্দনো দুশ্চ্যবনস্তুরাষাণ্মেঘবাহনঃ।
আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষ ঋভুক্ষাঃ......॥" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে।

বিড়োজাঃ, সুত্রামা।

অনুযোজ্যঃ—অনু-যুজ্+ণ্যৎ, পুং প্রথমা একবচন।

(পাঠান্তর) নিযোজ্যঃ—নি-যুজ্+ণ্যৎ, পুং প্রথমার একবচন। "প্রযোজ্য-নিয়োজ্যৌ শক্যার্থে" (৭।৩।৬৮), 'ঋ-হলোর্ণ্যৎ' (৩।১।১২৪)

N. B. নিয়োজ্যঃ=Servant, and নিয়োগ্যঃ=Master বা Lord.

তুলনীয়—"সিধ্যন্তি কর্মসু মহৎস্বপি যন্নিয়োজ্যাঃ" শকুন্তলা ৭।৪।

প্রণমতি—প্র-নম্+লট্ তি, ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী (to salute, to bend)—(লট্) নমতি, (লৃট্) নংস্যতি, (লিট্) ননাম নেমতুঃ নেমুঃ নেমিথ-ননন্থ, (লুঙ্) অনংসীৎ, সন্নন্ত—নিনংসতি, ণিজন্ত—নময়তি বা নাময়তি, ক্ত—নতঃ, ক্তাচ্—নত্বা, তুমুন্—নন্তুম্।

বৎস—বৎস-শব্দের সম্বোধনে। "উরো বৎসং চ বক্ষশ্চ পৃষ্ঠং চ চরমং তনোঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ বক্ষঃস্থল-বাচক—[ক্রোড়, ভুজান্তর] উরস্, বৎস, বক্ষস্ (ক্লী),

"বৎসৌ তর্ণকবর্ষৌ দ্বৌ সারঙ্গাশ্চ দিবৌকসঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ বৎস—তর্ণক (গোশিশু) বা বর্ষ (পুংলিঙ্গ)।

চিরম্—অব্যয় (Indeclinable)। "চিরায় চিররাত্রায় চিরস্যাদ্যাশ্চিরার্থকাঃ" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে। চিরকালবাচক অব্যয়—চিরায়, চিররাত্রায়, চিরস্য, (By আদ্য) চিরাৎ, চিরেণ, চিরম্।

জীব—জীব্+লোট্+হি। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী জীব্ (to live) ধাতুর রূপ—(লট্) জীবতি, (লৃট্) জীবিষ্যতি, ণিজন্ত—জীবয়তি, সন্নন্ত=জিজীবিষতি, ক্ত—জীবিতঃ, তুমুন্—জীবিতুম্, ক্ত্বাচ্—জীবিত্বা।

পৃথিবীম্—প্রথ্+ষিবন্ (কর্তৃবাচ্যে)+ঙীপ্। কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to পালয়।

পৃথিবীবাচক শব্দ—

> "ভূর্ভূমিরচলানন্তা রসা বিশ্বংভরা স্থিরা।
> ধরা ধরিত্রী ধরণিঃ ক্ষোণির্জ্যা কাশ্যপী ক্ষিতিঃ॥
> সর্বংসহা বসুমতী বসুধোর্বী বসুংধরা।
> গোত্রা কুঃ পৃথিবী পৃথ্বী ক্ষ্মাঽবনির্মেদিনী মহী॥
> বিপুলা গহ্বরী ধাত্রী গৌরিলা কুম্ভিনী ক্ষমা।
> ভূতধাত্রী রত্নগর্ভা জগতী সাগরাম্বরা॥" ইত্যমরঃ ভূমিবর্গে।

পালয়—পা+ণিচ্+লোট্ হি। পা (to protect) is অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ—(লট্) পাতি, (লৃট্) পাস্যতি, (লিট্) পপৌ, (লুঙ্) অপাসীৎ, ণিজন্ত—পালয়তি, সন্নন্ত—পিপাসতি, ক্ত—পাতঃ। Passive—পায়তে। But পা (to drink) is ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী, রূপ—(লট্) পিবতি, (লৃট্) পাস্যতি, (লিট্) পপৌ, (লুঙ্) অপাৎ, ণিজন্ত—পায়য়তি, সন্নন্ত—পিপাসতি, ক্ত—পীতঃ, Passive—পীয়তে, ক্ত্বাচ্—পীত্বা, ল্যপ্—(প্র-পা+ল্যপ্) প্রপায়। The form প্রপীয় (প্র-পীঙ্+ল্যপ্) is from the root পীঙ্ acc. to Vāmana.

অপ্রতিরথঃ—নাস্তি বিদ্যতে প্রতিরথঃ (প্রতিদ্বন্দ্বী রথী) যস্য (বহুব্রীহিঃ)।

ভব—ভূ+লোট্ হি। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভূ (to be) ধাতুর রূপ—(লট্) ভবতি, (লৃট্) ভবিষ্যতি, ণিজন্ত—ভাবয়তি, সন্নন্ত—বুভূষতি, ক্ত—ভূতঃ, ক্ত্বাচ্—ভূত্বা, তুমুন্—ভবিতুম্।

দারক-সহিতা—দারকেণ সহিতা (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)। দারকঃ—দৃ+ণক (কর্তৃবাচ্যে) প্রথমার একবচন। Fem. দারিকা।

বঃ—যুষ্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন, Opt. যুষ্মাকম্।

পাদবন্দনম্—পাদয়োর্বন্দনম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) "পাদাগ্রং প্রপদং পাদঃ পদঙ্ঘ্রি শ্চরণোঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

করোমি—কৃ+লট্ মি।

• বৎসে—(বৎস+স্ত্রিয়াম্ টাপ্) বৎসা-শব্দের সম্বোধনে।

Ch. of voice. সম্ভাবনীয়ানুভাবয়া......আকৃত্যা (ভূয়তে)।........ বাসবানুযোজ্যেন দুষ্মন্তেন প্রণম্যতে ......জীব্যতাম্। পৃথিবী পাল্যতাম্।...... অপ্রতিরথেন ভূয়তাম্। .. ..দারকসহিতয়া......ক্রিয়তে।

৪। **আখণ্ডলসমো ভর্তা......পৌলোমীমঙ্গলা ভব।**

বিসন্ধিপাঠঃ—আখণ্ডল-সমঃ ভর্তা জয়ন্ত-প্রতিমঃ সুতঃ।
আশীঃ অন্যা ন তে-যোগ্যা পৌলোমী-মঙ্গলা ভব॥

Prose-order. (ভব) আখণ্ডল সমঃ ভর্তা, জয়ন্ত-প্রতিমঃ (চ) সুতঃ, অন্যা আশীঃ তে ন যোগ্যা, (ত্বং) পৌলোমী-মঙ্গলা ভব॥

Beng. Equivalents. আখণ্ডল-সমঃ (ইন্দ্রতুল্য) ভর্তা (স্বামী), জয়ন্ত-প্রতিমঃ (জয়ন্ত-তুল্য) সুতঃ (পুত্র) অন্যা (অন্য) আশীঃ (আশীর্বাদ) তে (তোমার) ন যোগ্যা (যোগ্য নয়)। পৌলোমী-মঙ্গলা (শচীর মঙ্গলের মত মঙ্গল যাহার) ভব (হও)।

Beng Trans. (তোমার) স্বামী ইন্দ্রতুল্য, পুত্র (সর্বদমন) জয়ন্ত-তুল্য, অন্য কোন আশীর্বাদ তোমার যোগ্য নয়, তুমি শচীর মঙ্গলের মত মঙ্গলযুক্তা হও (অর্থাৎ শচীর মত ভর্তৃবল্লভ হও এবং অবৈধব্য ও ঐশ্বর্যাদি লাভ কর)।

Eng. Trans. (Your) husband is like Indra and (your) son is like Jayanta. Therefore no other blessing is fit for you—May you be as lucky as Śachī.

Beng. Expl. মহর্ষি মারীচ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-নাটকে দুষ্মন্তের সহিত পুনর্মিলনের পর শকুন্তলা তাঁহাকে প্রণাম করায় শকুন্তলাকে বলিতেছেন—"তোমার স্বামী দুষ্মন্ত ইন্দ্রতুল্য এবং পুত্র (সর্বদমন)-ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের তুল্য, তাই তুমি শচীর মত সর্ববিধ সুখ-সৌভাগ্য লাভ কর।"

Sans. Expl. অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দুষ্মন্তেন সহ পুনর্মিলনানন্তরং সপুত্রা শকুন্তলা যদা মহর্ষিং মারীচং তৎপত্নীমদিতিঞ্চ প্রণমতি তদা মারীচ আশীর্বাদ-মুখেনৈবং শকুন্তলাং বদতি—পতিস্তে ইন্দ্রতুল্যঃ, পুত্রশ্চ ইন্দ্র-তনয়-জয়ন্ততুল্যঃ, অতস্ত্বং শচী-সদৃশ-সুখ-সৌভাগ্যাদিকং লভস্বেতি।

Sans. Equivalents. আখণ্ডল-সমঃ (ইন্দ্রতুল্যঃ) ভর্তা (স্বামী, দুষ্মন্তঃ) জয়ন্ত-প্রতিমঃ (জয়ন্ত-তুল্যঃ) [চ] সুতঃ (পুত্রঃ, সর্বদমনঃ)। অন্যা আশীঃ (অন্যবিধ আশীর্বাদঃ) তে (তব) ন যোগ্যা (অযোগ্যঃ) [ত্বং] পৌলোমী-মঙ্গলা (শচী-সদৃশ-সুখ-সৌভাগ্য-শালিনী) ভব।

Notes

আখণ্ডল-সমঃ—আখণ্ডলেন সমঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ) ; আখণ্ডল is a name of ইন্দ্র। For other names of ইন্দ্র See অনু ৩ (বাসব)। Adj. to ভর্তা।

ভর্তা—ভৃ+তৃচ্, পুং প্রথমার একবচন। "যন্তা হস্তিপকে সূতে, ভর্তা ধাতরি পোষ্টরি"। ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে, অর্থাৎ যন্তৃ=হস্তিপক (মাহুত) বা সারথি (পুং), ভর্তৃ=বিধাতা বা পোষণকর্তা (পুং)। "ধবঃ প্রিয়ঃ পতির্ভর্তা" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ স্বামীর বাচক—ধব, প্রিয়, পতি, ভর্তৃ (পুং)।

ভৃ—ভ্বাদিগণীয় বা হ্বাদিগণীয় উভয়পদী (to carry, to nourish)— (লট্) ভরতি-ভরতে, বিভর্তি-বিভৃতে, (লট্) ভরিষ্যতি-ভরিষ্যতে (লুঙ্) অভর্ষীৎ-অভৃত, Passive—ভ্রিয়তে, ণিজন্ত—ভারয়তি ক্ত্বাচ্—ভৃত্বা, ল্যপ্—সম্ভৃত্য।

জয়ন্ত-প্রতিমঃ—জয়ন্তেন সম ইতি জয়ন্তপ্রতিমঃ (অস্বপদ বিগ্রহ নিত্যসমাসঃ)। "প্রতিমানং প্রতিবিম্বং প্রতিমা প্রতিযাতনা। প্রতিচ্ছায়া প্রতিকৃতিরর্চা পুংসি প্রতিনিধিঃ"॥ ইত্যমরঃ শূদ্রবর্গে। Adj. to সুতঃ "স্যাৎ প্রাসাদো বৈজয়ন্তো জয়ন্তঃ পাকশাসনিঃ" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে।

সুতঃ—সু+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন। "আত্মজস্তনয়ঃ সূনুঃ সুতঃ পুত্রঃ স্ত্রিয়াং ত্বমী" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

সু—স্বাদিগণীয় উভয়পদী (to sprinkle, to pour out, to bathe, to perform sacrifice)—(লট্) সুনোতি-সুনুতে, (লৃট্) সোষ্যতি-সোষ্যতে। But সূ—অদাদিগণীয় আত্মনেপদী (to bear, to bring forth)—(লট্) সূতে, (লৃট্) সোষ্যতে বা সবিষ্যতে, Passive—সূয়তে, ণিজন্ত—সাবয়তি, ক্ত্বাচ্—সূত্বা, ল্যপ্—প্রসূয়।

অন্ত্যা—অন্ত্য+স্ত্রিয়াম্ টাপ্, প্রথমার একবচন। Adj. to আশীঃ।

আশীঃ—কর্তরি প্রথমা, স্ত্রীলিঙ্গ আশিস্-শব্দের প্রথমার একবচন। Nom. to ভবতি understood. "বিষ্ণৌ তু বেধাঃ স্ত্রী ত্বাশীর্হিতাশংসাহিদংষ্ট্রয়োঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ বেধস্=বিষ্ণু বা ব্রহ্মা (পুং) ; আশিস্=হিতের আশংসা বা সর্পদংষ্ট্রা (স্ত্রী)। আ-শাস্+ক্বিপ্ (ভাববাচ্যে)।

তে—যুষ্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে। Opt. তব।

ন—অব্যয় (Indeclinable), "অভাবে নহ্য নো নাপি, মাস্ম মাহলং চ বারণে" অর্থাৎ নিষেধের নাম—নহি, অ, নো, ন ; বারণের নাম—মাস্ম, মা অলম্।

যোগ্যা—যুজ্+ণ্যৎ (কর্মবাচ্যে)+স্ত্রিয়াম্ টাপ্। Adj. to আশীঃ। *N. B.* By the rule "প্রযোজ্য-নিয়োজ্যৌ শক্যার্থে" প্রযোজ্যঃ=প্রয়োক্তুং শক্যঃ,

প্রয়োগ্যঃ—প্রয়োক্তুং যোগ্যঃ ; নিয়োজ্যঃ=a servant (নিয়োক্তুং শক্যঃ), নিয়োগ্যঃ=a master (নিয়োক্তুং যোগ্যঃ)।

পৌলোমী-মঙ্গলা—পৌলাম্যা মঙ্গলমিব মঙ্গলং যস্যাঃ (বহুব্রীহিঃ)।

Allusion. পুলোমন্-নামক দৈত্যের (যাহাকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন) কন্যা বলিয়া শচীর নাম পৌলোমী (বা পৌলমী)। "কৃত্বা সংবন্ধকং চাপি বিশ্বাসঙ্কৃত্য নহি। পুলোমানং জঘানাসৌ জামাতা সন্ শতক্রতুঃ" ॥ হরিবংশ ১০।১৩৩। "এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ পুলোমা……… দৈত্যেন্দ্রঃ………"রামায়ণে, সপ্তমকাণ্ডে, ২৮শ অধ্যায়ে ১৯-২০ ॥

মঙ্গলম্—"শ্বশ্রেয়সং শিবং ভদ্রং কল্যাণং মঙ্গলং শুভম্।" ইত্যমরঃ কালবর্গে।

ভব—ভূ+লোট্ হি ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভূ-ধাতুর রূপ—(লট্) ভবতি, (লৃট্) ভবিষ্যতি, ণিজন্ত—ভাবয়তি, ক্ত—ভূতঃ, ক্ত্বাচ্—ভূত্বা, তুমুন্—ভবিতুম্।

Ch. of voice. আখণ্ডল-সমেন ভর্ত্রা জয়ন্ত-প্রতিমেন (চ) সুতেন (ভূয়তে), আশিষা অন্যয়া ……যোগ্যয়া (ভূয়তে), পৌলোমী-মঙ্গলয়া ভূয়তাম্।

৫। অদিতিঃ। জাতে! ভর্তুরভিমতা……প্রতিভাতি।

বিসন্ধিপাঠঃ—অদিতিঃ—জাতে! ভর্তুঃ অভিমতা ভব। অবশ্যম্ দীর্ঘায়ুঃ বৎসঃ তে উভয়কুল-নন্দনঃ ভবতু। উপবিশত। (সর্বে প্রজাপতিম্ অভিতঃ উপবিশন্তি)

রাজা—ভগবন্! ইমাম্ আজ্ঞাকরীং বঃ গান্ধর্বেণ বিধিনা উপযম্য কস্যচিৎ কালস্য বন্ধুভিঃ আনীতাম্ স্মৃতি-শৈথিল্যাৎ প্রত্যাদিশন্ অপরাদ্ধঃ অস্মি যুস্মদ্-গোত্রস্য কণ্বস্য। পশ্চাৎ অঙ্গুলীয়ক-দর্শনাৎ ঊঢ়পূর্বাং তদ্‌দুহিতরম্ অবগতঃ অহম্। তৎ চিত্রম্ ইব মে প্রতিভাতি।

Beng. Equivalents. অদিতিঃ—জাতে (বাছা), ভর্তুঃ (স্বামীর) অভিমতা (বাঞ্ছনীয়) ভব (হও)। অবশ্যম্ (অবশ্য) দীর্ঘায়ুঃ (দীর্ঘায়ু) বৎসঃ (পুত্র) তে (তোমার) উভয়-কুল-নন্দনঃ (মাতৃকুল ও পিতৃকুলের আনন্দদায়ক) ভবতু (হউক)। উপবিশত (উপবেশন কর)। সর্বে (সকলে) প্রজাপতিম্ অভিতঃ (প্রজাপতির চারিদিকে) উপবিশন্তি (বসিল)। রাজা—ভগবন্ (ভগবন্) ইমাম্ (এই) আজ্ঞাকরীম্ (সেবকাকে) বঃ (আপনাদের) গান্ধর্বেণ বিধিনা (গান্ধর্ববিধি-দ্বারা) উপযম্য (বিবাহ করিয়া) কস্যচিৎ কালস্য [অনন্তরম্] (কিছুকাল পরে) বন্ধুভিঃ (আত্মীয়দিগের দ্বারা) আনীতাম্ (আনীত) স্মৃতি-শৈথিল্যাৎ (স্মৃতিভ্রংশবশতঃ) প্রত্যাদিশন্ (প্রত্যাখ্যান করিয়া) অপরাদ্ধঃ (অপরাধী) অস্মি (হইয়াছি) যুস্মদ্-গোত্রস্য (আপনাদের সগোত্র) কণ্বস্য (কণ্বের

কাছে)। পশ্চাৎ (পরে) অঙ্গুরীয়ক-দর্শনাৎ (অঙ্গুরীয় দেখিয়া) ঊঢ়পূর্বাং (পূর্ব-পরিণীত, পূর্বে বিবাহ করা হইয়াছে যাহাকে) তস্য-দুহিতরম্ (তাঁহার কন্যাকে) অবগতঃ (জানিতে পারিয়াছি) অহম্ (আমি)। তৎ (সেইজন্য) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যজনকের) ইব (মত) মে (আমার কাছে) প্রতিভাতি (প্রতিভাত হইতেছে)।

Beng. Trans. অদিতি—বাছা, স্বামীর অভিমত হও। তোমার পুত্র অবশ্যই দীর্ঘায়ু এবং উভয়কুলের আনন্দজনক হউক। বস। (সকলে প্রজাপতির চারিদিকে বসিলেন)।

রাজা—ভগবন্, আপনাদের এই সেবকাকে গান্ধর্ব-বিধিতে বিবাহ করিয়া, কিছু মাস পরে আত্মীয়দের দ্বারা আনীত হইলে স্মৃতিভ্রংশ-বশতঃ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আপনাদের সগোত্র কণ্বের কাছে অপরাধী হইয়াছি। পরে অঙ্গুরীয় দেখিয়া তাঁহার কন্যাকে যে পূর্বে বিবাহ করা হইয়াছে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তা, ইহা আমার নিকট বিশেষ আশ্চর্যের মত মনে হইতেছে।

Eng. Trans. Aditi—My child! May (you) be (your) husband's beloved. And may this (your) little son be long-lived and a delight to both the families. Sit down (here). [All sit down around the Prajāpati].

King—Your Reverence! This handmaid of yours was married to me by the Gandharva Ceremony, and when after some time she was brought to me by (her) relatives. I rejected her for loss of memory (and thus) committed a grievous offence against His Holiness, your cognate Kaṇva. Afterwards with (my) memory regained by the sight of the ring, I came to know her as having been previously married. All this appears, as it were, strange to me.

Sans. Equivalents. জাতে (বৎসে) ভর্তুঃ (স্বামিনঃ) অভিমতা (বাঞ্ছনীয়া) অবশ্যম্ (নিঃসন্দেহম্) দীর্ঘায়ুঃ (দীর্ঘজীবী) উভয়কুলনন্দনঃ (মাতৃকুলস্য পিতৃকুলস্য চ আনন্দবর্ধনঃ)। আজ্ঞাকরীম্ (সেবকাম্) গান্ধর্বেণ বিধিনা (গান্ধর্বেণ নিয়মেন) উপযম্য (বিবাহ্য) কস্যচিৎ কালস্য [অনন্তরম্ বা পরস্তাৎ ইত্যধ্যাহার্যম্] বন্ধুভিঃ (আত্মীয়ৈঃ) আনীতাম্ (উপস্থাপিতাম্) স্মৃতি-শৈথিল্যাৎ (স্মৃতি-ভ্রংশাৎ) প্রত্যাদিশন্ (অস্বীকুর্বন্) অপরাদ্ধঃ (পাপভাক্) অস্মি (ভবামি) যুষ্মদ্গোত্রস্য (ভবৎ-সগোত্রস্য) কণ্বস্য। পশ্চাৎ (ততঃ পরম্) অঙ্গুলীয়ক-দর্শনাৎ (অঙ্গুরীয়কং

দৃষ্ট্বা) উঢ়পূর্বাং (পূর্ব পরিণীতাম্) তত্ভবতঃ দুহিতরম্ (তৎকন্যকাম্) অবগতঃ (জ্ঞাতঃ) অহম্। তৎ চিত্রম্ (বিস্ময়করম্) ইব মে (মম) প্রতিভাতি (মনসি আয়াতি)।

Notes

জাতে—সম্বোধনে।

ভর্তুঃ—'ক্তস্য চ বর্তমানে' ইতি ষষ্ঠী।

অভিমতা—অভি-মন্+ক্ত (কর্তরি)+স্ত্রিয়াম্ আপ্।

ভব—ভূ+লোট্ হি।

অবশ্যম্—অব্যয় (Indeclinable); "প্রাগতীতার্থকং নূনমবশ্যং নিশ্চয়ে দ্বয়ম্।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

দীর্ঘায়ুঃ—দীর্ঘম্ আয়ুর্যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

বৎসঃ—কর্তরি প্রথমা। Verb—ভবতু।

তে—শেষে ষষ্ঠী, Opt. তব।

উভয়কুল-নন্দনঃ—উভে কুলে ইতি উভয়কুলে (কর্মধারয়ঃ) [উভশব্দাৎ বৃত্তিবিষয়ে নিত্যময়চ্ স্যাৎ স্বার্থে] তয়োঃ নন্দনঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) [আনন্দবর্ধন ইত্যর্থঃ]। নন্দনঃ—নন্দ্+ণিচ্+ল্যু, পুং প্রথমা একবচন।

ভবতু—ভূ+লোট্ তু।

উপবিশত—উপ-বিশ্-লোট্ ত (মধ্যমপুরুষ বহুবচন)।

ভগবন্—ভগ+অস্ত্যর্থে মতুপ্॥ "ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা"॥ Bharata, in his book on dramaturgy, says—"দেবানামপি যে দেবা মহাত্মানো মহর্ষয়ঃ। ভগবন্নিতি তে বাচ্যা যান্তেষাং যোষিতস্তথা"॥

ইমাম্—স্ত্রীলিঙ্গ ইদম্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন। Adj. to আজ্ঞাকরীম্।

আজ্ঞাকরীম্—আজ্ঞা-কৃ+ট+স্ত্রিয়াং ঙীপ্। 'কৃঞো হেতু-তাচ্ছীল্যানুলোম্যেষু' (৩।২।২০) ইতি টঃ। টিত্ত্বাৎ ঙীপ্ (৪।১।১৫)। তনাদিগণীয় উভয়পদী কৃ (to do)—(লট্) করোতি-কুরুতে, (লৃট্) করিষ্যতি-করিষ্যতে, Passive—ক্রিয়তে, ণিজন্ত—কারয়তি-কারয়তে, ক্ত্বাচ্—কৃত্বা, ল্যপ্—উপকৃত্য, তুমুন্—কর্তুম্, ক্ত—কৃতঃ।

উপসর্গযোগে অর্থান্তর (Change of meaning due to prefixes)—অধি-কৃ—to subjugate, অনু-কৃ—to imitate, অপ-কৃ—to injure, প্রতি-কৃ—to remedy, সম্-কৃ—to repair, পরি-কৃ—to make clean, আ-কৃ+ণিচ্—to call, বি-প্র-কৃ—to injure.

বঃ—যুষ্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন, Opt. যুষ্মাকম্।

আজ্ঞা—"অববাদস্তু নির্দেশো নিদেশঃ শাসনঞ্চ সঃ।
শিষ্টিশ্চাজ্ঞা চ, সংস্থা তু মর্যাদা ধারণা স্থিতিঃ।" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ অনুমতি করার নাম—অববাদ, নির্দেশ, নিদেশ (পুং), শাসন (ক্লী), শিষ্টি, আজ্ঞা (স্ত্রী)। ন্যায়পথে থাকার নাম—সংস্থা, মর্যাদা, ধারণা, স্থিতি (স্ত্রী)।

গান্ধর্বেণ—গন্ধর্ব+অণ্, তৃতীয়ার একবচন। Adj. to বিধিনা।

বিবাহঃ—Eight forms of marriages were recognised in ancient times, Vishnu Purana (III. 10) says—"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব-রাক্ষসৌ চান্যৌ পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥" বি-বহ্+ঘঞ্। ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী বহ্ (to carry, to bear along, to flow)—(লট্) বহতি-বহতে (লৃট্) বক্ষ্যতি-বক্ষ্যতে, Passive—উহ্যতে, ণিজন্ত—বাহয়তি, সন্নন্ত—বিবক্ষতি-বিবক্ষতে, ক্ত—ঊঢ়ঃ, ক্ত্বাচ্—ঊঢ়্বা, ল্যপ্—অপোহ্য, তুমুন্—বোঢ়ুম্।
উপসর্গযোগে অর্থান্তর—উৎ-বহ্ or বি-বহ্—to marry, প্র-বহ্—to flow. অতি-বহ্+ণিচ্—to pass. (উদাহরণ—বরঃ কন্যামুদ্বহতি বা বিবহতি; নদী প্রবহতি; স দুঃখেন কালমতিবাহয়তি।)

গান্ধর্ব-বিবাহঃ—"গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ" ইতি মনুঃ। গান্ধর্ব ও রাক্ষস-বিবাহ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। "আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গান্ধর্বঃ সময়ান্মিথঃ।" ইতি যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ১।৬১। "ইচ্ছয়াঽন্যোন্য-সংযোগাৎ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। স তু গান্ধর্বো বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুনঃ কামসম্ভবঃ।" ইতি মনুসংহিতায়াম্ ৩.৩২।

In the গান্ধর্ব form of marriage the sanction of the superiors was not necessary, the mutual consent of the lovers was sufficient.

বিধিনা—করণে তৃতীয়া, বিধির্বিধানে দৈবেঽপি প্রণিধিঃ প্রার্থনে চরে।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ বিধি—বিধান, দৈব (পুং); প্রণিধি—প্রার্থনা, চর (পুং)।

উপযম্য—উপ-যম্+ল্যপ্। উপ-যম্ is আত্মনেপদী by the rule 'উপাদ্ যমঃ স্বকরণে', যথা—সুলক্ষণাং কন্যামুপযচ্ছতে (marries)। স্বকরণ means ভার্যাগ্রহণ, i.e. বিবাহ, but ভট্টি uses 'উপায়ংস্ত মহাস্ত্রাণি' explaining it as স্বীকারমাত্রে। যম্ (to check, to go, to show) is ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী, রূপ—(লট্) যচ্ছতি, (লৃট্) যংস্যতি, ণিজন্ত—যময়তি, ক্ত্বাচ্—যত্বা, ল্যপ্—সংযম্য or সংযত্য, ক্ত—যতঃ।

N. B. অন্নং যময়তি or যাময়তি (serves), but ক্রোধং যময়তি (restrains).

কস্যচিৎ—কিম্-শব্দ ষষ্ঠীর একবচন+চিৎ। Adj. to কালস্য।

কালস্য—'অনন্তরম্' ইত্যধ্যাহারেণ তদ্‌যোগে ষষ্ঠী, or 'ষষ্ঠী অতসর্থ-প্রত্যয়েন' ইত্যনেন 'পরস্তাৎ' ইতি পদস্য গম্যত্বে ষষ্ঠী, "গম্যমানাপি ক্রিয়া কারক-বিভক্তীনাং নিমিত্তম্" ইত্যুক্তেঃ।

বন্ধুভিঃ—করণে তৃতীয়া। "সগোত্র-বান্ধব-জ্ঞাতি-বন্ধু-স্ব-স্বজনাঃ সমাঃ।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে।

আনীতা—আ-নী+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ টাপ্। ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী নী (to lead, to carry off)—(লট্) নয়তি-নয়তে, (লৃট্) নেষ্যতি-নেষ্যতে, ণিজন্ত—নায়য়তি, সন্নন্ত—নিনীষতি-নিনীষতে, ক্ত—নীতঃ, ক্ত্বাচ্—নীত্বা, তুমুন্—নেতুম্।

উপসর্গযোগে অর্থান্তর—অনু-নী—to entreat, অপ-নী—to remove, অভি-নী—to play a part of, নির্-নী—to ascertain, পরি-নী—to marry, প্র-নী—to compose.

স্মৃতি-শৈথিল্যাৎ—স্মৃতেঃ শৈথিল্যম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মাৎ, হেতৌ পঞ্চমী by the rule "বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্" ২।৩।২৫, which means গুণে হেতৌ অস্ত্রীলিঙ্গে পঞ্চমী বা স্যাৎ, যথা—হর্ষাৎ হর্ষেণ বা নৃত্যতি, স্ত্রীলিঙ্গে তু তৃতীয়া এব—যথা কৃপয়া পক্ষিণঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দদতি, বিদ্যয়া বিখ্যাতঃ।

প্রত্যাদিশন্—প্রতি-আ-দিশ্+শতৃ, পুং প্রথমার একবচন। তুদাদিগণীয় উভয়পদী দিশ্ (to produce, to grant, to allow)—(লট্) দিশতি-দিশতে, (লৃট্) দেক্ষ্যতি-দেক্ষ্যতে, Passive—দিশ্যতে, ণিজন্ত—দেশয়তি, সন্নন্ত—দিদিক্ষতি-দিদিক্ষতে, ক্ত—দিষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দিষ্ট্বা, তুমুন—দিষ্টুম্।

উপসর্গযোগে অর্থান্তর—আ-দিশ্—to order, উপ-দিশ্—to advise, নির্-দিশ্—to specify, বি-অপ দিশ্—to disguise (পরিব্রাজক-বেশেন আত্মানং ব্যপদিশ্য রাবণঃ সীতাং হৃতবান্), সম্-দিশ্—to communicate (দূতঃ রাজ্ঞে সন্দিদেশ)।

অপরাদ্ধঃ—অপ-রাধ্+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন, দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী রাধ্ (বৃদ্ধৌ, to grow, to prosper)—(লট্) রাধ্যতি, (লৃট্) রাৎস্যতি ক্ত-রাদ্ধঃ, ক্ত্বাচ্-রাদ্ধ্বা, তুমুন্—রাদ্ধুম্। There is another স্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী রাধ্ (সংসিদ্ধৌ হিংসায়াং চ, to accomplish, to kill, to propitiate) রাধ্নোতি।

অস্মি—অস্+লট্ মি। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী অস্ (ভুবি, to be)—(লট্) অস্তি, (লোট্ হি) এধি, (লৃট্) ভবিষ্যতি।

There is another দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী অস্ (ক্ষেপণে, to throw)—(লট্) অস্যতি, (লৃট্) অসিষ্যতি, তুমুন্—অসিতুম্, ণিজন্ত—আসয়তি, ক্ত—অস্তঃ, ক্ত্বাচ্—অসিত্বা বা অস্ত্বা। উপসর্গযোগে অর্থান্তর—অপ-অস্—to reject, অভি-অস্—to practise, নিঃ-অস্—to dispel, সম্-নি-অস্—to renounce the world. (সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু, অন্তেবাসিনঃ পাঠমভ্যস্যন্তি, দিবাকরো নৈশং তমো নিরস্যতি, সংসারং সংন্যস্যতি সাধুঃ)।

যুষ্মদ্‌গোত্রস্য—Adj. to কণ্বস্য, সম্বন্ধমাত্র-বিবক্ষয়া ষষ্ঠী। 'যূয়মেব গোত্রম্' আদিপুরুষঃ যস্য তস্য (বহুব্রীহিঃ)। Usually সপ্তমী is used with অপ-রাধ্, বি-শ্বস্, প্র-সদ্, অপ-কৃ with শক্, but ষষ্ঠী is also found. তুলনীয়—"কস্মিন্নপি পূজার্হে অপরাদ্ধা শকুন্তলা" ৪র্থ অঙ্ক, অপরাদ্ধং যুবতীষু ৩ ৭ "পুংসি বিশ্বসিতি কুত্র কুমারী" নৈষধ ৫।১১০, "তস্মাৎ হরিণা বিশশঙ্কঃ" কুমারসম্ভবম্ ৫।১৫, "সর্বে সগন্ধেষু বিশ্বসিতি" ৫ম অঙ্ক।

গোত্রম্—"বংশ-পরম্পরা-প্রসিদ্ধমাদিপুরুষব্রাহ্মণ-রূপং গোত্রম্" ইতি উদাহৃতত্ত্বম্; কিন্তু গোত্র-প্রবর-নিবন্ধ-কদম্বের ভূমিকায় লিখিত আছে—"তত্র গোত্রং নাম বংশঃ কুলং সন্ততিরিত্যপি নার্থান্তরম্, যস্মাদৃষেঃ প্রভৃতি সন্ততিরাদৌ ব্যভিজ্ঞস্য স গোত্রমিত্যাখ্যায়তে।" In অভিনব-মাধবীয় we get

জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রি-গৌতমাঃ।
বসিষ্ঠঃ কশ্যপোঽগস্ত্যো মুনয়ো গোত্রকারিণঃ ॥

সপ্তানামৃষীণামগস্ত্যাষ্টমানাং যদপত্যং তদ্গোত্রমিতি। এষাং যৎ পুত্রপৌত্রাদ্যপত্যমৃষিভূতং তৎ পূর্বভাবিনাম্ অনন্তর-ভাবিনাং চ গোত্রমিত্যর্থঃ। তদাহ পাণিনিঃ 'অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্' ইতি। Thus the গোত্রকার and all his descendants are of the same গোত্র।

কণ্বস্য—সম্বন্ধমাত্র-বিবক্ষয়া ষষ্ঠী। কণ্ব is called কাশ্যপ in মহাভারত (১।৬৭), but his name is not found in the বংশবৃক্ষ of Kaśyapa.

পশ্চাৎ—অব্যয় (Indeclinable), "প্রতীচ্যাং চরমে পশ্চাদুতাপ্যর্থবিকল্পয়োঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ পশ্চাৎ—পশ্চিম দিক্, শেষ; উত—অপ্যর্থ, বিকল্প।

অঙ্গুরীয়ক-দর্শনাৎ—অঙ্গুরীয়কস্য দর্শনম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মাৎ। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী দৃশ্ (to see)—(লট্) পশ্যতি, (লৃট্) দ্রক্ষ্যতি, Passive—দৃশ্যতে, ণিজন্ত—দর্শয়তি, সন্নন্ত—দিদৃক্ষতে (আত্মনেপদী), ক্ত—দৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দৃষ্ট্বা, তুমুন্—দ্রষ্টুম্।

উঢ়পূর্বাম্—পূর্বম্ উঢ়া (সুপ্‌সুপা) তাম্। :পূর্বপদস্য পর-নিপাতঃ পাক্ষিকঃ। Optionally পূর্বোঢ়াম্।

তদ্দুহিতরম্—তস্য দুহিতা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তাম্ Obj. to অবগতঃ।

অবগতঃ—অব-গম্+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী গম্ (to go)—(লট্) গচ্ছতি, (লৃট্) গমিষ্যতি, ণ্যন্ত—গময়তি, সন্নন্ত—জিগমিষতি, যঙন্ত—জঙ্গম্যতে, ক্ত—গতঃ, ক্ত্বা—গত্বা, তুমুন্—গন্তুম্। উপসর্গযোগে অর্থান্তর —আ-গম্—to come, অধি-গম্—to acquire, to study, to obtain, অপ-গম্ —to go away, অনু-গম্—to follow, অব-গম্—to go, নিঃ-গম্—to go out, প্রতি-আ-গম্—to return, সম্-গম্—to meet, to suit (ইহাগচ্ছ বৎস, তমঃ ফলমধিগচ্ছতি, অনুরূপং বরমধিগচ্ছ, তন্মুখাৎ ছায়া অপগতা, ছায়েব ; সা পতিমনুগচ্ছতি, স কৃতাপরাধমাত্মানমবগচ্ছতি, রাজা নগরাৎ নির্গচ্ছতি, স গৃহং প্রত্যাগতঃ, পুত্রঃ পিতরং সঙ্গচ্ছতি, অয়মর্থঃ সঙ্গচ্ছতে।

অহম্—অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

তৎ—ক্লীবলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন। কর্তরি প্রথমা, Nom. to প্রতিভাতি।

চিত্রম্—Adj. to তৎ As his power of recognising Śakuntalā failed when she had actually presented herself, but was roused at the finding of the ring given to her.

ইব—অব্যয় (Indeclinahle), "ব বা-যথা তথেবৈবং সাম্যেঽহো হী চ বিস্ময়ে।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে ; অর্থাৎ সাদৃশ্যের নাম—বৎ, বা, যথা, তথা, ইব, এবম্।

মে—"ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্" ইতি বার্ত্তিকাৎ চতুর্থী। Connected with প্রতিভাতি। Opt. মহ্যম্।

প্রতিভাতি—প্রতি-ভা+লট্ তি।

Ch. of voice. ......অভিমতয়া শ্রূয়তাম্। ......দীর্ঘায়ুষা বৎসেন...... উভয়কুলনন্দনেন ভূয়তাম্। উপবিশ্যতাম্। (সর্বৈঃ......উপবিশ্যতে) ...... প্রত্যাদিশতা অপরাদ্ধেন (ময়া) ভূয়তে ......। ......উঢ়পূর্বা তদ্দুহিতা অবগতা ময়া। তেন চিত্রেণ......প্রতিভায়তে।

৬। মারীচঃ—বৎস ! অলমাত্মাপরাধ-শঙ্কয়া......মুক্তোঽস্মি।

বিসন্ধিপাঠঃ—মারীচঃ—বৎস ! অলম্ আত্মাপরাধ-শঙ্কয়া। সম্মোহঃ অপি ত্বয়ি উপপন্নঃ। শ্রূয়তাম্।

রাজা—অবহিতঃ অস্মি।

মারীচঃ—যদা এব অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ মেনকা প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাং শকুন্তলাম্ আদায় দাক্ষায়ণীম্ উপাগতা, তদা এব ধ্যানাৎ অবগতঃ অস্মি—দুর্বাসসঃ শাপাৎ ইয়ম্ তপস্বিনী সহধর্মচারিণী ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা, ন অন্যথা ইতি। স চ অয়ম্ অঙ্গুলীয়ক-দর্শনাবসানঃ। রাজা—(সোচ্ছ্বাসম্) এষ বচনীয়াৎ মুক্তঃ অস্মি।

Beng. Equivalents. মারীচঃ (মারীচ)—বৎস (বাছা), অলম্ প্রয়োজন নাই) আত্মাপরাধ-শঙ্কয়া (নিজের অপরাধের আশঙ্কায়)। সম্মোহঃ (মোহ) অপি (ও) ত্বয়ি (তোমাতে) উপপন্নঃ (সঙ্গত, সম্ভবপর)। শ্রূয়তাম্ (শোন)। রাজা—অবহিতঃ (অবহিত, মনোযোগী) অস্মি (হইলাম)। মারীচঃ—যদৈব (যখনই) অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ (অপ্সরস্তীর্থে অবতরণের পর) মেনকা (মেনকা) প্রত্যক্ষ-বৈক্লব্যাম্ (প্রত্যক্ষ-ব্যাকুলিতা বা প্রত্যক্ষ-কাতরা) শকুন্তলাম্ (শকুন্তলাকে) আদায় (লইয়া) দাক্ষায়ণীম্ (দক্ষকন্যা অদিতির নিকট) উপাগতা (উপস্থিত হইল), তদৈব (তখনই) ধ্যানাৎ (ধ্যান হইতে বা ধ্যানবলে) অবগতঃ (অবগত বা জ্ঞাত) অস্মি (আছি)—দুর্বাসসঃ (দুর্বাসার) শাপাৎ (অভিশাপ-হেতু) ইয়ম্ (এই) তপস্বিনা (দুঃখিনী) সহধর্মচারিণী (পত্নী) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) প্রত্যাদিষ্টা, (প্রত্যাখ্যাতা), ন অন্যথা (অন্য কোন কারণে নহে) ইতি। স চ (এবং সে [শাপ]) অয়ম্ (এই) অঙ্গুলীয়ক-দর্শনাবসানঃ (অঙ্গুরীয়ক-দর্শনেই শেষ [হইবে])। রাজা—সোচ্ছ্বাসম্ (উচ্ছ্বাসের সহিত) এষ (এই, আপনার এই বাক্যে) বচনীয়াৎ (নিন্দা হইতে) মুক্তঃ (মুক্ত) অস্মি (হইলাম)।

Beng. Trans. মারীচ—বৎস, নিজের অপরাধের আশঙ্কা করিও না। এই মোহও তোমার সঙ্গতই হইয়াছিল। শোন—

রাজা—অবহিত (বা মনোযোগী) হইলাম।

মারীচ—যখনই অপ্সরস্তীর্থে অবতরণের পর প্রত্যক্ষ-কাতরা শকুন্তলাকে লইয়া মেনকা অদিতির নিকট উপস্থিত হইল, তখনই আমি ধ্যানবলে অবগত হইলাম—দুর্বাসার অভিশাপ-হেতু এই দুঃখিনী পত্নী (শকুন্তলা) তোমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, অন্য কোন কারণে নহে, এবং সে (শাপ) অঙ্গুরীয়ক-দর্শনেই শেষ (হইবে)।

রাজা—(উচ্ছ্বাসের সহিত) এই (বাক্যে) নিন্দা হইতে মুক্ত হইলাম।

Eng. Trans. Māricha—My child, don't be afraid of your own fault. Even the stupor in you is justifiable. Listen.

King—I am attentive.

Māricha—When Menakā came to Dākshāyanī (Aditi) bearing Śakuntalā whose calamity was visible owing to the descent into the Nymph's shrine (***Apsarastīrtha***), just then I knew by meditation that this poor (faithful) wife had been repudiated by you (entirely) by the curse of Durvāsas (and) not otherwise. And that (the curse) v · to terminate with the finding of the ring.

Sans. Equivalents অলম্ কিমপি ন সিধ্যতি) আত্মাপরাধ-শঙ্কয়া (স্বীয়াপরাধভয়েন)। সম্মোহঃ (সম্যক্ স্মৃতিভ্রংশঃ) উপপন্নঃ (সুসঙ্গতঃ)। অবহিতঃ (অনন্যমনস্কঃ) অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ (অপ্সরস্তীর্থাবরোহণাৎ) প্রত্যক্ষ-বৈক্লব্যাম্ (প্রত্যক্ষকাতরাম্) আদায় (গৃহীত্বা) দাক্ষায়ণীম্ (অদিতিম্) উপাগতা (সমীপম্ আগতা) ধ্যানাৎ (ধ্যানমবলম্ব্য) অবগতঃ (জ্ঞাতঃ) অস্মি (ভবামি)—দুর্বাসসঃ (তন্নামকমুনেঃ) শাপাৎ (অভিশাপাৎ) তপস্বিনী (শোচ্যা শকুন্তলা) সহধর্মচারিণী (পত্নী), প্রত্যাদিষ্টা (নিরাকৃতা, প্রত্যাখ্যাতা), ন অন্যথা (অন্যৎ কিমপি কারণান্তরং তত্র নাস্তি) । অঙ্গুরীয়ক-দর্শনাবসানঃ (অঙ্গুরীয়ক-দর্শনেনৈব শেষো যস্য) ন স্ববুদ্ধ্যা।

Notes

বৎস—সম্বোধনে।

অলম্—অব্যয় (Indeclinable) ; "অলং ভূষণ-পর্যাপ্তি-শক্তি-বারণ-বাচকম্' ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

আত্মাপরাধ-শঙ্কয়া—আত্মনঃ অপরাধঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তস্য শঙ্কা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তয়া।

সংমোহঃ—সম্-মুহ্+ঘঞ্, পুং প্রথমার একবচন। "মূর্চ্ছা তু কশ্মলং মোহোঽপ্যবমর্দস্তু পীড়নম্"। ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ; অর্থাৎ মোহের নাম—মূর্চ্ছা (স্ত্রী), কশ্মল (ক্লী), মোহ (পুং) ; পরসৈন্য-কর্তৃক পীড়নের নাম—অবমর্দ (পুং), পীড়ন (ক্লী)।

অপি—অব্যয় (Indeclinable) ; "গর্হা-সমুচ্চয়-প্রশ্ন-শঙ্কা-সম্ভাবনাস্বপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

ত্বয়ি—যুষ্মদ্-শব্দের ৭মীর একবচন ; অধিকরণে ৭মী।

উপপন্নঃ—উপ-পদ্+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন।

শ্রূয়তাম্—শ্রু+কর্মবাচ্যে লোট্ তাম্, having for its Nominative ত্বয়া (understood).

অবহিতঃ—অব-ধা+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন; হ্বাদিগণীয় উভয়পদী ধা (to put, to grant, to produce, to bear)—(লট্) দধাতি-ধত্তে, ধাস্যতি-ধাস্যতে, ণিজন্ত—ধাপয়তি, ক্ত—হিতঃ, ক্ত্বাচ্—হিত্বা, তুমুন্—ধাতুম্।

অস্মি—অস্+লট্ মি। ধাতুরূপের জন্য অনু. ৫ দ্রষ্টব্য)

যদা—অব্যয় (Indeclinable)।

এব—অব্যয় (Indeclinable); "স্যুরেবং তু পুনর্বৈ-বেত্যবধারণবাচকাঃ"। ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ—অপ্সরস্তীর্থে অবতরণম্ (সপ্তমী-তৎপুরুষঃ) তস্মাৎ।

"স্ত্রিয়াং বহুষ্বপ্সরসঃ স্বর্বেশ্যা উর্বশীমুখাঃ।" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে; তথা,

"বিদ্যাধরাপ্সরোযক্ষ-রক্ষোগন্ধর্ব-কিন্নরাঃ।

পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ।" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে।

"নিপানাগময়োস্তীর্থমৃষিজুষ্টে জলে গুরৌ।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ তীর্থ=নিপান, শাস্ত্র, ঋষিসেবিত জল (প্রভাস-পুষ্করাদি), গুরু (স্ত্রী)।

প্রত্যক্ষ-বৈক্লব্যাম্—প্রত্যক্ষম্—অক্ষোঃ সমীপম্ (অব্যয়ীভাব-সমাসঃ), প্রত্যক্ষং বৈক্লব্যম্ যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ) তাম্।

শকুন্তলাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to আদায়।

আদায়—আ-দা+ল্যপ্। হ্বাদিগণীয় উভয়পদী দা (to give)—(লট্) দদাতি-দত্তে, (লৃট্) দাস্যতি-দাস্যতে, ণিচ্—দাপয়তি, তুমুন্—দাতুম্, ক্ত—দত্তঃ ক্ত্বাচ্—দত্ত্বা।

দাক্ষায়ণীম্—দক্ষ+ফিঞ্ (অপত্যার্থে)+স্ত্রিয়াম্ ঙীষ্, দ্বিতীয়ার একবচন। Wife of মারীচ (কশ্যপ), known as অদিতি।

উপাগতা—উপ-আ-গম্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ টাপ্।

মেনকা—মি+নক্ (কর্তৃবাচ্যে) স্ত্রিয়াম্ টাপ্। Mother of Śakuntalā.

তদা—অব্যয় (Indeclinable)।

এব—অব্যয় (Indeclinable); "স্যুরেবং তু পুনর্বৈবেত্যবধারণবাচকাঃ।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

ধ্যানাৎ—ধ্যানমবলম্ব্য ইত্যর্থে 'ল্যব্লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ' ইতি বার্ত্তিকাৎ পঞ্চমী।

অবগতঃ—অব-গম্+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন।

অস্মি—অস্+লট্ মি।

১ দুর্বাসসঃ—দুর্বাসস্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন। শেষে ষষ্ঠী।

শাপাৎ—শপ্+ঘঞ্, পঞ্চমীর একবচন। 'বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্' (২।৩।২৫) ইতি হেতৌ পঞ্চমী (H. S. Gram.—Lahiri & Sastri. p. 106).

ইয়ম্—স্ত্রীলিঙ্গ ইদম্-শব্দের প্রথমার একবচন।

তপস্বিনী—তপস্+বিন্+স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্।

সহধর্মচারিণী—সহ-ধর্ম+চর্+ণিন্+স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। সহ ধর্মং চরতি যা সা (উপপদ-তৎপুরুষঃ)

ত্বয়া—যুষ্মদ্-শব্দের তৃতীয়ার একবচন; অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

প্রত্যাদিষ্টা—প্রতি-আ-দিশ্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ টাপ্।

ন—অব্যয় (Indeclinable), "অভাবে নহ্য নো নাপি, মাস্ম মালং চ বারণে।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

অন্যথা—অব্যয় (Indeclinable)।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable); "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

সঃ—পুংলিঙ্গ তদ্ শব্দের প্রথমার একবচন। Refers to শাপঃ।

চ—অব্যয় (Indeclinable)।

অয়ম্—পুংলিঙ্গ ইদম্-শব্দের প্রথমার একবচন।

অঙ্গুরীয়ক-দর্শনাবসানঃ—অঙ্গুরীয়কস্য দর্শনম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তদেব অবসানং যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

সোচ্ছ্বাসম্—উচ্ছ্বাসেন সহ বর্তমানম্ যথা স্যাত্তথা (বহুব্রীহিঃ)।

এষঃ—পুংলিঙ্গ এতদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

বচনীয়াৎ—বচ্+অনীয়র্+পঞ্চমীর একবচন।

মুক্তঃ—মুচ্+ক্ত, পুং প্রথমার একবচন।

অস্মি—অস্+লট্ মি।

Ch. of voice. ···সম্মোহেন ·····উপপন্নেন (ভূয়তে)। শৃণু। অবহিতেন (ময়া) ভূয়তে।··· ··মেনকয়া·······দাক্ষায়ণী উপাগতা,······অবগতেন (ময়া) ভূয়তে— ······ইমাম্ তপস্বিনীম্ সহধর্মচারিণীং ত্বং প্রত্যাদিষ্টবান্,···। তেন······ অনেন অঙ্গুরীয়কদর্শনাবসানেন (ভূয়তে)। ···এতেন···মুক্তেন (ময়া) ভূয়তে।

৭। শকুন্তলা—(স্বগতম্) দিষ্ট্যা অকারণ ··উপচরন্তী তিষ্ঠতি।

বিসন্ধিপাঠঃ—শকুন্তলা—(স্বগতম্) দিষ্ট্যা অকারণ-প্রত্যাদেশী ন আর্যপুত্রঃ। ন হি শপ্তম্ আত্মানম্ স্মরামি। অথবা প্রাপ্তঃ ময়া সঃ হি শাপঃ বিরহ-শূন্য-হৃদয়য়া ন বিদিতঃ। যতঃ সখীভ্যাং সন্দিষ্টা অস্মি ভর্ত্রে অঙ্গুরীয়কং দর্শয়িতব্যম্ ইতি।

মারীচঃ—বৎসে! বিদিতার্থা অসি। তৎ ইদানীম্ সহ-ধর্মচারিণম্ প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্য্যঃ।

অদিতিঃ—ভগবন্! অস্যাঃ দুহিতৃ-মনোরথ-সম্পত্তেঃ কণ্বঃ অপি তাবৎ শ্রুতি-বিস্তারঃ ক্রিয়তাম্। দুহিতৃ-বৎসলা মেনকা ইহ এব উপচরন্তী তিষ্ঠতি।

Beng. Equivalents. স্বগতম্ (স্বগত) দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) অকারণ-প্রত্যাদেশী (অকারণে প্রত্যাখ্যানকারী) ন (নহেন) আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্র)। ন হি (নিশ্চয়ই না) শপ্তম্ (অভিশপ্ত) আত্মানম্ (নিজেকে) স্মরামি (স্মরণ করিতেছি)। অথবা প্রাপ্তঃ (লব্ধ) ময়া (আমার দ্বারা) স হি (সেই) শাপঃ (শাপ) বিরহ-শূন্য-হৃদয়য়া (বিচ্ছেদের জন্য শূন্য হৃদয় যাহার তদ্দ্বারা) ন বিদিতঃ (জ্ঞাত হয় নাই)। যতঃ (যেহেতু) সখীভ্যাং (সখীদ্বয়ের দ্বারা) সন্দিষ্টা অস্মি (সম্যক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম) ভর্ত্রে (স্বামীকে) অঙ্গুরীয়কম্ (আংটিটি) দর্শয়িতব্যম্ (দেখাইতে হইবে) ইতি।

মারীচঃ (মারীচ)—বৎসে (বাছা) বিদিতার্থা (জ্ঞাত হইয়াছে সমস্ত বৃত্তান্ত যে) অসি (হইয়াছ)। তৎ (সেই হেতু) ইদানীম্ (এখন) সহধর্মচারিণম্ প্রতি (স্বামীর প্রতি) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) মন্যুঃ (ক্রোধ) ন কার্যঃ (করা উচিত নহে)।

অদিতিঃ (অদিতি)—ভগবন্ (ভগবন্) দুহিতৃ-মনোরথ-সম্পত্তেঃ (দুহিতার মনোরথ-চরিতার্থতা) কণ্বঃ অপি তাবৎ (কণ্বকেও) শ্রুতিবিস্তারঃ ক্রিয়তাম্ (বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করান উচিত)। দুহিতৃবৎসলা (কন্যাবৎসল) মেনকা ইহ এব (এখানেই) উপচরন্তী (পরিচর্যা-পরায়ণা) তিষ্ঠতি (উপস্থিত আছে)।

Beng. Trans. শকুন্তলা—(স্বগত) কি সৌভাগ্য যে আর্যপুত্র আমাকে অকারণ প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু আমি নিজেকে অভিশপ্ত বলিয়া স্মরণ করিতে পারিতেছি না, অথবা (হয়ত) আমি সেই অভিশাপ পাইয়াছিলাম, কিন্তু বিচ্ছেদের জন্য শূন্য-হৃদয়া বলিয়া শুনিতে পাই নাই, কেননা সখীরা বিশেষভাবে আমাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, আর্যপুত্রকে অঙ্গুরীয়কটি দেখাইতে হইবে। মারীচ—বাছা, (এখন ত) তুমি সমস্ত বৃত্তান্তই জানিতে পারিয়াছ। অতএব সহ-ধর্মচারী (স্বামীর) প্রতি তুমি ক্রোধ করিও না।

অদিতি—ভগবন্, দুহিতার মনোরথ-চরিতার্থতা (অর্থাৎ প্রিয়-সমাগমরূপ সাফল্য) মহর্ষি কণ্বকেও বিস্তারিতভাবে জানান হউক। কন্যা-বৎসলা মেনকা তপস্যার পরিচর্যা-পরায়ণা হইয়া এইখানেই উপস্থিত আছে।

Eng. Trans. Luckily (my) husband did not reject (me) without (good) reason. But, I do not recollect myself to have been cursed. Or (in all probability) I got the curse, but it was not heard by me with my heart distracted by separation, for I was advised by my two friends that the ring was to be shown to (my) husband.

Mārīcha—My child, (now) you have known the facts, so you should not be wroth towards your partner in piety.

Aditi—Your Reverence ! Let Kanva, too, be informed in details of the fulfilment of his daughter's wish. Menaka, fond of (her) daughter, however, is present here waiting on me.

Sans. Equivalents. স্বগতম্ (আত্মগতম্) দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশাৎ) অকারণ-প্রত্যাদেশী (কারণং বিনৈব প্রত্যাখ্যানকারী) ন আর্যপুত্রঃ (ভর্তা)। ন হি শপ্তম্ (শাপগ্রস্তম্, দুর্বাসঃ-শাপ-বিষয়ীভূতম্) আত্মানম্ (স্বম্) স্মরামি। অথবা (পক্ষান্তরে) প্রাপ্তঃ ময়া স হি শাপঃ (দুর্বাসঃ-শাপঃ) বিরহ-শূন্য-হৃদয়য়া (ভর্তৃবিয়োগেণ বিষয়ান্তরাস্পৃষ্টং হৃদয়ং যস্যাঃ তয়া) ন বিদিতঃ (জ্ঞাতঃ)। যতঃ (যস্মাৎ) সখীভ্যাম্ (অনসূয়া-প্রিয়ংবদাভ্যাম্) সংদিষ্টা (সম্যক্ উপদিষ্টা) ভর্ত্রে (স্বামিনে) অঙ্গুলীয়কম্ (অঙ্গুরীয়কম্) দর্শয়িতব্যম্ (প্রদর্শনীয়ম্) ইতি। বিদিতার্থা (অবগত-বৃত্তান্তা [পত্যুরপরাধাভাব-রূপঃ বৃত্তান্তঃ]) অসি (ভবসি)। তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) ইদানীম্ (অধুনা) সহধর্মচারিণম্ (ভর্তারম্) প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ (ক্রোধঃ) কার্য্যঃ (করণীয়ঃ, যতস্তথাত্বে সহধর্ম-চরণস্যৈব ব্যাঘাতঃ স্যাৎ)। দুহিতৃ-মনোরথ-সম্পত্তেঃ (শকুন্তলায়াঃ [ভর্তৃ-পুত্র-সমাগমরূপ-] বাসনা-সিদ্ধেঃ) শ্রুতি-বিস্তারঃ (শ্রবণ-বাহুল্যম্) দুহিতৃ-বৎসলা (কন্যায়াং স্নেহযুক্তা) ইহ (অত্র) উপচরন্তী (মাং সেবমানা)।

Notes

দিষ্ট্যা—অব্যয় (Indeclinable) ; "দিষ্ট্যা সমুপজোষমিত্যানন্দে" ; অর্থাৎ আনন্দের নাম— দিষ্ট্যা, শম্, উপজোষম্ (উপযোষম্)।

অকারণ-প্রত্যাদেশী—অকারণং প্রত্যাদিশতি যঃ সঃ (বহুব্রীহিঃ)। Śakuntalā was all along under the impression that she had been rejected by the king without any reason. But now, knowing about the curse her mind, free from inquietude, has become perfectly serene. For a permanent and complete union of the two souls this was essential.

ন—অব্যয় (Indeclinable) ; "অভাবে নহ্য নো নাপি, মাস্ম মালং চ বারণে।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

আর্যপুত্রঃ— আর্যস্য (শ্বশুরস্য) পুত্রঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

হি—অব্যয় (Indeclinable). "অহ্হেত্বাস্তুদে খেদে, হি হেত্ববধারণে ; ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। হি—হেতু বা নিশ্চয়বোধক।

শপ্তুম্—শপ্+ক্ত, দ্বিতীয়ার একবচন। Adj. to আত্মানম্। শপ্-ধাতু ভ্বাদিগণীয় ও দিবাদিগণীয় উভয়পদী (to curse, to blame)—(লট্) শপতি-শপতে, শপ্যতি-শপ্যতে, (লৃট্) শপ্স্যতি-শপ্স্যতে। ক্ত—শপ্ত (শরীর-স্পর্শপূর্বক) শপথ অর্থে শপ্ আত্মনেপদী—শপতে "শপ উপালম্ভে"

আত্মানম্—আত্মন্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন ; কর্মণি ২য়া। Obj. to স্মরামি। "আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ আত্মন্—যত্ন, ধৃতি বুদ্ধি, স্বভাব, ব্রহ্ম, দেহ (পুং)।

স্মরামি—স্মৃ+লট্ মি ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী স্মৃ (to recollect, to think upon, to remember)—(লট্) স্মরতি, (লৃট্) স্মরিষ্যতি, Passive—স্মর্যতে, ণিজন্ত—স্মারয়তি, সন্নন্ত—সুস্মূর্ষতে, ক্ত—স্মৃতঃ, তব্যৎ—স্মর্তব্যঃ, ক্ত্বাচ্—স্মৃত্বা, তুমুন্—স্মর্তুম্।

অথবা—অব্যয় (Indeclinable)।

প্রাপ্তঃ—প্র-আপ্+ক্ত, পুং ১মা ১ বচন ; Adj. to শাপঃ। স্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী আপ্ (to obtain, to pervade)—(লট্) আপ্নোতি, (লৃট্) আপ্স্যতি, ণিজন্ত—আপয়তি, Passive—আপ্যতে, সন্নন্ত—ঈপ্সতি, ক্ত—আপ্তঃ, ক্ত্বাচ্—আপ্ত্বা, তুমুন্—আপ্তুম্।

ময়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া, অস্মদ্-শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

সঃ—পুংলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

হি—অব্যয় (Indeclinable) ; "হি হেত্ববধারণে"।

শাপঃ—শপ+ঘঞ্, প্রথমার একবচন ; উক্তে কর্মণি প্রথমা। (শপ্-ধাতু রূপ অনু. ৫ দ্রষ্টব্য)।

বিরহ-শূন্য-হৃদয়য়া—বিরহেণ শূন্যম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ), বিরহশূন্যং হৃদয়ং যস্যাঃ (বহুব্রীহিঃ) তয়া।

ন—অব্যয় (Indeclinable).

বিদিতঃ—বিদ্+ক্ত পুং ১মা ১বচন।

N. B. বেত্তি-বেদ বিদি জ্ঞানে, বিত্তে বিদি বিচারণে
বিদ্যতে বিদি সত্তায়াং, লাভে বিন্দতি-বিন্দতে ॥
বেত্তেস্তু বিদিতো নিষ্ঠা, বিদ্যতেবিন্ন ইষ্যতে।
বিত্তেবিন্নশ্চ বিত্তশ্চ, ভোগে বিন্নশ্চ বিন্দতেঃ ॥ ইতি কাশিকায়াম্।

অর্থাৎ (১) অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী জ্ঞানার্থক বিদ্-ধাতুর লট্ তি—বেত্তি বা বেদ, ক্ত—বিদিতঃ,

(২) রুধাদিগণীয় আত্মনেপদী বিচারণার্থক বিদ্-ধাতুর লট্ তে—বিত্তে, ক্ত—বিন্নঃ বা বিত্তঃ,

(৩) দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী সত্তার্থক বিদ্-ধাতুর লট্ তে—বিদ্যতে, ক্ত—বিন্নঃ,

(৪) তুদাদিগণীয় উভয়পদী লাভার্থক বিদ্-ধাতুর লট্ তি বা তে—বিন্দতি বা বিন্দতে, ক্ত—বিন্নঃ।

যতঃ—যদ্+তস্; অব্যয় (Indeclinable)।

সখীভ্যাম্—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া, স্ত্রীলিঙ্গ সখী-শব্দের তৃতীয়ার দ্বিবচন Refers to অনসূয়া and প্রিয়ংবদা।

সন্দিষ্টা—সম্-দিশ্+ক্ত, স্ত্রিয়াম্ আপ্। (দিশ-ধাতুর রূপ অনু. ৪ দ্রষ্টব্য)

অস্মি—অস্+লট্ মি। (অস্-ধাতুর রূপ অনু. ৫ দ্রষ্টব্য)।

ভর্ত্রে—ভর্তৃ-শব্দ চতুর্থীর একবচনে। 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্।' (ভৃ-ধাতুর রূপ অনু. ১ দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গুলীয়কম্—উক্তে কর্মণি প্রথমা, অঙ্গুলি+ছ+কন্ (স্বার্থে)।

দর্শয়িতব্যম্—দৃশ্+ণিচ্+তব্যৎ+ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচন। (দৃশ্-ধাতু রূপ অনু. ৪ দ্রষ্টব্য)।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable); "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

বৎসে—বৎসা-শব্দের সম্বোধনে।

বিদিতার্থা—বিদিতঃ অর্থঃ যয়া সা (বহুব্রীহিঃ)। (বিদ্-ধাতুর রূপ এই অনুচ্ছেদেই পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

অসি—অস্+লট্ সি। (অস্-ধাতুর রূপ অনু. ৫ দ্রষ্টব্য।

তৎ—অব্যয় (Indeclinable)।

ইদানীম্—ইদম্+দানীম্; অব্যয় (Indeclinable)।

সহধর্মচারিণম্—সহ-ধর্ম-চর্+ণিন্+দ্বিতীয়ার একবচন। 'প্রত্যনু-ধিক্-নিকষান্তরান্তরেণ-যাবদ্ভিঃ" ইতি প্রতি-যোগে দ্বিতীয়া। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী

চর্ (to walk)—(লট্) চরতি, (লৃট্) চরিষ্যতি, ণিজন্ত—চারয়তি, সন্নন্ত—চিচরিষতি, ক্ত—চরিতঃ, তুমুন্—চরিতুম্।

উপসর্গযোগে অর্থান্তর—আ-চর্—to behave, to practise ; অনু-চর্—to follow ; উৎ-চর্—to transgress, উৎ-চর্+ণিচ্—to utter, পরি-চর্—to serve, উপ-চর্—to worship, বি-অভি-চর্—to go astray, সম্-আ-চর্—to perform, সম্-চর্—to roam, to ride.

N. B. By 'সমস্তৃতীয়াযুক্তাৎ' সম্-চর্ with a তৃতীয়ান্ত word takes আত্মনেপদ—অশ্বেন সঞ্চরতে, রথেন সঞ্চরতে, but সঞ্চরতি ক্ষেত্রে।

প্রতি—অব্যয় (Indeclinable) ; "প্রতি প্রতিনিধৌ বীপ্সালক্ষণাদৌ প্রয়োগতঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

ত্বয়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া ; যুষ্মদ্-শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

মন্যুঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা ; "মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ মন্যু=দৈন্য, যজ্ঞ বা ক্রোধ।

কার্যঃ—কৃ+ণ্যৎ+পুংলিঙ্গ ১মার ১বচন।

ভগবন্—ভগ+মতুপ্ সম্বোধনে (অম্ব ৪ দ্রষ্টব্য)।

অস্যাঃ—স্ত্রীলিঙ্গ ইদম্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন।

দুহিতৃ-মনোরথ সম্পত্তেঃ—দুহিতুঃ মনোরথঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ); তস্য সম্পত্তিঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্যাঃ। সম্পত্তি=শ্রী বা সৌভাগ্য, here it means সিদ্ধি according to some commentators. "সম্পত্তিঃ শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ, বিপত্ত্যাং বিপদাপদৌ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে।

কণ্বঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা।

অপি—অব্যয় (Indeclinable) ; "গর্হা-সমুচ্চয়-প্রশ্ন-শঙ্কা-সম্ভাবনাস্বপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

তাবৎ—অব্যয় (Indeclinable)।

শ্রুতি-বিস্তারঃ—শ্রুতেঃ বিস্তারঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) ; "বিস্তারো বিগ্রহো ব্যাসঃ, স চ শব্দস্য বিস্তরঃ" ইত্যমরঃ সঙ্কীর্ণবর্গে। বিস্তারঃ—বি-স্তৃ+ঘঞ্।

অন্যত্র বিষ্টরঃ=আসনম্, 'বৃক্ষাসনয়োর্বিষ্টরঃ' ৩।৩।৩১।

ক্রিয়তাম্—কৃ+কর্মবাচ্যে লোট্-তাম্। (কৃ-ধাতুর রূপের ভাষ্য স্থ. ২ দ্রষ্টব্য।

দুহিতৃবৎসলা—দুহিতরি বৎসলা (৭মী-তৎপুরুষঃ)। বৎসলা—বৎস+লচ্ (অস্ত্যর্থে)+স্ত্রিয়াম্ টাপ্। বৎসল—স্নেহযুক্ত, অনুরক্ত।

মেনকা—Mother of Śakuntalā.

ইহ—অব্যয়(Indeclinable).

এব—অব্যয় (Indeclinable) ; "স্যাদেবং তু পুনর্বৈবেত্যবধারণ-বাচকাঃ।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

উপচরন্তী—উপ-চর্ + শতৃ + স্ত্রিয়াম্ ঈপ্। (চর্-ধাতুর-রূপ অন্থ. ৫ দ্রষ্টব্য)।

তিষ্ঠতি—স্থা + লট্ তি।

Ch. of voice. ······অকারণ-প্রত্যাদেশিনা······আর্যপুত্রেণ (ভূয়তে)।······শপ্তঃ আত্মা স্মর্য্যতে (ময়া)। ······প্রাপ্তবতী অহং ত্বং হি শাপম্, বিরহশূন্যহৃদয়া ন বিদিতবতী। ······সান্দষ্টয়া (ময়া) ভূয়তে······। ······বিদিতার্থয়া (ত্বয়া) ভূয়তে।······ত্বং মন্যুং করিষ্যসি ।······শ্রুতিবিস্তারং কুরু। দুহিতৃবৎসলয়া মেনকয়া······উপচরন্ত্যা স্থীয়তে।

৮। শকুন্তলা (আত্মগতম্) মনোগতং······অয়মস্মি।

বিসন্ধিপাঠঃ—শকুন্তলা—(আত্মগতম্) মনোগতম্ মে ভণিতম্ ভগবত্যা।

মারীচঃ—তপঃ-প্রভাবাৎ প্রত্যক্ষম্ সর্বম্ এব তত্র ভবতঃ।

রাজা—অতঃ খলু মম অনতিক্রুদ্ধঃ মুনিঃ।

মারীচঃ—তথা অপি অসৌ প্রিয়ম্ অস্মাভিঃ আপ্রষ্টব্যঃ। কঃ কঃ অত্র ভোঃ।

(প্রবিশ্য)

শিষ্যঃ—ভগবন্! অয়ম্ অস্মি।

Beng. Equivalents. মনোগতম্ (মনোগত ভাব) মে (আমার) ভণিতম্ (কথিত হইয়াছে) ভগবত্যা (ভগবতীর দ্বারা)। তপঃ-প্রভাবাৎ (তপস্যার প্রভাব-বশতঃ) প্রত্যক্ষম্ (প্রত্যক্ষ) সর্বম্ এব (সবই) তত্র-ভবতঃ (তাঁহার)। অতঃ খলু (এই জন্যই) মম (আমার উপর) অনতিক্রুদ্ধঃ (খুব বেশী ক্রুদ্ধ না যিনি) মুনিঃ (মুনি)। তথাপি (তাহা হইলেও) অসৌ (তাঁহাকে) প্রিয়ম্ (প্রিয়) অস্মাভিঃ (আমাদের দ্বারা) আপ্রষ্টব্যঃ (জানান উচিত)। কঃ কঃ (কে কে) অত্র (এখানে) ভোঃ (ওহে)। ভগবন্ (ভগবন্) অয়ম্ (এই) অস্মি (আমি আছি)।

Beng. Trans. শকুন্তলা—(স্বগত) ভগবতীর দ্বারা আমার মনোগত ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

মারীচ—তপস্যার বলে তিনি সমস্তই অবগত হইয়াছেন।

রাজা—এই জন্যই তিনি আমার প্রতি অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হন নাই।

মারীচ—তাহা হইলেও (পুত্রের সহিত শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত গ্রহণ করিয়াছেন এই) প্রিয় সংবাদটি তাঁহাকে জানান উচিত। ওহে, এখানে কে কে আছ?

প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া), শিষ্য—ভগবন্, এই আমি আছি।

Eng. Trans. Sakuntalā (Aside)—Her Reverence has given utterance to what is in (my) heart.

Mārīcha—Palpable (is) all this to His Reverence (Kaṇva) through the power of penance.

King—It is therefore that the sage was not very angry with me.

Mārīcha—Nevertheless (this) happy news should be sent to him by us. Who, who is there, ho ?

(Entering) Pupil—Here I am, Your Reverence.

Sans. Equivalents. মনোগতম্ (অভিপ্ৰেত স্বৰূপম্) মে (মম) ভণিতম্ (কথিতম্) ভগবত্যা (দেব্যা অদিত্যা) তপঃপ্রভাবাৎ (তপস্যাবলাৎ) প্রত্যক্ষম্ (দৃষ্টিগোচরম্) তত্রভবতঃ (পূজ্যস্য কণ্বস্য)। অনতিক্রুদ্ধঃ (ন অতিরুষ্টঃ) প্রিয়ম (প্রিয়-বার্তাম্) শ্রাবয়িতব্যঃ (বিজ্ঞাপয়িতব্যঃ, শ্রাবয়িতব্যো বা)।

Notes

আত্মগতম্—আত্মানং গতম্ (দ্বিতীয়া-তৎপুরুষঃ)। By the rule "দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত-পতিত-গতাত্যস্ত-প্রাপ্তাপন্নৈঃ"। (গম্-ধাতুর রূপ অনু. ৪ দ্রষ্টব্য)

মনোগতম্—মনঃ গতম্ (দ্বিতীয়া-তৎপুরুষঃ) [পূর্ববৎ]

মে—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, Opt. মম।

ভণিতম্—ভণ্ + ক্ত, ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার একবচন। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভণ্ (to say)—(লট্) ভণতি, (লৃট্) ভণিষ্যতি, ক্ত্বাচ—ভণিত্বা।

ভগবত্যা—ভগ + মতুপ + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ, তৃতীয়ার একবচনে (অনু. ৪ দ্রষ্টব্য)।

তপঃপ্রভাবাৎ—প্রকৃষ্টো ভাবঃ (প্রাদি), তপসঃ প্রভাবঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মাৎ।

প্রত্যক্ষম্—অক্ষ্ণোঃ সমীপম্ (অব্যয়ীভাব-সমাসঃ)

সর্বম্—ক্লীবলিঙ্গ সর্ব-শব্দের প্রথমার একবচন।

এব—অব্যয় (Indeclinable); "স্যাদেবং তু পুনর্বৈবেত্যবধারণ-বাচকাঃ"। ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

তত্রভবতঃ—শেষে ষষ্ঠী, তত্র + ভূ + ভবতু, ষষ্ঠীর একবচন।

অতঃ—এতদ্ + তস্; By the rules "এতদোঽশ্" and "ত্যদাদীনাম্ অঃ"।

খলু—"নিষেধ-বাক্যালঙ্কার-জিজ্ঞাসানুনয়ে খলু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

মম—শেষে ষষ্ঠী The other reading is মাম্ অনতিক্রুদ্ধঃ। The দ্বিতীয়া in মাম্ is due to "ক্রুধ-দ্রুহোরুপসৃষ্টয়োঃ কর্ম" ১। ৪। ৩৮

অনতিক্রুদ্ধঃ—অতিশয়িতঃ ক্রুদ্ধঃ (প্রাদি-সমাসঃ); ন অতিক্রুদ্ধঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ)।

মুনিঃ—কর্তরি প্রথমা।

তথাপি—তথা+অপি ; অব্যয়।

অসৌ—গৌণে কর্মণি প্রথমা। In connection with the root প্রচ্ছ্ in আপ্রষ্টব্যঃ।

প্রিয়ম—কর্মণি দ্বিতীয়া (প্রধান বা মুখ্য কর্ম)।

অস্মাভিঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

আপ্রষ্টব্যঃ—আ-প্রচ্ছ্+তব্যৎ, পুং প্রথমার একবচন। 'অস্মাভিঃ অসৌ প্রিয়ম আপ্রষ্টব্যঃ'—'অপ্রধানে দুহাদীনাং প্রধানে নী-হৃ-কৃষ্-বহাম্' ইতি প্রচ্ছ্-ধাতোঃ গৌণে কর্মণি প্রথমা।

কঃ—কিম্ শব্দের প্রথমার একবচন।

কোঽত্র—কঃ+অত্র।

ভোঃ—অব্যয় (Indeclinable)।

প্রবিশ্য—প্র-বিশ্+ল্যপ্।

ভগবন্—ভগ+মতুপ্ সম্বোধনে।

অয়ম্—পুং ইদম্-শব্দের প্রথমার একবচন।

অস্মি—অস্+লট্ মি। [অস্-ধাতুর রূপের অনু.অনু. ৪ দ্রষ্টব্য]

Ch. of voice. ······ভণিতবতী ভগবতী। ······প্রত্যক্ষেণ সর্বৈরেব······ (ভূয়তে)। ·· ··অনতিক্রুদ্ধেন মুনিনা (ভূয়তে)। ······অমুম্······বয়ম আপর্ক্ষ্যামঃ। কেন কেন······(স্থীয়তে)।······অনেন ভূয়তে।

৯। **মারীচঃ—গালব! ইদানীমেব······ভগবান্।**

বিসন্ধিপাঠঃ—মারীচঃ—গালব! ইদানীম্ এব বিহায়সা গত্বা মম বচনাৎ তত্রভবতে কণ্বায় প্রিয়ম্ আবেদয় যথা—পুত্রবতী শকুন্তলা তচ্ছাপ-নিবৃত্তৌ দুষ্মন্তেন প্রতিগৃহীতা ইতি।

শিষ্যঃ—যৎ আজ্ঞাপয়তি ভগবান্।

মারীচঃ—বৎস! ত্বম্ অপি সাপত্য-দার-সহিতঃ সখ্যুঃ আখণ্ডলস্য রথম্ আরুহ্য রাজধানীং প্রতিষ্ঠস্ব।

রাজা—যৎ আজ্ঞাপয়তি ভগবান্।

Beng. Equivalents. মারীচঃ (মারীচ)—গালব (হে গালব) ইদানীমেব (এখনই) বিহায়সা (আকাশপথে) গত্বা (যাইয়া) মম বচনাৎ (আমার নাম করিয়া) তত্রভবতে (পূজ্য) কণ্বায় (কণ্বকে) প্রিয়ম্ (এই শুভসংবাদ) আবেদয় (জানাও)

যথা (যে) পুত্রবতী (সপুত্রক) শকুন্তলা (শকুন্তলা) তচ্ছাপ-নিবৃত্তৌ (তাহার অভিশাপের নিবৃত্তি হওয়াতে) দুষ্মন্তেন (দুষ্মন্তের দ্বারা) প্রতিগৃহীতা (গৃহীত হইয়াছে)। শিষ্য—যৎ (যে) আজ্ঞাপয়তি (আদেশ করিতেছেন) ভগবান্ (ভগবান্)। মারীচ—বৎস (বাছা) ত্বমপি (তুমিও) সাপত্য-দার-সহিতঃ (পুত্র ও স্ত্রীর সহিত) সখ্যুঃ আখণ্ডলস্য (সখা ইন্দ্রের) রথম্ (রথ) আরুহ্য (আরোহণ করিয়া) রাজধানীম্ (রাজধানীতে) প্রতিষ্ঠস্ব (প্রস্থান কর)। রাজা—যৎ (যাহা) আজ্ঞাপয়তি (আদেশ করিতেছেন) ভগবান (ভগবন্)।

Beng. Trans. মারীচ—গালব, (তুমি) এখনই আকাশপথে গিয়া আমার নাম করিয়া পূজনীয় কণ্বকে এই শুভ-সংবাদটি জানাও যে, তাহার (শকুন্তলার) অভিশাপের নিবৃত্তি হওয়াতে সপুত্রক শকুন্তলা দুষ্মন্তের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে।

শিষ্য—ভগবন্ যেরূপ আদেশ করিতেছেন (যে আজ্ঞা, ভগবন্।)

মারীচ—বৎস, তুমিও পুত্র ও স্ত্রীর সহিত সখা ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে প্রস্থান কর।

রাজা—ভগবন্ যেরূপ আদেশ করিতেছেন (যে আজ্ঞা, ভগবন্)।

Eng. Trans. Mārīcha—Gālava ! Just now having gone through the air convey to the venerable Kaṇva at my bidding, that on the expity of her curse Sakuntalā with her son has been accepted by Dushmanta.

Pupil—As your Reverence commands.

Mārīcha—My child ! You too having mounted the chariot of your friend Indra, along with (your) child and wife, set out for your capital.

King—As your Reverence commands.

Sans. Equivalents. গালব (তন্নামক-শিষ্য) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) মম বচনাৎ (মমাদেশানুসারতঃ) তত্রভবতে (পূজ্যায়) কণ্বায় (কণ্ব-নামকায় ঋষয়ে) আবেদয় (কথয়)—পুত্রবতী (তনয়সহিতা) তচ্ছাপ-নিবৃত্তৌ (দুর্বাসঃ-শাপাবসানে) প্রতিগৃহীতা (কলত্ররূপেণ স্বীকৃতা) আজ্ঞাপয়তি (আদিশতি)। সাপত্য-দার-সহিতঃ (স্ত্রী-পুত্র-সহিতঃ) সখ্যুঃ (মিত্রস্য) আখণ্ডলস্য (ইন্দ্রস্য) রথম্ (স্যন্দনম্) আরুহ্য (অধিরুহ্য) রাজধানীম্ (স্বাবাসস্থানম্) প্রতিষ্ঠস্ব (গচ্ছ)। আজ্ঞাপয়তি (আদিশতি)।

Notes

ইদানীমেব—ইদানীম্+এব ; ইদানীম্—ইদম্+দানীম্ ; অব্যয়।

• বিহায়সা—করণে তৃতীয়া, বিহায়স্-শব্দ (পুংলিঙ্গ, বা ক্লীবলিঙ্গ) ৩য়ার ১বচন।

আকাশবোধক শব্দ—'দ্যোদিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ামভ্রং ব্যোম পুষ্করমম্বরম্।
নভোঽন্তরিক্ষং গগনমনন্তং সুরবর্ত্ম খম্॥
বিয়দ্বিষ্ণুপদং বা তু পুংস্যাকাশ-বিহায়সী।
বিহায়সোঽপি নাকোঽপি দ্যুরপি স্যাত্তদব্যয়ম্॥
তারাপথোঽন্তরিক্ষং চ মেঘাধ্বা চ মহাবিলম্।" ইত্যমরঃ ব্যোমবর্গে।

"বিহায়াঃ শকুনৌ পুংসি, গগনে পুং-নপুংসকম্" ইতি মেদিনী।

গত্বা—গম+ক্ত্বাচ্।

মম—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, অস্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে; Opt. মে।

বচনাৎ—'বচনম্ অনুসৃত্য' ইতি ল্যব্‌লোপে ৫মী।

তত্রভবতে—Adj. to কণ্বায়।

কণ্বায়—'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি চতুর্থী। The verb is আবেদয়।

প্রিয়ম্—প্রী+ক (কর্তৃবাচ্যে), প্রীতিজনকং বাক্যমিত্যর্থঃ।

আবেদয়—আ-বিদ্+ণিচ্+লোট্ হি।

যথা—যদ্+থা; অব্যয় (Indeclinable)।

পুত্রবতী—পুং-ত্রৈ+ক+মতুপ্+স্ত্রিয়াম্ ঈপ্।

শকুন্তলা—উক্তে কর্মণি প্রথমা।

তচ্ছাপ-নিবৃত্তৌ—সঃ শাপঃ (কর্মধারয়ঃ), তস্য নিবৃত্তিঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্যাম্।

নিবৃত্তিঃ—নি-বৃৎ+ক্তি, প্রথমার একবচন; ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী বৃৎ (to exist, to live on)—(লট্) বর্ততে, (লৃট্) বৎস্যতে বা বর্তিষ্যতে, Passive—বৃত্যতে, ণিজন্ত—বর্তয়তি, সন্নন্ত—বিবর্তিষতে বা বিবৃৎসতি, ক্ত—বৃত্তঃ, ক্ত্বাচ্—বৃত্ত্বা বা বর্তিত্বা, তুমুন—বর্তিতুম্।

উপসর্গযোগে অর্থান্তর—অনু-বৃৎ—to follow, পরা-বৃৎ—to turn back, আ-বৃৎ—to revolve, নি-বৃৎ—to desist; পরি-বৃৎ—to change, প্র-বৃৎ—to commence. (ধার্মিকাঃ সন্মার্গমনুবর্তন্তে, স পরাবৃত্য পশ্যতি, পৃথ্বী আবর্ততে ন তু সূর্য্যঃ, অন্যায্যাৎ নিবর্তস্ব, চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ, হিংসায়াঃ ন প্রবর্তেথাঃ।

দুষ্মন্তেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

প্রতিগৃহীতা—প্রতি-গ্রহ্+ক্ত+স্ত্রিয়াম টাপ্। ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী গ্রহ্ (to take)—(লট্) গৃহ্ণাতি-গৃহ্ণীতে, (লৃট্) গ্রহীষ্যতি-গ্রহীষ্যতে, ণিজন্ত—

গ্রাহয়তি, Passive—গৃহ্যতে, সন্নন্ত—জিঘৃক্ষতি-জিঘৃক্ষতে, ক্ত—গৃহীতঃ, ক্ত্বাচ্—গৃহীত্বা, তুমুন্—গ্রহীতুম্। উপসর্গ-যোগে অর্থান্তর—অনু-গ্রহ্—to favour, নি-গ্রহ্—to punish, পরি-গ্রহ্—to accept, বি-গ্রহ্—to quarrel, সম্-গ্রহ্—to collect, (দীনম্ অনুগৃহাণ, অসতো নিগৃহাণ, ধার্মিকাৎ দানং পরিগৃহাণ, বলবতা বিগ্রহো ন কর্তব্যঃ, সুভাষিতানি সংগৃহাণ)।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable)

যদাজ্ঞাপয়তি—যৎ + আজ্ঞাপয়তি।

আজ্ঞাপয়তি—আ-জ্ঞ + ণিচ্ + লট্ তি। ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী জ্ঞা (to know)—(লট্) জানাতি-জানীতে, (লৃট্) জ্ঞাস্যতি-জ্ঞাস্যতে, ণিজন্ত—জ্ঞাপয়তি সন্নন্ত—জিজ্ঞাসতে, ক্ত—জ্ঞাতঃ, ক্ত্বাচ্—জ্ঞাত্বা, তুমুন্—জ্ঞাতুম্।

উপসর্গযোগে অর্থান্তর—অনু-জ্ঞা—to permit, অপ-জ্ঞা—to deny, অব-জ্ঞা—to hate, to neglect, প্রতি-জ্ঞা—to promise, সম্-জ্ঞা—to agree, to watch (অনুজানাতু মাং গমনায়, স শতমপজানীতে ['অপহ্নবে জ্ঞঃ' সূত্রানুসারে আত্মনেপদ, অপহ্নব=অস্বীকার], দীনান্ ন অবজানীয়াঃ, স শতং প্রতিজানীতে, পিত্রা সংজানীতে ['সংপ্রতিভ্যামনাধ্যানে' সূত্রানুসারে আত্মনেপদ, আধ্যান অর্থাৎ স্মরণ অর্থে পরস্মৈপদী—পুত্রঃ মাতরং (মাতুর্বা) সংজানাতি (স্মরতি ইত্যর্থঃ)] ।

ভগবান্—ভগ + মতুপ্, প্রথমার একবচনে।

বৎস—সম্বোধনে।

ত্বমপি—ত্বম্ + অপি।

সাপত্য-দার-সহিতঃ—With স as well as সহিত the reading is defective. Rāghavabhaṭṭa, Dr. Monier-Williams and the South-Indian Recension read স্বাপত্য-দার-সহিতঃ, which is no doubt better. অপত্যং চ দারাশ্চ অপত্য-দারে (দ্বন্দ্বঃ), স্বস্য অপত্য-দারে (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তাভ্যাং সহিতঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ);

N. B. Like দার (Masc. Plural) a word দারা (আকারান্ত feminine) is also found—

"ক্রোড়া হারা তথা দারা ত্রয় এতে যথাক্রমম্।
ক্রোড়ে হারে চ দারেষু শব্দাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥" ইতি হট্টচন্দ্রঃ।

By the rule অল্পাচ্তরম্ (২।২।৩৩) an অজাদি (স্বরাদি) and অকারান্ত word is to be placed first in a দ্বন্দ্ব-সমাস, অপত্য may by this rule

precede দারা, but by the rule অল্পাচ্‌তরম্ (২।২।৩৪) which is a পর-বিধি the অল্পতর-স্বরবিশিষ্ট word দার should precede অপত্য। পূর্ব-পরয়োঃ পরবিধির্বলবান্—Hence স্বদারাপত্য-সহিতঃ should be the correct form.

"আত্মজস্তনয়ঃ সূনুঃ সুতঃ পুত্রঃ স্ত্রিয়াং ত্বমী।

আহুর্দুহিতরং সর্বেঽপত্যং তোকং তয়োঃ সমে॥" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে; অর্থাৎ পুত্রবাচক—আত্মজ, তনয়, সূনু, সুত, পুত্র (পুং), ঐ আত্মজাদি শব্দ যখন স্ত্রীলিঙ্গ হয় তখন কন্যাকে বুঝায়, যথা—আত্মজা, তনয়া, সূনু, সুতা, পুত্রী; ক্লীবলিঙ্গ অপত্য ও তোক-শব্দে পুত্র কিংবা কন্যাকে বুঝায়।

সখ্যুরাখণ্ডলস্য—সখ্যুঃ+আখণ্ডলস্য। আখণ্ডল=ইন্দ্র। For synonyms of ইন্দ্র see বাসব in অঙ্ক. ৬.

সখ্যুঃ—সখি-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন। Adj. to আখণ্ডলস্য।

আখণ্ডলস্য—শেষে ষষ্ঠী, Related to রথম্।

রথম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। Obj. to আরুহ্য। "যানে চক্রিণি যুদ্ধার্থে শতাঙ্গঃ স্যন্দনো রথঃ"। ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ যুদ্ধোপযোগী চক্রযুক্ত যানের নাম—শতাঙ্গ, স্যন্দন, রথ (পুং)। আরুহ্য—আ-রুহ্+ল্যপ্।

রাজধানীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to প্রতিষ্ঠস্ব।

Synonyms of রাজন্—"রাজা রাট্ পার্থিব-ক্ষ্মাভৃন্নৃপ-ভূপ-মহীক্ষিতঃ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; রাজার বাচক—রাজন্, রাজ্, পার্থিব, ক্ষ্মাভৃৎ, নৃপ, ভূপ, মহীক্ষিৎ (পুং)।

প্রতিষ্ঠস্ব—প্র-স্থা+লোট্ স্ব; প্র-স্থা is আত্মনেপদী by the rule "সমব-প্র-বিভ্যঃ স্থঃ"। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী স্থা (to stand, to wait, to be)—(লট্) তিষ্ঠতি, (লৃট্) স্থাস্যতি, Passive—স্থীয়তে, ণিজন্ত—স্থাপয়তি, ক্ত-স্থিতঃ, ক্ত্বাচ্—স্থিত্বা, তুমুন্—স্থাতুম্।

Ch. of voice.......আবেদ্যতাম্ (ত্বয়া)—পুত্রবতীং শকুন্তলাম্......দুষ্মন্তঃ প্রতিগৃহীতবান্...।.. আজ্ঞাপ্যতে ভগবতা। ত্বয়া..... স্বাপত্য-দার-সহিতেন... রাজধানী প্রস্থীয়তাম্।......আজ্ঞাপ্যতে ভগবতা।

Questions and Answers

1. নাটকের নাম 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' করা হইয়াছে কেন?

Ans. অভিজ্ঞানেন স্মৃতা=অভিজ্ঞান-স্মৃতা (তৃতীয়া-তৎপুরুষ), অভিজ্ঞান-স্মৃতা শকুন্তলা যত্র নাটকে তৎ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ (শাকপার্থিববৎ উত্তরপদলোপঃ)।

এই নাটক হইতে আমরা জানিতে পারি কিভাবে শকুন্তলা অঙ্গুরীয়ক-রূপ অভিজ্ঞানের দ্বারা স্মৃত হইয়াছিলেন, তাই নামটি সার্থক হইয়াছে।

2. মহাভারতে বর্ণিত কাহিনী হইতে নাটকে মহাকবি কালিদাস যে পরিবর্তন করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কোন্‌টি? এইরূপ পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন ছিল কি?

Ans. সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দুর্বাশার শাপ ও অঙ্গুরীয়ক-দর্শনানন্তর ঐ শাপমুক্তি। ঐরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা খুবই ছিল। মহাভারতে ঘটনাটি যেভাবে বর্ণিত আছে তাহাতে সপুত্রক শকুন্তলা যখন রাজসভা-মধ্যে দুষ্মন্তের সহিত তাঁহার গান্ধর্ব-বিবাহের কথার উল্লেখ করিলেন তখন দুষ্মন্ত লোকাপবাদ-ভয়েই হউক বা বাস্তবিক বিস্মৃত হওয়ার জন্যই হউক উহা অস্বীকার করিয়া শকুন্তলাকে তিরস্কার করিলেন, দুষ্মন্তের ন্যায় উদাত্ত নায়কের চরিত্রে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। তাই দুর্বাশার শাপের ফলেই দুষ্মন্ত এইরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন এই ব্যবস্থা করিয়া শাপের মাধ্যমে সুকৌশলে দুষ্মন্তের দোষ-ক্ষালনের এবং অঙ্গুরীয়ক-রূপ অভিজ্ঞানের সাহায্যে শকুন্তলার গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া মহাকবি কালিদাস যে ঘটনাবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নাট্যকাররূপে তাঁহার অপূর্ব দক্ষতাই প্রকাশ পাইয়াছে এবং নাটকখানি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশের সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

3. অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত লিখ।

Ans. Introduction দ্রষ্টব্য।

4. Disjoin the Sandhis in :—

(a) রণশিরস্যয়মগ্রযায়ী—রণশিরসি+অয়ম্+অগ্রযায়ী

(b) দুষ্মন্ত ইত্যভিহিতো ভুবনস্য—দুষ্মন্তঃ+ইতি+অভিহিতঃ+ভুবনস্য।

(c) অপ্রতিরথো ভব—অপ্রতিরথঃ+ভব।

(d) আখণ্ডলসমো ভর্তা—আখণ্ডলসমঃ+ভর্তা।

(e) আশীরন্যা—আশীঃ+অন্যা।

(f) ভর্তুরভিমতা— ভর্তুঃ+অভিমতা।

(g) বৎসস্তে—বৎসঃ+তে।

(h) বন্ধুভিরানীতাম্—বন্ধুভিঃ+আনীতাম্।

(i) অপরাদ্ধোঽস্মি—অপরাদ্ধঃ+অস্মি।

(j) পশ্চাদঙ্গুলীয়ক-দর্শনাৎ—পশ্চাৎ+অঙ্গুলীয়ক-দর্শনাৎ।

(k) অবগতোঽহম্—অবগতঃ+অহম্।

(l) সম্মোহোঽপি—সম্মোহঃ+অপি।

(m) অবহিতোঽস্মি—অবহিতঃ+অস্মি।

(n) ধ্যানাদবগতোঽস্মি—ধ্যানাৎ+অবগতঃ+অস্মি।

(o) বচনীয়ান্মুক্তোঽস্মি—বচনীয়াৎ+মুক্তঃ+অস্মি।

(p) সন্দিষ্টাস্মি—সন্দিষ্টা+অস্মি।

(q) বিদিতার্থাসি—বিদিতার্থা+অসি।

(r) অনতিক্রুদ্ধো মুনিঃ—অনতিক্রুদ্ধঃ+মুনিঃ।

(s) তথাপ্যসৌ—তথা+অপি+অসৌ।

(t) প্রিয়মস্মাভিরাপ্রষ্টব্যঃ—প্রিয়ম্+অস্মাভিঃ+আপ্রষ্টব্যঃ

(u) কোঽত্র—কঃ+অত্র।

(v) সখ্যাবাশ্বসন্তু—সখ্যঃ+আশ্বসন্তু।

(w) রথমারুহ্য—রথম্+আরুহ্য।

(x) যদাজ্ঞাপয়তি—যৎ+আজ্ঞাপয়তি।

5. Account for the case-endings in words in bold letters :

(a) **দুষ্মন্ত** ইত্যভিহিতঃ—ইতিযোগে অভিহিতে প্রথমা।

(b) **ভবনস্য** ভর্তা—'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' ইতি ষষ্ঠী।

(c) **ভর্তুর্**বহুমতা ভব—'ক্তস্য চ বর্তমানে' ইতি কর্তরি ষষ্ঠী।

(d) **কস্যচিৎ কালস্য**—'অনন্তরম্' ইত্যধ্যাহারেণ তদ্‌যোগে ষষ্ঠী।

(e) **স্মৃতি-শৈথিল্যাৎ**—হেতৌ পঞ্চমী by the rule 'বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্'
(অনু. ৫ দ্রষ্টব্য)

(f) অপরাদ্ধোঽস্মি **কণ্বস্য**—সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ষষ্ঠী।

(g) **মে** প্রতিভাতি—'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি চতুর্থী।

(h) অল**মাত্মাপরাধশঙ্কয়া**—অলম্-শব্দের যোগে তৃতীয়া।

(i) **ধ্যানাদ**বগতঃ—ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, ধ্যানমবলম্ব্য ইত্যর্থঃ।

(j) **ভর্ত্রে** দর্শয়িতব্যম্—'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি চতুর্থী।

(k) **সহধর্মচারিণং** প্রতি—প্রতি-ইতি কর্মপ্রবচনীয়-যোগে দ্বিতীয়া।

(l) ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্য্যঃ—(a) অনুক্তে কর্ত্তরি তৃতীয়া,
(b) উক্তে কর্ম্মণি প্রথমা।

(m) অসৌ প্রিয়মস্মাভিরাপ্রষ্টব্যঃ—(a) গৌণে কর্ম্মণি ১মা,
(b) অনুক্তে কর্ত্তরি তৃতীয়া।

(n) আখণ্ডলস্য রথম্—শেষে ষষ্ঠী।

6. Name and expound the Samasas in—

(a) রণশিরসি—রণস্য শিরঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মিন্।

(b) বিনিবর্ত্তিত-কর্ম্ম—বিনিবর্ত্তিতং কর্ম্ম যেন তৎ (বহুব্রীহিঃ)।

(c) সম্ভাবনীয়ানুভাবা—সম্ভাবনীয়ঃ অনুভাবঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ)।

(d) বাসবানুযোজ্যঃ—বাসবেন অনুযোজ্যঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

(e) জয়ন্তপ্রতিমঃ—জয়ন্তেন সমঃ ইতি জয়ন্তপ্রতিমঃ (অস্বপদ-বিগ্রহ-নিত্যসমাসঃ)।

(f) পৌলোমীমঙ্গলা—পৌলোম্যা মঙ্গলমিব মঙ্গলং যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ)।

(g) উভয়কুলনন্দনঃ—উভে কুলে (কর্ম্মধারয়ঃ) তয়োর্নন্দনঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

(h) স্মৃতিশৈথিল্যাৎ—স্মৃতেঃ শৈথিল্যম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মাৎ।

(i) অঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ—অঙ্গুলীয়কস্য দর্শনম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মাৎ।

(j) ঊঢ়পূর্ব্বাম্—পূর্ব্বম্ ঊঢ়া যা (বহুব্রীহিঃ) তাম্।

(k) তদ্দুহিতরম্—তস্যাঃ দুহিতা (ষষ্ঠী-তৎ) তাম্।

(l) আত্মাপরাধশঙ্কয়া—আত্মনঃ অপরাধঃ (ষষ্ঠী-তৎ), তস্য আশঙ্কা (ষষ্ঠী-তৎ) তয়া।

(m) অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ—অপ্সরস্তীর্থে অবতরণম্ (৭মী-তৎ), তস্মাৎ।

(n) প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাম্—প্রত্যক্ষং বৈক্লব্যম্ যস্যাঃ (বহুব্রীহিঃ) তাম্।

(o) অঙ্গুলীয়ক-দর্শনাবসানঃ—অঙ্গুলীয়কস্য দর্শনম্ (ষষ্ঠী-তৎ), তদেব অবসানং যস্য (বহুব্রীহিঃ) সঃ।

(p) অকারণ-প্রত্যাদেশী—অকারণং প্রত্যাদিশতি যঃ (বহুব্রীহিঃ) সঃ।

(q) বিরহ-শূন্য-হৃদয়য়া—বিরহেণ শূন্যম্ (৩য়া-তৎ), তাদৃশং হৃদয়ং যস্যাঃ (বহুব্রীহিঃ) তয়া।

(r) দুহিতৃ-মনোরথ-সম্পত্তেঃ—দুহিতুঃ মনোরথঃ (ষষ্ঠী-তৎ) তস্য সম্পত্তিঃ (ষষ্ঠী-তৎ) তস্যাঃ।

(s) দুহিতৃ-বৎসলা—দুহিতরি বৎসলা (৭মী-তৎপুরুষঃ)।

(t) তপঃ-প্রভাবাৎ—তপসঃ প্রভাবঃ (ষষ্ঠী-তৎ) তস্মাৎ।

(u) অনতিক্রুদ্ধঃ—অতিশয়িতঃ ক্রুদ্ধঃ (প্রাদি-সমাসঃ), ন অতিক্রুদ্ধঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ)

(v) তচ্ছাপনিবৃত্তৌ—সঃ শাপঃ (কর্মধারয়ঃ), তস্য নিবৃত্তিঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্যাম্।

(w) স্বাপত্য-দার-সহিতঃ—অপত্যং দারা চ (দ্বন্দ্বঃ), স্বস্য অপত্যদারে (ষষ্ঠী-তৎ), তাভ্যাং সহিতঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

7. Give five synonyms of each of the following :—

(a) ইন্দ্র (অনু ৩), (b) পৃথিবী (অনু ৩), (c) রাজন্ অনু ১) (d) যুদ্ধ (অনু ২), (e) ধনুঃ (অনু ২), (f) স্বামিন্ (অনু ৩), (g) ভুবন (অনু ২), (h) প্রতিমা (অনু ৪), (i) পুত্র (অনু ৪), (j) আকাশ (অনু ৯)।

Ans. See the অনুচ্ছেদ noted in each case.

8. How many kinds of marriages were in vogue in ancient times ? What kinds of marriages were allowed for the Kshatriyas ?

Ans. See অনু ৫।

9. What are the লট্ তি forms..of the root বিদ্ in different গণ's। Give the ক্ত-প্রত্যয়ান্ত form of each kind.

Ans. See অনু ৫।

10. Give three forms with different উপসর্গ's (with their meanings) of each of these roots :—

(a) কৃ (অনু ৫), (b) গ্রহ্ (অনু ৯), (c) বহ্ (অনু ৫) (d) নী (অনু ৫), (e) অস্ (অনু ৫), (f) দিশ্ (অনু ৫) (g) গম্ (অনু ৫), (h) চর্ (অনু ৭), (i) জ্ঞা (অনু ৯)।

Ans. See the অনুচ্ছেদ noted in each case.

11. Give the resultant forms of :—(With Answers)

(a) বহ্+ক্ত—উঢ়। (b) বিদ্ (জ্ঞানে)+ক্ত—বিদিত।

(c) তৄ+তুমুন্—তর্তুম্, তরিতুম্, তরীতুম্। (d) বহ্+ক্তাচ—উঢ়্।

(e) পা (রক্ষার্থ)+ক্ত্বাচ্—পাত্বা। (f) নী+লঙ্ স্—অনয়ঃ।
(g) হন্+লোট্ হি—জহি। (h) অস্ (to be)+লোট্ হি—এধি।
(i) দিশ্+তুমুন্—দিষ্টুম্। (j) জ্ঞা+লোট্ হি—জানীহি।
(k) কৃ+বিধিলিঙ্ ঈত—ক্রিয়েত।
(l) প্র-বহ্ in লঙ্ 3rd person Singular প্রাবহৎ। ['প্রাবহঃ']।
(m) সম্-জ্ঞা in লট্ 3rd pers. Sing,—সংজানীতে (agrees), and সংজানাতি (remembers) ['সংপ্রতিভ্যামনাধ্যানে']।
(n) বিদ্ (to exist) in লঙ্ 2nd person Plu.—অবিদ্যধ্বম্।
(o) পা (to drink) in লোট্ 1st person Plu.—পিবাম।
(p) শী in লট্ 3rd pers Plu.—শেরতে।
(q) বৃৎ+লৃট্ 1st pers. Du.—বৎস্যাবহে বা বর্ত্তিষ্যাবহে।
(r) বহ্+লোট্ 1st person Singular—বক্ষ্যামি বা বক্ষ্যে।

12. When are the roots (a) স্থা, (b) জ্ঞা and (c) নী used in the আত্মনেপদ? Give one example of each with the meaning.

Ans. (a) স্থা is আত্মনেপদী by (1) সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ সন্তিষ্ঠতে (stays with), অবতিষ্ঠতে (waits), প্রতিষ্ঠতে (starts); (2) উদোঽনূর্ধ-কর্মণি—মোক্ষায় উত্তিষ্ঠতে (উত্তমং করোতি) যোগী; (3) উপাদ্দেবপূজা-সঙ্গতি-করণ-মিত্রকরণ-পথিষ্বিতি বাচ্যম্—বিষ্ণুমুপতিষ্ঠতে (worships) বৈষ্ণবঃ। (4) অকর্মকাচ্চ—স ভোজনকালে উপতিষ্ঠতে (comes)।

(b) জ্ঞা is আত্মনেপদী by (1) অপহ্নবে জ্ঞঃ—উক্তমপজানীতে (denies). (2) সংপ্রতিভ্যামনাধ্যানে—সংজানীতে (agrees).

(c) নী is আত্মনেপদ by সম্মাননোৎসঞ্জনাচার্যকরণ-জ্ঞান-ভৃতি-বিগণন-ব্যয়েষু নিয়ঃ—বালকমুপনয়তে (invests with the holy thread).

13. Give Sanskrit Equivalents of :—

(a) বিনিবর্তিত-কর্ম (অঙ্ক ২), (b) কুলিশম্ (অঙ্ক ২),
(c) সম্ভাবনীয়ানুভাবা (অঙ্ক ৩) (d) বাসবানুযোজ্যঃ (অঙ্ক ৩)
(e) অপ্রতিরথঃ (অঙ্ক ৩), (f) দারকসহিতা (অঙ্ক ৩)।
(g) আখণ্ডলসমঃ (অঙ্ক ৪), (h) পৌলোমীমঙ্গলা (অঙ্ক ৪)
(i) উভয়কুলনন্দনঃ (অঙ্ক ৫) (j) স্মৃতিশৈথিল্যাৎ (অঙ্ক ৫)
(k) অনন্যাত্মাপরাধশঙ্কয়া (অঙ্ক ৬), (l) প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাম্ (অঙ্ক ৬)

(m) প্রত্যাদিষ্টা (অনু ৬), (n) অঙ্গুলীয়ক-দর্শনাবসানঃ (অনু ৬)
(o) দিষ্ট্যা (অনু ৭), (p) অকারণ-প্রত্যাদেশী (অনু ৭)
(q) বিরহ-শূন্য-হৃদয়য়া (অনু ৭) (r) বিদিতার্থা (অনু ৭)
(s) মন্যুঃ (অনু ৭), (t) দুহিতৃ-মনোরথ-সম্পত্তেঃ (অনু ৭)
(u) উপচরন্তী (অনু ৭) (v) আপ্রষ্টব্যঃ (অনু ৮)
(w) বিহায়সা (অনু ৯), (x) স্বাপত্য-দার-সহিতঃ (অনু ৯)
(y) প্রতিষ্ঠস্ব (অনু ৯)।

Ans. See the অনুচ্ছেদ's noted in each case.

14. Translate into Bengali :—

(a) ইমাম্ আজ্ঞাকরীং বো·· ···প্রতিভাতি (অনু ৫)।
(b) যদৈব অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ······নাপ্যথেতি (অনু ৬)।
(c) দিষ্ট্যা অকারণ-প্রত্যাদেশী······দর্শয়িতব্যম্ ইতি (অনু ৭)।
(d) গালব ! ইদানীমেব ···প্রতিগৃহীতা ইতি (অনু ৯)।

Ans. নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

15. Explain :—

(a) পুত্রস্তে রণশিরস্য ·····মঘোনঃ। (অনু ২)
(b) আখণ্ডলসমো ভর্তা······ভব ॥ (অনু ৪)

Ans. নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

16. Change the voice of :—

(a) বৎস, চিরং জীব, পৃথিবীং পালয় (অনু ১)
(b) দারকসহিতা বঃ পাদবন্দনং করোমি (অনু ৩)
(c) ভর্তুরভিমতা ভব (অনু ৫)
(d) সম্মোহোঽপি ত্বয়ি উপপন্নঃ (অনু ৬)
(e) দুর্বাসসঃ শাপাৎ ইয়ং তপস্বিনী সহধর্মচারিণী ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা (অনু ৬)
(f) দিষ্ট্যা অকারণ-প্রত্যাদেশী ন আর্যপুত্রঃ (অনু ৭)
(g) প্রাপ্তঃময়া স হি শাপঃ (অনু ৭)
(h) সহধর্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্য্যঃ (অনু ৭)
(i) মনোগতং মে ভণিতং ভগবত্যা (অনু ৮)
(j) যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ (অনু ৯)

Ans. See the অনুচ্ছেদ's noted against each.

মিত্রগুপ্তস্য কথা

(দশকুমার-চরিতম্)

Introduction : Dr. A. A. Macdonell in his History of Sanskrit Literature (p. 332) says—"The *Daśa-kumāra-carita* or Adventures of the Ten Princes contains stories of common life and reflects a corrupt state of society. It is by Dandin (দণ্ডী), and probably dates from the *sixth century A. D.*"

But Sri M. R. Kale observes—"......the work does not teach a moral. Indeed, when one remembers how all Hindu fable-literature is distinctly didactic in tone, it is not a little surprising that দণ্ডী should have contented himself with a realistic portrait only, without endeavouring to point to any distinct moral derived therefrom. He observes but does not diagnose; he describes, but does not instruct. The evils he sees around him he knows to be evils, but he does not tell us how to steer clear of them or how to cure them; at any rate, if any moral is to be drawn, he leaves it to the reader, and does not concern himself with it. It would seem that রঞ্জন and not বোধ was what he was chiefly aiming at, and in that no doubt he has succeeded to a very high degree"—Daśa-kumāra-carita, Ed. by M. R. Kale, Introd. p. xi.

দণ্ডীর মাতাপিতা কাঞ্চীর অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালে মাতাপিতৃহীন দণ্ডীকে সরস্বতী ও শ্রুত লালন-পালন করেন। (অবন্তী-সুন্দরী-কথাসার দ্রষ্টব্য) চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চী অধিকার করার পর দণ্ডী জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বাহির হন এবং পল্লব-রাজ নরসিংহবর্মা-কর্তৃক কাঞ্চী পুনরুধিকৃত হইলে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং রাজ-সভায় উচ্চপদে নিযুক্ত হন। কেহ কেহ তিনজন দণ্ডীর কথা বলিতে চাহিলেও অনেকেই একজন দণ্ডীর বিভিন্ন সময়ের লেখা দশকুমার-চরিত ও কাব্যাদর্শ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

দশকুমারচরিত দুই অংশে বিভক্ত—পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা। পূর্বপীঠিকায় পাঁচটি এবং উত্তরপীঠিকায় আটটি উচ্ছ্বাস আছে। উত্তরপীঠিকার

শেষ চারিটি উচ্ছ্বাসের নাম শেষ; চক্রপাণি দীক্ষিত নামে দাক্ষিণাত্যবাসী কোনও লেখক-কর্তৃক ইহা পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

The Poet—The Identity of দণ্ডী:—By tradition দণ্ডী is credited with the authorship of দশকুমারচরিতম্ and কাব্যাদর্শঃ, but the possibility of there being more writers than one who bore the name দণ্ডী cannot be overlooked. Mr. Agashe in his edition of দশকুমারচরিতম্ in the Bombay Sanskrit Series suggests *three* দণ্ডী's(১) :—(1) The poet দণ্ডী(২), whose works are no longer existent, (2) the critic দণ্ডী (আচার্য দণ্ডী) the author of কাব্যাদর্শঃ, and (3) দণ্ডী, the author of the Prose, romance দশকুমারচরিতম্। But after much deliberation Sri M. R. Kale remarks "Indeed, the case for the plurality of দণ্ডী is so weak, and the evidence adduced so slight and so controversial that Mr. Agashe himself felt compelled to regard his theory as not quite well established and "the three different names merge into one personality.(৩)

The Date of দণ্ডী—The determination of দণ্ডী's date is a problem which is still enveloped in the mist of controversy Prof. Wilson suggested it as the latter part of the 11th century,. Mr. M. R. Kale remarks—

"Thus approximately দণ্ডী's date may be held to lie *somewhere between 550 A. D. and 650 A. D.*" (Ibid, p xx.) and concludes as follows : "Very recently new light has been shed on this

(১) ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো গুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডি-প্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥ হারাবলী।

(২) "জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥"
and "কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ।"

(৩) The Daśakumāra-carita, Ed. by M. R. Kale, Introd., p. xii.

discussion by the discovery of the *Avantisundarikatha*…… According to that work ভারবী flourished at about 570 A. D. ; so দণ্ডী, who was ভারবী's great grandson and was a court-poet of the Pallava kings of কাঞ্চী, will have to be placed at about 650 A. D. This date if established by further incontestable testimony, will remove once for all the veil of uncertainty hanging over the time when our author lived and composed his works ; but for that we must 'await further research". (Ibid p.xxii) বাণের পূর্বে **সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই দণ্ডীর আবির্ভাব** হইয়াছিল বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন। (Ibid., p. xxii.)

Style :—The style of দশকুমারচরিত is in general simple, easy-flowing, polished and idiomatic. There are in it occasional lapses from good grammar, solecisms and inaccuracies. But too much should not be made of such errors and irregularities, many of which occur in the পূর্বপীঠিকা for which দণ্ডী is not responsible. Further, not a few of them may be due to the ignorance and negligence of scribes.

গদ্য-রচয়িতা হিসাবে দণ্ডীর রচনায় সামঞ্জস্যবোধ আছে ; শ্লেষ, অর্থহীন শব্দসম্ভার বা সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা অযথা তাঁহার রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত হয় নাই। গদ্য-রচনায় দণ্ডী প্রকৃত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং চরিত্রচিত্রণেও তিনি সফল হইয়াছেন। তাঁহার রচনা-রীতি সরল, সাবলীল, **মার্জিত এবং অনুকরণীয়**।

কথা ও আখ্যায়িকা—সংস্কৃত কাব্য প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—**শ্রব্য ও দৃশ্য** (নাটকাদি)। শ্রব্য কাব্যগুলির কতক গদ্যে, কতক পদ্যে রচিত। এই গদ্য-কাব্য আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কথা ও (২) আখ্যায়িকা।

ভামহ কাব্যালঙ্কারে কথা ও আখ্যায়িকার পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু দণ্ডী এই ভেদ মানেন নাই। ভামহের মতে **আখ্যায়িকার** নায়ক **স্বীয় অভিজ্ঞতার কাহিনী** বর্ণনা করিবেন, ইহা সরল গদ্যে **সংস্কৃত ভাষায়** রচিত হইবে, মাঝে মাঝে বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোক থাকিবে এবং 'উচ্ছ্বাসে' বিভক্ত হইবে, এবং উহাতে কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিরহ প্রভৃতির মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত নায়ককে বিজয়ী করা হইবে।

কথা কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে **সংস্কৃত** বা **অপভ্রংশে** রচিত হয়, নায়ক-ব্যতীত অন্য কেহ ইহার বক্তা এবং বক্ত্রাদি-ছন্দে রচিত শ্লোক বা উচ্ছ্বাস-বিভাগ ইহাতে থাকে না।

দশকুমার-চরিতকে এই বিভাগ অনুসারে **আখ্যায়িকা-ধর্মী** বলা যাইতে পারে।

বাণের **হর্ষচরিত** ও **কাদম্বরীকে** যথাক্রমে আখ্যায়িকা ও কথার উদাহরণ-স্বরূপ দেখানো হইলেও ইহাতে **ভামহের** সংজ্ঞার বিবরণের অনুসরণ করা হয় নাই, কিন্তু **রুদ্রটের** সংজ্ঞার বিবরণের অনুসরণ করা হইয়াছে।

দণ্ডী, সুবন্ধু ও **বাণের** রচনা ছাড়া সংস্কৃত গদ্য-কাব্য বলিতে উল্লেখযোগ্য আর কিছু পাওয়া যায় না।

The ten Kumaras and their Relationships :

(1) রাজবাহন—Son of রাজহংস, King of Magadha

(2+3) অপহারবর্মা and উপহারবর্মা—Sons of প্রহারবর্মা, King of Videha.

(4) মিত্রগুপ্ত—Son of সুমন্ত্র and grandson of ধর্মপাল (Minister of রাজহংস)

(5) মন্ত্রগুপ্ত— ,, সুমিত্র ,,

(6) অর্থপাল— ,, কামপাল ,,

(7) বিশ্রুত—Son of সুশ্রুত and grandson of পদ্মোদ্ভব (Minister of রাজহংস)

(8) পুষ্পোদ্ভব—,, রত্নোদ্ভব ,,

(9) প্রমতি— ,, সুমতি ,, সিতবর্মা (Minister of রাজহংস)

(10) সোমদত্ত ,, সত্যবর্মা ,,

১। **ক্ষপান্তে চ মিত্রগুপ্তোঽহং·········ভীমধন্বা।** (পৃঃ ১১০)

বিসন্ধিপাঠঃ—ক্ষপান্তে চ মিত্রগুপ্তঃ অহম্ কৃত-যথোচিত-নিয়মঃ তম্ এব্য প্রিয়া-কন্দুকাবতী-দর্শন-সুভগম্ উদ্যানোদ্দেশম্ উপগতঃ অস্মি। তত্র এব চ উপস্থতম্ কন্দুকাবতী-ভ্রাতা রাজপুত্রঃ ভীমধন্বা নিরভিমানম্ অনুকূলাভিঃ কথাভিঃ মাম্ অনুবর্তমানঃ মুহূর্তম্ আস্ত। নীত্বা চ উপকার্যাম্ আত্মসমেন স্নান-ভোজন-শয়নাদি-ব্যতিকরেণ উপাচরৎ। তত্রগতং চ স্বপ্নেন অনুভূয়মান-প্রিয়া-দর্শন-সুখম্ আয়সেন নিগড়েন অতি-বলবদ্ভিঃ-পুরুষৈঃ পীবর-ভুজদণ্ডোপরুদ্ধম্ অবন্ধয়ৎ মাম্ ভীমধন্বা।১।

Beng. Equivalents. ক্ষপান্তে (রাত্রিশেষে) মিত্রগুপ্তঃ (মিত্রগুপ্ত-নামক) অহম্ (আমি) কৃত-যথোচিত-নিয়মঃ (যথাবিহিত নিয়মের অনুষ্ঠান করিয়া) তম্-এব (সেই) প্রিয়া-কন্দুকাবতী-দর্শন-সুভগম্ (প্রিয়া কন্দুকাবতীর দর্শনের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে সৌভাগ্য যাহার) উদ্যানোদ্দেশম্ (উদ্যানকে লক্ষ্য করিয়া) উপগতঃ অস্মি (গমন করিলাম)। তত্র এব (সেইখানেই) উপসৃত্য (উপস্থিত হইয়া) কন্দুকাবতী-ভ্রাতা (কন্দুকাবতীর ভ্রাতা) রাজপুত্রঃ (রাজার পুত্র) নিরভিমানম্ (কোনরূপ অভিমান না করিয়া) অনুকূলাভিঃ (নিজের আকাঙ্ক্ষানুরূপ) কথাভিঃ (কথার দ্বারা) মাম্ (আমাকে) অনুবর্তমানঃ (অনুসরণ করিয়া) মুহূর্তম্ (কিছুকাল) আস্ত (রহিল)। নীত্বা (নিয়া) উপকার্য্যাম্ (রাজভবনে) আত্মসমেন (নিজের মত) স্নান-ভোজন-শয়নাদি-ব্যতিকরেণ (স্নান, আহার ও শয্যাদি উপচারের দ্বারা) উপাচরৎ (আপ্যায়িত করিলেন)। তল্পগতম্ (শয্যায় নিদ্রিত অবস্থায়) স্বপ্নেন (স্বপ্নের দ্বারা) অনুভূয়মান-প্রিয়া-দর্শনসুখম্ (প্রিয়ার দর্শনসুখ অনুভব করিতেছে এমন) আয়সেন (লৌহনির্মিত) নিগড়েন (শৃঙ্খলের দ্বারা) অতি-বলবদ্বহু-পুরুষৈঃ (অতি বলবান্ বহু-পুরুষের দ্বারা) পীবর-ভুজদণ্ডোপরুদ্ধম্ (মাংসল হস্তরূপ দণ্ড পীড়ন করিয়া) মাম (আমাকে) অবন্ধয়ৎ (বাঁধিয়া ফেলিল)। ১।

Beng. Trans. নিশাবসানে আমি মিত্রগুপ্ত যথাবিহিত নিয়মের অনুষ্ঠানান্তে প্রিয়া কন্দুকাবতীর দর্শনের দ্বারা ভাগ্যবান্ উদ্যানের দিকে গমন করিলাম। সেখানেই উপস্থিত হইয়া কন্দুকাবতীর ভ্রাতা রাজপুত্র ভীমধন্বা কোনরূপ অভিমান না রাখিয়া অনুকূল কথার দ্বারা আমার অনুবর্তন করিয়া কিছুকাল সেখানে রহিল এবং রাজভবনে নিয়া আমাকে, নিজের মত (রাজোচিতভাবে) স্নান, ভোজন ও শয়নাদি উপচারের দ্বারা আপ্যায়িত করিল। শয্যায় নিদ্রিত অবস্থায় আমি যখন স্বপ্নে প্রিয়ার দর্শনসুখ অনুভব করিতেছিলাম তখন ভীমধন্বা অতি বলবান্ বহু পুরুষের দ্বারা লৌহ-শৃঙ্খলে আমার মাংসল বাহুদ্বয় পীড়ন করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

Eng. Trans. After the night passed, I Mitragupta, after performing the proper duties (of the morning), went to the garden, pleasant on account of the sight of beloved Kandukāvatī. There Prince Bhīmadhanvā, brother of Kandukāvatī, approached me, and laying aside all his pride engaged me in pleasant conversation for a while. (Then) taking me to the garden-house treated me as his equal with bath, food and bed to sleep on. On the bed, while I in my dream was having the pleasure of meeting my beloved, Bhīmadhanvā got me bound in

iron fetters by many strong men who forcibly pinioned my strong arms.

Sans. Equivalents. ক্ষপান্তে (নিশাবসানে) কৃত-যথোচিত-নিয়মঃ (বিহিত-যথোচিত-ব্যাপারঃ) প্রিয়া-কন্দুকাবতী-দর্শন-সুভগম্ (প্রিয়াকন্দুকাবতী-দর্শনাৎ প্রকাশিত-ভাগ্যম্) উদ্যানোদ্দেশম্ (উদ্যানং লক্ষ্যীকৃত্য) উপগতঃ (প্রাপ্তঃ) উপস্থত্য (সমীপমাগত্য) নিরভিমানম্ (অভিমান-হীনম্) অনুকূলাভিঃ (স্বেষ্টাভিঃ) অনুবর্তমানঃ (অনুসরন্) উপকার্যাম্ (ঊর্ধ্বগৃহম্, রাজগৃহম্) আত্মসমেন (আত্মবৎ) স্নান-ভোজন-শয়নাদি-ব্যতিকরেণ (স্নানাহার-শয্যাদ্যুপচারেণ) উপাচরৎ (আচরিতবান্) তল্পগতম্ (শয্যাস্থম্) অনুভূয়মান-প্রিয়া-দর্শন-সুখম্ (প্রাপ্ত-প্রণয়িনী-বীক্ষণ-সুখম্) আয়সেন (লোহময়েন) নিগড়েন (বন্ধনেন, শৃঙ্খলেন) অতি-বলবদ্বহু-পুরুষৈঃ (সমধিক-শক্তিশালি-প্রচুর-জনৈঃ) পীবর-ভুজদণ্ডোপরুদ্ধম্ (মাংসল-বাহুদণ্ডৌ উপরুদ্ধৌ যত্র, অথবা মাংসল-বাহুদণ্ডাভ্যাম্ উপরুদ্ধং যথা তথা) অবধ্নয়ৎ (অবধ্নাৎ)।

Notes

ক্ষপান্তে—অধিকরণে সপ্তমী ; ক্ষপায়াঃ অন্তঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মিন্।

ক্ষপা—(=রাত্রি), "নিশা নিশীথিনী রাত্রিস্ত্রিযামা ক্ষণদা ক্ষপা। বিভাবরী-তমস্বিন্যৌ রজনী যামিনী তমী ॥" ইত্যমরঃ কালবর্গে।

অন্তঃ—"স্যাৎ পঞ্চতা কালধর্মো দিষ্টান্তঃ প্রলয়োঽত্যয়ঃ।
অন্তো নাশো দ্বয়োর্মৃত্যুর্মরণং নিধনোঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ; অর্থাৎ মরণের নাম—পঞ্চতা (স্ত্রীলিঙ্গ), কালধর্ম, দিষ্টান্ত, প্রলয়, অত্যয়, অন্ত, নাশ (পুং), মৃত্যু (পুং ও স্ত্রী), মরণ (ক্লী), নিধন (পুংলিঙ্গ ও ক্লী)।

চ—অব্যয় (Indeclinable) ; "চ পাদপূরণে পক্ষান্তরে হেতৌ বিনিশ্চয়ে।" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ; "চান্বাচয়-সমাহারেতরেতর-সমুচ্চয়ে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ চ—অন্বাচয়, সমাহার, ইতরেতর বা সমুচ্চয় বুঝায়।

মিত্রগুপ্তঃ—সুমন্ত্রের পুত্র এবং রাজহংস-মন্ত্রী ধর্মপালের পৌত্র।

অহম্—কর্তরি ১মা, Nom. to অস্মি , অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

কৃত-যথোচিত-নিয়মঃ—যথা উচিতঃ (সুপ্সুপা), যথোচিতো নিয়মঃ (কর্মধারয়ঃ), কৃতঃ যথোচিত-নিয়মঃ যেন সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

কৃতঃ—কৃ+ক্ত, পুং ১মা ১ব। তনাদিগণীয় উভয়পদী কৃ (to do)—(লট্) করোতি-কুরুতে, (লৃট্) করিষ্যতি-করিষ্যতে, (লুঙ্) অকার্ষীৎ-অকৃত, Passive—ক্রিয়তে, ণিজন্ত—কারয়তি-তে, সন্নন্ত—চিকীর্ষতি-তে, যঙন্ত—চেক্রীয়তে, ক্তাচ্—কৃত্বা, ল্যপ—উপকৃত্য, তুমুন্—কর্তুম্।

উপসর্গ-যোগে—অধি-কৃ (to subjugate), অনু-কৃ (to imitate), অপ-কৃ (to injure), প্রতি-কৃ (to remedy), সম্-কৃ (to repair), পরি-কৃ (to make clean), আ-কৃ+ণিচ্ (to call), বি-প্র-কৃ (to injure)। While meaning 'গন্ধন', etc. or with অধি and বি-কৃ is আত্মনেপদ by 'গন্ধনাবক্ষেপণ-সেবন-সাহসিক্য-প্রতিযত্ন-প্রকথনোপযোগেষু কৃঞঃ' 'অধেঃ প্রসহনে' 'বেঃ শব্দকর্মণঃ' (Vide A Higher Sanskrit Grammar and Composition by Dr. Lahiri and Sastri, p. 367)।

যথোচিতঃ—যথা উচিতঃ (সুপ্সুপা)।

নিয়মঃ—Morning devotions (Kale)। নি-যম্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে); "শরীর-সাধনাপেক্ষং নিত্যং যৎ কর্ম তদ্ যমঃ। নিয়মস্তু স যৎ কর্ম নিত্যমাগন্তু-সাধনম্।" ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে ; অর্থাৎ কেবল শরীরদ্বারা নিত্য কর্তব্য কর্মের নাম যম (পুংলিঙ্গ) [অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্যভাষণ, অকল্কতা (কল্ক=পাপ) ও অস্তেয় —এই পাঁচটিকে যম বলে], আর সময়-বিশেষে কার্যবিশেষের [উপবাসাদির] অনুষ্ঠানের নাম **নিয়ম** (পুংলিঙ্গ) [অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহার-লাঘব ও অপ্রমাদ—এই পাঁচটি কার্য্যকে **নিয়ম** বলে]। "শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়-প্রণিধানানি নিয়মাঃ" ইতি স্মার্তাঃ। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে—শুচিতা, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বরে প্রণিধান এই পাঁচটিকে **নিয়ম** বলে। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী যম্ (to check, to go, to show)—(লট্) যচ্ছতি, (লৃট্) যংস্যতি, (লুঙ্) অযংসীৎ, Passive—যম্যতে, (ণিজন্ত) যময়তি, (সন্নন্ত) যিযংসতি, ক্ত্বাচ্—যত্বা, ল্যপ্—সংযত্য, ক্ত—যতঃ।

N. B. Difference between যময়তি and যাময়তি—যময়তি (restrains) গাম্, যাময়তি (serves) অন্নম্। উপ-যম্ is আত্মনেপদ by 'উপাদ্ যমঃ স্বকরণে' (See HSGC, p. 370)।

তম্—Adj. to উদ্যানোদ্দেশম্ ; পুং তদ্-শব্দের ২য়া ১ব।

এব—অব্যয় (Indeclinable) ; "স্যুরেবন্তু পুনর্বৈবেত্যবধারণবাচকাঃ" ত্যমরঃ অব্যয়বর্গে ; অর্থাৎ অবধারণের নাম—এবম্, তু, পুনর্, বা, এব।

প্রিয়া-কন্দুকাবতী-দর্শন-সুভগম্—প্রিয়া চাসৌ কন্দুকাবতী চেতি (কর্মধারয়ঃ), তস্যাঃ দর্শনম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তেন সুভগঃ (সুপ্সুপা), তম্। Adj. to উদ্যানোদ্দেশম্।

প্রিয়া—"ধবঃ প্রিয়ঃ পতির্ভর্তা, জারস্তূপপতিঃ সমৌ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে) প্রিয় (স্ত্রীলিঙ্গে)—প্রিয়া।

কন্দুকাবতী—কন্দুক (or কন্দূক)=খেলিবার গোলা।

দর্শনম্—দৃশ্+ল্যুট্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী দৃশ্ (to see)—(লট্) পশ্যতি, (লৃট্) দ্রক্ষ্যতি, (লুঙ্) অদ্রাক্ষীৎ or অদর্শৎ, Passive—দৃশ্যতে; (ণিজন্ত)—দর্শয়তি, (সন্নন্ত)—দিদৃক্ষতে, যঙন্ত—দরীদৃশ্যতে, ক্ত—দৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দৃষ্ট্বা, তুমুন্—দ্রষ্টুম্।

সুভগঃ—(=সুন্দর, সুখদ) সু ভগো যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

উদ্যানোদ্দেশম্—কর্মণি দ্বিতীয়া; উদ্যানস্য উদ্দেশঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তম্।

উদ্যানম্—"পুমানাক্রীড় উদ্যানং রাজ্ঞঃ সাধারণং বনম্।"

উদ্দেশঃ—(=স্থান, প্রদেশ); উৎ-দিশ্+ঘঞ্ (কর্মবাচ্যে); তুদাদিগণীয় উভয়পদী দিশ্ (to produce, to grant, to allow)—(লট্) দিশতি-দিশতে, (লৃট্) দেক্ষ্যতি-দেক্ষ্যতে, (লুঙ্) অদিক্ষৎ-অদিক্ষত, Passive—দিশ্যতে, ণিজন্ত—দেশয়তি, সন্নন্ত—দিদিক্ষতি-দিদিক্ষতে, ক্ত—দিষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—দিষ্ট্বা, তুমুন্—দিষ্টুম্। With prepositions—আদিশতি—orders, উপদিশতি—advises, উদ্দিশতি বা নির্দিশতি—points out

উপগতঃ—উপ-গম্+ক্ত, পুং ১মা ১ব, Adj. to অহম্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী গম্ (to go)—(লট্) গচ্ছতি, (লট্) গমিষ্যতি, (লুঙ্) অগমৎ, Passive—গম্যতে, ণিজন্ত—গময়তি, সন্নন্ত—জিগমিষতি, যঙন্ত—জঙ্গম্যতে, ক্ত—গতঃ, ক্ত্বাচ্—গত্বা, ল্যপ্—আগত্য or আগম্য, তুমুন্—গন্তুম্। গম্ may be আত্মনেপদী by the rule 'সমো গম্যৃচ্ছিভ্যাম্' (See HSGC, p. 365)।

With prepositions—আগচ্ছতি—comes, অধিগচ্ছতি—gets, অনুগচ্ছতি—follows, উপগচ্ছতি—approaches, নির্গচ্ছতি—goes out, সঙ্গচ্ছতে—becomes proper.

অস্মি—অস্+লট্ মি; অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী অস্ (to be)—(লট্) অস্তি, (লৃট্) ভবিষ্যতি, (লুঙ্) অভূৎ। There is another দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী অস্ (to throw)—(লট্) অস্যতি।

তত্র—তদ্+ত্র, অব্যয় (Indeclinable)।

এব—অব্যয় (Indeclinable); পূর্বে দ্রষ্টব্য।

চ—অব্যয় (Indeclinable); পূর্বে দ্রষ্টব্য।

উপসৃত্য—উপ-সৃ+ল্যপ্; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী সৃ (to go, to approach)—(লট্) সরতি, (লৃট্) সরিষ্যতি, (লুঙ্) অসার্ষীৎ-অসরৎ, Passive—স্রিয়তে, সন্নন্ত—সিসীর্ষতি, ক্ত্বাচ্—সৃত্বা, তুমুন্—সর্তুম্। উপসর্গযোগে—অনু-সৃ (to follow), অপ-সৃ (to go elsewhere), নিঃ-সৃ to come forth), উপ-সৃ (to approach).

কন্দুকাবতী-ভ্রাতা—কুন্দুকাবত্যাঃ ভ্রাতা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

ভ্রাতা—পুং ভ্রাতৃ-শব্দের প্রথমা একবচন। রাজপুত্রঃ—রাজ্ঞঃ পুত্রঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

পুত্রঃ—(পুৎ-ত্রৈ+ক) or পুত্রঃ (পূ+ক্ত্র)

ভীমধন্বা—কর্তরি ১মা, Nom. to আস্ত ; ভীমম্ (ভীষণম্) ধনুর্যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। Alt. form—ভীমধনুঃ।

নিরভিমানম্—ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া ; নির্ (নাস্তি) অভিমানঃ যথা স্যাত্তথা (বহুব্রীহিঃ) ; "গর্বোঽভিমানোঽহংকারো মানশ্চিত্তসমুন্নতিঃ।" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে ; "অভিমানোঽর্থাদিদর্পে জ্ঞানে প্রণয়-হিংসয়োঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

অনুকূলাভিঃ—Adj. to কথাভিঃ, Calculated to please, agreeable (Kale).

কথাভিঃ—করণে তৃতীয়া ; "প্রবন্ধকল্পনা কথা প্রবহ্লিকা প্রহেলিকা" ইত্যমরঃ।

মাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, অস্মদ্-শব্দের ২য়া ১ব.।

অনুবর্তমানঃ—[অনুবর্তন=অনুসরণ, সেবা] অনু-বৃৎ+শানচ্, পুং ১মা ১ব. Adj. to ভীমধন্বা। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী বৃৎ (to exist, to live on)—(লট্) বর্ততে, (লৃট্) বর্ৎস্যতে-বর্তিষ্যতে, (লুঙ্) অবৃতৎ-অবর্তিষ্ট, Passive—বৃত্যতে, ণিজন্ত—বর্তয়াত, সন্নন্ত—বিবর্তিষতে-বিবৃৎসতি, যঙন্ত—বরীবৃত্যতে, ক্ত্বাচ্—বৃত্ত্বা-বর্তিত্বা. ল্যপ্—পরাবৃত্য, তুমুন্—বর্তিতুম্।

উপসর্গযোগে—অনু-বৃৎ (to follow), আ-বৃৎ (to revolve), নি-বৃৎ (to desist), পরা-বৃৎ (to turn back), পরি-বৃৎ (to change), প্র-বৃৎ (to commence)

মুহূর্তম্—"অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠা, ত্রিংশত্তু তাঃ কলা।
তাস্তু ত্রিংশৎ ক্ষণস্তে তু মুহূর্তো দ্বাদশাস্ত্রিয়াম্॥" ইত্যমরঃ কালবর্গে ;

"অকর্মক-ধাতুভির্যোগে দেশঃ কালো ভাবো গন্তব্যোঽধ্বা চ কর্মসংজ্ঞক ইতি বাচ্যম্" (বার্ত্তিকম্) ইতি-দ্বিতীয়া।

আস্ত—আস্+লঙ্ ত ; অদাদিগণীয় আত্মনেপদী আস্ (to sit)—(লট্) আস্তে, (লৃট্) আসিষ্যতে, (লুঙ্) আসিষ্ট, Passive—আস্যতে, ণিজন্ত—আসয়তি, সন্নন্ত—আসিসিষতে, ক্ত—আসিতঃ, শানচ্—আসীনঃ, তুমুন্—আসিতুম্।

নীত্বা—নী+ক্ত্বাচ্ ; ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী নী (to lead, to carry off)—(লট্) নয়তি-তে, (লৃট্) নেষ্যতি-তে, (লুঙ্) অনৈষীৎ-অনেষ্ট, Passive—নীয়তে, ণিজন্ত—নায়য়তি, সন্নন্ত—নিনীষতি-তে, যঙন্ত—নেনীয়তে, নীতঃ, তুমুন্—নেতুম্।

With prepositions—আ-নী (to bring), পরি-নী (to marry), উপ-নী (to propitiate, to represent), উৎ-নী (to uplift, to improve অপ-নী (to remove).

উপকার্য্যাম্—(=উপকারিকা, রাজগৃহ, ঊর্দ্ধগৃহ) কার্য্যবশে মূলস্থান হইতে অন্যত্র রাজার অবস্থানার্থ পটভবনাদি গৃহ বা রাজগৃহ-সামান্য (বঙ্গীয় শব্দকোষ)। A tent (Kale), উপ-কৃ+ণ্যৎ+স্ত্রিয়াম্ আপ্।

আত্মসমেন—আত্মনঃ সমঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তেন।

স্নান-ভোজন-শয়নাদি-ব্যতিকরেণ—স্নানঞ্চ ভোজনঞ্চ শয়নঞ্চ (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ), তানি আদির্যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ) তাদৃশঃ ব্যতিকরঃ (কর্মধারয়ঃ)।

ব্যতিকরঃ—বি-অতি-কৃ+অপ্ (ভাববাচ্যে) ;=পরস্পর-সমাগম, তুলনীয়—লতাপাদপমিথুনস্য ব্যতিকরঃ সংবৃত্তঃ, শকুন্তলা ১।$\frac{২২}{৩}$

উপাচরৎ—উপ-চর্+লঙ্ দ্।

তল্পগতম্—[তল্প=শয্যা] তল্পং গতম্ (সুপ্সুপা)।

তল্পঃ—It is Masc. or Neuter ; "তল্পং শয্যাট্টদারেষু স্তম্বেঽপি বিটপোঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ;

স্বপ্নেন—করণে তৃতীয়া, 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' ; স্বপ্+নন্ (ভাববাচ্যে) "স্যান্নিদ্রা শয়নং স্বাপঃ স্বপ্নঃ সংবেশ ইত্যপি" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে।

অনুভূয়মান-প্রিয়া-দর্শন-সুখম্—Adj. to মাম্ ; প্রিয়ায়া দর্শনম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তজ্জনিতং সুখম্ (শাকপার্থিববৎ সমাসঃ), অনুভূয়মানং প্রিয়াদর্শন-সুখং যেন (বহুব্রীহিঃ) তম্।

আয়সেন—(আয়স=লৌহ) Adj. to নিগড়েন।

"লোহোঽস্ত্রী শস্ত্রকং তীক্ষ্ণং পিণ্ডং কালায়সায়সী "ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে।

নিগড়েন—(=শৃঙ্খলের দ্বারা) করণে তৃতীয়া, 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' ; "কন্দুকো নিগড়োঽস্ত্রী স্যাদঙ্কুশোঽস্ত্রী সৃণিঃ স্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ; নিগড় may be Masculine or Neuter.

অতি-বলবদ্বহুপুরুষৈঃ—অতিশয়িতাঃ বলবন্তঃ ইতি অতিবলবন্তঃ (প্রাদি-তৎপুরুষঃ), বহবঃ পুরুষাঃ (কর্মধারয়ঃ), অতিবলবন্তো বহুপুরুষাঃ (কর্মধারয়ঃ), তৈঃ। প্রযোজ্য-কর্তরি তৃয়া।

পীবর-ভুজদণ্ডোপরুদ্ধম্—ভুজঃ দণ্ডঃ ইব (উপমিত-কর্মধারয়ঃ), পীবরঃ ভুজদণ্ডঃ (কর্মধারয়ঃ), তেন উপরুদ্ধম্ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

উপরুদ্ধম্—Held fast or bound by (Kale)

পীবর –(মাংসল) "পীন-পীব্নী তু স্থূল-পীবরে" ইত্যমরঃ বিশেষ্য-নিঘ্নবর্গে ; অর্থাৎ স্থূলের নাম – পীন, পীবন্, স্থূল, পীবর।

উপরুদ্ধম্—উপ্-রুধ্+ক্ত ; রুধাদিগণীয় উভয়পদী রুধ্ (to oppose, to hold up, to oppress)—(লট্) রুণদ্ধি-রুন্ধে, (লৃট্) রোৎস্যতি-তে, (লুঙ্) অরুধৎ-অরৌৎসীৎ, Passive—রুধ্যতে, ণিজন্ত—রোধয়তি, সন্নন্ত—রুরুৎসতি-তে, ক্ত্বাচ্—রুদ্ধ্বা, ল্যপ্—নিরুধ্য, তুমুন্ – রোদ্ধুম্।

অবন্ধয়ৎ—বন্ধ্+ণিচ্+লঙ্ দ্ ; ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী বন্ধ্ (to blind, to attract)—(লট্) বধ্নাতি, (লৃট্) ভন্ৎস্যতি, (বিধিলিঙ্) বধ্যাৎ, (লিট্) ববন্ধ, (লুঙ্) অভান্ৎসীৎ, অবান্ধাম্, অভান্ৎস্তঃ, অভান্ৎসীঃ, অভান্ৎসম্ ; Passive—বধ্যতে, ণিজন্ত—বন্ধয়তি, ণিজন্তের লুঙ্—অববন্ধৎ ; ক্ত—বদ্ধঃ, তুমুন্—বন্দ্ধুম্ (বদ্ধুম্ নহে), ক্ত্বাচ্—বদ্ধ্বা, ল্যপ্—নিবধ্য।

মাম্—কর্মণি ২য়া।

ভীমধন্বা—কর্তরি ১মা। ভীমং ধনুর্যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), 'ধনুষশ্চ' ৫।৪।১৩২ ইতি অনঙ্। The alternative form is ভীমধনুঃ, by the rule 'বা সংজ্ঞায়াম্', তুলনীয়,—পুষ্পধনুঃ or পুষ্পধন্বা।

Ch. of voice. ······মিত্রগুপ্তেন ময়া কৃত-যথোচিত-নিয়মেন স এব প্রিয়া-কন্দুকাবতী-দর্শন-সুভগঃ উদ্যানোদ্দেশঃ উপাগমি।

······কন্দুকাবতী-ভ্রাত্রা রাজপুত্রেণ ভীমধন্বনা······অনুবর্তমানেন······আস্যত। ······উপাচর্য্যে। তল্পগতঃ······অনুভূয়মান-প্রিয়াদর্শনসুখঃ······পীবর-ভুজদণ্ডো-পরুদ্ধঃ অবধ্যে অহং ভীমধন্বনা। ১।

2. **প্রতিবুদ্ধং চ সহসা·········যথাদিষ্টমকরোৎ। ২।**

বিসন্ধিপাঠঃ—প্রতিবুদ্ধম্ চ সহসা সমভ্যধাৎ—অয়ি দুর্মতে, শ্রুতম্ আলপিতম্ যুতায়াঃ চন্দ্রসেনায়াঃ জাল-রন্ধ্র-নিঃসৃতম্ তচ্চেষ্টা-বোধ-প্রযুক্তয়া অনয়া কুব্জয়া। ত্বম কিল অভিলষিতঃ মম ভগিন্যা বরাক্যা কন্দুকাবত্যা, তব কিল অনুজীবিনা ময়া স্বেয়ম্ ত্বদ্বচঃ কিল অনতিক্রমতা ময়া চন্দ্রসেনা কোশদাসায় দাস্যতে' ইত্যুক্ত্বা পার্শ্বচরম পুরুষম্ একম্ আলোক্য অকথয়ৎ—'প্রক্ষিপ এনং সাগরে' ইতি। সঃ তু লব্ধরাজ্যঃ ইব অতিহৃষ্টঃ 'দেব, যৎ আজ্ঞাপয়সি' ইতি যথাদিষ্টম্ অকরোৎ। ২

Beng. Equivalents. প্রতিবুদ্ধম্ (জাগরিত) চ (এবং) সহসা (হঠাৎ) সমভ্যধাৎ (বলিল)—অয়ি (ওহে) দুর্মতে (দুর্মতি) শ্রুতম্ (শুনিয়াছি) আলপিতম্ (কথাবার্তা) হতায়াঃ (পাপীয়সী) চন্দ্রসেনায়াঃ (চন্দ্রসেনার) জাল-রন্ধ্র-নিঃসৃতম্ (গবাক্ষচ্ছিদ্র-নির্গত) তচ্চেষ্টা-বোধ-প্রযুক্তয়া (তাহার গতিবিধি জানার

জন্য নিযুক্ত) অনয়া (এই) কুব্জয়া (কুব্জার দ্বারা)। ত্বম্ (তুমি) কিল (ই) অভিলষিতঃ (বাঞ্ছিত) মম (আমার) ভগিন্যা (ভগিনী) বরাক্যা (বেচারী) কন্দুকাবত্যা (কন্দুকাবতীর দ্বারা), তব কিল (তোমারই) অনুজীবিনা (অনুচর [হইয়া]) ময়া স্থেয়ম্ (আমার থাকিতে হইবে) ? ত্বদ্বচঃ (তোর কথা) কিল (ই) অনতিক্রামতা (অতিক্রম না করিয়া) ময়া (আমার দ্বারা) 'চন্দ্রসেনা (চন্দ্রসেনাকে) কোশদাসায় (কোশদাসকে) দাস্যতে (দান করিব)' ইত্যুক্ত্বা (এই কথা বলিয়া) পার্শ্বচরম্ (পার্শ্বচর) পুরুষম্ (পুরুষ) একম্ (একটি) আলোক্য (দেখিয়া) অকথয়ৎ (বলিলেন)—প্রক্ষিপ (ফেলিয়া দাও) এনম্ (ইহাকে) সাগরে (সাগরে, জলধিতে) ইতি (এই কথা)। সঃ তু (আর সে) লব্ধরাজ্য ইব (যেন রাজ্য লাভ করিয়াছে এরূপ) অতিহৃষ্টঃ (অতি আনন্দিত হইয়া) দেব (মহাশয়) যৎ (যাহা) আজ্ঞাপয়সি (আদেশ করিতেছেন)। ইতি (এই কথা বলিয়া) যথাদিষ্টম্ (যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে সেইরূপ) অকরোৎ (করিল)।

Beng. Trans. জাগরিত হইলে হঠাৎ সে আমাকে বলিল—"ওরে দুর্মতি, পাপীয়সী চন্দ্রসেনার কথাবার্তা গবাক্ষচ্ছিদ্রপথে নির্গত হওয়ায় তাহার গতিবিধি জানার জন্য নিযুক্ত এই কুব্জার সাহায্যে আমি সমস্ত কথাবার্তাই জানিতে পারিয়াছি। আমার ভগিনী বেচারী কন্দুকাবতী তোকেই চায় ? আমাকে তোর অনুচর হইয়া থাকিতে হইবে ? তোর কথা অনুসারেই চন্দ্রসেনাকে কোশদাসের হাতে দিতে হইবে ?" এই কথা বলিয়া পার্শ্বচর একজন পুরুষকে দেখিয়া বলিল—"ইহাকে সাগরে ফেলিয়া দাও।" সে যেন রাজ্য লাভ করিল এইরূপ অতিমাত্রায় আনন্দিত হইয়া "যে আজ্ঞে, প্রভু" বলিয়া আদেশমত কার্য্য করিল।

Eng. Trans. As I woke up (the prince) suddenly addressed me—"O wicked-minded, the talk of Candrasenā was overheard through the lattice-window by this hunch-back woman engaged to secure information of her activities. So you are the object of adoration by the wretched, vile Kandukāvatī ; I am to be your servant, and obeying your orders Candrasenā is to be given to Kośadāsa by me. Having said this, he eyed one of his attendants and said, "Cast him into the sea." He (that attendant), quite overjoyed as if he had obtained a kingdom saying "As my lord orders" did what he was ordered to do.

Sans. Equivalents. প্রতিবুদ্ধম্ (জাগরিতম্) সহসা (অকস্মাৎ) সমভ্যধাৎ (অব্রবীৎ) দুর্মতে (দুর্বুদ্ধে) শ্রুতম (আকর্ণিতম্) আলপিতম্ (আলাপঃ)

হতায়াঃ (পাপায়াঃ) চন্দ্রসেনায়াঃ (চন্দ্রসেনা-নামকায়াঃ) [জালরন্ধ্রম্—গবাক্ষচ্ছিদ্রম্, The lattice-holes (Kale)], জালরন্ধ্র-নিঃসৃতম্ (গবাক্ষচ্ছিদ্র-নির্গতম্) তচ্চেষ্টা-বোধ-প্রযুক্তয়া—Appointed to watch her actions, (তৎকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ-নিযুক্তয়া) কুব্জয়া (পৃষ্ঠতো বিকলাঙ্গেন) কিল (অসংভাব্যার্থে)—As is said ; or, as I hear. This shows that he treated the prophecy with scorn. অভিলষিতঃ (বাঞ্ছিতঃ) ভগিন্যা (স্বস্রা) বরাক্যা—By the wretch (হতভাগ্যয়া) কন্দুকাবত্যা (কন্দুকাবতীনাম্ন্যাঃ) অনুজীবিনা (অনুচরেণ) স্থেয়ম্ (স্থাতব্যম্) ত্বদ্বচঃ (তব বচনম্) অনতিক্রমতা (পরিপালয়তা) কোশদাসায় (কোশদাস-নাম্নে) পার্শ্বচরম্ (অনুচরম্) পুরুষম্ (নরম্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) অকথয়ৎ (উক্তবান্) প্রক্ষিপ (নিক্ষেপং কুরু) এনম্ (এতম্) সাগরে (জলধৌ) লব্ধরাজ্যঃ (প্রাপ্তরাজ্যঃ) অতিহৃষ্টঃ (অতি-মুদিতঃ) দেব (প্রভো আজ্ঞাপয়সি (আদিশসি) যথাদিষ্টম্ (আদেশানুরূপম্) অকরোৎ (কৃতবান্) ।

Notes

প্রতিবুদ্ধম্—প্রতি-বুধ্+ক্ত, পুং ২য়া ১ব। দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী বুধ্ (to know, to understand)—(লট্) বুধ্যতে, (লৃট্) ভোৎস্যতে, (লুঙ্) অবোধি-অবুদ্ধ, সন্নন্ত—বুভুৎসতে, ক্ত—বুদ্ধঃ, ক্তাচ্—বুদ্ধা, তুমুন্—বোদ্ধুম্। There is another ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী বুধ্ (to know)—(লট্) বোধতি-বোধতে, (লৃট্) ভোৎস্যতি-তে, (লুঙ্) অবোধীৎ-অবুধৎ-অবোধিষ্ট, Passive—বুধ্যতে, ণিজন্ত—বোধয়তি, (সন্নন্ত) বুভুৎসতি-তে, তব্যৎ—বোধিতব্যঃ, ক্ত—বোধিতঃ, ক্তাচ্—বুদ্ধা, তুমুন্—বোদ্ধুম্।

চ—অব্যয় (Indeclinable). (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

সহসা—অব্যয় (Indeclinable). "অতর্কিতে তু সহসা স্যাৎ পুরঃ পুরতোঽগ্রতঃ" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে ; অর্থাৎ অতর্কিতের নাম—সহসা ; অগ্রের নাম —পুরস্, পুরতস্, অগ্রতস্।

সমভ্যধাৎ—সম্-অভি-ধা+লুঙ্ দ্ ; হ্বাদিগণীয় উভয়পদী ধা (to put, to grant, to produce, to bear)—(লট্) দধাতি-ধত্তে, (লৃট্) ধাস্যতি-তে, (লুঙ্) অধাৎ-অধিত, Passive—ধীয়তে, ণিজন্ত—ধাপয়তি, সন্নন্ত—ধিৎসতি-তে, ক্ত—হিতঃ, ক্তাচ্—হিত্বা, ল্যপ্—নিধায় ; উপসর্গযোগে—অপি-ধা (to cover), অব-ধা (to mind, to listen to), অনু-সম্-ধা (to search for), পরি-ধা (to put on), বি-ধা (to do), প্রতি-বি-ধা (to remedy), বি-অব-ধা (to conceal) ।

অয়ি—অব্যয় (Indeclinable). "অস্তি সত্ত্বে রুষোক্তাবুমুং প্রশ্নেঽনুনয়ে ত্বয়ি।" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে; অর্থাৎ বিদ্যমান অর্থের নাম—অস্তি, ক্রোধোক্তির নাম—উম্, প্রশ্নার্থের নাম—উম্, অনুনয়ার্থের নাম - অয়ি।

দুর্মতে—দুর্ (দুষ্টা) মতির্যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), সম্বোধনে।

শ্রুতম্—শ্রু + ক্ত ; স্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী শ্রু (to hear)—(লট্) শৃণোতি, (লট্) শ্রোষ্যতি, (লুঙ্) অশ্রৌষীৎ, Passive—শ্রূয়তে, ণিজন্ত—শ্রাবয়তি, সন্নন্ত—শুশ্রূষতে, যঙন্ত—শোশ্রূয়তে, ক্ত্বাচ্—শ্রুত্বা, ল্যপ্—প্রতিশ্রুত্য, তুমুন্—শ্রোতুম্। উপসর্গ-যোগে—প্রতি + শ্রু or আ + শ্রু (to promise)। সন্নন্ত শ্রু is usually আত্মনেপদী by 'জ্ঞা-শ্রু-স্মৃ-দৃশাং সনঃ but when preceded by প্রতি or আঙ্ it is পরস্মৈপদী by 'প্রত্যাঙ্ভ্যাং শ্রুবঃ।' (See HSGC, p. 371)।

আলপিতম্—আঙ্-লপ্ + ক্ত, ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী লপ্ (to talk in general, to wail, to lament) - (লট্) লপতি, (লৃট্) লপিষ্যতি, (লুঙ্) অলপীৎ-অলাপীৎ, Passive—লপ্যতে, ণিজন্ত—লাপয়তি, ক্ত্বাচ্—লপিত্বা, ল্যপ্—বিলপ্য। উপসর্গ-যোগে—আ-লপ্ (to speak), অপ-লপ্ (to deny), প্র-লপ্ (to talk incoherently), বি-লপ্ (to lament)।

হতায়াঃ—Adj. to চন্দ্রসেনায়াঃ, হন্ + ক্ত + স্ত্রিয়াম্ আপ্ ; অদাদি পরস্মৈপদী হন্ (to kill, to beat, to hurt, to conquer)—(লট্) হন্তি, হতঃ, ঘ্নন্তি, (লঙ্) অহন্, অহতাম্, অঘ্নন্, (লৃট্) হনিষ্যতি, (লিট্) জঘান, (লুঙ্) অবধীৎ, অবধিষ্টাম্, Passive—হন্যতে, ণিজন্ত—ঘাতয়তি, সন্নন্ত—জিঘাংসতি, যঙন্ত—জঙ্ঘন্যতে (গত্যর্থে) বা জেঘ্নীয়তে (হিংসার্থে), ক্ত্বাচ্—হত্বা, ল্যপ্—আহত্য, তুমুন্—হন্তুম্। আ-হন্ is আত্মনেপদ by 'আঙো যমহনঃ' (vide HSGC, p. 365.) "মনোহতঃ প্রতিহতঃ প্রতিবদ্ধো হতশ্চ সঃ" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে।

চন্দ্রসেনায়াঃ—'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' (২।৩।৬৫) ইতি কর্তরি ষষ্ঠী।

হতায়াশ্চন্দ্রসেনায়াঃ—Of that hussy worthless Chandrasenā.

জালরন্ধ্র-নিঃসৃতম্—Both জাল and রন্ধ্র are Neuter.

জালম্—"জালং সমূহ আনায়-গবাক্ষ-ক্ষারকেষ্বপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ জাল = সমূহ, মৎস্যাদি-মারণযন্ত্র, গবাক্ষ, অপক (জালি) কুষ্মাণ্ডাদি (ক্লী)। জাল here means গবাক্ষ (window) জালস্য রন্ধ্রম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তস্মাৎ নিঃসৃতম্ (পঞ্চমী-তৎপুরুষঃ)। আনায়—net,

"আনায়ঃ পুংসি জালং স্যাচ্ছণসূত্রং পবিত্রকম্।
মৎস্যাধানী কুবেণী স্যাদ্বড়িশং মৎস্যবেধনম্॥" ইত্যমরঃ বারিবর্গে;

নিঃসৃতম্—নির্-সৃ + ক্ত, ক্লীব ১মা ১ব।

তচ্চেষ্টা-বোধ-প্রযুক্ততয়া—তস্যাঃ চেষ্টা (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তস্যাঃ বোধঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তস্মাৎ প্রযুক্তঃ (৫মী-তৎপুরুষঃ) তস্য ভাবঃ, তয়া।

চেষ্টা—(=কর্ম)।

প্রযুক্তঃ—প্র-যুজ্+ক্ত, পুং ১মা. ১ব.

অনয়া—Adj. to কুব্জয়া।

কুব্জয়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

ত্বম্—উক্তে কর্মণি প্রথমা।

কিল—সংভাব্যার্থে ; "বার্তাসংভাব্যয়োঃ কিল" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ কিল—বার্তা বা সম্ভাব্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অভিলষিতঃ—অভি-লষ্+ক্ত, পুং প্রথমা একবচন, ভ্বাদিগণীয় বা দিবাদিগণীয় উভয়পদী লষ্ (কান্তৌ, to long, to wish for)—(লট্) লষতি-তে, লষ্যতি-তে, (লিট্) ললাষ or লেষে, (লুঙ্) অলষীৎ-অলাষীৎ-অলষিষ্ট, সন্নন্ত—লিলষিষতি।

মম—শেষে ষষ্ঠী।

ভগিন্যাঃ—Same case with কন্দুকাবত্যা।

বরাক্যা—Adj. to ভগিন্যা।

কন্দুকাবত্যা—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

তব—শেষে ষষ্ঠী।

কিল—অব্যয় (Indeclinable) ; 'বার্তা-সম্ভাব্যয়োঃ কিল' Here used in the sense of সম্ভাব্য।

অনুজীবিনা—Adj. to ময়া।

ময়া—'কৃত্যানাং কর্তরি বা' ২।৩।৭১ ইতি কর্তরি ষষ্ঠী। Alt. form—মম।

স্থেয়ম্—স্থা+যৎ ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী স্থা (to stand, to wait, to be) —(লট্) তিষ্ঠতি, (লৃট্) স্থাস্যতি, (লিট্) তস্থৌ, (লুঙ্) অস্থাৎ, Passive—স্থীয়তে, ণিজন্ত—স্থাপয়তি, সন্নন্ত—তিষ্ঠাসতি, ক্ত—স্থিতঃ, ক্ত্বাচ্—স্থিত্বা, তুমুন্—স্থাতুম্। স্থা is আত্মনেপদী by 'সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ' 'আঙঃ প্রতিজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্', 'প্রকাশন স্থেয়াখ্যয়োশ্চ' 'উদোঽনূর্ধ্ব-কর্মণি,' 'উপান্মন্ত্রকরণে,' 'উপাদ্দেবপূজা-সঙ্গতিকরণ-মিত্রকরণ-পথিষু,' 'বা লিপ্সায়াম্,' 'অকর্মকাচ্চ' (Vide Higher Sanskrit Grammar & Comp. p. p. 363-64.)

ত্বদ্বচঃ—তব বচঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

কিল—অব্যয় (Indeclinable) ; 'বার্তা-সংভাব্যয়োঃ কিল' ইত্যমরঃ। (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

8 অনতিক্রামতা – নঞ্-অতি-ক্রম্+শতৃ+৩য়া একবচন ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী

ক্রম্ (to walk)—(লট্) ক্রাম্যতি—ক্রামতি, (লৃট্) ক্রমিষ্যতি, (লুঙ্) অক্রমীৎ, Passive—ক্রম্যতে, ণিজন্ত—ক্রময়তি, সন্নন্ত—চিক্রমিষতি, যঙন্ত—চঙ্ক্রম্যতে, তব্যৎ—ক্রমিতব্যঃ, ক্ত—ক্রান্তঃ, ক্তাচ্—ক্রমিত্বা, ক্রান্ত্বা বা ক্রন্ত্বা, তুমুন্—ক্রমিতুম্। Cases of আত্মনেপদ—'বৃত্তি-সর্গ-তায়নেষু ক্রমঃ,' 'উপ-পরাভ্যাম্', 'আঙ উদ্গমনে,' 'বেঃ পাদ-বিহরণে,' 'প্রোপাভ্যাং সমর্থাভ্যাম্'। See HSGC, pp. 368-69. ময়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

চন্দ্রসেনা—উক্তে কর্মণি প্রথমা। কোশদাসায়—সম্প্রদানে চতুর্থী।

দাস্যতে—দা+লৃট্ স্যতে ; হ্বাদিগণীয় উভয়পদী দা (to give)—(লট্) দদাতি-দত্তে, (লৃট্) দাস্যতি-দাস্যতে, (লুঙ্) অদাৎ-অদিত, Passive—দীয়তে, ণিজন্ত—দাপয়তি, সন্নন্ত—দিৎসতি-দিৎসতে, যঙন্ত—দেদীয়তে, ক্ত—দত্তঃ, ক্তাচ্—দত্ত্বা, ল্যপ্—প্রদায়। উভয়পদী ধাতুগুলি 'ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হইলে' আত্মনেপদী হয় [তজ্জন্যই পুরোহিত কার্য করার সময়ে 'দদামি' (লট্) বা 'দদানি' (লোট্ আনি) বলিয়া থাকেন, যজমান নিজে কার্য করিলে দদে (লট্ এ) বলেন], 'স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে', (Vide HSGC, pp 359-60), আ-দা is আত্মনেপদ by 'আঙো-দোহনাস্য-বিহরণে' (Vide HSGC, p. 361)।

ইত্যুক্ত্বা—ইতি+উক্ত্বা।

উক্ত্বা—ব্রূ or বচ্+ক্তাচ্ ; অদাদিগণীয় উভয়পদী ব্রূ (to speak)—(লট্) ব্রবীতি-আহ-ব্রূতে, (লৃট্) বক্ষ্যতি-বক্ষ্যতে, (লুঙ্) অবোচৎ-অবোচত, Passive—উচ্যতে, ণিজন্ত—বাচয়তি, সন্নন্ত—বিবক্ষতি-বিবক্ষতে, যঙন্ত—বাবচ্যতে, ক্ত—উক্তঃ, তুমুন্—বক্তুম্, ক্তাচ্—উক্ত্বা, ল্যপ্—প্রোচ্য।

পার্শ্বচরম্—পার্শ্ব-চর্+ট, দ্বিতীয়া একবচন।

পুরুষম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to আলোক্য।

"স্বর-মৎস্যাবনিমিষৌ পুরুষাবাত্ম-মানবৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ;

একম্—Adj. to পুরুষম্।

আলোক্য—আঙ্-লোক্+ল্যপ্ ; লোক্ is ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী or চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী। (i) ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী লোক্ (to see, to perceive)—(লট্) লোকতে, (লৃট্) লোকিষ্যতে, (লিট্) লুলোকে, (লুঙ্) অলোকিষ্ট, Passive—লোক্যতে, ক্ত—লোকিতঃ। (ii) চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী—(লট্) লোকয়তি।

অকথয়ৎ—কথ্+লঙ্ দ্, চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী কথ্ (to tell)—(লট্) কথয়তি, (লৃট্) কথয়িষ্যতি, (লুঙ্) অচকথৎ, Passive—কথ্যতে, সন্নন্ত—চিকথয়িষতি, ক্ত—কথিতঃ, ক্তাচ্—কথয়িত্বা, তুমুন্—কথয়িতুম্।

প্রক্ষিপ—প্র-ক্ষিপ্+লোট্ হি; দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী বা তুদাদিগণীয় উভয়পদী ক্ষিপ্ (to throw)—(লট্) ক্ষিপ্যতি or ক্ষিপতি-তে, (লৃট্) ক্ষেপ্স্যতি-তে, (লুঙ্) অক্ষৈপ্সীৎ, Passive ক্ষিপ্যতে, ণিজন্ত—ক্ষেপয়তি, সন্নন্ত—চিক্ষিপ্সতি-তে, ক্ত্বাচ্—ক্ষিপ্ত্বা, তুমুন্—ক্ষেপ্তুম্।

এনম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to প্রক্ষিপ; এতদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন Alt. form এতম্।

সাগরে—অধিকরণে সপ্তমী; "সমুদ্রোঽব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎপতিঃ। উদন্বানুদধিঃ সিন্ধুঃ সরস্বান্ সাগরোঽর্ণবঃ। রত্নাকরো জলনিধির্যাদঃপতিরপাং-পতিঃ॥" ইত্যমরঃ বারিবর্গে; অর্থাৎ সমুদ্রবাচক—সমুদ্র, অব্ধি, অকূপার, পারাবার, সরিৎপতি, উদন্বৎ, উদধি সিন্ধু, সরস্বৎ, সাগর, অর্ণব, রত্নাকর, জলনিধি, যাদঃপতি, অপাংপতি [আপোযোনি] (পুং)।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable)। "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে; অর্থাৎ ইতি=হেতু, প্রকরণ প্রকাশ (এবমর্থ) বা সমাপ্তি।

সঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অকরোৎ; পুং তদ্-শব্দের ১মা ১বঃ।

তু—অব্যয় (Indeclinable); "তু পাদপূরণে ভেদে সমুচ্চয়েঽবধারণে। পক্ষান্তরে বিয়োগে চ প্রশংসায়াং বিনিগ্রহে॥" ইতি মেদিনী।

লব্ধরাজ্যঃ—লব্ধং রাজ্যং যেন সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

লব্ধম্—লভ্+ক্ত, ক্লীং ১মা ১ব.; ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী লভ্ (to get, to take, to have)—(লট্) লভতে, (লৃট্) লপ্স্যতে, (লুঙ্) অলব্ধ, Passive—লভ্যতে, ণিজন্ত—লম্ভয়তি, সন্নন্ত—লিপ্সতে, ক্ত্বাচ্—লব্ধ্বা, ল্যপ্—উপলভ্য, তুমুন্—লব্ধুম্।

ইব—অব্যয় (Indeclinable); "বদ্বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে" ইত্যমরঃ, অর্থাৎ সাদৃশ্যের নাম—বৎ, বা, যথা, তথা, ইব, এবম্।

অতিহৃষ্টঃ—অতি (অতিশয়িতং) হৃষ্টঃ (গতি-সমাসঃ)। The rules being 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে', 'গতিশ্চ'।

হৃষ্টঃ—হৃষ্+ক্ত, পুং ১মা ১ব.; ভ্বাদিগণীয় বা দিবাদিগণীয় হৃষ্ (to be delighted)—(লট্) হর্ষতি-হৃষ্যতি, (লৃট্) হর্ষিষ্যতি, (লুঙ্) অহর্ষীৎ-অহৃষৎ, Passive—হৃষ্যতে, ণিজন্ত—হর্ষয়তি, সন্নন্ত—জিহর্ষিষতি, ক্ত্বাচ্—হৃষিত্বা or হৃষ্ট্বা, তুমুন্—হর্ষিতুম্, ক্ত—হৃষ্টঃ (pleased) or হৃষিতঃ (amazed). The বার্ত্তিক "বিস্মিত-বিঘাতয়োশ্চেতি বক্তব্যম্" under the rule 'হৃষের্লোমসু' ৭।২।২৯ makes the difference between হৃষ্ট and হৃষিত; হৃষিতো দেবদত্তঃ means বিস্মিতো দেবদত্তঃ।

দেব—সম্বোধনে-প্রথমা

যৎ—(ক্লীং) যদ্-শব্দের ২য়া ১ব. ।

আজ্ঞাপয়সি—আ-জ্ঞা+ণিচ্+লট্ সি ; ক্র্যাদি উভয়পদী জ্ঞা (to know) —(লট্) জানাতি-জানীতে, (লৃট্) জ্ঞাস্যতি-তে, (লুঙ্) অজ্ঞাসীৎ—অজ্ঞাসিষ্ট, Passive—জ্ঞায়তে, ণিজন্ত—জ্ঞাপয়তি, সন্নন্ত—জিজ্ঞাসতে [The আত্মনেপদ is by "জ্ঞা-শ্রু-স্মৃ-দৃশাং সনঃ"], ক্ত—জ্ঞাতঃ, ক্ত্বাচ্—জ্ঞাত্বা, ল্যপ্—বিজ্ঞায়, তুমুন্—জ্ঞাতুম্ ।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) ; "ইতি হেতু-প্রকরণ প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ ; (পূর্বে দ্রষ্টব্য) ।

যথাদিষ্টম্—যথা আদিষ্টম্ (সুপ্সুপা) ।

আদিষ্টম্—আ-দিশ্+ক্ত ; তুদাদিগণীয় উভয়পদী দিশ্ (to produce, to grant, to allow)—(লট্) দিশতি-তে, (লৃট্ দেক্ষ্যতি-তে, (লুঙ্) অদিক্ষৎ-ত, Passive—দিশ্যতে, ণিজন্ত—দেশয়তি, সন্নন্ত—দিদিক্ষতি-তে, ক্ত্বাচ্ —দিষ্ট্বা, তুমুন্—দিষ্টুম্ ।

অকরোৎ—কৃ+লঙ্ দ্ ; For the root কৃ see Para. 1.

Ch. of voice. প্রতিবুদ্ধঃ চ······সমভ্যধীয়ে·········শ্রুতবতী······প্রযুক্তা ইয়ম্ কুব্জা। ত্বাং কিল অভিলষিতবতী······ভগিনী বরাকী কন্দুকাবতী,······ অনুজীবী অহং স্থাস্যামি। ······অনতিক্রমন্ অহং চন্দ্রসেনাং কোশদাসায় দাস্যামি··· ···অকথ্যত 'প্রক্ষিপ্যতাম্ অয়ম্······' তেন তু লব্ধরাজ্যেন······অতিহৃষ্টেন······ আজ্ঞাপ্যতে······অক্রিয়ত ।

3. অহং তু নিরালম্বনো······পরাজায়িষত যবনাঃ ।৩

বিসন্ধিপাঠঃ—অহম্ তু নিরালম্বনঃ ভুজাভ্যাম্ ইতস্ততঃ স্পন্দমানঃ কিম্ অপি কাষ্ঠম্ দৈবদত্তম্ উরসা উপশ্লিষ্য তাবৎ অপ্লোষি যাবৎ অপাসরৎ বাসরঃ শর্বরী চ সর্বা। প্রত্যুষসি অদৃশ্যত কিম্ অপি বহিত্রম্। অমুত্র আসন্ যবনাঃ। তে মাম্ উদ্ধৃত্য রামেষু-নাম্নে নাবিক-নায়কায় কথিতবন্তঃ—'কঃ অপি অয়ম্ আয়স-নিগড়-বদ্ধ এব জলে লব্ধঃ পুরুষঃ। স অয়ম্ অপি সিঞ্চেৎ সহস্রম্ দ্রাক্ষাণাম্ ক্ষণেন একেন' ইতি। অস্মিন্ এব ক্ষণে নৈক-নৌকা-পরিবৃতঃ কঃ অপি মদগুঃ অভ্যধাবৎ। অবিভ্যুঃ যবনাঃ। তাবৎ অতিজবাঃ নৌকাঃ শ্বানঃ ইব বরাহম্ অস্মৎ-পোতম্ পর্যরুৎসত। প্রাবর্তত চ সংপ্রহারঃ। পরাজায়িষত যবনাঃ ।৩।

Beng. Equivalents. অহম্ তু (আর আমি) নিরালম্বনঃ (আশ্রয়হীন অবস্থায়) ভুজাভ্যাম্ (হাত দুইটির দ্বারা) ইতস্ততঃ (এদিক্ ওদিক্) স্পন্দমানঃ

(নড়াচড়া করিয়া, সাঁতার কাটিয়া) কিম্ অপি (কোন একটা) কাষ্ঠম্ (কাষ্ঠ) দৈবদত্তম্ (দৈব বা অদৃষ্টের দ্বারা প্রদত্ত) উরসা (বুকের দ্বারা) উপশ্লিষ্য (জড়াইয়া ধরিয়া) তাবৎ (সেই পর্যন্ত) অপ্লোষি (ভাসিয়া ছিলাম) যাবৎ (যে পর্যন্ত না) অপাসরৎ (চলিয়া গেল, অতিক্রান্ত হইল) বাসরঃ (দিন) শর্বরী (রাত্রি) চ (এবং) সর্বা (সম্পূর্ণ)। প্রত্যুষসি (সকাল বেলা) অদৃশ্যত (দেখা গেল) কিম্ অপি (কোন একটা) বহিত্রম্ (জলযান, নৌকা বা জাহাজ)। অমুত্র (সেখানে) আসন্ (ছিল) যবনাঃ (যবনেরা)। তে (তাহারা) মাম্ (আমাকে) উদ্ধৃত্য (উদ্ধার করিয়া, তুলিয়া) রামেষু-নাম্নে (রামেষু-নামক) নাবিক-নায়কায় (প্রধান নাবিক বা চালককে) কথিতবন্তঃ (বলিল)—কঃ অপি (কোন একজন) অয়ম্ (এই) আয়স-নিগড়-বদ্ধঃ (লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ) এব (ই, অবস্থায়ই) জলে (জলের মধ্যে) লব্ধঃ (পাওয়া গিয়াছে) পুরুষঃ (লোক)। সঃ অয়ম্ (সেই এই [লোকটি]) অপি সিঞ্চেৎ (খুব সম্ভব সেচন করিবে) সহস্রম্ (একহাজার) দ্রাক্ষাণাম্ (আঙ্গুর গাছের) ক্ষণেন একেন (এক মুহূর্তে, অত্যল্প কালের মধ্যে) ইতি (এই)। অস্মিন্ এব ক্ষণে (এই সময়েই) নৈক-নৌকা-পরিবৃতঃ (অনেক-নৌকা-বেষ্টিত) কঃ অপি (কোন একটি) মদ্গুঃ (একরূপ জলযান) অভ্যধাবৎ (দৌড়াইল বা তাড়া করিল)। অবিভয়ুঃ (ভীত হইল) যবনাঃ (যবনেরা)। তাবৎ (সেই সময়ে) অতিজবাঃ (অতিবেগবান্) নৌকাঃ (নৌকাগুলি) শ্বানঃ (কুকুরেরা) বরাহম্ ইব (শূকরকে যেমন) অস্মৎ-পোতম্ (আমাদের জাহাজকে) পর্যরুংসত (চারিদিক্ দিয়া অবরুদ্ধ করিল)। প্রাবর্তত (আরম্ভ হইল) চ (এবং) সম্প্রহারঃ (যুদ্ধ)। পরাজায়িষত (পরাজিত হইল) যবনাঃ (যবনেরা)।৩।

Beng. Trans. আমি তখন নিরাশ্রয় ভাবে হস্তদ্বয়ের দ্বারা এদিক্-ওদিক্ নড়াচড়া করিতে করিতে দৈবপ্রদত্ত একখানি কাষ্ঠকে জড়াইয়া ধরিয়া ভাসিতে লাগিলাম, এইভাবে একটি দিন ও সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল। সকালবেলা কোন একটা নৌকা দেখা গেল, তাতে যবনেরা ছিল, তাহারা আমাকে উদ্ধার করিয়া রামেষু-নামক নাবিক-নায়ককে বলিল—"এই লোকটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় জলের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এ একটু কালের মধ্যেই হাজার আঙ্গুর গাছে জল সেচন করিতে পারিবে।" এই সময়েই অনেক-নৌকা-পরিবৃত একটি পোত (মদ্গু) দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল, যবনেরা ভীত হইল। তখন কুকুরেরা যেমন বরাহকে অবরোধ করে অতিবেগবান্ নৌকাসমূহ সেইভাবে আমাদের পোতখানিকে অবরোধ করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং যবনেরা পরাজিত হইল।৩

Eng. Trans. Helplessly tossing about with my arms, finding a god-sent piece of log of wood to my breast, I floated till the

day and the whole night passed. In the morning (I) saw a ship. In it were Yavanas. They raising me (from the water) took me to the Captain and said, "This is some man, bound in iron fetters, who was found in the water ; he is capable of watering many vines alone. About this time, a galley surrounded by many other vessels chased us. The Yavanas were alarmed. In the meantime, just like a pack of hounds surrounding a boar, the speedy ships closed upon our ship. Then a fight began and the Yavanas were defeated. 3

Sans. Equivalents. নিরালম্বনঃ (আশ্রয়হীনঃ) ভুজাভ্যাম্ (হস্তাভ্যাম্) ইতস্ততঃ (বিভিন্নদিক্ষু) স্পন্দমানঃ (কম্পমানঃ ; সন্তরন্) Swimming [Kale] কাষ্ঠম্ (দারু) দৈবদত্তম্ (অদৃষ্টদত্তম্) উরসা (বক্ষসা) উপশ্লিষ্য (আলিঙ্গ্য) অপ্লোষি (জলোপরি স্থিতবান্) অপাসরৎ (অতিক্রান্তঃ) বাসরঃ (দিবসঃ) শর্বরী (রাত্রিঃ) সর্বা (সম্পূর্ণা) প্রত্যুষসি (উষসি) অদৃশ্যত (দৃষ্টিপথমাগচ্ছৎ) বহিত্রম্ (বহনম্, জলযানম্) ; A boat or ship. Cf. প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্। বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্ ॥ (গীত-গোবিন্দে)। অমুত্র (তত্র) আসন্ (স্থিতবন্তঃ) যবনাঃ (ম্লেচ্ছদেশীয়াঃ) উদ্ধৃত্য (জলাদুত্থাপ্য) নাবিক-নায়কায় (কর্ণধার-প্রধানায়) কথিতবন্তঃ (উক্তবন্তঃ) আয়স-নিগড়াবদ্ধঃ (লৌহ-শৃঙ্খল-বদ্ধঃ) লব্ধঃ (প্রাপ্তঃ) পুরুষঃ (মানবঃ) অপি সিঞ্চেৎ (অপিশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্) (সেক্তুং প্রভবেৎ) দ্রাক্ষাণাম্ (মধুরস-ফল-গুল্মানাম্) ক্ষণেন (মুহূর্তকালেন) নৈক-নৌকা-পরিবৃতঃ (অনেক-জলযান-বেষ্টিতঃ) মদ্গুঃ (পোতবিশেষঃ) অভ্যধাবৎ (ধাবিতবান্) অবিভ্যুঃ (ভয়ং প্রাপুঃ) অতিজবাঃ (অতিবেগবত্যঃ) শ্বানঃ (কুক্কুরাঃ) বরাহম্ (শূকরম্) অস্মৎপোতম্ (অস্মাকং জলযানম্) পর্যরুৎসত (পরিতো রুরুধুঃ) প্রাবর্তত (প্রারব্ধমভবৎ) সম্প্রহারঃ (যুদ্ধম্) পরাজায়িষত (পরাজয়ং প্রাপ্তাঃ) ।৩

Notes

অহম্—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অপ্লোষি ; অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

তু—অব্যয় (Indeclinable) ; "তু পাদপূরণে ভেদে সমুচ্চয়েঽবধারণে। পক্ষান্তরে বিয়োগে চ প্রশংসায়াং বিনিগ্রহে ॥" ইতি মেদিনী ; "তু স্যাদ্ভেদেঽবধারণে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

নিরালম্বনঃ—নির্ (নাস্তি) আলম্বনম্ যস্য (বহুব্রীহিঃ) সঃ।

ভুজাভ্যাম্—করণে তৃতীয়া, ভুজ-শব্দের তৃতীয়ার দ্বিবচন। "ভুজবাহূ প্রবেষ্টো ;

দোঃ স্যাৎ কফোণিস্তু কূর্পরঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ বাহুবাচক—ভুজ, বাহু (পুং-ক্লীবলিঙ্গ) [বাহ] প্রবেষ্ট, দোস্ (পুং) [দোষা]।

ইতস্ততঃ—ইতঃ+ততঃ, অব্যয় (Indeclinable)

স্পন্দমানঃ—স্পন্দ্+শানচ্, পুং প্রথমা একবচন, Swimming (Kale)

কিমপি—কিম্+অপি, Qualifying কাষ্ঠম্।

কিম্—Pron. adj. to কাষ্ঠম্। অপি—অব্যয় (Indeclinable)।

কাষ্ঠম্—It is Neuter. Obj. to উপশ্লিষ্য। "কাষ্ঠং দার্বিন্ধনং ত্বেধ ইধ্মমেধঃ সমিৎ স্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে।

দৈবদত্তম্—Adj. to কাষ্ঠম্।

উরসা—করণে তৃতীয়া ; "উরো বৎসং চ বক্ষশ্চ পৃষ্ঠং তু চরমং তনোঃ।" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ;

উপশ্লিষ্য—উপ-শ্লিষ্+ল্যপ্।

তাবৎ—অব্যয় (Indeclinable) ; "যাবত্তাবচ্চ সাকল্যেঽবধৌ মানেঽবধারণে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ যাবৎ এবং তাবৎ—সাকল্য, সীমা, পরিমাণ বা নির্ণয় বুঝায়।

অপ্লোষি—প্লু+লুঙ্ ই (উত্তম পুরুষ একবচন) ; ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী প্লু (to jump. to float)—(লট্) প্লবতে, (লৃট্) প্লোষ্যতে, (লিট্) পুপ্লুবে, (লুঙ্) অপ্লোষ্ট, ণিজন্ত—প্লাবয়তি, ণিজন্তের লুঙ্—অপিপ্লবৎ or অপুপ্লবৎ, সন্নন্ত—পিপ্লাবয়িষতি or পিপ্লবয়িষতি।

যাবৎ—অব্যয় (Indeclinable) (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

অপাসরৎ—অপ-সৃ+লঙ্ দ্ (For the root সৃ See Para. 1)

বাসরঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অপাসরৎ।

"ঘস্রো দিনাহনী বা তু ক্লীবে দিবস-বাসরৌ" ইত্যমরঃ কালবর্গে।

শর্বরী—প্রাহ্ণাপরাহ্ণ-মধ্যাহ্নাস্ত্রিসন্ধ্যমথ শর্বরী।
নিশা নিশীথিনী রাত্রিস্ত্রিযামা ক্ষণদা ক্ষপা॥
বিভাবরী-তমস্বিন্যৌ রজনী যামিনী তমী॥" ইত্যমরঃ কালবর্গে

চ—অব্যয় (Indeclinable) ; (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

সর্বা—Adj. to শর্বরী।

প্রত্যুষসি—অধিকরণে সপ্তমী, প্রত্যুষস্-শব্দের সপ্তমী একবচন।

"প্রত্যূষোঽহর্মুখং কল্যমুষঃ-প্রত্যুষসী অপি। ব্যুষ্টং বিভাতং দ্বে ক্লীবে পুংসি গোসর্গ ইষ্যতে॥" ইত্যমরঃ কালবর্গে ; অর্থাৎ প্রত্যূষের নাম—প্রত্যূষ (পুং),

অহর্মুখ, কল্য, উষস্, প্রত্যুষস্, প্রভাত (ক্লী)। *N. B.* অকারান্ত প্রত্যুষ and প্রত্যূষ as well as প্রত্যুষস্ and প্রত্যূষস্ are all correct. আকারান্ত উষা is also correct.

অদৃশ্যত—দৃশ্+কর্মবাচ্যে লঙ্ ত ; (For দৃশ্ see Para. 1)

কিমপি—কিম্+অপি ; Adj. to বহিত্রম্।

অপি—অব্যয় (Indeclinable) ; "গর্হা-সমুচ্চয়-প্রশ্ন-শঙ্কা-সম্ভাবনাস্বপি" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ অপি— নিন্দা, সমুচ্চয়, প্রশ্ন, শঙ্কা বা সম্ভাবনা বুঝায়। যথা—অপি স্তুয়াৎ বৃষলম্ ? মামপি তত্র নয় ; অপি কুশলী ভবান্ ? অপি জীবেৎ স বালকঃ (I hope)। (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

বহিত্রম্—It is Neuter. (=নৌকা, পোত), "তুলনীয়—বিহিত-বহিত্র-চরিত্রম্" গীতগোবিন্দম্। মনু ৩।১৫৮। বহ্+ইত্র (করণ-বাচ্যে)।

অমুত্র—অব্যয় (Indeclinable)।

আসন্—অস্+লঙ্ অন্, Nom.—যবনাঃ। (For অস্ see Para. 1)

যবনাঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to আসন্। "By Yavanas we are here probably to understand Arabs, who, we know, were at this period the chief traders and navigators in the Indian and China seas." (Wilson).

তে—কর্তরি প্রথমা, Nom. to কথিতবন্তঃ ; পুং তদ্-শব্দের প্রথমার বহুবচন।

মাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to উদ্ধৃত্য।

উদ্ধৃত্য—উৎ-হৃ+ল্যপ্ ; ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী হৃ (to steal, to carry) (লট্) হরতি-তে, (লৃট্) হরিষ্যতি-তে, (লুঙ্) অহার্ষীৎ-অহৃত, Passive—হ্রিয়তে, ণিজন্ত—হারয়তি-তে, সন্নন্ত—জিহীর্ষতি-তে, যঙন্ত—জেহ্রীয়তে, ক্ত—হৃতঃ, ক্ত্বাচ্—হৃত্বা, ল্যপ্—আহৃত্য, তুমুন্—হর্তুম্। With prepositions—প্র-হৃ (to beat), আ-হৃ (to collect), বি-হৃ (to roam), সম্-হৃ (to withdraw, to kill), পরি-হৃ (to forsake, to abandon), উৎ-হৃ (to rescue), উপ-হৃ (to present).

• রামেষু-নাম্নে—রামেষুঃ নাম যস্য (বহুব্রীহিঃ) তস্মৈ। Same case with নাবিক-নায়কায়। The name Rāmeshu seems to be an Indian name ; the Yavanas, therefore, were under the command of an Indian navigator. So it appears the Yavanas mentioned here were some settlers from Arabia on the sea-coast near the Suhma country and mixed up with the Indian fishermen there. (Kale)

নাবিক-নায়কায়—নাবিকানাং নায়কঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মৈ। 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি চতুর্থী।

"সাংযাত্রিকঃ পোতবণিক্ কর্ণধারস্তু নাবিকঃ" ইত্যমরঃ বারিবর্গে;

"অধিভূর্নায়কো নেতা প্রভুঃ পরিবৃঢোঽধিপঃ" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে।

কথিতবন্তঃ—কথ্+ক্তবতু, প্রথমা বহুবচন। (For কথ্ See Para. 2.)

কোঽপ্যয়ম্—কঃ+অপি+অয়ম্।

অপি=It is possible that.

আয়স-নিগড় বদ্ধঃ—আয়স-নির্মিতং নিগড়ম্ (শাক-পার্থিবাদিবৎ সমাসঃ) তেন বদ্ধঃ (সুপ্‌সুপা)।

For আয়স and নিগড় See Para. 1.

এব—অব্যয় (Indeclinable); "স্যুরেবন্তু পুনর্বৈবেত্যবধারণ-বাচকাঃ ইত্যমরঃ।

জলে—অধিকরণে সপ্তমী; "আপঃ স্ত্রীভূম্নি বার্বারি সলিলং কমলং জলম্। ......" ইত্যমরঃ। Some synonyms of জল—অপ্ (স্ত্রী, বহুবচনান্ত), বারি, সলিল, কমল, জল, পয়স্, অমৃত, জীবন, ভুবন, বন, উদক, পাথস্, পুষ্কর, অম্ভস্, অর্ণস্, তোয়, পানীয়, নীর, ক্ষীর, অম্বু, শম্বর (ক্লী)।

লব্ধঃ—লভ্+ক্ত, পুং ১মা ১ব। (For the root লভ্ see Para. 2.)

পুরুষঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা; 'স্যুর-মৎস্যাবনিমিষৌ পুরুষাবাত্ম-মানবৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

সোঽয়মপি—সঃ+অয়ম্+অপি।

অপি—"গর্হা-সমুচ্চয়-প্রশ্ন-শঙ্কা-সম্ভাবনাস্বপি" ইত্যমরঃ; Used here in the sense of সম্ভাবনা or নিশ্চয়। According to বঙ্গীয় শব্দকোষ অপি may mean অবধারণ (নিশ্চয়) also. তুলনীয়—এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।

সিঞ্চেৎ—সিচ্+বিধিলিঙ্, যাৎ। তুদাদিগণীয় উভয়পদী সিচ্ (to sprinkle, to water, to pour in)—(লট্) সিঞ্চতি-তে, (লৃট্) সেক্ষ্যতি-তে, (লুঙ্) অসিচৎ-ত, Passive—সিচ্যতে, ণিজন্ত—সেচয়তি, সন্নন্ত—সিসিক্ষতি-তে, ক্ত্বাচ্—সিক্ত্বা, ল্যপ্—অভিষিচ্য, তুমুন্—সেক্তুম্।

সহস্রম্—The numeral সহস্র is Neuter and is declined in the Singular though used with a Plural noun, e. g., সহস্রং ব্রাহ্মণাঃ (1000 Brahmins). It may be used in the Dual and Plural when it indicates a fixed standard of counting, e. g., দ্বে সহস্রে

ব্রাহ্মণানাম্, (two thousand Brahmins), ত্রীণি সহস্রাণি ব্রাহ্মণানাম্ (Three thousand Brahmins).

"বিংশত্যাদ্যাঃ সদৈকত্বে সর্বাঃ সংখ্যেয়-সংখ্যয়োঃ।
সংখ্যার্থে দ্বি-বহুত্বে স্তস্তাসু চানবতেঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে, অর্থাৎ উনবিংশতি হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত শব্দগুলিই সংখ্যা এবং সংখ্যেয় (অর্থাৎ সংখ্যাবিশিষ্ট) অর্থ বুঝায়। ইহাদের উত্তর বিভক্তির একবচনমাত্র জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও উনবিংশতি হইতে নবনবতি পর্য্যন্ত শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গই হইবে (পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ হইলেও স্ত্রীলিঙ্গই থাকিবে)। যখন ঐ সকল সংখ্যাবাচক শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যার দ্বিত্ব বা বহুত্ব বুঝায়, তখন দ্বিবচন বা বহুবচন হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাণাম্—It seems it was their trade to capture men and sell them as slaves to work in large fields of grape-plants or vineyards. (Kale)

"মৃদ্বীকা গোস্তনী দ্রাক্ষা স্বাদ্বী মধুরসেতি চ" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে।

ক্ষণেন— It is Masculine.=(১) অত্যল্প কাল (মনু ৮।৩৪৪) (২) মুহূর্ত-কাল [৪৮ মিনিট] (সিদ্ধান্ত-শিরোমণি), (৩) নিমেষের চতুর্থাংশ, চার মিনিট (গোরেশিও-রামায়ণ ৬।৯২।৩৫)।

"নির্ব্যাপারস্থিতৌ কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

একেন—Adj. to ক্ষণেনঃ।

ইতি—অব্যয় (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

অস্মিন্নেব—অস্মিন্+এব।

এব—অব্যয় (Indeclinable) (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

ক্ষণে—(=মুহূর্তে)

নৈক-নৌকা-পরিবৃতঃ—ন একা (সুপ্সুপা) নৈকা নৌকা (কর্ম্মধারয়ঃ) তয়া পরিবৃতঃ (সুপ্সুপা)।

'ন—অব্যয় (Indeclinable); "অভাবে নহ্য নো নাপি মাস্ম মালঞ্চ বারণে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে; অর্থাৎ নিষেধের নাম—নহি, অ, নো, ন। (*N. B.* 'অ' is also an অব্যয়)।

একা—Adj. to নৌকা। নৌকা—Boat.

পরিবৃতঃ—পরি-বৃ+ক্ত, পুং প্রথমা একবচন। The root বৃ is স্বাদিগণীয় or ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী। It may also be ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী। বৃ (to choose)

to love, to adore)—(লট্) বৃণোতি-বৃণুতে, বৃণাতি-বৃণীতে, বরতি-তে ; (লৃট্) বরিষ্যতি-তে, বরীষ্যতি-তে ; (লুঙ্) অবারীৎ. অবরিষ্ট-অবরীষ্ট, অবৃত ; Passive —ব্রিয়তে, ণিজন্ত—বারয়তি, সন্নন্ত—বিবরিষতি-তে, বিবরীষতি-তে, বুবূর্ষতি-তে ; ক্বাচ্—বরিত্বা-বরীত্বা, তুমুন্—বরিতুম্-বরীতুম্।

কোঽপি—কঃ+অপি।

মদ্গুঃ—পোতবিশেষ ; A galley or war-ship (Kale). "নৌড়োম্ভবা গরুত্মন্তঃ পিৎসন্তো নভসঙ্গমাঃ। তেষাং বিশেষা হারীতো মদ্গুঃ কারণ্ডবঃ প্লবঃ।" ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে ; অমরকোষে একরূপ পাখীকেই 'মদ্গু' বলা হইয়াছে।

অভ্যধাবৎ—অভি-ধাব্+লঙ্ দ্ ; ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী ধাব্ (to run, to wash, to flow)—(লট্) ধাবতি-তে, (লৃট্) ধাবিষ্যতি-তে, (লুঙ্) অধাবীৎ, Passive—ধাব্যতে, ণিজন্ত—ধাবয়তি, সন্নন্ত—দিধাবিষতি-তে, ক্ত—**ধাবিতঃ** (গমনে) but **ধৌতঃ** (প্রক্ষালনে), ক্বাচ্—**ধাবিত্বা** (গমনে), but **ধৌত্বা** (প্রক্ষালনে), তুমুন্—ধাবিতুম্।

অবিভয়ুঃ—ভী+লঙ্ অন্। Nom. যবনাঃ। হ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভী (to fear)—(লট্) বিভেতি, (লৃট্) ভেষ্যতি, (লুঙ্) অভৈষীৎ, Passive ভীয়তে. ণিজন্ত—**ভাপয়তে, ভীষয়তে বা ভায়য়তি,** সন্নন্ত—বিভীষতি, ক্ত—ভীতঃ, তব্যৎ—ভেতব্যঃ, তুমুন্—ভেতুম্।

যবনাঃ—কর্তরি ১মা, Nom. to অবিভয়ুঃ।

তাবৎ—অব্যয় (Indeclinable) (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

অতিজবাঃ—অতি জবঃ যাসাং তাঃ (বহুব্রীহিঃ)

জবঃ—It is Masculine ; "তরস্বী ত্বরিতো বেগী প্রজবী জবনো জবঃ।" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে।

নৌকাঃ—কর্তরি ১মা, Nom. to পর্যরুৎসত।

শ্বান ইব—শ্বানঃ+ইব। শ্বানঃ—কর্তরি প্রথমা, শ্বন্-শব্দের প্রথমার বহুবচন।

ইব—অব্যয় (Indeclinable), "বন্বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে" ইত্যমরঃ (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

বরাহম্—It is Masculine ২য়া ১ব। "বরাহঃ শূকরো ঘৃষ্টিঃ কোলঃ পোত্রী কিরিঃ কিটিঃ" ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে।

অস্মৎপোতম্—অস্মাকং পোতম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

পোতম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, It is Masculine=নৌকা বা জাহাজ।

"পোতঃ পাকোঽর্ভকো ডিম্ভঃ পৃথুকঃ শাবকঃ শিশুঃ" ইত্যমরঃ সিংহাদিবর্গে।

পর্যরুৎসত—পরি-রুধ্+লুঙ্ ত। রুধাদিগণীয় উভয়পদী (রুধ্ লট্) রুণদ্ধি-

রুন্ধে, (লৃট্) রোৎস্যতি-তে, (লুঙ্) অরুধৎ, অরুধতাম্, অরুধন্ বা অরৌৎসীৎ, অরৌদ্ধম্, অরৌৎসুঃ বা অরুদ্ধ, অরুৎসাতাম্, অরুৎসত ; Passive—রুধ্যতে, সন্নন্ত—রুরুৎসতি-তে।

প্রাবর্তত—প্র-বৃৎ+লঙ্ ত (For বৃৎ see Para. 1.)।

চ—অব্যয় (Indeclinable) (পূর্বে দ্রষ্টব্য)

সংপ্রহারঃ—(=যুদ্ধঃ) সম্-প্র-হৃ+ঘঞ্ ; A hand to hand fight (Kale)

"যুদ্ধমায়োধনং জন্যং প্রধনং প্রবিদারণম্। মৃধমাস্কন্দনং সংখ্যং সমীকং সাংপরায়িকম্॥ অস্ত্রিয়াং সমরানীক-রণাঃ কলহ-বিগ্রহৌ। সংপ্রহারাভিসংপাত-কলি-সংস্ফোট-সংযুগাঃ॥ অভ্যামর্দ-সমাঘাত-সংগ্রামাভ্যাগমাহবাঃ। সমুদায়ঃ স্ত্রিয়ঃ সংযৎ-সমিত্যাজি-সমিদ্যুধঃ॥ ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে।

পরাজায়িষত—পরা-জি-কর্মবাচ্যে-লুঙ্ ত ; Passive Aorist 3rd person plural of জি with পরা। পরাজায়িষ্ট পরাজায়িষাতাম্, পরাজায়িষত। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী জি (to conquer)—(লট্) জয়তি, (লৃট্) জেষ্যতি, (লুঙ্) অজৈষীৎ, Passive—জীয়তে, ণিজন্ত—জাপয়তি, সন্নন্ত—জিগীষতি, যঙন্ত—জেজীয়তে, ক্ত—জিতঃ, তব্যৎ—জেতব্যঃ, ক্ত্বাচ্—জিত্বা, ল্যপ্—বিজিত্য, তুমুন্—জেতুম্।

যবনাঃ—কর্তরি ১মা।

Ch. of voice. ময়া তু নিরালম্বনেন···স্পন্দমানেন······অপ্রোক্ষত······অপাস্যত বাসরেণ শর্বর্য্যা চ সর্বয়া। ······অপশ্যম্··· । ···অভূয়ত যবনৈঃ। তৈঃ···কথিতম্—কম্ অপি ইমম্ নিগড়বদ্ধমেব······লব্ধবন্তঃ (বয়ম্) পুরুষম্। তেন অনেনাপি সিচ্যেত··· । ······নৈকনৌকা-পরিবৃতেন কেনাপি মদ্গুনা অভ্যধাব্যত। অভীয়ত যবনৈঃ।······অতিজবাভিঃ নৌকাভিঃ শ্বভিরিব বরাহঃ অস্মৎপোতঃ পর্য্যরোধি। প্রাবৃত্যত চ সম্প্রহারেণ। পরাজেষ্ট (অস্মৎপোতঃ) যবনান্।

4. তান্ অহম্ অগতীন্······মাং চাপূজয়ৎ ।৪।

বিসন্ধিপাঠঃ—তান্ অহম্ অগতীন্ অবসীদতঃ সমাশ্বাস্য আলপিষম্—'অপনয়ত মে নিগড়বন্ধনম্। অয়ম্ অহম্ অবসাদয়ামি বঃ সপত্নান্' ইতি। অথ তথা অকুর্বন্। সর্বান্ চ তান্ প্রতিভটান্ ভল্লবর্ষিণা ভীম-টংকৃতেন শার্ঙ্গেণ লবলবী-কৃতাঙ্গান্ অকার্ষম্। অবপ্লুত্য হত-বিধ্বস্ত-যোধম্ অস্মৎ-পোত-সংসক্ত-পোতম্ অমুত্র নাবিক-নায়কম্ অনভিসরম্ অভিপত্য জীবগ্রাহম্ অগ্রহীষম্। অসৌ চ আসীৎ সঃ এব ভীমধন্বা। তম্ চ অহম্ অববুধ্য জাতব্রীড়ম্ অব্রবম্—'তাত, কিম্ দৃষ্টানি কৃতান্ত-বিলসিতানি' ইতি। তে তু সাংযাত্রিকাঃ মদীয়েন এব শৃঙ্খলেন তম্ অতি-গাঢ়ম্ বদ্ধা হর্ষ-কিলকিলা-রবম্ অকুর্বন্ মাম্ চ অপূজয়ন্।

Beng. Equivalents. তান্ (তাহাদিগকে) অহম্ (আমি) অগতীন্ (নিরুপায়) অবসীদতঃ (অবসন্ন, হতাশ) সমাশ্বাস্য (আশ্বস্ত করিয়া) আলপিষম্ (বলিলাম)—অপনয়ত (খুলিয়া দাও) মে (আমার) নিগড়-বন্ধনম্ (শৃঙ্খল-বন্ধন)। অয়ম্ অহম্ (এই আমি) অবসাদয়ামি (বিনষ্ট করিতেছি) বঃ (তোমাদের) সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) ইতি (এই)। অমী (উহারা) তথা (সেইরূপ) অকুর্বন্ (করিল)। সর্বান্ (সকল) চ (এবং) তান্ (সেই) প্রতিভটান্ (বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে) ভল্লবর্ষিণা (বাণ বর্ষণ করিতেছে এরূপ) ভীমটংকৃতেন (ভীষণ টঙ্কার যাহার) শার্ঙ্গেণ (ধনুকের দ্বারা) লব-লবীকৃতাঙ্গান্ (খণ্ড খণ্ড হইয়াছে শরীর যাহাদের) অকার্ষম্ (করিলাম)। অবপ্লুত্য (লম্ফ প্রদান করিয়া) হত-বিধ্বস্ত-যোধম্ (নিহত ও বিনষ্ট হইয়াছে যোদ্ধগণ যাহার) অস্মৎ-পোত-সংসক্ত-পোতম্ (আমাদের জলযানে সংলগ্ন যাহার জলযান) অমুত্র (সেখানে অবস্থিত) নাবিক-নায়কম্ (প্রধান নাবিককে) অনভিসরম্ (অসহায়) অভিপত্য (পরাজিত করিয়া) জীবগ্রাহম্ অগ্রহীষম্ (জীবিত অবস্থায়ই ধরিয়া ফেলিলাম)। অসৌ (সে) চ (এবং) আসীৎ (ছিল) স এব (সেই) ভীমধন্বা (ভীমধন্বা)। তম্ (তাহাকে) চ (এবং) অহম্ (আমি) অববুধ্য (চিনিতে পারিয়া) জাতব্রীড়ম্ (লজ্জা হইয়াছে যাহার, লজ্জিত) অব্রবম্ (বলিলাম) তাত (বাবা) কিম্ (কি) দৃষ্টানি (দেখা হইয়াছে) কৃতান্ত-বিলসিতানি (যমের কাণ্ড-কারখানা) ইতি (এই)। তে (সেই) তু (পক্ষান্তরে) সাংযাত্রিকাঃ (পোত-বণিকেরা) মদীয়েন (আমার) এব (ই) শৃঙ্খলেন (শৃঙ্খলের দ্বারা) তম্ (তাহাকে) অতিগাঢ়ম্ (অতি দৃঢ়ভাবে) বদ্ধা (বাঁধিয়া) হর্ষ-কিলকিলা-রবম্ (আনন্দে কিল-কিল-রব) অকুর্বন্ (করিতে লাগিল) মাম্ (আমাকে) চ (এবং) অপূজয়ন্ (পূজা করিল)।

Beng. Trans. নিরুপায় এবং অবসন্ন তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আমি বলিলাম, "আমার শৃঙ্খল-বন্ধন খুলিয়া দাও, এখনই আমি তোমাদের শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিব।" উহারা সেইরূপ করিল, সেই সব প্রতিপক্ষীয় সৈন্যদের শরীর বাণবর্ষণকারী ভীষণ-টংকার ধনুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। আমাদের জাহাজের সংলগ্ন জাহাজের সৈন্যগণ হত-বিধ্বস্ত হইলে আমি তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার অসহায় নাবিক-নায়ককে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থায়ই ধরিয়া ফেলিলাম। এ ছিল সেই ভীমধন্বা। আমি সলজ্জ তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলাম, "বাবা, যমের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়াছ?" সেই জাহাজের বণিকরা আমার শৃঙ্খলের দ্বারাই তাহাকে অতি গাঢ়ভাবে বদ্ধ করিল, এবং আনন্দে কিলকিল শব্দ করিতে লাগিল এবং আমাকে পূজা করিল।

Eng. Trans. Seeing them, fatigued and helpless, I encouraged them and said, "Remove my fetters. I will destory your enemies." They did likewise. Then I, by shafts shot from a terribly twanging horn-made-bow, tore the adversaries'to pieces. Jumping on to the ship that had engaged our ship and of which all the warriors were slain I captured alive the Captain of that ship who had not come forward to fight. He was that Bhīmadhanvā. I recognised him, who was now ashamed, and said, "My dear Sir, have you seen the caprices of fortune ?" These sea-faring traders bound him with the same chains with which I had been bound and shouting in joy adored me.

Sans. Equivalents. অগতীন্ (নিরুপায়ান্) অবসীদতঃ (অবসন্নান্, হতাশান্) সমাশ্বাস্য (আশ্বাসং বিধায়) আলপিষম্ (অবদম্) অপনয়ত (দূরীকুরুত) নিগড়বন্ধনম্ (শৃঙ্খলবন্ধনম্) অবসাদয়ামি (নাশয়িষ্যামি) বঃ (যুষ্মাকম্) সপত্নান্ (বৈরিণঃ)। তথা (তাদৃক্) অকুর্বন্ (কৃতবন্তঃ) প্রতিভটান্ (বিপক্ষ-যোধান্) ভল্লবর্ষিণা (বাণবর্ষিণা) ভীম-টংকৃতেন (ভীষণ-টংকারেণ) শার্ঙ্গেণ (চাপেন) লবলবীকৃতাঙ্গান্ (লেশলেশীকৃতশরীরান্) অকার্ষম্ (কৃতবান্)। অবপ্লুত্য (উল্লম্ফ্য) হত-বিধ্বস্ত-যোধম্ (নিহত-বিনষ্ট-ভটম্) অস্মৎ-পোত-সংসক্ত-পোতম্ (অস্মাকং পোতে সংলগ্নং পোতম্) অমুত্র (তত্র) নাবিক-নায়কম্ (কর্ণধার-প্রধানম্) অনভিসরম্ (অসহায়ম্) অভিপত্য (অভিভূয়) জীবগ্রাহম্ (জীবন্তং গৃহীত্বা)। অববুধ্য (জ্ঞাত্বা, অনুভূয়) জাতব্রীড়ম্ (সমুৎপন্ন-লজ্জম্) অব্রবম্ (উক্তবান্)। কৃতান্তঃ (যমঃ) বিলসিতানি (ক্রীড়াঃ, লীলাঃ)। সাংযাত্রিকাঃ (পোতবণিজঃ) অতিগাঢ়ম্ (দৃঢ়ম্) হর্ষ-কিলকিলা-রবম (আনন্দ-কলরবম্) অকুর্বন্ (কৃতবন্তঃ) অপূজয়ন্ (পূজিতবন্তঃ)।

Notes

তান্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to সমাশ্বাস্য।

অহম্—কর্তরি ১মা, Nom. to আলপিষম্।

অগতীন্—Adj. to তান্; Helpless (Kale)।

অবসীদতঃ—Adj. to তান্, অব-সদ্+শতৃ, ২য়া বহু. Giving way, whose courage failed them (Kale)। ভ্বাদিগণীয় বা তুদাদিগণীয় সদ্ (to droop down, to be weakened)—(লট্) সীদতি, (লৃট্) সৎস্যতি, (লুঙ্) অসদৎ, সন্নন্ত—সিষৎসতি, যঙন্ত—সাসদ্যতে, ণিজন্ত—সাদয়তি, Passive—সদ্যতে।

ক্তাচ্—সত্ত্বা, ল্যপ্—প্রসদ্য, ক্ত—সন্নঃ, তুমুন্—সত্তুম্। (শতৃ) সীদৎ—স্ত্রীলিঙ্গে সীদতী বা সীদন্তী। **With Prepositions.** আ-সদ্ (চুরাদিগণীয়)—to get, উৎ-সদ্ (চুরাদিগণীয়)—to uproot.

সমাশ্বাস্য—সম্-আ-শ্বাস্+ণিচ্+ল্যপ্। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী শ্বস্ (to breathe, to sigh)—(লট্) শ্বসিতি, (লৃট্) শ্বসিষ্যতি, (লুঙ্) অশ্বসৎ or অশ্বসীৎ, ণিজন্ত—শ্বাসয়তি, সন্নন্ত—শিশ্বসিষতি, ক্ত—শ্বস্তঃ or শ্বসিতঃ, ক্তাচ্—শ্বসিত্বা, তুমুন্—শ্বসিতুম্।

আলপিষম্—আ-লপ্-লুঙ্ অম্। ভ্বাদি—পরস্মৈপদী লপ (ব্যক্তায়াং বাচি, to talk in general)—(লট্) লপতি, (লৃট্) লপিষ্যতি, (লিট্) ললাপ, (লুঙ্) অলপীৎ বা অলাপীৎ, (ণিজন্ত) লাপয়তি-লাপয়তে, Passive—লপ্যতে, ক্ত—লপিতঃ, ক্তাচ্—লপিত্বা, ল্যপ্ বিলপ্য। উপসর্গযোগে—বি-লপ্—to lament, প্র-লপ্—to talk irrelevantly, আ-লপ্—to speak, অপ-লপ্—to deny.

অপনয়ত—অপ-নী+লোট্ ত, having for its object নিগড়বন্ধনম। ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী নী (প্রাপণে, to lead, to carry off, to marry, to settle)—(লট্) নয়তি নয়তে, (লৃট্) নেষ্যতি-নেষ্যতে, (লুঙ্) অনৈষীৎ-অনেষ্ট, (বিধিলিঙ্) নায়াৎ-নেষীষ্ট, (লিট্) নিনায়-নিন্যে, Passive—নীয়তে, (সন্নন্ত) নিনীষতি-নিনীষতে, (যঙন্ত) নেনীয়তে, ক্ত নীতঃ, ক্তাচ্ নীত্বা, তুমুন্—নেতুম্। উপসর্গযোগে—আ-নী—to bring, পরি-নী to marry, অপ-নী—to remove, উপ-নী—to propitiate, উৎ-নী—to uplift, to improve, অনু-নী—to entreat, অভি-নী—to play a part of, নির্-নী—to ascertain, প্র-নী—to compose.

মে—শেষে ষষ্ঠী, Opt. form মম।

নিগড়বন্ধনম্—নিগড়স্য বন্ধনম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ; নিগড় is Masc. or Neuter. "অথ শৃঙ্খলে, কন্দুকো নিগড়োঽস্ত্রী স্যাদঙ্কুশোঽস্ত্রী সৃণিঃ স্ত্রিয়াম্।" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ হস্তিবন্ধনার্থ শিকলের নাম—শৃঙ্খল (ত্রি), কন্দুক (পুং), নিগড় (পুং-ক্লী)।

বন্ধনম্—বন্ধ্+ল্যুট্, ক্লীবলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচন; Object to অপনয়ত।

ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী বন্ধ্ (বন্ধনে, to bind, to attract)—(লট্) বধ্নাতি, (লৃট্) ভন্ত্স্যতি, (বিধিলিঙ্) বধ্যাৎ, (লুঙ্) অভান্ত্সীৎ, (ণিজন্ত) বন্ধয়তি-বন্ধয়তে, (সন্নন্ত) বিভন্ত্সতি, ক্ত—বদ্ধঃ, তুমুন্—বন্ধুম্, ক্তাচ্—বদ্ধ্বা, ল্যপ্—নিবধ্য।

অয়ম্—পুং ইদম্-শব্দের প্রথমার একবচন।

অহম্—অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন; Nom. to অবসাদয়ামি।

অবসাদয়ামি—(অব-সদ্=to rout, to destory) অব-সদ্+ণিচ্+লট্ মি। ভ্বাদিগণীয় বা তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী সদ্-ধাতুর (বিশরণ-গত্যবসাদনেষু—to break, to go, to sink down, to decay, to be languish)—(লট্) সীদতি, সীদতঃ, সীদন্তি, (লৃট্) সৎস্যতি, (লিট্) সসাদ, (লুঙ্) অসদৎ, (বিধিলিঙ্) সদ্যাৎ, (সন্নন্ত) সিষৎসতি, (যঙন্ত) সাসদ্যতে, (ণিজন্ত) সাদয়তি-সাদয়তে, ক্ত্বাচ্—সত্ত্বা, ল্যপ্—প্রসদ্য, ক্ত—সন্নঃ, তুমুন্—সত্তুম্। শতৃ—সীদৎ (In the Fem. সীদতী or সীদন্তী) আ-সদ্=to get (আপ্নোতি), উৎ-সদ্—to uproot (উন্মূলয়তি)।

বঃ – যুষ্মদ্-শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন; Alt. form—যুষ্মাকম্।

সপত্নান্—সহ-পত্‌+ন (কর্তৃবাচ্যে), পুংলিঙ্গ সপত্ন-শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন। Obj. to অবসাদয়ামি।

"রিপৌ বৈরি-সপত্নারি-দ্বিষদ্-দ্বেষণ-দুর্হৃদঃ।
দ্বিড্-বিপক্ষাহিতামিত্র-দস্যু-শাত্রব-শত্রবঃ॥
অভিঘাতি-পরারাতি-প্রত্যর্থি-পরিপন্থিনঃ॥" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ শত্রুবাচক—রিপু, বৈরিন্, সপত্ন, অরি, দ্বিষৎ, দ্বেষণ, দুর্হৃদ্, দ্বিষ্, বিপক্ষ, অহিত, অমিত্র, দস্যু, শাত্রব, শত্রু, অভিঘাতিন, পর, অরাতি, প্রত্যর্থিন, পরিপন্থিন্ (পুং)।

অমী—পুং অদস্-শব্দের প্রথমা বহুবচন।

তথা—অব্যয় (Indeclinable); "বথা যথা তথৈবৈবং সাম্যেঽহো হী চ বিস্ময়ে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে; (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

অকুর্বন্—কৃ+লঙ্ অন্; তনাদিগণীয় উভয়পদী কৃ (করণে, to do)—(লট্) করোতি-কুরুতে, (লৃট্) করিষ্যতি-করিষ্যতে, (লিট্) চকার-চক্রে, (লুঙ্) অকার্ষীৎ-অকৃত, (বিধিলিঙ্) ক্রিয়াৎ-কৃষীষ্ট, Passive—ক্রিয়তে, ণিজন্ত—কারয়তি-কারয়তে, সন্নন্ত—চিকীর্ষতি-চিকীর্ষতে, ক্ত—কৃতঃ, তুমুন্—কর্তুম্, ক্ত্বাচ্—কৃত্বা, ল্যপ্—তনুকৃত্য।

সর্বাংশ্চ—সর্বান্+চ।

তান্—পুং তদ্-শব্দের দ্বিতীয়া বহুবচন।

প্রতিভটান্—পুংলিঙ্গ, দ্বিতীয়ার বহুবচন। কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj to অকার্ষম্। "ভটা যোধাশ্চ যোদ্ধারঃ সেনারক্ষাস্তু সৈনিকাঃ।" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে; অর্থাৎ যোদ্ধার নাম—ভট, যোধ, যোদ্ধৃ (পুং); সেনারক্ষকের নাম—সেনারক্ষ, সৈনিক।

ভল্ল—A large arrow with a crescent-shaped blade at the end.

ভল্লবর্ষিণা—ভল্ল-বৃষ্‌+ণিন্‌, তৃতীয়া একবচন।

"বেতাল-ভল্ল-মল্লাশ্চ পুরোভাগোঽপি পট্টিশঃ"। ইত্যমরঃ পুংলিঙ্গ-শেষ-সংগ্রহে অর্থাৎ ভল্ল-শব্দ পুংলিঙ্গ।

ভীম-টংকৃতেন—ভীমং টংকৃতং যস্য তেন (বহুব্রীহিঃ), Adj. to শার্ঙ্গেণ।

ভীমম্—'বিস্ময়োঽদ্ভুতমাশ্চর্যং চিত্রমপ্যথ ভৈরবম্।
দারুণং ভীষণং ভীষ্মং ঘোরং ভীমং ভয়ানকম্।
ভয়ংকরং প্রতিভয়ং রৌদ্রং তূগ্রমমী ত্রিষু॥" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে; অর্থাৎ অদ্ভুত-রসবাচক—বিস্ময় (পুং), অদ্ভুত, আশ্চর্য, চিত্র (ত্রি); ভয়ানক রসবাচক—ভৈরব, দারুণ, ভীষণ, ভীষ্ম, ঘোর, ভীম, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, প্রতিভয় (ক্লী); রৌদ্ররসবাচক—রৌদ্র, উগ্র (ক্লী)।

টংকৃতেন—(=টংকারেণ) টং-কৃ+ক্ত (নপুংসকে ভাবে)।

শার্ঙ্গেণ—করণে তৃতীয়া; "শার্ঙ্গং চাপে হরেশ্চাপে" ইতি বৈজয়ন্তী; অর্থাৎ শার্ঙ্গ=ধনু বা হরধনু।

লব-লবী কৃতাঙ্গান্—লব-লবীকৃতম্ অঙ্গং যেষাং তান্ (বহুব্রীহিঃ)। লব+লব+চ্বি+কৃ+ক্ত=লব-লবীকৃতম্।

লবঃ—লূ+অপ্ (কর্মবাচ্যে); "স্ত্রিয়াং মাত্রা ত্রুটিঃ পুংসি লব-লেশ-কণাণবঃ" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে; অর্থাৎ অল্পতার নাম—মাত্রা, ত্রুটি (স্ত্রী), লব, লেশ, কণ, অণু (পুং)।

"লবোঽভিলাবো লবনে নিষ্পাবঃ পবনে পবঃ" ইত্যমরঃ সঙ্কীর্ণবর্গে; অর্থাৎ ধান্যাদি ছেদনের নাম—লব, অভিলাব (পুং), লবন (ক্লী); ধান্যাদি পরিষ্কারের (ঝাড়ার) নাম—নিষ্পাব (পুং), পবন (ক্লী), পব (পুং)।

অঙ্গম্—"অঙ্গং প্রতীকোঽবয়বোঽপঘনোঽথ কলেবরম্।
গাত্রং বপুঃ সংহননং শরীরং বর্ষ্ম বিগ্রহঃ॥
কায়ো দেহঃ ক্লীব-পুংসোঃ স্ত্রিয়াং মূর্তিস্তনুস্তনূঃ। ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে; অর্থাৎ হস্তপদাদি অবয়বের নাম—অঙ্গ (ক্লী); প্রতীক, অবয়ব, অপঘন (পুং) [গাত্র (ক্লী)]। শরীর-বাচক—কলেবর, গাত্র, বপুস্, সংহনন, শরীর, বর্ষ্মন্ (ক্লী), বিগ্রহ, কায় (পুং), দেহ (পুং, ক্লী), মূর্তি, তনু, তনূ (স্ত্রী) [তনুস্]।

অকার্ষম্—কৃ+লুঙ্ অম্। (কৃ-ধাতুর রূপ একটু পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

অবপ্লুত্য—অব-প্লু+ল্যপ্; ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী প্লু (গতৌ, to float, to fly, to jump)—(লট্) প্লবতে, (লৃট্) প্লোষ্যতে, (লিট্) পুপ্লুবে, (লুঙ্) অপ্লোষ্ট, (ণিজন্ত) প্লাবয়তি-প্লাবয়তে, ক্ত—প্লুতঃ।

হত-বিধ্বস্ত-যোধম্—যে হতাঃ তে বিধ্বস্তাঃ (কর্মধারয়ঃ) হত-বিধ্বস্তাঃ যোধাঃ যত্র তৎ (বহুব্রীহিঃ)।

হতাঃ—হন্+ক্ত, পুং প্রথমা বহু। (For হন্-ধাতু see Para. 2)

বিধ্বস্তাঃ—বি-ধ্বনস্+ক্ত, পুং প্রথমা বহু।

যোধাঃ—"ভটা যোধাশ্চ যোদ্ধারঃ সেনারক্ষাস্তু সৈনিকাঃ" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে।

অস্মৎ-পোত-সংসক্ত-পোতম্—অস্মাকম্ পোতঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তেন সংসক্তঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ), তাদৃশঃ পোতঃ যস্য তম্ (বহুব্রীহিঃ)।

পোতঃ—"যানপাত্রে শিশৌ পোতঃ প্রেতঃ প্রাণ্যন্তরে মৃতে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

সংসক্তঃ—সম্-সন্জ্+ক্ত, পুং প্রথমা একবচন।

অমুত্র—অদস্+ত্র।

নাবিক-নায়কম্—নাবিকানাং নায়কঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তম্। কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অভিপত্য।

For নাবিক and নায়ক see Para. 3.

অনভিসরম্—(=অসহায়ম্) Who was unattended or without servants ; it may also mean 'who had not comeforth to fight' (Kale). ন (নাস্তি) অভিসরঃ যস্য তম্ (বহুব্রীহিঃ)।

"অনুপ্লবঃ সহায়শ্চানুচরোঽভিসরঃ সমাঃ" ইত্যমরঃ।

অভিপত্য—অভি-পত্+ল্যপ্। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী পত (to fly, to alight, to fall)—(লট্) পততি, (লৃট্) পতিষ্যতি, (লুঙ্) অপপ্তৎ, Passive—পত্যতে, ণিজন্ত—পাতয়তি, সন্নন্ত—পিপতিষতি or পিৎসতি, ক্ত—পতিতঃ, ক্ত্বাচ্—পতিত্বা, ল্যপ্—নিপত্য।

জীবগ্রাহম্—জীব-গ্রহ্+ণমুল্, "সমূলাকৃত-জীবেষু হন্-কৃঞ্-গ্রহঃ" ৩।৪।৩৬ ইতি ণমুল।

জীবঃ—"পুংসি ভূম্নসবঃ প্রাণাশ্চৈবং জীবোঽসুধারণম্" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে।

অগ্রহীষম্ গ্রহ্+লুঙ্ অম্; ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী গ্রহ্ (to take)—(লট্) গৃহ্নাতি-গৃহ্নীতে, (লৃট্) গ্রহীষ্যতি-গ্রহীষ্যতে, (লুঙ্) অগ্রহীৎ, অগ্রহীষ্টাম্, অগ্রহীষুঃ or অগ্রহীষ্ট, অগ্রহীষাতাম্, অগ্রহীষত, Passive—গৃহ্যতে, ণিজন্ত—গ্রাহয়তি, সন্নন্ত—জিঘৃক্ষতি-তে, যঙন্ত—জরীগৃহ্যতে, ক্ত—গৃহীতঃ, ক্ত্বাচ্—গৃহীত্বা, তুমুন্—গ্রহীতুম্।

With prepositions অনু-গ্রহ্—to favour, নি-গ্রহ্—to punish, পরি-গ্রহ্—to accept, বি-গ্রহ্—to quarrel, সম্-গ্রহ্—to collect.

অসৌ—অদস্-শব্দের প্রথমা একবচন।

চ—অব্যয় (Indeclinable) (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

আসীৎ—অস+লঙ্ দ্ (For the root অস্ see Para 1.)

সঃ—তদ্-শব্দের প্রথমা একবচন।

এব—অব্যয় (Indeclinable) (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

ভীমধন্বা—ভীমং ধনুঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), Alt. form ভীমধনুঃ—The rule is 'ধনুষশ্চ' অর্থাৎ বহুব্রীহি-সমাসে ধনুস্-শব্দের উত্তর অনঙ্ হয়।

তম্—পুং তদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন ; কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অব্রবম্।

অহম্—অস্মদ্-শব্দের প্রথমার একবচন, কর্তরি প্রথমা।

অববুধ্য—অব-বুধ্+ল্যপ্। (For বুধ্ ধাতু see Para. 2.)

জাতব্রীড়ম্—জাতা ব্রীড়া যস্য তম্ (বহুব্রীহিঃ)।

জাতা—জন্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ টাপ্। দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী জন (to be (born)—(লট্) জায়তে, (লৃট্) জনিষ্যতে, (লিট্) জজ্ঞে, (লুঙ্) অজনি-অজনিষ্ট, Passive—জন্যতে-জায়তে, ণিজন্ত—জনয়তি, সন্নন্ত—জিজনিষতে, যঙন্ত—জাজায়তে-জঞ্জন্যতে, তব্যৎ—জনিতব্য, ক্ত্বাচ্—জনিত্বা, তুমুন্—জনিতুম্।

ব্রীড়া—"মন্দাক্ষং হ্রীস্ত্রপা ব্রীড়া লজ্জা সাঽপত্রপান্যতঃ" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে।

অব্রবম্—ব্রূ+লঙ্ অম্। (For ব্রূ-ধাতু see Para. 2)

তাত—সম্বোধনে ১মা।

কিম্—অব্যয় (Indeclinable) ; "কিং পৃচ্ছায়াং জুগুপ্সনে" ইত্যমরঃ।

দৃষ্টানি—দৃশ্+ক্ত, ক্লীং ১মা বহু (For the root দৃশ্ See Para. 1.)

কৃতান্ত-বিলসিতানি—The evil pastimes of fortune or fate. কৃতান্তস্য বিলসিতানি (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

কৃতান্তঃ—"কৃতান্তো যম-সিদ্ধান্ত-দৈবাকুশল-কর্মসু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ কৃতান্ত—যম, সিদ্ধান্ত, দৈব, অকুশল, কর্ম (পুং)।

বিলসিতানি—বি-লস্+ক্ত, ক্লীং ১মা বহুবচন। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী লস্ to shine)—(লট্) লসতি, (লৃট্) লসিষ্যতি, (লুঙ্) অলসীৎ-অলাসীৎ।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) ; "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ।

তে—Pronominal adj. to সাংযাত্রিকাঃ।

তু—অব্যয় (Indeclinable). "তু পাদপূরণে ভেদে সমুচ্চয়েঽবধারণে। পক্ষান্তরে বিয়োগে চ প্রশংসায়াং বিনিগ্রহে" ইতি মেদিনী।

সাংযাত্রিকাঃ—My comrades in the fight. The word properly means a 'merchant trading by sea' (Kale) সমুদিতানাং গমনং

দ্বীপান্তরগমনং বা সংযাত্রা, সা প্রয়োজনমস্য ; সংযাত্রা + ঠঞ্ (ইক), "সাংযাত্রিকঃ পোতবণিক্ কর্ণধারস্তু নাবিকঃ" ইত্যমরঃ বারিবর্গে।

মদীয়েন—অস্মদ্ + ছ + তৃতীয়া ১ব.। "আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফ-ঢ-খ-ছ-ঘাং প্রত্যয়াদীনাম্"—আয়ন্, এয়্, ঈন্, ঈয়্, ইয়্, ইত্যেতে আদেশা ভবন্তি যথাসংখ্যং ফ, ঢ, খ, ছ, ঘ ইত্যেতেষাং প্রত্যয়াদীনাম্ ইত্যর্থঃ।

এব—অব্যয় (Indeclinable)—Indeed, only, surely.

শৃঙ্খলেন—করণে তৃতীয়া, "তোত্রং বেণুকমালানং বন্ধস্তম্ভেঽথ শৃঙ্খলে। অন্দুকো নিগড়োঽস্ত্রী স্যাদঙ্কুশোঽস্ত্রী সৃণিঃ স্ত্রিয়াম্॥" অর্থাৎ হস্তি-তাড়নদণ্ড-বিশেষের নাম—তোত্র, বেণুক (বৈণুক) (ক্লীং); হস্তিবন্ধনের স্তম্ভবাচক—আলান (ক্লী); হস্তিবন্ধনার্থ শিকলের নাম—শৃঙ্খল (ত্রি), অন্দুক (পুং), নিগড় (পুং-ক্লী); হস্তি-দমনার্থ লোহনির্মিত অস্ত্রবিশেষের নাম—অঙ্কুশ (পুং-ক্লী), সৃণি (শৃণি) (পুং-স্ত্রী)।

তম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Object to বদ্ধা।

অতিগাঢ়ম্—ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া।

নিত্যানবরতাজস্রমপ্যথাতিশয়ো ভরঃ। অতিবেল-ভৃশাত্যর্থাতিমাত্রোদ্গাঢ়-নির্ভরম্। তীব্রৈকান্ত-নিতান্তানি গাঢ়-বাঢ়-দৃঢ়ানি চ। ক্লীবে শীঘ্রাদ্যসত্ত্বে স্যাৎ ত্রিষ্বেষাং সত্ত্বগামি যৎ॥ ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে ; অর্থাৎ নিরন্তর ক্রিয়াবাচক শব্দ—[সতত প্রভৃতি], নিত্য, অনবরত, অজস্র (ক্লী)। অতিশয়ার্থ-বাচক শব্দ—অতিশয়, ভর (পুং), অতিবেল, ভৃশ, অত্যর্থ, অতিমাত্র, উদ্গাঢ়, নির্ভর, তীব্র, একান্ত, নিতান্ত, গাঢ়, বাঢ়, দৃঢ় (ক্লী)। [ভর ও অতিশয়-শব্দ-ব্যতীত শীঘ্রাদি-শব্দ যখন বিশেষণ হয় তখন ত্রিলিঙ্গ, আর যখন বিশেষ্য হয় তখন ক্লীবলিঙ্গ।]

বদ্ধা—বন্ধ্ + ক্তাচ্। ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী বন্ধ্ (to bind, to attract)—(লট্) বধ্নাতি, (লৃট্) ভন্ত্স্যতি, (লিট্) ববন্ধ, (লুঙ্) অভান্ত্সীৎ অবান্ধাম্ অভান্ত্সুঃ, অভান্ত্সীঃ অভান্ত্সম্, Passive—বধ্যতে, (ণিজন্ত) বন্ধয়তি, ক্ত—বদ্ধঃ, তুমুন্—বন্ধুম্, ক্তাচ্—বদ্ধ্বা, ল্যপ্—নিবধ্য।

" হর্ষ-কিলকিলা-রবম্—Peculiar shouts of rejoicings. কিলকিলা-রূপো রবঃ (রূপক-কর্মধারয়ঃ), হর্ষেণ কিলকিলারবঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষঃ)।

কিলকিলা is an onomatopoetic word. তুলনীয়—সংসক্তাকুল-কেলয়ঃ কিলকিলা-কোলাহলৈঃ সংসদাৎ, etc. মালতী-মাধবে পঞ্চমাঙ্কে ১১শ।

হর্ষঃ—হৃষ্ + ঘঞ্। "মুৎ প্রীতিঃ প্রমদো হর্ষঃ প্রমোদামোদ-সংমদাঃ। স্যাদানন্দথরানন্দঃ শর্ম-সা[শা]ত-সুখানি চ॥ ইত্যমরঃ

কালবর্গে ; অর্থাৎ সুখের নাম—মুৎ, প্রীতি (স্ত্রী), প্রমদ, হর্ষ, প্রমোদ, আমোদ, সম্মদ, আনন্দথু, আনন্দ (পুং), শর্ম, শাত (সাত), সুখ (ক্লী)।

(For হৃষ্-ধাতু see Para. 2.)

রবঃ—"শব্দে নিনাদ-নিনদ-ধ্বনি-ধ্বান-রব-স্বনাঃ।

স্বান-নির্ঘোষ-নির্হ্রাদ-নাদ-নিস্বান-নিস্বনাঃ।

আরবারাব-সংরাব-বিরাবা·········॥ ইত্যমরঃ শব্দাদিবর্গে ; অর্থাৎ সামান্য শব্দের নাম—শব্দ, নিনাদ, নিনদ, ধ্বনি, ধ্বান, রব, স্বন, স্বান, নির্ঘোষ, নির্হ্রাদ, নাদ, নিস্বান, নিস্বন, আরব, আরাব, সংরাব, বিরাব (পুং)।

রব—রু+অপ্ by the rule 'ঋদোরপ্'—ঋকারান্তেভ্য উবর্ণান্তেভ্যশ্চ অপ্-প্রত্যয়ো ভবতি ইত্যর্থঃ। ঘঞোঽপবাদঃ। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী রু (to cry, to yell)—(লট্) রৌতি-রবীতি, (লৃট্) রবিষ্যতি, (লুঙ্) অরবীৎ, Passive —রূয়তে, ণিজন্ত—রাবয়তি, সন্নন্ত—রুরূষতি, ক্ত—রুতঃ, ক্ত্বাচ্—রুত্বা, তুমুন্—রবিতুম্।

অকুর্বন্—কৃ+লঙ্ অন্। (For কৃ-ধাতু see above)

মাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Object to অপূজয়ৎ।

অপূজয়ৎ—পূজ্+লঙ্ দ্। চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী পূজ্ (to adore, to receive with honour)—(লট্) পূজয়তি, (লৃট্) পূজয়িষ্যতি, (লিট্) পূজয়াঞ্চকার, পূজয়াম্বভূব বা পূজয়ামাস, (লুঙ্) অপূপুজৎ, ক্ত—পূজিতঃ, ক্ত্বাচ্—পূজয়িত্বা, তুমুন্—পূজয়িতুম্।

Ch. of voice তে ময়া অগতয়ঃ অবসীদন্তঃ······আলাপিষত—"অপনীয়তাম্······। অনেন ময়া অবসাদ্যন্তে বঃ সপত্নাঃ" ইতি। অমীভিঃ তথা অক্রিয়তাম্। সর্বৈ চ তে-প্রতিভটাঃ······লবলবীকৃতাঙ্গাঃ অকারিষত।······নাবিক-নায়কঃ অগ্রাহি। অমুনা চাভূয়ত তেন এব ভীমধ্বনা। স চ ময়া জাতব্রীড় ঊচ্যত "······দৃষ্টবান্······"। তৈঃ তু সাংযাত্রিকৈঃ হর্ষকিলকিলারবঃ অক্রিয়ত। অহং চ অপূজ্যে।

5. দুর্বারা তু সা······সরঃ সমধ্যগমম্। ৫।

বিসন্ধিপাঠঃ—দুর্বারা তু সা নৌঃ অনমুকূলবাতমুন্না দূরম্ অভিপত্য কম্ অপি দ্বীপম্ নিবিড়ম্ আশ্লিষ্টবতী। তত্র চ স্বাদু পানীয়ম্ এধাংসি কন্দমূলফলানি চ সংজিঘৃক্ষবঃ গাঢ়পাতিত-শিলা-বলয়ম্ অবাতরাম। তত্র চ আসীৎ মহাশৈলঃ। সঃ অহম্—'অহো রমণীয়ঃ অয়ম্ পর্বত-নিতম্বভাগঃ, কান্ততরা ইয়ম্ গন্ধপাষাণবতী উপত্যকা শিশিরম্, ইদম্ গোত্রবারি, রম্যঃ অয়ম্ অনেকবর্ণ-কুসুম-মঞ্জরী-মঞ্জুলতরঃ

তরুবনাভোগঃ' ইতি অতৃপ্ততরয়া দৃশা বহু বহু পশ্যন্ অলক্ষিতাধ্যারূঢ়-ক্ষোণীধর-শিখরঃ শোণীভূতম্ উৎপ্রভাভিঃ পদ্মরাগ-সোপান-শিলাভিঃ কিম্ অপি নালীক-পরাগ-ধূসরং সরঃ সমধ্যগমম্।

Beng. Equivalents. দুর্বারা (যাহা কষ্টে রোধ করা যায়) তু (কিন্তু) সা (সেই) নৌঃ (নৌকা) অননুকূল-বাত-নুন্না (প্রতিকূল বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া) দূরম্ (দূরে) অভিপত্য (গিয়া) কম্ অপি (কোনও) দ্বীপম্ (জলবেষ্টিত স্থান) নিবিড়ম্ (খুব গাঢ় বা শক্ত ভাবে) আশ্লিষ্টবতী (আটকাইয়া গেল)। তত্র (সেখানে) চ (এবং) স্বাদু (মিষ্টি) পানীয়ম্ (জল) এধাংসি (কাষ্ঠ) কন্দ-মূল-ফলানি (কন্দ এবং ফলমূল) চ (এবং) জিঘৃক্ষবঃ (গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া) গাঢ়-পাতিত-শিলা-বলয়ম্ (ভালভাবে নোঙ্গর ফেলিয়া) অবাতরাম (নীচে নামিলাম)। তত্র (সেখানে) চ (এবং) আসীৎ (ছিল) মহাশৈলঃ (বড় পাহাড়)। সঃ অহম্ (সেই আমি) অহো (আঃ) রমণীয়ঃ (সুন্দর) অয়ম্ (এই) পর্বত-নিতম্ব-ভাগঃ (পাহাড়ের পার্শ্বদেশ)। কান্ততরা (সুন্দরতরা, পার্শ্বদেশ অপেক্ষাও সুন্দর) ইয়ম্ (এই) গন্ধ-পাষাণময়ী (মনঃশিলা প্রভৃতি ধাতু-পাষাণ-পূর্ণা অথবা শিলাপুষ্পপূর্ণা) উপত্যকা (পর্বতের নিকটবর্তী স্থান), শিশিরম্ (শীতল) ইদম্ (এই) গোত্রবারি (পাহাড়ের জল), রম্যঃ (সুন্দর) অয়ম্ (এই) অনেকবর্ণ-কুসুম-মঞ্জরী-মঞ্জুলতরঃ (নানাবর্ণের পুষ্পপল্লবের দ্বারা সুন্দরতর) তরুবনাভোগঃ (বৃক্ষ-বন-পূর্ণতা, বৃক্ষকুঞ্জ) ইতি (এইজন্য) অতৃপ্ততরয়া (অতি অতৃপ্ত) দৃশা (চক্ষুর দ্বারা) বহু বহু (বার বার) পশ্যন্ (দেখিতে দেখিতে) অলক্ষিতাধ্যারূঢ়-ক্ষোণীধর-শিখরঃ (অলক্ষিতভাবে পর্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া) শোণীভূতম্ (রক্তবর্ণ) উৎপ্রভাভিঃ (ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে কিরণ যাহাদের) পদ্মরাগ-সোপান-শিলাভিঃ (পদ্মরাগ-মণির দ্বারা প্রস্তুত সিঁড়ির পাথরগুলির দ্বারা) কিম্ অপি (কোন একটি) নালীক-পরাগ-ধূসরম্ (পদ্মের রেণুর দ্বারা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ) সরঃ (সরোবর) সমধ্যগমম্ (প্রাপ্ত হইলাম)।

Beng Trans. প্রতিকূলবায়ুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুর্বার সেই নৌকা অনেক দূরে আসিয়া কোন এক দ্বীপে নিবিড়ভাবে আটকাইয়া গেল। সেখানে সুমধুর জল, কাঠ, কন্দ এবং ফলমূল গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া পাথরের নোঙ্গরটি গাঢ়ভাবে ফেলিয়া দিয়া আমরা অবতরণ করিলাম। সেখানে এক বিরাট পর্বত ছিল। সেই আমি—'আঃ, এই পর্বতের পার্শ্বদেশ বড় সুন্দর, গন্ধপাথরযুক্ত এই উপত্যকাটি আরও সুন্দর, এই পর্বতের জল বেশ ঠাণ্ডা, নানাবর্ণ-পুষ্পমঞ্জরীর দ্বারা সুশোভিত এই বৃক্ষকুঞ্জটিও সুন্দর'—অতৃপ্ততর-নয়নে বারবার দেখিতে দেখিতে

অলক্ষিতভাবে পর্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া এমন একটি পদ্মপরাগ-পাণ্ডুর রক্তবর্ণ সরোবর দেখিতে পাইলাম যাহার সিঁড়ির পদ্মরাগ-শিলার প্রভাসমূহ ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।

Eng. Trans. The ship (of ours) became now uncontrollable and being driven far by adverse winds was stuck fast on some island. Then with the stone anchor firmly cast, we got down with a desire to collect sweet water, fruits and roots and fuel wood. There was a lofty mountain. I said to myself, "Oh ! how beautiful is the bulge of the mountain—still attractive is the valley with stones fragrant with incenses ; refreshing cool is the hill-stream, charming is the grove of trees with attractive bunches of flowers of many a hue." With eyes unsatiated looking at the scenery around, I unknowingly climbed up to the summit of the mountain ; there I came across a tank which bore a red hue by the dazzle of the rubies on its steps and which was darkened by the pollens of lotuses.

Sans. Equivalents. দুর্বারা (কষ্টরোধ্যা) নৌঃ (তরণিঃ) অননুকূলবাতঃ (প্রতিকূলবায়ুঃ) নুন্না (প্রেরিতা) দূরম্ (বিপ্রকৃষ্টপ্রদেশম্) অভিপত্য (গত্বা) দ্বীপম্ (জলবেষ্টিতং স্থানবিশেষম্) নিবিড়ম্ (গাঢ়ম্) আশ্লিষ্টবতী (আলিঙ্গিতবতী, আবদ্ধা বভূব)। স্বাদু (মধুরম্) পানীয়ম্ (জলম্) এধাংসি (কাষ্ঠানি) কন্দ-মূল-ফলানি (ফল-মূলাদীনি) সংজিঘৃক্ষবঃ (গ্রহীতুকামাঃ) গাঢ়-পাতিতম্ (নিবিড়-প্রক্ষিপ্তম্) শিলা-বলয়ম্ (পাষাণ-মণ্ডলম্, পাথরের নোঙ্গর ইতি ভাষায়াম্) অবাতরাম (অবতীর্ণাঃ অভবাম) মহাশৈলঃ (মহাপর্বতঃ)। রমণীয় (মনোহরঃ) নিতম্বঃ (কটকঃ, পার্শ্বদেশঃ) কান্ততরা (সুন্দরতরা) গন্ধপাষাণবতী (মনঃশিলাদি-ধাতু-পাষাণময়ী অথবা শিলাপুষ্পযুক্তা) উপত্যকা (পর্বতাসন্নভূমিঃ), শিশিরম্ (শীতলম্) গোত্রবারি (পর্বত-সলিলম্), রম্যঃ (মনোহরঃ) অনেকবর্ণা (নানাবর্ণা) কুসুম-মঞ্জরী (পুষ্প-পল্লবঃ) মঞ্জুলতরঃ (সুন্দরতরঃ) তরুবনাভোগঃ (তরুবনপূর্ণতা) অতৃপ্ততরয়া (দর্শনেচ্ছাবত্যা) দৃশা (চক্ষুষা) বহুবহু (প্রচুরম্) অলক্ষিতাধ্যারূঢ়ঃ (অনিরীক্ষিতারূঢ়ঃ) ক্ষোণীধর-শিখরঃ (পর্বতশৃঙ্গঃ) শোণীভূতঃ (আরক্তীভূতম্) উৎপ্রভাভিঃ (ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত-কিরণৈঃ) পদ্মরাগ-সোপান-শিলাভিম্ পদ্মরাগমণি-নির্মিত মারোহণ-প্রস্তরৈঃ) নালীকম্ (পদ্মম্) পরাগ-ধূসরম্ (পুষ্প-রজোভিরীষৎপাণ্ডুবর্ণম্) সরঃ (সরসীম্) সমধ্যগমম্ (প্রাপ্তবান্)।

Notes

দুর্বারা—Difficult to be managed properly. দুর্-বৃ+ণিচ্+খল্ (কর্মবাচ্যে)+স্ত্রিয়াম্ আপ্। (For বৃ-ধাতু see Para. 3).

তু—অব্যয় (Indeclinable).

সা—Pron. adj. to নৌঃ।

নৌঃ—It is Fem. "নাব্যং ত্রিলিঙ্গং নৌতার্থে, স্ত্রিয়াং নৌস্তরণিস্তরিঃ" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ নৌকাদ্বারা গন্তব্য স্থানের নাম—নাব্য (ত্রি) ; নৌকার নাম—নৌ, তরণি, তরি (স্ত্রী)।

অনন্থকূল-বাত-নুন্না—ন অনুকূলঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ,), অনন্থকূলো বাতঃ (কর্মধারয়ঃ) তেন নুন্না (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

নুন্না—নুদ্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ আপ্। Alt. form—নুত্তা। তুদাদি উভয়পদী নুদ্ (to put, to incite, to throw)—(লট্) নুদতি-নুদতে, (লৃট্) নোৎস্যতি-নোৎস্যতে, (লিট্) নুনোদ-নুনুদে, (লুঙ) অনৌৎসীৎ অনৌত্তাম্ অনৌৎসুঃ, অনুত্ত অনুৎসাতাম্, অনুৎসত, Passive—নুদ্যতে, ণিজন্ত—নোদয়তি, সন্নন্ত—নুনুৎসতি-নুনুৎসতে, ক্ত—নুত্তঃ বা নুন্নঃ, ক্ত্বাচ্—নুত্ত্বা।

অনন্থকূলঃ—Contrary. not favourable.

বাতঃ—"শ্বসনঃ স্পর্শনো বায়ুর্মাতরিশ্বা সদাগতিঃ।
পৃষদশ্বো গন্ধবহো গন্ধবাহানিলাশুগাঃ॥
সমীর-মারুত-মরুজ্জগৎপ্রাণ-সমীরণাঃ।
নভস্বদ্বাত-পবন-পবমান-প্রভঞ্জনাঃ॥" ইত্যমরঃ স্বর্গবর্গে ; অর্থাৎ বায়ুর নাম—শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু, মাতরিশ্বন্, সদাগতি, পৃষদশ্ব, গন্ধবহ, গন্ধবাহ, অনিল, আশুগ, সমীর, মারুত, মরুৎ, জগৎপ্রাণ, সমীরণ, নভস্বৎ. বাত, পবন, পবমান, প্রভঞ্জন (পুং)। বা+ক্ত, পুং ১মা ১ব.

অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী বা (to blow, to go)—(লট্) বাতি, (লৃট্) বাস্যতি, (লিট্) ববৌ, (লুঙ্) অবাসীৎ, Passive—বায়তে, ণিজন্ত—বাপয়তি।

দূরম্—"নেদিষ্ঠমন্তিকতমং স্যাদ্দূরং বিপ্রকৃষ্টকম্" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে ; অর্থাৎ অতিশয় নিকটের নাম—নেদিষ্ঠ, অন্তিকতম ; দূরের নাম—দূর, বিপ্রকৃষ্টক।

অভিপত্য —অভি-পত্+ল্যপ্। (For.পত্-ধাতু see Para. 4.)

কমপি—কম্+অপি।

দ্বীপঃ—"দ্বীপোঽস্ত্রিয়ামন্তরীপং যদন্তর্বারিণস্তটম্" ইত্যমর. বারিবর্গে ; অর্থাৎ দ্বীপবাচক—দ্বীপ, অন্তরীপ (পুং-ক্লী)। কিন্তু ভূগোলে দ্বীপ=Island, অন্তরীপ =Cape, পরে এইরূপ অর্থভেদ স্বীকৃত হইয়াছে।

নিবিড়ম্—ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া।

আশ্লিষ্টবতী—আ-শ্লিষ্+ক্তবতু+স্ত্রিয়াম্ ঈপ্। দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী শ্লিষ্ (to embrace, to join)—(লট্) শ্লিষ্যতি, (লৃট্) শ্লেক্ষ্যতি, (লিট্) শিশ্লেষ, (লুঙ্) অশ্লিষৎ-অশ্লিক্ষৎ, Passive—শ্লিষ্যতে, ক্ত্বাচ্—শ্লিষ্ট্বা, ল্যপ্—আশ্লিষ্য।

তত্র—অব্যয় (Indeclinable).

চ—অব্যয় (Indeclinable).

স্বাদু—Adj. to পানীয়ম্। "ত্রিষ্বিষ্ট-মধুরৌ স্বাদূ, মৃদূ চাতীক্ষ্ণ-কোমলৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে, অর্থাৎ স্বাদু—অভীষ্ট, মধুর (ত্রি); মৃদু—অতীক্ষ্ণ, কোমল (ত্রি)।

পানীয়ম্—পা+অনীয়র্, ক্লীং ২য়া ১ব ;

"আপঃ স্ত্রী ভূম্নি বার্বারি সলিলং কমলং জলম্।
পয়ঃ কীলালমমৃতং জীবনং ভুবনং বনম্॥
কবন্ধমুদকং পাথঃ পুষ্করং সর্বতোমুখম্।
অম্ভোঽর্ণস্তোয়-পানীয়-নীর-ক্ষীরাম্বু-শম্বরম্॥" ইত্যমরঃ বারিবর্গে। অর্থাৎ জলবাচক—অপ্ (স্ত্রী) [বহুবচনান্ত]; বার্ (স্ত্রী-ক্লী), বারি, সলিল, কমল, জল, পয়স্, কীলাল, অমৃত, জীবন, ভুবন, বন, কবন্ধ, উদক, পাথস্, পুষ্কর, সর্বতোমুখ, অম্ভস্, অর্ণস্, তোয়, পানীয়, নীর, ক্ষীর, অম্বু, শম্বর, মেঘপুষ্প (ক্লী), ঘনরস (পুং)।

এধাংসি—ক্লীং এধস্-শব্দের ২য়া বহুবচন। "কাষ্ঠং দার্বিন্ধনং ত্বেধ ইধ্মমেধঃ সমিৎ স্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে ; অর্থাৎ কাষ্ঠবাচক—কাষ্ঠ, দারু (ক্লী); জ্বালতি তৃণ-কাষ্ঠাদির নাম—ইন্ধন, এধস্, ইধ্ম (ক্লী), এধ (পুং), সমিধ্ (স্ত্রী)।

কন্দ-মূল-ফলানি—কন্দানি চ মূলানি চ ফলানি চ (দ্বন্দ্ব-সমাসঃ)।

কন্দ—It is Masc. or Neuter. কন্দ্+অচ্। "কবিয়ং কন্দ-কার্পাসং পারাবারং যুগন্ধরম্।" ইত্যমরঃ পুং-নপুংসক-সংগ্রহে ; কবিয় (কড়িয়াল), কন্দ (মূলবিশেষ), কার্পাস, পার, অবার (নদীর অপর পার), যুগন্ধর (রথে অশ্ববন্ধনের কাষ্ঠ) প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ।

মূল—"শোণিতেঽম্ভসি কীলালং মূলমাদ্যে শিফা-ভয়োঃ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে অর্থাৎ কীলাল=রক্ত বা জল (ক্লী), মূল=আদ্য, শিকড়, নক্ষত্রবিশেষ (ক্লী)।

ফলানি—"শীলং স্বভাবে সদ্বৃত্তে সস্যে হেতুকৃতে ফলম্" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ শীল=স্বভাব, সদ্বৃত্ত (ক্লী); ফল=শস্য (বা সস্য), হেতুকৃত (ক্লী)।

সংজিঘৃক্ষবঃ—সম্-গ্রহ্+সন্+উ ; পুং ১মা বহুবচন। (For গ্রহ্-ধাতু see .Para 4).

গাঢ়পাতিত-শিলা-বলয়ম্ (With the stone anchor firmly cast); Having dropped the stone-anchor so that it should stick fast to the ground. This is an adverbial compound (Kale).

শিলায়া বলয়ম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), গাঢ়ং পাতিতম্ (কর্মধারয়ঃ), গাঢ়পাতিতং শিলাবলয়ম্ যথা স্যাত্তথা (বহুব্রীহিঃ)।

গাঢ়ম্—ক্রিয়াবিশেষণ, গাহ্+ক্ত।

পাতিতম্—পত্+ণিচ্+ক্ত (For পত্-ধাতু see Para. 4).

শিলা—"পাষাণ-প্রস্তর-গ্রাবোপলাশ্মানঃ শিলা দৃষৎ" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে, অর্থাৎ প্রস্তরবাচক— পাষাণ, প্রস্তর, গ্রাবন্, উপল, অশ্মন্ (পুং), শিলা, দৃশদ্ (বা দৃষদ্) (স্ত্রী)।

বলয়ঃ—বলয় is Masc. or Neuter. "আবাপকঃ পারিহার্যঃ কটকো বলয়োঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ বলয় (বালা) বাচক—আবাপক (আবারক), পারিহার্য্য, কটক (পুং), বলয় (পুং-ক্লী)।

অবাতরাম—অব-তৄ+লঙ্ ম (উত্তম পুরুষ বহুবচন) ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী তৄ (to cross)—(লট্) তরতি, (লৃট্) তরিষ্যতি-তরীষ্যতি, (লুঙ্) অতারীৎ Passive—তীর্যতে, ণিজন্ত—তারয়তি, সন্নন্ত—তিতীর্ষতি, তিতরিষতি বা তিতরীষতি, ক্ত—তীর্ণঃ, ক্ত্বাচ্—তীর্ত্বা, ল্যপ্—বিতীর্য্য, তুমুন্—তর্তুম্, তরিতুম্ বা তরীতুম্। **With prepositions**. বি-তৄ (to give), সম্-তৄ (to swim).

তত্র—তদ্+ত্র ; অব্যয় (Indeclinable).

চ—অব্যয় (Indeclinable)

আসীৎ—অস্+লঙ্ দ্। Nom.—মহাশৈলঃ।

মহাশৈলঃ—মহান্ শৈলঃ (কর্মধারয়ঃ) ; "মহীধ্রে শিখরি-ক্ষ্মাভৃদহার্য-ধরপর্বতাঃ। অদ্রি-গোত্র-গিরি-গ্রাবাচল-শৈল-শিলোচ্চয়াঃ ॥" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে ; অর্থাৎ পর্বত-বাচক—মহীধ্র, শিখরিন্, ক্ষ্মাভৃৎ, অহার্য্য, ধর, পর্বত, অদ্রি, গোত্র, গিরি, গ্রাবন্, অচল, শৈল, শিলোচ্চয় (পুং)।

সঃ—Pronominal adj, to অহম্।

অহম্— কর্তরি প্রথমা, Verb—সমধ্যগমম্।

অহো—অব্যয় (Indeclinable)।

রমণীয়ঃ—রম্+অনীয়র্+পুং প্রথমার একবচন। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী রম্ (to play, to rejoice at)—(লট্) রমতে, (লৃট্) রংস্যতে, (লিট্) রেমে, (লুঙ্) অরংস্ত, Passive—রম্যতে, ণিজন্ত—রময়তি, সন্নন্ত—রিরংসতে, রতঃ, তুমুন্—রন্তুম্, ক্ত্বাচ্—রত্বা, রমিত্বা বা রান্ত্বা, ল্যপ্—বিরম্য বা বিরত্য।

অয়ম্ —Pron. adj. to পর্বত-নিতম্ব-ভাগঃ।

পর্বত-নিতম্ব-ভাগঃ —নিতম্বরূপো ভাগঃ (শাক-পার্থিবাদিবৎ সমাসঃ), পর্বতস্য নিতম্বভাগঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

পর্বতঃ—It is Masc.

নিতম্বঃ—(= পার্শ্বদেশ)। The middle region or the skirts (Kale)

"কূটোঽস্ত্রী শিখরং শৃঙ্গং প্রপাতস্ত্বতটো ভৃগুঃ।

কটকোঽস্ত্রী নিতম্বোঽদ্রেঃ স্নুঃ প্রস্থঃ সানুরস্ত্রিয়াম্॥" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে; অর্থাৎ পর্বতের অগ্রভাগের নাম—কূট, শিখর (পুং-ক্লী), শৃঙ্গ (ক্লী), পর্বতের উচ্চস্থানবাচক - প্রপাত, অতট, ভৃগু (পুং); পর্বতের নিতম্ব বা মধ্যভাগবাচক—কটক (পুং ক্লী) : পর্বতের সমভূমি এবং একদেশবাচক—স্নু, প্রস্থ (পুং), সনু (পুং-ক্লী)।

ভাগঃ—ভজ্ + ঘঞ্, পুং প্রথমা একবচন; ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী ভজ্ (to share, to serve) -(লট্) ভজতি-ভজতে, (লৃট্) ভক্ষ্যতি ভক্ষ্যতে, (লিট্) বভাজ-ভেজে, (লুঙ্) অভাক্ষীৎ-অভক্ত, Passive—ভজ্যতে. ণিজন্ত ভাজয়তি, সন্নন্ত—বিভক্ষতি বিভক্ষতে, ক্ত্বাচ্—ভক্ত্বা, ল্যপ্—বিভজ্য. তুমুন্—ভক্তুম্. ক্ত —ভক্তঃ।

কান্ততরা -কম্ + ক্ত + তরপ্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী কম্ (to desire)—(লট্) কাময়তে (ণিঙ্-যোগে), (লৃট্) কাময়িষ্যতে-কমিষ্যতে, লুঙ্—অচীকমত-অচকমত, Passive—কাম্যতে-কম্যতে, ণিজন্ত—কাময়তি, সন্নন্ত—চিকাময়িষতে-চিকমিষতে, যঙন্ত—চঙ্কম্যতে, তুমুন্—কাময়িতুম্, ক্ত্বাচ্—কাময়িত্বা, কমিত্বা বা কান্ত্বা।

ইয়ম্ ·· Pron. adj. to উপত্যকা।

গন্ধ-পাষাণবত্যুপত্যকা—গন্ধপাষাণবতী + উপত্যকা।

পাষাণঃ "পাষাণ-প্রস্তর-গ্রাবোপলাশ্মানঃ শিলা দৃষৎ" অর্থাৎ প্রস্তরবাচক—পাষাণ, প্রস্তর, গ্রাবন্, উপল, অশ্মন্ (পুং), শিলা, দৃষৎ (বা দৃশৎ) (স্ত্রী)।

গন্ধ-পাষাণ—Minerals, such as red arsenic and others; or, benzoin (শৈলেয়) (Kale).

উপত্যকা -"উপত্যকাদ্রেরাসন্না ভূমিরূর্ধ্বমধিত্যকা" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে; অর্থাৎ পর্বতের নিকটস্থ সমভূমির নাম—উপত্যকা (স্ত্রী); পর্বতস্য উপরিস্থিত সমভূমির নাম অধিত্যকা। The commentator of অমরকোষ says "অদ্রেরিতু পলক্ষণং সন্নিহিতোর্দ্ধভূম্যাঃ। তথাচ—"সমুদ্রোপত্যকা হৈমী পর্বতাধিত্যকা পুরী" ইতি ভট্টিঃ। Adjoining ground. We should rather expect অধিত্যকা

(table-land) here, first because he is referring to the land above the নিতম্ব of the mountain, and also because such minerals are found on the tops of mountains. Cf. অধিত্যকায়ামিব ধাতুমষ্যাম্, রঘুবংশ, ২।২৯।

"...রসাঞ্জনম্। রসগর্ভং তার্ক্ষ্যশৈলং, গন্ধাশ্মনি তু গন্ধিকঃ।" ইত্যমরঃ বৈশ্য-বর্গে; অর্থাৎ রসাঞ্জনের নাম—রসাঞ্জন, রসগর্ভ, তার্ক্ষ্যশৈল (ক্লী); সৌগন্ধিক গন্ধকের নাম—গন্ধাশ্মন্, গন্ধক, সৌগন্ধিক।

শিশিরম্—Adj. to গোত্রবারি, which is Neuter.

শীতং গুণে, তদ্বদর্থাঃ সুষীমঃ শিশিরো জড়ঃ।

তুষারঃ শীতলং শীতো হিমঃ সপ্তান্যলিঙ্গকাঃ॥" ইত্যমরঃ দিগ্বর্গে; অর্থাৎ শীতবাচক শব্দ—শীত (ক্লী) [অন্যের বিশেষণ হইলে ত্রিলিঙ্গ]। শীতগুণ-বিশিষ্টের নাম—সুষীম, শিশির, জড়, তুষার, শীতল, শীত, হিম (ত্রি)।

ইদম্—Pron. adj. to গোত্রবারি।

গোত্রবারি—Water of a mountain-stream. গোত্রস্য বারি (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

গোত্রঃ—(=পর্বত) "মহীধ্রে শিখরি-ক্ষ্মাভৃদহার্য্য-ধর-পর্বতাঃ।
অদ্রি-গোত্র-গিরি-গ্রাবাচল-শৈল-শিলোচ্চয়াঃ॥" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে; অর্থাৎ পর্বতবাচক—মহীধ্র, শিখরিন্, ক্ষ্মাভৃৎ, অহার্য্য, ধর, পর্বত, অদ্রি, গোত্র, গিরি, গ্রাবন্, অচল, শৈল, শিলোচ্চয়।

বারি - ক্লীবলিঙ্গ, প্রথমা একবচন। For synonyms see পানীয়ম্ above.

রম্যোঽয়মনেক-বর্ণ-কুসুম-মঞ্জরী-মঞ্জুলতরস্তরুবনাভোগঃ—রম্যঃ+অয়ম্+অনেক-বর্ণকুসুমমঞ্জরী-মঞ্জুলতরঃ+তরুবনাভোগঃ।

রম্যঃ—রম্+যৎ (করণবাচ্যে), "পোরদুপধাৎ" ইতি যৎ। (For the root রম্ see above).

অয়ম্—Pron. adj. to অনেক......বনাভোগঃ।

অনেকবর্ণ-কুসুম-মঞ্জরী-মঞ্জুলতরঃ—ন একঃ যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ), অনেকাঃ বর্ণাঃ যেষাং তানি (বহুব্রীহিঃ), অনেকবর্ণানি কুসুমানি (কর্মধারয়ঃ), তেষাং মঞ্জর্য্যঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তৈঃ মঞ্জুলতরঃ (তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

অনেক—অনেক is singular like এক। It is to be declined like সর্ব in all the genders. It may be Dual or Plural when formed by the বহুব্রীহি-সমাস, but then the word will not be a pronoun (ন বহুব্রীহৌ ১।১।২৯) and in Masc. Nom. Plural the form would

be 'অনেকাঃ'। In order to justify "ভবন্ত্যনেকে জলধেরিবোর্ময়ঃ" of Bhāravi, Bhattoji Dikshita takes recourse to একশেষবৃত্তি and says 'অনেকশ্চ অনেকশ্চ অনেকশ্চ ইত্যনেকে"। Some justifies it by নঞ্-তৎপুরুষ।

কুসুমম্—"স্ত্রিয়ঃ সুমনসঃ পুষ্পং প্রসূনং কুসুমং সমম্" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে; অর্থাৎ পুষ্পবাচক—সুমনস্ (বহুচনান্ত) (স্ত্রী), পুষ্প, প্রসূন, কুসুম [কুসুম] (ক্লী)।

N. B. According to নামমালা সুমনস্ may also be used in the Singular number "সুমনাঃ কুসুমং পুষ্প"মিতি নামমালা (Noted in অমরকোষ-টীকা)।

মঞ্জরী—(=নবপল্লব বা মুকুল, বোল)।

"নিষ্কুহঃ কোটরং বা না বল্লরির্মঞ্জরিঃ স্ত্রিয়ৌ। পত্রং পলাশং ছদনং দলং পর্ণং ছদঃ পুমান্" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে; অর্থাৎ তরুর অভ্যন্তরস্থ গর্ত (কোটর)-বাচক—নিষ্কুহ (পুং), কোটর (পুং-ক্লী); মঞ্জরী (বোল)-বাচক—বল্লরি [বল্লরী], মঞ্জরি [মঞ্জরী] (স্ত্রী); পত্র (পাতা)-বাচক—পত্র, পলাশ, ছদন, দল, পর্ণ (ক্লী), ছদ (পুং)।

মঞ্জুলতরঃ— Exceedingly lovely or beautiful, engaging. (Kale)

"সুন্দরং রুচিরং চারু সুষমং সাধু শোভনম্।
কান্তং মনোরমং রুচ্যং মনোজ্ঞং মঞ্জু মঞ্জুলম্ ॥" ইত্যমরঃ বিশেষ্য-নিঘ্নবর্গে; অর্থাৎ সুন্দরের নাম—সুন্দর, রুচির, চারু, সুষম, সাধু, শোভন, কান্ত, মনোরম (মনোহর), রুচ্য, মনোজ্ঞ, মঞ্জু, মঞ্জুল।

তরুঃ—It is Masc. "বৃক্ষো মহীরুহঃ শাখী বিটপী পাদপস্তরুঃ।
অনোকহঃ কুটঃ শালঃ পলাশী দ্রু দ্রুমাগমাঃ॥ ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে; অর্থাৎ বৃক্ষবাচক—বৃক্ষ, মহীরুহ, শাখিন্, বিটপিন্, পাদপ, তরু, অনোকহ, কুট, সাল (শাল), পলাশিন্, দ্রু, দ্রুম, অগম (পুং)।

বনম্—"অটব্যরণ্যং বিপিনং গহনং কাননং বনম্" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে; অর্থাৎ অরণ্যবাচক—অটবী (অটবি) (স্ত্রী), অরণ্য, বিপিন, গহন, কানন, বন (ক্লী) [বনী (স্ত্রী)]।

আভোগঃ—(=সম্পূর্ণতা বা বিস্তার) Expanse, avenue (Kale). "রচনা স্যাৎ পরিস্যন্দ, আভোগঃ পরিপূর্ণতা" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে; অর্থাৎ পরিপূর্ণতাবাচক—আভোগ (পুং), পরিপূর্ণতা (স্ত্রী)।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable)।

অতৃপ্ততরয়া—That never got satisfied; that was the more

thirsty. নঞ্‌-তৃপ্‌+ক্ত+তরপ্‌+আপ্‌+তৃতীয়ার একবচন। Adj. to দৃশা।

দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী তৃপ্‌ (to become satisfied)—(লট্‌) তৃপ্যতি, (লৃট্‌) তর্পিষ্যতি বা তর্প্স্যতি বা ত্রপ্স্যতি, (লুঙ্‌) অতৃপৎ, অতর্পীৎ, অতার্প্সীৎ বা অত্রাপ্সীৎ, ণিজন্ত—তর্পয়তি, সন্নন্ত—তিতৃপ্সতি বা তিতর্পিষতি, ক্ত—তৃপ্তঃ, ক্ত্বাচ—তর্পিত্বা বা তৃপ্ত্বা, তুমুন্‌—তর্পিতুম্‌ বা তর্প্তুম্‌)।

দৃশা—করণে তৃতীয়া। দৃশ্‌-শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

"লোচনং নয়নং নেত্রমীক্ষণং চক্ষুরক্ষিণী।

দৃগ্‌দৃষ্টী চাস্রু নেত্রাম্বু রোদনং চাস্রমশ্রু চ॥ ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ চক্ষুর নাম লোচন, নয়ন, নেত্র, ঈক্ষণ, চক্ষুষ্‌, অক্ষি (ক্লী) ; দৃশ্‌, দৃষ্টি (স্ত্রী)।

বহুবহু—"প্রভূতং প্রচুরং প্রাজ্যমদভ্রং বহুলং বহু।

পুরুহূ পুরু ভূয়িষ্ঠং স্ফিরং ভূয়শ্চ ভূরি চ॥" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে ; অর্থাৎ প্রচুরের নাম—প্রভূত, প্রচুর, প্রাজ্য, অদভ্র, বহুল, বহু, পুরুহূ [পুরুহ, পুরুহু], পুরু, ভূয়িষ্ঠ, স্ফির [স্ফার], ভূয়স্‌ , ভূরি।

পশ্যন্নলক্ষিতাধ্যারূঢ়-ক্ষোণীধর-শিখরঃ—পশ্যন+অলক্ষিতাধ্যারূঢ়ক্ষোণীধর-শিখরঃ।

পশ্যন্‌—Enjoying the sight of ; Attracted by (Kale) ; দৃশ+শতৃ পুং প্রথমা একবচন (For দৃশ্‌-ধাতু see Para. 1)।

অলক্ষিতাধ্যারূঢ়-ক্ষোণীধর-শিখরঃ—ক্ষোণ্যা ধরঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) ক্ষোণীধরস্য শিখরম্‌ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), ন লক্ষিতম্‌ (নঞ্‌-তৎপুরুষঃ), অলক্ষিতং যথা স্যাত্তথা অধ্যারূঢ়ম্‌ (কর্মধারয়ঃ), অলক্ষিতাধ্যারূঢ়ং ক্ষোণীধরশিখরং যেন সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

অলক্ষিতম্‌—নঞ্‌-লক্ষ্‌+ক্ত। চুরাদিগণীয় উভয়পদী লক্ষ্‌ (to notice, to define, to regard)—(লট্‌) লক্ষয়তি-তে, ক্ত—লক্ষিতঃ, তুমুন্‌ লক্ষয়িতুম্‌, (লুঙ্‌) অললক্ষৎ-ত।

অধ্যারূঢ়ঃ—অধি-আ রুহ্‌+ক্ত। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী রুহ্‌ (to grow, to increase, to rise)—(লট্‌) রোহতি, (লৃট্‌) রোক্ষ্যতি, (লিট্‌) রুরোহ, (লুঙ্‌) অরুক্ষৎ, Passive—রুহ্যতে, ণিজন্ত—রোহয়তি বা রোপয়তি, সন্নন্ত—রুরুক্ষতি, ক্ত—রূঢ়ঃ, ক্ত্বাচ—রূঢ়্বা, ল্যপ্‌—আরুহ্য, তুমুন্‌—রোঢুম্‌।

ক্ষোণীধরঃ—(=পর্বত, ভূধর), ক্ষোণ্যা ধরঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

"ভূর্ভূমিরচলানন্তা রসা বিশ্বংভরা স্থিরা। ধরা ধরিত্রী ধরণিঃ ক্ষোণির্জ্যা কাশ্যপী ক্ষিতিঃ। সর্বংসহা বসুমতী বসুধোর্বী বসুন্ধরা। গোত্রা কুঃ পৃথিবী পৃথ্বী ক্ষ্মাবনির্মেদিনী মহী॥" ইত্যমরঃ ভূমিবর্গে ; অর্থাৎ পৃথিবীবাচকশব্দ—ভূ, ভূমি, অচলা, অনন্তা, রসা, বিশ্বম্ভরা, স্থিরা, ধরা, ধরিত্রী, ধরণি, ক্ষোণি, জ্যা, কাশ্যপী, ক্ষিতি, সর্বংসহা, বসুমতী, বসুধা, উর্বী, বসুন্ধরা, গোত্রা, কু, পৃথিবী, পৃথ্বী, ক্ষ্মা, অবনি;

মেদিনী, মহী (স্ত্রী), ক্ষোণী, ক্ষোণি, ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—all are correct, "ক্ষৌণিঃ ক্ষোণী ক্ষিতিঃ ক্ষোণিঃ ক্ষৌণী বিশ্বম্ভরা ধ্রুবা" ইতি শব্দ-রত্নাবলীতি ভরতঃ।

শিখরম্—It is usually Neuter.

"কূটোঽস্ত্রী শিখরং শৃঙ্গং প্রপাতস্ত্বতটো ভৃগুঃ" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে ; অর্থাৎ পর্বতের অগ্রভাগের নাম—কূট, শিখর (পুং-ক্লী), শৃঙ্গ (ক্লী) ; পর্বতের উচ্চ স্থানবাচক—প্রপাত, অতট, ভৃগু (পুং)।

শোণীভূতম্—(শোণ=রক্তবর্ণ, লাল রং) Made red. শোণ+চ্বি+ভূ+ক্ত, ক্লীং ২য়া ১ব.

"লোহিতো রোহিতো রক্তঃ শোণঃ কোকনদচ্ছবিঃ" ইত্যমরঃ ধীবর্গে ; অর্থাৎ রক্তবর্ণ-বাচক শব্দ—রোহিত, লোহিত, রক্ত, শোণ, কোকনদচ্ছবি (পুং)।

উৎপ্রভাভিঃ—উৎ (উদ্গতা) প্রভা যাসাং তাভিঃ (বহুব্রীহিঃ) ; "স্যুঃ প্রভা-রুগ্-রুচিস্ত্বিড্-ভা-ভাশ্ছবি-দ্যুতি-দীপ্তয়ঃ।" ইত্যমরঃ দিগ্বর্গে ; অর্থাৎ দীপ্তির নাম—প্রভা, রুক্, রুচি, ত্বিষ্, ভা, ভাস্, ছবি, দ্যুতি, দীপ্তি (স্ত্রী), রোচিস্, শোচিস্ (ক্লী)।

পদ্মরাগ-সোপানশিলাভিঃ—পদ্মরাগ-নির্মিতং সোপানম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ) তস্য শিলাভিঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

পদ্মরাগঃ—শোণরত্নং লোহিতকঃ পদ্মরাগোঽথ মৌক্তিকম্" ইত্যমরঃ বৈশ্যবর্গে ; অর্থাৎ পদ্মরাগ-মণির নাম—শোণরত্ন (ক্লী), লোহিতক, পদ্মরাগ (পুং)।

সোপানম্—"আরোহণং স্যাৎ সোপানং, নিশ্রেণিস্ত্বধিরোহিণী" ইত্যমরঃ পুরবর্গে। অর্থাৎ ইষ্টক-নির্মিত সিঁড়ির নাম—আরোহণ, সোপান (ক্লী) ; কাষ্ঠাদি-নির্মিত সিঁড়ির নাম—নিশ্রেণি (নিঃশ্রেণি), অধিরোহণী (স্ত্রী)। সোপানম্—ইষ্টক-নির্মিত সিঁড়ি।

শিলাভিঃ—"পাষাণ-প্রস্তর-গ্রাবোপলাশ্মানঃ শিলা দৃষৎ" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে ; অর্থাৎ প্রস্তরবাচক—পাষাণ, প্রস্তর, গ্রাবন্, উপল, অশ্মন্ (পুং), শিলা, দৃশদ্ (স্ত্রী)।

কিমপি—কিম্+অপি।

নালীক-পরাগ-ধূসরম্—নালীকানাং পরাগাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ), তৈঃ ধূসরম্ তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ)।

নালীকম্—(=পদ্ম) A lotus. It is Neuter. "নালীকং পদ্ম-বাণয়োঃ" ইতি বৈজয়ন্তী। অর্থাৎ নালীক=পদ্ম বা বাণ।

পরাগঃ—(ফুলের রেণু)। It is Masc. "মকরন্দঃ পুষ্পরসঃ, পরাগঃ সুমনোরজঃ" ইত্যমরঃ বনৌষধিবর্গে ; অর্থাৎ মধুবাচক—মকরন্দ [মরন্দ], পুষ্পরস পুং) ; পুষ্পরেণুবাচক—পরাগ (পুং), সুমনোরজস্ (ক্লী)।

ধূসরঃ—(শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ)। "হরিণঃ পাণ্ডুরঃ পাণ্ডুরীষৎপাণ্ডুস্তু ধূসরঃ" ইত্যমরঃ ধীবর্গে ; অর্থাৎ পাণ্ডুবর্ণের নাম—হরিণ, পাণ্ডুর, পাণ্ডু (পুং) ; ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণের নাম—ধূসর (পুং)।

সরঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া, Object to সমধ্যগমম্। "পদ্মাকরস্তড়াগোঽস্ত্রী কাসারঃ সরসী সরঃ" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ সরোবরবাচক—পদ্মাকর (পুং), তড়াগ (পুং-ক্লী), কাসার (পুং), সরসী (স্ত্রী), সরস্ (ক্লী)।

সমধ্যগমম্—সম্-অধি-গম্+লুঙ্ অম্। (For the root গম্ see Para. 1)।

Ch. of voice. দুর্বারয়া তু তয়া নাবা……কোঽপি দ্বীপঃ……আশ্লিষ্টঃ।… সংজিঘৃক্ষুভিঃ অবাতার্য্যত। তত্র চ অভূয়ত মহাশৈলেন। তেন ময়া—রমণীয়েন অনেন পর্বত-নিতম্ব-ভাগেন, কান্ততরয়া অনয়া গন্ধপাষাণবত্যা উপত্যকয়া, শিশিরেণ অনেন গোত্রবারিণা, রম্যেণ অনেন অনেকবর্ণ-কুসুম-মঞ্জরী-মঞ্জুলতরেণ তরুবনা-ভোগেন……পশ্যতা অলক্ষিতাধ্যারূঢ়-ক্ষোণীধর-শিখরেণ……সমধ্যগামিষম্। ৫

6. তত্র স্নাতশ্চ কাংশ্চিদ্……ভদ্রং তব' ইতি। ৬।

বিসন্ধিপাঠঃ—তত্র স্নাতঃ চ কাংশ্চিৎ অমৃতস্বাদূন্ বিসভঙ্গান্ অস্বাদ্য, অংসলগ্ন-কহ্লারঃ তীরবর্তিনা কেন অপি ভীমরূপেণ ব্রহ্মরাক্ষসেন অভিপত্য 'কঃ অসি, কুতস্ত্যঃ অসি' ইতি নির্ভর্ৎসয়তা অভ্যধীয়ে। নির্ভয়েন চ ময়া সঃ অভ্যধীয়ত —'সৌম্য, সঃ অহম্ অস্মি দ্বিজন্মা। শক্রহস্তাৎ অর্ণবম্, অর্ণবাৎ যবন-নাবম্, যবন-নাবঃ চিত্রগ্রাবাণম্ এনম্ পর্বত-প্রবরম্ গতঃ যদৃচ্ছয়া অস্মিন্ সরসি বিশ্রান্তঃ। ভদ্রম্ তব' ইতি।

Beng. Equivalents. তত্র (সেখানে) স্নাতঃ (স্নান করিয়া) চ (এবং) কাংশ্চিৎ (কতগুলি) অমৃতস্বাদূন্ (অমৃতের মত মধুর) বিস-ভঙ্গান্ (মৃণাল-খণ্ড) আস্বাদ্য (ভক্ষণ করিয়া) অংসলগ্ন-কহ্লারঃ (সাপলা গলায় জড়াইয়া) তীরবর্তিনা (পারে স্থিত) কেন অপি (কোনও) ভীমরূপেণ (ভীষণাকৃতি) ব্রহ্মরাক্ষসেন (ব্রহ্মরাক্ষসের দ্বারা) অভিপত্য (সহসা আসিয়া) কঃ (কে) অসি (হও), কুতস্ত্যঃ (কোথাকার) অসি (হও), ইতি (এই) নির্ভর্ৎসয়তা (তিরস্কার করিতে করিতে) অভ্যধীয়ে (অভিহিত হইলাম)। নির্ভয়েন (নিঃশঙ্কভাবে) চ (এবং) ময়া (আমার দ্বারা) সঃ (সে) অভ্যধীয়ত (অভিহিত হইল)—সৌম্য (সুন্দর, ভদ্র) সঃ অহম্ (সেই আমি) অস্মি (হই) দ্বিজন্মা (দ্বিজ) শক্রহস্তাৎ (শত্রু-হস্ত হইতে) অর্ণবম্ (সমুদ্র), অর্ণবাৎ (সমুদ্র হইতে) যবন-নাবম্ (যবনদের নৌকা), যবন-নাবঃ (যবনদের নৌকা হইতে) চিত্রগ্রাবাণম্ (রঙীন পাথরে পূর্ণ) এনম্ (এই) পর্বতপ্রবরম্ (পর্বতশ্রেষ্ঠে) গতঃ (উপস্থিত হইয়া) যদৃচ্ছয়া

(স্বেচ্ছায়) অস্মিন্ (এই) সরসি (সরোবরে) বিশ্রান্তঃ (বিশ্রাম করিতেছি)। ভদ্রম্ (কুশল) তে (তোমার) ইতি (এই)। ৬।

Beng. Trans. সেখানে স্নান করিয়া এবং কতকগুলি অমৃতের মত মধুর পদ্মের ডাঁটার খণ্ড আস্বাদন করিয়া কিছু সাপলা গলায় জড়াইয়া নিলাম, এমন সময়ে তীরবর্তী ভয়ানক-দর্শন এক ব্রহ্মরাক্ষস আসিয়া তিরস্কার করিয়া আমাকে বলিল, "কে তুমি, কোথা হইতে আসিতেছ?" নির্ভীকভাবে আমি তাহাকে বলিলাম, "সৌম্য, আমি সেই ব্রাহ্মণ, যে শত্রুহস্ত হইতে সমুদ্রে, সমুদ্র হইতে যবনের নৌকায়, যবনের নৌকা হইতে চিত্র-প্রস্তরযুক্ত এই বিশাল পর্বতে আসিয়া স্বেচ্ছায় এই সরোবরে বিশ্রাম করিতেছে। তোমার মঙ্গল হউক।"

Eng. Trans. There having bathed and having tasted bits of lotus stalk as tasty as nectar and having some water-lilies hanging from my shoulder, I was accosted by a fearful-looking Brahmarākṣaṣa who shouted at me—"Who are you, whence did you come?" Undaunted I replied to him, "I am a Brahmaṇa; I fell into the sea from the hands of the enemy, from the sea I was taken to a ship of the Yavanas and from the ship of the Yavanas I came to this lofty mountain full of variegated stones and rested at this tank. My good wishes to you." 6.

Sans. Equivalents. স্নাত (কৃতস্নানঃ) অমৃত-স্বাদূন্ (সুধা-মধুরান্), বিসভঙ্গান্ (মৃণাল-খণ্ডান্) আস্বাদ্য (ভক্ষয়িত্বা) অংসলগ্ন-কহ্লারঃ (স্কন্ধ-সক্ত-সৌগন্ধিকঃ) তীরবর্তিনা (কূলস্থিতেন) ব্রহ্মরাক্ষসেন (ব্রহ্ম-নিশাচরেণ) অভিপত্য (সহসা আগত্য) নির্ভর্ৎসয়তা (তিরস্কুর্বতা) অভ্যধীয়ে (উক্তঃ) নির্ভয়েন (নিঃশঙ্কেন) অভ্যধীয়ত (উক্তঃ) সৌম্য (সুন্দর, ভদ্র) দ্বিজন্মা (দ্বিজঃ)। শত্রুহস্তাৎ (বৈরিহস্তাৎ) অর্ণবম্ (সমুদ্রম্) যবন-নাবম্ (যবন-তরণিম্) চিত্রগ্রাবাণম্ (বিচিত্র-প্রস্তরম্) পর্বতপ্রবরম্ (পর্বতশ্রেষ্ঠম্) যদৃচ্ছয়া (স্বেচ্ছয়া) সরসি (সরস্যাম্) ভদ্রম্ (কল্যাণম্)। ৬।

Notes

তত্র—অব্যয় (Indeclinable)

স্নাতশ্চ—স্নাতঃ+চ। স্নাতঃ—স্না+ক্ত, পুং প্রথমা একবচন। কাংশ্চিৎ—কান্+চিৎ।

অমৃতস্বাদূন্—অমৃতমিব স্বাদূন্ (উপমান তৎপুরুষঃ)।

অমৃতম্—নঞ্-মৃ+ক্ত। "স্যাৎ সুধর্মা দেবসভা পীযূষমমৃতং সুধা" ইত্যমরঃ

স্বর্গবর্গে ; অমৃত অর্থ (1) মোক্ষ, (2) জল, (3) ভোজনশেষ বা (4) অযাচিত ভৈক্ষ্যও হইতে পারে।

স্বাদু—"ত্রিম্বিষ্ট-মধুরৌ স্বাদূ মৃদূ চাতীক্ষ্ণ-কোমলৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

বিসভঙ্গান্—বিসানাং ভঙ্গাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তান্।

বিসম্—(=পদ্মাদির মৃণাল), "মৃণালং বিসমব্জাদি কদম্বে, ষণ্ডমস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ মৃণালবাচক—মৃণাল (পুং-ক্লী), বিস (ক্লী)।

ভঙ্গঃ—ভন্জ্ + ঘঞ্, পুং ১মা ১ব।

আস্বাদ্য—আ-স্বদ্ + ণিচ্ + ল্যপ্ ; ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী স্বদ্ (আস্বাদনে, to be pleasant to the taste, to please, to eat)—(লট্) স্বদতে, (লিট্) সস্বদে, (লুঙ্) অস্বদিষ্ট, ণিজন্ত—স্বাদয়তি-স্বাদয়তে, সন্নন্ত—সিস্বদিষতে, ক্ত—স্বদিতঃ। There is a চুরাদিগণীয় উভয়পদী স্বদ্ (to sweeten) also —(লট্) স্বাদয়তি-তে।

অংসলগ্ন-কহ্লারঃ—অংসে লগ্নম্ (৭মী-তৎপুরুষঃ), অংসলগ্নং কহ্লারং যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। অংসঃ—কাঁধ। "স্কন্ধো ভুজ-শিরোঽংসোঽস্ত্রী সংধী তস্যৈব জত্রুণী" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ স্কন্ধবাচক—স্কন্ধ, ভুজশির (পুং) [ভুজশিরস্ (ক্লী)], অংস (পুং-ক্লী)।

লগ্নঃ—লগ্ + ক্ত, পুং ১মা ১ব. ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী লগ্—সঙ্গে, (to attach, oneself to, to touch, to meet, to follow closely), (লট্) লগতি, (লিট্) ললাগ, (লুঙ্) অলগীৎ, সন্নন্ত—লিলগিষতি।

কহ্লারম্—সাপলা বা শ্বেতপদ্ম, এখানে সাপলা (water lily). "সৌগন্ধিকং তু কহ্লারং হল্লকং রক্তসাধ্যকম্" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ শ্বেতসুন্ধির নাম— সৌগন্ধিক, কহ্লার (ক্লী) ; রক্তসুন্ধির নাম—হল্লক, রক্তসন্ধ্যক (ক্লী)।

তীর-বর্তিনা—তীরে বর্ততে যঃ (উপপদ-তৎপুরুষ) তেন, তীর-বৃৎ + ণিন্, পুং ৩য়া একবচন।

তীরম্—It is Neuter. "কূলং রোধশ্চ তীরং চ প্রতীরং চ তটং ত্রিষু" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ তীরবাচক—কূল, রোধস্, তীর, প্রতীর (ক্লী). তট (ত্রি)।

কেন—Pronominal Adjective to ভীমরূপেণ।

অপি—অব্যয় (Indeclinable),

ভীমরূপেণ—Of hideous aspect (Kale).

ভীমঃ—"……অথ ভৈরবম্। দারুণং ভীষণং ভীষ্মং ঘোরং ভীমং ভয়ানকম্॥ ভয়ংকরং প্রতিভয়ম্……" ইত্যমরঃ নাট্যবর্গে ; অর্থাৎ ভয়ানক-রসবাচক—ভৈরব,

দারুণ, ভীষণ, ভীষ্ম, ঘোর, ভীম, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, প্রতিভয় (ক্লী) রূপঃ— (=আকৃতি)।

ব্রহ্ম-রাক্ষসেন—ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণঃ) এব রাক্ষসঃ (কর্মধারয়ঃ) ; অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। রাক্ষস-যোনি-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ।

অভিপত্য—অভি-পত্‌+ল্যপ্ (For the root পত্ see Para. 4).

কোঽসি—কঃ+অসি।

কুতস্ত্যোঽসি—কুতস্ত্যঃ+অসি। কুতস্ত্যঃ—কুতঃ+ত্য। অসি—অস্+লট্ সি।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable).

নির্ভর্ৎসয়তা—Menacingly. ধাতুটি আত্মনেপদী, কিন্তু দণ্ডী কর্তৃক প্রায়ই পরস্মৈপদীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। নির্-ভর্ৎস্+ণিচ্+শতৃ, পুং তৃতীয়া ১ব.।

অভ্যধীয়ে—অভি-ধা+কর্মবাচ্যে লঙ্ ই (উত্তমপুরুষ একবচন) (For the root ধা see Para. 2)

নির্ভয়েন—নির্ ভয়ং যস্য (বহুব্রীহিঃ) তেন ; দন্ত্য ন লক্ষ্য করিতে হইবে।

চ—অব্যয় (Indeclinable)

ময়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। সঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা।

অভ্যধীয়ত—অভি-ধা+কর্মবাচ্যে লঙ্ ত ; (For ধা-ধাতু see Para. 2)

সৌম্য—সম্বোধনে প্রথমা, "ন্যায্যেঽপি মধ্যং সৌম্যং তু সুন্দরে সোমদৈবতে" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ মধ্য=অভ্যন্তর বা ন্যায়োপেত (ত্রি) ; সৌম্য= সুন্দর বা সোমদৈবত (বুধ) (ত্রি)।

সঃ—পুংলিঙ্গ তদ্-শব্দের প্রথমার একবচন।

অহম্—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অস্মি।

অস্মি—অস্+লট্ মি (For অস্-ধাতু see Para. 1)

দ্বিজন্মা—(=ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ; এখানে ব্রাহ্মণ) দ্বে জন্মনী যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ) Cf. "জন্মনা জায়তে বিপ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।" "কেকি-তার্ক্ষ্যাবহিভুজৌ, দন্ত-বিপ্রাণ্ডজা দ্বিজাঃ। অজা বিষ্ণু-হরচ্ছাগা, গোষ্ঠাধ্ব-নিবহা ব্রজাঃ॥" অর্থাৎ অহিভুজ=ময়ূর বা গরুড় (পুং), দ্বিজ=দন্ত, ব্রাহ্মণ বা অণ্ডজ (পুং) ; অজ=বিষ্ণু, হর, ছাগল (পুং) ; ব্রজ=গোষ্ঠ, পথ, সমূহ (পুং)।

শত্রুহস্তাৎ—শত্রোর্হস্তঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তস্মাৎ, অপাদানে পঞ্চমী।

শত্রুঃ—"রিপৌ বৈরি-সপত্নারি-দ্বিষদ্দ্বেষণ-দুর্হৃদঃ।
দ্বিড্-বিপক্ষাহিতামিত্র-দস্যু-শাত্রব-শত্রবঃ॥
অভিঘাতি-পরারাতি-প্রত্যর্থি-পরিপন্থিনঃ॥" ইত্যমরঃ ক্ষত্রিয়বর্গে ; অর্থাৎ শত্রুবাচক—রিপু, বৈরিন্, সপত্ন, অরি, দ্বিষৎ, দ্বেষণ, দুর্হৃদ্, দ্বিষ্, বিপক্ষ,

অহিত, অমিত্র, দস্যু, শাত্রব, শত্রু, অভিঘাতিন্, পর, অরাতি, প্রত্যর্থিন্, পরিপন্থিন্ (পুং)।

হস্তঃ—"প্রকোষ্ঠে বিস্তৃততরে হস্তঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ কনুই হইতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্তকে হস্ত বলে (ইহার পরিমাণ ২৪ আঙ্গুল)—হস্ত (পুং)।

"হস্তৌ তু পাণি-নক্ষত্রে, মরুতৌ পবনামরৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ হস্ত =পাণি বা নক্ষত্রবিশেষ (পুং) ; মরুৎ=পবন বা অমর (পুং)।

অর্ণবম্—(=সাগর) "সমুদ্রোঽব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎপতিঃ।
উদন্বানুদধিঃ সিন্ধুঃ সরস্বান্ সাগরোঽর্ণবঃ।
রত্নাকরো জলনিধির্যাদঃপতিরপাংপতিঃ॥" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ সমুদ্রবাচক—সমুদ্র, অব্ধি, অকূপার, পারাবার, সরিৎপতি, উদন্বৎ, উদধি, সিন্ধু, সরস্বৎ, সাগর, অর্ণব, রত্নাকর, জলনিধি, যাদঃপতি, অপাংপতি [আপোযোনি]।

অর্ণবাৎ অপাদানে পঞ্চমী।

যবন-নাবম্—যবনানাং নৌঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ) তাম্।

"নাব্যং ত্রিলিঙ্গং নৌতার্যে, স্ত্রিয়াং নৌস্তরণিস্তরিঃ।" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ নৌকা-দ্বারা গন্তব্য স্থানের নাম—নাব্য (ত্রি) ; নৌকার নাম—নৌ, তরণি, তরি (স্ত্রী)।

যবন-নাবশ্চিত্রগ্রাবাণমেনম্—যবননাবঃ+চিত্রগ্রাবাণম্+এনম্।

যবন-নাবঃ—অপাদানে পঞ্চমী।

চিত্রগ্রাবাণম্—(নানাবর্ণের পাথরযুক্ত) **Having, or covered with, (mineral) stones of variegated colours.** গ্রাবা—(=পাথর), গ্রাবন্ **is Masc.**

"পাষাণ-প্রস্তর-গ্রাবোপলাশ্মনঃ শিলা দৃষৎ" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে ; অর্থাৎ প্রস্তর-বাচক—পাষাণ, প্রস্তর, গ্রাবন্, উপল, অশ্মন্ (পুং), শিলা, দৃষদ্ (স্ত্রী)।

এনম্—**Alt. form** এতম্।

পর্বতপ্রবরম্—পর্বতেষু প্রবরঃ (৭মী-তৎপুরুষঃ) তম্।

পর্বতঃ—"মহীধ্রে শিখরি-ক্ষ্মাভৃদহার্যধর-পর্বতাঃ।
অদ্রি-গোত্র-গিরি-গ্রাবাচল-শৈল-শিলোচ্চয়াঃ॥" ইত্যমরঃ শৈলবর্গে ; অর্থাৎ পর্বতবাচক—মহীধ্র, শিখরিন্, ক্ষ্মাভৃৎ, অহার্য্য, ধর, পর্বত, অদ্রি, গোত্র, গিরি, গ্রাবন্, অচল, শৈল, শিলোচ্চয় (পুং)।

গতঃ—গম্+ক্ত (**For the root** গম্ **see Para. 1**)

যদৃচ্ছয়া—(স্বেচ্ছায় বা অনায়াসে, এখানে স্বেচ্ছায়)।

"যদৃচ্ছা স্বৈরিতা হেতুশূন্যা ত্বাস্থা বিলক্ষণম্" ইত্যমরঃ সংকীর্ণবর্গে ; অর্থাৎ

স্বেচ্ছাচারিতার নাম—যদৃচ্ছা, স্বৈরিতা (স্ত্রী) ; বিনাকারণে স্থিতির নাম—বিলক্ষণ (ক্লী)।

অস্মিন্—Pron. adj. to সরসি।

সরসি—অধিকরণে সপ্তমী, "পদ্মাকরস্তড়াগোঽস্ত্রী কাসারঃ সরসী সরঃ।" ইত্যমরঃ বারিবর্গে ; অর্থাৎ সরোবরবাচক—পদ্মাকর (পুং), তড়াগ (পুং-ক্লী), কাসার (পুং), সরসী (স্ত্রী), সরস্ (ক্লী)।

N. B. তড়াগ meaning সরোবর may be Masc. or Neuter.

বিশ্রান্ত – বি-শ্রম্+ক্ত, পুং ১মা একবচন।

দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী শ্রম্ (to take pains, to mortify, to be fatigued)—(লট্) শ্রাম্যতি, (লৃট্) শ্রমিষ্যতি, (লিট্) শশ্রাম, (লুঙ্) অশ্রমৎ, Passive—শ্রম্যতে, ণিজন্ত—শ্রময়তি, সন্নন্ত—শিশ্রমিষতি, ক্ত—শ্রান্তঃ, ক্ত্বাচ্—শ্রমিত্বা বা শ্রান্ত্বা, ল্যপ্—বিশ্রম্য, তুমুন্—শ্রমিতুম্।

ভদ্রম্—(=মঙ্গল) "শ্বঃশ্রেয়সং শিবং ভদ্রং কল্যাণং মঙ্গলং শুভম্।
ভাবুকং ভবিকং ভব্যং কুশলং ক্ষেমমস্ত্রিয়াম ॥ শস্তঞ্চাথ··· ।"

ইত্যমরঃ কালবর্গে ; অর্থাৎ মঙ্গলের নাম—শ্বঃশ্রেয়স, শিব, ভদ্র, কল্যাণ, মঙ্গল, শুভ, ভাবুক, ভবিক, ভব্য, কুশল (ক্লী), ক্ষেম (পুং-ক্লী), শস্ত (ক্লী)।

তব—শেষে ষষ্ঠী।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable)।

Ch. of voice. তত্র স্নাতং চ······অংসলগ্ন-কহ্লারম্ তীরবর্তী কোঽপি ভীমরূপঃ ব্রহ্মরাক্ষসঃ 'কেন (ত্বয়া) ভূয়তে, কুতস্ত্যেন ভূয়তে" ইতি নির্ভৎসয়ন অভ্যধাৎ। নির্ভয়ঃ চ অহং তম্ অভ্যদধম্—"সৌম্য, তেন ময়া ভূয়তে দ্বিজন্মনা। ······গতেন······বিশ্রান্তেন (ভূয়তে)······ইতি।

৭। সোঽব্রূত—'ন চেদ্···········মাম্ অপূপুজৎ। ৭।

বিসন্ধিপাঠঃ—সঃ অব্রূত—'ন চেৎ ব্রবীষি প্রশ্নান্ অশ্নামি ত্বাম্' ইতি। ময়া উক্তম্—'পৃচ্ছা তাবৎ ভবতু' ইতি। অথ আবয়োঃ একয়া আর্যয়া আসীৎ সংলাপঃ—

কিম্ ক্রূরম্, স্ত্রীহৃদয়ম্, কিম্ গৃহিণঃ প্রিয়হিতায়, দারগুণাঃ।
কঃ কামঃ, সংকল্পঃ, কিম্ দুষ্করসাধনম্, প্রজ্ঞা ॥

আকর্ণ্য ধূমিনী-গোমিনী-নিম্ববতী নিতম্ববতী-কথাঃ সঃ ব্রহ্মরাক্ষসঃ মাম্ অপূপুজৎ।

Beng. Equivalents. স (সে) অব্রূত (বলিল) ন (না) চেৎ (যদি) ব্রবীষি (উত্তর দাও) প্রশ্নান্ (প্রশ্নগুলির) অশ্নামি (খাইয়া ফেলিব) ত্বাম্ (তোমাকে) ইতি (এই)। ময়া (আমার দ্বারা) উক্তম্ (উক্ত হইল)—পৃচ্ছা

(জিজ্ঞাসা) তাবৎ (তা) ভবতু (হউক) ইতি (এই)। অথ (অনন্তর) আবয়োঃ (আমাদের দুইজনের) একয়া (একটি) আর্য্যয়া (আর্য্যাচ্ছন্দের শ্লোকে) আসীৎ (হইল) সংলাপঃ (আলাপ)—কিম্ (কি) ক্রূরম্ (নৃশংস), স্ত্রী-হৃদয়ম্ (স্ত্রীলোকের হৃদয়), কিম্ (কি) গৃহিণঃ (গৃহীর) প্রিয়হিতায় (প্রিয় এবং হিতের জন্য) দারগুণাঃ (স্ত্রীর গুণসমূহ), কঃ (কি) কামঃ (কাম) সঙ্কল্পঃ (সঙ্কল্প), কিম্ (কি) দুষ্কর-সাধনম্ (যাহা দুষ্কর কার্য-সম্পাদনে সমর্থ) প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট বুদ্ধি)। আকর্ণ্য (শুনিয়া) ধূমিনী-গোমিনী-নিম্ববতী-নিতম্ববতী-কথাঃ (ধূমিনী, গোমিনী, নিম্ববতী ও নিতম্ববতী নাম্নী চারিটি স্ত্রীর কথা) সঃ (সেই) ব্রহ্মরাক্ষসঃ (ব্রহ্মরাক্ষস) মাম (আমাকে) অপূপুজৎ (পূজা করিয়াছিল)।৭।

Beng. Trans. সে বলিল—"এই প্রশ্নগুলির উত্তর না দিলে আমি তোমাকে খাইয়া ফেলিব।" আমি বলিলাম —"তা হ'লে প্রশ্ন করা হউক।" অনন্তর একটি আর্য্যাছন্দে আমাদের আলাপ হইল—"ক্রূর কি ?" "স্ত্রী-হৃদয়," "গৃহীর পক্ষে প্রিয় ও মঙ্গলজনক কি ?" "স্ত্রীর গুণসমূহ" "কাম কি ?" "সঙ্কল্প", "দুষ্কর কার্যসাধনের উপায় কি ?" "প্রকৃষ্ট বুদ্ধি।" ধূমিনী, গোমিনী, নিম্ববতী এবং নিতম্ববতীর কথা শুনিয়া সেই ব্রহ্মরাক্ষস আমাকে পূজা করিল।

Eng. Trans. He said, "If you do not answer my riddles I will devour you." I said, "Let them be put forward." Then the following conversation in the form of an Āryā verse ensued between us : What is cruel ?—The female heart. What leads for happiness and welfare of house-holders ?—Virtues of the wife. What is Kāma (fulfilment of desire) ?—Resolution. What overcomes difficulties ?—Ingenuity. Hearing the stories of Dhuminī, Gominī, Nimbavatī and Nitambavatī the Brahmarākṣasa adored me. 7.

Sans. Equivalents. অব্রূত (উক্তবান্) অশ্নামি (ভক্ষয়িষ্যামি) পৃচ্ছা (জিজ্ঞাসা) আবয়োঃ (ব্রহ্মরাক্ষসস্য মম চ) আর্যয়া (আর্যা-ছন্দসা) সংলাপঃ (মিথোভাষণম্) ক্রূরম্ (নৃশংসম্) গৃহিণঃ (গৃহস্থস্য) প্রিয়হিতায় (প্রিয়ং চ তৎ হিতং চ তস্মৈ) দারগুণাঃ (ভার্যাগুণাঃ) কামঃ (সংকল্পঃ) সঙ্কল্প (নিশ্চয়ঃ, ইষ্টসাধনমিত্যর্থঃ) দুষ্করসাধনম্ (দুষ্করকার্য-সম্পাদন-সমর্থম্) প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্টধীঃ)। আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) ধূমিনী-গোমিনী-নিম্ববতী-নিতম্ববতী-কথা (তত্তন্নামিনীনাং স্ত্রীণাং কথা) অপূপুজৎ (পূজিতবান্)।

Sans. Expl. (কিং ক্রূরং……প্রজ্ঞা)।

শ্লোকোঽয়ং দশকুমার-চরিতস্য মিত্রগুপ্ত-কথাত উদ্ধৃতঃ। ব্রহ্মরাক্ষসঃ মিত্রগুপ্তমপৃচ্ছৎ—ক্রূরং (বা নৃশংসং) কিম্? উত্তরমুখেণ মিত্রগুপ্তোঽবদৎ "স্ত্রী-হৃদয়ম্"। তত্রোদাহরণম্—ত্রিগর্ত্তক-জনপদস্থস্য ধনিনঃ সহৃদয়স্য গৃহপতেঃ **ধন্যকস্য** স্ত্রী **ধূমিনী** পুরুষান্তরাসক্তা সতী বহুগুণান্বিতং স্বভর্তারং কূপে নিক্ষিপ্তবতীতি।

ততঃ ব্রহ্মরাক্ষসঃ অপৃচ্ছৎ—"গৃহিণঃ প্রিয়ং শুভজনকং চ কিম্?" উত্তরমুখেণ মিত্রগুপ্তোঽবদৎ="স্ত্রিয়ো গুণাঃ"। তত্রোদাহরণম্—কাঞ্চী-নগরী-বাস্তব্যস্য কোটীপতেঃ শ্রেষ্ঠিনঃ **শক্তিকুমারস্য** স্ত্রী **গোমিনী** সেবয়া, কর্মনিপুণতয়া, দয়া-দাক্ষিণ্যাদিভিশ্চ গুণৈঃ আত্মীয়াদীনাং সমাদরঃ, জনানাং শ্রদ্ধা, ততশ্চ স্বামিনঃ প্রেমাপি লব্ধ্বা ধর্মার্থকাম-রূপ-ত্রিবর্গং লব্ধবতীতি।

ততঃ ব্রহ্মরাক্ষসঃ অপৃচ্ছৎ—"কঃ কামঃ?" উত্তরমুখেণ মিত্রগুপ্তোঽবদৎ—"সঙ্কল্পঃ", তত্রোদাহরণম্—বলভী-নগরী-বাস্তব্যস্য ধনকুবেরস্য নাবিকপতেঃ গৃহগুপ্তস্য কন্যা **নিম্ববতী**ত্যপরনাম্নী রত্নাবতী আদৌ ভর্তুর্বণিক্‌পুত্রস্য **বলভদ্রস্য** প্রেমলাভে অসমর্থা অপি দৃঢ়-সংকল্প-বশাদেব অন্তে ভর্ত্তৃপ্রিয়া অভবদিতি।

ততঃ ব্রহ্মরাক্ষসঃ অপৃচ্ছৎ—"কিং তাবৎ দুষ্কর-কর্ম-সম্পাদনে শক্তম্?" উত্তরমুখেণ মিত্রগুপ্তোঽবদৎ—"বুদ্ধিঃ", তত্রোদাহরণম্—মথুরা-নগর্য্যাঃ কুলপুত্রঃ **কলহকণ্টকঃ** বুদ্ধি-কৌশলাদেব শ্মশানবাসী ভূত্বা **নিতম্ববতীম্** লব্ধবানিতি।

Beng. Expl. (কিং ক্রূরং ……প্রজ্ঞা)।

এই শ্লোকটি দশকুমার-চরিতের মিত্রগুপ্ত-কথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মরাক্ষস মিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্রূর (বা নৃশংস) কি?" উত্তরে মিত্রগুপ্ত বলিলেন, "স্ত্রী-হৃদয়"। উদাহরণ-স্বরূপ মিত্রগুপ্ত ত্রিগর্ত্তক জনপদের ধনী সহৃদয় গৃহপতি **ধন্যকের** স্ত্রী **ধূমিনী** অন্য পুরুষে আসক্ত হইয়া যে ভাবে নিজের বহুগুণসম্পন্ন স্বামীকে ধাক্কা দিয়া কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করেন।

তারপর ব্রহ্মরাক্ষস মিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৃহীদের প্রিয় এবং মঙ্গলজনক কি?" উত্তরে মিত্রগুপ্ত বলিলেন—"স্ত্রীর গুণসমূহ"। উদাহরণ-স্বরূপ কাঞ্চী-নগরীর কোটীপতি শ্রেষ্ঠী **শক্তিকুমারের** স্ত্রী **গোমিনী** নিজের সেবা, কর্মনিপুণতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণের দ্বারা কি ভাবে আত্মীয়-কুটুম্বের সমাদর, লোকজনের শ্রদ্ধা ও পরিশেষে স্বামীর ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করেন।

তারপর ব্রহ্মরাক্ষস জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাম বা ইচ্ছা কি?" উত্তরে মিত্রগুপ্ত বলিলেন—'সঙ্কল্প'। উদাহরণস্বরূপ বলভী-নগরীর ধনকুবের নাবিক-পতি গৃহগুপ্তের কন্যা '**রত্নবতী**' (=**নিম্ববতী**): প্রথমে স্বামী বণিক্‌পুত্র **বলভদ্রের** প্রেমলাভে অসমর্থ হইয়াও দৃঢ়সঙ্কল্প-বশতঃ কিরূপে শেষে স্বামি-সোহাগিনী হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করেন।

তারপর ব্রহ্মরাক্ষস জিজ্ঞাসা করেন—"দুষ্কর-সাধন কি?" অর্থাৎ কি দুষ্কর কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারে? উত্তরে মিত্রগুপ্ত বলিলেন—'প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি'। উদাহরণ-স্বরূপ মথুরা-নগরীর কুলপুত্র '**কলহকণ্টক**' বুদ্ধি-কৌশলে শ্মশানবাসী সাজিয়া কিরূপে **নিতম্ববতীকে** করায়ত্ত করে তাহা বর্ণনা করেন।

Gist—রমণী-হৃদয় যেমন অতি কোমল ও গৃহস্থের আনন্দবর্দ্ধক তেমনি কোন কোন সময়ে তাহা অতি নৃশংস কার্য-সম্পাদক। সন্তুষ্টা কল্যাণী মধুরস্বভাবা কোন কোন স্ত্রীর শুভাগমনে সংসারে যেমন শান্তি, শ্রী প্রভৃতি ফিরিয়া আসে, আবার রুষ্টা কোপনস্বভাবা ঈর্ষ্যাপরায়ণা কোন কোন স্ত্রী সোনার সংসার ছারখার করিয়া দেয়, ইহার উদাহরণের অভাব নাই। আর কোন কার্য-সম্পাদনের পক্ষে বুদ্ধি ও দৃঢ়সঙ্কল্প একান্ত প্রয়োজনীয়। বুদ্ধিহীনের পক্ষে কোন কার্য সম্পাদন করা খুবই শক্ত, আবার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা না থাকিলেও অনেক সময়ে কার্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না। সামান্য বিঘ্ন দেখিয়া যাহারা কার্য্য হইতে বিরত হয় তাহাদের দ্বারা কোন দুষ্কর কার্য সাধিত হইতে পারে না।

Notes

সঃ—কর্তরি প্রথমা।

অব্রূত—ব্রূ (আত্মনেপদী)+লঙ্ ত ; (For the root ব্রূ see Para. 2)

ন—অব্যয় (Indeclinable) ; "অভাবে নহ নো নাপি, মাস্ম মালঞ্চ বারণে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে ; অর্থাৎ নিষেধের নাম—নহি, অ, নো, ন ; বারণের নাম—মাস্ম, মা, অলম্।

চেৎ—অব্যয় (Indeclinable) ; "পক্ষান্তরে চেদ্ যদি চ তত্ত্বে ত্বদ্ধাঽঞ্জসা দ্বয়ম্" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে ; অর্থাৎ পক্ষান্তরের নাম—চেৎ, যদি ; তত্ত্বের নাম—অদ্ধা, অঞ্জসা।

ব্রবীষি—ব্রূ+লট্ সি ; (For ব্রূ-ধাতু see Para. 2)

প্রশ্নান্—কর্মণি দ্বিতীয়া, It is Masculine.

"প্রশ্নোঽনুযোগঃ পৃচ্ছা চ প্রতিবাক্যোত্তরে সমে" ইত্যমরঃ শব্দাদিবর্গে ; অর্থাৎ প্রশ্নের নাম—প্রশ্ন, অনুযোগ (পুং) ; পৃচ্ছা (স্ত্রী) ; প্রতিবাক্যের নাম—প্রতিবাক্য, উত্তর (ক্লী)।

অশ্নামি—অশ্+লট্ মি ; ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী অশ্ (to eat)—(লট্) অশ্নাতি, (লৃট্) অশিষ্যতি, (লিট্) আশ, (লুঙ্) আশীৎ, আশিষ্টাম্, আশিষুঃ, Passive-অশ্যতে, ণিজন্ত—আশয়তি, সন্নন্ত—অশিশিষতি, যঙন্ত—অশাশ্যতে, ক্ত—অশিতঃ, তুমুন্—অশিতুম্।

There is another স্বাদিগণীয় আত্মনেপদী অশ্ (to pervade)—(লট্) অশ্নুতে (=ব্যাপ্নোতি)।

ত্বাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অশ্নামি।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) ; "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ ইতি এই অব্যয়টি হেতু, প্রকরণ, প্রকাশ, এবমর্থ বা সমাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ময়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

উক্তম্—ব্রূ or বচ্+ক্ত (For ব্রূ-ধাতু see Para, 2)

পৃচ্ছা—প্রচ্ছ্+অঙ্+স্ত্রিয়াম্ আপ্ ; তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী প্রচ্ছ্ (to ask) —(লট্) পৃচ্ছতি, (লৃট্) প্রক্ষ্যতি, (লিট্) পপ্রচ্ছ, (লুঙ্) অপ্রাক্ষীৎ, অপ্রাষ্টাম্ অপ্রাক্ষুঃ, অপ্রাক্ষীঃ অপ্রাষ্টম্ অপ্রাষ্ট, অপ্রাক্ষম্ অপ্রাক্ষ অপ্রাক্ষ্ম, Passive—পৃচ্ছ্যতে, ণিজন্ত—প্রচ্ছয়তি, সন্নন্ত—পিপৃচ্ছিষতি, যঙন্ত—পরীপৃচ্ছ্যতে, ক্ত—পৃষ্টঃ, ক্ত্বাচ্—পৃষ্ট্বা, ল্যপ্—আপৃচ্ছ্য, তুমুন্—প্রষ্টুম্।

"প্রশ্নোঽনুযোগঃ পৃচ্ছা চ প্রতিবাক্যোত্তরে সমে" ইত্যমরঃ শব্দাদিবর্গে ; For the Beng. Trans. see above.

তাবৎ—অব্যয় (Indeclinable) ; "যাবত্তাবচ্চ সাকল্যেঽবধৌ মানেঽবধারণে।" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ যাবৎ ও তাবৎ এই দুইটি অব্যয় সাকল্য, সীমা, পরিমাণ বা নির্ণয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ভবতু—ভূ+লোট্ তু ; ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ভূ (to be)—(লট্) ভবতি, (লৃট্) ভবিষ্যতি, (লিট্) বভূব, (লুঙ্) অভূৎ, Passive—ভূয়তে, ণিজন্ত—ভাবয়তি, সন্নন্ত—বুভূষতি, যঙন্ত—বোভূয়তে, ক্ত—ভূতঃ, ক্ত্বাচ্—ভূত্বা, ল্যপ্—সম্ভূয়।

ইতি—অব্যয় (Indeclinable) ; "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে।

অথ—অব্যয় (Indeclinable) ; "মঙ্গলানন্তরারম্ভ-প্রশ্ন-কার্ৎস্ন্যেষ্বথো অথ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে। অর্থাৎ অথো বা অথ এই দুইটি অব্যয় মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন বা সমগ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আবয়োঃ—শেষে ষষ্ঠী।

একয়া—Numerical adj. to আর্যয়া।

আর্যয়া—সহার্থে তৃতীয়া; 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' ইতি সূত্রে 'বিনাপি সহশব্দেন ভবতি। "বৃদ্ধো যূনা" ইতি নিদর্শনাৎ' ইতি কাশিকা-বচনাৎ।

আর্যা is a metre (ছন্দঃ) :—

"যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশ মাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি।
অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে পঞ্চদশ চতুর্থকে সার্য্যা॥"

—অর্থাৎ আর্য্যা-ছন্দের প্রথম পাদে ১২ মাত্রা, সেইরূপ তৃতীয় পাদেও ১২ মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৮ মাত্রা এবং চতুর্থ পাদে ১৫ মাত্রা। (দীর্ঘে ২ মাত্রা, হ্রস্বে ১ মাত্রা)

হ্রস্ব-দীর্ঘ (✓, —) -চিহ্নদ্বারা শ্লোকটিকে চিহ্নিত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়,
— — — — ✓ ✓ —, — ✓✓ — ✓ ✓ ✓—✓— ✓ / —।
— — — — — — —, — — ✓ ✓ — ✓ — — — —॥ প্রথম পাদে ২+২+২+২+১+১+২=১২, দ্বিতীয় পাদে ২+১+১+২+১+১+১+২+১+২+১+১+২=১৮, তৃতীয় পাদে ২+২+২+২+২+২=১২, চতুর্থ পাদে ২+২+১+১+২+১+২+২+২=১৫ মাত্রা।

সাধারণতঃ হ্রস্ব-স্বর 'লঘু' এবং দীর্ঘ স্বর 'গুরু'। কিন্তু লঘু-গুরু-সম্বন্ধে এই শ্লোকটিও মনে রাখা দরকার—

"সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গসম্মিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন॥"

অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ, দীর্ঘস্বর, অনুস্বার-যুক্ত বা বিসর্গযুক্ত স্বর গুরু হয়, প্রত্যেক পাদের অন্তস্থিত স্বরটি বিকল্পে গুরু হয়, অর্থাৎ ছন্দের প্রয়োজন-মত কখনও লঘু এবং কখনও গুরু বলিয়া ধরা হয়।

আসীৎ—অস্+লঙ্ দ্; (For অস্ ধাতু see Para. 1)

সংলাপঃ—সম্-লপ্+ঘঞ্, কর্তরি প্রথমা, Nom. to আসীৎ (For লপ্-ধাতু see Para. 2.)

কিম্—অব্যয় (Indeclinable); "কিং পৃচ্ছায়াং জুগুপ্সনে" ইত্যমরঃ নানার্থ-বর্গে, অর্থাৎ কিম্ এই অব্যয়টি জিজ্ঞাসা বা নিন্দা বুঝায়।

ক্রূরম্—"নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূরঃ পাপো ধূর্তস্তু বঞ্চকঃ।" ইত্যমরঃ বিশেষ্যনিঘ্নবর্গে অর্থাৎ পরের অনিষ্টকারী ব্যক্তির নাম—নৃশংস, ঘাতুক, ক্রূর, পাপ; প্রতারকবাচক —ধূর্ত, বঞ্চক। In নানার্থবর্গ of Amarakosha we have "ক্রূরৌ কঠিন নির্দয়ৌ'; অর্থাৎ ক্রূর=কঠিন বা নির্দয়।

স্ত্রী-হৃদয়ম্—স্ত্রীণাং হৃদয়ম্ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)।

স্ত্রী—"স্ত্রী যোষিদবলা যোষা নারী সীমন্তিনী বধূঃ" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ স্ত্রীজাতির নাম—স্ত্রী, যোষিৎ, অবলা, যোষা, নারী, সীমন্তিনী, বধূ, প্রতীপদর্শিনী, বামা, বনিতা, মহিলা (স্ত্রী)।

হৃদয়ম্—"চিত্তং তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ" ইত্যমরঃ কালবর্গে ; অর্থাৎ চিত্তবাচক শব্দ—চিত্ত, চেতস্, হৃদয়, স্বান্ত, হৃৎ, মানস, মনস্ (ক্লী)।

গৃহিণঃ—শেষে ষষ্ঠী, গৃহিন্-শব্দের ষষ্ঠীর একবচন।

প্রিয়হিতায়—For happiness and benefit, যৎ প্রিয়ং তৎ হিতম্ (কর্মধারয়ঃ) তস্মৈ, Similar words—খঞ্জকুব্জঃ, কোমলকঠোরম্।

প্রিয়ম্—প্রী+ক (কর্তৃবাচ্যে)।

হিতম্—ধা+ক্ত ; (For the root ধা see Para. 2)

দারগুণাঃ—দারাণাং গুণাঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ)

দারাঃ—"পত্নী পাণিগৃহীতী চ দ্বিতীয়া সহধর্মিণী।
ভার্যা জায়াঽথ পুংভূম্নি দারাঃ স্যাত্তু কুটুম্বিনী।
পুরন্ধ্রী, সুচরিত্রা তু সতী, সাধ্বী পতিব্রতা॥" ইত্যমরঃ মনুষ্যবর্গে ; অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর নাম—পত্নী, পাণিগৃহীতী, দ্বিতীয়া, সহধর্মিণী, ভার্য্যা, জায়া (স্ত্রী), দার (বহুবচনান্ত, পুং) ; পুত্রাদিযুক্তা গৃহস্থিতা স্ত্রীর নাম—কুটুম্বিনী, পুরন্ধ্রী [পুরন্ধ্রি] (স্ত্রী) ; পতিব্রতা স্ত্রীর নাম—সুচরিত্রা, সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা (স্ত্রী)।

গুণাঃ—পুংলিঙ্গ গুণ-শব্দের প্রথমার বহুবচন।

কঃ—পুংলিঙ্গ কিম্-শব্দের প্রথমার একবচন।

কামঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to ভবতি (understood) ; "ইচ্ছা-মনোভবৌ কামৌ শৌর্যোদ্যোগৌ পরাক্রমৌ" ইত্যমরঃ নানার্থবর্গে ; অর্থাৎ কাম=অভিলাষ বা কন্দর্প (পুং) ; পরাক্রম=শক্তি বা উদ্‌যোগ (পুং)। "………অথ দোহদম্। ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা স্পৃহেহা তৃড্ বাঞ্ছা লিপ্সা মনোরথঃ॥ কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ, স ভৃশালালসা দ্বয়োঃ।" ইতি চামরঃ নাট্যবর্গে ; অর্থাৎ ইচ্ছাবাচক—দোহদ (ক্লী), ইচ্ছা, কাঙ্ক্ষা (আকাঙ্ক্ষা), স্পৃহা, ঈহা, তৃষ্, বাঞ্ছা, লিপ্সা (স্ত্রী), মনোরথ, কাম, অভিলাষ, তর্ষ (পুং) ; অত্যন্ত স্পৃহার নাম—লালস (পুং), লালসা (স্ত্রী)।

সংকল্পঃ—Determination, Resolute purpose (Kale), "ধীর্ধারণাবতী মেধা, সংকল্পঃ কর্ম মানসম্" ইত্যমরঃ ধীবর্গে ; অর্থাৎ ধারণাশক্তিযুক্তা বুদ্ধির নাম—মেধা (স্ত্রী) ; মানস-ক্রিয়ার নাম—সঙ্কল্প [কল্প] (পুং)।

কিম্—অব্যয় (Indeclinable) ; "কিং পৃচ্ছায়াং জুগুপ্সনে" ইত্যমরঃ অব্যয়বর্গে।

দুষ্করসাধনম্—দুষ্করং সাধনং যস্য (বহুব্রীহিঃ) তৎ।

প্রজ্ঞা—প্র-জ্ঞা+অঙ্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্ (For জ্ঞা-ধাতু see Para. 2)

বুদ্ধির্মনীষা ধিষণা ধীঃ প্রজ্ঞা শেমুষী মতিঃ।
প্রেক্ষোপলব্ধিশ্চিৎ সংবিৎ প্রতিপজ্জ্ঞপ্তিচেতনাঃ॥'' ইত্যমরঃ

ধীবর্গে; অর্থাৎ বুদ্ধিবাচক শব্দ—বুদ্ধি, মনীষা, ধিষণা, ধী, প্রজ্ঞা, শেমুষী, মতি, প্রেক্ষা, উপলব্ধি, চিৎ, সংবিদ্, প্রতিপদ্, জ্ঞপ্তি, চেতনা (স্ত্রী)।

আকর্ণ্য—আ-কর্ণ+ণিচ্+ল্যপ্; চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী কর্ণ (to pierce) —(লট্) কর্ণয়তি, (লৃট্) কর্ণয়িষ্যতি, (লুঙ্) অচকর্ণৎ।

ধূমিনী—'ত্রিগর্ত'-নামক জনপদের 'ধন্যক'-নামে এক ধনী গৃহপতির স্ত্রী; ভীষণ দুর্ভিক্ষে স্বীয় জনপদ পরিত্যাগ করিয়া যে স্ত্রীকে ধন্যক পৃষ্ঠে বহন করিয়া, এমন কি নিজের শরীর হইতে মাংস কাটিয়া খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিলেন, সেই স্ত্রী ধূমিনীই তাঁহাদের অনুগ্রহপুষ্ট এক পুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়া নিজের স্বামী ধন্যককে ধাক্কা দিয়া কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

গোমিনী—দ্রাবিড়দেশের কাঞ্চী-নগরীর কোটীপতি এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিৎ 'শক্তিকুমার' কেবলমাত্র একপ্রস্থ শালিধানের দ্বারা কৌশলে রন্ধনাদি করিয়া পরিপাটীরূপে ভোজন করাইতে সমর্থ এবং সুলক্ষণা দেখিয়া 'গোমিনী'কে বিবাহ করেন, দৈব-দুর্বিপাকে প্রথমে গোমিনী স্বামীর ভালবাসা তেমন লাভ না করিতে পারিলেও নিজের সেবা, কর্মনিপুণতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণের দ্বারা আত্মীয়-কুটুম্বের সমাদর, লোকজনের শ্রদ্ধা এবং শেষে স্বামীর ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ করিয়াছিলেন।

নিম্ববতী—সৌরাষ্ট্রের বলভী-নগরীর ধন-কুবের নাবিক-পতি 'গৃহগুপ্তে'র কন্যা 'রত্নবতী', বণিকপুত্র 'বলভদ্রে'র সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে 'রত্নবতী' স্বামি-প্রেম-বঞ্চিতা হইয়া তাচ্ছিল্য-ভরে 'নিম্ববতী' নামে অভিহিত হইতে লাগিল। এক বৃদ্ধা প্রব্রাজিকার সাহায্যে শ্রেষ্ঠি-শ্রেষ্ঠ 'নিধিপতি'র-কন্যা 'কনকবতী' সাজিয়া সে 'বলভদ্র'কে আকৃষ্ট করিল এবং কনকবতী-ওরফে-রত্নবতীকে লইয়া বলভদ্র গোপনে পলাইয়া আসিয়া 'খেটকপুর' এ ব্যবসায়ে প্রচুর ধনলাভ করিল। কিন্তু এক দাসীকে বিতাড়িত করায় সে 'পরের মেয়ে চুরি ক'রে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে বলভদ্র' এই রটনা করায় এবং তাহার ফলে বলভদ্রের শাস্তি হওয়ার উপক্রম হওয়ায় 'রত্নবতী' তখন প্রকৃত পরিচয় দেয় এবং স্বামীর অতি-সোহাগিনী হয়।

নিতম্ববতী—'শূরসেন'-দেশের 'মথুরা' নগরীতে ঝগড়া মিটাইতে অভ্যস্ত, তাই 'কলহ-কণ্টক' নামে পরিচিত, এক কুলপুত্র বাস করিত। সে অবন্তীপুরী উজ্জয়িনীর

সাহুকার 'অনন্তকীর্তি'র স্ত্রী নিতম্ববতীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শ্মশানরক্ষী সাজিয়া বুদ্ধিবলে তাহাকে করায়ত্ত করে।

কথা—"প্রবন্ধকল্পনা কথা প্রবহ্লিকা প্রহেলিকা" ইত্যমরঃ শব্দাদিবর্গে ; অর্থাৎ প্রবন্ধ-রচনার নাম—কথা (স্ত্রী) ; প্রহেলিকার (হেঁয়ালীর) নাম—প্রবহ্লিকা, প্রহেলিকা (স্ত্রী)।

সঃ—Pron. adj. to ব্রহ্মরাক্ষসঃ।

ব্রহ্মরাক্ষসঃ—কর্তরি প্রথমা, Nom. to অপূপুজৎ।

মাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, Obj. to অপূপুজৎ।

অপূপুজৎ—পূজ্+লুঙ্ দ্ ; চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী পূজ্ (to adore, to receive with honour.)—(লট্) পূজয়তি, (লৃট্) পূজয়িষ্যতি, (লিট্) পূজয়াংচকার-পূজয়াংবভূব-পূজয়ামাস ; ক্ত—পূজিতঃ, ক্ত্বাচ্—পূজয়িত্বা, তুমুন্—পূজয়িতুম্।

Ch. oi voice, তেন ঔচ্যত—"………উচ্যস্তে প্রশ্না অশ্রুসে ত্বম্ (ময়া) ……। অহম্ উক্তবান্—পৃচ্ছয়া…ভূয়তাম্ ইতি। ……অভূয়ত সংলাপেন—

…ক্রূরেণ স্ত্রীহৃদয়েন……দারগুণৈঃ।

……কামেন সঙ্কল্পেন,……দুষ্করসাধনেন প্রজ্ঞয়া॥

……তেন ব্রহ্মরাক্ষসেন অহম্ অপূপুজে॥

Questions and Answers

1. Write notes on (a) দণ্ডী and (b) দশকুমার-চরিতম্ in Bengali.

Ans. (a) দণ্ডীর মাতাপিতা কাঞ্চীর অধিবাসী ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে বাল্যকালে মাতাপিতৃহীন দণ্ডীকে সরস্বতী ও শ্রুত লালন-পালন করেন। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চী অধিকার করার পর দণ্ডী জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বাহির হন এবং পল্লবরাজ নরসিংহবর্মা-কর্তৃক কাঞ্চী পুনরধিকৃত হইলে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং রাজসভায় উচ্চপদে নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত আগাশে (Agashe) কবি দণ্ডী, কাব্যাদর্শ-রচয়িতা সমালোচক আচার্য্য দণ্ডী ও দশকুমার-চরিত-লেখক দণ্ডী এই তিনজন দণ্ডীর (১) কথা বলিতে চাহিলেও শ্রীযুক্ত কালে (Kale) এবং অনেক

(১) ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো গুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥ —হারাবলী

সমালোচকই একজন দণ্ডীরই বিভিন্ন সময়ের লেখা **দশকুমার-চরিত** ও **কাব্যাদর্শ** এই মত পোষণ করেন, তাঁহার লেখা কাব্যখানি পাওয়া যায় নাই। দশকুমার-চরিতের উত্তরপীঠিকার শেষ চারিটি উচ্ছ্বাসও **চক্রপাণি দীক্ষিত** পরবর্তী কালে রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

গদ্য-রচয়িতা হিসাবে দণ্ডীর রচনায় সামঞ্জস্যবোধ আছে; শ্লেষ, অর্থহীন শব্দসম্ভার বা সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা অযথা তাঁহার রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত হয় নাই। শক্তিশালী গদ্য-লেখক দণ্ডী চরিত্র-চিত্রণেও সফল হইয়াছেন। তাঁহার রচনা-রীতি সরল, সাবলীল, মার্জিত এবং অনুকরণীয়।

(b) দণ্ডীর প্রণীত দশকুমার চরিতে দশটি কুমারের **স্ব স্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হইয়াছে।** ইহা দুই অংশে বিভক্ত—**পূর্বপীঠিকা** ও **উত্তরপীঠিকা।** পূর্বপীঠিকায় **পাঁচটি** এবং উত্তরপীঠিকায় **আটটি** উচ্ছ্বাস আছে। উত্তরপঠিকার শেষ চারিটি উচ্ছ্বাস চক্রপাণি দীক্ষিত নামে দাক্ষিণাত্যবাসী কোনও লেখক-কর্তৃক পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। দশকুমার-চরিতের রচনায় সামঞ্জস্য-বোধ আছে, শ্লেষ, অর্থহীন শব্দসম্ভার বা সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা অযথা ইহা কোথাও ভারাক্রান্ত হয় নাই। ইহার রচনা-শৈলী সরল, সাবলীল, মার্জিত ও অনুকরণীয়।

2. What is the difference between কথা and আখ্যায়িকা? To what class does দশকুমারচরিতম্ belong?

Ans. See Introduction.

3. (a) Who was মিত্রগুপ্ত? (b) Narrate briefly in Bengali the experience of মিত্রগুপ্ত as stated in the text.

Ans. (a) মিত্রগুপ্ত মগধরাজ রাজহংসের মন্ত্রী ধর্মপালের পৌত্র এবং সুমন্ত্রের পুত্র ছিলেন।

(b) একদিন নিশাবসানে মিত্রগুপ্তের প্রিয়া কন্দুকাবতীর ভ্রমণোদ্যানে গমন করার পর কন্দুকাবতীর ভ্রাতা রাজপুত্র ভীমধন্বা মিত্রগুপ্তকে আদর করিয়া তাহার রাজভবনে নিয়া স্নান-ভোজনাদির দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিল, কিন্তু মিত্রগুপ্ত যখন নিদ্রিত ছিল তখন বহু বলবান্ পুরুষের সাহায্যে তাহাকে লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল।

রাজকন্যা কন্দুকাবতী মিত্রগুপ্তকে চায়—ইহা গোপনে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়া ভীমধন্বা মিত্রগুপ্তের অনিষ্টসাধনে তৎপর হইয়াছিল, সে আশঙ্কা করিতেছিল

যে এই বিবাহ হইলে মিত্রগুপ্তের অনুজীবী হইয়াই ভীমধন্বার জীবনযাপন করিতে হইবে, তাই সে একজন অনুচরকে দিয়া মিত্রগুপ্তকে সাগরে নিক্ষেপ করাইল।

একদিন একরাত্রি সাগরে ভাসিয়া থাকার পর যবনদের একখানি নৌকা আসিয়া মিত্রগুপ্তকে জল হইতে তুলিয়া নিল, কিন্তু তারপরই বহু-নৌকা-পরিবৃত এক দল লোক আসিয়া যবনদের আক্রমণ করিল, যুদ্ধে যবনেরা পরাজিত হইল। তখন তাহাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া মিত্রগুপ্ত তাহার বন্ধন খুলিয়া দিতে বলিল এবং ভল্লবর্ষী ভীমটঙ্কার ধনুর সাহায্যে সে আক্রমণকারীদের বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের নায়ক ভীমধন্বাকে জীবিত অবস্থায়ই বন্দী করিল।

প্রতিকূল-বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া মিত্রগুপ্তের নৌকা একটি দ্বীপে আসিয়া ঠেকিল, সেখানে নোঙ্গর ফেলিয়া নৌকা হইতে নীচে নামিয়া মিত্রগুপ্ত সুরম্য বৃক্ষ কুসুমাদি-শোভিত এক মহাপর্বত দেখিতে পাইল, অলক্ষিতভাবে তাহাতে আরোহণ করিয়া সেখানে পদ্ম-পরাগ-ধূসর একটি সরোবর দেখিতে পাইল। সেই সরোবরে স্নান করার পর এক ব্রহ্ম-রাক্ষস আসিয়া তাহার পরিচয় ও সে কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। মিত্রগুপ্ত তাহা জানাইলে ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল এবং প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইলে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে বলিল। মিত্রগুপ্ত তখন প্রশ্ন করিতে বলিল। তাহাদের কথোপকথনে প্রশ্ন ও উত্তর এইরূপ—ক্রূর কি? স্ত্রীহৃদয়; গৃহীর প্রিয়হিত কি? স্ত্রীর গুণরাজি। কাম কি? সঙ্কল্প; দুষ্করসাধন কি? প্রজ্ঞা। মিত্রগুপ্ত তখন উদাহরণস্বরূপ ধূমিনী, গোমিনী, নিম্ববতী ও নিতম্ববতীর কথা বলায় ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে পূজা করিল।

4. Disjoin the Sandhis in :—মিত্রগুপ্তোঽহম্, উপগতোঽস্মি, স্বপ্নেনানুভূয়মান-প্রিয়াদর্শন-সুখমায়সেন (অনু ১); হতায়াশ্চন্দ্রসেনায়াঃ, কিলাভিলম্বিতঃ, পুরুষমেকমালোক্যাকথয়ং, প্রক্ষিপৈনম্ (অনু ২); উরসোপশ্লিষ্য, যাবদপা-সরন্নাসন্নঃ প্রত্যুষস্যদৃশ্যত, সোঽয়মপি, মদগুরভ্যধাবৎ (অনু ৩); সমাশ্বাস্যালপিষম্, অনভিসরমভিপত্য (অনু ৪); নৌরনমুকূল-বাতনুন্না, চাসীন্মহাশৈলঃ ইত্যতৃপ্ততরয়া পশ্যন্নলক্ষিতাধ্যারূঢ়ঃ (অনু ৫); কোঽসি, কুতস্ত্যোঽসি, নির্ভৎসয়তাভ্যধীয়ে, সোঽভ্যধীয়ত, যবননাবশ্চিত্রগ্রাবাণমেনম্ (অনু ৬); প্রশ্নানশ্নামি (অনু ৭)।

Ans. নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের বিসন্ধিপাঠ দ্রষ্টব্য।

5. Account for the case-endings in the words printed in bold letters :—(With Answers) (a) শ্রুতমালপিতম্ অনয়া কুব্জয়া (**অনুক্তে** কর্তরি তৃতীয়া)। (b) তব কিলানুজীবিনা **ময়া** স্থেয়ম্ (কৃত্যানাং কর্তরি বা ইতি তৃতীয়া, optionally ষষ্ঠী)। (c) চন্দ্রসেনা **কোশদাসায়** দাস্যতে (চতুর্থী সম্প্রদানে)। (d) প্রত্যুষস্যদৃশ্যত কিমাপ **বহিত্রম্** (উক্তে কর্মণি প্রথমা)

(e) তে মামুদ্ধৃত্য নাবিকনায়কায় কথিতবন্তঃ (ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্ ইতি চতুর্থী) (f) কিং দৃষ্টানি কৃতান্তবিলসিতানি (উক্তে কর্মণি প্রথমা)। (g) নির্ভয়েন চ ময়া সোঽভ্যধীয়ত (উক্তে কর্মণি প্রথমা)।

6. Name and expound the Samasas in :— (a) কৃতবধোচিত-নিয়মঃ, (b প্রিয়া-কন্দুকাবতী-দর্শন-সুভগম্ (c) ভীমধন্বা, (d) স্নান-ভোজন-শয়নাদি-ব্যতিকরেণ, (e) অনুভূয়মান-প্রিয়াদর্শন-সুখম্, (f) পীবর-ভুজদণ্ডোপরুদ্ধম্ (অনু ১); (g) লব্ধরাজ্যঃ (অনু ২); (h) নিরালম্বনঃ, (i) আয়স-নিগড়-বদ্ধ', (j) নৈক নৌকা-পরিবৃতঃ (অনু ৩); (k) অগতীন্, (l) ভল্লবর্ষিণা, (m) ভীম-টঙ্কতেন, (n) হত-বিধ্বস্ত-যোধম্, (o) অস্মৎপোত-সংসক্ত-পোতম্ (p) জাতব্রীড়ম্ (অনু ৪); (q) অননুকূল-বাত-নুন্না, (r) গাঢ়পাতিত-শিলা-বলয়ম্, (s) মহাশৈলঃ, (t) পর্বত-নিতম্ব-ভাগঃ, (u) অনেকবর্ণ-কুসুম-মঞ্জরী-মঞ্জুলতরঃ, (v) অলক্ষিতাধ্যারূঢ়-ক্ষোণীধর-শিখরঃ (অনু ৫); (w) দ্বিজন্মা (অনু ৬); (x) স্ত্রীন্দ্রিয়ম্, (y) দারগুণাঃ, (z) ব্রহ্মরাক্ষসঃ (অনু ৭)।

Ans. যথানির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের Notes দ্রষ্টব্য।

7. Derive the following :— (With Answers)

(1) উপসৃত্য—উপ-সৃ+ল্যপ্। (2) আস্ত—আস্+লঙ্ ত। (3) উপকার্যায়াম্ — উপ-কৃ+ণ্যৎ+স্ত্রিয়াম্ টপ্। (4) স্বপ্নেন—স্বপ্+নন্+তৃতীয়া একবচন। (5) উপরুদ্ধম্—উপ-রুধ্+ক্ত, ক্লীব প্রথমা একবচন। (6) অবস্কন্দয়ৎ—স্কন্দ্+ণিচ্+লঙ্ দ্। (7) সমভ্যধাৎ—সম্-অভি-ধা+লঙ্ দ্। (8) স্থেয়ম্—স্থা+যৎ, ক্লীব প্রথমা একবচন। (9) অতিক্রামতা—অতি-ক্রম্+শতৃ, তৃতীয়া একবচন। (10) প্রক্ষিপ—প্র-ক্ষিপ্+লোট্ হি। (11) লব্ধম্—লভ্+ক্ত, ক্লীব প্রথমা একবচন। (12) অপ্লোষি—প্লু+লুঙ্ ই (উত্তমপুরুষ একবচন)। (13) অদৃশ্যত —দৃশ্+কর্মবাচ্যে লঙ্ ত। (14) বহিত্রম্—বহ্+ইত্র (করণবাচ্যে) ক্লীব প্রথমা একবচন। (15) উদ্ধৃত্য—উৎ-হৃ+ল্যপ্। (16) অবিভয়ুঃ—ভী+লঙ্ অন্ (প্রথম পুরুষ বহুবচন)। (17) পর্যরুৎসত—পরি-রুধ্+লুঙ্ ত। (18) প্রাবর্তত—প্র-বৃৎ+লঙ্ ত। (19) সংপ্রহারঃ—সম্-প্র-হৃ+ঘঞ্, পুং প্রথমার একবচন। (20) পরাজায়িষত—পর-জি+কর্মবাচ্যে লুঙ্ ত। (21) সমাশ্বাস্য—সম্-আ-শ্বস্+ণিচ্+ল্যপ্। (22) অপনয়ত—অপ-নী+লোট্ ত (মধ্যম পুরুষ বহুবচন)। (23) সপত্নান্—সহ-পত্+ন (কর্তৃবাচ্যে)। (24) লবলবীকৃতানি—লু+অপ্=লবঃ, লব+লব+চ্বি+কৃ+ক্ত, ক্লীং প্রথমা বহুবচন। (25) অবপ্লুত্য—অব-প্লু+ল্যপ্। (26) বিধ্বস্তাঃ—বি-ধ্বন্স্+ক্ত.

পুং প্রথমা বহুবচন। (27) সংসক্তঃ—সম্-সন্জ্+ক্ত, পুং প্রথমা একবচন। (28) জীবগ্রাহম্—জীব-গ্রহ্+ণমুল্। (29) অগ্রহীষম্—গ্রহ্+লুঙ্ অম্। (30) অব্রবম্—ব্রূ+লঙ্ অম্। (31) বদ্ধ্বা—বন্ধ্+ক্ত্বাচ্। (32) দুর্বারা—দুর্-বৃ+ণিচ্+খল্+স্ত্রিয়াম্ টাপ্। (33) বাত-সুন্না—বাত-সুদ্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ টাপ্। (34) সংজিঘৃক্ষবঃ—সম্-গ্রহ্+সন্+উ, পুং প্রথমা বহুবচন। (35) অবাতরাম—অব-তৄ+লঙ্ ম। (36) রমণীয়ঃ—রম্+অনীয়র্+পুং প্রথমা একবচন। (37) অতৃপ্ততরয়া—নঞ্-তৃপ্+ক্ত+তরপ্+টাপ্, তৃতীয়া একবচন। (38) পশ্যন্—দৃশ্+শতৃ, পুং প্রথমা একবচন। (39) অধ্যারূঢ়ঃ—অধি-আ-রুহ্+ক্ত, পুং প্রথমা একবচন। (40) শোণীভূতম্—শোণ+চ্বি+ভূ+ক্ত, ক্লীং দ্বিতীয়া একবচন। (41) সমধ্যগমম্—সম্-অধি-গম্+লুঙ্ অম্। (42) আস্বাদ্য—আ-স্বদ্+ণিচ্ ল্যপ্। (43) লগ্নঃ—লগ্+ক্ত, পুং প্রথমা একবচন। (44) নির্ভর্ৎসয়তা—নির্-ভর্ৎস্+ণিচ্+শতৃ, পুং তৃতীয়া একবচন। N. B. ভর্ৎস-ধাতু সাধারণতঃ আত্মনেপদী, কিন্তু বোপদেবমতে পরস্মৈপদী হয়। (45) অভ্যধীয়ে—অভি-ধা+কর্মবাচ্যে লঙ্ ই। (46) অভ্যধীয়ত—অভি-ধা+কর্মবাচ্যে লঙ্ ত। (47) অস্মি—অস্+লট্ মি। (48) বিশ্রান্তঃ—বি-শ্রম্+ক্ত, পুং প্রথমা একবচন। (49) অক্রন্ত—ক্রম্+লঙ্ ত। (50) অশ্নামি—অশ্+লট্ মি। (51) আকর্ণ্য—আ-কর্ণ+ণিচ্+ল্যপ্। (52) অপূপুজৎ—পূজ্+লুঙ্ দ্।

8. **Conjugate** :—(With Answers)

* P=পরস্মৈপদী, A=আত্মনেপদী, U=উভয়পদী।

(a) যম্ (P) in লিট্ and লুঙ্ 3rd person singular—যযাম ; অযংসীৎ।

(b) দৃশ্ (P) লঙ্ and লুঙ্ 3rd pers. plu.—অপশ্যন্ ; অদ্রাক্ষুঃ বা অদর্শন্।

(c) বৃৎ (A) in লোট্ and লিট্ 3rd pers. sing.—বর্ততাম্ ; ববৃতে।

(d) আস্ (A) in লঙ্ and লুঙ্ 2nd pers. plu.—আদ্ধ্বম্ বা আধ্বম্ ; আসিঢ্বম্, আসিদ্ধ্বম্ বা আসিধ্বম্।

(e) বন্ধ্ (P) in লিট্ and লট্ 3rd pers. sing.—ববন্ধ ; ভন্তস্তি।

(f) ধা (উভয়পদী) in লঙ্, লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. plu.—অদধুঃ বা অদধত ; দধুঃ বা দধিরে ; অধুঃ বা অধিষত।

(g) মন্ (A) in লিট্, লুঙ্ and লঙ্ 2nd pers. dual—মেনাথে ; অমংসাথাম্ ; অমন্যেথাম্।

(h) স্থা (P) in লঙ্, লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. sing.—অতিষ্ঠৎ ; তস্থৌ ; অস্থাৎ।

(i) ব্রূ (U) in লঙ্, লিট্ and লুঙ্ 1st pers. sing.—অব্রবম্ বা অব্রুবি, উবাচ or উবচ or উচে ; অবোচম্ বা অবোচি।

(j) হৃষ্ (P) in লৃট্, লিট্ and লুঙ্ 1st pers. plu.—হর্ষিষ্যামঃ, জহৃষিম অহর্ষিষম্ বা অহৃষাম্।

(k) দিশ্ (U) in লোট্, লট্ and লুঙ্ 3rd pers. sing—দিশতু-দিশতাম্, দেক্ষ্যতি-তে, অদিক্ষৎ-অদিক্ষত।

(l) হৃ (A) in লঙ্ লিট্ and লুঙ্, 1st pers. sing—অহরম্-অহরে ; জহার বা জহর, জহ্রে ; আহার্ষম্ বা অহৃষি।

(m) লভ্ (A) in লঙ্, লিট্ and লৃট্ 2nd pers. dual—অলভেথাম্ ; লেভাথে ; লপ্স্যেথে।

(n) ভী (P) in লঙ্, লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. sing.—অবিভেৎ ; বিভায়, বিভয়াঞ্চকার, বিভয়াম্বভূব বা বিভয়ামাস ; অভৈষীৎ।

(o) রুধ্ (U) in বিধিলিঙ্, লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. plu.—রুধ্যুঃ, রুন্ধীরন্, রুরুধুঃ, রুরুধিরে ; অরুধন্, অরৌৎস্যুঃ বা অরুদ্ধত।

(p) নী (U) in লঙ্, লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. plu.—অনয়ন্ বা অনয়ন্ত ; নিন্যুঃ বা নিন্যিরে ; অনৈষুঃ বা অনেষত।

(q) কৃ (U) in লোট্, লিট্ and লুঙ্ 1st pers sing—করবাণি বা করবৈ ; চকার বা চকর, চক্রে ; অকার্ষম্ বা অকৃষি।

(r) প্লু (A) in লট্, লোট্, লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. sing.—প্লবতে, প্লবতাম্, পুপ্লুবে, অপ্লোষ্ট।

(s) গ্রহ্ (U) in লোট্, লিট্ and লুঙ্ 2nd pers. sing.—গৃহাণ বা গৃহ্লীষ ; জগ্রহিথ বা জগৃহিষে ; অগ্রহীঃ বা অগ্রহীষ্ঠাঃ।

(t) পূজ্ (P) in বিধিলিঙ্, লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. sing.—পূজয়েৎ, পূজয়াঞ্চকার, পূজয়াম্বভূব বা পূজয়ামাস, অপূপুজৎ।

(u) শ্লিষ্ (P) in লট্, লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. plu.—শ্লিষ্যন্তি, শিশ্লিষুঃ ; অশ্লিক্ষন্ বা অশ্লিষন্।

(v) তৃ (P) in লঙ্ লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. sing.—অতরৎ ; ততার ; অতারীৎ।

(w) শী (A) in লোট্, লিট্ and লুঙ্ 2nd pers. sing.—শেষ ; শিশ্যিষে ; অশয়িষ্ঠাঃ।

(x) শ্রম্ (P) in লট্, লিট্ and লুঙ্ 3rd pers. plu.—**শ্রাম্যন্তি, শশ্রমুঃ, অশ্রমন্।**

(y) প্রচ্ছ (P) in লৃট্ and লুঙ্ 2nd pers. dual.—প্রক্ষ্যথঃ, অপ্রাষ্টম্।

9. Give the সন্নন্ত (Desiderative) and যঙন্ত (Frequentative) forms of :—(With Answers)

(a) কৃ—(সন্নন্ত) চিকীর্ষতি-চিকীর্ষতে, (যঙন্ত) চেক্রীয়তে।

(b) যম্—(সন্নন্ত) যিযংসতি, (যঙন্ত) যংযম্যতে।

(c) দৃশ্—(সন্নন্ত) দিদৃক্ষতে, (যঙন্ত) দরীদৃশ্যতে।

(d) গম্—সন্নন্ত) জিগমিষতি, (যঙন্ত) জঙ্গম্যতে।

(e) বৃৎ—(সন্নন্ত) বিবর্তিষতে-বিবৃৎসতি, (যঙন্ত) বরীবৃত্যতে।

(f) নী—(সন্নন্ত) নিনীষতি-নিনীষতে, (যঙন্ত) নেনীয়তে।

(g) শ্রু—(সন্নন্ত) শুশ্রূষতে, (যঙন্ত) শোশ্রূয়তে।

(h) হন্—(সন্নন্ত) জিঘাংসতি, (যঙন্ত) **জঙ্ঘন্যতে (গত্যর্থে)** বা **জেঘ্নীয়তে (হিংসার্থে)**।

(i) ক্রম্—(সন্নন্ত) চিক্রমিষতি, (যঙন্ত) চঙ্ক্রম্যতে।

(j) দা—(সন্নন্ত) দিৎসতি-দিৎসতে, (যঙন্ত) দেদীয়তে।

(k) ব্রূ—(সন্নন্ত) বিবক্ষতি-বিবক্ষতে, (যঙন্ত) বাবচ্যতে।

(l) হৃ—(সন্নন্ত) জিহীর্ষতি-জিহীর্ষতে, (যঙন্ত) জেহ্রীয়তে।

(m) সদ্—(সন্নন্ত) সিষৎসতি, (যঙন্ত) সাসদ্যতে।

(n) গ্রহ্—(সন্নন্ত) জিঘৃক্ষতি-জিঘৃক্ষতে, (যঙন্ত) জরীগৃহ্যতে।

(o) কম্—(সন্নন্ত) চিকাময়িষতে-চিকমিষতে, (যঙন্ত) চঙ্কম্যতে।

10. Who is the speaker and to whom is the following addressed ?

(a) "অয়ি দুর্মতে, ত্বং কিলাভিলষিতো মম ভগিন্যা বরাক্যা কন্দুকাবত্যা।"

Ans. ভীমধন্বা মিত্রগুপ্তকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

(b) "তব কিলানুজীবিনা ময়া স্থেয়ম্?"

Ans. ভীমধন্বা মিত্রগুপ্তকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

(c) "প্রক্ষিপৈনং সাগরে।"

Ans. ভীমধন্বা মিত্রগুপ্তকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার জন্য অনুচরকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

(d) "সোঽয়মপি সিক্থং সহস্রং দ্রাক্ষাণাং ক্ষণেনৈকেন।"

Ans. যবনদের নৌকার নাবিকেরা নাবিক-নায়ককে মিত্রগুপ্ত-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিল।

(e) "অপনয়ত মে নিগড়বন্ধনম্।"

Ans. মিত্রগুপ্ত যবনদের নৌকার সৈন্যদের এই কথা বলিয়াছিলেন।

(f) "তাত, কিং দৃষ্টানি কৃতান্ত-বিলসিতানি ?"

Ans. মিত্রগুপ্ত ভীমধন্বাকে বন্দী করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

(g) "ন চেদ্ ব্রবীষি প্রশ্নান্ অশ্নামি ত্বাম্।"

Ans. ব্রহ্মরাক্ষস মিত্রগুপ্তকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

11. What is (a) ক্রূর and (b) দুষ্করসাধন in this world ?

Ans. (a) স্ত্রী-হৃদয়ম্ (the heart of a woman), (b) প্রজ্ঞা (Ingenuity).

12. What does lead for happiness and welfare of a householder ?

Ans. দারগুণাঃ (Virtues of a wife).

13. Translate into Bengali and English :—

(a) তত্রৈব চোপস্থত্য কন্দুকাবতী……অবন্ধয়ন্মাং ভীমধন্বা। (অনু. ১)

(b) "অয়ি দুর্মতে, শ্রুতম্ ……'প্রক্ষিপৈনং সাগরে' ইতি। (অনু. ২)

(c) অহং তু নিরালম্বনো… যবনাঃ। (অনু. ৩)

(d) তে মামুদ্ধৃত্য রামেষুনাম্নে……যবনাঃ। (অনু. ৩)

(e) তান্ অহম্ অগতীন্……অকার্যম্। (অনু. ৪)

(f) অবপ্লুত্য হতবিধ্বস্ত-যোধম্ ……বিলসিতানি' ইতি। (অনু. ৪)

(g) দুর্বারা তু সা নৌ……মহাশৈলঃ। (অনু. ৫)

(h) 'অহো, রমণীয়োঽয়ং পর্বত……সমধ্যগমম্। (অনু. ৫)

(i) তত্র স্নাতশ্চ কাংশ্চিদ্……সরসি বিশ্রান্তঃ। (অনু. ৬)

(j) কিং ক্রূরং স্ত্রীহৃদয়ম্……প্রজ্ঞা। (অনু. ৭)

14. Explain in Bengali or Sanskrit :—

কিং ক্রূরং স্ত্রী-হৃদয়ং……প্রজ্ঞা। (অনু. ৭)

Ans. অনুচ্ছেদ ৭ এর Beng. Expl. এবং Sans. Expl. দ্রষ্টব্য।

15. Give Sanskrit Equivalents for : (With Answers)

(1) ক্ষপান্তে (নিশাবসানে)।

(2) কৃত-যথোচিত-নিয়মঃ (বিহিত যথোচিত ব্যাপারঃ)।

(3) প্রিয়া-কন্দুকাবতী-দর্শন-সুভগম্ (প্রিয়া-কন্দুকাবতী-দর্শনা প্রকাশিত-ভাগ্যম্)।

(4) উপকার্যম্ (উর্দ্ধগৃহম্ রাজগৃহম্ বা)।

(5) ব্যতিকরেণ (উপগারেণ)।

(6) তল্পগতম্ (শধ্যাস্থম্)

(7) আয়সেন (লোহময়েন)।

(8) নিগড়েন (শৃঙ্খলেন, বন্ধনেন)।

(9) পীবর-ভুজদণ্ডোপরুদ্ধম্ (মাংসল-বাহুদণ্ডাভ্যাম্ উপরুদ্ধং যথা তথা,, অথবা মাংসল-বাহুদণ্ডৌ উপরুদ্ধৌ যত্র)।

(10) নিরালম্বনঃ (আশ্রয়হীনঃ)।

(11) স্পন্দমানঃ (কম্পমানঃ)।

(12) উরসোপশ্লিষ্য (বক্ষসা আলিঙ্গ্য)।

(13) অপ্লোষি (জলোপরি স্থিতবান্)।

(14) শর্বরী (রাত্রিঃ)।

(15) বহিত্রম্ (বহনম্, জলযানম্ বা)।

(16) মদ্গুঃ (পোতবিশেষঃ)।

(17) অবিভয়ুঃ (ভয়ং প্রাপুঃ)।

(18) পর্য্যরুংসত (পরিতো রুরুধুঃ)।

(19) সংপ্রহারঃ (যুদ্ধম্)।

(20) অবসাদয়ামি (নাশয়িষ্যামি)।

(21) সপত্নান্ (বৈরিণঃ)।

(22) প্রতিভটান্ (বিপক্ষ-যোধান্)।

(23) শার্ঙ্গেণ (চাপেন)।

(24) অবপ্লুত্য (উল্লম্ফ্য)।

(25) অনভিসরম্ (অসহায়ম্)।

(26) জাতব্রীড়ম্ (সমুৎপন্ন-লজ্জম্)।

(27) কৃতান্ত-বিলসিতানি (যমক্রীড়াঃ, যমলীলাঃ বা);

(28) দুর্বারা (কষ্টরোধ্যা)।

(29) অননুকূল-বাত-নুন্না (প্রতিকূল-বায়ু-প্রেরিতা)।

(30) অভিপত্য (সত্বরং গত্বা)।
(31) এধাংসি (কাষ্ঠানি)।
(32) সংজিঘৃক্ষবঃ (গ্রহীতুকামাঃ)
(33) পর্বত-নিতম্বভাগঃ (গিরি-পার্শ্বদেশঃ)
(34) গন্ধপাষাণবত্যুপত্যকা (মনঃশিলাদি-ধাতুপাষাণময়ী পর্বতাসন্নভূমিঃ অথবা শিলাপুষ্পযুক্তা পর্বতাসন্নভূমিঃ)
(35) গোত্রবারি (পর্বত-সলিলম্)
(36) অনেকবর্ণ-কুসুম-মঞ্জরী-মঞ্জুলঃ (নানাবর্ণ-পুষ্পপল্লব-সুন্দরতরঃ)
(37) তরুবনাভোগঃ (বৃক্ষারণ্য-পূর্ণতা)
(38) অলক্ষিতাধ্যারূঢ়-ক্ষোণীধর-শিখরঃ (অনিরীক্ষিতারূঢ়-পর্বতশৃঙ্গঃ)
(39) নালীক-পরাগ-ধূসরম্ (পদ্ম-পুষ্পরজোভিঃ ঈষৎ-পাণ্ডুবর্ণম্)
(40) বিসভঙ্গান্ (মৃণালখণ্ডান্)
(41) অংস-লগ্ন-কহ্লারঃ (স্কন্ধ-সক্ত-সৌগন্ধিকঃ)
(42) চিত্রগ্রাবাণম্ (বিচিত্র-প্রস্তরম্)
(43) যদৃচ্ছয়া (স্বেচ্ছয়া)
(44) দারগুণাঃ (ভার্য্যাগুণাঃ)
(45) দুষ্করসাধনম্ (দুষ্কর-কার্য্য-সম্পাদন-সমর্থম্)
(46) অপূপুজৎ (পূজিতবান্)

16. Write grammatical notes on:—

(a) ভীমধন্বা (Para. 1)
(b) সহস্রং দ্রাক্ষাণাম্ (Para. 3)
(c) জীবগ্রাহম্ অগ্রহীষম্ (Para. 4)

Ans. See notes of Paragraphs 1, 3 and 4.

দ্বিতীয় অংশ

১। বাংলা গদ্যের অনুশীলন।

(ক) ইউরোপীয় মিশনারী ও বাংলা গদ্য ;

(খ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ;

(গ) রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

২। নাটক ও নাট্যশালা।

(ক) কবি, পাঁচালী, যাত্রা ইত্যাদি ; (খ) নাটক-রচনার সূত্রপাত ;

(গ) কয়েকজন নাট্যকারের পরিচয় : দীনবন্ধু, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল।

৩। উপন্যাস ও ছোটগল্প : বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র।

৪। কাব্য ও কবিতা : মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল।

৫। রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্য ও ভাষা-প্রবেশ

● সূচীপত্র ●

প্রথম খণ্ড ঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও বিশিষ্টার্থক ও প্রবচন মূলক বাক্য

দ্বিতীয়খণ্ড—প্রবন্ধ রচনা

তৃতীয়খণ্ড—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

চতুর্থখণ্ড—পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

॥ নবম শ্রেণী ॥

॥ দশম শ্রেণী ॥

পদ্যাংশ

॥ একাদশ শ্রেণী ॥

পঞ্চম খণ্ড

উপপাঠ্য গ্রন্থের ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ-লিখন ও সার-সংক্ষেপ

॥ নবম শ্রেণী ॥

॥ দশম শ্রেণী ॥

॥ একাদশ শ্রেণী ॥

ব্যাকরণ

সংজ্ঞা ও পরিচয়

(ক) **বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার :**

(১) **তদ্ভব (তৎ+ভব) :**—'তৎ' শব্দটির অর্থ 'তাহা' এখানে বিশেষ অর্থে 'সংস্কৃত' এবং 'ভব' শব্দটির অর্থ হ'ল 'জাত'। যে সংস্কৃত বা মূল শব্দগুলি কালক্রমে রূপান্তরিত উচ্চারণে প্রাকৃত, অপভ্রংশ, প্রাচীন যুগের বাংলা, মধ্য যুগের বাংলার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় এসে একটি বিশেষ রূপলাভ করেছে সেই শব্দগুলিকে তদ্ভব শব্দ বলে। উদাহরণ :

সংস্কৃত	>	প্রাকৃত	>	অপভ্রংশ	>	বাংলা (তদ্ভব)
চন্দ্র	>	চন্দ	>	চান্দ	>	চাঁদ
পর্ণ	>	পন্ন	>	পন্ন	>	পান
সন্ধ্যা	>	সঞ্ঝা	>	সঞ্ঝা	>	সাঁঝ
মৎস্য	>	মচ্ছ	>	মচ্ছ	>	মাছ
হস্ত	>	হত্থ	>	হত্ত, হত্থ	>	হাত
কৃষ্ণ	>	কণহ	>	কন্ন	>	কান, কানু, কানাই

(২) **তৎসম (তৎ+সম) :**—'তৎ' বিশেষ অর্থে 'সংস্কৃত' বা 'মূল' শব্দ এবং 'সম' অর্থে 'সমান'। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রয়োজনহেতু যখন অসংখ্য সংস্কৃত বা মূল শব্দ অবিকৃতভাবে বিন্দুমাত্র রূপান্তরিত না হয়ে গৃহীত হ'ল তখন সেই শব্দগুলি তৎসম নামে অভিহিত হ'ল। উদাহরণ :—জ্যোৎস্না, চন্দ্র, শ্রাদ্ধ, শ্রদ্ধা, কৃষ্ণ, দিবস, পদ, কর্ণ, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি।

(৩) **অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম :**—বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য অসংখ্য তৎসম (সংস্কৃত বা মূল) শব্দ বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে লোকমুখে (অশিক্ষা বা গ্রাম্যতা জনিত) সেই সব শব্দের একটি ভগ্ন বা বিকৃতরূপও প্রচলিত হ'ল এবং ক্রমশঃ দেখা গেল

যে, ঐ সকল বিকৃত তৎসম শব্দগুলিও সাহিত্যাদিতে ব্যবহৃত হতে শুরু হ'ল। এই শব্দগুলিই অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম নামে পরিচিত। উদাহরণ :

শ্রদ্ধা > ছেদ্দা | ছেরেদ্দা ; শ্রাদ্ধ > ছাদ্দ—ছেরাদ্দ

জ্যোৎস্না > জোচ্ছনা | জোছনা ; চন্দ্র > চন্দর (যেমন চালিয়াৎ চন্দর)

কৃষ্ণ > কেষ্ট | কেষ্টা ; গ্রাম > গেরাম

(৪) **বিদেশী :**—আমাদের বাংলা দেশে কালে কালে অসংখ্য বিদেশীর আগমন ঘটেছে। তারা এদেশে বসবাস করা কালীন তাদের ভাষাও ধীরে ধীরে প্রচলিত হয় এ দেশে। এইভাবে অসংখ্য বিদেশী শব্দ—ইংরেজী, ফরাসী, ওলন্দাজ, আরবী-ফার্সী, জার্মান ইত্যাদি—আমাদের বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে গৃহীত হয়। উদাহরণ—

ফারসী –দোকান, বাজার, মোহর, জমিদার, তাজা, পছন্দ, শয়তান। ইত্যাদি।

পর্তুগীজ—বেহালা, আলকাতরা, কেরাণী, সাবান। ইংরাজী—ব্যাঙ্ক, পকেট, নভেল, টিকিট, ট্রেন, জেল, মাষ্টার। ফরাসী—ফিরিঙ্গি, বিস্কুট, কুপন, কার্তুজ। আরবী—জামিন, গলদ, জবাব, জাহাজ, খবর। তুর্কী—বন্দুক, বিবি, বাহাদুর, বেগম, কাঁচি, গালিচা। ওলন্দাজী—ইস্কুপ, হরতন, রুইতন। ইতালীয়—গেজেট, সোডা, ব্রাস, ম্যালেরিয়া। গ্রীক—দাম, কেন্দ্র। চীনা—চা, লিচু, চিনি।

(৫) **দেশী :** যে সব শব্দ তদ্ভব, তৎসম, কি, বিদেশী শব্দ নয় এক কথায় তাদের দেশী শব্দ বলা যেতে পারে। বৈয়াকরণ শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে যে সব শব্দ বিশ্লেষণ করেও কোন মূল পাওয়া যায় নি, বা যে সব শব্দের আগমনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না সেই শব্দগুলিকে দেশী শব্দ বলা হয়। সাধারণতঃ, আর্য আগমনের পূর্বে অনার্য অধ্যুষিত বাংলা দেশে যে ভাষা ও শব্দ প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্তী কালে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে এই অনার্য শব্দগুলি দেশী শব্দ নামে পরিচিত। উদাহরণ :—কুলো, ঝাঁটা, ঢেঁকি, লাথি, কিল, চাল ইত্যাদি।

[মনে রাখা প্রয়োজন যে, তদ্ভব, তৎসম, অর্ধতৎসম, দেশী এবং বিদেশী শব্দগুলি নিয়েই আমাদের বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারটি গঠিত। বাংলা ভাষার উপাদান বলতেও এই পাঁচটিকেই বোঝায়।]

(খ) শব্দের ধ্বনিগত এবং বর্ণগত পরিবর্তন

(৬) **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ** :—স্বরের (স্বরবর্ণ) দ্বারা যাকে বিভক্ত করা হয় তাকেই স্বরভক্তি বলে। সংযুক্ত ব্যঞ্জন দ্রুত উচ্চারণ করবার সময় অনেক ক্ষেত্রে একটি স্বরধ্বনির সাহায্যে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। হয়ত জিহ্বা সহজতরভাবে উচ্চারণ করতে চায় বলেই এই স্বরধ্বনির আগম ঘটে, কিংবা বিকৃত উচ্চারণের জন্যও হতে পারে। মূল কথা শব্দের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে যদি স্বরধ্বনির সাহায্যে বিভক্ত করে উচ্চারণ করা হয় তো তাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। উদাহরণ :—স্বপ্ন>স্বপন (প্ন=প্+অ+ন্+অ) ; গ্রাম>গেরাম ; রত্ন>রতন ; শ্লোক>শোলোক ; বর্ণ>বরণ (যেমন, 'সোণার বরণ তার দেখেছি যে আমি') তন্ত্র>তন্তর ; মন্ত্র>মন্তর (যেমন 'হুজুর আমি তন্তর মন্তর কিছুই জানি না।')

(৭) **অপিনিহিতি** : পদের মধ্যস্থিত কিংবা অন্তস্থিত 'ই' কার বা 'উ' কারকে যদি স্বস্থানে রেখে উচ্চারণ না করে তাকে অব্যবহিত পূর্বে এনে উচ্চারণ করা হয় তবে সেই রীতিকে অপিনিহিতি বলে। এটি সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণের বিশেষত্ব। তবে কালক্রমে বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু কিছু পরিমাণে এই রীতির উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ :

সাধু শব্দ > অপিনিহিতি জাত শব্দ

করিয়া>কইরা | কইর‍্যা (করিয়া=ক্+অ+ই+র+অ্যা—পদ মধ্যস্থিত 'ই' কার স্বস্থান ত্যাগ করে অব্যবহিত পূর্বে এসে উচ্চারিত হচ্ছে।)

কালি>কাইল

আজি>আইজ

সাধু>সাউধ (সাধু=স্+আ+ধ্+উ—পদের অন্তঃস্থিত 'উ' কার স্বস্থান ত্যাগ করে অব্যবহিত পূর্বে এসে উচ্চারিত হচ্ছে।)

মেছুয়া | মাছুয়া>মাউছয়া

বেনিয়া>বাইন্যা

রাখিয়া>রাইখা | রাইখ্যা

(৮) **অভিশ্রুতি** :—অপিনিহিতি জাত শব্দগুলি যখন দ্রুত উচ্চারণের

ফলে অথবা আঞ্চলিক বিশেষত্ব হেতু পদস্থ 'ই' কার বা 'উ' কারকে বর্জন করে সংক্ষিপ্ত আকারে রূপান্তরিত হয়ে লোকমুখে উচ্চারিত হ'ল তখন তা অভিশ্রুতি নামে পরিচিত হ'ল। অভিশ্রুতিজাত শব্দগুলি পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণের বিশেষত্ব। এগুলি চলিত বাঙলারও নিদর্শন বটে।

সাধু শব্দ	>	অপিনিহিতি জাত শব্দ	>	অভিশ্রুতি জাত শব্দ
করিয়া	>	কইর্যা। কইর‍্যা	>	ক'রে
কালি	>	কাইল	>	কাল
আজি	>	আইজ	>	আজ
সাধু	<	সাউধ	>	সাধু
মেছুয়া	>	মাউছয়া	>	মেছো
বেনিয়া	>	বাইন্যা	>	বেনে
রাখিয়া	>	রাইখ্যা	>	রেখে

(৯) **স্বরসঙ্গতি** :— শব্দের মধ্যে হ্রস্ব স্বর এবং দীর্ঘস্বর যদি থাকে তবে তা উচ্চারণ করার সময় প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, হ্রস্ব স্বরের প্রভাবে দীর্ঘ স্বরটিও হ্রস্ব স্বরে পরিণত হয়ে যায়, অথবা দীর্ঘ স্বরের প্রভাবে হ্রস্ব স্বরটিকেও দীর্ঘ করে উচ্চারণ করা হয়। বাগ যন্ত্রের প্রক্রিয়ায় স্বরগুলির মধ্যে এই যে একটা ঐক্য বা সমতা লক্ষ্য করা যায় একেই স্বরসঙ্গতি বলা হয়। স্বরসঙ্গতি তাই স্বরগুলির মধ্যে একটি সঙ্গতি রক্ষা করে। উদাহরণ :

জিলাপী > জিলিপি

বিলাতী > বিলেতি > বিলিতি

দেশী > দিশি

মুলা > মুলো

পূজা > পুজো

অমুক > ওমুক

অতি > ওতি

(১০) **শ্রুতিধ্বনি বা য়-শ্রুতি ব-শ্রুতি** : কতকগুলি শব্দে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। দ্রুত উচ্চারণকালে এই স্বরধ্বনি দুটির স্পষ্ট উচ্চারণ করতে জিহ্বার আড়ষ্টতা অনুভব করা যায়। সহজতর উপায়ে উচ্চারণ করবার জন্যে উভয় স্বরধ্বনির মধ্যে একটি য়-ধ্বনি বা ব-ধ্বনির আগম

লক্ষ্য করা যায়। একেই শ্রুতিধ্বনি বা য়-শ্রুতি, ব-শ্রুতি বলা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধ্বনির এই পরিবর্তন সর্বদাই উচ্চারণ বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে এবং সর্বদা এই পরিবর্তন লেখ্য ভাষায় স্বীকৃত না হতেও পারে, যতখানি কথ্যভাষায় স্বীকৃত। উদাহরণ :—

যা আ>যাওয়া (ব-ধ্বনি ; ও=ব='w') ; খা আ>খাওয়া ;
কে আ>কেয়া (য়-ধ্বনি) | কেওয়া ; ছা আ>ছাওয়া | ছায়া ;
কে এলো>কেয়েলো ; দেয়াল>দেওয়াল।

(১১) স্বরাগম : স্বরাগম বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে, শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে অনেক সময় তা উচ্চারণে অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাই সহজ করে উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পুর্বে একটি স্বরধ্বনি আনয়ন করে থাকি—দ্রুত উচ্চারণের ফলেই তা হয় অবশ্য। কিন্তু স্বরাগম বলতে শুধু এইটুকুই বোঝায় না। আয়াসহীনভাবে সহজে উচ্চারণ করবার জন্যে অথবা উচ্চারণ বিকৃতি হেতু যদি শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে কোন স্বরধ্বনির আগম হয় তবে তাকে স্বরাগম বলে। বস্তুতঃ স্বরের আগম হলেই স্বরাগম বলা যেতে পারে এবং এই আগম সংযুক্ত ব্যঞ্জনের আদিতে কিংবা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে অথবা অন্তেও হতে পারে। সুতরাং এই অর্থে স্বরভক্তিকেও স্বরাগমের পর্যায়ভুক্ত করা উচিত। উদাহরণ :—

আদিতে—স্টেশন>ইষ্টিশন | ইষ্টিশান ; স্পধা>আস্পধা | আস্পদা ;
স্টেবল্>আস্তাবল ; স্কুল>ইস্কুল ; স্ক্রুপ>ইস্ক্রুপ।
মধ্যে— হর্ষ>হরিষ ; মিত্র>মিত্তির ; শ্লোক>শোলোক ; টেব্‌ল্>
টেবিল ; শক্তি>শকতি ; রাত্র | রাত্রি>রাত্তির।
অন্তে— সূর্য>সুযি | সুয্যি ; পথ্য>পথ্যি ; গ্রাহ্য>গ্রাহ্যি ; বেঞ্চ>
বেঞ্চি ; মুণ্ড>মুণ্ডু।

(১২) বর্ণাগম : বিকৃতি বশতই হোক, অথবা দ্রুত উচ্চারণজনিত বাগ যন্ত্রের ওঠা নামার ফলে, অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, শব্দ মধ্যে একটি নতুন বর্ণের আগম হয়,—একেই বর্ণাগম নামে অভিহিত করা হয়। সেদিক থেকে স্বরাগমও বর্ণাগমের পর্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত, কারণ স্বরবর্ণকেও বর্ণ বলেই বিবেচনা করা হয় যখন। শ্রুতিধ্বনিতে তো বর্ণাগম হয়ই। উদাহরণ :

উপকথা>রূপকথা ('র' বর্ণের আগম); বানর>বাঁদর/বান্দর ('দ' বর্ণের); অম্ল>অম্বল; যা আ>যাওয়া; খা আ>খাওয়া; ছাআ>ছায়া; ভ্রূ>ভুরু; শ্রী>ছিরি; শ্রাদ্ধ>ছেরাদ্দ; শুক্র>শুকুর।

সমীভবন বা বর্ণ সমীকরণ: শব্দ মধ্যে যদি ভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জন সংযুক্তভাবে থাকে অথবা বিযুক্তভাবে পাশাপাশি থাকে তবে তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করার সময় আমরা ভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জনকে একই বর্গের ব্যঞ্জনে বা দ্বিত্ব ব্যঞ্জনে পরিণত করে উচ্চারণ করি। বর্ণের এই সমীভূত অবস্থাকেই সমীভবন বা বর্ণ সমীকরণ বলে। এই সমীকরণ আবার তিন প্রকারের—প্রগত (যেখানে পূর্ব বর্ণের প্রভাবে পরবর্ণ পূর্ববর্ণে রূপান্তরিত হয়), পরাগত (পরবর্ণের প্রভাবে যেখানে পূর্ববর্ণটি পরবর্ণে পরিবর্তিত হয়) এবং অন্যান্য (পূর্ববর্ণ ও পরবর্ণ সম্মিলিত হয়ে অন্য একজাতীয় বর্ণে বা অনেকটা নিরপেক্ষ কোন বর্ণে রূপান্তরিত হয়)। উদাহরণ—

প্রগত—যাচ্+না>যাচ্ঞা; রাজ+নী>রাজ্ঞী; যজ্+ন>যজ্ঞ

পরাগত—ধর্ম>ধম্ম; গল্প>গপ্প; এতদিন>এদ্দিন; নাৎজামাই>নাজ্জামাই; বদজাত>বজ্জাত।

অন্যান্য—উৎশ্বাস>উচ্ছ্বাস; স্নিহ+ত>স্নিগ্ধ; লভ+ত>লব্ধ

বিষমীভবন—শব্দ মধ্যে একই বর্গের দুটি ব্যঞ্জন থাকলে তবে তা উচ্চারণকালে অনেক সময় ভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হয়ে যায়—সাধারণত উচ্চারণের বিকৃতি জনিতই এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একেই বিষমীভবন বলে। বিষমীভবন, সমীভবন রীতির বিপরীত প্রক্রিয়া।

উদাহরণ—লাল>নাল; নরেন>লরেন; আর্মারিও>আলমারি; লাঙ্গল>নাঙ্গল | নাঙল ইত্যাদি।

(১) **অপশ্রুতি**—সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর স্বরের গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হেতু মূল স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় ধাতুপদ গঠিত হয়েছে যেখানে, সেখানে তাকে অপশ্রুতি নামে অভিহিত করা হয়। এই রীতিতে স্বরধ্বনির একটা বিকার লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য অপশ্রুতি অনেকটা তদ্ভব শব্দের মত সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে বা বিকৃতিলাভ করে বাংলা ভাষায় এসেছে। বৈয়াকরণ শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ধাতুর মূল স্বরধ্বনির—মূল শ্রুতির—অপগমন বা বিকার,—ইহাই

হইবে 'অপশ্রুতি'র ধাতুগত ' অর্থ।" উদাহরণ—(সংস্কৃত) চলতি>**চলদি>** চলই>**চ**লে ; লিখ্>লেখে ; মর্>মারা ; পড়>পাড় ; চল>**চাল**— ণিজন্ত 'চালে' (চালায়, চলায়) ইত্যাদি।

(১৬) **বর্ণবিপর্যয় :** অনেক সময় শুদ্ধ করে শব্দগুলি উচ্চারণ **করতে** না পারায় অথবা বাগ্‌যন্ত্রের দ্রুত ওঠা-নামার কালে শব্দস্থিত **ব্যঞ্জনবর্ণ** (সংযুক্তভাবে বা পাশাপাশি অবস্থান করে) স্বস্থানে থেকে উচ্চারিত **না হয়ে** পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে উচ্চারিত হয়। উচ্চারণে এই বিকৃতি**জনিত** বর্ণগুলির ওলট-পালটের মধ্যে একটা বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায় বলেই **একে** বর্ণবিপর্যয় বলে। উদাহরণ :—

বাক্স>বাস্ক ; পিশাচ>পিচাশ ; হ্রদ>দহ ; রিক্সা>রিস্কা ; বাতা**সা>** বাসাতা ; বারাণসী>বেনারসী ইত্যাদি।

(১৭) **বর্ণলোপ বা স্বরলোপ :** সহজ এবং সরলভাবে উচ্চারণ **করতে** গিয়ে অথবা জিহ্বার তাড়াতাড়ি আবর্তনহেতু শব্দমধ্যস্থিত কোন বর্ণ— স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ—সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে অনেক সময় সংক্ষিপ্ত **আকারে** উচ্চারিত হয়। একেই বর্ণলোপ বলা হয়। এর মধ্যে স্বরধ্বনির লোপ **তিন** প্রকারের হতে পারে—(ক) আদি, (খ) মধ্য এবং (গ) অন্ত। **ব্যঞ্জনবর্ণের** (ঘ) র-কার এবং (ঙ) হ-কারের আংশিক/সম্পূর্ণ লোপটিই প্রায়শঃ **চোখে** পড়ে। উদাহরণ :—

(ক) আদি স্বরের লোপ—অলাবু>লাউ ; উদ্ধার/উধার>**ধার ;** অতসী>তিসি।

(খ) মধ্য স্বরের লোপ—অলস>আল্‌সে ; কাঁচাকলা>**কাঁচ্‌কলা ;** গামছা>গাম্‌ছা ; কপিটা>কপ্‌টে (কোন কোন বৃদ্ধের মুখে)

(গ) অন্ত্যস্বরের লোপ—গাছ>গাছ্ ; অতিথি>অতিথ্ ; গরল>**গরল্**

(ঘ) র-কার লোপ শিরনী>শিন্নী ; দুর্গা>দুগ্‌গা ; ধর্ম>ধম্ম **ইত্যাদি।**

(ঙ) হ-কার লোপ —ফলাহার>ফলার ; আলাহিদা>আলাদা ; **কহে>** কয় ; বাদশাহ>বাদশা ; মহাশয়>মশাই ইত্যাদি।

(চ) ব-কার (আংশিক) লোপ—স্ববর্ণ>স্বর্ণ ; স্ববর্গ>স্বর্গ ইত্যাদি।

(ছ) সমাক্ষর লোপ (পাশাপাশি দুটি সমান বর্ণ অনেক **সময় দ্রুত** উচ্চারণকালে একটি বিলুপ্ত হয়ে যায়—একেই সমাক্ষর লোপ বলে।)— চক্ষখড়ি>চাখড়ি।

(১৮) **বর্ণদ্বিত্ব :**—কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলিকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ না করে বিশেষ জোরের সঙ্গে বা ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করি। ফলতঃ যে বর্ণটির ওপর ঝোঁক এসে পড়ে সেটি দ্বিত্ব হয়ে উচ্চারিত হয় এবং ঝোঁক বা জোরটিকে স্পষ্ট করে তোলে। একেই বর্ণ দ্বিত্ব বলা হয়। সাধারণতঃ বহুত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, বিরাটত্ব ইত্যাদি অর্থ প্রকাশের জন্যই শব্দান্ত্যের বর্ণটি (বেশীরভাগ ক্ষেত্রে) দ্বিত্ব হয়ে থাকে। যথা :— ছোট>ছোট্ট ; বড়>বড্ড , এত>এত্ত (এই এত্ত বড় মাছ) ; কত> কত্ত (কত্তখানি জায়গা) ; সকাল>সক্কাল ; একেবারে>এক্কেবারে (ছেলেটা এক্কেবারে পেকে গেছে)।

(১৯) **লোক নির্বাচন বা লোক ব্যুৎপত্তি :**—প্রচলিত কোন দেশী বা বিদেশী শব্দের ধ্বনি বা উক্তির সমতা রক্ষা করে মূল ধ্বনি বা উক্তি যখন লোকমুখে বিকৃত বা রূপান্তরিত হয়ে (অজ্ঞতা বশতঃ কিংবা অর্থগত কোন দিক থেকে) সাদৃশ্যমূলক শব্দে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাকে লোকব্যুৎপত্তি বলে। উদাহরণ :—

ইংরাজী 'হস্পিটাল' (hospital) শব্দের অনুকরণে বাংলায় 'হাঁসপাতাল' (সম্ভবতঃ 'হাঁস' ও 'পাতাল' শব্দের প্রভাবে)

ইংরাজী 'আরাম্ চেয়ার' (arm chair)>আরাম কেদারা (চেয়ার= কেদারা—কিন্তু 'আরাম' (arm) শব্দটি বাংলা 'আরাম' শব্দের প্রভাবে আরাম শব্দটি যুক্ত হয়েছে।) সেইরকম—বিস্ফোটক>বিষফোঁড়া ('বিষ' শব্দের প্রভাবে) 'কুবের শব্দের প্রভাবে বিকৃত কুমীর শব্দটি এসেছে 'টাকার কুমীর' শব্দটি গঠনে। ইত্যাদি।

(২০) **যৌগিক স্বরধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর :**—মৌলিক স্বর যদি পৃথকভাবে উচ্চারিত না হয়ে অন্য এক বা একাধিক স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একস্বর ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় তবে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর (সন্ধি + অক্ষর) বলে। বাংলায় 'ঐ' এবং 'ঔ' স্বরধ্বনি দুটিকে সন্ধ্যক্ষর বা যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। কারণ 'ঐ' উচ্চারণে 'অ' + 'ই' বা 'ও' + ই'—এই দুটি মৌলিক স্বরের সন্ধি লক্ষ্য করা যায় ; তদ্রূপ, ঔ = 'অ' + 'উ/ঊ' বা 'ও' + 'উ'।

অবশ্য সন্ধ্যক্ষর বললে শুধু স্বরধ্বনির সন্ধিকেই বোঝায় না ব্যঞ্জন অক্ষরের সন্ধিও হতে পারে। যেমন. 'ক্ষ' = ক + খ + ষ ; 'জ্ঞ = গ + ঞ বা গ + ঘ + ঞ ইত্যাদি।

(২১) **স্পর্শবর্ণ :**—ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ উচ্চারিত হওয়ার সময় আমাদের মুখবিবরের—কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, মূর্ধা প্রভৃতি—কোন-না-কোন স্থান জিহ্বা স্পর্শ করে। তাই এই বর্ণগুলিকে স্পর্শবর্ণ বা স্পৃষ্টবর্ণ বলা হয়।

ক-বর্গ, অর্থাৎ, ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ কণ্ঠস্থান থেকে উচ্চারিত হয় তাই এরা কণ্ঠ্যবর্ণ নামে পরিচিত।

চ-বর্গ, অর্থাৎ, চ, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্ তালুদেশ স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের তালব্যবর্ণ বলা হয়।

ট-বর্গ, অর্থাৎ, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্ মূর্ধা স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় তাই এদের নাম মূর্ধন্য বর্ণ।

ত-বর্গ, অর্থাৎ, ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্ দন্ত স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এরা দন্ত্য বর্ণ নামে পরিচিত।

প-বর্গ, অর্থাৎ, প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারণ করা হয়, সেইজন্য এরা ওষ্ঠ্যবর্ণ নামে পরিচিত।

এ ছাড়াও, কণ্ঠ্যতালব্য, কণ্ঠৌষ্ঠ্য ইত্যাদি বর্ণও আছে। এ, ঐ কণ্ঠ্যতালব্য এবং ও, ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ।

(২৩) **উষ্মবর্ণ :**—শ, ষ, স, হ এই চারিটি বর্ণকে উষ্মবর্ণ বলা হয়। কারণ এই বর্ণগুলি উচ্চারিত হওয়ার সময় বায়ুর প্রাধান্য থাকে এবং এই বায়ুর প্রভাবে বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় মুখ বিবরটি গরম বা উষ্ণ হয়। সেইজন্য এই বর্ণগুলির নাম উষ্মবর্ণ। এর মধ্যে আবার, শ, ষ, স এই তিনটি বর্ণ উচ্চারণ করবার সময় আমাদের মুখ থেকে শিশ্ দেওয়ার মত একটি ধ্বনি নির্গত হয় বলে এই তিনটি বর্ণকে শিশ্ধ্বনিও বলা হয়।

(২৩) **অন্তঃস্থ বর্ণ :**—য, র, ল, ব এই চারিটি বর্ণ অন্তঃস্থবর্ণ নামে অভিহিত। কারণ, এই বর্ণ চারটি—একদিকে ক থেকে ম পর্যন্ত, পঁচিশটি স্পর্শবর্ণের ও আর একদিকে শ, ষ, স, হ এই চারটি উষ্মবর্ণের অন্তে (= অন্তরে = মধ্যে) অবস্থিত—তাই য, র, ল, ব বর্ণ চারিটিকে অন্তঃস্থবর্ণ বলা হয়।

(২৪) **অযোগবাহ বর্ণ :**—অনুস্বার (ং) এবং বিসর্গ (ঃ)—এই বর্ণ দুটি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে একটি যোগসাধন করে তাই [illegible] যোগবাহ অথবা অযোগবাহ বর্ণ বলা হয়। কারুর মতে একটি [illegible] করে বলেঃ [illegible] (অং, অঃ—যেমন, এবং = এব্ + অং; যশঃ = যশ্ + অঃ) এদের অ-যোগবাহ

বলা হয়। মনে হয়, এরূপ কিছু না বলে, বরং এ'কথা বলাই সঙ্গত যে, অনুস্বার (ং) এবং বিসর্গ (ঃ) বর্ণ দুটিকে প্রকৃতপক্ষে বর্ণ হিসাবে গণ্য করা যায় না ; অথচ শব্দ মধ্যে অন্যান্য বর্ণের মধ্যে এদের একটি গৌণস্থান আছে, তাই এদের বর্ণ হিসাবে স্বীকার করা হলেও সাধারণভাবে বা প্রচলিত অর্থে সাধারণ বর্ণের সঙ্গে এদের অযোগ (যোগের অভাব) লক্ষ্য করা যায় বলেই এই বর্ণ দুটিকে অযোগবাহ বর্ণ বলে।

(২৫) **ঘোষ বা নাদবর্ণ** ঃ—বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণগুলিকে সাধারণতঃ ঘোষ বা নাদ বর্ণ বলা হয়। কারণ এই বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালীর কিছুটা সঙ্কোচনজনিত বায়ু নির্গমনের পথে একটি চাপ পড়ে ফলে উচ্চারণে জোর পড়ে এবং কণ্ঠমধ্যে একটি ঘোষ বা নাদধ্বনি শ্রুত হওয়ায় স্বরটি গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়। তাই, গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম এই বর্ণগুলিকে ঘোষ বা নাদবর্ণ বলা হয়। শ, ষ, স, বাদে বাকি বর্ণগুলিও ঘোষবর্ণের পর্যায়ভুক্ত।

(২৬) **অঘোষ বর্ণ** ঃ বর্গের প্রথম দুটি বর্ণ, অর্থাৎ, ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ বর্ণ এবং শ, ষ, স বর্ণগুলির উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালী বিবৃত বা উন্মুক্ত থাকায় কোন প্রকার ঘোষ দীর্ঘ ধ্বনি শ্রুত না হয়ে একটি কোমল ও মৃদু ধ্বনিই উৎপন্ন হয়। তাই এই বর্ণগুলিকে অঘোষ বর্ণ বলে।

(২৭) **মহাপ্রাণ বর্ণ** ঃ—প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, অর্থাৎ, খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ এবং উষ্মবর্ণ—শ, ষ, স, হ-কে মহাপ্রাণ বর্ণ নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু এই বর্ণগুলির উচ্চারণের সময় আমাদের প্রাণ বা শ্বাস বায়ুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

(২৮) **অল্পপ্রাণ বর্ণ** ঃ প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ, অর্থাৎ ক, গ, ঙ, চ, জ, ঞ, ট, ড, ণ, ত, দ, ন, প, ব, ম উচ্চারণের সময় আমাদের প্রাণ বা শ্বাস বায়ু অতি অল্পই নির্গত হয় ফলে উচ্চারণে কোমলতা লক্ষ্য করা যায়—এইজন্য এই বর্ণগুলি অল্পপ্রাণ বর্ণ নামে অভিহিত হয়।

(২৯) **নাসিক্য বর্ণ বা অনুনাসিক বর্ণ** ঃ—বর্গের পঞ্চম বর্ণটি, অর্থাৎ, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এবং 'ং', 'ँ' (যদি এদুটিকে আদৌ বর্ণ বলে স্বীকার করা হয়) অনুনাসিক বর্ণ বা নাসিক্যবর্ণ নামে পরিচিত। কারণ, এই বর্ণগুলি উচ্চারণে নাসিকা থেকে একটি ধ্বনি নির্গত হয় এবং মূল ধ্বনিকে অনুনাসিক করে দেয় মূল ধ্বনিটি নাসিক্য ধ্বনির অনুগত হয়।

[ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য এবং মনে রাখার সহজ পদ্ধতি হিসেবে একটি তালিকায় অঘোষ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ এবং অনুনাসিক বর্ণগুলি সাজিয়ে দেওয়া হ'ল :

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	১ অল্পপ্রাণ	২ মহাপ্রাণ	৩ অল্পপ্রাণ	৪ মহাপ্রাণ	৫ অল্পপ্রাণ (অনুনাসিক)
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ, *হ, *ঃ	ঙ, *ং
তালু	চ, *শ	ছ	জ, *য	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট, *ষ	ঠ	ড, *ড়, *র	ঢ, *ঢ়	ণ
দন্ত	ত, *স	থ	দ, *ল	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

তারকা চিহ্নিত বর্ণগুলির পৃথক পরিচয়ও আছে।]

(৩০) **তাড়িত বর্ণ বা তাড়ণজাত ধ্বনি** :—ড়, ঢ় এই বর্ণ দুটি উচ্চারণের সময় জিহ্বার প্রান্তভাগ দিয়ে দন্তমূলে তাড়না করা হয় তাই এদের তাড়ণজাত ধ্বনি বা তাড়িত বর্ণ বলে। 'র' বর্ণটি জিহ্বার প্রান্তভাগ দিয়ে দন্তমূলে দ্রুত আবর্তিত হওয়ার ফলে কম্পনজাত ধ্বনির সৃষ্টি করে—তাই একে ঠিক তাড়ণজাত ধ্বনি বলা যায় না।

(গ) **সন্ধিগত** :

(৩১) **সন্ধি** : সন্ধি অর্থাৎ মিলন বা সংযোগ। দুটি বর্ণ পরস্পর মিলিত হয়ে যে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে তাকে সন্ধি বলে। সন্ধিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—(i) স্বরসন্ধি, (ii) ব্যঞ্জন সন্ধি, এবং (iii) বিসর্গ সন্ধি।

(৩২) **দুটি স্বরবর্ণ মিলিত হয়ে যখন একটি পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে তখন তাকে স্বরসন্ধি বলে।** যেমন, হিত + অহিত = হিতাহিত ; মহা + আশয় = মহাশয় ; কবি + ইন্দ্র = কবীন্দ্র ; কটু + উক্তি = কটূক্তি ; যথা + ইষ্ট =

যথেষ্ট ; সপ্ত+ঋষি=সপ্তর্ষি ; ক্ষুধা+ঋত=ক্ষুধার্ত ; জন+এক=জনৈক ; জল+ওকা=জলৌকা।

(৩৩) দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ অথবা একটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি স্বরবর্ণ মিলিত হয়ে বর্ণ দুটির যখন রূপান্তর ঘটে তখন তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলা হয়। যেমন,

ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত ; দিক্+ভ্রম=দিগ্ভ্রম ; শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র ; ইত্যাদি।

(৩৪) বিসর্গের (ঃ) সঙ্গে অন্য বর্ণের মিলনে যে বর্ণান্তর ঘটে তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। যেমন, নিঃ+চয়=নিশ্চয় ; ভাঃ+কর=ভাস্কর ; মনঃ+স্থ=মনস্থ ইত্যাদি।

(৩৫) **নিপাতনে সন্ধি ঃ** একটি বর্ণের সঙ্গে আর একটি বর্ণের মিলনে যে রূপান্তর ঘটে তার কতকগুলি ব্যাকরণ সম্মত নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অনুসারেই স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি এবং বিসর্গসন্ধির পদ গঠিত হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সন্ধির কোন সূত্র বা নিয়ম না মেনেই কোন কোন পদ গঠিত হয়েছে। সেই পদগুলিতে বর্ণে বর্ণে মিলনের কোন স্থিরীকৃত নিয়ম নেই, বা, কোন নিয়মের কিংবা সূত্রের সাহায্যে সেখানে বর্ণ মিলনটিকে বাঁধা যায় না। একেই বৈয়াকরণরা নিপাতনে সিদ্ধ বা নিপাতন সন্ধি নাম দিয়েছেন। যথা :—পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি ; কুল+অটা=কুলটা ; প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় ; আ+চর্য=আশ্চর্য ; গো+পদ=গোষ্পদ ; ষট্+দশ=ষোড়শ ইত্যাদি।

(ঘ) সমাস গত

৩৬। **সমাস ঃ** দুই বা তার বেশী পদ মিলিত হয়ে যদি একটি যৌগিক পদ গঠন করে তবে তাকে সমাস বলে। সমাসের দ্বারা গঠিত যৌগিক পদটিকে বলা হয় সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ। সমস্ত পদটিকে বিশ্লেষণ করলে বা ব্যাখ্যা করলে যে পদ পাওয়া যায় তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য বলে। যে যে পদ নিয়ে সমস্ত পদটি গঠিত হয় তাদের সমস্যমান পদ বলে। উদাহরণ :—

(i) দশটি আনন যাহার=দশানন—(এখানে 'দশানন' হ'ল সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ ; 'দশটি', ও 'আনন' পদের প্রত্যেকটি সমস্যমানপদ ; এবং

'দশটি আনন যাহার' এই ব্যাখ্যাত বাক্যটি বা পদ সমষ্টিকে বলা হয় ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য।)

(ii) পিতা ও মাতা=পিতামাতা ; (iii) জল দেয় যে=জলদ। ইত্যাদি।

[**সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য :** (১) দুই বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে ; কিন্তু, দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলিত হয়ে যদি একটি পদ গঠন করে তবে তাকে সমাস বলে। (২) সন্ধিতে দেখানো হয় বর্ণের মিলন এবং তা দু'য়ের বেশী নয় ; সমাসে দেখানো হয় পদের মিলন এবং তা' দুটি বা তাঁর বেশীও হতে পারে। (৩) সন্ধির মিলনটি অন্তরের, কিন্তু, সমাসের মিলনটি বাইরের। (৪) সাধারণতঃ সন্ধিজাত পদটি হয় মৌলিক, কিন্তু, সমাসের সমাসবদ্ধ পদটিকে যৌগিক পদ বলা হয়। (৫) সন্ধির জন্য যেমন কতকগুলি সূত্র বা নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া আছে সমাসের জন্য সেরূপ কোন সূত্র বা নিয়ম নেই—পদের অর্থ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে সমাস গঠিত হয়, তাই একই পদকে বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করে (অর্থের হানি না করে) ভিন্ন রকম সমাস করা সম্ভব। (৬) সন্ধি মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত—(i) স্বরসন্ধি, (ii) ব্যঞ্জন সন্ধি, এবং (iii) বিসর্গ সন্ধি। সমাস প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত (উপ-বিভাগগুলির কথা বাদ দিয়ে)—(i) তৎপুরুষ (ii) দ্বন্দ্ব, (iii) দ্বিগু, (iv) কর্মধারয়, (v) বহুব্রীহি, (vi) অব্যয়ীভাব। এ ছাড়া, সন্ধিতে যেমন নিপাতন সন্ধির একটা বিভাগ আছে, তেমনি সমাসেও নিত্যসমাসের একটা বিভাগ আছে।]

৩৭। **তৎপুরুষ :** দুটি বিশেষ্য বা দুটি বিশেষণ বা বিশেষ্য-বিশেষণ পদের যে সমাস হয়, তার উত্তরপদটির (শেষের পদ) অর্থ যদি প্রধান হয় তবে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে যদি কোন বিভক্তি (দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী) থাকে তবে যে বিভক্তি থাকে সেই বিভক্তির নামানুসারে তৎপুরুষটির নাম হয় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎ ইত্যাদি। উদাহরণ :—

দ্বিতীয়া তৎ : বাসনকে মাজা=বাসন মাজা ; কাপড়কে কাচা=কাপড় কাচা ; তীর্থকে দর্শন=তীর্থদর্শন।

তৃতীয়া তৎ : দা দ্বারা কাটা=দাকাটা ; ঢেকি দ্বারা ছাঁটা=ঢেঁকিছাঁটা ; দুধ দিয়ে মাখা=দুধমাখা।

চতুর্থী তৎ : দেবকে দত্ত = দেবদত্ত ; বাসের নিমিত্ত গৃহ = বাসগৃহ ।

পঞ্চমী তৎ : পদ হইতে চ্যুত = পদচ্যুত ; আগা হইতে গোড়া = আগাগোড়া ।

ষষ্ঠী তৎ : গঙ্গার জল = গঙ্গাজল ; মৌয়ের চাক = মৌচাক ।

সপ্তমী তৎ : রণে নিপুণ = রণনিপুণ ; ভোগে আসক্ত = ভোগাসক্ত ।

তৎপুরুষের উপবিভাগ

↓ ১ বিভক্তি তৎপুরুষ, ↓ ২ উপপদতৎ, ↓ ৩ অলুকতৎ, ↓ ৪ নঞ তৎ, ↓ ৫ প্রাদিতৎ, ↓ ৬ একদেশীতৎ,

↓ দ্বিতীয়া ↓ তৃতীয়া ↓ চতুর্থী ↓ পঞ্চমী | ষষ্ঠী ↓ সপ্তমী

৩৮। **উপপদ তৎপুরুষ** : কৃদন্ত পদের সঙ্গে (অর্থাৎ কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত পদ) উপপদের (কৃদন্ত পদের পূর্বে যে পদ বসে) মিলনে যখন একটি যৌগিকপদ গঠিত হয় তখন তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। উদাহরণ :—পঙ্কে জন্মে (জন্ + ড) যাহা = পঙ্কজ (জন্মে = কৃদন্তপদ, পঙ্কে = উপপদ) ; কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার ; জল দেয় যে = জলদ ; জলে চরে যে = জলচর ।

[লক্ষণীয়—ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায়শই উপপদতৎ ও বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে ভুল করে ফেলে । তারা একটি জিনিস খেয়াল রাখলে এই ভুলের সম্ভাবনা থাকে না—উপপদ তৎপুরুষের ব্যাস বাক্যে একটি কৃদন্ত পদ বা সোজা কথায় ক্রিয়াপদ থাকে, কিন্তু বহুব্রীহিতে কোন ক্রিয়াপদ থাকে না ।]

৩৯। **অলুক তৎপুরুষ** : যে তৎপুরুষ সমাসে ব্যাস বাক্যের সমস্যমান পদের বিভক্তি (সাধারণতঃ ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি) সমাসবদ্ধ পদেও অলুপ্ত বা অপরিবর্তিত থাকে তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। উদাহরণ—

গরুর গাড়ী = গরুরগাড়ী ; তেলে ভাজা = তেলেভাজা ; কলের গান = কলেরগান ; ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা ; পাথরের বাটী = পাথরের বাটী ।

৪০। **নঞ তৎপুরুষ** : তৎপুরুষ সমাসের ব্যাস বাক্যে যদি, না, নাই, নয় ইত্যাদি জাতীয় কোন নঞর্থক অব্যয় পদ থেকে সমস্তপদটি গঠিত হয়, তবে তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। নঞতৎ-এর সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষ্য হয়।

নাই সুখ = অসুখ ; নাই আনন্দ = নিরানন্দ ;

৪১। **প্রাদি-তৎপুরুষ** : যে তৎপুরুষ সমাসের ব্যাস বাক্যের বিশেষণ পদটি সমস্তপদে প্র, সু, কু ইত্যাদি কয়েকটি উপসর্গ হয়ে যুক্ত হয়, তাকে প্রাদিতৎপুরুষ সমাস বলে। উদাহরণ :—

সুন্দর পুরুষ = সুপুরুষ ; কুৎসিত পুরুষ = কুপুরুষ/কাপুরুষ।

প্রকৃষ্টরূপে ভাত = প্রভাত ; প্রকৃষ্টরূপে ফুল্ল = প্রফুল্ল।

৪২। **একদেশী তৎপুরুষ** : যে তৎপুরুষ সমাস অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গীর, পূর্ণের সঙ্গে খণ্ডের অথবা সমগ্রের সঙ্গে অংশের মিলনে গঠিত হয় তাকে একদেশী তৎপুরুষ সমাস বলে। আসলে, এই সমাসটি ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসেরই নামান্তর মাত্র। যথা—

অহের মধ্য = মধ্যাহ্ন ; পথের মধ্য = মধ্যপথ ;

অহের সায় = সায়াহ্ন ;

কর্মধারয় সমাস : বিশেষ্যে বিশেষ্যে, বিশেষ্যে-বিশেষণে, বিশেষণে-বিশেষ্যে অথবা বিশেষণে-বিশেষণে যখন সমাস হয় তখন তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। অনেকে তাই কর্মধারয় সমাসকে তৎপুরুষেরই পর্যায় ভুক্ত করে থাকেন। অবশ্য, সাধারণতঃ বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সমাসই কর্মধারয় সমাসে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ—

(i) নীল যে আকাশ = নীলাকাশ ; – (বিণ + বিশেষ্য)

(ii) কাঁচা ও মিঠে = কাঁচামিঠে ;—(বিণ + বিণ)

(ii) কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব—(বি, + বি,)

(vi) ঘনের ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম—(বি, + বিণ)

কর্মধারয় সমাসের উপবিভাগ

↓ ১ উপমান ↓ ২ উপমিত ↓ ৩ রূপক ↓ ৪ মধ্যপদলোপী

৪৪। **উপমান কর্মধারয়** : উপমেয় পদটির কোন উল্লেখ না করে যদি উপমান পদের সঙ্গে সাধারণধর্ম বোধক পদটির সমাস হয় তবে তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। উপমান কর্মধারয় সমাস বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সমাস। উদাহরণ :—

মিশির মত কালো = মিশকালো ; ঘনের ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম ;

তুহিনের ন্যায় শীতল = তুহিনশীতল ; তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র।

৪৫। **উপমিত কর্মধারয়ঃ** সাধারণধর্ম বোধক পদটির উল্লেখ না করে যদি উপমেয় এবং উপমান পদের মিলনে কর্মধারয় সমাসের সমস্তপদটি গঠিত হয়, তবে তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। উপমিত কর্মধারয় সমাসটি দুটি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সমাস। উদাহরণ :

চরণ কমলের ন্যায় — চরণ কমল ; কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব ; কর কমলের ন্যায় — করকমল ; মুখ চন্দ্রের ন্যায় — মুখচন্দ্র।

৪৬। **রূপক কর্মধারয়ঃ** যে কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে উপমেয় এবং উপমান পদের মধ্যে একটি অভেদ কল্পনা দেখা যায় এবং ব্যাসবাক্যে একটি 'রূপ' শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। রূপক কর্মধারয় সমাসেও সাধারণধর্মটির কোন উল্লেখ থাকে না এবং সমাসটি দুটি বিশেষ্য পদের সমবায়ে গঠিত হয়। উদাহরণ :

শোক রূপ সাগর = শোকসাগর ; মন রূপ মাঝি = মনমাঝি ; সুখ রূপ সিন্ধু = সুখসিন্ধু ; ক্রোধ রূপ অগ্নি = ক্রোধাগ্নি।

[**উপমান-উপমিত-রূপক কর্মধারয়ের পার্থক্য :** (১) উপমান কর্মধারয় সমাসটি উপমান পদের সঙ্গে সাধারণ ধর্মের সমাস ; কিন্তু, [উপমিত ও রূ]পক কর্মধারয় সমাসটি উপমেয় ও উপমান পদের সমাস। প্রথমটিতে উপমেয় পদটির উল্লেখ থাকে না; কিন্তু শেষের দুটিতে সাধারণ ধর্মের কোন উল্লেখ করা হয় না। (২) উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসে অভেদাত্মক কল্পনার প্রকাশ নেই, কিন্তু রূপক কর্মধারয় সমাসে আছে উপমেয় উপমান পদের অভেদ কল্পনা। (৩) উপমান কর্মধারয় সমাসে উপমানের একাধিপত্য, উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদের প্রধান্য এবং রূপক কর্মধারয় সমাসে উভয় পদের তুল্য মূল্য। (৪) উপমান কর্মধারয় বিশেষ্য ও বিশেষণের সমাস, কিন্তু উপমিত ও রূপক কর্মধারয় দুটি বিশেষ্য পদের সংযোগে গঠিত।]

৪৭। **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ সমাসবদ্ধ পদে বিলুপ্ত থাকে তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। এ সমাসটিও দুটি বিশেষ্য পদের সমবায়ে গঠিত। উদাহরণ :—

দুধ মিশ্রিত সাবু (সাগু) — দুধসাবু (দুধসাগু); ঘি মিশ্রিত ভাত — ঘিভাত ; সিংহ চিহ্নিত আসন — সিংহাসন ; তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গ — তুষারশৃঙ্গ।

৪৮। **বহুব্রীহি ঃ** যে সমাসে ব্যাসবাক্যের সমস্যমানপদগুলির **অর্থ** প্রকাশ না করে সমাসবদ্ধপদটি সম্পূর্ণ পৃথক এবং নতুন অর্থ বহন করে তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। উদাহরণ ঃ

ছয়টি আনন যাহার = ষড়ানন ; এলো কেশ যাহার = এলোকেশী।

বহুব্রীহি সমাসের উপবিভাগ

↓ ১	↓ ২	↓ ৩	↓ ৪	↓ ৫	↓ ৬	↓ ৭
সমানাধিকরণ	ব্যধিকরণ	ব্যতীহার	মধ্যপদলোপী	অলুক	নঞ্‌	**উপমাত্মক**

৪৯। **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ঃ** যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের দুটি পদেই প্রথমা বিভক্তি যুক্ত থাকে বা দুটি পদই প্রথমান্ত হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। উদাহরণ ঃ—পীত অম্বর যাহার = **পীতাম্বর** ; দশটি ভুজ যাহার = দশভুজ/দশভুজা ; পাঁচটি আনন যাহার = পঞ্চানন।

৫০। **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ঃ** যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের **একটি** পদ প্রথমান্ত এবং অপর পদটি সপ্তমান্ত হয়, অর্থাৎ একটি পদে প্রথমা **বিভক্তি** এবং অপর একটি পদে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত থাকে তাকে ব্যধিকরণ **বহুব্রীহি** সমাস বলে। উদাহরণ ঃ—বীণা পাণিতে যাহার = বীণাপাণি ; শূল **পাণিতে** যাহার = শূলপাণি ; চন্দ্র চূড়ায় যাহার = চন্দ্রচূড়।

৫১। **ব্যতীহার বহুব্রীহি ঃ** যে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে **একই** জাতীয় দুটি বিশেষ্য পদ পরস্পর দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি ইত্যাদি কোন **একটি** ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে বা কোন সাপেক্ষ ক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে তাকে ব্যতীহার বহুব্রীহি সমাস বলে। এই সমাসের সমস্তপদের শেষে একটি 'ই'-**কারের আগম** হয়। উদাহরণ ঃ—

লাঠিতে লাঠিতে হয় যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি ; ঘুঁষিতে ঘুঁষিতে হয় যে **যুদ্ধ** = ঘুষাঘুষি ; কানে কানে হয় যে কথা = কানাকানি ; কেশে কেশে **আকর্ষণ** [illegible] = কেশাকেশি।

[illegible] **[illegible]লোপী বহুব্রীহি ঃ** যে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যের ব্যবহৃত [illegible] সমাসবদ্ধপদে সম্পূর্ণ লুপ্ত থাকে তাকে মধ্যপদলোপী **বহুব্রীহি** সমাস বলা হয়। উদাহরণ ঃ—**দশ** হাত পরিমাণ যাহার = **দশহাতি** ; দু মণ ওজন যার = দু'মণী ; আট বছর বয়স যাহার = আটবছুরে।

৫৩। **অলুক বহুব্রীহি ঃ** যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের কোন পদের বিভক্তি সমস্ত পদেও অপরিবর্তিত থাকে, লুপ্ত হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। উদাহরণ ঃ—ছড়ি হাতে যার = ছড়িহাতে (ভদ্রলোক); হাতে ঘড়ি দেয় যে অনুষ্ঠান = হাতেঘড়ি; গায়ে হলুদ দেয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ; কোঁচা হাতে যার = কোঁচাহাতে (বাবু); মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি।

৫৪। **নঞ বহুব্রীহি ঃ** বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে যদি না, নাই, নয় ইত্যাদি কোন নিষেধার্থক বা নঙর্থকপদ ব্যবহৃত হয়ে সমাসটি গঠন করে তবে তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। উদাহরণ ঃ—

নয় সুখী যে = অসুখী; নয় ধনী যে = নির্ধনী, নাই বোধ যার = অবোধ; নাই জ্ঞান যাহার = অজ্ঞ।

৫৫। **উপমাত্মক বা উপমানগর্ভী বহুব্রীহি ঃ** তুলনা অর্থে যে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগে উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সমাস হয় তাকে উপমাত্মক বা উপমানগর্ভী বহুব্রীহি সমাস বলে। উদাহরণ ঃ—

হরিণের মত নয়ন যার = হরিণ নয়ন/হরিণ নয়না; বিড়ালের মত অক্ষি যাহার = বিড়ালাক্ষী; পদ্মের মত মুখ যাহার = পদ্মমুখী।

[(i) **নঞ তৎপুরুষ ও নঞ বহুব্রীহির পার্থক্য ঃ** (১) উভয় সমাসের ব্যাসবাক্যেই না, নাই, নয় জাতীয় একটি নঙর্থক পদ ব্যবহৃত হয়ে সমস্তপদটি গঠিত হলেও, নঞ তৎপুরুষের সমস্তপদটি সাধারণ কোন অবস্থা বা গুণ বা ভাবকে বোঝায়, কিন্তু নঞ বহুব্রীহির সমস্ত পদটি বিশেষ কোন ভাব, অবস্থা বা গুণকে নির্দিষ্ট করে। (২) নঞ তৎপুরুষের সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষ্য হয়। কিন্তু, নঞ বহুব্রীহির সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষণ হয়।

(ii) **অলুক তৎপুরুষ ও অলুক বহুব্রীহির পার্থক্য ঃ** (১) উভয় সমাসেরই ব্যাসবাক্যস্থিত কোন পদের বিভক্তি সমাসবদ্ধ পদেও অপরিবর্তিত থাকে। (২) তবে, অলুক তৎপুরুষের সমস্ত পদটি নির্দিষ্ট কোন বস্তু বা বিষয়কে বোঝায়, কিন্তু অলুক বহুব্রীহির সমস্তপদটি ব্যাসবাক্যগত অর্থ না বুঝিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক একটি অর্থবহন করে। (৩) অলুক তৎপুরুষের সমস্ত পদটি বিশেষ্য হয়, কিন্তু অলুক বহুব্রীহির সমস্তপদটি বিশেষণ হয়।]

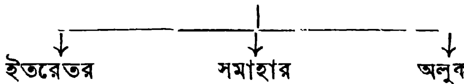
(ii) **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এবং মধ্যপদলোপী বহুব্রীহির পার্থক্য :**

(১) উভয় সমাসেরই ব্যাসবাক্যস্থিত মধ্যপদ সমাসবদ্ধপদে লুপ্ত হয়। (২) কিন্তু, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের সমাসবদ্ধপদটির অর্থ সমস্যমানপদগুলিরই সামগ্রিক অর্থ ; মধ্যপদলোপী বহুব্রীহির সমাসবদ্ধপদটি সমস্যমানপদগুলির অর্থ প্রকাশ না করে পৃথক বা নতুন অর্থ প্রকাশ করে। (৩) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের সমাসবদ্ধপদটি বিশেষ্য হয়, কিন্তু, মধ্যপদলোপী বহুব্রীহির সমাসবদ্ধপদটি বিশেষণ হয়।

* ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাখতে হবে যে কোন পার্থক্যের কথা জিজ্ঞেস করলেই আগে সংজ্ঞাটি লিখবে, তারপর পার্থক্যের বিষয়গুলো বলবে।

(৫৬) **দ্বন্দ্ব সমাস :** যে সমাসের সমস্যমানপদগুলির প্রতিটি পদেরই অর্থগৌরব বা অর্থপ্রাধান্য থাকে সেই সমাস দ্বন্দ্ব সমাস নামে অভিহিত হয়। দ্বন্দ্ব সমাস তিন প্রকারের হতে পারে—(i) ইতরেতর, (ii) সমাহার এবং (iii) অলুক। উদাহরণ—পিতা ও মাতা = পিতামাতা ; কাগজ ও কালি = কাগজকালি ; ভাল ও মন্দ = ভালমন্দ ; জায়া ও পতি = দম্পতি, জায়াপতি।

দ্বন্দ্ব সমাসের উপবিভাগ



(৫৭) **ইতরেতর দ্বন্দ্ব :** যে সমাসে ব্যাসবাক্যের প্রতিটি পদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান থাকে, সমাসবদ্ধ পদে কোন পদের অর্থই ইতর বিশেষ হয় না তাকে ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস বলে। উদাহরণ—

চেয়ার ও টেবিল = চেয়ারটেবিল ; রাম ও শ্যাম = রামশ্যাম ; খাতা ও পেন্সিল = খাতাপেন্সিল ; চন্দ্র ও সূর্য = চন্দ্রসূর্য।

(৫৮) **সমাহার দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্তপদটি ব্যাসবাক্যের প্রতিটি পদের অর্থগৌরব রক্ষা করেও একটি সামগ্রিক ভাব বা সমাহার অর্থ প্রকাশ করে তাকে সমাহার দ্বন্দ্ব বলে। সমাহার দ্বন্দ্বের ব্যাসবাক্যে 'সমাহার' পদটি ব্যবহৃত হতেও পারে না, হতেও পারে কিন্তু সমাহারের সামগ্রিক অর্থটি

দ্যোতনা করে সমাসবদ্ধ পদটি। উদাহরণ—ঝোল ও ভাত=ঝোলভাত ('ঝোল' এবং 'ভাত' উভয়ের পৃথক অর্থকে অতিক্রম করে সাধারণভাবে একটি খাওয়ার সমাহারকে বোঝায়) তেমনি—জামা ও কাপড়=জামাকাপড়; রাঘব ও বোয়াল=রাঘববোয়াল; ভাত ও কাপড়=ভাতকাপড় ইত্যাদি।

(৫৯) **অলুক দ্বন্দ্ব:** যে দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যাসবাক্যের সমস্যমানপদের বিভক্তি সমাসবদ্ধ পদেও অবিকৃত বা অপরিবর্তিত থাকে তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন—মায়ে ও ঝিয়ে=মায়েঝিয়ে; তেলে ও জলে=তেলেজলে; সাপে ও নেউলে=সাপেনেউলে; চালে ও ডালে=চালেডালে।

(৬১) **দ্বিগু সমাস:** কোন সংখ্যাবাচক বিশেষণপদকে ব্যাসবাক্যের পূর্বপদ করে যে সমাস গঠিত হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সাধারণতঃ একটি সমাহার বা সমষ্টির ভাব থাকে ('সমাহার' শব্দটি ব্যাসবাক্যে ব্যবহারও করা হয়) এবং তখন তাকে সমাহার দ্বিগু সমাস বলা হয়। উদাহরণ—(i) সাত সমুদ্র=সাতসমুদ্র; তের নদী=তেরনদী; দশ দিক=দশদিক; নব গ্রহ=নবগ্রহ; পঞ্চ ভূত=পঞ্চভূত।

(ii) ত্রি (তিন) লোকের সমাহার=ত্রিলোক; পঞ্চ বটের সমাহার=পঞ্চবটী; তে (তিন) মাথার সমাহার=তেমাথা; সে (তিন) তারের সমাহার=সেতার; শত অব্দের সমাহার=শতাব্দী।

অব্যয়ীভাব সমাস: সামীপ্য, বীপ্সা, সাদৃশ্য, অনতিক্রম, অভাব ইত্যাদি অর্থে যে সমাস গঠিত হয় এবং যার সমস্তপদের পূর্বপদটি (কখনও কখনও উত্তর পদও হতে পারে) অব্যয় হয় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। উদাহরণ—দিন দিন=প্রতিদিন, মণে মণে=প্রতিমণি, মণপ্রতি, মণপিছু; মিলের অভাব=গরমিল, অমিল; ভাতের অভাব=হাভাত, মরণ পর্যন্ত=আমরণ; মূর্তির সদৃশ=প্রতিমূর্তি; বিম্বের সদৃশ=প্রতিবিম্ব; শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া=যথাশক্তি; কূলের সমীপে=উপকূল।

(৬২) **নিত্য সমাস:** যে সমাসের সমাসবদ্ধ পদটির অভিপ্রেত অর্থ অবিকৃত বা অপরিবর্তিত রেখে ব্যাসবাক্যে বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে নিত্য সমাস বলা হয়। অথবা, যে সমাসের সমস্তপদটি ব্যাসবাক্যের সমস্যমান পদগুলির অনুরূপ হয় না, অর্থাৎ, ব্যাসবাক্যের পদ সমাসবদ্ধ পদে অন্য পদে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাকে নিত্য সমাস বলে। উদাহরণ—

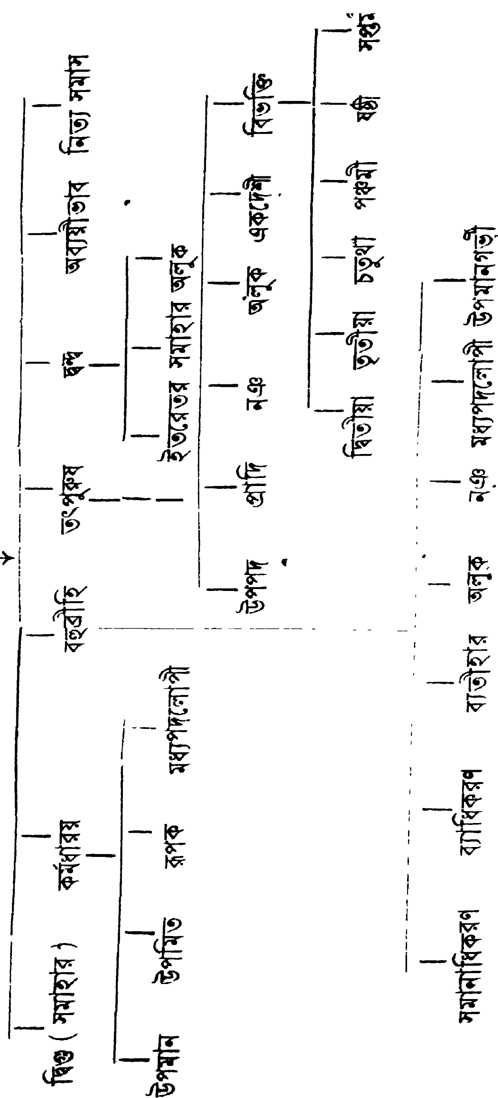
(i) কৃষ্ণসর্প (বিশ্লেষণ করলে অভিপ্রেত অর্থটি পাওয়া যাবে না—কৃষ্ণ যে সর্প=কৃষ্ণসর্প, তখন কর্মধারয় সমাস হ'য়ে যাবে); তদ্রূপ; অশ্বকর্ণ, ঘৃতকুমারী ইত্যাদি।

(ii) কেবল পাত্র=পাত্রমাত্র ; কেবল জল=জলমাত্র ; অন্য গ্রাম=গ্রামান্তর ; অন্য দেশ=দেশান্তর।

[ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাখার সুবিধার জন্য অপর পৃষ্ঠায় সমাসের একটি তালিকা করে দেওয়া হ'ল।]

(৬৩) **সমাসান্ত**ঃ কতকগুলি সমাসের সমস্তপদের অন্তে পরসর্গের মত—ক, —ই, —উ ইত্যাদি যুক্ত হয়, অথচ ব্যাস বাক্যের সমস্যমানপদে এগুলির কোন চিহ্নই থাকে না। সমাসের অন্তে পরসর্গজাতীয় এই —ইকার, —উকার, —ক-কার ইত্যাদি যুক্ত অংশকে সমাসান্ত বলা হয়। উদাহরণ :—

নদী মাতা দেশ যাহার—নদীমাতৃক ; সাহিত্য করেন যিনি—সাহিত্যিক ; লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ—লাঠালাঠি ; ধাক্কায় ধাক্কায় যে দ্বন্দ্ব—ধাক্কাধাক্কি ; কষ্ট সহ্য করে যে—কষ্টসহিষ্ণু।


সমাস-এর শ্রেণী-উপশ্রেণী বিভাগ
দ্বিগু (সমাহার)
কর্মধারয়
বহুব্রীহি
তৎপুরুষ
দ্বন্দ্ব
অব্যয়ীভাব
নিত্য সমাস
উপমান
উপমিত
রূপক
মধ্যপদলোপী
ইতরেতর
সমাহার
অলুক
উপপদ
প্রাদি
নঞ
অলুক
একদেশী
বিভক্তি
দ্বিতীয়া
তৃতীয়া
চতুর্থী
পঞ্চমী
ষষ্ঠী
সপ্তমী
সমানাধিকরণ
ব্যধিকরণ
ব্যতীহার
অলুক
নঞ
মধ্যপদলোপী
উপমানগর্ভ

(ঙ) **শব্দ ও পদ প্রকরণগত :**

(৬৪) **প্রকৃতি ও প্রত্যয় :** একটি শব্দ বা পদকে বিশ্লেষণ করলে দুটি অংশ পাওয়া যায়—একটি তার মূল বা প্রথমাংশ এবং অন্যটি মূলের সঙ্গে যুক্তাংশ বা দ্বিতীয় অংশ। প্রথমটিকে বলা হয় প্রকৃতি এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় প্রত্যয়। শব্দ বা পদের মূল বা প্রথম অংশটিকে যদি আর বিশ্লেষণ করে ভাঙা না যায় তবেই তাকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি দু'প্রকারের- নাম-প্রকৃতি এবং ধাতু-প্রকৃতি। নাম-প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে হয় নামপদ এবং ধাতুপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত করে হয় ক্রিয়াপদ। প্রত্যয় আবার পাঁচভাগে বিভক্ত—(১) বিভক্তি (i) শব্দ বিভক্তি ও (ii) ধাতু বিভক্তি), (২) স্ত্রী-প্রত্যয়, (৩) তদ্ধিত (৪) কৃৎ ও (৫) ধাত্বংশ। উদাহরণ—

রামের- রাম + এর ; পড়িবে—পড্ + ইবে ; হরিণী—হরিণ + ঈ ; সাহিত্যিক—সাহিত্য (সহিত + ষ্ণ্য) + ষ্ণিক্ ; পাক—পচ্ + ঘঞ ; হাসা—হস্ + ণিচ্ (= ই = আ)—রাম, পড্; হরিণ, সহিত, পচ্ ও হস্ হ'ল প্রকৃতি অংশ, এবং -এর (শব্দবিভক্তি), -ইবে (ধাতু বিভক্তি), ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়), ষ্ণ্য, ষ্ণিক্ (তদ্ধিত), ঘঞ (কৃৎ) ও ণিচ্ (ধাত্বংশ) হ'ল প্রত্যয় অংশ।

(৬৫) **বিভক্তি :** শব্দ বা পদের সঙ্গে যে অংশের দ্বারা সাধারণভাবে অর্থের বিভাগ করা হয়ে থাকে তাকে বিভক্তি বলা যেতে পারে। (i) বিভক্তিটির সাহায্যে যদি শব্দের সংখ্যা, কারক, অন্যান্য অর্থ ও রূপের বিভাগ ও পরিবর্তন করা যায় তবে তাকে শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি বলে। শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী। (ii) আর, সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে -ইত, -ইতাম, -ইতে প্রভৃতি যে অংশ যুক্ত হয়ে পুরুষ ও কালের বিভাগ করা যায় তাকে ধাতুবিভক্তি বলে। বিভক্তি যোগের ফলে নাম বা ধাতু পদে পরিণত হয়।

উদাহরণ :— i) গাছ্ + এ = গাছে ; কুঠার + দ্বারা = কুঠার দ্বারা ; আমি + কে = আমাকে ; (ii) কর্ + ইতেছে = করিতেছে ; খা + ইব = খাইব ; পড্ + ইতাম = পড়িতাম ইত্যাদি।

(৬৬) **স্ত্রী-প্রত্যয় :** পুংলিঙ্গ বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের সঙ্গে আ, ঈ, -আনী, -ইনী, ইকা প্রভৃতি যা যুক্ত করে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করা হয় তাকে স্ত্রী-প্রত্যয় বলে। দৃষ্টান্ত—

-আ — সুশীল + আ = সুশীলা ; চঞ্চল + আ = চঞ্চলা ; কোকিল + আ = কোকিলা ; সরল + আ = সরলা।

-ঈ— নবম + ঈ = নবমী ; স্নেহময় + ঈ = স্নেহময়ী ; নট + ঈ = নটী ; সূর্য + ঈ + আ = সূর্যা (সূর্যের স্ত্রী —দেবতা)। সূর্য্যী (সূর্যের স্ত্রী —মানবী)।

-আনী—ব্রহ্মা (ব্রহ্মণ শব্দ থেকে) + আনী = ব্রহ্মাণী (নিপাতনে সিদ্ধ), শূদ্র + আনী = শূদ্রাণী ; হিম + আনী = হিমানী।

-ইনী— সাপ + ইনী = সাপিনী ; চাতক + ইনী। ঈ = চাতকিনী, চাতকী। বন্দী + ইনী = বন্দিনী , পাগল + ঈ, ইনী = পাগলী, পাগলিনী।

-ইকা—বালক + ইকা = বালিকা ; লেখক + ইকা = লেখিকা ; পাচক + ইকা = পাচিকা , সেবক + ইকা = সেবিকা।

(৬৭) **তদ্ধিত ঃ** শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ করিলে অন্য একটি শব্দ গঠিত হয় তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত শব্দকে তদ্ধিতান্ত শব্দ এবং তদ্ধিতান্ত শব্দের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত পদকে তদ্ধিতান্ত পদ বলে। তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকারের —(i) সংস্কৃত, (ii) বাঙলা, এবং (iii) বিদেশী। দৃষ্টান্ত—

(i) সংস্কৃত তদ্ধিত—মনু + অঞ = মানুষ , কিশোর + অঞ = কৈশোর ; সভা + য = সভ্য , দিতি + ণ্য = দৈত্য , বাচ্ + গ্মিনি = বাগ্মিন্ , শিক্ষা + বুন (= অক্) = শিক্ষক।

(ii) বাঙলা তদ্ধিত —চাক + তি = চাকতি ; তামা + টে = তামাটে ; মাঠ + ও = মেঠো ; পঞ্চানন + উ = পঞ্চু ; গিন্নী + পনা = গিন্নীপনা।

(iii) বিদেশী তদ্ধিত —জমি + দার = জমিদার , সওদা + গর = সওদাগর ; নহবৎ + খানা = নহবৎখানা , গাড়ী + ওয়ান = গাড়োয়ান, গাড়ওয়ান ; বাবু + আনা = বাবুয়ানা।

(৬৮) **কৃৎ ঃ** ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। কৃৎ প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে কৃদন্ত শব্দ এবং কৃদন্ত শব্দের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত পদকে কৃদন্ত পদ বলে। কৃৎ প্রত্যয়ও তিন প্রকারের— (i) সংস্কৃত ; (ii) বাঙলা, এবং (iii) বিদেশী।

(i) সংস্কৃত কৃৎ—দা + তব্য = দাতব্য ; সহ্ + ইষ্ণু চ্ = সহিষ্ণু ; শস্ +

ক্যপ্ = শিষ্য ; কৃৎ + ণ্যৎ = কার্য ; ম্লা + ক্ত = ম্লান , স্মৃ + অনট = স্মরণ ; নী + ষ্ট্রন্ = নেত্র ।

(ii) বাঙলা কৃৎ—লাজ্ + উক = লাজুক ; ঝর্ + ণা = ঝরণা ; উঠ্ + তি = উঠতি ; মান্ + অত = মানত ; ঢাক + নি = ঢাকনি ।

(iii) বিদেশী কৃৎ—ডুব্ + উরি = ডুবুরি ; ধুন্ + উরি = ধুনুরি । গাহ্ + ইয়ে = গাহিয়ে , চড়্ + আও = চড়াও ; জান্ + অতা = জানতা । ইত্যাদি ।

(৬৯) **ধাত্বংশ :** একটি ধাতুর সঙ্গে যে অংশ (প্রত্যয়) যুক্ত করলে অন্য একটি ধাতু গঠিত হয় তাকে ধাত্বংশ বলে। ধাত্বংশযোগে একটি নামপদের বা আসল ক্রিয়াপদের ধাতুটি গঠিত হয়। যেমন :—

পা + সন্ = পিপাস (>পিপাসা), দেখ্ + ণিচ্ = দেখা (>দেখাইল ইত্যাদি) ; দীপ্ + যঙ্ = দেদীপ্য (>দেদীপ্যমান) ইত্যাদি উদাহরণে -সন্, -ণিচ্, -যঙ্ প্রভৃতি হল ধাত্বংশ ।

(৭০) **প্রাতিপাদিক ও ধাতু :** বিভক্তি-প্রত্যয়হীন যে শব্দের সঙ্গে বিভক্তি-প্রত্যয়াদি যোগ করে এক একটি বা প্রতিটি নামপদ গঠিত হয় তাঁকে প্রতিপাদিক বলে। যেমন,—বৃক্ষ, জল, নর, হাত, কর ইত্যাদি ।

যে শব্দের সঙ্গে (কাজ করা বোঝাতে) ধাতুবিভক্তি-প্রত্যয় যোগ করে একটি ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাকে ধাতু বলে। অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি সংযুক্ত হলে তবে ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়। যেমন,

দেখ্ + ইতেছে = দেখিতেছে ; চল্ + ইতেছি = চলিতেছি ; গম + অনট = গমন + করা = গমন করা , ইত্যাদি ।

(৭১) **রূঢ়শব্দ :** যে সব শব্দ একটি বিশেষ লোক প্রচলিত অর্থে (রূঢ়) পরিচিত, অর্থাৎ তাদের প্রকৃতি-প্রত্যয় নিষ্পন্ন কোন অর্থ না বুঝিয়ে লোক-প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত সেই সব শব্দকে রূঢ় শব্দ বলে। উদাহরণ—মানুষ, মুর্খ, জল, চন্দ্র, হস্তী, ইত্যাদি ।

[মনে রাখা উচিৎ রূঢ়ি শব্দ নয়—সমগ্র শব্দের শক্তিকে রূঢ়ি বলা হয়। অনেকেই ভুল করে 'রূঢ়ি শব্দ' কথাটি ব্যবহার করে থাকেন।]

(৭২) **যৌগিক শব্দ :** যে শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি যোগ করে গঠিত হয় এবং প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ করে, অথবা, যে শব্দ একাধিক শব্দযোগে গঠিত হয়ে একটি শব্দে পরিণত হয় তাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন—

(i) বিষ্ণু + অণ ('বিষ্ণু'র উপাসক বা ভক্ত অর্থে) = বৈষ্ণব ; দুহিতৃ + অঞ ('পুত্র' অর্থে) = দৌহিত্র ; পুষ্প + ইতচ ('উৎপন্ন' অর্থে) = পুষ্পিত ; মৃৎ + ময়ট ('প্রস্তুত' অর্থে) = মৃন্ময় ।

(ii) ঘি মিশ্রিত ভাত = ঘি ভাত ; পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ ; হিমের ন্যায় শীতল = হিমশীতল ; মায়ে ও ঝিয়ে = মায়েঝিয়ে ; শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী ।

(৭৩) **যোগরূঢ় শব্দ :** যে শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ না বুঝিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক এবং নতুন একটি অর্থ প্রকাশ করে তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যোগরূঢ় শব্দগুলিকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বললে ভুল বলা হয় না। দৃষ্টান্ত,—জলদ (জল দেয় যে—এই অর্থে প্রচলিত না হয়ে 'মেঘ' এই বিশেষ অর্থ বহন করছে) ; পঙ্কজ = (পঙ্কে জন্মে যা—এই অর্থে পঙ্কজাত কোন পদার্থকে না বুঝিয়ে কেবলমাত্র 'পদ্ম'কে বোঝায়) ; পানীয় (জল অর্থে) ; জলধর (মেঘ অর্থে) ; উদ্ভিদ (গাছপালা অর্থে) ; ইত্যাদি।

(৭৪) **মৌলিক শব্দ :** যে শব্দ কোন যোগের দ্বারা নিষ্পন্ন নয়, অর্থাৎ, প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা গঠিত নয়, কিংবা যে শব্দকে অর্থযুক্তভাবে কোন প্রকারে ভাঙা সম্ভব নয়—যে শব্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন—

হাত, পা, মুখ, কুলো, ঢেঁকি, কর ইত্যাদি।

(৭৫) **বিশেষ্য :** কোন কিছুর নাম বোঝালে অথবা গুণ, অবস্থা, ভাব প্রভৃতির দ্বারা যাকে বিশেষ করে দেখানো হয় বা বলা হয় তাকে বিশেষ্যপদ বলে। বিশেষ্য সাত প্রকারের—(i) ব্যক্তিবাচক বা সংজ্ঞাবাচক—যেমন, বেল-ফুল, চন্দননগর, গঙ্গারাম, রামমোহন ইত্যাদি ; (ii) জাতিবাচক—যেমন, কুকুর, গরু, মানুষ, পাখী, হাতী ইত্যাদি ; (iii) সমষ্টিবাচক—সমিতি, সমাজ, শ্রেণী বা ক্লাশ, ঝাঁক, সৈন্যদল ; (iv) গুণবাচক—দয়া, স্নেহ, মমতা, সাধুতা, কৃপণতা ইত্যাদি ; (v) ভাববাচক—কৈশোর, দারিদ্র্য, যৌবন, দুর্ভিক্ষ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি ; (vi) বস্তুবাচক—সোনা, রূপা, তেল, জল, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ; (vii) ক্রিয়াবাচক—ভোজন, শয়ন, গমন, পতন, উত্থান।

(৭৬) **বিশেষণ-রূপী বিশেষ্য :** বিশেষণের ধর্ম হ'ল, কোন কিছুর দোষ-গুণ বা অবস্থাটিকে স্পষ্ট করে তোলা। কখনও কখনও বিশেষ্যপদকে

আমরা বিশেষণের ন্যায় ক্রিয়া করতে দেখি। **স্বরূপতঃ বিশেষ্যপদ হয়েও যখন কোন বিশেষ্যপদকে বিশেষণ পদের** মত ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বিশেষণ রূপী বিশেষ্য বা বিশেষ্যের বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ বলা যায়। দৃষ্টান্ত—

(i) **সমূহ** বিপদ। (ii) **অন্ধকার** ঘরে সে একা চুপ করে বসে ছিল। (iii) **আনন্দ** যজ্ঞে আমাদের কোন স্থান নেই। (iv) **জীবন** সাধনায় তিনি জয়ী।

(৭৭) **বিশেষণ :** যে পদ কোন বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া অথবা ক্রিয়া-বিশেষণ পদের দোষ, গুণ, ভাব বা অবস্থা বিশেষভাবে জানিয়ে দেয় বা উক্ত পদগুলির স্বরূপ পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তোলে তাকে বিশেষণ পদ বলে। উদাহরণ—

মনোরম প্রভাত ; **গুমোট** গরম ; **সুন্দর** দৃশ্য ; **কোমল** পল্লব।

বিশেষণকে নিম্নলিখিত প্রধান কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :—

(i) বিশেষ্যের বিশেষণ বা নাম বিশেষণ ; বিধেয় বিশেষণ ; (iii) বিশেষণের বিশেষণ ; (iv) ক্রিয়াবিশেষণ ; (v) ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ ; (vi) একপদাত্মক বিশেষণ ; (vii) যৌগিক বিশেষণ, (viii) বাক্যময় বা বাক্যাত্মক বিশেষণ ; (ix) বিশেষ্যরূপী বিশেষণ ; (x) সম্বন্ধ-বাচক বিশেষণ।

(৭৮) **নাম বিশেষণ বা বিশেষ্যের বিশেষণ :** বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে যে পদ ঐ পদের স্বরূপ ব্যক্ত করে অথবা বিশেষ্যপদটির দোষ গুণ অবস্থা ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষ্যের বিশেষণ বা নাম বিশেষণ বা সাধারণ বিশেষণ পদ বলে। যথা :—

গরম কাপড় ; **ঠাণ্ডা** জল ; **স্নিগ্ধ** বাতাস ; **মিষ্ট** স্বর। ইত্যাদি।

(৭৯) **বিধেয় বিশেষণ :** বাক্যের দুটি অংশ—উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। যখন কোন বিশেষণ পদ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিশেষ্য পদের পূর্বে না বসে, পরে বিধেয় অংশে বসে উদ্দেশ্যস্থিত বিশেষ্য পদটিকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেয় তখন তাকে বিধেয় বিশেষণ বলে। যথা :—

ফুলটি **সুন্দর** ; জলটা **ঠাণ্ডা** ; দৃশ্যটি **মনোরম** ; নদীটি **শান্ত**। ইত্যাদি।

(৮০) **বিশেষণের বিশেষণ :** বিশেষণ-পদটি যদি আবার একটি

বিশেষণ পদকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে বা তার অর্থটি যদি আরও নির্দিষ্ট করে দেয় তবে সেই বিশেষণকে বিশেষণের বিশেষণ বলে। যথা :—

বড় ভাল ছেলে ; **খুব** মিষ্টি গন্ধ ; **বেশ** শান্ত ছেলে ইত্যাদি।

(৮১) ***ক্রিয়া বিশেষণ*** : ক্রিয়াপদের পুর্বে সাধারণতঃ কোন বিশেষণ পদ বসে যদি ক্রিয়ার কার্যের অবস্থা বা ভাবটি নির্দিষ্ট করে বা ক্রিয়ার কার্যটিকে যদি বিশেষিত করে তবে সেই বিশেষণকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন,—

আস্তে বল, **জোরে** চেঁচিও না ; **ধীরে** চল ; **ভাল** বলে। ইত্যাদি।

(৮২) **ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ** : কখনও কখনও ক্রিয়াবিশেষণটিকে আরও বেশী স্পষ্ট করবার জন্যে বা তার অর্থটি আরও বেশী নির্দিষ্ট করতে যে পদ ব্যবহার করা হয় তাকে ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ বলে। যেমন—

আরও আস্তে বল ; **বেশী** জোরে চেঁচিও না, ও **বড্ড** ধীরে চলে, **খুব** ভাল বলতে পারেন তিনি। ইত্যাদি।

(৮৩) **একপদাত্মক বিশেষণ :** বিশেষণ পদটি যদি একটিমাত্র পদের দ্বারা গঠিত হয় অর্থাৎ যদি মৌলিক হয়, যাকে বিশ্লেষণ করলে আর অন্য পদ পাওয়া যাবে না সেই বিশেষণকে একপদাত্মক বিশেষণ পদ বলে। যথা—

বিশাল সমুদ্র ; **বিরাট** বাড়ী, **লম্বা** দড়ি ; **ছোট্ট** বাটী ইত্যাদি।

(৮৪) **যৌগিক বিশেষণ** : একাধিক পদের সমবায়ে যদি একটি বিশেষণ পদ গঠিত হয় এবং তা কোন বিষয়ের দোষ-গুণ-ভাব বা অবস্থা প্রকাশ করে তবে সেই বিশেষণ পদকে যৌগিক বিশেষণ পদ বলে। যেমন—

(i) '**দশানন জয়ী** রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।' (ii) **কুসুম-সুবাসিত** কানন। (iii) **দশগজী** কাপড়। (iv) **তুষারমৌলি** হিমালয়।

(৮৫) **বাক্যাত্মক বা বাক্যময় বিশেষণ** : কখনও কখনও এক সঙ্গে অনেকগুলি পদ মিলে একটি উপবাক্যের মত (ইংরেজী phrase-এর মত কিছুটা) হয়ে কোন বিশেষ্য পদের পুর্বে বসে যদি সেই পদের বিশিষ্টতা বুঝিয়ে দেয় তবে সংযুক্ত সেই পদময় বিশেষণটিকে বাক্যাত্মক বা বাক্যময় বিশেষণ বলা হয়। উদাহরণ—

(i) **নাম-না-জানা** দেশ। (ii) **অপরিচয়ের-সঙ্কোচ-লাগা** আড়ষ্টতা। (iii) **পাওয়া-না পাওয়ার** সংশয়ে তার মনটা।

(৮৬) **বিশেষ্যরূপী বিশেষণ** : অনেক সময় বিশেষণকে বাক্যের

কর্তৃপদরূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়—বিশেষ্যপদটিকে অনুক্ত রেখে বিশেষণ পদটিকেই বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। একেই বিশেষ্যরূপী বিশেষণ বলা হয়। যথা:—

(i) **পণ্ডিত** মাত্রেই একথা স্বীকার করবেন। (ii) **ক্ষুদ্রের** মনেই যত নীচ সন্দেহ দেখা দেয়। (iii) **মোটাদের** গরমে বড্ড অসুবিধে।

(৮৭) **সম্বন্ধবাচক বিশেষণ:** আমরা কখনও কখনও সম্বন্ধপদকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করে থাকি। সম্বন্ধপদ যদি বিশেষ্য হয়, তবে তা বিশেষণের মতই কাজ করে। তখন তাকে সম্বন্ধবাচক বিশেষণ বলে। যেমন,—

(i) **কাগজের** মলাট; (ii) **সোনার** দুল; (iii) **হীরের** আংটি; (iv) **ক্ষীরের** ছাঁচ; (v) '**বনের** পাখী বলে **খাঁচার** পাখীটিরে'।

(৮৯) **বিশেষণের তারতম্য:** উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে দুই বা বহুর মধ্যে যদি তুলনা করা বোঝায় তবে মূল বিশেষণ পদের সঙ্গে তর বা ঈয়স (দুই-এর মধ্যে তুলনায়) এবং তম বা ইষ্ঠ (বহুর মধ্যে তুলনায়) প্রত্যয় করে অর্থের তারতম্য করা হয়। একেই বিশেষণের তারতম্য বলা হয়। উদাহরণ—

বিশেষণ	তর/ঈয়স যোগে	তম/ইষ্ঠ যোগে
মহৎ	মহত্তর	মহত্তম
ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্রতর	ক্ষুদ্রতম
নিম্ন	নিম্নতর	নিম্নতম
দীর্ঘ	দীর্ঘতর	দীর্ঘতম
বহু	ভূয়ান	ভূয়িষ্ঠ
প্রশস্য	শ্রেয়ান, জ্যায়ান	শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ
যুবা	যবীয়ান, কনীয়ান	যবিষ্ঠ, কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	বর্ষীয়ান, জ্যায়ান	বর্ষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ

[যেখানে তর-তম, ঈয়স-ইষ্ঠ প্রত্যয় হয় না সেখানে বিশেষণের তারতম্য বোঝাতে কম, বেশী, ঢের, আরো, অধিক (দু'য়ের মধ্যে তুলনায়) এবং সবচেয়ে, সর্বাপেক্ষা ইত্যাদি (বহুর মধ্যে তুলনায়) ব্যবহৃত হয়।]

(৮৯) **সর্বনাম:** সর্বনাম অর্থাৎ সকল নাম বা বিশেষ্যপদের পরিবর্তে যে পদ আমরা ব্যবহার করি তাকে সর্বনাম পদ বলা হয়। সর্বনাম প্রধানতঃ

সাত প্রকারের—(i) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবোধক; (ii) সংযোগাত্মক বা সম্বন্ধসূচক; (iii) নির্দেশক; (iv) সাফল্যবাচক বা সমষ্টিসূচক; (v) প্রশ্নবোধক; (vi) অনিশ্চয়াত্মক; (vii) আত্মার্থক।

উদাহরণ:—(i) আমি, তুমি, সে, তিনি ইত্যাদি। (ii) (সে)-যে, (তিনি)-যিনি, (তাহা)-যাহা ইত্যাদি। (iii) ইনি, ইহা, উনি, ও ইত্যাদি। (iv) সকল, সব, উভয় ইত্যাদি। (v) কে, কেন, কি, ইত্যাদি। (vi) কেউ, কিছু ইত্যাদি। (vii) নিজ, আপনি, আপন।

(২০) **নিরপেক্ষ সর্বনাম:** সর্বনাম পদটি যদি বিশেষ্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে নিজ অর্থেই বাক্যে ব্যবহৃত হয় তবে সেই সর্বনামকে নিরপেক্ষ সর্বনাম পদ বলে। যথা:—(i) **আমি** এ কাজ অনায়াসেই করতে পারি। (ii) **তুমি** যাবে নাকি? (iii) **আপনি** আমাদের বাড়ী আসবেন। (iv) **কে** ডাকছে তোমায়। ইত্যাদি।

(২১) **সাপেক্ষ সর্বনাম:** সর্বনাম পদটি যদি নিজ অর্থে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে না পারে, সর্বদা একটি বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বা বিশেষ্য পদের ওপর নির্ভর করে বাক্যে স্থান লাভ করে তবে তাকে সাপেক্ষ সর্বনাম পদ বলে। যথা—

(i) পিতা মাতার কথা শুনবে। **তাঁরা** সর্বদাই তোমাদের মঙ্গল কামনা করেন। (ii) বিদ্যাসাগর মহাশয় তেজস্বী ছিলেন। **তিনি** কখনও অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াতেন না॥ (iv) বেলফুল দেখতে সাদা। **এর** গন্ধ অতি সুন্দর।

(২২) **নিত্য সম্বন্ধী সর্বনাম:** কতকগুলি সর্বনাম আছে যেগুলি নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে যুগ্মভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এই যুগ্ম সর্বনামগুলিকে নিত্য সম্বন্ধী সর্বনাম বলে। যেমন—(i) **যে** চাইবে **সে** পাবে; (ii) '**যাহা** বাহান্ন, **তাহা** তিপ্পান্ন'; (iii) **যিনি** এ প্রশ্ন করেছেন, **তিনিই** এর জবাব দেবেন। ইত্যাদি।

(২৩) **সর্বনামীয় বিশেষণ:** কোন সর্বনাম পদ যদি কোন বিশেষ্য বা অপর কোন সর্বনামের পূর্বে বসে সেই পদটিকে বিশেষিত করে বা নির্দিষ্ট করে অর্থাৎ কোন সর্বনাম পদ যদি বিশেষণের ন্যায় কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পূর্বে বসে সেই পদটি বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেয় তবে, তাকে সর্বনামীয় বিশেষণ বলে। যেমন—

(i) **এই** বাড়ীতে আমি থাকি। (ii) **কোন্** গল্পটা বলব ? (iii) **সেই** সে দেশের রাজা। (iv) **কোন্** সে গাঁয়ের চাষী।

(২৪) **সর্বনামের বিশেষণ :** বিশেষণের কাজ হ'ল কোন পদের দোষ-গুণ-ভাব-অবস্থা বিশেষভাবে সূচিত করা। বিশেষণটি যদি কোন সর্বনাম পদের পূর্বে বসে তাকে বিশেষিত করে তবে সেই বিশেষণকে সর্বনামের বিশেষণ পদ বলে। যথা—

(i) **বোকা** তুই তাই ওই ভণ্ডটাকে বিশ্বাস করেছিস। (ii) **চালক** সে, ঠিক সময় মত পালিয়েছে। (iii) **বেশ** তুমি যাহোক, একবারও আর দেখা নেই।

(২৫) **মিশ্র সর্বনাম :** কোন বিশেষণ, অব্যয় বা কোন সর্বনাম পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে মিশ্র সর্বনাম বলে। যেমন—

(i) **কোন কিছু** করতে গেলেই ও বাধা দেয়। (ii) **আর কেউ** হলে তোমার মজা দেখাত। (iii) **কোন না কোন** দিন ধরা পড়বেই তুমি। ইত্যাদি।

(২৬) **অব্যয় :** যার ব্যয় নেই—এক কথায় তাকেই অব্যয় বলা যায়। যে পদ লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও বিভক্তিতে অপরিবর্তিত থাকে তাকে অব্যয় বলা হয়। উদাহরণ :—এবং, কিন্তু, যথা, পুনরায়, যেমন ইত্যাদি।

(২৭) **পদান্বয়ী অব্যয় :** যে অব্যয় পদ দুটি পদের মধ্যে বসে উভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ বা অন্বয় রক্ষা করে তাকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। ইংরাজীর Conjunction এবং Preposition জাতীয় শব্দগুলি বাংলায় পদান্বয়ী অব্যয় নামে খ্যাত। উদাহরণ :—(i) রামকৃষ্ণদেব **ও** বিদ্যাসাগরের একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। (ii) রাম **কিংবা** শ্যাম যে হোক এ কাজটা কর। (iii) রমেন **অথবা** শ্যামল সেখানে যেতে পার।

(২৮) **বাক্যান্বয়ী অব্যয় :** দুটি বাক্যের মধ্যে বসে যে অব্যয় পদ উভয়ের সংযোগ রক্ষা করে বা উভয় বাক্যের অন্বয় সাধন করে তাকে বাক্যান্বয়ী অব্যয় বলে। বাক্যান্বয়ী অব্যয়গুলি ইংরেজীর Conjunction জাতীয় শব্দ। উদাহরণ :—

(i) আমি তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম **কিন্তু** তুমি বাড়ী ছিলে না।

(ii) সে তোমার কথা শুনুক **নতুবা** তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দাও।

(iii) সন্ধ্যা হ'ল **এবং** আমরা পড়তে বসলাম।

(৯৯) **সমুচ্চয়ী অব্যয়ঃ** পদান্বয়ী অব্যয়ের Preposition জাতীয় দ্বারা, জন্য, সহিত প্রভৃতি অব্যয়গুলি বাদে সকল পদান্বয়ী ও বাক্যান্বয়ী অব্যয়গুলিকে সমুচ্চয়ী অব্যয় নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণ—এবং, কিন্তু, ও, অথবা, নতুবা, যখন ইত্যাদি।

(১০০) **বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয়ঃ** অব্যয় পদগুলির মধ্যে কতকগুলি অব্যয় আছে যেগুলিতে সংস্কৃতের তৃতীয়া, পঞ্চমী এবং ক্বচিৎ সপ্তমী বিভক্তি অপরিবর্তিত এবং অবিকৃত ভাবে থেকে যায়; সেই অব্যয়গুলিকে বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় বলে। যেমন,—সহসা, দৈবাৎ, অকস্মাৎ, আদৌ ইত্যাদি।

(১০১) **অনন্বয়ী অব্যয়ঃ** যে অব্যয়পদগুলির কোন পদ বা বাক্যের সঙ্গে কোন অন্বয় বা সম্বন্ধ রক্ষা না করেও মনের কোন বিশেষ ভাব বা অবস্থা জ্ঞাপন করে তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন,—

(i) **উঃ** কী সাংঘাতিক দৃশ্য! (ii) ওঃ বড্ড গরম!

(iii) **আহা**! ছেলেটির কেউ নেই। (iv) **হুররে** আমরা জিতেছি।

(১০২) **বাক্যালঙ্কার অব্যয়ঃ** পদ আমরা ব্যবহার করে থাকি যেগুলি বাক্যের মধ্যে কোন সম্বন্ধ রক্ষার জন্যেও ব্যবহার করি না, অথবা মনের কোন ভাব বা অবস্থা প্রকাশের জন্যও ব্যবহৃত হয় না—বস্তুতঃ বাক্যে সেগুলির কোন প্রয়োজনই থাকে না, তথাপি বাক্যের গঠন বৈশিষ্ট্যে সেগুলি বাক্যের অলংকারের মত কাজ করে অর্থাৎ অলংকারের মত সেগুলি বাক্যের শোভা বা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। এই অব্যয়গুলিকে বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যথা :—

(i) **বলি,** শুনেছ খবরটা। (ii) বলছ **তো** জানি।

(iii) তা **বটে,** কিন্তু হবে কি। (iv) কি **যে** করি।

(১০৩) **ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ঃ** কতকগুলি অব্যয় পদ আছে যেগুলি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে কোন ধ্বনির অনুকরণ বা মনের কোন বিশেষ একটি অনুভূতিকে বোঝায়—এই অব্যয়গুলি ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা অনুকরণ অব্যয় বলে। যেমন :—ঝন্ঝন্, কন্কন্, টন্টন্, শন্শন্, ঝাঁ, ঝাঁ ইত্যাদি।

(১০৪) **নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়ঃ** কতকগুলি অব্যয় পদ বাক্যে যুগ্মভাবে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। সেই অব্যয়গুলিকে নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় বলে। যেমন, যদি-তথাপি; যেমন-তেমন; যখন-তখন, যথা-তথা ইত্যাদি।

[এ ছাড়াও অব্যয়ের আরও কতকগুলি বিভাগ করা যায় অবশ্য—যেমন, সংযোজক, বিয়োজক, হেতুবোধক ইত্যাদি—কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধাত্মক (পদান্বয়ী ও বাক্যান্বয়ী) বা ভাবাত্মক অব্যয়েরই পর্যায়ভুক্ত।]

(১০৫) **উপসর্গ:** প্র, পরা, অপ, সম, অনু , অব, নির্ ইত্যাদি কুড়িটি অব্যয় আছে যেগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধাতুর আদিতে যুক্ত হয়ে মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, আবার কখনও বা অর্থগত পরিবর্তন না করে শব্দটিকে শুধুই শ্রুতিমধুর বা গাম্ভীর্যপূর্ণ করে। এই অব্যয়গুলিকে উপসর্গ বলা হয়। উপসর্গ অন্যান্য অব্যয়ের মত পৃথক বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। যেমন,—

(i) 'স্থা' ধাতুর অর্থ 'থাকা'; কিন্তু 'উৎ' পূর্বক 'স্থা'-ধাতুর অর্থ ওঠা—

উৎ-স্থা + অনট = উত্থান

(ii) 'হৃ' ধাতুর অর্থ 'হরণ করা', কিন্তু 'উপ' উপসর্গ যোগে অর্থ হয় প্রীতির বশবর্তী হয়ে কিছু দান করা। যথা—উ-হৃ + ঘঞ = উপহার।

(iii) কিন্তু 'অপ' উপসর্গ যোগে 'হৃ' ধাতুর অর্থ পরিবর্তিত না হয়ে শব্দটিকে অলংকৃত করে মাত্র—অপ-হৃ + অনট = অপহরণ। তেমনি—(iv) 'ত্যজ' ধাতু = ত্যাগ করা; পরি-ত্যজ + ঘঞ = পরিত্যাগ (একই অর্থ)।

(১০৬) **অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়:** নাম শব্দের (বিশেষ্য—বিশেষণ—সর্বনাম) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে কতকগুলি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয় যেগুলি ঐ শব্দের বিভক্তি বা বিভক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নাম শব্দের পরে যুক্ত এই অব্যয়গুলিকে অনুসর্গ, পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি নামশব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়। যথা :—

(i) তোমার **সহিত** আমার ঝগড়া। (ii) ওর **দ্বারা** কোন কাজ হবে না।

(iii) সকলের **তরে** সকলে আমরা। (iv) আমার **জন্য** কোন ভাবনা নেই।

(১০৭) **সিদ্ধ ধাতু:** যে ধাতুকে অর্থ অক্ষুন্ন রেখে কোনক্রমেই ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না, যে ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ বা মৌলিক তাকে সিদ্ধ ধাতু বা মৌলিক ধাতু বলে। যথা—কর্, দেখ্, যা, চল্, শুন্ ইত্যাদি।

(১০৮) **সাধিত ধাতু:** সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে অথবা নাম বা শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়যোগ করে যদি অন্য একটি ধাতু গঠন করা হয়, অর্থাৎ যে ধাতু বিশ্লেষণ

করলে প্রকৃতি এবং প্রত্যয় পাওয়া যায় তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন :—

দেখ্ + আ = দেখা ; বল্ + আ = বলা ; যা + আ = যাওয়া ইত্যাদি।

(১০৯) **মিশ্র বা সংযোগমূলক ধাতু :** বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের সঙ্গে কর্, পা, দে, যা প্রভৃতি ধাতু যুক্ত করে একটি ধাতু যদি নিষ্পন্ন হয় তবে সেই ধাতুকে মিশ্র ধাতু বা সংযোগমূলক ধাতু বলে। মিশ্র ধাতু বা সংযোগমূলক ধাতুর সঙ্গে ধাতুবিভক্তি যোগ করে মিশ্র ক্রিয়া বা সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যথা :—ভোজন + কর্ = ভোজন কর্ + ইল/ইতেছে/ইলাম = ভোজন করিল | করিতেছে | করিলাম ; ভিক্ষা + দে + ইবে - ভিক্ষা দিবে ; শান্তি + পা + ইল = শান্তি পাইল। ইত্যাদি।

(১১০) **যৌগিক ধাতু বা সংযোগমূলক ধাতু :** একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে পড়্, যা, ফেল্, দা, পা ইত্যাদি ধাতু যোগে নিষ্পন্ন ধাতুকে যৌগিক ধাতু বা সংযোগমূলক ধাতু বলে। অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে যে ধাতুটি সংযুক্ত হচ্ছে সেটি ধাতুবিভক্তি যোগে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত হলে তখন সামগ্রিকভাবে পদটির নাম যৌগিক ক্রিয়া বা সংযোগমূলক ক্রিয়া হয়। যথা :—

বসিয়া + পড়্ = বসিয়া পড়্ ; চলিয়া + যা = চলিয়া যা (= /গেল্) ; কাঁদিয়া + ফেল্ = কাঁদিয়া ফেল্ ; ফেলিয়া + দা = ফেলিয়া দা ইত্যাদি যৌগিক ধাতু—এর সঙ্গে ধাতু বিভক্তি যোগ করে পাওয়া যাবে—বসিয়া পড়্ + ইল ইত্যাদি = বসিয়া পড়িল ইত্যাদি ; চলিয়া যা + ইল ইত্যাদি = চলিয়া যাইল/গেল ইত্যাদি ; কাঁদিয়া ফেল্ + ইল ইত্যাদি = কাঁদিয়া ফেলিল ; ফেলিয়া দা + ইল ইত্যাদি = ফেলিয়া দিল ইত্যাদি।

[মিশ্র এবং যৌগিক উভয় ধাতুকেই একসঙ্গে সংযোগমূলক ধাতু বলা হয়]

(১১১) **ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু :** অন্যকে কার্যে প্রেরণা দিতে বা চালিত করতে সংস্কৃতে ণিচ্ প্রত্যয় যোগে যে ধাতু নিষ্পন্ন হয় তাকে ণিজন্ত ধাতু বলে। বাঙলায়, সিদ্ধ ধাতুর উত্তর আ বা ওয়া প্রত্যয় যোগ করে যে সাধিত ধাতু নিষ্পন্ন হয়, তা যদি অন্যকে কার্যে প্রেরিত করে বা প্রযোজিত করে অর্থাৎ ক্রিয়াটি যদি কর্তার দ্বারা সম্পাদিত না হয়ে অন্যের দ্বারা চালিত হয় তবে সেই ক্রিয়ার ধাতুটিকে ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু বলে। ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতুর উত্তর ধাতু বিভক্তি বা প্রত্যয়াদি যোগ করে ণিজন্ত ধা

প্রযোজক ক্রিয়া গঠিত হয়। একে প্রেরণার্থক ক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ :—

কর্ + আ (ণিচ্) = করা ; দেখ্ + আ = দেখা ; খা + ওয়া = খাওয়া ; শুন্ + আ = শোনা ইত্যাদি ণিজন্ত ধাতু। এর সঙ্গে -ইতেছে,-ইল,-ইলাম,-ইতেছ ইত্যাদি ধাতু বিভক্তি সংযুক্ত করে ণিজন্ত ক্রিয়া পাওয়া যায় :—

করা + ইতেছে = করাইতেছে ; দেখা + ইতেছি = দেখাইতেছি ; খাওয়া + ইব = খাওয়াইব ; শোনা + ইলাম = শোনাইলাম (বাক্যে—তার নিজের কানে কথাটা শোনালাম) ইত্যাদি।

(১১২) **সনন্ত ধাতু :** সিদ্ধ ধাতুর উত্তর সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতির অনুকরণে ইচ্ছার্থে সন্ (স) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে সনন্ত ধাতু বলে। । 'সন্' অন্তে থাকে তাই সনন্ত নাম হয়েছে। সনন্ত ধাতুর সঙ্গে 'অ' প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্যপদ এবং 'উ' প্রত্যয় সংযোগে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। উদাহরণ—

পা + সন্ = পিপাস্ + অ/উ = পিপাসা/পিপাসু।

জ্ঞা + সন্ = জিজ্ঞাস্ + অ/উ = জিজ্ঞাসা/জিজ্ঞাসু।

জি + সন্ = জিগীষ্ + অ/উ = জিগীষা/জিগীষু।

(১১৩) **যঙন্ত ধাতু :** সিদ্ধ ধাতুর উত্তর সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুসারে পুনঃ পুনঃ অথবা অতিশয় অর্থে যঙ (য) প্রত্যয় যুক্ত করে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে যঙন্ত ধাতু বলে। 'যঙ্' অন্তে থাকে সেইজন্য যঙন্ত বলা হয়ে থাকে। বাঙলায় এই ধাতুর সচরাচর কোন ব্যবহার নেই, তবে কতকগুলি যঙন্ত ধাতুর উত্তর 'শানচ' প্রত্যয়ের 'মান' যোগ করে বিশেষণ রূপে প্রচলন আছে। যথা :—

রুদ্ + যঙ্ = রোরুদ্য + শানচ্ (= মান) = রোরুদ্যমান।

জ্বল্ + যঙ্ = জাজ্বল্য + শানচ্ (= মান) = জাজ্বল্যমান।

দীপ্ + যঙ্ = দেদীপ্য + শানচ্ (= মান) = দেদীপ্যমান।

(১১৪) **কর্মবাচ্যের ধাতু :** যে বাচ্যে কর্মের প্রাধান্য এবং ক্রিয়াটি কর্তৃপদরূপী কর্মের অধীন হয় তাকে কর্মবাচ্য বলা হয়। এই বাচ্যের ক্রিয়ার মূল যে ধাতুটি, সেটি সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। একেই কর্মবাচ্যের ধাতু বলে। যথা :—

জান্ + আ = জানা—ওকে এ কথায় জানায় না।

দেখ্‌+আ=দেখা—নীল পোশাকে ফর্সাদের সুন্দর দেখায়।

মান্‌+আ=মানা—বাঃ তোমায় তো বেশ মানিয়েছে।

(১১৫) **নামধাতু:** নাম শব্দ বা বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের সঙ্গে 'আ', -'ইল',-'ইলা',-'ইতে', ইত্যাদি প্রত্যয় নিষ্পন্ন হয়ে যে ধাতুপদটি গঠিত হয় তাকে নাম ধাতু বলে। যেমন—

লতা+ইল=লতাইল, প্রণাম+ইতে=প্রণমিতে; উত্তর+ইলা =উত্তরিলা; চাবুক+আ = চাব্‌কা—বদ্‌মায়েসটাকে আচ্ছা করে চাব্‌কে দাও।

(১১৬) **ধ্বন্যাত্মক ধাতু:** (i) ধ্বনির অনুকরণকারী একাধিকবার ব্যবহৃত কতকগুলি অব্যয় শব্দের সঙ্গে, বা মনের বিশেষ ভাব বা অবস্থার অনুকরণ অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত অব্যয় শব্দের সঙ্গে কর্‌ ধাতু যোগে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলা হয়। (ii) অথবা, অনুকার ধ্বনির সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে ধ্বন্যাত্মক ধাতু বলে। উদাহরণ:—(i) কন্‌ কন্‌ কর্‌>কন্‌ কন্‌ করা; ঝন্‌ ঝন্‌ কর্‌; বন্‌ বন্‌ কর্‌; শন্‌ শন্‌ কর্‌ ইত্যাদি; (ii) হাঁচ্‌>হাঁচা; ফুক্‌>ফুকা (শিঙে ফোঁকা); তেমনি, গোঙা, চেঁচা, চিল্লা ইত্যাদি।

[(১) ণিজন্ত ধাতু, (২) সনন্ত ধাতু, (৩) যঙন্ত ধাতু, ; (৪) কর্মবাচ্যের ধাতু (৫) নামধাতু, এবং (৬) ধ্বন্যাত্মক ধাতু—এগুলি সবই সাধিত ধাতুর শ্রেণী বিভাগ মাত্র।]

(১১৭) **ক্রিয়া:** এক কথায় ক্রিয়া বলতে বোঝায়, যা দ্বারা কোন কিছু কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বা কর্তা যা করে তাই ক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে, ধাতুর সঙ্গে ধাতুবিভক্তি বা প্রত্যয়াদি যোগ করে যদি কোন কাজ করা বোঝায় তবে তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন—

খাওয়া, বসা, চলা, পড়া, ঘুমান ইত্যাদি।

(১১৮) **সমাপিকা ক্রিয়া:** কর্তা যে ক্রিয়াটি সম্পাদন করে তার অর্থ যদি সম্পূর্ণ হয় বা অসমাপ্ত না থাকে তবে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা—

সে **ঘুমাইয়াছে**; আমি সেখানে **গেসলাম**; তুমি **হাসিয়াছিলে**।

(১১৯) **অসমাপিকা ক্রিয়া:** বাক্য মধ্যে যদি এমন ক্রিয়া থাকে যার-দ্বারা অর্থটি সমাপ্ত হয় না বা অসম্পূর্ণ থাকে এবং যে ক্রিয়ার অসমাপ্ত বা

অসম্পূর্ণ অর্থকে সমাপ্ত করার জন্য অন্য ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন,—

ঘুমাইয়া পড়িলাম ; **বসিয়া** রহিল ; **চলিয়া** গেল ; **কাঁদিয়া** ফেলিল।

(১২০) **কর্তৃনিষ্ঠ ও অন্যাশ্রয়ী ক্রিয়া (অসমাপিকা):** ধাতুর সঙ্গে -'ইয়া' প্রত্যয় যোগ করে যে ক্রিয়াপদ পাওয়া যায় তাকে কর্তৃনিষ্ঠ অসমাপিকা ক্রিয়া বলে ; আর ধাতুর সঙ্গে -'ইলে' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ হয় তাকে অন্যাশ্রয়ী অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। কিন্তু -'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কর্তৃনিষ্ঠ ও অন্যাশ্রয়ী সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ —

-ইয়া—কাঁদিয়া ফেলিল ; শুইয়া পড়িল , ফেলিয়া দিল ; বলিয়া ফেল।

-ইলে—এ কাজ **করিলে** আমি আসিব না ; তাহার কথা **শুনিলে** বিপদ আসিবে।

-ইতে—ঘুমাইতে যাও ; আসিতে দাও ; খাইতে ভাল ; করিতে আনন্দ।

(১২১) **সকর্মক ক্রিয়া** (i) কতকগুলি ক্রিয়াপদ কোন প্রাণী বা বস্তুকে কেন্দ্র করে কাজটি সম্পাদন করে। এই কেন্দ্রিত প্রাণী বা বস্তুটিকে কর্ম বলা হয়। যে ক্রিয়াপদ কর্ম গ্রহণ করে কাজটি নিষ্পন্ন করে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। (ii) ক্রিয়াটিকে কখনও কখনও দুটি কর্ম গ্রহণ করতে দেখা যায়—তখন তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। উদাহরণ :—

(i) ভাত **খাও** ; বই **পড়** ; শিক্ষক মহাশয় অঙ্ক **শেখান** ; বাড়ীটি **দেখ**।

(ii) দরিদ্রকে ভিক্ষা **দাও** ; আমাকে বাড়ীটি **দেখাও** ; তিনি আমাকে ইংরাজী **পড়ান**। খাওয়া, দেওয়া, পড়ান, পড়া ইত্যাদি সকর্মক ক্রিয়া।

(১২২) **অকর্মক ক্রিয়া:** কতকগুলি ক্রিয়াপদ আছে যেগুলি কোন কর্ম গ্রহণ না করে সম্পাদিত হয়। এই ক্রিয়াপদগুলি অকর্মক ক্রিয়া নামে অভিহিত। যথা :—

শিশুটি **ঘুমাইতেছে** ; **কাঁদিও** না ; **হাসা** ভাল ; বাড়ী যাও ; ইত্যাদি যাওয়া, ঘুমান, কাঁদা, হাসা ইত্যাদি অকর্মক ক্রিয়া।

(১২৩) **অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মকত্ব:** সাধারণতঃ অকর্মক ক্রিয়ার কোন কর্ম থাকে না। কিন্তু কখনও কখনও অকর্মক ক্রিয়াকেও একটি কর্ম গ্রহণ করতে দেখা যায়। যখন অকর্মক ক্রিয়াটি ণিজন্ত ক্রিয়ায় পরিণত হয়, অথবা, যখন ঐ অকর্মক ক্রিয়ার ধাতু নিষ্পন্ন একটি বিশেষ্যপদ ঐ ক্রিয়ার

কর্মরূপে (সমধাতুজ কর্ম) বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মকত্ব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ :—

(i) ণিজন্ত—সবেতে ঘাড় **নেড়** না ; ওকে **কাঁদিও** না ; আমাকে **হাসাচ্ছ** কেন ? (ii) সমধাতুজ কর্ম থাকলে—কি ঘুম **ঘুমালাম** ; চোরটাকে কি মারটাই **মারল** ; এক দৌড় **দৌড়াও**।

(১২৪) **সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মকত্ব :** কখনও কখনও সকর্মক ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়ার মত বাক্যে ব্যবহার করা হয়। যখন (i) সকর্মক ক্রিয়াটির কোন কর্মের উল্লেখ থাকে না ; (ii) ক্রিয়াটি ভিন্ন অর্থ বহন করে, এবং (iii) উপসর্গ যোগে অর্থের পরিবর্তন ঘটে, তখন সকর্মক ক্রিয়া অকর্মক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। যথা :—

(i) কর্মের উল্লেখ থাকে না—প্যাঁচা দিনের আলোয় **দেখতে পায়** না। মন দিয়ে **পড়** তবে **শিখবে**। **খাও** তবে মোটা হবে। ইত্যাদি।

(ii) ভিন্ন অর্থ প্রকাশে—বাতাস **বহিতেছে** (বহ্ ধাতু যখন 'বহন করা' অর্থ বোঝায় তখন তা সকর্মক) ; জল **পড়িতেছে,** (পড় ধাতু যখন 'পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সকর্মক)।

(iii) উপসর্গ যোগে অর্থ পরিবর্তনে—তাহারা আনন্দে নদী তীরে **বিহার করিতেছিল**। ('হৃ' ধাতু=হরণ করা, অর্থে সকর্মক, কিন্তু 'বি' পূর্বক 'হৃ' ধাতু বিহার=ভ্রমণ করা অর্থে অকর্মক।)

কারুর **অপকার করো** না ('কৃ' ধাতু বা 'কর' ধাতু 'করা' অর্থে সকর্মক, কিন্তু 'অপ' বা 'উপ' পূর্বক কর্ ধাতু 'অপকার' বা 'উপকার' করা অর্থে অকর্মক।)

(১২৫) **অসম্পূর্ণ ক্রিয়া বা পঙ্গু ক্রিয়া :** বাংলায় কত কতকগুলি ধাতু আছে যেগুলির সম্পূর্ণ রূপ হয় না, তাদের রূপ সম্পূর্ণ করার জন্য অন্য ধাতুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এই ধাতুগুলি যখন ক্রিয়াপদে পরিণত হয় তখন তাকে অসম্পূর্ণ ক্রিয়া বা পঙ্গু ক্রিয়া বলে। যথা :—যা, আছ্, আস্ প্রভৃতি ধাতুগুলির ক্রিয়ারূপ অন্য ধাতুর সাহায্যে পূর্ণ করা হয়। 'যা' ধাতু 'গ' (=সংস্কৃতে 'গম') ধাতুর সাহায্যে, 'আছ' ধাতু 'থাক' ধাতুর সাহায্যে পূর্ণ হয়। আছ্>অতীতে—ছিল, থাকিত ; ভবিষ্যতে—থাকিবে ইত্যাদি। 'যা' ধাতু>গেল, যাইত (অতীত) ইত্যাদি।

নঞর্থক ধাতু—'নহ' ও অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু ক্রিয়া

(১২৬) **নঞর্থক ক্রিয়া :** না, নয়, নাই ইত্যাদি অর্থে 'ন' অব্যয় শব্দের সঙ্গে 'হ' ধাতুর সংযোগে 'নহ' ধাতুটি গঠিত হয়—একে নঞর্থক ধাতু বলে। এই ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে নঞর্থক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যেমন :—নহে, নহেন, নন, ইত্যাদি।

(১২৭) **ক্রিয়ার কাল :** অখণ্ড কালকে ক্রিয়ার সময়ের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিমিত করা হয়ে থাকে। ক্রিয়ার সাহায্যে সীমিত সময়ের এক একটি খণ্ড বা ভাগকে ক্রিয়ার কাল বলা হয়। এই কালকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—(১) অতীত, (২) বর্তমান, এবং (৩) ভবিষ্যৎ। যেমন—

(১) আমরা পুর্বে গরীব ছিলাম। (২) সে এখন পড়িতেছে। (৩) কাল আমি তোমার নিকট যাইব। ইত্যাদি।

(১২৮) **ঘটমান অতীত :** অতীত কালে কোন কাজ চলছিল এরূপ বোঝালে ঘটমান অতীত কাল হয়। এটি অতীত কালেরই একটি বিভাগ মাত্র। উদাহরণ :—

তখন ভীষ্মদেব গাইছিলেন। রাম ব্যাকরণ পড়িতেছিল।

(১২৯) **পুরাঘটিত অতীত :** যদি দুটি কাজ অতীতে হয়ে থাকে তার মধ্যে যে কাজটি অধিকতর পূর্বে ঘটেছে সেই ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত অতীত বলে। যেমন—ফটিকের মা আসার আগেই ফটিক মারা গেসল। স্টেশনে পৌঁছানর পুর্বেই ট্রেনটি ছেড়ে গেসল।

(১৩০) **নিত্যবৃত্ত অতীত :** অতীত কালে কোন কাজ নিয়মমত ঘটত—যে ক্রিয়ার কাল দ্বারা এরূপ বোঝা যায় তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত বলে। যেমন—আমি রোজ অঙ্ক কষতাম। বৃদ্ধটি আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসত। ইত্যাদি।

(১৩১) **ঐতিহাসিক বর্তমান :** অনেক সময় বহু অতীতের প্রসিদ্ধ কোন ঘটনাকে বলার সময় আমরা বর্তমান কালের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি। একেই ঐতিহাসিক বর্তমান বলে। যথা :—ভবভুতি 'উত্তর রামচরিত' রচনা করেন। পাল রাজাদের রাজত্বকালে বাঙলা দেশের প্রভুত উন্নতি হয়।

(১৩২) **ঘটমান বর্তমান :** বর্তমান কালে কোন ক্রিয়ার কাজ চলছে এরূপ বোঝালে ঘটমান বর্তমান কাল হয়। যথা :—ছেলেরা এখন খেলছে। বৃষ্টি পড়িতেছে।

(১৩৩) **পুরাঘটিত বর্তমান :** ক্রিয়ার কালটির দ্বারা যদি এরূপ বোঝায়

যায় যে, নিকট অতীতে কোন কাজ শেষ হলেও তার ফল এখনও বর্তমান আছে—তবে ক্রিয়ার সেই কাল বিভাগকে পুরাঘটিত বর্তমান বলে। যেমন—আমি একটি বই কিনিয়াছি। সে পড়া শেষ করিয়াছে।

(১৩৪) **অনুজ্ঞা বর্তমান :** বর্তমান কালের ক্রিয়াটির দ্বারা যদি আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, উপরোধ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায় তবে সেই ক্রিয়ার কালবিভাগকে অনুজ্ঞা বর্তমান বা বর্তমান অনুজ্ঞা বলে। যথা :—আমার জন্যে এক গ্লাস জল আন। গুরুজনদের কথা মন দিয়ে শোন। ইত্যাদি।

(১৩৫) **ঘটমান ভবিষ্যৎ :** ভবিষ্যতে কোন ক্রিয়ার কাজ আরম্ভ হয়ে কিছুকাল পর্যন্ত চলবে এরূপ বোঝালে সেই ক্রিয়ার কাল বিভাগকে ঘটমান ভবিষ্যৎ বলে। যথা—কাল এতক্ষণে আমরা ট্রেনে যেতে থাকব। সে যখন পড়িতে থাকিবে তখন আমি লিখিতে থাকিব।

(১৩৬) **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ :** অতীতে কোন কাজ হয়ে গেছে এরূপ সন্দেহ বা সম্ভাবনার ভাব প্রকাশ করে যে ক্রিয়ার কালটি, তাকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বলে। যেমন—এ কথা তুমি কাড়ুকে বলে থাকবে। বইটা পন্টু ছিঁড়ে থাকবে।

(১৩৭) **ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞা :** ভবিষ্যতে কাউকে কোন কাজ করতে অনুরোধ, উপদেশ, আদেশ ইত্যাদি করা বোঝালে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞা হয়। যথা—কাল তুমি আমায় চিঠি লিখো কিন্তু। মনে করে তাকে গিয়ে আমার কথা বলবে। ইত্যাদি।

(১৩৮) **মৌলিক কাল :** যদি মূল ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় বা ধাতুবিভক্তি যোগ করলেই ক্রিয়াটি গঠিত হয় এবং ক্রিয়ার সময় বিভাগ জ্ঞাপন করে, অন্য কোনও ধাতুর সঙ্গে তার যোগ রাখার প্রয়োজন না হয় তবে সেই ক্রিয়ার কালকে মৌলিক কাল বা সরল কাল বলে। মৌলিক কাল বাঙলায় চারটি—সাধারণ অতীত ; নিত্যবৃত্ত অতীত ; সাধারণ বর্তমান, এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ। উদাহরণ :—

সাধারণ অতীত—করিল, হইল, বলিল, চলিল—ইত্যাদি।

নিত্যবৃত্ত অতীত—হইত, করিত, আসিত, বলিত—ইত্যাদি।

সাধারণ বর্তমান—করে, বসে, হাসে, পড়ে—ইত্যাদি।

সাধারণ ভবিষ্যৎ—আসিবে, শুনিবে, বলিবে—ইত্যাদি।

(১৩৯) **যৌগিক কাল বা মিশ্র কাল :** '-ইতে', '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছ' বা 'থাক্' যোগে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়ে সময়ের বিশেষ বিশেষ বিভাগকে জ্ঞাপন করে তাকে যৌগিক বা মিশ্র কাল বলে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের ঘটমান এবং পুরাঘটিত রূপগুলি যৌগিক কালের অধীন। যথা :—

ঘটমান অতীত—	বলিতে + আছিল = বলিতেছিল,
	কহিতে + আছিল = কহিতেছিল।
পুরাঘটিত অতীত—	বলিয়া + আছিল = বলিয়াছিল।
	শুনিয়া + আছিল = শুনিয়াছিল।
ঘটমান বর্তমান—	কহিতে + আছে = কহিতেছে ;
	চলিতে + আছে = চলিতেছে।
পুরাঘটিত বর্তমান—	ঘুমাইয়া + আছে = ঘুমাইয়াছে ;
	বলিয়া + আছে = বলিয়াছে।
ঘটমান ভবিষ্যৎ—	পড়িতে + থাকিব = পড়িতে থাকিব।
	করিতে + থাকিবে = করিতে থাকিবে
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—	করিয়া + থাকিবে = করিয়া থাকিবে।
	শুনিয়া + থাকিব = শুনিয়া থাকিব।

(১৪০) **সামীপ্য বর্তমান :** কোন কাজ সবেমাত্র শেষ হয়েছে বা হবে এরূপ বোঝালে ক্রিয়ার কালকে সামীপ্য বর্তমান বলে। যথা—

(i) আমার পড়া এক্ষুণি শেষ হবে।

(ii) এই মাত্র পড়ে উঠছি।

(১৪১) **কারক :** যে সকল পদ ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয়, অথবা, একটি বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে যে পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে তাকে কারক বলে। কারক প্রধানতঃ ছ' প্রকার :—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। 'সম্বন্ধ'কে ঠিক কারক বলা হয় না কারণ বাক্যস্থিত ক্রিয়ার সঙ্গে এর বিশেষ কোন সম্বন্ধ বা অন্বয় থাকে না। প্রত্যেকটি কারকের নিজস্ব এক একটি বিভক্তি আছে ; যেমন,—কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি ; কর্মে দ্বিতীয়া ; করণে তৃতীয়া ; সম্প্রদানে চতুর্থী ; অপাদানে পঞ্চমী, এবং অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি। এ ছাড়া সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং সম্বোধনে

প্রথমা বিভক্তি হয়। অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিটি কারকই আবার অন্যান্য বিভক্তিতেও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ :—

কর্তৃকারকে—**রাম** সুবোধ বালক। **দশরথ** অযোধ্যার রাজা ছিলেন।

কর্মকারক—ছাত্রটি **শিক্ষককে প্রশ্ন** জিজ্ঞাসা করিল। পিতা **পুত্রকে** ধমকাইলেন।

করণকারক—**কুঠার দ্বারা** বৃক্ষটি ছেদন কর। আমরা **হস্তদ্বারা** কার্য করি।

সম্প্রদানকারক—রাজা **ব্রাহ্মণকে** একটি গ্রাম দান করিলেন। **দরিদ্রকে** একটি পয়সা দাও।

অপাদানকারক—**গাছ থেকে** পাতা পড়ছে। **চাল থেকে** জল পড়ছে।

অধিকরণকারক—তিনি এখন **বাড়ীতে আছেন**। **আকাশে** চাঁদ উঠেছে।

সম্বন্ধ—এটি **আমার** বই। কাল **হরির** বাড়ী গেলাম।

সম্বোধন—হে **বালকগণ,** শ্রবণ কর। ওহে **রাম** কোথায় যাচ্ছ ?

(১৪২) **কর্তৃকারক বা কর্তৃপদ :** যার দ্বারা বাক্যের ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় তাকে কর্তৃপদ বলে। অর্থাৎ ক্রিয়াটি যে করে সেই কর্তা। কর্তৃপদে সাধারণতঃ প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়। প্রথমা বিভক্তির বিশেষ কোন চিহ্ন নেই, তাই এর বিভক্তিকে শূন্য বিভক্তিও বলা হয়। সাধারণতঃ কর্তৃপদটিতে 'অ' চিহ্ন যুক্ত থাকে। উদাহরণ—

শিক্ষক মহাশয় ছাত্রটিকে পড়াচ্ছেন। **আমি** কলকাতায় গেলাম।

(১৪৩) **অনুক্ত কর্তা :** কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করলে কর্তৃবাচ্যের কর্তাপদটি তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে কর্মবাচ্যে গৌণ হয়ে ব্যবহৃত হয়। এই তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত কর্তৃপদটিকেই সংস্কৃত রীতির অনুকরণে অনুক্ত কর্তা বলা হয়। যেমন—

ছাত্রটি **শিক্ষক কর্তৃক** তিরস্কৃত হইল। **সরকার কর্তৃক** এই নিয়মটি আরোপিত।

(১৪৪) **প্রযোজক কর্তা বা ণিজন্ত কর্তা :** যে কর্তা অন্যকে কর্মে প্রেরণা দেয় বা প্রযোজনা করে তাকে প্রযোজক কর্তা বা হেতু কর্তা বলে। যথা—

শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে অঙ্ক কষাইতেছেন। **মা** শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

(১৪৫) **প্রযোজ্য কর্তা**: প্রযোজক কর্তা যাকে কর্মে প্রেরণা দেয় বা যে কর্তা অন্যের দ্বারা কর্মে প্রযোজিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। প্রযোজ্য কর্তাটিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত থাকে এবং বাক্যে কর্মের স্থান গ্রহণ করে বলে একে প্রযোজক কর্মও বলা হয়। যথা:—

শিক্ষক মহাশয় **ছাত্রদিগকে** অঙ্ক কষাইতেছেন। মা **শিশুকে** দুধ খাওয়াচ্ছেন।

(১৪৬) **ব্যতীহার কর্তা**: সমজাতীয় দুটি বিশেষ্যপদ যখন একটি কোন ক্রিয়ায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত থাকে—ক্রিয়াটি সাধারণতঃ দ্বন্দ্ব, কলহ, তর্ক, মারামারি ইত্যাদি জাতীয়—তখন তাকে ব্যতীহার কর্তা বলে। এই কর্তৃপদ দুটিতে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত থাকে। দৃষ্টান্ত:—**রাজায় রাজায়** যুদ্ধ লেগেছে। **পণ্ডিতে পণ্ডিতে** তর্ক আরম্ভ হ'ল।

(১৪৭) **সমধাতুজ কর্তা**: বাক্যের ক্রিয়াটি যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন কর্তাটিও যদি সেই একই ধাতুসৃষ্ট হয় তবে সেই কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বলে। সমধাতুজ কর্তাটি অনেকখানি কর্মকর্তৃবাচ্যের লক্ষণাক্রান্ত। উদাহরণ—

সেদিন যে **ঘটনা** ঘটল তার জন্যে কেউ দায়ী নই আমরা। **বাজনা** বাজে।

(১৪৮) **নিরপেক্ষ কর্তা**: কোন বাক্যে যদি দুটি কর্তা থাকে, তার মধ্যে একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এবং অপরটি সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা—তবে অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাটিকে নিরপেক্ষ কর্তা বলা হয়। যেমন—

আমরা গেলে তিনি আসবেন। **সন্ধ্যা** হলে তারা বেড়াতে যাবে।

(১৪৯) **কর্ম**: বাক্যস্থিত ক্রিয়াটিকে 'কি' 'কিংবা' 'কাকে' (=কাহাকে) **অথবা উভয় দিয়েই** প্রশ্ন করলে যে বা যে-যে উত্তর পাওয়া যাবে তাকে বা তাদের কর্ম বলা হয়। অথবা যে বস্তু বা প্রাণীকে কেন্দ্র করে বাক্যের ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় তাকে কর্ম বলে। কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়। দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন, কে, রে (কবিতায় সাধারণত ব্যবহৃত হয়), দিগকে, গণকে ইত্যাদি।

মা **তোমাকে** ডাকছেন। ছেলেটি **ভাইটিকে** মারছে। সে **বই** পড়ছে।

(১৫০) **মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম**: কোন কোন ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে—তাদের একটিকে মুখ্য কর্ম এবং অপরটিকে গৌণ কর্ম বলে। বাক্যস্থিত

ক্রিয়াকে 'কি' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় তাকে মুখ্য কর্ম বলে। মুখ্য কর্মটি অপ্রাণীবাচক এবং এটিতে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্নটি যুক্ত থাকে না। বাক্যস্থিত ক্রিয়াটিকে 'কাকে' বা 'কাহাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি মেলে তাকে গৌণ কর্ম বলে। গৌণ কর্মটি হয় প্রাণীবাচক এবং এর সঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' চিহ্ন যুক্ত থাকে। উদাহরণ—

প্রভু **ভৃত্যটিকে** বাজার থেকে **চাল** কিনতে বললেন।

আমি **তাহাকে বইটি** দিলাম।

—'চাল' এবং 'বইটি' মুখ্য কর্ম ; 'ভৃত্যটিকে' এবং 'তাহাকে' গৌণকর্ম।

(১৫১) **সমধাতুজ কর্ম :** বাক্যস্থিত ক্রিয়াটি যে ধাতু থেকে উদ্ভূত কর্মটিও যদি সেই একই ধাতুজ হয় তবে তাকে সমধাতুজ বা সমধাতুক অথবা ধাত্বর্থক কর্ম বলে। সাধারণত ক্রিয়াটি অকর্মক হয় এবং ঐ ক্রিয়ার ধাতু নিষ্পন্ন কর্মটি ইংরাজীর cognate object এর বা অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মকত্বের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়। অবশ্য, বাঙলায় সকর্মক ক্রিয়ার ধাতু নিষ্পন্ন কর্ম ও ক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

আর মায়া **কান্না** কেঁদো না। কী **মারটাই** মারলে। বেশ এক **ঘুম** ঘুমালাম। কি **গান** গাইছ? ইত্যাদি।

(১৫২) **উক্ত কর্ম :** কর্তৃবাচ্যের কর্মপদটি কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত হওয়ার সময় প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়ে ঐ বাচ্যের কর্তৃপদের স্থান নেয়। সংস্কৃত রীতির অনুকরণে এই কর্মটিকে উক্ত কর্ম বলে। উদাহরণ—

রাম কর্তৃক **রাবণ** নিহত হয়। প্রভু কর্তৃক **ভৃত্যটি** তিরস্কৃত হইল।

(১৫৩) **অক্ষুণ্ণ কর্ম :** কোন কোন সকর্মক ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে। কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করার সময় একটি কর্ম উক্ত কর্মে রূপান্তরিত হয় এবং দ্বিতীয় কর্মটি অক্ষুণ্ণ বা অপরিবর্তিত রূপেই বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এই কর্মটিকে অক্ষুণ্ণ কর্ম, ইংরাজীতে retained object বলে। সাধারণতঃ গৌণ কর্মটিই অক্ষুণ্ণ থাকে। দৃষ্টান্ত—

আমাদিগকে উত্তরটি লিখিতে বলা হইল। **বালকটিকে** বইটি আনিতে বলা হইল।

১৫৪ **উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম :** অনেক সময় দেখা যায় যে ক্রিয়াটি একটি কর্মকে আশ্রয় করে কার্য সম্পাদন করলেও অর্থটি অসম্পূর্ণ থাকে, বাক্যের অর্থটিও অসমাপ্ত থাকে, এই কর্মটিকেই উদ্দেশ্য কর্ম বলে। উদ্দেশ্য কর্মের অর্থটিকে পরিপূর্ণতা দান করবার জন্য পরিপূরক হিসাবে যে

কর্মের বিধান করা হয় সেই কর্মটিকে বিধেয় কর্ম বলে। উদ্দেশ্য কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্নটি বর্তমান থাকে কিন্তু বিধেয় কর্মে এই চিহ্নটি লুপ্ত থাকে। উদাহরণ :—(i) ছাত্রেরা **প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে সভাপতি** করিল। (ii) সন্ন্যাসী ঠাকুর **লোহাকে সোনা** করতে পারে। (iii) তুমি **ধরাকে সরা** জ্ঞান কর দেখছি।

—'প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে', 'লোহাকে' এবং 'ধরাকে' উদ্দেশ্য কর্ম ; 'সভাপতি', 'সোনা' এবং 'সরা' বিধেয় কর্ম।

(১৫৫) **ভাববিশেষ্যের কর্ম :** ভাববাচ্যে মূল কর্তৃপদটিতে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করে কর্তৃপদটির ব্যবহার দেখা যায় এবং ঐ বাচ্যের ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদটিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত করে কর্ম রূপে ব্যবহার করা হয়। একেই ভাববিশেষ্যের কর্ম বলে। যথা :—

শিক্ষকদের উচিত **ছাত্রদের** সুশিক্ষা দেওয়া।

আশ্রিতকে রক্ষা করা মহতের ধর্ম।

(১৫৬) **করণকারক :** বাক্যের ক্রিয়াটি সম্পাদন করবার জন্য যার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন করে তাকে করণ কারক বলে। করণ কারকে সাধারণতঃ তৃতীয়া বিভক্তি। দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। উদাহরণ—**আমার দ্বারা** এ কাজ হবে না। **ছুরি দিয়ে** পেন্সিল কাটছে। আমরা **হাত দিয়ে** কাজ করি।

(১৫৭) **লক্ষণাত্মক করণ বা উপলক্ষণ :** যদি কোন লক্ষণ বা চিহ্নের সাহায্যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর বিষয় আমরা ধারণা করতে পারি, কিংবা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে জানতে পারি বিশেষ কোন লক্ষণের সাহায্যে তবে লক্ষণাত্মক করণকারক হয়। যে লক্ষণ বা গুণ বা চিহ্নের সাহায্যে ব্যক্তি বা বস্তুটি সূচিত হয় তার উত্তর সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত থাকে। যথা :—**জটায়** সাধু চেনা যায়। তিনি **গুণে** সরস্বতী।

(১৫৮) **সম্প্রদানকারক :** কোন স্বত্ব না রেখে কর্তা যাকে কোন কিছু একেবারে দান করে তাকে সম্প্রদানকারক বলে। সম্প্রদানকারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। চতুর্থীর চিহ্ন 'কে' 'জন্য' ইত্যাদি। যথা—**ব্রাহ্মণকে** বস্ত্র দাও। **ভিক্ষুককে** একটি পয়সা দাও।

(১৫৯) **অপাদানকারক :** ভীতি, গ্রহণ, প্রাপ্তি, বঞ্চিত হওয়া, ভ্রষ্ট হওয়া বা চ্যুত হওয়া ইত্যাদি অর্থে যা থেকে কর্তার ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়

তাকে অপাদান কারক বলে। অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। এই বিভক্তির চিহ্ন হ'ল –হইতে, থেকে, হতে ইত্যাদি। যথা :—**বৃক্ষ হইতে** চ্যুত ; বিলাত হইতে ফেরৎ।

(১৬০) **অধিকরণকারক :** ক্রিয়ার আধারকে অথবা কর্তা, যে কালে, যে অবস্থায়, যে স্থানে, কোন কিছু সম্পাদন করে তাকে অধিকরণকারক বলে। অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। এই বিভক্তির চিহ্ন এ, তে, মধ্যে, য় ইত্যাদি। যথা :—

পাতায় আলোর নাচন। **আকাশে** চাঁদ উঠেছে। **জলে** কুমীর থাকে।

(১৬১) **কালাধিকরণ :** কার্যের সঙ্গে সময়ের বা কালের একটি অন্বয় বা সম্বন্ধ যে কারকে রক্ষিত হয়, তাকে কালাধিকরণ বলে। কালাধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয় কালবাচক শব্দের উত্তর। যথা :—

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করা ভাল। **বৎসরে** একবার সে বাড়ী আসে।

(১৬২) **ভাবাধিকরণ :** একটি ক্রিয়ার কাল দ্বারা যদি একই বাক্যস্থিত অন্য একটি ক্রিয়ার কাল জানা যায় তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। সংস্কৃতে একেই ভাবে সপ্তমী বলে।

সূর্যোদয়ে ধরার বুকে আনন্দের সাড়া জাগল। তাহার **আগমনে** আমরা সকলে খুশী হইলাম।

(১৬৩) **সম্বন্ধপদ :** একটি বিশেষ্যপদের সঙ্গে যদি অন্য একটি বিশেষ্য পদের সম্বন্ধ বোঝান হয় তবে উভয়ের মধ্যে যেটি বিশেষণের অর্থ প্রকাশ করে তাকে সম্বন্ধপদ বলে। ক্রিয়ার সঙ্গে এর কোন অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে না বলেই একে কারকের মধ্যে গণ্য করা হয় না। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। উদাহরণ :—

গঙ্গার জল পবিত্র। **সরষের** তেল উপকারী। **গাছের** ডাল ভেঙে পড়ল।

(১৬৪) **সম্বোধনপদ :** বাক্যের বিশেষ্যপদটি দ্বারা যদি কাউকে সম্বোধন করা বা আহ্বান জানান হয় তবে সেই বিশেষ্যপদটিকে সম্বোধনপদ বলা হয়। সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। উদাহরণ :—

হে **বৎসগণ**! মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। **অই**, এখনও ঝগড়া করবে। ইত্যাদি।

(১৬৫) **কর্তৃবাচ্য :** ক্রিয়ার সাহায্যে কোন কিছু প্রধানভাবে বলতে পারাকেই ক্রিয়ার বাচ্য বলে। যে বাচ্যে কর্তৃপদটির সর্বময় কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়, এবং ক্রিয়াটি কর্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ, যে বাচ্যে কর্তাপদই প্রধান, ক্রিয়া তার অনুগামী সেই বাচ্যকে কর্তৃবাচ্য বলে। উদাহরণ :—

(i) বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তন করেন।

(ii) সে পড়তে বসেছে। (iii) আমরা ফুটবল খেলতে গেলাম।

(১৬৬) **কর্মবাচ্য :** যে বাচ্যে কর্মপদটিই প্রধান এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুযায়ী বা অনুগামী হয় তাকে কর্মবাচ্য বলে। কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি সকর্মক হলে তবেই কর্মবাচ্যে রূপান্তর সম্ভব। অতএব, যে বাচ্যে কর্তৃবাচ্যের কর্মপদটি প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়ে কর্তৃপদের স্থান গ্রহণ করে, ক্রিয়াটি কর্তৃপদরূপী কর্মপদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কর্তৃবাচ্যের কর্তৃপদটি তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে অপ্রধান স্থান নেয়, সেই বাচ্যকে কর্মবাচ্য বলে। যথা :—

(i) বিধবাবিবাহ প্রথা বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক প্রবর্তিত হয়।

(ii) শিশু কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হ'ল।

(iii) ওদের দ্বারা এ কাজ হবে না।

কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি যদি দ্বিকর্মক হয়, তবে সাধারণতঃ মুখ্য কর্মটি প্রথমা বিভক্তিযুক্ত হয়ে কর্তৃপদের স্থান নেয় এবং অপর কর্মটি (গৌণ) অক্ষুণ্ণ কর্ম রূপে থেকে যায়।

দৃষ্টান্ত—(i) শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল।

(ii) মাতা কর্তৃক ভিক্ষুকটিকে একটি বস্ত্র প্রদত্ত হইল।

কখনও কখনও কর্মবাচ্যের কর্তৃপদটিতে তৃতীয়া বিভক্তি না থেকে দ্বিতীয়া বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত—আমাকে এই কাজ করতে হবে।

(১৬৭) **ভাববাচ্য :** যে বাচ্যে ক্রিয়ার ভাব বা অর্থটাই প্রধান, কর্তা এবং কর্ম যে বাচ্যে অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে যায়, অর্থাৎ, যে বাচ্যে ক্রিয়া পদটি কর্তা বা কর্মপদকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই বাচ্যকে ভাববাচ্য বলে। কেবল অকর্মক ক্রিয়ার ভাববাচ্য হয়। এই বাচ্যে কর্তৃপদটিতে সাধারণতঃ ষষ্ঠী বিভক্তি থাকে তবে কখনও কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকে, আর, ক্রিয়াপদটি প্রথম পুরুষের এক বচনের রূপ গ্রহণ করে। দৃষ্টান্ত—

(i) মহাশয়ের এখন থাকা হয় কোথায়? (ii) তোমার যাওয়া হচ্ছে কোথায়? (iii) ওর এখানে থাকা হবে না। (iv) তোমাকে শুনতে হবে।

(১৬৮) **কর্মকর্তৃবাচ্য :** যে বাচ্যে কর্মপদটি কর্তৃপদ রূপে ব্যবহৃত হয় এবং সে-ই ক্রিয়াটি কর্তৃবাচ্যের কর্তৃপদের ন্যায় সম্পাদন করে তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। দৃষ্টান্ত—

(i) খুব সস্তায় বাজারে আম বিক্রী হচ্ছে।

(ii) কলসীটা ভেঙেছে।

(iii) সেতার বাজছে।

(১৬৯) **সরল বাক্য :** কয়েকটি পদ মিলিতভাবে যদি একটি অর্থ সম্পূর্ণ করতে পারে তবে তাকে বাক্য বলে। যে বাক্যে একটি কর্তা এবং একটি মাত্র প্রধান বা আসল ক্রিয়াপদ থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। সরল বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে। উদাহরণ—

ফুল ফোটে ; ছেলেরা সাঁতার দিতেছে , দুষ্ট লোকেরা সর্বদা অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। ইত্যাদি।

(১৭০) **জটিল বাক্য :** যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্য (একটি কর্তা এবং একটি মূল ক্রিয়া) থাকে এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য প্রধান বাক্যটির অধীনস্থ হয় তাকে বাংলায় জটিল বাক্য এবং ইংরাজীতে complex sentence বলে। দৃষ্টান্ত—

(i) যখন তারা একথা বলবে তখন আমরা যারা উপস্থিত থাকব, তার প্রতিবাদ করব। (ii) ... তুমি বেড়াতে না যাও, যেহেতু তোমার শরীর খারাপ, তবে তুমি আম... ই কাজটা করে রেখ।

'কিন্তু', 'অথবা' ইত্যাদি ... : যে বাক্যে একাধিক প্রধান বাক্য 'এবং' ... দ্বারা সংযুক্ত থাকে তাকে বাংলায় যৌগিক বাক্য এবং ইংরাজীতে compound ...tence বলে। দৃষ্টান্ত :—

(i) সন্ধ্যা ঘন হয়ে এল, ... ফে...ব দল ঘরে ফিরল, কিন্তু ভিখু তখন ঘরে ফিরল না। (ii) তুমি আমার ... অথবা আমি তোমার বাড়ী যাব কিন্তু তার আগে একটা খবর দিও।

(১৭২) **মিশ্র বাক্য :** যে বাক্য একাধিক প্রধান বাক্য এবং অপ্রধান বাক্য নিয়ে গঠিত হয়, অর্থাৎ যৌগিক এবং জটিল উভয় জাতীয় বাক্য দ্বারা গঠিত যে বাক্য, তাকে মিশ্র বাক্য বা mixed sentence বলা হয়। দৃষ্টান্ত—

(i) তারা, যারা এই সভায় উপস্থিত ছিল, প্রত্যেকেই এ বিষয়ে প্রতিবাদ

... এমন কিছুই গঠনমূলক কিছু বলে নি যাতে ... সন্তুষ্ট হবে।

... যদি তুমি অনুরোধ কর সে যাবে কিন্তু সে প্রসন্ন মনে যাবে না।

(খ) বিশদ পরিচয়ঃ দৃষ্টান্ত

(ক) বর্ণ প্রকরণ

(i) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণস্থান এবং উচ্চারণ অনুযায়ী নাম—

বর্ণ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ, ঃ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয়
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য়, শ	তালু	তালব্য
উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য
ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য
এ, ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠতালব্য
ও, ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য
[illegible]	মূর্ধা ও দন্তমূল	মূর্ধন্য ও দন্তমূলীয়
(অন্তঃস্থ)	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য

(ii) সন্ধি : স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি, বিসর্গসন্ধি—

স্বরসন্ধি :

(ক) সূত্র : [অ+অ=আ ; অ+আ=আ ; আ+অ=আ ; আ+আ=আ]

সূর্য+অস্ত=সূর্যাস্ত ; হিত+অহিত=হিতাহিত ; নর+অধম=নরাধম ; ক্ষুধা+অনল=ক্ষুধানল ; প্রাণ+অধিক=প্রাণাধিক।

কুশ + আসন = কুশাসন ; জল + আশয় = জলাশয় ; দেব + আলয় = দেবালয়।

শিক্ষা + অষ্টক = শিক্ষাষ্টক ; মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ ; গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার।

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় ; মহা + আশয় = মহাশয় ; মহা + আদর = মহাদর।

(খ) সূত্র : [ই + ই = ঈ ; ই + ঈ = ঈ ; ঈ + ই = ঈ ; ঈ + ঈ = ঈ]

রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র ; অতি + ইত = অতীত ; যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র ; অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট। প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা ; পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা ; গিরি + ঈশ = গিরীশ।

সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র , শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র ; মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র

মহী + ঈশ্বর = মহীশ্বর ; সতী + ঈশ = সতীশ ; শ্রী + ঈশ = শ্রীশ।

(গ) [উ + উ = ঊ ; উ + ঊ = ঊ ; ঊ + উ = ঊ ; ঊ + ঊ = ঊ]

তরু + উপরি = তরূপরি ; বিধু + উদয় = বিধূদয় ; কটু + উক্তি = কটূক্তি।

লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি ; তনু + ঊর্ধ্ব = তনূর্ধ্ব ; তরু + ঊর্ধ্ব = [illegible]

বধূ + উক্তি = বধূক্তি ; বধূ + উৎসব = বধূৎসব ; ভূ + উন্নত = [illegible]।

ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব ; সরযূ + ঊর্মি = সরযূর্মি।

(ঘ) সূত্র : [অ + ই = এ ; অ + ঈ = এ ; আ + ই = এ , আ + ঈ = এ]

নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র ; পঞ্চ + ইন্দ্রিয় = পঞ্চেন্দ্রিয় ; শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা।

গণ + ঈশ = গণেশ ; দেব + ঈশ = দেবেশ ; পরম + ঈশ্বর = পরমেশ্বর।

মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র ; যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা ('যথেচ্ছ'ও প্রচলিত)।

রমা + ঈশ = রমেশ ; ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী ; উমা + ঈশ = উমেশ।

(ঙ) সূত্র : [অ + উ = ও , অ + ঊ = ও ; আ + উ = ও ; আ + ঊ = ও]

হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ ; সূর্য + উদয় = সূর্যোদয় ; নর + উত্তম = নরোত্তম। চল + ঊর্মি = চলোর্মি ; নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া ; এক + ঊনবিংশতি = একোনবিংশতি। যথা + উচিত = যথোচিত ; মহ + উৎকণ্ঠা = মহোৎকণ্ঠা ; মহা + উপকার = মহোপকার। মহা + ঊর্মি = মহোর্মি ; গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি ; মহা + ঊহ = মহোহ।

(চ) সূত্র : অ + ঋ = অর্ ; আ + ঋ = অর্ —'অর্'-এর অ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং 'র্' 'রেফ' চিহ্নে পরবর্ণের মাথায় যায়।]

দেব + ঋষি = দেবর্ষি ; উষ্ণ + ঋত = [illegible]র্ত ; (এখানে ব্যতিক্রম, 'অর্'-এর

স্থলে 'আর্' হয়েছে। তেমনি, শোক+ঋত=শোকার্ত। রাজা+ঋষি=রাজর্ষি (রাজ+ঋষিও হতে পারে); মহা+ঋষি=মহর্ষি।

(ছ) সূত্র : [অ+এ=ঐ , আ+এ=ঐ ; অ+ঐ=ঐ ; আ+ঐ=ঐ]

হিত+এষী=হিতৈষী ; জন+এক=জনৈক ; এক+এক=একৈক।

তথা+এব=তথৈব ; সদা+এব=সদৈব। বিপুল+ঐশ্বর্য=বিপুলৈশ্বর্য ; মত+ঐক্য=মতৈক্য। মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য ; সদা+ঐক্য=সদৈক্য (বাঙলায় প্রচলন নেই)।

(জ) সূত্র : [অ+ও=ঔ ; আ+ও=ঔ ; অ+ঔ=ঔ ; আ+ঔ=ঔ]

জল+ওকা=জলৌকা ; ঘৃত+ওদন=ঘৃতৌদন। মহা+ওষধি=মহৌষধি ; মহা+ওঙ্কার=মহৌঙ্কার (বাঙলায় অপ্রচলিত)। দিব্য+ঔষধ=দিব্যৌষধ ; চিত্ত+ঔদার্য=চিত্তৌদার্য।

মহা+ঔষধ=মহৌষধ ; মহা+ঔদার্য=মহৌদার্য।

(ঝ) সূত্র : [ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর, ই, ঈ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উভয়ে মিলে 'য্' হয়। 'য' য-ফলা (্য) চিহ্নে ই-ঈ-এর স্থান গ্রহণ করে।]

অধি+অয়ন=অধ্যয়ন ; প্রতি+অহ=প্রত্যহ ; অতি+আচার=অত্যাচার ; আদি+অন্ত=আদ্যন্ত ; প্রতি+উপকার=প্রত্যুপকার ; নদী+আদি=নদ্যাদি ; নদী+উপকূল=নদ্যুপকূল ; উপরি+উপরি=উপর্যুপরি ; অতি+উক্তি=অত্যুক্তি ইত্যাদি।

(ঞ) সূত্র : [উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-ঊ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উভয়ে মিলে 'ব্' হয়। এই 'ব্' উ-ঊ-এর পরিবর্তে আসে।]

সু+অল্প=স্বল্প ; সু+আগত=স্বাগত ; অনু+এষণ=অন্বেষণ ; অনু+অয়=অন্বয় ; মনু+অন্তর=মন্বন্তর , পশু+আদি=পশ্বাদি।

(ট) সূত্র : [এ-কার বা ঐ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে, এ-স্থানে 'অয়' এবং ঐস্থানে 'আয়' হয়।]

শে+অন=শয়ন ; নে+অন=নয়ন ; বে+অয়ন=বয়ন ; নৈ+অক=নায়ক ; গৈ+অক=গায়ক, ইত্যাদি।

(ঠ) সূত্র : [ও-কার বা ঔ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে, ও-স্থানে 'অব্' এবং ঔ-স্থানে 'আব্' হয়।]

ভো+অন=ভবন ; পো+অন=পবন ; পো+ইত্র=পবিত্র ; ভৌ+

উক=ভাবুক ; পৌ+অন=পাবন ; পৌ+অক=পাবক ; নৌ+ইক=নাবিক, ইত্যাদি।

(ড) সূত্র : [ঋ-কারে পর অন্য স্বরবর্ণ থাকলে, ঋ-স্থলে 'র্' হয় ; 'র' র-ফলা হয়ে যুক্ত হয়।]

পিতৃ+আলয়=পিত্রালয় ; পিতৃ+ইচ্ছা=পিত্রিচ্ছা ; পিতৃ+অনুমতি=পিত্রনুমতি ; মাতৃ+আদেশ=মাত্রাদেশ ইত্যাদি।

(ঢ) **নিপাতনে সন্ধি :**

(i) অ+অ=অ (আ নয়)—কুল+অটা=কুলটা ; মার্ত+অণ্ড=মার্তণ্ড

(ii) অ+অ=ও (আ নয়)—অন্য+অন্য=অন্যোন্য

(iii) অ+ঈ=ঈ (এ নয়)—মনস+ঈষা=মনীষা ; লাঙ্গল+ঈষা=লাঙ্গলীষা।

(iv) অ+ঈ=ঐ (এ নয়)—স্ব+ঈর=স্বৈর ; স্ব+ঈরিণী=স্বৈরিণী।

(v) অ+ঊ=ঔ (ও নয়)—প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় ; অক্ষ+ঊহিণী=অক্ষৌহিণী।

(vi) অ+এ=এ (ঐ নয়)—প্র+এষণা=প্রেষণা।

(vii) অ+ও=ও (ঔ কার নয় —শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধোদন ; বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ (বিম্বৌষ্ঠও হয়)।

(viii) ও+অ=আব্ (অব নয়)—গো+অক্ষ=গবাক্ষ ; গো+অস্থি=গবাস্থি।

(ii) **ব্যঞ্জন সন্ধি :** (ব্যঞ্জন বর্ণ+স্বরবর্ণ ; স্বরবর্ণ+ব্যঞ্জন বর্ণ ; ব্যঞ্জন বর্ণ+ব্যঞ্জন বর্ণ)।

(১) সূত্র : [বর্গের প্রথম বর্ণ অর্থাৎ, ক্, চ্, ট্, ত্, প্ ব্যঞ্জনের যে কোন একটির পরে স্বরবর্ণ থাকলে ঐ বর্ণের স্থলে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ—গ্, জ্, ড্, দ্, ব্ হয়। অর্থাৎ অঘোষ বর্ণ+স্বরবর্ণ=ঘোষ বর্ণ।]

জগৎ+ঈশ্বর=জগদীশ্বর ; ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত ; ষট্+অংশ=ষড়ংশ ; বাক্+ঈশ=বাগীশ ; সুপ্+অন্ত=সুবন্ত।

(২) সূত্র : [বর্গের প্রথম বর্ণ—ক্, চ্, ট্, ত্, প্-এর পরে যদি বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ—গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ব, ভ,—থাকে তবে ঐ প্রথম বর্ণের স্থলে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ—গ্, জ্, ড্ (ড়), দ্, ব্—হয়। অর্থাৎ, অঘোষবর্ণ+ঘোষবর্ণ=ঘোষবর্ণ+ঘোষবর্ণ।]

যাবৎ+জীবন=যাবজ্জীবন ; দিক্+ভ্রম=দিগভ্রম ; অপ্+জ=অব্জ ; বিপদ্+জাল=বিপজ্জাল ; ষট্+দর্শন=ষড়দর্শন ; উৎ+ঘাটন=উদ্ঘাটন।

(৩) সূত্র : [(ক্, চ্, ট্, ত্, প্)+(য, র, ল, ব, হ)=(গ্, জ্, ড্, (ড়, দ্, ব্)+(য, র, ল, ব, হ) ।]

দিক্+বিজয়=দিগ্বিজয় ; দিক্+হস্তী=দিগহস্তী ; দিক্+বারণ=দিগ-বারণ, ষট্+বর্গ=ষড়বর্গ ; উৎ+হৃতি=উদ্ধৃতি ; উৎ+লিখিত=উল্লিখিত।

(৪) সূত্র : [ত্/দ্+জ্/ঝ্=জ্জ/জ্ঝ ; (ত/দ>জ) ।]

মহৎ+ঝঙ্কার=মহজ্ঝঙ্কার ; কুৎ+ঝটিকা=কুজ্ঝটিকা ; অসৎ+জন=অসজ্জন ; বদ্+জাত=বজ্জাত।

(৫) সূত্র : [ত্/দ্+চ্/ছ্=চ্চ/চ্ছ ; (ত্/দ্>চ্) ।]

শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র ; উৎ+ছেদ=উচ্ছেদ ; বিপদ+চিন্তা=বিপচ্চিন্তা ; তদ্+ছবি=তচ্ছবি।

(৬) সূত্র : [ত্+ড/ঢ্=ড্ড/ড্ঢ ; (ত্>ড্) ।]

উৎ+ডীন=উড্ডীন ; বৃহৎ+ঢক্কা=বৃহড্ঢক্কা।

(৭) মত্র : [ত্/দ্+ল্=ল্ল ; (ত্/দ্>ল) ।]

উৎ+লেখ=উল্লেখ ; ভগবৎ+লীলা=ভগবল্লীলা ; তদ্+লোক=তল্লোক ; বিদ্যুৎ+লেখা=বিদ্যুল্লেখা।

(৮) সূত্র : [ত্/দ্+ন=ন্ন ; (ত/দ>ন) ।]

জগৎ+নাথ=জগন্নাথ ; সৎ+নিহিত=সন্নিহিত ; উৎ+নত=উন্নত।

(৯) ত্/দ্+শ্=চ্ছ ; (ত্/দ্>চ্, শ>ছ) ।]

উৎ+শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল ; চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি ; তদ্+শরীর=তচ্ছরীর ; তদ্+শ্রবণ=তচ্ছ্রবণ।

(১০) সূত্র : [চ্/জ্+ন=ঞ্চ/জ্ঞ ; (ন্>ঞ)]

যজ্+ন=যজ্ঞ ; যাচ্+না=যাচ্ঞা ; রাজ্+নী=রাজ্ঞী।

(১১) [বর্গের প্রথম বর্ণ+ন/ম=পঞ্চমবর্ণ (ক্বচিৎ তৃতীয় বর্ণ)+ন/ম।]

দিক্+মণ্ডল=দিগ্মণ্ডল/দিঙ্মণ্ডল ; তৎ+মধ্যে=তন্মধ্যে ; দিক্+নাগ=দিঙ্নাগ/দিগ্নাগ ; চিৎ+ময়=চিন্ময়।

কিন্তু যদি প্রথম বর্ণের পরে 'ময়' কিংবা 'মাত্র' শব্দের ম থাকে তবে প্রথম বর্ণের স্থলে কেবল পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা :—বাক+ময়=বাঙ্ময় ; কিঞ্চিৎ+মাত্র=কিঞ্চিন্মাত্র ; তৎ+মাত্র=তন্মাত্র।

১২। সূত্র : [স্বরবর্ণের পরে অথবা স্বরান্ত শব্দের পরে ছ থাকলে, ছ-স্থানে চ্ছ হয়।]

আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন ; বি + ছেদ = বিচ্ছেদ ; গতি + ছেদ = গতিচ্ছেদ তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া ; পদ + ছায়া = পদচ্ছায়া।

(কিন্তু কবিতায় শ্রুতিমধুরতা রক্ষার জন্যে 'চ্ছ'-এর পরিবর্তে শুধু 'ছ'-ই লক্ষ্য করা যায়।—যেমন, 'দেবী, যাচি আমি তব ওই পদছায়া।')

১৩। সূত্র : [ম + বর্গীয় বর্ণ = পঞ্চম বর্ণ (পরবর্তী বর্গের), বিকল্পে 'ং' + বর্গীয় বর্ণ]

কিম্ + চিৎ = কিঞ্চিৎ ; সম্ + গীত = সঙ্গীত ; কিম্ + তু = কিন্তু ; সম্ + গত = সঙ্গত (সংগত) ; সম্ + চয় = সঞ্চয় ; সম্ + মান = সম্মান ; সম্ + কীর্তন = সঙ্কীর্তন (সংকীর্তন) ; সম্ + ততি = সন্ততি ; ঝম্ + কার = ঝঙ্কার (ঝংকার) ; সম্ + ন্যাসী = সন্ন্যাসী ; বসুম্ + ধরা = বসুন্ধরা।

১৪। সূত্র : [পদান্ত 'ম'-এর পরে যদি য, র, ল, ব থাকে, তবে, ম-স্থানে অনুস্বার (ং) হবে।]

সম্ + বাদ = সংবাদ ; প্রিয়ম্—বদা = প্রিয়ংবদা ; সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত, সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন ; সম্ + রক্ত = সংরক্ত।

কিন্তু যদি, পদান্ত 'ম'-এর পরে 'রাজ' বা 'রাজ্ঞী' শব্দের 'র' থাকে, তবে, ম-স্থানে অনুস্বার হবে না। যথা—

সম্ + রাজ = সম্রাট ; সম্ + রাজ্ঞী = সম্রাজ্ঞী।

(ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাখতে হবে যে, 'ব' দুটি আছে বাঙলায়,—একমাত্র অন্তঃস্থ-ব-এর ক্ষেত্রেই 'ম' স্থানে অনুস্বার হবে, বর্গীয়-ব-এর ক্ষেত্রে এই নিয়ম নয়।—বর্গীয়-ব—সম্বল, সম্বোধন ইত্যাদি ; অন্তঃস্থ-ব—সংবাদ, সংবরণ ইত্যাদি।)

১৫। সূত্র : পদান্ত 'ম' বা 'ন' এর পরে শ, স, হ থাকলে, 'ন' 'ম' স্থলে অনুস্বার (ং) হয়।]

সম্ + সার = সংসার ; সম্ + হরণ = সংহরণ ; সম্ + শয় = সংশয় ; হিন্ + সা = হিংসা ; দন্ + শন = দংশন।

১৬। সূত্র : ['উৎ' উপসর্গের পরে স্থা-ধাতু থাকলে, ঐ স্থা-ধাতুর স-কার লুপ্ত হয়।]

উৎ + স্থিত = উত্থিত ; উৎ + স্থান = উত্থান।

১৭। সূত্র : [সম্ উপসর্গের পরে কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন কার, কৃত ইত্যাদি শব্দ থাকলে সম্-এর 'ম'-স্থানে অনুস্বার হয় এবং একটি স-কার আসে।]

সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি ; সম্ + কার = সংস্কার ; সম্ + কৃত = সংস্কৃত।

১৮। সূত্র : [কিন্তু, পরি উপসর্গের পরে যদি কার, কৃত ইত্যাদি শব্দ থাকে, তবে শুধুমাত্র একটি 'ষ'-এর আগম হয় (স-এর পরিবর্তে)।]

পরি + কার = পরিষ্কার ; পরি + কৃত = পরিষ্কৃত।

১৯। সূত্র : [হ্ + ত্ = গ্ধ/ঢ ; ধ্ + ত্ = দ্ধ হয় ; এবং ভ্ + ত্ = ব্ধ হয়।]

দুহ্ + ত = দুগ্ধ ; স্নিহ্ + ত = স্নিগ্ধ, দৃহ্ + ত = দৃঢ়, মুহ্ + ত = মুগ্ধ, মূঢ়। বুধ্ + ত = বুদ্ধ ; বধ্ + ত = বদ্ধ ; শুধ্ + ত = শুদ্ধ ; লভ্ + ত = লব্ধ।

২০। সূত্র : [তৃতীয়-চতুর্থ বর্ণ + প্রথম-দ্বিতীয় বর্ণ, কিংবা, শ, ষ, স + প্রথম বর্ণ + তৃতীয়-চতুর্থ বর্ণ বা শ, ষ, স]

ক্ষুধ্ + পীড়িত = ক্ষুৎপীড়িত ; হৃদ্ + কমল = হৃৎকমল।

২১। সূত্র : [শ/ষ্ + ত/থ = ষ + ট/ঠ, (ত > ট ; থ > ঠ)]

কৃষ্ + তি = কৃষ্টি ; সৃজ্ (সৃষ্) + তি = সৃষ্টি, ষষ্ + থ = ষষ্ঠ ; দৃশ্ + তি = দৃষ্টি, নশ্ + ত = নষ্ট।

২২। সূত্র : [ষশ/্-এর পরস্থিত ন/ণ-স্থানে ণ হয়।]

কৃষ্ + ন = কৃষ্ণ ; বিশ্ (বিষ্) + নু = বিষ্ণু।

বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ

[বিসর্গ দু' প্রকারের হতে পারে—(i) সঃজাত বিসর্গ ; অর্থাৎ, 'স'-স্থানে বিসর্গ, যেমন—মনস্ > মনঃ ; তপস্ > তপঃ ; বহিস্ > বহিঃ, শ্রেয়স্ > শ্রেয়ঃ ইত্যাদি ; এবং (ii) র-জাত বিসর্গ, অর্থাৎ শব্দের 'র' স্থানে বিসর্গ. যেমন—অন্তর্ > অন্তঃ ; প্রাতর্ > প্রাতঃ ; পুনর্ > পুনঃ ইত্যাদি। এই উভয় প্রকার বিসর্গের সঙ্গে যে সন্ধি হয়, তারই নাম বিসর্গ সন্ধি।]

১। সূত্র : [অঃ + অ = ও + ঽ (লুপ্ত অ-কার) সংস্কৃতে শুধুমাত্র এই চিহ্ন ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ; বাংলায় কিন্তু, বিসর্গ অ এর পরবর্তী অ-কার একেবারে লুপ্ত হয়।]

যশঃ + অভিলাষ = যশোভিলাষ (সংস্কৃতে যশোঽভিলাষ) ; ততঃ + অধিক = ততোধিক (ততোঽধিক) ; বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক (বয়োঽধিক)।

২। সূত্র : অঃ-এর পরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ থাকলে অঃ-এর স্থলে ও-কার হয়।]

মনঃ + জ = মনোজ ; সরঃ + জ = সরোজ , তিরঃ + ধান = তিরোধান ; মনঃ + নীত = মনোনীত , ততঃ + নষ্ট = ততোনষ্ট ; সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত ; মনঃ + রথ = মনোরথ ; মনঃ + যোগ = মনোযোগ ; যশঃ + লাভ = যশোলাভ ; সরঃ + বর = সরোবর ; তপঃ + বল = তপোবল ; তমঃ + হর = তমোহর ; পুরঃ + হিত = পুরোহিত।

৩। সূত্র : [র-জাত বিসর্গের পরে যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ থাকে তবে র-জাত বিসর্গের স্থলে 'র' হয়—এই 'র' কখনও বা 'রেফ্' (́) চিহ্ন ধারণ করে পরবর্ণের মস্তকে যায়।]

পুনঃ + আগমন = পুনরাগমন , পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম ; অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী ; নিঃ + অবধি = নিরবধি ; দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা ; জ্যোতিঃ + ময় = জ্যোতির্ময় ; প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ ; দ্বিঃ + আগমন = দ্বিরাগমন ; ধনুঃ + বিদ্যা = ধনুর্বিদ্যা , দুঃ + যোগ = দুর্যোগ , দুঃ + ভোগ = দুর্ভোগ , পুনঃ + বার = পুনর্বার ; অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত ; চক্ষুঃ + উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন।

৪। সূত্র : [অহঃ (অহন্) শব্দের বিসর্গের স্থানে কখন 'র' হয়, আবার কখন 'উ' হয়]

অহঃ + অহঃ = অহরহঃ , অহঃ + নিশ = অহর্নিশ , অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র।

৫। সূত্র : [বিসর্গের পরে 'চ', বা 'ছ' থাকলে, বিসর্গের স্থলে 'শ্' আসে এবং 'শ' পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।]

দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য ; নিঃ + চয় = নিশ্চয় , শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ্য ; নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন।

৬। সূত্র : [বিসর্গের পরে 'ট' কিংবা 'ঠ' থাকলে, বিসর্গের (ঃ) স্থলে 'ষ' হয় ;—কিন্তু বিসর্গের পরে যদি 'ত', 'থ' থাকে তবে বিসর্গের স্থলে 'স' হয়।]

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার ; মনঃ + তাপ = মনস্তাপ ; ইতঃ + তত = ইতস্তত ; নিঃ + তার = নিস্তার ; দুঃ + তর = দুস্তর।

(৭) সূত্র: [অঃ, আঃ বিসর্গের পরে ক, খ, প, ফ অথবা কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ থাকলে বিসর্গের স্থলে 'স্' হয়।]

পুরঃ + কার = পুরস্কার; বাচঃ + পতি = বাচস্পতি ; মনঃ + কাম = মনস্কাম ; ভাঃ + কর = ভাস্কর ; তিরঃ + কার = তিরস্কার ; শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর ।

(৮) সূত্রঃ [অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গের পরে ক, খ, প, বা কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ থাকলে, বিসর্গের (ঃ) স্থলে 'ষ' হয় ।]

গীঃ + পতি = গীষ্পতি ('গীর্পতি'ও হয়) ; নিঃ + কম্প = নিষ্কম্প ; নিঃ + ফল = নিষ্ফল ; নিঃ + কর = নিষ্কর নিঃ + পন্ন = নিষ্পন্ন ; আবিঃ + কার আবিষ্কার , বহিঃ + কার = বহিষ্কার ; দুঃ + কর = দুষ্কর ; চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ ; ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র ; দুঃ + পাচ্য = দুষ্পাচ্য ।

(৯) [অ কারের পরস্থিত বিসর্গের পরে অ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে থাকলে বিসর্গের লোপ হয় ।]

অতঃ + এব = অতএব . তপঃ + আধিক্য = তপআধিক্য ।

(১০) সূত্র ঃ [অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের পরে যদি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অথবা শ, ষ, স থাকে তবে, অ-বিসর্গের লোপ হয় না ।]

মনঃ + কষ্ট = মনকষ্ট ; শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া ; অধঃ + পতন = অধঃপতন ,, অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ ; আয়ুঃ + শেষ = আয়ুঃশেষ ; প্রাতঃ + কৃত্য = প্রাতঃকৃত্য ; তেজঃ + পুঞ্জ = তেজঃপুঞ্জ ।

(১১) সূত্র ঃ [হ্রস্বস্বরের (সাধারণতঃ ই-কার) পরিস্থিত বিসর্গের পরে 'র' থাকলে, বিসর্গের লোপ হয়, কিন্তু হ্রস্বস্বরটি দীর্ঘ হয়ে যায় ।]

নিঃ + রব = নীরব ; নিঃ + রোগ = নীরোগ , নিঃ + রস = নীরস ; নিঃ—রন্ধ্র = নীরন্ধ্র ; চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুরোগ ।

(১২) [বিসর্গের পরে যদি 'স্ত', 'স্থ , 'স্প' থাকে, তবে বিকল্পে বিসর্গ লুপ্ত হয় ।]

দুঃ + স্থ = দুস্থ (দুঃস্থ), নিঃ + স্পৃহ = নিস্পৃহ (নিঃস্পৃহ) ; মনঃ + স্থ = মনস্থ (মনঃস্থ) ; নিঃ + স্তব্ধ = নিস্তব্ধ ; (নিঃস্তব্ধ) ; অন্তঃ + স্থ = অন্তস্থ (অন্তঃস্থ) ।

নিপাতনে সন্ধি বা সিদ্ধ

পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি ; আ + চর্য = আশ্চর্য ; আ + পদ = আস্পদ ; তৎ + কর = তস্কর ; গো + পদ = গোষ্পদ ; ষট্‌ + দশ = ষোড়শ ; বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি ; বন + পতি = বনস্পতি ; দিব্‌ + লোক = দ্যুলোক ।

বাঙলা সন্ধি

[সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের মতই তদ্ভব বাংলা শব্দ বা খাঁটি বাঙলা শব্দের (দেশী) দুটি বর্ণ যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন তাকে বাঙলা সন্ধি বলা হবে। অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণ কালে একাধিক বাংলা শব্দের ধ্বনিগত মিলন লক্ষ্য করা গেলেও লেখার সময় সে-ভাবে আমরা লিখি না। খাঁটি বাঙলা সন্ধিতে বিসর্গ সন্ধি হয় না—তাই বাঙলা সন্ধি দু'ভাগে বিভক্ত—(১) স্বরসন্ধি, ও (২) ব্যঞ্জনসন্ধি।

বাঙলা স্বরসন্ধি :

(১) সূত্র : [দুটি স্বরবর্ণের মিলনে প্রথম স্বরটির লোপ।—অ/আ+এ=এ।]

অর্ধ+এক=অর্ধেক, এত+এক=এতেক, বার+এক=বারেক; হর+এক=হরেক, তিল+এক=তিলেক; খানা+এক=খানেক; যথা+এক=যথেক।

(২) সূত্র : [আ+আ=আ।]

রূপা+আলি=রূপালি; সোনা+আলি=সোনালি; কাঁসা+আরি=কাঁসারি; বোকা+আমি=বোকামি; ন্যাকা+আমি=ন্যাকামি, কাটা+আরি=কাটারি; বাঁখা+আরি=বাঁখারি।

(৩) সূত্র : দুটি স্বরবর্ণের মিলনে পর স্বরটির লোপ।]

কোটি+এক=কোটিক, গুটি+এক=গুটিক (গুটিক খানেক লোক); ছেলে+আমি=ছেলেমি; মেয়ে+আলি=মেয়েলি; বড়+এর=বড়র; ভাল+এর=ভালর; তোমা+এর=তোমার; আমা+এর=আমার, চণ্ডী+এর=চণ্ডীর; যা+ইচ্ছে+তাই=যাচ্ছেতাই।

(৪) সূত্র : [অ, আ, ই এ কিংবা ও এর পর যদি সপ্তমী বিভক্তির এ (কখনও কখনও কর্মকারক অর্থেও এ যোগ হয়) থাকলে, 'এ' য়-তে পরিণত হয়।]

পাতা+এ=পাতায়; বড়+এ=বড়য় (বড়য় বডয় কথা হচ্ছে তোর থাকার দরকার কি ?); ছোট+এ=ছোটয়; তোমা+এ=তোমায়; ঝি+এ=ঝিয়ে; মা+এ=মায়ে ('মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া'); কি+এ=কিয়ে ('কিয়ে মানুষ পাখী, পশুকুলে জনমিয়ে'); ভালো+এ=ভালোয়; পো+এ=পোয়ে।

(৫) সূত্র : [আঞ্চলিক উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যানুসারে বাঙ্‌লা ক্রিয়াপদের সঙ্গে এখন বা অখন যুক্ত হলে 'এ' বা 'অ' স্বরের লোপ হয়।]

করব + এখন (অখন) = করব'খন, বলব + এখন (অখন) = বলব'খন্।

(৬) সূত্র : [দুটি শব্দের সন্ধির ফলে বাঙলায় অনেক সময় পদস্থিত মধ্যস্বরের লোপ হয়।]

রাজা + চন্দ্র = রাজচন্দ্র, বোকা + চন্দ্র = বোক্‌চন্দ্র; ঘটি + টা = ঘট্‌টে; লাঠি + টা = লাঠ্‌টা; কাঁচা + কলা = কাঁচ্‌কলা।

বাঙলা ব্যঞ্জন সন্ধি

(১) সূত্র : [বর্গের প্রথম বর্ণ + তৃতীয় বর্ণ = তৃতীয় বর্ণ + তৃতীয় বর্ণ। সমীকরণ রীতির প্রভাব লক্ষণীয়।]

পাঁচ + জন = পাঁজ্জন; এক + গলা = এগ্‌গলা (এগ্‌গলাজল); এক + গুঁয়ে = এগ্‌গুঁয়ে, ভাত + দাও = ভাদ্দাও (কথ্য ভাষায় বা মৌখিকে প্রচলিত); হাত + দিয়ে = হাদ্দিয়ে (মৌখিকে—হাদ্দিয়ে সরিয়ে দাও); হাত + দেখা = হাদ্দেখা।

(২) সূত্র : [চ্‌ + শ্‌ = শ্‌শ্‌ | স্‌ + শ | স।]

পাঁচ্‌ + সের = পাঁশ্‌সের | পাঁসসের; পাচ্‌ + শ = পাঁশ্‌শ; পাঁচ্‌ + সালা = পাঁস্‌সালা (পাঁস্‌সালা পরিকল্পনা); পাঁচ + সিকে = পাস্‌সিকে।

(৩) সূত্র : [র-এর পর অন্য ব্যঞ্জন থাকলে র-এর স্থলে সেই ব্যঞ্জন বা সেই বর্গের ব্যঞ্জন আসে। অর্থাৎ, মূলতঃ র-এর পরবর্তী ব্যঞ্জনটিই দ্বিত্ব হয়ে যায়।]

চোর্‌ + টা = চোঠ্‌ঠা | চোট্টা; ব্যাটার + ছেলে = ব্যাটাচ্ছেলে; চার/চারি + দিক = চাদ্দিক; শির্‌ + নি = শিন্নি/শিন্নী; দূর্‌ + তোর = দুত্তোর; ধর্‌ + না = ধন্না; ধর্‌ + তে = ধত্তে; বাপের + জন্মে = বাপেজ্জন্মে; চার্‌ + জন্ম = চাজন্ম (চাজ্জন্ম কেটে যাবে)।

(৪) সূত্র : [ত বর্গের পরে যদি ট বর্গ থাকে, তবে ত বর্গটি ট বর্গে পরিণত হয়ে যায়।]

হাত + টান = হাট্‌টান; কত + টুকু = কট্‌টুকু; যত + টুকু = যট্‌টুকু; পুরুত + ঠাকুর = পুরুট্‌ঠাকুর।

বাঙলা সন্ধির আরও কতকগুলি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হ'ল। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সন্ধির সংস্কৃত সন্ধির মত কোন নির্দিষ্ট সূত্র নেই। মূলতঃ বর্ণদ্বিত্ব,

বা সমীকরণ রীতির প্রভাবে বর্ণের রূপান্তর বা পরিবর্তনটি সাধিত হয়। আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এই যে, প্রায়শই মধ্যস্বরের লোপ হয়। বাঙলা সন্ধির বেশীরভাগ উদাহরণই মৌখিক ভাষায় প্রচলিত।

ঘোড়া+সওয়ার=ঘোড়্সওয়ার, হাত+ছানি=হাচ্ছানি; বদ্+জাত =বজ্জাত; কাঁদ+না=কান্না; রাঁধ+না=রান্না; সাত+জন্ম=সাজ্জন্ম; সাত্+ঝঞ্ঝাট=সাজ্ঝঞ্ঝাট, এত+দিন=এদ্দিন; টক্+গন্ধ=টগ্গন্ধ; দুর্+গন্ধ=দুগ্গন্ধ/দুগ্গন্দ, মুখে+আগুন=মুখ্খোয়াগুন; তর্+তরিয়ে =তত্তোরিয়ে; ছোট+দা=ছোড়্দা; বড়+ঠাকুর=বটঠাকুর; ঘোড়ার+ ডিম=ঘোড়াড্ডিম; চার্+টি=চাট্টি; পাঁচ+ভূতে=পাঁজ্ভূতে; তোমার+ টাকা=তোমাট্টাকা; তার্+টাকা=তাট্টাকা; রথ+দেখা=রদ্দেখা; নাতি+জামাই=নাত্+জামাই=নাজ্জামাই; নাতি+বৌ=নাতবৌ; কর্+দেখি=কদ্দেখি; জুয়া+চোর=জোচ্চোর; মাসী+শাশুড়ি= মাস্শাশুড়ি; খুড়া+তুতো=খুড়্তুতো; ইত্যাদি।

ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান

ণত্ববিধানঃ যে সব সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাষাও শব্দ-ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে সেগুলির বানান লেখবার সময় দুটি ন-কার নিয়ে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয় অনেক সময়—কোথায় 'ন' (দন্ত্যন) হবে, আর কোথায় ণ (মূর্ধন্য) হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মূর্ধন্য (ণ) হয়—সেখানে আমাদের কোন সমস্যা থাকে না, যেমন—বীণা, গুণ, গণ ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি বা বিধানের সাহায্য ন-কার ণ-কারে পরিণত হয়। এই বিধি বা বিধানকেই ণত্ববিধি বা ণত্ববিধান বলে। এ সম্বন্ধে বাঙলায় একটি প্রচলিত ছড়া আছে।

"ঋ কার র-কার ষ-কারের পর
ন-কার যদি থাকে;
খ্যাঁচ্ করে তার কাটবো মাথা
কোন্ বাপ তার রাখে।"

[এখানে মাথা কাটার অর্থ হল মাত্রাটি তুলে দেওয়া।]

১। **সূত্রঃ [ঋ-র-ষ-এর অব্যবহিত পরেই যদি ন-কার থাকে তবে ন-এর স্থানে ণ কার হয়।]**

যথা—বর্ণ, তৃণ, ঋণ, কৃষ্ণ (ষ্-এর পর ণ টি 'ঞ' রূপ ধারণ করে।) বিষ্ণু, উষ্ণ, চূর্ণ, শীর্ণ ইত্যাদি।

২। সূত্র: [ঋ-র-ষ ও ন-কারের মধ্যে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য়, ব, হ অথবা অনুস্বার (ং) থাকে তবে ন-এর স্থলে 'ণ' হবে।]

যথা—অর্পণ (অর্+প্+অন); ভীষণ (ভী+ষ্+অ+ন), চরণ (চর্+অ+ন); বৃংহণ (বৃ+ং+হ্+অ+ন); (ব্+আ+ম্+আ+য়+ন); সেইরূপ, শ্রবণ, কারণ, ব্রাহ্মণ, রুক্মিণী, রুগ্ণ ('রুগ্ন' এরূপ বানান লেখা ভুল), ভ্রমণ লক্ষণ, বর্ষণ, ভক্ষণ, বিষণ্ণ, শোষণ, তর্পণ, দর্পণ, কৃপণ, হরিণ।

৩। সূত্র: [পর, পার, উত্তর, নার, চান্দ্র প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের পর 'অয়ন' শব্দের 'ন', মূর্ধন্য হয়।]

পরায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ ইত্যাদি।

৪। সূত্র: [প্র, পরি, নির্ প্রভৃতি উপসর্গের (এগুলিতে ঋ-র আছে) পর 'নী' 'নম', 'নুদ', 'নশ্', 'নু' প্রভৃতি ধাতুর ন-এর পরিবর্তে 'ণ' হয়।]

যথা—পরিণয় (নী ধাতু); প্রণাম (নম ধাতু); প্রণব (নু ধাতু); প্রণোদিত (নুদ ধাতু); প্রণাশ (নশ ধাতু); সেইরূপ,—প্রণতি, নির্ণয়, পরিণীত, নির্ণীত, প্রণীত ইত্যাদি। কিন্তু, 'নশ' ধাতুর স্থলে 'নষ্ট' শব্দ থাকিলে ণত্ব হবে না। যেমন—প্রনষ্ট।

৫। সূত্র: [অকারান্ত শব্দে ঋ-র-ষ থাকলে পরবর্তী 'অহ্ন' শব্দের 'ন', 'ণ', হবে।]

যেমন—অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, প্রাহ্ণ,।

৬। সূত্র: [প্র, পরা, পরি, নির্ প্রভৃতি ঋ-র যুক্ত উপসর্গের পরবর্তী ধাতুস্থিত 'ন' স্থানে মূর্ধন্য হয়।]

যথা—প্রণিপাত, প্রণিধান, প্রয়াণ, প্রমাণ, পরিমাণ, নির্বাণ ইত্যাদি।

৭। সূত্র: [সমগ্র পদটিতে যদি একটি নাম বোঝায় এবং ঋ-র-ষ যুক্ত শব্দের পর ন-কার ণ-তে পরিণত হয়।]

যেমন—অক্ষৌহিণী, শূর্পণখা।

৮। সূত্র: [সমাসবদ্ধ পদের পূর্ব পদটিতে ঋ-র-ষ থাকলে পরবর্তী 'পান' শব্দের 'ন', বিকল্পে 'ণ' হয়।]

যেমন—ক্ষীরপান—ক্ষীরপাণ, বিষপান—বিষপাণ, নীরপান—নীরপাণ।

৯। সূত্র : [একাধিক স্বরবিশিষ্ট বৃক্ষাদি বাচক শব্দের পরস্থিতি 'বন' শব্দের ন-কার বিকল্পে 'ণ' হয়।]

যথা—ব্রীহিবন—ব্রীহিবণ, শিরীষবন—শিরীষবণ ইত্যাদি। কিন্তু আম্রবণ শব্দে নিত্য 'ণ' কারণ, 'বন' শব্দের পূর্বে ঋ-র যুক্ত শব্দ ('আম্র') আছে।

১০। সূত্র : [ট বর্গের কোন বর্ণের সঙ্গে নিত্য 'ণ' যুক্ত থাকে।]

কণ্টক, কণ্ঠ, বণ্টিত, ষণ্ড, পণ্ডিত, লণ্ঠন, বণ্টন, দণ্ড, ঘণ্টা।

১১। সূত্র : [ঋ-র-ষ ও ন-কারের মধ্যে যদি স্বরবর্ণ ক-বর্গ, প-বর্গ, য়, ব, হ অথবা অনুস্বার (ং) ভিন্ন অন্য বর্ণ থাকে তবে 'ণ' হয় না।]

যেমন—দর্শন, রসনা, বর্ণনা, রচনা, বর্জন, প্রার্থনা।

১২। সূত্র : [ত বর্গের সঙ্গে 'ন' যুক্ত থাকলে ঋ-র-য-এর ক্ষেত্রেও ণত্ব হবে না।]

যেমন—গ্রন্থ, প্রান্ত, বৃন্দ, রত্ন, রঞ্জন, বৃন্ত, প্রান্তিক, শ্রান্ত, কৃতান্ত, চিরন্তন।

১৩। সূত্র : [সমাসে একপদের ঋ-র-ষ-এর পর পান, বন ইত্যাদি ভিন্ন অন্য কতকগুলি পদের ক্ষেত্রে 'ন', 'ণ' হয় না।]

যেমন—সর্বনাম, নরনাথ, দুর্নাম, হরিনাম, বরানুগমন, শ্রীনিবাস, মৃগনাভি, ত্রিনয়ন, রঘুনন্দন, ত্রিনেত্র ইত্যাদি।

১৪। সূত্র : [বাঙলা ক্রিয়াপদে কখনও ণত্ব হবে না।]

ধরুন, করুন, করেন, পরুন, পরেন, পরান ইত্যাদি।

১৫। কতকগুলি প্রচলিত শব্দে 'ন' ও 'ণ' দুইই লক্ষ্য করা যায়।

যেমন—ঝরণা, ঝরনা, দূরবীণ, দুরবীন, ঠাকুরাণী, ঠাকুরানী ইত্যাদি।

১৬। কয়েকটি ক্ষেত্র সাদৃশ্যবোধে ণত্ব ভ্রম লক্ষণীয়—(i) 'রামায়ণ'-এর সাদৃশ্যে 'রসায়ণ' লেখা ভুল—হবে রসায়ন। (ii) 'নারায়ণীর' অনুকরণে 'কত্যায়ণী' লেখা ভুল—হবে কাত্যায়নী। (iii) 'গুণ' বানানটিতে 'ণ' থাকলেও—আগুন, বেগুন, ফাল্গুন—সব 'ন' হবে। (iv) 'ক্ষুণ্ণ' মূর্ধন্য হলেও 'ক্ষুন্নিবৃত্তি' বানানে 'ন' থাকবে, কারণ 'ক্ষুধ্' ধাতুর 'ধ্' স্থানে 'ন' পদান্ত। (v) গগন, মগন ইত্যাদি শব্দ 'গণ' বানানের আদর্শে হবে না।

ষত্ববিধান : তৎসম শব্দ বাঙলায় লেখবার সময় 'শ' 'স' এবং 'ষ' এর মধ্যে একটি সমস্যা দেখা দেয়। যে সব ক্ষেত্রে বানানটি স্বাভাবিকভাবেই ষত্ব বা 'ষ' দিয়ে লেখা হয়। যেমন—তুষার, পুষ্প, পাষাণ, পুরুষ, হর্ষ, বর্ষা,

নিমেষ ইত্যাদি—সেগুলি ছাড়া কতকগুলি বানানের ক্ষেত্রে নিয়মের সাহায্যে কোথায় 'শ' 'স' 'ষ' তে পরিণত হবে এবং কোথায় হবে না বিধিবদ্ধ করাকেই ষত্ববিধি বা ষত্ববিধান বলা হয়।

ষত্বের নিয়ম

১। সূত্র: [অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্ যদি পূর্বে থাকে তবে পরবর্তী প্রত্যয়ের 'স' 'ষ'-তে পরিণত হয়।]

যথা—ভবিষ্যৎ, ভীষণ, কল্যাণবরেষু, জিগীষা, মুমুক্ষু, মুমূর্ষু, চিকীর্ষা, জিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি।

২। সূত্র: [অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্ এর পরে যদি 'সাৎ' প্রত্যয় যুক্ত হয় তবে কিন্তু ষত্ব হবে না।]

যেমন—ধূলিসাৎ, আত্মসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

৩। সূত্র: [ষত্বের নিমিত্ত অর্থাৎ অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্ যুক্ত নি, অধি, প্রতি, অভি, অনু প্রভৃতি উপসর্গের পর সিধ্, সিচ্, স্থা ইত্যাদি ধাতুর 'স' 'ষ' হয়।]

অভিষেক, অভিষিক্ত (অভি + √সিচ্); নিষেক, নিষিক্ত (নি + সিচ্); প্রতিষেধ, (প্রতি + √সিধ্), নিষেধ, নিষিদ্ধ (নি + √সধ্); অধিষ্ঠান, অধিষ্ঠিত (অধি + √স্থা); অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠিত (অনু + √স্থা); প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত (প্রতি + √স্থা); নিষ্ঠা (নি + √ষ্ঠা)।

৪। সূত্র: [সমাসে প্রথম পদের অন্তে ই, উ, ঋ ও থাকলে পরবর্তী পদের আদিতে যে 'স' থাকে তা 'ষ' তে পরিণত হয়।]

যেমন—ভূমি + স্থ = ভূমিষ্ঠ; গো + স্থ = গোষ্ঠ; অনু + সঙ্গ = অনুষঙ্গ; আনুষঙ্গিক; অগ্নি + স্তোম = অগ্নিষ্টোম; পিতৃ + স্বসা = পিতৃষ্বসা; সু + সুপ্ত = সুষুপ্ত; সু + সেন = সুষেণ; হরি + সেন = হরিষেণ; সু + স্থু = সুষ্ঠু, সু + সুপ্তি = সুষুপ্তি; সু + সমা = সুষমা।

৫। সূত্র: [প্রতি উপসর্গ ব্যতীত অন্য উপসর্গে যদি ষত্বের নিমিত্ত থাকে তবে তার পরবর্তী সদ্ ধাতু নিষ্পন্ন সাদ ও সন্ন শব্দের ষত্ব হয়।]

যেমন—বিষাদ, বিষণ্ণ, নিষাদ ইত্যাদি।

৬। সূত্র: [নি ও বি উপসর্গের পর সেব্ ও সহ্ ধাতুর 'স' হয়।]

যথা—নি + সেবন = নিষেবণ, নি + সেবিত = নিষেবিত, দুর্বি + সহ = দুর্বিষহ

(কিন্তু দুর্+সহ=দুঃসহ—যেহেতু বি উপসর্গ নেই); বি+সহ=বিষহ ইত্যাদি।

৭। সূত্র: [কতকগুলি শ্-কারান্ত ধাতুর পরে ত থাকলে, শ স্থানে 'ষ' এবং ত স্থানে ট হয়।]

ক্লিশ্+ত=ক্লিষ্ট, দৃশ্+ত=দৃষ্ট, দৃশ্+তি=দৃষ্টি, দনশ্+ত=দষ্ট, নশ+ত=নষ্ট ইত্যাদি।

৮। সূত্র: [ক ও প পরে থাকলে ই-কারান্ত শব্দের বিসর্গ স্থলে সন্ধিতে যে 'স' আসে তা 'ষ' তে পরিবর্তিত হয়ে যায়।]

যেমন—আবিঃ+কৃত=আবিষ্কৃত, নিঃ+কর্ম=নিষ্কর্মা, নিঃ+কৃতি=নিষ্কৃতি, বহিঃ+কৃত=বহিষ্কৃত, চতুঃ+পার্শ্ব=চতুষ্পার্শ্ব, ভ্রাতুঃ+পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র, ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ+কাম=নিষ্কাম, নিঃ+কম্প=নিষ্কম্প, চতুঃ+পদ=চতুষ্পদ, দুঃ+কর=দুষ্কর, নিঃ+পত্তি=নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

৯। সূত্র: [বি পূর্বক 'স্ফুর্' ধাতুর বিকল্পে ষত্ব হয়।] যথা—

বিস্ফোরক, বিষ্ফোরক, বিস্ফোরণ, বিষ্ফোরণ ইত্যাদি।

১০। সূত্র: [ঋ-কারের পরবর্তী ষ নিত্য] যেমন—

বৃষভ, কৃষ্ণ, বৃষ, বৃষ্ণি, ঋষভ, ঋষি, মৃষা।

১১। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল যেখানে ষত্বের নিমিত্ত থাকা সত্ত্বেও ষত্ব হবে না।

অনুস্বার, বিস্তার, বিস্বাদ, সুস্থ, মধুসূদন, বিসর্গ, নিস্পৃহ, নিস্পন্দ, অনুসরণ, স্মৃতি, সুস্বপ্ন, বিস্ফোটক, নিস্তব্ধ, দুঃস্থ, অনুসন্ধান, সুস্থির, বিস্মৃতি, বিস্তর, বিসর্জন, নিস্তার, নিস্তেজ।

১২। কয়েকটি প্রচলিত শব্দের অনুকরণে অনেক সময় ষত্ব ভ্রম হয়ে থাকে। যেমন—(i) গীষ্পতি শব্দের অনুসরণে বৃহষ্পতি লেখা ভুল—হবে, বৃহস্পতি।

(ii) গোষ্পদ-এর অনুসরণে স্নেহাষ্পদ বা শ্রদ্ধাষ্প হবে না—স্নেহাস্পদ শ্রদ্ধাস্পদ লিখতে হবে।

(iii) পরিষ্কার শব্দের প্রভাবে 'পরিষ্ফুট' লেখা ভুল—হবে, পরিস্ফুট।

(iv) নিষ্পন্ন শব্দের সাদৃশ্যে নিষ্পদ হবে না—লিখতে হবে নিস্পন্দ, তেমনি, নিষ্পৃহ নয়—নিস্পৃহ।

লিঙ্গ

যার দ্বারা প্রাণী ও অপ্রাণী এবং প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ বোঝা যায় তাকে লিঙ্গ বলে। সুতরাং লিঙ্গ প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত—প্রাণীবাচক লিঙ্গ এবং ক্লীব লিঙ্গ, প্রাণীবাচক লিঙ্গ দু'ভাগে বিভক্ত—পুরুষ লিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ। সংস্কৃতে বিশেষ্য পদের যে লিঙ্গ থাকে বিশেষণ পদটির সেই লিঙ্গানুসারে পরিবর্তন হয়, কিন্তু বাঙলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ্য পদের লিঙ্গভেদ থাকলেও বিশেষণ পদে লিঙ্গ ভেদ করা হয় না। দৃষ্টান্ত সাহায্যে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করা হ'ল :—

সংস্কৃতে—সুন্দরঃ বালকঃ (বিশেষণ 'সুন্দরঃ' বিশেষ্যপদের পুংলিঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে)

—সুন্দরী বালিকা (বিশেষণ 'সুন্দরী' বিশেষ্যপদের স্ত্রীলিঙ্গানুযায়ী)

—সুন্দরং পুষ্পং (বিশেষণ 'সুন্দরং' বিশেষ্য পদের ক্লীবলিঙ্গানুযায়ী)

কিন্তু, বাঙলায়—সুন্দর বালক, সুন্দর মেয়ে, সুন্দর ফুল ইত্যাদি।

[* সাধু বাঙলায় সংস্কৃত রীতির অনুসরণে বিশেষণেও লিঙ্গভেদ করা হয় অবশ্য, কিন্তু চলিত বাঙলায়, অতৎসম শব্দে সাধারণতই এই ভেদ লুপ্ত।

এছাড়া আরও একটি লিঙ্গের বিভাগ ব্যাকরণে দেখানো হয়, সেটি হ'ল—উভয়লিঙ্গ। বস্তু জগতে এরূপ বিভাগ সম্ভব নয়। কিন্তু কতকগুলি শব্দে যখন নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝায় অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রশ্ন ক'রে তবে নারী-পুরুষ ভেদ করতে হয় যেখানে, সেখানে ব্যাকরণে তার একটি পৃথক বিভাগ ক'রে নাম দিয়েছে উভয়লিঙ্গ। যেমন, 'নর' বললে আমাদের সন্দেহ থাকে না যে, সে পুরুষ,—অতএব পুংলিঙ্গ; 'নারী' বললে আমরা বুঝি সে স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু 'শিশু' বা, 'সন্তান' বা 'বন্ধু' বললে আমরা কি বুঝব? এ তো পুরুষও হতে পারে, আবার স্ত্রীও হতে পারে। তাই—শিশু, সন্তান, বন্ধু ইত্যাদিকে উভয়লিঙ্গ নামে চিহ্নিত করা হয়। ইংরাজীতে 'Father' বললে পুংলিঙ্গ স্পষ্ট বোঝা যায়, 'Mother' বললে তেমনি স্ত্রীলিঙ্গ বুঝি, কিন্তু 'Parents' বললে কি বুঝব? পিতা ও মাতা উভয়কেই বোঝায় 'parents' শব্দটি—অতএব ইংরাজীতে এর নাম দেওয়া হয়েছে, 'Common gender' বাঙলায় যাকে আমরা উভয়লিঙ্গ আখ্যা দিয়েছি।]

নিম্নে লিঙ্গ পরিবর্তনের কয়েকটি নিয়ম ও বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল :—

পুংলিঙ্গ শব্দকে সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়ে থাকে—(১) আ, ঈ, ইনী, অনী ইত্যাদি স্ত্রী প্রত্যেয় যোগ করে ; (২) পৃথক শব্দ ব্যবহার করে ; এবং (৩) বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের পূর্বে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগে।

১। স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করে :—

(ক) বিশেষ্য বা বিশেষণ পুংলিঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অজ	অজা	শুক্ল	শুক্লা	প্রথম	প্রথমা
আর্য	আর্যা	মহাশয়	মহাশয়া	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া
কোকিল	কোকিলা	শিষ্য	শিষ্যা	তৃতীয়	তৃতীয়া
সুশীল	সুশীলা	মলিন	মলিনা	নবীন	নবীনা
সরল	সরলা	ক্ষীণ	ক্ষীণা	শোভন	শোভনা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শুভ্র	শুভ্রা	সুমিত্র	সুমিত্রা
নিদ্রিত	নিদ্রিতা	মাননীয়	মাননীয়া
সপ্ত	সপ্তা	বন্দিত	বন্দিতা
প্রিয়তম	প্রিয়তমা	বৈশ্য	বৈশ্যা
দশভুজ	দশভুজা	চন্দ্রানন	চন্দ্রাননা
তনয়	তনয়া	প্রিয়	প্রিয়া
কৃশ	কৃশা	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা
বৎস	বৎসা	গৃহীত	গৃহীতা
নমস্য	নমস্যা	কুটিল	কুটিলা
কমলনয়ন	কমলনয়না	বিম্বাধর	বিম্বাধরা

[* সাধারণতঃ অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে আ প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। কিন্তু কতকগুলি পুরণবাচক সংখ্যা শব্দ অ-কারান্ত হলেও ঈ প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। পরপৃষ্ঠায় দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :]

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
চতুর্থ	চতুর্থী	পঞ্চম	পঞ্চমী
অষ্টম	অষ্টমী	নবম	নবমী
দ্বাদশ	দ্বাদশী	ত্রয়োদশ	ত্রয়োদশী
ষষ্ঠ	ষষ্ঠী	সপ্তম	সপ্তমী
দশম	দশমী	একাদশ	একাদশী
চতুর্দশ	চতুর্দশী	ষোড়শ	ষোড়শী

(খ) **ঈ (ঈপ্) প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয় ঃ—**

কর্তা	কর্ত্রী	রজক	রজকী
মানব	মানবী	ঘোটক	ঘোটকী
সুন্দর	সুন্দরী	কিশোর	কিশোরী
কুমার	কুমারী	সিংহ	সিংহী
নেত্র	নেত্রী	বিদ্যাধর	বিদ্যাধরী
বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী	ছাত্র	ছাত্রী
রাক্ষস	রাক্ষসী	নট	নটী
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী	সনাতন	সনাতনী
শাশ্বত	শাশ্বতী	ঈদৃশ	ঈদৃশী
সৎ	সতী	তরুণ	তরুণী
মৎস্য	মৎস্যী	মনুষ্য	মনুষী
বৈবাহিক	বৈবাহিকী	আধুনিক	আধুনিকী
ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী	কপোত	কপোতী
শূকর	শূকরী	ময়ূর	ময়ূরী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গী	হরিণ	হরিণী
ছাগল	ছাগলী	হংস	হংসী
দেব	দেবী	দৌহিত্র	দৌহিত্রী
দানব	দানবী	পিতামহ	পিতামহী
মহৎ	মহতী	মাতামহ	মাতামহী
তাদৃশ	তাদৃশী	বার্ষিক	বার্ষিকী
শ্রীমান	শ্রীমতী	নর্তক	নর্তকী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
চতুষ্পদ	চতুষ্পদী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
ভাগ্যবান	ভাগ্যবতী	মৃন্ময়	মৃন্ময়ী
সাময়িক	সাময়িকী	খনক	খনকী

[কিন্তু বাদক>বাদিকা, গায়ক>গায়িকা ; *সাধারণতঃ ক-কারান্ত, জাতিবাচক, ইক-ভাগান্ত ইত্যাদি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ করতে ঈ প্রত্যয় যোগ করা হয়।]

(গ) কতকগুলি অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে আ, ঈ এবং বা, আনী উভয় প্রত্যয়ই লক্ষ্য করা যায়, অর্থ পার্থক্যের জন্য :—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
আচার্য	আচার্যা = আচার্যের বৃত্তি যে নারী গ্রহণ করে। আচার্যানী = আচার্য-পত্নী।
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়া } = উপাধ্যায়ের বৃত্তি যে নারী গ্রহণ করে উপাধ্যায়ী উপাধ্যায়ানী } = উপাধ্যায়-পত্নী
বৈশ্য	বৈশ্যা = বৈশ্যজাতির স্ত্রীলোক। বৈশ্যানী = বৈশ্যপত্নী।
শূদ্র	শূদ্রা = শূদ্রজাতীয় স্ত্রীলোক। শূদ্রী = শূদ্রের স্ত্রী।
ঈশ্বর	ঈশ্বরী = মহাদেবের স্ত্রী। ঈশ্বরা = মহাদেবের স্ত্রী, ঐশ্বর্যসম্পন্না নারী
সূর্য	সূরী = সূর্যের স্ত্রী (মানবী—কুন্তী)। সূর্য্যা = সূর্যের স্ত্রী (দেবতা)।

ঘ) আনী প্রত্যয়যুক্ত কয়েকটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ :—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ভব	ভবানী	শিব	শিবানী (শিবা)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অরণ্য	অরণ্যানী	হিম	হিমানী
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	বরুণ	বরুণানী
শূদ্র	শূদ্রানী (শূদ্রী)	ব্রহ্মা	ব্রহ্মানী
মাতুল	মাতুলানী (মাতুলী)		

(৬) 'ইনী' যোগে স্ত্রীলিঙ্গ :—

করি	করিনী	শিখি	শিখিনী
অনুগামী	অনুগামিনী	যোগী	যোগিনী
অনুরাগী	অনুরাগিনী	মালী	মালিনী
গরবী	গরবিনী	হস্তী	হস্তিনী
বিদেশী	বিদেশিনী	মায়াবী	মায়াবিনী
দুঃখী	দুঃখিনী	তপস্বী	তপস্বিনী

(২) **পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করতে পৃথক শব্দ ব্যবহার** (এগুলি বাঙলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেরই উদাহরণ ; সংস্কৃতে স্ত্রীপ্রত্যয় যোগেই সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা, বাপ	মা	ছেলে, জামাই	মেয়ে, বউ
দাদা	দিদি, বউদি	ভাই	বোন, ভাজ
বেয়াই	বেয়ান	মেসো	মাসী
দাদু, দাদামশায়	দিদিমা	পো	ঝি
শ্বশুর	শাশুড়ী	শালা	শেলেজ, শালী
ননাই	ননদ	নাতি	নাতনী
সাহেব	মেম	ষাঁড়, বলদ	গাই
ভাসুর, দেওর বা ঠাকুরপো	জা		
ঠাকুরদা	ঠানদি	পিসে	পিসী
রাজা	রাণী	বোনাই	বোন
ভাগিনা, ভাগ্নে	ভাগ্নী	এঁড়ে	বকনা

(৩) বাঙলা স্ত্রী প্রত্যয় ঈ, নী, আনী, উনী, ইনী উনী ইত্যাদি :—

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
বুড়া	বুড়ী	জ্যেঠা	জ্যেঠী
কাকা	কাকী	বামুন	বামুনী
খুড়া	খুড়ী	খোকা	খুকী
মামা	মামী	গয়লা	গয়লানী
ময়রা	ময়রানী	ভেড়া	ভেড়ী
বেদে	বেদেনী	ডোম	ডোমনী
মেছো	মেছুনী	জেলে	জেলেনী
কলু	কলুনী		

(৪) কতকগুলি উভয়লিঙ্গ শব্দে পুরুষ বাচক এবং স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বে বসিয়ে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়।

উভয়লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ—স্ত্রীলিঙ্গ	**উভয়লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ—স্ত্রীলিঙ্গ**
মানুষ—পুরুষমানুষ—মেয়েমানুষ	কবি—পুরুষকবি—স্ত্রীকবি, মহিলাকবি
ছেলে—ব্যাটাছেলে—মেয়েছেলে	বেড়াল—হুলোবেড়াল—মেনিবেড়াল
যাত্রী—পুরুষযাত্রী—মেয়েযাত্রী	বাছুর—এঁড়েবাছুর—বক্‌নাবাছুর

(৫) কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দের পূর্বে বা, পরে স্ত্রীবাচক একটি শব্দ বসিয়ে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা হয় :—

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	
ঔপন্যাসিক	মহিলা ঔপন্যাসিক	গুরু	গুরুমা, গুরুপত্নী
কবি	মহিলা কবি	উড়ে	উড়ে বৌ
গোঁসাই	মা গোঁসাই	কর্মী	মহিলাকর্মী
প্রভু	প্রভুপত্নী	সাহিত্যিক	মহিলাসাহিত্যিক
বসু	বসুজায়া, বসুপত্নী, বসুজা	পুলিশ	মেয়ে পুলিশ
নাতি	নাতবৌ		
ঘোষ	ঘোষজায়া, ঘোষজা		

(৬) কয়েকটি নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ—যাদের স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর হয় না :—
বিপত্নীক, কৃতদার, মৃতদার, কুস্তিগীর, ঢাকী, ঢুলী, অকৃতদার, ইত্যাদি।

(৭) কয়েকটি নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ শব্দ—যাদের পুংলিঙ্গে রূপান্তর সম্ভব না :—
বিভা, প্রজ্ঞা, জয়া, ক্ষমা, বিদ্যা, আভা, এয়ো, বাঁজা, বিধবা, সধবা, ডাইনী, সতীলক্ষ্মী, সতীন ; ইত্যাদি।

।। বচন ও পুরুষ ।।

বচন ঃ—বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সংখ্যা জ্ঞাপন করে যা, তাকেই বচন বলে। ইংরেজীর মত বাংলায় বচন মূলতঃ দুটি (১) একবচন, ও (২) বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃতে বচন তিনটি (১) একবচন, (২) দ্বিবচন, ও (৩) বহুবচন। বাঙলায় সংখ্যা দ্বারা দ্বিবচনের কাজটি চালানো হয়। কোন জিনিস সংখ্যায় 'এক' বোঝালে একবচন হয় এবং একের বেশী হলেই বহুবচন হয়। সংস্কৃতে দ্বিবচনের একটি পৃথক রূপ আছে। যেমন, বাঙলায় 'দুটি লোক' বললে 'দুটি' এই সংখ্যাবাচক বিশেষণ শব্দের দ্বারা দ্বিবচন বোঝায়—এছাড়া দ্বিবচনের পৃথক কোন রূপ নেই ; কিন্তু সংস্কৃতে দ্বিবচনের পৃথক রূপ থাকায়, 'দুটি লোক' এর পরিবর্তে 'নরৌ' হবে।

অনির্দিষ্ট একবচন শব্দের কোন পৃথক প্রত্যয় বা শব্দ নেই, মুল শব্দ থেকেই বোঝা যায় তার একবচনত্ব। যেমন, কুকুর, পাখী, বই, লোক, ইত্যাদি। নির্দিষ্ট একটি জিনিষ বা প্রাণীকে বোঝাতে—টি, টা, খানা, খানি প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত করতে হয় সাধারণতঃ মুল শব্দের সঙ্গে। যেমন, ছেলেটা, ছবিটি খাতা, খানা, বইখানি ইত্যাদি। সংখ্যায় যদি একাধিক বা বহুবচন বোঝায়, তবে সাধারণতঃ রা, এরা, গুলি, গুলা, দের, দিগের— ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দের পরে যুক্ত হয়। যেমন, ছেলেরা, বালকেরা, আমগুলি, পাতাগুলা, আমাদের, তোমাদিগের ইত্যাদি। এ ছাড়াও সব, সকল, কুল, গণ, বৃন্দ, নিশ্চয়, রাশি, সমূহ ইত্যদি শব্দ মূল বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুবচন বোঝান হয়। যেমন,

সব বই, সকল কাজ, পক্ষীকুল, বালকগণ, ছাত্রবৃন্দ, বস্তুনিচয়, পুষ্পরাশি, বৃক্ষসমুহ ইত্যাদি।

পুরুষ ঃ—বাক্যের কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার একটি মিল থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কর্তৃপদ অথবা বিশেষ্য-সর্বনাম পদগুলির প্রকৃতি বা স্বরূপ বিচারে তিনটি

বিভাগ করা হয়। এক একটি বিভাগ এক একটি পুরুষ নামে পরিচিত। সুতরাং পুরুষ তিনটি—উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ এবং প্রথমপুরুষ। আবার যেহেতু, বাক্যের কর্তৃপদ অনুযায়ী ক্রিয়াপদটির গঠন হওয়া আবশ্যক, সেইহেতু ক্রিয়ারও তিনটি পুরুষ—উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, এবং প্রথম পুরুষ।

বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পুরুষ:—আমি এবং আমি বাচক সর্বনাম শব্দগুলি উত্তম পুরুষ, যেমন, আমি, আমরা, আমাদিগকে, আমাদিগের, আমাদের ইত্যাদি। তুমি এবং তুমি বাচক সর্বনাম শব্দগুলি মধ্যম পুরুষ,। যেমন, তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমায় ইত্যাদি। আমি-তুমি ছাড়া, সে, তাহাকে, তাহারা, তারা, তাহাদিগকে ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ এবং রাম-শ্যাম, বেড়াল, রবি ইত্যাদি যাবতীয় বিশেষ্য শব্দ প্রথম পুরুষ। কর্তৃপদটি যে পুরুষের হবে সমাপিকা ক্রিয়াটির রূপও সেই পুরুষের হবে। যেমন, 'কৃ' বা 'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষের রূপ হল: করি, করিতেছি. করিলাম, করিয়াছিলাম, করিব ইত্যাদি; মধ্যম পুরুষের রূপ হ'ল: কর, করিতেছ, করিতেছিলে, করিয়াছিলে, করিবে ইত্যাদি; এবং প্রথম পুরুষের রূপ হল: করে, করিতেছে, করিতেছিল, করিয়াছিল, করিবে, ইত্যাদি।

॥ সমাস ॥

তৎপুরুষ সমাসের দৃষ্টান্ত:

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ:—শরণকে আপন্ন = শরণাপন্ন; বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন; দুঃখকে অতীত = দুঃখাতীত, বাসনকে মাজা = বাসনমাজা; চরণকে আশ্রয় = চরণাশ্রয়; রথকে দেখা = রথদেখা; কলাকে বেচা = কলাবেচা; কাপড়কে কাচা = কাপড়কাচা, তরীকে বাওয়া = তরীবাওয়া; চির (কাল) ব্যাপিয়া শত্রু = চিরশত্রু (ব্যাপ্তার্থে); মুহূর্ত (কাল) ব্যাপী সুখ = মুহূর্তসুখ; ক্ষমতাকে প্রাপ্ত = ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

তৃতীয়া তৎপুরুষ:—দা দ্বারা কাটা = দা-কাটা; ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা; দড়ি দিয়ে বাঁধা = দড়িবাঁধা, দুধ দিয়ে মাখা = দুধমাখা; বজ্রের দ্বারা আহত = বজ্রাহত; কর দ্বারা ধৃত = করধৃত; বুদ্ধি দ্বারা হীন = বুদ্ধিহীন, শ্রী দ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত, মনদ্বারা গড়া = মনগড়া; শোক দ্বারা আর্ত

(বা ঋত)=শোকার্ত ; ক্ষুধার দ্বারা পীড়িত=ক্ষুধাপীড়িত ; জ্ঞান দ্বারা হীন=জ্ঞানহীন ; ছাই দ্বারা চাপা=ছাইচাপা , গুণ দ্বারা মুগ্ধ=গুণমুগ্ধ ।

চতুর্থী তৎপুরুষ ঃ—জ্ঞানের নিমিত্ত পিপাসা=জ্ঞানপিপাসা ; দেবকে দত্ত=দেবদত্ত ; মড়ার জন্য কান্না=মড়াকান্না ; বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়=বালিকাবিদ্যালয় ; বিয়ের জন্য পাগলা=বিয়েপাগলা ; অনাথের জন্য আশ্রম=অনাথ-আশ্রম , খেয়ার নিমিত্ত ঘাট=খেয়াঘাট , বস্ত্রকে দান=বস্ত্রদান ; ভূমিকে দান=ভূমিদান ।

পঞ্চমী তৎপুরুষ ঃ—বিলাত হইতে ফিরৎ=বিলাতফিরৎ ; আগা হইতে গোড়া=আগাগোড়া ; স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট=স্বর্গভ্রষ্ট , মৃত্যু হইতে ভয়=মৃত্যুভয় , স্কুল থেকে পালান=স্কুলপালান ; শাপ হইতে মুক্ত=শাপমুক্ত ; ভার হইতে মুক্ত=ভারমুক্ত , কারা হইতে মুক্ত=কারামুক্ত ; বৃন্ত হইতে চ্যুত=বৃন্তচ্যুত ; বোঁটা থেকে খসা=বোঁটাখসা ; সৃষ্টি থেকে ছাড়া=সৃষ্টিছাড়া ; দল থেকে ছাড়া=দলছাড়া ।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ ঃ—ফুলের বাগান=ফুলবাগান ; মৌ-এর চাক=মৌচাক ; বোনের পো (পুত্র)=বোনপো ; রান্নার ঘর=রান্নাঘর (অথবা, রান্নার নিমিত্ত ঘর=রান্নাঘর, (৪র্থীতৎপুরুষ ।) , লঙ্কার ঈশ্বর=লঙ্কেশ্বর ; ধেনুর কুল=ধেনুকুল ; গঙ্গার জল=গঙ্গাজল ; বাঁদরের নাচ=বাঁদর নাচ ; ধানের ক্ষেত=ধানক্ষেত ; চা-এর বাগান=চাবাগান ; পথের রাজা=রাজপথ ; হংসের রাজা=রাজহংস ; পশুদিগের রাজা=পশুরাজ ; গিরির রাজা=গিরিরাজ ।

সপ্তমী তৎপুরুষ ঃ—তালে কাণা=তালকানা ; যুদ্ধে বিশারদ=যুদ্ধ-বিশারদ ; সংখ্যায় লঘু=সংখ্যালঘু ; গোলায় ভরা=গোলাভরা ; দেশে জাত=দেশজাত ; জলে মগ্ন=জলমগ্ন ; রণে নিপুণ=রণনিপুণ ; ক্রীড়ায় নিপুণ=ক্রীড়ানিপুণ ; বিশ্বে বিখ্যাত=বিশ্ববিখ্যাত ; ভোগে আসক্ত=ভোগাসক্ত ; নজরে বন্দী=নজরবন্দী ।

একদেশী তৎপুরুষ ঃ—পথের মধ্য=মধ্যপথ ; ভারতের মধ্য=মধ্যভারত ; কায়ের পূর্ব=পূর্বকায় ; অহের (দিনের) পূর্ব=পূর্বাহ্ন ; অহের মধ্য=মধ্যাহ্ন ; অহের অপর=অপরাহ্ণ ; অহের সায়=সায়াহ্ন ; রাত্রির শেষ=শেষরাত্র ; সমুদ্রের মাঝ=মাঝসমুদ্র ; অঙ্কের শেষ=শেষাঙ্ক বা শেষ অঙ্ক ।

অলুক তৎপুরুষ ঃ—ইঁচড়ে পাকা=ইঁচড়ে-পাকা ; হাতে কাটা=হাতে-

কাটা ; কলের গান = কলের-গান ; তেলে ভাজা = তেলে-ভাজা ; ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়ে-ভাজা ; ফলের বাগান = ফলের-বাগান ; মুড়ির চাল = মুড়ির-চাল ; কুঁড়ের বাদশা = কুঁড়ের-বাদশা ; মামার বাড়ী = মামার-বাড়ী , মাটির মানুষ = মাটির-মানুষ ; ছাঁচে ঢালা = ছাঁচে-ঢালা; কলেজে পড়া = কলেজে-পড়া ।

উপপদ তৎপুরুষ :—জল দেয় যে = জলদ ; কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার ; জলে চলে যে = জলচর ; খে (আকাশ) চরে যে = খেচর ; গৃহে থাকে যে = গৃহস্থ ; জল ধরে যে = জলধর ; ধামা ধরে যে = ধামাধরা ; বিশ্ব জয় করেছেন যিনি = বিশ্বজিৎ , অরিকে জয় করেছেন যিনি = অরিজিৎ ; পকেট মারে যে = পকেটমার ; ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা ।

নঞ্ তৎপুরুষ :—নয় শান্ত = অশান্ত; নয় ধীর = অধীর ; নাই ঐক্য = অনৈক্য ; নাই ভাব = অভাব ; নাই উপায় = অনুপায়, নিরূপা ; ন সাধু = অসাধু ; নয় সুন্দর = অসুন্দর ; নাই সুখ = অসুখ ; নাই শোক = অশোক , নাই জ্ঞান = অজ্ঞান ; ন অতিদীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ , নাই বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি ; নয় ধোয়া = আধোয়া , ন আদায়ী = অনাদায়ী ; ন মঞ্জুর = নামঞ্জুর , নয় গুণতি = অগুণতি ।

প্রাদি তৎপুরুষ :—প্রকৃষ্ট রূপে ভাত = প্রভাত , প্রকৃষ্ট রূপে ফুল্ল = প্রফুল্ল ; সুন্দর পুরুষ = সুপুরুষ ; কুৎসিত পুরুষ = কাপুরুষ ; বেলাকে উৎক্রান্ত = উদ্বেল ; মানবকে অতিক্রান্ত = অতিমানব ; বিগত হয়েছে শৃঙ্খল = বিশৃঙ্খল ; শৃঙ্খল থেকে উদ্গত = উচ্ছৃঙ্খল , প্রকৃষ্ট ভাব = প্রভাব ; প্রগত পিতামহ = প্রপিতামহ ।

কর্মধারয় সমাসের দৃষ্টান্ত :—নীল যে উৎপল = নীলোৎপল ; রাজাও যিনি ঋষিও তিনিই = রাজর্ষি ; দেবও যিনি ঋষিও তিনিই = দেবর্ষি ; নীল যে আকাশ = নীলাকাশ , রক্ত যে অম্বর = রক্তাম্বর ; পূর্ণ যে চন্দ্র = পূর্ণচন্দ্র ; মহৎ যে জন = মহাজন ; মহান যে রাজা = মহারাজ ; মহতী অষ্টমী = মহাষ্টমী ; ফুল এমন বাবু = ফুলবাবু; পুণ্য এমন ভূমি = পুণ্য ভূমি ; মিষ্ট এমন বাক্য = মিষ্টবাক্য; জীবৎ অথচ মৃত = জীবন্মৃত ; কাঁচা অথচ মিঠে = কাঁচামিঠে ; হৃষ্ট ও যাহা পুষ্টও তাহা = হৃষ্টপুষ্ট ; স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল = স্নিগ্ধোজ্জ্বল ; ভীষণও যাহা মধুরও তাহা = ভীষণ মধুর ; নতুন এখন যে বউ = নতুন বৌ ; ঠাকুর যে দাদা = ঠাকুরদাদা ;

অগ্রে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত ; ঘন যে সবুজ = ঘন সবুজ ; অধম যে নর = নরাধম।

উপমান কর্মধরায় :—তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র ; বজ্রের ন্যায় কঠিন = বজ্র কঠিন ; ঘনের ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম ; মিশির মত কালো = মিশকালো ; ঝুলের মত কালো = ঝুলকালো ; আগুনের মত রাঙা = আগুনরাঙা ; কাজলের মত কালো = কাজলকালো ; বরফের ন্যায় শীতল = বরফশীতল ; কমলের ন্যায় কোমল = কমলকোমল ; গো-এর ন্যায় বেচারী = গোবেচারী।

উপমিত কর্মধারয় :—রাজা সিংহের ন্যায় = রাজসিংহ ; নর শার্দ্দুলের ন্যায় = নরশার্দ্দুল ; পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ ; কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব ; চরণ কমলের ন্যায় = চরণকমল ; কর কমলের ন্যায় = করকমল ; দৃষ্টি অগ্নির তুল্য = অগ্নিদৃষ্টি ; চাঁদ মুখের মত = চাঁদমুখ, বাহু লতার মত = বাহুলতা, যষ্টি তনুর মত = তনুযষ্টি।

রূপক কর্মধারয় :—শোক রূপ সাগর = শোক সাগর ; শোক রূপ সিন্ধু = শোকসিন্ধু ; সুখ রূপ সিন্ধু = সুখসিন্ধু ; জীবন রূপ উদ্যান = জীবন উদ্যান ; দেহ রূপ আকাশ = দেহ-আকাশ ; শোক রূপ অনল = শোকানল ; মন রূপ মাঝি = মনমাঝি ; প্রাণ রূপ পাখী = প্রাণপাখী ; জ্ঞান রূপ আলোক = জ্ঞানালোক ; জীবন রূপ তারা = জীবতারা ; ভব রূপ সিন্ধু = ভবসিন্ধু।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :—ঘি মিশ্রিত ভাত = ঘি ভাত ; দুধ মিশ্রিত সাবু = দুধ সাবু ; তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গ = তুষারশৃঙ্গ ; মনি (= অর্থ, ইংরাজী 'money' শব্দ বাঙলায় প্রচলিত) থাকে এমন যে ব্যাগ = মনিব্যাগ ; ঘরে (শ্বশুরের) পালিত যে জামাই = ঘরজামাই ; পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন ; সিংহ চিহ্নিত আসান = সিংহাসন ; দ্বি অধিক দশ = দ্বাদশ : জীবনের নিমিত্ত যে বীমা = জীবনবীমা ; ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু ; কেশে মাখার তৈল = কেশতৈল ; সিঁদুর রাখার কৌটা = সিঁদুরকৌটা ; হাতে পরার ঘড়ী = হাত ঘড়ী ; শশের (= শশকের) ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত।

বহুব্রীহি সমাসের দৃষ্টান্ত :—দশ আনন যাহার = দশানন ; তৃণ বহুল যেখানে = তৃণবহুল ; চন্দ্র শেখরে যাহার = চন্দ্রশেখর ; চন্দ্র চূড়ায় যাহার = চন্দ্রচূড় ; পীত অম্বর যাহার = পীতাম্বর ; জলের সহিত বর্তমান = সজল ; ন্যায় (তর্কে) আকড় (আগ্রহ) যার = নেই-আকড়ে ; প্রিয় দর্শন যাহার =

প্রিয়দর্শন ; চুলোর মত মুখ যার = চুলোমুখো ; সু গন্ধ যার = সুগন্ধি ; মহৎ আশয় যার = মহাশয় ; নদী মাতা যার = নদীমাতৃক।

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :—দিক্ অম্বর যাহার = দিগম্বর ; দীর্ঘ কায় যার = দীর্ঘকায় ; গৌর অঙ্গ যার = গৌরাঙ্গ ; পঞ্চ আনান যাহার = পঞ্চানন ; শ্বেত বর্ণ যার = শ্বেতবর্ণ ; দশ ভুজ যাহার = দশভুজা ; সুধা অংশু যার = সুধাংশু।

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি :—শূল পাণিতে যাহার = শূলপানি ; বীণা পানিতে যাহার = বীণাপানি ; খড়্গ হস্তে যাহার = খড়্গহস্ত ; ক্ষণে জন্ম যাহার = ক্ষণজন্ম ঘরে মুখ যার = ঘরমুখো , আশীতে বিষ যাহার = আশীবিষ ; পদ্ম নাভিতে যাহার = পদ্মনাভ : রণে মুখ যার = রণমুখো ; পাপে মতি যার = পাপমতী।

ব্যতিহার বহুব্রীহি :—কানে কানে হয় যে কথা = কানাকানি ; হাতে হাতে হয় যে যুদ্ধ = হাতাহাতি ; লাঠিতে লাঠিতে হয় যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি; চোখে চোখে হয় যে দেখা = চোখোচোখি ; কোলে কোলে হয় যে আলিঙ্গন = কোলাকুলি ; চুলে চুলে হয় যে যুদ্ধ = চুলোচুলি ; ঘুঁষিতে ঘুঁষিতে হয় যে যুদ্ধ = ঘুঁষোঘুঁষি।

অলুক বহুব্রীহি :—মুখে ভাত দেয় যে অনুষ্ঠানে = মুখেভাত ; হাতে খড়ি দেয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি ; লাঠি হাতে যার = লাঠিহাতে ; মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি ; মোজা পায়ে যার = মোজাপায়ে ; ছেলে কোলে যার = ছেলেকোলে ; ছড়ি হাতে যার = ছড়িহাতে ; গায়ে হলুদ দেয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ।

নঞ বহুব্রীহি :—নাই জ্ঞান যার = অজ্ঞ ; নয় সুখী যে = অসুখী ; নেই জল যাতে = নির্জলা ; নাই রুচি যার = অরুচি ; নাই চিন্তা যার = নিশ্চিন্ত ; নেই লজ্জা যার = নির্লজ্জ ; নাই হেড যার = বেহেড ; নাই হায়া (লজ্জা) যার = বেহায়া ; নাই উপায় যার = নিরুপায় ; নাই ইমান (ধর্ম) যার = বেইমান ; নাই কলঙ্ক যার = নিষ্কলঙ্ক ; নেই নাড়ীজ্ঞান যার = আনাড়ী।

মধ্য পদলোপী বহুব্রীহি :—দশ হাত পরিমাণ (বা মাপ) যার = দশহাতী ; পাঁচ গজ মাপ যার = পাঁচগজী ; দু' মণ ওজন যার = দুমণি ; সাত বছর বয়স যার = সাতবছুরে ; তিন পা পরিমাণ যার = তিন-পা ; দরিয়ার মত বিশাল দিল (হৃদয়) যার = দিলদরিয়া ; পাঁচ সের ওজন যার = পাঁচসেরী।

উপমান গর্ভ বহুব্রীহি :—কমলের ন্যায় অক্ষি যাহার = কমলাক্ষ (স্ত্রীলিঙ্গে, কমলাক্ষী) ; বিধুর মত মুখ যার (স্ত্রী) = বিধুমুখী ; হরিণের ন্যায় নয়ন যার (স্ত্রী) = হরিণ নয়না ; পদ্মের মতো মুখ যার = পদ্মমুখী ; বিড়ালের মত অক্ষি যার = বিড়ালাক্ষী ।

দ্বন্দ্ব সমাসের দৃষ্টান্ত :– পিতা ও মাতা = পিতামাতা ; কাগজ ও কলম = কাগজকলম ; জুতো ও মোজা – জুতোমোজা ; জায়া ও পতি = জায়াপতি, দম্পতি, জম্পতি , রুই এবং কাতলা = রুইকাতলা ; খাতা এবং পেন্সিল = খাতাপেন্সিল ; আকাশ এবং পাতাল = আকাশপাতাল ; অহঃ এবং রাত্রি = অহোরাত্র , অহঃ এবং নিশা = অহর্নিশ , লোক ও লস্কর = লোকলস্কর ।

ইতরেতর দ্বন্দ্ব :—রাঘব ও বোয়াল = রাঘব-বোয়াল ; পিতা ও পুত্র = পিতাপুত্র ; দোয়াত ও কলম = দোয়াত কলম ; নদ ও নদী = নদনদী ; লতা ও পাতা = লতাপাতা , পশু ও পাখী = পশুপাখী ; মশা ও মাছি = মশামাছি ।

সমাহার দ্বন্দ্ব :—জামা ও কাপড (সমষ্টি) = জামাকাপড় ; ঝোল ও ভাত (সমাহার) = ঝোলভাত ; ঝড় ও জল (সমাহার) = ঝডজল ; আসা ও যাওয়া = আসাযাওয়া ; দুধ ও কলা = দুধকলা ; ভাত ও কাপড় = ভাত-কাপড ।

অলুক দ্বন্দ্ব :—কোলে ও পিঠে = কোলেপিঠে , ঝোপে ও ঝাড়ে = ঝোপে-ঝাড়ে , মায়ে ও ঝিয়ে = মায়ে-ঝিয়ে ; তেলে ও জলে = তেলেজলে ; হাতে ও পায়ে = হাতেপায়ে ; পথে ও ঘাটে = পথেঘাটে ।

দ্বিগু সমাসের দৃষ্টান্ত :—সাত সমুদ্র = সাতসমুদ্র , তের নদী = তেরনদী ; পঞ্চ ভূত = পঞ্চভূত ; পঞ্চ শস্য = পঞ্চশস্য ; দশ দিক = দশদিক ; নব গ্রহ = নবগ্রহ ; পাঁচ বছর = পাঁচবছর , চার দিক = চারদিক ।

সমাহার দ্বিগু :—শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী ; পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী ; ত্রি ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন ; চৌ (= চার) মাথার সমাহার = চৌমাথা ; তিন পায়ার সমাহার = তেপায়া ; চতুঃ (= চার) পদের সমাহার = চতুষ্পদী ; পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ ; চারি কাঠের সমাহার = চৌকাঠ ; চারি মোহনার সমাহার = চৌমুহানী ।

অব্যয়ীভাব সমাসের দৃষ্টান্ত :—কূলের সমীপে = উপকূল ; কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ , দিন দিন = প্রতিদিন ; লোক লোক = প্রতিলোক, লোকপ্রতি ;

রোজ রোজ = হররোজ ; ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ, প্রতিক্ষণ ; মনে মনে = প্রতিমণ, মণপ্রতি, মণপিছু ; বছর বছর = প্রতিবছর, ফিবছর ; ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ ; মিলের অভাব = গরমিল ; বন্দোবস্তের অভাব = বেবন্দোবস্ত ; মানানের অভাব = বেমানান ; পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত = আপাদমস্তক ; কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ ; জীবন পর্যন্ত = আজীবন, জাবজ্জীবন ; সমুদ্র পর্যন্ত = আসমুদ্র ; মৃত্যু পর্যন্ত = আমৃত্যু ; দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ ; মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি ; বনের সদৃশ = উপবন ; কথার সদৃশ = উপকথা ; অস্থির সদৃশ = উপাস্থি ; হীন দেবতা = উপদেবতা, ক্ষুদ্র গ্রহ = উপগ্রহ ; বিম্বের সদৃশ = প্রতিবিম্ব ; শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া = যথাশক্তি ; সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া = যথাসাধ্য ; বিধিকে অতিক্রম না করিয়া = যথাবিধি ; কালকে অতিক্রম না করিয়া = যথাকালে ; অক্ষির সম্মুখে (বা সমীপে) = সমক্ষে ; অক্ষির অভিমুখে = প্রত্যক্ষ অক্ষির পরে (= বাইরে) = পরোক্ষ ; আত্মার সম্বন্ধে = অধ্যাত্ম।

নিত্য সমাস :—(i) রাজসাপ, কৃষ্ণসর্প, অশ্বকর্ণ, ঘৃতকুমারী (এদের ব্যাসবাক্য হয় না। ব্যাস বাক্যে বিশ্লেষণ করলেই অর্থের পরিবর্তন হবে।)

(ii) কেবল জল = জলমাত্র ; কেবল শোনা = শোনা মাত্র ; অন্য দেশ = দেশান্তর ; অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর ; কেবল নাম = নামমাত্র।

কারক ও বিভক্তি

কারক ও বিভক্তির মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। কারক হলেই তা বিভক্তির পরিচ্ছদ পরিধান করে বাক্যে আবির্ভূত হয়, আবার কারক হীন বিভক্তি শুধু মাত্র কতকগুলি চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়—তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিশেষ কোন মূল্য নেই। বিভক্তি সাতটি = প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, এবং সপ্তমী। কারক প্রধানতঃ ছ'টি—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ—সম্বন্ধ কে পদ বলা হয়, ঠিক কারক হিসাবে গণ্য করা হয় না ; তেমনি সম্বোধনও কারক নয়, পদ। প্রত্যেকটি কারকের মূলতঃ একটি করে বিভক্তি বাহনের মত আছে ; যেমন কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি, কর্ম কারকে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া বিভক্তি, সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি, আপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি, এবং অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি, যথাক্রমে

প্রত্যেকটির বাহন রূপে বিবেচিত হয়। সম্বন্ধ পদের অন্যান্য কারকের মতই একটি নিজস্ব বাহন আছে—সেটি হ'ল ষষ্ঠী বিভক্তি ; এবং সম্বোধনের বাহন প্রথমা বিভক্তি আছে বলেই, এই দুটি পদকে কারকের পংক্তিতে আনয়ন করা হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেকটি কারকই নিজ নিজ বিভক্তির বাহন ত্যাগ করে অনেক সময় অন্য বিভক্তি আশ্রয় করেও হাঁটে—উদাহরণ সাহায্যে বিষয়টি পরে স্পষ্ট করা যাচ্ছে। তার আগে প্রত্যেকটি বিভক্তিকে সহজে চিনে নেওয়ার কতকগুলি চিহ্ন আছে, সেই চিহ্নগুলি প্রথমে দেখানো যাক :—

প্রথমা বিভক্তির কোন চিহ্ন নেই, তাই একে 'শূন্য' বিভক্তিও বলা হয়। যখন আমরা কোন পদে কোন চিহ্নই খুঁজে পাব না, তখন সহজেই তাকে প্রথমা বিভক্তি বলে চিহ্নিত করতে পারব।

দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন :—কে, রে, এরে, দিগকে, দেরকে, দিকে (বা দিগে), গণকে, গুলিকে বা গুলোকে ইত্যাদি।

তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন :—দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, দিয়ে ইত্যাদি।

চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন :—কে, রে, এরে ইত্যাদি।

পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন :—হইতে, হতে, থেকে ইত্যাদি।

ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন :—এর, র।

সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন :—এ, তে, মধ্যে, য় ইত্যাদি।

বিভিন্ন কারকের বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম পদগুলিতে এই বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়। কোন কারকে কি কি বিভক্তি যুক্ত হয় তার দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হ'ল :—

কর্তৃকারক :

(১) প্রথমা বিভক্তি—(i) **রাম** পিতামাতার কথা শোনে। (ii) **তুমি** বাজারে যাও।

(২) দ্বিতীয়া বিভক্তি—(i) **আমাকে** এখন জল আনতে যেতে হবে। (ii) **রামকে** স্টেশনে যেতে হয়েছিল। (iii) **তোমাকে** রোগা দেখাচ্ছে। (iv) **প্রত্যেককে** আসতে হবে কিন্তু।

(৩) তৃতীয়া বিভক্তি—(i) **তোমা দ্বারা** এ কাজ সম্ভব। (ii) **প্রভু কর্তৃক** ভৃত্যটি তিরস্কৃত হ'ল। (iii) **যদুকে দিয়ে** এ কাজ করানো যাবে না।

(৪) ষষ্ঠী বিভক্তি—(i) **তোমাদের** এ ব্যাপারে ভার নিতে হবে। (ii) **আমার** বাড়ী যাওয়া হবে না। (iii) এ নিশ্চয় **রামের** করা।

(৫) সপ্তমী বিভক্তি—(i) **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে। (ii) **পাগলে** কি না বলে। (iii) **পণ্ডিতে** বলে। (iv) **চোরে** নিয়ে গেছে।

কর্মকারক ঃ

(১) দ্বিতীয়া বিভক্তি ঃ—(i) মা **শিশুকে** আদর করছে। (ii) শিক্ষক মহাশয় **ছাত্রটিকে** ভালবাসেন। (iii) বা **লাজিরে** কহিল ডাকিয়া। (iv) 'আমি তো **তোমারে** চাইনি জীবনে। তুমি **অভাগারে** চেয়েছ।'

(২) প্রথমা বিভক্তি ঃ—(i) এখানে বসে তোমার **গান** শোনা গেল। (ii) আমি একটা **ঘুড়ি** ধরেছি। (iii) ভাল **লোক** পাকড়াও।

(৩) পঞ্চমী বিভক্তি ঃ—(i) **বই থেকে** (=বই পড়লে) জ্ঞান লাভ হয়। (ii) **দুধ থেকে** (=দুধ খেলে) পুষ্টি হবে। (iii) **অর্থ থেকে** (=অর্থ পেলে মনে বল আসে)।

(৪) সপ্তমী বিভক্তি ঃ—(i) "পাঠাইব **রামানুজে** শমন সদনে।" (ii) **আমায় নিয়ে**"মেলেছ এই মেলা।" (iii) **তোমায়** আমি ডেকেছি।

করণ কারক ঃ

(১) তৃতীয়া বিভক্তি ঃ—(i) **কুঠার দ্বারা** বৃক্ষটি ছেদন কর। (ii) "**ফুলদল দিয়া** কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?" (iii) **মন দিয়ে** পড়।

(২) প্রথমা বিভক্তি ঃ—মাঠে ছেলেরা **বল** খেলছে। (iii) চুরি করার অপরাধে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছেলেটিকে পাঁচ ঘা **বেত** মারলেন! (iii) ছুটির দিন, তাই, আমরা সবাই **তাস** খেলতে বসলাম।

(৩) পঞ্চমী বিভক্তি ঃ—(i) প্রকৃত **ছাত্র হতে** শিক্ষকের সুনাম হয়। (ii) **আমা হতে** এ কাজ জীবনে হবে না। (iii) **তোমা হতে** এ দুঃখ হবে না হরণ।

(৪) ষষ্ঠী বিভক্তি ঃ—(i) **অস্ত্রের** আঘাতে যোদ্ধাটি শেষ পর্যন্ত ধরাশায়ী হ'ল। (ii) আমরা **মাটির** বাড়ীতে থাকি। (iii) এক **কলমের** খোঁচায়।

(৫) সপ্তমী বিভক্তি ঃ—(i) 'এক **ঢিলে** দুই পাখী মারা'। (ii) **পেন্সিলে** লেখা চলবে না। (iii) "নূতন **ধান্যে** হবে নবান্ন"।

সম্প্রদান কারক :

(১) চতুর্থী বিভক্তি :—(i) **ব্রাহ্মণকে** একটি বস্ত্র দান করলাম। (ii) জমিদার **চাষীকে** জমিটি দান করলেন। (ii) ছেলেটি **ভিখারীটিকে** একটি পয়সা দিল।

(২) ষষ্ঠী বিভক্তি :—(i) "**সকলের** তরে সকলে আমরা"। (ii) **পুত্রের জন্য** পিতা সর্বস্ব ত্যাগ করলেন। (iii) "**দেবতার** ধন, কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন"।

(৩) সপ্তমী বিভক্তি :—(i) **অন্ধজনে** দেহ আলো। (ii) গীতায় বলেছে সর্ব কর্মফল **ভগবানে** অর্পণ কর। (iii) **গৃহহীনে** গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে। (iv) **রোগে** ঔষধ দেবে, **শোকে** দেবে সান্ত্বনা।

আপাদান কারক :

(১) পঞ্চমী বিভক্তি :—(i) **পাহাড় থেকে** ঢল নেমেছে। (ii) এই-মাত্র ফলটা **গাছ থেকে** পড়ল। (iii) **ভারতবর্ষ থেকে** ধর্ম লুপ্ত হতে বসেছে।

(২) প্রথমা বিভক্তি :—(i) তোমার **নিকট** (= নিকট হইতে) এই কথা শুনেছি। (ii) **সিংহাসন** চ্যুত হয়ে রাজা বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। (iii) এ ফলটি, **বৃন্তচ্যুত** হয়ে মাটিতে পড়েছে।

(৩) দ্বিতীয়া বিভক্তি :—(i) **হেডমাষ্টারকে** ছেলেদের ভয় নেই। (ii) **আমাকে** তোমার ভয় নেই। (iii) মৃত্যুকে ভয় **করি** না মোরা।

(৪) তৃতীয়া বিভক্তি :—(i) এই কথা শুনে তার **চোখ দিয়ে** জল পড়তে লাগল। (ii) **মুখ দিয়ে** তার একটি কথা সরলো না। (iii) **নাক দিয়ে** সর্দি গড়াচ্ছে।

(৫) ষষ্ঠী বিভক্তি :—(i) প্রায় সব শিশুরই **ভুতের** ভয় আছে। (ii) 'যেখানে **বাঘের** ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়।' (iii) এই **গাঁয়ের** উত্তরে ছোট একটা নদী আছে।

(৬) সপ্তমী বিভক্তি :—(i) **বিপদে** মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা। (ii) **তিলে** তেল হয়। (iii) কালো **মেঘে** জল হয়। (iv) একথা লোকের **মুখে** শুনেছি। (v) "তোমার **কাছে** আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।"

সম্বন্ধ পদ :

(১) ষষ্ঠী বিভক্তি :—(i) **নদীর** জল শান্ত। (ii) **তোমার** বইটা ছেঁড়া। (iii) **রাজার** ছেলে যা করবে, তা-ই মানবে। (iv) দীনের প্রতি দয়া করো (কারুর কারুর মতে এটি 'প্রতি' শব্দ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তির উদাহরণ)। (v) পিতার সহিত পুত্র বাজারে যাইতেছে ('সহিত শব্দ যোগে তৃতীয়া বিভক্তির কথা কেউ কেউ বলেছেন)। (vi) রামের চেয়ে শ্যাম বয়সে ছোট (ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এটি তারতম্যবাচক অপাদানের উদাহরণ, অর্থাৎ 'চেয়ে' যোগে 'রামের' পদটি পঞ্চম্যন্ত)। ইত্যাদি।

অধিকরণ কারক :

(১) সপ্তমী বিভক্তি :—(i) **আকাশে** চাঁদ উঠেছে। (ii) **গাছে** ফুল ফুটেছে। (iii) **বছরে** একবার করে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

(২) প্রথমা বিভক্তি :—(i) তিনি এখন **বাড়ী** আছেন। (ii) **রবিবার** তোমার বাড়ী বেড়াতে যাব। (iii) **সব সময়** কথা বলা ভাল নয়।

(৩) তৃতীয়া বিভক্তি :—সোজ **পথ দিয়ে** আশুতোষের বাড়ী। (ii) এইটুকু **সময় দিয়ে** কি করে হবে। (iii) সোজ পথ **দিয়ে** হাঁট।

(৪) পঞ্চমী বিভক্তি :—(i) **ছাদ থেকে** (=ছাদে দাঁড়িয়ে) ওদের বাড়ী দেখা যায়। (ii) **দূর থেকে** (=দূরে থেকে) নমস্কার কর। (iii) **গাছ থেকে** (=গাছে চড়ে) আজকাল অনেকেই ফুটবল খেলা দেখে।

সম্বোধন পদ :

প্রথমা বিভক্তি :—(i) **বৎস**, এদিকে এস। (ii) **হে গিরিবর**, কেন তুমি মৌন চিরকাল! (iii) **হে ঠাকুর**! আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাও। (iv) **দুর্গে**! দুর্গতি নাশিনী। (v) "**হে ভারত**! ভুলিও না ভারতবাসী তোমার ভাই।"

সকল কারকে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার দেখিয়ে একটি বাক্য রচনার দৃষ্টান্ত :

(i) **লোকে তোমায়** যা-ই বলুক, ভাল লোকের **মুখে** শুনেছি যে, তুমি **গৃহহীনে** তোমার **গৃহে** আশ্রয় দাও বলেই সবাই তোমার **গুণে** মুগ্ধ।

[লোকে = কর্তায় সপ্তমী ; তোমায় = কর্মে সপ্তমী ; মুখে = অপাদানে সপ্তমী ; গৃহহীনে = সম্প্রদানে সপ্তমী ; গৃহে = অধিকরণে সপ্তমী ; গুণে = করণে সপ্তমী ।]

(ii) **দরিদ্রে** দান করলে অথবা **বিপদে** কারুকে রক্ষা করলেই যে, যে কোন **সময়ে হাতে** তার মাথা কাটা যায়—এ কথা যদি **লোকে তোমায়** বলে থাকে তো ভুল বলেছে।

[দরিদ্রে = সম্প্রদানে ৭মী ; বিপদে = অপাদানে ৭মী ; সময়ে = অধিকরণে ৭মী , হাতে = করণে ৭মী , লোকে = কর্তায় ৭মী ; তোমায় = কর্মে ৭মী ।]

(খ) **একটি বাক্যে সব কয়টি কারক এবং বিভক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত :**

(১) **হে নর**! **মনুষ্যকুলে** জন্ম গ্রহণ করিয়া **তুমি** যদি **কুলের** তিলক স্বরূপ হইতে চাও তবে **ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে** দান করিবে, **অসহায়কে বিপদ হইতে** রক্ষা করিবে এবং **সর্বজনকে প্রাণ দিয়া** ভাল বাসিবে।

[হে নর = সম্বোধনে ১মা ; মনুষ্যকুলে = অধিকরণে ৭মী , তুমি = কর্তায় ১মা ; কুলের = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী ; ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে = সম্প্রদানে ৪র্থী ; অসহায়কে এবং সর্বজনকে = কর্মে ২য়া ; বিপদ হইতে = অপাদানে ৫মী ; প্রাণ দিয়া = করণে ৩য়া ।]

বাড়ীতে আছি এমন **সময়ে বন্ধুর ছোট ভাই** এসে **আমাকে** খবর দিল যে, **বন্ধুটি গাছ থেকে** ডাব পাড়তে গিয়ে **ছুরি দিয়ে** হাত কেটে ফেলেছে।

[বাড়ীতে, সময়ে = অধিকরণে ৭মী ; বন্ধুর = সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী ; ছোটভাই, বন্ধুটি = কর্তায় ১মা ; আমাকে = কর্মে ২য়া ; ডাব, হাত = কর্ম কারক ; গাছ থেকে = অপাদানে ৫মী ; ছুরি দিয়ে = করণে ৩য়া ।]

কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়

(ক) **তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশী।**

(i) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত ঃ—

[অন] (হিতকর অর্থে)—দাঁত + অন = দাঁতন ; পাঁচ + অন = পাঁচন।

[অট] (সংহত অর্থে)—দাপ্ + অট = দাপট ; জমা + অট = জমাট ; ভরা + অট = ভরাট ; সাপ + অট = সাপট।

[অটা, অটি] (প্রথমটি অর্থের ওপর জোর দেওয়ার জন্য ;)—এক + অটা = একটা ; নে + অটা = ন্যাওটা (আঞ্চলিক প্রয়োগ—ছেলেটা চাকরের খুব ন্যাওটা হয়েছে) ; এবং দ্বিতীয়টি 'মেল' বিশেষ। মুখ + অটি = মুখটি।

[অটিয়া বা টে] (তুল্য ও ঈষৎ ভাব অর্থে)—ভাড়া + অটিয়া (বটে) = ভাড়াটিয়া বা ভাড়াটে, ধোঁয়া + টে = ধোঁয়াটে, রোগ + টে = রোগাটে ; তামা + টে = তামাটে, ঝগড়া + টে = ঝগড়াটে ; পাকা + টে = পাকাটে।

[আ] (সাদৃশ্য ; আছে বা যুক্ত, পূর্ণ ; অবস্থা ; আগত, জাত, উৎপন্ন ইত্যাদি অর্থে—চাঁদ + আ = চাঁদা ; বাঘ + আ = বাঘা ; পাগল + আ = পাগলা। নুন বা লুন + আ = নোনা বা লোনা ; তেল + আ = তেলা ; বামুন + আ = বাম্‌না ; কেষ্ট + আ = কেষ্টা ; গোপাল + আ = গোপ্‌লা ; চীন + আ = চীনা ; দক্ষিণ + আ = দক্ষিণা ; জল + আ = জলা ; চাল + আ = চালা ;

[আই] (ভাব, প্রস্তুত, সম্বন্ধ, আদর ইত্যাদি অর্থে—চড়া + আই = চড়াই ; উৎরা + আই = উৎরাই ; পুষ্টি + আই পোষ্টাই ; বড় + আই = বড়াই ; মিঠা + আই = মিঠাই-মেঠাই ; চাট + আই = চাটাই ; পাটনা + আই = পাটনাই ; মোগল + আই = মোগলাই ; ঢাকা + আই = ঢাকাই ; চোর + আই = চোরাই ; কান + আই = কানাই ; মাধব + আই = মাধাই : বল + আই = বলাই।

[আইত>আত] (নিযুক্ত, বৃত্তি, ধর্ম বা স্বভাব) ইত্যাদি অর্থে—সেবা + আইত = সেবাইত ; ডাকা + আইত (আত) = ডাকাইত>ডাকাত ; সঙ্গ + আইত (আত) = সাঙ্গাত, বা স্যাঙাত ; বর + আত = বরাত।

[আম] (ভাববাচক নিন্দার্থক অথবা ক্রিয়াবাচক)—জ্যেঠা + আম = জ্যেঠাম ; পাগল + আম = পাগলামি ; বাঁদর + আম = বাঁদরাম ; পাকা +

আম = পাকাম ; ছেবলা + আম = ছেবলাম ; কাঠা + আম = কাঠাম ; ঘর + আম = ঘরাম।

[আমি] (নিন্দার্থক, ভাবার্থক, বা বৃত্তি অর্থে)—ছেবলা + আমি = ছেবলামি ; জ্যেঠা + আমি = জ্যেঠামি ; বাঁদর + আমি = বাঁদরামি ; পাগল + আমি = পাগলামি ; নেকা + আমি = নেকামি ; ঘর + আমি = ঘরামি ; ছেলে + আমি = ছেলেমি ; কুঁড়ে + আমি = কুঁড়েমি।

[আর] (ব্যবসা বা বৃত্তিবাচক)—কাম = আর = কামার ; কুম + আর = কুমার ; ভাঁড় (< ভাণ্ড) + আর = ভাঁড়ার ; চাম + আর = চামার ; গো + আর = গোঁয়ার।

[আরী] (বৃত্তিবাচক বা স্বার্থে)—ভিক্ষা + আরী = ভিখারী ; পূজা + আরী = পূজারী ; শাঁখা + আরী = শাঁখারী ; ডুব + আরী = ডুবারী ; জুয়া + আরী = জুয়ারি ; বাঁথ (বা বাঁক) + আরী = বাঁথারী/বাঁকারী , ঝি + আরী = ঝিয়ারী ; মাঝ + আরী = মাঝারী।

[আরু] (কাজ, নেশা ইত্যাদি অর্থে)—বোমা + আরু = বোমারু ; শশ + আরু = শশারু , সেজ + আরু = সজারু ; দাবা + আরু = দাবারু (দাবাড়ু/দাবাড়ে)।

[আল্, আল] (যোগ বা অস্তিত্ব অর্থে, সম্বন্ধ অর্থে, স্বার্থে, রক্ষার্থে বা জীবিকার্থে)—ভয় + আল = ভয়াল ; দাঁত + আল = দাঁতাল , গো + আল = গোয়াল ; ধার + আল = ধারাল ; রস + আল = রসাল ; তেজ + আল = তেজাল ; পাঁক + আল = পাঁকাল ; মত্ত + আল = মাতাল ; বঙ্গ + আল = বঙ্গাল/বাঙ্গাল ; ঘোষ + আল = ঘোষাল ; লাঠি + আল = লাঠিয়াল ; আড় + আল = আড়াল ; ভাটি + আল = ভাটিয়াল।

[আলা, ওয়ালা (হিন্দী)] (ব্যবসা অর্থে)—গো + আলা = গোয়ালা ; পয় + আলা = পয়লা ; ফেরি + আলা (ওয়ালা) = ফেরিআলা বা ফেরিওয়ালা ; ছিট + ওয়ালা = ছিটওয়ালা বা ছিটওলা ; পাহারা + আলা/ওয়ালা = পাহারালা/পাহারাওয়ালা ; কাবুলী + ওয়ালা = কাবুলীওয়ালা/কাবলীওলা।

[আলী/আলি] (ভাব বা কর্ম অর্থে' তুল্য অর্থে, পরিমাণ অর্থে)—রূপা + আলী = রূপালী ; সোনা + আলী = সোনালী ; ঠাকুর + আলী (আলি) = ঠাকুরালী/ঠাকুরালি ; মিতা + আলি/আলী = মিতালি/মিতালী ;

মাইয়া + আলী = মেয়েলী ; আধা + আলি (উলি) = আধুলি ; ঘটক + আলী = ঘটকালী/ঘটকালি ; চতুর + আলী = চতুরালী ।

[ই, ঈ] (ভাবার্থে, বৃত্তি, জীবিকা, জাতি, সম্বন্ধ, তুল্য, জাত বা উৎপন্ন অর্থে)—ডাক্তার + ই = ডাক্তারি ; নবাব + ঈ = নবাবী ; ডাকাত + ই = ডাকাতি ; মাষ্টার + ই = মাষ্টারি ; জমিদার + ঈ (ই) = জমিদারী/জমিদারি ; চাকর + ই = চাকরি ; বাঁহাদুর + ঈ = বাঁহাদুরী ; ছেলেমানুষ + ঈ = ছেলেমানুষী ; বিহার + ঈ = বিহারী ; পাঞ্জাব + ঈ = পাঞ্জাবী ; কাশ্মীর + ঈ = কাশ্মীরী ; বৈঠক + ঈ = বৈঠকী ; বেগুন + ঈ = বেগুনী ; দেশ + ঈ = দেশী , বিলাত + ঈ = বিলাতী/বিলিতি , বজ্জাত + ই = বজ্জাতি ; উকিল > ওকালত + ই = ওকালতি ।

[ইয়া > এ] (জাতি, উৎপর্ম, আগত ইত্যাদি অর্থে)—ওড় + ইয়া (এ) = উড়িয়া বা ওড়িয়া/উড়ে ; পাড়াগাঁ + ইয়া (এ) = পাড়াগাঁইয়া/পাড়াগেঁয়ে ; গাঁ + ইয়া = গাঁইয়া/গেঁয়ো (এখানে 'ও' হয়েছে) ; বান + ইয়া = বানিয়া/বেনে ; শহর + ইয়া = শহরিয়া (শহুরিয়া)/শহুরে ; জাল + ইয়া = জালিয়া/জেলে ; মাটি + ইয়া = মাটিয়া/মেটে ; আদর + এ = আদরে বা আদুরে ; বালি + এ = বেলে ; কাল + এ = কেলে ; পাথর + ইয়া = পাথুরিয়া/পাথুরে ; ডাকাত + ইয়া = ডাকাতিয়া/ডাকাতে ।

[উ] (ব্যক্তিবাচক শব্দের উত্তর আদর অর্থে, স্বার্থে বা অল্প অর্থে)—নিমাই + উ = নিমু ; হারাধন > হারা + উ = হারু ; হরি + উ = হরু ; পঞ্চানন + উ = পঞ্চু, পাঁচু ; রানী + উ = রানু ; আগ + উ = আগু ; ভীত + উ = ভীতু ; ঢাল + উ = ঢালু ; দুষ্ট + উ = দুষ্টু ; উচ্চ + উ = উঁচু ; নীচ = উ = নীচু ।

[উয়া > ও] (ব্যক্তিবাচক শব্দের উত্তর অনাদর অর্থে ; সম্বন্ধ অর্থে, আছে অর্থে)—যাদব + ও (উয়া) = যেদো ; কালী বা কালো + ও(উ) = কেলো ; মাধব + ও = মেধো ; নীল (নীলমণি থেকে) + ও = নেলো ; টোল + ও (উয়া) = টুলো ; গাঁ + ও = গেঁয়ো ; বন + ও = বুনো ; হাট + ও = হেটো ; বান + ও = বেনো ; কোন + ও = কুনো ; দাঁত + ও = দেঁতো ; পড়া + উয়া/ও = পড়ুয়া/পড়ো ; মাছ + উয়া/ও = মাছুয়া/মেছো ; পট + উয়া/ও = পটুয়া/পটো ; ঘাম + ও = ঘেমো ; জর + ও = জরো ; টাক + ও = টেকো ।

[উক] (আছে, বলে, সম্বন্ধে ইত্যাদি অর্থে)—লাজ + উক = লাজুক ; ভাব + উক = ভাবুক ; মিথ্যা + উক = মিথ্যুক ; পেট + উক = পেটুক ।

[উড়, উড়ে, ড়ে উপর] (বৃত্তি বা জীবিকা অর্থে, স্বার্থে, তুচ্ছার্থে)—কাঠ + উরে = কাঠুরে (+ ইয়া = কাঠুরিয়া); সাপ + উড়ে = সাপুড়ে ; চাষা + ড়ে = চাষাড়ে ; হাত + উড়ে = হাতুড়ে ; লেজ + উড়ে = লেজুড় ।

[ক, কা, কী, কিয়া, কে] (স্বার্থে বা সম্বন্ধার্থে)—দম + ক = দমক ; ঢোল + ক = ঢোলক ; নোল + ক = নোলোক/নোলক ; মরা + ক = মড়ক ; পট + কা = পটকা ; ঝট্ + কা = ঝট্কা ; শট্ + কা = শট্কা , দম + কা = দমকা ; অল্প + কা = অল্পকা ; ছুট + কী = ছুটকী ; খিড়্ + কী = খিড়কী ; পণ + কিয়া = পণকিয়া ; শত + কিয়া (কে) = শতকিয়া/শটকে ; ছিঁচ্ + কে = ছিঁচকে ।

[কার] (সম্বন্ধার্থে)—সেখানকার ; যেখানকার ; তখনকার ; আজকালকার ; আজিকার ; আগেকার ; সকলকার ; সেদিনকার ।

[ট, টে] (স্বার্থে, সম্বন্ধার্থে, ভাবার্থে, তুল্যার্থে, স্বভাব, বৃত্তি ইত্যাদি অর্থে)—জমা + ট = জমাট ; ভরা + ট = ভরাট ; দাপ + ট = দাপট ; ঝাপ + ট = ঝাপট ; ধোঁয়া + টে = ধোঁয়াটে ; ভরা + টে = ভরাটে ; তামা + টে = তামাটে ; পাগ্‌লা + টে = পাগলাটে ; হিংসা + টে = হিংসুটে ; খোলো + টে = খোলোটে/খোল্‌টে ; ঝগড়া + টে = ঝগড়াটে ; ভাড়া + টে = ভাড়াটে (ভাড়াটিয়া) ।

[ড়] (স্বভাবে, ও অস্তি অর্থে)—ধাঙ্গ + ড় = ধাঙ্গড় ; ভাঙ + ড় = ভাঙড় ; খেলা + ড় (আড়) = খেলোয়াড় ; চাঙ + ড় = চাঙড় ; চুয়া + ড় = চুয়াড়/ চোয়াড় ।

[ড়া, ড়ী] (স্বার্থে, তুল্যার্থে)—রাজা + ড়া = রাজড়া ; কেয়া + ড়া = কেয়ড়া ; দাম + ড়া = দামড়া ; বউ + ড়ী = বউড়ী ; ঝিউ + ড়ী = ঝিউড়ী ; মুহ + ড়া = মহড়া ; কাঠ + ড়া = কাঠড়া ; জুয়া + ড়ী জুয়াড়ী ; খেলা + ড়ী = খেলুড়ী ; থাবা (থ্যাব্) + ড়া = থ্যাবড়া ।

[ত (বা তুত)] (সম্বন্ধ বা পুত্র অর্থে)—জ্যেঠা + ত (তুত) = জ্যাঠাত/ জ্যাঠতুত ; পিসে + ত (তুত) = পিসুত/পিসতুত ; মামা + ত (তুত) = মামাত ; খুড়া + তুত = খুড়্তুত ; মেসো + তুত = মাসতুত ।

[তা] ('পত্র' বা 'অস্তি' অর্থে)—রাঙ্গ + তা = রাঙ্গতা ; জানা + তা = জান্‌তা ; নাম + তা = নামতা ; নুণ + তা = নোনতা ; পান + তা = পানতা ।

[তি] ('পত্র' অর্থে)—থাক্ + তি = থাকতি ; কম + তি = কমতি ; চাক্ + তি = চাকতি ; সাল + তি = সালতি।

[তর] ('প্রকার' অর্থে)—যেমন + তর = যেমনতর ; কেমন + তর = কেমনতর ; এমন + তর = এমনতর ; তেমন + তর = তেমনতর।

[পনা] (ভাব বা কার্য অর্থে)—দাসী + পনা = দাসীপনা ; হ্যাংলা + পনা = হ্যাংলাপনা ; কাঙাল + পনা = কাঙালপনা ; গিন্নী + পনা = গিন্নীপনা।

[পানা] ('মত' বা 'সদৃশ' অর্থে)—হাঁড়ি + পানা = হাঁড়িপানা ; কালো + পানা = কালোপানা ; গোল + পানা = গোলপানা ; লম্বা + পানা = লম্বাপানা ; ঢ্যাঙা + পানা = ঢ্যাঙাপানা ; চাঁদ + পানা = চাঁদপানা।

[পারা] ('মত' বা 'সদৃশ' অর্থে)—পাগল + পারা = পাগলপারা ; চাঁদ + পানা = চাঁদপানা ; যোগিনী + পারা = যোগিনীপারা ; স্বপন + পারা = স্বপনপারা।

[ভর, ভরা] (ব্যাপ্তি, পরিমাণ অর্থে)—দিন + ভর = দিনভর ; রাত + ভর = রাতভর ; মাস = ভর = মাসভর ; মুঠা + ভরা = মুঠাভরা ; গোলা + ভরা = গোলাভরা ; গাল + ভরা = গালভরা ; বাটা + ভরা = বাটাভরা।

[মন্ত] ('অস্তি' বা যুক্ত অর্থে)—পয় + মন্ত = পয়মন্ত ; লক্ষ্মী + মন্ত = লক্ষ্মীমন্ত ; ভাগ্য + মন্ত = ভাগ্যমন্ত ; শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত।

[ল, লা, লি, লী] (স্বার্থে, সাদৃশ্য অর্থে, সম্বন্ধার্থে)—দীঘ (দীর্ঘ) + ল = দীঘল ; বহু + ল = বহুল ; ফাটা + ল = ফাটল/ফাটাল ; হিম + ল = হিমেল ; ছাওয়া + ল = ছাওয়াল ; ছ্যাব্ + লা = ছ্যাবলা , ক্যাব্ + লা = ক্যাবলা ; এক + লা = একলা ; পয় + লা = পয়লা ; বাদ (বাত) + লা/লা = বাদল/বাদলা ; আধ্ + লা = আধ্লা (আধুলি) ; মেঘ + লা = মেঘলা ; বিজু (বিদ্যুৎ) + লী = বিজুলী ; সুত + লী = সুতলী/সুতলি ; দেহ + লি = দেহলি।

[সা/শা, শে] (সাদৃশ অর্থে)—জল + সা = জলসা ; পানি + সা/সে = পানসা/পানসে ; আলি + সা/সে = আলিসা/আলসে ; ফর + সা = ফরসা ; ভর + সা = ভরসা ; এক + শা = একশা ; চাম + শা/শে = চামশা/চামশে (চামশি) ; ফাঁকা + সে = ফ্যাকাসে।

[সই] ('প্রমাণ' বা 'গোছের' অর্থে)—চলন + সই = চলনসই ; বুক + সই = বুকসই ; দশা + সই = দশাসই ; মানান + সই = মানানসই ; মাপ + সই = মাপসই।

(ii) **সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত :—**

[ষ্ণ (= অ)] (অপত্যার্থে)—মনু + ষ্ণ (= অঞ্) = মানব ; পৃথা + ষ্ণ = পার্থ ; কুরু + ষ্ণ = কৌরব ; পাণ্ডু + ষ্ণ = পাণ্ডব ; দুহিতা + ষ্ণ = দৌহিত্র ; কশ্যপ + ষ্ণ = কাশ্যপ ; দনু + ষ্ণ = দানব ; রঘু + ষ্ণ = রাঘব ; শিশু + ষ্ণ = শৈশব ; বস্তু + ষ্ণ = বাস্তব ; যদু + ষ্ণ = যাদব ; ভরত + ষ্ণ = ভারত ; পুত্র + ষ্ণ = পৌত্র ।

[অণ্ (অ)] (পুত্র, দেবতা ও ভাব অর্থে)—কুশিক + অণ = কৌশিক ; গঙ্গ + অণ = গাঙ্গ ; বাসুদেব + অণ্ = বাসুদেব ; বিষ্ণু + অণ = বৈষ্ণব ; গুরু + অণ = গৌরব ; শক্তি + অণ্ = শাক্ত ; নিশা + অণ্ = নৈশ ; কন্যা + অণ = কানীন ; শব + অণ = শৈব ; যুবা (যুবণ্) + অণ = যৌবন ; যুনি + অণ্ = যৌন ।

[ষ্ণায়ন (আয়ন)] (সম্বন্ধার্থে, অপত্যার্থে বা দেবতা অর্থে)—দক্ষ + ষ্ণায়ন = দাক্ষায়ণ ; রাম + ষ্ণায়ন = রামায়ণ ; বদর + ষ্ণায়ন = বদরায়ণ ; দ্বীপ + ষ্ণায়ন = দ্বৈপায়ন ।

[ষ্ণি বা ইঞ = ই] (অপত্যার্থে)—সুমিত্রা + ষ্ণি = সৌমিত্রি (সুমিত্রার পুত্র) ; রাবণ + ষ্ণি = রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি ; অরুণ + ষ্ণি = আরুণি ; দ্রোণ + ষ্ণি = দ্রৌণি ।

[ষ্ণেয় বা ঢক (এয়)] (অপত্যার্থে)— গঙ্গা + ষ্ণেয় (ঢক্) = গাঙ্গেয় ; বিমাতা + ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয় ; বিনতা + ষ্ণেয় = বৈনতেয় ; ভগিনী + ষ্ণেয় = ভাগিনেয় ; কুন্তী + ষ্ণেয় = কৌন্তেয় ; রাধা + ষ্ণেয় = রাধেয় ; অগ্নি + ষ্ণেয় = আগ্নেয় (অগ্নি সমন্ধীয় বোঝাচ্ছে) ; অতিথি + ষ্ণেয় = আতিথেয় ।

[ষ্ণ্য (= য)] (অপত্য, ভক্ত-উপাসক বা ভাব অর্থে)—বিচিত্র + ষ্ণ্য = বৈচিত্র্য ; দিতি + ষ্ণ্য = আদিত্য ; কবি + ষ্ণ্য = কাব্য ; ধীর + ষ্ণ্য = ধৈর্য্য ; সহিত + ষ্ণ্য = সাহিত্য ; বিধবা + ষ্ণ্য = বৈধব্য ; গৃহস্থ + ষ্ণ্য = গার্হস্থ্য ; উদ্ধত + ষ্ণ্য = ঔদ্ধত্য ; শঠ + ষ্ণ্য = শাঠ্য ; সুহৃদ্ + ষ্ণ্য = সৌহার্দ্য/সৌহৃদ্য , জড় + ষ্ণ্য = জাড্য ; মধুর + ষ্ণ্য = মাধুর্য্য ; উদার + ষ্ণ্য = ঔদার্য্য ।

[ষ্ণিক বা ঠক্ বা ঠঞ্ (ইক্)] (জানে বা অধ্যয়ন করে—এই অর্থে, উৎপন্ন অর্থে, সম্পন্ন বা ব্যাপ্তি অর্থে)—ন্যায় + ষ্ণিক (বা ঠক্) = নৈয়ায়িক ; সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক ; তর্ক + ষ্ণিক = তার্কিক ; বেদ + ষ্ণিক = বৈদিক ; ইতিহাস + ষ্ণিক = ঐতিহাসিক ; পুরাণ + ষ্ণিক = পৌরাণিক ; শরীর

ষ্ণিক = শারীরিক ; সমুদ্র + ষ্ণিক = সামুদ্রিক ; হেমন্ত + ষ্ণিক = হৈমন্তিক ; পরলোক + ষ্ণিক = পারলৌকিক ; অধ্যাত্ম + ষ্ণিক = আধ্যাত্মিক ; বর্ষ + ষ্ণিক = বার্ষিক ; দিন + ষ্ণিক = দৈনিক ; সমাজ + ষ্ণিক = সামাজিক ; দ্বার + ষ্ণিক = দৌবারিক ; লোক + ষ্ণিক = লৌকিক ; ইহ + ষ্ণিক = ঐহিক।

[ইমনিচ্ বা ইমন্ (ইমা বা ইম)] (ভাবার্থে)—লঘু + ইমন্ = লঘিমা, গুরু + ইমন = গরিমা, প্রিয় + ইমন = প্রেম, বহু + ইমন = ভূমা ; মহৎ + ইমন = মহিমা ; নীল + ইমন = নীলিমা।

[ইতচ্ (ইত)] (সঞ্জাত বা উৎপন্ন অর্থে)—অঙ্কুর + ইতচ্ = অঙ্কুরিত ; মুকুল + ইতচ্ = মুকুলিত ; পুষ্প + ইতচ্ = পুষ্পিত ; তৃষ্ণা + ইতচ্ = তৃষিত, গর্ব + ইতচ্ = গর্বিত ; শঙ্কা + ইতচ্ = শঙ্কিত ; ঘৃণা + ইতচ্ = ঘৃণিত, পণ্ডা + ইতচ্ = পাণ্ডিত।

[ইনি বা ইন্ (ঈ)] (অস্ত্যর্থে)—গুণ + ইন্ = গুণী, জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানী ; ধন + ইন্ = ধনী, সুখ + ইন্ = সুখী ; দুঃখ + ইন্ = দুঃখী ; প্রাণ + ইন্ = প্রাণী ; ঋণ + ইন্ = ঋণী।

[খ = ঈন] (হিতকর ইত্যাদি অর্থে)—বিশ্বজন + ঈন্ = বিশ্বজনীন, কুল + ঈন = কুলীন ; সর্বাঙ্গ + ঈন = সর্বাঙ্গীন ; সর্বজন + ঈন = সর্বজনীন ; সম্যচ্ + ঈন = সমীচীন ; নব + ঈন = নবীন, প্রাচ্ + ঈন = প্রাচীন।

[বিনি বা বিন্ (বী)] (অস্ত্যর্থে)—মেধা + বিন্ = মেধাবী ; যশ + বিন্ = যশস্বী ; তেজ + বিন্ = তেজস্বী ; তপঃ + বিন্ = তপস্বী ; মায়া + বিন্ = মায়াবী।

[মতুপ = মৎ, বৎ*] (অস্ত্যর্থে)—বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান ; শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমান ; আয়ুস্ + মতুপ্ = আয়ুষ্মান ; চক্ষুস্ + মতুপ্ = চক্ষুষ্মান ; ধন + মতুপ্ ধনবান ; জ্ঞান + মতুপ্ = জ্ঞানবান ; চরিত্র + মতুপ্ = চরিত্রবান ; ভগ্ + মতুপ = ভগবান ; ভাগ্য + মতুপ্ = ভাগ্যবান ; লক্ষ্মী + মতুপ্ = লক্ষ্মীবান।

[ময়ট = ময়]. (দ্বারা পূর্ণ বা নির্মিত অর্থে)—স্বর্ণ + ময়ট = স্বর্ণময় ;

* 'বৎ' 'মতুপ' প্রত্যয় থেকে নয়, 'মতুপ' প্রত্যয় থেকেই। 'বতুপ' বলে কোন প্রত্যয় নেই। 'অ', 'আ,' অথবা উপধা—'ম'-এর পর 'মতুপ' প্রত্যয়ের 'ম' 'ব' হয়ে যায়। উপমা অর্থে যে 'বৃহৎ' প্রত্যয় হয় তা 'বতিচ্' প্রত্যয় থেকে। যেমন—জল + বতিচ্ = জলবৎ ; প্রভা + বতিচ্ = প্রভাবৎ, বিদ্যুৎ + বতিচ্ = বিদ্যুৎবৎ।

জল + ময়ট = জলময় ; হিরণ্য + ময়ট = হিরন্ময় ; আনন্দ + ময়ট = আনন্দময় ; চিৎ + ময়ট = চিন্ময় ; বাক্ + ময়ট = বাঙ্ময় ।

[ষৎ = য] (সত্ত্ব, যোগ্য সম্বন্ধীয়, ভাব অর্থে)—আদি + ষৎ = আদ্য ; ন্যায় + ষৎ = ন্যায্য ; ধার + ষৎ = ধার্য্য ; বধ + ষৎ = বধ্য ; দাস + ষৎ = দাস্য ; সখা + ষৎ = সখ্য ; ছেদ + ষৎ = ছেদ্য ; দণ্ড + ষৎ = দণ্ড্য ; ক্ষত্র + ষৎ = ক্ষত্রিয় ; ইন্দ্র + ষৎ = ইন্দ্রিয় ।

[ত্ব] (ভাব অর্থে)—দেব + ত্ব = দেবত্ব ; সাধু + ত্ব = সাধুত্ব ; মহৎ + ত্ব = মহত্ব ; পিতৃ + ত্ব = পিতৃত্ব ; মাতৃ + ত্ব = মাতৃত্ব ; রাজ + ত্ব = রাজত্ব ।

[তল্ = তা] ('ভাব', 'কর্ম', 'সমূহ' অর্থে)—সাধু + তল্ = সাধুতা ; মূঢ় + তল্ = মূঢ়তা ; ভীরু + তল্ = ভীরুতা ; পবিত্র + তল্ = পবিত্রতা ; কবি + তল্ = কবিতা ; শিক্ষক + তল্ = শিক্ষকতা ; জন + তল্ = জনতা ।

[ইলচ্ = ইল] (অস্ত্যর্থে)—ফেন + ইল = ফেনিল ; পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল , পিচ্ছা + ইল = পিচ্ছিল ।

[লচ্ = ল] (অস্ত্যর্থে বা পূর্ণ অর্থে)—মাংসল + ল = মাংসল ; শ্যাম + ল = শ্যামল , শ্রী + ল = শ্রীল ; শীত + ল = শীতল ; তর্ + ল = তরল , পেশী + ল = পেশাল ।

[শ] (অস্ত্যর্থে)—লোম + শ = লোমশ ; গিরি + শ = গিরিশ ; কর্ক + শ = কর্কশ ।

[র] (অস্ত্যর্থে)—মধু + র = মধুর ; নগ + র = নগর ; পাণ্ডু + র = পাণ্ডুর ; কুটী + র = কুটীর ; খ + র = খর ; কুঞ্জ + র = কুঞ্জর ।

[ণ = অ] (আছে অর্থে)—ছাত্র + ণ = ছাত্র , পন্থ (পথিন্) + ণ = পান্থ ; শ্রদ্ধা + ণ = শ্রাদ্ধ ।

[কন্ = ক] (আছে অর্থে)—বাল + ক = বালক ; পথিন্ + ক + পথিক ; শিক্ষা + ক = শিক্ষক ।

[আমিন্] (প্রভুত্ব অর্থে)—স্ব + আমিন্ = স্বামিন্ = স্বামী ।

[গ্মিনি = গ্মিন্] (সামর্থ্য অর্থে)—বাচ্ + গ্মিনি = বাগ্মিন্ = বাগ্মী ।

[আলুচ্ = আলু] (অস্ত্যর্থে)—দয়া + আলু + দয়ালু , নিদ্রা + আলু = নিদ্রালু, তন্দ্র + আলু + তন্দ্রালু ; ভাব + আলু + ভাবালু ।

[= ঈয়] ('আছে' সম্বন্ধ ইত্যাদি অর্থে)—জল + ঈয় = জলীয় ; স্ব + ঈয় = স্বর্গীয় (ক আগম হয়েছে) ; পর + ঈয় = পরকীয় ; রাজ + ঈয় = রাজকীয় ;

বায়ু, ঈয়=বায়বীয় ; দেশ+ঈয়=দেশীয় ; মৎ+ঈয়=মদীয় ; বঙ্গ+ঈয়

[ঈয়সুন=ঈয়স্] (দু'-এর মধ্যে একের উৎকর্ষ অর্থে)—বৃদ্ধ+ঈয়সু=বর্ষীয়ান বা বলীয়ান ; অল্প+ঈয়সু=কনীয়ান ; প্রিয়+ঈয়সু=প্রেয়ান ; প্রশস্য+ঈয়সু=শ্রেয়ান, জ্যায়ান ; বহু+ঈয়সু=ভূয়ান ; গুরু+ঈয়সু=গরীয়ান।

[তর] (দু'-এর মধ্যে একের উৎকর্ষ অর্থে)—বহু+তর=বহুতর ; গুরু+তর=গুরুতর ; লঘু+তর=লঘুতর ; অল্প+তর=অল্পতর।

[ইষ্ঠন্=ইষ্ঠ এবং তম] (বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ অর্থে—গরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ ; গুরু+তক=গুরুতম ; প্রশস্য+ইষ্ঠ+জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ; লঘু+তম=লঘুতর ; লঘু+ইষ্ঠ=লঘিষ্ঠ ; বহু+ইষ্ঠ=ভূয়িষ্ঠ ; বহু+তম=বহুতম ; বৃদ্ধ+ইষ্ঠ=জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ; যুবন/অল্প+ইষ্ঠ=কনিষ্ঠ্য ; অল্প+তম=অল্পতম।

[তনট্=তন] (ভবার্থে)—পুরা+তনট=পুরাতন ; সদা+তনট=সনাতন , পর্ব+তনট=পূর্বতন , অধুনা+তনট=অধুনাতন ; অধঃ+তনট=অধস্তন (স্থান বোঝাতে) ; ঊর্দ্ধ+তনট=ঊর্দ্ধতন (স্থান বোঝাতে) ; চির+তনট=চিরস্তন।

[তনপ্=তন] (ভাবার্থে)—নব+তন=নূতন/নবতন।

[তর] (হ্রস্ব অর্থে ও প্রকার অর্থে)—অশ্ব+তর=অশ্বতর ; বৎস+তর=বৎসতর ; এমন+তর=এমনতর ; কেমন+তর=কেমনতর।

[ত্র] (স্থান অর্থে)যৎ+ত্র=যত্র ; তৎ+এ=তত্র ; সর্ব+ত্র=সর্বত্র ;

[মট=ম] (সংখ্যা সম্বন্ধীয়)—পঞ্চ+মট্=পঞ্চম ; অষ্ট+মট্=অষ্টম ; নব+মট্=নবম ; দশ+মট্=দশম।

[ডুলচ্=উল] (সম্বন্ধার্থে)—মাতৃ+ডুলচ্=মাতুল (মাতার ভ্রাতা এই অর্থে)।

[ডামহচ্=আমহ্] (সম্বন্ধার্থে)—পিতৃ+ডামহচ্=পিতামহ (পিতার পিতা অর্থে) ; মাতৃ+ডামহচ্=মাতামহ।

[ব্যৎ=ব্য] (সম্বন্ধার্থে)—পিতৃ+ব্যৎ=পিতৃব্য (পিতার ভ্রাতা-অর্থে)।

[ত্যণ্=ত্য] (দেশ বা স্থান সম্বন্ধীয়)—পশ্চিম+ত্যণ্=পাশ্চাত্ত্য ; দক্ষিণ+ত্যণ=দাক্ষিণাত্য।

[ত্যপ্ = ত্য] (সম্বন্ধার্থে)—তত্র + ত্যপ্ = তত্রত্য ;

[দা] (সময় বোঝাতে)—এক + দা = একদা ; সর্ব + দা = সর্বদা/সদা।

[সাতি = সাৎ] (পরিণত হওয়া অর্থে)—ভস্ম + সাৎ = ভস্মসাৎ ; ভূমি + সাৎ = ভূমিসাৎ ; ধূলি + সাৎ = ধূলিসাৎ।

[বিড়চ্ = বিড়] (সন্নিবিষ্ট অর্থে)—নি + বিড় = নিবিড়।

[শালচ্ = শাল] (বৃহৎ-অর্থে)-বি + শালচ্ = বিশাল।

[কল্প] (তুল্য অর্থে)-পুত্র + কল্প = পুত্রকল্প ; পিতৃ + কল্প = পিতৃকল্প বিদ্বৎ + কল্প = বিদ্বৎকল্প ; ঋষি + কল্প = ঋষিকল্প।

[থাচ্ = থা] (প্রকারার্থে)—অন্য + থাচ্ = অন্যথা , সর্ব + থাচ্ = সর্বথা তদ + থাচ্ = তথা।

[ধাচ্ = ধা] (প্রকারার্থে)—ত্রি + ধাচ্ = ত্রিধা ; পঞ্চ + ধাচ্ = পঞ্চধা বহু + ধাচ্ = বহুধা।

[ডিম] (ভবার্থে)—রক্ত + ডিম = রক্তিম ; অন্ত + ডিম = অন্তিম•, অগ্র ডিম = অগ্রিম।

(iii) বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত –

[আন, ওয়ান] (আছে, চালান, রক্ষা করা ইত্যাদি অর্থে)—গাড়ী + ওয়ান = গাড়োয়ান (গাড়ী চালানো অর্থে) ; দ্বার + ওয়ান (দ্বার রক্ষা করা অর্থে) ; বাগ + আন = বাগান ('বাগ' আছে অর্থে) ; পাল + ওয়ান = পালোয়ান ; কাম + আন = কামান ; হাম + আন = হামান।

[আনা, আনি, আনী] ('ভাব' বা 'স্বভাব' অর্থে)—হিন্দু + আনা = হিন্দুয়ানা ; হিন্দু + আনি = হিন্দুয়ানী ; বাবু + আনা / আনি = বাবুয়ানা বাবুয়ানি ; সাহেবী + আনা = সাহেবীয়ানা ; বিবি + আনী = বিবিয়ানী ; মুন্সী + আনা = মুন্সীয়ানা।

*(য়-শ্রুতির ফলে আনা, আনি, আনী—য়ানা, য়ানি, য়ানী-তে পরিণত হয়েছে।)

[খানা] (স্থান অর্থে)—ছাপা + খানা = ছাপাখানা, মুদী + খানা = মুদীখানা , নহবৎ + খানা = নহবৎখানা ; বৈঠক + খানা = বৈঠকখানা ; ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা ; চিড়িয়া + খানা = চিড়িয়াখানা ; কার + খানা = কারখানা।

[খোর] (অভ্যস্ত থাকা অর্থে)—ঘুষ + খোর = ঘুষখোর ; গাঁজা + খোর = গাঁজাখোর ; গুলি + খোর = গুলিখোর ; সুদ + খোর = সুদখোর ; চশম + খোর = চশমখোর।

[কর, গর] ('করে' বা 'করে যাকে'-অর্থে)—বাজি + কর = বাজিকর ; হালুই + কর = হালুইকর ; কারু + কর, গর = কারিকর, কারিগর ; সওদা + গর = সওদাগর।

[গিরি] (ভাব বা কাজ অর্থে)—কেরানি + গিরি = কেরানিগিরি ; মুটে + গিরি = মুটেগিরি ; মুহুরী + গিরি = মুহুরীগিরি ; বাবু + গিরি = বাবুগিরি ; গোয়েন্দা + গিরি = গোয়েন্দাগিরি ; গুরু + গিরি = গুরুগিরি।

[চা] (আধার ও ক্ষুদ্র অর্থে)-নল + চা = নলচা / নলিচা ; বাগ + চা = বাগিচা।

[চি, চী] (সম্বন্ধ, বৃত্তি, ক্ষুদ্র ইত্যাদি অর্থে)—তবলা + চি = তবলচি ; ডেক + চি = ডেকচি ; ধূনা + চি = ধূনাচি / ধুনুচি ; বেঙ্ + চি = বেঙাচি ; বাবু + চি = বাবুর্চী।

[দান, দানী] (আধার অর্থে)—আতর + দান = আতর্‌দান ; পিক + দান / দানী = পিকদান / পিকদানী ; ফুল + দানী = ফুলদানী ; দোয়াত + দান/দানী = দোয়াতদান / দোয়াতদানী ; কলমদানী ; পাদানী ; নিমকদান।

[দার] (মালিক অর্থে বৃত্তি বা আছে অর্থে)—অংশ + দার = অংশীদার ; মজুত + দার = মজুতদার ; জমা + দার = জমাদার ; ঝাড়ু + দার = ঝাড়ুদার ; যোগান + দার = যোগানদার ; চৌকী + দার = চৌকীদার ; জমি + দার = জমিদার ; চটক + দার = চটকদার ; মজা + দার = মজাদার।

[নবিশ] (লেখক বা 'নতুন শিখছে'-অর্থে)—নকল + নবিশ = নকলনবিশ ; হিসাব + নবিশ = হিসাবনবিশ ; শিক্ষা + নবিশ = শিক্ষানবিশ।

[নামা] ('সম্বন্ধীয়' অর্থে)—মোক্তারনামা ; ওকালতনামা ; দরবারনামা।

[বাজ] ('অভ্যস্ত' অর্থে)—চাল + বাজ = চালবাজ ('ই' প্রত্যয় করে চালবাজি) ; ধড়ি + বাজ = ধড়িবাজ (ধড়িবাজি) ; ধাপ্পা + বাজ = ধাপ্পাবাজ (ধাপ্পাবাজি) ; মামলা + বাজ = মামলাবাজ ; দাঙ্গাবাজ ; দাগাবাজ ; দাঙ্গাবাজি ; দাগাবাজি ; গলাবাজি।

[সই] ('প্রমাণ' বা 'গোছের' অর্থে)—মানানসহ ; টিপসই ; (<সহি) ; লাগসই ; টে কসই ; যুতসই ; মাপসই ; চলনসই।

(খ) ॥ **কৃৎ প্রত্যয়** ॥

(i) বাঙলা কৃৎপ্রত্যয়, ও (ii) সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়।

(i) **বাঙলা কৃৎপ্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত—**

[অ] (বিশেষ্যের ক্ষেত্রে এর উচ্চারণ হয় না, কিন্তু বিশেষণের ক্ষেত্রে এর উচ্চারণ 'ও' বা 'উ'—। প্রায়শই এই অ প্রত্যয় যুক্ত শব্দটি দু'বার উচ্চারিত হয়।)—

পড্ + অ = পড় / পড়ো ; ডাক্ + অ = ডাক / ডাকো ; নিব্ + অ = নিব (নিবুনিবু) ; ডুব্ + অ = ডুব (ডুবুডুবু) , শুন্ + অ = শোন।

[অক] (ভাববাচ্যে ও কারকবাচ্যে)—মুড়্ + অক = মোড়ক ; ধার্ + অক = ধারক ; টন্ + অক = টনক ; গণ্ + অক গণক।

[অন্ > ওন্] (ভাব বা কার্য ও বস্তু বুঝিয়ে থাকে।)—চল্ + অন = চলন , বল্ + অন = বলন ; নাচ্ + অন = নাচন ; কাঁদ + অন = কাঁদন ; গড়্ + অন = গড়ন ; পিট + অন = পিটন ; (পেটন) , কাঁপ + অন = কাঁপন।

[অনা (= 'না' কোন কোন ক্ষেত্রে)] (ভাববাচ্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং কারকবাচ্যে বস্তুবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ গঠনের জন্য এই প্রত্যয় যুক্ত হয়।)—কাঁদ + অনা = কান্না ; রাঁধ + অনা = রান্না ; ধর্ + অনা = ধন্না/ধরনা ; খেল + অনা = খেলনা ; ফেল্ + অনা = ফেলনা ; বাজ্ + অনা = বাজনা।

[অনি (কখনও 'উনি')] (ভাববাচ্যে ভাববাচক বিশেষ্য এবং কারক বাচ্যে ব্যক্তি বা বস্তুবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠন করে।)—বাঁধ + অনি = বাঁধনি / বাঁধুনি ; রাঁধ্ + অনি = রাঁধনি / রাঁধুনি ; কাঁদ + অনি = কাঁদুনি কাঁদনি ; চেঁচা + অনি = চেঁচানি ; বেড়া + অনি = বেড়ানি / বেড়ানী (পাড়া-বেড়ানী) ; ছাঁক্ + অনি = ছাকনি ; নাচ্ + অনি = নাচুনি ; ছা + অনি = ছাউনি।

[অন্ত (= ওন্ত)] (ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠন করে)—বাড়্ + অন্ত = বাড়ন্ত ; ঘুম + অন্ত = ঘুমন্ত ; পড় + অন্ত = পড়ন্ত ; (পড়ন্ত রদ্দুর) ; জ্বল + অন্ত = জ্বলন্ত ; ফুট + অন্ত = ফুটন্ত ; জীব + অন্ত = জীবন্ত।

[অন্তি (= উন্তি)] (স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণ পদ গঠিত হয়)—আস্ + অন্তি = আসুন্তি ; যা + অন্তি = যাউন্তি (আসুন্তি—যাউন্তি

লেগেই আছে) ; নাচ্ + অন্তি = নাচুন্তি ; দেখ + অন্তি = দেখুন্তি ; ('—দেখুন্তির লাজ)।

[অত বা অতা] (ভাববাচ্যের বিশেষ্য এবং কারকবাচ্যের বিশেষণ পদ গঠন করে)—ফির্ + অত/অতা = ফেরত/ফেরতা ; পার্ + অত = পারত ; পড়্ + অতা = পড়তা ; মান্ + অত = মানত ; বস্ + অত = বসত ; জান্ + অতা = জান্তা।

[অতি, তি] (ভাববাচ্যের বিশেষ্য এবং কারকবাচ্যের বিশেষণ)—ফির্ + অতি/তি = ফিরতি/ফির্তি , গুণ + তি = গুণতি ; কম্ + তি = কমতি ; বস্ + অতি = বসতি, বস্তি ; উঠ্ + তি/অতি = উঠতি ।

[আ] (ভাববাচ্যের বিশেষ্য ও কারকবাচ্যের বিশেষণ)—ধর্ + আ = ধরা ((i) ধরা-কথা ; (ii) ভাত) ; রাঁধ্ + আ = রাঁধা ; বাঁধ্ + আ = বাঁধা ; পড়্ + আ = পড়া ; গড্ + আ = গড়া ; ভর্ + আ = ভরা ; কাঁদ + আ = কাঁদা (কাঁদা গলায়)।

[আই] (ভাব বাচ্যে বিশেষ্য এবং কারক বাচ্যে বিশেষণ শব্দ গঠন করে)—বাঁধ্ + আই = বাঁধাই ; ঢাল্ + আই = ঢালাই ; চড্ + আই = চড়াই ; চুর্ + আই = চোরাই ; বাছ্ + আই = বাছাই ; ধর + আই = ধরাই , তোল্ + আই = তোলাই ।

[আন (বা আনো)] (ঐ)—ঘুম + আন = ঘুমান ; খা + আন = খাওয়ান ; পড্ + আন = পড়ান ; বল্ + আন = বলান ; ঠক্ + আন = ঠকান ; শুন্ + আন = শোনান ।

[আনি] (ঐ)—জ্বাল + আনি = জ্বালানি ; ঝাঁকা + আনি = ঝাঁকানি ; চুব্ + আনি = চুবানি / চোবানি ; শুন্ + আনি = শুনানি / শোনানি ; ভাঙা + আনি = ভাঙানি ; তোলা + আনি = তোলানি ।

[আও] (ভাব বাচ্যে বিশেষ্য পদ গঠন করে)—বল্ + আও = বলাও , ফল্ + আও = ফলাও ; ঘুম + আও = ঘুমাও ; চড়্ + আও = চড়াও ; শুন্ + আও = শোনাও ।

[আরী (বা উরী)] (বৃত্তি বা ব্যবসা অর্থে)—ধুনা + আরী = ধুনারী / ধুনুরী ; ডুব্ + আরী = ডুবারী / ডুবুরী ।

[ই] (ভাববাচ্যে বিশেষ্য এবং কারক বাচ্যে বিশেষণ ও বিশেষ্য শব্দ গঠন করে)—

হার্ + ই = হারি ; জিত্ + ই = জিতি ; ডুব্ + ই = ডুবি ; হাস্ + ই = হাসি ; চুর্ + ই = চুরি ; কিন্ + ই = কিনি ; লেখ্ + ই = লেখি ; পড়্ + ই = পড়ি।

[ইত] (ক্রিয়া পদ এবং কারক বাচ্যে বিশেষণ পদ গঠন করে)—পড়্ + ইত = পড়িত ; চল্ + ইত = চলিত ; ফল্ + ইত = ফলিত ; টান্ + ইত = টানিত , শান্ + ইত = শানিত ; কর্ + ইত = করিত ; শুন্ + ইত = শুনিত ; বল্ + ইত = বলিত।

[ইয়ে] ('দক্ষ' বা 'অভ্যস্ত' অর্থে কর্তৃবাচ্যে) -বল্ + ইয়ে = বলিয়ে, কহ্ + ইয়ে = কহিয়ে/কইয়ে , গা + ইয়ে = গাইয়ে ; বাজ্ + ইয়ে = বাজিয়ে ; নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে ;

[ইতে, ইয়া, ইলে] (অসমাপিকা ক্রিয়া পদ গঠন করে)—কর্ + ইতে = করিতে, চল্ + ইতে = চলিতে, গা + ইতে = গাইতে ; শুন্ + ইয়া = শুনিয়া ; পড়্ + ইয়া = পড়িয়া ; বল্ + ইয়া = বলিয়া ; যা + ইলে = যাইলে ; টল্ + ইয়া = টলিয়া , কর্ + ইলে = করিলে ; হাঁট্ + ইলে = হাঁটিলে/হাঁটলে ; হাস + ইলে = হাসিলে ; শু + ইলে = শুইলে ।

[উ] (কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ)—পিছ্ + উ = পিছু ; নিব্ + উ = নিবু , আগ + উ = আগু ; চল্ + উ = চালু ; ডুব্ + উ = ডুবু।

[উক] ['স্বভাব' অর্থে)—খা + উক = খাউক<খেকো ; মিশ্ + উক = মিশুক (মিশুকে) ; টান্ + উক = টানুক ; বল্ + উক = বলুক ।

[উয়া>ও] (কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়)—পড়্ + উয়া = পড়ুয়া/প'ড়ো ; ডুব্ + ও = ডুবো ; উড়্ + ও = উড়ো ।

[উনি] (কারক বাচ্যের বিশেষ্য বা বিশেষণ)—কাঁদ + উনি = কাঁদুনি , কাঁপ্ + উনি = কাঁপুনি ; চাল্ + উনি = চালুনি ; হেল্ + উনি = হেলুনি ; পিটা + উনি = পিটুনি ।

[উনে] (ঐ)—কাঁদ্ + উনে = কাঁদুনে ; ছড়া + উনে = ছড়ুনে

[ক] (স্বার্থে বা সম্বন্ধার্থে)—টান্ + ক = টনক ; বৈঠ্ + ক = বৈঠক ; মুড়্ + ক = মোড়ক ; চড় + ক = চড়ক ।

[তি] (ভাববাচ্যে ও কারকবাচ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য পদ গঠন করে)—চল্ + তি = চলতি ; উঠ্ + তি = উঠতি ; পড়্ + তি = পড়তি ; ঘুম্ + তি = ঘুমতি ।

[তা] (ঐ). বহ্ + তা = বহতা ; দেখ্ + তা = দেখতা

(ii) **সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত—**

[অচ্ = অ] (কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে) কু + অচ্ = কবচ ; ভী + অচ্ = ভয় ; পরি—চি + অচ্ = পরিচয় ; দিব্ + অচ্ = দেব ; চুর্ + অচ = চোর/চর ; পুজা—আই + অচ্ = পুজাই ; ক্ষি + অচ্ = ক্ষয় ; জি + অচ্ + = জয় ; ক্ষমা—অর্হ + অচ = ক্ষমার্হ , শম্—কৃ + অচ্ = শঙ্কর ; জঙ্গম্ + অচ্ = জঙ্গম ; মন—হৃ + অচ্ = মনোহর ; সহ্—চর্ + অচ্ = সহচর ; সম্ + চি + অচ্ = সঞ্চয় ।

[অণ্ = অ] (কর্তৃবাচ্যে)—গ্রহ্ + অণ্ = গ্রাহ ; কুম্ভ—কৃ + অণ্ = কুম্ভকার ; মালা—কৃ + অণ্ = মালাকার ; তন্তু—বে + অণ্ = তন্তুবায় ; চির—অয় + অণ্ = চিরায় ; ব্যধ্ + অণ্ = ব্যাধ ; ভূ + অণ্ = ভাব ; সূত্র—ধৃ + অণ্ = সূত্রধার ।

[অপ = অ] (ভাববাচ্যে)—ভূ + অপ = ভব ; সম—যম্ + অপ্ = সংযম ; জপ্ + অপ্ = জপ ; রু + অপ্ = রব ; বি—স্তৃ + অপ্ = বিস্তর , হন্ + অপ্ = বধ ; মদ্ + অপ = মদঃ ; আ—হ্বে + অপ = আহব ; সম্—হন্ + অপ্ = সঙ্ঘ ।

[অল্ = অ] (ভাববাচ্যে)—দ্রু + অল = দ্রব ; স্তু + অল্ = স্তব ; ক্রুধ্ + অল্ = ক্রোধ ; ভিদ্ + অল = ভেদ ; মুহ্ + অল = মোহ ; স্পৃশ্ + অল্ = স্পর্শ ; তুদ্ + অল্ = তোদ , অন্গ + অল্ = অঙ্গ ; গ্রহ্ + অল্ = গ্রহ ; ক্ষুভ্ + অল = ক্ষোভ ।

[ক = অ] (কর্তৃবাচ্যে)—গৃহ—স্থা + ক = গৃহস্থ ; প্রী + ক = প্রিয় ; গ্রহ্ + ক = গৃহ ; সু—স্থা + ক = সুস্থ ; জল—দা + ক = জলদ ; মধু—পা + ক = মধুপ ; সর্ব—জ্ঞা + ক = সর্বজ্ঞ ; রস—জ্ঞা + ক = রসজ্ঞ ; নৃ—পা + ক = নৃপ ; বি—জ্ঞা + ক = বিজ্ঞ ; দ্বি—পা + ক = দ্বিপ ; পাদ—পা + ক = পাদপ ।

[কঙ্ = অ] (কর্মবাচ্যে)—তদ—দৃশ্ + কঙ্ = তাদৃশ ; মদ্ (অস্মদ্) —দৃশ্ + কঙ্ = মাদৃশ ; এতদ্—দৃশ + কঙ্ = এতাদৃশ ; কিম্—দৃশ্ + কঙ্ = কীদৃশ ; ইদম্—দৃশ্ + কঙ্ = ঈদৃশ ।

[খঙ্/খশ্ = অ] (কর্তৃবাচ্যে)—অভ্র—লিহ্ + খঙ্/খশ্ = অভ্রংলিহ ; পর—তপ্ + খঙ্/খশ্ = পরন্তপ ; অরুস্—তুদ্ + খশ্/খঙ = অরুন্তুদ ; মর্ম—তুদ্ খশ্ = মর্মন্তুদ ; পণ্ডিত—মন + খশ্ = পণ্ডিতম্মন্য ; অ—সূর্য—দৃশ্ + খশ্/খঙ্ = অসূর্যম্পশ্যা

[খচ্ = অ] (কর্তৃবাচ্যে)—প্রিয়—বদ্ + খচ্ = প্রিয়ংবদ ; বশ—বদ্ + খচ্ = বশংবদ ; ভয়—কৃ + খচ্ = ভয়ঙ্কর ; ক্ষেম—কৃ + খচ্ = ক্ষেমঙ্কর ; বসু—

ধৃ + খচ্ = বসুন্ধরা (স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ্' যুক্ত হয়ে) ; বিশ্ব—ভৃ + খচ্ = বিশ্বম্ভর ; ধন—জি + খচ্ = ধনঞ্জয় ।

[খল্ = অ] (কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে)—দুঃ—গম্ + খল্ = দুর্গম ; অন্তর —গম্ + খল্ = অন্তরঙ্গ , আ—কশ্ + খল্ = আকাশ ; সু—গম্ + খল্ = সুগম ; দুঃ—কৃ + খল = দুষ্কর ; দুর্—ধৃষ্ + খল্ = দুর্ধর্ষ ; সু—কৃ + খল্ = সুকর ; দুর্ —উহ + খল্ = দুরূহ ; দুর্ —ঘট্ + খল্ = দুর্ঘট ।

[ঘঞ = অ] (ভাববাচ্যে)—দুষ্ + ঘঞ = দোষ ; ভঞ্জ + ঘঞ = ভাগ ; রঞ্জ + ঘঞ = রাগ ; বস্ + ঘঞ = বাস ; নি—সৃজ্ + ঘঞ = নিসর্গ ; তিরস্—ভূ + ঘঞ = তিরোভাব ; নি—ই + ঘঞ = ন্যায় ; প্র—সদ্ + ঘঞ = প্রাসাদ ; পঠ্ + ঘঞ = পাঠ ; হৃ + ঘঞ = হার ; ত্যজ্ + ঘঞ = ত্যাগ ; বৃষ্ + ঘঞ = বর্ষ ; শুচ্ + ঘঞ = শোক ; পচ্ + ঘঞ = পাক ।

[ড = অ] (কর্তৃবাচ্যে)—পঙ্ক—জন + ড = পঙ্কজ ; সরঃ—জন + ড = সরোজ ; দ্বি—জন্ + ড = দ্বিজ ; সহ—জন্ + ড = সহজ ; অগ্র—জন্ + ড = অগ্রজ ; ভুজ—গম + ড = ভুজগ ; বিহায়স্—গম্ + ড = বিহগ ; পন্ন—গম্ + ড = পন্নগ ; ন—গম্ + ড = নগ ।

[ট = অ] (কর্তৃবাচ্যে)—খে—চর্ + ট = খেচর ; ভূ—চর্ + ট = ভূচর ; নিশা—চর + ট = নিশাচর ; বন—চর্ + ট = বনচর , প্রভা—কৃ + ট = প্রভাকর চিত্র—কৃ + ট = চিত্রকর ; কৃত—হন্ + ট = কৃতঘ্ন ; শত্রু—হন্ + ট = শত্রুঘ্ন ।

[ণ্বুল্ = অক] (কর্তৃবাচ্যে)—নী + ণ্বুল্ = নায়ক ; খন্ + ণ্বুল = খনক ; নৃত্ + ণ্বুল = নর্ত্তক ; রঞ্জ + ণ্বুল = রজক ; বহ্ + ণ্বুল = বাহক ; জন্ + ণ্বুল্ = জনক ; গৈ + ণ্বুল = গায়ক ; পালি + ণ্বুল = পালক ; পচ্ + ণ্বুল = পাচক ; পঠ্ + ণ্বুল = পাঠক ।

[ল্যু = অন] (কর্তৃবাচ্যে)—সাধ্ + ল্যু = সাধন ; শোভ্ + ল্যু = শোভন ; বি—ভী + ণিচ্ + ল্যু = বিভীষণ ; তপ্ + ল্যু = তপন ; বৃধ্ + ল্যু = বর্দ্ধন ; নন্দ + ল্যু = নন্দন ; দহ্ + ল্যু = দহন ; জন—অর্দ্দ (বা, অর্দ্দি) + ণিচ্ + ল্যু = জনার্দ্দন ; দুর্—যুধ্ + ল্যু = দুর্যোধন ; কুপ + ল্যু = কোপন ।

[ল্যুট = অনট্ = অন] (ভাববাচ্যে)—গম্ + অনট্ (ল্যুট) = গমন ; শী + অনট্ (ল্যুট) = শয়ন ; দৃশ + অনট্ = দর্শন ; ভুজ্ + অনট্ = ভোজন ; দা + অনট্ = দান ; মা + অনট্ = মান ; প্র—স্থা + অনট্ = প্রস্থান ; ক্রন্দ্ + অনট = ক্রন্দন ; স্মৃ + অনট্ = স্মরণ ; শ্রু + অনট্ = শ্রবণ ।

[যুচ্ = অন] (ভাববাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে)—কল্প + যুচ্ + আ = কল্পনা ; অর্চ্চ + যুচ্ + আ = অর্চ্চনা ; সং—বৃধ্ + যুচ্ + আ = সংবর্দ্ধনা ; অভি—অর্থি + যুচ্ + আ = অভ্যর্থনা ; সাধ্ + যুচ্ + আ = সাধনা ; উপ—আস + যুচ্ + আ = উপাসনা।

[অসুন্ = অস্] (ভাববাচ্যে)—অশ্ + অসুন্ = যশঃ ; তপ্ + অসুন্ = তপঃ ; মন্ + অসুন্ = মনঃ ; নভ্ + অসুন্ = নভঃ , নম্ + অসুন্ = নমঃ।

[শ = অ] (কর্তৃবাচ্যে)—গো—বিদ + শ = গোবিন্দ ; অর—বিদ্ + শ = অরবিন্দ , (ভাববাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গে)—কৃ + শ = ক্রিয়া ; ইষ্ + শ = ইচ্ছা ; মৃগ + শ = মৃগয়া ; চিন্ত + শ = চিন্তা ; সেব্ + শ = সেবা ; কৃপ্ + শ = কৃপা।

[আলুচ্ = আলু] (শীলার্থে-কর্তৃবাচ্যে)—দয়্ + আলুচ্ = দয়ালু ; শ্র—ধা + আলুচ্ = শ্রদ্ধালু ; ভয়্ + আলুচ্ = ভয়ালু ; নি—দ্রা + আলুচ্ = নিদ্রালু।

[সন্—অ] (ইচ্ছার্থে—স্ত্রীলিঙ্গ)—জি + সন্ + অ = জিগীষা ; পা + সন + অ = পিপাসা ; জ্ঞা + সন্ + অ = জিজ্ঞাসা ; কিত্ + সন্ + অ = চিকিৎসা ; কৃ + সন্ + অ = চিকীর্ষা।

[সন্—উ] ('ইচ্ছুক' অর্থে—কর্তৃবাচ্য)—জ্ঞা + সন্ + উ = জিজ্ঞাসু ; পা + সন্ + উ = পিপাসু ; লভ্ + সন্ + উ = লিপ্সু ; জি + সন্ + উ = জিগীষু।

[ণিনি = ইন্] (কর্তৃবাচ্যে)—মন্ত্র + ণিনি = মন্ত্রী (মন্ত্রিন্) ; সত্য—বদ্ + ণিনি = সত্যবাদী (সত্যবাদিন্) ; স্থা + ণিনি = স্থায়ী ; সহ—গম্ + ণিনি = সহগামী ; শ্রম—জীব্ + ণিনি = শ্রমজীবী ; প্রিয়—বদ্ + ণিনি = প্রিয়বাদী।

[ঘিনুণ্ = ইন্] (কর্তৃবাচ্যে)—ত্যজ + ঘিনুণ্ = ত্যাগী ; রঞ্জ + ঘিনুণ্ = রাগী ; যুজ্ + ঘিনুণ্ = যোগী ; অনু—রঞ্জ + ঘিনুণ্ = অনুরাগী।

[ইষ্ণুচ্ = ইষ্ণু] (কর্তৃবাচ্যে স্বভাব বা শীলার্থে)—বৃধ্ + ইষ্ণুচ্ = বর্দ্ধিষ্ণু ; সহ্ + ইষ্ণুচ্ = সহিষ্ণু ; ক্ষয় + ইষ্ণুচ্ = ক্ষয়িষ্ণু।

[ইত্র] (করণবাচ্যে)—খন্ + ইত্র = খনিত্র ; চর + ইত্র = চরিত্র ; বাদ্ + ইত্র = বাদিত্র ; বহ্ + ইত্র = বহিত্র।

[উকঞ্ = উক] (শীলার্থে)—ভূ + উকঞ্ = ভাবুক ; কম্ + উকঞ্ = কামুক ; ইষ্ + উকঞ্ = ইচ্ছুক ; হন্ + উকঞ্ = ঘাতুক।

[ডু = উ] (কর্তৃবাচ্যে)—শম্—ভূ + ডু = শম্ভু ; প্র—ভূ + ডু = প্রভু ; বি—ভূ + ডু = বিভু।

[ষ্ট্রন্ = ত্র] (করণবাচ্যে)—স্তু + ষ্ট্রন্ = স্তোত্র ; নী + ষ্ট্রন্ = নেত্র ; শাস্ + ষ্ট্রন = শাস্ত্র ; শস্ + ষ্ট্রন্ = শস্ত্র ; বস্—ষ্ট্রন্ = বস্ত্র ; গা—ষ্ট্রন্ = গাত্র ।

[ক্যপ্ = য] (উচিত বা অবশ্য অর্থে—ভাববাচ্যে)—শংস্ + ক্যপ্ = শস্য, ভৃ + ক্যপ্ = ভৃত্য ; স্তু + ক্যপ্ = স্তুত্য ; স্ব বা সৃ + ক্যপ্ = সূর্য্য ; শস্ + ক্যপ্ = শিষ্য ; কৃ + ক্যপ্ = কৃত্য ; (আ যোগে স্ত্রীলিঙ্গে)—বিদ্ + ক্যপ্ + আ = বিদ্যা ; হন্ + ক্যপ্ + আ = হত্যা ; শী + ক্যপ্ + আ = শয্যা ।

[ণ্যৎ = য] (উচিত বা অবশ্য অর্থে)—পঠ্ + ণ্যৎ = পাঠ্য ; কৃ + ণ্যৎ = কার্য্য ; ভৃ + ণ্যৎ = ভার্য্যা (স্ত্রীলিঙ্গে) ; ভুজ্ + ণ্যৎ = ভোজ্য/ভোগ্য ; হস্ + ণ্যৎ = হাস্য ; ধৃ + ণ্যৎ = ধার্য্য ; ঋ + ণ্যৎ = আর্য্য ; বচ্ + ণ্যৎ = বাক্য/বাচ্য ।

[যৎ = য] (ঐ)—পা + যৎ = পেয় ; দা + যৎ = দেয় ; সহ্ + যৎ = সহ্য ; রম্ + যৎ = রম্য ; হন্ + যৎ = বধ্য ; লভ্ + যৎ = লভ্য ; পণ + যৎ = পণ্য ।

[ক্ত = ত] (অতীত কালে)—গম + ক্ত = গত; কৃত + ক্ত = কৃত ; হন্ + ক্ত = হত ; রম্ + ক্ত = রত ; ভ্রম্ + ক্ত = ভ্রান্ত ; মূর্চ্ছ + ক্ত = মূর্ত ; মদ্ + ক্ত = মত্ত ; ম্লা + ক্ত = ম্লান ; ভঞ্জ + ক্ত = ভগ্ন ; ছিদ্ + ক্ত = ছিন্ন ; পুর্ + ক্ত = পূর্ণ ; সিধ্ + ক্ত = সিদ্ধ ; দুহ্ + ক্ত = দুগ্ধ ; মুহ্ + ক্ত = মুগ্ধ/মূঢ় ।

[ক্ত = ইত] (ঐ)—নি—ধা + ক্ত = নিহিত ; কম্প্ + ক্ত = কম্পিত ; বন্দ + ক্ত = বন্দিত ; অনু—বন্দ + ক্ত = অনূদিত ; স্পন্দ + ক্ত = স্পন্দিত ; অধি—বস্ + ক্ত = অধ্যুষিত ; পত্ + ক্ত = পতিত ; মিল্ + ক্ত = মিলিত ।

[ক্তিন্ = তি] (ভাববাচ্যে)—প্রী + ক্তিন্ = প্রীতি ; মুচ্ + ক্তিন্ = মুক্তি ; যজ্ + ক্তিন্ = ইষ্টি ; ভজ্ + ক্তিন = ভক্তি ; কৃৎ + ক্তিন্ = কীর্তি ; গ্লা + ক্তিন্ = গ্লানি ; বুধ্ + ক্তিন্ = বুদ্ধি ; দৃশ্ + ক্তিন্ = দৃষ্টি ; বৃষ্ + ক্তিন্ = বৃষ্টি ।

[তব্য, অনীয়] (অবশ্য বা উচিত অর্থে)—দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয় ; কৃ + তব্য = কর্তব্য ; কৃ + অনীয় = করনীয় ; গম্ + তব্য = গন্তব্য ; বচ্ + তব্য = বক্তব্য ; বচ্ + অনীয় = বচনীয় ; স্মৃ + অনীয় = স্মরনীয় ; বৃ + অনীয় = বরণীয় ; শ্রু + তব্য = শ্রোতব্য ।

[শতৃ = অৎ, শানচ্ = মান, আন] ('হচ্ছে' বা 'চলছে' অর্থে)—চল্ + শতৃ = চলৎ ; মহ্ + শতৃ = মহৎ ; অস্ + শতৃ = সৎ ; বিদ্ + শতৃ = বিদ্বস্ ; শী + শানচ্ = শয়ান ; আস্ + শানচ্ = আসীন ; বিদ্ + শানচ্ = বিদ্যমান ; বৃৎ + শানচ্ = বর্তমান ; যজ্ + শানচ্ = যজমান ; বৃধ্ + শানচ্ = বর্দ্ধমান ।

ক্বিপ্ = শূন্য প্রত্যয়] সভা—সদ্ + ক্বিপ্ = সভাসদ্ ; উৎ—ভিদ্ + ক্বিপ্ =

উদ্ভিদ ; বীর—প্র-সূ+ক্বিপ্ = বীরপ্রসূ ; অগ্র—নী+ক্বিপ্ = অগ্রণী ; সেনা—নী+ক্বিপ্ = সেনানী ; উপ—নি—সদ্+ক্বিপ্ = উপনিষদ।

[তৃন্/তৃচ্ = তা] (কর্তৃবাচ্যে)—কৃ+তৃচ্/তৃন্ = কর্তৃ > কর্তা ; দা+তৃচ্/তৃন্ = দাতৃ > দাতা ; নী+তৃচ্/তৃন্ = নেতৃ > নেতা ; হন্+তৃচ্/তৃন্ = হন্তৃ > হন্তা ; ধা+তৃচ্/তৃন্ = ধাতৃ > ধাতা ; যুধ্+তৃচ্/তৃন্ = যোদ্ধৃ > যোদ্ধা ; গ্রহ+তৃচ্/তৃন্ = গ্রহীতৃ > গ্রহীতা ; দুহ্+তৃচ্/তৃন্ = দুহিতৃ > দুহিত।

[ন] (ভাববাচ্যে)—যজ্+ন = যজ্ঞ, ; প্রচ্ছ+ন = প্রশ্ন ; যত+ন = যত্ন, স্বপ্+ন = স্বপ্ন ; রম্ / রমি+ণিচ্+ন = রত্ন।

[মন্ = ম] কর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্যে)—ধৃ+মন্ = ধর্ম্ম ; কৃ+মন্ = কর্ম ; জন্+মন্ = জন্ম ; মৃ+মন্ = মর্ম্ম ; নৃ+মন্ = নর্ম্ম ; চর্+মন্ = চর্ম্ম।

বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
খণ্ড	খণ্ডিত	শ্রবণ	শ্রুত
দণ্ড	দণ্ডিত	ক্ষুধা	ক্ষুধিত
অনুভব	অনুভূত	বেদ	বৈদিক
আদেশ	আদিষ্ট	শরীর	শারীরিক
সূর্য	সৌর	সাহিত্য	সাহিত্যিক
পুষ্প	পুষ্পিত	ইতিহাস	ঐতিহাসিক
ক্ষয়	ক্ষীণ, ক্ষয়ী	উপন্যাস	উপন্যাসিক
নির্দেশ	নির্দিষ্ট	হেমন্ত	হৈমন্তিক
বিধি	বৈধ	অরণ্য	আরণ্য
বপন	উপ্ত	আরোহণ	আরূঢ়
শক্তি	শাক্ত	প্রাচী	প্রাচ্য
বিষ্ণু	বৈষ্ণব	পশ্চিম	পাশ্চাত্ত্য
শিব	শৈব	ধ্যান	ধ্যেয়
ধর্ম	ধর্ম্মীয়	দান	দেয়
দৈন্য	দীন	পান	পানীয়, পেয়

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আঘাত	আহত	পাদ	
গঙ্গা	গাঙ্গ	আহ্বান	আহূত
পর্বত	পার্বত্য	আদি	আদ্য
ভূমি	ভৌম		অন্ত্য
ব্যাঘাত	ব্যাহত	অগ্নি	আগ্নেয়
বিষাদ	বিষণ্ণ	আদর	আদৃত, আদরণীয়
ব্রহ্ম	ব্রাহ্ম	অভ্যাস	অভ্যস্ত
দেব	দৈব	অন্তর	আন্তরিক, আন্তর
অসুর	আসুরিক, আসুরীয়	আবরণ	আবৃত
	আসুর	উজ্জ্বল	ঔজ্জ্বল্য
নরক	নারকীয়, নারকী	আয়তি	আয়ত
সাম্য	সম	আয়াম	আয়ত
সমৃদ্ধি	সমৃদ্ধ	অধ্যয়ন	অধীত
নিয়ম	নিয়ত	অবধান	অবহিত
জন্ম	জাত	আশ্বাস	আশ্বস্ত
মরণ	মৃত	ভ্রংশ	ভ্রষ্ট
অনুগমন	অনুগত	পুর	পৌর
আর্জব		নগর	নাগরিক
অভিধান	আভিধানিক	প্রমাণ	প্রামাণ্য, প্রামাণিক
ভূত	ভৌতিক	প্রতীচী	প্রতীচ্য
উপনিবেশ	ঔপনিবেশিক	চন্দ্র	চান্দ্র্য
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক, ইষ্ট	ঐক্য	এক
আকর্ষণ	আকৃষ্ট, আকর্ষক	শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়
আস্তরণ	আস্তৃত, আস্তীর্ণ	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
স্নেহ	স্নিগ্ধ, স্নেহময়, স্নেহবান	নিশা	নৈশ
মোহ	মুগ্ধ, মূঢ়, মোহময়	জটা	জটিল
জ্ঞান	জ্ঞানী, জ্ঞানবান জ্ঞেয়	জন্তু	জান্তব
দর্শন	দার্শনিক, দৃষ্ট, দর্শনীয়	বরণ	বৃত
ফল	ফলিত, ফলন্ত, ফলবান	অবিশ্রাম	অবিশ্রান্ত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
শোক	শোচ্য, শোচনীয়	বিকিরণ	বিকীর্ণ
সংযোগ	সংযুক্ত	হরণ	হৃত
বিয়োগ	বিযুক্ত	মদ	মত্ত
প্রয়োগ	প্রযুক্ত	মাংস	মাংসল
নিয়োগ	নিযুক্ত	হৃদয়	হৃদ্য, হার্দ্য
সন্দেহ	সন্দিগ্ধ	সভা	সভ্য
প্রজ্ঞা	প্রাজ্ঞ	নাশ	নষ্ট
ত্যাগ	ত্যক্ত	সংখ্যা	সাংখ্য, সংখ্যেয়
চৈতন্য	চেতন	বিনয়	বিনীত
ধাবন	ধৌত	প্রণয়ন	প্রণীত
শোষণ	শুষ্ক	পূরণ	পূর্ণ
বিন্যাস	বিন্যস্ত	গোপন	গুপ্ত
বিনাশ } বিনিষ্ট }	বিনষ্ট	উৎপত্তি	উৎপন্ন
		বস্তু	বাস্তব
প্রতিঘাত	প্রতিহত	বায়ু	বায়ব, বায়বীয়
ক্ষোভ	{ ক্ষুব্ধ	তারল্য	তরল
	{ ক্ষুভিত	শৈত্য	শীত
ঔচিত্য	উচিত	নীলিমা	নীল
শ্রী	শ্রীমান	ধী	ধীমান
মেধা	মেধাবি	ভ্রম	ভ্রান্ত
পৃথিবী	পার্থিব	সুপ্তি	সুপ্ত
জগৎ	জাগতিক	দীপ্তি	দীপ্ত
শাস্ত্র	শাস্ত্রীয়	প্রীতি	প্রীত
উৎসর্গ	উৎসৃষ্ট	খ্যাতি	খ্যাত
সৃষ্টি	সৃষ্ট	বিবৃতি }	বিবৃত
স্বর্গ	স্বর্গীয়	বিবরণ }	
মেয়ে	মেয়েলী	গ্রহণ	গৃহীত
রেশম	রেশমী	শান্তি	শান্ত
হজম	হজমী	স্মৃতি	স্মার্ত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
পশম	পশমী	স্মরণ	স্মৃত, স্মরণীয়
গাঁ	গেঁয়ো	প্রসাদ	প্রসন্ন
গ্রাম	গ্রাম্য, গ্রামীণ	মৌল, মৌলিক	মূল, মূলক
পাটনা	পাটনাই	গুরুত্ব	গুরু
ভাগলপুরী	ভাগলপুরী	লঘুত্ব	লঘু
শান্তিপুর	শান্তিপুরী	শৌর্য্য, শূরত্ব	শূর
শান্তিনিকেতন	শান্তিনিকেতনী	বৈচিত্র্য	বিচিত্র
ঝড়	ঝড়ো	বৈদগ্ধ্য	বিদগ্ধ
কাজ	কেজো	আতিশয্য	অতিশয়
বর্ষ	বার্ষিক	আত্যন্তিক	অত্যন্ত
বিষয়	বৈষয়িক	দোষ	দুষ্ট
দেহ	দৈহিক	ঝাঁঝ	ঝাঁঝাল
কায়	কায়িক	দাঁত	দাঁতালো, দেঁতো
মন	মানস, মানসিক	মাঠ	মেঠো
অনু	আণবিক	বন	বুনো
জল	জলীয়	ধার	ধারাল
অবসাদ	অবসন্ন	মাটি	মেটে
সৌজন্য	সুজন	ভাত	ভেতো
সাদৃশ্য	সদৃশ	শহর	শহুরে
পার্থক্য	পৃথক	সাহেব	সাহেবী
তালু	তালব্য	ঝগড়া	ঝগড়াটে
কণ্ঠ	কণ্ঠ্য	হ্রাস	হ্রস্ব
ক্রোধ	ক্রুদ্ধ	দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ
খেদ	খিন্ন	আধিক্য	অধিক
হাত	হৃত	ভণ্ডামি	ভণ্ড
বিপদ	বিপন্ন	ক্ষেপামি	ক্ষেপা
ভেদ	ভিন্ন	বিস্ময়	বিস্মিত
বচন	উক্ত	গাছ	গেছো
হর্ষ	হৃষ্ট	মাছ	মেছো
কৈশোর	কিশোর		

॥ অশুদ্ধি সংশোধন ॥

(ক) [উচ্চারণ ও দুষ্ট ভ্রম]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আদ্র	আর্দ্র	তেজ্য	ত্যাজ্য
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	চব্ব্য	চর্ব্ব্য
নেয্য	ন্যায্য	চোষ্য	চুষ্য
ক্ষেতি	ক্ষতি	মুখস্ত	মুখস্থ
বেক্তি	ব্যক্তি	সম্মিলন	সম্মিলন
ব্যাস্ত	ব্যস্ত	উচ্ছন্ন	উৎসন্ন
ব্যাগ্র	ব্যগ্র	শাস্তনা	সান্ত্বনা
ব্যাথা	ব্যথা	হাঁসপাতাল	হাসপাতাল
ব্যাবহার	ব্যবহার	হাঁসি	হাসি
আমাবশ্যা	অমাবস্যা	সুরধনী	সুরধুনী
আলচ্য	আলোচ্য	হটাৎ	হঠাৎ
গর্দ্ধভ	গর্দ্দভ	অপগণ্ড	অপোগণ্ড
সন্মান	সম্মান	দুরাবস্তা	দুরবস্থা
সন্মুখ	সম্মুখ	ব্যাবসা	ব্যবসা
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	পৈত্রিক	পৈতৃক
সাহার্য	সাহায্য	জৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ
ধ্বংশ	ধ্বংস	ঔষধি	ওষধি
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ	গৃহীতা	গ্রহীতা
সন্মত	সম্মত	দোষনীয়	দূষনীয়
স্বরস্বতী	সরস্বতী	ব্যায়	ব্যয়

(খ) [সন্ধিগত অশুদ্ধি]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ক্ষিতিশ	ক্ষিতীশ	অনুমত্যানুসারে	অনুমত[illegible]
মনরম	মনোরম		

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনহর	মনোহর	উজ্জল	উজ্জ্বল
মনযোগ	মনোযোগ	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
বয়োপ্রাপ্ত	বয়ঃপ্রাপ্ত	পশ্বাধম	পশ্বধম
শিরপীড়া	শিরঃপীড়া	পর্য্যাটন	পর্য্যটন
শিরোপরি	শিরঃউপরি	ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী
শিরোশোভা	শিরঃশোভা	নিরস	নীরস
শিরমণি	শিরোমণি	নিরব	নীরব
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	নিরোগ	নীরোগ
বয়োকনিষ্ঠ	বয়ঃকনিষ্ঠ	সত্মজাত	সত্মোজাত
বক্ষোপরি	বক্ষউপরি	বাগেশ্বর	বাগীশ্বর
যশরাশি	যশোরাশি	এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
স্রোতবেগ	স্রোতোবেগ	জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু
শিরধার্য্য	শিরোধার্য্য	জ্যোতিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
কতকাংশ	কতকঅংশ	সন্যাসী	সন্ন্যাসী
বারম্বার	বারংবার	মুখছবি	মুখচ্ছবি
এবম্বিধ	এবংবিধ	তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর	দিক্‌ভ্রান্ত	দিগ্‌ভ্রান্ত
সম্বর্দ্ধনা	সংবর্দ্ধনা	ত্রহস্পর্শ	ত্র্যহস্পর্শ
পৃথকান্ন	পৃথগন্ন	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
কিম্বা	কিংবা	আশির্বাদ	আশীর্বাদ
সম্বরণ	সংবরণ	প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা
সম্বাদ	সংবাদ	নিপিড়িত	নিপীড়িত
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী	বশম্বদ	বংশবদ
যশেচ্ছা	যশ ইচ্ছা	জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
অত্যান্ত	অত্যন্ত	অত্যাধিক	অত্যধিক
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	জাগ্রতবস্থা	জাগ্রদবস্থা
যত্মাপি	যত্মপি	পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়
ইহাপেক্ষা	ইহা অপেক্ষা	অধগতি	অধোগতি
পরিক্ষা	পরীক্ষা	আইনানুসারে	আইন অনুসারে

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অভিষ্ট	অভীষ্ট	নভতল	নভস্তল
অতিব	অতীব	এমতাবস্থা	এমত অবস্থা
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	কু-অর্থ	কদর্থ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	কু-অন্ন	কদন্ন

(ঘ) [নত্ব ও ষত্ব গত অশুদ্ধি]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মূর্ধণ্য	মূর্ধন্য	অগ্রনী	অগ্রণী
পাষান	পাষাণ	চানক্য	চাণক্য
রসায়ণ	রসায়ন	আহ্নিক	আহ্নিক
চান্দ্রায়ন	চান্দ্রায়ণ	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
রামায়ন	রামায়ণ	চিহ্ন	চিহ্ন
নারায়ন	নারায়ণ	সায়াহ্ন	সায়াহ্ণ
নির্ণয়	নির্ণয়	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ণ
প্রনয়	প্রণয়	তিরষ্কার	তিরস্কার
প্রনীত	প্রণীত	দুর্ণাম	দুর্নাম
প্রণষ্ট	প্রনষ্ট	বিসম	বিষম
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ	লক্ষন	লক্ষণ
বর্ষন	বর্ষণ	ক্ষন	ক্ষণ
গুনী	গুণী	খিণ্ণ	খিন্ন
কণক	কনক	বাষ্প	বাষ্প
কনিকা	কণিকা	শ্রীচরণেস্থু	শ্রীচরণেষু
কিরন	কিরণ	বিষদৃশ	বিসদৃশ
নিস্কাম	নিষ্কাম	বিসয়	বিষয়
নিস্ফল	নিষ্ফল	রুগ্ন	রুগ্ণ
নিস্পাপ	নিষ্পাপ	অঙ্কন	অঙ্কন
নমষ্কার	নমস্কার	অর্পন	অর্পণ
পুরষ্কার	পুরস্কার	মাণিক্য	মাণ্যিক

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পরিস্কার	পরিষ্কার	ক্ষুন্নিবৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্তি
পরম্পর	পরস্পর	বারানসী	বারাণসী
বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি	বিচরন	বিচরণ
নিষ্পন্দ	নিস্পন্দ	চতুষ্পার্শ্ব	চতুষ্পার্শ্ব
ভষ্ম	ভস্ম	দুবিসহ	দুবিষহ
ভীষ্ম	ভীষ্ম	দুঃষহ	দুঃসহ
গোস্পদ	গোষ্পদ	দুস্কর	দুষ্কর
ভ্রাতুস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র	নিঃস্প হ	নিঃস্পৃহ
ভূমিষাৎ	ভূমিসাৎ	বেনু	বেণু
ধূলিষাৎ	ধূলিসাৎ	নগন্য	নগণ্য
গণনা	গননা	কঙ্কন	কঙ্কণ
মৃন্ময়	মৃণ্ময়	শোনিত	শোণিত
হিরন্ময়	হিরণ্ময়	প্রনাম	প্রণাম
কল্যানীয়েসু	কল্যাণীয়েষু	সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ
ফেন	ফেণ	পিতৃস্বষা	পিতৃস্বসা
ফনী	ফণী	সংস্কৃত	সংস্কৃত
বানী	বাণী	বিসাদ	বিষাদ
অক্ষৌহিনী	অক্ষৌহিণী	অভিভাসন	অভিভাষণ
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ	শুশ্রুসা	শুশ্রূষা
দর্শণ	দর্শন	বিমর্শ	বিমর্ষ
অর্চণা	অর্চনা	আসাঢ়	আষাঢ়
কল্যান	কল্যাণ	সুসমা	সুষমা
উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণ	পুস্প	পুষ্প
সঙ্কীর্ণ	সঙ্কীর্ণ	গনেশ	গণেশ
বিস্তীর্ণ	বিস্তীর্ণ	সুসুপ্ত	সুষুপ্ত
প্রানপনে	প্রাণপণে	অভিলাস	অভিলাষ
পলায়ণ	পলায়ন	আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
রমনী	রমণী	শষ্য	শস্য
গৃহিনী	গৃহিণী	ত্রিনয়ণী	ত্রিনয়না

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শূর্পনখা	শূর্পণখা	চাক্ষুস	চাক্ষুষ
বেগুণ	বেগুন	দুস্কর	দুষ্কর
আগুণ	আগুন	ভাষ্কর	ভাস্কর
ফাল্গুণ	ফাল্গুন	মাতৃস্বসা	মাতৃষ্বসা
বাণান	বানান	পরিস্ফুট	পরিস্ফুট

(ঘ) [**লিঙ্গ বিষয়ক অশুদ্ধি**]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উদাসিনী	উদাসীনা	শ্যামাঙ্গিনী	শ্যামাঙ্গিনী
পিশাচিনী	পিশাচী	রজকিনী	রজকী
অধীনী	অধীনা	চাতকিনী	চাতকী
কুরঙ্গিনী	কুরঙ্গী	অনাথিনী	অনাথা
অপ্সরী	অপ্সরা	মাতঙ্গিনী	মাতঙ্গী
ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গী	ব্যাঘ্রিনী	ব্যাঘ্রী
ননদিণী	ননদ	গোপিণী	গোপী
গায়কী	গায়িকা	ধার্মিকা	ধার্মিকী
ভয়ঙ্করী	ভয়ঙ্করা	সুকেশিণী	সুকেশী, সুকেশা
সুলোচনী	সুলোচনা	ত্রিনয়নী	ত্রিনয়না
সর্পিনী	সর্পী	পাচকী	পাচিকা

(ঙ) [**সমাসগত অশুদ্ধি**]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সপ্রণামপূর্বক	প্রণামপূর্বক	সবিনয়পূর্বক	বিনয়পূর্বক, সবিনয়ে
সাবধানপূর্বক	সাবধানে, অবধানপূর্বক	সাদরপূর্বক	সাদরে, আদরপূর্বক
সশঙ্কিত	সশঙ্ক, শঙ্কিত	সানন্দিতে	আনন্দিত, সানন্দ
সলজ্জিত	সলজ্জ, লজ্জিত	সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
সকাতর	কাতর	সক্ষম	ক্ষম
কালীদাস	কালিদাস	কালিমাতা	কালীমাতা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হস্তীদন্ত	হস্তিদন্ত	পক্ষী শাবক	পক্ষি শাবক
প্রাণীহত্যা	প্রাণিহত্যা	যোদ্ধাগন	যোদ্ধৃগণ
স্থায়ীভাবে	স্থায়িভাবে	পুজ্যাস্পদ	পুজাস্পদ
সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রান্ত / সম্ভ্রমশালী	অধিবাসীগন	অধিবাসিগণ
		মহিমাময়	মহিমময়
যুবাগণ	যুবগণ	নদিতট	নদীতট
নিরপরাধী	নিরপরাধ	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
নিশ্চিন্তিত	নিশ্চিন্ত	সবিতাদেব	সবিতৃদেব
মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ	ত্রৈবার্ষিক	ত্রিবার্ষিক, ত্রৈবার্ষিক
মহদুপকার	মহোপকার	অল্পজ্ঞানী	অল্পজ্ঞান
আকণ্ঠপর্যন্ত	আকণ্ঠ, কণ্ঠপর্যন্ত	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
গুণীগণ	গুনিগণ	শশীভূষণ	শশিভূষণ
মন্ত্রীবর	মন্ত্রিবর		

(চ) [**বিবিধ ধরনের অশুদ্ধি**]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বাল্মিকী	বাল্মীকি	দধিচি	দধীচি
ভাগিরথি	ভাগীরথি	নিশিথ	নিশীথ
কুটীল	কুটিল	কুটির	কুটীর
ব্যতিত	ব্যতীত	নীরিহ	নিরীহ
উর্বর	উর্বর	রশ্মি	রশ্মী
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	তত্ত	তত্ত্ব
সত্ব	সত্ত্ব	শঙ্কট	সঙ্কট
উৎপাৎ	উৎপাত	দন্দ	দ্বন্দ্ব
মধুসুদন	মধুসূদন	ময়ুর	ময়ূর
উদ্গীরন	উদ্গিরণ	কুৎসিৎ	কুৎসিত
সমিচীন	সমীচীন	বিভিষিকা	বিভীষিকা
শারিরীক	শারীরিক	আশীষ	আশিষ
হৃষিকেশ	হৃষীকেশ	মিমাংসা	মীমাংসা
কৃষিজীবি	কৃষিজীবী	উন্মিলিত	উন্মীলিত
দাশরথী	দাশরথি	কিতী	কীর্তি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পংক্তি	পঙ্‌ক্তি	বার্ষীক	বার্ষিক
উষা	ঊষা	প্রত্ম্যুষ	প্রত্যূষ
মরিচিকা	মরীচিকা	মাহাত্ত্য	মাহাত্ম্য
মনীশ	মণীশ	মনীষি	মণীষী
গরিয়সী	গরীয়সী	কৌতূক	কৌতুক
কৌতুহল	কৌতূহল	মুষিক	মূষিক
উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ	উষর	ঊষর
আকুল	আকুল	নুপুর	নূপুর
সম্ভুত	সম্ভূত	চ্যুত	চ্যুত
জাগরুক	জাগরূক	নিচ	নীচ
কিরিট	কিরীট	সাস্থ	স্বাস্থ্য
স্বার্থক	সার্থক	উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত
পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য	খোদিত	ক্ষোদিত
পক্ক	পক্ক	ক্ষোদাই	খোদাই
উহ্য	উহ্য	ভিষন	ভীষণ
অনুকুল	অনুকূল	মুনী	মুনি
অদ্ভুত	অদ্ভূত	মুহুর্ত	মুহূর্ত
জিবীকা	জীবিকা	উচিৎ	উচিত
অতিত	অতীত	নিতি	নীতি
পার্শ	পার্শ্ব	জলন্ত	জ্বলন্ত
স্ফুর্তী	স্ফূর্তি	উপকারী	উপকারিতা
সুধীগণ	সুধীগণ	বিদ্যান্	বিদ্বান্
ঋনগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	উরু	ঊরু
জিবন	জীবন	প্রতিকুল	প্রতিকূল
অকুল	অকূল	সিন্দুর	সিন্দূর
পুন্য	পুণ্য	দুর	দূর
জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	শির্ষ	শীর্ষ
স্বাধিন	স্বাধীন	সতন্ত্র	স্বতন্ত্র
জর	জ্বর	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
প্রতিদ্বন্দীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	লক্ষী	লক্ষ্মী
পাপীষ্ঠ	পাপিষ্ঠ	প্রসংসা	প্রশংসা

অলঙ্কার

স্বভাবসিদ্ধ গুণ বা সৌন্দর্যকে আরও বেশী উজ্জ্বল, দীপ্তিমান করবার জন্যে এবং তার চারুত্ব-মাধুর্য বর্দ্ধিত করার জন্য যা প্রযুক্ত হয় এক কথায় তাকেই অলংকার বলা যেতে পারে। অলংকারের সাহায্যে আমাদের দেহের সৌন্দর্য এবং ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির ন্যায় কাব্যদেহের সৌন্দর্য-মাধুর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন কবিরা। তাই কাব্যদেহ নির্মানে অলংকারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এমনকি এককালে ধারনা ছিল, 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম অলংকারাৎ' অর্থাৎ অলংকারই কাব্যের প্রাণ—যদিও আজ আর এই মত কেউ পোষণ করেন না। যাই হোক, কাব্য-সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অলংকারের একটি বিশেষ স্থান আছে। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কাব্যের অলংকরণ সব সময় সচেতন ভাবে হয় না। কবিরা অন্তরের ভাবকে বাণীবদ্ধ করেন। এই বাণী-গ্রন্থন কখনও কখনও কবির সচেতন মন করে থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কবির অচেতন মনে এই কার্য সম্পাদিত হয়। তখন মনে হয় ভাবই যেন বাণীকে টেনে এনেছে। ভাবনিবিড়কাব্যে ভাব ও ভাষা একাত্ম হয়েই কাব্যে প্রকাশ পায়। পরে কাব্য বিচার বা বিশ্লেষণ করলে কাব্যের অলংকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং অলংকার বিচার বা নির্ণয় অনেকখানি কাব্যদেহের 'পোষ্টমর্টম' বলে বিবেচিত হতে পারে।

কাব্যের অলংকার নির্ণয়কল্পে আমাদের কখনও বাণী বা শব্দের ধ্বনি চাতুর্য্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়, অথবা সহজ কথায়, কখনও কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের ধ্বনিমাধুর্য্য বা ধ্বনিচাতুর্য্যই প্রধান হয়ে ওঠে—শব্দের অর্থ বা ভাব গৌণ হয়ে দাঁড়ায়, আবার কখনও শব্দের ব্যঞ্জনা বা ভাবটিই মুখ্য হয়ে ওঠে। যখন শ্রুতিমধুরতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে শব্দের ধ্বনি চাতুর্য্যের ফলে, তখন তা শব্দলংকার পদবাচ্য ; যখন শব্দের ব্যঞ্জনা বা অর্থ শ্রুতির দ্বারা অতিক্রম করে অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, এবং পাঠকের অন্তরে একটি ভাব উদ্বুদ্ধ করে তখন তা অর্থালংকার নামে অভিহিত হয়। অতএব অলংকার দ্বিবিধ : (১) শব্দলংকার (২) অর্থালংকার।

॥ কয়েকটি প্রয়োজনীয় অলংকারের সংজ্ঞা ॥

১। **অনুপ্রাস :** একটি বর্ণ, (ব্যঞ্জন) যৌগিক বা মৌলিক, পরপর দু'বার কিংবা ততোধিকবার ধ্বনিত হয়ে যদি শব্দমধ্যে এবং বাক্যমধ্যে একটি ধ্বনি-মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে তবে তাকে অনুপ্রাস অলংকার বলা যাবে। অনেক সময় বর্ণগুচ্ছ একাধিকবার ধ্বনিত হয়ে শ্রুতিমধুরতার সৃষ্টি করতে পারে। তবে বর্ণ বলতে এখানে ব্যঞ্জনবর্ণকেই সাধারণত বোঝায়। কারণ, স্বরধ্বনির সাহায্যে ঠিক ধ্বনিবিচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় না। এই অলঙ্কারটি শব্দালংকার শ্রেণীর। অনুপ্রাস পাঁচ প্রকারের—(১) শ্রুতি, (২) বৃত্তি, (৩) ছেক, (৪) লাট, ও (৫) অন্ত। উদাঃ—

(i) চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।

(ii) ঢুল্ ঢুল্ ঢুল্ ঘুমের হাওয়া .... যা, চলে যা জটাবুড়ি।

(iii) তুমি ঝিলের কিনারে দারুণ দুঃখিত ভাবে বসেছিলে।

(iv) মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥

(v) এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

[প্রথম উদাহরণে 'চ' 'র' এবং 'ণ' একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে ধ্বনি মাধুর্যসৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়টিতে, 'ঢ' 'ল' এবং 'য' (জ, য) তৃতীয়টিতে, 'দ' চতুর্থটিতে 'ম' 'ন্দ' এবং পঞ্চমটিতে 'ন্ধ' একাধিকবার ধ্বনিত হয়েছে।]

(ক) **বৃত্ত্যানুপ্রাস**—যদি একটি মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ **দু'বার** অথবা **বহুবার** ধ্বনিত হয়; কিংবা ব্যঞ্জনগুচ্ছ স্বরূপানুসারে দুবার অথবা ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্তভাবেই হোক বা বিযুক্তভাবেই হোক, ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হয় তাকে বৃত্ত্যানুপ্রাস বলে। যথা :—

(i) "চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী" **['চ', 'জ'; দুবার করে ধ্বনিত হয়েছে]**

(ii) **"চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।" ['চ' বহুবার ধ্বনিত।]**

(iii) **"সকল কলতান মরিয়া গেছে আজ
হিয়ার চোখে তাই আষাঢ় মেঘ।"**
[ক,ল-স্বরূপসাদৃশ্যভাবে দুবার ধ্বনিত]

(iv) "নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" ['ন্দ' বহুবার ধ্বনিত]

(খ) **ছেকানুপ্রাস**—দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে যদি ক্রমানুসারে দুবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তখন তাকে ছেকানুপ্রাস বলে।

(i) "ওরে বিহঙ্গ, বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা" ['ন্ধ' ক্রমানুসারে দুবার]

(ii) "ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাইনাক,
পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান ;" ['জ্জ' ক্রমানুসারে দু'বার]

(iii) "অবগাহি' নীল পাবন প্রবাহে
এ অধম আজি ধন্য" ['পাব' ক্রমানুসারে দুবার]

(iv) ঐ চরণ বরণ করিয়া আমি
মৃত্যু বরিব সুখে। ['রণ' ক্রমানুসারে দুবার]

(গ) **অন্ত্যানুপ্রাস**—কবিতার পদান্তিক বা চরণান্তিক মিল জনিত যে ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি হয় তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে।

(i) "অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে!
গালে এসে বাস করো মরণের কালে॥"

(ii) কাঁদিছে ধরার তরু, লতা, পাতা, কাঁদিতেছে পশুপাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি' !

২। **যমক :** কোন শব্দ যদি একাধিকবার, সাধারণত দু'বার ধ্বনিত হয়ে দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে যমক অলংকার বলা হয়। অবশ্য যমক অলংকারের শব্দটি সর্বদাই যে অর্থ প্রকাশ করে এমন নয়—নিরর্থক শব্দও শুধুমাত্র ধ্বনিগত সাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে যমক অলংকার সৃষ্টি করতে পারে। যমক সাধারণত তিন শ্রেণীর—আদি, মধ্য এবং অন্ত্য। এটি শব্দালংকার শ্রেণীভুক্ত।

উদাহরণ :—

(i) "জীবে দয়া তব পরম ধর্ম, জীবে দয়া তবে কই ?"
[জীবে = প্রাণীতে ; জীবে = শ্রীজীবগোস্বামীকে]

(ii) "মাটি দিয়ে গড়া মাটি"
[মাটি = মৃত্তিকা বা কাদা ; মা'টি = জননীটি-ধরিত্রী অর্থে]

(iii) (আদি) অর্থের অর্থ জানা বড় এক তত্ত্ব।
যার আছে,.যার নেই—বোঝে কি এর সত্ত্ব ?
[অর্থের = টাকাকড়ির ; অর্থ = মানে]

(iv) (মধ্য) "পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা"
[তরি = তরণী, নৌকা ; তরি = 'তরে যাওয়া বা পার হওয়া]

(v) (অন্ত্য) "একবার যে জন না গায় তার তার।"
[তার = তাহার, নিজের তার = স্বাদ বা আস্বাদ]

(vi) (কোন নিরর্থক শব্দ) আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়"
[রিণী = অর্থহীন ; ঋণী = ঋণ করে যে]

৩। **শ্লেষ :** একটি শব্দ যখন ইচ্ছাকৃত ভাবে বক্তা দুটি পৃথক অর্থে একবার মাত্র ব্যবহার করেন তখন সেই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দে শ্লেষ অলংকার হয়। শ্লেষে শব্দটির বাইরে একটি নিরীহ সাধারণ অর্থ থাকে। গূঢ়ার্থটি নিরীহ অর্থের পিছনে আত্মগোপন করে থাকে। কিন্তু আসলে, সাঙ্কেতিক অর্থটিই প্রধান বা বক্তার অভিপ্রেত অর্থে। অলংকারটি শব্দালঙ্কার পর্যায়ের।

উদাহরণ—

(i) তিনি তখন তাহাকে শ্যালক সম্বোধনে বিশেষিত করিলেন
[শ্যালক—(১) আত্মীয় বিশেষ ; (২) গালি বিশেষ।]

(ii) "নিখিল-চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি"—
[চিত্তরঞ্জন (১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ; (২) দেশবাসীর চিত্তরঞ্জন করা অর্থে।]

(iii) "সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে বিধান।"
[সাদা = (১) শ্বেতার্থকায় ; (২) ইংরেজ]

(iv) "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥"
[ঈশ্বর = (১) ভগবান ; (২) কবি ঈশ্বরচন্দ্র ; গুপ্ত = (১) লুক্কায়িত ; (২) পদবী

যমক ও শ্লেষ অলংকারের পার্থক্য—

(১) যমকে একই শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শ্লেষে একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়।

(২) যমকে সব সময় একটি শব্দই একাধিকবার ধ্বনিত হয় না, যথোচ্চারিত শব্দও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু শ্লেষে একটি শব্দই ধ্বনিত হয়।

(৩) যমকে এবং শ্লেষে ব্যবহৃত শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তবে, প্রথমটিতে দুটি ভিন্ন অর্থের জন্য পৃথকভাবে ব্যবহারের ফলে গূঢ় অর্থের প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে একটি অর্থ বাইরের এবং অন্য অর্থটি গূঢ় এবং অন্তর্নিহিত।

(৪) যমকে দুটি অর্থই সমান প্রধান্য পায়, শ্লেষে বক্তার অভিপ্রেত গূঢ় অর্থটিই প্রধান, বাইরের সরল অর্থটি অপ্রধান।

(৫) শ্লেষে একটি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা আঘাত করার চেষ্টা থাকে, যেটি থাকে না।

৪। **উপমা :** দুটি ভিন্নজাতীয় প্রাণী বা বস্তুর মধ্যে সামর্থ্যের ভিত্তিতে যদি তুলনা বোঝায় তবে তা[illegible]মা অলংকার বলে। এই তুলনীয় দুটি বিষয়ের একটিকে উপমেয় [illegible] অন্যটিকে উপমান বলা হয়। (যে বস্তুটির তুলনা [illegible] হয় [illegible] বস্তুটিকে উপমেয়, এবং উপমেয়ের প্রয়োজনে যাকে বাই[illegible]টিনে আনা হয় তাকে উপমান বলে।) উপমেয় এবং উপমান—উভ[illegible]ষ ধর্মটি (দোষ অথবা গুণ) সাধারণ থাকে সেই সাধারণ ধর্মের [illegible] তুলনা সম্ভব হয়। সাধারণত একটি তুলনা বাচক শব্দের (ম[illegible], ন্যায় ইত্যাদি) দ্বারা উপমেয়-উপমানের সম্বন্ধটি নির্ণয় করা হয়। [illegible] উপমা অলংকারের চারিটি বৈশিষ্ট্য :—(১) উপমেয়, (২) উপমান, (৩) [illegible]ধারণ ধর্ম, এবং (৪) তুলনাবাচক শব্দ। এটি অর্থালংকার পর্যা[illegible] [illegible]মা অলংকার প্রধাণতঃ চার প্রকারের—(১) **পূর্ণোপমা** (২) **লু[illegible]পমা**, (৩) **মালোপমা**, এবং (৪) **স্মরণোপমা**।

উদাহরণ :—(i) "[illegible] দেবদূত অদৃশ্য হইলা।" [পূর্ণোপমা]

[দেব[illegible], স্বপ্ন—উপমান, অদৃশ্য হওয়া—সাধারণধর্ম, সম তুলনা বাচক শব্দ]

(ii) "[illegible]তা মহাশয্যাবৎ।" [পূর্ণোপমা]

[[illegible]ময়, মহাশয্যা—উপমান, পাতা—সাধারণধর্ম, বৎ [illegible]তুলনাবাচক শব্দ]

(iii[illegible]র স্নিগ্ধ অতি চন্দ্র কিরণ সম

(iv) "শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ক কুণ্ড হতে,"

(v) "একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে,
গন্ধমৃত্তিকার ফোঁটা সাগর-ললাটে!'
['যেমন' এই তুলনাবাচক শব্দটি অনুপস্থিত, তাই লুপ্তোপমা।]

(vi) "বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা সম
ফিরে মরীচিকা সম।"
[লুপ্তোপমা—সাধারণ ধর্মটি এখানে লুপ্ত]

(vii) "সিংহ পৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রানী; খগেন্দ্র রমা উপেন্দ্ররমণী;
শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে"
[মালোপমা—উপমেয় সতী (প্রমিলা) এবং উপমান যথাক্রমে দুর্গা, শচী, রমা]

(viii) "**সুন্দর** আনন তব স্ফুট পদ্মসম
কিংবা যথা পূর্ণচন্দ্র শারদ গগনে—" [মালোপমা।]

(ix) "বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই।" [স্মরণোপমা]

(x) "মধুর আমার মায়ের হাসি
চাঁদের মুখে ঝরে,
মাকে মনে পড়ে আমার
মাকে মনে পড়ে।" [ঐ]

৫। **রূপক**: গুণগত, ক্রিয়াগত বা রূপগত দিক থেকে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে অতিসাম্য থাকায় যখন কবি-কল্পনার দ্বারা উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করা হয় তখন তাকে রূপক অলংকার বলে। এই অলংকারে উপমেয়টি গৌণ হয়ে উপমানটিই প্রাধান্য লাভ করে। তবে রূপক অভেদপ্রধান অলংকার—অভেদ-সর্বস্ব নয়। রূপকও অর্থালংকার শ্রেণীর। রূপক প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত: (১) সাঙ্গ, (২) নিরঙ্গ এবং (৩) পরম্পরিত।

উদাহরণ :

(i) দুঃখ সাগরে ঢেউ দিল কে
হৃদয়তটে আছড়ে পড়ে ;
জীবন বীণার সব কটি তার
কইছে কথা বিষাদ সুরে ।

[দুঃখ ও সাগরের ; হৃদয় এবং সাগরতটের এবং বীণার মধ্যে অতিসাম্য হেতু অভেদ কল্পনা করা হয়েছে ।]

(ii) "জীবন-উদ্যানে তোর যৌবনকুসুমভাতি
কতদিন রবে ?

(iii) "যদিও সকল হাস্য-ফেনপুঞ্জতলে
জানি ক্ষুব্ধ ব্যাথাসিন্ধু দোলে ।"

(iv) জীবন নদীর দুইকূলে বাস
জন্ম এবং মৃত্যুর ;
দুয়ের মূলেই দুঃখ আছে, সুখও আছে
তাই তারা মধুর

উপমা ও রূপকের পার্থক্য—

(১) উপমা অলংকারে উপমেয়টির সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করার জন্য তুলনা করার প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্য উপমানের আবির্ভাব। কিন্তু উপমান কোনক্রমেই উপমেয়কে অতিক্রম করে যায় না—উপমেয়র প্রাধান্যই উপমা অলংকারের বৈশিষ্ট্য ।

আর, রূপক অলংকারে উপমেয়টিকে পরিস্ফুট করার জন্য উপমানের আবির্ভাব হলেও উপমানটির প্রভাবে উপমেয় একরূপ আচ্ছন্ন থাকে, অর্থাৎ, উপমানের প্রাধান্যই সূচিত হয়। রূপকের অভেদাত্মক ভাবটি উপমায় অনুপস্থিত ।

(২) উপমা অলংকারের চারটি উপাদান—(১) উপমেয়, (২) উপমান, (৩) সাধারণ ধর্ম এবং (৪) 'সম', 'যত', 'যেমন' ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দ। এদের সবগুলি স্পষ্ট ব্যক্ত হতেও পারে আবার অব্যক্ত থেকে সেই ভাব বহন করতে পারে।

কিন্তু রূপক অলংকারে উপমেয় এবং উপমানটিই থাকে কেবল। সাধারণ

ধর্মটি অভেদকল্পনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হওয়ায় তা পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় এবং তুলনাবাচক কোন কাজের প্রয়োগ থাকে না—তবে, উপমেয় এবং উপমানের অতিসাম্য দেখাতে একটি 'রূপ' শব্দ কল্পনা করে নেওয়া হয়।

৬। **উৎপ্রেক্ষা** : অতি সাদৃশ্যবশতঃ যদি উপমেয়টির সঙ্গে তুলনা দেওয়ার জন্য যে উপমানটির আবশ্যক হয় তার প্রতি একটি সংশয় প্রকাশ করে উপমানটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তবে তাকে উৎপ্রেক্ষা অলংকার বলে। অর্থাৎ, উৎপ্রেক্ষা অলংকারে উপমেয়টিকে উপমান বলে একটি সংশয়ের সৃষ্টি করা হয় এবং সে সংশয় কবিকল্পনায় সুন্দর হয়ে ওঠে। এই সংশয় প্রকাশ করার জন্য সাধারণতঃ 'বুঝি', 'যেন', 'মনে হয়', যেহু', 'জনু' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। শব্দগুলির কোনটি ব্যক্ত থাকলে **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** হয়; আর যদি ব্যক্ত না থেকেও শুধু সংশয়ের ভাবটি বর্তমান থাকে তবে তাকে **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা** বলে। উৎপ্রেক্ষা তাই দু' রকমের—(১) বাচ্য, এবং (২) প্রতীয়মান। তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, উৎপ্রেক্ষায় যে সংশয়টি লক্ষ্য করা যায়, তা কেবল উপমানে। উৎপ্রেক্ষাও অর্থালংকার শ্রেণীর।

উদাহরণ :—(i) "বুঝি সে দিনো এমনি ঝলকে বিজলী থনে থন।" [বাচ্য]

(ii) তোমার মুখের স্নিগ্ধ হাসিটি
বুঝি চন্দ্র কিরণে রচিত। [ঐ]

(iii) "তটভূমি 'পরে রয়েছে দাঁড়ায়ে মূরতি সে অগণন,
যেন মায়াময় ছায়া-পুত্তল—জুড়াল না দু' নয়ন॥" [ঐ]

(iv) "দুলিছে পবনে সন সন বন বীথিকা।
গীতময় তরুলতিকা।"

[প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—'গীতিময়' শব্দটির আগে 'যেন' শব্দটি অনুক্ত]

(v) আলোক রশ্মি পড়ল তোমার চোখের জলে
হীরকখণ্ড উঠল কেমন জ্বলে।

[প্রতীয়মান—'হীরকখণ্ড' শব্দটির আগে একটি 'যেন' শব্দ অনুক্ত আছে।]

উপমা ও উৎপ্রেক্ষার পার্থক্য—

(১) **উভয়েরই প্রয়োজন উপমেয়কে তুলনার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট করা।**

উপমায় উপমানের সাহায্যে উপমেয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর করে দেখানো হয়, আর, উৎপ্রেক্ষায়, উপমানের ওপর একটি সংশয় প্রকাশ করে উপমানের বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্যটি উপমেয়ে সঞ্চারিত করা হয়।

(২) উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ। উৎপ্রেক্ষায় উপমেয় এবং উপমান কেবল এই দুইটি অঙ্গ বর্তমান। সাধারণ ধর্মটি বুদ্ধির সাহায্যে ধরে নিতে হয়।

(৩) উভয় অলংকারেই উপমেয়ের প্রাধান্য সূচিত হলেও উৎপ্রেক্ষায় উপমানটি উপমা অলংকারের মত ঠিক অতটা গৌণ নয়।

রূপক ও উৎপ্রেক্ষার পার্থক্য—

(১) উভয় অলংকারই উপমেয় এবং উপমানের অলংকার। রূপকে উপমেয় এবং উপমানের সাধারণ ধর্মের অতিসাম্য হেতু উভয়ের মধ্যে একটি অভেদ কল্পনা করা হয়; কিন্তু উৎপ্রেক্ষায় উপমেয় এবং উপমানের সাম্যটি একটি সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হয়, এবং সংশয়টি থাকে উপমানের ওপর।

(২) রূপকে উপমেয়-উপমানের অতি সাম্য থাকলেও উপমানের ধর্মটি উপমেয়কে আচ্ছন্ন করে, তাই উপমানেরই প্রাধান্য অধিক; কিন্তু উৎপ্রেক্ষায় উপমান অপেক্ষাকৃতভাবে গৌণ থাকে।

(৩) রূপকে উপমেয়-উপমান নিত্য সম্বন্ধযুক্ত অবস্থায় অবস্থান করে; কিন্তু উৎপ্রেক্ষায় উভয়ের পৃথক অবস্থানই লক্ষ্য করা যায়।

৭। **সমাসোক্তি**: যে অলংকারে উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপিত হয় এবং উপমানটি একরূপ, উপমেয়কে গ্রাস করে ফেলে তাকে সমাসোক্তি অলংকার বলে। সমাসোক্তি অলংকারে, সাধারণত, জড় বা অচেতন পদার্থের ওপর চেতন পদার্থের ভাব বা ধর্মটি আরোপ করা হয়, ফলে, অচেতন পদার্থ চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে বা চেতনের গুণসম্পন্ন হয়। সমাসোক্তিকে অভেদসর্বস্ব অলংকার বলা যেতে পারে। এটিও অর্থালংকার শ্রেণীর। উদাহরণ:—

(i) চাঁদ এসে চুপি চুপি
বলে মোর কানে;
জীবন ভরিয়া লও
হাসি আর গানে।'

[চাঁদের ওপর চেতন পদার্থের ধর্মটি আরোপিত হয়েছে।]

(ii) একদা যখন নদীর কূলে
বসিয়া ছিলেন মগন চিতে
শুনতে পেলেম বলছে নদী মোরে,
'জীবন-মৃত্যু দেখছ নাকি আমার আবর্তে !'

(iii) "তব অদর্শনে দেবি ! উষ্ণশ্বাসে আকুলা ব্যাকুলা
ভয়ত্রস্তা বসুন্ধরা ছিল আহা দুটি আঁখি বুজে,"

(iv) "রবি শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশে কহে—"

(v) পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,—"

সমাসোক্তি ও রূপকের পার্থক্য—

(১) উভয় অলংকারেই উপমেয় উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়। রূপকে উপমানটি উপমেয়কে আচ্ছন্ন করে মাত্র কিন্তু সমাসোক্তিতে উপমান উপমেয়কে গ্রাস করে। ফলে, রূপকে উপমেয়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না—উপমেয়টি গৌণ ভাবে বর্তমান থাকে, কিন্তু সমাসোক্তিতে উপমেয়ের অস্তিত্বটি বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়।

(২) রূপক অভেদপ্রধান অলংকার ; সমাসোক্তি অভেদসর্বস্ব অলংকার।

(৩) রূপকে উপমেয়ের ওপর উপমানের ধর্মটি আরোপ করা হয় ; সমাসোক্তিতে উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হয়।

(৪) সমাসোক্তিকে অচেতন পদার্থকে চেতন পদার্থের মতই ক্রিয়াশীল দেখা যায়, কিন্তু রূপকে এই বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত।

৮। ব্যতিরেক : উপমানকে উপমেয় যদি নিজ শ্রেষ্ঠত্বগুণে (উৎকর্ষতা কিংবা অপকর্ষতা যে কোন দিন থেকেই) পরাজিত করে বা অতিক্রম করে আপন প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়মূল করে তবে তাকে ব্যতিরেক অলংকার বলে। উপমানকে পরাজিত করতে এই অলংকারে, 'নিন্দি', 'জিনি', 'গঞ্জি' প্রভৃতি অর্থবোধক শব্দের একটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অলংকারটি অর্থালংকার শ্রেণীর। উদাহরণ—

(i) "যোতি পাতি জিনিয়া দশন।"

[দশন—উপমেয় ; যোতি পাতি—উপমান। দন্তের সৌন্দর্য উপমান

যোতি পাতিকে পরাজিত করে। 'জিনিয়া' শব্দটির দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।]

(ii) "কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা,
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে গৌরবে ?"

[উপমেয়—রাবণের রাজসভা ; উপমান—দানবপতি ময় রচিত ইন্দ্রপ্রস্থের মণিময় রাজসভা। 'ছার শব্দটির দ্বারা এখানে উপমানকে পরাজিত করা হয়েছে।]

(iii) "নবীন নবনী **নিন্দিত** করে
দোহন করিছ দুগ্ধ"

(iv) দেখি তোমার ও নয়ন দুটি
লাজে অরবিন্দ মুদিল নয়ন।

(v) তোমার মৃণালভুজে সোনার কাঁকন দুটি
হয়েছে আজি গঞ্জিত।

ব্যতিরেক ও উপমার পার্থক্য—

(১) উপমা ও ব্যতিরেক উভয় অলংকারেই উপমেয়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উপমান উপমেয়ের প্রাধান্য প্রকাশ পেলেও উপমানকে অস্বীকার বা অতিক্রম করার কোন চেষ্টা থাকে না। ব্যতিরেকে উপমানকে পরাজিত করে উপমেয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(২) উপমা অলংকারের সাধারণ ধর্মটি, ব্যতিরেকে অনুপস্থিত।

(৩) উপমা অলংকারে যেমন তুলনাবাচক শব্দ—'সম', 'মত', 'যেমন' ইত্যাদির প্রয়োগ থাকে, ব্যতিরেকে তেমনি 'নিন্দি', 'জিনি' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকে।

(৪) তুলনা করা হলেও উপমা অলংকারে উপমেয়-উপমানের ভেদটি প্রকট নয় কোথাও বরং একটি অভেদের ভাব আছে, কিন্তু ব্যতিরেকে উপমেয়-উপমানের ভেদটি সুস্পষ্ট।

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির অলংকার নির্ণয় কর :—

(i) "সঙ্কটময় পঙ্কিল পথ শঙ্কিল চারিধার"

(ii) হে নরেন্দ্র, নরেন্দ্র তুমি জানে জগজনে।

(iii) "অশান্ত আকাঙ্ক্ষাপাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জার পিঞ্জরে।"

(iv) উজ্জ্বল মুখের 'পরে স্নিগ্ধ আঁখি দুটি
নীল পদ্মপর্ণ দুটি ছিন্ন করি বসায়েছে কে!

(v) কৃষ্ণ উত্তরীয় অঙ্গে দিয়ে
ক্লান্ত পদে নেমে আসে সন্ধ্যা সুন্দরী।

(vi) জীবন রাখিতে আমি চাহি যে জীবন।

(vii) "ফুল কহে—মোর কিছু নাই কিছু নাই,
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া ক'রে,
আমি শুধু তাই, তাই—আমি শুধু তাই!"

(viii) "তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্র মুখে
বায়ু গর্জে আসে,—"

(ix) তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল!"

(x) জীবন-সিন্ধু মথিয়া পেয়েছি
শুধুই গরল জ্বালা।
মৃত্যু-অনলে এর চেয়েও কি
দানে দহনের জ্বালা!

(xi) "গুরু কাছে লব গুরু দুখ!"

(xii) "খেদাইল দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশকবৃন্দের মত—দৈত্য অস্ত্রাঘাতে"

(xiii) "এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্, কখনো সম্মানের অধিকারী ছিল না।"

(xiv) স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না সম
তোমার করুণা পুলক আনিল
ক্লান্ত হৃদয়ে মম।

(xv) সরসিতে ডুব দিয়ে শেষে একি
আনিয়াছ পঙ্কজ!

(xvi) "কত সান্ত্বনা আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি', মেটে না প্রণয়ের তৃষ্ণা!"

শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ ও বাক্যাংশ রয়েছে যার প্রয়োগে আমাদের মনের বিশেষ বিশেষ ভাবকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারি। ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে এই অর্থ-সঙ্গতি করা যায় না। প্রত্যেকটি বাক্যাংশের একটি নিজস্ব রূপ আছে। এসব শব্দ ও বাক্যাংশের পরিবর্তে অন্য শব্দের ব্যবহার মনের ভাবকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। বাংলা চলতি ও কথ্য ভাষাতেই এসবের প্রয়োগ বেশী দেখা যায়।

নীচে শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগের কতগুলি উদাহরণ দেওয়া হল।

॥ বিশেষ্যপদ ॥

• গা

(১) **গায়ে হাত তোলা** (প্রহার করা)—মেয়েছেলের **গায়ে হাত তুলতে** তোমার লজ্জা করে না ?

(২) **গা তোলা** (ওঠা)—কি বসে বসে আড্ডাই দেবে না **গা তুলবে** এবার। দুপুর যে গড়িয়ে গেল।

(৩) **গা ঢাকা দেওয়া**—(আত্মগোপন করা) পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কতদিন আর **গা ঢাকা** দিয়ে থাকবে ?

(৪) **গা করা** (মনোযোগ করা)—এখনও **গা করে না পড়লে** কপালে দুর্ভোগ আছে।

(৫) **গায়ে মাখা** (গ্রাহ্য করা)—ওসব বাজে লোকের কথা **গায়ে মেখো না**।

(৬) **গা সহা** (অভ্যস্ত হওয়া)—বস্তির লোকের গালাগাল এখন আমাদের **গা সওয়া** হয়ে গেছে।

(৭) **গায়ের ঝাল মিটান** (আক্রোশ মিটান)—ছোট সাহেবের সঙ্গে না পেরে বড়বাবু কেরানীদের ওপর দিয়ে **গায়ের ঝাল মিটিয়ে** নিলেন।

(৮) **গায়ে থুথু দেওয়া** (ছি ছি করা)—মাকে তাড়িয়ে বউকে ভাত দিলে লোকে **গায়ে থুথু দেবে**।

হাড়

(১) **হাড় ভাঙা** (কঠোর পরিশ্রম)—সারাদিন **হাড়ভাঙা পরিশ্রমের** পর বাসায় এসে ঝগড়াঝাটি শুনলে কারু মেজাজ ঠিক থাকে ?

(২) **হাড় কিপ্টে** (অত্যন্ত কৃপণ)—মুরারী বাবুর মত **হাড় কিপ্টে** লোক এ তল্লাটে নেই। তাঁর কাছে টাকা চেয়ে লাভ নেই।

(৩) **হাড়ে বাতাস লাগা** (স্বস্তি পাওয়া)—দজ্জাল শাশুড়ী মরে যাওয়ায় বউটির **হাড়ে বাতাস লেগেছে**

(৪) **হাড় জ্বালানো** (খুব জ্বালাতন করা)—তোর মত এমন **হাড়-জ্বালানো** মেয়ে যেন কারু না হয়।

মাথা

(১) **মাথা খাওয়া** (নষ্ট করা)—মা-বাপের একমাত্র ছেলে, তারা আদর দিয়ে তার **মাথা খেয়েছে**।

(২) **মাথা খাওয়া** (দিব্য দেওয়া) আমার **মাথা খাও**, ঠাকুরপোকে তুমি কিছু বলো না।

(৩) **মাথায় ওঠা** (প্রশ্রয় পাওয়া)—কুকুরকে লাই দিলে **মাথায় ওঠে**।

(৪) **মাথায় ঢোকা** (বোধগম্য হওয়া)—এই সোজা অঙ্কটা তোমার **মাথায় ঢুকছে না**! একেবারে গর্দভ।

(৬) **মাথা উঁচু করা** (সগর্বে মস্তক উন্নত করা)—সৎ লোকেরাই জীবনে **মাথা উঁচু করে** চলতে পারেন।

(৭) **মাথা হেঁট হওয়া** (লজ্জায় মস্তক অবনত করা)—"শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ, করিয়া রহিল **মাথা হেঁট**।" —রবীন্দ্রনাথ

(৮) **মাথা কাটা যাওয়া** (অত্যন্ত অপমানিত হওয়া)—সবার সামনে গলা ধাক্কা দেওয়ায় নায়েব কেষ্টবাবুর গাঁয়ের লোকের কাছে **মাথা কাটা গেল**।

(৯) **মাথা কেনা** (ক্রীতদাস করা)—কয়েকটা টাকা ধার দিয়ে তুমি আমার **মাথা কিনে** নাও নি।

(১০) **মাথা** (প্রধান, শ্রেষ্ঠ)—রতনবাবু আমাদের গাঁয়ের **মাথা**।

মুখ

(১) **মুখ তুলে চাওয়া** (প্রসন্ন হওয়া)—ঈশ্বর যদি **মুখ তুলে চান**, তবে তোমার ভাবনা কি ?

(২) **মুখ করা** (ভৎর্সনা)—ঝি-চাকরের উপর সব সময় **মুখ করে** তাদের দিয়ে কাজ আদায় করা যায় না।

(৩) **মুখ ভার** (ক্রোধ বা অভিমান)—স্বামীর রূঢ় কথায় রমলা **মুখ ভার** করে রইল।

(৪) **মুখ নাড়া** (মুখ ঝামটা, তিরস্কার)—আজকালকার বৌদের আর শাশুড়ীর **মুখ ঝামটা** সইতে হয় না।

(৫) **মুখ সামলান** (সাবধান হওয়া, সংযত হওয়া)—**মুখ সামলে** কথা বল, নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

(৬) **মুখ চাওয়া** (অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া)—অপরের **মুখ চেয়ে** বেঁচে থাকা যায় না।

(৭) **মুখে ফুল চন্দন পড়া** (আশীর্বাদ বা শুভ প্রার্থনা)—তোমার **মুখে ফুল চন্দন পড়ুক**, যেন বৌয়ের ছেলে হয়।

(৮) **মুখ চুন হওয়া** (অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া)—বড়বাবুর বকুনি খেয়ে রামবাবুর **মুখ চুন** হয়ে গেল।

(৯) **মুখ রাখা** (মর্যাদা রক্ষা করা)—অমিয় আই. এ. তে প্রথম বিভাগে পাশ করে বাপের **মুখ রেখেছে**।

চোখ

(১) **চোখ** (নজর)—আপনার উপর ছেলেটার সম্পূর্ণ ভার রইলো, একটু **চোখ** রাখবেন।

(২) **চোখের বালি** (চক্ষুশূল)—ছোট বৌটি শাশুড়ীর **চোখের বালি**, তার প্রত্যেক কাজে তিনি খুঁৎ ধরে বেড়ান।

(৩) **চোখ রাঙান** (শাসন)—আপনার খাই না পরি যে আপনার **চোখ রাঙানিতে** আমি ভয় পাব ?

(৪) **চোখ টাটান** (ঈর্ষা হওয়া)—আমার যশে তোমার **চোখ টাটায়** কেন।

(৫) **চোখের চামড়া** (চক্ষুলজ্জা)—রমেশবাবু বড়লোক হ'লে কি হ'বে, তার মোটেই **চোখের চামড়া** নেই।

(৬) **চোখের জলে নাকের জলে** (নাস্তানাবুদ)—ওর সঙ্গে শয়তানি করলে তোমাকে **চোখের জলে নাকের জলে** করে ছাড়বে।

(৭) **চোখে চোখে কথা** (ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়)—'তারা **চোখে চোখে** কয় কথা।'

(৮) **চোখ ফোটা** (জ্ঞান হওয়া)—বন্ধুর পরিণাম দেখে এখনও তোমার **চোখ ফুটল** না।

বুক

(১) **বুকফাটা** (করুণ)—মা-মরা ছেলেটির **বুকফাটা** কান্না শুনে সকলের চোখে জল এল।

(২) **বুক উঁচু হওয়া** (গর্ব-বোধ করা)—ছেলের প্রশংসা শুনে মায়ের **বুকউঁচু** হয়ে উঠ্‌লো।

(৩) **বুক বেঁধে** (দৃঢ়তার সঙ্গে)—সাহসে **বুক বেঁধে** কাজে নেমে যাও, সফল তুমি হবেই।

(৪) **বুকে করে** (আদরে, অতি যত্নে)—যে ছেলেকে **বুকে করে** মানুষ করলাম, সে আজ একবার ফিরেও তাকায় না।

(৫) **বুক ঠুকে** (সাহস প্রকাশ করে)—যতই বাধা আসুক না কেন, আমি **বুক ঠুকে** অন্যায়ের প্রতিবাদ করবই।

(৬) **বুক দিয়ে পড়া** (পরোপকার করা)—আমাদের আপদ-বিপদে বিনয়বাবু যেরূপ **বুক দিয়ে পড়েন**, এমন আর কেউ করেন না।

হাত

(১) **হাত-করা** (বশে আনা)—আসামী পক্ষ আমাদের প্রধান সাক্ষীকে মোটা ঘুষ দিয়ে **হাত করেছে**।

(২) **হাত পাতা** (ভিক্ষা করা বা যাচ্ঞা করা)—বরং না খেয়ে মরব, তবু পরের কাছে **হাত পাতব** না।

(৩) **হাতে পাওয়া** (আপন অধিকারের মধ্যে পাওয়া)—একবার **হাতে পেলে** তাদের বেশ শিক্ষা দিয়ে দিতাম।

(৪) **হাত থাকা** (ক্ষমতা বা কর্তৃক থাকা)—আমার **হাত থাকলে** নিশ্চয়ই তোমার চাকরী করে দিতাম।

(৫) **হাত চালান** (শীঘ্র কাজ শেষ করা)—বেশী সময় হাতে নেই, সবাই **হাত চালাও**, নইলে কাজ শেষ হবে না।

(৬) **হাত আসা** (অভ্যাস হওয়া)—জমিদার বাবুর এখন দান-এ **বেশ হাত এসেছে**।

(৭) **হাত দেওয়া** (আরম্ভ করা)—আর এক সপ্তাহ মাত্র সময় আছে, এখনও আমি উপন্যাসে **হাত দিতে** পারি নি।

(৮) **হাত পাকান** (অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ হওয়া)—ছাত্রাবস্থাতেই সে গল্প লিখে **হাত পাকিয়েছে**।

(৯) **হাতগুটান** (নিরস্ত হওয়া)—এখন থেকে **হাত না গুটালে** ভবিষ্যতে অভাবে পড়তে হবে।

(১০) **হাতটান** (চুরি করার স্বভাব)—লোকটির একটু **হাতটান** আছে, সাবধানে থেকো।

কান

(১) **কানপাতা** (মনোযোগ দিয়ে শোনা)—সইরা দরজায় **কান পেতে** অনুপমার কথা শুনলো।

(২) **কান দেওয়া** (শোনা)—তুমি আমার কথায় মোটেই **কান দাও না**।

(৩) **কানে লাগা** (শ্রুতিকটু বোধ হওয়া)—তার বেসুরো গান আমার **কানে লাগে**।

(৪) **কান পাতলা** (বিচার না করে অন্যের নামে লাগানি শোনা)—বড বাবু **কানপাতলা** লোক, কাজেই সবধানে থেকো।

(৫) **কানকাটা** (নির্লজ্জ)—হরেনের মত **কানকাটা** লোক ই এ ধরণের কাজ করতে পারে।

(৬) **কানাকানি করা** (গোপন পরামর্শ বা মন্তব্য)—চৌধুরীদের মেজবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে লোকে **কানাকানি** করে।

(৭) **কানে তোলা** (উত্থাপন করা)—আমাকে বাধ্য হয়ে কথাটা বড় সাহেবের **কানে তুলতে** হবে।

বিশেষণপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কাঁচা

কাঁচা (অপরিণত) বুদ্ধি, কাঁচা (অপক্ক) ফল, কাঁচা (অনিপুণ) লেখা, কাঁচা (অগভীর) ঘুম, কাঁচা (নগদ টাকা) টাকা, কাঁচা (পরিবর্তনীয়) ফর্মা করা, কাঁচা (যাহা টিকে না) রঙ, কাঁচা (প্রথমাবস্থার) সর্দি, কাঁচা (অবিকৃত উৎপন্ন দ্রব্য) মাল, কাঁচা (অদগ্ধ) ইট, কাঁচা (মাটির তৈয়ারী) ঘর, কাঁচা (নির্বোধ) ছেলে। রামকে যা তা বুঝিয়ে ফাঁকি দেবে এমন **কাঁচা** ছেলে সে নয়।

পাকা

পাকা (চূড়ান্ত) কথা, পাকা (নিপুণ) চোর, পাকা (বাঁধানো) রাস্তা, পাকা (খাঁটি) সোনা, পাকা (বিচক্ষণ) লোক, পাকা (ওস্তাদ) চোর, পাকা (ত্রুটিহীন) কাজ, পাকা (অপরিবর্তনীয়) খাতা, পাকা (স্থায়ী) রঙ, পাকা দেখা (আশীর্বাদ), কমলার আজ **পাকা দেখা**। "ওমা, আমি কি তোর **পাকা ধানে দিয়েছি গো মই**" (সর্বনাশ করেছি)। পাকা (নিপুণ,) লেখা, পাকা (লুচি, মিষ্টি ইত্যাদি) ফলার। **পাকা ফলা**র দিতে পারলে ভাল হয়।

উঠা

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' (গাত্রোত্থান করে)। বাজারে নতুন আলু উঠেছে (আমদানী)। রেবা এবার নবম শ্রেণীতে উঠেছে (পরীক্ষায় উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে)। বড়মার কানে একথা উঠেছে (কর্ণগোচর, হওয়া)। এত সাধ্য-সাধনা করলাম তবু কিছুতেই তাঁর মন উঠছে না (সন্তুষ্ট হওয়া)। দেখাশুনার লোকের অভাবে দোকানটি উঠে গেল (বজায় না থাকা)।

ভাঙ্গা

ভাঙ্গা মন (আঘাত প্রাপ্ত মন), হাড়ভাঙ্গা খাটুনি (অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, বুকভাঙ্গা (মনে আঘাত পাওয়া) ভাঙ্গা বাড়ী (ভাঙ্গা ঘর),

ভাঙ্গা হাট (খারাপ অবস্থা)—অনেক চেষ্টা করেও ভাঙ্গা হাটে আর আসর জমল না। ভাঙ্গা কপাল (খারাপ ভাগ্যে), ভাঙ্গা টাকা (খরচ করা টাকা), ভাঙ্গা বুক (বিষণ্ণ হৃদয়)।

কাটা

সুখে দুঃখে সময় কেটে যাচ্ছে (অতিবাহিত হচ্ছে)। (খণ্ডন)? আমার রচনা বইখানি বাজারে বেশ কাটছে (বিক্রয়)। তোমার কুৎসিত চাল-চলনের জন্য আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে (অপমানিত হওয়া)। নীরস বিষয়বস্তু শিশুদের মনে দাগ কাটে না (গভীরভাবে স্পর্শ করা)। আগে টিকিট কেটে পরে ট্রেনে উঠতে হয় (ক্রয় করা)। লোকটা জিভ কেটে বললে, অপরাধ হয়েছে, মাপ করুন (লজ্জিত হওয়া)।

লাগা

রূঢ় কথা বললে সকলেরই প্রাণে লাগে (কষ্ট হয়)। এত বড় আমচারাটা বসালে আর লাগবে না (বাঁচবে না)। এখনও সময় আছে উঠে-পড়ে লেগে যাও (কাজে তৎপর হওয়া)। গল্পটা কেমন লাগছে (মনে ধরা)? (আশ্চর্যান্বিত হওয়া)। যাদুসম্রাট সরকারের খেলা দেখে সকলের তাক্ লেগে গেল (অবাক হওয়া)। ধানের শিষ উঠেছে (উদ্গত হওয়া)। বর্ষাকালে আমার প্রায়ই চোখ উঠে (নেত্ররোগ)।

ধরা

মা কালীর দোর ধরে তোদের কোলে পেয়েছি (আশ্রয় করে)। পুলিশের হাতে ডাকাত ধরা পড়েছে (পাকড়ান)। "ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।"

নরম

নরম মেজাজ (নম্র স্বভাব), নরম (শিথিল) বাঁধন, এখন সমাজের বাঁধন নরম হ'য়েছে। নরম (দুর্বল) লোক পেলে সকলেই ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। চাপে পড়ে লোকটা নরম (মৃদু) সুরে কথা বলছে। যদুবাবুকে বেশ নরম গরম (মিঠেকড়া) শোনান হয়েছে।

ছোট

ছোট (তুচ্ছ) কথা, ছোট (ইতর, নিম্নবর্ণ) লোক, ছোট (নিকৃষ্ট) নজর, ছোট (নীচ, ক্ষুদ্র) মন, ছোট (দ্বিতীয়, প্রধানের পরবর্তী) সাহেব, ছোট (কনিষ্ঠ) ননদ, ছোট (আভিজাত্যহীন, সাধারণ) ঘর।

সাদা

সাদা (কুটিলতাহীন) মন, সাদা (পাড়হীন) কাপড়, সাদা (স্পষ্ট) কথা, সাদা (অলিখিত) কাগজ, আমি তোমার কথায় সাদা কাগজে দস্তখত দিতে পারি।

বড়

বড় (উঁচু) মন, 'আমি থাকি ছোট ঘরে বড় মন লয়ে'। বড় (অত্যন্ত) দুঃখে আজ তোমার কাছে হাত পেতেছি। বড় (উচ্চবংশ) ঘরের মেয়ে, ডাঃ রায় বড় (নামজাদা, শ্রেষ্ঠ) ডাক্তার। দেখো, আমার বড় (গর্বিত,) মুখ যেন ছোট না হয়। বড় কুটুম (অতি প্রিয়, শ্যালক)।

কয়েকটি ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

করা

(১) ছেলে মানুষ করা আজকাল এক মহাসমস্যা (শিক্ষিত করা, লালন-পালন)। শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি গাড়ি করে বাড়ী এলেন (ভাড়া)। বাড়ীর সবাই নূতন বৌকে মাথায় করে রেখেছে (খুব আদরে রাখা)। আমার কাজে তুমি মোটেই গা করছ না (গ্রাহ্য করা, চেষ্টা করা)। হরিচরণ যুদ্ধের বাজারে মোটা টাকা করেছে (সঞ্চয়)। মোহনবাবু পৃথক হয়ে গ্রামের সদরে পাকা বাড়ী করেছেন (নির্মাণ)। নিবারণবাবু অফিসের বড় বাবুকে হাত করেছে (বশ করা)। সন্ধ্যার পর প্রায়ই আমার মাথা ধরে (শিরঃপীড়া হওয়া) মেয়ে জেদ ধরেছে বিয়ে করবে না (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া)। এ. বি.টি. এ হলঘরে অনেক লোক ধরে (স্থান পাওয়া)। হরেনের মত ধামাধরা লোক খুব কম দেখেছি (তোষামোদকারী)। তুমি যখন মদ ধরেছ, তখন তোমার ভবিষ্যৎ

অন্ধকার (মদ্যপান অভ্যাস করা)। (যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করে)। আমার পায়ে ধরে সাধলেও কোন ফল হবে না (অনুনয়-বিনয় করা)। তার চুলে পাক ধরেছে, (প্রকাশ পাওয়া)। পাড়ার ছেলেরা সরস্বতী পুজার চাঁদার জন্য ধরেছে (অনুরোধ করা)।

তোলা

নানাকথার পর ভদ্রলোক তাঁহার বর্তমান বিপদের কথা তুললেন (উত্থাপন করা)। নৌকাগুলি পাল তুলে বেশ বেগে চলছে (খাটিয়া)। সামান্য দোষে ছেলে মেয়েদের গায়ে হাত তোলা ঠিক নয় (প্রহার করা)। অনেক টাকা খরচ করায় মোড়ল তাকে জাতে তুলেছে (সমাজভুক্ত করা)। ঝর্ণা কাপড়ের উপর সুন্দর ফুল তোলে (সূচীকর্ম দ্বারা তৈরী করা)।

দেখা

আমার অবর্তমানে ছেলেদুটোকে দেখো (নজর রাখা, লক্ষ্য করা)। চিকিৎসক রোগীর নাড়ী দেখে কোন ভয় নেই জানালেন (পরীক্ষা করা)। তুমি নিজের পথ দেখো, এখানে কিছু হবে না (অবলম্বন করা)। এখন যতই আত্মীয়তা দেখাক না কেন, বৃদ্ধ-বয়সে স্ত্রী-পুত্র ভিন্ন অপর কেউ দেখবে না ((সেবা করা)।

পড়া

মেজো খোকা এই মাসে ষোলতে পড়বে (পনের পার হয়ে ষোলতে পদার্পণ করা)। গায়ে পড়ে-উপদেশ দিতে যাও কেন (অযাচিতভাবে) ? 'এমন মানব জমিন রইলো পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোনা'—রামপ্রসাদ (অনাবাদী থাকা)। 'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল' (অবসান)।

রাখা

আমার কথামত কাজ করে অমিয় আমার মান রেখেছে (সম্মান রক্ষা করা)। সে কথা দিলে কথা রাখে (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা)। ব্যাঙ্কে টাকা রেখে সে সুদে খাটাচ্ছে (গচ্ছিত রাখা)। ঈশ্বর ভক্তকে সম্পদে বিপদে পায়ে রাখেন (আশ্রয় দেওয়া)। অরুণ এবং অমিয় পরীক্ষায় পাশ করে বাপের নাম রেখেছে (সম্মান বজায় থাকা)।

মারা

বাজার যাওয়ার পথে ফটিকদের বাড়ীতে একবার ঢুঁ মেরে গেলাম (খোঁজ করা)। বাপের হোটেলে খেয়ে এরকম চাল মেরে আর কতদিন চালাবে (চালাকি করে)? বাসে লোকটা আমার পকেট মেরেছে (চুরি করা)। অফিসের টাকা ভেঙ্গে হারাধন-যে ডুব মারলো, অনেকদিন তার আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না (আত্মগোপন করা)। তাকে পিঠে না মেরে পেটে মারার ব্যবস্থা করলেন (খেতে না দেওয়া উচিত ছিল, জীবিকা নষ্ট করা)। তার পেটে বোমা মারলেও ক অক্ষর বার হবে না (বিশেষ চেষ্টা)।

ফেরা

বই লিখে নাম হওয়ায় এখন তাঁর অবস্থা ফিরেছে (পরিবর্তন হওয়া)। দীর্ঘকাল পশ্চিমে চাকরী করার পর হরবিলাসবাবু দেশে ফিরেছেন (প্রত্যাবর্তন করা)। সে গ্রামে গ্রামে ফিরে বেড়ায় (ঘুরে বেড়ান)। ছেলেটির স্বভাব এখন ভালর দিকে ফিরেছে (পরিবর্তন হওয়া)।

হওয়া

ব্যবসা করা টাকা হাতে হওয়ায় তার মেজাজ গরম হয়েছে (সঞ্চিত হওয়া)। এক সপ্তাহ হল, সে এখান হতে গিয়েছে (অতীত, অতিক্রম)। কাজ হলেই আমি চলে আসব (সম্পন্ন হওয়া)। কমলার ছেলে হওয়ায় সকলেই খুসী হয়েছে (জন্মগ্রহণ করা)। এ বছর ভাল ফসল হয়েছে (উৎপন্ন হওয়ায়)।

বাঁধা

শ্রমিকেরা দল বেঁধে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাল (জোট পাকান, দলবদ্ধ)। আশায় বুক বাঁধ, দুঃখের মেঘ কেটে যাবে (ধৈর্য অবলম্বন করা)। কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে বাস বাঁধে (থামে)। ভুঁইফোড় নেতাদের বাঁধা বুলি শুনে শুনে ঘেন্না ধরে গেছে (পুরাণ কথা, বৈচিত্র্যহীন কথা)।

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ

প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগ্‌ধারা

অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষারও এমন কতকগুলি শব্দসমষ্টি বা বাক্যাংশ আছে. যাদের অর্থ বাচ্যার্থ দ্বারা প্রকাশিত হয় না। এসব বাক্যাংশের একটি বিশিষ্ট অর্থ বা লক্ষ্যার্থ থাকে তাই ইহারা **বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ বা বাগধারা** নামে পরিচিত। বাংলা ভাষায় প্রচুর বাগ্‌ধারা প্রচলিত আছে। এগুলো ভাষার প্রাণ। নীচে কতকগুলি বাগ্‌ধারা বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের উদাহরণ দেওয়া হল।

অরণ্যে রোদন (বৃথা চেষ্টা)— রায় সাহেবের নিকট চাকরির আবেদন করা, আর 'অরণ্যে রোদন' করা একই কথা।

অকূলে কূল পাওয়া (নিরুপায় অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া)—তিন মাস বেকার থাকায় সমস্ত পরিবার যখন ধ্বংস হতে বসেছিল সেই সময় সীতাংশু প্রিয়বন্ধু ব্রজেন্দ্রের মারফৎ একটি চাকরি পেয়ে অকূলে কুল পেলো।

অকূল পাথার (নিঃসহায় অবস্থা)—সমর নির্বান্ধব এই কলকাতা শহরে চাকরি হারিয়ে এখন 'অকুল পাথারে' ভাসছে।

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া)—উত্তর পাড়ার গোপাল মিস্ত্রী কাল রাতে কলেরায় 'অক্কা পেয়েছে'।

অগস্ত্য যাত্রা (চিরকালের জন্য যাওয়া)—মামলায় সর্বস্বান্ত হ'য়ে হরিপদ সেই যে দেশ ছেড়ে গেল, সেই যাওয়াই তার অগস্ত্য যাত্রা হ'ল।

অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ দর্শন)—কিহে আজকাল অমবস্যার চাঁদ হয়ে উঠেছ, ভুলেও এদিকে পা বাড়াও না।

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া (অনুমানের উপর নির্ভর করে কাজ করা)—এ ব্যাপারে তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে ত বলো, নইলে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে কোন লাভ হ'বে না।

অর্ধচন্দ্র দান করা (গলাধাক্কা দেওয়া)—কাছারি থেকে বিষ্টু খুড়োকে অর্ধচন্দ্র দান করে বার করে দিয়েছে।

অগ্নিশর্মা হওয়া (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া)—বেয়ারা হরিপদর ছোট মুখে বড়কথা শুনে বড়সাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন।

অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন)—ছেলেটা আমার 'অন্ধের যষ্টি', বারটি সন্তান হারিয়ে ওকে পেয়েছি। ঠাকুর ওকে আশীর্বাদ করুন।

অহিনকুল সম্পর্ক (চিরশত্রু)—সম্পত্তি ও ভাগ হওয়ার পর থেকেও দুটি ভাইয়ের মধ্যে এখন অহি নকুল সম্পর্ক ; কেউ কারও মুখদর্শন পর্যন্ত করে না।

অনেক জলের মাছ (কুটনীতিজ্ঞ)—দু'এক একদিনের আলাপ-আলোচনায় শ্যামবাবুর প্রকৃত স্বরূপ বোঝা ভার ; তিনি 'অনেক জলের মাছ'।

আকাশ পাতাল (অনেক প্রকার)—দিনরাত অত 'আকাশ পাতাল' ভাবছো কি ? ব্যবসায় নেমে পড় বা পশ্চিমের চাকরিটা নিয়ে নাও।

আকাশকুসুম (অলীক কল্পনা)—ঘরে বসে 'আকাশকুসুম' রচনা করলে ত পেট ভরবে না ; এখন দু পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখ।

আকাশ থেকে পড়া (অজ্ঞতার ভান করে বিস্মিত হওয়া)—কি কথাটা শুনে যে একেবারে 'আকাশ থেকে পড়লে ! তুমি যে সব জানো সে আমি জানি।

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া (দুর্লভ বস্তু লাভ করা)—কালো মেয়ের জন্য ইঞ্জিনিয়ার জামাই পেয়ে মতিবাবু যেন 'আকাশের চাঁদ' হাতে পেলেন।

আকাশ ভেঙ্গে পড়া (হঠাৎ মহাবিপদ উপস্থিত হওয়া)—হঠাৎ পিতার মৃত্যুতে নরেনের মাথায় যেন 'আকাশ ভেঙ্গে পড়লো'। সে চারিদিকে অন্ধকার দেখলো।

আক্কেল সেলামী (বোকামির দণ্ড)—ঘড়িটা দেখতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল, ফলে কতকগুলো টাকা 'আক্কেল সেলামী' দিতে হল।

অকালকুষ্মাণ্ড (অপদার্থ, অকর্মণ্য)—কথাসাহিত্যিকে সত্যব্রতবাবুর দেশজোড়া নাম, আর তাঁর ছেলেগুলি হয়েছে এক একটা অকালকুষ্মাণ্ড। কেবল খায় দায়, আর আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।

আক্কেল গুড়ুম (বিস্ময়ে হতবাক)—রমেশের কথা শুনে আমার 'আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

আলালের ঘরের দুলাল (বড় লোকের আদুরে ছেলে)—তোমার মত 'আলালের ঘরের দুলাল' পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস ক'রতে পারবে কি।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (নির্ধনের ধনলাভ, হঠাৎ বড়লোক হওয়া)—

কালোবাজারে ধান চাউলের ব্যবসা করে হরেকৃষ্টবাবুর 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হ'য়েছে। দেমাকে তার এখন মাটিতে পা পড়ে না।

আঠার মাসে বছর (দীর্ঘ সূত্রতা)—তোমার মত কুড়ে লোক দিয়ে কোন কাজের আশা নেই। তোমার যে আবার 'আঠার মাসে বছর'।

আদা জল খেয়ে লাগা (কার্য সিদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা)—পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য সুরজিৎ এবার আদা জল খেয়ে লেগেছে।

আদায়-কাঁচকলায় (অত্যন্ত শত্রুতা)—এক সময় অমল ছিল বিমলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর আজ তাদের সম্পর্ক একেবারে আদায়-কাঁচকলায়, একে অপরের ছায়া মাড়ায় না।

আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনী)—ইংরাজেরা আবার এদেশ শাসন করবে, এই 'আষাঢ়ের গল্প' গাঁজাখোরেরাই বিশ্বাস করবে।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ, অকর্মণ্য)—হেড মাষ্টার মশাইয়ের ছেলেরা এক একটা 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি'। কেবল তাস খেলে কাল কাটায়।

আদার ব্যাপারী (সামান্য বিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তি)—আমি সামান্য কেরাণী, কাজেই 'আদার ব্যাপারী' হয়ে বড় সাহেবের নিন্দায় কাজ নেই।

আদা জল খেয়ে লাগা (কার্যসিদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা)—পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য সুরজিৎ এবার আদা জল খেয়ে পড়াশুনায় লেগেছে।

আমড়াগাছি করা (তোষামোদ দ্বারা ছোটকে বড় করে দেখানো)—রামবাবু, বড়বাবুর 'আমড়াগাছি' করে নিজের সুবিধা বেশ করে নিয়েছে।

আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনী)—ইংরাজেরা আবার এদেশ শাসন করবে, এই 'আষাঢ়ে গল্প' গাঁজাখোরেরাই বিশ্বাস করবে।

আমৃতা আমৃতা করা (স্পষ্ট কথা বলতে না পারা)—আসামীপক্ষের সাক্ষী উকিলের জেরায় 'আমৃতা আমৃতা' করতে লাগল।

ইতর বিশেষ (পার্থক্য)—বিচারকের নিকট ধনী নির্ধনের মধ্যে কোন 'ইতর বিশেষ' থাকে না।

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ক)—ছেলেটা ইচড়ে পেকে গেছে। বড়দের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করে।

আদিখ্যেতা (ন্যাকামি)—তোমার 'আদিখ্যেতা' দেখে আমার হাসি পায়; আর বাঁচিনে।

ইতর বিশেষ (পার্থক্য) বিচারকের নিকট ধনী-নির্ধনের মধ্যে 'ইতর বিশেষ' থাকে না।

উত্তম মধ্যম (প্রহার)—বাসে পকেটমারকে ধরে 'উত্তম মধ্যম' দিয়ে পুলিশের হাতে দেওয়া হ'ল।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (অস্থানে অমূল্য জিনিস পরিবেশন করা)—তোমার মত অরসিক মানুষের কাছে রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করা, আর 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' একই কথা।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে কষ্ট সহ্য করা)—একেবারে সময় নেই, তবুও প্রকাশকের পাল্লায় পড়ে উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হ'ল।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অনধিকারীর অধিকার লাভ)—লোকটা কোথা থেকে 'উড়ে এসে জুড়ে বসে' আমাকেই বড়সাহেবের বাসা থেকে সরাবার চেষ্টা করছে।

উভয় সঙ্কট—(দুই দিকে বিপদ)—এখন গেলে রাম মারে না গেলে রাবণ। আমার হয়েছে সেই অবস্থা।

এক ঢিলে দুই পাখী মারা (একই প্রচেষ্টায় উভয় উদ্দেশ্যে সাধন করা)—পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে ইংরাজ এক ঢিলে দুই পাখী মারার' মতলব করেছে।

একচোখো (পক্ষপাতিত্ব দোষযুক্ত)—'একচোখো' হাকিমের কাছে সুবিচার আশা করা যায় না।

এক মাঘে শীত যায় না (বিপদের সম্ভাবনা থাকা)—আমাকে ধাপ্পা দিয়ে তুমি কাজটা বাগিয়ে নিলে ; কিন্তু মনে রেখো 'এক মাঘে শীত যায় না '।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো (সমান প্রকৃতি বিশিষ্ট)—শ্যামেরা সব কটা ভাই ফন্দিবাজ, ধাপ্পাবাজ ও শয়তান, সব 'একক্ষুরে মাথা মুড়ানো'।

একে মা মনসা তায় ধুনার গন্ধ (যে যাহাতে বিরূপ তাহাই করা)—সমীরণ বাবুর মত ঘোর নাস্তিকের নিকট কালীপুজার চাঁদা চাইতে গেলে তিনি ত চট্‌বেনই। 'একে মা মনসা তায় ধুনার গন্ধ'।

এক হাত লওয়া (প্রতিশোধ লওয়া)—অমল-কমলের অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ এতদিন সহ্য ক'রেছি, আজ সুযোগ পেয়ে তার উপর বেশ এক হাত নিলাম।

ওজন বুঝে চলা (অবস্থা অনুসারে আচরণ করা)—নিজের 'ওজন বুঝে চালানো কারু কথা শুনতে হয় না।

ওষুধ ধরা (বাঞ্ছিত ফললাভ)—গ্রামের মোড়ল নিতাই পালকে জমিদারবাবু কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলেন না। ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িয়ে ফেলায় এখন শ্যামবাবুকে 'ওষুধ ধরেছে'; বাছাধন এবার সুড় সুড় করে আপোস করতে চলে এসেছে।

ওষুধ করা (তুকতাক করা)—শাশুড়ী জামাইকে 'ওষুধ করেছে' নইলে এমন অদ্ভুত চালচলন হবে কেন ?

কান পাতলা (অতিশয় বিশ্বাস-প্রবণ, কোন কথা শুনে বিচার না করেই তাতে বিশ্বাস করে)—তরণীবাবু লোক ভাল, কিন্তু বড় 'কান পাতলা'; কোন কথা বিচার করে দেখে না।

কড়ায় গণ্ডায় (সম্পূর্ণ, পুরাপুরি)—এমন দুর্দিনেও জমিদারের কর্মচারীরা প্রজাদের কাছ থেকে 'কড়ায় গণ্ডায়' খাজনা আদায় করল।

কাল নেমির লঙ্কা ভাগ (কর্মসিদ্ধির আগেই ফললাভের আকাঙ্খা)—তিন ভাই মিলে সবে ব্যবসায় আরম্ভ করেছে, এর মধ্যেই লাভের টাকা নিয়ে কালনেমির লঙ্কা ভাগ সুরু করে দেওয়ায় ব্যবসা দাঁড়াবে কি করে ?

কাঠের পুতুল (জড়বৎ, নিষ্ক্রিয়)—এমন 'কাঠের পুতুলের' মত চুপচাপ বসে না থেকে কাজে হাত চালাও।

ক অক্ষর গোমাংস (বর্ণপরিচয় হীন)—পণ্ডিত মশায়ের ছেলেরা সব 'ক-অক্ষর গোমাংস'।

কাঁচা পয়সা (অনায়াসলভ্য অর্থ, নগদ টাকা)—'কাঁচা পয়সা' হাত পেয়ে ছেলেরা দুহাতে উড়াচ্ছে।

কপাল ফেরা (ভাগ্য পরিবর্তন)—বড় সাহেবের নেকনজরে পড়ায় ডেসপ্যাচ্ ক্লার্ক অপূর্ববাবুর এবার 'কপাল ফিরেছে'।

কলুর বলদ (অন্ধভাবে চলা, স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তগতির অভাব)—আমাদের জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই। কেবল 'কলুর বলদের' মত সংসারের ঘানি টেনে চলেছি।

কান ভারী করা (একের বিরুদ্ধে অপরের কাছে লাগান)—তুমিই আমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে বড়বাবুর 'কান ভারী করেছ'।

কানে তুলা দেওয়া (শুনেও না শুনা)—যদুবাবু 'কানে তুলো' দিয়েছেন, ছেলের বদনামে।

কত ধানে কত চাল (বাস্তব অভিজ্ঞতা)—যেদিন নিজে রোজগার করে সংসার চালাবে, সেদিন বুঝবে, 'কত ধানে কত চাল'।

কথার কথা (বাজে কথা)—আমি তোমায় কাজ ছেড়ে দেব বলেছিলাম ও একটু কথার কথামাত্র, আসলে চাকরী ছাড়ার আমার মতলব নেই।

কোলে পিঠে করে মানুষ করা (সযত্নে পালন করা)—হরিধন আমাদের কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে।

কেঁচে গণ্ডুষ করা (পুনরারম্ভে)—বড় মেয়েটাকে সংস্কৃত পড়াতে গিয়ে আমাকে আবার 'কেঁচে গণ্ডুষ করে' সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত ক'রতে হলো।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (শত্রুর সাহায্যে শত্রু ধ্বংস করা)—বুদ্ধিমান শ্যামবাবু ম্যানেজারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদেব লেলিয়ে দিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছিল।

কেষ্টবিষ্টু (গণ্যমান্য ব্যক্তি)—তুমি এমন কি 'কেষ্ট বিষ্টু' লোক যে, তোমাকে সভাপতি না করলে আমাদের সমিতি চলবে না।

কেউকেটা (সামান্য)—পোষাক-পরিচ্ছদ দেখেই দিলীপবাবুকে 'কেউ কেটা' মনে করো না। তাঁর মত সহৃদয় লোক এ অঞ্চলে আর নেই।

কূপমণ্ডুক (সীমাবদ্ধ)—গাঁয়ে বাস করে এমন কূপমণ্ডুক হয়ে গেছ যে তোমার স্বাধীন বিচারশক্তিটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

কেঁচো খুড়তে সাপ (সামান্য বিষয় থেকে গুরুতর বিষয়ের উদ্ভব)—গ্রাম্য দলাদলি মিটাতে গিয়ে জ্যোতিষবাবু বুঝলেন, তিনি 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' বের করেছেন। কাজেই অন্য পথ ধরলেন।

কল্কে পাওয়া (পাত্তা পাওয়া)—নিজের পাড়ায় কেষ্টবিষ্টু হলে তোমার কল্কে পাওয়া ভার।

কোমর বেঁধে লাগা (খুব উৎসাহে কাজ করা)—ছাত্রেরা কোমর বেঁধে গ্রাম-সংস্কারে লেগে গেল।

কেতাদুরস্ত (আদব কায়দাযুক্ত)—সুবিনয় বিলেতে বছর দুই থেকে বেশ 'কেতাদুরস্ত' হয়ে এসেছে।

কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী (যে দু' দিকেই কথা বলে) —ঠাকুর মশাই জমিদারের তদারকিও করে থাকেন, আবার লোকের কাছে জমিদারের নিন্দাও করেন। তিনি 'কনের ঘরের মাসী বরের ঘরের পিসী'।

কানে তোলা (সংবাদ দেওয়া, অবহিত করা)—কথাটা সময়মত 'কানে তুললে আজ আর এ বিপত্তি ঘটতো না।

কলির সন্ধ্যে (সূচনা, প্রথমারম্ভ)—ছেলেবৌয়ের আধুনিক চাল-চলন অপছন্দ করলে হবে কি ? এইত সবে 'কলির সন্ধ্যে', বেঁচে থাকলে কালে কালে আরও কত কি দেখবেন।

কানে আঙ্গুল দেওয়া (বিরাগ প্রকাশ করা)—হরিবাবু পরম-বৈষ্ণব, মাছ-মাংসের নাম শুনলে তিনি 'কানে আঙ্গুল দেন'।

খয়ের খাঁ (ধামা ধরা)—আয়ুবের খয়ের খাঁ ভুট্টো সাহেব ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

খাল কেটে কুমীর আনা—(বিপদ ডেকে আনা)—ভাইকে জব্দ করতে শাশুড়ীকে এনে তার অত্যাচারে তিনি নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এ যেন 'খাল কেটে কুমীর আনা' হয়েছে।

গভীর জলের মাছ (অতিশয় চতুর)—স্মৃতিময় তর্কালঙ্কার মশাইকে মনে হয় অতি সাধাসিধে মানুষ। আসলে, তিনি 'গভীর জলের মাছ', কোথায় ডুব দিয়ে কোথায় যে উঠবেন, তা কেউ জানে না।

গলায় গলায় (খুব ঘনিষ্ঠতা)—দু'জায়ে একেবারে 'গলায় গলায়' ভাব ; কেউ কাউকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারে না।

গণেশ উলটানো (ব্যবসা নষ্ট হওয়া)—পাটের ব্যবসায় অমূল্যধন বার কয়েক 'গণেশ উল্টানোর' পর এখন কয়েক লাখ টাকার মালিক হয়ে বসেছে।

গড্ডালিকা প্রবাহ (ভেড়ার পালের মত অন্ধভাবে পরের অনুসরণ)—বাংলার একশ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা নতুন সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে 'গড্ডালিকা প্রবাহে' গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

গোবরে পদ্মফুল (নীচকুলজাত মহৎ ব্যক্তি)—বাস ড্রাইভারের ছেলে প্রফেসার হয়েছে। এ যেন 'গোবরে পদ্মফুল' ফুটেছে।

গোড়ায় গলদ (মূলেই ভুল)—সমস্ত পরিকল্পনারই 'গোড়ায় গলদ' থেকে যাচ্ছে, সেটা আগে দূর করা প্রয়োজন।

গোঁফে তা দেওয়া (বীরত্ব প্রকাশ করা)—কৌশলে প্রতিপক্ষকে ভোটে হারিয়ে সমরেশ এখন 'গোঁফে তা দিয়ে' বেড়াচ্ছে।

গোবর গণেশ (অপদার্থ, অকর্মণ্য)—তোমার মত এমন 'গোবর গণেশ', ছেলে আমি আর দেখি নি।

গোল্লায় যাওয়া (অধঃপাতে যাওয়া)—অমলবাবু অফিসের কাজ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত, এদিকে তার ছেলেটা পাড়ার বখাটে ছেলেদের পাল্লায় পড়ে 'গোল্লায় যেতে' বসেছে।

গোকুলের ষাঁড় (নিষ্কর্মা, অকর্মণ্য লোক)—বৃদ্ধ হরিপদবাবু দিনরাত হারভাঙ্গা খাটুনি খেটে সংসার চালান, আর তাঁর জোয়ান ছেলেরা সব খায় দায়, আর 'গোকুলের ষাঁড়ের' মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

গণ্ডারের চামড়া (অতি নির্লজ্জ, অপমানবোধহীন)—তার 'গণ্ডারের চামড়া'; যে যতই গালিগালাজ করুক না কেন কিছুই তার গায়ে লাগে না।

গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা)—আর 'গৌরচন্দ্রিকার' প্রয়োজন নেই। আসল কথাটা এবারে বলে ফেল।

গোঁফ-খেজুরে (অলস)—তোমার মত 'গোঁফ-খেজুরে' লোক ব্যবসায় কখনও উন্নতি করতে পারবে না।

গায়ে হাত বুলান (আদর করা)—পাড়ার ছেলেদের না চটিয়ে হাত বুলিয়ে কিরূপে কাজ আদায় করতে হয়, অমরদা তা ভাল ভাবেই জানেন।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল (জনসমর্থন না থাকা সত্ত্বেও নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা)—নেপালবাবুকে কেউ চায় না; অথচ তিনি গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের' মত সব কাজে এগিয়ে গিয়ে নেতাগিরি ফলাতে চান।

গাঁয়ে পড়া (উপযাচক হওয়া)—আমি তোমার সঙ্গে 'গায়ে পড়ে' কথা বলতে যাই নি।

গুড়ে বালি (নিরাশ হওয়া)—বাবা মা ভেবেছিলেন তপন এবার বি, এ-টা পাশ করে চাকরি বাকরি করে সংসারে কিছু দেবে। কিন্তু সে পরীক্ষায় ফেল করে সে গুড়ে বালি দিয়েছে।

গাছেরও খায় তলারও কুড়োয় (সমুদয় আত্মসাৎ করা)—পাকিস্তান চীনের সঙ্গেও মিতালি করছে আবার 'সেণ্টো' 'সিয়াটো'ও ছাড়ছে না। সে গাছেরও খাবে, তলারও কুড়াবে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠা (খুব ভয় পাওয়া)—পোড়ো বাড়ীতে গভীর রাত্রে হঠাৎ বিকট চিৎকার শুনে আমার 'গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল'।

গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া (সজ্ঞানে অনিষ্ট করে পরে সংশোধনের চেষ্ট)—গরীব ব্রাহ্মণকে মিথ্যা মামলায় ভিটা ছাড়া করে এখন সাহায্য করতে চাইছ ! এ যেন 'গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া'।

ঘোড়ারোগ (খারাপ অভ্যাস, সাধ্যাতিরিক্ত বিষয়ে সাধ)—মাসের সবদিন খাওয়া জোটে না, অথচ সিনেমা-থিয়েটার দেখার 'ঘোড়ারোগ' আছে।

ঘুঘু চরান (ভিটে শূন্য হওয়া)—তোমার ভিটেয় যদি 'ঘুঘু চরাতে' না পারি তবে আমার নাম বিপিন বাড়ুজ্যেই নয়।

ঘাড়ে ভুত চাপা (কোন কাজে হঠাৎ ঝোঁক)—শ্যামবাবুর হঠাৎ 'ঘাড়ে ভুত চেপেছে'। চাকরি ছেড়ে দেশে গিয়ে বাস করবেন ঠিক করেছেন?

ঘোড়ার ঘাস কাটা (বাজে কাজ করা)—লেখা পড়া না শিখলে শেষে 'ঘোড়ার ঘাস কাটতে' হবে।

ঘোড়া দেখে খোঁড়া (সুযোগ সন্ধানী)—নরেনবাবু চালাক লোক, তিনি ঘোড়া দেখে খোঁড়া হতে জানেন। সুবোধবাবু আসামাত্র তাঁর উপর বিয়ে বাড়ীর সমস্ত কেনা-কাটার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

চোখের বালি (চক্ষুশূল)—দত্তদের ছোট বউটি শাশুড়ীর 'চোখের বালি।' ফলে তার কষ্টের শেষ নেই।

চোখের চামড়া (চক্ষুলজ্জা)—তোমার একটুও 'চোখের চামড়া' নেই; এতগুলো লোকের সামনে ওকে কথাটা বলে ফেললে।

চোখে ধুলো দেওয়া (ফাঁকি দেওয়া)—আমার 'চোখে ধুলো দিয়ে' কাজ করার আশা ছাড়।

চিনির বলদ (কেবল ভারবাহীমাত্র, ফলভোগী নহে)—পরের বোঝা মরছ বয়ে, হ'য়ে আছ 'চিনির বলদ'।—লোকসঙ্গীত।

চোখ টাটান (ঈর্ষান্বিত হওয়া)—তার উন্নতিতে অফিসের সকলের 'চোখ টাটান' উচিত নয়, তাতে মন ছোট হয়ে যায়।

চোখের জলে নাকের জলে করা (অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া)—আমার বিরুদ্ধে দল পাকালে, তোমায় আমি 'চোখের জলে নাকের জলে করে' ছাড়ব।

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (শেষ অবলম্বন)—মেয়ের বিয়েতে জিনিস-

পত্র কেনাকাটার জন্য অত ভাবছেন কেন ? 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো' আমি যখন আছি, তখন আর ভাবনা কি ?

ছেলের হাতের মোয়া (সুলভবস্তু)—শাসন ক্ষমতায় আসা 'ছেলের হাতের মোয়া' নয়। এর জন্য প্রস্তুতি ও আন্দোলন দরকার।

ছাই চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন তেজ)—সীতাংশু সাধাসিধে থাকলেও ছাই চাপা আগুন, তাঁর মত পণ্ডিত লোক এ অঞ্চলে নেই।

জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি)—তোমাকে এতদিন ভালমানুষ বলেই জানতাম, কিন্তু তোমার পেটে পেটে যে 'জিলিপির প্যাঁচ' তা এখন বুঝতে পেরেছি।

জগাখিচুড়ী পাকান (জট পাকান)—ফার্মের সমস্ত হিসাব-পত্র 'জগাখিচুড়ী পাকানো' আছে। তা থেকে কিছু হদিস পাওয়া ভার।

জোর বরাত (ভাগ্য সুপ্রসন্ন)—তোমার দেখছি এখন 'জোর বরাত'; পাশ করেই সরকারী চাকরিটা পেয়ে গেলে, আবার বড় লোকের একমাত্র মেয়ে বিয়ে ক'রে একটা বাড়িরও মালিক হলে।

জাহান্নমে যাওয়া (অধঃপাতে যাওয়া)—অমিয়বাবু অন্যপাড়ার বয়াটে ছেলেদের পাল্লায় পড়ে একেবারে জাহান্নমে যেতে বসেছে।

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (অবস্থা বুঝে সুযোগ লওয়া)—জমিদারীর ভাগ-বাঁটোয়ার নিয়ে দুই ভাইয়ের মকদ্দমা শুরু হতেই শ্যামবাবু নিজের সম্পত্তি গোছাতে লেগে পড়লেন। 'ঝোপ বুঝে কোপ মারতে' তিনি ওস্তাদ।

টনক নড়া (চৈতন্য হওয়া)—আমেরিকার খাদ্য সরবরাহে গরিমসি দেখে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ভারত সরকারের টনক নড়েছে।

টইটুম্বুর (পরিপূর্ণ)—বর্ষায় পুকুরটা জলে 'টইটুম্বুর' হয়ে গেছে।

টাকার গরম (ধনের অহঙ্কার)—সামান্য অবস্থা থেকে অনেক টাকার মালিক হওয়ায় টাকার গরমে' হরিশবাবুর মাটিতে পা পড়ে না।

টো টো করা (উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘোরা)—সারাদিন 'টো টো করে' না ঘুরে বেড়িয়ে পড়াশুনায় মন দাও। না হলে পরীক্ষায় ফেল করবে।

টাকার কুমীর (প্রচুর টাকার মালিক)—বিকাশবাবুর মত 'টাকার কুমীরকে' ক্লাবের সভাপতি করলে মোটা টাকা চাঁদা পাওয়া যাবে।

ঠোঁটকাটা (স্পষ্টবক্তা)—আশ্চর্য। তোমার মত 'ঠোঁটকাটা' লোকও বড়বাবুর কাছে একটি কথাও বলতে পারলে না।

ঠুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য, ক্ষমতাহীন)—বিদ্যা বুদ্ধি ও কাজ করবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাড়ীতে এমন 'ঠুঁটো জগন্নাথ' হয়ে বসে আছে কেন ? সংসার চলবে কি ভাবে ?

ঠেকে শেখা (অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান)—সংসারে ঘা খেয়ে 'ঠেকে শিখেছি'। এখন আর কেহ ঠকাতে পারবে না।

ডুব মারা (আত্মগোপন করা) —আমার কাছ থেকে কয়েকশ'টাকা মেরে হারাধন সেই যে 'ডুব মেরেছে', আজ পর্যন্ত তার আর কোন খবর পাওয়া গেল না।

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য, দুর্লভ দর্শন)—তুমি যে আজকাল 'ডুমুরের ফুল' হ'য়ে উঠেছ। ভুলেও এদিকে পা মাড়াও না। ব্যাপারটা কি বলত !

ডান হাতের ব্যাপার (আহার করা)--বরযাত্রীরা বিয়ের আগেই 'ডান হাতের ব্যাপারটি' সেরে ফেলল।

ডামাডোল (বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ)—এই 'ডামাডোলের' বাজারে ছেলে-পুলেদের স্কুলে দেওয়াই অসম্ভব।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কার্যসিদ্ধি করা)—'ডুবে ডুবে যে জল খেলে কি হবে তোমার কু কীর্তির কথা সবাই জেনে ফেলেছে।

ঢাক পিটানো (ঘোষণা করা)--যারা আজকাল নিজের ঢাক নিজেই পেটায়, তারাই ঠিকমত কাজ হাসিল করতে পারে।

ঢিমে তেতালা (ধীরগতি)- তোমার মত এমন 'ঢিমে তেতালা'; লোক কোন কাজই সময়মত করে উঠ্‌তে পারবে না।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় (গোপন কবার চেষ্টা)—আমি 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' পছন্দ করি না, যা বলবার সকলের সামনে খোলাখুলি বলব।

তালকানা (মাত্রাজ্ঞানহীন)—তোমার মত 'তালকানা' লোককে একাজের ভার দেওয়া চলে না, কখন কি করে বসবে তার ঠিক নেই।

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী)—সামান্য ভুলে কমলার সুখের সংসার 'তাসের ঘরের' মত ভেঙ্গে গেল।

তিলকে তাল করা (সামান্য বিষয়কে বড় করে তোলা)—ওর স্বভাবই হলো 'তিলকে তাল করা'; ওর কথায় গুরুত্ব দিও না।

তাক লাগা (আশ্চর্য হওয়া) শ্যামল এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করায় সকলের 'তাক লেগে গেল'।

তেলেবেগুনে জলে ওঠা (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া)—মেয়ে স্কুল কামাই করে সিনেমা দেখতে গিয়েছে শুনে সুধীরবাবু 'তেলে বেগুনে জলে উঠলেন'।

তুষের আগুন (চিরস্থায়ী শোক)—একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে তার বুকে যে 'তুষের আগুন' জ্বলছে, তা আর কোনদিন নিব্‌বে না।

তীর্থের কাক (অতিলোভী লোক, যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে)—এক কেজি করে চাল পাবার আশায় লোকগুলো 'তীর্থের কাকের' মত রেশন অফিসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

থতমত খাওয়া (অপ্রস্তুত হওয়া)—সরকারী উকিল জেরা করাতে সাক্ষী রাইচরণ 'থতমত খেয়ে' গেল।

থোতামুখ ভোতা হওয়া (বৃথা গর্ব নষ্ট হওয়া)—টেস্ট পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ায়, সে খুব বড়াই করেছিল ভাল ছেলেবলে, এবার ফাইন্যাক পরীক্ষায় খারাপ করে তার 'থোতা মুখ ভোতা হয়ে' গেল।

দন্তস্ফুট করা (হৃদয়ঙ্গম করা)—এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার গণিতের প্রশ্ন এত কঠিন হয়েছে যে, কোন ছেলেকে আর 'দন্তস্ফুট করতে' হয় নি।

দুমুখো সাপ (যে দুজনের কাছে দু রকম কথা বলে)—অপরেশের কাছে সব কথা বলো না, সে দু-মুখো সাপ, একজনের কথা আর একজনের কাছে লাগানোই তার স্বভাব।

দু-কান কাটা (অত্যন্ত বেহায়া)—'দু-কান কাটা' লোকের আবার চক্ষুলজ্জা কিসে, সবার সামনেই কুকর্ম করে বেড়ায়।

দু-নৌকায় পা দেওয়া (উভয় কূল রক্ষার চেষ্টা করা)—হয় দেশে গিয়ে চাষবাস কর, নয় ব্যবসায় মন দাও, এরকম দু-নৌকায় পা দিয়ে থাকলে কিছু হ'বে না।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (বিশৃঙ্খল কাণ্ড, ব্যবস্থাহীন বাপার)—খেলার মাঠে আজকাল ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবানের মধ্যে ঝগড়া বাধলেই একেবারে 'দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার' হয়।

দহরম মহরম (খুব ঘনিষ্ঠতা, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব)—অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বিনয়বাবু খুব 'দহরম মহরম' আছে, তাঁকে ধরলে তোমার কাজটা হয়ে যেতে পারে।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অহঙ্কারে সকলকে তুচ্ছ করা)—কয়েকশ টাকার বেতনের চাকরি করেই সে এখন 'ধরাকে সরাজ্ঞান করছে'।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (বিদ্রূপোক্তি, মিথ্যাবাদী অর্থে)—কি এমন 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' হয়েছ যে, তোমার সব কথা বেদবাক্য বলে মেনে নিতে হবে।

ধামাধরা (অত্যন্ত খোষামুদে)—উচ্চ শিক্ষিত শচীনবাবু বড়সাহেবের 'ধামাধরে' বেড়ায়, তার শিক্ষাকে ধিক।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে (পাপ কখনও গোপন থাকে না)—পুলিশ সাহেব মোটা টাকা ঘুষ নিয়ে জমিদারের খুনের ব্যাপার চাপা দিয়েছিলেন, তা প্রকাশ হয়ে পড়ায় প্রমাণ হলো যে, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'।

ধুলোমুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয় (ভাগ্য খুব ভাল হওয়া)—তোমার এখন কপাল ভালো, একাদশে বৃহস্পতি ; ধুলো মুঠা ধরলে সোনা মুঠো' হচ্ছে।

ননীর পুতুল (বিলাসী ও শ্রমকাতর)—তোমার মত 'ননীর পুতুল' এই দুপুর রোদে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে আসতে পারতাম না।

নাম ডোবানো (সম্মান নষ্ট করা)—বাবার দেশজোড়া নাম, ছেলেরা গোল্লায় যাচ্ছে, বাপের 'নাম ডোবাবে' দেখছি।

নখদর্পণে (পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান)—সংস্কৃত ব্যাকরণের খুটিনাটি বিষয় পর্যন্ত তার নখদর্পণে।

নয় ছয় (তছ্নছ্ করা, ইচ্ছামত খরচ)—এতগুলো আজে বাজে জিনিসপত্র কিনে নয় ছয় করে ফেললো।

নয়নের মণি (অতি আদরের, অতি মূল্যবান)—অমল তার মা-বাপের নয়নের মণি', তাকে একদণ্ড তাঁরা চোখের আড়াল ক'রতে পারেন না।

নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো (নিশ্চিন্তে কাল কাটানো)—পরীক্ষার মাত্র আর একমাস বাকী, এখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমালে আর পাশ করতে পারবে না।

নবমীর পাঁঠা (প্রাণভয়ে ভীত)—হাতেনাতে ধরা পড়ে চোরটি 'নবমীর পাঁঠার' মত কাঁপতে লাগল।

পায়াভারী (উচ্চপদের জন্য অহঙ্কার)—সামান্য ফেরিওয়ালা থেকে মার্চেণ্ট হয়ে দেখছি তোমার বেশ 'পায়াভারী হয়েছে,' কাউকে আর গ্রাহ্যই করো না।

পোয়াবারো (অত্যন্ত সুযোগ)—গিন্নী অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঠাকুর-চাকরদের এখন 'পোয়াবারো'। তা'রা দু-হাতে লুঠছে।

পুকুর চুরি (নিঃশেষে সমস্ত চুরি)—সরকারী কর্মচারীরাই জনসাধারণের অর্থ 'পুকুর চুরি' করলে দেশের উন্নতি কিভাবে হবে ?

বকধার্মিক (ভণ্ড-তপস্বী)—বাইরের রূপ দেখে মনমোহন বাবুকে ধর্মভীরু লোক বলে মনে হয়, কিন্তু তাঁর মত অর্থ-পিশাচ, মিথ্যাবাদী লোক খুব কমই আছে। এই 'বক ধার্মিকটিকে' চিনে রেখো।

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ঘটনা)—পদ্মা পাড়ের জেলেরা সাঁতার কাটতে জানেনা, এও আমায় বিশ্বাস করতে বল ? তাহলে যে 'ব্যাঙের সর্দি' হবে।

বড় মুখ (গর্ব)—আমি আপনার কাছে 'বড় মুখ' করে এসেছি, আপনি আমায় বিমুখ করবেন না।

বাগে পাওয়া (আয়ত্তে পাওয়া)– একবার 'বাগে পেলে' ওকে দেখিয়ে দিতাম।

বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো (অস্থানে মুল্যবান বস্তু পরিবেশন করা)—তোমার মত অকাট মুর্খের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করা, আর 'বেনাবনে 'মুক্তো ছড়ানো' একই কথা।

বর্ণচোরা আম (কপট ব্যক্তি)—নতুন লোকটি সম্বন্ধে সাবধান থেকো। উনি 'বর্ণচোরা আম', বাইরে থেকে ওঁর স্বরূপ বোঝা যায় না।

বিন্দুবিসর্গ (কিছুমাত্র, সামান্যও)—এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, অথচ আমি এর 'বিন্দুবিসর্গ'ও জানিনা।

বড় মাছের কাঁটাও ভাল (ত্রুটি-যুক্ত মহত্বও আদরণীয়)—ঘুঘুডাঙ্গায় দত্তদের জমিদারী গেলেও ওদের নজর ছোট হয়নি, কারণ 'বড় মাছের কাঁটাও ভাল'।

ভরাডুবির (সর্বস্বান্ত হইয়া)– চলতি ব্যবসায়টি 'ভরাডুবি' হওয়ায় শ্যামলবাবু একেবারে পথে বসেছেন।

ভরাডুবির মুষ্টিলাভ (সর্বস্ব নষ্ট হয়ে যৎ সামান্য রক্ষা)—ঋণের দায়ে তার সব গিয়েছে, শুধু 'ভরাডুবির মুষ্টিলাভের' মত একটা ছোট দোকান আছে।

ভাঁড়ে মা ভবানী (ভাণ্ডারশূন্য, রিক্ত)—অতিথি ত এসেছেন কিন্তু এদিকে যে 'ভাঁড়ে যে মা ভবানী' সে খবর রেখো।

ভোল ফেরান (অবস্থার পরিবর্তন)—যারা ইংরেজের খয়ের খাঁ ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর তারাই রাতারাতি 'ভোল ফিরিয়ে' দেশপ্রেমিক হয়ে উঠেছে।

ভূতের বেগার (বাজে কাজে পণ্ডশ্রম)—আমাকে কাজ ক'রে খেতে হয়, 'ভূতের বেগার' খেটে সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (বাজে খরচ)—বিভিন্ন পরিকল্পনার নামে জনসাধারণের কোটি কোটি টাকায় 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' হচ্ছে।

ভাতে মারা (জীবিকার পথ বন্ধ হওয়া, খাওয়া বন্ধ)—বর্তমানে যে সব আইনকানুন চালু হতে যাচ্ছে, তাতে নিম্ন মধ্যবিত্তদের 'ভাতে মারার', আয়োজন করা হচ্ছে।

ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে দান)—ওদের কাপড় দেওয়া আর 'ভস্মে ঘি ঢালা' এক কথা।—শরৎচন্দ্র

মগের মুলুক (অরাজক দেশ) আমার সম্পত্তি জোর ক'রে ভোগ দখল করবে, 'মগের মুলুক' পেয়েছ নাকি ?

মাটির মানুষ (অতিশয় ভালো লোক)—ঘোষ মশাই মাটির মানুষ, কোন দলাদলির মধ্যে তিনি থাকেন না, সকলের সঙ্গেই তার বেশ হৃদ্যতা।

মায়াকান্না (কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ)—ভেবেছ তোমার 'মায়াকান্না' দেখে ভুলে যাব, এমন বোকা আমি নই।

ম্যাও ধরা (কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা)—প্রস্তাব ত নেওয়া হ'ল, এখন 'ম্যাও ধরবে' কে, সেটা কি কেউ ভেবেছো ?

মানিকজোড় (অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু)—শ্যামল ও অমল দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দুটি যেন 'মানিকজোড়', একদণ্ডও একজন অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

মান্ধাতার আমল (অতি প্রাচীনকাল)—আজকের যুগে মান্ধাতার আমলের নিয়ম-কানুন একেবারে অচল।

মাছের মার পুত্রশোক (মমতাহীন, অর্থহীন বেদনাবোধ)—কালো বাজারে যে লাখ লাখ টাকা রোজগার করেছে, তার দুচার হাজার টাকা গেলে ক্ষতি কি ? 'মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক'!

মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ)—খোকাবাবু 'মিছরির ছুরি'। মুখে মিষ্টি কথা বললেও অন্তরে তার জিলিপির প্যাঁচ।

মুখ নাড়া (তিরস্কার, ভৎর্সনা)—রোজ রোজ গিন্নীর 'মুখনাড়া' খেয়ে ক্ষ্যান্তপিসীর জীবনে ধিক্কার এসে গেছে।

মাঠে মারা যাওয়া (নষ্ট হওয়া)—দীর্ঘ দিন কঠোর পরিশ্রম করে তিনি

যে গবেষণা করলেন তা বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারায় সব চেষ্টা 'মাঠে মারা যাওয়ার' উপক্রম হ'য়েছে।

যক্ষের ধন (কৃপণের ধন)—লোকটা সারাজীবন একটা পয়সা খরচ করে না। সব ধন আগলিয়ে রেখেছে।

রক্তের টান (স্বাভাবিক আকর্ষণ)—ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হলেও 'রক্তের টানে' আবার মিল হয়।

রাশভারী লোক (গম্ভীর প্রকৃতি)—পণ্ডিত মশাই এত 'রাশভারী লোক' যে, ছাত্ররা তাঁর কাছে আসতে সাহস করে না।

রাজা উজীর মারা (বড় বড় বাজে কথা বলা)—বাপের হোটেলে খেয়ে রেস্তোঁরা-রকে 'রাজা উজীর মেরে' বেড়ালেই ভাত জুটবে—না কাজকর্ম কিছু করতে হবে।

লম্বা দেওয়া (পলায়ন করা)—পুলিশের ভ্যান আসছে দেখে জুয়ারীরা 'লম্বা দিল'।

লঙ্কাকাণ্ড (তুমুল ব্যাপার)—সামান্য ক'টা টাকার জন্য তুমি বাড়ীতে এমন 'লঙ্কাকাণ্ড' বাধিয়ে তুললে।

লেফাপা দুরস্ত (আদব-কায়দাযুক্ত)—অশোক এমন 'লেফাপা দুরস্ত' যে বাইরে থেকে লোকে বুঝতে পারে না যে সে একজন সামান্য কেরাণী মাত্র।

শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া (শত্রুর মুখ বন্ধ করা)—তোমার কিসের অভাব 'শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে' তিন তিনটি উপযুক্ত ছেলে।

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ) আর কয়েক সপ্তাহ পরেই আমার টেষ্ট পরীক্ষা ; আমার 'শিরে সংক্রান্তি', এখন সিনেমা দেখার মত সময় নেই।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (গুরুতর দোষকে সহজে ঢাকবার চেষ্টা)—তহবিল তছরূপের জন্য তোমার চাকরি গেছে। এখন 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার' মত কিছু চেষ্টা করলে মুখ রক্ষা হবে না।

সোনায় সোহাগা (শুভ-সংযোগ)—বীথিকার যেমন রূপ, তেমনি গুণ, একেবারে সোনায় সোহাগা।

সাপের পাঁচ পা দেখা (গর্বিত হয়ে যা না নয় তাই করা)—লটারিতে মোটা টাকা পেয়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়ায় বিপিন এখন 'সাপের পাঁচ পা' দেখেছে।

সাপে নেউলে—দুই বন্ধুতে এখন 'সাপে নেউলের' সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। দেখা হলেই ঝগড়া না হয়ে যায় না।

সাতখুন মাপ (গুরুতর অপরাধ করেও রক্ষা পাওয়া) অতনু একে বড়বাবুর জামাই, তার উপর ছোট সাহেবের নেকনজরে আছে, কাজেই তার 'সাতখুন মাপ'।

সাক্ষিগোপাল (নিষ্ক্রিয়, ক্ষমতাহীন)—এদেশের রাজ্যপালেরা ইংলণ্ডের রাণীর মত 'সাক্ষিগোপাল'। রাজ্যশাসনে তাঁদের কোন হাত নেই।

সাতপাঁচ (নানা প্রকার), অমল 'সাত পাঁচ' ভেবে দক্ষিণ কলকাতায় বাস করাই স্থির করলো।

সাতচড়ে রা না করা (বহু তিরস্কারকেও প্রতিবাদ না করা)—হরিবাবুর ছেলেটী খুব শান্ত। 'সাত চড়েও রা করে না'।

সুখে খেতে ভুতে কিলায় (স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করা)—মোটা মাইনের সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখন তুমি বেকার হয়ে বসে আছ। একেই বলে 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়'।

সুখের পায়রা (সুসময়ের বন্ধু, সুবিধাবাদী)—সম্পদের সময় যে সকল বন্ধু জোটে, তারা সব 'সুখের পায়রা'; অবস্থা খারাপ হলে তাদের টিকিটি দেখা যায় না।

হাতটান (চুরির স্বভাব)—চাকরটার 'হাতটান' দোষ আছে। ঘরের দিকে একটু নজর রেখো।

হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল)—ব্যবসা জমে উঠবার আগে 'হাতের পাঁচ' চাকরিটা ছেড়ো না।

হাতে কলমে (প্রত্যক্ষভাবে)—বইয়ের থেকে হাতে কলমে কাজ শেখা ভাল।

হাতে খড়ি (প্রাথমিক শিক্ষা)—কেষ্টবাবুর ছেলের হাতেখড়ি আমার হাতেই হয়েছে।

হাতে জল না গলা (কৃপণতা)—নিত্যানন্দবাবু বড়লোক হলে কি হবে, তার 'হাতে জল গলে না', কাজেই নাটকের চাঁদা পাওয়ার আশা কম।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ করা)—দেড়শত টাকা মাইনের চাকরিটা ছেড়ো না। 'হাতের লক্ষ্মী' পায়ে ঠেললে, পরে আপশোষ করতে হবে।

হাতের নোয়া (এয়োতির চিহ্ন)—আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার 'হাতের নোয়া' অক্ষয় হোক, জন্ম এয়োস্ত্রী হও।

হাত করা (স্ববশে আনা, স্বমতে আনা)—জমিদারবাবু পুলিশকে 'হাত করে' খুনের ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিলেন।

হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খলা)—নতুন ম্যানেজার এসে দেখলেন যে অফিসে খাতা পত্তরের হ-য-ব-র-ল অবস্থা। কিছু ঠিক নেই।

হাত পাকান (দক্ষতা লাভ করা)—ছেলেটা চুরিবিদ্যায় বেশ 'হাত পাকিয়েছে'।

হাড় জুড়ানো (শান্তিলাভ করা)—গুণ্ডালোকটা মরে গিয়ে পাড়ার লোকেদের 'হাড় জুড়িয়েছে'।

হাতীর খোরাক (অতিরিক্ত আহার, বেশী খাওয়া)—আজকের যুগে তোমার মত লোকের 'হাতীর খোরাক' জোগাতে হলে আমাকে পথে বসতে হবে।

হাড়ে হাড়ে চেনা (মর্মান্তিক রূপে পরিচয় পাওয়া)—তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনতে আমার আর বাকী নেই।

প্রবচন বাক্য

বাংলা ভাষায় অনেক প্রবচন বাক্য প্রচলিত আছে। একটি ক্ষুদ্র গল্প বা উপকথাকে অবলম্বন করে এই সকল প্রবচন বা প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি হয়েছে। প্রবচন বাক্যগুলি বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। নিম্নে কতকগুলি প্রবচন বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হল।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট—বেশী লোভ ভাল নয়। অতি লোভ করলে যা চাওয়া যায়, তা ত পাওয়া যায়ই না, উপরন্তু যা আছে, তাও নষ্ট হয়।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—কোন বিষয়েই বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বাড়াবাড়ি দেখলেই লোকের মনে সন্দেহ হয়। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য অতি ভক্তি দেখান হচ্ছে।

অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি—নিজেকে যে খুব বুদ্ধিমান মনে করে অপরকে ঠকাতে যায় অনেক সময় নিজেকেই ঠকতে হয়।

অতি দর্পে হত লঙ্কা—অহঙ্কার করবার ফলেই রাবণ সবংশে ধ্বংস হয়েছিল। অহঙ্কার পতনের মূল।

আপনি ভাল ত জগৎ ভাল—মহৎ ব্যক্তিগণ নিজেরা ভাল বলে জগতের সকল লোককেই ভাল বলে জানেন। উদার হৃদয় ব্যক্তির কাছে সকল লোকই বন্ধু বলে গণ্য হয়।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে—একজনের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপান।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—নেতা হবার মত কোন যোগ্যতা নেই, কেউ মানতেও চায় না। অথচ গায়ে পড়ে নেতৃত্ব ভোলানোর প্রয়াস।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল—কার্যে সাফল্যলাভের বহু আগেই আনন্দে আত্মহারা হওয়া; কাজের পরে, সে বিষয়ে চিন্তা না করা।

চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী—স্বভাবের পরিবর্তন সহজে হয় না। উপদেশের দ্বারা পাপীর মতের পরিবর্তন হয় না।

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা—অসৎ প্রকৃতির লোকই অসৎ প্রকৃতির লোককে সাহায্য করে।

চোরের উপর বাটপাড়ি—এক দুষ্টকে ঠকিয়ে আর এক দুষ্টের কাজ হাসিল করা।

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ—উভয়সঙ্কট।

ধান ভানতে শিবের গীত—এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে মনসংযোগ।

দশচক্রে ভগবান ভুত—দশজনের প্যাঁচে সাধু ব্যক্তিকেও নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

দশের লাঠি,একের বোঝা—একার পক্ষে যে কাজ সম্পন্ন করা কষ্টকর, দশজনে মিলে করলে তাহা সহজেই সম্পন্ন হয়।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে—সত্য অবিনশ্বর। শত চেষ্টা করেও সত্যকে গোপন করা যায় না। একদিন না একদিন তা প্রকাশ পাবেই।

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা—নিজের অযোগ্যতা ঢাকাবার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপান।

যত গর্জে, তত বর্ষে না—কাজ করার আগেই যেখানেই অতিরিক্ত আড়ম্বর করা হয়, সেখানে আশানুরূপ সাফল্যলাভ ঘটে না।

লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন—যদি পরিশোধ করতে না হয় বা কোন জবাব দিহি করতে না হয়, তবে পরের টাকা ইচ্ছামত খরচ করা যায়।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—দুষ্ট লোকের সঙ্গীর অভাব হয় না। এরা একে অপরকে সাহায্য করে। এদের কথায় বিশ্বাস করা চলে না।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে—ঈশ্বর যাকে রক্ষা করেন, মানুষ তার কিছুমাত্র অনিষ্ট করতে পারে না।

মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসী পড়ে তাঁতী—বড় বড় লোকেরা যে কাজ করতে পারেনি, সাধারণ লোকের সেই কাজ করতে গিয়ে অপদস্থ হওয়া।

যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই—যার কাজ সে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, অথচ আর পাঁচজনে তার কাজ করার জন্য ব্যস্ত।

সবুরে মেওয়া ফলে—কাজ শেষ করে ফল লাভের জন্য অধৈর্য হলে চলে না। ধৈর্য ধরলে ফললাভ হয়।

প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যাদের উচ্চারণ প্রায় এক রকম কিন্তু বানান ও অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। এই ধরনের শব্দসকল লেখার সময় অর্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে; নাহলে রচনা নির্ভুল হবে না। নিম্নে এই শ্রেণীর কতকগুলি শব্দ ও তাহাদের অর্থ দেওয়া হল।

অর্ঘ—মূল্য
অর্ঘ্য—পূজার দ্রব্য
অন্য—অপর
অন্ন—ভাত, খাদ্যদ্রব্য
অনু—পশ্চাৎ
অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ
অংস—স্কন্ধ
অংশ—ভাগ
অন্ত—অবধি, শেষ
অন্ত্য—নিকৃষ্ট
অশ্ব—ঘোড়া
অশ্ম—প্রস্তর
অশক্ত—অক্ষম
অসক্ত—অনাসক্ত
অসিত—কৃষ্ণ
অশিত—ভক্ষিত

অনিল—বায়ু
অ-নিল—যা নীল নয়
অপচয়—ক্ষতি
অবচয়—চয়ন
অন্যান্য—অপরাপর
অন্যোন্য—পরস্পর
অলিক—কপাল
অলীক—মিথ্যা
অজাগর—অনিদ্রা
অজগর—সর্প বিশেষ
অবিচার—অবিবেচনা
অভিচার—পরহিংসা
আপন—নিজ
আপণ—দোকান
আভাষ—ভূমিকা
আভাস—ইঙ্গিত

আহূতি—আহ্বান
আহুতি—হোম
আদি—মূল
আধি—মনঃকষ্ট
আষাঢ়—মাস বিশেষ
আসার—বৃষ্টি, জলকণা
অন্নপুষ্ট—ভোজনপুষ্ট
অন্যপুষ্ট—কোকিল
অবিহিত—অন্যায়
অভিহিত—কথিত।
অবিরাম—অবিশ্রান্ত
অভিরাম—সুন্দর
অবদান—সৎকর্ম্ম
অবধান—মনোযোগ
অবদ্য—নিন্দনীয়
অবধ্য—বধের অযোগ্য
অন্ত—অবধি
অন্ত্য—নিকৃষ্ট
আত্ত—গৃহীত, প্রাপ্ত
আর্ত—পীড়িত
ইতি—অবসান
ঈতি—অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার শস্য হানিকর উপদ্রব
উদ্ধত—অবিনীত
উদ্যত—প্রবৃত্ত
উপাদান—যে যে দ্রব্যে কোন বস্তু গঠিত হয়
উপাধান—বালিশ
ওষধি—একবার ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়
ঔষধি—রোগ নিবারক দ্রব্য

কূট—দুর্গ
কুট—পর্বতশৃঙ্গ, জটিল
কুল—বংশ
কূল—নদীর তীর
কমল—পদ্ম
কোমল—নরম
কৃত—সম্পন্ন
ক্রীত—কেনা
কৃত্ত—ছিন্ন
কৃত্য—কার্য
কৃতি—যত্ন
কৃতী—পণ্ডিত
কৃত্তিবাস—মহাদেব
কীর্তিবাস—যশস্বী
চ্যুত—ভ্রষ্ট
চূত—আম্র
চির—দীর্ঘকাল
চীর—ছিন্ন বস্ত্র
চতুর—চার
চতুর—চালাক
চাষ—কর্ষণ
চাস—নীলকণ্ঠ পাখী
চিত্ত—মন
চিত্য—অগ্নি
জড়—মূক, অলস
জ্বর—রোগ বিশেষ
জাত—উৎপন্ন, উদ্ভূত
যাত—গত
জব—বেগ, বেগবান
যব—শস্য, পরিমাণ বিশেষ

জাল—পাশ, সমূহ
জ্বাল—অগ্নিশিখা
তত্ত্ব—সত্য, জ্ঞান
তথ্য—সংবাদ
তরণী—নৌকা
তরুণী—কিশোরী, যুবতী
দ্বিপ—হস্তী
দীপ—প্রদীপ
দ্বীপ—চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ভূ-ভাগ
দিন—দিবস
দীন—দরিদ্র
দূত—চর
দ্যূত—পাশাখেলা
ধরা—পৃথিবী
ধড়া—কটিবাস
নিশিত—ধারাল
নিশীথ—মধ্যরাত্রি
নীর—জল
নীড়—পাখীর বাসা
পরস্ব—অপরের ধন
পরশ্ব—আগামীদিনের পরদিন
পরুষ—কর্কশ, কঠোর
পুরুষ—নর
প্রসাদ—অনুগ্রহ, কৃপা
প্রাসাদ—বৃহৎ অট্টালিকা
প্রাকার—ভেদ, রূপ
প্রকার—প্রাচীর
পরভৃৎ—কাক
পরভৃত—কোকিল

বঙ্গ—বাংলা দেশ
ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ
বলি—উপহার
বলী—বলবান
বসন—বস্ত্র
ব্যসন—বিলাস, ভোগে আসক্তি
বান—বন্যা
বাণ—তীর, শর
বিষ—গরল
বিস—পদ্মের মৃণাল
বিশ—সংখ্যা (কুড়ি)
বৃন্ত—বোঁটা
বৃন্দ—সকল, শতকোটী সংখ্যা
বিজন—জনহীন
বীজন—বাতাস করা
মুখ—বদন
মূক—বোবা, বাক্যহীন
মন—অন্তঃকরণ
মণ—চল্লিশ সের
মাস—৩০ দিন
যতি—মুনি
জ্যোতি—প্রভা, দীপ্তি
লক্ষণ—চিহ্ন
লক্ষ্মণ—রামানুজ
লক্ষ—সংখ্যা
লক্ষ্য—উদ্দেশ্য
শঙ্কর—মহাদেব
সঙ্কর—মিশ্রজাতি
শরণ—আশ্রয়
স্মরণ—স্মৃতি, চিন্তা

রচনা

॥ বুদ্ধদেব ॥

গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন ঃ

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

(চতুর্থ অধ্যায় ঃ)

—অর্থাৎ ধর্মহানি এবং অধর্ম যখন সোনার পৃথিবীকে নরক করে তোলে, তখন জগতের কল্যানার্থে শিষ্টের পালন, আর দুষ্টের দমন করে ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতেই প্রেমময় করুণাময়ের আবির্ভাব। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সামাজিক জীবন ধর্মের ব্যাভিচারিতায়, হিংসা-দ্বেষ স্বার্থসিদ্ধির কুটিল আবর্তে আর বিষবাষ্পে ভারতের সামাজিক জীবন পাপ-পঙ্কিলতার পথে তিলে তিলে ডুবে যাচ্ছিল। ধনীর অত্যাচার, ভণ্ডধার্মিকের পাপনগ্নতা এবং প্রাণহীন আচার সর্বস্ব ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ দুর্বল, ধর্মভীরু, মুমুক্ষুর নাভিশ্বাস তুলেছিল। সর্বপ্রাণের আকুল প্রার্থনা সম্মিলিত হয়ে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে চাইছিল—হে করুণাময় বাঁচাও, রক্ষা কর, মুক্তি দাও।

পীড়িত আর্তের অন্তরের আকুল আহ্বান অস্বীকার করার ক্ষমতা নেই স্বয়ং ভগবানেরও। এবার তিনি জ্ঞান ও করুণার মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন।

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥"

(কবি জয়দেব)

সার আর্নল্ড তাঁর "The Light of Asia" কাব্যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রথমেই বলেছেন, "Thus came he to be born again for men."

বুদ্ধদেবের জন্মের সূত্রটি অলৌকিক রহস্যে পরিমণ্ডিত। কপিলাবস্তুর (নেপাল অঞ্চলে) রাজা শুদ্ধোদনের পাঁচ মহিষীর সর্বপ্রধানা এবং রূপে গুণে অতুলনীয়া হলেন মায়াদেবী। অধিক বয়স পর্যন্ত কোন পুত্র সন্তান না থাকায় রাজার সমস্ত সুখ-সম্পদ বিস্বাদ লাগে। অবশেষে তিনি পরব্রহ্মের অর্চনা শুরু করেন। বাঞ্ছা তাঁর পূর্ণ হ'ল। স্বপ্ন দেখলেন মায়াদেবী: অতি সুন্দর একটি শ্বেতহস্তী। সুন্দর সুন্দর শুভ্র দুটি দাঁত। শুভ্র শুণ্ডে শ্বেতপদ্ম। ধীরে ধীরে হস্তীটি তাঁর উদর মধ্যে প্রবেশ করল। নিদ্রাভঙ্গ হ'ল রাণীর। শুনলেন রাজা স্বপ্ন বৃত্তান্ত। পণ্ডিত ও রাজজ্যোতিষীরা গণনা করে জানালেন যে, মায়াদেবীর গর্ভে বিশিষ্ট কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে।

একদিন মায়াদেবী স্বামীর কাছে পিতৃগৃহে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। অতএব, দৈবজ্ঞ ডেকে শুভদিন স্থির করে মায়াদেবীর যাত্রার ব্যবস্থা করে দেওয়া হ'ল। 'লুম্বিনী' উপবনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঐ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাণী বিশ্রাম অভিপ্রায়ে লুম্বিনী উদ্যানে অবতরণ করেন। উপবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে তিনি ক্লান্ত হয়ে এক তরুমূলে বিশ্রাম করছিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে ঐ তরুমূলে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সেদিন ছিল বাসন্তী পূর্ণিমা। চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণের সবই নবজাতকের স্নিগ্ধ কান্তি—শ্বেতপদ্মের মতই সুন্দর, স্বর্গীয় তার রূপ। পণ্ডিতগণ বুদ্ধদেবের জন্মকাল নির্ধারণ করেছেন, ৬২৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ।

শিশুর জন্মে রাজা এবং রাণীর সকল মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তাই তাঁর নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের জন্মের মাত্র সাতদিন পরে মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পত্নী গৌতমী বুকে করে মানুষ করেছিলেন ফুলের মত সুন্দর এই শিশুটিকে। তাই সিদ্ধার্থের আর এক নাম গৌতম।

বাল্যকাল থেকেই সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। নির্জন স্থানে বসে একাকী চিন্তামগ্ন থাকতে তিনি ভালবাসতেন। অন্তরে করুণা সমুদ্রের ছোট ছোট ঊর্মি। ব্যথিতের বেদনা, আর্তের বিলাপ সিদ্ধার্থকে চঞ্চল করে তুলত। তাঁর এ বেদনা বোধ শুধু মানুষের দুঃখে, মানুষের যন্ত্রনায় নয়—এ বোধ তাবৎ চরাচরের সামান্য পশুপক্ষীতেও বিসারিত ছিল।

অলৌকিক শক্তিবলেই হোক আর প্রতিভাবলেই হোক অতি অল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধার্থ সর্বশাস্ত্রে, সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তবে, অন্যান্য বালকের মত খেলাধূলায় তাঁর তেমন আনন্দ ছিল না। স্বভাবে তিনি

ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির—অন্তরটা তাঁর বৈরাগীর। রাজজ্যোতিষীরা অনেক আগেই শুদ্ধোদনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন গণনা করে যে, এ পুত্র রাজচক্রবর্তী হবে—কোন ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের রাজা নয়—সমগ্র বিশ্ব হবে এর রাজ্য, প্রজা হবে বিশ্ববাসী, আর রাজধানী হবে আর্ত-পীড়িতের মন।

উত্তরোত্তর বৈরাগ্যের দিকেই সিদ্ধার্থের মতি লক্ষ্য করে রাজা শুদ্ধোদন চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং যৌবন প্রারম্ভেই একরূপ তিনি সিদ্ধার্থের বিবাহের আয়োজন করেন। দণ্ডপাণির কন্যা গোপাদেবীর সঙ্গে সিদ্ধার্থ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহ দিয়ে শুদ্ধোদন মনে করেন, পুত্রকে তিনি সংসারের মায়ায় বুঝি বদ্ধ করলেন! পুত্রের হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করবেন!

সংসার সুখ থেকে বৈরাগ্যের অভিমুখে সিদ্ধার্থের মানসিক বিবর্তনটি কয়েকটি দৈব ঘটনার অঙ্গুলী সঙ্কেত বলে পণ্ডিতগণ মনে করে থাকেন।

একদিন নারীকণ্ঠ নিঃসৃত প্রভাতী মাঙ্গলিক গীত শ্রবন করে সিদ্ধার্থের হৃদয় দ্রবীভূত হয়—মনুষ্যজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার চিন্তা তাঁর মনে উদিত হয়। তাঁর মনে হয়—এই অনিত্য সংসারের মধ্যে নিশ্চয় কোন নিত্য পদার্থ আছে—যাঁকে লাভ করলে তবেই সুখী হওয়া যায়।

এরপর রাজকুমার সিদ্ধার্থ প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে দুঃখময় পৃথিবীর অশেষ দুঃখের তিনটি রূপ প্রত্যক্ষ করলেন জরা—ব্যাধি এবং মৃত্যু। একদিন রাজবাটীর উত্তর দ্বার দিয়ে ভ্রমণে বেরুলেন রাজকুমার। সুসজ্জিত রাজপথ দিয়ে রথ চলেছে। এমন সময় সিদ্ধার্থের দৃষ্টি পড়ে জনৈক পলিত কেশ লোল চর্ম, নুব্জদেহ বৃদ্ধের ওপর। একটি যষ্টির ওপর ভর করে কম্পিত দেহে, শ্লথ চরণে বৃদ্ধ কোনমতে দেহভারটুকু বহন করে চলেছে মনে হ'ল। রাজকুমারের মন এই দৃশ্যে আকুল হয়ে উঠল। সারথিকে জিগেস করলেন তিনি—"ছন্দক! এ কে? এভাবে চলেছে কেন এ?" বিনীতভাবে উত্তর দেয় ছন্দক—"যুবরাজ ওই ব্যক্তি স্থবির—উনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। সকল মানুষেরই এই পরিণতি।" অশোক দুঃখের তিনটি রূপ প্রত্যক্ষ করলেন—জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু। সেদিন আর ভ্রমণ করা হয় না—গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন সিদ্ধার্থ।

কয়েকদিন পরে প্রমোদ-উদ্যানে যাওয়ার জন্য ছন্দককে রথ প্রস্তুত করতে বললেন সিদ্ধার্থ। এবার রাজবাটীর দক্ষিণ তোরন দিয়ে রাজকুমারের সুসজ্জিত

রথ প্রমোদ-উদ্যানের দিকে চলল। দৈবক্রমে, পথিপার্শ্বে অনৈক বমনরত ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি পড়ল রাজকুমারের। সেই ব্যক্তি রোগ যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্ করছিল। মুখে তার বিলাপ ধ্বনি। ব্যথিত চিত্ত রাজকুমার জিগেস করলেন, এ ব্যক্তি অমন করছে কেন?" ছন্দক সবিনয়ে জানাল, "প্রভু! ব্যাধির প্রবল প্রকোপে ঐ ব্যক্তির এরূপ দশা। দেহ ধারণ করলে সকলেই একদিন না একদিন ব্যাধিগ্রস্ত হতে হয়।" এই কথা শুনে সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল কুমারের। তিনি গৃহে ফিরে এলেন।

অপর একদিন সিদ্ধার্থ রাজবাটীর পশ্চিম তোরণ দিয়ে রথারোহনে ভ্রমণে বেরুলেন। আগে থেকেই রাজার আদেশে পথ সুসজ্জিত করা হয়েছিল। কোনরূপ অবাঞ্ছিত দৃশ্য যাতে রাজকুমারের দৃষ্টি পথে না আসে সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করা হয় নি। কিন্তু দৈবের গতিরোধ মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। দৈববশতঃ ঐদিন সিদ্ধার্থ দেখলেন, অনৈক ব্যক্তির দেহটি আচ্ছাদিত করে কয়েকজন বিলাপ করতে করতে তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। বাষ্পাকুল নয়নে সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করলেন ছন্দককে, "ওই ব্যক্তির দেহ বস্ত্রাবৃত কেন? আর ওর সঙ্গীরা ওভাবে বিলাপ করছে কেন?" সারথি তাঁকে জানায়; "কুমার, ঐ ব্যক্তি মৃত, সংসারে আর ওকে দেখা যাবে না তাই ওর আত্মীয় পরিজন এভাবে বিলাপ করছে। বস্তুতঃ দেহীমাত্রেরই এই দশা—মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না।" প্রাসাদে ফিরে এলেন যুবরাজ।

কয়েকদিন অন্তরের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করে স্থির সিদ্ধান্ত করলেন গৌতম যে, এই মায়াময় সংসারে থেকে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর অধীন মানুষকে দুর্নিবার দুঃখের হাত থেকে তিনি মুক্তি দেবেন—ধরার দুঃখ ভার মোচন করবেন তিনি। সংসারের বন্ধন, স্ত্রী-পুত্রের স্নেহপাশ, রাজৈশ্বর্যের ভোগ-সুখ কোন কিছুই তাঁর অন্তরের সিদ্ধান্তকে টলাতে পারল না

রাত্রির অন্ধকার চরাচর ব্যাপ্ত করেছে। সুপ্তি মগ্ন ধরা। শিশু পুত্র রাহুলকে বুকে নিয়ে গোপা নিদ্রাভিভূত। তাদের দিকে চেয়ে একবার বুঝি ক্ষণিক মোহ দেখা দিয়েছিল।

"হয় মিশে থাক্ মিথ্যে মায়ায়
ঘরের প্রেমে থাকরে মিশি,
নয় ছুটে আয় জগৎ বুকে
এই তো সুযোগ নীরব নিশি।"

জগৎ বুকেই ছুটে এলেন রাজপুত্র ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করে। রাজবেশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন, মস্তক মুণ্ডন করলেন। মানুষের মঙ্গলহেতু, মানুষের দুঃখ মোচন করতে রাজরাজেশ্বর হলেন দীন-ভিক্ষুক!

দরিদ্র বেশে উপস্থিত হলেন তিনি বৈশালী নগরে। সেখানে অড়ার পণ্ডিতের কাছে হিন্দুশাস্ত্রাদি পাঠ করলেন। চলে এলেন রাজগৃহে। রুদ্রনামক জনৈক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সেখান থেকে গৌতম তাঁর পাঁচজন ভক্তশিষ্য সহ (কোণ্ডান্য, বাপা, ভদ্রায়, মহানামা, ও অশ্বজিৎ) গয়া জেলার উরুবিল্ব গ্রামে এলেন। জন কোলাহল শূন্য নৈরঞ্জনা নদীতীরস্থ বনে ঘোর তপস্যায় নিরত হলেন। আহার ত্যাগ করলেন প্রায়। কৃচ্ছ্র সাধনা ও যোগের দ্বারা ঈশ্বরকে পাবার জন্যে এই ধ্যান। "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থি-মাংস প্রলয়ঞ্চ যাতু—"দীর্ঘ ছ বৎসর অতিক্রান্ত হ'ল। লাবণ্য-ময় দেহ, কঙ্কালসার হ'ল—কিন্ত অন্তরে দিব্যানুভূতি তো এল না! উরুবিল্ব গ্রামের রমণীরা তাঁর আশ্রমে এসে প্রায়ই তাঁকে দেখে যেতেন। বলগুপ্তা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, উলুবিল্লিকা, সুজাতা প্রভৃতি রমণীরা আহার রেখে যেতেন।

অবশেষে গৌতম কৃচ্ছ্র সাধনার পথ ত্যাগ করলেন। স্নানাহার করে সুস্থ হলেন। উরুবিল্বগ্রামের কিছুদূরে ঘন পত্রাচ্ছাদিত পিপ্পল বৃক্ষের তলে তিনি পুনরায় ধ্যানে নিরত হলেন। এবার তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। জ্ঞান-জ্যোতিতে তাঁর হৃদয় উদ্ভাসিত হ'ল। বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হ'ল অন্তর। সাধনায় বোধি লাভ করলেন, তাই এখন থেকে তাঁর নাম হল বুদ্ধ। যে বৃক্ষের মূলে বসে সিদ্ধিলাভ করেন, তার নাম দেওয়া হয় বোধিদ্রুম। এই জ্ঞান লাভ করলেই মানুষ শোক-দুঃখ-জরা-ব্যাধির যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুর অতীত ধামে অমরলোকে উত্তীর্ণ হতে পারবে আর তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে না এই দুঃখময়, মায়াময় সংসারে। সুতরাং এখন চাই এই নব-ধর্মের প্রচার।

যোগী তোমার একতারাটি
বাজাও এমন প্রেমের স্বণে
গলবে পাষাণ, ঘুচবে দুঃখ
(সবাই), মাতাল হবে সে সুর শুনে।

নব ধর্ম প্রচারের জন্য আবার ফিরলেন গৌতম সংসার কুলে। প্রথমে তাঁর সেই পঞ্চজন শিষ্যকে দীক্ষিত করলেন। দলে দলে এগিয়ে এল অনেকেই তাঁর

প্রেম-অহিংসা-করুণার বাণী শুনে। আত্মোৎকর্ষ সাধনই বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য। এই আত্মোৎকর্ষের জন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা শোনালেন বুদ্ধদেব মানুষকে। সদ্দৃষ্টি, সৎবাক্য, সৎচিন্তা.. সৎসঙ্কল্প, সদ্ব্যবহার, সদুপায়-আদি পথে মানুষের আসবে নির্বাণ তথা সম্যক সমাধি। দয়া-প্রেম-করুণাই এই ধর্মের মূলমন্ত্র। অহিংসা পরম ধর্ম। জাতি নেই, ধর্ম নেই, কিছু নেই, আছে শুধু ঈশ্বর সৃষ্ট জীব, আছে মনুষ্যত্ব!

দুঃখ জর্জরিত, সংকীর্ণ আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ভারতের বুকে বুদ্ধদেবের অমৃত-ময়ী বাণী ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। একে একে, মগধ, কাশী, কোশল, পাঞ্চাল-আদি সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে নেপাল, সিংহল ও এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকরা উপস্থিত হলেন। সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিল বুদ্ধ প্রচারিত এই নবধর্ম। আকাশে বাতাসে ত্রিশরণ মন্ত্র :—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি'—ধ্বনিত হ'ল।

বৌদ্ধধর্মের প্রচারে দীর্ঘ ৪৫ বৎসর অতিবাহিত করে আশী বৎসর বয়সে ৫৩৪ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে পাটনার মধ্যবর্তী গণ্ডকনদীতীরস্থ কুশীনগরে পর্যটন কালে একদিন তিনি মানবী লীলা সংবরণ করেন এক সুবৃহৎ শাল বৃক্ষের তলদেশে। প্রকৃতির কোলে বৃক্ষমূলেই তাঁর জন্ম, বৃক্ষমূলে বসেই তাঁর ধর্ম সাধনায় সিদ্ধি আর বৃক্ষমূলেই তাঁর মানবী লীলা সংবরণ!

বুদ্ধ দেবতা কি মানুষ এ প্রশ্ন নিরর্থক।—বস্তুতঃ এ বিশ্বাসের ও সংস্কারের বিষয়। তবে এ কথা সত্য মানুষই দেবতা হ'ন তাঁর ক্রিয়া কলাপে, আচার-আচরণে—তাঁর চরিত্রে বহুবিধ অসাধারণ গুণাবলীর সমাবেশে। যে মানুষের চরিত্রে যত বেশী পরিমাণে সদ্‌গুণের সমাবেশ, যাঁর চরিত্র যত বেশী পরিমাণে দোষ-ত্রুটি-হিংসা-দ্বেষ-ক্ষুদ্রতা মালিন্য থেকে মুক্ত, তিনি সেই পরিমাণে দেবত্ব অর্জন করেন। কাল তাঁদের নাম অক্ষয় করে রাখে যুগ থেকে যুগে মানুষের অন্তর থেকে অন্তরে। কালের বিচারে তাঁরা তাই অমর। বুদ্ধদেব তাই অমর। পরিশেষে কবির ভাষায় বলি—

"চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবাণ।

— ('বুদ্ধদেবের প্রতি' —রবীন্দ্রনাথ)

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

আগুন তো শুধু দহন করে, ভস্মীভূত করে—শীতল করার ক্ষমতা আছে কি? নিঃশেষে ছাই না করে সঞ্জীবনী মন্ত্রে প্রাণোদ্দীপ্ত করতে পারে কি? পারে না। কিন্তু এমন একটি আগুনের কথা বিশ্ববাসী জানে, যিনি হুতাশন তেজে জ্বলেও বিশ্ববাসীর হৃদয়কে মানব-প্রেম-করুণার সুশীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ করেছেন, শীতল করেছেন—স্থবির, পঙ্গু, মৃতপ্রায় জাতির অন্তরে আশা প্রেরণার সঞ্জীবনী শক্তি দান করে প্রাণস্পন্দিত করে তুলেছেন। হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দের কথাই আমরা বলছি।

পবিত্রযজ্ঞাগ্নির শিখাটি কে জ্বেলেছেন বাংলার বুকে? জানি না। তবে কবে জ্বলেছিল জানি—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী সকাল ৬টা ৩৩ মিনিটে। কেন জ্বলেছিল তাও বুঝতে পারি আমরা। সুপ্তিমগ্ন, মেরুদণ্ডহীন, অধঃপতিত পরাধীন জাতির মানস চৈতন্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজ উপ্ত করতে এসেছিলেন তিনি। জীবনযুদ্ধে পরাস্ত জাতিকে শেখাতে এসেছিলেন কেমন করে বাঁচার মত বাঁচতে হয়।

উত্তর কলকাতার শিমলাপল্লীর বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বিবেকানন্দ। পিতা, বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল নরেন্দ্র, ডাক নাম নরেন।

ভবিষ্যতে একজন নায়ক হয়ে বিশ্বের সভায় যাঁকে পৌরোহিত্য করতে হবে বলা বাহুল্য তাঁর সে অমিত তেজের পরিচয় বাল্যেই পাওয়া যাবে। বাল্যকালে ভীষণ দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন তিনি। ভেতরে যাঁর শক্তির উৎস, সে শক্তি তো বিভিন্ন কাজে, আচরণে প্রকাশ পাবেই। মৃত মানুষের শক্তি কোথায়! তাই খেলা—ধূলা—গান—বাজনা কুস্তি সবের মধ্যেই বালকদলের সর্দার হল নরেন—নির্ভীক, অসীম সাহসী। অন্যায় মাত্রই প্রতিবাদ করা ছিল তাঁর স্বভাব।

পড়াশুনায় নরেন্দ্রনাথের ছিল তীব্র আগ্রহ। মেধা ছিল তীক্ষ্ণ, স্মৃতি ছিল প্রখর, আর প্রবল জ্ঞানস্পৃহা ছিল বলেই বিদ্যাভ্যাসে কোনদিন কেউ তাঁর শৈথিল্য দেখেনি। পাপ-প্রলোভনের পথকে চিরকালই অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা

করেছেন। গোপনতা,কাপুরুষতা ছিল তাঁর কাছে অজ্ঞাত। আলোকের মতই ছিলেন স্বচ্ছ, সরল এবং সুন্দর।

কৈশোরেই, নরেন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন মনকে যে কোন বিষয়ে সংহত, সংযত এবং একাগ্র করার ক্ষমতা। এরই ফলে সম্ভব হয়েছিল আত্মানুসন্ধান, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভের জন্য ধ্যানমগ্নতা।

১৮৭০ খৃঃ নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম' বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্বনাথ দত্তের অবস্থা তখন মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। নরেন্দ্রনাথ উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৭৯ খৃঃ) প্রবেশ করেন এবং তৎপরে ১৮৮০ সালে জেনারল এসেম্ব্লী (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কলেজে পাঠ কালে নরেন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব সকলকে স্পর্শ করেছিল। অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি ছাত্র হিসাবে নরেন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব এবং প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যে প্রশংসা করেছিলেন তা নরেন্দ্রনাথের মত চরিত্রের পক্ষে উপযুক্ত মন্তব্য :

"He is an excellent philosophical student. In all the German and English Universities there is not one student so brilliant as he is" ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথের পুস্তক পাঠ একটা নেশা ছিল। কলেজ-পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন পুস্তক তিনি পাঠ করতেন। তবে দর্শন পুস্তকের প্রতি অনুরাগই তাঁর অতিরিক্তমাত্রায় তীব্র ছিল। ওই বয়সেই তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বইগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করায় তাঁর মনে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানবাদ বা যুক্তিবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চিন্তায় তাঁর মনে নানা যুক্তি-তর্ক আর সংশয় দেখা দিল।

কিন্তু কোন কিছুতেই মনে শান্তি আসে না। অন্তরে সত্যকে জানার ব্যাকুলতা। কোথায় গেলে, কার কাছে গেলে তিনি প্রকৃত উত্তর পাবেন এই অন্তর জিজ্ঞাসায় নরেন্দ্রনাথের মন আকুল হয়ে উঠল।

বাঙলা দেশে ব্রাহ্ম ধর্ম তখন বেশ আলোড়ন তুলেছে। যুগটা বিখ্যাত বাগ্মী কেশব সেনের যুগ। প্রখর যুক্তির আলোকে আর বাগ্ বিভূতিতে আকৃষ্ট হলেন নরেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মদলে যোগদান করলেন তিনি। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের অন্তর যে বস্তুর অন্বেষণ করছে সে বস্তু কোথায়! মন তাঁর তৃপ্ত হ'ল না। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে-ই কিছু বলে তাকেই বিব্রত বোধ করতে হয়

নরেন্দ্রের ধারাল যুক্তির সামনে। সরাসরি প্রশ্ন করে বসেন তিনি, "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? আমায় দেখাতে পারেন?"

এমন সময় তাঁর জীবনে এল মহালগ্ন। ১৮৮১ সাল। তখন নরেন্দ্রনাথ এফ. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে জেনারল এ্যাসেমব্লীতে ভর্ত্তি হয়েছেন। এই সময় (নভেম্বর মাসে) সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কথা বিশেষ কিছুই হ'ল না - শুধু পরস্পরকে দেখলেন। দেখেই চিনলেন রামকৃষ্ণদেব অগ্নিশিখাটিকে। নরেন্দ্রও চিনেছিলেন বৈকি— তা না হলে মুখে যাঁকে ভণ্ড বললেন তাঁর আশ্রমে কিছুদিন পরেই ছুটেছিলেন কেন! প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য একটি ঈশ্বর প্রেমিকের দুয়ারে—দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে কিসের টানে এসে হাজির হলেন তখনকার দিনের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত, যুক্তি ঝলসিত তেজস্বী যুবক নরেন্দ্রনাথ! দুই মহাসাগর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে! প্রশান্ত, আর অতলান্ত।

অন্তরের মোহ কাটিয়ে বুদ্ধিতে শান দিয়ে প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" অতি মধুর হাসিতে উত্তর দিলেন "হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি। যেমন তোদের দেখছি, কথা কইছি।" এর পর আর বেশীদিন সংশয় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়নি নরেন্দ্রনাথকে। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য স্পর্শে একদিন নরেন্দ্রের চোখের সামনে থেকে সব সংশয়, সব তমো সরে গিয়ে দিব্য আলোক রাজ্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছিল—তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সেইদিন থেকে তার্কিক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নরেন্দ্র নীরবে মিলিয়ে গেল—দীপ্যমান হয়ে উঠল ঈশ্বর বিশ্বাসী নরেন্দ্রের দিব্যালোক মণ্ডিত বীর্ববান, বিবেক-বান, আনন্দোজ্জল মুখশ্রী।

দেখা যায়, সব মহাপুরুষকেই স্বপথে অগ্রসর হওয়ার সময় দুঃখ আর আবর্তের মধ্যে পড়তে। কিন্তু সংসারের কোন দুঃখ, কোন বিপদই এঁদের সঙ্কল্পচ্যুত, স্বপথভ্রষ্ট করতে পারে না বলেই শেষ পর্যন্ত এঁরা মহাপুরুষ। নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আর একবার প্রমাণ হ'ল এই সত্যটি। ১৮৮৩ খৃঃ বি. এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ তখন ল-কলেজে প্রবেশ করেছেন। এ সময় হঠাৎ তাঁর পিতা লোকান্তরিত হলেন। অবস্থা স্বচ্ছল থাকলেও কিছু ঋণ থাকায় পারিবারিক জীবনে দেখা দিল আকস্মিক বিপর্যয়। মা এবং ছোট ছোট ভাই-বোনেদের নিয়ে সংসারটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। পড়াশুনা ছাড়তে হ'ল নরেন্দ্রনাথকে। রামকৃষ্ণের কাছে এলেন।

তিনি কালীর কাছে পাঠালেন অর্থ চাইবার জন্যে। যতবার সঙ্কল্প নিয়ে গেলেন নরেন্দ্রনাথ পাষানময়ী সেই কালীমূর্তির সামনে, ততবারই চাইলেন শুধু প্রেম আর ভক্তি। শেষে রামকৃষ্ণ আশীর্ব্বাদ করে বললেন যে, মোটা ভাত কাপড়ের কোন অসুবিধা তাদের থাকবে না।

নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরের কাছে নির্বিকল্প সমাধি চেয়ে ভৎর্সিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নতুন করে চিনিয়ে দিলেন কি করলে ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য সংযোগ সম্ভব। দীন দুর্গত মানব সেবার মধ্যেই ঈশ্বর সেবা, তথা ঈশ্বর প্রাপ্তি—জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বললেন যে, নরেন্দ্রনাথকে তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে। আর্ত-পীড়িতের সেবা করতে হবে, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে দরিদ্র আশাহত নিরন্ন এই মানুষের মনে আশা জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে সত্যকে চিনতে পারে, সেই জ্ঞান দান করতে হবে।

১৮৮৬ খৃঃ ১৬ই আগস্ট, রবিবার প্রায় মধ্য রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মহা-সমাধি লাভ করেন। তার আগে তিনি নরেন্দ্র প্রভৃতি দ্বাদশ জন শিষ্যকে গৈরিক বস্ত্র দিয়ে যান। ঐ বৎসরই নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বরানগরে প্রথম মঠ স্থাপন করেন। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে তাঁরা সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নরেন্দ্রের নতুন নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। ব্রত তাঁদের সন্ন্যাসী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ প্রচার করা এবং দীন-দুঃখী আর্ত-পীড়িতের সেবা করা। এও এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ। বিবেকানন্দ এই সংগ্রামের সাত্ত্বিক সৈনিক।

১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ খৃঃ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে পর্যটন করে রাজা মহারাজা থেকে দীনতম মানুষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন বিবেকানন্দ। যেখানেই গেছেন সেইখানেই তাদের হৃদয় সিংহাসনটি অধিকার করেছেন। খেতারীর মহারাজা, রামনাদের মহারাজা প্রভৃতি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

১৮৯৩ খৃঃ তিনি চিকাগো ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা দেবার জন্য যাত্রা করেন। বিশ্বের সামনে ভারতের ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে প্রমাণ করেন তিনি তাঁর দিব্যানুভূতি প্রেরিত ঐশ্বরিক বক্তৃতায়। সামান্য কয়েক মিনিটের বক্তৃতায় সেদিন অবজ্ঞাত লাঞ্ছিত পরাধীন দেশের একজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বিশ্বের সভ্যতম উচ্চশিক্ষিত ঐশ্বর্য-সিদ্ধির চূড়ান্তে উন্নীত প্রতিনিধিদের নিশ্বাস রোধ করে রেখেছিলেন। এবং বক্তৃতা শেষে বিজয়ীর সম্মান নিয়ে নেমে এসেছিলেন

বীরশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ। সেদিন তিনি শুনিয়ে এসেছিলেন বিশ্ববাসীকে যে, হিংসা নয়, শোষণ নয়, ভেদ নয়, ন্যায়-সত্য-প্রেম এবং অদ্বৈততত্ত্বের ওপর ভারতের বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যেই আছে সর্বদেশের সর্বকালের, সর্ব মানুষের শাশ্বত কালের ধর্ম—মহামানবধর্ম। তাই ভারতের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ।

এর পর বিভিন্ন স্থান থেকে এল বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ। ভারতের পীড়িত দুঃস্থদের সেবা করবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা করে স্বামীজী অর্থ সংগ্রহ করে আনলেন। ১৮৯৭খৃঃ তিনি প্রথমে কলম্বো ও তারপর ভারতে প্রত্যবর্তন করেন। দেশবাসী তাদের দেশমাতার সন্তানকে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল।

১৮৯৯ খৃঃ স্বামীজী আর একবার ইউরোপে গেলেন। ইতিপূর্বেই ১৮৯৮ খৃঃ মার্গারেট নোবল ভারতে আসেন স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্য। ২৫শে মার্চ্চ নিবেদিতাকে তিনি ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দেন। ১৯০০ খৃঃ আমেরিকা থেকে প্যারীতে আসেন বিবেকানন্দ এবং ঐ বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই মহাপ্রেমিক বীর সৈনিকের মহা-প্রয়াণ ঘটে।

স্বামীজী কি ছিলেন, একথা নানা ব্যাখ্যা, দৃষ্টান্ত, উদ্ধৃতি কিছুদিয়েই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি কি জীবন্ত আগ্নেগিরি ছিলেন? তাতো নয়। তাঁর কুসংস্কার, দারিদ্র্য অজ্ঞতা, কুশিক্ষার প্রতি সর্বাত্মক সংগ্রাম পরিচালনা দেখা গেলেও, তার মধ্যে দিয়ে যে প্রেম, আনন্দ, করুণা, জ্ঞান বিসারিত নোনা জলের পরিবর্তে বিশ্বমানবের সামনে অমৃত তুলে ধরেছেন। তিনি কি মহা-মহিম শৈলসম্রাট? সর্ব দুঃখ ও বিপদ ঝঞ্ঝার মুখে তাঁর অটল, অনড় প্রতিজ্ঞার কথা মনে হলে সেই কথাই বলতে ইচ্ছা করে যদিও—কিন্তু মানুষের দুঃখে, আর্তের বেদনায় যে ভাবে জননীর হৃদয় নিয়ে তাঁকে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখা গেছে তাতে তো তাঁকে শুধু গিরিরাজ বলা যায় না। স্বামীজী—স্বামীজীই। পৃথিবীতে এর আগে এই মূর্তিতে কেউ কোনদিন আসেন নি, আজও নেই—ভবিষ্যতেও আসবেন না।

।। আশুতোষ ।।

"আমি ওখানে আর কখনো যাব না। ও তো ইস্কুল নয়, যেন যাত্রা।" —কোন বয়স্ক ছেলের এ উক্তি নয়; মাত্র পাঁচ বছরের ছেলে তখন আশুতোষ। চক্রবেড়িয়া বঙ্গ-বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে পিতা গঙ্গাপ্রসাদের কাছে একথা বলেছিলেন। সরস্বতীর বরপুত্র যিনি তাঁর চোখে যে শিক্ষার ও শিক্ষকতার ফাঁকিটি অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে—এবং জীবনের অঙ্কুরলগ্নেই—এতে আমরা বিস্মিত হলেও, অবিশ্বাসের কিছু নেই। আশুতোষের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলেই এই অবিশ্বাস থাকবে না।

.৮৬৪ খৃঃ, ২৯শে জুন কলকাতার বৌবাজারের অন্তর্গত মলাঙ্গা লেনের এক ভাড়াটে বাড়ীতে আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা জগত্তারিণী দেবী। চাকুরির প্রতি গঙ্গাপ্রসাদের ছিল আন্তরিক বিরাগ, কারণ চাকুরির অর্থ দাসত্ব। সেইজন্য বি. এ. পাশ করে এম. এ. পড়া ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে ভবানীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হন তিনি। তাঁদের সংসারের সমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

পাঁচ বৎসর বয়সেই গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে চক্রবেড়িয়া বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এই বিদ্যালয় সম্পর্কেই শিশু সেদিন যে অবিস্মরণীয় উক্তিটি করেছিল আশুতোষ-পিতা অনুসন্ধান করে তার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হয়েছিলেন এবং পরে পুত্রকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেছিলেন। প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও মনোনিবেশের ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আশুতোষ সকলের শুধু প্রিয় ছাত্রই হলেন না, কৃতী ছাত্র হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের এই অসাধারণ মেধা ধরা পড়েছিল। বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করার পর দু'বৎসর গৃহে রেখে শিক্ষক এবং তিনি নিজে মনোযোগী হলেন পুত্রকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করতে। পুত্রকে অসংখ্য ভাল ভাল বই কিনে দিলেন। নিজে উৎসাহিত হয়ে পুত্রকে বিদ্যার্জনে উৎসাহিত করে তুললেন। পুস্তকপাঠ আশুতোষের নেশা হয়ে উঠল।

বালকের দু'চোখ জুড়ে জ্ঞান পিপাসা। শৈশব থেকেই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন।

১৮৭৫ খৃঃ আশুতোষকে ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তখন তাঁর বয়স এগার। গণিতে তাঁর গভীর ঝোঁক লক্ষ্য করা গেল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে (নবম শ্রেণী) পড়বার সময় তিনি আই. এর. পাঠ্য গণিত আয়ত্ত করে ফেলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস (শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের পিতা) প্রমুখ যথার্থ পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তির শিক্ষকতায় আশুতোষের জ্ঞানস্পৃহা আরও অধিকমাত্রায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

পুস্তক পাঠে আশুতোষের প্রকৃত আনন্দ ছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান ক্লাস এইট্) যখন তিনি পড়েন তখন তাঁর বিদ্যালয় পুস্তক ছাড়াও মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'-এর প্রথম সর্গ, হোমারের 'ইলিয়াড'-এর প্রথম অধ্যায় এবং এ ছাড়া, 'প্লেজারস্ অফ হোপ', 'রবিনশন ক্রশো', গ্যালিভারস্ ট্রাভলস্' আদি অসংখ্য ইংরাজী পুস্তক ও বাংলা গণিতের পুস্তক পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। এ পড়া শুধু গল্পের নেশায় পড়া হলে ঐ বয়সে তাঁকে আর 'কথামালা', 'আখ্যান-মঞ্জুরী', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী' প্রভৃতি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ করতে হোত না। অনুবাদ শক্তির অনুশীলন করার জন্যই তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় ইংরেজী ভাষায় রচিত মার্সডেন সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

অতি শৈশব থেকেই আশুতোষের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, প্রকৃত জ্ঞানী হবেন, সর্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবেন এবং হাইকোর্টের জজ হবেন। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করে বুঝেছিলেন যে, ভবিষ্যতে জজ হতে গেলে ভাল বাগ্মী হতে হবে। বক্তৃতার শক্তি অর্জনের জন্য আশুতোষ এডমণ্ড বার্ক ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাগ্মীর বক্তৃতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন।

এনট্রান্স পরীক্ষায় কুড়ি টাকা বৃত্তি নিয়ে আশুতোষ উত্তীর্ণ হন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। এফ. এ. পড়বার জন্যে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ধনীর সন্তানদের সঙ্গে পড়লেও বেশভূষায় আশুতোষ এতই সাধারণ ছিলেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক বুথ সাহেব আশুতোষের নাম দিয়েছিলেন "simple man".

আশুতোষের গণিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অধিক জানার আগ্রহ লক্ষ্য করে বুথ সাহেব তাঁকে এম. এ. ক্লাসেই এম এ. র গণিত বিষয়ে পাকা করে তোলেন। এই সময়ে আশুতোষের গণিত পাঠের তৃষ্ণার তীব্রতার স্বরূপ এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেই যুগে (১৮৮০ সাল) মাত্র তিনমাসের (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-ডিসেম্বর) তিনখানি পুস্তকক্রয়ের বিলের মোট অঙ্ক হ'ল ৯৭০'৩১ পয়সা—আর এর অধিকাংশই ছিল গণিত বিষয়ক পুস্তক! এই আগ্রহ এতদূর ছিল যে ফরাসী গণিতজ্ঞ লা-প্লাসের (La Place) গণিত বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করবার জন্য তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং জার্মাণভাষায় লেখা গণিত পুস্তকগুলি পাঠ করার প্রেরণায় জার্মাণ ভাষা শিক্ষা করেছিলেন।

শৈশব থেকে বিরামহীন অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমে আশুতোষের মস্তিষ্ক অসুস্থ হয়। প্রথম কিছুকাল কলকাতায় চিকিৎসা করার পরও তিনি সুস্থ হতে না পারায় তাঁকে গাজীপুরে বায়ুপরিবর্তনের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুস্থ হয়ে ফিরে পাঠে মনোযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার গুরুতর টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হ'ন। আরোগ্য যখন করলেন, তখন এফ. এ. পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। এদিকে তিনি যেমন দুর্বল, তেমনি অকর্মণ্য হয়ে পড়লেন। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, কিছুক্ষণ লিখলেই হাত অবশ হয়ে পড়ে। এই অবস্থাতেও জোর করে তিনি পরীক্ষা দিতে বসলেন এবং ফল বেরুলে দেখা গেল যে তিনি দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছেন।

এর পর ১৮৮৩ সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। শুধু প্রথম স্থান বললে ভুল বলা হয়—কারণ, তখনকার দিনে বি. এ. পরীক্ষাটি এ-কোর্স ও বি-কোর্সে বিভক্ত ছিল। বি-কোর্সে নম্বর তোলা সহজ—কারণ, বিজ্ঞান বিভাগ সেটি এবং এ কোর্স ছিল সাহিত্য বিভাগ। আশুতোষ রেকর্ড নম্বর পেয়ে উভয় বিভাগ মিলিয়ে প্রথমস্থান অধিকার করেন "হরিশ্চন্দ্র পারিতোষিক" এবং ১৫০ টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি এম. এ. পরীক্ষাতেও গণিত বিষয়ে প্রথমস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করেন।

এদিকে ১৮৮৪ সাল থেকে আশুতোষ সিটি কলেজে আইন অধ্যয়ন করছিলেন, ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত আইনে যতগুলি পরীক্ষা হয়েছে সবগুলিতেই আশুতোষ প্রথমস্থান অধিকার করে এসেছেন এবং স্বর্ণ পদক লাভ করেছেন। বস্তুত আইন বিভাগে আশুতোষ যে একটি বিশেষ

প্রতিভা ছিলেন একথা সে যুগের আইন অধ্যাপকগণ—মিঃ আমীর আলি, এস. পি. সিংহ, আনন্দমোহন বসু, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যশস্বী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ—এক বাক্যে স্বীকার করে গেছেন।

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আশুতোষ কলকাতার হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিভাধর তাঁর অধ্যবসায়ে, মনোহারী বাগ্মীতায় এবং জটিল আইনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষনী শক্তিতে সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল হয়ে উঠলেন। ১৮৯৪ খৃঃ তিনি আইনের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দেন এবং 'ডক্টর-অফ-ল' উপাধিতে ভূষিত হ'ন। ওকালতিতে আশুতোষের প্রভূত উপার্জন হয়।

১৮৯৮ খৃঃ আশুতোষকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ঠাকুর-আইনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৯৯ খৃঃ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯০৩ খৃঃ পর্যন্ত সদস্যপদে অসীন থাকেন। ১৯০৪ থেকে ১৯২৩ খৃঃ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—মধ্যে ১৯২০ সালে কিছুকাল অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির কাজ করেছিলেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার ইলবার্টের আনুকুল্যে ১৮৮৯ খৃঃ আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হন। এবং ১৯০৬ খৃঃ এই কৃতী শিক্ষাবিদ, জ্ঞানতপস্বীকে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করে, তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে মনোনীত করে। একাদিকক্রমে আট বৎসর আশুতোষ ভাইস-চ্যান্সেলারের এই গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত থেকে শিক্ষা বিভাগের যে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন তা আর সকলে ভুলে গেলেও জ্ঞানার্থী ছাত্র ছাত্রী দল কোন দিনও ভুলবে না—। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আশুতোষের নাম চিরদিনই অমর হয়ে থাকবে।

আশুতোষের পুর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বলতে বোঝাত এনট্রান্স থেকে এম. এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান মাত্র। আশুতোষ স্বীয় চেষ্টায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য মহামনীষী বর্গের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করে তুললেন। এম. এ. এবং আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যলেয়ে। দেশ বিদেশ থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করলেন। দ্বিতীয়তঃ, আশুতোষের পুর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার কোন স্থান ছিল না। আশুতোষ বুঝেছিলেন এবং সাধারণ্যে ঘোষণা করেছিলেন—"যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক

হিসাবে তাহার কিছুই নাই ; সে জাতির বড় দুর্ভাগ্য।...জাতি গঠন করিতে হইলে সর্বাগ্রে সাহিত্য সৃষ্টি করা আবশ্যক।" জাতির প্রতি এই শ্রদ্ধা, মাতৃভাষার প্রতি এই সম্মান বোধ ছিল বলেই আশুতোষ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন মাতৃভাষায় এম, এ, পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। শুধু এই একটি কর্ম বিচারেই আশুতোষ অন্ততঃ সমগ্র বাঙালীর হৃদয়সিংহাসনে চিরকাল রাজ মহিমায় বিরাজ করবেন। বাঙলা ভাষায় উৎসাহী কৃতী ও মেধাবী ছাত্রদের প্রেরণা দেবার জন্য আশুতোষ জগত্তারিনী পদকে'র ব্যবস্থা করে সকল ছাত্র-ছাত্রীর অহরহ প্রণাম লাভ করছেন। বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা আশুতোষের শিক্ষা ক্ষেত্রে তৃতীয় দান। বাঙালী বিজ্ঞান সাধনায় ও গবেষণায় যাতে পাশ্চাত্য যে কোন বিজ্ঞানবিদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে মনীষী আশুতোষ তারও ব্যবস্থা করেছিলেন। চতুর্থতঃ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার বর্দ্ধিত করে আশুতোষ আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তারের পথটিকে সুগম করে দিলেন আর সেই সঙ্গে লাভ করলেন চিন্তা ক্লিষ্ট ছাত্র সমাজের কৃতজ্ঞতার ও ভক্তি শ্রদ্ধার অশ্রুজল।

গঙ্গাপ্রসাদ লক্ষপতির গৃহে আশুতোষের বিবাহ দেন নি—যদিও সেরূপ সুযোগ তাঁর হাতে এসেছিল। তিনি কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত রামনারায়ন ভট্টাচার্যের মধ্যমা কন্যা যোগমায়া দেবীকে পুত্র বধূরূপে বরণ করে গৃহে আনেন। আশুতোষের তিন কন্যা আর চার পুত্র। তিন কন্যা যথাক্রমে —কমলা দেবী, অমলা দেবী, এবং রমলা দেবী ; চার পুত্র যথাক্রমে— রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ, এবং বামাপ্রসাদ। সকলেই কৃতী ও যশস্বী।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আশুতোষের অনেক বিষয়েই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশী করে যে দুটি মিল আমাদের আকৃষ্ট করে তা হ'ল— আশুতোষের মাতৃভক্তি এবং নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা। ভয় শব্দটি আশুতোষের কাছে অজানা ছিল। সমস্ত জীবন তিনি বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন এবং গভর্ণর থেকে সাধারণ রাজপুরুষ পর্যন্ত যে কোন পদস্থ ব্যক্তির সামনে ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রাখতে যে নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে "বাঙলার বাঘ" আখ্যায় ভূষিত করা হয়। ভারত সরকার তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে তাঁকে "নাইট" বা "স্যার" উপাধি দান করেন। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা দেখে এবং সংস্কৃত

ভাষায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে নদীয়ার মুগ্ধ পণ্ডিত সমাজ আশুতোষকে "সরস্বতী" উপাধি দান করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধনের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে ১৯১৭ সালে যে স্যাডলার কমিশন বসে তার অন্যতম সদস্য হিসাবে আশুতোষকে মনোনীত করা হয়। আশুতোষের সঙ্গে একত্রে কাজ করে স্যার মাইকেল স্যাডলার মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং আশুতোষ সম্বন্ধে যে সত্য বাণীটি উচ্চারণ করেন তা আমাদের চিরকাল স্মরণ রাখা উচিত এবং অনুভব করা উচিত—"অপর কোন স্বাধীন দেশে জন্মিলে আশুতোষ সাম্রাজ্যের চালক বা কর্ণধার হইতে পারিতেন।"

১৯২৪ খৃঃ ২৫শে মে পাটনায় আশুতোষ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জগতের যাঁরাই মহামনীষী হ'ন তাঁদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহটা বস্তু বিশ্ব থেকে আর সাধারণ দশ জনের মতই সরে যায় নিঃসন্দেহে। কিন্তু কাল বিশ্বে তাঁরা যে চির অমরতা লাভ করেন, যশের মন্দিরে তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশিষ্ট দেবতা হয়ে অনন্তকাল ধরে ধরার শ্রদ্ধা ভক্তির অঞ্জলি লাভ করেন এইটুকুই তাঁদের জীবন ব্যাপী সাধনা ও আত্মত্যাগের পুরস্কার। কাল বিশ্বে আশুতোষের নাম চির অমরতার রত্নাসিংহাসনে।

॥ গান্ধীজী ॥

রাজকোটের রাজাকে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী (পোলিটিক্যাল এজেন্ট) অপমান করায় রাজ্যের দেওয়ান সেদিন তিরস্কার করেছিলেন ইংরেজ কর্মচারীকে সকলের সামনে! সামান্য একজন দেওয়ানের এতখানি স্পর্ধা দেখে সেই এজেন্ট বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে মাপ চাইতে বলেন দেওয়ানকে। কিন্তু যেখানে নিজের কোন অন্যায় নেই, সেখানে শক্রর কাছে—তা সে যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন—নিজের সম্মান মর্যাদা বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব মনে হয়েছিল সেই দেওয়ানের পক্ষে। তিনি জেলে গেলেন, তবু মাথা নত করেন নি। শেষে প্রবল প্রতাপ ইংরেজকেই একজন 'নেটিভে'র কাছে হারতে হয়েছিল—ব্যাপারটা মিটমাট করে নিয়েছিল তারা। এই দেওয়ান আর কেউই নন, কাবা গান্ধী—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পিতা। ভবিষ্যতে যিনি দেশনায়ক হবেন, কোন অন্যায়ের কাছেই যিনি কোনদিন মাথা নোয়াবেন না তাঁর পিতা এরকম না হলে কি হয়।

কঠোর ব্রত নিয়মের মধ্যে দিন কাটে পুতলীবাঈএর। তিনি একবার প্রতিজ্ঞা করলেন সূর্যকে দর্শন না করে জলগ্রহণ করবেন না। বর্ষাকাল। মেঘের আড়ালেই সূর্য ছিল সেদিন। একবার হঠাৎ একটু উঁকি দিতেই মোহনদাস ছুটে এলেন মায়ের কাছে সংবাদ দিতে। কিন্তু তিনি যখন পৌছালেন সূর্য ততক্ষণে আবার মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। হেসে ফিরে গেলেন কাজ করতে পুতলীবাঈ। সেদিন তাঁর খাওয়া হ'ল না। একসঙ্গে দু'তিন দিন উপবাস করা তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। নিজের জীবনটিকে কঠোর নিয়ম ব্রতের সঙ্গে যেভাবে বেঁধে নিয়েছিলেন তিনি, তা সেদিনের শিশু মোহনদাসকে বিশেষ ভাবেই উদ্বুদ্ধ করেছিল বৈকি, পরবর্তীকালে তার নিজের জীবনটিকে পরিশুদ্ধ রাখতে ঐভাবে কঠোর ব্রত নিয়মের মধ্যে দিয়ে।

গুজরাটের পোরবন্দরে ১৮৬৯ সালে ২রা অক্টোবর উতা গান্ধীর নাতি, কাবা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজীর পিতা কাবা গান্ধী যেমন সাহসী ও প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন তেমনি সৎ, ধার্মিক ও উদার ছিল তাঁর প্রকৃতি। মাতা পুতলীবাঈ শান্ত, ধীর, কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধর্মপ্রাণা। মোহনদাস পিতা মাতার সকল গুণই লাভ করেছিলেন।

জগতের কোন কোন মহাপুরুষ ও এমন এক স্বভাব ক্ষমতা ও প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁদের মহামহিম আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর মনে হয় তেমনি আশ্চর্য লাগে তাঁদের চারিত্রিক গঠন বৈশিষ্ট্য করে। পুর্ব সূরীদের প্রভাবকে তাঁরা পরিপুর্ণরূপে অস্বীকার না করলেও স্বীকিরণ শক্তির বলে তাঁদের চরিত্র সকল প্রভাবের সীমা অতিক্রম করে, সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র, মৌলিক, নতুন একটি পুষ্পের মতই বিকশিত হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের বুদ্ধ, নিমাই, রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজী, নেতাজীর নাম আমরা এক নিশ্বাসেই করতে পারি। কিন্তু গান্ধীজীকে ঠিক এই শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। গান্ধীজীর সমগ্র ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, পিতা-মাতা-আদি কয়েকজন গুরুজন, কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থের আদর্শ ধর্ম এবং কয়েকটি ঘটনা একরকম তাঁর চরিত্র গঠনের উপাদান হয়েছে? কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে, গান্ধীজীর এই চরিত্র গঠনের মুলে তাঁর কোন কৃতিত্ব নেই। পৃথিবীতে কতজন লোক আছে যাঁরা যাবতীয় ক্ষুদ্রতা-নীচতা, পাপ ও কলুষ-কালিমার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েও পঙ্কলিপ্ত হন না, বিপরীতক্রমে যা সৎ, ন্যায় ও আদর্শের, যা দেশের কল্যাণপ্রদ তাকে পরিপুর্ণভাবে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে নিজ চরিত্রকে গড়ে তুলতে পারেন? একমাত্র মহামনীষীর পক্ষেই তা সম্ভব। গান্ধীজী মহামনীষী ছিলেন তাই যার বা যেখানে কোন অনুশীলযোগ্য সৎগুণ তিনি দেখেছেন তাঁর সাধনার অঙ্গ করে নিতে পেরেছিলেন।

রাজকোর্টে একবার এক যাত্রার দল এসে হরিশ্চন্দ্রের পালা দেখিয়েছিল। মোহনদাস তখন কিশোর বালক। সত্যরক্ষার জন্য হরিশ্চচন্দ্র দুঃখের আগুনে যে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে শেষ পর্যন্ত সহস্র দুঃখ দারিদ্র্য শোককেও বরণ করেছিলেন গান্ধীজীর মনকে তা বিশেষভাবেই স্পর্শ করেছিল। তিনি মনে মনে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনিও হরিশ্চচন্দ্রের মতই সত্য পালন করবেন। প্রকৃতই গান্ধীজীর সমগ্র জীবন এই সত্যের ব্রত উদযাপনের সাধনা।

'শ্রবণের পিতৃভক্তি' গল্পটি যে গান্ধীজীকে শৈশবে পিতৃভক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল গান্ধীজী তা স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। আর একটি পৌরাণিক চরিত্র তাঁকে মুগ্ধ করেছিল,—প্রহ্লাদ। বালক প্রহ্লাদ একটি রাজশক্তির সমস্ত অত্যাচার, নির্যাতন ভীতি প্রদর্শনকে অনায়াসে আপন সত্যশক্তির বলে সহ্য করেছিল। কোন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। গান্ধীজী বলেছেন—এই তো প্রকৃত সত্যাগ্রহীর পণ ও আদর্শ। প্রহ্লাদ

তার সমগ্র জীবন দিয়ে সত্যাগ্রহ সাধনার পথ নির্মাণ করেছে—গান্ধীজী তাঁর জীবন দিয়ে সেই পথ অনুসরণ করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবময় নতুন অধ্যায় যোজনা করেছেন।

অতি শৈশব থেকে আর একটি চরিত্র বিশেষভাবেই মোহনদাসের চরিত্রকে নিরূপিত করেছিল—রামায়ণের রামচরিত্র। গান্ধীজী আমৃত্যু 'রাম' নাম জপ করে গেছেন। নিজেকে বারবার বলেছেন রামচন্দ্রের মতো মহৎ, আদর্শবান, ন্যায়বান, পিতৃভক্ত ধার্মিক হতে হবে।

ছেলে বেলায় সঙ্গদোষে দুষ্টুবুদ্ধি মোহনদাসের মাথায়ও একবার চাড়া দিয়েছিল। দলের সঙ্গীরা হঠাৎ একদিন বিড়ি খাওয়ার প্রস্তাব করেছিল। চাকর-বাকরদের মুখে খাঁকি রঙের ঐ ইঞ্চি দুই-আড়াই-এর বস্তুটাকে অগ্নি-সংযোগে দেখেছেন মোহনদাস। বড় আশ্চর্য বোধ হয়—মুখের মধ্যে একটা টান আর তার পরই এক আদ্ভুত গন্ধবিশিষ্ট ধূম্রমেঘ! কৌতূহল তাঁরও হয়েছিল ঐভাবে একবার ধূম্রসৃষ্টি করার। কাজেই সঙ্গীদের প্রস্তাবে মোহনদাস রাজি হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম চাকরদের পকেট থেকে দু'একটা বিড়ি চুরি করে মিলল—অবশেষে তাদেরই পকেট হাতড়ে দু'একটা পয়সা চুরি, খেতে হ'ল বিড়ি। কিন্তু এভাবে অন্যায় করতে বেশীদিন সাহসেও কুলালো না, মনেরও সময় মিললো না। সুতরাং ছাড়তে হ'ল বিড়ি খাওয়া।

এর পর মাথায় এল যে, মাংস খেতে হবে। মাংস না খেলে কি গায়ের জোর বাড়ে! ইংরেজরা মাংস খায়, তাই তাদের স্বাস্থ্য কত মজবুত আর সুন্দর। সুতরাং জোয়ান হয়ে উঠতে গেলে মাংস খাওয়া দরকার। এই সকল স্থির করল—মোহনদাসও দলের মতেই মত দিলেন। কিন্তু তাঁরা যে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তাঁদের বাড়ীতে কখনও মাংস প্রবেশ করে না—মাংস খাওয়া তাঁদের বংশে শুধু নিষিদ্ধই নয়—অতি গর্হিত কাজ। অতএব মোহনদাসকে অতি সংগোপনে বন্ধুদের সঙ্গে এই খাদ্যবস্তুটি গলাধঃকরণ করতে হয়। এদিকে মাংস খেতে গিয়ে ঋণ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মোহনদাস তাঁর দাদার সোনার তাগা থেকে একটু সোনা চুরি করে কেটে এনে ঋণ পরিশোধ করলেন। শীঘ্রই এক অনুশোচনা এবং অন্যায় করার বৃশ্চিকদংশন মোহনদাসকে চঞ্চল করে তোলে। অশান্ত বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির করেন সব কথা তিনি অকপটে পিতার কাছে খুলে বলে শাস্তি নেবেন—অন্যায় করার গোপন করে রাখার পাপ ভার তিনি আর সহ্য

করতে পারছিলেন না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি পিতার সামনে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। যখন সব কথা চিঠিতে লিখে তিনি পিতার হাতে দিয়ে আসেন। কাবা গান্ধী সব পড়েন। দু'চোখ দিয়ে তাঁর অশ্রুর বন্যা নেমে আসে—ছেলেকে কোন্ কথাই তিনি বলেন না। অনেক সময় প্রত্যক্ষ শাস্তি অনুশোচনাকারীকে যে ভাবে লজ্জিত ও পরিবর্তিত করে তার চেয়ে নীরবতার পরোক্ষশাস্তি স্পর্শকাতর মনকে সহস্রগুণ অধিক শাস্তি দান করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। পিতার এই নীরব ক্ষমা গান্ধীজীর স্পর্শকাতর মনকে গভীরভাবে অনুতাপে ও অনুশোচনায় দগ্ধ করে অপরাধ-শূন্য-কালিমা শূন্য, শুভ্র-পবিত্র করে তোলে। এরপর জীবনে আর কোনদিন মাংস স্পর্শ করেন নি।

লেখাপড়ায় মোহনদাস মোটামুটি ভাল ছাত্র ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় প্রাইজ বা জলপানি তিনি পেতেন। তবে তীক্ষ্ণধী বা খুব ভাল ছেলে বলতে যা বোঝায় মোহনদাস সেরকম ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত লাজুক ছিলেন এবং একটু ভীতু প্রকৃতিরও। যে কোন অন্যায় কাজেই তাঁর এই ভীরুতা দেখা যেত—ন্যায় বা সত্যের অনুষ্ঠানে নয়। একবার, গান্ধীজী তখন স্কুলে পড়েন, ইনস্পেক্টর সাহেব এলেন স্কুল পরিদর্শন করতে। তিনি মোহনদাসদের ক্লাসে পাঁচ-ছ'টি ইংরেজী শব্দের বানান লিখতে দেন। 'কেটল' শব্দটির বানান মোহনদাস ভুল করেন। শিক্ষক মহাশয় দেখতে পেয়ে তাঁকে ইশারা করে পাশের ছেলেরটা দেখে বানানটি সংশোধন করে নিতে বলেন। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের অন্যায় করার নির্দেশ মোহনদাস গ্রহণ করলেন না। এ জাতের অন্যায়ের প্রতি তাঁর ছোটবেলা থেকেই ঘৃণা ছিল। সেদিন সব ছেলের বানান শুদ্ধ হয়েছিল—কেবল মোহনদাসেরই একটি বানান ভুল থেকে গেল। সত্যের এই ছোটখাট পরীক্ষাগুলি দিয়েই বোঝা যায় ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দেশ।

খেলা-ধূলা বা ব্যায়াম মোহনদাসের বিশেষ ভাল লাগত না। অবশ্য ভাল স্বাস্থ্য চাই—নাহলে দেশের কাজ করবেন কি করে। তাই রোজ তিনি অনেকখানি করে হাঁটতেন। আর সে হাঁটা সাধারণ হাঁটা নয়—এত দ্রুত যে পাল্লা দিতে হলে অনেককেই ছুটতে হোত। ভবিষ্যতে যাঁকে নরনারায়ণের জন্যে তাদের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াতে হবে তাঁর এই হাঁটা অভ্যাস না করলে চলবে কি করে।

এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গান্ধীজী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর গুরুজনেরা স্থির করেন যে,—বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসে

মোহনদাস যদি বাবার গদিতে এসে তবে অনেক উপায় করতে পারবে। অবশেষে তাই স্থির হ'ল। কষ্ট করে টাকার জোগাড় করে মোহনদাসকে বিলেত পাঠাবার সমস্ত আয়োজন করা হ'ল। বাধা দিলেন মোহনদাসের মা। তাঁর ধারণা বিলেত গিয়ে নানা প্রলোভনে পড়ে এবং মদ-মাংস খেয়ে ছেলে তাঁর খারাপ হয়ে যাবে। মোহনদাস মায়ের কাছে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন যে মদ তিনি কোনদিন ছোঁবেন না, মাংস খাবেন না এবং পরস্ত্রীকে নিজের মা-বোনের মত জ্ঞান করবেন। পুতলীবাঈ পুত্রের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। বিলেতের শত প্রলোভনও গান্ধীজীকে তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি।

তের বৎসর বয়সে মোহনদাসের বিয়ে দেওয়া হয়। কস্তুরীবাঈ তাঁর স্ত্রীর নাম। আজীবন স্বামীর সেবা করে গেছেন। গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সকলের জননী হয়ে তিনি নীরবে হাসিমুখে তাদের সেবা করেছেন আর ছায়া সঙ্গিনী হয়ে গান্ধীজীকে অনুসরণ করেছেন। এমনকি, গান্ধীজীর সঙ্গে জেলে পর্যন্ত ছায়া সঙ্গিনী হয়ে থেকেছেন। কস্তুরীবাঈর চার ছেলে—হীরালাল, মণিলাল, দেবদাস এবং রামদাস।

বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এসে গান্ধীজী বিশেষ পসার জমাতে পারেন না। এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় জনৈক সওদাগরের মামলা তদারক করার একটা কাজ এল তার হাতে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের বৃত্তির আগে 'কুলি' শব্দটি যোগ করে দেওয়া হ'ত। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলি ব্যারিষ্টার হয়ে এলেন। এসে দেখলেন বিদেশী শাসক ইংরেজ, গোরা-পল্টনদের হাতে ভারতীয়দের নির্যাতনের, লাঞ্ছনার শেষ নেই। সামান্য যে কোন কারণে কিল-চড়-লাথি-ঘুষির বর্ষণ তো আছেই--আরও অমানুষিক অত্যাচার অপমান প্রতিদিন ভারতীয়দের নির্বিবাদে সহ্য করতে হয়। জন্তু জানোয়ারের সঙ্গেও বোধ হয় মানুষ এত অসভ্য-অভদ্র আচরণ করে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নতুন জীবন শুরু হ'ল।

অপমান-লাঞ্ছনা, দৈহিক নিগ্রহ তাঁর ভাগ্যেও এসে জুটল। অপমানকর অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করেন তিনি। প্রবল পশুশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে ক্ষতবিক্ষত হতেই হয়। গান্ধীজীও হয়েছেন। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করার শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রহ্লাদ চরিত্র থেকে বা রামচন্দ্রের জীবন থেকে। তিনি উত্তা গান্ধীর নাতি, যিনি রাজকোটের দেওয়ানী নিয়ে রাজাকে বাম হাতে সেলাম করে জানিয়েছিলেন দক্ষিণ হস্তটি পোরবন্দরে

দিয়েছেন। তিনি কাবা গান্ধীর ছেলে, যিনি ইংরেজ রাজকর্মচারীকে তিরস্কার করে জেলে গেছেন তবু মাথা নত করেননি। দক্ষিণ-আফ্রিকায় অল্পদিনেই গান্ধীজী নিপীড়িত ভারতীয়দের নেতা হয়ে উঠলেন। মার খেয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে না এসে ঐ দেশেই রয়ে গেলেন। ছড়িয়ে পড়তে লাগল গান্ধীজীর নাম।

মাঝে একবার গান্ধীজী ভারতবর্ষে আসেন। তারপর যখন পুনরায় ফিরে যান দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন শুনলেন যে সেদেশের গোরারা ঠিক করেছে যে গান্ধীজীকে তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় নামতে দেবে না,—কারণ, গান্ধীজী পৃথিবীর লোকের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুর্দশার কথা জানিয়েছেন। নামলেন গান্ধীজী এসে দক্ষিণ আফ্রিকায়। গোরারা প্রস্তুত ছিল। ঘিরে ধরল তারা গান্ধীজীকে, কিল-চড়-লাথির বৃষ্টিতে গান্ধীজী প্রায় সংজ্ঞাশূন্য। এমন সময় পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করল। কাছাকাছি জনৈক পার্সী ভদ্রলোকের বাড়ীতে এনে হাজির করা হ'ল। কিন্তু উন্মত্ত গোরার দল এসে বাড়ী ঘেরাও করল। শেষে পেছন দিক দিয়ে গান্ধীজী জনৈক প্রহরীর ছদ্মবেশে পালিয়ে এসে থানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এরপর থেকে ভারতীয়দের ওপর অন্যায় অবিচার নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন গান্ধীজী সরকারের বিরুদ্ধে। সেদেশের সরকার ভারতীয়দের অপমান করার জন্য আইন করল যে, প্রত্যেক ভারতীয়কে নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং তার দশ আঙুলের ছাপ দেওয়া সার্টিফিকেট সব সময় তার কাছে রাখতে হবে। দাগী আসামীদের আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এই নিয়ম করায় গান্ধীজী এই আইন অমান্য করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন। দলে দলে ভারতীয়রা যোগদান করল। পুলিশের অত্যাচার, সরকারের ভীতিপ্রদর্শন কিছুতেই কিছু হ'ল না—শেষ জেনারেল স্মাট্‌সকেই আপোষ করতে হ'ল সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন জয়ী হ'ল। এই আন্দোলনের মর্মকথা হল Passive Resistence বা শান্তি প্রতিরোধ, আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে হয় অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন।

কিন্তু সরকার কিছু দিনের মধ্যেই সে চুক্তি অস্বীকার করে আরও কঠোর নিয়ম করল—ট্রান্সভালে ভারতীয়দের ঢোকা অন্যায়ভাবে নিষিদ্ধ হ'ল। আবার আন্দোলন শুরু হ'ল। মেয়েরাও যোগ দিল সে আন্দোলনে। অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাছেও সত্যাগ্রহীরা মাথা নোয়াল না। শেষে

সত্যাগ্রহের জয় হল। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সব আইন প্রত্যাহার করে নিল সরকার ১৯১৪ সালে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার কাজ শেষ করে ফিরলেন গান্ধীজী ভারতবর্ষে, ১৯১৫ সালে। ভারতবর্ষের মাটিতে তার অনেকদিন আগেই বিদেশী সরকারের শাসনের নামে শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীনতা লাভ করার জন্য ভারতীয়দের আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভ করলেন গান্ধীজী ১৯২১ সালে। তার আগে দেশে এসে গান্ধীজী গঠন মূলক কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে আমেদাবাদের সবরমতী নদীর ধারে সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনসেবা এবং সত্যাগ্রহীর আদর্শ জীবন গঠনের ভার নিলেন তিনি। এই সত্যাগ্রহ আশ্রমের আশ্রমবাসীরা দীক্ষা নিলেন অভয়, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ পালনের মন্ত্রে। স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করবেন তারা, চরকা কাটবেন, খাদি পরবেন এবং অস্পৃশ্যতা ত্যাগ করে আদ্বিজ চণ্ডাল সকলকেই নিজের ভাই বলে গ্রহণ করবেন। এই আশ্রমেই গান্ধীজী আশ্রমবাসীর 'বাপু' অর্থাৎ পিতা বলে পরিচিত হ'ন। পরবর্তী কালে তিনি সমগ্র জাতির জনক 'বাপুজী' নামে হয়েছিলেন।

১৯১৯ সালে রাউলাট আইন প্রবর্তিত হ'ল ভারবর্ষের স্বাধীনতা কামী মুক্তি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। দেশ জুড়ে প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হ'ল। ১৯২০ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের পরামর্শ দিলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, করতে কংগ্রেসকে অনুরোধ জানালেন। এ এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের আন্দোলন বিদেশী শাসকের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছেদ করে চলার মন্ত্র। ১৯২১ সালের ১৩ই এপ্রিল সারা ভারতে এই ধরণের বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল।

১৯২৪ সালে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ দেখা দিয়ে আন্দোলনের শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত হতে দেখে গান্ধীজী মর্মান্তিক বেদনা পেলেন। মানুষে মানুষে এই সঙ্কীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা, নীচতা এবং দ্বেষ-দ্বন্দ্বকে গান্ধীজী চিরকাল ঘৃণা করে এসেছেন। একই দেশমাতার দুই সন্তানের এই বিভেদ, স্বার্থ বুদ্ধির এই হীনতার পাপ থেকে দেশ মুক্ত করতে তিনি উপবাস শুরু করলেন। এই বিভেদ সৃষ্টির মূলেও ছিল ইংরেজ সরকার। আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে তারা যে অসাম্প্রদায়িক বিভাগের শুরু করেন ১৯৩২ সালে 'পুনাচুক্তি'তে তা প্রত্যাহার করতে হয় গান্ধীজীর আমরণ অনশন ব্রতের প্রতিজ্ঞায়।

১৯৩১ সালে লবণ আইন আন্দোলন গান্ধীজীর আর এক স্মরণীয় অবদান আমাদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে। লবণ আইন অমান্য করে তাঁরা 'ডাণ্ডি' অভিযান করলেন। পুলিশের কোন নারকীয় অত্যাচারই এই অহিংস সত্যাগ্রহীদের ফেরাতে পারল না। গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে এর পরিসমাপ্তি। এই চুক্তি ইংলণ্ডে গোলটেবিল বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এ চুক্তি দেশবাসীর মনঃপুত হয়নি। কাজেই ১৯৩২ সালে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৩৬ সাল থেকে গান্ধীজী রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে দেশ গড়বার কাজে, দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা দূর করবার জন্যে, গ্রামের কুটীর শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে তুলতে আত্মসমর্পণ করলেন। স্বরাজ পেতে হলে যে জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রয়োজন গান্ধীজী তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে এই চরম সত্যটি বুঝে গঠনমূলক কাজের জন্যই রাজধানী থেকে দূরে সরে এসেছিলেন।

১৯৪২ সালে আর একবার আইন অমান্য আন্দোলন করে গান্ধীজী পুণার এক প্রাসাদে বন্দী থাকেন। এই বন্দী দশাতেই তাঁর জীবন-সঙ্গিনী কস্তুরীবাঈর মৃত্যু হয়।

জীবনে অসংখ্যবার কারাবরণ করেছেন গান্ধীজী। কিন্তু জেলের দুঃখ কোনদিনই তাঁকে বিচলিত করে নি। জেলখানা নয়—তিনি বলতেন জেলমহল-কারাগার তাঁর ছিল রাজপ্রাসাদ।

ভারতবর্ষে ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক বিভেদ দুর্যোগের আকার ধারণ করল। ছুটে গেলেন গান্ধীজী নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ১৯৪৬। সেখান থেকে কলকাতায়, তারপর দিল্লীতে। মানুষের মনুষ্যত্বের কাছে তাঁর প্রার্থনা, মানুষ তার পশুশক্তিকে ত্যাগ করুক, হিংসা নয়, প্রেম, আত্মসেবা নয়, জনসেবা, জাত নয়, সমগ্র জাতির পরিচর্যা, প্রদেশ নয়, সমগ্র দেশের কল্যাণই ছিল গান্ধীজীর জীবনের ব্রত। বস্তুতঃ সকল দেশের সকল মহামনীষীরই মানুষের কাছে এই চিরমানবতা অর্জনের জন্য আত্মবিসর্জন—"service to man is service to god"—এই অমর বাণী গান্ধীজীর সেবাব্রতের মূল মন্ত্র ছিল। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী এই মহাপুরুষ জনৈক যুবকের গুলিতে প্রার্থনারত অবস্থায় স্বীয় শোণিতের অক্ষরে জাতিকে ক্ষমা-সত্য-প্রেমের পথ দেখিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। মহাপুরুষের সে শোণিত দান কি আজ ব্যর্থ হবে!

আচার্য জগদীশচন্দ্র

১৮৯৬ সালের কথা। এখানে নয়—লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউশনের কথা বলছি। হামফ্রি ডেভি এবং মাইকেল ফ্যারাডে যে ইনষ্টিটিউশনের প্রবর্তক এবং আদি গুরু ছিলেন। যে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ডেভি এবং ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন সেই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেদিন জনৈক তরুণ বাঙালী—চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভার দীপ্তি, আর মুখের রেখায় আত্মপ্রত্যয়ের সুস্পষ্ট ছাপ। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি, অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়কর গবেষণার ওপর। বলা বাহুল্য এ আবিষ্কার তাঁরই। এবং, এই তিনি আর কেউ নন,—আমাদের চির শ্রদ্ধেয়, চিরবরেণ্য, চিরপ্রণম্য বাঙালী বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়। সেদিন লণ্ডনের প্রধান বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী এই আবিষ্কারের কথা শুনে বোবা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়াছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। সেদিন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর সমক্ষে এই তরুণ বাঙালী প্রমাণ করে এসেছিলেন আর একবার যে, পরাধীন বাঙালী তথা ভারতীয়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ মনীষীর সমতুল্য।

১৮৫৮ খৃঃ ৩০শে নভেম্বর ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রাড়ীখাল গ্রামে আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ছিলেন সদাশয়, মহৎ, স্বদেশপ্রেমিক এবং কর্মবীর। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র জীবন ছিল কর্মসাধনার জীবন। বার বার তিনি ব্যর্থ হয়েছেন তাঁর উদ্যম এবং প্রচেষ্টায়, কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি তাঁর কর্তব্য সাধনা থেকে বিচ্যুত হন নি। এই স্বদেশপ্রেমিক বুঝেছিলেন যে, দরিদ্র ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করতে হলে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষির সংস্কার এবং উন্নতি প্রয়োজন। জীবনের অর্জনের যথাসর্বস্ব অর্পন করে তিনি তাঁর একরূপ সাধ্যাতীত চেষ্টাই করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ব্যর্থ হলেও দেশবাসী তাঁর এই সৎ প্রচেষ্টার সুফল পেয়েছিল বৈকি। অতি শৈশব থেকে পিতার এই সংগ্রামী জীবন এবং সর্বস্ব ত্যাগের পবিবর্তে ব্যর্থতার আস্বাদ লাভ করেও অদম্য উৎসাহ এবং তপস্বীর নিয়ম-ব্রত-পালন নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি লিখেছেন, "তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিষ্ফলতার

মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল।" জগদীশচন্দ্রের উত্তরকালে সংগ্রামী জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল শৈশবেই তাঁর পিতার কর্মনিষ্ঠা এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও বীর সৈনিকের মত আজীবন সংগ্রাম সাধনার দৃষ্টান্ত থেকে।

বাঙলা পাঠশালায় জগদীশচন্দ্রের শৈশবের শিক্ষা সুরু হয়। সেখানকার পাঠ সমাপ্ত হলে তাঁর বাবা তাঁকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। হোস্টেলে থেকে তাঁকে পড়াশুনা করতে হ'ত। প্রথম প্রথম শহরের ছেলেরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে বলে জগদীশচন্দ্রকে নানাভাবে উত্যক্ত করত কিন্তু একদিন একটি পাণ্ডা ছেলে জগদীশচন্দ্রের হাতের ঘুঁষি খেয়ে যে ঠাণ্ডা হ'ল তারপর থেকে আর কেউ তাঁকে উত্যক্ত করতে সাহস করেনি।

১৮৭৫ সালে জগদীশচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ন। তখন তাঁর বয়স যোল বৎসর। এরপর তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। এই সময়ে বিজ্ঞান অধ্যাপক ফাদার লেফণ্ট সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে বিজ্ঞানের প্রতি জগদীশচন্দ্রের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় এবং ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান শাখায় বি এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

বি এ. পরীক্ষায় পাশ করে জগদীশচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাত যাওয়ার সংকল্প করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে এখানে এসে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট জাতীয় উচ্চপদের কাজে যোগদান করেন, ফলে তাঁর পিতার যে গুরুঋণভার আছে তা শোধ করাও সম্ভব হবে। কিন্তু তাঁর পিতার ইচ্ছা, জগদীশচন্দ্র বিলাতে গিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা করে এসে এখানে কৃষির উন্নতি সাধন করেন।

মায়ের অনুমতি নিয়ে জগদীশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করলেন। এই সময় তিনি প্রায়ই কালাজ্বরে ভুগছিলেন। জাহাজেও তিনি এই জ্বরে আক্রান্ত হন। লণ্ডনে পৌঁছে ডাক্তারি পড়া আরম্ভ করেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু জ্বর তাঁকে কাবু করে ফেলে, বিশেষতঃ শব-ব্যবচ্ছেদের দুর্গন্ধ এবং বীভৎসতা তাঁকে আরও বেশী রোগগ্রস্ত করে তুলছিল। কাজেই ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন ১৮৮১ সালে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং উদ্ভিদবিদ্যার ওপর তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। ফ্রান্সিস

ডারউইন, লর্ড রালে, মাইকেল ফস্টর প্রভৃতি মনীষী তাঁর অধ্যাপক ছিলেন। চার বৎসর অধ্যয়ন করে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস্ (Tripos) লাভ করেন এবং একই বৎসরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি. উপাধি লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এরপর কর্মজীবন শুরু হ'ল জগদীশচন্দ্রের। কর্মজীবন তো নয়, সংগ্রাম জীবন। একদিকে সাংসারিক দারিদ্র, পিতার ঋণভার, আর একদিকে ক্ষুদ্র শত্রুর দ্বেষ-হিংসা এবং নানাপ্রকার অর্থনৈতিক এবং বর্ণ-বিদ্বেষ-জনিত প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা—আর এ দু'য়ের মধ্যেও সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ও বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে আপন গবেষণা-কার্যে ব্যাপৃত থাকার পাহাড়-ভিত্তিক সংকল্প। কর্মজীবনের এই সংগ্রামে, সংঘর্ষের ঘাত-প্রতিঘাতে জগদীশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত প্রকৃত বীরের মতই শুধু যে অটল ছিলেন তা নয়-- অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শকে জয়যুক্ত করে প্রতিভা-সূর্যের-কিরণ সম্পাতে সমগ্র জগতকে আলোকিত করে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি জীবন সংগ্রামে বিজয়ী মহাসৈনিক। রবীন্দ্রনাথ এই মহামনীষী সম্বন্ধে লিখেছেন :

ঈর্ষাকণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়ছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।"

লর্ড রিপণের প্রশংসা পত্রের জোরে এবং তাঁর আন্তরিকতায় কৃষ্ণকায় হয়েও জগদীশচন্দ্র কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁকে শ্বেতাঙ্গদের সমান বেতন দেওয়া হ'ত না, মাত্র দু'য়ের-তিন ভাগ দেওয়া হ'ত, তাও আবার অস্থায়ী পদ বলে সেই বেতন থেকে অর্ধেক কেটে নিয়ে দেওয়া স্থির হয়। জগদীশচন্দ্রের প্রখর আত্মসম্মানে এই বৈষম্য ভীষণভাবে আঘাত করে। তিনি প্রথম এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু প্রতিবাদ করেও যখন কোন ফল পেলেন না, তখন তিনি সাংসারিক দারিদ্র এবং অর্থকণ্টকে অম্লান বদনে সহ্য করে বেতন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁকে যে চেক দেওয়া হ'ত তাঁর সম্মান দক্ষিণা বাবদ তিনি তা স্পর্শও করতেন না। এইভাবে তিন বৎসর যাওয়ার পর জয় তাঁরই হ'ল। তাঁর তেজস্বিতার কাছে ব্রিটিশ সরকার পরাজয়

বরণ করল। তাঁকে শুধু যে স্থায়ীপদেই নিয়োগ করা হ'ল তাই নয়,—উক্ত তিন বৎসরের সমস্ত টাকা তাঁকে মিটিয়ে দেওয়া হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা পড়াবার পরও জগদীশচন্দ্র অতি অকিঞ্চিৎকর উপকরণ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিবিশিষ্ট ল্যাবরেটরীতে গিয়ে তাঁর গবেষণার কার্যে নিবিষ্টচিত্ত হতেন। সরকারের কাছ থেকে কোন উৎসাহ, কোন সাহায্যই তিনি লাভ করেন নি। অবশেষে তিনি দেশীয় কারিগরকে দিয়ে স্বীয় তত্ত্বাবধানে কতকগুলি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে নিজের গবেষণার কাজ চালাতে লাগলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর মৌলিক গবেষণার বিবরণী বিলাতের প্রসিদ্ধ রয়াল সোসাইটিতে প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন। গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানকার কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস-সি. উপাধি দিলেন তাঁর নব আবিষ্কারের যথাযোগ্য সম্মান স্বরূপ। রয়াল সোসাইটিতে যে প্রবন্ধটি তিনি পাঠিয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু হ'ল: "Determination of the indices of Refraction of various substances for Electric Rays" বা 'পদার্থ-বিশেষের মধ্য দিয়ে চলার সময় বৈদ্যুতিক রশ্মির পথ পরিবর্তন নির্ধারণ'। প্রাথমিক পর্যায়ে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের কম্পন, গতি পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়েই নিবদ্ধ ছিল। ইংলণ্ডের নামকরা পত্রিকা 'ইলেক্ট্রিসিয়ান'-এ তাঁর এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাঁর প্রতি। পাশ্চাত্ত্য দেশের স্বীকৃতি, সম্মান ও সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হওয়ায় ভারত সরকার দেখলেন জগদীশচন্দ্রের প্রতি আর ঔদাসীন্য দেখানোটা তাঁদের নিজেদের নামেই কলঙ্ক লেপন করবে, অতএব জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ব্যয় বাবদ ভারত সরকার তাঁকে বছরে আড়াই হাজার টাকা সাহায্যদানের ব্যবস্থা করলেন।

এই সময়ে বিনা তারে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের ক্রিয়াশক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিমগ্ন ছিলেন জগদীশচন্দ্র। আমেরিকায় লজ, ইটালীতে মার্কনী এবং ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্র—পৃথিবীর তিন কোণে তিনজন মনীষী তখন এই আবিষ্কারে রত ছিলেন। এঁদের মধ্যে জগদীশচন্দ্রই সর্বপ্রথম সাফল্যলাভ করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর বাড়ী থেকে একমাইল দূরবর্তী কলেজের সঙ্গে বিনা তারে সংকেত আদান প্রদানের ব্যবস্থা

করেছিলেন। ঠিক এই সময়েই এল পশ্চিম থেকে আহ্বান। কাজ অসমাপ্ত রইল—জগদীশচন্দ্র বিদেশ যাত্রা করলেন। বিলাতে তাঁর গবেষণার কথা অনেকে শুনল এবং তাঁর উপদেশ মত অনেকগুলি বড় বড় কোম্পানী আশ্চর্য সাফল্য লাভ করে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাল। জনৈক ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী জগদীশচন্দ্রকে কয়েক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন তাঁর এই গবেষণার বিষয়টিকে কিনে নেবার জন্য। সে ফাঁদে পা দেন নি তিনি। আমেরিকা, ইটালী ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের বড় বড় সংস্থা থেকে জগদীশচন্দ্র তাঁর এই আবিষ্কারের পরীক্ষা পর্বে সাফল্যলাভ জনিত আমন্ত্রণ এবং অভিনন্দন লাভ করেন। পাশ্চাত্য দেশে জগদীশচন্দ্রের বিভিন্ন উপদেষ্টা এবং বন্ধুবর্গ অনুরোধ করেন তাঁকে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য কিয়ৎকাল অপ্রকাশিত রাখতে। আসলে পরিকল্পনাকে বাস্তব ভিত্তি দান করতে যে সহানুভূতি এবং অর্থ প্রাচুর্যের প্রয়োজন ছিল সেইটিরই অভাব ছিল জগদীশচন্দ্রের—আর তারই হৃদয়বিদারক করুণ পরিণতি ঘটেছিল তাঁর জীবনে। যে সত্য তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন, পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করলেন সেই বিষয়েই অন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করল তারই চোখের সামনে, তিনি নীরব দ্রষ্টার মত শুধু নীরবেই দেখে গেলেন অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসটা। 'প্রবাসী'র প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় এই বিষয়ের উল্লেখ করে দুঃখ জানিয়েছিলেন ; "বেতার টেলিগ্রাফের সম্ভাবনার কথা সর্বপ্রথমে তাঁহারই মনে উদিত হইয়াছিল, অথচ সহানুভূতি ও অর্থাভাবে যে তাঁহার সেই গবেষণা পরিণতি প্রাপ্ত হইল না, এই কলঙ্ক চিরদিন বাঙলা দেশকে পীড়া দিবে।"

এর পর সেই ১৮৯৬ সালে লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউশনের বক্তৃতায় জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকবৃন্দের—লর্ড কেলভিন, অলিভার লজ, স্যার জে. জে, টমসন প্রভৃতির—কাছে অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ ও স্বীকৃতি জগদীশচন্দ্রকে জগৎবিখ্যাত করল। ১৮৯৭ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এবার জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার বিষয় পরিবর্তন করলেন—পদার্থ বিদ্যা থেকে উদ্ভিদরাজ্যে এসে প্রবেশ করল তাঁর ধ্যানী দৃষ্টি। তাঁর নিজের হাতের তৈরী যন্ত্রে তিনি নির্ভুলভাবে সংবাদ পেলেন যে প্রাণস্পন্দিত শরীরী প্রাণীর মতই মূক, জড় বস্তুর মধ্যে প্রাণস্পন্দন জাগে। একখণ্ড টিনের পাতেও প্রাণস্পন্দিত হয়ে ওঠে বাইরের আঘাতে বা উত্তেজনায়। আমাদের এত দিনকার প্রচলিত বিশ্বাস সংশয় সব কিছুকে মূলহীন করে সমস্ত বৈজ্ঞানিক

সমাজকে স্তম্ভিত করে জগদীশচন্দ্র জগতের সামনে এই সত্য প্রচার করলেন যে বাইরের আঘাতে উত্তেজনায় প্রাণীর যে স্পন্দনলিপি পাওয়া যায় জড়বস্তু উদ্ভিদেরও অবিকল সেই স্পন্দনলিপি পাওয়া যায়।

১৯০০ সালে প্যারী থেকে জগদীশচন্দ্র নিমন্ত্রণ পেলেন আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিদ্যা-বিষয়ক সম্মেলনে বক্তৃতা করার জন্যে। জড় ও জীবের মধ্যে সেতু রচনার অকল্পনীয়, অচিন্তনীয় আবিষ্ক্রিয়ার কথা শুনে বৈজ্ঞানিক সমাজ সেদিন শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে জগদীশচন্দ্রকে ঐন্দ্রজালিক মনে করেছিলেন—তাঁর আবিষ্কারকে এককথায় মায়াজাল বা ম্যাজিক 'magic' ভেবেছিলেন। চোখের সামনে ভোজবাজীর মত ঘটে গেল—কিন্তু প্রত্যেকটি নির্ভুল যান্ত্রিক পরীক্ষার মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়ায় অবিশ্বাস করার কোন পথ ছিল না তাঁদের। প্যারী থেকে লণ্ডনে আমন্ত্রিত হলেন। সর্বত্রই পেলেন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের সম্মান-শ্রদ্ধা-ভক্তি। ১৯০২ সালে ফিরে এলেন পুনরায় বঙ্গজননীর এই কণ্ঠমণি।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি। ছোট-খাট অনেকগুলি নতুন বিষয়ের অধিকারের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি কতকগুলি আশ্চর্য যন্ত্র নির্মাণ করেন। তার মধ্যে তাঁর স্বয়ংলেখ যন্ত্রটির (Resonant Records) কথা আমরা উল্লেখ করছি। এই যন্ত্রের সাহায্যে উত্তেজিত বৃক্ষের অন্তঃস্থ পরিবর্তনের রেখাটি ধরা পড়ে। ১৯০৭ সালে যন্ত্রটি তিনি আবিষ্কার করেন।

জগদীশচন্দ্র আরও তিনবার বিদেশে যান—১৯০৭, ১৯১৪ এবং ১৯২৮ সালে। সর্বদা এবং সর্বত্রই তিনি যেমন ভূয়সী প্রশংসা, সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ করেছেন পাশ্চাত্য যুবমণ্ডলীর কাছ থেকে তেমনি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষুদ্র ঈর্ষা ও বিদ্বেষও তাঁর সাধনার পথকে বিঘ্নময় করেছিল, সিদ্ধিলাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে তারা এই পরাধীন দেশের নির্ভীক সংগ্রামী মনীষীর সামনে আপনাদের সংকীর্ণতা এবং ক্ষুদ্রত্বই প্রমাণ করেছিলেন—তাঁর মাহাত্ম্যকে বিন্দুমাত্র খর্ব করতে পারেন নি।

১৯২০ সালে জগদীশচন্দ্রকে রয়াল সোসাইটির ফেলো করা হয়। ১৯২৮ সালে জেনেভায় জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত হন এবং তিনি জেনেভায় যাত্রা করেন। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভায় জগদীশচন্দ্র জগৎবিখ্যাত মনীষীবৃন্দের কাছে অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সম্মান লাভ করেন। বিশেষতঃ তাঁর স্বনির্মিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলির সূক্ষ্মতা

সর্বদেশের বৈজ্ঞানিকদেরই বিস্মিত ও হতচকিত করে দেয়। অধ্যাপক আইনষ্টাইন বলেছিলেন যে, জগদীশচন্দ্র যে সব অমূল্য সম্পদ ও তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যেকোনটির জন্যই তাঁর বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত হওয়া উচিত। এছাড়াও, মস্যু লুসার, স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক বার্ণাড্‌শ, রোমাঁ রোলাঁ এবং অন্যান্য সাহিত্যিকগণও এই মনীষীকে সম্মানিত করেছিলেন, নিজ নিজ গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালেই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বদেশ বৎসল, স্বদেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্রের শৈশব থেকেই একটি স্বপ্ন ছিল, তা হ'ল তাঁর স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী বঙ্গভূমিকে সর্বদেশের সর্বকালের গৌরবের রত্ন সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। ১৯১৭ সালের ৩রা নভেম্বর সেই স্বপ্ন রূপ পরিগ্রহ করল বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠায়। উদ্বোধন দিনে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ এবং গুরুগম্ভীর সুর ঝঙ্কার বসু-মন্দিরের সামগান রচনা করল :

"মাতৃ মন্দিরে পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জল আজ হে!
শুভ শঙ্খ-বাজ বাজহে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতি দীক্ষা।" ইত্যাদি

জগদীশচন্দ্র তাঁর আবেগময়ী ভাষণে বললেন : 'বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার।..." বাঙালীর জাতীয় গৌরব এই অক্ষয় কীর্তিটি আজ জগতের বুধমণ্ডলীর এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক—একথা কেউ না বললেও প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু মূলতঃ তিনি স্বদেশপ্রেমিক, কবি দার্শনিক—সর্বোপরি মহাযোগী-তপস্বী। আচার্যদেব বলেছেন : "আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।" আচার্যদেব প্রথম প্রমাণ করলেন যে, দেশপ্রেম শুধু রাজনীতি বা সমাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা দেশকে গৌরব-সিদ্ধির শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠা করাও দেশপ্রেম-জাতিপ্রেম মানবপ্রেম। তাঁর

বন্ধুকে লেখা একটি পত্রে আচার্যদেব আক্ষেপ করে বলেছেন : "আমার সর্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। অন্য কোন্ দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন্ জাতি অনার্যকে আর্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে?"

জগদীশচন্দ্র দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই পরিষদের উন্নতিকল্পে সাধ্যাতীত চেষ্টাই করেছিলেন। আসলে তাঁর মধ্যেও যে একটি কবি দার্শনিকের মন সর্বদাই রসপিপাসু ছিল। সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ তিনি পান নি, কিন্তু তাঁর সদাব্যস্ত কর্মময় জীবনেই যতটুকু সময় পেয়েছেন সেই অবসরে আমাদের জ্ঞান, শিক্ষা, উপদেশ-তত্ত্ব প্রচার কল্পে লেখনী ধারণ করেও যা তিনি লিখেছেন তার মধ্যে দিয়েই তাঁর কবি মনটি তাঁর অগোচরে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষতঃ তাঁর ভাষা এতই স্বচ্ছ সহজ এবং সাবলীল যে, তা একমাত্র কবির ভাষা হওয়ারই উপযুক্ত : "...সহসা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্র প্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।" ("ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে")

অলোকসামান্য, মহামনীষী, মহাজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না—একাধারে তিনি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যিক ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বোপরি, তিনি ছিলেন মহাযোগী, মহা-তপস্বী যেমন একদিকে, অন্যদিকে কর্মযজ্ঞের বীর সৈনিক। জগদীশচন্দ্রের বস্তুদেহ তাই ভস্মীভূত হয়ে গেলেও ১৯৩৭ সাল কালবিশ্ব আজও তাঁর বিজ্ঞানের বায়ুমণ্ডলে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই বহন করছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসটি যখন ভাবিতে যাই তখন দেখি সেই ইতিহাসের পাতা বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত, প্রতিটি অক্ষর বাঙালীর কীর্তি ও গরিমায় মুখর। স্বাধীনতার 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়' কত খ্যাত ও অখ্যাত বাঙালী যাত্রী যুগে যুগে ধাবিত হয়েছে—সুরেন্দ্রনাথ—বিপিনচন্দ্র—অরবিন্দ—বারীন্দ্র—চিত্তরঞ্জন—যতীন্দ্রমোহন—ক্ষুদিরাম- যতীন মুখোপাধ্যায় -সূর্যসেন—অনন্তসিং—মাতঙ্গিনী হাজরা—রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু যখন 'রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয় গিরিভালে'—যখন ভারতের পূর্ব গগনে দ্বিতীয় সূর্যের উদয় হল তখন বাঙালী বুঝল তার সাধনার পূর্ণতা হয়েছে, তার ঘরে বিশ্ববিজয়ী বীরের আবির্ভাব হয়েছে। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ বীর সুভাষ, ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর সুভাষ, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর সুভাষ। সুভাষচন্দ্র জগতের বিপ্লবী মহানায়ক—ওয়াশিংটন, লেনিন, গ্যারিবল্ডি, সানইয়াত সেন প্রভৃতির সমকক্ষ—এ বাঙালীর অতিরঞ্জিত উক্তি নয়, বিশ্বের সর্বস্বীকৃত মত। এই গৌরকান্তি, অনিন্দ্যসুন্দর, প্রশান্তবদন, যৌবনদীপ্ত পুরুষটি বাঙালীর ঘরে জন্মে সারা বিশ্বে অসাধ্য সাধন করেছেন—এ বাঙালীর চির আনন্দের; চির গৌরবের কথা।

সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় কটকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী—বেলা দেড়টার সময়। ভারতে প্রতি বৎসর তাঁর জন্মদিনে শঙ্খঘণ্টার দ্বারা তাঁর জন্মক্ষণ ঘোষিত হয়; সুতরাং তাঁর জন্মদিন ও জন্মক্ষণ কেউ কোন দিন ভুলবে না। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব যে সন্ন্যাসের আহ্বানে ঘর ছেড়েছিলেন সেই আহ্বান সুভাষের কানেও গেল, তিনিও অধ্যাত্ম সাধনার আকর্ষণে হিমালয়ের দুর্গম গিরিগুহার সন্ধানে বার হলেন। কিন্তু মন তৃপ্ত হল না, তাই আবার ফিরে এলেন। বি. এ. পড়বার সময় বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ নির্গত হল ভারতবিদ্বেষী ইংরাজ অধ্যাপকের স্পর্ধিত আচরণে। সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন কিন্তু স্যার আশুতোষের আনুকূল্যে পুনরায় ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। বি. এ. পাশ করে তিনি গেলেন বিলাতে এবং সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এখন তাঁর সম্মুখে দুইটি পথ খোলা—একটী ধন-মান, বিলাস-আরামের কুসুমাস্তীর্ণ

রাজপথ ; আর একটী দুঃখ, ত্যাগ ও নির্যাতনের কণ্টাকাকীর্ণ রাস্তা। আজন্ম ত্যাগব্রতী সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিলেন। দেশে ফিরে তিনি দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ব্রিটিশ-রাজের সঙ্গে জনগণমনরাজ সুভাষের লড়াই সুরু হল। প্রথম দফায় তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হল। মুক্তির পর আবার দেশের কাজে মাতলেন। জনসাধারণ তাদের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা রূপে তাঁকে নির্বাচিত করল। সরকারের রুদ্ররোষ আবার জেগে উঠল, এবার তাঁকে নির্বাসিত হতে হল সুদূর মান্দালয় জেলে। গুরুতর স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি মুক্তি পেলেন। দেশে ফিরে এসে আবার তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিলেন। তিনি বিপ্লবীর মশাল জ্বালিয়ে উগ্র উৎসাহে তীব্র গতিতে ছুটতে চাইলেন। কংগ্রেসের ধীর সাবধানী আপোষমূলক নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর অনৈক্য ও বিরোধ দেখা দিল। সরকারের হাতে তিনি আবার বন্দী হলেন, কিন্তু ১৯৩৩ সালে স্বাস্থ্য উদ্ধারের নিমিত্ত ইউরোপে যাবার অনুমতি পেলেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি যখন দেশে ফিরে আসবার অনুমতি পেলেন তখন আর তিনি সাধারণ সৈনিক নন, কেবলমাত্র বাংলার নেতাও নন, তখন তিনি ভারতের সর্বজনবন্দিত রাষ্ট্রপতি। তরুণ রাষ্ট্রপতি তারুণ্যের শক্তিতে কংগ্রেসকে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। প্রবীণ নেতারা শঙ্কিত ও বিরক্ত হলেন। প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দিল পরবর্তী বৎসরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়। গান্ধীজী এবং প্রবীণ নেতৃবৃন্দ দাঁড় করালেন ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে, কিন্তু জাগ্রত তরুণ ভারত সুভাষচন্দ্রের পিছনে এসে দাঁড়াল। বিজয়লক্ষ্মী সেদিন তরুণ ভারতের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। তারপর আরম্ভ হল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক কুৎসিত অধ্যায়—সেদিন সুভাষচন্দ্রের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছিল তা চিরকাল বাঙালীর মনে ক্ষোভ ও বেদনার সঞ্চার করবে। চতুর্দিকের পরিমণ্ডল তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপতির পদ তিনি পরিত্যাগ করলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করে তিনি আপোষহীন সংগ্রাম চালালেন। কিন্তু এই মুক্তিপাগল বীর দেখলেন যে দেশে থেকে পরাধীন ভারতমাতার মুক্তি আনয়ন করা যাবে না। যেভাবে পেশোয়ারী জিয়াউদ্দীন শত শত প্রহরী, সহস্র সহস্র সতর্কদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ভারত থেকে পলায়ন করলেন তা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপকে হার মানিয়ে দেয়, সালক হোমসের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। তারপর বার্লিন

—টোকিও—সিঙ্গাপুর··আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এবার শুধু ভারত নয়, এশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন নেতাজী—দিক বিদিক নন্দিত করে ধ্বনিত হল 'জয় হিন্দ'—মুক্তিকামী সৈনিকের হৃদয় মত্ত করে ভারতের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করে নেতাজী বলে উঠলেন—'দিল্লী চল, চল দিল্লী'। সুরু হল মুক্তি সংগ্রাম···ইম্ফল, কোহিমায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা পত পত করে উড়ছে। তারপর···। দুর্জ্ঞেয় কুজ্ঝটিকায় আবৃত হয়ে রয়েছে সে অধ্যায় আজও।

নেতাজীর ব্যক্তিত্ব বিরুদ্ধগুণের সমাবেশে অতি উজ্জ্বল ও কৌতুকাবহ বোধ হয়। 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি'—নেতাজীর ব্যক্তিত্ব চিন্তা করলে ভবভূতির এ উক্তি আমাদের মনে পড়ে। সেই নবনীত-কোমল, কুসুম-পেলব আকৃতি দেখে কে বলবে যে তাঁর ভিতরে এক বজ্রকঠোর অন্তর বাস করছে। যিনি সভায় অভিনন্দন পেলে কেঁদে ফেলতেন তিনিই আবার বিপদসঙ্কুল রণক্ষেত্রে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়িয়ে গর্জন করছিলেন, 'ব্রিটিশের এমন কোন গোলা নির্মিত হয় নাই যে আমাকে বধ করে'। যে সন্ন্যাসী নির্জন সাধনার সন্ধানে হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে চলে গিয়েছিলেন তিনিই আবার 'কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে' এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন! যিনি আদর্শবাদের স্বপ্নে বিভোর থাকতেন, তিনিই আবার বাস্তবতার কঠিন ক্ষেত্রে নিজেকে নিঃশেষে নিয়োগ করেছিলেন।

ভারতের মধ্যে অনেক স্বদেশপ্রাণ বীর জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ন্যায় এরকম আজীবন সর্বস্বত্যাগ করে স্বদেশকে কে ভালোবেসেছেন তা জানি না। যাঁরা একদিন কষ্ট সাধনা করেছিলেন আজ তাঁদের অনেকেই ধন ও ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু চিরত্যাগী, চিরবঞ্চিত, চিরনির্যাতিত বীর আজ কোথায়? পারিবারিক সুখ, সাংসারিক সম্মান ধূলিমুষ্টির ন্যায় জ্ঞান করে আজীবন এভাবে ব্রিটিশের কারাগারে ধূলিশয্যা গ্রহণ করতে, ব্রিটিশের অমানুষিক নির্যাতন উপেক্ষা করতে তাঁর মত আর কতজন পেরেছেন? স্বদেশে এবং বিদেশে ভারতের মুক্তি তাঁর একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ধ্যান হয়েছিল। মুক্তিফৌজের উদাত্তস্বরে সিঙ্গাপুর থেকে ঘোষণা করলেন, 'দূরে-বহুদূরে ঐ নদী জঙ্গলাকীর্ণা অধিনায়ক ভূখণ্ড ছাড়িয়ে, ঐ পাহাড় পর্বত ছাড়িয়ে আমাদের দেশ—ঐ দেশে আমরা জন্মেছি। ঐ দেশে আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি।'

সুভাষচন্দ্র চিরবিদ্রোহী, চির তারুণ্যের প্রতীক ছিলেন। 'বিদ্রোহী নবীন বীর স্থাবরের শাসন নাশন'—এই বিদ্রোহী বীর বার বার স্থবির নেতৃত্বের নীতি ও কর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে সেজন্য তাঁর বার বার বিরোধ লেগেছে। তিনি বুঝেছিলেন বিপ্লবের পথ, সংগ্রামের পথ, রক্তরঞ্জিত পথ। এই রক্ত তিনি বীর সৈনিকদের কাছে 'মুঝকো খুন দো, ম্যায় তুমকো আজাদী দুঙ্গা।' 'রক্ত চাই—রক্ত, আরও চেয়েছিলেন, 'তুম রক্ত—' এই রক্ত দিয়েছিল আজাদী সৈনিকেরা রণক্ষেত্রে, বাঙলার ছাত্রেরা কোলকাতার রাজপথে। সেই রক্ত কমলের উপর আবির্ভাব হয়েছে স্বাধীন ভারত-মাতৃকার।

অনমনীয় দৃঢ়তা, অদমনীয় তেজস্বিতা সুভাষচন্দ্রের চরিত্রকে মণ্ডিত করেছিল। এই দৃঢ়তার জন্য ব্রিটিশের কোন সর্ত, কোন প্রলোভন তাঁকে টলাতে পারে নি। এই দৃঢ়তার জন্যই নিজের আদর্শ সিদ্ধ করবার জন্য গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতাদের বিরাগভাজন হতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। ত্রিপুরী কংগ্রেসে গুরুতর অসুখে তিনি অচেতন, শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিরা তাঁকে অধিবেশনে যেতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু সিংহগর্জনে তিনি বলে উঠলেন, 'আমি বরং মৃত্যু বরণ করিব তথাপি না যাইয়া থাকিব না।' আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে যখন তিনি অভিযান চালিয়ে ছিলেন তখন ব্রিটিশ ও আমাদের দেশের লোকেরা কত না কুৎসা রটনা করেছে। কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি নিজের ও জন্মভূমির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। জাপানের কোন প্রকার সাহায্য তিনি কখনও গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। একবার জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, যদি কোনো কারণ ঘটে তবে জাপানীর বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করতে দ্বিধা করবেন না।

নেতাজী জীবিত কি মৃত এ নিয়ে আজ সংশয়ের আবর্ত দেখা দিয়েছে জনচিত্তে। সংশয়ের ঘূর্ণাবর্ত থেকে যাঁরা আমাদের বাঁচাতে পারেন সেই সত্যদ্রষ্টা নেতৃবৃন্দই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী নীরব এবং উদাসীন। নেতাজীর পার্শ্বচর, সহকর্মী শ্রেণীর একজন ব্যক্তি প্রমাণ উত্থাপন করে 'নেতাজী জীবিত' প্রতিষ্ঠা করতে চান। আবার আর একদল এর বিরোধিতা করে প্রচলিত বিমান দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে 'নেতাজী মৃত' এই কথাই বিশ্বাস করতে বলেন। আমরা, জনসাধারণ সত্য মিথ্যা যাচাই না করতে পেরে সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান। আশ্চর্য! এত বড় একজন দেশবরেণ্য,

দেশমাতৃকার চরণে সমর্পিত প্রাণ মহামনীষীর জীবনলীলা নিয়েও জঘন্য রাজনীতি! সরল সত্যই কি এক্ষেত্রে অন্ততঃ একমাত্র কাম্য বা আদর্শ হওয়া উচিত নয় সকলের ?

যাক্, বস্তুবিশ্বে নেতাজী আজও জীবিত কি মৃত সে সংশয়ে না গিয়েও একথা আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করব—নেতাজীর মৃত্যু হতে পারে না। তাঁর জীবনাদর্শ, চিরজ্যোতির্ময় "জয়হিন্দ" মন্ত্রশিখা চিরকাল জাতিকে ন্যায় সত্য ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দেবে। বর্তমান স্বাধীন ভারতে সরকারী ক্রিয়া-কর্মে নেতাজীর বাণী, তাঁর আদর্শ, তাঁর মন্ত্র উদগীত না হোক, তথাপি ভারতবাসীর চিত্ত-সিংহাসনে তিনি চিরকালই মহামহিম রাজাধিরাজ। জাতিকে বিপদমুক্ত করতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে গেলেই জাতির হৃদয়-কমলে প্রথমে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। জয়তু নেতাজী।

রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষে বহু প্রতিভাধর মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁদের সকলের নাম স্মরণ করেও একথা অকুণ্ঠভাবে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ অতীতে কোনদিন জন্মগ্রহণ করেন নি এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন জন্মগ্রহণ করবেন কিনা সন্দেহ। বোধ হয় সমগ্র পৃথিবীতে এ রকম প্রতিভা আর দেখা যায় নি। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ দার্শনিক, শিক্ষাব্রতী অনেক দেখা গিয়েছে; কিন্তু একাধারে সমস্ত প্রতিভার এরূপ অত্যাশ্চর্য সম্মিলন আর কোনো দিন কোথাও কি দেখা গিয়েছে? সৃষ্টির উৎকর্ষে, বৈচিত্র্যে ও বহুলত্বে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ধরে সর্বদেশের বিস্ময় উদ্রেক করবেন। বাঙালীর অশেষ সৌভাগ্য যে তিনি বাংলায় ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। বাঙালীর গানে, কবিতায়, ছন্দে-ভাষায়, চিন্তা-কল্পনায়, আশা-কামনায় তিনি সর্বগ্রাসী প্রভাব নিয়ে বিরাজ করছেন, অনন্ত কাল ধরে বাঙালী তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করে যাবে।

ঐশ্বর্যে, বিদ্যাবত্তায়, আভিজাত্যে বাংলার শীর্ষস্থানীয় ঠাকুর পরিবারে কবির জন্ম হয়। বাল্যে ও কৈশোরে কি রকম বিধিনিষেধের মধ্যে কবির জীবন কেটেছে এবং গৃহে অবরুদ্ধ বালকের সঙ্গে কি ভাবে বাইরের প্রকৃতির পরিচয় হয়েছে তা 'জীবন স্মৃতি'তে অতি সুন্দরভাবে লিখিত আছে। বাল্যকালে সঙ্গীত ও সাহিত্যের পরিবেশের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য-প্রতিভা অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। 'বনফুল', 'কবি কাহিনী', 'রুদ্রচণ্ড', 'ভগ্নহৃদয়' ও 'বাল্মীকি প্রতিভা'র মধ্য দিয়ে বালক কবির কাব্য প্রবাহ সুরু হয়েছিল। কিন্তু কবির নিজস্ব ও স্বাধীন কাব্যধারা আরম্ভ হয়েছিল 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' থেকে। 'প্রভাত সঙ্গীত' এবং 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর কৌতূহল পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তারপর 'মানসী'র যুগ থেকে তাঁর কবিতা যেন প্রকৃত পথ খুঁজে পেল। 'মানসী'-'সোনারতরী'-'চিত্রা' 'চৈতালি' এই যুগ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার বোধ হয় শ্রেষ্ঠ যুগ। এই সময় প্রকৃতির প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণ এবং মানুষের প্রতি অসীম অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর অলঙ্কৃত ভাষায়, ঝঙ্কৃত ছন্দে ও উদ্বেলিত ভাবাবেগে। তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র অনুপম গল্পগুলি এই যুগেই লিখিত এবং 'বিসর্জন', 'মালিনী' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাটকও একই সময়ে রচিত হয়েছে। 'খেয়া'র পর থেকে পার্থিব সম্ভোগ-পরিতৃপ্ত কবি রূপ রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে অরূপের পথে যাত্রা করলেন। 'গীতাঞ্জলি'-গীতালি'-'গীতিমাল্যে'র

মধ্যে এই অরূপ সাধনাই আমরা দেখতে পাই। এই অরূপের সন্ধান করতে করতেই কবি রূপক নাটকগুলি লিখলেন। 'গীতাঞ্জলি' লেখবার পরে কবি নোবেল প্রাইজ পান। বাংলার কবি বিশ্বকবি হলেন। ইউরোপে গিয়ে ইউরোপের গতি ও চাঞ্চল্য কবি অনুভব করে এলেন এবং তার ফলে লিখলেন 'বলাকা'। আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণ কবিচিত্ত জীবনের শেষদিকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও মননজীবী হয়ে পড়ল—গল্পে, প্রবন্ধে চলিত ভাষা চালু করলেন, কবিতায় গদ্যছন্দের প্রবর্তন করলেন, হৃদয়ের সরস ক্ষেত্র ত্যাগ করে মননের মার্জিত পথে পরিক্রমণ আরম্ভ করলেন, Humour বাদ দিয়া Wit ধরলেন। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী তাঁর অবিশ্রান্ত লেখনী নিত্য নূতন সৃষ্টি রচনা করে চলল। জীবনের শেষ কয় বৎসর জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় অবস্থায় লিখলেন 'প্রান্তিক', 'নবজাতক', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য'। অবশেষে "আপনার প্রতিভা রশ্মি সংরক্ষণ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকাব্য ক্ষীণতর জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক তিনি অস্তমিত হলেন।"

রবীন্দ্রপ্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে তা অনন্নুমেয়, অপরিমেয় ও অবর্ণনীয়। উপনিষদের তত্ত্বে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যে যে প্রতিভা প্রভাবিত হয়েছিল তা সাহিত্যকে যেমন মহৎ সত্যের দ্বারা গভীর করেছে তেমনই মধুর রূপ ও রসে সুন্দর করে তুলেছে এই সুন্দরী বসুন্ধরাকে দেখে কবি বলেছিলেন—

হে সুন্দরী বসুন্ধরে তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে।

এই উল্লাস তিনি প্রতি কবিতায় ভাষার সঙ্গীত ও ছন্দের নৃত্যে প্রকাশ করেছেন। মানুষের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি, তীব্র আবেগ ও তীক্ষ্ণ দ্বন্দ্ব কবি তাঁর কবিতায় চিত্রিত করেছেন। তিনি যে কত গান রচনা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, সত্যই 'বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব।' রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এই যে এতে সুরের সঙ্গে কথারও মূল্য ও মর্যাদা সমান। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ আরও অগ্রগতির দিকে চালিত করেন। যে সামাজিক সমস্যার আভাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, তারই বিস্তৃততর বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে। শরৎচন্দ্র উপন্যাস-সাহিত্য আরও সমৃদ্ধতর করা সত্ত্বেও তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সব সময়েই স্বীকার করতেন।

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম লেখকগণের অন্যতম। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অধ্যাপক', 'পোষ্টমাষ্টার', 'কঙ্কাল', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি গল্প বিশ্বের গল্পসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। জীবনের গভীরতম সমস্যার উপর চকিত আলোক সম্পাত, নাটকীয়ভাবে অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা আবেগের সমাবেশ, গীতিকবিতার অখণ্ড সৌন্দর্যের মায়াজাল—এ সব তাঁর ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য। নাট্য সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের দান তুলনাহীন। নাট্যকাব্য, প্রহসন, রূপক নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের নাটক তিনি লিখে গেছেন। 'বিসর্জন', 'মালিনী'তে যেমন হৃদয়াবেগের সুতীব্র দ্বন্দ্ব, 'শেষরক্ষা', 'চিরকুমার সভা'তে তেমনই অনাবিল হাস্য এবং 'রাজা', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী'তে তেমনই গভীর তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় সৃজনী শক্তির অধিকারী হয়েও অতুলনীয় বিশ্লেষণী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন—এ বিস্ময়ের বিষয়। তাঁর মত সমালোচক বাংলা সাহিত্যে বিরল। 'সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থ চিরকাল সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ যে কত শব্দ সৃষ্টি করেছেন, কত শব্দের অভিনব ও বিচিত্র প্রয়োগ করেছেন তার সংখ্যা নেই; কত অজস্র অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করেছেন এবং কত বিভিন্ন ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তারও সীমা পরিসীমা নেই।

প্রত্যেক বড় কবি বড় দার্শনিকও বটে। তবে দার্শনিকের দর্শন ও কবির দর্শনের মধ্যে প্রভেদ এই যে, দার্শনিক সত্যকে দেখেন নিবারন নিরাভরণ রূপে আর কবি সত্যকে দেখেন সুন্দরের মধ্য দিয়ে--তার চোখে, 'Truth is beauty and beauty truth'। রবীন্দ্রনাথের জীবনের মধ্যে যে সত্যোপলব্ধি হয়েছিল তা তিনি ব্যক্ত করে গিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীকে ও মানুষকে ভালোবেসেছিলেন, খুব গভীরভাবে ভালোবেসে-ছিলেন, 'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' এক আকাঙ্ক্ষা বার বার আবেগোদ্বেলিত কণ্ঠে কবি ব্যক্ত করেছেন। সেজন্য তিনি মানুষের শত লক্ষ বন্ধনের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছেন। মানুষের সমাজের মধ্যে দুঃখ, দারিদ্র, অবিচার, নির্যাতন দেখে কবির প্রাণ চিরকাল ব্যথিত হয়ে উঠেছে—

বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।

মানুষের সংসারের এই সব দেখে কবি তীব্র কণ্ঠে নালিশ জানিয়েছেন এবং দরদসিক্ত ভাষায় আবারিত করুণা উৎসারিত করেছেন। কবি

সৌন্দর্যভোগী ছিলেন, কিন্তু সব সময় সংযমের দ্বারা তিনি ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী ছিলেন, সে কারণে তাঁর সৌন্দর্যবোধ কল্যাণবোধের সঙ্গে সব সময় যুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য সীমার সঙ্গে অসীম, ক্ষুদ্রের সঙ্গে ভূমা, অতীতের সঙ্গে বর্তমান এবং প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের মিলন তিনি কামনা করেছিলেন। মিলনের সঙ্গে শান্তির ও আকাঙ্ক্ষা তিনি করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধবার ফলে এবং লোভ ও ঈর্ষার অপরিমিত বৃদ্ধি হওয়াতে অশান্তির দাবাগ্নি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই অশান্তি দূর করবার জন্য কবি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাই বলে কবি নিশ্চেষ্ট আরাম ও জড়ের শান্তি চান নি, 'অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান' তাই তিনি চেয়েছেন। সেজন্য 'কণ্টকের অভ্যর্থনা', 'গুপ্ত সর্পের গূঢ় ফণা,' 'কালবৈশাখী আশীর্বাদ' সব তিনি বরণ করে নিয়েছেন। ভারতের চিরন্তন আত্মা ও শাশ্বত সাধনা রূপ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তিনি বিশ্বের বিচিত্র ভাবধারার মিলন ঘটিয়েছেন; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—তিনি ভারতের সংস্কৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন তাঁর জীবনে, কর্মে ও সাহিত্যে। ভারতের ঋষিগণ অন্ধকারের পরপারে যে জ্যোতির্ময় পুরুষের সন্ধান পেয়েছিলেন ভারতের সাধকগণ মানুষের মধ্যে ভগবানের যে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং ভারতের মহাপুরুষগণ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে মিলনের তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সে সমস্ত সারাজীবন ধরে অনুভব ও প্রকাশ করে গিয়েছেন।

বাংলা ও ভারবর্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতখানি গভীর ও বিস্তৃত তা নির্ণয় করার সময় এখনও আসে নি। আমরা তাঁর সমসাময়িক লোক, তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন, সুতরাং নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তাঁকে বিচার করবার দিন এখনও আসে নি। তবে আমরা দেখেছি যে, তাঁর মত জীবিত কালে এতখানি খ্যাতি ও সম্মান জগতের অন্য কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে জোটে নি। বাংলাদেশে 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' শুধু নয়—সহস্র বৎসর, সংখ্যাতীত বৎসর পরে তাঁর কবিতা সমান আদরে পঠিত হবে বলেই বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের শান্তির বাণী এবং মিলনের আহ্বান শুধু কেবল ভারতবর্ষকে নয়, সমগ্র পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত করেছিল। গীতাঞ্জলির অধ্যাত্মবাদ সমর-শ্রান্ত ইউরোপকে নূতন আলোক দান করেছিল। Dr. Aronson তাঁর 'Rabindranath through Western Eyes'

বাংলার ছোটগল্প

ছোটগল্প ছোট হবে এবং গল্পও হবে। এডগার এ্যালেন পো বলেছেন, যে গল্প পড়তে আধঘণ্টা হতে এক বা দুই ঘণ্টা লাগে তাই ছোটগল্প। অবশ্য কোন গল্প পড়তে এ অপেক্ষা কিছু কম বা বেশি সময় লাগতে পারে। মোট কথা ছোট গল্প আকারে ছোট হবে। কিন্তু ছোট গল্পরূপে আখ্যাত হতে পারে না। যদি কোন উপন্যাস ক্ষুদ্রাকার হয় তবেই তাকে ছোট গল্প বলা যাবে না। সুতরাং উপন্যাস বা বড় গল্পের সাথে ছোট গল্পের শুধু কেবল আকৃতিগত পার্থক্য নহে, প্রকৃতিগত পার্থক্যও বিদ্যমান। 'রাধারাণী', 'যুগলঙ্গুরীয়', 'রামের সুমতি' অথবা 'বিলাসী' আকৃতিতে ছোট হলেও তারা উপন্যাসই, কদাপি ছোটগল্প নহে। উপন্যাসের পরিবেশ বিস্তৃত এবং চরিত্র বিশ্লেষণ জটিল এবং গভীর তলাশ্রয়ী। মানব জীবনের বিচিত্র জীবন ধারা নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এবং বিভিন্ন মত ও কামনার তাড়নায় কিভাবে উদ্বেলিত ও উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তার পরিচয়ই উপন্যাসে পাওয়া যায়। কিন্তু ছোট গল্পে চলন্ত জীবন্ত স্রোতের একটি চঞ্চল তরঙ্গ ভঙ্গ, জটিল মানব চরিত্রের একটি চকিতদীপ্ত মুহূর্ত আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। কোন ঘটনার বিক্ষিপ্ত টুকরা অথবা কোন চরিত্রের খণ্ডিত অংশ অকস্মাৎ উন্মোচন করাই ছোট গল্পের উদ্দেশ্য। সুতরাং ছোটগল্প যেখান হতে আরম্ভ হবে তার পূর্বে অনেক বলবার আছে এবং যেখানে শেষ হবে তার পরেও অনেক লিখবার কথা থাকে। কিন্তু লেখক আদি ও অন্তের কোন পরিচয় না দিয়ে অস্পষ্ট আকার ইঙ্গিতে মধ্যকার অনারব্ধ, অসমাপ্ত অবস্থায় বর্ণনা দিয়ে যান। গল্পের সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা ছোটগল্পে নেই। কিন্তু ছোট গল্প লেখক তীব্র অনুভূতি, তীক্ষ্ণ আবেগ ও অতল রহস্য-রসে আমাদের মনকে আবিষ্ট করে তোলেন। এই তাঁর আর্ট, এতেই তাঁর কৃতিত্ব।

ছোট গল্প আধুনিক যুগের সৃষ্টি। প্রাচীনকালে রূপ কথা, উপকথা, গাথা গীতিকা, কথিকা প্রভৃতির মধ্যে ছিল, কিন্তু সেই সব গল্প কেবল গল্পই ছিল। পরপর রোমাঞ্চকর ঘটনার অনর্গল প্রবাহের দ্বারা শিশু মনের কৌতূহলী 'তারপর' প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই সেগুলি সৃষ্টি হত। কিন্তু আধুনিক ছোট গল্পে আবেশময় গল্প-রস নেই, এতে বাস্তব জীবনের কোন

গভীর সমস্যার আকস্মিক উদ্‌ঘাটন কিংবা কোন প্রচলিত প্রথা ও রীতির প্রতি লেখকের তির্যক দৃষ্টিপাতের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান যুগ গতি ও ব্যস্ততার যুগ, এখন লোকের সময় অল্প, নিশ্চিন্ত অবসরের মধ্যে এখন সুদীর্ঘ পাঠের ধৈর্য ও সুযোগ নেই, সেজন্য ছোট গল্প এখনকার লোকের রুচি ও চাহিদার অনুকূল। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকই ছোট গল্পের ক্ষেত্রে পরিক্রমণ করেছেন। কিন্তু ছোট গল্প ছোট বলে তার আর্ট ছোট নহে, স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে আকস্মিক বিস্ময়ে তীব্র আঘাত অথবা এক গভীর রহস্যের সীমাহীন সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সহজ ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। মোপাঁসার Necklace অথবা শেকভের Kiss গল্প দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ঐ গল্প দুটি পড়িলেই বুঝা যাবে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় ও অনধিগম্য রহস্য কিভাবে ছোট গল্প লেখক জমিয়ে তোলেন। মোপাঁসা, গোর্কি, শেকভ, রবীন্দ্রনাথ—এরা বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প রচয়িতা। এদের হাতে ছোট গল্পের অনবদ্য কলাকুশলতা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

বাংলা সাহিত্যেও ছোটগল্প অল্পকাল পূর্বে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু গল্পের ধারা অতীতের বিস্মৃত কাল হতে অশেষ রূপ ও রসের মধ্য দিয়ে অবিরাম বহে এসেছে। কত যোগীপাল-মহীপালের গীত, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, কালকেতু-শ্রীমন্ত সদাগরের আখ্যায়িকা বাঙালী শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করেছে! কত রাজপুত্র-রাজকন্যা, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, পক্ষীরাজ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী শিশু চিত্তকে মুগ্ধ বিস্ময়ে সম্মোহিত করে রেখেছে! কত মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলার বেদনাময় কথা বাঙালী হৃদয়কে অশ্রু ও করুণায় সজল ও স্নিগ্ধ করে রেখেছে! রামায়ণ-মহাভারতের কত ঘটনা আবহমানকাল ধরে গল্প পিপাসু পাঠকের মন চরিতার্থ করেছে তারও কি অন্ত আছে? আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত গল্প ও উপন্যাসের জন্মের পূর্বে আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, চাহার দরবেশ, লয়লা মজনু, গোলে বকাওলি ইত্যাদি মুসলমানী গল্প বিকৃত-রুচি, গল্প-বুভুক্ষু বাঙালীকে ক্ষণকালের জন্য তীব্র মাদকতায় বিভোর করে রেখেছিল সে ইতিহাসও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে উপন্যাসের জন্ম হল, কিন্তু গল্পের জন্য আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা করতে হল। উপন্যাসের রাজা বঙ্কিমচন্দ্র ছোট গল্পের সীমানা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করতে পারলেন না। সাহিত্যের রাজাধিরাজ

রবীন্দ্রনাথ সেই সীমাস্তেও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রসার করলেন। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথই ছোট গল্পের প্রবর্ত্তয়িতা এবং তিনিই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গল্প রচয়িতা। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বিশ্বে যে কয়জন দিকপাল আছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প যেন আমাদের সামনে এক অনাবিষ্কৃত সৌন্দয ভাণ্ডারের বহুকালাবদ্ধ অর্গল উন্মোচন করে দেয়। ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতেই আমাদের বিস্মিত চিত্ত কৌতূহলে, আনন্দে, রহস্যরসে আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন ছোট গল্পগুলি লিখেছিলেন তখন তিনি পদ্মার তীরে বাংলার নয়নাভিরাম প্রকৃতির লীলানিকেতনে বাস করছিলেন। সেজন্য তাঁর ছোট গল্পগুলির মধ্যে প্রকৃতির রূপের ছটা, রঙের বাহার এবং রসের প্লাবন দেখা যায়। 'অধ্যাপক', 'পোস্টমাস্টার', 'মহামায়া', 'মাল্যদান' প্রভৃতি গল্পের কথা চিন্তা করলেই এ যথার্থ মনে হবে। সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক সাংসারিক জীবন ধারার মধ্যে নাটকীয়ভাবে অকস্মাৎ ঘটনাগতি পরিবর্তন ও অপ্রত্যাশিত আবেগ ও কৌতূহল উদ্রেকের দ্বারা তিনি পরম সরস ও কৌতুকাবহ গল্প রচনা করেছেন। 'রামকানাই নির্বুদ্ধিতা', 'দেনা-পাওনা', 'পণরক্ষা', 'দান-প্রতিদান' প্রভৃতি গল্পের নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন কোন গল্প, যেমন—'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কঙ্কাল', 'নিশীথে' প্রভৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃত রহস্য এবং বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিলীয়মান মিলন রেখার রোমাণ্টিক অনুভূতি সঞ্চার করেছেন। এই গল্পগুলির আর্ট অনন্যসাধারণ। ভাষা ও গঠন কৌশলের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর প্রত্যেকটি ছোটগল্পের মধ্যে গীতিকথিকার অবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যজাল ও অখণ্ড ভাবোচ্ছ্বাস রূপায়িত হয়ে উঠছে।

রবীন্দ্রনাথের পর ছোট গল্পের ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রভাতকুমারের গল্পে সমস্যা-ঘন, ভাব-গভীর জীবনের পরিচয় নেই, এতে জীবনের উপরিস্থ ক্রীড়াচঞ্চল, বুদ্বুদরাশির পরিচয় সুপরিস্ফুট। আমাদের সাংসারিক জীবনযাত্রার উপচীয়মান ভ্রান্ত ও অসঙ্গত মুহূর্তগুলি তিনি হাস্যরসের মৃদু আলোক সম্পাতের দ্বারা স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে 'প্রতিজ্ঞাপূরণ', 'রসময়ীর রসিকতা', 'খুড়া মহাশয়', 'বায়ু পরিবর্তন', 'বউচুরি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্গহৃদয় জয়

করেছেন কিন্তু ছোট গল্প রচনায় তেমন মনোযোগ দেন নাই। তাঁর ছোট গল্প লিখবার প্রতিভা ছিল, ইচ্ছা করলে তিনি উপন্যাসের ন্যায় ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন। তাঁর কয়খানি বই, যেমন—'ছবি', 'বিলাসী', 'নিষ্কৃতি', 'স্বামী', 'একাদশী বৈরাগী' প্রভৃতি ঠিক উপন্যাস নহে আবার তাদিগকে ঠিক ছোট গল্পও বলা চলে না। তাঁর 'অনুরাধা', 'সতী', 'পরেশ' ও 'মহেশ' গল্পগুলিকেই খাঁটি ছোট গল্প বলা যায়। 'সতী' গল্পটির মধ্যে যেমন এক সতীর উৎকট সতীত্বপনা উপহসিত হয়েছে, 'মহেশ' গল্পটির মধ্যেও তেমনি দুই ভিন্ন-জীবনের সম্পর্ক অপরিসীম বেদনায় করুণ হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা ছোটগল্পের যথেষ্ট প্রগতি লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, সমাজ নীতির তীক্ষ্ণ আলোচনায়, গঠন কৌশলের অনবদ্যতায় আধুনিক গল্প লেখকগণ অসাধারণ মৌলিকতা এবং অনুপম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। গল্প লেখকগণের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের। রবীন্দ্রনাথের পর প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যদি শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক বলা যায় তবে তাহা নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। 'পাঁকে'র লেখক সমাজের স্তরে স্তরে যত পাঁক সঞ্চিত হয়ে আছে, সে সব ঘেঁটে কোকনদ সন্ধান করেছেন। সমাজের প্রচলিত নীতি ও বিধানের প্রতি তাঁর কঠোর শ্লেষ তিনি তাঁর গল্পের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করেছেন। 'পুতুল ও প্রতিমা', 'বেনামী বন্দর', 'ধূলি-ধূসর', 'মৃত্তিকা' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লিখেও সমান খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। রাঢ় দেশের কঠিন মৃত্তিকার অণু পরমাণুতে যে গ্রাম্য রস ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত তার সব সাথে তারাশঙ্করের পরিচয় অতি গভীর ও নিবিড়, সমাজের আদিম ও উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তি বর্ণনা করতেও লেখকের লেখনী এক উদ্দাম উল্লাস বোধ করেছে। তাঁর গল্পের পরিবেশ গাঢ় রঙে রঞ্জিত এবং তাঁর বর্ণনার বাঁধুনি নিটোল ও নিখুঁত। 'ডাইনীর বাঁশী', 'বেদিনী', 'জলসাঘর', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার', 'হারানো সুর', 'তিনশূন্য' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প সমষ্টির অন্যতম। গল্প লেখকদের মধ্যে বনফুলের বিশিষ্ট একটি ভঙ্গি আছে। এত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে অন্য আর কেহ এভাবে গল্পরস জমিয়ে তুলতে পারেন নি। তাঁর গল্প পড়িতে আরম্ভ করিলে মনে হয় সাধারণ কিন্তু শেষের দিকে দুই এক লাইনে তিনি আমাদের সমস্ত ধারণা বিপর্যস্ত করে

আমাদের বিস্মিত মুখে হাসির প্রলেপ লাগিয়ে দেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী মনোজ বসু বর্তমানে উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলার প্রকৃতির সাথে লেখকের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ এবং বাংলার দরিদ্র ও দুঃস্থ নরনারীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি অপরিসীম। 'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ। সুবোধ ঘোষের গল্পগুলি অভিনব চমৎকারিত্বের জন্য বাংলা সাহিত্য বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। পরিবেশের বিপ্লবাত্মক নূতনত্বে, বর্ণনার সূক্ষ্ম পারিপাট্যে, নগ্ন সত্যের দুঃসাহসিক প্রকাশে তিনি অনন্যসুলভ উৎকর্ষের প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁর 'ফসিল' ও 'পরশুরামের কুঠারে'র প্রত্যেকটি গল্পই তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া গিয়াছে।

উপরিউক্ত লেখকগণ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে অন্য অনেক উৎকৃষ্ট গল্প লেখক আছেন। বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত গল্পগুলি পরম উপভোগ্য। 'প্রাগৈতিহাসিক' এবং 'অতসীমামী'র লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লেখক রূপেও বহু-বিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেছেন। আধুনিক ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যের গৌরবের সম্পদ, এরগতি অতি দ্রুত ও বিস্তৃত, এব ভবিষ্যৎ বিরাট সম্ভাবনায় অত্যুজ্জ্বল।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে অনেক সময় আমরা আমাদের সমসাময়িক সাহিত্যকে বুঝে থাকি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আধুনিক সাহিত্যের আরম্ভ হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ আমাদের জীবনকে আমূল বিচলিত করে তুলল। পাশ্চাত্য প্রভাব একদিকে যেমন আমাদের সমাজে নবজাগৃতি আনয়ন করল তেমনই আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে অভিনব রীতিনীতির প্রবর্তন করল। প্রাচীন সাহিত্যের ধারা চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির অদ্বিতীয় কাব্য উৎস থেকে সুরু করে কবিকঙ্কণ-ভারতচন্দ্রের উর্বর প্রান্তর দিয়ে সবেগে প্রবাহিত হয়ে পাঁচালি-তর্জা-কবিগানের উষর ভূমিতে নিশ্চল, নিরুদ্ধ হয়ে আসছিল। সেই সময় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কম্বুনিনাদ করে আধুনিক সাহিত্য-ভাগীরথীকে আনয়ন করলেন। বাংলার সাহিত্যের ক্ষেত্র প্লাবিত করে প্রমত্ত বেগে ভাগীরথীর ধারা প্রবাহিত হল। মাইকেলের ধারা অনুসরণ করে এলেন অন্যান্য দিকপালেরা—হেম-নবীন-বিহারী ইত্যাদি। এদিকে বাংলা গদ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ দেখা দিল গদ্য ভাষায়—উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও নাটকে দীনবন্ধুর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিনায়ক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর হাতে এই সাহিত্য শ্রী-সৌন্দর্য-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় হয়ে উঠল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গৌরব রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট এই সাহিত্য গগনে সহস্র অংশু বিস্তার করে দেদীপ্যমান রয়েছেন। এই দীর্ঘ সময়ে যিনি এই গগনে উদিত হয়েছেন তাঁরই গাত্র এই অংশুচ্ছটায় আলোকিত হয়ে গেছে। মানবের যত রকম ভাব, অনুভূতি, কামনা, কল্পনা হতে পারে সব রবীন্দ্রের সাহিত্যে রূপ লাভ করেছে। কাব্যে তিনি বিশ্বের সর্বকালের সেরা কবিদের অন্যতম। নাটকে এবং ছোট গল্পেও তিনি আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। উপন্যাস ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে তিনি উপন্যাস-ভারতীকে বঙ্কিমের রত্নখচিত সিংহাসন থেকে নামিয়ে সাধারণ পিঁড়ির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রখর সূর্যালোকের পাশে আর একটি আলোক দেখা গেল—তা চন্দ্রের মৃদু-স্নিগ্ধ কিরণ-সম্পাত। এটা কম বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, রবীন্দ্রযুগে শরৎচন্দ্র তাঁর অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার বলে নিজের জন্য এক স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট করতে পেরেছিলেন। উপন্যাসের দিগ্বিজয়ী বীর হলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর সুগভীর অভিজ্ঞতা, অকপট বাস্তবনিষ্ঠা ও অনন্যসাধারণ রচনারীতির ফলে উপন্যাস ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের সার্থক প্রবর্তক। তিনিই ভ্রান্ত, পতিত হতভাগ্য মানব জীবনকে সর্বপ্রথম সীমাহীন দরদ ও সহানুভূতি দ্বারা অঙ্কন করলেন। তিনিই সমাজ বিপ্লবের উদ্ধত পতাকা ধারণ করে বিপ্লবী সাহিত্যিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর তাঁদেরই অবশ্যম্ভাবী প্রভাব আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে চালিত করেছে। বস্তুত তাঁদের প্রভাব এত গভীর, এত অনিবার্য যে আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে নৈরাশ্যক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁদের প্রভাবকে অতিক্রম করবার জন্য দুর্বিনীত আস্ফালন করছেন। কিন্তু যা তাঁরা অস্বীকার করতে চাইছেন তাই তাঁদের হাবভাব কথাবার্তা, আকার-ইঙ্গিতে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের পর এখনও বহু বৎসর ধরে বাংলা-কাব্যে নতুন কথা শোনান সম্ভব হবে না, সেজন্য তাঁর পরেই বাংলা-কবিতা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। কবিতার এই বন্ধ্যা অবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ঈষদ্দীপ্তির ছটা বিকীর্ণ করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যকে অস্বীকার করবার দম্ভ নিয়ে সাম্প্রতিক গদ্য কবিদের আবির্ভাব। তীক্ষ্ণ নখর ও চঞ্চুর আঘাতে তাঁরা ক্ষীয়মাণ কবিতার প্রাণে চেতনা সম্পাদন করছেন। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা নাটকেও শোচনীয় দুর্গতি দেখা দিয়েছে। নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী কেউ হতে পারে নি। তবুও আনন্দের কথা—মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি নাট্যকার সম্পূর্ণ বিলুপ্তির হাত থেকে বাংলা নাটককে রক্ষা করেছেন। একমাত্র গল্প ও উপন্যাস ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ধারা বহতা নদীর মত উচ্ছল, গতিমান, প্রাণময়। শরৎচন্দ্র তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধতম রূপ আমাদের দেখিয়েছেন কিন্তু তবুও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রবাহ পাক খেয়ে ঘোলা হয়ে যায় নি। তাঁর পরেও এই প্রবাহ শতবেণী হয়ে উচ্ছ্বসিত বেগে অগ্রগতি লাভ করেছে। তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,

মনোজ বসু, নরায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির উপন্যাস এবং বনফুল, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতির ছোটগল্প বর্তমান বাংলা সাহিত্যিকে অশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং তুলছে।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের প্রাণতরঙ্গ অতিসামান্য বিক্ষোভ অথবা বিপ্লবে অতিক্রুত বাংলা সাহিত্যের বুকে বাহিত হয়ে আসছে। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, রেডিও, এরোপ্লেন ও সংবাদপত্রের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে পৃথিবী এখন পুর্বাপেক্ষা অনেক ছোট হয়ে এসেছে। সমগ্র মানবজাতি এখন ক্রমে ক্রমে এক সমাজভুক্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং এখন কোনও সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে থাকা সম্ভব নয়। বাংলার সমাজ ও মানসিক চর্চার মধ্যেও আজ বর্তমান বিশ্বের প্রাণতা বাস্তব হয়ে উঠেছে। সেজন্য প্রমথ চৌধুরীর গল্পে ফরাসী সাহিত্যের ইঙ্গিত, বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণুদের কবিতায় অডেন, টি. এস. এলিয়েটের প্রতিচ্ছবি এবং প্রমথ বিশীর নাটকে 'বার্ণার্ডশ'এর প্রতিধ্বনি।

আগেকার সহিত্যিক যখন সাহিত্য রচনা করতেন তখন জীবন ছিল সরল ও সহজ, জীবনের আনন্দ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অনাবিল; কিন্তু এখন মানুষের জীবন নানা সমস্যায় জটিল, সন্তোষ ও আনন্দ জীবন থেকে বহু দূরে সরে গেছে। বর্তমানের সাহিত্যের মধ্যেও সে কারণে অশান্ত, জটিল, সমস্যাসঙ্কুল জীবনেব রূপায়ণ দেখা যায়। জীবন-সংগ্রাম যত তীব্র হচ্ছে মানুষের সমাজচেতনা তত গভীর হয়ে পড়ছে। ব্যষ্টি জীবনের সঙ্গে সমষ্টি জীবনের সংঘাত, এক শ্রণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর বিরোধ, চিরাচরিত নীতি ও প্রথার সঙ্গে নবজাগ্রত বুদ্ধি ও সত্যবোধের দ্বন্দ্ব এই আধুনিক সাহিত্যিকে নানা সমস্যায় পূর্ণ করে তুলছে। বিশ্বসাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেরও সমস্যাপ্রবণতা দিন দিন প্রধান হয়ে উঠছে। সামাজিক সমস্যা নিয়ে গল্প ও উপন্যাস লিখলেন দিলীপ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ইত্যাদি, নাটক লিখিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য; অর্থ নৈতিক সমস্যা রূপ পেল তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে; রাজনৈতিক সমস্যা আলোচিত হল মনেজ বসুর 'ভুলিনাই' ও 'সৈনিক' এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' প্রভৃতি উপন্যাসে। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে যেমন শ, গলসওয়ার্দি, গোর্কি, হামসুন, বোয়ার প্রভৃতি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন বর্তমান বাংলাসাহিত্যের লেখকদের লেখাতেও তেমনি সমাজের

রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে এবং হচ্ছে তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে পুরাতন সমাজের বিদায় জ্ঞাপন এবং ভাবী সমাজের সাদর সম্বর্ধনা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আধুনিক সাহিত্যে নর-নারীর চরিত্রের অতি সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের ফলে মানুষের চরিত্র যে কত বিরুদ্ধ ও বিচিত্র ভাব বিশিষ্ট তা আমরা জানতে পেরেছি। মন্মথ রায়ের নাটকে এবং সুবোধ ঘোষের গল্পে মানুষের চরিত্রের এই দ্বন্দ্বময়তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে বাইরের ঘটনা উপন্যাসে ক্রমে ক্রমে গৌণ হয়ে যাচ্ছে, James Joyceএর Ulysses বইখানার মত গোপাল হালদারের 'একদা' বইখানাও মাত্র একদিনের ঘটনা নিয়ে লিখিত।

আঙ্গিকের দিক দিয়েও পুরাতন সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের প্রভেদ সুস্পষ্ট। আগেকার সাহিত্যের ন্যায় বর্তমান সাহিত্যের মধ্যে কোন সুসমঞ্জস কাহিনী ও বর্ণনার বহুলত্ব নেই। এখন কোন গল্প অথবা উপন্যাস পড়তে গেলেই মনে হয়.এর আরম্ভ যেমন অতর্কিত শেষও তেমনই আকস্মিক। প্রকৃতির বর্ণনা এবং নর নারীর সৌন্দর্যের বিস্তৃত বিবরণ আধুনিক সাহিত্যে নেই। মানুষের জীবন যে কয়েকটি মুহূর্তের সমষ্টি এবং একটি মুহূর্তের সঙ্গে পরবর্তী মুহূর্তের কোনও সঙ্গতি নেই এই বর্তমান লেখকরা মূলতঃ দেখাচ্ছেন। সাম্প্রতিককালের কবিরা বাংলা কবিতার ভাব ও ছন্দ নিয়ে একটি পরীক্ষা চালাচ্ছেন—একদিকে ছন্দের শাসন যেমন তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন, তেমনিই আবার কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে অর্থসঙ্গতি অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। তাঁদের পরীক্ষা সার্থক হবে কিনা কালই তাহার বিচার করবে। আধুনিক-নাটকের মধ্যে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ সম্বন্ধে বাঁধাধরা নিয়ম উপেক্ষিত হয়েছে এবং নাটকের মধ্যে বিস্তৃত মঞ্চ-নির্দেশ বর্তমানে দেওয়া হয়ে থাকে। এখন নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চ-পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

কুটির শিল্প

‹এক বা একাধিক বস্তুর সমবায়ে অন্য আর এক বস্তু উৎপাদনের নাম শিল্প।› ‹যে শিল্পের উৎপাদন পল্লীবাসীর কুটিরে হয়, অর্থাৎ যা স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে, অপ্রচুর মূলধনের সঙ্গে পরিবারস্থ এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাই কুটিরশিল্প।› প্রাচীনকালে সব দেশে এই কুটির শিল্পই মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সরবরাহ করত। 'তখনও যন্ত্রমানবের অয়শ্চক্র ভীম নির্ঘোষে পৃথিবীর বক্ষ দলন করে নি, তখনও সম্মিলিত মানবআত্মা নিঃশেষে ভয়াল দংষ্ট্রার মধ্যে নিজেদের সমর্পণ করে নি। তখন পল্লীকেন্দ্রিক জীবনের নিভৃত অবসরে গড়ে উঠেছে কত বিচিত্র শিল্প, শিল্পীর সযত্ন সাধনার সজীব স্পর্শে তা হয়েছে অপূর্ব রূপ ও শ্রীতে মণ্ডিত। এটা সত্য যে, তখন লক্ষ লক্ষ লোকের দানবীয় ক্ষুধা মুহূর্তের মধ্যে মিটাবার শক্তি ও সামর্থ্য এই সব শিল্পের ছিল না, কিন্তু কই অভাবের খেদে তৎকালীন মানুষ তো মরিয়া হয়ে উঠে নি। তখনকার লোকেও অতি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করত, সৌখীন প্রসাধন দ্রব্যাদি ব্যবহার করত, মুখরোচক খাদ্যাদি খেত এবং মাটি ও ধাতব বস্তু সমূহ কাজে লাগাত। ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে বাঙ্গলার কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির সমাদর ও প্রচলন ছিল সমগ্র পৃথিবীতে। 'ভারতের অতি সূক্ষ্ম কার্পাস এবং রেশমী বস্ত্রাদি, বিশেষতঃ ঢাকার মসলিন এককালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী বিলাসীদের কাম্য সম্পদ ছিল। সুদৃশ্য খোদাই করা আসবাবপত্র, সুচারু কাজ করা পত্রাদি, উজ্জ্বল রঙের এনামেলের দ্রব্যাদি, পরিপাটি বয়নশিল্পের শোভা-সমৃদ্ধ বহুমূল্য বস্ত্রাদি ভারতবর্ষের কুটিরশিল্পের গৌরবশালী সাক্ষী হয়ে দেশ-বিদেশে গমনাগমন করত।

(অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং তখন থেকে প্রাচীন কুটিরশিল্প গুলি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হতে থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত দ্রব্য উৎপাদিত হতে থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত-শিল্পগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারগ হয়ে বিলুপ্তির পথে অদৃশ্য হল। তখনও ভারতবর্ষের শিল্পীগণ তাদের পুরুষানুক্রমিক শিল্পগুলি রক্ষা করে চলছিল, কিন্তু তারা দেশের ধনীসম্প্রদায় অথবা শাসকদের কাছ থেকে না পাচ্ছিল কোন সাহায্য না উৎসাহ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সব শিল্পগুলিকে রক্ষা না করে বরং এদের ধ্বংসের জন্যই চেষ্টা করছিল, বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে ফেলে। এই অবস্থায় বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের অনেক শ্রেষ্ঠশিল্প সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কুটির-শিল্পগুলি নষ্ট হয়ে গেল অথচ বর্তমান যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব হল না। ফলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার হতে লাগল। এই যন্ত্রশিল্পের সংখ্যা ও আয়তন ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হচ্ছে এবং কয়েকটি নাম করা শিল্পের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান যুগে যন্ত্রশিল্পের গতিরোধ করা সম্ভব নয় এবং তা কাম্যও নয়। কারণ যন্ত্রশিল্পের এমন কতকগুলি সুবিধা ও উপযোগিতা আছে যেগুলি কুটির শিল্পের মধ্যে কখনও সম্ভব নয়। মানুষের সভ্যতা যত জটিল হচ্ছে মানুষের অভাব ও প্রয়োজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান অভাব ও প্রয়োজন মিটাতে হলে প্রচুর উৎপাদন আবশ্যক, যন্ত্র ব্যতীত প্রচুর উৎপাদন সম্ভব নয়। আজকাল প্রতিযোগিতার যুগ। বিদেশী যন্ত্রজাত দ্রব্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে হলে আমাদের দেশেও যন্ত্রশিল্পের যথেষ্ট প্রসার থাকা দরকার। যন্ত্রশিল্পে অপেক্ষাকৃত কম খরচে অধিক দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব। কুটিরশিল্প সেই তুলনায় অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। কুটিরশিল্প অপেক্ষা যন্ত্রশিল্পে লাভ অনেক বেশী। দেশের অর্থ যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে যেমন বাড়ান সম্ভব কুটিরশিল্পের সাহায্যে তেমন সম্ভব নয়! যুগের ধারা অলঙ্ঘ্য, সারা পৃথিবীতে যন্ত্রের আধিপত্য আজ স্বীকৃত। যন্ত্র একটা ব্যাধি সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও এ আধুনিক সভ্যতার একটা প্রয়োজনীয় ব্যাধি।

যন্ত্রের কাছে আধুনিক সভ্যতা অনেক কিছু পেয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু যন্ত্রের দৌলতে এ আবার অনেক কিছু হারিয়েছে মনে না করে পারি না। যন্ত্র আমাদের দিয়েছে ধন-সম্পদ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু সে আমাদের কাছ থেকে হরণ করেছে শান্তি ও আনন্দ, প্রীতি ও কল্যাণ। বিরাট বিরাট কারখানা দেখে মনে হয় যে এরা যেন কোন রূপকথার বিভীষিকাময় দানবপুরী, এদের মধ্যে মানুষকে মারবার শতপ্রকার আয়োজন রয়েছে, হাজার হাজার মানুষ এর মধ্যে প্রবেশ করে আর্তভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, সেই নিঃশ্বাসই বুঝি অভ্রলেহী চিমনীর মধ্য দিয়ে অনবরত নির্গত

হচ্ছে। যন্ত্রের কবলে পড়ে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিমুহূর্তে আহত ও অপমানিত হচ্ছে। হাজার হাজার নিরুপায় মানবাত্মা সারাদিন নির্মম যন্ত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করে যখন বাইরে আসবার অধিকার পায় তখন তাদের দেহমনের মধ্যে জড়িয়ে থাকে ঊষর যন্ত্রের তৃষার্ত মাদকতা। জীবনের রস তাদের কাছে হয়ে উঠে তিক্ত ও বিস্বাদ। যন্ত্রের মারফত যে সব শিল্প উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে থাকে যেন নিপীড়িত মানবাত্মার মূক-বিদ্রোহ। তাদের মধ্যে সজীব প্রাণের সরস স্পর্শ অনুভব করা যায় না। কুটিরশিল্পের মধ্যে সেই স্পর্শের সন্ধান আমরা পাই। শিল্পী যখন কোন কিছু গড়তে চান তখন তার মধ্যে চিন্তা ও কল্পনা মিশিয়ে তাকে মনোহর করেন, নিজের অন্তরের স্নেহ ও সোহাগের রসে তাকে সরস করে তোলেন। মানুষের সখ ও পছন্দ প্রতিদিন বদলাচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল সখ ও পছন্দের চাহিদা কুটিরশিল্প যেমন মিটাতে পারে যন্ত্রশিল্প তেমন পারে না। যন্ত্র যতই কুশলী হউক, মানুষের অপেক্ষা কুশলী সে এখনও হতে পারে নি। সেই জন্য খুব সূক্ষ্ম ও জটিল কারুকার্যপূর্ণ দ্রব্য কুটিরেই জন্মাতে পারে, কারখানায় নয়। যন্ত্রশিল্পের যেমন সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধাও আছে। যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনে হাজার হাজার লোক কাজ করে। তারা ধর্মঘট করলে সেই শিল্পের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। কুটিরশিল্পে এই ধর্মঘট জনিত অচল অবস্থার উদ্রেক হতে পারে না। যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে তিক্ত শ্রেণী-সংগ্রাম আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে এ ভালো কি মন্দ সেই সম্বন্ধে তর্কে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায় যে কুটিরশিল্পের মধ্যে সংগ্রামের তিক্ততা নেই, শান্তি-শ্রী মণ্ডিত সমাজই এর দ্বারা পোষিত হয়। যাঁরা জড় অপেক্ষা প্রাণ এবং সংগ্রাম অপেক্ষা শান্তি চেয়েছেন তাঁরাই যন্ত্রশিল্পের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কুটিরশিল্প পুনঃ প্রবর্তন করবার কথা বলছেন। সমাজের মধ্যে শান্তি ও কল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যেই মহাত্মা গান্ধী কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য আজীবন চেষ্টা ও সাধনা করে গিয়েছেন।

যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্প—উভয় প্রকার শিল্পের সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। বস্তুত উভয় শিল্পেরই প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আছে, এরা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক। কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রশিল্প এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের সুবিধা ও উপযোগিতা রয়েছে এ ভাবতে পারলে উভয় শিল্পের দ্বারাই সমাজ উপকৃত হবে। বৃহৎ বৃহৎ জাতীয় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত

করতে যন্ত্রের সাহায্য অপরিহার্য। যে সব শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য আমাদের অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীল থাকতে হয় ঐ সব শিল্প যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দেশে উৎপাদন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কলকব্জা, লোহালক্কড় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উৎপাদিত হতে পারে না। ঐ সব ক্ষেত্রে যন্ত্রশিল্পের উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। আবার সূক্ষ্ম কাজ-করা রেশমী ও পশমী বস্ত্রাদি, বিভিন্ন প্রকার কাঠ ও মাটির দ্রব্যাদি, রকমারি খেলনা ও পুতুল প্রভৃতি নির্মাণে কুটিরশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। যন্ত্রশিল্পের কাজ পরিশ্রম সাধ্য, সেজন্য কঠোর পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক পুরুষরাই কলকারখানায় কাজ করবার উপযুক্ত। নারী, শিশু এবং দুর্বল ও কম পরিশ্রমী লোকেরা কুটিরশিল্পের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। কলকারখানায় কাজ করবার পরেও লোকে কুটিরশিল্পের কাজে আত্ম নিয়োগ করতে পারে। এ তার খাটুনি বাড়ায় না, বরং অবসর বিনোদনের সহায়তা করে।

এমন অনেক কুটিরশিল্প আছে যেগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে প্রসারিত করতে পারলে শ্রী ও সম্পদ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বহু লোকের জীবিকা নির্বাহের উপায় হয়। খাদ্যদ্রব্যাদি মিল অপেক্ষা কুটিরেই অধিক তৈরী হয়। কুটির-জাত দ্রব্যাদি খাঁটি ও বিশুদ্ধ বলে ক্রেতাদের আগ্রহ এদের প্রতি খুব বেশী। আজকাল ঘরে-করা তেল, মাখন, ঘি প্রভৃতি খুব বিক্রয় হচ্ছে। নানা রকম মিষ্টান্নদ্রব্য প্রস্তুত করে বহু লোক ব্যবসা চালাচ্ছে। বস্ত্রাদি বর্তমানে কলে বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হলেও মিলের কাপড় এখনও দেশের লোকের অভাব ও প্রয়োজন সম্পূর্ণ বিধান করতে পারে নি! সে কারণে তাঁতশিল্প এবং খদ্দর এখনও আমাদের সমাজে সমৃদ্ধ ভাবে বেঁচে আছে। মহাত্মা গান্ধী খদ্দর প্রচারের জন্য সারা জীবন অক্লান্ত আন্দোলন করে গিয়েছেন। তাঁর উপদেশ মত সকলেই যদি সুতো কেটে নিজেদের বস্ত্রের ব্যবস্থা নিজেরা করত তবে আজ আর দেশের মধ্যে এই বস্ত্র-সংকট দেখা যেত না। চামড়ার নানাবিধ সুদৃশ্য জিনিস, যেমন—মনিব্যাগ, সুটকেস, চটিজুতা প্রভৃতি বর্তমানে সৌখিন লোকেরাও ব্যবহার করছেন। নিত্য ব্যবহার্য লোহার নানা জিনিস, যথা—দা, বটি, সাঁড়াশি, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি হস্তে নির্মিত হচ্ছে। পিতল ও কাঁসার অনেক বাসনাদিও বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশেষ বিশেষ বংশের

লোকেদের দ্বারা নির্মিত হচ্ছে! কাঠের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, টুল, আলমারি প্রভৃতি এবং খোদাই-করা অন্যবিধ দ্রব্যাদি প্রত্যেক ঘরেই ব্যবহার হচ্ছে। কাঁচের ও মাটির নানা রকম পুতুল ও পাত্র বিক্রয় করে বহু পরিবার জীবিকা নির্বাহ করছে। এসব ছাড়াও আরও যে কত রকম কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য যে উৎপাদিত হচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না। তাদের কতকগুলি বাজারে পাওয়া যায় এবং কতকগুলি প্রচার ও বিজ্ঞাপনের অভাবে লোকের দৃষ্টিগোচরই হয় না।

৭। কুটিরশিল্প বাঁচাতে ও বাড়াতে হলে দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি ও আগ্রহ কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যগুলির প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে। এই সব দ্রব্যের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করতে পারলে এরা সর্বসাধারণের মধ্যে বহুল বিক্রীত হবে। কুটিরশিল্প অনেক স্থলেই সমৃদ্ধিলাভ করতে পারে না। তার কারণ এই শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সুব্যবস্থা নেই। সেইজন্য জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টকে এদের বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সহরে ও বাজারে কুটিরশিল্পের দ্রব্যাদির দোকান খোলা যেতে পারে। দোকানদাররা ইচ্ছা করলে এই সব দ্রব্য চেষ্টা করে ক্রেতাদের কাছে চালাতে পারেন। কুটিরশিল্পের প্রতি যাতে দেশের চিত্ত আকৃষ্ট হয় সেজন্য মাঝে মাঝে শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করে এই শিল্পের বস্তুসমূহ সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যেতে পারে। এ বিষয়ে জাতীয় গবর্ণমেন্ট এবং দেশহিতৈষী জনসাধারণের সচেতন হওয়া উচিত।

ভারতের কৃষি সমস্যা

'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের ঋষি গেয়েছেন, 'সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম'। ভারতের সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা প্রকৃতি কবির মনে কল্পনা দিয়েছে, কর্মীর প্রাণে উৎসাহ এনেছে এবং স্বদেশব্রতীর চোখে আশার সঞ্চার করেছে। দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজ শস্যক্ষেত্রের অবারিত লীলাপ্রাচুর্য ভারতভূমিকে এক অপূর্ব শোভা ও সম্পদে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। মুগ্ধ

কবির বিহ্বল কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল, 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশ ?' যে মাটি আমাদের প্রাণরসের উৎস তাকে আমরা পবিত্র মনে করি, তাকে আমরা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' রূপে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে করে থাকে। এই মাটির সম্পদ অনবরত আমাদের দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছে ভারতের কৃষক। সর্বংসহা ধরিত্রীর সন্তান এই কৃষক—প্রখর রৌদ্রে ভ্রূক্ষেপ নেই, অবিরল বৃষ্টিপাতেও গ্রাহ্য নেই, অম্লান চিত্তে হল চালিয়ে যাচ্ছে কৃষক, তার মাথায় তালপাতার ছাতা, পরণে জীর্ণবাস, সারা দেহে ঘর্মধারা। উপরে অন্তহীন আকাশ এবং নিম্নে সীমাহীন ক্ষেত্র, এদের মধ্যে রয়েছে কৃষক ও তার বলদ দুটি, কৃষকের অন্য কোন জগৎ নেই, অন্য কোন সাথী নেই। বাইরের জগতে কত বৈচিত্র, কত লোকের কলকোলাহল, কিন্তু এসব থেকে বহু দূরে রয়েছে কৃষক, তার নির্জন জগতে কর্মনিরত। কিন্তু এই উপেক্ষিত, অবহেলিত কৃষকের হাতেই আমাদের প্রাণ ও মান, এরা আমাদের খাদ্য সরবরাহ করছে এবং আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে। ভারতে শ্রমশিল্প গড়ে উঠছে, আস্তে আস্তে লোকে এই শ্রমশিল্পের মধ্যে কাজ নিচ্ছে কিন্তু তবুও সমগ্র লোকসংখ্যার তুলনায় তাদের সংখ্যা কতটুকু ? এখনও দেশের অধিকাংশ লোক নির্ভর করছে এই কৃষির উপর ; শুধু কেবল কৃষক শ্রেণী নহে, দেশের মধ্যে বিত্তশালী ও জমিদার শ্রেণীও এই কৃষকের উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই কৃষি-সমস্যাই ভারতের বৃহত্তম সমস্যা।

শ্রমশিল্পের আগমনের পূর্বে ভারতের সভ্যতা ও সম্পদ কৃষিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। কৃষির কেন্দ্র গ্রাম, সেইজন্য সেই গ্রামকে ঘিরে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে। ভারতের সমাজ সহিষ্ণু, স্থিতিশীল ও উদার—এর পিছনে রয়েছে কৃষিপ্রধান সভ্যতার প্রভাব। ভারতের ভূমি প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ, অজস্র বৃষ্টিপাত এবং অসংখ্য স্রোতস্বিনীর ধারা এই ভূমিকে সজল ও উর্বর করে তুলেছে। সেই জন্য এই ভূমির ওপর যার অধিকার ছিল দেশের মধ্যে সেই ছিল ধনী ও সম্পন্ন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যুগের গতি বদলেছে, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যারা ছিল দেশের অন্নদাতা, সমাজের মেরুদণ্ড, দুরবস্থার প্রকোপে তারাই পতিত হল। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির ওপর চাপ পড়ল, জমির উর্বরা শক্তি কমে এল, উন্নততর কৃষির উদ্ভব না হওয়াতে আমাদের দেশে কৃষিসম্পদ বৃদ্ধির সহায়

হতে পারল না, দুঃখ-দৈন্য ও ঋণজালে ক্রমে ক্রমে কৃষিসমাজ জড়িত হয়ে পড়তে লাগল। আস্তে আস্তে শ্রমশিল্পের উদ্ভব হল, কর্ষণজীবী সভ্যতা মুমূর্ষ হয়ে এল, আকর্ষণজীবি সভ্যতার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় লোকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, হল ছেড়ে লোকে কল ধরল। কারখানার বাঁশি শুনে কৃষকের মন নেচে উঠল, দলে দলে এই কারখানার গহ্বরে নিজেদের সত্তা নিঃশেষে সমর্পণ করে দিল। কারখানার আশে পাশে গড়ে উঠল সহর, সহরের সঙ্গে কৃত্রিম সাহরিক সভ্যতার পত্তন হল। যুগান্তের যবনিকা উত্তোলিত হলে আমরা বিস্মিত বিমূঢ় ভাবে দেখলাম শান্ত, শ্যামল গ্রামীণ সভ্যতা দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেছে এবং সম্মুখে সান বাঁধান রাস্তার বুকে বিদ্যুৎগামী যানবাহনসমূহ ছুটতে ছুটতে ইঁট-পাথরে গাঁথা অট্টালিকাশ্রেণী কাঁপিয়ে তুলছে। যারা কারখানার কড়া মদ খেল না, তারা মধ্যযুগীয় কৃষির আফিং খেয়ে ঝিমোতে লাগল। ক্ষয়িষ্ণু কৃষিকে আঁকড়ে যারা রইল তারা রোগে জীর্ণ, শোকে খিন্ন, ঋণে জড়িত ও দৈন্যে পীড়িত হয়ে দুঃসহ জীবনের দুর্বিষহ ভার বইতে লাগল। এই হল বর্তমান কৃষকের চিত্র।

কৃষকের এই দুঃখ দুর্গতির কারণ এই যে, কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য এতদিন জনসাধারণ অথবা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা ও আন্দোলন হয় নি। আমাদের কৃষিব্যবস্থা এখনও মধ্যযুগে পড়ে আছে। পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্য উৎপাদন চলছে কিন্তু আমাদের কৃষিব্যবস্থার মধ্যে সে-সব বৈজ্ঞানিক প্রণালী এখনও অজ্ঞাত। কৃষি ও কৃষকের অনুন্নতি ও দুর্গতির প্রধান কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হল। প্রথমতঃ আমাদের কৃষকরা নিতান্তই দৈববাদী। তারা তাদের ভূমির সজলতার জন্য উর্ধ্বে পর্জন্য দেবতার প্রতি তাকিয়ে থাকে। দেবতার কৃপা হলে ভালোই, আর অকৃপা হলে অজন্মা অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের কৃষকের ভূমি বহুধা বিভক্ত। এই বিভক্ত ভূমিতে পৃথক পৃথক ভাবে শস্য উৎপাদনের চেষ্টা করলে কখনও প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হতে পারে না। তৃতীয়ত, ভূমি কর্ষণ করবার এবং সার দিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী কৃষকদের অজ্ঞাত বলে তারা বহু পরিশ্রম করে অতি স্বল্পপরিমাণ শস্যই উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। চতুর্থত, মূলধনের অভাব বশতঃ তারা তাদের জমিতে উপযুক্ত টাকা খাটাতে পারে না। প্রায়ই তারা অন্যের জমিতে চাষ করতে বাধ্য হয়। জমির উৎপন্ন শস্য থেকে জমির মালিকের অংশ দিয়ে

এবং মহাজনের ঋণ সুদে-আসলে শোধ করে তাদের অতি সামান্য শস্যই অবশিষ্ট থাকে। পঞ্চমতঃ, তাদের উৎপাদিত শস্য উচিত মূল্যে বাজারে বিক্রয় করবার কোন ব্যবস্থা নেই। সে কারণে অভাবের তাড়নায়, মধ্যবর্তী লোকেদের প্ররোচনায় অতি সামান্য মূল্যে তারা শস্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

কৃষককে বাঁচালে আমাদের দেশ বাঁচবে এই ধারণা যতদিন আমাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ না হবে ততদিন কৃষকের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। শ্রমশিল্পের ক্রমোন্নতিতে পুলকিত হয়ে আত্মপ্রসাদ বোধ করলে চলবে না। কারণ আমাদের দেশকে রাতারাতি আমরা কৃষিপ্রধান থেকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করতে পারব না এবং তা করা সঙ্গতও নয়। শিল্পের সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়েও আমরা বলব যে কৃষিকে বাদ দিয়ে ভারতের সম্পদ ও কল্যাণ কখনও বৃদ্ধি লাভ করবে না। নিম্নলিখিত উপায়ে কৃষিব্যবস্থাকে উন্নততর করে কৃষকের জীবন সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ করা যায়। প্রথমতঃ, কৃষকদের যাতে দৈবের ওপর নির্ভর করে না থাকতে হয় সেজন্য খাল কেটে এবং জল সেচন করে ভূমির উর্বরতা বিধান করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, কৃষদের সম্মিলিত-ভাবে ভূমিকর্ষণ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে তারা সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে। তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় কলের লাঙ্গল প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। কলের সাহায্যে বিস্তীর্ণ ভূমি অতি অল্প সময়ের মধ্যে কর্ষণ করা যায়, তাতে কৃষকদের শ্রম ও সময় উভয়েরই লাঘব হবে। চতুর্থতঃ, কৃষদের অল্প সুদে অথবা বিনা সুদে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে হবে। অবশ্য একাজ প্রধানত সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চমতঃ, কৃষকরা যাতে ভূমির ওপর স্বত্ব স্থাপন করতে পারে সে ব্যবস্থা সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। মধ্যবর্তী শ্রেণীর অবলোপ সাধন করা উচিত। ষষ্ঠতঃ, কৃষি সম্বন্ধে কৃষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করা কর্তব্য। ১৯২৬ সনে ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল সেই কমিশন প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিল,—(১) কেন্দ্রীয় কোন সমিতির অধীনে কৃষি সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, (২) কৃষিজাত দ্রব্যাদির উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা। কৃষি এবং কৃষকের উন্নতি করতে হলে এই দুইটি বিষয়ের উপর যে নজর দিতে হবে তা বলাই বাহুল্য।

কৃষিব্যবস্থাকে কিভাবে উন্নত ও ফলশালী করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। জনসাধারণের দায়িত্ব আছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি দায়িত্ব

সরকারের। এখন আমাদের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই সরকারের প্রতি আমাদের হতভাগ্য কৃষককুল সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা এবং তাদের সুবিধা সংক্রান্ত আইন সরকারই করতে পারেন। সুতরাং সরকারকে এবিষয়ে অবিলম্বে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করে কৃষকদিগকে মৌখিক এবং কার্যিক শিক্ষা দান করতে পারেন। দেশে বর্তমানে কি রকম খাদ্য সংকট উপস্থিত হয়েছে তা আমরা সকলে মর্মে মর্মে অনুভব করছি। এই খাদ্য সংকট দূর করবার একমাত্র উপায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সুখের কথা সম্প্রতি সরকারও কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী খাদ্যশস্য বৃদ্ধি করবার জন্য আমাদের জাতীয় সরকার বিশেষ তৎপর হয়েছেন। সরকারের এ উদ্যম্ অব্যাহত থাকলে আশা করা যাচ্ছে অচিরেই আমরা খাদ্যশস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারব।

ধর্মঘট

ধর্মঘট আধুনিক শ্রমিকের ব্রহ্মাস্ত্র। সবল পুঁজিপতির বিরুদ্ধে দুর্বল শ্রমিকের সম্মিলিত প্রতিবাদ জানাবার উপায় এই ধর্মঘট। যখন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদের নিবেদন অথবা দাবী না মানেন তখন শ্রমিকেরা বাধ্য হয়ে ধর্মঘট করে। এতে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন। পরিশেষে তিনি শ্রমিকের সাথে আপোষ ও মীমাংসা করতে বাধ্য হন। বেতন অথবা ভাতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে সাধারণত ধর্মঘাট করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া শ্রমিকদের বাসস্থান ও অন্যবিধ সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী নিয়েও ধর্মঘট করা হয়। ছাঁটাই, কর্মচ্যুতি কিংবা সম্পূর্ণ কোন রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট হবার দৃষ্টান্তও আজ-কাল বিরল নয়। কারখানার ভিতর ঢুকে অথবা কারখানার বাইরে থেকে উভয় প্রকারেই ধর্মঘট চালান যেতে পারে। সংঘবদ্ধ ভাবে কর্মবিরতির নামই ধর্মঘট। সংঘবদ্ধ না হলে ধর্মঘটের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

শ্রেণীসংগ্রামের উপরেই ধর্মঘটের ভিত্তি। এই শ্রেণীসংগ্রাম দিন দিন প্রবল হয়ে সমাজকে জর্জরিত করে তুলছে। অথচ একদিন ছিল যখন শ্রেণী

সংগ্রামের তিক্ত আবহাওয়া থেকে সমাজদেহ ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত, যখন দেনা-পাওনার অশুভ কষাকষি মানুষকে স্বার্থপরতার পঙ্কিলপঙ্কে নিমজ্জিত করেনি। তখন কুটিরশিল্পের রামরাজত্ব চতুর্দিকে প্রসন্ন প্রভাব বিস্তার করেছিল, সানন্দ প্রাচুর্য্যের লক্ষ্মীশ্রী ঘরে ঘরে বিরাজ করত। ক্রমে ক্রমে কলকারখানার যুগ এল, বিরাট বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, শিল্পপতিদের লাভ যেমন অবাধ, লোভ তেমনি অপরিমিত হয়ে উঠল। কিন্তু যাদের হৃদয় শোণিতের রক্তকমলে লক্ষ্মীর আসন পাতা হল তারা হল বঞ্চিত, প্রতারিত। ক্রমে ক্রমে বাচাল মূক হল, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করতে দুরাকাঙ্ক্ষী হল। অভাব ও লাঞ্ছনা শ্রমিকদের সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত করল, তাদের শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠল ধর্মঘট। শিল্পের বৃদ্ধিতে শ্রমিকসমাজ সম্প্রসারিত হ'ল, তাদের সংঘশক্তি প্রবল ও প্রভাবশালী হয়ে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমগ্র বিশ্বে নিদারুণ অর্থসংকট দেখা দিল; তখন থেকে শুধু কেবল টি'কে থাকবার অধিকার নিয়ে শ্রমিক ধর্মঘটের শরণ নিল। বিগত মহাযুদ্ধের পর অর্থসংকট আরও বর্দ্ধিত হল। জিনিসপত্রের মূল্য উর্দ্ধস্তরে উঠেছে, সেই কারণে শ্রমিক ধর্মঘটও ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। আজ দেশের মধ্যে অশান্তির দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধের তিক্ততম অধ্যায় সূচিত হয়েছে, অর্থনৈতিক বিরোধ শারীরিক সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করছে, উভয় শ্রেণীর কেহই সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়তে প্রস্তুত নয়—ধনিক আজ বধির এবং শ্রমিক অন্ধ।

ধর্মঘটের বিপক্ষে অনেক নজির হাজির করলেও এ একপ্রকার নির্জলা সত্য, যে ধর্মঘট না হলে শ্রমিকদের চলে না। পুঁজিপতি শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে কুবেরের ভাণ্ডার আয়ত্ত করবেন অথচ তাদের সামান্যতম গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকার থেকে করবেন বঞ্চিত—এই নির্মম অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিক আর কি ভাবে প্রতিবাদ করতে পারে? কেউ কেউ বলেন উৎপাদন বৃদ্ধি করা কর্তব্য। কিন্তু যেখানে উদরে অগ্নি জ্বলছে, পরনে দিক্‌বস্ত্র, পিছনে কান্নার হাহাকার এবং সম্মুখে নৈরাশ্যে একাকার। সেখানে উৎপাদন বাড়াবার উৎসাহ বা সামর্থ্য কি ভাবে জন্মাতে পারে? ধনজীবী যা লাভ করেন তা অপরিমিত, সেই অপরিমিত লাভের স্বল্পতম অংশ শ্রমজীবী সম্পূর্ণ ন্যায় ভাবেই দাবী করতে পারে। ধর্মঘটে কষ্ট আছে, গুরুতর বিপদের আশঙ্কা আছে, তা সত্ত্বেও শ্রমিকেরা যখন ধর্মঘট করে তখন বুঝতে হবে তাদের

অভাব অভিযোগের তাড়না দুঃসহ হয়ে উঠছে। তাদের টাকা নেই, হাতিয়ার নেই, আছে কেবল সংঘশক্তি, এই সংঘশক্তির মারফত পুঁজিপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার তাদের নিশ্চয় আছে। আধুনিক সভ্যজগৎ এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে।

ধর্মঘট দুর্বল শ্রমিকের প্রবল অস্ত্র বটে, কিন্তু এ আরম্ভ করা শক্ত, সফল করা আরও শক্ত। ধর্মঘট করবার পূর্বে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংযত করা দরকার। বর্তমানকালে শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে এই ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠে। শ্রমিকদের স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য এক, পন্থা এক এ সকলকে বুঝাতে না পারলে ধর্মঘট সফল করা যায় না। আজকাল অনেক ধর্মঘটের ব্যর্থতার কারণ শ্রমিকদের মধ্যে একতার অভাব। এই একতা সর্বাগ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অনেক সময়ে কারখানার মালিক অথবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ঘুষ কিংবা ঘুসির সাহায্যে শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়ে ধর্মঘট পণ্ড করতে চেষ্টা করে। সুতরাং ধর্মঘট সিদ্ধ করতে হলে শ্রমিকদের যথেষ্ট সহিষ্ণুতা ও আত্মবল থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ধর্মঘট চলবার সময় শ্রমিকেরা বেতন কি ভাতা পায় না, অথচ তাদের অধিকাংশকেই দিন এনে দিন খেতে হয়। সেই কারণে ধর্মঘটচলাকালে ধর্মঘটীদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা দরকার। সাধারণত ধর্মঘটের পূর্বে শ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে একটি তহবিল সৃষ্টি করা হয়। ধর্মঘটের সময় এই তহবিল থেকে বিপন্ন ধর্মঘটীদের সাহায্য করা যেতে পারে। ধর্মঘট মালিক ও শ্রমিক ঘটিত ব্যাপার হলেও ধর্মঘটের পক্ষে সর্বসাধারণের সহানুভূতি জাগ্রত করা প্রয়োজন। সর্বসাধারণের আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য এবং সমর্থণের উপর ধর্মঘটের সফলতা নির্ভর করে। সুতরাং ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণের যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

ধর্মঘটের আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে কিন্তু এর অনুপযোগিতা ও অনিষ্টকারিতা যে নেই তাও নয়। ধর্মঘট শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ ঘটায়, মানুষকে মানুষের শত্রু করে তোলে। এমন কোন বিবাদ নেই যা মিটান যায় না এবং এমন কোন বিরোধ নেই যা সামঞ্জস্যের অতীত। কিন্তু ধর্মঘটের পথ সংগ্রামের পথ, আপোষ মিলনের পথ নয়। ধর্মঘট অনেক সময়ে বিশেষ কোন শ্রেণী স্বার্থের অনুকূল হলেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিকূল হয়ে পড়ে। আজকাল বহুলধর্মঘটের জন্য অনেক সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্লভ ও দুর্মূল্য হয়ে উঠে। যান-বাহন কিংবা অত্যাবশ্যক জিনিসের কলকারখানায়

ধর্মঘট হলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্গতির সীমা থাকে না। ট্রাম বাস, রেল অথবা ডাকবিভাগে ধর্মঘট হলে সারা দেশের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা যায়। উৎপাদন বৃদ্ধি না হলে দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না, প্রায়শঃ ধর্মঘট হলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং তা হলে শ্রমিকদের উচ্চতর বেতন ও ভাতা প্রাপ্তির পথে অন্তরায় উপস্থিত হয়।

ধর্মঘটের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই জানি এবং এর সম্ভাব্য অনিষ্টকারিতা নিয়েও আলোচনা করা হ'ল। সুতরাং খুব বিচার বিবেচনা করে ধর্মঘট না করলে দেশের সমূহ ক্ষতি হবার আশঙ্কা রয়েছে। আজকাল দেখা যায় যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও সাময়িক উত্তেজনা অথবা স্বার্থপ্রণোদিত লোক অথবা দলের প্ররোচনায় সরল প্রাণ শ্রমিকেরা ভবিষ্যৎ ফলাফল বিবেচনা না করেই ধর্মঘট করে বসে। এতে দেশের মধ্যে অশান্তি ও অরাজকতার উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য উদ্দাম হয়ে উঠে। নিজেদের শক্তি ও একতা সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে ধর্মঘটকারিরা ব্যর্থ হলে শ্রমিকদের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। সুতরাং ধর্মঘট করবার আগে ধীরভাবে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। যে সমস্ত কলকারখানায় ধর্মঘট করলে দেশের জনসাধারণকে অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে পড়তে হয় সে সব জায়গায় নিতান্ত বাধ্য অথবা নিরুপায় না হলে ধর্মঘট করা কখনও সংগত হবে না। নিজের স্বার্থসিদ্ধি অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কিন্তু সমাজের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করাই মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব-বোধে শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করা উচিত। ধর্মঘট শ্রমিকের দাবী পূরণের উপায়। এর ব্যাপক প্রয়োগ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। আজকাল স্কুল-কলেজ এবং অন্যান্য জায়গা পর্যন্ত ধর্মঘটের দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে, সত্যি বিবেচনা না করে এরূপ কার্যে অবতীর্ণ হওয়া যুক্তি সঙ্গত নয়।

ধর্মঘট শ্রমিকদের অধিকার পূরণের উপায় হলেও এর ফলে দেশের মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য ধর্মঘটের আশ্রয় না নিয়েও কিভাবে শ্রমিকদের দাবী পূরণ হতে পারে সে সম্বন্ধে অনেকে চিন্তা ও আলোচনা করা প্রয়োজন। তিন প্রকারে শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ মিটান যেতে পারে—(১) কোন মধ্যস্থ ব্যক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ করে দিতে পারে (তিনি অবশ্যই নির্দলীয় হবেন)। (২) উভয় পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে একটি মীমাংসা-সমিতি গঠিত হতে পারে। (৩) সরকারপক্ষ থেকে

বিরোধ সম্বন্ধে তদন্ত করে মীমাংসার একটি পথ নির্দেশ করা যেতে পারে, যা উভয়পক্ষের প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে। ধর্মঘট সংগ্রামের পথ—চরম পথ। এই পথে না গিয়েও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী পূরণ করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে দেখা উচিত।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত একদিন ভাবাবিষ্টচিত্তে বলেছিলেন, 'উঠ মা হিরন্ময়ী বঙ্গভূমি। উঠ মা। এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনাকে ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি; কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ মা, উঠ মা বঙ্গজননী।' কিন্তু বঙ্গজননী কি সত্যই উঠেছেন? তিনি স্বাধীন হয়েছেন বটে, কিন্তু বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার একি হৃদয় বিদারক রূপ! বিভক্ত বঙ্গের চতুর্দিকের দৃশ্য—অভাবের আর্তনাদ, অশান্তির দাবানল, লক্ষ লক্ষ গৃহহারার অসহায় বিলাপ। কমলাকান্ত বলেছিলেন, 'সুখের কথায় বাঙালির অধিকার নেই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে।' দুঃখের কথা বলে কি শেষ করা যায়! যে বাঙালী এককালে শৌর্য-বীর্যে, বিদ্যাবুদ্ধিতে, শিল্প-সাহিত্যে সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিল সেই আজ হতশ্রী, হৃতগৌরব হয়ে এক নিষ্ঠুর নিয়তির দ্বারা তাড়িত হয়ে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় দিকবিদিকে আবর্তন করছে। কমলাকান্তের কথায় আবার বলতে ইচ্ছা হয়, 'আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বরের নাম, গৌড়ীয় রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই?

বাংলার সমাজ আজ মুমূর্ষু, এই সমাজে আজ প্রাণ নেই, আনন্দ নেই, রস নেই। যে সমাজ গড়ে উঠেছিল বাংলার পল্লীকে কেন্দ্র করে সেই সমাজ

আজ বিক্লিষ্ট ও বিধ্বস্ত। সহরের মধ্যে কোন সমাজের বালাই নেই, সেখানে কেউ কারও খোঁজ রাখে না, কেউ কারও সুখ-দুঃখের ভাগী নয়, কেউ সমষ্টির কল্যাণ ও ইষ্টের কথা চিন্তা করে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী আজ সকলের পিছনে পড়ে রয়েছে। সোনার বাংলার ঘরে ঘরে আজ দারিদ্রের জ্বালা। তার অন্ন, বস্ত্র, বিত্ত, সম্বল কিছুই নেই—প্রত্যেকের মুখে খালি 'নেই নেই' সব। স্বল্পসংখ্যক চাকরীর জন্য কি প্রাণান্তকর সাধনা! কিন্তু ক'জনের অদৃষ্টেই বা চাকরি জুটবে? ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান আজ কোথাও নেই প্রায়। বাংলার ব্যবসা, কলকারখানা আজ বাঙালীর হাতে নেই। বাংলার বুকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে, কিন্তু বাঙালীর হাতে ভিক্ষার ঝুলি, বাঙালীর মুখে করুণ আবেদন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বাঙালী আজ সকলের দ্বারা লাঞ্ছিত, ধিকৃত ও অপমানিত। যে বাঙালী-স্বাধীনতা-আন্দোলনে সর্বভারতের পথ দেখিয়েছিল, সেই বাঙালী আজ সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত। সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র, ক্ষুদিরাম-অনন্ত সিং, অরবিন্দ-বারীন্দ্র, দেশবন্ধু-দেশপ্রিয় এবং সর্বোপরি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাংলা আজ স্বাধীন ভারতের ভাগ্যবিধানে বঞ্চিত—এর চেয়ে আক্ষেপ ও বেদনার বিষয় আর কি হতে পারে?

বাংলার দুর্গতি ও দুর্ভাগ্য শুধু যে অন্যের দ্বারা সংঘটিত এ মনে করলে বিষম ভুল হবে, বাঙালী নিজেও সেজন্য কম দায়ী নয়। সুতরাং কেবল পরের দোষ দিলে চলবে না। কঠোর আত্মসমীক্ষণও একান্ত প্রয়োজন। বাংলার সমাজ ক্ষয়িষ্ণু, কিন্তু সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে বাঁচাবার জন্য বাঙালীর প্রয়াস কোথায়? জীর্ণ সমাজের বিজন শ্মশানে দাঁড়িয়ে এখনও পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি করবার উৎসাহের অভাব দেখা যায় না। বাঙালী অভাব ও দারিদ্র্য দূর করবার জন্যইও বা কি চেষ্টা করছে? চাকরির জন্য বৃথা ধর্ণা না দিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন করবার উদ্যম বাঙালীর নেই। অতি সামান্য পুঁজি নিয়ে ভিন্ন প্রদেশবাসী অত্যল্প সময়ের মধ্যে বিরাট বড়লোক হয়ে উঠছে। বাঙালী যে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে না তার কারণ বাঙালীর অশোধ্য আলস্য ও উদ্যমহীনতা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর এই দুর্গতির জন্য সে নিজেও তো কম দায়ী নয়। বাংলার দল উপদলের সংখ্যা কত তা গুণে শেষ করা যায় না। দেশের ও জাতির কল্যাণ এবং উন্নতি অপেক্ষা এরা পরস্পরের প্রতি কর্দম নিক্ষেপ করা অধিকতর

প্রয়োজনীয় মনে করে। এই সর্বনাশা দুর্মতি বাঙালীর ওপর ভর করেছে বলেই তার দুর্দশা ও দুরবস্থার আজ সীমা-পরিসীমা নেই।

বাঙালীর জীবনে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বিপর্যয় বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ। মুসলীম লীগের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার অন্য উপায় ছিল না সত্য, কিন্তু এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে বাঙালীর সমাজজীবন বোধ হয় চিরকালের জন্য বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমাদের রাষ্ট্রনেতারা বঙ্গবিভাগের কি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হতে পারে তার জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না। ধর্মের নীতিতে দেশ বিভাগ হলে এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মীয় রাষ্ট্রে কি ভাবে থাকবে সে সমস্যা তাঁরা চিন্তা করেন নি। ফলে প্রবলবন্যার স্রোতের ন্যায় লক্ষ লক্ষ লোকের আগমনে তাঁরা হয়ে পড়লেন বিব্রত, বিপর্যস্ত। পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজ চিরকালের জন্য মরে গেল। যে সব হিন্দু এখনও নিরুপায় হয়ে পূর্ববঙ্গে রয়েছে অধিকাংশই যে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম বঙ্গে আসতে থাকবে এ সম্ভাবনা বাস্তববাদী লোক নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কিন্তু এ বিপুল সংখ্যক লোকের স্থান কোথায় সংকুলান হবে? পশ্চিম বঙ্গের সংকীর্ণ সীমা তাদের পক্ষে নিতান্তই অপ্রচুর। বাস্তুত্যাগী ব্যক্তিগণের মধ্যে যারা বাংলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সমূহে মাথা রাখবার চেষ্টা করছে তাদের সম্মুখে আতিথ্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে আসছে। ফলে যারা এতকাল সমাজে সংস্থিত জীবন অতিবাহিত করেছে তারা আজ সমাজবিচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করছে। পূর্ববঙ্গের যে জনগণ বিদ্যায়-বুদ্ধিতে বাঙালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আজ তাঁরা বিত্তহীন, আশ্রয়হীন ও আশাহীন হয়ে কাল কাটাচ্ছেন। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সুস্থির জীবনধারার মধ্যেই বিকশিত হয়ে উঠে। কিন্তু জীবন যেখানে লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন, অশান্তি এ অসন্তোষের ঘূর্ণিবাত্যা—যে জীবনকে নিয়ত বিক্ষুব্ধ করছে সে জীবনের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। সেজন্য বাঙালীর বর্তমান অবস্থা তার মানস সৃষ্টির পক্ষে অনুকুল নয়।

বাঙালীর এই বর্তমান চিত্রের দিকে তাকিয়ে তার ভবিষ্যতের কি আশা করব, কি আশা করবারই বা আছে! বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে যে আঘাত সে পেয়েছে তা সামলাতে তার অনেক দিন লাগবে। পূর্ববঙ্গে বাংলার সমাজ কি রূপ গ্রহণ করবে বলা শক্ত। যেখানে শরীয়তি আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত সমাজ ও সংস্কৃতি কি ভাবে বিকাশ লাভ করবে তা কে বলবে। কালে কালে পূর্ববঙ্গ সম্পূর্ণ মুসলিম-অধ্যুষিত

হয়ে অবিমিশ্র মুসলিম সংস্কৃতির স্থান হয়ে উঠবে। যে বাঙালী-হিন্দুর সাধনায় বঙ্গের শিক্ষা, সাহিত্যও কৃষ্টি জন্মলাভ করেছে তাদের সাধনা-ক্ষেত্র পশ্চিম বঙ্গের সীমিত স্থানে সংকীর্ণ হয়ে থাকবে। পূর্ববঙ্গের যে উর্বরা শস্যশ্যামলা ভূমি অধিকাংশ বাঙালীর মানস গঠন করেছে সেই ভূমির প্রভাব বাঙালীর চিত্তে আর থাকবে না। সে জন্য বাঙালী চিত্ত যদি ক্রমে ক্রমে বিরস বিশুষ্ক হতে থাকে তবে বিস্ময়ের বিষয় হবে না। যে সব বাঙালী অন্যান্য প্রদেশে বসবাস শুরু করছে তারা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে বাঙালী সমাজ থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মশক্তি থেকে বাঙালী সমাজ বঞ্চিত হবে এ কম ক্ষতির কথা নয়। বাঙালীর সেই শান্ত, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ জীবন ধারা আর বোধ হয় কোন দিন সমাজের মধ্যে আসবে না। পশ্চিমবঙ্গের স্বল্প জমির মধ্যে বাঙালীকে বাস করতে হচ্ছে বলে ঘন সন্নিবিষ্ট সমাজের মধ্যে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কঠিন, অনুর্বর ভূমিতে যে শস্য জন্মায় তা দ্রুতবর্দ্ধমান জনসাধারণের পক্ষে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। সুতরাং বাঙালী সমাজে খাদ্যসংকট চিরন্তন হয়ে থাকবে এবং খাদ্যের জন্য তাকে অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। খাদ্য সংকটের জন্য সমাজে অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও পারস্পরিক বিরোধ সম্ভবত কায়েমী হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বাঙালী সর্বভারতের শাসনব্যবস্থায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে—তাও মনে হয় না, স্বল্পসংখ্যক সভ্য নিয়ে বাঙালী কেন্দ্রীয় পরিষদে কোন উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতেও পারছে না।

বাঙালীর বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের চিত্র উপরে অঙ্কিত হল। এই চিত্র বেদনার অশ্রুতে সিক্ত, নৈরাশ্যের কৃষ্ণ তুলিকায় লেপিত। কিন্তু বাঙালী কি কোন দিনই উঠতে পারবে না—কোনদিন কি তার অদৃষ্টাকাশে পুনরায় সৌভাগ্যের সূর্য উদয় হবে না? চৈতন্যদেবের সাধনা, বিবেকানন্দের কামনা, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথের বাণী এবং নেতাজীর স্বপ্ন কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? ব্যর্থ হবে না; যদি বাঙালী নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে জাতীর কল্যাণের চিন্তা মনের মধ্যে একাগ্র করে তার ভবিষ্যতের প্রতি আশাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বাঙালীকে বাঁচতে হলে আরও কিছু ভূমি একান্ত দরকার, সেজন্য বাংলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল সমূহ যাতে সে পায় সে জন্য চেষ্টা ও আন্দোলন করা দরকার। তা না

হলে বাঙালী পুনরায় সমাজ গঠন করে এক জায়গায় থাকতে সক্ষম হবে না। বাঙালীর চরিত্রের যে-সব ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেগুলি দূর করবার জন্য তাকে সচেতন হতে হবে। আত্মকলহ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি নির্মূল করে জাতি ও সমাজের স্বার্থই সর্বোপরি স্থাপন করতে হবে, তবেই বাঙালীর পুনরুত্থান সম্ভব হবে।

বাংলার গ্রাম—অতীত ও বর্তমান

বাংলার গ্রামের কথা চিন্তা করলেই আমাদের দৃষ্টি এই কর্কশ কোলাহলপূর্ণ ধূম ও ধূলি সমাচ্ছন্ন ইঁট-পাথরের পুঞ্জীভূত কঙ্কাল থেকে কয়েকটি যুগ পশ্চাতে চলে যায়,—দেখতে পাই বাংলার বুকে কচি কিশলয় ও সবুজ শস্যের আনন্দলীলা, প্রখররৌদ্রে অম্লান চিত্তে বিজন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কৃষক হল চালাচ্ছে, আঁকাবাঁকা মেঠো রাস্তায় মন্থর গতিতে গো-শকট চলছে, গ্রামের বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় পাঠশালা বসেছে এবং অবগুণ্ঠনবতী গ্রাম্য বধূ কলসী কক্ষে জল আনতে চলেছে। এ-ই বাংলার গ্রাম—এর মধ্যেই বাংলার চিরন্তন আত্মা নিহিত রয়েছে। আমরা টেলিগ্রাম-টেলিফোন, মোটর-এরোপ্লেনের গর্ব করি, মেদিনীগ্রাসী কারখানা এবং গগনচুম্বী প্রাসাদের গৌরব করতেও পারি, কিন্তু শত হলেও এরা নিষ্প্রাণ। বাংলার প্রাণময় সমাজ, শিল্প, সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে পল্লীর সুশীতল ক্রোড়ে। কত রাজত্বের উত্থান-পতন হল, কত রাজনৈতিক হাঙ্গামা উন্মত্ত ঝটিকার ন্যায় বাংলার ওপর দিয়ে বয়ে গেল—পাল গেল—সেন এল, পাঠান মোগলের তাণ্ডবলীলা সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্নের ন্যায় শেষ হয়ে গেল, বর্গী ও মগের উদ্ধত অভিযান বার বার চোখের সামনে ঘটে গেল—কিন্তু বাংলার রূপ বদলাল না, বাঙালী মরল না; তার কারণ, বাংলার গ্রামপ্রান্তে একান্তে বাংলার আত্মা তার চিরঞ্জয় সাধনা করে গেছে। আজ বাংলার গ্রাম মুমূর্ষু, সেজন্য বাঙালীও মরতে বসেছে।

বাংলার ধনসমৃদ্ধির মূলে রয়েছে বাংলার কৃষি। এই কৃষির ক্ষেত্র গ্রামে। অতীতে যখন দেশের প্রাণ সম্পূর্ণরূপে কৃষির ওপর নিবদ্ধ ছিল তখন গ্রামও

ছিল শ্রীসম্পন্ন, স্বাস্থ্যময় ও সমৃদ্ধ। বাংলার ভূমি অকৃপণ হস্তে বাঙালীকে ধন দান করেছে, বাঙালীর ঘরে লক্ষ্মী অচলা হয়ে রয়েছেন, বাঙালীর প্রাণে খুশি এবং মুখে হাসি বিরাজ করছে। ধন সম্পত্তি গ্রামে ছিল বলে সমাজের সম্ভ্রান্ত, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা গ্রামেই বাস করতেন। তাঁরাই গড়ে তুলেছেন বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ। গ্রাম ও পরগণার অধিপতি ছিলেন গ্রামের জমিদার। এদেরই সঙ্গে বাংলার জনসাধারণের যোগাযোগ ছিল। বাদশাহ অথবা নবাবের সঙ্গে সাধারণ লোকের কোন সম্পর্কই ছিল না। অনেক জমিদার সাধারণ প্রজার ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আবার এও সত্য যে জমিদাররা দেশের সমাজ ও সাহিত্যের প্রাণ ছিলেন। তাঁদের অকুণ্ঠ বদান্যতায়, পথ, ঘাট, আশ্রম-বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে এবং তাঁদেরই অশেষ সাহায্য ও আনুকূল্যে বাংলার কবি, শিল্পী একনিষ্ঠ চিত্তে সাধনায় নিমগ্ন থাকতে পেরেছেন। তখনও বাংলার দিক-বিদিকে রেল লাইন বাংলার প্রাণকে অক্টোপাসের বন্ধনে আবদ্ধ করে নি। বাংলার নদী স্রোতশীলা এবং বেগবতী ছিল, বাংলার স্বাস্থ্যও ছিল সে কারণে নিটোল এবং নিটুট। দেশবাসীদের বসবাসে, সেবা-যত্নে গ্রাম ছিল শ্রী—সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। আমরা বর্তমানে সভ্য হয়েছি, কিন্তু ধর্ম ও মনুষ্যত্বকে অম্লান বদনে পদদলিত করতে আমাদের বাধে না। কিন্তু তখন গ্রামে জায়গায় জায়গায় দেবালয় গড়ে উঠেছে, পথে প্রান্তরে আতুরাশ্রম স্থাপিত হয়েছে। লোক যেমন খেতে পারত তেমনই খাওয়াতে ভালবাসত। তখন সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের খোঁজ খবর নিত। একে অন্যের সঙ্গে মধুর আত্মীয়তা সম্পর্কে আবদ্ধ থাকত। তখন যেমন দেশের স্বাস্থ্য ছিল, তেমনই লোকেরও স্বাস্থ্য ছিল। তখনও বাঙালী ম্যালেরিয়া-মারিত অজীর্ণ-জীর্ণ, ক্ষয়—ক্ষীণ হয়ে পড়ে নি। উদার মাটিতে অশান্তভাবে দাপাদাপি করে, নদী বক্ষে ঝাঁপাঝাঁপি করে এবং কুস্তি করে ও লাঠি খেলে বাঙালীর অনিন্দ্য স্বাস্থ্য গড়ে উঠেছিল। দৈহিক স্বাস্থ্য মনের স্বাস্থ্যকে জন্ম দেয়। সেজন্য তখনকার বাঙালী হাসতে জানত এবং আনন্দ করতে পারত। তখন পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা প্রবাহিত হয় নি বটে, কিন্তু দেশের লোকে তখনও একেবারে মূর্খ ও অশিক্ষিত ছিল না। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বিদ্যালয় বসেছে, টোলে-চতুষ্পাঠীতে ছাত্র-অধ্যাপকের মধুর সম্বন্ধে গড়ে উঠেছে এবং কথক ঠাকুরের সুললিত কথকতার মধ্য দিয়ে জনসাধারণ কত শিক্ষণীয় বিষয় জানতে পেরেছে। গ্রামের শিল্পীদের হাতে নানা প্রকার কুটির শিল্প জন্ম লাভ করেছে।

তাঁতী তাঁত বুনেছে, শাখারি শাঁখা করেছে, কারিগর পুতুল ও প্রতিমা গড়েছে এবং মুচি ও ডোম প্রভৃতি শ্রেণী নানা বেতের দ্রব্য নির্মাণ করেছে। বাংলার সাহিত্য গ্রামীণ সমাজেই চিরকাল পুষ্টি লাভ করেছে। বাংলার ছড়া ও প্রবাদ, গীতিকা ও কথিকা, অনুবাদ ও মঙ্গলকাব্য বাংলার গ্রাম্য সমাজ ও জীবনকেই ফুটিয়ে তুলেছে। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র একটি পালায় নায়ক মনের খেদে বলছে :—

উইড়া যাইরে কাল ভমরা কইও কন্যার ঠাঁই।
তোমার মইষাল বন্ধু প্রাণে বাঁইচা নাই॥
উইড়া যাইরে বনের পাখী বাঁশের আগা চাইয়া।
মরিছে তোমার মইষাল জলেতে ডুবিয়া॥
উইড়া যাইরে চিল-চিলুনী বইসা গাওরে কালা।
কইওরে মইষাল মরছে মনে পাইয়া দাগা॥

উদ্ধৃত অংশের মত বাংলার অধিকাংশ প্রাচীন কবিতার সঙ্গে গ্রাম্য প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান দিল।

ইংরাজ আগমনের পরও বহুদিন পর্যন্ত বাংলার গ্রামের মধ্যে সুস্থ জীবন ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ কলকাতার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বিপ্লুত করেছিল কিন্তু গ্রামের কৃষি, কুটির শিল্প, যাত্রা-পাঁচালী-কীর্তন-ভাটিয়ালী, চণ্ডীমণ্ডপ-চতুষ্পাঠী নিরুদ্বেগে চলছিল। কিন্তু পরিবর্তন আরম্ভ হল যান্ত্রিক শিল্পের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেদিন থেকে লোকে কর্ষণজীবী সভ্যতা ত্যাগ করে আকর্ষণজীবী সভ্যতার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, সেদিন থেকে গ্রামের সুখ ও সমৃদ্ধি লুপ্ত হতে লাগল। কৃষক হল ছেড়ে কল ধরল। প্রশস্ত গৃহ ও আঙ্গিনা ত্যাগ করে অপ্রশস্ত কুঠরীতে আশ্রয় নিল, স্বাধীন জীবন থেকে বিদায় নিল, যান্ত্রিক জীবনের কাছে দাসখত লিখে দিল। কলকারখানা ও যন্ত্র শিল্পের সঙ্গে নাগরিক সভ্যতা তার সর্বপ্রকার কাঠিন্য ও কৃত্রিমতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল।

নাগরিক সভ্যতার কল্যাণে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি সন্দেহ নেই। বিদ্যুৎ, বেতার, যানবাহন, কলকব্জা ইত্যাদি আমাদের জীবনে অনেক সুবিধা ও সৌকর্য দান করেছে। আধুনিক জগতে এসব না হলেও চলে না তাও বোধ হয় সত্য কিন্তু গ্রামীণ সভ্যতার সঙ্গে আমরা জীবনের শান্তি ও আনন্দ

হারাতে বসেছি। গ্রামগুলির চেহারা দেখলে মনে হয় না যে এককালে এদের মধ্যে কত জীবনের সুখদুঃখ, হাসি কান্নার বিচিত্র ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গ্রামে আজ কারা আছে? যারা পঙ্গু ও নিরুপায়, জীবনে যাদের সর্বপ্রকার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে তারাই গ্রামের বাসিন্দা। এদের নিরুদ্যম মনে নিদারুণ দুঃখের ছায়া এবং পাংশু নেত্রের সম্মুখে সুগভীর নৈরাশ্যের কৃষ্ণ যবনিকা। বড় বড় অট্টালিকা, যেখানে বহু লোকের শত প্রকার গুঞ্জন-কলরব ধ্বনিত হত আজ সেগুলি বন্য বৃক্ষ ও লতায় আকীর্ণ, জীর্ণ ইট পাথরের মধ্যে এখন ইঁদুর ও চামচিকার অবাধ রাজত্ব। কত ক্ষুধিত পাষাণ বাংলার গ্রামে গ্রামে বিদ্যমান কে তার খোঁজ রাখে। প্রত্যেক গ্রামই যেন এক একটি ভয়াবহ শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। সেই শ্মশানে কেবলই মানুষের বিদায়ের দৃশ্য, সেখানে নবজাতকের অভ্যর্থনা একেবারেই নেই। ডোবা, জঙ্গল, ও পচাপুকুরের কল্যাণে গ্রামে ম্যালেরিয়ার নিরঙ্কুশ প্রসার। জমিদার গ্রাম ছেড়েছেন, জমিতেও এখন আর সোনা ফলে না। জিনিষপত্র দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য, আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থাই আর গ্রামে বেঁচে নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'রসের জোগান আজ সেখানে অবসিত'—এই গ্রামের অবস্থা। রোগে ভুগে, দুঃখের ঘা খেয়ে গ্রামের অবশিষ্ট লোকগুলি তাদের নিরানন্দ জীবনের শেষ দিনটির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

ম্রিয়মাণ গ্রাম্যসমাজ বোধ হয় চরম আঘাত পেয়েছে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে। রাজনৈতিক দর কষাকষিতে বঙ্গের অর্ধেক অঙ্গ বিসর্জন দিতে হল, তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ আরম্ভ হল লক্ষ লক্ষ লোকের বাস্তুত্যাগ। পিতৃপিতামহের স্মৃতি-পূত কল্যাণদায়িনী, জননী স্বরূপিনী জন্মভূমির মায়া চিরকালের জন্য ত্যাগ করে বঙ্গের অগণিত লোক চলে এল কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফ্লাটে, বস্তিতে, গ্যারেজে ও আস্তাবলে। বাংলার গ্রাম্য সমাজ বোধ হয় চিরতরে বিশ্লিষ্ট ও বিচূর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু গ্রামকে বাঁচান দরকার, তা না হলে বাঙালী বাঁচবে না। বাংলার সমাজ বাঁচবে না। লোকের সহরমুখী গতিকে গ্রামের দিকে ফিরাতে হবে। গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যে, শ্রীতে, আনন্দে উন্নত করে তুলতে হবে। গ্রামের মধ্যে শিক্ষা, জীবিকা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। গ্রামের পুনরুজ্জীবন না হলে বাঙালী সমাজের উত্থানের আশা নেই।

বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি

সংস্কৃতি অথবা কৃষ্টি কথাটি নিয়ে অনেক প্রকার আলোচনা হয়েছে। সংস্কৃতির অর্থ বিশেষ ব্যাপক। যাতে মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রকাশ হয় তাকেই আমরা সংস্কৃতি বলে অভিহিত করতে পারি। সুতরাং এই সংস্কৃতি বলতে ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার, শিল্প, সাহিত্য, গীত-বাদ্য ইত্যাদি সব কিছুই বুঝায়। লৌকিক সংস্কৃতির অর্থ সেই ধরণের সংস্কৃতি যা লোক সাধারণের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, মননশীল পণ্ডিতের জ্ঞান ও বুদ্ধি অবলম্বন করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাকে আমরা লৌকিক সংস্কৃতি বলতে পারি না। সংস্কৃত ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির বিজাতীয় সমাজ আদর্শ আমরা বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না, কিন্তু কথক ঠাকুরের কথকতা অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েত আমরা বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির অঙ্গ বলে মনে করতে পারি। উচ্চ রাগ-রাগিণী যুক্ত ধ্রুপদ ও খেয়াল লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন, কিন্তু ভাটিয়ালী ও যাত্রা গান এই সংস্কৃতি পরিচায়ক।

মরা মানুষ অমরত্ব লাভ করে সংস্কৃতির দ্বারা। মানুষ মরে, তার রাষ্ট্র ও সভ্যতা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু তার সংস্কৃতি অক্ষয়, অমর হয়ে বেঁচে থাকে। ভারতবর্ষে আর্য আগমনের পর অনার্য শাসন ও সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিলীন হল। কিন্তু অনার্যসংস্কৃতি বেঁচে রইল আর্যসংস্কৃতির মধ্যে। এক সংস্কৃতি যখন অন্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তখন অনেক সময়েই তা ছদ্মবেশ ধারণ করে। সে জন্য ভিন্ন সংস্কৃতির রূপ বুঝা অনেক সময়ই শক্ত হয়ে পড়ে। বহু সংস্কৃতির ধারা এমন ভাবে হয়তো আমাদের বর্তমান সমাজের মধ্যে টিঁকে আছে যাদের স্বরূপ পুরাতত্ত্ববিদ ছাড়া অন্য কারও কাছে সহজে ধরা পড়ে না। ভারতের সামাজিক জীবনে ধান, পান, সুপারী, কলা, সিন্দুর ইত্যাদি যে অস্ট্রিক সংস্কৃতির চিহ্ন এবং শিব যে একজন দ্রাবিড় দেবতা এ আর এখন বুঝবার উপায় নেই। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এটাই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ আর্যসংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র, কিন্তু আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব এই দেশে সর্বত্র পরিস্ফুট। নেগ্রিটো, অস্ট্রিক,

দ্রাবিড়, শক, হুন, পহ্লব, মুসলমান, ইংরাজ ইত্যাদি কত বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির প্রভাব আর্যসংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছে কে তা গণনা করেছে ?

বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে এ বাংলার গ্রাম ও প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। বাংলার মাটি সজল ও সরস, বাঙালীর মনও তো এই মাটির প্রভাবেই গড়ে উঠেছে। সেইজন্য বাঙালীর গীতিকা, ছড়াও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তো এই স্নিগ্ধ ও কোমল অন্তরের প্রতিচ্ছবি পাই। বাংলার প্রকৃতি পল্লব ও কিশলয়ে, ফুলে অপরূপ শ্রী ও শোভা ধারণ করে, সেইজন্যেই তো বাঙালী এত ভাবুক, এত কাব্যরসিক, বাঙালীর সারা জীবনই যেন একটি কাব্যের সুরে বাঁধা। বাঙালীর ধমনীতে অনার্য রক্ত অধিক পরিমাণে প্রবাহিত, সেজন্য বাঙালীর আর্যসংস্কৃতির মধ্যেও অনার্য খাদ রয়েছে প্রচুর। বাংলার দেব-দেবী, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পকলার মধ্যে আর্যেতর সমাজের বহু পরিচয় জীবন্ত ভাবে বিদ্যমান। বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা নিয়ে আমরা নিম্নে আলোচনা করেছি।

বাংলায় ও ভারতবর্ষে সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হ'ল ধর্ম। আমাদের দেশে ধর্ম শুধু মাত্র ঈশ্বর উপাসনার উপায় নয়, এ আমাদের জাতীয়ত্ব ও সংস্কৃতির উৎস। বাংলার সাহিত্য ও শিল্পকলাও তার ধর্ম থেকে প্রেরণা লাভ করেছে। বাংলার মধ্যে লৌকিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম পাশাপাশি বিরাজমান। আবার অনেক লৌকিক দেব-দেবী পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েছেন। অনার্য ব্যাধের দেবতা চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়েছেন, দ্রাবিড়শিব ও আর্যরুদ্র-শিব এক হয়েছেন। ষষ্ঠী দেবী মনসা দেব-দেবী যে বাংলার ঘরে ঘরে পুজিত তা গুণে শেষ করা যায় না।

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানও সংস্কৃতির অন্তর্গত। বাংলার সমাজ দায়ভাগ আইন ও রঘুনন্দনের স্মৃতির দ্বারা মোটামুটি শাসিত হলেও কত লৌকিক আচার-ব্যহার সংস্কার-ঐতিহ্য যে সমাজের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছে তার অন্ত নেই। ডাক ও খনার বচন বাংলার কৃষকদের কৃষিকার্যে অনেক উপদেশ দান করা থাকে, হাঁচি, টিকটিকি, সর্পদর্শন, চক্ষুর পক্ষ্ম কম্পন ইত্যাদি বহু প্রকার কুসংস্কার সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। সূতিকাগৃহে ও বিবাহ বাসরে কত লৌকিক আচার অনুষ্ঠান পালিত হয় কোন শাস্ত্র গ্রন্থে তা নেই। 'কড়ি দিয়ে কিনলেম, দড়ি দিয়ে বাঁধলেম। হাতে দিলাম মাকু, এখন ভ্যা কর তো বাপু।'—এখন স্ত্রী-আচার বাংলার সমাজের

সম্পূর্ণ নিজস্ব। বাংলার পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার আভরণের মধ্যেও তার নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'মেঘডুম্বুর শাড়ী' পাটের পাছড়া, নথ ও বেসর ইত্যাদি বাংলার মেয়েরা পরিধান করতেন, প্রাচীন বাংলা কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয় সাহিত্যে। বাংলার লোক সাহিত্যের মধ্যে তার লৌকিক সংস্কৃতি জীবন্ত হয়ে আছে। শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্য, যাত্রা ও কবিগান, বাউল ও ভাটিয়ালী, ছড়া ও প্রবাদ ইত্যাদির মধ্যে আছে বাংলায় প্রাণস্পন্দন। এই সাহিত্যের মধ্যে জয়দেবের সঙ্গীত নেই, বিদ্যাপতির অলঙ্কার নেই, ভারতচন্দ্রের ভাষা নেই ও রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় ভাব নেই; কিন্তু এ মধ্যে সরল পল্লী জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আছে। ফুল্লরা, খুল্লনা, বেহুলা, কালু ও লখ্যা, আগমনী ও বিজয়াগানের মেনকা ও উমা, মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা আমাদের পল্লী সমাজের নিখুঁত চরিত্র।

চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যেও বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। বাংলার পুরচারিণী লক্ষ্মীবতীদের আলপনার সৌন্দর্যের তুলনা খুব কম চিত্রকলার মধ্যেই আছে। পটুয়াদের পট এবং হাঁড়ি কলসী বাসন ও বস্ত্রের মধ্যে যে সূক্ষ্ম চিত্রণ দেখা যায় তা সত্যই অপূর্ব। বাঁশ, খড় ও মাটির দ্বারা পল্লীবাসী বাঙালী যে রকম কুটির নির্মাণ করে তা বাংলার বাইরে কোথাও দৃষ্ট হয় না। বাংলার কারিগরেরা যেরূপ সুন্দর প্রতিমা নির্মাণ করেন তার শিল্প সৌন্দর্য অনবদ্য। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের গড়া পুতুলও খেলনা দ্রব্য আজ পর্যন্তও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলার নানা প্রকার কুটির শিল্পের মধ্যেও তা লৌকিক সংস্কৃতির চিহ্ন পরিস্ফুট। বাংলার গ্রামের তাঁতিরা আজ পর্যন্তও সুন্দর সুন্দর বস্ত্র বয়ন করে বস্ত্রসংকট খানিকটা দূর করেছে। বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র নির্মাণ করেছে। গ্রামের মেয়েরা যে কাঁথা সেলাই করতে পারে তার শিল্প নৈপুণ্য অতীব প্রশংসনীয়। গ্রামের গরীব লোকের ঘরে যে সব পাটী, মাদুর, মোড়া আসন তৈয়ারী হয় তার দ্বারাও অনেক লোকের জীবিকার সংস্থান হয়। গ্রামের কুটির শিল্প আজ যন্ত্রশিল্পের দ্বারা স্থানচ্যুত, কিন্তু এই কুটির শিল্পে যে শ্রী ও সৌন্দর্যের বিকাশ হত তা আমরা ভুলতে বসেছি।

বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির পরিচয় আমরা ওপরে দিয়েছি। আজ

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আঘাতে লৌকিক সংস্কৃতি দেশের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলার গ্রাম থেকে বাঙালীর প্রাণ সহরের মধ্যে সঞ্চারিত। সহরের মধ্যে আধুনিক যন্ত্র ও জড়বাদের প্রভাবে নূতন বিজাতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হচ্ছে, কিন্তু বাংলার গ্রামের সংস্কৃতি অযত্নে অনাদরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বঙ্গ বিভাগের ফলে বাংলার সংস্কৃতি আজ বিশ্লিষ্ট ও বিধ্বস্ত। এই লৌকিক সংস্কৃতিকে বাঁচাতে না পারলে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

শিক্ষার মাধ্যম রূপে বাংলাভাষা

ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই দেশের শিক্ষা বিতরণ করা হত। তখন অবশ্য বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি, কিন্তু টোলে-চতুষ্পাঠীতে, পাঠশালায় এবং কথক-ঠাকুরের আসরে আমাদের শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হত। সেই শিক্ষার তেমন কোন গভীরতা ও জটিলতা ছিল না বটে, কিন্তু তার ধারা ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সকলের মধ্যেই প্রবাহিত হত। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব দেখা দিল ইংরেজ অধিকারের কিছুকাল পরেই। কোন্ ভাষায় শিক্ষা প্রচলন করা হবে তা নিয়ে দেশের মধ্যে তুমুল বাদবিতণ্ডা উপস্থিত হল। একদল ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রবর্তন করতে কৃতসঙ্কল্প আর একদল দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার করতে আগ্রহশীল। প্রথম দলে ছিলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় দলে ছিলেন হোরেস হেমান উইলসন, রামকমল সেন ইত্যাদি। ভারতবিদ্বেষী লর্ড মেকলে প্রথম দলে যোগদান করবার পর তাঁদেরই জয়লাভ হল।• ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক স্থির করলেন যে গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী ভাষা ও শিক্ষা প্রচারে আনুকূল্য করবেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার, ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন (বেথুন) প্রভৃতি মহামতি ব্যক্তিগণের চেষ্টায় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। তারপর এই একশত বৎসর ধরে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের দেশের

মধ্যে অপ্রতিহত আধিপত্য বিস্তার করেছে। বস্তুত ইংরাজদের রাষ্ট্রিক জয় অপেক্ষা তাঁদের সাংস্কৃতিক জয় অধিকতর গভীর ও সুদূর প্রসারী হয়েছে—তাঁদের শাসন আমাদের বাহ্য জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছে মাত্র, কিন্তু তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের মনকে বশীভূত করেছে। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পর বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটেছে। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি আমাদের অধিগত হয়েছে। এই শিক্ষা আমাদের মনকে মুক্ত ও স্বাধীন করেছে, জাতীয়তার আদর্শ ও অনুপ্রেরণা আমরা এই শিক্ষার কাছ থেকেই পেয়েছি।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা আমরা ইংরাজি ভাষার মধ্য দিয়ে পেয়েছি বলে এই শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারে নি। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান লোক এই শিক্ষা লাভ করতে পেরেছে এবং দেশের আপামর জনসাধারণ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। একশত বৎসরের অধিক ইংরাজি শিক্ষা প্রচলেনর পরেও দেশের দশজন মাত্র লোক সাক্ষর—এর বেশী শোচনীয় অবস্থা আর কি হতে পারে? বিদেশী শাসকগণ তাঁদের সরকারী ও সওদাগরী আফিসে ইংরাজী-জানা কেরানী চেয়েছিলেন, সেজন্য ইংরাজী ভাষা বিস্তারে তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দেশীয় শিক্ষাব্রতীগণও যে এতকাল ইংরাজি ভাষার মাধ্যম পরিত্যাগ করতে চান নি, তার কতকটা কারণ—দেশীয় ভাষার প্রতি তাঁদের বিরাগ ও অবহেলা এবং কতকটা কারণ—দেশীয় ভাষার দৌর্বল্য ও অনুপযোগিতা। কিন্তু বিদেশী ভাষাতে একটী বিদ্যা আয়ত্ত করতে হলে তার জন্য যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রমের অপচয় হয়। আমরা সকলেই জানি যে স্কুল ও কলেজে ইংরাজি ভাষার দুরতিক্রম প্রতিবন্ধকের জন্য ছাত্রগণ সেই ভাষার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে সমর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হ'য়ে চলতে পারে না।'

আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের শিক্ষা-পরিচালনার দায়িত্ব জাতীয় সরকারের উপর পড়েছে। কি ভাবে এখন শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার প্রবর্তন করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় সরকার চিন্তা ও পরিকল্পনা করেছেন। প্রায় সকলেই এখন একমত যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করলে শিক্ষা সকলের পক্ষে সহজ ও সুলভ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে যে শিক্ষা স্কুলে কলেজে দেওয়া হবে তার মাধ্যম অবশ্যই

বাংলা ভাষা হওয়া উচিত। আমাদের রাষ্ট্রভাষা সম্ভবত হিন্দী হবে অন্তত সরকারের সেইরূপ অভিমত। কিন্তু হিন্দীকে প্রাদেশিক শিক্ষার বাহন করা সঙ্গত হবে না। কারণ তা হলে বাঙালীর ছেলের শিক্ষা লাভের সমস্যা থেকেই যাবে। হিন্দী রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এবং প্রাদেশিক যোগাযোগের উপায়রূপে যদি ব্যবহৃত হয় সে কথা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। কিন্তু বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিতরিত হলে বাঙালীর ছেলে অতি অল্প সময়ে এবং সামান্য আয়াসে দেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবে। বাংলা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ভাষা, এই ভাষা সর্বপ্রকার গভীর ভাব এবং জটিল তত্ত্ব প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। সুতরাং বাংলাকে শিক্ষার বাহন করা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ও সন্দেহই উঠতে পারে না।

কিন্তু বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রবর্তন করতে হলে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা উচিত তা অতি সত্য কথা কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা খুব সহজ নয়। জাতীয় সরকার সেজন্য আরও কিছু কাল ইংরাজি ভাষার মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালিনী দেশীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এর সম্বন্ধেও সেই সমস্যা আছে। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজি ভাষার ন্যায় সর্বক্ষম নয়, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব এই ভাষার মধ্য দিয়ে এখনও অনায়াসে প্রকাশ করা যায় কিনা তা সন্দেহজনক। বৈজ্ঞানিক নাম ও সংস্কারের এখনও যথেষ্ট পারিভাষিক শব্দ নির্ণীত হয় নাই। ইংরাজি ভাষার স্থান নিতে হলে বাংলাকে এখনও আরও অনেক সমৃদ্ধিশালিনী, বিস্তারশালিনী এবং উন্মেষশালিনী হতে হবে।

সুতরাং শিক্ষার মাধ্যম রূপে বাংলাকে গ্রহণ করতে হলে এর সংস্কার ও উন্নতি করার দায়িত্ব আমাদিগকে গ্রহণ করতে হবে। বাংলা ভাষায় রসচর্চা অনেক হয়েছে কিন্তু মনচর্চা হয়েছে অতি সামান্য। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন বাংলা ভাষায় এরূপ লেখকের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ন্যায় লেখক কয়জনই বা জন্মগ্রহণ করেছেন! শিক্ষার বাহন যে ভাষা হবে সেই ভাষা সুন্দর না হলেও চলে কিন্তু তাকে বলিষ্ঠ হতে হবে। বাংলাভাষায় এই বলিষ্ঠতার সাধনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমাদের

দেশে অনেক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁরা যদি বাংলা ভাষায় তাঁদের অমূল্য গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করতেন তবে বিজ্ঞানের ভাষারূপে বাংলা অত্যন্ত শক্তিশালিনী হয়ে উঠত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁরা বাংলা ভাষায় কোন মূল্যবান আলোচনা করেন না। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় বৈজ্ঞানিক যদি বাংলা ভাষার চর্চা করতেন তবে ভাষা হিসাবে যেমন এর প্রতিষ্ঠা বাড়ত তেমনি বিদেশী বিজ্ঞান-আলোচকের পক্ষে বাংলা জানা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ত। পারিভাষিক শব্দ নির্ণয় করা আর একটী প্রয়োজনীয় কাজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরিভাষা-সমিতি স্থাপন করেছিলেন, ফলে অনেক পারিভাষিক শব্দ গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শাসন-ইংরাজি শব্দ সমূহের অনুবাদ করবার জন্য একটী সমিতি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। সুতরাং তাঁরা যে সব শব্দ গঠন করেছেন সেগুলি বিশেষ সঙ্গত ও উপযোগী তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের মতে পারিভাষিক শব্দ নির্ণয় করবার ভার একটী সর্বভারতীয় সমিতির হাতে দেওয়া উচিত। কারণ সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা মূল সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং পারিভাষিক শব্দ-গুলিও সংস্কৃত থেকে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ইংরাজি গ্রন্থ সমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। অনূদিত গ্রন্থগুলির ভাষা ও রচনারীতির মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকা উচিত। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হতেছে এই অনুবাদের ভার একটি বোর্ড বা সমিতির হাতে দেওয়া। সেই বোর্ড বা সমিতির দ্বারা অনুমোদিত হলে তবে বইগুলি পড়ান চলতে পারে—এই ব্যবস্থা করা দরকার।

আমরা রাষ্ট্রিক স্বরাজ লাভ করেছি, কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বরাজ এখনও লাভ করতে পারে নি। মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে যখন আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব তখনই আমাদের ভাষা পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষা লাভ করবার জন্য আমরা ইংরাজি ভাষার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যাচ্ছি এই দীনতা ও অপমান তখন দূর হবে। 'বিনা স্বদেশীর ভাষা পুরে কি আশা'—স্বদেশীর ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা মনের দারিদ্র্য অপসারিত করতে পারে না।

সংবাদপত্র

মানুষের সীমাবদ্ধতার যুগ অপসৃত হয়েছে। কূপমণ্ডুকের মত আর সে থাকতে চায় না। আত্ম সচেতনার সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশের প্রবন্ধ মানুষের বৈশিষ্ট্য, তাদের শিক্ষা, তাদের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রতি মানুষের মধ্যেই অজ্ঞাতে সঞ্চারিত হয়েছে। তাই দূর-দূরান্তরে থেকেও একে অন্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব। বর্তমান যুগে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করছে সংবাদ পত্রের কল্যাণে। দৈনন্দিন জীবনে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীতা অকল্পনীয়। ঘুম ভাঙার পর সংবাদপত্র হাতে না এলে স্বস্তি বোধ হয় না। দৈনিক সংবাদ পত্রের চাহিদাই সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ বিশ্বের সংক্ষিপ্ত খবর বহন করে আনে দৈনিক সংবাদপত্র। তা'ছাড়া, মাসিক, পাক্ষিক, ষাণ্মাসিক প্রভৃতি নানাধরণের সাময়িক পত্রিকা প্রচলিত আছে। দৈনিক সংবাদপত্র থেকে এই সকল পত্রিকা ভিন্ন গোত্রীয় কারণ এতে সংবাদ অপেক্ষা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ অধিক থাকে।

সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা মনুষ্য-জীবনে অপরিবর্জনীয়। কর্ম-ব্যস্ত মানুষ সংবাদপত্রের সাহায্যে রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি সম্বন্ধে নানা তথ্য জানতে পারে। সুতরাং সব দিক দিয়ে বিচার করে আমরা সংবাদপত্রের তিনটি রূপ অনুধাবন করতে পারি। প্রথমতঃ সরকারের পক্ষপাতিত্ব করে এক প্রকার সংবাদপত্র সমাজকে প্রভাবান্বিত করে। শাসন-ব্যবস্থার গলদগুলি চেপে দিয়ে সরকারের সুব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ ও সুপরিকল্পনার প্রতি সযত্ন আগ্রহের জয়গান করাই এই জাতীয় সংবাদপত্রগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকার নিজ অর্থ ব্যয়ে এই জাতীয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে সমাজে দৃঢ় করবার প্রয়াসে এক এক জাতীয় সংবাদপত্র পরিচালিত হয়। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগত বিদ্বেষ, কিংবা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ এই জাতীয় সংবাদপত্রের সাহায্যেই প্রচারিত হয়। সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বাঁচিয়ে রাখা, ব্যক্তিস্বার্থে সমষ্টির অমঙ্গল সাধন করা। মানুষের মনকে অকারণে ও অকারণে উত্তেজিত করা এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের একচেটিয়া বৃত্তি। তৃতীয়তঃ, জনহিতার্থে সংবাদপত্রের পরিচালন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক কর্তৃক জনসেবার্থে এই প্রকার সংবাদপত্রের উদ্ভাবনা। দেশের

লোককে আত্ম-সচেতন করতে সমাজের অমঙ্গলকারী বীজগুলি উৎসাদন করবার প্রয়াসে, জনশিক্ষার প্রচারার্থে এই জাতীয় সংবাদপত্রগুলি কার্য করে থাকে।

প্রচারকার্য ছাড়াও সংবাদ পত্রের অন্যান্য বিভাগ আছে। যেমন রাজনৈতিক, বাণিজ্য-সংক্রান্ত, সাহিত্য-বিষয়ক, খেলা-ধূলা সম্বন্ধীয়, নারী-মহল, শিশু-মহল, সব কিছুরই সন্ধান দৈনিক সংবাদপত্রগুলি আমাদের পরিবেষণ করে। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি প্রবন্ধ, গল্প, খুব সংক্ষিপ্ত সংবাদ সমবায়ে পরিচালিত হয়। উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র একটি বৃহৎ রাজ্য পরিচালনের অন্যতম সহায়ক। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের সহায়তা প্রয়োজন। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় সংবাদপত্রের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের সম্পূর্ণ খবর দেশবাসীকে দেওয়া হয় না; কারণ তা হলে একদিকে বিপদাশঙ্কায় দেশের লোক বিভ্রান্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা, অন্য দিকে দেশের শত্রুপক্ষীয় লোকেরা বিপ্লব বাধাবার সুযোগ পায়।

সংবাদপত্রের প্রয়োজনীতা অধিক থাকলেও ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে সংবাদপত্রের সমাদর লাভ খুব সহজ নহে শিক্ষার বিস্তৃতি ছাড়া সংবাদপত্রের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। জনগণের জন্যই তো সংবাদপত্রের প্রয়োজন। সুতরাং সরকার পক্ষ থেকে একদিকে শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য দান, অন্যদিকে সংবাদপত্রের উৎকর্ষতা ও ব্যাপকতায় অর্থ ব্যয় প্রয়োজন।

সংবাদপত্র একনিষ্ঠতা, পরার্থপরতা, সত্যবাদিতা সমন্বিত হয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত হলে জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন হয়। সংবাদপত্রের শক্তি অপরিসীম। এই সংবাদপত্রের সংখ্যাগুলি প্রতিদিন ভোর থেকেই সহরে, গ্রামে, রেলষ্টেশনে, এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, কোন জরুরি খবরই আজকাল আর বেশীক্ষণ চেপে রাখা যায় না। পোস্টাফিসের মাধ্যমে ঘরে বসেই মফঃস্বলের লোকেরাও সংবাদপত্র পেয়ে থাকেন। এই সকল সংবাদপত্রের সংবাদ অপেক্ষা মতবাদ লোকের মধ্যে কার্য করে অধিক। সমগ্র দেশে জনমত গড়ে তুলতে সংবাদপত্রের মত শক্তি কারও নাই। অনেক দুরূহ রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। এই সকল সংবাদপত্রের মারফতে সেই দুরূহ বিষয়ের সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ ও আলোচনা জনে জনে পরিবেষণ করা হয়। পাঠকেরা সেই সংবাদ ও আলোচনা পড়ে বিষয়টি সহজেই বুঝতে

শেখে। ভিন্ন ভিন্ন দলীয় কাগজের ভিন্ন ভিন্ন মত! সুতরাং যারা যে ধরণের কাগজ পড়ে তাদের মতও সেইরূপ ভাবে গড়ে ওঠে। অনেক সময় সংবাদ-পত্রের মারফতে মিথ্যা সংবাদ ও মত প্রচারিত হয়। তাতে ঐ সকল কাগজের পাঠকেরা যথেষ্ট বিভ্রান্ত হয়। সেইজন্য সংবাদপত্র পরিচালকদের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। অতি সাবধানে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যাবতীয় খবর ও মত নির্দেশ করা উচিত। অনেকগুলি কাগজ আছে যেখানে সংবাদ অপেক্ষা মন্তব্য বেশী থাকে। সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অধিক পরিমাণে সংবাদ পরিবেষণ করা, মত নয়। অধিক মত প্রকাশ করলে পাঠকদের মনের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়। পাঠকরা যাতে স্বাধীনভাবে নিজেদের মত গড়ে তুলতে পারে সেদিকে সংবাদপত্র-পরিচালকদের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

বৈজ্ঞানিক-বিপ্লব পৃথিবীর জড়ত্ব মোচন করেছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির হস্তের চাবি কেড়ে নিয়ে স্তরে স্তরে প্রকৃতি-রহস্য উন্মোচন করেছে ও করছে। কিন্তু বিজ্ঞানের আবির্ভাব খুব সদ্যপ্রসূত বা আকস্মিক নয়। আদিযুগে মানুষ যেদিন আগুনের ব্যবহার, ধাতুর ব্যবহার, হল দ্বারা জমি কর্ষণ করতে জানল, সেইদিন থেকেই গোপনে গোপনে বিজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রাচীনকালে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে এই ভারতবর্ষেই বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। পদার্থবিদ্যা, রাসায়নবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে ভারতবর্ষ যখন জ্ঞানলাভ করেছিল, তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিজ্ঞান-সম্বন্ধে তেমন জ্ঞানলাভ করতে পারে নি। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক সাধনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও বিজ্ঞানচর্চায় অবহেলা করে নি। ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হয়েছে মধ্যযুগে। তবে বর্তমানে ইউরোপ ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বহু অগ্রবর্তী রয়েছে।

স্থলে, জলে, আকাশে অপ্রতিহত গতিতে বিজ্ঞান আজ জয়যাত্রা করেছে। দুর্লঙ্ঘ্যগিরি, দুস্তর মরু, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, বিভীষিকাময় সমুদ্র অনায়াসে আপন

ক্ষমতায় বশ করে নিত্য নূতন উদ্ভাবনে নিযুক্ত আছে। বিজ্ঞানের অসাধ্যসাধন দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশকে অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য দিয়ে রক্ষা করছে, বন্য শত্রু প্রপীড়িত দেশগুলিকে রক্ষা করছে, এক দেশের খবর অন্য দেশের নিমেষের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। বেতার, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, আকাশ পোত প্রভৃতির সাহায্যে বিজ্ঞান মানুষের অপরিসীম কল্যাণ সাধন করছে। ইয়োরোপ স্থূল পৃথিবীকে সর্বাংশে ভোগ করবার জন্য আবিষ্কারের পর আবিষ্কার করে চলেছে। ইয়োরোপের এই বিজ্ঞান-যজ্ঞে এশিয়াও অংশ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে জাপান এককালে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল। কিন্তু আজ রাশিয়া, আমেরিকা যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পৃথিবীকে একটি যুগের অগ্রগতি দান করেছে সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। রাশিয়া আমেরিকার নিজেদের সৃষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্যে মঙ্গলে চন্দ্রে অভিযানই সে কথা বলছে।

বিজ্ঞান অসাধ্যসাধন করা ছাড়াও মানুষের জীবন-প্রণালীর প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছে। সহজ জীবনযাত্রা আর নেই। নিত্য নূতন ফ্যাসান দুরস্ত ব্যবহারিক জিনিসপত্র মানুষকে লোভাতুর করে তুলেছে। গৃহকর্মগুলিও ইলেকট্রিকের সাহায্যে মুহূর্তে সম্পন্ন হচ্ছে। কম সময়ের মধ্যে সব কিছু হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। তারই ফলে মানুষ আলস্য-প্রবণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের অদমনীয় শক্তির মধ্যে যে জয়ের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে গিয়ে অসুখীও কম করে নি ; কারণ মানুষের তৃপ্তির শেষ নেই, পাওয়ার মধ্যে একটা চাওয়ার প্রবৃত্তি সর্বদাই সজাগ। চাওয়ার প্রবৃত্তি কখনও কখনও আসুরিক শক্তি বিশিষ্ট হয়ে অনর্থের সৃষ্টি করে ; যেমন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্ভাবন। বিজ্ঞানের বলে একদিকে যেমন উপকার সাধিত হচ্ছে, অপর দিকে তেমনি মনুষ্য-ধ্বংসের বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হয়ে বিজ্ঞান মনুষ্য-সমাজে ভীতির সঞ্চার করেছে। যুদ্ধের ফলে বিজ্ঞান দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই উন্নতির ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ—একটা সমগ্র দেশ চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিমানধ্বংসী-কামান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিণ, টর্পেডো, বেলুন, ব্যারেজ, অটোমেটিক মেসিনগান, উন্নততর বিমান, জাহাজ, সর্বাপেক্ষা ধারণাতীত বস্তু আণবিক বোমা পৃথিবীর মানুষগুলিকে নিঃশেষে নির্মূল করে ফেলেছে। আর আজ হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন রকেটের আবিষ্কারে পৃথিবী ধ্বংসের উপায় ক্ষণের সীমায়।

ভগবান মানুষকে শক্তি দিয়েছেন, শুভবুদ্ধির পথে পরিচালিত করবার জন্য। কিন্তু মানুষ তাকে অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে ক্রমেই মরণের মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ মানব-সভ্যতায় কলঙ্ক লেপন করেছে। ভগবানের দান কখনই অন্যায়ের সহায়তা করবার জন্য নয়। যে আণবিক শক্তি মনুষ্য-সমাজকে ধ্বংস করতে উন্মুখ, সেই আণবিক শক্তি যদি কার্যকরী ক্ষেত্রে ও জনকল্যাণে নিয়োজিত করা হয় তবে দেশের ও সমাজের প্রভূত মঙ্গল হয়।

বিজ্ঞান বর্তমানে অতি প্রবল হয়ে ধর্মকে বিলুপ্ত করে একাধিপত্য লাভ করতে চাইছে। বিজ্ঞান জীবনকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে স্তরে স্তরে স্থূল ভাবে উপভোগ করতে মানুষকে সাহায্য করছে। ধর্ম শাশ্বত-বিশ্বাসের বলে মানুষকে আত্মোন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করেছে এবং মানুষ ধর্মকে আশ্রয় করে অন্তরে বাইরে উদার ও উন্নতমনা হয়েছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম একে অন্যের সর্বদা পরিপন্থী। কিন্তু মানব-মঙ্গল সূচনা করতে পারে উভয়ের মিলন। বিজ্ঞান-জগতের আবিষ্কার যদি কেবলমাত্র মানব-কল্যাণের পক্ষেই সুফলপ্রসূ হয়, তবে জয়-যাত্রার পথে বিজ্ঞানের গতি চিরকালই অপ্রতিহত থাকবে।

জীবিকা-নির্বাচন

জীবিকা-নির্বাহ করা মানুষের অতি সাধরেণ ধর্ম। মানুষ কেন পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকল জীবই জীবিকার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে। এ সংসারে মানুষমাত্রকেই পরিশ্রম করে যেতে হয়। চুপ করে বসে থাকলে খাওয়া-পরার জন্য প্রচুর কষ্ট পেতে হয়। তাই প্রত্যেকেরই কোন না কোন একটি কর্ম-প্রণালী অনুসরণ করে নিজের এবং পরিবারের বহু লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করে নিতে হয়।

জীবিকার্জনের প্রণালীগুলি সকল কালে সমান থাকে না। এককালে ছিল যেমন অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করত। তখন সামান্য যে পৈতৃক ভূমি থাকত তাতে চাষ করে অনেকের কোনরকমে সংসার চলে যেত। কেউ কেউ

পৈতৃকবৃত্তির অনুসরণ করে সুখে জীবনযাপন করত। স্বর্ণকার, কর্মকার, চর্মকার, সূত্রধার, মৎসজীবী, কাংসজীবী, তন্তুবায়, ব্যবসায়ী, মৃৎশিল্পী, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাদের বৃত্তিগুলি সন্তানদের শিখিয়ে যেত, তারাই সেই সকল বৃত্তি অবলম্বনে কর্ম করে সুখে কাল কাটিয়ে দিত। এইরূপে কুটির-শিল্পের উন্নতি ও প্রসার গ্রামে গ্রামে দেখা যেত। ক্রমে সময়ের পরিবর্তন হল। যন্ত্রদানব এসে মানুষের হাতের কাজকে গ্রাস করল। গ্রামে-গ্রামে, সহরে-সহরে কলকারখানা স্থাপিত হল। গ্রামের লোক চাষবাস, পৈতৃকবৃত্তি ছেড়ে অতি লাভের আশায় কলকারখানায় যোগ দিল। এমনি করে দেশের শিল্প, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য লোপ পেল। বিশেষ করে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর আজ আর বাঙালীর তেমন হাত নেই। আজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এবং বিদেশীরা এসে বাঙালীর মুখের গ্রাস কেঁড়ে নিয়ে পুষ্ট। জীবন-সংগ্রামে বাঙালী আজ পরাজিত ও লাঞ্ছিত।

দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা কলকারখানায় যোগ দেওয়ায় তাদের দুর্দশা আজ চরমে উঠেছে। আর মধ্যবিত্তশ্রেণীরও দুঃখের সীমা নেই। মধ্যবিত্তশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আই-এ, বি-এ পাশ করে চাকুজীবী হচ্ছে। কিন্তু চাকুরীর তো একটা সীমা আছে। সমগ্র জাতি যদি চাকরী করতে চায়, তবে এত চাকরী আসবে কোথা থেকে? আর সমগ্রজাতি চাকরী করতে চাইলে, দেশের সম্পদও বৃদ্ধি পায় না। তাই বাঙালী আজ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে মরণের মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বাঙালীকে বাঁচতে হলে তার লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পবিদ্যা ও সাবেকী বৃত্তিগুলির পুনরুদ্ধার করতে হবে। শুধু চাকরী করে কোন জাতিই টিকে থাকতে পারে না।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষায় বাংলাদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক। বুদ্ধিমান বলেও বাঙালীর অহংকার আছে বেশ। সেইজন্যই বোধ হয় বাঙালী কোন প্রকার ছোট কাজ করতে লজ্জা পায়! রাশিরাশি অধ্যাপক, উকিল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রচুর লেখা-পড়া শিখেও অধিকাংশ লোকই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে পারছে না। যুবকেরা বি-এ, এম-এ পাশ করে আজ বেকার। একটি কর্মখালি হলে এক হাজার লোক সেখানে দরখাস্ত করে। এতে বাঙালী-জীবনের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়।

কিন্তু এইরূপ অবস্থা বেশীদিন প্রশ্রয় দিলে অপমৃত্যু অনিবার্য। বিশ্ববিদ্যালয় রাশিরাশি ছাত্রকে ছাপ দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করছেন। এরূপ ব্যবস্থা

বন্ধ করিতে হবে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর যাদের উচ্চ শিক্ষার দিকে মন নেই, তাদের রুচি অনুযায়ী নানাপ্রকার বৃত্তিশিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। পরীক্ষার ফল যাদের ভাল তারাই কেবল কলেজে পড়তে পাবে। অন্য ছেলেমেয়েদের কলেজে পড়ে সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন নেই। এ-সম্বন্ধে জাতীয় সরকার একটি পরিকল্পনা রচনা করবেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে বৃত্তিশিক্ষা লাভ করে শিক্ষার্থীরা গ্রামে চলে যাবে। গ্রামে গিয়ে গ্রামগুলিকে সংস্কার করে গ্রামের শ্রী ফিরিয়ে আনবে। ছোট ছোট কুটিরশিল্প, যা বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে, সেগুলিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবে। এভাবে কাজ করলে জনবিরল গ্রামগুলি জনপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং মানুষের জীবিকার্জনের উপায়গুলি সহজলভ্য হবে।

অ্য দেখতে হবে। অনিচ্ছাক্রমে কোন কর্ম বেছে নিলে সেদিকে উন্নতি হয় না। এমন অনেক দেখা গেছে যে, ডাক্তারীতে মন নাই, অথচ জোর করে ডাক্তার হয়ে শেষে আর ভাল লাগে না। তাই ডাক্তারী পাশ করেও ইচ্ছার অভাবে ডাক্তারী ব্যবসায়ে অকৃতকার্যতা এসেছে। এইভাবে বহু জীবন অবিবেচনার ফলে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং বৃত্তি-নির্বাচন রুচি অনুসারে কাজ করতে হবে এবং তা বিবেচনাসাপেক্ষ। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ওকালতী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু সকলের পক্ষে এ বিদ্যাগুলি অধিগত করা সহজ নয়। শক্তির কথা বলছি না, বলছি সামর্থ্যের কথা। দেশ আমাদের দরিদ্র; সুতরাং দরিদ্র দেশবাসীর সন্তানদের জন্য অল্প ব্যয়ে ও সহজে বৃত্তিশিক্ষার নানাপ্রকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আধুনিক কালে সরকার সেদিকে মনোযোগী হয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর লাঞ্ছনার অবধি নেই। নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তিগুলি শিখতে পারলে বাঙালী স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে এবং অচিরেই চাকরীর মোহ কেটে যাবে। বাঙালীর ঘর আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠবে।

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ

সমাজ-ব্যবস্থার এক আধুনিক নীতিকে বলে সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল, এই যে, এমন একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করা, যার মধ্যে ধনবণ্টনের ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং জমিজমা, কলকারখানা প্রভৃতি কোন জিনিসেরই উপর ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের সুরু হয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। এই সময়ে গ্রেটব্রিটেনে Robert Owen এবং William Morris, ফ্রান্সে Fourier এবং Proudhon এবং জার্মানীতে Karl Marx and Federick Engels প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকেরা সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে নানাদিক দিয়ে আলোচনা করেন। যদিও এই সকল লেখকদের মতের মধ্যে তখন পারস্পরিক মিল ছিল না, তথাপি সবাই এই কথাটা বিশ্বাস করতেন যে, ধনতন্ত্রবাদকে সরিয়ে দিয়ে একটি নূতন সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে না পারলে মানুষের কল্যাণ নেই।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বহু পূর্বে ইউরোপের নানাস্থানে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার (Feudalism) প্রচলন ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে মুষ্টিমেয় লোক জমির ওপর এক চেটিয়া অধিকার ভোগ করত এবং সেই সূত্রে রাজনীতি ও ধর্মের ওপর আধিপত্য বিস্তার করত। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশীদিন টিকল না। আর্থিক ও রাষ্ট্রশাসনের নিষ্পেষণে মরিয়া হয়ে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল, যারা ভূমির ওপর অবাধ কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করল এবং বাণিজ্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রটি দখল করে বসল। ছোট ছোট গৃহশিল্পের স্থানে বিরাট বিরাট কলকারখানা স্থাপিত হতে লাগল। এই সব কলকারখানার মালিকেরা আবার সাধারণ শ্রমিকদের অল্প পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নিজেদের লাভের অংশ বৃদ্ধি করতে লাগল। এদের চক্রান্তে পড়ে সহস্র সহস্র কৃষক ক্ষেত-খামার ছেড়ে কলকারখানার মজুর হতে লাগল। সাধারণ মানুষের অভাব এবং দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অপরদিকে কারখানার মালিকরা দেশের অর্থশোষণ করে স্ফীতকায় হতে লাগল। আর্থিক জগতে এই প্রকার ধনবণ্টনের অসাম্যের ফলে সৃষ্টি হল দুটি শ্রেণী—মালিক ও শ্রমিক। মালিক

ও শ্রমিকের জীবনযাত্রার এই অভাবনীয় পার্থক্য ক্রমে সমাজে সৃষ্টি করে শ্রেণী-সংগ্রাম। 'কেহ মরে বিল সেঁচে, কেহ খায় কই'—এই প্রথা শ্রমিকরা বরদাস্ত করতে পারল না। তারই ফলে গড়ে উঠল সমাজতান্ত্রিক দল। ধনতন্ত্রবাদ (Capitalism) ছিল শোষণ ও বঞ্চনানীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজতান্ত্রিকদল প্রচার করল সমানাধিকারবাদ (Socialism) মুনাফাখোর মালিক ও বঞ্চিত শ্রমিকের সংঘর্ষ আজও সমানভাবে চলছে।

সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের মধ্যে নানামত ও পথ দেখা দিয়েছে। State Socialists, Industrial Socialists. Syndicalists, Guild Socialists, Trade Unionists প্রভৃতি দল নিজ নিজ মতানুসারে গণতান্ত্রিক পথে চলবার চেষ্টা করছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়াতে এক নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই বিপ্লবীদল Karl Marx-এর নীতি অনুসারে কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদীদল গড়ে তুলেছে। এদের মত হচ্ছে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীতে শোষণশীল রাষ্ট্রের উৎখাত করা এবং শ্রেণী-হীন সমাজ ও সাধারণের মঙ্গলকর রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কমিউনিষ্টদের নীতি অনুসারে বর্তমানে রুশদেশের রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় অর্থ যাতে সকলে সমানভাবে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা এই রাষ্ট্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি হ'ল, ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। ধনতান্ত্রিক সমাজে ভূমি, কল-কারখানা, যানবাহন, খনিজ দ্রব্যের ওপর ব্যক্তিগত স্বার্থ পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থের বিলোপসাধন করে ধনোপার্জনের উপায়গুলিকে জাতীয়সম্পদে পরিণত করা। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকই রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করে। সমাজতন্ত্রী নীতিতে পণ্য-উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নেই বলেই শ্রমিকরা কোনদিনই শোষিত হবে না। এই নীতির প্রচারকরা বিশ্বাস করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা, মানুষের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য অচিরেই লোপ পাবে।

ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রীদল নানা শাখায় কার্য করছে। ১৯২১ সাল থেকে নানা অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদীদল ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানেও এর কার্য-প্রণালী প্রসারিত হয়েছে। ১৯৩৫ সাল থেকে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির উদ্ভব হয়।

১৯৫৭ সাল হইতে 'কংগ্রেস' কথাটি উঠে গিয়া কেবলমাত্র 'সোস্যালিষ্ট পার্টি' নাম রাখা হয়। এই উভয় দলের একটি করে বিপ্লবী শাখাও আছে। অত্যাধুনিক কালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি দুটি দলে বিভক্ত— দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী। দক্ষিণপন্থীরা আধুনিক রুশবাদের অনুসরণে ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে সহ-অবস্থান এবং কিছুটা সামঞ্জস্য বিধান চায়। বামপন্থীরা ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে চির-বিপ্লবের পথে শোষিত শ্রেণীর মুক্তি সুখের সংগ্রামী হয়ে মার্কস্‌বাদকেই অনুসরণ করতে চায়।

এককালে বিজয়ী বীরেরা অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবী জয় করে নিজেরা ভোগ করেছে। বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে শুধু তারা ভোগ করে নি, অপচয়ও করেছে। তারই ফলে সাধারণ মানব লাঞ্ছিত ও শোষিত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করেছে; রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ভেদনীতি যুক্ত হয়ে বিষাদের অন্ধকারে দেশকে ঢেকে দিয়েছে। ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে অধর্ম, শিক্ষার নামে অশিক্ষা।' অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশাহীন মানুষ দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে নিরানন্দ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। এ নিয়ে ইউরোপে মাঝে মাঝে যেমন একদল সমাজ-সচেতন নেতা সদ্‌যুক্তির দ্বারা সমানাধিকারবাদ বা সমভোগবাদ প্রচার করেছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষেও সেরূপ কার্য মাঝে মাঝে কেউ কেউ করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী এবং আরও অনেকেই মানুষের সেবাকেই মানুষের ধর্ম বলে প্রচার করেছেন। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের ক'রেছ অপমান··· ইত্যাদি—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সমানাধিকারেরই বাণী। প্রভু ও ভৃত্য, ধনী ও নির্ধন, শাসক ও শাসিত—এই ভেদনীতি পৃথিবী থেকে উঠে যাক, এই আশা আজ বহুমনে জেগেছে। ধনতন্ত্রবাদ আজ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মানব কল্যাণের আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদই অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীকে জয় করে নেবে বলে অনেকে বিশ্বাস করে থাকেন।

দেশভ্রমণ

'সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে যাই পাসরি।'

সুদূরের প্রাণমাতানো সুর যখন কানে প্রবেশ করে তখন অভ্যস্ত জীবন যাত্রায় বিরাগ জন্মে যায়, উদাসী মন তখন উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে পথে বেরিয়ে পড়তে চায়। পথ বন্ধনহীন গ্রন্থি বেঁধে দেয়, পথের গ্রন্থি দু'দিনেই ছিঁড়ে, কিন্তু পথের চিহ্ন মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকে, রঙীন আবেশে তা মনকে চিরকাল আবিষ্ট করে রাখে। মানুষ নিজত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবর্তন করতে করতে মাঝে মাঝে বিশ্বমানবের আহ্বান শুনতে পায়, তখন গণ্ডির ব্যবধান অতিক্রম করে সে বিশ্বের সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

'বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে।'

মানুষ যখন এরূপ ভাবে তখন দূরকে সে নিকটে পায়, পরকে করে তোলে আত্মীয়, তখন অদেখা জায়গায় যাবার জন্য সে ব্যগ্র হয়, অজানা লোকের সঙ্গে মিশবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এই নেশা যখন মানুষকে পাগল করে, তখন সে ঘরের নিশ্চিন্ত আরাম পরিত্যাগ করে বাইরের অনিশ্চিত, বিপদসংকুল পথের যাত্রী হয়। যাত্রাপথ যত দুর্গম, যত রহস্যময় ভ্রমণকারী তত আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেজন্য সে 'উর্মিমুখর সাগরের পার মেঘচুম্বিত অস্ত গিরির চরণে তলে' যাবার দুঃসাধ্য সাধনা করে। এই সাধনায় কত আত্মা আহুতি দিল, কত অমূল্য প্রাণ অজানা জায়গায় অকালে ঝরে পড়ল কে তার হিসাব রেখেছে? কিন্তু তবুও তো মানুষের নেশা যায় নি, সে জন্য কত নতুন দেশ আবিষ্কার করবার জন্যে সে অনন্ত সমুদ্রযাত্রা করেছে, কত অভ্রংলিহ পর্বতশৃঙ্গ জয় করবার জন্য সে তুষারাবৃত পথ আরোহণ করেছে এবং কত আরণ্য জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করবার জন্যে সে হিংস্র শ্বাপদ-সংকুল গহন অরণ্যানীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। কত মার্কো পোলো, যুয়াংচুয়াং, কলম্বাস, ভাস্কো-ডা গামা, কাপ্তেন কুক, লিভিংস্টোন পৃথিবীর কত অদৃষ্ট, অশ্রুত জায়গা আবিষ্কার করে মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদ দান করে গেলেন তা ভেবে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় আমাদের মন আপ্লুত হয়ে ওঠে।

এই বিপুলা পৃথিবীর মধ্যে যে কত বিচিত্র জায়গা ও বিভিন্ন লোক আছে তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের সাংসারিক জীবনে মানুষ জগৎ সম্বন্ধে সামান্যই জানতে পারি, বিরাট অজানা রাজ্যের কিছুটাও না জানলে জীবনের কোন উদ্দেশ্য ও সার্থকতাই থাকে না। আমাদের পরিচিত আবেষ্টনীর বাইরে এলেই এই বৈচিত্রময় জগৎ নিত্য নূতন রঙে ও রসে আমাদের মন বিস্মিত, রোমাঞ্চিত করে তোলে। সূর্যোদয় আমাদের প্রত্যহই দেখছি কিন্তু দার্জিলিঙে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের উপর বালার্কের অরুণ আভা অথবা কোনারকের সূর্যমন্দিরে দাঁড়িয়ে দিগন্তশায়ী সমুদ্রের বক্ষ থেকে প্রভাত-রবির অভ্যুদয় যে না দেখেছে সে কখনও সূর্যোদয়ের শ্রেষ্ঠ শোভা উপভোগ করতে পারে নি। জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী আমরা বারবার দেখেছি, কিন্তু শুভ্র সমুজ্জ্বল তাজমহলের সম্মুখে মর্মরবেদীর ওপর বসে অথবা কাশ্মীরের নিস্তরঙ্গ ঝিলমের বক্ষে ভাসতে ভাসতে জ্যোৎস্নার যে রমণীয় মাধুর্য আস্বাদ করা যায় তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। একই পৃথিবীর মধ্যে এবং একই মানব-সমাজের মধ্যে কতই না পার্থক্য! প্যারিস অথবা নিউইয়র্কে বর্তমান সভ্যতার কি বিপুল সমারোহ; বিলাস-বসন, ব্যস্ততা ও কোলাহলের কি অন্তহীন আয়োজন! আবার প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অজ্ঞাত দ্বীপে অথবা কোন দুর্গম উপত্যকায় গেলে হয়ত দেখা যাবে ঐ সব জায়গার মানুষ আধুনিক অন্নগ্রাসী-সভ্যতার সর্বপ্রকার স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে। স্কটল্যাণ্ডের মনোহর পাশ্চত্যপ্রদেশে ভ্রমণ করে, যবদ্বীপে মুখোস-পরা নর্তকে চিত্তচমৎকারী নৃত্য দেখে অথবা গ্রীস ও রোমের ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করে যে আনন্দ পাওয়া যায় ঘরে বসে তা অনুমান করা যায় না।

অনেকেই ভ্রমণে যান কিন্তু তাঁরা বহু জায়গা ঘুরলেও কিছুই দেখেন না, কারণ দেখবার শক্তি ও শিক্ষা তাঁদের নেই। ভ্রমণে বার হলে চক্ষু উন্মীলিত ও মনকে জাগ্রত রাখতে হয়। যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, প্রাকৃতিক দৃশ্য, অধিবাসীদের জীবনধারণ প্রণালী ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করব—এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমণে যাওয়া উচিত। অনেকে অল্প জায়গা দেখেও মনের মধ্যে কিছুই সঞ্চয় করতে পারেন না—এর কারণ বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য। কোন প্রসিদ্ধ জায়গায় যেতে হলে সেই জায়গা সম্বন্ধে পড়ে অথবা লোকের কাছে শুনে যাওয়া উচিত। তা ছাড়া সেই

জায়গা ও তার জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ভাব পোষণ করা উচিত। তা না হলে সেই জায়গা থেকে কোন আনন্দ পাওয়া যাবে না। মিস মেয়ো অথবা হাক্সলী ভারতে এসে Mother India অথবা Jesting Pilate এর মধ্যে যে বিবরণ নিবদ্ধ করে রেখেছেন তাতে তাঁরা ভারতের আতিথ্যের অসম্মান করেছেন। এই রকম ভ্রমণকাহিনী তাঁরা লিখে আনন্দ পেয়েছেন হয়ত কিন্তু পড়ে তো কেউ আনন্দ পায় না। ভ্রমণে সুখ আছে, কিন্তু সেই সুখ কষ্টলভ্য। পথের অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করতে না পারলে ভ্রমণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ট্রেণের বার্থ রিজার্ভ না করলে এবং বহু লোকজন ও বহুতর জিনিস পত্র সঙ্গে না নিলে যাঁর চলে না তিনি একজায়গায় গিয়ে বায়ু পরিবর্তন করতে পারেন বটে, কিন্তু ভ্রমণে যাওয়া তাঁর পক্ষে সাজে না। ভ্রমণে যেতে গেলে গৃহের মায়া ভুলে পরিব্রাজকের মত লোটা এবং কম্বল মাত্র সাথী করে পথে বেরিয়ে পড়তে হবে; নিত্য নূতন সঙ্গী জুটবে, নিত্য নূতন পান্থশালায় স্বল্প কালের আশ্রয় নিতে হবে—এই-ই প্রকৃত ভ্রাম্যমাণের জীবন।

দেশ বিদেশ ভ্রমণে যে শিক্ষা হয় সে শিক্ষা বই পড়ে, বিদ্যালয় গিয়ে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অনেক পড়ুয়া পণ্ডিত অপেক্ষা একজন স্বল্প বিদ্য ভ্রমণকারী জগৎ জীবন সম্বন্ধে অনেক বেশি জানেন শুনেন, কারণ পুথি পুস্তকে যা আমরা পড়ি তা প্রাণহীন অবাস্তব, অনেক সময় কিন্তু যখন আমরা ভ্রমণকালে নানা দেশ ও মানবের সাক্ষাৎ পরিচয় পাই তখন বইয়ের জগৎ আমাদের সামনে প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। যে সব দেশ ও মানুষ সম্বন্ধে বইতে পড়ে মনে রাখতে প্রাণান্ত হতে হয় তাদের সঙ্গে একবার চাক্ষুষ পরিচয় হলে তারা মনের মধ্যে চিরকাল জাগরূক হয়ে থাকবে। ভূগোলে যে সব নাম ছাত্রদের আতঙ্কের কারণ হয়ে থাকে সে সব জায়গায় একবার গেলে তারা আর আতঙ্কিত না হয়ে বরং আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে। ইতিহাসের মধ্যে যাঁদের কীর্তি কাহিনী মনকে নাড়া দিতে পারে না তাঁদের লীলাস্থলগুলি একবার দেখলে তাঁরা আমাদের উদ্দীপিত, অনুপ্রাণিত করে তুলবেন। যে সব প্রাচীন জায়গায় বহু সভ্যতার উত্থান পতন, বহু ভাগ্যের ভাঙ্গা গড়া হয়ে গেছে সে সব জায়গায় একবার গেলে মনে হয় সুদূর অতীত যেন বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে, ইতিহাস, পুরাণ, কিংবদন্তী থেকে বহুতর চরিত্র যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তাদের অস্পষ্ট রহস্যময় ভাষায় কত

শত শতাব্দীর হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আশা নিরাশার কথা ব্যক্ত করেছে এদের কথা বুঝতে ভাষা জানতে হয় না।

ভ্রমণ মনকে সতেজ প্রফুল্ল করে বলে রুটিন-বাঁধা জীবনে ভ্রমণের প্রায়োজনীয়তা অপরিসীম। বিচিত্র নরনারী, বিভিন্ন দেশ ও জনপদ দেখে আমাদের হৃদয়ের উদারতা ও প্রশস্তি বেড়ে যায়। যারা চিরকাল একই জায়গায় কাটিয়েছে তাদের দৃষ্টি খণ্ডিত ও তাদের মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। বহুল অভিজ্ঞতার অভাবে তারা জীবনের " অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে অপারগ হয়। কিন্তু যারা দেশ-বিদেশে ঘুরে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তারা উদার, উন্মুক্ত মন নিয়ে জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। জীবন তাদের কাছে স্বচ্ছ, ভারহীন ও আনন্দময়। ভ্রমণের ফলে আমাদের অনেক ভ্রান্ত মত ও বিকৃত ধারণা অপনোদিত হয়। আমাদের সত্য-দৃষ্টি খুলে গেলে আমরা দেখি যে অপরের কাছে শুনে যা ভেবেছি প্রকৃত সত্য তা নয়। ভারতবর্ষের তীর্থস্থল গুলির কথা চিন্তা করলে মনে হয় যে শাস্ত্রকারেরা এই সব স্থলগুলি পরিদর্শন করবার জন্য ধর্মার্থী জনসাধারণকে বিধান দিয়েছেন—তাঁরা আমাদের চিত্ত থেকে সর্বপ্রকার গ্লানি ও দৈন্য দূর করে আমাদেরকে পরিশুদ্ধ, প্রফুল্লিত করতেই চেষ্টা করছেন। কত তীর্থস্থলই না এই ভারতভূমিকে পবিত্র দেবভূমিতে পরিণত করছে! সুউচ্চ হিমালয়-শৃঙ্গ থেকে সুগম্ভীর নাদী বারিধিবক্ষ পর্যন্ত কেবলই দেবতার লীলাস্থল! পুণ্য লোভাতুর হিন্দু এই সব স্থল পরিভ্রমণ করে আধ্যাত্মিক তৃপ্তির সঙ্গে কত আনন্দ, কত শিক্ষা, কত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা আজ আর আমরা ভেবে দেখি না! সৌন্দর্যময়, আনন্দময়, বিশ্ববিধাতার স্বরূপ তাঁরা যেমন উপলব্ধি করতে পারতেন, গৃহাবদ্ধ সভ্যতাভিমানী মন তার ধারণা করতে পারে না।

ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, 'হে ভারত ! ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী'। এই আদর্শ অনন্ত কাল ধরে ভারতীয় সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতীয় সমাজের কত পরিবর্তন হল, কত নব নব আদর্শের সংস্থাপন হল; কিন্তু অম্লান, অপরিবর্তনীয় হয়ে রইল ভারতের নারী—স্নেহে-সহিষ্ণুতায়, পাতিব্রত্যে-পরার্থপরতায়। জন্ম গ্রহণের পরই সে ত্যাগের দীক্ষা গ্রহণ করে, পুরুষের খেয়াল ও উপদ্রব সহ্য করে, সমাজের অন্যায় ও অবিচার বরণ করে প্রসন্নচিত্তে সকলের সেবা ও যত্নে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে সে অম্লান ভাবে সংসারের কল্যাণ বিধান করে যায়—

সুদিনে দুদিনে কল্যাণ কঙ্কণ করে,
সীমান্ত সীমার মঙ্গলসিন্দুর বিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে পুর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।

ভারতীয় সমাজে পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাইরের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের অবিচল কর্তৃত্ব বটে কিন্তু ভিতরে সংসারে নারীর অক্ষুণ্ণ আধিপত্য। পুরুষের দেহের শক্তি বেশি কিন্তু নারীর নীরব প্রভাব আরও বেশি। ঐতিহাসিকদের মতে আদিম দ্রাবিড় সমাজ মাতৃপ্রধান (matriarchal) ছিল। সেই মাতৃপ্রধান সমাজের প্রভাবেই ভারতের মাতৃপ্রাধান্য এত অধিক। ভারতে দেশ ও জগৎ মাতৃরূপে কল্পিত এবং মাতৃজাতীর অংশ বলেই ভারতের নারী এত সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছে, 'নার্যস্তু যত্র পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ—আমাদেরই শাস্ত্রের উক্তি।

ভারতের নারী স্নেহ, প্রেম, মাধুর্য ও কোমলতায় গড়া অপূর্ব প্রতিমা। কন্যার বুকজোড়া স্নেহে, পত্নীর প্রগাঢ় প্রেম এবং মাতার সুগভীর বাৎসল্যে সংসারের দুঃখ-জ্বালা জুড়িয়ে যায়, শোক-তাপ দূর হয়ে যায়—

যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজি সেইরূপ, দিদি! রোগ, শোক দুঃখ
সৃজিলা অনন্ত-প্রেম-পূর্ণ নারী বুক।

আমাদের সমাজে নারীর আদর্শ—সতীত্ব ও পাতিব্রত্য। সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী—এই সব চিরস্মরণীয় নারী পতিভক্তির জন্যই হিন্দু নারীকুলের আদর্শ হয়ে আছেন। ভারতের নারী স্বামীকে গুরু-দেবতা এবং ইহকাল-পরকাল রূপে মনে করে থাকেন, তার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বামীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। চণ্ডীদাসের রাধিকা বলেছেন, 'এ সব দুখ কিছু না গণি তোমার কুশলে কুশল মানি।' এ ভারতীয় নারীরই মর্মের অভিব্যক্তি। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী যে পূর্বে সহমরণে যেত কিংবা বিধবা অবস্থায় যে কৃচ্ছতা ও ব্রহ্মচর্য পালন করে তার কারণ স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গেই স্ত্রীর পার্থিব, সুখ ও শান্তি শেষ হয়ে আসে বলে। আমাদের দেশের স্ত্রীদের কামনাই হল পরের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ বলি দেওয়া—পাঁচজনকে খাইয়ে তারপর নিজের খাওয়া, পাঁচজনকে সন্তুষ্ট করে তবে নিজের সন্তোষ—এই হল ভারতের নারী জাতীর অন্তরের কথা। কিন্তু এত স্নেহ, করুণা, পাতিব্রত্য, পরার্থপরতার পুরস্কার স্বরূপ সে পেয়েছে অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার অথচ মুখ বুজে নিজের ভাগ্যকে প্রসন্ন চিত্তে মেনে নেওয়াই তার আদর্শ। স্বামীর নির্যাতন, ভাইদের অনাদর, শাশুড়ী ননদীর অপমান সব সহ্য করে সে পরমুহূর্তেই সকলকে নীরবে নতমুখে সেবা-যত্ন করে যাচ্ছে। সংসারের সব গ্লানি ও অশান্তির বিষ গলাধঃকরণ করে সকলের জন্য কল্যাণের অমৃত সিঞ্চন করাই হল তার লক্ষ্য।

ভারতীয় নারী সমাজের পতিব্রত্য, কোমলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিশেষ প্রশংসা ও খ্যাতি লাভ করেছে বটে, কিন্তু এগুলিই প্রাচীনকালে নারীর একমাত্র আদর্শ ছিল না। পুরুষের শাস্ত্রশাসিত সমাজে নারীর এ গুণ গুলিই অধিকতর উজ্জ্বল করে দেখান হয়েছে বটে কিন্তু ভারতীয় নারীত্বের বিকাশ কেবল এই গুণগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। আমরা অনেকে নারী জাতিকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রেখে তাদের নীরব সহিষ্ণুতা ও নির্বিচার স্বামী ভক্তির গৌরব করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই প্রাচীনকালে নারী পতিব্রতা ছিল বটে, কিন্তু স্বয়ম্বর সভায় পতি নির্বাচন করবার অধিকারও তার ছিল। সে যেমন সহিষ্ণু ছিল তেমন তেজস্বিনীও ছিল। সে সংসারে গৃহকর্মে লিপ্ত ছিল বটে কিন্তু জ্ঞানের চর্চাও তার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর কথা কে না জানে? ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি তুচ্ছ করে বলেছিলেন, 'যেনাহং নামৃত স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'। অন্য আর একজন

বৈদিক রমণী—গার্গী এমনই বিদুষী ছিলেন যে তিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করেছিলেন। বরাহের পুত্রবধূ খনা জ্যোতির্বিদ্যায় এতখানি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে শ্বশুরের খ্যাতি পর্যন্ত তিনি ম্লান করে দিয়েছিলেন। ইউরোপে অঙ্কশাস্ত্রের চর্চার বহু পূর্বে এক ভারতীয় রমণী—লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। যে ভারতের উপাস্য দেবতা জগন্মাতা শক্তি তার নারীকুলের আদর্শ কখনই নিরুপায় দুর্বলতা হতে পারে না। মহাভারতের অপূর্ব বীরত্বশালিনী নায়িকা দ্রৌপদীকে কে ভুলতে পারে—যিনি ক্রোধে অধীর হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দুঃশাসনের রক্ত ব্যতীত তিনি আলুলায়িত বেণী সংহার করবেন না। পদ্মিনী, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই—মধ্য যুগে এরাও বীরাঙ্গনা রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই সব রমণী ভারতের আদর্শ রমণী নন কেউ একথা বলতে পারবে না।

ভারতীয় নারীর উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে আমরা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠি কিন্তু আমরা চিন্তা করি না এই আদর্শবতী নারীকে সমাজ কি মূল্য ও মর্যাদা দিয়েছে। বৈদিকযুগে নারীর স্থান স্বাধীন এবং পুরুষের সম্পূর্ণ সমকক্ষ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরবর্তী স্মৃতি সমূহ নারীর স্বাতন্ত্র্য অধিকার অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছে। মুসলমান আগমনের পর অবরোধ ও অবগুণ্ঠন প্রথা ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করে নারী জাতিকে সম্পূর্ণ রূপে পরাধীন ও শৃঙ্খলিত করে ফেলেছে। আমাদের সমাজের অনেক বিধি-নিষেধ অর্বাচীন কালে উৎপন্ন হয়েছে, আমরা সে গুলিকে চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য বলে মনে করেছি। বিধবা বিবাহ এখনও আমরা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না, অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিয়েছেন যে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ বৈধ ও শাস্ত্র-সম্মত ব্যাপার। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সমাজের মূঢ়তা ও অন্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন তখন তাঁদের অস্ত্র ও সহায় ছিল আমাদেরই শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থসমূহ। যে বিধানের কোন যুক্তি নেই, যে অনুশাসনের কোন মূল্য নেই, যে প্রথার কোন মঙ্গল নেই আমরা সে গুলিকে অত্যন্ত মমতার সঙ্গে পোষণ করছি। পুরুষ-শাসিত সামাজিক আইন কানুনের মধ্যে পুরুষের সুবিধা ও আধিপত্য আমরা ষোল আনা বজায় রেখেছি—পুরুষের স্বাধীন আচরণ ও বিচরণের অবাধ ক্ষমতা অথচ নারীর বেলায় পদে পদে নিষেধের কণ্টক ও শাসনের কশা; পুরুষের সর্বপ্রকার অন্যায় অপরাধ ক্ষমার্হ কিন্তু নারীর সামান্যতম স্খলন তার কপালে দুরপনেয় কলঙ্কের টীকা লেপন

করে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর মূল্য' বইয়ে দেখিয়েছেন কি ভাবে আমরা নারীর মূল্য ও অধিকার পদদলিত করেছি। শোপেনহাওয়ারের ন্যায় নারী-বিদ্বেষী দার্শনিকও একবার বলেছিলেন, 'Woman's lot is a hard lot and man makes it harder by lack of sympathy and admiration.'

নারীজাতির বহুদিনকার দুর্গতি ও পরাধীনতা বিদূরিত করার জন্য নারীরা আজ সচেতন। উনবিংশ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্যদেশে নারীর দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ইবসেনের Doll's House নাটকের মধ্যে নারী-বিদ্রোহ ধ্বনিত হল। ঐ নাটকের নায়িকা তার স্বামীকে বলেছে, 'I believe that before all else I am a reasonable human being, just as you are.' আমাদের দেশেও উনবিংশ শতাব্দী থেকে নারী-আন্দোলন সমাজের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সমাজ-সংস্কারক নারীর যোগ্য মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু চেষ্টা, বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবে সমাজের অনেক প্রাচীন আদর্শই ভেঙে পড়ছে। নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতার জন্যই যে তার সর্বরকম দুর্গতির উদ্ভব হয় এ এখন সে বুঝতে পেরেছে, সেজন্যই সে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য পুরুষের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আধুনিক শিক্ষিতা রমণী তেজস্বিনী, স্বাতন্ত্র্যময়ী, স্বাধীনতাবাদিনী। সতীত্ব এখন আর রমণীর একমাত্র আদর্শ বলে মনে করা হয় না, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মূল্য সতীত্বের কাছে একেবারে হীন নয় এটাই আধুনিক জাগ্রত নারীসমাজের নবলব্ধ ধারণা।

প্রাচীন সমাজের নিরুপায় পরাধীনতা অথবা আধুনিক সমাজের অকুণ্ঠ স্বাধীনতা এর কোন্‌টা ভবিষ্যৎ নারীসমাজের আদর্শ হওয়া উচিত? সমাজের যুক্তিহীন প্রথা ও বিচারহীন অনুশাসনের অনেক দোষ ত্রুটি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমান বাহির-সর্বস্ব, দুর্বিনীত, সংগ্রামশালিনী নারীও আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত নয়। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে, পুরুষের সঙ্গে সমাজে তাকে সমান অধিকার দিতে হবে কিন্তু ভারতীয় নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ ও ধর্ম—স্নেহ, করুণা, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা, কর্তব্য-পরায়ণতা এগুলি কখনও ত্যাগ করা সঙ্গত হবে না। ঘরের লক্ষ্মীস্বরূপিণী কল্যাণী নারীর আদর্শ কখনও ম্লান ও মলিন হতে দেওয়া উচিত নয়।

পল্লী ও নগর

চোখ মেলে মানুষ প্রথমে মাটি চিনেছিল। তাই মাটির সঙ্গে মানুষের রয়ে গেছে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুন্দরী প্রকৃতি-পরিবেষ্টিত মাটির বক্ষ জুড়ে সে জীবন। মানুষ বেছে নিল তাই পল্লীজীবন। কৃষিকার্য, পশুপালন প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত থেকে মানুষ সহজ-সরল জীবন যাপন করত। জীবনে নানাবিধ জটিল সমস্যা সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নগরে বাস করতে শিখল; কারণ পল্লীর সংকীর্ণতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান মনুষ্য জাতির শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক বিস্তৃতিতে বাধা পেল। মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ স্ফীতকায় হয়ে উঠতে লাগল। সুতরাং বিশাল জনপদ সম্বলিত নগরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে উপায় ছিল না। মানুষ নিজ প্রয়োজনেই একদিন প্রকৃতির অকৃত্রিম স্নেহ-শান্তি নীড়-পল্লীজীবন ত্যাগ করে কৃত্রিম নগরজীবনের সূত্রপাত করল। কবি Cowper ঠিকই বলেছেন: 'God made the country and man made the town."

প্রকৃতিকে রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে উপলব্ধি করতে হলে পল্লীপ্রকৃতির ক্রোড়ে যে জীবন-প্রণালী আছে, তার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সংগীতমুখর পাখীর কলতানে, স্বচ্ছতোয়া নদীর কুলুকুলু ধ্বনিতে, বৃক্ষপত্রের মর্মর ধ্বনিতে, নির্মল বায়ুর নিস্বনে যে অপুর্ব সম্মিলিত রাগিনী পল্লী জীবনকে সুষমামণ্ডিত ও ছন্দোবদ্ধ স্বপ্নরাজ্য করে তোলে, তার আকর্ষণ বড় কম নয়। তাই অবকাশের দিনগুলিতে পল্লীগ্রামে ফিরে যাবার জন্য প্রতি প্রবাসী ও সহর বাসীর প্রাণ কাঁদে। ষড়্‌ঋতুকে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় পল্লীজীবনে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে আত্মীয়তার যোগ স্থাপন করে মানুষের মন সার্বজনীন উদারতা লাভ করে। পল্লী জীবনে আছে স্বাভাবিকতা, সরলতা, বিশ্বাস ও সুস্বাস্থ্য। কিন্তু নাগরিক জীবন কৃত্রিমতা-বহুল। পাষাণ নির্মিত সুউচ্চ বাড়ীগুলি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আকাশ ঢেকে ফেলেছে,—প্রকৃতির নাগাল এখানে পাওয়া দুষ্কর। নিয়মাধীন খাওয়া, বসা, কাজ করা, শোওয়া, আমোদ-প্রমোদ করা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। তাই সহরের মানুষের হৃদয়গুলি মমত্বহীন, শুষ্ক, কঠিন। এখানে কারও কাছ থেকে বিপদে সাহায্য,

রোগে পরামর্শ, শোকে সন্ত্বনা পাওয়া যায় না। প্রতিবেশী মিত্রতার পরিবর্তে শত্রুতা সাধন করে। ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য নগরের বুকে যত কঠোরভাবে প্রকট হয়ে দেখা দেয়, পল্লীতে তা অনেক কম। অর্থ ছড়াতে না পারলে নাগরিক জীবন সহজ সুখের হয় না; অথচ নাগরিক জীবনের মোহও সহজে কাটান যায় না।

নগরগুলি যে কেবল মাত্র নিকৃষ্টতায় পরিপূর্ণ তা নয়, বহু মানবের মিলনক্ষেত্র ও এই নগর। বিভিন্ন জাতিপুঞ্জের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সহযোগিতা এই নগরের বুকেই সম্ভব। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিবিধ কার্য, আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষায়, চলনে-বলনে বৈজ্ঞানিক রূপান্তর নগরগুলিকে কেন্দ্র করেই জেগে উঠেছে। বর্তমান পৃথিবীকে অনুধাবন করতে হলে সহরে বাস না করে উপায় নেই। বেতার, সিনেমা, রঙ্গমঞ্চ, বৈদ্যুতিক পাখা, আলো, মানুষের সুপ্ত জীবনযাত্রাকে সজীব করে তোলে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে সহর ছাড়া গতি নেই এবং অর্থ-উপার্জ্জনের উপযুক্ত ভূমি এই সহরগুলি। বর্তমানে সহরগুলি প্রদেশ সমূহের প্রাণকেন্দ্র।

পল্লীজীবনে গলদ নেই একথা জোর করে কেউ বলতে পারে না। যারা সহরের জীবনে আকৃষ্ট হয়ে চলে গিয়েছে তারা বেশীর ভাগ, বড়লোক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যারা পড়ে আছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র গ্রামবাসীর দল। গ্রামের প্রতি উদাসীনতায় সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রতি বৎসর বহু লোক মৃত্যুকে বরণ করছে। অরণ্যে জঙ্গলে পরিণত পল্লীগুলি মানুষ অপেক্ষা শৃগাল পেচকের বাসাই অধিক। ভগ্নপ্রায় মন্দির, শৈবাল আচ্ছাদিত জলাশয়, মনুষ্যহীন গৃহ-প্রান্তর শ্রীহীনতা একটা বিভীষিকা পূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের গ্রামগুলি মড়ক, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে সম্পূর্ণ লুপ্ত প্রায় হতে চলেছে। সংস্কার করবার লোক নেই। যারা আছে তারাও হীনতায়, স্বার্থপরতায় উৎসন্নে যেতে বসেছে।

পল্লীর এই দুরবস্থার জন্য দায়ী দেশের লোক নিজেরাই। পল্লী উন্নয়নের কোন প্রয়োজনীতাবোধ কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত কারও মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। সভা করে বড় বড় কথায় বক্তৃতা দিয়ে চাঁদা তোলা হয়, কিন্তু কার্যকরী কোন সুফল আজ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নি। সহরের প্রাণশক্তি সজীব ও সতেজ রাখতে সাহায্য করে এই পল্লীগুলি। এই পল্লীগুলি যদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, তবে নাগরিক জীবনেও ভাঙন দেখা দেবে। দেশের শিক্ষিত যুবকরা যদি

তাদের শৈশবভূমি পল্লীকে উন্নত করতে মনোযোগী হয়, তবে পল্লীগুলিকে অধঃপতনের হাত থেকে কিছু পরিমাণে রক্ষা করা যেতে পারে। মহাত্মাজী সর্বদা দেশবাসীকে গ্রামোন্নয়নে মন দিতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পল্লীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। জাতীয় সাহিত্য প্রচারে এবং শিক্ষার উন্নতি বিধান গ্রামকে প্রধান লক্ষ্যস্থল রূপে নির্ণীত করতে রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশনেতারা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

নগরকে ভেঙে পল্লীতে পরিণত করবার প্রয়োজন নেই। আবার পল্লীকেও নগরে রূপান্তরিত করা অনাবশ্যক। উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানের সঙ্গে সঙ্গে নগরে ও পল্লীর ক্ষয় ক্ষতিকর সমস্যার সমাধান দরকার। এইজন্য প্রত্যেক দেশবাসীর সুনিয়ন্ত্রিত আত্মনিয়োগ ও দায়িত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন। আশার কথা আমাদের সরকার পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনাগুলির মধ্য দিয়ে পল্লী উন্নয়নের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে চেষ্টা করছেন। আজ বাঙলার অনেক 'অজ পল্লীতে'ও বৈদ্যুতিক আলো প্রবেশ করেছে। রাস্তা-ঘাট সংস্কার, আধুনিক যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি প্রভৃতি সর্বব্যাপিক উন্নতির জন্যই সরকার চেষ্টা করছেন। এখন প্রয়োজন আমাদের দিক থেকে সক্রিয় হয়ে এই কাজে সরকারকে সাহায্য করা এবং উন্নতির প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা।

পৌরকর্তব্য

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ কিছুটা থাকবে, কিন্তু তাই বলে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-স্বার্থকে প্রশ্রয় দিলে সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ হয় না। কবি বলেছেন 'স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হ'তে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।' সুতরাং নিজেকে বাঁচাতে হলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ যাতে হয় তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। রাষ্ট্র এবং সমাজ যদি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে গড়ে ওঠে, তা হলে সেই রাষ্ট্র এবং সমাজের অন্তর্গত মানুষগুলিও নিজ নিজ স্বাধীন

সত্তা অনুভব করে। প্রত্যেক মানুষ নিজের উন্নতির জন্য যেমন দৃষ্টি রাখবে, আবার সমাজগত ও রাষ্ট্রগত মঙ্গলের জন্যও তেমনি সে চেষ্টা করবে। এই অধিকার ও দায়িত্ব সম্পাদনকে পৌরকর্তব্য বলে।

কয়েকখানি বই পড়ে জীবনকে গড়ে তোলা যায় না। জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে গেলে নাগরিক-কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। বর্তমানের মানুষ ভবিষ্যতের সমাজকে গড়ে তুলবে। প্রতিদিনই মানুষের সামনে অজস্র সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সেই সমস্যা মানুষের জীবনকে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। মানুষ যদি নিষ্ঠা ও ত্যাগের দ্বারা সেই সকল সমস্যার প্রতিবিধান করতে না পারে, তবে তাদের দুঃখ ও দুর্দশা আরও বেড়ে যাবে। আজ অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, রোগ, দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতিতে দেশ ভরে গেছে। এই সকল বিষয়ের সুসমাধান না হলে মানব-সমাজের কল্যাণ নেই। পৌরকর্তব্য মানে হ'ল দায়িত্বজ্ঞান। এই দায়িত্বজ্ঞান বলতে আবার বুঝায় নিষ্ঠা, সংযম, ত্যাগ, জাতীয়তাবোধ, সাধুতা প্রভৃতি। এই গুণগুলি নিজে অধিগত করে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। আমাদের দেশের ঋষিরা বলেছেন, 'আপনাকে জান ও পরকে জানাও'। নিজেকে জেনে পরকে জানাতে পারলেই পৌরকর্তব্য সম্পাদন করা হয়।

নগরে বাস করতে হলে পুরজনদের কয়েকটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করা প্রয়োজন। যাতে নগরবাসীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্মাচরণ, জীবিকার্জনের উপায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় থাকে সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি দিতে হবে। রাষ্ট্রশাসন যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করার ভার রাষ্ট্রের আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যেক নগরবাসীরও রাষ্ট্রপরিচালনে রাষ্ট্র-পরিষদকে সাহায্য করা প্রয়োজন। কয়েকজন অধিনায়ককে নিয়ে রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্র সমগ্র দেশবাসীকে নিয়ে। দেশবাসীর সমবেত মঙ্গল ইচ্ছায় রাষ্ট্রের মঙ্গল। সুতরাং রাষ্ট্রকে উন্নতিশীল ও শক্তিশালী করতে হলে দেশবাসীর শুভেচ্ছা থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু কিরূপে সেই শুভেচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে পারা যায়? প্রতিবেশীকে বিপদে সাহায্য করা, সমাজের মধ্যে কোনপ্রকার অন্যায়ের প্রশ্রয় না দেওয়া, আপন আপন পল্লীর পরিধিতে জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান, অশিক্ষা নিবারণ, দুস্থ নিরন্নের অন্ন, সংস্থানে সাহায্য করা, স্বাস্থ্য ও গৃহের পরিচ্ছন্নতা

রক্ষা, জনস্বাস্থ্যের বিরোধী কোন কার্য না করা, প্রতিবেশীদের মধ্যে পরস্পর হৃদ্যতা স্থাপন—এ সকলই পৌরকর্তব্যের অন্তর্গত। এ ছাড়া আরও কয়েকটি অবশ্য করণীয় কর্তব্যকর্ম নাগরিকদের আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে রেলের কামরা, ষ্টেশনের ওয়েটিং রুম, স্কুল-কলেজে বেঞ্চ চেয়ার কেটে অথবা কুৎসিত ছবি এঁকে নষ্ট করা হয়। এইরূপ অসামাজিক কার্য যাতে একেবারেই প্রশ্রয় না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আবার নিজ নিজ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবার জন্য দেশের আইন ও শৃঙ্খলা সর্বদা মেনে চলা উচিত। যাতে আইন-আদালতে শৃঙ্খল-ভঙ্গ না হয়, যুদ্ধের সময় দেশরক্ষায় যাতে বাধা না ঘটে, দেশের অর্থশক্তি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, রাষ্ট্রের শত্রুকে ধরিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কার্যে নগরবাসীদের দায়িত্ববোধ থাকা উচিত।

আমাদের দেশে পৌরবৃত্তি সম্বন্ধে নগরবাসীদের শিক্ষা ও জ্ঞান তেমন প্রখর নয়। এর প্রধান কারণ হ'ল, নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষার অভাব। উপযুক্ত শিক্ষা না হলে পৌরকর্তব্য সম্বন্ধে কারও সচেতনতা থাকে না। বহুদিন পর্যন্ত বিদেশী শাসকদের অধীনে থেকে মানুষ আজ শিক্ষায়-দীক্ষায় হীনতাপ্রাপ্ত হয়েছে। অশিক্ষায় ও অজ্ঞানতায় দেশ ভরে গেছে। অন্নবস্ত্রের অভাব মেটাতে গিয়ে তারা আজ ব্যতিব্যস্ত। স্বাস্থ্যের অভাবে পৌরজনেরা আজ ম্লান ও বিশীর্ণ। লোকভয়, রাজভয় আজ তাদের পঙ্গু করে তুলেছে। মানসিক সংকীর্ণতার ফলে আজ সর্ববিধ শুভানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তারা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। পৌরজনের উন্নতি করতে হলে শিক্ষিত নগরবাসীদের যথেষ্ট উৎসাহশীল হতে হবে।

পুরাকালে আমাদের দেশের গৃহস্থেরা পৌরকর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁরা যা কিছু করতেন তা সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্যই করতেন। ধনীগৃহস্থেরা দরিদ্র জনসাধারণের জন্য আতিথ্য কোন দিনই সঙ্কুচিত করেন নি। তখন নর-কে সর্বদা নারায়ণ জ্ঞান করা হত। একটি মাত্র নর অভুক্ত থাকলে নারায়ণ কোনদিনই সন্তুষ্ট হয় না—এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। তাই তাঁরা অতিথিশালা, ধর্মশালা প্রভৃতি নির্মাণ করে সমাজের প্রভূত কল্যাণ করে গেছেন। মহারাজ আশোক পথিকদের রৌদ্রক্লান্তি দূর করবার জন্য পথের দুধারে অজস্র বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। পুরাকালে গৃহস্থেরা ইন্দ্র-চন্দ্র বরুণের কাছ থেকে প্রচুর শস্য প্রার্থনা করতেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে, অভুক্ত অতিথি কোনদিন যেন তাঁদের গৃহ থেকে ফিরে না

যায়। কর্মকে তাঁরা বড় করে জেনেছিলেন—ফলকে নয়। কর্ম মানুষের, ফল ব্রহ্মের অর্থাৎ জনসাধারণের—এই সমাজবোধের ধারায় তাঁরা রাষ্ট্র, আইন, শৃঙ্খলা, শাস্ত্র, পুঁথি—সবই গড়ে তুলেছিলেন। সেইজন্য মানব-সমাজে সেদিন প্রবৃত্তি বড় হয়ে দেখা দেয় নি, নিবৃত্তিরই সাধনা চলেছিল।

আজ সেই সর্বানুভূতির স্পৃহা আবার মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। স্বার্থপরতা, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি; কালোবাজারী কারবার বন্ধ করে মানুষকে সুপথে পরিচালিত করতে হবে। পৌরবৃত্তিকে ধর্মজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 'প্রীতি সর্বব্যাপিণী—প্রীতিই ঈশ্বর'—এই প্রীতিবোধ সর্ব-মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখলেই তাহার ক্ষুদ্রতা, নীচতা দূরে সরে যায়। মানুষের মধ্যে এই প্রেমবৃত্তি জাগরিত হলেই, তাহাদের মনে পৌরকর্তব্য জাগবে।

বেতার বার্তা

মানব-জগতে বেতার আবিষ্কার এক অভাবনীয় ঘটনা। একজন ঘরে বসে কথা বলে, আর বিশ্বের সমস্ত লোক যন্ত্রের-সাহায্যে ইচ্ছা করলেই তা ঘরে বসে শুনতে পারে। এর চেয়ে পরম বিস্ময়ের ব্যাপার আর কি আছে! বেতার আবিষ্কারের পূর্বে যদি কেউ বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের কথা অন্য কাউকে বলত, তবে নিশ্চয় সে তাকে উন্মাদ বলে মনে করত। কিন্তু আজ বেতার সংবাদ-প্রেরণ সহজসাধ্য হয়েছে বলে সে কথা আর আমাদের মনে হয় না। বিজ্ঞানের সাহায্যে যে কেবলমাত্র বেতার আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের বিস্ময় উৎপন্ন হয়েছে তা নয়, এরূপ আরও অনেক বিষয়ে আমরা অচিন্তনীয় জ্ঞান লাভ করেছি। 'আণবিক বোমার'র আবিষ্কারও এরূপ একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

এই তারহীন সংবাদ-প্রেরণের জ্ঞান আমাদের মধ্যে সুপ্রচলিত করেছেন, মার্কনি নামক একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক। ইনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইউরোপের সর্বত্র সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হন। তারপর থেকে এর বহুল উন্নতি

সাধিত হয়েছে। বর্তমানে এর সাহায্যে সংবাদ, বক্তৃতা, গান, নাট্যাভিনয় এবং রাষ্ট্রের গোপন নির্দেশগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে। যদিও মার্কনিকে বেতারের আবিষ্কর্তা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু মার্কনি ঠিক বেতারের আবিষ্কর্তা নন। মার্কনির পূর্বে আরও দু'জন অধ্যাপক এ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। সুযোগ ও অর্থের অভাবে জগদীশচন্দ্র যে কাজ সমাপ্ত করতে পারলেন না, মার্কনি সেই কাজ সমাপ্ত করে বেতার-বার্তার প্রথম প্রচারক বলে খ্যাত হলেন।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন যে, শব্দের তরঙ্গ যেমন বাতাসের সাহায্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলতে পারে, আলোর তরঙ্গও তেমনি ইথারের সাহায্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে। বাতাস আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু স্পর্শের দ্বারা বুঝি। ইথার দেখাও যায় না, স্পর্শের দ্বারা বুঝাও যায় না; অথচ ইথার নাকি জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে রয়েছে। এই ইথারের সাহায্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের ন্যায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে সমান গতিতে অগ্রসর হয়। আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অনেক বড়। এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ধরবার জন্য ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশের অধ্যাপক ব্রাঁলি একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। আমাদের আচার্য জগদীশচন্দ্রও এইরূপ একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। মার্কনির আবিষ্কৃত যন্ত্রটির সাহায্যে আজ সহস্র সহস্র মাইল দূর থেকে প্রেরিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আমরা অতি সহজেই ধরতে পারি। এ-ই হ'ল বেতার টেলিগ্রাফির মোটামুটি কথা।

এই বেতার যন্ত্রের দ্বারা জগৎ যে কত উপকৃত তা আজ কারুর বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্বে সমুদ্রগর্ভে কোন জাহাজ বিপদে পড়লে তার সংবাদ লোকসমাজে পৌঁছবার কোন উপায় ছিল না। নিরুপায় আরোহীরা হতাশ হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করত। এখন জাহাজে বেতারের সরঞ্জাম বাধ্যতামূলক হওয়াতে জাহাজের ক্ষতির হার অনেক কমে এসেছে। তা ছাড়া উড়োজাহাজ চালানোর পক্ষে বেতার বার্তা একান্ত প্রয়োজন। বেতার যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান সহজ হওয়াতে আজ মানুষের বিপুল সুবিধা হয়েছে। কোথায় লণ্ডনে বক্তৃতা হচ্ছে আর আমরা তা কলকাতায় বসে শুনছি। কোথায় গ্রিনউইচে সময় জানানো হচ্ছে আর আমরা তা শুনে ঘরে বসে আমাদের ঘড়ি ঠিক করে নিচ্ছি। বড় বড় ওস্তাদের গান, বড় বড় সাহিত্যিকের

কথা, সময়মত সকল সংবাদ, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ—এইরূপ বহু বিষয় আমরা বেতার মারফত অবগত হই। আজ বেতারযন্ত্র ক্লাবে, ময়দানে, রেঁস্তোরাতে, গৃহস্থের বাড়ীতে, সর্বত্রই দেখা যায়। বেতার-যন্ত্র আজ লোক-শিক্ষার বাহন হয়েছে। এক কথায় এর সাহায্যে আজ রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান-বিতরণে প্রচুর সুবিধা হয়েছে।

বাংলাদেশে বেতার-যন্ত্র যে-ভাবে ব্যবহার হয়, তা বেশ সুপরিকল্পিত বলা যায় না। বাংলাদেশে বেতার নিতান্তই প্রমোদের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। গান-বাজনা, চপল হাসি-ঠাট্টা, নীরস বক্তৃতা প্রভৃতি শুনতে শুনতে বেতারের প্রতি শ্রোতাদের শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে। আর কিছু না পেলে কয়েকখানা বাজে 'রেকর্ড' বাজাবার ব্যবস্থা আছে। এরূপ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে বেতার যাতে সর্বজনের কল্যাণকর জ্ঞান বিতরণ করতে পারে তার পরিকল্পনা করা উচিত। বাংলাদেশে অজস্র গ্রাম আছে, সেখানকার লোকেরা শিক্ষাদীক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। বেতারের সাহায্যে তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করা যেতে পারে। কি করে তারা উন্নত ধরণের চাষবাস করবে, কি করে তারা স্বাস্থ্য ভাল রাখবে, কি করে তারা নিরক্ষরতা দূর করবে—এইরূপ নানা বিষয়ের প্রচারকার্য বেতারের সাহায্যে করা যেতে পারে। এর সাহায্যে তারা নানা প্রকার দুর্নীতিও দূর করতে শিখবে। তা ছাড়া বাংলার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অধুনা বেতারের সাহায্যে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খেলা-ধূলা ইত্যাদি বহু বিষয়ের প্রচার করার ব্যবস্থা করেছেন আমাদের সরকার। এতে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে বেতারকে উদ্দেশ্যমূলক রাজনীতি প্রচারের বাহন করার চেষ্টাকে অথবা প্রাদেশিক ভাষা বিশেষকে প্রতিষ্ঠা দান করার প্রচেষ্টাকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

আধুনিক বাংলা কবিতা

বাংলা কবিতার দুই যুগ - প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীন বাংলা কবিতা বলতে আমরা বুঝি বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদকাব্য ইত্যাদি। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই প্রাচীন কবিতার ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এই কাব্যসাহিত্য ছিল ধর্মমূলক এবং এ বাংলা ও বাঙালীরই একান্ত নিজস্ব সামগ্রী ছিল—বাংলার সমাজ ও ধর্ম, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিখুঁত ও পরিপাটি চিত্র এই সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম দিগাগত বাতাসে আধুনিক কবিতার বীজ ভেসে এল, সেই বীজ বাংলার ক্ষেত্রে প্রথম বপন করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন আমাদের কাব্য-ভারতীর অবরোধ-প্রথা সরিয়ে দিয়ে তাঁকে বিশ্বের উদার, উন্মুক্ত, আলোকিত আকাশতলে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা দিলেন, মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি কবি বিলাতি মাটি ও দেশী চুণ সুরকী দিয়ে কাব্য-ভারতীর দেউল নির্মাণ করতে লাগলেন। তারপর এলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—বাংলা কাব্যরাজ্যের অবিসংবাদিত সম্রাট। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাব, ভাষা ও ছন্দের পূর্ণতম রূপ আমরা দেখতে পেলাম, বাংলাকাব্য বিশ্বকাব্যের দরবারে আসন লাভ করল। রবীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত কয়েকজন বাংলা-কবিতাক্ষেত্রে পরিক্রমণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্র প্রভাব তাঁরা প্রকাশ্যত গ্রহণ ও স্বীকার করেছেন। তাঁরা সকলেই আধুনিক কবি কিন্তু আধুনিক কবির বিশিষ্ট অর্থে আমরা এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীভুক্ত সাম্প্রতিক কবিকুলকে বুঝে থাকি।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রযুগে বাস করেও যাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব সজোরে অস্বীকার করতে চাইছেন, যাঁরা বর্তমান ইংরাজ কবিদের অনুসরণ করে বাংলা কবিতায় এক বিশিষ্ট ছন্দ ও রীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরাই আধুনিক কবি নামধেয়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অগ্রাহ্য করবার দর্প সাম্প্রতিক কবিগণ প্রায়ই করে থাকেন বটে কিন্তু তাঁরাও মনে মনে জানেন, প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রপ্রভাব এত

গভীর ও সুদূরপ্রসারী যে তাঁর সমসাময়িক কালে বাস করে সে প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। বর্তমান কবিদের মধ্যে এমন কোন শ্রেষ্ঠ কবি এখনও আবির্ভূত হন নি যিনি সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে এক স্বতন্ত্র কাব্যধারা প্রবর্তন করতে পারেন। যে কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দ নিয়ে আধুনিক কবিরা গর্ব করেন তাও রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবর্তন করেছেন।

'খোলা জানালার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।
পথের বাঁ ধারটাতে জমেছে ছায়া।
গলির মোড়ে সদর রাস্তায়
বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী
পাশের বাড়ী থেকে
কুকুর ডেকে উঠল অকারণে'।

এই কবিতা যে কোন আধুনিক কবির কবিতা তা বলা যেতে পারে।

আধুনিক কবিদের কবিতা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে তাঁরা কবিতার বিষয়বস্তুকে সর্বপ্রকার রোমান্টিকতা থেকে মুক্ত করে একাগ্রভাবে বাস্তবমুখী করে তুলতে চেষ্টা করছেন। চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে রোমান্টিক স্বর বাংলাকাব্যে ধ্বনিত হয়েছে, যে আবেগ-অনুভূতি, সৌন্দর্য-কল্পনা সেই কাব্যের হৃদ্‌পিণ্ডে স্পন্দিত হয়েছে আজকালকার কবিরা সেগুলি তীব্র বিদ্রূপের খোঁচায় বিদ্ধ করছেন। সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে কোন জাত বিচার তাঁরা পছন্দ করেন না। সেজন্য চিরন্তন প্রেম ও সৌন্দর্যের জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরা অনেকেই সাহিত্যের অপাংক্তের জগতে প্রবেশ করলেন। হৃদয়-রসে রঙীন বা আধুনিক কবিরা তা পরিহার করে যা মনন-আলোকে উজ্জ্বল তা গ্রহণ করেছেন, সেজন্য আধুনিক কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হৃদয়কে অবিষ্ট না করে বুদ্ধিকে ধারালো করে তোলে।

আধুনিক কবিতা আধুনিক সমাজেরই সৃষ্টি। সেজন্য আধুনিক সমাজের গতি ও প্রবণতা আধুনিক কবিতার মধ্যে প্রতিধ্বনিত। সনাতন গ্রাম্য-জীবনের ধারা আমাদের মধ্য থেকে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হচ্ছে এবং শ্রমশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক-জীবন সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রামের সৌন্দর্য ও মাধুর্য এ পর্যন্ত বাংলা কবিতায় প্রাণ সঞ্চার করছে, গ্রামের

প্রান্তে ও প্রান্তরে কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালী-পাঁচালী-যাত্রা-গাথা-গীতিকার সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিতার সমর্থক এদের ব্যঙ্গ করে বললেন, 'কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা আর অন্ধ বাউলের অন্তর্দৃষ্টিতে মুগ্ধ এই দেশে সাহিত্য যে গ্রাম্যতা কৃত্রিমতার উভয় সঙ্কটকে বর্জন করতে হবে, সে ভরসার ও কিছু হেতুও পাওয়া যাবে' আধুনিক কবিতায় ('আধুনিক বাংলা কবিতা'র ভূমিকা—হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। তাই আধুনিক কবিতার বিচরণ দেখতে পাই ধূম্রমলিন শ্রমিকের কারখানায় এবং ধূলিজটিল শব্দায়মান সানবাঁধানো রাজপথে, যথা—

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মত রাত্রি
আর দিন
সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ
দূরে বহু দূরে কৃষ্ণচূড়ায় লাল চকিত ঝলক
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপর রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন

'নাগরিক"—সমর সেন।

নাগরিক জীবনের কপট সাজসজ্জা, ক্লেদাক্ত সৌন্দর্য ও ও কদর্য রস আধুনিক কবি তন্ময় হয়ে উপভোগ করেছেন।

আধুনিক কবিদের অনেকেই সাম্যবাদের স্বপ্নে বিভোর। তাঁরা এই ঘুণে ধরা, পোকায় কাটা, ঝড়ে নড়া সমাজকে বিপ্লবের তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান, যেখানে অসাম্যের বেদনা নেই, শাসনের অত্যাচার নেই, শোষণের উৎপীড়ন নেই। ধনী, সম্ভ্রান্ত ও বিলাসী সমাজ থেকে তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত হ'ল নীচ, উপেক্ষিত ও অপমানিত সমাজস্তরে। 'প্রথমা'র কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—

'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের'
মুটে মজুরের
—আমি কবি ইতরের'

আর এক জন তরুণ সাম্যবাদী কবি-শোষক আর শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিবাণ বর্ষণ করলেন—

হে জীবন, হে যুগ সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

'ছাড়পত্র'—সুকান্ত ভট্টাচার্য

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান অভিযোগ এই যে অনেক ক্ষেত্রেই তা, নিতান্তই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। এই কবিতা সহজেই সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন এত বড় দুঃসাহস খুব রসজ্ঞ সমালোচকেরও বোধ করি নেই। কোলরিজের উক্তি আধুনিক কবিদের কৈফিয়ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে, তা হ'ল এই—'Poetry gives most pleasure when only generally or not perfectly understood'-কিন্তু অনেক আধুনিক কবিতা পড়লে মনে হয় সম্পূর্ণরূপে বোঝা তো দূরের কথা, এদের বিন্দু-বিসর্গও হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয় আমার চড়া।
চোরাবালি আর দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার।'

'ঘোড়সওয়ার'—বিষ্ণু দে

এই কবিতার মত সাম্প্রতিক কবিদের অধিকাংশ কবিতাই অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতিতে পূর্ণ। আধুনিক কবিতা একবার পড়লেই লক্ষ্য করা যাবে, নিতান্ত খাপছাড়া ও অসংলগ্ন ভাব ও চিন্তা একসঙ্গে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে পড়তে গেলে কোন অর্থের ঐক্য বা সামঞ্জস্য চোখে পড়ে না। পৃথিবীর ভূগোলের যত উদ্ভট জায়গার নাম আছে এবং বিভিন্ন দেশের কাব্য ও পুরাণে যত অদ্ভুত পাত্র পাত্রীর বৃত্তান্ত আছে সব বর্তমান কবিতাক্ষেত্রে স্থান পাচ্ছে। এই সব কারণে আধুনিক কবিতায় হাস্যকর অস্পষ্টতা অনেক বেশী।

আধুনিক কবিরা ছন্দের মিল এবং চরণের সমতা উঠিয়ে দিয়ে গদ্য ছন্দের ওপর নির্ভর করলেন। এই ছন্দের মধ্যে কবিতা স্বাধীন গতি লাভ করল বটে কিন্তু তার সুর ও ঝঙ্কার লুপ্ত হল। এ মনকে খোঁচার পর খোঁচা দিয়ে বিব্রত করে, মনের ওপর মায়ার প্রলেপ দিতে পারে না। কোন কোন আধুনিক কবি, যেমন সুধীন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতির কবিতার ভাষা মাইকেল মধুসূদনের ভাষা অপেক্ষাও বিকট ও দুর্বোধ্য। আধুনিক কবিরা শব্দবিন্যাস এবং উপমা প্রয়োগে অপ্রচলিত ও অভিনব পথ অনুসরণ করেছেন।

আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে আশান্বিত আবার অনেকে সন্দেহশীল। আধুনিক কবিরাও জানেন যে তাঁরা কবিতার ক্ষেত্রে একটা নূতন এক্সপেরিমেণ্ট করছেন মাত্র, তাঁদের সেই এক্সপেরিমেণ্ট সমসাময়িক কালের কবল অতিক্রম করতে পারবেন কিনা ভবিষ্যৎই তা নিরূপণ করবে। যে সব গুণের জন্য কবিতা চিরন্তনত্ব লাভ করে আধুনিক কবিতায় সে সব গুণের অভাব আছে, সেজন্য সন্দেহ হয়—এই কবিতা নব্যতাভিমানী মনের বিলাস মাত্র, এ অমরত্বলাভী মনের সৃষ্টি নয়।

একটি চোরের আত্মকাহিনী

"চোর···চোর··চোর।' চীৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছেই টর্চটা থাকে। হাত বাড়িয়ে নিয়ে দেখলাম রিষ্টওয়াচটা। রাত দুটো।

'চোর ··চোর···চোর।' আবার চীৎকারটা শুনতে পেলাম। এবার যেন মনে হ'ল অনেকগুলি ভীত কণ্ঠের আর্তরব। আমার বাড়ী থেকে বেশী দূরে বলে মনে হ'ল না। উঠে বসলাম বিছানার ওপর।

'এই যে, এই যে'—রব উঠল। 'মার···মার···মার বেটাকে'। নানান চীৎকার শুনে আমি উঠে পড়লাম। পাড়াতে, বাড়ীর কাছেই যখন একটা চোর ধরা পড়েছে, তখন চুপ করে নিজের ঘরে শুয়ে থাকাটা স্বার্থপরের মত কাজ বলেই গণ্য করবে সবাই। কাজেই গায়ে একটা জামা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে খানিকটা যেতেই দেখলাম বেশ ভিড় জমেছে। নানা কথার টুকরো ভেসে আসছে। প্রহারের আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে কাতর কান্না, অনুনয়-বিনয়ের সুর আমার কানে এল। বুঝতে পারলাম চোর বলে যাকে ধরা হয়েছে তাকে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হচ্ছে আর তারই ফলশ্রুতি এই করুণ বিলাপ-ধ্বনি।

আমাকে দেখেই অনেকেই সোৎসাহে বলে উঠল, "এই যে হাবুদা এসেছেন······আমরা আপনাকেই ডাকতে যাব ভাবছিলাম।"···আমি ওদের থামিয়ে বললাম: "হঠাৎ চোর চোর শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে এলাম তাই। কৈ, চোর কৈ?"

ইতিমধ্যেই কয়েকজন যুবক ক্ষীণকায়, কৃষ্ণবর্ণ একটি লোককে হিড় হিড় করে টানতে টানতে আমার সামনে এনে হাজির করল। মুখ-চোখ তার দাগ্ড়া-দাগ্ড়া হয়ে ফুলে উঠেছে। চোখ দুটো লাল; শীর্ণগালে জল গড়িয়ে পড়ছে তা থেকে। রগের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। নাক দিয়ে আর ঠোঁঠের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে। বুঝলাম, এতক্ষণ ধরে লোকটির ওপর এতগুলো শক্তিমান-অশক্তিমান তরুণ যুবা পুরুষের হস্ত-পদের লীলা-বৈচিত্র্য সম্পাদিত হচ্ছিল তারই অবশ্যম্ভাবী ফল লোকটির চেহারায় বিদ্যমান। তখনও দুজন বলিষ্ঠ যুবক সেই ক্ষীণকায় লোকটির দুটি হাত পিছমোড়া করে পাকিয়ে ধরে রয়েছে। এতেও বোধ হয়, তার পলায়ন সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হতে না পেরে একজন তার 'চুলিমুটি' ধরে সামনে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়াও অনেক উৎসাহী তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দায়িত্ব নিয়েছে।

আমার ইঙ্গিতে ওরা সবাই চোরটাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, যতদূর সম্ভব আমার দৃষ্টিটাকে কঠিন করে আর গলা থেকে সহানুভূতির রেশটুকু মুছে ফেলে: 'চুরি করতে বেরিয়েছিস ক্যান?'

নাকি নাকি গলায় উত্তর এল, 'আজ্ঞে না বাবু, আমি চুরি কার নি···'

'চুপ্'—আমি ধমক দেবার আগেই শত কণ্ঠের আওয়াজে চোরটার সঙ্গে সঙ্গে আমিও চমকে উঠলাম। থতমত খেয়ে এবং অসংখ্য হস্তের উদ্যত মুষ্টির কথা স্মরণ করেই খুব সম্ভব চোরটি স্তব্ধ হয়ে গেল। আমিও বেশ ধমকের সুরেই এক রকম তাকে বললাম—'মিথ্যে কথা বললেই মার খাবি। চুরি করিস নি মানে, চুরি করতে সুযোগ পাস নি—তার আগেই ধরা পড়ে গেছিস, এই

তো? ধরা না পড়লে কার যে সর্বনাশ করতিস সে তুই জানিস। কিন্তু, তুই কার বাড়ী চুরি করতে বেরিয়েছিলি? চোরটি অশ্রু বিকৃতি মুখে মাথাটা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

আমি ফের প্রশ্ন করলাম, 'কিরে বল, কার বাড়ী চুরি করতে বেরিয়েছিলি?'

আমার সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে অনেকেই ধমক দিয়ে তাকে বলল, শীঘ্র জবাব দে, না হলে এখুনি আবার—আমি ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করলাম। পীড়াপীড়ি করাতে সে দূরের দত্তদের বাগান বাড়ীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ঐ দত্তবাবুদের বাড়ীতে।"

দত্তদের বাড়ীতে!—মরে যেতিস যে রে, ওরা রাত্রে কুকুর ছেড়ে রেখে দেয়। তাছাড়া ওদের কত দারোয়ান-চাকর আছে, বন্দুক আছে! তোর সাহস তো কম নয়! গুলি করে মেরে ফেলতো যে! চুরি করতে বেরিয়েছিস এই সব খোঁজ রাখিস নি?"—আমি বললাম।

ঘাড় নেড়ে সে জানালো যে, সে সমস্তই জানে।

"তবে!"—আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম। "ক্যান গেসলি ওদের বাড়ী চুরি করতে?"—কিছুটা কৌতূহলী হয়েই আমি জিজ্ঞেস করলাম। ধমক দিতে সে যা বলল তা সংক্ষেপে এই:

ভোলানাথ দত্ত এই পাড়ার একজন নামকরা ধনী লোক। তার বাড়ীতে পাঁচুগোপালের (চোরের নাম) বাবা কাজ করত। মালিক অত্যন্ত বদমায়েস। চাকর-বাকর কর্মচারীদের মাসের বেতনও ঠিক মত দেয় না। দু'মাস, তিন মাস বাকি রাখে। যে চাইবে তাকে গালি-গালাজ, চপেটাঘাতসহ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। (আমরাও জানি এ খবর সত্য, কারণ, পাড়ার মধ্যে এ জাতের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।) পাঁচুগোপালদের অবস্থা খুবই খারাপ। পাঁচুগোপালের সংসারে তার বুড়ো বাবা, তার নিজের দুই ছেলে আর এক মেয়ে আছে। বুড়ো বাবা দত্তদের বাড়ী কাজ করে কিন্তু ঐ দু'দশ টাকা করে মাঝে মাঝে হাত খরচ পায়, ঠিক মতন মাইনে পায় না। পাঁচুগোপাল একটা ছোটখাট বাঙালীর লোহার কারবারে লোহাকাটা মিস্ত্রির কাজ করে। যা পায় তাতে তাদের সংসার চলে না। দারিদ্র্য-অভাব-অনটন, না-খাওয়া ইত্যাদির মধ্যে তার ছেলে দুটো কোথা থেকে কি খেয়ে হঠাৎ 'ফুড পয়সনিং' হয়ে বাবা মারা গেল। ভেঙ্গে পড়ল পাঁচু। তাকে রোগে ধরল। তিন মাস সে বিছানায় পড়ে রইল। কিভাবে যে, সে তবুও টিকে রইল এটাই

তার কাছে সব চেয়ে আশ্চর্যের। তার যে ভাল স্বাস্থ্য ছিল তা আজকের এই দশায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার এক ফোঁটা এগার বছরের মেয়েটা দু'বেলা না খেতে পেয়ে কাটির মত হয়ে গেছে। এর ওপর আবার কোম্পানী থেকে তার চাকরী গেল। মালিক অন্য লোক নিয়েছেন তার জায়গায়। পাঁচু চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। কাজের জন্যে পাগলের মতো সে ঘুরে বেড়াল কিন্তু তার অবস্থা রুগ্ন দেখে কেউই তাকে কোন কাজ দিল না। অনেকের হাতে পায়ে ধরে সে কেঁদে জানিয়েছে যে, কাজ না পেলে তার একমাত্র মেয়েটা না খেয়ে মরে যাবে। শুনে সবাই হেসে জবাব দিয়েছে 'ওরকম সবাই বলে', আরও অনেক উপদেশ দিয়েছে কিন্তু কোন কাজ দেয়নি তাকে বিশ্বাস করে। এই অভাব আর বিপদের সময়ে আরও বিপদ তার মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ল। অনেক দিন ধরে তার বাবা টাকা-কড়ি কিছু না পেয়ে মরিয়া হয়ে মালিককে তার সমস্ত পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিতে বলে। মাইনের বদলে গালাগাল খেয়ে মাথার ঠিক রাখতে না পেরে সেও নাকি মুখের ওপর বলে বসে "ওঃ ভারি ভদ্দর নোক, ট্যাকা থাকলেই ভদ্দর হওয়া যায় না। মাইনে দিতে পারবে নি তো অষ্টগণ্ডা নোক রাখেন ক্যান।" এর ফলে বুড়ো বয়েসে বেদম মার খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বাড়ী আসে এবং প্রবল জ্বরে দিন তিনেক ভুগেই মারা যায়। না খেতে পেয়ে আর গুমরে গুমরে তার মেয়েটারও অসুখ করেছে। চেয়ে চিনতেও সে তাকে কিছু তেমন খেতে দিতে না পেরে, তাই চুরি করব বলে মনস্থ করে। এ-পাশ, ও-পাশ দু'চারটে বাড়ীতে ইতিমধ্যেই সে চুরি করেছে। এক জায়গায় ধরাও পড়েছিল, কিন্তু ঐ দু'চার ঘা'র ওপরে দিয়ে কেটে গেছল। এতে করে তার মেয়েটাকে সে খেতে দিতে পেরেছে। আশা আছে হয়ত বেঁচে যাবে। কিন্তু চুরি করার লোভ ছাড়তে পারল না। তার বাবার মুখে সে দত্তদের বাড়ীর অতুল ঐশ্বর্যের কথা বহুবার শুনেছে। মারা যাবার সময় তার বাবা নাকি বলেছিল, 'চুরি করতে পারিস ওদের বাড়ীতে?' চুরি করে লোভ বেড়ে গিয়ে সে ঠিক করেছিল ঐ দত্তদের বাড়ী সে চুরি করবে। ওদের বাড়ীর দু'জন চাকরকেও সে হাত করে নিয়েছিল ভাগ দেবে এই অঙ্গীকারে। সব ঠিক-ঠাক তার অদৃষ্টে বাধ সাধলো। চুরি করতে যাচ্ছিল, পথে 'ডিফেন্স-পার্টির' ছেলেরা সন্দেহ করে তাকে ধরে ফেলে। তারপর তার এই নিগ্রহ।

পাঁচুগোপালের কাহিনী শুনে শুধু আমি নয়, যারা তাকে বেদম প্রহার করেছিল তারাও অনেকে কিছুটা লজ্জিত হল। আমি আমাদের সমাজের

এই অক্ষমতা ও হৃদয়হীনতায় শুধু ব্যথিতই হলাম না নিজেদেরও কিছুটা অপরাধী মনে করলাম। পাঁচুগোপালের এই স্বভাব নষ্টের মূলে আমাদের দায়িত্ব কিছু কি কম আছে? হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সব চোরের পাঁচুগোপালের মত অবস্থা হয় না—অনেকে স্বভাবে চুরি করে, কিন্তু এই স্বভাবটাও মনে হয় এমনি-এমনি গড়ে ওঠে না।

রাতের অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। অনেকেই তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পাঁচুকে বললাম, "পাঁচু তুই আজ থেকে আমার বাড়ী কাজ কর।" পাঁচুর চোখ দুটো ড্যাবা ড্যাবা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে হঠাৎ হাউ-মাউ করে কেঁদে আমার পায়ে পড়ে গেল। আমি ওকে নিয়ে বাড়ীর দিকে এগুতে এগুতে ভাবলাম—"কটা পাঁচুকে আর আমরা এ ভাবে আশ্রয় দিতে পারব?"

একটি পোড়োবাড়ীর আত্মকথা

কানের কাছে কার একটা হিম নিশ্বাসের স্পর্শে আমি চমকে উঠলাম। জোর করে জেগে থাকতে চেয়েও কখন যে তন্দ্রার আকর্ষণে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম তা টের পাই নি। এই অচেনা, অজানা জায়গায়—চারিদিকে বন-বাদাড় আর সামনে ধূ-ধূ-মাঠের মধ্যে এই ভাঙা পোড়োবাড়ীটায় আমি একেবারে নিরুপায় হয়েই আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানোর একটা নেশা আমার আছে। হলধরপুরের কাছে একটা জাগ্রত শ্মশান আছে শুনে আমি সেটা দেখবার লোভ সামলাতে পারি নি। বেরিয়ে পড়ে সন্ধ্যে নাগাদ হলধরপুরে এসে নামলাম। স্টেশনে এবং পথে দু'একজনকে এই শ্মশানের ঠিকানাটা জানতে চাওয়াতে তারা এমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে যে, আমি নিজেই শেষ পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছি। ভালো করে কেউই কিছু বলে নি। শুধু আঙুল তুলে স্টেশনের দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছে—'ঐ দিকে সোজা হেঁটে যান ক্রোশ পাঁচেক।' সেই নির্দেশে হাঁটতে হাঁটতে গন্তব্য স্থলে পৌঁছবার আগেই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি পৃথিবীর বুকে

চেপে বসবার সময় তার কালো ডানা দুটোর ঝাপটায় রাজ্যের সমস্ত অন্ধকার বোধহয় আমার চারিপাশে স্তূপাকার করে এনে ফেলল। অসহায়-নিরুপায় হয়ে চাইতে লাগলাম রাত্তিরটার মতো কোথাও একটা আস্তানা পাওয়ার আশায়। হাতের টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলে এগুচ্ছিলাম। বন-বাদাড়, গাছ-পালা—লোকালয়ের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না। চেয়ে দেখলাম আমি চলেছি একটা ধূ ধূ মাঠের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ এক প্রান্তে এই জঙ্গলাকীর্ণ, পাঁজরা বার করা, শ্যাওলা ধরা বাড়ীটার ওপর আমার টর্চের আলো এসে থেমে গেল। অকুলের মধ্যে কুল। আর কোন কথা নয়, চিন্তা নয় সোজা চলে এলাম এখানে।

পেড়োবাড়ী। বিরাট বড়। গ্রামের প্রায় এক প্রান্তে। ভাঙা কয়েকটা সিঁড়ি উঠে গেছে একটা ঢাকা দালানের দিকে। রাস্তা থেকে উন্নতি দেবার জন্যেই বোধহয় এই ধরনের পরিকল্পনা। উঁচু দালানের ওপর উঠে টর্চের আলো ফেলে চারিদিক দেখতে লাগলাম। পুব দিকে অনেক দূরে মনে হ'ল বালি চিক্ চিক্ করছে। নদী আছে নাকি! তবে কি শ্মশানের কাছেই এসে পড়েছি!—বিদ্যুতের মত কথা কটা মনের মধ্যে খেলে গেল। যাইহোক, আজ আর নয়—রাতটা কাটিয়ে দিয়ে ভোরে যাব ঐদিকে। বাড়ীটার চারিদিক, আলো ফেলে, একটা চক্কর দিয়ে নিলাম। কোন বিত্তশালী ব্যবসায়ীর বাড়ী বলেই মনে হ'ল। দালানের কড়ি-বরগার ফাঁকে ফাঁকে ঘুঘু-পায়রার বাসা, চামচিকের বাসা, তারই ফাঁকে ফাঁকে বট-অশ্বত্থের শেকড় তাদের সাম্রাজ্য জাল বিস্তার করেছে। শ্যাওলার সবুজ রঙে দেওয়ালগুলো মাজা। দেওয়াল, থামের গা থেকে চুণ-বালির স্বাস্থ্য ঝরে গিয়ে এখন শুধু হাড়ের মত ইঁট-কাঠ জিব বার করে আছে।

চলা-ফেরার পদশব্দে বাড়ীর উপস্থিত মালিকদের বোধহয় শান্তি ভঙ্গ করে ফেলেছি। অথবা নবাগত এই আমাকে অভ্যর্থনা জানাতেই বুঝি কয়েকটা চামচিকে নিদ্রা ত্যাগ করে মাথার ওপর চক্র দিয়ে ফিরতে লাগল। পায়রার ডানা ঝটপট করে উঠল। সেই সঙ্গে কিছু খড়-কুটো আর বালি মাথার ওপর পুষ্পবৃষ্টি করল। আমি খানিকটা জায়গা একটু পরিষ্কার করে বসে পড়লাম। সঙ্গের যা আহার্য ছিল, তাই খেয়ে নিলাম। একটা জিনিস ঠিক করে নিলাম যে, ঘুমানো চলবে না কিছুতেই। কারণ অনেকক্ষণ থেকেই মনের মধ্যে যে সন্দেহটা বার বার মাথা তুলতে চাইছিল, কিন্তু এই

পরিবেশে আমি কোন মতেই প্রশ্রয় দিচ্ছিলাম না, সেটা হ'ল—এটা হানা বাড়ী নয় তো? সত্যি কথা বলতে কি ভূত-টুতে আমি ঠিক বিশ্বাসী নই—ও জাতের ভয় ত আমার ঠিক নেই। বরং অনেকদিন থেকেই একটা কৌতূহল আছে, যদি 'ওদের' কারুর সঙ্গে দৈবাৎ দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে যায়, তো মনের কতকগুলো সন্দেহ ভঞ্জন করে নেব। তাই ঘুমাবো না ঠিক করেছিলাম।

কিন্তু নিদ্রা-তন্দ্রার মোহিনী শক্তিটা মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। তাই প্রস্তুত হয়ে থেকেও কখন যে-এই বাড়ীটার কথা চিন্তা করতে করতে তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে পড়েছি টেরও পাই নি।

হঠাৎ দেখি সামনে অতিকায় কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। আমি সভয়ে প্রশ্ন করলাম, কে?

আমি এই বাড়ীর প্রেত-আত্মা।

এই বাড়ীর প্রেত-আত্মা!

হ্যাঁ। তুমি মনে মনে আমার কথা চিন্তা করছিলে, তাই আর থাকতে পারলাম না, বেরিয়ে এলাম।

তুমি এত বিষণ্ণ কেন?—আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম।

বিষাদ ভরা মুখে সামান্য একটু হাসি মাখিয়ে সে জবাব দিল—খুবই স্বাভাবিক। জান, আজ কত বচ্ছর আমি এইভাবে পড়ে আছি? জান, কত বচ্ছর বাদে আমার বুকের ওপর আবার মানুষের পা পড়ল? এই বাড়ীর শেষ মালিক হাজারীপ্রসাদ তার পরিবার নিয়ে সেই যে চলে গেছে আর ফেরে নি। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা!

পঞ্চাশ বচ্ছর!

আরও বেশী হবে। তারপর থেকে এই প্রথম তুমি এলে। পঞ্চাশ বছর পরে এই প্রথম আবার আমি মানুষের পদস্পর্শ পেলাম।

হাজারীপ্রসাদ কে? কেন সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছল? আর ফেরে নি-ই বা কেন?

হাজারীপ্রসাদ হ'ল এই বাড়ীর শেষ মালিক। একদিনে এই বাড়ীতে জোড়া খুন হ'ল। তারপর আর বেশীদিন সে এ বাড়ীতে টিকতে পারে নি।

কেন?

কেন এখনও বলে দিতে হবে! হানা বাড়ী নাম দিল সবাই আমাকে।

হা-না বাড়ী!

হ্যাঁ। সেই ভয়েই আর কেউ আসে নি। অথচ, মানুষের পদস্পর্শের জন্যে আমি তৃষিত চাতকের মত উন্মুখ হয়েছিলাম। দিন গেল, মাস গেল শেষে বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে গেল কিন্তু আর ফিরে এল না হাজারী প্রসাদ। আসবে কি করে ?—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

প্রতিশোধ ? কিসের প্রতিশোধ ?

প্রতিশোধ বুঝতে পারলে না—পারবেই বা কি করে। আমি যে সব কিছুর নীরব সাক্ষী হয়ে কালের আয়ুর প্রহর গুনছি। সবাই যে কথা জানে না, সে সব কথা আমি জানি। রামপ্রসাদের দুই ছেলে বারিদপ্রসাদ আর হাজারীপ্রসাদ। হাজারী চিরকালই নিষ্ঠুর, লোভী উচ্ছৃঙ্খল, শয়তান ছিল। নিজের লোভ আর স্বার্থসিদ্ধি করতে দু'চারটে খুন সে অনায়াসেই করত—পয়সার জোরে রামপ্রসাদ পুলিশের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। এই নিয়ে একদিন বাপে ছেলেতে খুনোখুনী হবার জোগাড় প্রায়। রামপ্রসাদ ভীষণ তেজী আর শক্তিমান পুরুষ ছিল। গলা ধাক্কা দিয়ে ছেলেকে বার করে দিয়েছিল। মৃত্যুর আগে সে উইল করে সব সম্পত্তি বড় ছেলে বারিদপ্রসাদকে এবং তার মৃত্যুর পর তার দুই নাতির নামে করে দিল। হাজারী তখনও বিয়ে করে নি। তাকে কানাকড়িও রামপ্রসাদ দেয় নি। রামপ্রসাদের মারা যাওয়ার এক বৎসর পরে সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে এল হাজারী। কেউ তাকে চিনতে পারে নি তার দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখ দেখে। দোতলার উত্তরের দিকের ঘরটায় তাকে থাকতে দিয়েছিল বারিদ, তার স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে। নির্জন ঘরে শুয়ে শুয়ে রাতের অন্ধকারে হাজারী যখন নিজের মনের সঙ্গে কথা কইছিল : "বাপ আর বেটা দুটোকেই এই সামনের অমাবস্যার রাত্রে শেষ করে দেব। পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে। আমাকে ফাঁকি দিয়ে একা সম্পত্তি ভোগ করবে···করাচ্ছি"···আমি চমকে উঠেছিলাম। সত্যি বলছি পথিক, ইঁট-কাঠ, চুণ-বালির দেহ হলেও আমারও একটা প্রাণ ছিল। আমি কেঁদে উঠেছিলাম সেদিন। বারিদের আর তার ছেলের কথা ভেবে ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম। চীৎকার করে জানাতে চাইলাম, সাবধান করে দিতে চাইলাম ওদের সকলকে। কিন্তু হায়! আমাদের চীৎকার, ক্রন্দন কিছুই নীরবতার স্তর ভেদ করে যেতে পারে না। তাই কেউ জানতে পারল না। শেষ পর্যন্ত খুনই হোল তারা। শোকে বুক চাপড়ে ক'দিন পরে তার বউটা পাগল হয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি প্রশ্ন করলাম—বারিদবাবু কিছু জানিতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত ?

পেরেছিল। কিন্তু দুশমন তখন তার বুকের ওপর বসে। তার গলা টিপে ধরে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। একবার মাত্র হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বারিদ কাতর স্বরে বলেছিল। 'আমায় মারিস না হাজারী…তুই সব নে…আমাদের প্রাণে বাঁচতে দে…আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাব।' কিন্তু তা সে দেয় নি। চিরদিনের মত তার স্বর রুদ্ধ করে দিয়েছিল। বারিদের একটা ছেলে আগেই মারা গেছল। ছোটটা বেঁচেছিল—তাকে কি বীভৎসভাবেই না খুন করল। ওঃ সে কথা আমি আর তোমায় বলতে পারব না।

তাহলে তোমায় নির্মাণ করেছিলেন রামপ্রসাদ বাবু ?

মোটেই না। আমার বয়স কত হবে বলে অনুমান হয় তোমার ?

একশ বছর মনে হয়।

হা-হা-হা। ছেলে মানুষ। আমার বয়েস আড়াইশ' বছর।

আড়াই—শ' !

হ্যা। পলাশীর যুদ্ধ শেষ করে ইংরেজরা তখন সবে সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিয়েছে। মহাদেব সেনগুপ্ত বিলিতি পণ্যের ব্যবসা করে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নদীর ধারে বাড়ী করলেন। ওই যে পুব দিকে এখন ক্ষীণ নদীটা দেখছ না ? ওটার নাম সরস্বতী। এখন চড়া পড়ে অতদূরে সরে গেছে—সে স্রোতও নেই। তখন সরস্বতী ঠিক আমার পাশ দিয়ে বয়ে যেত। আমি নদীর গান শুনতাম। জোয়ারে নদীর জলে গান উঠত 'ছলাৎ ছলাৎ', আমি কান পেতে শুনতাম। মহাদেব আদর করে আমার নাম দিয়েছিল 'স্বর্গধাম'। তখন আমার কলেবর এত বিরাট ছিল না। মহাদেবের মেজ নাতি কালিকাপ্রসাদ ব্যবসায়ে খুব ধনী হয়ে আমাকে মনের মতন করে সাজিয়ে তুলল। একতলা ছিলাম—দ্বিতল হ'লাম। বড মিস্তিরি দিয়ে আমার ঘরের মেঝেগুলোকে মেজে মেজে কত সুন্দর করা হ'ল। কত্তার ঘর, ছেলেদের ঘর, আর রাণীমার ঘরের মেঝে শ্বেত পাথর দিয়ে মোড়া হল। ঘরে ঘরে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলল। ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় আমার সর্ব অঙ্গে তখন রূপের তরঙ্গ। কত লোক-জন—যাওয়া, আসা, হাসি-গান-গল্প। গর্বে, সাজে, লক্ষ্মীশ্রীতে আমি ডগমগ করতাম। বাইরে থেকে কত্তাবাবুর কত বন্ধু আত্মীয়-স্বজন এসে যখন আমার দিকে চেয়ে দেখত, ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়িয়ে আমার রূপের প্রশংসা করত, তখন বলব কি, আনন্দে গর্বে সৌভাগ্যে

সারা দেহে মনে পুলক সঞ্চার হোত। কালিকার ছেলে গৌরীপ্রসাদ এবং তার ছেলে বিমলাপ্রসাদের সময়েও আমার আনন্দের জোয়ারে ভাঁটা পড়ে নি। তারপর এল দুর্দিনের কালো মেঘ। বিমলাপ্রসাদের ছেলে রামপ্রসাদের বাবা ইন্দ্রপ্রসাদের সময়ে ব্যবসায়ে মন্দা পড়ল। দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ, হাহাকার। শুনলাম যুদ্ধ লেগেছে নাকি। মালিকের দুঃখে আমার চোখেও জল ঝরল। কিন্তু ঐ দুঃখ খুব বেদনাদায়ক ছিল না, কারণ সংসারের শান্তি নষ্ট হয় নি। বাড়ীতে লোকজন, আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত তখনও ঠিকই ছিল। সব শান্তি নষ্ট করল হাজারী। সে কথা তো তোমায় একটু আগেই বলেছি। ওই তুমি যেখানে বসে আছ ওইখানেই এসে সন্ন্যাসীর বেশে হাজারী প্রথমে বসেছিল,—আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখনও জানতে পারি নি তো সেই শয়তানটা এসেছে, তাহলে হয়ত—না কি আর করতে পারতাম তার।

এতক্ষণ আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম। এবার প্রশ্ন করলাম—হাজারীবাবু পালালেন কেন, সে কথা তো বললে না।

বলছিলাম না, প্রতিশোধ। প্রতিশোধ নিল বারিদ আর তার ছেলে হাবুলের প্রেতাত্মা।

প্রেতাত্মা!—আমি মুচকে হাসলাম।

হাসছো, না? তোমরা আজকালকার শিক্ষিত লোকেরা প্রায়ই দেখি ভূত, প্রেত বিশ্বাস কর না বলে মুখে বড়াই করো, অথচ, আসল জায়গায় মূর্চ্ছা যাও। যাক, সময়ে প্রমাণ হবে তার। এখন যা বলছি শোন। সত্যিই বারিদ আর তার ছেলের ক্ষুব্ধ আত্মা ক'দিন ধরে তাকে ঘুমোতে দেয় নি, মুখের গ্রাস ফেলে দিয়েছে। বাতাস দিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিয়েছে। চোখের পাতা এক হলেই উৎপাত করে তাকে তুলে দিয়েছে।

মেরে ফেলে নি কেন?

তাহলে তো মরেই যাবে। ওরা ওকে তিলে তিলে, শুকিয়ে মারতে চেয়েছিল। তার আগেই সে সব ফেলে সেই যে পালিয়েছে আর ফিরে আসে নি। আমার 'হানাবাড়ী' নাম যাবার সময় রটিয়ে দিয়ে গেল। সেই থেকে লোক আর কেউ আসে নি। ওঃ মানুষের পাদস্পর্শের জন্য আমার তৃষিত হৃদয় আজ কতদিন পরে যে তোমায়—

মুখের ওপর কার হিম নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করে চমকে জেগে উঠলাম।

কারুকেই দেখতে পেলাম না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ঘনস্রোত সব একাকার করে দিয়েছে। মনের ভুল কিনা ভাবছি। কিন্তু, একটু দূরে আবার যেন কার দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম। দেখতে দেখতে এপাশে, ওপাশে, সামনে, পিছনে, দূরে, কাছে, আমার চারিদিক জুড়ে শত শত দীর্ঘশ্বাস কে বা কারা ফেলতে লাগল। দিশেহারা হয়ে পড়লাম আমি। শরীরের মধ্যে দিয়ে বরফ-স্রোত প্রবাহিত হোল। পাথরের মতো অনড়, নিশ্চল হয়ে গেলাম। আমার পাশেই কে যেন দাঁড়িয়ে আছে মনে হ'ল। গালের ওপর তার নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করতে পারছি। পরক্ষণেই মনে হ'ল, একজন নয়, দু'জন, দশজন, অসংখ্য প্রেতাত্মা আমার চারিপাশে প্রেত-হাসি হাসছে, আর একটু একটু করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হানাবাড়ীর তৃষিত আত্মাই কি শতধা হয়ে আমায় ঘিরে ধরেছে?—নাকি বারিদপ্রসাদের। আমি আর চিন্তা করলাম না। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার আগেই বহুদিনের অবিশ্বাসী মনটাকে একাগ্র করে কোন রকমে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে চোখ বুজে ঊর্ধ্বশ্বাসে দালান থেকে নেমে সামনের দিকে ছুটতে লাগলাম। কতক্ষণ পরে জানি না, সব দম যখন নিঃশেষ হয়ে এসেছে, তখন চোখ খুললাম। দেখি ছুটতে ছুটতে আমি ক্ষীণতোয়া সরস্বতীর কাছে এসে পড়েছি। অদূরেই সেই ঈপ্সিত মহাশ্মশান। রাত আর বাকি নেই—ভোরের অস্ফুট আলো পূর্ব দিগন্তে বেদনার বুক-চাপা আনন্দের মতো ফুটে উঠছে। পেছন ফিরে দেখলাম—হানাবাড়ীটা আর প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নদীর শীতল জলের স্পর্শের জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

সমুদ্রতীরে সূর্যাস্ত

ভ্রমণে বেরিয়ে, বাঙলাদেশ থেকে সেই সুদূর দক্ষিণ-ভারতের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারিকায় এসে পৌঁছেছি। বাসে করে কন্যাকুমারীর দিকে আসতে আসতেই অনুভব করলাম ভারতের স্থলভূমি কেমন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেল সমুদ্রের মাঝে। এখানে এসে তিন সমুদ্রের সম্মিলন

হয়েছে—বঙ্গোপসার, ভারত মহাসাগর, আর, আরব সাগর। বস্তুতঃ কন্যাকুমারীর একমাত্র দর্শনীয় বা আকর্ষণীয় বিষয় (অবশ্য মন্দিরগুলোর কথা বাদ দিয়ে) হ'ল সমুদ্র আর এই সমুদ্রই যথেষ্ট। বেরসিক, অকবিও বোধ হয়, সব ভুলে, কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত, কবি বা দার্শনিক হয়ে উঠবেন।

দেখে দেখে আর দেখার শেষ হয় না সমুদ্রকে। যত দেখছি, ততই নতুন মনে হচ্ছে। বিকেলের দিকে বেরিয়েছি। সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বালির চড়াই-উৎরাই পার হয়ে, একটা ফাঁকা নির্জন জায়গায় যখন এসে দাঁড়ালাম, তখন দিনের সূর্যের প্রাখর্য হ্রাস পেয়েছে—চড়া আলোর সঙ্গে সন্ধ্যান্ধকারের স্নিগ্ধতার মিলনে কেমন একটা বিষণ্ণ শান্তি নেমে আসছে মনে হল। বুঝলাম সন্ধ্যার আর বেশী বাকি নেই।

একটা উঁচু বালির ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কিভাবে এক একটা বিরাট-বিরাট তরঙ্গ এসে সমুদ্রের মধ্যে থেকে মাথা-তোলা-শিলাগুলোর ওপর এসে আছড়ে পড়ে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সাদাফেনার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ যে দৃশ্যের প্রতি আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, তাকে কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না, নিশ্চিত—তা শুধু অনুভবের, মনের চোখ মেলে দেখবার, হৃদয় দিয়ে উপভোগ করবার। অনন্ত, অসীম, বিরাটকে কি কেউ কোন দিন পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। অস্তগামী সূর্যের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল। সে দৃষ্টি আর ফেরাতে পারি নি, যতক্ষণ না, অন্ধকার এসে সমস্ত চরাচর ঢেকে দিল।

মধ্যাহ্নে যে সূর্যের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না, সেই সূর্যটাই এখন তার চোখ-ঝলসানো অগ্নিদীপ্তি হারিয়ে একটা জ্বলন্ত লৌহপিণ্ডের মত হয়েছে। লাল টক্‌-টক্‌ করছে। মনে হ'ল কোন আবীরগোলা জলের হ্রদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, টপ করে পা ফসকে পড়ে গিয়ে, লালজলে হাবুডুবু খেয়ে, এই মাত্র উঠে আসছে। গা দিয়ে এখনও লালজল টপ্‌ টপ্‌ করে ঝরে পড়ছে সফেন সমুদ্রের তরঙ্গমালার ওপর। পশ্চিম দিগন্তের সিঁথিতে কেউ কি সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে? না-কি, দিবা-স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার আয়োজনে শেষ চিতার আগুন জ্বেলেছে—তারই এই রক্তরাগ?/ লাল যে এত সুন্দর হয়, এত মনোমুগ্ধকর হয়, এর আগে কখনও তা এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করি নি। বস্তুতঃ, সূর্যটাকে ক্রমশই তাপহীন একটা সিঁদুরের ডেলার মত মনে হতে লাগল।

সামনে আকাশের গায়ে যখন এই হোলি-উৎসব চলছিল, নিম্নে অনন্ত, অতল, অসীম সমুদ্রের হৃদয়ও সেই উৎসবের আবেগ স্পন্দনে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। সমুদ্র বুঝি তার সব সংযম, সঙ্কোচ হারিয়ে ফেলে সফেন লক্ষ তরঙ্গের বাহু ঊর্ধ্বে তুলে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। ঢেউ-এর মাথায় মাথায় আবীরের গুঁড়ো। আরও রঙ মাথার উত্তেজনাতেই কি ওরা অমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে? শিলার ওপর যে বিরাট তরঙ্গগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, তারা রঙ-মাখা আকাশের দেহ আলিঙ্গন করবার জন্যে নিজেদের, ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল, আর, ওপর থেকে স্মিত-হাস্যে আদর করে সূর্য তাদের গায়ে লাল রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে—লাল ফুলঝুরির মত তারা আবার সমুদ্রের বুকে এসে পড়ছে।

সূর্য আর সমুদ্রের এই আবীর খেলা দেখতে দেখতে এমনই তন্ময় হয়ে গেছলাম, যে, লক্ষ্যই করি নি কখন চুপি চুপি সূর্যটা টুক্ করে লুকিয়ে পড়ার তালে ছিল। চেয়ে দেখি, একেবারে দিগন্তের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে সিঁদুরের থালাটা। সূর্য বলেই মনে হয় না। সমুদ্রই বোধ হয় কপালে লাল টিপ পরেছে। সারা দেহে আমার রোমাঞ্চ লাগল—ওই জলের তলাতেই কি সারা রাত্তির ডুবে বসে থাকবে নাকি সূর্য! মনে পড়ল দুর্যোধনের কথা। ভীমের হাত থেকে বাঁচবার আশায় সমুদ্রের তলায় গিয়ে লুকিয়ে ছিল। কার ভয়ে সূর্য আজ পলাতক?

পলাতককে আমার দৃষ্টি আর নজর বন্দী করে রাখতে পারল না শেষ পর্যন্ত। জলের অতলে তলিয়ে গেল সে। সমুদ্রের নীলজলে প্রথমে আবীরের ছোপ পড়েছিল। নীলে আর লালে মিলে কি রঙ হয়, সে তথ্য বৈজ্ঞানিকরা সঠিক দিতে পারবেন; কিন্তু, আপাততঃ, আমি দেখছি কালো হয়—এতে কোন ভুল নেই। সমুদ্রের জল একটু একটু করে কালো হয়ে উঠতে লাগল। সাদা ফেনাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সমুদ্রের বাতাসে হিমের স্পর্শ। চারিদিকে নীরব শান্তি—কোন কোলাহল নেই, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব নেই, কোন কামনা-বাসনা নেই, নেই স্বার্থের হানাহানি। আছে এক অস্থির বেদনা, উদার মুক্তি, পাওয়া-না-পাওয়ার ঊর্ধ্বের এক মহানন্দ। এখনও পশ্চিম কোণ থেকে লাল সিঁদুরের দাগটা মুছে যায় নি। আকাশে-বাতাসে মনে হ'ল পুঁরিয়ার সুর ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে আছে।

আমার প্রিয় কবি
জীবনানন্দ দাস

"আমার আকাশ কোথা চলে গেছে
আমারি সীমানা ছাড়ায়ে—
অপার নীলের তরঙ্গ তুলে
কাল-কালান্ত হারায়ে॥"

জীবনানন্দ বাংলা কাব্যে অনন্য—এই একটি ছাড়া কী আর বলা যায় তাঁর সম্পর্কে? পর্যাপ্ত না হোক, তাঁর কবিতা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা পণ্ডিত আর বিদগ্ধজনেরা করেছেন। যতদূর জানি ব্যক্তিগতভাবে কবি এই সব আলোচনার কোনোটিকেই নিজের কাব্যের প্রামাণ্য ভাষ্য বলে মেনে নেননি। জীবনানন্দ 'নির্জন' বা 'নির্জনতম' কবি, তাঁর লেখা 'সিম্বলিক্' কিংবা 'সুররিয়্যালিস্ট্'—এ সব নিয়ে যতই মতভেদ থাক, কবির নিজের বক্তব্য এই: এরা "প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো অধ্যায় সম্পর্কে—সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।" অতএব "কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দু-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকের উপলব্ধিতে এত তারতম্য।" [শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা]

তাহলে জীবনানন্দের কাব্য-ব্যাখ্যায় সমালোচকের যত সংকটই ঘটুক, পাঠকের ভূমিকা নিরাপদ। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'তে নিজের রচনা সম্পর্কে কবিশেখর যে-কথা বলেছিলেন, সেইটেই একটু বদলে বলা চলে: 'কবিতা বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।' কথাটা নিয়ে তর্কের ঝড় উঠতে পারে। কিন্তু পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়, এই উক্তিটি আধুনিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য, এমন আর কারো সম্বন্ধেই নয়।

সাহিত্যে জীবনানন্দের আসন কোথায়—এ বিচার বর্তমানে সহজ নয়। যে-কোনো সমকালীনেরই মূল্যবিচার জটিল ব্যাপার, 'সাতটি তারার তিমির' বা 'মহাপৃথিবী'র কবির ক্ষেত্রে তা জটিলতম। দীর্ঘদিন ধরে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকবে। কবির ইচ্ছে ছিল একদা নিজ কাব্যের কুঞ্চিকা তিনি পাঠকের হাতে তুলে দেবেন; কিন্তু তাঁর আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু সেই

সুযোগ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করল। আপাতত আমরা যারা পাঠক, তারা তাঁর কাব্য সম্পর্কে একটি কথাই বলতে পারি। তিনি অনন্য।

লক্ষ্য করবার মতো রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা কাব্যে তাঁর মতো কেউই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। এমন কি, যাঁরা সাম্যবাদী কবি, তীক্ষ্ণ স্পষ্টতায় যাঁরা কাব্যকে সর্বদা সজাগ করে রাখতে চান, তাঁদের ওপরেও জীবনানন্দের 'ইমেজিজম্' আর দূরান্বয়ী বাগ্ ভঙ্গির ছায়া পড়েছে। অন্যদিকে তাঁর প্রত্যক্ষ তথা পরোক্ষ শিষ্যও অনেক রয়েছেন। তথাপি জীবনানন্দ একান্ত ভাবে একক। তিনি অনুকৃত হয়েছেন, কিন্তু অনুসৃত হতে পারেন নি। তাঁর যে-হৃদয় 'হাওয়ার রাতে' 'নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে', যাকে মনে হল 'একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো একটা দুরন্ত শকুনের মতো'—সে-হৃদয়ের অনুসরণ সহজ নয়। কারো পক্ষেই তা সম্ভব বলে মনে হয় না।

বহিরঙ্গের দিক থেকে জীবনানন্দের একটা নিজস্ব আঙ্গিক আছে। সে আঙ্গিক অসামান্য মৌলিক। এ-কথা বললে অন্যায় হয় না তাঁর কাব্য-বিচারের [এবং আস্বাদনেরও] প্রচেষ্টা অনেক সময় এই বাইরের কাঠামোতে এসেই থমকে গেছে। তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি অনেকখানিই নিরূপিত হয়েছে এই বহিরঙ্গের ওপরে। জীবনানন্দের আঙ্গিককে আয়ত্ত করা তাঁর কাব্য প্রবেশের প্রথম পাঠ।

সেই পাঠের পরে আসে তাঁর মন আর মননকে বোঝার পালা। এ কাজ আরো কঠিন। তার কারণ, বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের কবিতা সবচেয়ে আত্মগত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রাথমিক প্রয়াসের পরে জীবনানন্দের মধ্যে এই ধারার প্রধানতম প্রকাশ।

'লিরিক' কবিতামাত্রেই স্বগতোক্তি। তবু সাবধানী কবি মঞ্চের অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন; তাঁর শিল্পীসত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখতে হয়, তন্ময় চিত্তে অভিনয় করবার সময়েও তিনি তাঁর দর্শকদের ভুলতে পারেন না। কোন্ দৃশ্যে কোথায় হাততালি পাওয়া যাবে, অভিনেতা এ সম্বন্ধে যেমন অবহিত থাকেন, তেমনি কবিও জানেন, কোন্ কৌশলে তাঁর পাঠকের আবেগকে তিনি সহজেই আলোড়িত করতে পারেন, ভাষায়, ব্যঞ্জনায়, চিত্র-কল্পনায় কোথায় তাঁর ঐন্দ্রজালিক কৃতি, সে-সম্পর্কেও তিনি সচেতন।

কিন্তু যিনি নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ, যাঁর কবিতা একান্তভাবে নিজের জন্যেই

তাঁর সঙ্গে ভাবসাযুজ্য স্বভাবতই আয়াসলভ্য। বোধের চাইতে সহমর্মিতার আশ্রয়ই সেখানে নির্ভরযোগ্য। জীবনানন্দের কবিতাকে আস্বাদন করতে গেলে [সবটা করা সম্ভব কিনা জানি না] এই সহমর্মিতাই একমাত্র পথ। বাঙলা সাহিত্যে তিনি সবচেয়ে ব্যক্তিগত কবি। সুতরাং সমালোচকের মিতিবিম্ব যতই উদ্‌ভ্রান্ত হোক, অন্তত পাঠক অন্তর-যোজনার উপায়নে জীবনানন্দের কাছে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন। যে-কোনো কবিকেই সমালোচকের চেয়ে পাঠকের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়—জীবনানন্দ সম্বন্ধে সেটা সর্বাধিক সত্য।

জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি। এই প্রকৃতি বস্তুত মহাপার্থিব। এর এক দিকে :

নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে,
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে,
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে।

এখানে অকৃত্রিম বাংলা দেশের অন্তরঙ্গ গন্ধ-স্পর্শ, আমাদের সহজ পরিচিতির নম্র নিবিড় নৈকট্য। আবার অন্যত্র :

হাজার বছর খেলা করে অন্ধকারে জোনাকীর মতো :
চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ,
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়—
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁর গা থেকে যেমন তিনি পান "রূপশালী-ধানভানা রূপসীর শরীরে ঘ্রাণ", অন্যদিকে 'বেবিলন, নিনিভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে' তাঁর মানস-নাবিকের যাত্রা চলে 'বৈশালির থেকে বায়ু—গেৎসিমানি-আলেকজান্দ্রিয়ার মোমের আলোকগুলো' পর্যন্ত।

জীবনানন্দের এই প্রকৃতি-চারণার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক জগতে কোথাও কোনো কালের যতিচিহ্ন নেই। হাজার হাজার বছরের পুরোনো অতীত আর এই মুহূর্তের অন্তরঙ্গ বর্তমান একটি অখণ্ড সময়ের বৃত্তে ধরা পড়েছে। তাই তাঁর কল্পনার স্বচ্ছন্দচর্যা সীমানাহীন সময়ের মধ্যে প্রসারিত।

এই কালহীন কালের প্রতীক হিসেবে তিনি নিয়েছেন প্রান্তরকে—প্রধানত হেমন্তের প্রান্তরকে। কার্তিকের মৃদু-কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নাভরা মাঠ তাঁর এই দূরাস্তীর্ণ কল্পনাকে চঞ্চল করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি। 'সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের' একটি মানুষকে নিয়ে গেছে লাসকাটা ঘরে; যখন 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে', তখন অপেক্ষাতুর হৃদয় ভেঙেছে, 'হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় বাকী।' কার্তিকের জ্যোৎস্নায় কয়েকটি মাঠে-চরা ঘোড়া কবির মনকে আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত করেছে সময়হীন সময়ের প্রান্তরে:

মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায়
কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।

'এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে' জীবনানন্দের মানসিক মুক্তি। রবীন্দ্রনাথকে যদি বর্ষা আর নদীর কবি বলা যায়, তাহলে জীবনানন্দ হেমন্ত আর প্রান্তরের কবি। মৃদু ধূমল জ্যোৎস্না—দিকচিহ্নহীন মাঠ এক অপূর্ব জাগর-রূপ সৃষ্টি করে তাঁর মনে—এক বিচিত্র সুর্-রিয়্যালিজমের মধ্যে তাঁর কল্পনাকে মগ্ন করে।

এই কল্পনার অনুষঙ্গী 'বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা।' 'কার্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুরে' 'হলুদ পাতার ভিড়ে বসে' 'মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে' প্রহর জাগে পাখি। ইঁদুর আর পেঁচারা এই হেমন্তের জ্যোৎস্নাতেই তাদের শিকার খুঁজে বেড়ায়।

জীবনানন্দ রোম্যান্টিক কবি। এই রোম্যান্টিক মন হৈমন্তী-চন্দ্রালোকের রহস্যে মিষ্টিকের মতো সমাহিত। আর সে-রহস্যকে জানবার চাইতেও আস্বাদ করবার আনন্দ তাঁর নিবিড়তর। নির্জন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তাঁর অতর্ক অপ্রশ্ন আত্মলীনতা। হেমন্তের রাত্রে যখন বুনো হাঁস পাখা মেলে দেয়—'জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে', তখন কবিরও সেই স্মৃতির জ্যোৎস্নায় সানন্দ অভিসার:

মনে পড়ে কবেকার পাড়া গাঁর অরুণিমা সান্ন্যালের মুখ,
উড়ুক উড়ুক তা'রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেল পর
উড়ুক উড়ুক তা'রা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

এই হেমন্ত জ্যোৎস্নাতেই 'বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা' শব্দমালার আবির্ভাব। যে-'বনলতা সেন' জীবনে একবার, মাত্র একবারের জন্যেই চকিত-প্রেক্ষণে অন্তরকে উদ্ভাসিত করে, এ সেই ক্ষণচারিণী মনোলালিতা :

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার ;
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার ;
এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর।

প্রধানত জীবনানন্দের সুর বিষণ্ণতার আমেজ-মাখানো—রোম্যাণ্টিক অনুভাবনার মৃদুস্বাদী বেদনায় সিক্ত। নগ্ন-নিষ্ঠুর কর্মক্ষুব্ধ সংসার থেকে তাঁর স্বভাবতই অপসরণ। এক গভীরতর, নিবিড়তর সমাধান জীবনের কোথাও আছে—সমস্ত জিজ্ঞাসা যেখানে তিমির-স্তব্ধ ; সেখানে কোনো এক স্বাদ আছে যা 'অগাধ—অগাধ।' সেই অগাধ স্বাদের সাধনাই জীবনানন্দের কবিতার মর্মতত্ত্ব।

যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংস ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব

দুঃসহ পরাভূত বিকৃতির মধ্যে কবি এই অগাধ গভীর স্বাদের সঞ্জীবন সন্ধান করেছেন। এই স্বাদ তাঁকে প্রকৃতিই দিতে পেরেছে কিছু পরিমাণে। মেঠো পথ, ধানসিঁড়ি, হেমন্তের ধান, 'রোদের নরম রং শিশুর গালের মত লাল', 'আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের নাচ'—এই আদিম প্রাকৃতিক সারল্যে কবি যেন জীবনের জটিলতার গ্রন্থিমোচন করতে পেরেছেন :

রোধ—অবরোধ-ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিক সময়,
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে—
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় ;
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং।

তার চাইতে ভালো উদ্যমহীন, উৎসাহহীন আত্মলুপ্তি। হেমন্তের ক্ষেতে, চেতালি আলোয় কিংবা 'পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে' নিজের সমস্ত জাগরসত্তা নিঃশেষিত হোক :

গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে।
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিব অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমোবার সাধ ভালোবেসে।

তবুও সে-সাধ সহজে মেটার নয়। সেই অগাধ-গভীর স্বাদের সাধনা কী নির্মমভাবেই বিঘ্নিত। দক্ষিণের হাওয়ায়, 'জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ'-মাখা চৈত্র-রাত্রিতে, হরিণ-হরিণীর মিলন-মুহূর্তে দেখা দেয় শিকারীর বন্দুক। খাবার ডিশে মৃত হরিণের মাংসের ঘ্রাণ। জীবনের এই সিম্বলিক ট্র্যাজেডী তাই তাঁকে বার বার ডেকেছে সেই ধানকাটা মাঠে—যেখানে একটি মানুষ নিবিড় নিদ্রিত শান্তিতে একান্ত :

শান্তি তবু: গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

এই ক্লান্তি আর বেদনার পীড়নেই কবি খুঁজেছেন 'মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পরে মাইল।' তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছেন সেই দুপুরের বিশ্রান্ত বাতাসকে—যা 'খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়।' আশ্চর্য মৌলিক চিত্র-রচনায়, ভাষার কোমল কারুশিল্পে জীবনানন্দ এক ঐন্দ্রজালিক বিরামলোক লাভ করেছেন তাঁর কাব্যে। আমাদের ঘাত জর্জর দৈনন্দিনতায়, আমাদের রক্তঝরা প্রহর-পরিক্রমায়, আমাদের অশান্ত মনের উগ্রতায় আর অবদমনে তাঁর কাব্য এক মাধুর্যস্নিগ্ধ মরুদ্যান, কোনো রাত্রির হ্রদে শীতল অবগাহন। বিরাট পৃথিবী চলেছে অনন্তকালের নিরবধি পথ দিয়ে, কত সুসা-নিনেভ-গ্রীক্-হিন্দু-ফিনিশীয় সভ্যতার সমাধিস্তূপ পার হয়ে, কত বিম্বিসার-আটিলার কীর্তি-অকীর্তির স্মৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপি বহন করে। কী ক্লান্ত, কী দুঃসহ এই পথচলা! তার চেয়ে সব কিছুর ওপর চির-বিরামের যতিপতন ঘটুক—আসুক অন্ধকার—যেখানে ভূগোলের রেখাজটিলতা নিঃশেষলুপ্ত—যেখানে কালের কল্লোল সীমাহীন সময়ের তমসা-সমুদ্রে বিলীন!

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময় গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

'ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে' চিরনিদ্রার পৌষের রাত্রিই তবে আসন্ন হোক। আসুক তা হলে চিরকালের স্বপ্ননিবিড়তার সেই সঙ্গিনী :

'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

এ যেন ডি এইচ্ লরেন্সের সেই প্রেম-মৃত্যু-মুক্তি,

"In the darkness we all are gone, we are gone
with the trees
And the restless river,—we are lost and gone
with all these"

পৃথিবী থেকে যখন দেহসত্তার বিদায় নেবার সময় আসবে, এই 'পরণ-কথার দেশ'—জলসিঁড়ি নদীর কলধ্বনিতে ভরা—লক্ষীপ্যাঁচার ডাকে মুখরিত-সন্ধ্যা 'রূপসী বাংলার' বিশালাক্ষীর মন্দিরের ঘণ্টা শুনতে শুনতে কবির দুচোখ গভীর তৃপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসবে। সময়হীন, ভূগোলহীন মহাপৃথিবীর কবি বাংলার পল্লীকুটিরের একটি ছোট বাতায়ন থেকেই তাঁর দৃষ্টি অসীমতার মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন—বাংলার শ্যামল মুকুরে তাঁর মহাবিশ্ব বিম্বিত হয়েছে। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' আমাদের মনে এক অপরূপ 'nostalgic' প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—তার চিত্রে, ধ্বনিতে, ঘ্রাণে এবং অনুভবে আমরা এক অপ্রাপ্য মাতৃভূমির বুকে যেন ঘন নিবিড় মমতার গভীর শান্তি লাভ করি। জীবনানন্দ কল্লোলোত্তর কালের একমাত্র কবি, যিনি বাংলা ও বাঙালীর প্রতি ভালোবাসার অকুণ্ঠ সুস্নিগ্ধ স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। তাই তাঁর অন্তিম প্রার্থনার সঙ্গে আমরাও একস্বর হয়ে উঠি :

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে ;—সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কি ভাবিব, হায়,—
সেদিন র'বে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারিদিকে বাঙালীর ভিড়
বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি।... ...

বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালী নারীর কাছে—চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান মাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড ;—ডাঁসা আম কামরাঙা কুল।

জীবনানন্দের কাব্যে উত্তর-পর্বে আর একটি সঞ্চারী সুর এসেছিল। যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক্ কবির মতোই এই রক্ত-কলঙ্কিত কাল—যুদ্ধ আর মৃত্যুর প্রেতলীলা—তাঁকে জীবনের প্রেমে চকিত করে তুলেছিল। আত্মবৃত্ত কবি সহসা এক মহাপৃথিবীর মহত্তম প্রার্থনায় উঠেছিলেন উদ্দীপ্ত হয়ে। তাঁর সুরে এসেছিল 'তিমিরহননের গান'—এসেছিল 'সূর্যতামসী'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জীবনানন্দের কবিতায় এক মহৎ সূর্যের বাণী এনে দিয়েছিল। 'হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক' থেকে নিজের 'তিমির-বিলাসী সত্তা'কে তিনি 'তিমির-বিনাশী' শক্তিতে চেয়েছিলেন প্রাণিত করতে। এই নবলব্ধ চৈতন্য তাঁকে উত্তীর্ণ করেছিল এক সুবিপুল বোধির মধ্যে। ইতিহাসের গতি আজো শেষ হয় নি, বহু মানুষ, বহু মত, বহু প্রজ্ঞা, বহু ধর্মনায়ক আর রাষ্ট্রনায়কের অনুগমন করে সে ইতিহাস চলেছে কাল-কালান্ত ধরে। সে হয়তো অনেক পেয়েছে, তবু কি সব পাওয়া হয়েছে তার? কোথাও কি দেখা দিয়েছে 'অনির্বচনীয় স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর'? কবি তার উত্তর পান নি, তবু সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের অবসানে, মানুষের সমস্ত পরীক্ষা আর পরিক্রমা শেষ হয়ে গেলে, এক নিবিড় পরিচয়ে, কোনো এক সর্বপ্লাবী আনন্দের মধ্যে তার জীবন কি অবলীন হয়ে যাবে না? সেই প্রত্যাশিত আগামী-সম্ভবের অভিমুখে জীবনানন্দের এই বন্দনা মন্ত্রোচ্চারের মতোই অনুপম :

নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসে ভুবনে নবীন
হবে না কি মানুষকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে।
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষণ্ণ হৃদয়,
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'

যে কোনো মানুষকে বোঝবার পথে চিঠিপত্রের ভূমিকা অপরিহার্য। একটি সমগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনে এই চিঠিগুলো কুঞ্চিকার কাজ করে। এদের মাধ্যমে মানুষের দার্শনিক এবং লোকব্যবহারগত দ্বৈত সত্তারই সন্ধান মেলে। তাই রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবন করতে হলে "ছিন্নপত্র" "ভানুসিংহের পত্রাবলী" এবং "চিঠিপত্র" একেবারে প্রাথমিক পাঠ। "য়ুরোপ যাত্রীর পত্র" একটু আলাদা জাতের—ওখানে রবীন্দ্রনাথের চোখে সমালোচকের দৃষ্টি এবং ওগুলো পত্রাকারে প্রবন্ধ। রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে গেলে আমাদের প্রধানত বাকী তিনখানির ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

এ-দিক থেকে 'ছিন্নপত্রে'র জনপ্রিয়তা যেমন বেশি, তার গুরুত্বও তেমনি অসামান্য। এই চিঠিগুলি লেখা হয়েছে ১৮৮৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত—মোট দশ বছর ধরে এরা রবীন্দ্রনাথের ডায়েরীর কাজ করেছে। কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'র আসল যুগ সুরু হয়েছে ১৮৯১ থেকে—বিলেত থেকে ফিরে এসে পতিসরে জমিদারী তত্ত্বাবধানের পর্বে।

সময়টা লক্ষ্য করবার মতো। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ—জীবনের পূর্ণ বসন্ত—কাব্যেরও তাই। মানসী, সোনার তরী আর চিত্রার কাল—ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ।

'ছিন্নপত্রে'র কালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি অনিশ্চয়তার সুর বিশেষ করে বেজে উঠেছে। 'মানসী' একদিক থেকে যন্ত্রণার কাব্য। 'সোনার তরী'তে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আত্মস্থ—সৌন্দর্যসাধনার মধ্যে তাঁর সঞ্চরণ, সুগভীর জীবন-প্রীতিও অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত। 'চিত্রা'র ঘাটে সম্পূর্ণ উত্তরণের পূর্ব পর্যন্ত 'তরল-অনল' ঝলসিত গোধূলিবর্ণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে এক অনিশ্চিত রূপাভিসার।

উত্তর-তিরিশ এবং অনাগত-চল্লিশ : 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথের এই গোধূলি-মননের সংকেত।

সে সময় তাঁর মন চাইছিল মুক্তি—কোনো প্রত্যয়ের নিবিড় আশ্রয়, সন্ধান

করছিল কোনো আত্মস্থতায় একান্ত অবকাশ। সেই সুযোগ এল পদ্মার আহ্বানে :

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখে খর রৌদ্র তাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে।....সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।"

পদ্মার জল, দূরান্তবিস্তৃত প্রকৃতি আর বাংলা দেশের চিরন্তন প্রাণের সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ কী পেয়েছিলেন—এই কথাগুলি তার সাক্ষ্য।

জমিদারী-পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে বাঙালীর গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাঁর নিকটতম পরিচয়। পতিসর, শিলাইদহ কিংবা সাজাদপুরের ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলি—লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো ফেনোচ্ছ্বসিত পদ্মা—আর সন্ধ্যাতারার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশাল চর, এরাই রবীন্দ্রনাথকে বহু-বাঞ্ছিত একটি আশ্রয় এনে দিয়েছিল, দিয়েছিল নিজের অনিশ্চিত মনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেমন একদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবন-সাধনার একটি সম্পূর্ণ তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন, অন্য দিকে দেশের একটি বাস্তব রূপের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটছে। মানবিক প্রেমের সীমা-সংকীর্ণতাকে অনন্ত রূপ আর প্রেমের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তিনি ; বেদের টোল, গ্রাম্য পোষ্ট-মাস্টার, নববধূর শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা কিংবা মাস্তুল ঠেলার খেলায় শিশু-মনের অভিব্যক্তিতে 'ছোট সুখ ছোট দুঃখ' কল্লোলিত একটি বাঙলা দেশের পরিচয় নিচ্ছেন তিনি—আবার বিক্ষুব্ধ-পীড়িত চিন্তা-চেষ্টাগুলোর হাত থেকে প্রকৃতির কাছে এইভাবে তাঁর অপূর্ব আত্মসমর্পণ ঘটছে :

"একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি আর সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে।...মাথাটা জানালার উপর রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহ হস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে

আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল ছল শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন কাপনি ভেসে যায়।" (ছাব্বিশ)

এই জগতের কথা, অন্তরের কথা আর মানুষের কথাকে আবিষ্কার করবার বাসনা 'ছিন্নপত্রের' ছত্রে ছত্রে। নাগরিক জীবন, তার বিচিত্র সমস্যা, তার কথা আর কোলাহল—এগুলো এখন রবীন্দ্রনাথের কাছে সুদূরের দুঃস্বপ্নের মতো। যে তীব্রতম অতৃপ্তির তাড়নায় রোমন্টিক মন খণ্ড-বিচ্ছিন্ন সংলগ্নতাগুলির কাছ থেকে নিজেকে অপসৃত করে নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে একটা সামগ্রিক তাৎপর্য এবং সৌন্দর্বের সন্ধান করে, পদ্মার অসীমব্যাপ্ত চরের ওপর দিয়ে চলতে চলতে 'ছিন্নপত্রে' তার উপলব্ধিটি এই রকম :

"আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলেছিলুম। আর সকলে ছিল আর এক পারে, জীবনের পারে; সেখানে এই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চুরোট। কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু, হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্‌বেগ—এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী—হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে।" (উনচল্লিশ)

জীবনপারের এই দৈনন্দিন তুচ্ছতার ক্লান্তি থেকে রবীন্দ্রনাথ অনির্বচনীয়ের সন্ধান করছেন—হৃদয়বিদারী এক মহা-সঙ্গীতের জন্য প্রতীক্ষা করেছেন তিনি। সে সঙ্গীত এই লোক-ব্যবহারের সীমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে, তার বিপুল বিপ্লাবন ছোটখাটো সংশয়গুলিকে নিঃশেষে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে,—সীমাহীন আনন্দের মধ্যে সব কিছু প্রকাশ হয়ে যাবে। সেই আনন্দ, সেই বিশ্বরাগিণী 'সোনার তরী'তে অস্ফুট গুঞ্জন তুলেছে, 'ছিন্নপত্রে' তার জন্মপূর্ব বেদনা।

পদ্মার জল, নদীর ঘাট, বালুর চর, ছোট ছোট গ্রাম, সাধারণ মানুষ—এরা কেউই এখন আর বিচ্ছিন্ন সত্তায় পর্যবসিত নয়; একটি অখণ্ড উদার আনন্দময়তার মধ্যে এক অচ্ছেদনীয় যোগসূত্রে তারা একসঙ্গে নিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতির এই কাব্য পড়তে পড়তে আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথের মন উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে বিমুখ হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে, আধুনিক উপন্যাসের প্রাণ-কেন্দ্রই হল যে নাগরিকতা তা এখানে অনুপস্থিত। সুতরাং এ উপন্যাসের ক্ষেত্র

নয়, মনস্তত্ত্ব নয়—সাংসারিক জীবনের সামান্যতম বস্তুগুলিকে ঘেঁটে "বিপর্যয় নথি" সৃষ্টি করবার অবসরও নয়। বরং "বাংলার যদি কতকগুলি ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরল করে লিখতে পারতুম—তা হলে, ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।" (চুয়াল্লিশ)

রূপকথা লিখবার এই আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্তি পেয়েছে "সোনার তরীর" 'বিম্ববতী'তে—স্নো-হোয়াইটের বাংলা সংস্করণে। কিন্তু পদ্যে রূপকথা না লিখলেও রবীন্দ্রনাথের আকুলতা রূপায়িত হয়েছে তাঁর এই পর্বের ছোট গল্পগুলোতে। এই গল্পগুলো একদিকে যেমন বাঙলা দেশের অন্তর-সত্তার নবতম আবিষ্কৃতি, অন্যদিকে প্রকৃতির এই মহাকাব্যে তারা যেন এক-একটি শ্লোক। 'বেশ ছোট নদীর কলরবের মতো; ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটখাটো কথাবার্তার মতো; বেশ নারকেল-পাতার ঝুর ঝুর কাঁপুনি, আমবাগানের ঘন ছায়া এবং সর্ষে খেতের গন্ধের মতো—বেশ সাধাসিদে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময় অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং করুণায় পরিপূর্ণ। মারামারি, বোঝাবুঝি, কান্নাকাটি, সে সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহ বেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলা দেশের নয়।'

লক্ষ্য করবার মতো, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পগুলি এই নিস্তব্ধতা আর করুণা দিয়েই ছাওয়া। স্বপ্ন, গীতিকাব্য আর প্রচ্ছন্ন বাঙলা দেশের বেদনা দিয়েই এর ভাববৃত্ত রচিত। 'গল্পগুচ্ছে'র তৃতীয় পর্বে যখন তির্যক সমস্যা আর মনস্তত্ত্ব এসে ভিড় করেছে—তখন তিনি নাগরিক, শিলাইদহ-পতিসর-পদ্মা-নাগর-ইচ্ছামতীর কাছ থেকে অনেকখানি দূরে।

প্রকৃতির বিশাল রাজ্য যেমন এক বিচিত্র রূপজগৎ—তেমনি এখানে যদি কোনো বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করতে হয়—তা হলে সে হল "আরব্য-উপন্যাস"। শহরের বাস্তবতা-ভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক টানা-পোড়েন নয়—এখানকার এই "প্রাসাদে মানুষের হাসি-কান্না আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি করা।" আর তা যদি না হয়—তা হলে প্রশান্ত নির্জন দুপুরে প্রকৃতির সঙ্গে মন মিলিয়ে দিয়ে 'পোস্ট মাস্টারে'র গল্প লেখা। "আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারদিকে আলো বাতাস ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এইরকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ

মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে অল্পই আছে।" (একশো উনিশ)

'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ব সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে আগামী জীবনের পূর্ণতর পরিণতির জন্য অপেক্ষা করেছেন। এ যেন তাঁর ধ্যানের অবকাশ, তাঁর আত্মোপলব্ধির লগ্ন। 'মানসী-সোনার তরীতে' সেই উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়নি—কিন্তু খণ্ড-চেতনা থেকে যে মহাচেতনার দিকে তিনি ক্রমাগ্রসর—এই চিঠিগুলির মধ্যে তার নিভৃত স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর কবিতায় ভবিষ্যৎ রূপাভিসারের প্রথম চরণধ্বনি—রহস্যময় কাণ্ডারীর সঙ্গে অপরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রা; আর ছোট-গল্পগুলি তাঁর সেই সামগ্রিক উপলব্ধির এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোক। কিন্তু বুদ্‌বুদ যেমন স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তার অঙ্গ, স্বয়ংসিদ্ধ শ্লোকগুলির সমাবেশে যেমন মহাকাব্য—'ছিন্নপত্রে'র টুকরোগুলোও তেমনি বিরাটের খণ্ডাংশ। এরা এক সঙ্গে মিশে গিয়ে আগামী দিনের যে অখণ্ডতাকে রচনা করবে—'ছিন্নপত্রে' তারই পূর্বভাষণ। উত্তর-তিরিশ থেকে অনাগত চল্লিশের নীহারিকা-কাল।

আর একটা কথা। অসংখ্য কবিতা এবং ছোটগল্পের যে প্রাথমিক অঙ্কুরগুলো 'ছিন্নপত্রে' ইতস্তত বিকীর্ণ—তাদের ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম।

॥ বাঙলা সাহিত্যে প্রথম সামাজিক উপন্যাস ॥
আলালের ঘরের দুলাল

বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র কীর্তিমান পুরুষ। বাঙালীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক সময়ে তিনি অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

দেশের প্রায় প্রত্যেকটি জনকল্যাণ সংস্থার সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ভারতের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অঙ্কুর 'ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক সভা 'বীটন সোসাইটি' (Bethune Society), 'পশুক্লেশনিবারণী সভা' (C. S. P. C. A.) এবং 'বঙ্গদেশীয় সমাজবিজ্ঞানসভার তিনি বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি 'ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল ও 'হর্টিকালচারাল সোসাইটির' সদস্য ছিলেন। ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে তিনি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। উত্তর-জীবনে মাদাম ব্লাভাটস্কির 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'র সঙ্গেও তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে তিনি মহিলাদের উপযোগী একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন—'মাসিক পত্রিকা'। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' আত্মপ্রকাশ করে।

উনিশ শতকের নবজাগরণে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী রূপে প্যারীচাঁদ স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁর বিদ্যাচর্চার আনুকুল্য ঘটেছিল ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে। তার ফলে বাঙলা সাহিত্যই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে। বাঙলা সামাজিক উপন্যাসের সূচনা করে দিয়েছে তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' তাঁর 'রামরঞ্জিকা' এক সময়ে বাঙালীর পরিবারের অবশ্যপাঠ্য নীতিগ্রন্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'অভেদী'তে ধর্মসমন্বয়গত ঔদার্যের একটি সুস্থ দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় তিনি রেখেছেন। তাঁর 'মদ খাওয়া বড় দায়'—তৎকালীন মদ্যপান-নিবারণী আন্দোলনে 'সধবার একাদশী' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মতো বিশিষ্ট দায়িত্ব বহন করেছিল।

সমাজসেবী সাহিত্যিকরূপে কালীপ্রসন্ন সিংহের পাশাপাশি অন্যতম দীপ্ত ব্যক্তিত্ব প্যারীচাঁদ মিত্র।

বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সাহিত্য ও সমাজ সমালোচনার একটি ধারাও প্রবাহিত হতে থাকে। এর সূচনা করেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বিখ্যাত সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'নববাবু বিলাস' এবং 'কলিকাতা কমলালয়' সমসাময়িক যুগের তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গাত্মক সমালোচনা। রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য মনোভঙ্গি-নিয়ন্ত্রিত সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধ ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ভবানীচরণ সমকালীন নব্যগোষ্ঠীকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণের প্রয়োজনে ভবানীচরণ তাঁর ব্যঙ্গরচনায় কিছু কিছু কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে একটা মোটামুটি যোগসূত্রও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতকগুলি খণ্ড চিত্রের সহায়তায় সামাজিক বিকৃতি-বিভ্রান্তির উদ্‌ঘাটনই ভবানীচরণের উদ্দেশ্য ছিল, আর সেই জন্যেই তাঁর রচনায় কোন পূর্ণাঙ্গ কাহিনী গড়ে ওঠেনি। কালীপ্রসন্নের নকশা সম্পর্কেও ঠিক একই সিদ্ধান্ত করা চলে।

এই সম্পূর্ণ সামাজিক কাহিনী গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামী প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর "আলালের ঘরের দুলালে"। বাংলা সাহিত্যে এই বইটির সর্বাদি সামাজিক উপন্যাস।

"আলাল" ও সমাজ সমালোচনা। কিন্তু ভবানীচরণের সঙ্গে প্যারীচাঁদের

দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য আছে। ভবানীচরণ ছিলেন রক্ষণশীলদের প্রবক্তা, আর প্যারীচাঁদ 'ইয়ং বেঙ্গল'দের একজন—রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক রাধানাথ শিকদার এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির সমধর্মী।

ব্রাহ্মসমাজের প্যারীচাঁদের পক্ষে এই আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের ফলে সংস্কার-প্রচেষ্টা মুখ্য ছিল দ্বিমুখী। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের অনিবার্য অবক্ষয়কে ঔপনিষদিক ধর্মমতের ঔদার্য দিয়ে পুনর্জীবিত করবার দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছিলে, তেমনি উগ্র ইংরেজিয়ানা, দেশবিমুখিতা এবং সুরাপ্রবণতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে শান্ত, সুস্থ এবং সংস্কারমুক্ত ভারতীয়তা প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত নিয়েছিল। নামতঃ বিশুদ্ধ হিন্দু হয়েও বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াস এই ব্রাহ্ম ভাবধারাতেই প্রাণিত। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল', 'রামারঞ্জিকা' এবং 'অভ্রভেদী'ও এই ব্রাহ্ম-মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দেখা যায়—দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হয়েও উত্তর-কালে তিনি প্রচলিত লোকাচরিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শবাদ 'আলালের ঘরের দুলালে' সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুশিক্ষা, নীতিবোধ, সুরুচি, সেবাধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতাই এই আধ্যাত্মিকতা পুজা-পার্বণে নেই, আছে প্রার্থনা ও উপাসনায়) সমগ্র গ্রন্থটি প্রতিপাদ্য। বইটির আদর্শ চরিত্র বরদাবাবুর চিন্তা ও কর্মধারা যেন ব্রাহ্ম সুশিক্ষার দ্বারাই একান্ত ভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—যদিও লেখক সে কথা স্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করেন নি।

আর ব্রাহ্মিকতার জন্যেই বইটি অত্যন্ত সংযত এবং পরিচ্ছন্ন। কুরুচির চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। অত্যন্ত বীভৎস দৃশ্যগুলিকেও তিনি যথাসাধ্য শালীনতা এবং সুরুচির সাহায্যে উপস্থিত করেছেন। তাই 'আলাল' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিল। এর মর্মগত সুশিক্ষার বাণী, একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক আখ্যান, চরিত্রসৃষ্টিতে চমৎকার নৈপুণ্য এবং সাহিত্যে লোকায়ত ভাষার সংযত প্রয়োগ-প্রয়াস—সমস্ত কিছু মিলিয়ে 'আলাল' অসাধারণ সুযশের অধিকারী হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে সহ্য করেননি, কিন্তু প্যারীচাঁদকে সংবর্ধনা জানিয়ে বলেছিলেন :

"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান রামাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্য ঘরের, সামগ্রী যত

সুন্দর পরের সমগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাংলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।

এর চাইতে আর বড় কথা 'আলাল' সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। সংস্কৃতগন্ধী এবং লোক-ব্যবহার, উভয়বিধ ভাষার মিশ্রণেই আদর্শ বাংলা ভাষার সৃষ্টি হবে—'আলালে'র মধ্য দিয়ে বঙ্কিম সে সম্ভাবনাও দেখতে পেয়েছিলেন। প্যারীচাঁদের ভাষা সম্পর্কে তাই তিনি বলেছিলেন :

"এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবণতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীতি।"

এই কীতি যথাযোগ্য স্বীকৃতিই লাভ করেছিল। কেবল বাঙালীই যে বইটিকে মর্যাদা দিয়েছিল তা নয়—এর দুটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিদেশীরা এর ভাষা ও বক্তব্যকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

নীতিহীন ধনী পরিবারের আদরের সন্তান কিভাবে কুশিক্ষা এবং প্রশ্রয়ের ফলে চূড়ান্ত অধঃপাতে যায়, গল্পের নায়ক মতিলাল তার নিখুঁত নিদর্শন, আবার অন্যদিকে সৎপ্রভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষায় আর একজন কেমন করে সার্থক মনুষ্যত্ব অর্জন করে, বরদাবাবু প্রভাবিত মতিলালের অনুজাত রামলাল তার প্রতীক। অসংখ্য বিচিত্র চরিত্র এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এই বক্তব্যটিই 'আলালে' উপস্থিত করা হয়েছে।

কিন্তু 'আলালে'র বৈশিষ্ট তার আদর্শবাদের মধ্যে নিহিত নেই, নীতি-শিক্ষার দীপ্তিতেই 'আলাল' মহিমান্বিত নয়। তা যদি হত, তা হলে ভার্না-কুলার লিটারেচার কমিটি প্রকাশিত স্কুল বুক সোসাইটির ছাপমারা নারীশিক্ষা-মূলক 'সুশীলার উপাখ্যান'ও অমরত্ব লাভ করত। 'সুশীলার উপাখ্যান' আজ বিস্মৃত—কিন্তু 'আলাল' স্ব-গৌরবে ভাস্বর। এই গৌরবের উৎস কোথায়?

বস্তুতঃ, বরদাবাবুর মতো মূর্তিমান নীতিপাঠ, বেণীবাবুর মতো সজ্জন অথবা আদর্শ যুবক রামলাল এরা কেউই 'আলালে'র মূল আকর্ষণ নয়। এদের মধ্যে সুশিক্ষা থাকতে পারে—কিন্তু উপন্যাসের যা প্রধানতম উপকরণ—জীবনের

স্পর্শস্বাদ, তা এই চরিত্রগুলিতে কোথাও নেই। 'আলালে'র অবিস্মরণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে মতিলাল স্বয়ং এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ হলধর, গদাধর ইত্যাদি, ধড়িবাজ মুৎসুদ্দি বাঞ্ছারাম, শিক্ষক বক্রেশ্বরবাবু ও সর্বোপরি একটি অপরূপ সৃষ্টি—ঠকচাচা। ছোট ছোট চরিত্রগুলিও সামান্য ইঙ্গিতের সাহায্যে চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে প্যারীচাঁদের সাদৃশ্য এইখানে লক্ষ্য করবার মতো। মহৎ, সৎ বা উন্নত আদর্শবাদী চরিত্র সৃষ্টিতে দুজনেই যান্ত্রিক ও অসফল; কিন্তু যেখানেই ছোট ছোট টাইপ চরিত্রের প্রকাশ—সেখানেই দুজনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। দীনবন্ধুর তোরাপের পাশাপাশি প্যারীচাঁদের ঠকচাচা অক্ষয় খ্যাতি লাভ করেছে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কেই প্যারীচাঁদের তীক্ষ্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। প্রেমনারায়ণ মজুমদার, কবিরাজ ব্রজনাথ রায়, গুরুমশাই, মৌলভী, উৎকলীয় পণ্ডিত, এমন কি আদালতের ঘুষখোর পেশকার পর্যন্ত প্রত্যেকেই সেই অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্যারীচাঁদের সংযত পরিহাস-প্রবণতায় এদের রূপ আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দু-কথায় স্বার্থপর ভণ্ড-শিক্ষক বক্রেশ্বরের পরিচায়িকাটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

"তিনি যাবতীয় বড় মানুষের বাটিতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন—আপনার ছেলের আমি সর্বদা তদারক করিয়া থাকি—মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন? সে তো ছেলে নয় পরশ পাথর। স্কুলে উপর উপর ক্লাশের ছেলেমেয়েদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। একথা প্রকাশ হইলে ঘোর অপমান হইবে এজন্য চেপে চুপে রাখিতেন। বালকদিগকে কেবল মথন পড়াইতেন। মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—ডিকসনেরি দেখ। ছেলেরা যাহা কিছু তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটাকুটি করিতে হয়, সব বজায় রাখিলে মাস্টার গিরি চলে না, কার্য শব্দ কাটিয়া কর্ম লিখিতেন।"

চরিত্র হিসেবে প্যারীচাঁদের "ঠকচাচা" তুলনারহিত। মামলাবাজ, কূট-বুদ্ধি এবং বাবুরামের রক্তগত শনি, এই ব্যক্তিত্বটি সমগ্র বাংলা-সাহিত্যেই অদ্বিতীয়। ঠকচাচার ফার্শিমেশানো সংলাপ যেমন অনবদ্য, তার জীবন-দর্শনও তেমনি সহজিয়া : "দুনিয়াদারি করতে গেলে ভালাবুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?"।

তখনকার দিনের সাধারণ মানুষের ওপর যে দুর্নীতির উৎপীড়ন চলেছিল

সমাজ সচেতন প্যরীচাঁদ তাও নানাভাবে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে তিনি নীলকরদের অত্যাচারের একটি নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন ; আদালতে বিচারের নামে যে কী মর্মঘাতী প্রহসন চলত এবং তথাকথিত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিভাবে মামলার নিষ্পত্তি করতেন—তার ছবি এই রকম :

"সাহেব শিস দিতে দিতে বেঞ্চের উপর বসিলেন—হুক্কাবরদার আলবলা আনিয়া দিল—তিনি মেজের উপর দুই পা তুলিয়া চৌকিতে শুইয়া পড়িয়া আলবলা টানিতেছেন ও লেবেণ্ডর ওয়াটার মাখান হাত রুমাল বাহির করিয়া মুখ পুছিতেছেন।" সেরেস্তাদার গানের স্বরে তাঁর কানের কাছে মামলার বিবরণ পড়েছে আর হাকিম : "খবরের কাগজ দেখিতেছেন ও আপনা দরকারী চিঠিও লিখিতেছেন, এক একটা মিছিল পড়া হইলেই জিজ্ঞাসা করেন —ওয়েল কেয়া হোয়া ? সেরেস্তাদারের যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া বুঝান ও সেরেস্তাদারের যে রায় সাহেবেরও সেই রায়।"

একান্ত ভাবে বাঙালীর সমাজ ও জাতীয় জীবনের ভিত্তিতে উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টাই প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের জন্যে তাঁর ভাষাও স্বাতন্ত্র্য ও সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। 'আলালে'র গদ্যের ভিত্তি সাধু ভাষা। কিন্তু এই সাধুভাষায় পণ্ডিতী সংস্কৃতিয়ানার উপদ্রব নেই ; সরল ও সর্বজনবোধ্য শব্দ নির্বাচনে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। অপর দিকে, কালীপ্রসন্নের বেপরোয়া দুঃসাহসও তাঁর ছিল না—তিনি মধ্যপন্থী এবং সাবধানী। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন 'আলালেই' আমরা আদর্শ বাংলা উপন্যাসের ভাষার সর্বপ্রথম সন্ধান পাই।"

প্যারীচাঁদ তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির মুখে যে সমস্ত সংলাপ বসিয়েছেন—তা তাঁর অপূর্ব রসজ্ঞানের ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় বহন করে। বাবুরামের শ্রাদ্ধে নৈয়ায়িক পণ্ডিতের তর্ক বিতর্ক তার অতি উপাদেয় উদাহরণ।

বাবুরামের খানসামা হরি বলছে : "মোশায়ের যেমন কাণ্ড। ভাত খেতে বস্তেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেচি।" ঠকচাচার ভাষা আরো অপরূপ : 'মুই চুপ করে থাকবার আদমি নয়—দোশমন পেলে তেনাকে চেপ্টে কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি—সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।"

অসখ্য প্রবাদ বাক্যের উপযুক্ত প্রয়োগে "আলালে'র ভাষা আরো জীবন্ত

হয়ে উঠেছে। তৎকালে প্রচলিত বাংলা প্রবাদের একটি মূল্যবান সংকলন বলা যেতে পারে এই বইখানিকে।

প্যারীচাঁদ মিত্র বিশুদ্ধ রসসাহিত্য রচনা করেননি—নীতি প্রচারই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনরসিকতা তাঁর নীতিজ্ঞানকে বারে বারে ছাপিয়ে উঠেছে। ছোট ছোট চরিত্র ও খণ্ড খণ্ড ঘটনা সাহিত্যিকের বঙ্কিম দৃষ্টি-সম্পাতে ও কৌতুকের ছোঁয়ায় রসনিষ্পত্তি লাভ করেছে।

'টাইপ'-চরিত্রের রচনায় প্যারীচাঁদের অসামান্য দক্ষতা। মতিলালের বিবিধ অভিযানে, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার কূট চক্রান্তে, বাবুরামের নির্বুদ্ধিতায়, বটলর সাহেব ও জান সাহেবের কাহিনীতে, আদালতের বিবরণে এবং এমনকি সোনাগাজীর গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বর্ণনায়—সর্বত্রই 'টাইপ' রচনার অপূর্ব কৌশল সার্থকভাবে প্রকটিত। প্যারীচাঁদের "আলালেই" "হুতোমের" চিত্রশালার প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে।

'আলালের ঘরের তুলালে', গভীরতা নেই—অন্তর্জগতের গহনগূঢ় বার্তাও অনুপস্থিত। কিন্তু সে অভাব পূরণ করা হয়েছে বৈচিত্র্যে, ঘটনার বহুলতায় ও সমাজের বহুবিধ মানুষের অসংখ্য রেখাচিত্রে। প্রথম বাংলা সামাজিক উপন্যাসের পক্ষে এ সাফল্য সামান্য নয়। সে যুগের ইংরেজি উপন্যাসেও অন্তর্মুখীনতা কোথাও ছিল না।

প্যারীচাঁদের "রামারঞ্জিকা" "অভেদী" কিংবা "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই প্রচারধর্মী। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শবাদ ঘোষণা করে এবং যুগের প্রয়োজন মিটিয়ে এরা এখন ঐতিহাসিক পল্লীতেই একান্তভাবে আশ্রিত। কিন্তু প্রচারমূলকতা সত্ত্বেও জীবনরসের কিঞ্চিৎ অভিসেচনে "আলালের ঘরের তুলাল" কালজয়িতা অর্জন করেছে। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমরা যত বেশি অনুরক্ত হয়ে উঠব, সেই পরিমাণেই "আলালে"র মূল্যও দিনের পর দিন ক্রমবর্ধিত হয়ে চলবে।

বাঙলা সাহিত্য ও জনজীবন

বাঙলা সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য। জনসাধারণের সঙ্গে এর নিবিড় যোগাযোগ। কালের সঙ্গে এই সাহিত্য সমান তালে এগিয়ে চলেছে, কোন যুগে নিঃস্রোত পঙ্কিল থাকে নি। মানুষের জীবন্ত ছবি, তাদের তাদের আশা-

আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাসিত এর মধ্যে। মানুষ তাই সাহিত্যের রসধারায় পরিতৃপ্তি লাভ করে, জীবনের অনুপ্রেরণা পায়।

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ—দশম থেকে বারো শতকের মধ্যে যার রচনাকাল। সাধনার এক বিশেষ ধারা গীতিছন্দে বিবৃত হয়েছে। সেই ধারা গণসমাজেই প্রবহমান ছিল। সাধারণ মানুষের বহু জীবন-চিত্র—জাল ফেলে মাছ ধরা, হরিণ-শিকার, ডোম-চণ্ডাল-শবরের ঘরবাড়ি, অনুরাগ-বিরাগ এই গীতিকবিতাগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের মতো ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তুর্ক-বিজয়ের পর দেশের সামাজিক পরিবর্তন ঘটল। সমাজের মাথায় থেকে যাঁরা শাসনদণ্ড চালনা করতেন, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তাঁরা শাসিতের পর্যায়ে নেমে এলেন। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে তফাৎটা কমে এলো। রাজনৈতিক বিপর্যয় যত বড়ই হোক না কেন, বাংলা সাহিত্য এর ফলে বিশেষ লাভবান হল। সর্বভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য এতাবৎ বিদগ্ধমণ্ডলীর কুক্ষিগত ছিল, সেই সাহিত্য অতঃপর লৌকিক সার্বজনীন রূপ পেতে লাগল। রামায়ণ, ভাগবত এবং পরবর্তী কালে মহাভারত বাংলা ভাষায়—অনুবাদ বলব না—সর্ববোধ্য সহজ রূপ নিয়ে হাটে-মাঠে-বাটে সর্বত্র সমাদর লাভ করল। উন্নত সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হল জনসাধারণের কাছে। তেমনি আবার আগেকার বহু লৌকিক আখ্যান বিবিধ বিচিত্র রূপ নিয়ে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চলিত ছিল—উচ্চবর্ণের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সেই সব লৌকিক ধর্ম ও আখ্যান মঙ্গলকাব্যরূপে সাহিত্যিক পূর্ণতা ও মর্যাদা লাভ করল।

মঙ্গলকাব্যগুলি মানুষের কথায় ভরা। মানুষের ঘরসংসার ও জীবন-যাপনের নানা দিক। দেবতাদের আখ্যান আছে—তাঁরা দেবোচিত অলৌকিক কাজকর্ম করেন বটে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নিতান্ত ঘরোয়া সম্পর্ক তাঁদের। স্ত্রীর সঙ্গে কোন্দল, ছলাকলা, আধিপত্য-বিস্তারের কৌশল, উদর-পোষণের জন্য অতি-সাধারণ বৃত্তি-গ্রহণ—মানুষে দেবতায় ভেদ নেই কোন রকম। কাব্যের মধ্যে দেবতারা মানুষ হয়ে গেছেন। দীন-চণ্ডীদাসের বহু খ্যাত একটি পদ—

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

মানুষের উপরে কেউ নেই, দেবতারাও নন—মানুষের মহিমা উচ্চগ্রামে ঘোষিত হল এখানে।

কৃত্তিবাস বাঙলা ভাষায় রামায়ণ পরিবেশন করলেন। তুলসীদাসের একশ বছর আগেকার ঘটনা। বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ মাত্র নয়—কবির মনের রঙে রাঙানো অনুপম সৃষ্টি। বহু উপাখ্যান আছে, বাল্মীকির রামায়ণে যার নামগন্ধ নেই। রামলক্ষ্মণ বাংলাদেশের প্রীতিপর দুই ভাই, সীতা দুঃখিনী গৃহস্থবধূ। অযোধ্যা এই বাংলাদেরই কোন এক জনপদ। মহাকাব্যে আমাদেরই দৈনন্দিন উল্লাস ও অশ্রু-বিজড়িত একটি কাহিনী। জনজীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব অসীম। সন্ধ্যার পর, শোনা যাবে, এবাড়ি-ওবাড়ি সুর করে রামায়ণ-পাঠ হচ্ছে, রামায়ণ-গান হচ্ছে কত উঠানে আসর সাজিয়ে। বাংলার কুমারী মেয়ে কামনা করছে, সীতার মতো সতী হই, রামের মতো পতি পাই, দশরথের মতো শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মতো দেবর পাই। মানুষ পিতৃবৎসল ও সত্যনিষ্ঠ হবার আদর্শ পাচ্ছে, স্ত্রী পতিব্রতা হচ্ছে, ঘর-গৃহস্থালী আনন্দময় হয়ে উঠছে রামায়ণের প্রভাবে। মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি সম্পর্কেও ঠিক এমনি বলা যায়।

মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙলার ইতিহাসের পক্ষে যেমন সাহিত্যের পক্ষেও তেমনি শ্রেষ্ঠ ঘটনা। পাঠানরাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছে, দীর্ঘকালের মেলামেশার ফলে বিজেতার ঔদ্ধত্যও আর নেই। হিন্দুরা বড় বড় সরকারি কাজ পাচ্ছেন, আরবি-ফারসি পড়ছেন তাঁরা, হিন্দুত্বের কড়া বিধিনিষেধ শিথিল হয়ে গেছে। মুসলমানদের মধ্যেও ঠিক এমনি ব্যাপার—পরাগল খাঁর মতো অভিজাত মুসলমানেরা রামায়ণ-মহাভারতের চর্চা করেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভালবাসা নিয়ে।

শ্রীচৈতন্য উঁচুজাত-নিচুজাতের বিভেদ ঘুচিয়ে প্রেমধর্মে সকলের সমানাধিকার দান করলেন। শ্রীচৈতন্য নিজে লেখক নন, কিন্তু তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীরা—তাঁদের মধ্যে বহুজন সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত—নবীন গণতান্ত্রিকতার প্লাবন নিয়ে এলেন বাংলা সাহিত্যে। অতীতের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মোহ—চিরকালের কবিরা অতীতকে মনোরম করে আঁকেন। এঁরা কিন্তু সমকালকে মহত্তম বলে অভিনন্দিত করলেন। পুরাণের বহুনিন্দিত পাপময় এই কলিযুগকে তাঁরা প্রণাম জানালেন—'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার'। সর্বমানবের অপরিমেয় মূল্য স্বীকৃত হল—'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'।

প্রাক্-চৈতন্য আমল থেকে বহু মহাজন অসংখ্য পদ রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে কয়েক সহস্র সংগৃহীত হয়েছে। পদাবলীর ছত্রে ছত্রে কৃষ্ণের—ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য নয়—মানবলীলার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

নবীন কালের কয়েকজন দিক্‌পালের সামান্য উল্লেখ করে প্রবন্ধ শেষ করি। নতুন বাংলা সাহিত্যের উদয় মাইকেল মধুসূদন থেকে। ধারা চলল বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় প্রভাব, বিশেষ করে ফরাসি-বিপ্লবের চিন্তাধারা, বিলাতি পণ্যের সঙ্গে জাহাজে চড়ে এর আগেই ভারতের বন্দরে বন্দরে পৌছে গেছে। তখনকার দিনের সামাজিক ইতিহাসে ফরাসি-বিপ্লবের অতুল প্রভাব, যেমন এখনকার দিনে মুখ্য অথবা গৌণভাবে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব। গতানুগতিক ভাবনা-ধারণার মূল ধরে টান পড়েছে বিদ্বৎসমাজে। মাইকেলের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদ বধে' কবি রামায়ণের কাহিনী কালের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন। রামচন্দ্র সর্বরিক্ত বনবাসী হয়েও এতাবৎ কাল লোকের চোখে বড ; রাবণ শক্তিধর হয়েও হীন। মাইকেলের কলমে একেবারে বিপরীত— নৈতিক মান সম্পূর্ণ পালটে গেল। অনাচারী ঐশ্বর্যশালী রাবণ মাইকেলের কল্পনা উদ্দীপিত করল, জটাধারী রাম-লক্ষ্মণ সম্পর্কে তাঁর অবজ্ঞা। বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকারাও চিরাচরিত রীতিনীতি আর মেনে নিতে পারছে না, বিদ্রোহিণী তারা। কাব্যের চারিত্রিক রূপারোপে শুধু নয়, বহিরঙ্গেও মাইকেল যুগান্তর আনলেন। পুরাণো পদ্ধতির পয়ার-গ্রন্থি ছেদন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যলক্ষ্মীর শৃঙ্খল-মোচন করলেন তিনি।

মধুসূদনের মৃত্যুর আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ আবির্ভাব। ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভাবধারা ও ঔজ্জ্বল্য প্রথমটা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। মাইকেলের সময়ে চতুর্দিকে সেই অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তা। মাইকেলের সাহিত্যেও তার ছায়া আছে। বঙ্কিমের সাহিত্যে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। ইউরোপীয় ভাবধারায় আমরা লাভবান হয়েছি, নতুন সমৃদ্ধি পেয়েছি সন্দেহ নেই ; তবু কিন্তু জাতীয়তার ভিত্তিভূমিতে সাহিত্য ও জীবন গড়ে তুলতে হবে। ভারতের সাধনার পাদপীঠে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা —বঙ্কিম-সাহিত্যের এই হল মর্মকথা। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস জাতীয়তার ভাবে উদ্দীপ্ত। দেশব্যাপ্ত অরাজকতা ও মন্বন্তরের মধ্যে আত্মনিবেদিত সন্ন্যাসী 'সন্তানদের' বিদ্রোহ নিয়ে উপন্যাসটি লেখা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল অসম-সংগ্রাম চলেছে আমাদের। মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে পরাধীনতা-মোচনের জন্য। 'আনন্দমঠ" জনচিত্তে অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করল। উপন্যাসের মধ্যে একটি গান—'বন্দেমাতরম্'। সেই 'বন্দেমাতরম্' সর্বভারতের জাতীয় মহাসঙ্গীত হয়ে দাঁড়াল।

বঙ্কিমের সমসাময়িক লেখক দীনবন্ধু। তাঁর অন্তত একখানা নাটকের নাম করতে হবে এই প্রসঙ্গে। নীলদর্পণ। নীলকর সাহেবেরা নিদারুণ শোষণ ও অকথ্য অত্যাচার করত চাষীদের উপর। বাংলার কৃষকেরা বিদ্রোহ করল নীলকরদের বিরুদ্ধে—শ্বেত-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার প্রথম গণবিদ্রোহ। নীলদর্পণ ঐ আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করল।

বঙ্কিমের সাহিত্য-কর্ম শেষ হয়ে এসেছে, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যুদয়। এক অনুষ্ঠানে গলার মালা খুলে পরিয়ে বঙ্কিম তরুণ কবির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আটক হয়ে থাকে নি—বিশ্বমানসের সঙ্গে তিনি জাতীয় মানসের আত্মীয়তা সাধন করলেন। 'যত্র বিশ্বো ভবত্যেকনীড়ম্' (নিখিল বিশ্ব যেখানে একটি নীড়ের মতো হয়ে যাচ্ছে)—তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর এই হল আদর্শ। বিজ্ঞানের দয়ায় দূর বলে কিছু নেই আজ তুনিয়ায়। সব মানুষের মধ্যে চেনা-পরিচয়, রাজনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্কে সকলে সংযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বিশ্বজনীনতার বিচিত্র উপলব্ধি এনে দিলেন। এক পৃথিবীর মানুষ আমরা—সমগ্র মানবগোষ্ঠী একটি পরিবার বিশেষ, পরস্পর সুখ-দুঃখের সমভাগী। দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে তিনি ভারতের চিরন্তন সৌভ্রাত্র ও বাণী প্রচার করলেন।

আরও একজন দিক্‌পাল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিপুল জনপ্রিয়তা এই লোকের। সাধারণ মানুষ—বিশেষ করে নিম্ন-মধ্যবিত্তেরা—চিত্রায়িত তাঁর গল্প-উপন্যাসে। সামান্য ও নগণ্যের বন্দনাগানে তাঁর রচনা মুখরিত। নিছক মন্দ কোন মানুষ হয় না, নিন্দিত ও অবহেলিতার মধ্যে ও উজ্জ্বল মহিমা—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে এই সত্য ফুটে উঠেছে।

চারণ-কবি নজরুল ইসলামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রথম-মহাযুদ্ধের সৈনিক রূপে রণক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। নজরুলই বোধহয় কবিতায় গানে বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট ভাবে পৃথিবীর নির্জিত মানুষের নবজাগরণের নতুন প্রেরণা নিয়ে এলেন। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ, নরনারীর সমানাধিকার তাঁর কবিতায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যেও এই ধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত আছে। সাহিত্যের নানা শাখায় বহু শক্তিধর লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের কথা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ আজ খণ্ডিত, নানা সমস্যায় জর্জর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। অগণিত উদ্বাস্তু এসে পড়ে সীমান্ত-রাজ্যটি আরও বিঘ্ন-সঙ্কুল হয়ে উঠেছে। তবু কিন্তু বঙ্গের উভয় খণ্ডেরই জনজীবনে বাংলা সাহিত্যের অতুল প্রভাব। বাঙালির কাছে অন্নের মতোই বাংলা সাহিত্যের আবশ্যক।

—মনোজ বসু

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস

১। **প্রশ্ন** (ক) মঙ্গলকাব্য বলিতে কি বোঝ? (খ) মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার সামাজিক পটভূমিকা কি? (গ) মঙ্গল নামকরণের কারণ কি? (ঘ) মঙ্গলকাব্যগুলিকে ক' ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর (ক) ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে দেব-দেবীর লীলা মাহাত্ম্য বিষয়ক এক শ্রেণীর আখ্যান কাব্য রচিত হয় এবং তা পাঁচালী বা যাত্রা কথকথার মত বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পঠিত, গীত এমন কি অভিনীত হয়ে জন সমাদর লাভ করতে দেখা যায়। দেব-দেবীর লীলা মাহাত্ম্য ব্যাপক এই আখ্যান কাব্যগুলিই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্য, বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি পৃথক ও সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করে ত্রয়োদশ শতক থেকে।

(খ) তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙলার সমাজ জীবন তার দীর্ঘদিন লালিত শান্তি-বিশ্বাস-আশ্বাস ও সহজ সাবলীল জীবন প্রবাহ থেকে এক সংশয় অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নতুন পরিবেশে ছিটকে এসে পড়ল। মুসলমানী আক্রমণে এবং লুঠতরাজে অর্থনৈতিক জীবনেও এল অস্বাচ্ছন্দ্য ও দারিদ্র্য। সমাজজীবনের ও অর্থনৈতিক জীবনের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় এবং দুর্বল রাজশক্তির ওপর নিরাপত্তা রক্ষার আস্থা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়ে ওঠার ফলে বাঙালীর ধর্ম জীবনেও দেখা দিল তার প্রতিক্রিয়া। বৈদিক দেব-দেবীরা তাঁদের ঐশ্বর্য এবং মহিমা নিয়ে সাধারণ জীবন থেকে এতই পৃথক এবং এমনই অনতিক্রম্য ব্যবধান রচনা করেছিলেন যে জীবন-যুদ্ধে নিপীড়িত এবং পরাজিত সাধারণ বাঙালী শান্তি, আশ্বাস ও বরাভয়ের জন্য এই দেবতাদের আন্তরিক সান্নিধ্য লাভ না করায় কোন আস্থাই পাচ্ছিল না মনে মনে। তাদের এই অসহায় অবস্থায় দেবতার করুণা লাভে তারা বঞ্চিত এরূপ একটা বিশ্বাসই সাধারণের মনে প্রবল হয়ে উঠছিল। একমাত্র বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ছিলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মহামায়া ইন্দ্র আদি দেব দেবীর মুখপাত্র বা 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' স্বরূপ। এঁদের মাধ্যমে দেবতার দ্বারে উপস্থিত হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা ছিল না। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের

দলও আবার নানারূপ সংস্কার-গোঁড়ামী এবং দম্ভ অহঙ্কার নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দূরত্ব রক্ষা করতেন।

বিপরীত দিক থেকে অনার্য লৌকিক দেবতারা—শিব, কালী, সর্প, বৃক্ষ প্রভৃতি—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে, তাদের সুখ-দুঃখ গ্রহণের জন্যে তাদের সঙ্গেই যেন ছায়ার মত ঘুরতেন। ভক্তের ঘরে তারা যেন বাঁধা ছিলেন—মান-সম্মান-ঐশ্বর্যের পরিমণ্ডলে জন-জীবন থেকে স্বর্গের কল্পিত দূরত্ব তাঁরা ঠিক রক্ষা করতেন না। ফলে অনার্য লৌকিক দেবতার প্রতি অসহায় বাঙালীর একটা শ্রদ্ধা বোধ ধীরে ধীরে লক্ষ্য করা যায়।

ত্রয়োদশ শতকে নিপীড়িত এবং শান্তি-আশ্বাস-বিঘ্নিত বাঙালী জাতির মানস চৈতন্যে আর্য দেব-দেবীর ঐশ্বর্য-মাহাত্ম্যের সঙ্গে অনার্য দেব-দেবীর অলৌকিক ক্রিয়া সিদ্ধির এক সমন্বয় সাধিত হ'ল। এই যুগের আখ্যান কাব্যগুলিতে তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন পড়ল। সেই সঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ে উঠল—পরাজিত জাতির ক্রন্দন, দেবীর আশ্রয়-করুণা ভিক্ষা যেমন একদিকে তার বক্তব্য, অপর দিকে তেমনি নির্যাতিত পৌরুষের কবি-কল্প তেজস্বিতা, অনমনীয়তা এবং পর্বত-ভিত্তিক অটলতার জয়গান এই কাব্যগুলিতে উদ্গীত হ'ল প্রথম। বাঙলাকাব্যে এই প্রথম-দেবতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের, অস্পষ্ট হ'লেও, সুনিশ্চিত পদ সঞ্চার ঘটল। শৌর্য-বীর্যে এবং পৌরুষ গৌরবে দীপ্ত সমগ্র বাঙালী জাতির তেজস্বিতা, এবং মানসিক দৃঢ়তায় প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক চাঁদ সদাগর তার পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে দেবতার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে বাঙলা কাব্যসাহিত্যে মানবিক ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পাদপীঠ রচনা করেছে। আর এই জয়কে সুনিশ্চিত করতে এবং দেবতার আশ্রয় ও করুণালিপ্সা জাতির মর্মবেদনাকে রূপদান করতেই মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তারই ফলে আমরা পেয়েছি এই মঙ্গল কাব্যগুলি রচনার এই সামাজিক পটভূমিকা।

(গ) 'মঙ্গলকাব্য' এরূপ নামকরণের মূলে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপিত করেছে বিভিন্ন বাঙালী পণ্ডিত ব্যক্তিরা। (১) কারুর মতে—'মঙ্গল' বিধান-কারী দেব-দেবীর লীলা মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য বলেই, মধ্যযুগীয় আখ্যান-মূলক কাব্যগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। (২) কেউ বলেন,—এই কাব্যগুলির মূল লক্ষ্য হ'ল, দেবতাদের কৃপা-করুণা তথা মঙ্গল লাভ করা। মঙ্গল-লাভ করাই এই কাহিনী কাব্যগুলির বক্তব্য বিষয় হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছে

মঙ্গল কাব্য। (৩) আবার কেউ-কেউ বলেন—এই পালা গানগুলি কোন শুভ ক্রিয়া-কর্মোপলক্ষে গীত হ'ত—আট দিন ব্যাপী। এক মঙ্গলবার থেকে আর এক মঙ্গল বার পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল হওয়ায়—কাব্যগুলিকে 'মঙ্গল' কাব্য নামে অভিহিত করা হয়।

এই যুক্তিগুলির মধ্যে প্রথম দুটি যুক্তির সারবত্তা তৃতীয়টিতে নেই।

(খ) মঙ্গল কাব্যগুলি মূলতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:—(১) মনসা মঙ্গল—দেবী মনসার লীলামাহাত্ম্যক বিষয়ক কাব্য; (২) চণ্ডীমঙ্গল—দেবী চণ্ডীর লীলামাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, এবং (৩) ধর্মমঙ্গল—ধর্মঠাকুরের অলৌকিকতা ও প্রতিষ্ঠার কাব্য।

এ ছাড়াও শিবায়ন কাব্য, কালীকামঙ্গল কাব্য ইত্যাদি কাব্যগুলির উদ্দেশ্য মঙ্গল বিধান বা কাব্যগুলির সঙ্গে মঙ্গল নাম যুক্ত থাকলেও এগুলিকে প্রচলিত অর্থে মঙ্গলকাব্য হিসাবে গণ্য করা হয় না।

প্রশ্ন: মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উত্তর: মনসা শিবের মানস কন্যা। পদ্ম বনে তাঁর জন্ম—তাই তাঁর আর এক নাম, পদ্মাবতী। তিনি সর্পের দেবী, তাদের জননী কৈলাসে শিব মনসাকে নিয়ে এলে শিব-গৃহিনী চণ্ডীর সঙ্গে লাগে তাঁর বিরোধ। চণ্ডী হলেন মনসার সৎ-মা। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি মনসাকে প্রহার করতে থাকেন; ফলে, মনসার এক চোখ কানা হয়ে যায়। মনসার বিষদৃষ্টিতে চণ্ডী অচেতন হন। পরে শিবের কথায় মনসা চণ্ডীর চৈতন্যোৎপাদন করেন। শিবের সংসারে মনসাকে নিয়ে চণ্ডীর বিবাদ কিন্তু লেগেই থাকে।

অবশেষে জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ হয় দেবর্ষি নারদের মধ্যস্থতায়। বাসর রাত্রি শেষে জরৎকারুর কথায় মনসার ক্রোধ হেতু মুনি হতচেতন হন এবং পরে জ্ঞানলাভ করে তিনি মনসাকে পুত্রবর দিয়ে চিরকালের মত বিদায় দেন।

এদিকে চণ্ডীর সঙ্গে মনসার বিবাদ শেষ পর্যন্ত বিশ্রী আকার নেয় এবং বাধ্য হয়ে শিব তাঁর কন্যাকে জঙ্গলাকীর্ণ সিজুয়া পর্বতে নির্বাসন দিলেন। শিবের অশ্রু থেকে যে কন্যা জন্ম লাভ করলেন তিনি হলেন নেত্রবতী। শিব তাঁকে মনসার সহচরী ও মন্ত্রনাদাত্রী নিযুক্ত করলেন।

কিন্তু এ ভাবে দিন চলে না। নেত্রবতী বা নেতার পরামর্শে মনসা মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হলেন। পূজা প্রচলন করতে হলে চাই ভক্ত।

সমাজে মানসম্ভ্রম ও খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভক্ত হিসাবে পেলে একং তার দ্বারা যদি পূজা লাভ করা যায় তবে মর্ত্যের মানুষের ঘরে দেবতার নৈবিদ্য বাঁধা-বরাদ্দ হয়ে যায়। এই ভাবেই শিব ও চণ্ডী মর্ত্যে মানুষের ঘরে আসন পেয়েছেন। সুতরাং নেতার পরামর্শে উভয়ে মর্ত্যে এলেন ভক্ত ও ভক্তের পূজা লাভের আশায়।

মর্ত্যে এসে মনসা এবং নেতা তাঁদের মন্ত্র শক্তির অলৌকিকতার সাহায্যে প্রথমে রাখাল এবং পরে জালু-মালুর কাছ থেকে পূজা পেলেন। কিন্তু পূজা প্রচলন করতে প্রয়োজন খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠাবান ভক্তের। শুনলেন তাঁরা চম্পক নগরের শিবভক্ত চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর প্রভৃত ঐশ্বর্যশালী, প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। অতএব উভয়ে মনস্থ করলেন চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা আদায় করবেন।

বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী চন্দ্রধর। গুণবতী স্ত্রী সনকা। ছয় পুত্র ও পুত্রবধূ। সব নিয়ে আনন্দপূর্ণ লক্ষ্মীশ্রী মণ্ডিত চাঁদ সদাগরের সংসার। লোক-লস্কর, প্রজা-পত্তর সব মিলিয়ে চন্দ্রধর চম্পক নগরের রাজা একরকম। সপ্তডিঙা সাজিয়ে তিনি বাণিজ্য করেন। লক্ষ্মী তাঁর ঘরে সদাপ্রসন্নময়ী। শিবভক্ত চন্দ্রধর তপস্যায় তুষ্ট করে শিবের কাছে পেয়েছে মহাজ্ঞান।"—এ দিয়ে তিনি মৃতকেও বাঁচিয়ে তুলতে পারে।

মনসার বরে জালু-মালুর ঘরে সমৃদ্ধির কথা শুনে মনসা নিজে যান সেখানে এবং মাথায় করে মনসার সোনার ঘট এনে নিজ গৃহে স্থাপন করে। চাঁদ সদাগর তখন বিদেশে—বাণিজ্য করতে গেছে। বাণিজ্যে সুপ্রচুর লাভ করে সপ্তডিঙা সাজিয়ে ফিরে আসে চন্দ্রধর। ঘরে এসে দেখে সোনার বারি সোনার ঘটে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অধিষ্ঠান। পরের দিন পূজা করার আশ্বাস দিয়ে চন্দ্রধর ভক্তিভরে সেই ঘটের কাছে প্রণাম রেখে আসে।

কিন্তু রাত্রে স্বপ্নে দেবী চণ্ডী চন্দ্রধরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সর্প তার জন্ম শত্রু। অতএব সর্প-মাতা মনসাকে সে যেন কোনমতেই ঘরে না রাখে এবং মনসাকে শাস্তি দেবার জন্যে চন্দ্রধরকে দেন একটি 'হেঁতাল'। স্বপ্ন ভেঙে যায়। পূর্বশত্রুতার কথা স্মরণ হয় চন্দ্রধরের। উঠেই সে আগে লাথি মেরে মনসার ঘট ভেঙে ফেলে এবং হেঁতাল নিয়ে মনসাকে তাড়া করে। কোনক্রমে মনসা চাঁদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। এর পর শুরু

হয় প্রকাশ্য বিরোধ। চাঁদ কিছুতেই মনসার পূজা করবে না বরং যেখানেই সর্প বা সর্পমাতাকে দেখে সেখানেই নির্মম প্রহার করে।

ক্রুদ্ধমনসা, নেতার পরামর্শ ক্রমে চাঁদের বাণিজ্য রতনভরা তরী ডোবালেন, ছয় পুত্রকে হত্যা করলেন; কিন্তু মহাজ্ঞানের অলৌকিক ক্ষমতায় চাঁদ ছয়পুত্র ও সপ্তডিঙা ফিরে পেল। মনসার সব চেষ্টা বিফল করে দিল। অবশেষে মায়াবিনী রূপে মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করলেন। এখন থেকে চাঁদের একমাত্র নিজের পৌরুষশক্তি ছাড়া সমস্ত দৈবীশক্তি বিলুপ্ত হ'ল। চাঁদ কিন্তু নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল অনড়, মনসার পূজা সে করবে না।

এবার সর্পবিষ প্রয়োগে মনসা চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণ হরণ করলেন। কিন্তু ধন্বন্তরী শঙ্কর ওঝার সাহায্যে চাঁদ আবার ফিরে পেল সকলকে। তখন মনসা ছদ্মবেশে শঙ্কর ওঝার স্ত্রীর কাছ থেকে তার বধের উপায় জেনে নিয়ে ওঝাকে বধ করলেন। এখন নিষ্কণ্টক হয়ে মনসা চাঁদের পুত্রদের বধ করলেন। কালীদহে চাঁদের বাণিজ্যতরী ডোবালেন এবং চাঁদকে শুধু মাত্র প্রাণে বাঁচিয়ে রাখলেন।

কিন্তু কোন রূপেই চন্দ্রধর নতিস্বীকার করবে না। চাঁদের এক পুত্র হয়েছে। নাম তাঁর লক্ষীন্দর। স্বর্গের অনিরুদ্ধ মনসারই চক্রান্তে অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে মনসার গর্ভে জন্ম নেয় এই লক্ষীবারে। মনসার ইচ্ছারই অনিরুদ্ধ আর ঊষা,—যে সায়বেণের ঘরে বেহুলা নাম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে,—এদের সাহায্যে মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচলন করবেন। যথা সময়ে লক্ষীন্দর এবং সায়বেণের কন্যা, সর্বগুণবতী এবং সুলক্ষণা এবং মনসার ভক্ত, বেহুলার সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহের আগেই জ্যোতিষীরা গণনা করে জানিয়েছিলেন বাসর ঘরে সর্প-দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু হবে।

চাঁদ লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করালেন উঁচু পর্বতের ওপর। সর্প বধের সর্বরকম ব্যবস্থা করেও ভবিতব্যকে রোধ করতে পারল না। লখীন্দরের মৃতদেহ কোলে নিয়ে অশ্রুময়ী বেহুলা গাঙুরের নীরে কলার ভেলা ভাসালেন। ভাসতে ভাসতে চলল বেহুলা। শব পুতিগন্ধময় হয়ে সমস্ত মাংস পচে গলে পড়ল। অস্থি ক'খানি নিয়ে বেহুলা এসে পৌছাল নেতা ধোপানীর ঘাটে; এবং তার কর্মে ও ব্যবহারে নেত্রবতীকে সন্তুষ্ট করল। পরে নেতার সাহায্যে বেহুলা স্বর্গসভায় উপস্থিত হয়ে নৃত্যে সকল দেবতার মন জয় করল। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে বেহুলা মৃত স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চায়।

মনসা তখন সেই সভায় আহুত হলেন। সমুদয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে মহাদেবের অনুরোধে মনসাদেবী লখীন্দরকে বাঁচিয়ে দিতে, চাঁদের অন্যান্য মৃত পুত্রদের এবং তার হৃত সর্বস্ব পুনরায় ফিরিয়ে দিতে স্বীকৃত হলেন শুধু একটি সর্তে—চাঁদকে দিয়ে মনসার পুজা করাতে হবে। বেহুলা এই সর্ত পূরণের অঙ্গীকার করে চাঁদের হৃত সর্বস্ব পুনরুদ্ধার করে ফিরলেন গৃহে।

আনন্দ কোলাহলে চম্পক নগরী পূর্ণ হ'ল। মনসা এবং বেহুলার বার বার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত চাদ সদাগর বাম হাতে মনসার পুজা করতে রাজি হল। মনসা দেবী তাতেই সন্তুষ্ট। মর্ত্যে মনসাদেবীর পুজা প্রবর্তিত হ'ল।

মনসামঙ্গল কাব্য দৈবীশক্তির সঙ্গে পৌরুষশক্তির সসম্মান দ্বন্দ্বের এক অপূর্ব ব্যথা করুণ অথচ সুখ পরিণতি মূলক কাব্য। চাঁদ নির্যাতিত মনবাত্মার বিদ্রোহী সত্তা। তার ব্যক্তিত্ব, সহিষ্ণুতা, তেজস্বীতা, অনমনীয়তা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা সমগ্র বাঙালীর গৌরবান্বিত অতীতের পরিচয়বাহী। বেহুলার ত্যাগ, সতীত্ব, একনিষ্ঠস্বামীপ্রেম পুরাণের সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে কোন অংশে হীনপ্রভ নয়।

৬। প্রশ্ন:—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত কর ?

উত্তরঃ—দেবী চণ্ডীর লীলা মাহাত্ম্য বিষয়ক এই কাব্যটি দুটি কাহিনীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে—একটি কাহিনী কালকেতু-ফুল্লরাকে অবলম্বন করে, এই অংশের নাম 'আখেটিক খণ্ড,' অপরটি 'বণিক খণ্ড', ধনপতি সদাগর ও তার পুত্র শ্রীমন্তকে নিয়ে।

(ক) **আখেটিক খণ্ড** :—স্বর্গের দেবতা শিব আত্মভোলা এবং কপর্দক-হীন দরিদ্র। ভিক্ষান্নে কোনক্রমে সংসার নির্বাহ করতে হয় চণ্ডীকে। মনে তাঁর তাই সুখ নেই। অবশেষে তিনি শুনলেন মর্তে যদি একবার ভক্তের ঘরে পুজা প্রচলন করতে পারেন তো তাঁর সকল অভাব দূর হয়। অতএব চণ্ডী দেবী মর্তে পুজা লাভের আশায় কৌশল করে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর এবং তাঁর স্ত্রী ছায়াকে অভিশাপগ্রস্ত করে মর্তে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

ব্যাধ ধর্মকেতুর ঘরে নীলাম্বর কালকেতু নামে জন্মগ্রহণ করল ; এবং সঞ্জয়-কেতু নামে অন্য এক ব্যাধের ঘরে ছায়া ফুল্লরা নাম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করল।

শিশু অবস্থা থেকেই কালকেতুর শৌর্য-বীর্য এবং পরাক্রমের সঙ্গে জয়নান্দকর রূপে সকলের মন হরণ করে। তার এগার বৎসর বয়সে বৃ

পিতামাতা সঞ্জয়কেতুর রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ফুল্লরার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সংসারের ভার তাদের হাতে তুলে দিয়ে কাশীবাসী হ'ল।

কালকেতু অরণ্যের পশু বধ করে আনে, ফুল্লরা যায় সেই মাংস বিক্রী করতে। দরিদ্রের সংসার। কখন ধার দেনা করে, কখনও ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে সংসার নির্বাহ করলেও স্বামীর ভালবাসা পেয়ে ফুল্লরা সুখী।

এদিকে কালকেতুর পরাক্রমে কলিঙ্গদেশের বনের পশুরা আতঙ্কিত হয়ে তাদের মাতা দেবীচণ্ডিকার কাছে নিরাপত্তা ও আশ্রয় চাইল। দেবীর তখন তাঁর আসল উদ্দেশ্যের কথা মনে পড়ল। তিনি স্থির করলেন কালকেতুকে রাজা করবেন এবং তারপর তাকে দিয়ে মর্তে তাঁর পুজা প্রবর্তন করবেন।

সুতরাং তিনি মায়াজাল পেতে অরণ্যের সমস্ত পশুকে লুকিয়ে রাখলেন আর নিজে স্বর্ণগোধিকার ছদ্মরূপে পথের ওপর অমঙ্গল চিহ্নস্বরূপ রইলেন পড়ে। কালকেতু বনে প্রবেশের পথে বিরক্তিতে সেই স্বর্ণগোধিকাকে গুণে বেঁধে বনে ঢুকল পশুশিকার করতে। সেদিন একটিও শিকার মিলল না। বাধ্য হয়ে রাগে—দুঃখে সেই সোনালি গোসাপকেই পুড়িয়ে খাওয়ার জন্যে ঘরে নিয়ে এল।

কালকেতুকে শূন্য হাতে ফিরতে দেখে ফুল্লারাকে বাধ্য হয়ে তার সইয়ের বাড়ী থেকে কিছু খুদ ধারের চেষ্টা করতে যেতে হয়। কালকেতু বাসি-মাংসের পশরা নিয়ে বাজারের দিকে যায়— গোসাপটিকে বেঁধে রেখে।

সুযোগ বুঝে চণ্ডী অপূর্ব সুন্দরী নারীর রূপ ধরে আপন রূপের বিভায় কালকেতুর কুঁড়েকে ঝলমল করে তুলে বসে রইলেন। ফুল্লারা ঘরে প্রবেশ করে এই রূপলাবণ্যবতী যুবতী নারীকে দেখে এবং তাঁর দ্ব্যর্থবোধক কথা শুনে ভাবল যে, তার স্বামীপ্রেমে-সুখের সংসারে ভাঙন ধরাবার জন্যেই এই নারী এসেছেন। অতএব ফুল্লার তার অশ্রু সজল ব্যাধ জীবনের দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের শত জ্বালা-যন্ত্রনার কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় একে একে বলে গেল সেই রূপসী নারীর কাছে। ফুল্লরার বারমাসের অভিমানে স্বামীকে খুঁজে আনতে যান।

কালকেতু ফুল্লারার সঙ্গে ফিরে এসে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অনেক অনুনয়-বিনয় করে সে যখন সেই সুন্দরীকে ঘরে পাঠাতে পারল না তখন ক্রোধে অধীর হয়ে তীর নিক্ষেপ করতে যায়। কিন্তু দেবীর দৃষ্টিতে তার হাতের তীর হাতেই থেকে যায়। অবশেষে দেবী তাঁর স্বরূপে আবিভূর্ত হলেন। তারা উভয়ে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল। পতিপ্রাণা ফুল্লরা আর নির্মল চরিত্র

কালকেতুকে তিনি বর দিলেন, একটি মূল্যবান আংটি এবং সাতঘড়া ধনও সেই সঙ্গে দিলেন, যাতে, সে গুজরাট নগরে তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং দেবীর একটি মন্দির নির্মাণ করে তাঁর পুজা প্রবর্তন করে।

দেবীর আদেশ মত জঙ্গল পরিস্কার করে গুজরাট নগরে ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভাঁড়ু দত্ত, চতুর ও শর্ব চুড়ামণি হ'ল বাজার সরকার এবং রাজ্যের মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। ভাঁড়ুর অত্যাচারে পীড়িত প্রজারা রাজা কালকেতুর কাছে নালিশ জানায়। কালকেতু ভাঁড়ুকে বিতাড়িত করল। অপমানিত ভাঁড়ু এসে কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল।

কলিঙ্গরাজের আক্রমণ প্রতিহত করতে বীরের মত যুদ্ধ করেও কালকেতু অবশেষে ভাড়ুর শঠতায় কলিঙ্গরাজের বন্দী হ'ল। নিরুপায় কালকেতু দেবীর আরাধনা করল। বিপন্ন ভক্তকে বাঁচাতে দেবী চণ্ডিকা কলিঙ্গরাজকে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, কালকেতু তাঁর ভক্ত সন্তান, এক্ষুনি যেন তাকে মুক্ত করা হয়। বন্দীদশামুক্ত কালকেতু রাজ্যে ফিরে এল। তার মৃত প্রজা ও সৈন্যরা দেবীর আশীর্বাদে জীবন লাভ করল। মহা ধুমধামের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর পুজা হ'ল। তাঁর উদ্দেশ্যও সার্থক হ'ল। স্বর্গভ্রষ্ট নীলাম্বর ছায়ায় মর্ত্যজীবন শেষ হ'ল'—স্বর্গে তারা আবার ফিরে গেল।

(খ) **'বণিক খণ্ড'** ঃ—

এটি ধনপতির উপাখ্যান নামেই পরিচিত। কালকেতুর উপাখ্যানে জানা যায় যে, ব্যাধ কালকেতুর ঘরে তথা সমাজের নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে পুজা প্রচারিত হলে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করলে পর দেবী চণ্ডীর ইচ্ছা হয় বণিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের, কারণ এই বণিক সমাজই তখন বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। মনসা মঙ্গলের চাঁদ সদাগরও বণিক। সুতরাং মর্ত্যে সাধারণের মাঝে পুজা প্রচারিত করতে হ'লে চাই সর্বাগ্রে প্রভাব প্রতিপত্তিশালীর গৃহে প্রতিষ্ঠা। আর এরই প্রয়োজনে স্বর্গের অপ্সরী রত্নমালাকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠাতে হয়।

লক্ষপতি বণিকের ঘরে জন্ম নিলেন রত্নমালা। পিতা-মাতা নাম রাখলেন খুল্লনা। রূপের বুঝি তুলনা মেলেনা তার। সর্ব সুলক্ষণ যুক্তা এই কন্যা।

ধনপতি হলেন উজানী নগরের বিত্তশালী বণিক। তিনি শৈব। তাঁর

পত্নীর নাম লহনা। লহনা নিঃসন্তানা। একদিন ধনপতি খুল্লনাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করেন।

কিছুকাল সুখে কাটাবার পর, একদিন রাজসভা থেকে ধনপতির ডাক এল। রাজার আদেশে ধনপতিকে গৌড় যাত্রা করতে হ'ল সোনার খাঁচা যোগাড় করতে। খুল্লনাকে তিনি লহনার হাতে দিয়ে গেলেন। লহনা-খুল্লনার প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হ'ল। কিন্তু বাড়ীর দুর্বলা দাসীর তা সহ্য হ'ল না। কুপরামর্শ দিয়ে শীঘ্রই সে লহনাকে খুল্লনার প্রতি বিরূপ করে তুলল। লহনা স্বামীর জাল চিঠি খুল্লনাকে দিল। তাতে নির্দেশ ছিল খুল্লনা ছাগল চরাবে, যাবতীয় সংসারের কাজ করবে আর আধপেটা খেতে পাবে। খুল্লনা বুঝল সবই—কিন্তু নিরূপায় হয়ে দুঃখকেই বরণ করে নিল।

এখন খুল্লনার দুর্দশার অবধি নেই। সতীনের নির্যাতন দিনের পর দিন বাড়তে লাগল। একদিন সে ছাগল চরাতে চরাতে বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে চণ্ডী তাকে দেখা দিলেন। বললেন—আজ তার কপালে অনেক দুঃখ—তোর 'সর্বশী' ছাগলটিকে শৃগালে খেয়ে নিয়েছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখে খুল্লনা, সত্যিই তার ছাগলটি নেই। উন্মাদ হয়ে সে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেল একজায়গায় কতকগুলি মেয়ে চণ্ডীদেবীর পুজা করছে। খুল্লনাও ভক্তি ভরে তাদের সঙ্গে চণ্ডীর পূজা করল। তার হারানো ছাগলটিকে সে ফিরে পেল।

এদিকে চণ্ডী লহনাকেও স্বপ্নাদেশ দিলেন সে যেন খুল্লনার প্রতি আর দুর্ব্যবহার না করে। লহনা দেবীর আদেশ মেনে নিল।

ধনপতি দেশে ফিরে এলেন। রাজার খুব আনন্দ। পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করে দেশশুদ্ধ নিমন্ত্রণ করলেন ধনপতি। সবাই এলেন কিন্তু স্বজাতিরা জানালেন যে তাঁরা ধনপতির গৃহে জল গ্রহণ করবেন না যে পর্যন্ত না খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা করা হয়। কারণ খুল্লনা বনে ছাগল চরাত—এটা তাঁরা জেনে ছিলেন।

খুল্লনা সকলের সামনে এক এক করে—জলে ডোবা, লৌহদণ্ডে দেহ দগ্ধ করা, জতুগৃহে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসে থাকা—সব নিষ্ঠুর পরীক্ষাতে চণ্ডীর কৃপায় হাসিমুখে উত্তীর্ণ হ'ল। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। বিবাদ মিটল।

কিছুকাল পরে রাজার আদেশে ধনপতিকে বাণিজ্যযাত্রা করতে হয় সিংহলে। স্বামীর মঙ্গল কামনায় খুল্লনা দেবী চণ্ডীর পুজা করছেন। লহনা

তা দেখতে পেয়ে শিবভক্ত ধনপতিকে জানান যে খুল্লনা ডাকিনীর পুজা করছে। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ধনপতি খুল্লনার ঘরে প্রবেশ করে লাথি মেরে চণ্ডীকার ঘট ভেঙে দেন। ক্রুদ্ধ দেবী মনে মনে স্থির করেন, 'বিদেশে সাধুরে দুঃখ দিব গো প্রচুর'।

সমুদ্রে মাঝপথে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। চণ্ডী তাঁর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে কৃত সংকল্প। সদাগরের নিজের নৌকাটি, মধুকর ছাড়া সবই ডুবল। কোনক্রমে প্রাণে বাঁচলেন সদাগর। তিনি সিংহলের দিকে চললেন। কালীদহে যখন তিনি এসে পৌঁছালেন, তখন দেবী চণ্ডীর মায়ায় কেবলমাত্র ধনপতি পরমাশ্চর্য এক দৃশ্য দেখলেন: শ্বেত শতদল প্রস্ফুটিত, তার মধ্যে জনৈকা দেবী একবার একটি হস্তী গিলছেন এবং পরক্ষণেই তা উগরে ফেলেছেন। একটি কমলে-কামিনীর' মূর্তি।

সিংহলে ধনপতি রাজাকে উপঢৌকনাদি দিয়ে এবং দ্রব্য বিনিময়ে বিশেষ সন্তুষ্ট করলেন। কথা প্রসঙ্গে কালীদহের কমলে-কামিনী মূর্তির কথা তিনি রাজাকে বললেন। রাজা অবিশ্বাস করলে ধনপতি রাজাকে সে মূর্তি দেখাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। রাজার শর্ত এই যে, ধনপতি যদি তাঁকে সে-মূর্তি না দেখাতে পারেন তবে শুধু যে তাঁর বাণিজ্য সম্ভারই রাজার কুক্ষিগত হবে তাই নয়, তিনি নিজেও কারাগারে বন্দী হবেন।

হ'লও তাই। ধনপতি সিংহল-রাজাকে কমলে-কামিনী মূর্তি না দেখাতে পেরে কারাগারে রুদ্ধ হলেন। চণ্ডী রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানালেন, তাঁর পুজা করলে রাজা বিপদ মুক্ত হবেন। শৈবোপাসক রাজা চণ্ডীকার পুজা করতে অস্বীকৃত হলেন।

এদিকে খুল্লনার একপুত্র জন্মগ্রহণ করল। দেবী চণ্ডীকার কৌশলে স্বর্গের শাপ-গ্রস্ত মালাধর খুল্লনার পুত্ররূপে জন্ম নিল। নাম হ'ল তার শ্রীমন্ত। মায়ের সুশিক্ষায় এবং গুরুর তত্ত্বাবধানে ও যত্নে শ্রীমন্ত সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হ'ল। রূপেগুণে সে সকলকার মন জয় করল। বড় শ্রীমন্ত পিতাকে অন্বেষণ করতে বহু চেষ্টায় মায়ের সম্মতি নিয়ে রাজার প্রতিভূ হয়ে বাণিজ্য যাত্রায় বেরুল। সিংহলে এসে পৌঁছাল সে। পথে সেও চণ্ডীর মায়ায় কমলে-কামিনীর মূর্তি দেখল।

আবার সিংহল রাজের সঙ্গে তর্ক হল। শ্রীমন্ত স্বীকার করে নিল যে, সে যদি সিংহলরাজাকে সেই মূর্তি দেখাতে না পারে তবে সে মৃত্যু বরণ করে নেবে

আর দেখাতে পারলে রাজা তাকে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যাকে তার হাতে সমর্পণ করবেন।

চণ্ডীর মায়ায় শ্রীমন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পেরে বধ্য ভূমিতে আনীত হ'ল। মৃত্যুর পূর্বে সে মায়ের শেখানো দেবী চণ্ডীর 'চৌতিশা' স্তব করে। দেবী প্রসন্না হয়ে ভূত-প্রেতকে পাঠালেন জহ্লাদের হাত থেকে শ্রীমন্তকে রক্ষা করতে। দেবীর অনুচরের হস্তে অনেক সৈন্য মারা পড়ল। বাকি পলায়ন করে রাজাকে সংবাদ দিলে। রাজা বুঝলেন, শ্রীমন্তের সহায় স্বয়ং দেবী চণ্ডীকা। তিনি নিজেও চণ্ডীর পূজা করলেন। দেবী চণ্ডী তাঁকে আদেশ দিলেন তাঁর কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিতে। দেবীর আশীর্বাদে সব মৃত সৈন্য প্রাণ ফিরে পেল। ধনপতি মুক্তি পেলেন। পিতাপুত্রের মিলন হ'ল। সিংহলরাজ শ্রীমন্তের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন।

পণ্যসম্ভার, রাজকন্যা, এবং পিতাকে নিয়ে শ্রীমন্ত দেশের পথে যাত্রা করল। দেবীর বরে ধনপতি যে সমস্ত নৌকা হারিয়েছিলেন সেগুলিও ফিরে পেলেন। স্বদেশে ফিরে শ্রীমন্ত রাজা বিক্রমকেশরীকেও 'কমলে-কামিনী' দেখালেন। রাজা তাঁর কন্যা রূপবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ দিলেন।

এদিকে ধনপতি পূজায় বসে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবের অর্ধাঙ্গ জুড়ে আছেন চণ্ডীকা। ধনপতি বুঝলেন, মহাদেব একই দেহে হরপার্বতী। পরিতৃপ্ত হয়ে ধনপতি শিব ও চণ্ডীকার পূজা করলেন। মর্তে্য দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

প্রশ্ন ৪। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উত্তর : ধর্মঠাকুর মর্তে্য নিজ-পূজা প্রচলন করবার আগ্রহে ইন্দ্রের নাচনী জাম্ববতীকে নৃত্যের তাল কাটার অছিলায় শাপ দিয়ে মর্তে্য পাঠালেন। রমতি নগরে বেণু রায়ের কন্যা হয়ে জন্ম নিল জাম্ববতী। নাম রাখা হ'ল রঞ্জাবতী।

গৌড়েশ্বরের প্রধান সামন্তের নাম কর্ণসেন। চেকুরগড়ে তাঁর রাজত্ব। গৌড়েশ্বরের আদেশে তিনি গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী, দেবী চণ্ডীর বলে বলীয়ান সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষকে দমন করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। তাঁর ছয়পুত্র এবং স্ত্রী মারা গেল। শোকে বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেন উন্মাদ প্রায়। গৌড়াধিপতি তাঁকে আশ্রয় দিলেন এবং নিজের তরুণী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে আবার তাকে সংসারী করলেন। কিন্তু রঞ্জাবতীর

জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহামদ যুদ্ধ কর্মে বাইরে ছিল, ফিরে এসে যখন তিনি এই বিবাহের কথা শুনলেন, তখন ক্রুদ্ধ হলেন না শুধু, কর্ণসেনের বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ জন্মাল। এদিকে কর্ণসেন তখন গৌড়েশ্বরদত্ত ময়না-গড়ের রাজা হয়েছেন।

কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় কর্ণসেন এবং রঞ্জাবতী উভয়ের মনই বিষণ্ণ। একদিন ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা শুনে রঞ্জাবতীর বাসনা হ'ল ধর্মঠাকুরের পুজা করার। ধর্মরাজকে তপস্যায় তুষ্ট করতে রঞ্জাবতী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা শুরু করল। কিন্তু কিছুতেই কৃপালাভ না করতে পেরে পরিশেষে রঞ্জাবতী 'শালে ভর' দিল ;

বুকেতে বাজিল শাল পৃষ্ঠে হৈল পার।
যাইল মাইল হৈল রানী রক্ষা নাহি আর।

এর পর আর স্থির থাকা যায় না। প্রসন্ন হলেন ধর্মঠাকুর। তিনি রঞ্জাবতীকে পুত্রবর দিলেন। এক শাপভ্রষ্ট দেবতা রঞ্জাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করল। তার নাম রাখা হ'ল লাউসেন। মহামদের কানে লাউসেনের জন্মগ্রহণ কথা গেল। তিনি আরও ক্রুদ্ধ এবং ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে স্থির করলেন যে, লাউসেনকে হত্যা করবেন। অতঃপর কৌশলে মহামদ একদিন লাউসেনকে চুরি করল। রাণী রঞ্জাবতী শোকে পাগল হ'ল। ধর্মরাজ তাঁর ভক্তকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কর্পূরবিন্দু থেকে এক শিশু সৃষ্টি করে রঞ্জাবতীর কোলে পাঠিয়ে দিলেন। তার নাম হ'ল কর্পূরধবল।

মহামদ কিন্তু লাউসেনকে বধ করতে পারল না। ধর্মঠাকুরের কৃপায় সে শেষপর্যন্ত নিরাপদে তার মায়ের কোলে ফিরে এল। রঞ্জাবতীর এখন দুইপুত্র লাউসেন এবং কর্পূরধবল।

দেখতে দেখতে লাউসেনের শৌর্য-বীর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সে মহাবীর হয়ে উঠল। স্বয়ং পার্বতী তার হাতে তাঁর অজেয় খড়্গ তুলে দিলেন। গৌড়াধিপতির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক হয়ে লাউসেন এবং কর্পূরধবল গৌড় অভিমুখে যাত্রা করল। মহামদের প্রতিবন্ধকতায় লাউসেনকে পথে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি—মল্লযোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ, বাঘ-কুমিরের সঙ্গে লড়াই-এর সম্মুখীন হতে হ'ল। লাউসেনের বীরত্বের কাছে একে একে সকলেই পরাস্ত হ'ল। গৌড়রাজ্যের সীমান্তে এসে মহামদের চক্রান্তে লাউসেন কারারুদ্ধ হ'ল। কিন্তু তার মন্ত্রবিদ্যার পরিচয় পেয়ে গৌড়রাজ চমৎকৃত হলেন এবং তিনি জানালেন যে লাউসেন তাঁর শ্যালিকাপুত্র। ময়নাগড় উপহার দিলেন তিনি লাউসেনকে।

ময়নাগড়ের পথে মল্লবার কালুডোম এবং তার স্ত্রী কথ্যার সঙ্গে লাউসেনের পরিচয় হ'ল। তারা তার আনুগত্য স্বীকার করল এবং ময়নাগড়ে কালুডোম লাউসেনের প্রধান সেনাপতি হ'ল।

লাউসেনকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করে মহামদ গৌড়রাজকে পরামর্শ দিল যে, তিনি যেন লাউসেনকে কামরূপ বিজয়ে পাঠান। মহারাজ কিছু না বুঝে লাউসেনকে সেই কাজেই পাঠালেন। কিন্তু লাউসেনের বীরত্বের কাছে কামরূপরাজ পরাজিত হয়ে সন্ধি করলেন। লাউসেন রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করলো।

সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়া সুন্দরী এবং বীর্যবতী. সে দেবী চণ্ডীর ভক্ত। তার প্রতিজ্ঞা ছিল, দেবী চণ্ডীর বর দেওয়া লোহার গণ্ডারটির মস্তক যে বীর এক কোপে কেটে ফেলতে পারবে স্বয়ম্বর সভায় কানাড়া তাকেই পতিত্বে বরণ করবে। ইতিপূর্বেই গৌড়রাজ কানাড়ার পানিগ্রহণ করতে চেয়ে অপমানিত হয়েছিলেন। এখন তিনি এবং মহামদ উভয়ে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কানাড়ার প্রস্তাব বীরত্বের সঙ্গে পালন করতে না পেরে মহামদের পরামর্শে গৌড়রাজ লাউসেনকে সেই সভায় আহ্বান করলেন। ধর্মরাজের অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান লাউসেন এক কোপে লোহার গণ্ডারের মাথা কেটে ফেলে বীর্যবতী তরুণী কানাড়াকে লাভ করলেন এবং তাকে নিয়ে ময়নাগড় প্রত্যাবর্তন করল।

ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হওয়ায় মহামদের পরামর্শে গৌড়রাজ লাউসেনকে পাঠালেন তাকে শায়েস্তা করার জন্য। দেবীর চণ্ডীর অনুগৃহীত ইচ্ছাই ঘোষ অমিত বলশালী। কিন্তু উভয়ের প্রচণ্ড যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ধর্মঠাকুরের বরপুত্র লাউসেনই জয়ী হ'ল। ইছাই নিহত হ'ল। বিজয় গৌরব নিয়ে লাউসেন ময়নাগড়ে ফিরে এল।

ধর্মঠাকুরের অলৌলিক মহাত্ম্য দর্শনে বিস্ময়ান্বিত মহামদ শেষ পর্যন্ত গৌড়রাজকে ধর্মঠাকুরের পুজার আয়োজন করতে পরামর্শ দিলেন। ভক্তিহীন পুজা দেখে কুপিত ধর্মরাজ প্রবল বারিবন্যায় ও ঝড়-ঝঞ্ঝায় গৌড়রাজ্য ডুবিয়ে দিলেন। নিরুপায় হয়ে রাজা লাউসেনের শরণাপন্ন হলেন। ধর্মরাজের বরপুত্র লাউসেন ক্রমে প্লাবন এবং দুর্যোগ বন্ধ করল।

শেষ পর্যন্ত মহামদ রাজাকে পরামর্শ দিল যে রাজ্যে পাপ ঢুকেছে লাউসেন যদি ধর্মের সেবক হয় তবে সে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় দেখিয়ে সে বিশ্বাসকে

সুপ্রতিষ্ঠিত করুক। রাজা লাউসেনকে সেইরূপই আদেশ দিলেন।

রাজাজ্ঞ শিরোধার্য করে লাউসেন হাকন্দ নামক স্থানে এল। এই অবসরে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করল, কালু ডোম এবং তার পত্নী যুদ্ধে প্রাণ দিল। কিন্তু কানাড়ার বীরত্বে মহামদ পরাস্ত ও বন্দী হ'ল।

দুশ্চর তপস্যা করেও যখন লাউসেন ধর্মঠাকুরকে প্রসন্ন করতে পারল না তখন অবশেষে নিজের মাথা কেটে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিলেন। প্রসন্ন হলেন ধর্মরাজ। ঘোর অমবশ্যার রাত্রিতেও পশ্চিম গগনে উদিত হ'ল সূর্য। হরিহর রইল এর একমাত্র সাক্ষী।

সিদ্ধিলাভ করে ফিরে এল লাউসেন ময়নায়। মহামদ হরিহরকে ঘুষ দিয়ে মিথ্যা বলাতে চেষ্টা করল, কিন্তু হরিহর রাজি হ'ল না। ফলে মহামদের চক্রান্তে হরিহর শূলে গেল। ময়নায় এসে লাউসেন দেখে তার রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছে। ব্যথিত হয়ে ধর্মরাজের স্তব করে লাউসেন। ধর্মরাজ শাস্তি দিলেন মহামদকে।—তার সর্বদেহ কুষ্ঠ ব্যাধিতে জর্জরিত হ'ল।

ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় সকলে জীবিত হ'ল। লাউসেন মহামদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তার কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করল। শুধু চিহ্ন স্বরূপ তার মুখে রয়ে গেল শ্বেত কুষ্ঠের দাগ। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য পৃথিবীতে প্রচারিত হ'ল। রঞ্জাবতী লাউসেন স্বর্গারোহন করল।

প্রশ্ন ঃ মনসা মঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবির সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

(ক) **কানাহরি দত্ত**ঃ—মনসা মঙ্গল কাব্যের আদি কবি হ'লেন কানাহরি দত্ত এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। হরি দত্ত রচিত পুঁথিটিও বহুদিন বিলুপ্ত। বিজয় গুপ্তের মনসা-বিজয়া কাব্যে হরি দত্তের নামোল্লেখ আছে "প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত।" বিজয় গুপ্তের কাব্যেই জানা গেল, "হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।" বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের কবি। তাঁর সময়েই যদি হরিদত্তের, গীত বিলুপ্তির পথে গিয়ে থাকে তবে হরিদত্তের প্রাচীনত্বের অনুমান অনেকখানি করা যায়। পরে হরিদত্তের কাব্যাংশের কিছু কিছু আবিষ্কৃত হয় এবং বোঝা যায় যে, হরিদত্তের কাব্য বেশ জনপ্রিয় ছিল, কারণ, পরবর্তী বহু কবির কাব্যে এবং গায়েনের গানে হরিদত্তের পদ এবং ভাব গৃহীত হয়েছিল।

হরিদত্তের পদ পূর্ববঙ্গের ময়মন সিংহ ও বাখর গঞ্জ জেলা থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। কবির আবিষ্কৃত পদগুলি থেকে এও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় হরি দত্ত সম্বন্ধে বলেছেন: "প্রত্যেক কবির মনসা-মঙ্গলেই মনসার সর্প সজ্জার এক বা একাধিক পদ পাওয়া যায়—এ যাবৎ এই বিষয়ক যত পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হরিদত্তের পদই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের খনিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে—ইহা কেবলমাত্র গতানুগতিক রূপ সজ্জার বর্ণনা নহে, ইহা বাস্তব রসে সমুজ্জ্বল।"

(খ) **নারায়ণ দেব**—প্রাক্ চৈতন্য যুগেই মনসা মঙ্গল কাব্য বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর মূলে নারায়ণ দেবের অবদান অনেকখানি। কারুর মতে বিজয় গুপ্ত নারায়ণ দেবের চেয়ে প্রাচীন; কিন্তু নারায়ণ দেবের প্রাচীনত্বের প্রমাণ আরও জোরাল। কেউ কেউ তাঁকে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকের কবি বলে মনে করেন। হয়ত অত প্রাচীন তিনি নন, কিন্তু তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কবি এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ সংশয় রহিত। সম্ভবতঃ তিনি পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকের কবি।

নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গের ময়মন সিংহ জেলার কিশোর গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর গ্রামের অধিবাসী হলেও তার আদি নিবাস ছিল সম্ভবতঃ রাঢ় দেশে। কবি তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করলেই কবির বংশ পরিচয় এবং আদি বাসস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

"নারায়ণ দেব কয় জন্ম মগধ।
মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ॥
অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদ্‌গোল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোর গ্রামে বসতি॥

নারায়ণ দেবের কোন কোন পদে 'সুকবি বল্লব' নামটি ভণিতাংশে পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান এটি তাঁর উপাধি।

নারায়ণ দেব প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তাঁর মনসা মঙ্গল কাব্যে ধর্মের পরিমণ্ডলে মানবত্মার সুখ দুঃখ বেদনার হৃদয়গ্রাহী চিত্র পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের চরিত্র কল্পনায় তাঁর মৌলিকতা ও প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। তদানীন্তন যুগের বাঙালীর শৌর্য-বীর্য, পৌরুষ ব্যক্তিত্বের এবং অনমনীয় তেজস্বিতার একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে ফুটে উঠেছে চাঁদ সদাগর। বেহুলার অশ্রু সজল জীবনের সতীত্বের মহিমা কবির কাব্যে একটি মনোজ্ঞ রূপ লাভ করেছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় নারায়ণ দেবের কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে যা বলেছেন উপসংহারে তা উদ্ধৃত করা গেল ঃ "সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যকে বাঙালীর নিজস্ব ঘরের জিনিষ করিয়া লইতে তিনি (নারায়ণ দেব) নিপুণ ছিলেন বলিয়াই পাণ্ডিত্য তাঁহারা কবিত্ব প্রকাশের বাধা না হইয়া নিতান্ত সহজাত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাংলার ঘর ও বাহিরকে এমনভাবে একাকার করিয়া লইতে তাঁহার পূর্বে আর কোন কবিই এগন সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই।"

(গ) **বিজয় গুপ্ত**—মনসা মঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত কবি। বিজয় গুপ্তের 'পদ্ম পুরাণ' পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষ ভাগে রচিত। কবি তাঁর কাব্যে যে সময়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন পণ্ডিতগণ তা অনুসরণ করেই পদ্ম পুরাণের রচনা কাল ১৪৯৪ সাল বলে উল্লেখ করেছেন—

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক॥

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দের সময় হুসেন শাহ্ গৌড়ের সুলতান ছিলেন। ঐ সময়েই বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্য রচনা করেন। বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে কবির বাস।

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥

হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥"

বিজয় গুপ্তের কবি খ্যাতি এবং কাব্যের সমধিক প্রচারের মূলে আছে বাঙলার গ্রামীন চিত্র ও সহজ-সরল গ্রাম জীবনের মধুর প্রতিচ্ছবি। দেবতার দেবত্বটুকু ঢাকা পড়েছে বাঙালী জীবনের অনাড়ম্বর সরল স্বচ্ছ মধুর ভাব মূর্তির নীচে। বিজয় গুপ্তের শিব-পার্বতীর সংসার জীবনের চিত্র আমাদের সামনে

বাঙালীর ঘরোয়া চিত্রই উদ্ঘাটিত করে। দেবতার স্থানে মানুষের এই প্রতিষ্ঠা সেই যুগে বিস্ময়ের বিষয় কোন সন্দেহ নেই। শিব-পার্বতীর বিবাহ বর্ণনায় কবির বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়টি গ্রাম্য কৌতুক ও রঙ্গ রসিকতার মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টতা লাভ করেছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন: "যে যুগে বাংলা সাহিত্য দৈবলীলা ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, সেই যুগে বিজয় গুপ্ত দৈব কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়াও তাহার মধ্য হইতে যে মানবিকতার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার বিশিষ্ট কবি ধর্মের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। বিজয় গুপ্ত বস্তু-রসিক কবি তাই বাস্তব চিত্রগুলি তিনি সুনিপুণ-ভাবেই আবিষ্কৃত করেছেন। ছন্দের দোলায় কবি তাঁর কাব্যকে আরও মনোহর করে তুলতে পেরেছেন।

(ঘ) **বিপ্রদাস পিপিলাই**—মনসা মঙ্গলের অন্যতম একজন উল্লেখ যোগ্য কবি হলেন, বিপ্রদাস পিপিলাই। এঁর কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে মত বিরোধ আছে যদিও তথাপি বিপ্রদাসের নামে আবিষ্কৃত পুঁথি থেকে কাব্যের রচনা কালের যে উল্লেখ আছে:

"সিন্ধু ইন্দু বেদ শশী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান॥"

—এ থেকে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, বিপ্রদাস বিজয় গুপ্তের সমকালীন কবি। বিপ্রদাসের নামে প্রাপ্ত দু'খানি পুঁথিই অসম্পূর্ণ। এই পুঁথি দুটি থেকে কবির যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায় তা হ'ল:

মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপিলাই পঞ্চ প্রবর।
সামবেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর॥"

পুঁথি দু'খানি চব্বিশ পরগণা জেলার জাগুলিয়া গ্রাম ও দত্ত পুকুর গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় পণ্ডিতগণ অনুমান করে যে, বিপ্রদাস চব্বিশ পরগণা জেলারই অধিবাসী। তাঁর কাব্যটি মনসা বিজয় নামে খ্যাত। কাব্য রচনা কাল ১৪৯৫ খৃঃ। বিপ্রদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ।

বিপ্রদাসের কাব্যে সামাজিক তথ্যের ইতিহাসানুগ বিবরণ পাওয়া যায়। তাই কাব্যখানি কবি-কৃতি হিসাবে তত-খানি মূল্যবান নয় বটে, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে এর একটা মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বিপ্রদাসের

কাব্য খুব বেশী প্রচারিত না হওয়ার মূলে আছে সম্ভবতঃ কবিত্ব উপাদানের অভাব।

(ঙ) **দ্বিজবংশী দাস**—মনসা মঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজবংশী দাসের একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট আছে। অতি উচ্চ কবি প্রতিভার অধিকারী দ্বিজবংশী দাস ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতুরীয়া বা পাটওয়ারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বংশী দাস সাধক কবি ছিলেন। তাঁর বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতীর বিবরণ থেকে বংশী দাস সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি—

ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনী॥
ঘট বসাইয়া সদা গৃহে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়॥
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥

দ্বিজ বংশীর নামে যে পুঁথি পাওয়া যায়, তাঁর কাব্য রচনা কালের উল্লেখ আছে।

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥"

– অর্থাৎ ১৪৯৭ শকে বা ১৫৭৫ খৃঃ তার মনসা-মঙ্গল রচিত হয়। তবে এই তারিখ প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয় না। অনেকের মতে সমস্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি বিচার করে দ্বিজ বংশীর কাব্য রচনা কাল সপ্তদশ শতাব্দীর কোন সময়ে হবে।

বংশী দাস একাধারে সুকবি ও সুগায়ক। নিজের লেখা মনসার ভাসান তিনি নিজেই গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন। কথিত আছে একবার তিনি দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হ'ন এবং তাঁকে হত্যা করার পূর্বে শেষবারের মত মনসার নাম গান করেন তাঁর মধু করা কণ্ঠে। দস্যু কেনারাম ভক্ত কবির কণ্ঠের গানে বিমোহিত হয় এবং গান যখন শেষ হয়ে এসেছে, প্রায় তখন "ফেলাই হাতের খান্ডা কান্দে কেনারাম"। দু'চোখে তার ধারা নেমেছে। এখানেই শেষ নয়। অনুতাপে কেনারাম আত্মহত্যা করতে উদ্যত। বংশী দাস তাকে

বুকে টেনে নেন এবং শিষ্যত্বে বরণ করেন। বংশী দাসের ওপর বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব বিশেষভাবে ছিল তাঁর কাব্য থেকে একথা প্রমাণ করেছেন পণ্ডিতরা।

বংশী দাসের কাব্যে সমসাময়িক কালের মুসলমান শাসনে বাংলার ইতিহাসের গৌরবময় একটি অধ্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য পাঠ করলে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তিনি শুধু সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যেই পণ্ডিত ছিলেন না, আরবি-ফারসি শব্দেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং বাংলা ভাষায় তার যথার্থ প্রয়োগ নৈপুণ্যে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের সুসমঞ্জস প্রয়োগে পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্র যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, বহুদিন পূর্ব হইতেই বাংলা সাহিত্যে তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল,—দ্বিজবংশী তাহার অন্যতম সার্থক দৃষ্টান্ত।" সামান্য নমুনা এক্ষেত্রে কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"আতসে দহে যে বুক বিরস বিবির মুখ
কেনে আছে আমার পরাণ ॥
মামুদ সরিপ্ আলি তারা পড়িয়াছে চলি
বেটির দামাদ চারিজন।
নদির দখল ছাড়ি সবে যায় গড়াগড়ি
দেখি দুঃখ না যায় মহন ॥

কাব্য সম্বন্ধে দু'এক কথায় বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, চাঁদ সদাগরের চরিত্র কল্পনায় দ্বিজবংশী দাসের অনন্য সিদ্ধি। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ ও অনমনীয় দৃঢ়তা ও শৌর্য-বীর্যের একটি সুস্পষ্ট ছাপ চাঁদের চরিত্রে সুসমন্বিত হয়ে চরিত্রটিকে প্রাণস্পর্শে সঞ্জীবিত করেছে। বংশী দাসের কাব্যের জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ হ'ল তাঁর সুললিত এবং প্রাঞ্জল ভাষা। উপযুক্ত ভাব, আবেগ ও কল্পনা উপযুক্ত শব্দে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই দ্বিজবংশী দাস মনসা মঙ্গলের অমর কবি।

(চ) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—মনসা মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবিমাত্রই পূর্ববঙ্গীয়। মধ্যযুগের মনসা মঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছেন এবং উচ্চ করি প্রতিভার অধিকারী হয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের দিক থেকে একমাত্র কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। মনসা মঙ্গলের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

কবি কঙ্কন মুকুন্দরামের মত তিনিও তাঁর কাব্যে একটি আত্মবিবরণী ও বংশপরিচয় রেখে গেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, কবি বর্ধমানের অধিবাসী কায়স্থ কুলে তাঁর জন্ম। ১৬৪০ খৃঃ পর তাঁর কাব্য রচিত হয়। কবি নিজেকে কেতকা অর্থাৎ মনসার দাস বলে উল্লেখ করেছেন।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরামের কিছু কিছু প্রভাব থাকলেও এবং শ্রীচৈতন্য দেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবাদর্শ তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হলেও স্বীয় মৌলিকতায় তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট আসন করে নিয়েছেন। বেহুলা চরিত্র অঙ্কনেই কবির মৌলিকতার পরিচর মিলবে। বাঙালীর ঘরে সতীসাধ্বী রমণীর স্বামীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মহিমায় দীপ্ত চরিত্র বেহুলা বুঝি পৌরাণিক যুগের সীতাকেও ম্লান করে দিয়েছে।

কাহিনীর সুদৃঢ় গ্রন্থনে করুণ ও কৌতুকময় চিত্র চিত্রনে এবং গ্রাম্য স্থূলতা বর্জন করে ভাষায় ও ভাবে একটি সূক্ষ্ম শিল্পোচিত পরিচ্ছন্নতা দানে ক্ষেমানন্দ মনসা মঙ্গল কাব্যকে অনন্যতা দান করেছেন। তাঁর ভাষা ও ছন্দ সুললিত এবং প্রাঞ্জল। লৌহ বাসরে লক্ষীন্দরকে সর্প দংশনের চিত্রটি কবি এমনই করে উপস্থাপিত করেছেন যে একধারে এই অংশে তাঁর করুণ সৃষ্টিতে দক্ষতার কথা এবং উপযুক্ত পরিবেশের উপযোগী বিষয়োচিত গাম্ভীর্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। লৌকিক কাব্যের লক্ষনানুযায়ী কোন কোন অংশের পুনরাবৃত্তিতে ক্ষেমানন্দের কাব্যের রস-গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষীন্দরকে সর্প দংশনের সামান্যতম অংশ উদ্ধৃত করা হ'ল :

"কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া যায়।
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায়॥
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ।
চমকি বেহুলা উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥"

এ ছাড়াও আর অনেক খ্যাত ও অখ্যাত কবি মনসার ভাসান লিখেছেন—যেমন, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র, ষষ্ঠীবর দত্ত ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৭। চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের উল্লেখ যোগ্য কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি দাও।

উত্তর : (ক) মাণিক দত্ত—দেবী চণ্ডীর লীলা মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে যে সকল কবি চণ্ডী মঙ্গল কাব্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীনত্বের বিচারে

মাণিক দত্তের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। মাণিক দত্তই সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেউ তাঁকে প্রাক্-চৈতন্য যুগের বলে থাকেন, আবার কারুর মতে তিনি চৈতন্য পরবর্তী যুগে জন্ম গ্রহণ করেন। মাণিক দত্তের ভণিতাযুক্ত একখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তর বঙ্গেই প্রধানতঃ তাঁর কাব্য প্রচলিত ছিল। কবি যে উত্তর বঙ্গের মালদহ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন একথা সকলেই স্বীকার করে নেন। মুকুন্দরামর চক্রবর্তী তাঁর কাব্য রচনাকালে মাণিক দত্তের কাব্যকে অবলম্বন করেছিলেন তা তাঁর নিজের কথাতেই স্বীকৃত : "মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।" মুকুন্দরাম ষোড়শ শতকের কবি। অতএব ন্যূনপক্ষে মাণিক দত্তকে পঞ্চদশ শতকের কবি বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

মাণিক দত্তের কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে বর্ণনা আছে তা ঠিক হিন্দু-পুরাণ অনুসৃত নয়। বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব তাতে সমধিক বর্তমান। ব্রতকথার ঢঙে ছড়ার ছন্দে মাণিক দত্তের কাব্য সরল ভাষায় লেখা। স্বয়ং মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে মাণিক দত্তের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন :

"মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয় ॥"

(খ) **দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য**—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় বলিষ্ঠ লেখনীর অধিকারী কবি হিসাবে দ্বিজমাধবের নাম স্মর্তব্য। মাধবাচার্যের নামে চণ্ডীমঙ্গল ('সারদা মঙ্গল' প্রকৃত নাম) কাব্য ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য এবং গঙ্গার মাহাত্ম্য সূচক গঙ্গামঙ্গল কাব্যও পাওয়া গেছে। অবশ্য একই কবির রচনা কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ এক মত নন। মাধবাচার্যের অধিকাংশ পুঁথিই চট্টগ্রাম, নোয়াখালি অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় সকলে অনুমান করেন যে, তিনি পুর্ববঙ্গের কবি এবং তাঁর কাব্য পুর্ববঙ্গেই প্রধানতঃ প্রচারিত ছিল। মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল রচনার কাল ১৫৭৯-৮০ খৃঃ।

কবির পিতার নাম পরাশর। এঁদের নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। আকবর শাহ্ তখন বাঙলা দেশ আপন কর্তৃত্বাধীনে এনেছেন। কবি আকবরকে অর্জুনের ন্যায় বিক্রমশালী বলে বর্ণনা করেন। মধবাচার্যের কাব্য কবিকঙ্কণের কাব্যের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হলেও কবির বাস্তব চিত্র বর্ণনায় দক্ষতা এবং এবং রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে মুকুন্দরামের কাব্যের

মত হর গৌরীর কাহিনী নেই এবং এখানে কালকেতুর কাহিনীও অনেক সংক্ষিপ্ত ও বাস্তবানুগ। দ্বিজমাধবের কালকেতু কলিঙ্গ রাজ্যের ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ভীরুর মত পালিয়ে আসে নি। কবি এখানে দেখিয়েছেন যে কালকেতুকে ফুল্লরা অনুরোধে করেছে যুদ্ধ থেকে বিরত হতে এবং তদুত্তরে কালকেতুর বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর :

শুনিয়া যে বীরবর কোপে কাঁপে থরথর,
শুন রামা আমার উত্তর।
করে নৈয়া শর গাণ্ডী পুজি মঙ্গল চণ্ডী
বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর ॥"—ইত্যাদি

দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যখানি বেশ সাবলীল ছন্দে এবং সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মুকুন্দরামের মত অতখানি কবি প্রতিভা না থাকায় কবির কাব্য সম্ভবত. মুকুন্দরামের কাব্যের কাছে কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়ে স্থানব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়েছিল। তথাপি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল কাব্য যুগের কবির কাব্য বিচারে দ্বিজমাধবের একটি আসন নির্দিষ্ট থাকবেই।

(গ) **মুকুন্দরাম চক্রবর্তী**—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান এবং জনপ্রিয় কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। শুধু চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নয়, মধ্যযুগীয় বঙ্গ সাহিত্যের কবিকুলের মধ্যে মুকুন্দরামকে অনেকেই সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, প্রতিভাধর কবি বলে গণ্য করে থাকেন। তার কারণ, তাঁর কাব্যে গোটা যুগ কথা কয়ে উঠেছে। দেবতার মাহাত্ম্য কথা লিখতে বসেও কবি মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনার দোলায় দুলেছেন এবং বাস্তব রসে জারিত করে যথোপযুক্ত শিল্পরূপ দেবার সার্থক চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে তিনি একরূপ তুলনা রহিত। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন, "মুকুন্দরামের কাব্য প্রচারিত হইবার পর অন্য কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য আর আসর জমাইতে পারে নাই। মুকুন্দরামের অঙ্কিত সব চরিত্রই যেন জীবন্ত।"

মুকুন্দরাম আত্মপরিচয় বংশ পরিচয় তাঁর কাব্যেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে তাঁর আবির্ভাব। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে তাঁর জন্ম। কবির পিতা হৃদয় মিশ্র, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। কবির মাতার নাম দৈবকী। কবিচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং রমানাথ (মতান্তরে রামানন্দ) তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গ্রামের উত্তর প্রান্ত দিয়ে রত্না নদী প্রবাহিত। তারই

তীরে গ্রামের দেবতা শিব অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ কবিরা এই চক্রাদিত্যের সেবক ছিলেন।

কবির কাব্য থেকে তদানীন্তন সমাজের একটি অরাজকতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাঠান শক্তি বিলীয়মান এবং মোঘল শক্তি দেদীপ্যমান। এই সময়ে বঙ্গ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে এক চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কবি স্বয়ং ভুক্তভোগী। তাঁকে সাত পুরুষের ভিটে ত্যাগ করে ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে নিঃসহায় অবস্থায় কপর্দক শূন্য হয়ে স্ত্রীপুত্রাদিসহ মেদিনীপুরে চলে আসতে বাধ্য হ'ন। পথে শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে এবং ক্ষুধায় কাতর কবি একদিন স্নানাদি সমাপন করে কোন পুকুর ঘাটের কাছে বৃক্ষতলে শয়ন করে নিদ্রিত হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেবী চণ্ডীর আদেশ পেলেন কাব্য রচনার :

"উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়রদেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।
করিয়া পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত ॥

এর পর আরড়া গ্রামে এসে স্থানীয় ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের শরণাগত হলেন কবি। মুকুন্দরামের পাণ্ডিত্যে বাঁকুড়া রায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে স্বীয় পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকতা কার্যে কবিকে নিযুক্ত করলেন এবং অন্যান্য সাহায্যও করলেন। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাজা হয়ে মুকুন্দরামকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করতে অনুরোধ করেন। এর পর মুকুন্দরাম "অভয়ামঙ্গল" নাম দিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং 'কবিকঙ্কণ' উপাধি পান।

মুকুন্দরামের কাব্যে মধ্যযুগীয় দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের একটি সজীব চিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বস্তুরসের কারবারী কবি মানুষকে ভালবেসেছিলেন তাই কালকেতু-ফুল্লরার দরিদ্র ব্যাধ জীবনের কাহিনীর দুঃখ দারিদ্র্যের করুণ মর্মস্পর্শী চিত্রটির মধ্যে দিয়ে সেই যুগের সমগ্র দরিদ্র সমাজ জীবনেরই প্রকৃত রূপটি তুলে ধরেছেন। মানব চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কবির দৃষ্টি থেকে ধূর্ত বেণে মুরারি শীল, প্রবঞ্চক শঠ ভাঁড়ু দত্ত কেউই বাদ পড়ে নি—সকলেই তাঁর কাব্য কেমন সুন্দরভাবে এবং যথাযথ স্বরূপেই না চিত্রিত হয়েছে। মুকুন্দরামকে আধুনিকতার পথিকৃৎ বলেও কেউ কেউ গণ্য করে থাকেন।

প্রশ্ন ৮। ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।

উত্তর: ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি হিসাবে অনেক খেলারাম চক্রবর্তীর নাম করে থাকেন কিন্তু তাঁর কাব্যের নির্ভর যোগ্য কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁকে আলোচনার বাইরেই রাখা হয়। অতঃপর পণ্ডিতগণ ধর্মমঙ্গলের আদি কবি হিসাবে ময়ূরভট্টের নাম করে থাকেন, যেহেতু ধর্মমঙ্গল রচয়িতা অনেক কবিই তাঁদের কাব্যে লাউসেন রঞ্জাবতীর কাহিনীর প্রথম রচয়িতা হিসাবে ময়ূরভট্টের নাম স্মরণ করেছেন। অবশ্য ময়ূরভট্টের নামে কোন পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁর জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে সত্যকার কোন পরিচয় লিপিদ্ধ করা সম্ভব হয় নি।

(ক) **রূপরাম চক্রবর্তী :**—ধর্মমঙ্গলের প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যই সর্বপ্রাচীন বলে বিবেচিত। সুতরাং প্রমাণের দিক থেকে রূপরামই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি। রূপরামের কাব্য থেকে তাঁর কাব্যের রচনাকাল পাওয়া যায়,

"শাকে সীমে জড় হৈলে যত শক হয়,
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।
রসের উপরে রস তায় রস দেহ,
এই শকে গীত হৈল লেখা কর‍্যা নেও।"

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিশ্লেষণে কাব্য রচনাকাল হ'ল ১৫২৫ শকাব্দ, কিন্তু শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মতে রূপরামের কাব্য রচনাকাল ১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯-৫০ সাল হবে।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রামে কবির পুরুষানুক্রমিক বাস। পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী পরম পণ্ডিত ব্যক্তি। মাতার নাম দময়ন্তী দেবী। কবি তাঁর ছোট ভাই রামেশ্বরকে খুব ভালবাসতেন, কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ রত্নেশ্বর কবিকে মোটেই স্নেহ করতেন না: "খাইতে শুইতে বাক্য বলে জলন্ত আগুন।" একদিন অতি দুঃখে কবি বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গ্রাম ত্যাগ করলেন। নিকটবর্তী আড়ুই গ্রামে সুপণ্ডিত রঘুরাম ভট্টাচার্যের গৃহে আশ্রয় পেলেন এবং তাঁর টোলে পড়া শুনা চলতে লাগল। কিন্তু একদিন গুরুর ক্রোধে তাঁকে টোল ছেড়ে পথে নেমে আসতে হয়। দুর্গম পথ দিয়ে চলতে চলতে জঙ্গলে প্রবেশ করে পথ হারালেন তিনি। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল

অদূরে পলাশ বনের বিলের কাছে "দুটো শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণু পদতলে", আর তার নীচে দুটো বাঘ বসে লেজ নাড়ছে। প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে রূপরামের হাত থেকে তাঁর পুঁথিপত্র সব ছড়িয়ে পড়ল। কুড়িয়ে তিনি তার সবগুলি পেলেন না। অবশেষে স্বয়ংধর্মঠাকুর আবির্ভূত হয়ে রূপরামের হাতে স্বহস্ত ও কারক টাকার হারানো পুঁথি তুলে দিলেন, এবং রূপরামকে আশ্বাস দিয়ে ও আশীর্বাদ করে আজ্ঞা দিলেন তাঁর 'বারমতি' গান রচনা করে গেয়ে বেড়াতে।

"যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত,
সদাই গাইবে গুণ আমার চরিত।"

এর পর রূপরাম ভাগ্যচক্রে ঘুরতে ঘুরতে দিগনগর গ্রামে তাঁতীদের বাড়ী এলেন সেখানে লোক খাওয়ান হচ্ছে শুনে। সেখান থেকে এড়াইল গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর বাড়ী এলেন। সেই ভূস্বামী পূর্বেই ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন রূপরামকে দিয়ে ধর্মের গান রচনা করাবার জন্যে। রূপরাম ধর্মঠাকুরের গান রচনা করে গাইতে শুরু করেন।

রূপরামের কাব্যে বাস্তব চিত্র অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বেশ সুন্দর ফুটে উঠেছে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন, "শুধু ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে নয়, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে রূপরামের কাব্য বাস্তবপরতার জন্য অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে।"

(খ) **সীতারাম দাস**ঃ—প্রাচীনত্বের দিক থেকে রূপরামের পরই ধর্ম-মঙ্গলের কবি হিসাবে রামদাস আদকের নাম করা উচিত। কিন্তু তাঁর কাব্য রূপরামের প্রভাবপুষ্ট হওয়ায় এবং মৌলিক কোন বিশেষ পরিচয় না থাকায় আমরা ধর্মমঙ্গলের অন্যতম বিখ্যাত কবি হিসাবে সীতারাম দাসের নাম করতে পারি।

কায়স্থ সন্তান ছিলেন সীতারাম দাস। বর্ধমানের সুখসাগর গ্রামে তাঁর নিবাস। তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যেই তিনি আত্মপরিচয় এবং গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দিয়েছেন। পর পর কয়েকদিন কবি স্বপ্নে দেখলেন যে, দেবী গজলক্ষ্মী কবিকে ধর্মঠাকুরের গান রচনা করতে বলছেন। কবি তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত অযোধ্যারাম চক্রবর্তীকে জানালেন। কিছু কাল পরে কবির গ্রামে ডাকাতি ও লুঠতরাজ হ'ল। ঘর দুয়ার সব হারিয়ে সীতারাম তাঁর খুড়োর কাছে আশ্রয় পেলেন। একদা কাঠ আনতে তাঁকে বনে যেতে হ'ল। বনের মধ্যে প্রবল ঝড়ে দিশাহারা

হয়ে ছুটতে ছুটতে সীতারাম এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে যেতে যেতে সীতারাম তাঁকে প্রশ্ন করেন : "কহ প্রভু আমারে কোথাকে যাবে তুমি" তার উত্তরে সন্ন্যাসী বললেন :

"......আমি যাব বিষ্ণুপুরে,
শুখসায়ের দিয়া তোরে খুঁজ্যা এল্যাম ঘরে।
তোর স্থানে কার্য কিছু আমার আছিল,
তে কারণে তোর সনে বনে দেখা হইল।"

এই কথা শুনে সীতারামের মনে সংশয় ও ভয় উপস্থিত হ'ল। সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় তিনি জিজ্ঞেস করলেন। যখন সন্ন্যাসী জানালেন যে, তিনি "নিরঞ্জন নৈরাকার" ধর্ম-ঠাকুর ; পূর্বজন্মে সীতারাম তাঁর ভক্ত ছিল তাঁই তাঁকে তিনি বনে দেখা দিলেন। পরিশেষে তিনি সীতারামকে আদেশ করলেন ঃ

"গীত কর আমার না কর মন হীন।
তোর কীর্ত্তি রহিব শিলের যেন চিন।"

এবং, "পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে" এই আশ্বাস বাক্যে "জটিল দৈব" ধর্মঠাকুর অন্তহিত হলেন। এর পর ঘরে ফিরে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্য রচনাকাল হ'ল ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ। তাঁর পিতার নাম দেবীদাস দে। এরা ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় কায়স্থ।

সীতারামের কাব্য বেশ সাবলীল। সহজ সরল ছন্দে এবং শব্দে কবি সেই যুগের সামাজিক চিত্রটি এবং ধর্মনৈতিক মনোভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। কাব্যটি বাস্তব ভিত্তিক হওয়ায় এবং কবির পাণ্ডিত্যের ছাপ বিদ্যমান থাকায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

(গ) ঘনরাম চক্রবর্তী :—ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরামের নিবাস। পিতার নাম গৌরীকান্ত এবং মাতা হলেন সীতা দেবী। কবি তাঁর কাব্যের ভণিতাংশে বার বার নিজেকে বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত বলে উল্লেখ করেছেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে ঘনরামের কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়।

"শক লিখি রাম গুণরস॰সুধাকর
মাগ কাগু অংশে হংস ভার্গব বাসর।
মূলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি,
যাম সংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি।"

ঘনরাম লিখিত ধর্মমঙ্গল কাব্যটি চব্বিশ অধ্যায়ে বিভক্ত একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। কবি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং কবিত্ব শক্তির অধিকারী। অন্যান্য কবিদের মত ঘনরামও তাঁর কাব্যোৎপত্তির ইতিহাস নির্দেশ করেছেন। শৈশবেই কবির ভক্তি ও নিষ্ঠায় গুরু ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহদেবতা রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হন। পরে গুরু দেবতার অর্চনার ভার ঘনরামের ওপর দেন; এবং একদিন শিষ্যকে রামায়ণ রচনা করতে আদেশ দিলেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে ঘনরাম রামচন্দ্রের ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র লিখলেন। কিন্তু পরদিন পরমাশ্চর্যে দেখলেন যে রামচন্দ্রের স্থানে ধর্ম ঠাকুরের ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র লেখা আছে। কাগজ ছিঁড়ে ফেলে ঘনরাম আবার রামচন্দ্রের ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র লিখে রাখলেন। সেদিন নিশীথে কবি স্বপ্ন পেলেন, রামচন্দ্র তাঁকে বলছেন যে: তোকে আর রামায়ণ লিখতে হবে না, অনেকে তা লিখেছে, তুই বরং ধর্মমঙ্গল রচনা কর। অতএব দৈবাদেশে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করলেন।

ঘনরামের একটি সূক্ষ্ম শিল্পীমন ছিল। গ্রাম্য স্থূলতা তাঁর কাব্যে বড় একটা চোখে পড়ে না। বাস্তব চিত্র বর্ণনায় কবির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটখাট চরিত্রগুলিকে, যেমন, কর্পূর সেন, হরিহর, কালুডোমের স্ত্রী লখা ইত্যাদি, ঘনরাম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সজীব করে চিত্রিত করেছেন। কবির কাব্যে বীর বাঙালীর ছবিটি কত সুন্দর ফুটে উঠেছে। লাউসেন পত্নী কলিঙ্গা যুদ্ধে মারা যায়। তখন লাউসেনের আর এক বীর পত্নী, কানাড়া, সেই শব কোলে নিয়ে যোদ্ধ বেশে কাঁদছে। সেই সময় দাসী ধুমুখা এসে বলছে:

"কেঁদ না সুন্দরী উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথা কারে প্রাণ দিল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে আজি শোক ত্যজ দূরে॥"

ঘনরামের রচনা বেশ প্রাঞ্জল। তবে অনুপ্রাসের প্রয়োগ স্থানে স্থানে এক ঘেঁয়ে শোনায়। কবি একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা করেন।

প্রশ্ন ঃ ৮। মধ্যযুগীয় অনুবাদ সাহিত্য শাখাকে রামায়ণ মহাকাব্যের অনুবাদ কতখানি পুষ্ট করেছে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর। এই প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি দাও।

উত্তর ঃ [প্রাক চৈতন্য যুগেই মধ্যযুগীয় বাঙালী জীবন-ধারায় কাব্য-সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট প্রভাব এবং কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদনের দিকে বাঙালী জনচিত্তের ক্রমস্ফুটমান একটি আগ্রহ, কৌতূহল এবং তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠছিল। বলা বাহুল্য যে সে যুগের কাব্য-সাহিত্য মূলতঃ ধর্ম-কেন্দ্রিক, দৈবী লীলা নির্ভর এবং দেব মাহাত্ম্য বিষয়ক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্য এবং মঙ্গল কাব্যগুলিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাঙালী-চিত্তের আধিভৌতিক এবং কিয়ৎ পরিমাণে মানবিক রস পিপাসা তীব্র হয়ে উঠছে অথচ সেই অনুপাতে মৌলিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে না, অথবা, মৌলিক সাহিত্যের উপাদান পাওয়া যাচ্ছে না, এমতাবস্থায় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ গ্রন্থাদির প্রতি বাঙালীর চিরন্তন শ্রদ্ধা, এবং তার রসাস্বাদনের তৃষ্ণা লক্ষ্য করে মধ্যযুগীয় মনীষী, পণ্ডিত এবং কবি প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিরা দুরূহ সংস্কৃতের জটাজাল থেকে মহাকাব্যিক আধ্যাত্মিক ও মানবিক পবিত্র রসধারাকে বাঙলার মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রবাহিত করলেন সুললিত বাঙলা ভাষায় ও ছন্দে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ কথাকে অবলম্বন করে বাঙলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠল— সেই শাখা অনুবাদ সাহিত্য নামে পরিচিত।*]

রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা বাল্মীকি। সংস্কৃতে রচিত এই মহাকাব্যটি অজ্ঞ, মূর্খ বাঙালী জনসাধারণের বোধগম্য ছিল না। অথচ লোকমুখে প্রচারিত এই অমর কাব্যের কাহিনী, নারায়ণ অবতার শ্রীরামচন্দ্রের এবং অন্যান্য দেবতা মানবের আধ্যাত্মিক জীবন কথা, রাক্ষস-খোক্কোসের অলৌকিক, বীভৎস রস সঞ্চারি জীবন রহস্য, পতি-প্রাণা সতী-সাধ্বী সীতার করুণ কাহিনী প্রভৃতি বাঙালী চিত্তে এই কাব্যের প্রতি একটি দুর্নিবার আকর্ষণ ও কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। অতএব 'জুড়াতে গৌড়ের তৃষ্ণা সে বিমল জলে' রামায়ণের আধ্যাত্মিক কাহিনী একদিন বাঙলা ভাষায় অনূদিত হ'ল।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবি কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)

* তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে যে বক্তব্যটুকু আছে তা মধ্যযুগীয় অনুবাদ শাখার সূচনার কারণ ছাত্র ছাত্রীদের জ্ঞাত করার জন্য—আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর হিসাবে এই অংশটি গণ্য করা প্রয়োজন নেই।

রামায়ণ মহাকাব্যের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদকই শুধু নন, রামায়ণ মহাকাব্যের এ পর্যন্ত যে যে অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় এবং পণ্ডিত ও সমালোচকগণ তাঁকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ঘরে ঘরে পঠিত হ'ল, পূজিত হ'ল—বাল্মীকির নামকে আচ্ছন্ন করলেন কৃত্তিবাস তাঁর কবি-কৃতি দিয়ে। বস্তুতঃ কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর তথা বাঙলা সাহিত্যের একটি চিরস্থায়ী সম্পদ। একমাত্র কাশীরাম-দাসের মহাভারত মহাকাব্যের অনুবাদ ছাড়া সম্ভবতঃ আর কোন বাঙলা কাব্যের ভাগ্যে এরূপ অভূতপূর্ব সমাদর লাভ হয় নি।

কাব্যটির মধ্যেই কৃত্তিবাস তাঁর বংশ-পরিচয় ও আত্ম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কবির এক পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসে গঙ্গাতীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে বসতি করেন। তাঁর বংশ মুখটি বংশ নামে পরিচিত। এঁর এক পৌত্রের নাম মুরারি ওঝা। মুরারি ওঝাঁর সাত পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম বনমালী ওঝা। কৃত্তিবাস, বনমালী ওঝার পুত্র। কবিরা ছিলেন ছ' ভাই এবং তাঁদের এক বৈমাত্র ভগ্নী ছিল। কৃত্তিবাসের মায়ের নাম মালিনী দেবী। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন, রবিবার, কবি জন্ম লাভ করেন।

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তিথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥"

সনের উল্লেখ না থাকায় কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে। কেউ বলেন ইংরেজীর ১৩৯৮ সালে, আবার কেউ বলেন ১৪১৫-১৬ সালে কবির জন্ম। আবার কারুর কারুর মতে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কবি জন্মগ্রহণ করেন বার বৎসর বয়সে কবি বড়গঙ্গা (পদ্মা) পার হয়ে পড়তে যান এবং সেখানে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ফেরার পথে গৌড়ে আসেন। গৌড়ের রাজদরবারে গিয়ে কৃত্তিবাস রাজার উদ্দেশ্যে সাতটি শ্লোক রচনা করে দ্বারীর হাত দিয়ে রাজ সকাশে পাঠান। গৌড়রাজ তৎক্ষণাৎ কবিকে ডেকে পাঠালেন। কৃত্তিবাস সাতটি শ্লোকে রাজাকে অভিবাদন এবং আশীর্বাদ করলেন। কবির পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ গৌড়রাজ স্বীয় কণ্ঠের পুষ্পমাল্য এবং 'পাটের পাছড়া' দানে অভিনন্দিত করলেন। কৃত্তিবাসের যশ ছড়িয়ে পড়ল এবং রামায়ণ রচনায় সেই যশ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বহুদূর বিস্তৃত হয়।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কৃত্তিবাস রামায়ণের যে ভাবানুবাদ করেন, লোকমুখে আজ সে কাব্যের ভাষা অনেক পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক হয়ে পড়েছে কিয়ং পরিমাণ। সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত তাঁর রামায়ণ। সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত একথা কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে কেউই বলবেন না। তবে, স্থানে স্থানে কবি নিজেও নতুন কাহিনী সংযোজন করেছেন। রাম চরিত্রে কবির মৌলিকতার ছাপ বিদ্যমান। একদিকে এই চরিত্রের ত্যাগমন্ত্র দীক্ষিত, কর্তব্য-কঠিন, বিনয়নম্র এবং ভক্তি রসাপ্লুত গুণগুলির মাধ্যমে চরিত্রটিকে বাঙালীকরণ করা হয়েছে অন্যদিকে রামচন্দ্রকে নারায়ণের অবতার রূপে বর্ণনা করে পাঠকের হৃদয়ে তীব্র ভক্তি রসোদ্রেক করা হয়েছে। কৃত্তিবাসের সীতা চরিত্রও বাঙালী বধূর মতই শান্ত-স্নিগ্ধ, নম্র এবং ধরিত্রীর মত সর্বংসহা। কৃত্তিবাসের রামায়ণের বহু চরিত্রের মধ্যেই বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র সুস্পষ্ট।

কৃত্তিবাসের কাব্যের জনপ্রিয়তার একটি বিশেষ কারণ হ'ল এর সাবলীল পয়ার ছন্দ এবং প্রাঞ্জল ভাষা।

"হাতে ধনুক বাণ রাম ধাইয়া আসে ঘরে।
পথে অমঙ্গল রাম দেখিল গোচরে॥
বামে সর্প দেখিল রাম দক্ষিণে শৃগালী।
মনে তোলাপাড়া করে হইয়া উতরোলী॥"

এই সামান্য অংশ পাঠ করলেই কবির সুললিত ছন্দ এবং লোকজীবনের অন্তরঙ্গ সরল ভাষার পরিচয় পাওয়া যাবে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় যথার্থই বলেছেন: "রামায়ণের শান্ত করুণ কাহিনী শুনিলে এমন কঠিনহৃদয় ব্যক্তি নাই যাহার চিত্ত তৎক্ষণাৎ আর্দ্র হইবে না। এরূপ কাব্য আহার এবং ঔষধ দুই'ই, একাধারে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে শ্রোতা ও পাঠকের চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়া থাকে।"

কৃত্তিবাস বাঙলা ভাষায় রামায়ণ মহাকাব্যের অনুবাদ করে যে পথ সৃষ্টি করলেন সে পথ অনেক কবিকেই আকৃষ্ট করল। এই মহাকাব্যের পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ করে বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য শাখার এই দিকটিকে বলিষ্ঠ করে তুললেন অনেক কবিই। রামায়ণ পাঁচালী বিভিন্ন আসরে গীত, এবং অভিনীত হতে থাকল বহুল পরিমাণে বাঙালীর বহুদিনের ঈপ্সিত অন্তর কামনাকে পরিতৃপ্ত করে।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, কৃত্তিবাসের সমসাময়িক সময়ে আসামেও

রামকথা নিয়ে কাব্য রচিত হয়। রামায়ণ কাব্যের প্রথম অসমীয়া কবি হলেন মাধব কন্দলি। তিনি 'বরাহ রাজ' মহামাণিক্যের আজ্ঞায় শ্রীরাম পাঁচালী লিখেছিলেন। মাধব কন্দলির রামায়ণও পূর্ণাঙ্গ নয়। লঙ্কা কাণ্ডেই তাঁর কাব্য শেষ। লঙ্কা কাণ্ড শেষে রাম সীতার মিলন দেখিয়ে পরিশেষে কবি আত্মপরিচয় দানে কাব্য সমাপ্ত করেছেন। মাধব কন্দলি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের কবি।

কৃত্তিবাসের পর এক মহিলা কবির রামায়ণগানের কথা উল্লেখ করতে হয়। কবির নাম চন্দ্রাবতী। এর পিতা স্বনামধন্য দ্বিজবংশী দাস—মনসামঙ্গল কাব্যের একজন জনপ্রিয় এবং যশোলব্ধ কবি। ময়মনসিংহ জেলায় কবির নিবাস। চন্দ্রাবতী ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি। যশস্বী পিতার উপযুক্ত কন্যা তিনি। তাঁর মৌলিকতা এবং কবি প্রতিভায় তিনি জনমন হরণ করেছিলেন এবং অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তবে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্পূর্ণ নয়। সীতার বনবাস পর্যন্ত লিখিত। সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ হতাশা ও ব্যর্থতা বেদনায় অকালে পরলোক গমনই তার কারণ।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণে কৈকেয়ীকন্যা কুকুয়ার চরিত্রটি নতুন। যেমন মা তেমনি মেয়ে। কুকুয়ার ছলনাতেই পতিপ্রাণা সতীসাধ্বী সীতা রামচন্দ্রের কাছে কলঙ্কিনী হন। চন্দ্রাবতী সম্ভবতঃ এই চরিত্রটি কাশ্মীরী রামায়ণ অথবা জৈন রামায়ণ থেকে পেয়ে থাকবেন।

চন্দ্রাবতী বিদুষী মহিলা ছিলেন। প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙালীর হৃদয়কে কারুণ্য ও ভক্তিরসে সিক্ত করেছেন তিনি। রাক্ষসরাজ রাবণের ছলনায় সীতা ভুল করে ভিক্ষা দিতে এসে যখন বিপদ সাগরে নিমজ্জিত হলেন সেই সময়কার সীতার বিলাপের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"আমি কিগো জানি সখি কালসর্প বেশে।
অমনি করিয়া সীতায় ছলিবে রাক্ষসে॥
প্রণাম করিনু আমি গো গাড়িয়া ভূতলে।
উড়িয়া গরুড় পক্ষী সর্প যেমন গিলে॥
রথেতে তুলিল মোরে দুষ্ট লঙ্কাপতি।
দেবগণে ডাকি কহি গো দুঃখের ভারতী॥"

চন্দ্রাবতী রামায়ণগান ছাড়াও আরও দু'একটি কথাকাব্য রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও রামায়ণের অনুবাদ ধারা অব্যাহত ছিল। এই

সময়ের প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে অদ্ভুত আচার্যের কাব্যই সমধিক প্রশংসা লাভ করে। এঁর প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস (আচার্য) এবং রচিত কাব্যটি অদ্ভুত-রামায়ণ নামে পরিচিত। নিত্যানন্দ আচার্য পাবনা জেলার অমৃতকুণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই কাব্যে কিছু কিছু অদ্ভুত কথা ও কাহিনী পরিলক্ষিত হওয়ার জন্যই সম্ভবত কবি অদ্ভুতাচার্য নামে খ্যাত। কবির বিবরণী থেকে জানা যায়, তিনি নাকি মূর্খ ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের স্বপ্নাদেশ পেয়ে দৈবশক্তির বলেই এই পাঁচালীখানি রচনা করেন:

"জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ।
যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ॥"

কবি তাঁর কাব্যে সীতাকে কালীর অবতার করে চিত্রিত করেছেন। কাব্যখানি উত্তরবঙ্গেই বিশেষ সমাদর লাভ করে। অনেকে অনুমান করেন পরবর্তীকালে, কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত সংস্করণের মধ্যে অদ্ভুত-আচার্যের কাব্যের কোন কোন অংশ ঢুকে গেছে।

অষ্টাদশ শতকের রামায়ণের অনুবাদকারদের মধ্যে কবিচন্দ্র, রায়গোবিন্দ দাস বা হনুমন্ত দাস, ভবানীশঙ্কর বন্দ্য, 'ভিক্ষু' রামচন্দ্র বা রামানন্দ ঘোষ, জগৎরাম বন্দ্য, রামপ্রসাদ বন্দ্য, 'দ্বিজ' ভবানীনাথ, এবং 'দ্বিজ' সীতাসুতের নাম পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ বন্দ্য তার রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ করেন ১৭৯০-৯১ খৃঃ। কবির পিতা জগৎরাম বন্দ্যও রামায়ণ রচয়িতা। বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে জন্ম। জগৎরামের কাব্যে লঙ্কাকাণ্ডটি ছিল না— পুত্র রামপ্রসাদ তা সংযোজিত করেন। ওই শতাব্দীর রামচরিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে রামানন্দ ঘোষের কাব্য। কবি জগন্নাথদেবের উপাসক ছিলেন। তিনি একদিকে তান্ত্রিক মতে কালীপূজা করতেন, অপরদিকে নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে প্রচার করতেন।

"সর্বশক্তিমত আর ইচ্ছা কালিকার।
কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার॥"

কবিচন্দ্রের আসল নাম শংকর চক্রবর্তী। এর রামায়ণ বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামে খ্যাত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণকারদের মধ্যে রঘুনন্দন গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। তার কাব্যখানি সম্ভবতঃ ১৮৩১ খৃঃ রচিত হয়ে থাকবে। কাব্যটি রামনারায়ণ নামে খ্যাত। এবং এই কাব্যটি বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা

লাভ করে। রঘুনন্দনের কাব্যের ভাষা বেশ আধুনিক, সহজ, সরল এবং শব্দ নৈপুণ্যে ও ছন্দের সাবলীলতায় সকলেরই হৃদয়গ্রাহী। বস্তুতঃ কৃত্তিবাসের পর বাঙালীর ভক্তি রসার্দ্র চিত্তের এমন মনোজ্ঞ ও সজীব চিত্র একমাত্র রঘুনন্দন গোস্বামী ছাড়া আর কারুর কাব্যেই তেমন পরিস্ফুট নয়।

প্রশ্ন: ৯। মধ্যযুগীয় অনুবাদ-সাহিত্যে মহাভারত রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর। এই প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি দাও।

উত্তর: হিন্দুর জাতীয়-সাহিত্য হ'ল রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য। এই মহাকাব্য দুটিই সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় বিদগ্ধ পণ্ডিতজন ব্যতীত সাধারণ তার রসাস্বাদে একরূপ বঞ্চিত ছিল—একমাত্র লোকমুখে বিচ্ছিন্ন কাহিনী শুনে যতটুকু তাদের কৌতূহল নিবারিত হ'ত সেটুকু ছাড়া। তাই অনিবার্য কারণেই রামায়ণের মত মহাভারতেরও বঙ্গানুবাদ (আক্ষরিক নয়) করতে অগ্রণী হলেন বাঙ্গালী কবি-পণ্ডিতগণ।

প্রথম "ভারত পাঁচালী" কে রচনা করেন এ নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কবি সঞ্জয় সর্বপ্রথম মহাভারত অনুবাদ করেন। সঞ্জয়-কৃত মহাভারত পূর্ববঙ্গ থেকে আবিষ্কৃত। তাই কবিও পূর্ববঙ্গেরই হবেন বলে মনে করা হয়। দুরূহ সংস্কৃতকে তিনি সরল বাঙলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন:

"অতি অন্ধকার যে ভারত সাগর।
পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উত্ত

কিন্তু সঞ্জয়ের পরিচয় বিশেষ কিছুই না পাওয়া যাওয়ায় তাঁর কাব্যটিকে নানা কারণে আদি কাব্যের গৌরব দেওয়া হয় না।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস রচিত 'ভারত পাঁচালী'কেই আদি মহাভারত হিসাবে গৌরব দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের আদেশক্রমেই কবি পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। কাব্যটির নাম "পাণ্ডব বিজয়" বা "বিজয় পাণ্ডব কথা"। কবির কাব্য অনুরক্ত পরাগলের সভায় প্রত্যহ পঠিত হ'ত বলে শোনা যায়। কাব্যখানি ১৪২৫ থেকে ১৫১০ খৃঃ কোন সময়ে রচিত হয়ে থাকবে বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। পরাগলের উৎসাহে রচিত হওয়ায় কাব্যখানি "পরাগলী মহাভারত" নামেও খ্যাত। অনুবাদ এমনই প্রাঞ্জল এবং সুন্দর যে, সহজেই বোঝা যায়, কবি পরমেশ্বরের

সংস্কৃত জ্ঞান, তথা পাণ্ডিত্য অত্যন্ত গভীর ছিল। শ্রীহরির রূপ বর্ণনা করেছেন কবি কত সরল বাঙলায়:

পরিধান পীতবাস কুসুম বসন।
নবমেঘ-শ্যাম অঙ্গ কমল লোচন॥
মেঘের বিদ্যুৎ-তুল্য হসিত মুখেতে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এ চার করেতে॥
শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী-মালাএ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ॥

পরাগল খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁন সেনাপতির পদ লাভ করেন। ইনিও একজন ভারত-পাঁচালীর মুগ্ধ শ্রোতা। তাঁর সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে জৈমিনি ভারতের বিস্তৃততর অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করান। শ্রীকর নন্দীর কাব্যে অন্যান্য পর্বগুলির বিবরণ অতি সংক্ষেপে সারা হয়েছে। মূলতঃ অশ্বমেধ পর্বকে কেন্দ্র করেই কাব্যটি রচিত। এই পর্বের ভূমিকায় কবি ছুটি খাঁর প্রশস্তি করেছেন:

"লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয়॥
দাতা বলি কর্ণসম অপার মহিমা।
শৌর্য ধৈর্য গাম্ভীর্য বীর্যের নাহি সীমা॥"

শ্রীকর নন্দীর কাব্য ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে রচিত হয়। শ্রীকর নন্দীর কাব্যও বেশ সাবলীল এবং সরল। তবে "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" কাব্যের মত কিছু কিছু প্রাচীন বাঙলার নিদর্শন পাওয়া যায়:

"শ্রীকৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল॥
তোহ্মার উদরে যত বসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন॥"

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে উল্লেখ্য আরও দুজন কবির অশ্বমেধ পর্ব নিয়ে লেখা ভারত-পাঁচালী পাওয়া যায়—তাঁদের একজন হলেন লস্কর রামচন্দ্র খান, দ্বিতীয়জন 'দ্বিজ' রঘুনাথ। দক্ষিণবঙ্গের ফৌজদার রামচন্দ্র খান ছিলেন হোসেন শাহের একজন সেনাপতি। শ্রীচৈতন্য দেবের নীলাচল গমনকালে তিনি সন্ন্যাসীকে নির্বিঘ্নে উড়িষ্যা সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেন। উত্তর রাঢ়ের দণ্ড-

সিমলিয়া গ্রামে কায়স্থ পরিবারে কবির জন্ম। প্রথমোক্ত কবিদের মত রাম চন্দ্রের অশ্বমেধ পর্ব ততখানি ব্যাপক জনসমাদর লাভ করে নি।

'দ্বিজ' রঘুনাথের অশ্বমেধ পাঁচালী ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে লেখা। কাব্যটি সম্ভবতঃ ১৫৬৮ খৃঃ পূর্বেই লেখা হয়। তখন উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দ দেবের রাজত্বকাল। এই রাজসভায় কাব্যটি পঠিত এবং গীত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাভারত রচনার যে সব পুঁথি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কাশীরাম দাসের কাব্যের কাছে অন্য সকলেই নিষ্প্রভ। কাশীরাম দাস শুধু সপ্তদশ শতাব্দীর মহাভারত রচয়িতাদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নন, মহাভারতের যত বঙ্গানুবাদ আছে কাশীরাম দাসের কাব্যের তুলনায় তাদের কোনটিই সেই খ্যাতি, জনপ্রিয়তা এবং যশ লাভ করতে পারে নি। সম্ভবতঃ মহাকাব্যের অনুবাদকদের মধ্যে কৃত্তিবাসের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে কাশীরাম দাসের নামটিও পাঠকচিত্তের ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে যশোমণ্ডিত হয়ে উচ্চারিত হয়।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে কবির পৈতৃক আদি নিবাস ছিল। পিতা কমলাকান্ত সপরিবারে মেদিনীপুর অঞ্চলে চলে আসেন। কাশীরামেরা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ দাস, মধ্যম কবি নিজে, এবং কনিষ্ঠ গদাধর। তিনজনেই সুকবি ছিলেন।

কাশীরাম দাসের নামে যে মহাভারতটি পাওয়া যায় তার চারটি মতান্তরে তিনটি পর্ব মাত্র কবির নিজের রচনা। বাকি পর্বগুলি কবির এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাসের রচনা। কিন্তু নন্দরামও পাণ্ডব বিজয় সমাপ্ত করতে পারেন নি বলেই অনেক পণ্ডিতের অনুমান করেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বলেন: "কাশীদাসী মহাভারতের শান্তি ও স্বর্গারোহণ পর্ব দুইটি অন্ততঃ কৃষ্ণানন্দ বসুর রচনা। পরবর্তীকালে সর্বত্র কাশীরামের ভণিতা আসিয়া গিয়াছে।" নন্দরাম যে কাশীরাম দাসের অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করার আশায় হাত দিয়েছিলেন তা তাঁর লেখা থেকেই প্রমাণ করা যায়:

কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা,
ভারথ ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা।
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহো খুল্লতাত,
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ।
.. ..

কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল,
তাঁহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল।

কাশীরামের ভারত পাঁচালীর আদি পর্ব সমাপ্ত হয় ১৬০২-৩ খৃষ্টাব্দে। বিরাট পর্বটি আরও দু'বৎসর পরে শেষ হয়। কাশীরাম দাসের কাব্যখানি মূল বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাকাব্যেরই ভাবানুবাদ। অবশ্য অন্যান্য পুরাণ-উপনিষদের প্রভাবও তাঁর কাব্যে বিদ্যমান—কবির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফলেই তা হয়েছে।

কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙালীর জাতীয় সম্পদ এবং জাতির নৈতিক শিক্ষার একটি অন্যতম প্রধান উৎস যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কবির ভাষা যেমন প্রাণের ভাষা তেমনি এর মাধুর্য ও সৌকুমার্য। তদ্ভব ও তৎসম শব্দের উপযুক্ত প্রয়োগ নৈপুণ্যে কাব্যের ভাব ও অর্থ সুচারুরূপে ব্যক্ত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা সহজেই প্রমাণ করা যাবে। ভীষ্মবধের সময় দেব জনার্দনের মূর্তিটি কত সুন্দর এবং সজীব হয়েই না ফুটে উঠেছে এই উদ্ধৃতাংশে :

"হস্তেতে লই চক্র দেব জনার্দন।
সূর্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম ॥
চারিপাশে ক্ষুরতেজ যেন কালযম।
রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে ॥
পৃথিবী বিদায় হয় চরণের ভারে।
ক্রোধ দৃষ্টিএ যেন জগৎ সংহারে ॥"

অংশটি পাঠ করলে বোঝা যায় কবির চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার কথা, প্রাণময় চরিত্র সৃষ্টি করার দক্ষতার কথা এবং ভাবের উপযোগী শব্দ যোজনা ও ছন্দ নৈপুণ্যের কথা।

কাশীরাম দাস ছাড়া সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে আরও অনেক কবির লেখা মহাভারত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সূর্যের জ্যোতিতে যেমন অন্যান্য ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক-গুলির দীপ্তি হারিয়ে যায়, ঠিক সেই দশাই প্রাপ্ত হয়েছেন মহাভারত রচয়িতাগণ। পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন—কৃষ্ণানন্দ বসু (পাণ্ডব বিজয় কাব্যের শান্তিপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব), 'দ্বিজ' হরিদাস (অশ্বমেধ পর্ব), ঘনশ্যাম দাস, অনন্ত মিশ্র (জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্ব), বিশারদ (বন পর্ব ও বিরাট পর্ব), নিত্যানন্দ ঘোষ, রাজেন্দ্র দাস, রামনারায়ণ দত্ত ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ ১০। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব বাঙলার সমাজ জীবনে ও সাহিত্যে যে পরিবর্তন আনে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্তের পুণ্য জীবনকাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর : (ক) বাঙলা দেশের মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনে যখন মুসলমান শাসনের ফলে একটি বিশৃঙ্খলা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বিপর্যস্ত অবস্থা চলছিল—কোথাও যখন কোন উচ্চ আদর্শ নেই, নৈতিক মান যখন নিম্নগামী, ভক্তি বর্জিত ধর্ম যখন কেবলমাত্র কতকগুলো শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠান এবং তন্ত্র-মন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হাল্কা হাসি-ঠাট্টা, বিলাস-ব্যসনের স্রোতে জীবন-চর্যায় শৈথিল্যই যখন সুপ্রকট, উচ্চশিক্ষিত শ্রেণী সুলতানী রাজদরবারে কার্য গ্রহণ করে এদেশীয় শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা বিষয়ে যখন উদাসীন হয়ে পড়েছে এবং সর্বোপরি সমাজ জীবনে সর্বত্রই যখন একটি গভীর নৈরাশ্য এবং ব্যভিচারিতা পরিদৃশ্যমান তখন অলোকসামান্য, ক্ষণজন্মা পুরুষ শ্রীচৈতন্যের 'তিমির-বিদারি-উদার অভ্যুদয়'।

একমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণী ছাড়া বাঙলার সমাজের আর কোথাও আদর্শ, ন্যায় ও বিদ্যা চর্চার বিশেষ কোন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল না। ক্রমশঃ নবদ্বীপ, শান্তিপুর বাংলার, এমনকি সারা ভারতেরই একরূপ, বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কোন ধর্মের প্রতি জন সমাজ আস্থা রাখতে পারছিল না; কারণ, হিন্দু ধর্ম কেবল তন্ত্র-মন্ত্র-আচার-সর্বস্ব হয়ে উঠছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইসলাম ধর্ম ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করছিল। বাঙলা সাহিত্য তখন মঙ্গল কাব্যের ধারার সঙ্গে অনুবাদ শাখাকে অন্বিত করে নিয়েছে। মৌলিক কিছু সৃষ্টি না হলেও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণগুলির অনুবাদ ভাবানুবাদের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যে ভক্তিবাদের একটি সুর যোজনা করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে বাঙলাদেশকে শুধু নয় প্রায় সারা ভারতবর্ষকেই তাঁর নব ভক্তি প্রেমের বন্যায় পরিপ্লাবিত করলেন। জাতিভেদ বর্ণভেদের সব বাধা অপসারিত করে আদ্বিজচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করে জাতির ধর্ম-নৈরাশ্য-মানস-চৈতন্তে এক নতুন শক্তি আনলেন, ভক্তি, প্রেমে সমগ্র বাঙলাদেশ নতুনভাবে জেগে উঠল। বুঝতে শিখল সর্বজীব, সব মানুষই কৃষ্ণের জীব, কৃষ্ণের সন্তান। ভগবানকে ঐশ্বর্যভাবে আরাধনা নয়—মধুরভাবে হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে ভজনা করতে হবে। ভক্ত-ভগবানের মধুর লীলার মধ্যে দিয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে আমাদের সমাজে এবং সাহিত্যে স্পষ্টলক্ষ্য যে যে পরিবর্তন দেখা গেল তা হ'ল—(১) রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি শান্তি প্রতিষ্ঠা হ'ল। (২) ধর্ম-উদাসীন, ব্যভিচারী, উচ্ছৃঙ্খল জাতির জীবনে এল ভক্তি প্রেমের নব জোয়ার। (৩) বিভিন্ন ধর্মের ভিত্তিতে, শিক্ষার দম্ভে, এবং রাজদরবারের ঐশ্বর্য-খ্যাতি লিপ্সাজনিত আমাদের মধ্যে যে ঐক্য এবং সংহতি বিলুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল, শ্রীচৈতন্যের উদার মানব প্রেমের ভিত্তিতে সেই ঐক্য এবং সংহতি আবার দেখা দিল। (৪) জাতি ও বর্ণভেদের বৈষম্য লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেল। (৫) চতুর্বেদের ওপর এক নতুন বেদ বা পঞ্চম বেদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল সাহিত্যে এবং আধ্যাত্মিকতায়—প্রেমবেদ। (৬) রাধা কৃষ্ণের জীবন লীলাকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ধর্ম বাঙলা দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে ছিল বটে কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর এই প্রথম বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব লিখিত এবং প্রচারিত হ'ল। (৭) রাধাকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলী বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখের কাব্যসাধনায় বিশ্বজনের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করলেও তা পরিপুষ্ট এবং বহুল প্রচারিত হ'ল 'শ্রীচৈতন্যযুগে।' (৮) বৈষ্ণব মহাজনদের সুললিত পদগুলি অলঙ্কৃত এবং তত্ত্ব সমন্বিত হয়ে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। (৯) মহাজন পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য কথনের পুর্বে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হ'ল—'গৌরচন্দ্রিকা'। (১০) গৌরচন্দ্রিকার বা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলির কেন্দ্রবর্তী পুরুষ হলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য দেব। (১১) কীর্তন এবং নাম মাহাত্ম্য শুধু সর্বজনেই প্রচারিত হ'ল না—সাহিত্যেও তা প্রভাব বিস্তার করল। (১২) শ্রীচৈতন্য দেবের দিব্যভাবমুর্ত জীবনকে অবলম্বন করে জীবনী কাব্য এবং নাটক রচিত হয়ে বাঙলা সাহিত্যে চরিত শাখা, একটি নতুন সুর সংযোজনা করল। (১৩) এই প্রথম আমাদের দেববাদ নির্ভর সাহিত্যে ব্যক্তি মানুষের জীবন লীলা দেবতার স্থলাভিষিক্ত হল। (১৪) বাঙলা সাহিত্যে মানবতাবাদের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হ'ল এই যুগে। (১৫) ধর্মে, প্রেমে, শিক্ষায়, নৈতিকতায় বাঙলাদেশের এ এক নব জাগরণ—আর এই নব জাগরণের মূলে একটি মাত্র মহাপুরুষ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—তাই ষোড়শ শতাব্দী 'চৈতন্য যুগ' নামে অভিহিত।

(খ) ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের পুণ্য ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমার দিনে পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ পবিত্র সুন্দর জ্যোৎস্না এক আলোকময় পুরুষের রূপ পরিগ্রহ করে নবদ্বীপের

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করল। পিতা-মাতা নাম দিলেন বিশ্বম্ভর—ডাক নাম নিমাই। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ছটায় মুগ্ধ হয়ে আদর করে অনেকে নাম দিলেন গৌরাঙ্গ। পিতা, জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন।

শৈশবে নিমাই ছিল ভীষণ দুরন্ত। একটি ছোট শিশুর দৌরাত্ম্য যেন সকলকে চঞ্চল ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। কৈশোরে বিদ্যাভ্যাসে ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী প্রতিভা দর্শনে টোলের পণ্ডিতবর্গের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। অতি অল্পবয়সেই ব্যাকরণ ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে নিমাই নিজের টোল খুললেন। ছেলেকে সংসারী করার জন্য শচীদেবী নিমাই এর সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর বিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণে বেরুলেন নিমাই এবং প্রচুর অর্থ যশ ও প্রতিপত্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এসে শুনলেন সর্পদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যু হয়েছে। মা-এর অনুরোধে নিমাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে।

এর পর গয়ায় পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করতে গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে হঠাৎ এক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয় কিছুক্ষণের জন্য। এখানে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল এবং নিমাই তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। চরিত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। শাস্ত্রে-তর্কে-ব্যাকরণে যে নিমাই পণ্ডিতবর্গের ত্রাসের কারণ—উদ্ধত দৃপ্ত ভঙ্গীতে যে নিমাই মাথা উঁচু করে চলতেন এই দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর সেই উদ্ধত ভাব, দৃপ্ত ভঙ্গী, পণ্ডিতবর্গকে তর্কে পরাজিত করার উদগ্র বাসনা সব বিলুপ্ত হ'ল—এখন তিনি বিনয়ী, মুখে কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ প্রেমে চিত্ত বিভোর। নবদ্বীপ বাসী হতবাক হ'ল এই পরিবর্তন দেখে। নবদ্বীপে ফিরে নিমাই কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে দিবারাত্র ভাগবৎ পাঠ, ও শ্রীহরি সঙ্কীর্তন শুরু করলেন। বিরুদ্ধ শক্তির কোন বাধা বিপত্তি, সমালোচনা, প্রতিকূলতাকে তিনি গ্রাহ্য করলেন না। কৃষ্ণনাম প্রচার এবং ভক্তি প্রেমের ভাবান্দোলনে সমস্ত নবদ্বীপ নদীয়া শান্তিপুরের লোককে ধীরে ধীরে তিনি ভক্তি ভাবাপন্ন করে তুলতে লাগলেন। এই ভক্তি প্রচার কার্যে তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে দু'জনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—শ্রীনিত্যানন্দ এবং যবন হরিদাস।

সন্ন্যাসী ছাড়া সাধারণ ধর্মপ্রেমিকের কথায় জনসাধারণের মন গলে না।

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে। তাঁর নতুন নাম হ'ল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। এবার তিনি কৃষ্ণ প্রেমের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দিলেন। বেরুলেন তিনি ধর্মপ্রচারে। গঙ্গাতীরে ধরে পুরী এলেন প্রথমে, সেখান থেকে সমগ্র দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট ভ্রমণ করে ধর্ম প্রচার করলেন। দ্বিতীয় বার ভ্রমণে বৃন্দাবন যাওয়া তাঁর শেষ পর্যন্ত হ'ল না—গৌড়ের উপকণ্ঠস্থিত রামকেলি গ্রাম থেকে তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। তৃতীয় বারে শ্রীচৈতন্যদেব মানভূম ছোটনাগপুরের অঞ্চলকে প্রেমধর্মে দীক্ষিত করে মথুরা বৃন্দাবনে এলেন। পথে কাশী-প্রয়াগেও অবস্থান করে কৃষ্ণ নাম প্রচার করেন। কৃষ্ণের নাম গান করে এবং তীর্থ পর্যটনে ছ'বৎসর অতিক্রান্ত হয়। শেষ আঠার বছর তিনি একমাত্র পুরীতেই ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হতেন। নীলাচলে আনন্দ প্রেমের বন্যা বইত। শেষ কয়েক বৎসর মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশায় কাটে —সদা সর্বদা কৃষ্ণনাম মুখে—আকাশের দিকে দৃষ্টি, ভাবোন্মত্ত হয়ে ছুটে বেড়ান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য। ১৫৩৩ খৃঃ, আটচল্লিশ বৎসর বয়সে রাধাকৃষ্ণের ভাবদ্যুতি সুবলিত মহাপ্রভু জীবন লীলা সংবরণ করেন।

দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্তন এবং আদ্বিজ চণ্ডালে প্রেম বিতরণের মধ্য দিয়ে গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধুর-রতির ভজনাই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের অন্তরের কথা।

প্রশ্ন ১১। শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর জীবনলীলাকে কেন্দ্র করে যে জীবনী সাহিত্যগুলি রচিত হয় তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর। জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত? শ্রেষ্ঠ জীবনী কারের বিষয় যা জান অতি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[ষোড়শ শতাব্দীতে 'চরিত শাখা' বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজনা। জীবনী-সাহিত্য প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক পরবর্তীকালের একটি সাহিত্য-শাখা—উনবিংশ শতকের। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতেই তার সূচনা হ'ল অধ্যাত্মপূত শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলাকে কেন্দ্র করে। ইতিপূর্বে বাঙলা সাহিত্য ছিল দেববাদনির্ভর—ব্যক্তি মানুষের জীবন কথা সেখানে প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। শ্রীচৈতন্যের অবতারকল্প জীবনলীলা বৈষ্ণব

ভক্তকে শুধু মুগ্ধই করল না, কাব্যের কেন্দ্রগত বিষয় হয়ে দাঁড়াল। রচিত হ'ল গান (পদ), নাটক এবং চরিত কাব্য।

অবশ্য, আধুনিক কালের চরিত-গ্রন্থের সঙ্গে চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলির পার্থক্য আছে। চৈতন্যদেবের শৈশব, কৈশোর, এবং সাংসারিক জীবন যাত্রার কথা, তাঁর আচার-আচরণ ইত্যাদি কাব্যের বিষয় হ'লেও ভক্ত সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত, অলৌকিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং স্বর্গীয় দিব্যভাবনাকে শ্রীচৈতন্যের জীবনের সঙ্গে অন্বিত করে জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা এবং ধর্মীয় ভাবকেই অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। যে বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং সাদা দৃষ্টির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির বলে দোষ-ত্রুটি-গুণ-আশা-আকাঙ্ক্ষা সমন্বিত ব্যক্তি-মানুষের জীবন আধুনিক জীবনী কাব্যে পাওয়া যায় ষোড়শ শতকের জীবনীগ্রন্থগুলিতে নানা কারণেই তা অনুপস্থিত।]

শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার-কল্প অলৌকিক জীবনলীলা তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ভক্ত সম্প্রদায়কে শুধু গভীরভাবে স্পর্শই করে নি তাঁদের কবি ভাবনাকেও উদ্বোধিত করেছে। স্বর্গীয়, পূত চরিত্র মহাপ্রভুর জীবনলীলাকে কাব্যে-সাহিত্যে অমর করে রাখবার বাসনায় কবি-ভক্ত সম্প্রদায় তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করলেন গৌরাঙ্গ-জীবনী কাব্য, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এবং গৌরাঙ্গ জীবনীমূলক নাটক রচনা করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবৎকালেই সর্বপ্রথম তাঁর জীবন কথাকে অবলম্বন করে যে কাব্য গ্রন্থটি রচিত হয়, তা মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে খ্যাত। কাব্যখানি সংস্কৃতে লিখিত এবং মহাকাব্যের আকারে। মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যদেবের সহচর এবং ভক্ত ছিলেন। তাঁর কড়চাখানিতে চৈতন্যদেবের বাল্য ও কৈশোর কাহিনী সরল সংস্কৃতে বেশ সুন্দর ফুটে উঠেছে। শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি কৃষ্ণের অবতার মনে করতেন, তাঁর জীবনী গ্রন্থখানিতে তাই চৈতন্য দেবের অনেক অলৌকিক লীলা কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে আরও দুখানি চৈতন্যজীবনী রচিত হয়—(১) চৈতন্য চরিতামৃত (১৫৪২), (২) চৈতন্য চন্দ্রোদয় (১৫৭২)। এ দুখানিও সংস্কৃতে লেখা। কবির নাম পরমানন্দ সেন—কবিকর্ণপুর নামে খ্যাত।

বাঙলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের পূত জীবন কথাকে অবলম্বন করে সর্বপ্রথম জীবনী কাব্য রচনা করেন বৃন্দাবন দাস। তাঁর গ্রন্থটির নাম চৈতন্যভাগবত

(প্রকৃত নাম 'চৈতন্যমঙ্গল')। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থখানি পরবর্তী অনেক জীবনী কাব্য রচনারই উৎস হয়েছে। বৃন্দাবন দাস তাই 'চৈতন্যলীলায় ব্যাস' নামে খ্যাত। গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর রচিত হয় (আনুমানিক ১৫৩১—৪২খৃঃ)। চৈতন্য ভাগবত তিন খণ্ডে বিভক্ত বেশ বড় বই। আদি খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের জন্ম থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত, মধ্য খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত, এবং অন্ত্যখণ্ডে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলন ও গণ্ডিযাত্রার মহোৎসব অবধি আছে।

বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের এবং নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার রূপে কল্পনা করেছেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর বাস্তব দৃষ্টি কোথাও আচ্ছন্ন হয় নি। বৃন্দাবন দাসের হাতে চৈতন্যদেব যে মানুষ—মানুষ হয়েও অদ্ভুত মানুষ, অসাধারণ মানুষ, ঈশ্বর-কল্প মানুষ—এইটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শিশু চৈতন্যদেবের চিত্র অঙ্কনে জীবনীকারের বাস্তব নিষ্ঠা প্রমাণিত :

মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়
প্রভু আইলেন জ্যেষ্ঠ নিবার ছলায়।
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণব মণ্ডল
অন্যোন্যে করে কৃষ্ণকথার মঙ্গল।
... ...
দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর।
ভোজনে আইসহ ভাই ডাকিয়ে জননী
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি।

বৃন্দাবন দাসের কাব্যটিতে শ্রীচৈতন্যদেবের আদিলীলাটিই বিস্তৃতভাবে দেখানো হয়েছে, মধ্য, এবং অন্ত্য লীলার অংশ সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থটিতে লেখকের পাণ্ডিত্য, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর এবং সেই উপযোগী সহজ-সরল সাবলীল ভাষা ও ছন্দ পরিস্ফুট।

চৈতন্যভাগবতের পরে রচিত হয় চৈতন্যমঙ্গল কাব্যখানি। রচয়িতা লোচন দাস। গুরু নরহরি সরকারের আদেশে বর্ধমানের কোগ্রাম নিবাসী লোচন দাস, মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসরণে চৈতন্যমঙ্গল কাব্যখানি রচনা করেন। কাব্যখানিতে কিছু কিছু অনৈতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, চার খণ্ডে বিভক্ত—সূত্র খণ্ড, আদি খণ্ড এবং শেষ খণ্ড। সূত্রখণ্ডে পৌরাণিক

অবতার গ্রহণের হেতুরূপেই যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব —এই কথাটিই বলা আছে। গ্রন্থখানিকে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় "পাঁচালি প্রবন্ধ" নামে অভিহিত করেছেন। মূলতঃ গীত হওয়ার উদ্দেশ্যেই চৈতন্যমঙ্গল রচিত।

চৈতন্য-জীবনী কাব্যগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে সমগ্র রসিক, ভক্ত, সমালোচক এবং পাঠক স্বীকার করে নিয়েছেন। গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে মত পার্থক্য রয়েছে। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে "১৫৬০-৮০ খৃষ্টাব্দ রচনাকালের সীমা ধরিলে অন্যায় হইবে না।"

চৈতন্য চরিতামৃত তিনটি খণ্ড বিভক্ত—আদি লীলা, মধ্য লীলা এবং অন্ত্য লীলা। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে শ্রীচৈতন্যের আদি লীলার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্ত্য লীলাটিই বিস্তৃতাকারে বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থখানি পাঠের উদ্দেশ্যে লেখা—গানের জন্য নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন শ্রীচৈতন্য রাধা ও কৃষ্ণের "সযুক্ত-অবতার"।

চৈতন্য চরিতামৃতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে (গীতা, ব্রহ্মসংহিতা, গীত-গোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ইত্যাদি) অসংখ্য শ্লোক উৎকলিত হয়েছে —এ থেকে কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্য সহজেই অনুমেয়। গ্রন্থটিতে একাধারে তত্ত্ব এবং কাব্য দুই-ই পাশাপাশি সুন্দরভাবে বিদ্যমান। সামাজিক চিত্র, বস্তুনিষ্ঠ সত্যসম্বন্ধ দৃষ্টি, অলঙ্করণ, মহাভাবোপযোগী ভাষা সব মিলিয়ে চৈতন্যচরিতামৃত অনবদ্য এবং অতুলনীয়। একাধারে জীবনীগ্রন্থ এবং অধ্যাত্ম-গভীর ভক্তি রসমণ্ডিত একখানি কাব্যদর্শন বলা যেতে পারে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের কথায়, "ঐতিহাসিকত্ব, রসজ্ঞতা, দার্শনিক তত্ত্ববিচার সব দিক দিয়াই চৈতন্য-চরিতামৃত সমুন্নত কৃতি।"

কাটোয়ার কিছু উত্তরে ঝামাটপুরে কৃষ্ণদাসের নিবাস। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব গৃহস্থ সন্তান ছিলেন তিনি। শোনা যায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বৃন্দাবনে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে থেকে মদনগোপালের সেবা করার ভার লাভ করেন। সম্ভবতঃ রূপ ও রঘুনাথ দাস ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। সম্ভবতঃ পাণ্ডিত্যের জন্যই কৃষ্ণদাস "কবিরাজ" উপাধি পেয়ে থাকবেন। কৃষ্ণদাসের তিনখানি বই পাওয়া গেছে—"সারঙ্গরঙ্গদা" এবং "গোবিন্দলীলামৃত" মহাকাব্য

সংস্কৃতে লেখা, তৃতীয়খানি বাঙলায় লেখা চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস বিদ্বান, তত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং রসজ্ঞ এক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত বা লোচনদাসের কাব্য ঠিক সাধারণ জনের জন্য ছিল না। বিদগ্ধ পণ্ডিত, রসিক এবং ভক্ত শ্রেণীরই তা একরূপ আস্বাদ্য ছিল। সাধারণ জনের জন্য সহজ করে জীবনী কাব্য রচনা করলেন জয়ানন্দ। গ্রন্থটির নাম চৈতন্যমঙ্গল। উচ্চ কবিপ্রতিভার অধিকারী না হওয়ায় জয়ানন্দ তাঁর কাব্যকে খুব বেশী চিত্তমনোহারী করে তুলতে পারেন নি। এ ছাড়াও তাঁর গ্রন্থের অনেক তথ্যই প্রামাণিক উৎসনির্ভর নয়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা অনুমান নির্ভরও। জয়ানন্দের কাব্যখানিও পুরাণের ছাঁচে পাঁচালি ঢঙে লেখা। মান্দারণ এবং মল্লভূম অঞ্চলের দিকেই এই কাব্যখানি অধিক গীত হত শোনা যায়। ষোড়শ শতকের শেষভাগে কাব্যখানি রচিত।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা হ'ল গোবিন্দ দাসের কড়চা। এই বই-এ দু'একটি নতুন ঘটনার উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কিছু কিছু নতুন কথা এই গ্রন্থে আলোচিত। গোবিন্দ দাস কর্মকার হয়ত শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ভৃত্য ছিলেন একথাও অনেকে অনুমান করে থাকেন। রচনাভঙ্গি বেশ সুন্দর এবং সাবলীল।

এ ছাড়াও অন্যান্য জীবনীগ্রন্থে যেমন নিত্যানন্দর জীবনী, অদ্বৈত আচার্যের জীবনী প্রভৃতি কাব্যেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কাহিনীর অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১২। গীতি কবিতা কাকে বলে? গীতি কবিতা হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলীর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য পদকর্তার পদ উদ্ধৃত করে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর: (ক) সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে কবিতা সুর যোজনা করে গীত হয় তাকেই গীতি কবিতা বলে। বলা বাহুল্য গীতি বা সঙ্গীতময়তাই গীতি কবিতার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে ইংরেজী 'lyric' এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'গীতি কবিতা'র সংজ্ঞা, অথবা আধুনিককালে গীতি কবিতার সংজ্ঞা একটু পৃথক ধরনের। আধুনিক গীতিকবিতা বলতে বোঝায় কবির কবি-ব্যক্তিত্বটির বিশেষ কোন ভাব-কল্পনা, সুখ-দুঃখ-বেদনার অনুভূতিকে কেন্দ্র করে রসনিবিড় প্রকাশ। কবির কল্পনা এখানে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে রূপান্তরিত হয়। তন্ময়তা নয়—মন্ময়তাই গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। গোষ্ঠী

চেতনা বা ভাব কল্পনা নয়—ব্যক্তি-চেতনা এবং ভাব কল্পনাই এখানে প্রাধান্য লাভ করে। ভাবাবেগ ও সুরের একমুখিতা, এবং ভাব, ভাষা ও বক্তব্যের সংসক্তিতে গীতি-কবিতার অনন্য সিদ্ধি।

কিন্তু বৈষ্ণব বা শাক্ত গীতি কবিতাগুলি ঠিক এই অর্থে গীতিকবিতা নয়। কারণ এখানে কবিরা একটি গোষ্ঠীর (ধর্মীয় গোষ্ঠী) আদর্শ, চিন্তা এবং ভাব-ধারণাকে একটি বিশেষ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। আধুনিক গীতি কবির মত ভাব-কল্পনা চিন্তার রাজ্যে তাদের সে অবাধ সঞ্চরণ স্বাধীনতা নেই। এঁরা সকলেই 'দীন-হীন' সেবক। ভাবের, আদর্শের, ধর্মীয় বিশেষ রীতির ও পথের আনুগত্য করেই এঁদের পদ রচনা এবং তা মুখ্যতঃ গীত হওয়ার উদ্দেশ্যেই।

(খ) মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ এই বৈষ্ণব গীতি কবিতা। আজও এর আকর্ষণ এবং সমাদর কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। অন্যান্য প্রদেশের কথা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র বাঙলা দেশের আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধেই বলা যায় যে, মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দিগদর্শন-কারী অমর কবি প্রতিভার অধিকারী এই কবি-সাহিত্যিকরাও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব মুক্ত তো ননই বরং সচেতন অনুকারী। দ্বাদশ শতকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অসংখ্য বৈষ্ণব ভক্ত 'মহাজন' ও কবি পদ রচনা করেছেন।

রাধা-কৃষ্ণের স্বর্গীয় লীলামাহাত্ম্যই হ'ল বৈষ্ণবপদাবলীর একমাত্র বক্তব্য বিষয়। রাধাকৃষ্ণের এই লীলা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত গৌরচন্দ্রিকা, বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, কলহান্তরিতা, মান, বিরহ, মাথুর ইত্যাদি। রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাব সম্মিলনে এসে পৌঁছেচে। বৈষ্ণব পদ কর্তারা সুললিত সালঙ্কৃত বাণী গ্রন্থনে গীতি সুরের মূর্চ্ছনায় এক একটি মাল্য রচনা করেছেন এই ভাব ও বক্তব্যকে উপজীব্য করে।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাক্ চৈতন্য যুগের এবং চৈতন্যোত্তর যুগের—অবশ্য 'চৈতন্য সমসাময়িক'দের নিয়ে একটি তৃতীয় বিভাগও আছে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যোত্তর যুগের অসংখ্য মহাজনদের মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস এবং বলরাম দাসের নাম অবশ্য উল্লেখ্য।

বিদ্যাপতি—মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। ইনি চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কবি। রাধা-কৃষ্ণের লীলা ব্যাপক তাঁর পদগুলি 'ব্রজবুলি'তে লেখা। বর্ণনার বর্ণাঢ্যতায়, ভাষার প্রসাদগুণে, অলঙ্কার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এবং আনন্দ-সুখ রসোজ্জ্বল ভাবময়তায় বিদ্যাপতি প্রায় তুলনা রহিত। উদ্ধৃতি সহযোগে বিদ্যাপতির বলিষ্ঠ অমর লেখনীর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। "জেহন মধুক মাখল পাথর তেহন তোহর বোল," "দারিদ ঘট ভরি পাত্তল হেম," "মেঘমাল সঞে তড়িত লজা জনু," "গরল আনি সুধারসে সিঞ্চঅ শীতল হোয়ায় ন পার", "হাঁথক দরপন মাথক ফুল" ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন পঙক্তি নিচয়ের উদ্ধৃতি থেকে বিদ্যাপতির অলঙ্কার প্রয়োগ এবং ভাষার প্রসাদগুণের পরিচয় অনুমান করা যায়।

পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, মাথুরের পদ রচনা বিদ্যাপতির প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। অনুরাগ সম্পর্কে কবির অমর উক্তি—

"সোই অনুরাগ বাখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়।"

রাধিকার অভিসার বর্ণনায় বিদ্যাপতি, রাধিকার মনের মিলন বাসনা, সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করা অদম্য সাহস, কলঙ্ক, লজ্জা, ভয় সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে প্রিয় মিলনের জন্য বিপদ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা যুগ যুগ ধরে রসিক চিত্তের পিপাসা নিবারণ করে আসছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :

"দেখি ভবন-ভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনী করে ঝপইত ফণিমণি
বিহুসি আইলি তুঅ পাশে॥"

বিরহের পদ বিদ্যাপতি বিশেষ না লিখলেও যে কয়েকটি লিখেছেন তার মধ্যে কয়েকটি যে অমৃতের পরশে অমর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আজও রসিক ও সমালোচকের মনে জাগে নি। কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন—রাধিকার সমস্ত অন্তর জুড়ে প্রিয়া-বিচ্ছেদ জনিত বিরহ, জ্বালা—কবির অমর লেখনী কি মাধুর্যবর্ষণ করেই না সে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
... ...
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥"

দুঃখের কথা এত গভীরভাবে লিখলেও বিদ্যাপতি মূলতঃ সুখের কবি, ভোগের কবি। যতদিন বৈষ্ণবকাব্য থাকবে ততদিন বিদ্যাপতিও পাঠক চিত্তে অমর হয়ে থাকবেন।

চণ্ডীদাস—বৈষ্ণবপদকর্তা চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কাল নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে—এবং শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতমণ্ডলী সংশয়হীন কোন সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হন নি। তথাপি অমর কবি, প্রাণের কবি, বিরহের কবি, দুঃখের কবি চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের বলেই মোটামুটি স্বীকৃত। বাক সংযমে, সরল-নিরলঙ্কৃত ভাষায় শাশ্বত কালের হৃদয় বেদনাকে প্রাণময় করে তুলতে, পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে নিঃসীম আনন্দ এবং অধ্যাত্ম প্রেম গভীরভাবে এত মনের মতন করে জীবন-প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের মত কেউ বলতে পেরেছেন বলে শোনা যায় না। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তাঁর ভাবের এবং ধ্যানের উত্তর সাধক থাকলেও বৈষ্ণবকাব্যে চণ্ডীদাস একক, তুলনা রহিত। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি, বিরহের কবি বলেছেন। বস্তুতঃ সুখের মধ্যে বসেও চণ্ডীদাসের রাধা দুঃখের কথা, বিচ্ছেদ বেদনার কথা অনুভব করেন—"দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। চণ্ডীদাসের রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে আহার-নিদ্রা, সুখ-আনন্দ সব বিসর্জন দিয়ে যোগিনী হয়েছেন—

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥"

কৃষ্ণের বাঁশীর স্বর শুনে আকুল করা রাধিকার প্রাণময় উক্তি ;

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥"

চণ্ডীদাসের রাধা শ্রেষ্ঠ ভক্ত-আরাধিকা—তিনি আজীবন দুঃখেরই তপস্যা করেছেন।—এ দুঃখ কখনও বা কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতা ও শঠতায় অভিমান প্রসূত—

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারই আঙ্গিনা দিয়া ॥"

আবার কখনও বা দীর্ঘদিনের অদর্শন ও বিচ্ছেদ-জনিত যেন আপন অন্তরের সঙ্গে নিশ্চিন্ত প্রেম-বিশ্বাসের বোঝা পড়া—

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী ॥"

চণ্ডীদাসের নাম বাঙালীর স্মৃতিপটে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। চণ্ডীদাসের পদগুলি ভাবগভীরতায়, প্রকাশের সরলতায়, গভীর দুঃখের হেম দীপ্তিতে এবং অধ্যাত্মময়তায় শাশ্বতকালের অমরত্বের টীকায় শোভিত। সর্বোপরি চণ্ডীদাস মানব-প্রেমিক, মানব-পূজারী। তাঁরই কণ্ঠের অমর উক্তি ঃ

"শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ॥"

জ্ঞানদাস—চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাস। ইনি ভাবাদর্শের দিক থেকে চণ্ডীদাসের উত্তর-সাধক বলেই সুপরিচিত। একমাত্র জ্ঞানদাসের পদেই লিরিক কবির কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাধীন প্রকাশের আভাস পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসের পদগুলি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের নিরলঙ্কার সুরমূর্চ্ছনা নয়। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈশিষ্ট্য যে অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্য ও মণ্ডনকলা, তা জ্ঞানদাসের পদেও যথোপযুক্তভাবেই ভাবৈশ্বর্য এবং মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। জ্ঞানদাস মূলতঃ সুন্দরের কবি প্রেমের কবি ঃ

"রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥"

অথবা, "রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥"

জ্ঞানদাসও রাধিকার দুঃখ-বেদনার চিত্র অঙ্কন করেছেন কিন্তু চণ্ডীদাসের মত তা সর্বত্র হৃদয়ের রঙে রাঙানো নয়—তাপ তাতে কিছু কম

মাধব কৈছন বচন তোমার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে
জীবন ভেল অতি ভার ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিবস লিখিতে নখ গেল ॥
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখে কত ভেল ॥"

আর একটি পদের উদ্ধৃতি দিয়ে রাধিকার অন্তরের হাহাকারটিকে কবি কত মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তা দেখানো হোল :

"সুখের লাগিয়া এ-ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥"

চণ্ডীদাসের রাধিকা কৃষ্ণ-গরবিনী :

"বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।"

চৈতন্যোত্তর যুগের অলঙ্করণশোভা, বাকসংযম, এবং ঐশীতন্ময়তা—সবই জ্ঞানদাসের পদে সুব্যক্ত। এতদ্ সত্ত্বেও জ্ঞানদাস মূলত সৌন্দর্যের কবি, মাধুর্যের কবি।

গোবিন্দদাস—বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরী যদি কেউ থাকেন তবে তিনি গোবিন্দদাস। চৈতন্যোত্তর যুগের ইনিও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সন্দেহ নেই। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকার ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলিতে কবির একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অলঙ্কার প্রয়োগ দক্ষতা ও

ভাষা ও ছন্দের ভাবের সঙ্গে সাযুজ্যতা লক্ষ্য করা যায় অপর দিকে তাঁর ভক্তি প্রাণতার রসময় প্রকাশ লক্ষিতব্য :

"নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের কী অদ্ভুত দিব্যভাবময় সজীব চিত্রই না কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে। অভিসার রূপোল্লাস ও রাসের পদ রচনায় গোবিন্দদাসের পদ চিরস্মর্তব্য। বর্ণনা কুশলতায় কবি আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত চিত্র উপস্থিত করেছেন। রাধিকার অভিসারে যাওয়ার পুর্ব-প্রস্তুতি কবির লেখনীতে—

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জুরী চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥"

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝঞ্ঝা মাথায় করে, কুল কলঙ্কের ভয় ও লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে গোবিন্দদাসের রাধিকা অভিসারে বেরিয়েছেন, অন্তরে রয়েছে কৃষ্ণ-বিশ্বাস—কৃষ্ণপ্রেমের কৌস্তুভমণি :

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই দূর নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥"

গোবিন্দদাসও জ্ঞানদাসের মত সুন্দরের কবি। রাধিকার রূপলাবণ্য এত উজ্জ্বল চিত্রে এবং মধুর করে অতি সামান্য কবিই কদাচিৎ দেখাতে পেরেছেন।

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরুছা পায়॥"

রূপানুরাগের পদ রচনায় গোবিন্দদাসের অলঙ্কার দীপ্তি এবং রূপসৌন্দর্যের মূর্চ্ছনা কত মনোময় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে :

"যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥"
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥"

ছন্দের মনোহারিত্বে এবং ভাব ও চিত্রধর্মিতায় গোবিন্দদাসের রাসলীলা বিষয়ক পদগুলি অতুলনীয় :

"শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লী মালতী যূথী
মত্ত মধুপ ভোরণী।"

যে কয়েকজন বৈষ্ণব পদকর্তা অমরত্বের টীকা ললাটে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন গোবিন্দদাসের নাম তাঁদের প্রথম পাঁচজনের মধ্যেই পড়বে নিঃসন্দেহে। শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে অমরত্বের অধিকারী কবিকুলের নামের সঙ্গে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের নাম চিরস্মরেণ্য।

প্রশ্ন ১৩। দু'একজন উল্লেখযোগ্য শাক্তপদ কর্তার পদ উদ্ধৃত করে শাক্ত পদাবলীর মূল ভাবটি পরিস্ফুট কর। শাক্ত পদাবলীর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার কবি পরিচিতি দাও।

উত্তর : (ক) ভারতবর্ষ শক্তি সাধনার দেশ। আর্য সভ্যতা আগমনেরও আগে থেকে এই দেশে শক্তি সাধনা চলে আসছে। তন্ত্র-মন্ত্র ক্রিয়াকলাপকে শক্তি পূজার অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতিও সুপ্রাচীনকালের। ভারতবর্ষের এই শক্তি সাধনার ধারাটি বাঙলাদেশে মূর্ত। বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্ম এবং আর্য সভ্যতার পুরুষ-প্রধান দেবতার পূজা-অর্চনা প্রভৃতির প্রভাবে শক্তি পূজা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শক্তি সাধকগণ শাক্ত নামে পরিচিত। শক্তি সাধনার তন্ত্র-মন্ত্র-তত্ত্বদর্শনকে কেন্দ্র করে যে পদসাহিত্য প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে রচিত হয় তাই শাক্তপদাবলী নামে খ্যাত।

শক্তি সাধনার কেন্দ্রগত ভাবটি হ'ল মহামায়া, 'শক্তি'ই হলেন আদ্যাশক্তি— জগৎ সৃষ্টির, পালনের এবং লয়ের মূলীভূত কারণ। এই 'শক্তি' কখনো কালী (দক্ষিণা ও বামা), কখনো চণ্ডী, কখনো দুর্গা, কখনো চামুণ্ডা, কখনো তারা,

কখনো ভৈরবী, কখনো কমলা, কখনো উমা বা গৌরী ইত্যাদি রূপে তাঁর শক্তির বিভিন্ন ভাব ও রূপ প্রদর্শন করেন। শাক্তসাধক এই শক্তিকে মাতৃরূপে আরাধনা করেন। ভক্তিমুক্তি সব তুচ্ছ—একমাত্র মাতৃপদে আশ্রয়, মাতৃকৃপা লাভই শাক্ত সাধকের চরম এবং পরম সাধনা। সাধক জানেন, শক্তিরূপিনী জননী তাঁর মায়া প্রভাবে এই জীবকে মোহগর্তে নিপাতিত করেন। মোহান্ধ জীব সবভুল, জননীকে ভুলে আপন দুর্গতিকে টেনে আনে—তিলে তিলে পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়, সংসার জাঁতায় পিষ্ট হয়ে তার যখন নরক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চৈতন্যোদয় হয়—জননীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সব কিছু ত্যাগ করে জননীপদ লাভই তার একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান হয় তখন জীব উদ্ধার লাভ করে এই মায়া-মোহের জগৎ থেকে।

মূলতঃ এই ভাবটিকে উপজীব্য করে শাক্ত ভক্ত কবিগণ সুরময় অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। শাক্ত ভক্তের সাধনা বাৎসল্য প্রেমের সাধনা। ভক্ত কখনও নিজেকে সন্তান হিসেবে দেখেছে শক্তিরূপিনা, 'সর্বকারণ কারণম্' যিনি তিনি তার জননী, আবার কখনও এই মহাশক্তি ভক্তেরই কন্যা রূপে রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার কাজে সহায়তা করেন। 'আগমনী-বিজয়া' অংশে শাক্ত কবিগণ মহামায়াকে উমা বা গৌরীরূপে—হিমালয়ের বা গিরিরাজের কন্যারূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু 'ভক্তের আকুতি', মা কি ও কেমন', 'জগজ্জননীর রূপ' প্রভৃতি পর্যায়ে মহাশক্তির বিভিন্ন মাতৃরূপ চিত্রিত হয়েছে। শাক্ত পদসাহিত্য বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য রসাশ্রয়ী, অধ্যাত্ম-পূত অথচ মধুর মানবীয় রসে সিঞ্চিত তত্ত্বদর্শন মণ্ডিত বাঙালী হৃদয়ের এক অপূর্ব, তুলনাবিহীন সঙ্গীতের স্বর মূর্চ্ছনা।

মাতৃভক্ত কবি সাধকগণ এই সংসার দোলায় ও যন্ত্রণায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে একমাত্র মাতৃকৃপালাভের জন্য আকুল আকুতি জানিয়েছেন :

"বল মা আমি দাঁড়াই কোথা
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।"

(রামপ্রসাদ সেন)

শাক্ত ভক্ত জানেন এই জগতে যন্ত্রণারও কারণ মা এবং এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবেনও সেই মা। ভক্ত এত ডাকেন তবু তিনি এতই নিস্পৃহ যে সে ডাকে কর্ণপাত করেন না। ভক্তের তাই অভিমান কণ্ঠে ফুটে ওঠে :

"চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি ?
নামে জগত চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি !"

(শম্ভুচন্দ্র রায়)

কিংবা, "যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে ;
দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে ?"

(নরচন্দ্র রায়)

কিন্তু অভিমান করলেও ভক্ত জানেন শেষ পর্যন্ত ওই চরণ-তরী ছাড়া উদ্ধারের আর কোন আশা নেই—

"মা না করি নির্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে।
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ি,
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে ॥"

(কমলাকান্ত ভট্টাচার্য)

সংসার যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত সন্তান কি আকুলভাবেই না মায়ের কোলে ফিরে যেতে চাইছে :

"রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥"

কিংবা, "কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া।
কবি কয়, তোর পায় পড়ি, আর করো না ফাঁডাছেঁড়া ॥'

কিংবা, "আয় মা এখন তারা-রূপে স্মিতমুখে শুভ্র বাসে—
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে !
এতদিন তো কালী, ভীমা—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সঙ্গে হোল, এখন মা তোর অসি নামা।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

শাক্ত পদাবলীও বৈষ্ণব পদাবলীর মত গীত হওয়ার জন্যেই রচিত। সঙ্গীতময়তাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব পদগুলি অলঙ্করণে ও ছন্দ দোলায় সুর ব্যতিরেকেও সুখ-পাঠ্য, কিন্তু শাক্তপদগুলিতে সুর সংযোজনা হলে তবেই তা প্রাণের গভীরে অবাধ সঞ্চারী। শাক্তপদগুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তত্ত্ব-দর্শন এবং সাধন-রহস্য প্রকাশ পেয়েছে—এরা ভাষাও সর্বত্র মার্জিত এবং

কাব্যিক নয়—ছন্দগত ত্রুটিও এখানে দুর্লক্ষ্য নয়—তথাপি, লোকায়ত ভাষায় প্রাণের আকুতিতে অকৃত্রিম আবেগে এবং হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিতে শাক্ত কবিগণ যে পদগুলি রচনা করেছেন তা আমাদের চিরকালের সাহিত্য-সম্পদ হয়ে থাকবে।

(খ) ভুক্তি-মুক্তিদায়িনী, বরাভয়রূপিনী শ্যামা—বিষয়ক পদ সঙ্গীতের আদি কবি রামপ্রসাদ সেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর আনুমানিক দ্বিতীয় দশকে হালিসহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামরাম সেন তাঁর পিতার নাম। রামপ্রসাদ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে এই স্নেহের, বন্ধনের সংসারে সংসার নির্বাহ করেছেন। তাই তিনি গৃহী। কিন্তু গৃহী হলেও এই সংসারের মায়া এবং মোহ তাঁর সাধক মনকে বেঁধে রাখতে পারে নি কখনো। হংসের মতই তিনি এই সংসার পারাবারে সন্তরণ করেছেন। তিনি তাই সাধক। সাধক হলেও রামপ্রসাদ আসলে কবি। তিনি আজীবন শ্যামা মায়ের পদ ধ্যানেই এবং সেই আনন্দেই অতিবাহিত করেছেন। শ্যামা-মাকে নিয়েই তাঁর কবি মন কখনও হেসেছে, কখনো কেঁদেছে, কখনো অভিমান ও দুঃখ প্রকাশ করেছে আবার কখনো পরম পরিতৃপ্তিতে যেন আশ্রয় পেয়েছে। স্থূল বিষয় বাসনা, সংসার যাতনা সব কিছুকে তুচ্ছ করে রামপ্রসাদ ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়েছেন এবং সেই ভক্তিরসই তাঁর অজস্র গানে ও কাব্যে পরিপ্রকাশিত। 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়াও রামপ্রসাদ বৈষ্ণবপদাবলীর আদর্শে 'কালীকীর্তন' রচনা করেন। অবশ্য এগুলির কোনটিই রামপ্রসাদের কালজয়ী অমরত্বের কারণ নয়। তাঁর শ্যামা-বিষয়ক পদগুলিই ভক্তিরসে, আধ্যাত্মিকতায়, অকৃত্রিম হৃদয়াবেগে এবং মানবরসে সমুজ্জ্বল এবং কবির ললাটে দিয়েছে অমৃতের টীকা। সাধক কবি রামপ্রসাদের দু'একটি পদ উদ্ধৃত করে তাঁর ভক্তিপ্রাণতা, এবং সঙ্গীতরসে স্নিগ্ধ তত্ত্ব-দর্শন চিন্তার পরিচয় দেওয়া গেল :

(১) "ভবের আসা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো॥"
"মা গো তারা ও শঙ্করী,
কোন অবিচারে আমার 'পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?"

(৩) "দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥"

(৪) "প্রসাদ বলে ভক্তি-মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।"

(৫) "তুমি লোক-দেখানো করবে পূজা, মা তো আমার ঘুষ খাবে না॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন—
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-তরণ।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন॥"

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাস দাও (ঈশ্বরচন্দ্রের যুগের আগে পর্যন্ত)।

উঃ: অন্যান্য সব দেশের সাহিত্যের মতই বাঙলা সাহিত্যের সূচনা ও আবিকাশ পদ্যে। গদ্য বাঙলা সাহিত্যের বাহন হ'ল ঠিক হিসাবে উনবিংশ শতক থেকে প্রায়। গদ্য হ'ল মুখের ভাষা, দৈনন্দিন জীবনের মনের চিন্তা-ভাবনা, ভাব-কল্পনা আদর্শপ্রকাশের অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের ভাষা। তাই সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য কারণেই এই দৈনন্দিন জীবনের প্রাণের ভাষাটির একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ইংরেজ শাসনই যেন আমাদের মনের ইচ্ছার পথ প্রস্তুত করে দিল অলক্ষ্যাস্থিত বাধার পথটি উন্মুক্ত করে দিয়ে। ইংরেজ-শাসন বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ-সূচনা করল।

বাঙলা গদ্যের উন্মেষ ও বিকাশ লগ্নটিকে আমরা দুটিভাগে ভাগ করে নিতে পারি—(১) খৃষ্টান মিশনারী ও বাঙলা গদ্য; এবং (২) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাঙলা গদ্য।

(১) **খৃষ্টান মিশনারী ও বাঙলা গদ্য** ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে বাণিজ্যের জন্যে এসে ধীরে ধীরে শাসক হয়ে উঠেছিল। পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম এদেশে এসেছিল ষোড়শ শতকের শেষ দিকে। ক্রমে পর্তুগীজ মিশনারী এল বাঙলা দেশে তাদের খৃষ্টান ধর্মপ্রচার করতে। কিন্তু ধর্মপ্রচার করতে হলে এবং তার ব্যাপক প্রসারের জন্যে তারা অনুভব করল যে এ দেশীয় ভাষায় অধিকার

থাকা দরকার। অতএব তারা এসে প্রথম ভাষা শিক্ষা করলেন এ দেশীয় পণ্ডিতদের কাছে। এই অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা তাঁদের প্রচেষ্টার সর্বপ্রথম নিদর্শন পেলাম "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ" রচনায়। দোম আন্তোনিও, একজন ধর্মান্তরিত বাঙালী পাদ্রী, এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। রোমান হরফে লেখা এইখানি সর্বপ্রথম বাঙলা গদ্য গ্রন্থ নামে আজ সুবিদিত। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে রচিত এই গ্রন্থখানিতে খৃষ্ট ধর্মের মহিমা প্রচার এবং হিন্দু ধর্মের কুৎসা রটনা প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আলোচিত হয়। [illegible] -দা-আসসুম্পসাঁও নামক একজন খৃষ্টান পাদ্রী বাঙলা গদ্য গঠনের প্রয়াস হিসাবে দু'খানি পুস্তক রচনা করেন—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং 'পর্তুগীজ বাঙলা ব্যাকরণ'। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৩৩ খৃঃ রচিত হলেও ১৭৪৩ খৃঃ মুদ্রিত হয়। পুস্তকখানিতে খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অবশ্য দোম-আন্তোনিওর ভাষা এর চেয়ে অনেক সরল ছিল। শব্দভাণ্ডার না থাকলে ভাষা শিক্ষা করা দুরূহ তাই ব্যাকরণ বইখানি লেখা হয়।

ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের জনজীবনের সঙ্গে ভাবের ও কাযের আদান-প্রদান ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাঙলা ভাষায় দু'একটি আইনের বই অনুবাদ করলেন এ দেশীয় লোকদের সাহায্যে। কোম্পানীর কর্মচারীদের বাঙলা ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য হ্যালহেড ১৭৭৮ খৃঃ ইংরেজী ভাষায় বাঙলা ব্যাকরণ (The Grammar of the Bengali Language) রচনা করলেন।

এই সময় পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ব্যক্তি মুদ্রণ অক্ষর তৈরীর পদ্ধতি শিখে নিলেন এই কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছ থেকে। খৃষ্টান মিশনারীরা ১৮০০ খৃঃ পঞ্চাননের সাহায্যে 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা খুললেন। বাঙলা গদ্য রচনার পথ আরও প্রশস্ত হ'ল। এর মূলে প্রশংসনীয় উদ্যোগ যাঁদের ছিল তাঁরা হলেন উইলিয়াম কেরী, টমাস, ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান।

১৭৯৩ খৃঃ কেরী এদেশে ধর্মপ্রচার করতে আসেন। অনন্য সাধারণ এই মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে বাঙলা ভাষার ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি সাধন হয়। মুন্সী রামরাম বসুর কাছে তিনি বাঙলা ভাষা শিক্ষা করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাঙলা ভাষায় ও ভারতের

অন্যান্য ভাষায় বাইবেল অনূদিত হ'ল। কেরীর উদ্যোগে আরও অন্যান্য বাঙলা পুস্তক প্রণীত হয় এই প্রেস থেকে।

(২) **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাঙলা গদ্য :** ১৮০০ খৃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এ দেশে ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙলা শিক্ষার জন্য এবং এ দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষা প্রসারের জন্য। ১৮০১ খৃঃ কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাচ্য বিভাগের প্রথমে শিক্ষক এবং পরে এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। কেরী এ দেশীয় পণ্ডিতবর্গকে নিয়ে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। কেরীকে কেন্দ্র করে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুনশী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বাঙলা গদ্যের বিকাশের জন্য চেষ্টিত হলেন।

১৮০১ খৃঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তত্ত্বাবধানে প্রথম মৌলিক গদ্য প্রকাশিত হ'ল 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'—লেখক রামরাম বসু। পুস্তকখানির সকল ত্রুটি, বিচ্যুতি সত্ত্বেও ঐতিহাসিক কারণেই তা স্থায়ী কীর্তির অধিকারী। তবে পুস্তকটির বিষয় গ্রন্থণের কৌশল প্রশংসনীয়। রামরাম বসুর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা 'লিপিমালা' ১৮০২ খৃঃ রচিত। 'লিপিমালা' কতকগুলি আদর্শপত্রের সমষ্টি। দ্বিতীয় গ্রন্থেই লেখকের কৃতিত্ব এবং বাঙলা গদ্য গঠনের একটি সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা সর্বজন স্বীকৃত। রামরাম বসুর হাতে বাঙলা গদ্যের সামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হ'ল : "মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে তাহার নাম সতী দক্ষ মহাব্যক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র শিব তাহার জামাতা বটে কিন্তু তিনি অনাদি"—তখন যতি-ছেদ বিধি প্রচলিত না হলেও তৎসম তদ্ভব শব্দের সুসম প্রয়োগে এ গদ্য নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের পরিচায়ক।

ফোর্ট উইলিাম কলেজের দ্বিতীয় বাঙলা লেখক উইলিয়াম কেরী নিজে। ১৮০১ খৃঃ তাঁর 'কথোপকথন' গ্রন্থখানি 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পরই প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানির জন্য তিনি এদেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্য নিলেও তাঁর সৎপ্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাতে হয়। 'কথোপকথনে'র ভাষা কতখানি প্রাঞ্জল তা সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে—

"তোমরা কয় যা ?

"আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা আছে
কেমন যায় যায় ভাব আছে, কি কালের মত" ইত্যাদি।

কেরীর নামে দ্বিতীয় বাঙলা গ্রন্থ হ'ল 'ইতিহাস মালা'—১৮১২ খৃঃ রচিত। দেশী ও বিদেশী ভাষার ১৫টি ইতিহাসের গল্প নিয়ে গ্রন্থটি সম্পাদিত। 'ইতিহাস মালা'র ভাষা সহজ-সরল সাধুগদ্যেরই নিদর্শন। এ ছাড়া ইতোপূর্বেই কেরী একখানি বাঙলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থ লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং পণ্ডিত লেখক। তাঁর হাতে বাঙলা ভাষার মধ্যে একটি শ্রী প্রস্ফুটিত হয়। তাঁর ভাষা মূলতঃ তৎসম শব্দের প্রয়োগে হলেও ভাবের উপযোগী করে সুসমন্বিত হওয়ায় তিনি বাঙলা গদ্যকে দ্রুত কৈশোরে পরিণত করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার চারখানি পুস্তক রচনা করেন—(১) 'বত্রিশ সিংহাসন'—১৮০২ খৃঃ; (২) 'হিতোপদেশ'—১৮০৮ খৃঃ; (৩) 'রাজাবলী'—১৮০৮ খৃঃ; এবং (৪) 'প্রবোদ-চন্দ্রিকা'—১৮১৩ খৃঃ রচিত এবং ১৮৩৩ খৃঃ প্রকাশিত। মৃত্যুঞ্জয়ের বাঙলা রচনার নিদর্শনঃ "পূর্বে সূর্যবংশীয় রামচন্দ্র নামে এক মহারাজ হইয়াছিলেন তিনি নৈমিষারিণ্যে যখন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার পূর্বে কিছুদিন কোনই কারণেতে আপন পত্নী সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন……" ইত্যাদি ("রাজাবলী")।

কেরী, মৃত্যুঞ্জয় এবং রামরাম বসুই বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশকে সার্থক করেছিলেন তার উন্মেষের পর্ব থেকে। তাঁদের সঙ্গে আরও যাঁরা সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোলকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (৮০২) তারিণীচরণ মিত্রের 'The Oriental Fabulist'-এর বাঁঙলা, ফার্সী এবং হিন্দী অনুবাদ, চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" (১৮০৫) উল্লেখযোগ্য।

১৮১৭ খৃঃ ১৬ জন ইউরোপীয় এবং ৮জন দেশী সদস্য নিয়ে 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙলা গদ্য দ্রুত উন্নতি করতে থাকে। জ্ঞানের প্রসার বাড়ে। ভাষার গঠন ক্রমশঃ সরল ও সহজসিদ্ধ হতে থাকে।

একই সঙ্গে স্মর্তব্য সমসাময়িক কালের সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলির কথা। যে কোন ভাষার গদ্যে গঠন প্রকৃতির মূলে সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলির দান অপরিসীম। নির্মীয়মান বাংলা গদ্য গঠনের যুগে ইউরোপীয়দের চেষ্টায় এদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হ'ল। বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম পত্রিকা হ'ল দিগদর্শন (১৮১৮ খৃঃ)। শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। "দিগদর্শন" থেকে "বঙ্গদর্শন" (১৮৭২) পর্যন্ত বাঙলা গদ্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভাষায় অতি অল্পকালের মধ্যেই পরিণত হয়েছিল।

উন্মেষ ও বিকাশ পর্বে মৃত্যুঞ্জয় পর্যন্ত এসে আমরা তার সাহিত্যিক কাঠামো পাই এবং রূপাবয়ব লাভের জন্য বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের অপেক্ষায় ছিলাম।

প্রশ্ন: প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িক পত্রের বিষয় একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ("বঙ্গদর্শনে"র পুর্ব পর্যন্ত)।

উত্তর:—অন্তরের ভাবকে প্রকাশিত করতে, জীবনের সমকালীন ঘটনা স্রোতকে মূর্ত করে তুলতে, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এমনকি অশিক্ষিত জনসাধারণের সমক্ষে অদৃষ্ট, অশ্রুত এবং কল্পনীয় অকল্পনীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত্য ঘটমান টুকিটাকিগুলিকে পরিবেশন করতে, সর্বোপরি সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থার যুগীয় ভাবধারার সংগে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দান করতে সাময়িকপত্রের গুরুত্ব এবং ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্য উন্মেষের যুগে সাময়িকপত্রগুলি উপরিউক্ত গুণগুলি ছাড়াও বাংলা গদ্যের গঠনকে ত্বরান্বিত করতে এবং সুষ্ঠু সুন্দর সাবলীল গতি দান করতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আধুনিক কালের বাংলা গদ্যের যে বিচিত্র-সঞ্চারী ভাবৌর্ভ এবং ভাবগম্ভীর অকল্পনীয় পথ বিস্তার পরিলক্ষিত তার মূলে প্রাচীন সংবাদপত্রগুলির চিরস্মরণীয় দান স্পষ্টরেখ। আর এই কৃতিত্বের জন্য খৃষ্টান মিশনারীরা আমাদের চিরশ্রদ্ধা অর্জনের অধিকারী।

১৮১৮ সালে, বাংলা গদ্যরীতির বাহন হিসাবে সাময়িক পত্রের প্রবর্তন করলেন শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়, কেরী সাহেবের উদ্যোগে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে 'দিগদর্শন' নামে যে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, তা বন্ধ হয়ে যায় অল্পদিনের মধ্যেই, এবং ২৩শে মে তারিখে তার স্থান পুরণ করে 'সমাচার দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি। সম্পাদক নামের সম্মান জন-মার্সম্যানের ভাগ্যে গেলেও দেশীয় পণ্ডিতরাই এই পত্রিকা সম্পাদনার কৃতিত্ব ও গৌরব লাভের অধিকারী। সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের চেষ্টায়। পত্রিকাটির নাম 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'বাঙ্গলা গেজেট'—সম্ভাব্য প্রকাশ কাল ১৮১৯ খৃঃ। 'সমাচার দর্পণ' সে কালে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করায়, পর পর অনেকগুলি সাময়িক বা সংবাদপত্র

প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য "সংবাদ কৌমুদী" (১৮২১)। রাজা রামমোহন রায় এই পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮২২ সালে প্রকাশিত হয় "সমাচার চন্দ্রিকা" ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। ভবানীচরণের হাস্যরসম্পূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক রচনায় পত্রিকাখানি শিক্ষিত অশিক্ষিত মহলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। এই পত্রিকায় প্রাচীন পদ্য ও আধুনিক গদ্য রচনার দুটি পথই উন্মুক্ত হয়। এর পর এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রসেবী সাহিত্যিক ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব হয়। "সংবাদ প্রভাকর" (১২৩৭ সালে মাঘ মাসে) এর জনক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের নাম আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। আরও কয়েকটি সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের সংগে ইনি যুক্ত ছিলেন। "সংবাদ প্রভাকর" বাংলা গদ্যকে অনেকখানি বলিষ্ঠতা দান করেছিল, এবং তার সামনে তুলে ধরেছিল আশার দীপশিখা ও সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত। এই পত্রিকার সাহায্যে ঈশ্বর গুপ্ত ভাবী যুগের বলিষ্ঠ লেখকগোষ্ঠীর দৃঢ় পদসঞ্চারকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। সাময়িক-পত্ররচনার আদি পর্বের সমাপ্তি হ'ল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার প্রবর্তনে ১৮৪৩ সালে। এই পত্রিকার কৃতিত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে সুকুমার সেনের উক্তিটি যথেষ্ট: "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ভাষা সৌষম্যের ও ভাব সম্পদের জন্য পত্রিকাটি সেকালে কলেজের পাঠ্য নির্ধারিত হইয়াছিল।" এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৮৫১ খৃঃ "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিজ্ঞান, ইতিহাস, রহস্য কাহিনী ইত্যাদি—নানা বিষয়ে লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। ১৮৫৯ খৃঃ পত্রিকাটি উঠে যায়, এবং পরবৎসর কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদকতায় এই পত্রিকার নব পর্যায় প্রকাশিত হয়, তবে স্থায়ী হয় নি বেশী দিন। ১৮৬৩ সালে রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক "রহস্য সন্দর্ভ" নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এইসময় এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৬৮ সালে তার ভার পড়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে। এইসময়কার অসংখ্য পত্রপত্রিকাগুলির দান শ্রদ্ধাচিত্তে আমরা স্বীকার করি। তবে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব বহন করেছে "বঙ্গদর্শন" (১৮৭২) পত্রিকা। বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত জনক বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এর প্রকাশনা করেন। পত্রিকাটি রাজনীতি, ধর্মনীতি অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান

আলোচনা, সমালোচনা, কাব্য, কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি সকল বিষয় সারগর্ভ রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক অমূল্য রতন।

সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় গদ্যসাহিত্যের প্রকৃত মূল্য এবং তার রসোপলব্ধি করে। কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ, জ্ঞান-কর্ষণার উপযোগী তথ্য, যুগীয় সকল প্রকার ভাবধারার সংগে পরিচয় সম্বন্ধ স্থাপন এবং সর্বোপরি বাংলার গদ্যকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ যৌবন-প্রাণ শক্তি দানের ক্রমবিবর্তমান ইতিহাসের পারম্পর্যপূর্ণ ধারার স্মৃতি বহন করে অমর হয়ে আছে প্রাচীন যুগের সাময়িক এবং সংবাদপত্রগুলি। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর "বাংলা সাহিত্যের কথা" গ্রন্থে অতীব সুন্দর মন্তব্যটি করেছেন, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদিগের রচিত পাঠ্য পুস্তকে নহে। ইহার ইতিহাস খুঁজিতে হইবে প্রাচীনতম বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে।"

১৬। প্রশ্ন: বাঙলা গদ্য গঠনে এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদান সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর: (ক) বাঙলা গদ্য তার শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে এল উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হাতে। অথবা বলা যেতে পারে এই ত্রয়ী বাঙলা গদ্যের একটি কিশোর কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন। রামমোহন সেই কাঠামোকে শক্ত ও সবল করলেন, আর বিদ্যাসাগরের হাতে সেই কিশোর কাঠামো রক্ত-মাংস-প্রাণে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে কৈশোর লাবণ্যে আগামী অনাগত যৌবনের সূচনা করে দিয়েছিলেন।

বাঙলা গদ্যে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) আবির্ভাব একটি নতুন শপথ বাণী বলা যেতে পারে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয় সাধন করার প্রতিজ্ঞা তাঁরই মধ্যে প্রথম সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল। একদিকে ভারতীয় জড়ত্ব এবং আচার-অনুষ্ঠান-অন্ধসংস্কারকে নির্দয় আঘাত করে পাশ্চাত্য শিক্ষার তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণী শক্তি ও যুক্তি ভাবনা ও মানবতাকে সর্বোচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠা অপরদিকে প্রাচ্যের পুরাণ-দর্শনের তত্ত্ব-জ্ঞানাদর্শের নবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তার প্রচার—রামমোহন রায়ের জীবনের মহত্তম সাধনা ছিল। নব্য বাঙলার ভিত্তি গঠনের মূলে যাঁরা আছেন রামমোহন রায় তাঁদের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী

সমাজ, কী ভাষা আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।"

বঙ্গ সাহিত্যকে বলিষ্ঠ কাঠামো দেওয়ার জন্য যে শক্ত-সবল, যুক্তি-ঝলসিত ভাষায় প্রয়োজন, রামমোহন রায় বঙ্গভাষাকে সেই ভাবেই গঠন করে যান। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন সাহিত্য রচনা করার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় বাঙলা লেখেন নি—তাঁর নিজ আদর্শ প্রচারের বাহন হয়েছিল বাঙলা-গদ্য। তারই ফলে আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি—বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্ত সার (১৮১৫ খৃঃ), তলবকার উপনিষৎ (কেনোপনিষৎ), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬খৃঃ); ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, কঠোপনিষৎ ও মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭ খৃঃ); গোস্বামীর সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮ খৃঃ); মুণ্ডকোপনিষৎ, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯ খৃঃ); কবিতাকারের সহিত বিচার, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০ খৃঃ); 'চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২ খৃঃ); প্রার্থনাপত্র, পাদরি শিষ্য সংবাদ, গুরুপাদুকা পাষণ্ড পীড়নের উত্তর (১৮২৩ খৃঃ); ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, কায়স্থের সহিত মদ্য পান বিষয়ক বিচার (১৮২৬ খৃঃ); বজ্র সূচী (১৮২৬ খৃঃ); ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮ খৃঃ); গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩ খৃঃ)।

এ ছাড়াও আরও লেখা তাঁর আছে। কিন্তু যেগুলির কথা উল্লেখ করা হোল তার মধ্যে দিয়ে রামমোহন রায়ের হাতে বঙ্গভাষার বলিষ্ঠ রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজ সংস্কারক রামমোহনের হাতে যুক্তিসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত বাঙলা গদ্যের রূপ নিম্নের দৃষ্টান্তটির সাহায্যে আভাষিত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। "প্রবর্তক। এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিংবা যাহাই হউক আমরা এ ব্যবহারকে নিবর্ত্ত করিতে দিব না। ইহার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না। জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহার মনে স্ত্রী-ঘটিত কলঙ্কের কোন চিন্তা হয় না।"—

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১ খৃঃ) বাঙলা গদ্যের জনক। জনক শব্দটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেই বাঙলা গদ্য রচনায় বিদ্যাসাগরের গুরুত্ব অনুভূত হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুধু বাঙলা গদ্যের জনক বললে কিছুই বলা হয় না। বস্তুত একজন ক্ষণজন্মা, যুগন্ধর মহাপুরুষ যিনি তাকে কিছু বলেই বোঝানো যাবে না। তবে এ কথা ঠিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলা গদ্য সাহিত্য, সাহিত্য লক্ষণাক্রান্ত হয় নি। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা স্পর্শে বাঙলা গদ্য প্রথম সাহিত্যের অমর জ্যোতিষ্ক-লোকের পথ সন্ধান লাভ করল -শুধু সন্ধান লাভ নয়—সেই পথেই প্রথম শুভ যাত্রা হ'ল. সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সবপ্রথম বাঙলা গদ্য-শিল্পী। বাঙলা সাহিত্যের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানের কথা চিন্তা করলেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্ণয় আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

বাঙলা সাহিত্যকে বিদ্যাসাগর মহাশয় উপহার দিয়েছেন:—বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭ খৃঃ)—বাঙলার ইতিহাস (১৮৪৮ খৃঃ)—মার্শম্যান সাহেব রচিত ইংরেজী গ্রন্থের অবলম্বনে; জীবন চরিত (১৮৪৯ খৃঃ)—চেম্বার্স বায়োগ্রাফি পুস্তকের অনুবাদ; শকুন্তলা (১৮৫৪ খৃঃ); বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫ খৃঃ); প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৫৫ খৃঃ); চরিতাবলী (১৮৫৬ খৃঃ); রাস্কো প্রভৃতির জীবন কথা অবলম্বনে; সীতার বনবাস এবং মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগ এর অনুবাদ (১৮৬০ খৃঃ) আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৩ খৃঃ); ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯ খৃঃ)--সেক্সপীয়রের The Comedy of Errors অবলম্বনে; আত্মজীবনী (১৮৯১ খৃঃ)। এ ছাড়াও কয়েকটি শিশু পুস্তক তিনি রচনা করেন—বোধোদয়, কথামালা। 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ই লেখার সূত্রপাত করেন।

(১) উপরি উক্ত রচনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশীর ভাগ লেখাই অনুবাদ—মৌলিক রচনা খুব কম। কিন্তু বাইরে থেকে বিচার করলে আমরাই বিদ্যাসাগরকে ভুল বুঝব। বিদ্যাসাগরের হাতে সর্বপ্রথম অনুবাদ, আক্ষরিক অনুবাদ না হয়ে মৌলিক সৃষ্টির মতই সাহিত্য লক্ষণাক্রান্ত হ'ল। 'শকুন্তলা' থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে বাঙলা গদ্যে প্রথম প্রাণ সঞ্চার করলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। "প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন বিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কী অবস্থা ঘটিতেছে, দেখো।

জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহার বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধ্বমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ, আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া, নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে, ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

(২) বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম যতি-ছেদ বিধির প্রবর্তন করলেন। ইতোপুর্বে বাঙলা গদ্যে কোনরূপ যতি-ছেদ না থাকায় অর্থগত এবং ভাবগত অন্বয় করা কষ্টসাধ্য ছিল। ভাব ও অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম বাঙলা গদ্যে যতি-ছেদ আনয়ন করলেন।

(৩) কবিতার মত গদ্যেরও একটা নিজস্ব ছন্দ আছে। বিদ্যাসাগরের হাতে বাঙলা গদ্য প্রথম প্রাণময় ছন্দিত রূপ পেল। অবশ্য যতি-ছেদ-এর ফলেই তা অনেকখানি সম্ভব হয়েছে—এ ছাড়াও ভাবানুযায়ী শব্দ চয়ন এবং তার প্রয়োগ নৈপুণ্যে বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যের শিল্পিত রূপ দিলেন।

(৪) বাঙলা সাহিত্যের ও ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

(৫) সরল শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনায় বিদ্যাসাগরের নাম সর্ব প্রথমে স্মরণ করা হয়। তাঁর 'বোধোদয়' এবং 'কথামালা' পাঠ করেই বাংলার হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিতেরও প্রথম বোধোদয় হয়েছে।

(৬) বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস' 'ভ্রান্তিবিলাস' বাঙলা গদ্যকে প্রথম স্পষ্ট রোমান্টিক চিহ্নে স্বাক্ষরিত করল।

(৭) বিদ্যাসাগরের শিশু পাঠ্য রচনা "রাম নামে এক সুবোধ বালক ছিল।..." কিংবা গোপালের গল্প বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্পের বীজ বপন করেছে বলা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যা বলেছেন সেই কথা বলেই উপসংহার করা যেতে পারে; "বিভিন্ন বাঙলা শব্দের পরস্পর সমাবেশে অভিধানগত অর্থ ব্যতিরেকেও যে আর একটি অবর্ণনীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে, এই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া, লেখনীর মুখে তাহার সম্ভাবনাও তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।"

১৭। **প্রশ্ন :** উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক কালে প্রবন্ধকারদের লেখায় বাঙলা গদ্য কিভাবে বিকাশ লাভ করে তা উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের রচনা অবলম্বন করে দেখাও। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ বলতে কি বোঝ; সংক্ষেপে তা লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর : (ক) 'প্রবন্ধ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হ'ল প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। এই বন্ধন নিঃসন্দেহে যুক্তির বন্ধন। কোন বক্তব্য বিষয়কে যখন এলোমেলো ভাবে না বলে যুক্তির শৃঙ্খলে অন্বিত করে একটি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাকেই প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। প্রবন্ধে প্রবন্ধকারকে তথ্যনিষ্ঠ হতে হয়। তিনি ব্যক্তিগত আবেগ-কল্পনার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বস্তুগত দিকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন। তাই প্রবন্ধ objective প্রধান। এর বিষয়বস্তু—সমাজ, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, যে কোন তত্ত্ব হতে পারে। প্রবন্ধকার তাঁর এই বক্তব্যটিকে সুচারু রূপে যুক্তি-ভাবনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে একটি সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিয়ে, অথবা সমস্যার জটিলতাকে তাঁর যুক্তির-বিস্তার সাহায্যে সরল সমাধানের ইঙ্গিতে উপস্থাপিত করবেন আমাদের কাছে।

প্রাক্-বঙ্কিম যুগের প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, যুক্তি ও চিন্তার স্বচ্ছতা, বক্তব্য বিষয়কে সরল স্পষ্টতায় ব্যক্ত করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাঙলা গদ্যকে যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উপযোগী বাহন করে তুলেছিলেন অপরদিকে তাঁদের রচনায় ক্রমশঃ মননশীলতার প্রকাশ ও সাহিত্য-রসসিক্ত হয়ে ওঠার আভাস মূর্ত হয়ে উঠছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভাধরের জন্যই যেন বাঙলা প্রবন্ধ, সাহিত্যে উন্নীত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। শিল্পীর কবি ব্যক্তিত্বের প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। প্রবন্ধ হ'ল প্রবন্ধ-সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙলা প্রবন্ধ একদিকে যেমন বহুবিষয় গ্রাহী—তত্ত্ব, সমাজ, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশপ্রেম, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি—হয়ে উঠে প্রবন্ধের ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর সীমা দান করল, অপরদিকে wit, humour-এর সমন্বয়ে এবং শিল্পীর লিপি চাতুর্যে, যুক্তির প্রাখর্যে বক্তব্যের স্পষ্টতায়, কবি-কল্পনার রঙে ও কৌতুক-শ্লেষের রসসিঞ্চনে তা মনের খোরাক হয়ে দাঁড়াল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা প্রবন্ধকে প্রবন্ধ-সাহিত্যে রূপান্তরিত করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালের অসংখ্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে অক্ষয়কুমার সরকার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির নাম অবশ্য উল্লেখ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এঁদের ছিল না ঠিক কথা, তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ এবং ভাব ও চিন্তাকে প্রকাশ করছিলেন তাকে লালন-পালন ও প্রসার করার প্রয়োজনে এঁদের ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য। এঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরকে এদিক থেকে বিশেষ প্রতিভাধর বলা যেতে পারে। বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে আর এক নতুন দিগন্তের সূচনা করল। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রবন্ধের আধারে সাহিত্য যা পাঠকের হাতে তুলে দিল আনন্দ রস বা অমৃত।

অক্ষয়কুমার দত্ত—বাঙ্‌লা গদ্যের আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০-১৮৮৬]। 'তত্ত্ববোধিনী' পর্বের ইনি একজন মহারথী। ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের রচনারীতি ছিল সাধুগদ্যভঙ্গি অথচ তা প্রাঞ্জল ও যথাযথ। বাঙলা গদ্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার পথপ্রদর্শক হিসাবে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম স্মরণ করা হয়। ইনি ছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক। বাংলা গদ্য গঠনে তাঁর দান অপরিসীম। তিনি প্রবন্ধকার হিসেবেই পরিচিত। অক্ষয়কুমারের প্রধান বইগুলি হচ্ছে : 'বাহ্য-বস্তুর সহিত মানসপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', 'চারুপাঠ' [তিন ভাগ], 'ধর্মনীতি' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়'। এ ছাড়া, কয়েকটি পুস্তিকাও তিনি লিখেছেন। জ্ঞানতপস্বী অক্ষয়কুমারের পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা বিস্ময়ের বিষয়। তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়', 'চারুপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ রচনায় একথার সত্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে। চিন্তার স্বচ্ছতা, যুক্তির বলিষ্ঠতা এবং তথ্যবিন্যাসের কুশলতা, অক্ষয়কুমারকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। জ্ঞানবিতরণ মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও তাঁর 'চারুপাঠ' এ সাহিত্যরসের উদ্বোধনও দুর্লক্ষ্য নয়।

'যদি জগতে কেবল কতকগুলি পরমাণু ও তাহার আকর্ষণ-গুণ থাকিত আর তাহার প্রতিবিধানার্থে কোন শক্তি না থাকিত তবে সমুদায় জড়পদার্থ পরস্পর দৃঢ়তর আকৃষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড

কেবল একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড হইত। কিন্তু তেজ নামে এক পদার্থ থাকাতে, ঐ প্রকার বিপত্তি ঘটনার নিবারণ হইয়াছে।'

—পদার্থবিদ্যা

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—৮৩ খৃঃ)—বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র কীর্তিমান পুরুষ। বাঙালীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক সময়ে তিনি অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। হিন্দু-কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ছাত্রজীবন শেষ করে কলকাতার প্রথম সর্বজনীন পাঠাগার 'দি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী'র সাব লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। পরে তিনি এই লাইব্রেরীর কিউরেটার এবং কাউন্সিলারের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্ম নামে খ্যাত। রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে তিনি মহিলাদের উপযোগী একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন—'মাসিক পত্রিকা'। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' আত্মপ্রকাশ করে—১৮৫৮ খৃঃ তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যান্য রচনা—মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, (১৮৫৯ খৃঃ); রামারঞ্জিকা (১৮৬০ খৃঃ) ; অভেদী (১৮৭১ খৃঃ) ইত্যাদি। 'রামারঞ্জিকা' একসময়ে বাঙালীর পরিবারে অবশ্যপাঠ্য নীতিগ্রন্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, 'অভেদী'তে ধর্মসমন্বয়গত ঔদার্যের একটি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তিনি রেখেছেন ; তাঁর 'মদ খাওয়া বড দায়'— তৎকালীন মদ্য পান নিবারণী আন্দোলনে 'সধবার একাদশী' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মতো বিশিষ্ট দায়িত্ব বহন করেছিল। 'আলাল'ই শেষ পর্যন্ত প্যারীচাঁদকে বাঙলা সাহিত্যে অমরত্বের আসন দিয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে প্রথম সামাজিক উপন্যাস তাঁর 'আলাল'। চরিত্র চিত্রণে, বিষয়বস্তুর গ্রন্থনে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও তাঁর 'ঠকচাচা', 'ভণ্ড শিক্ষক' প্রভৃতি টাইপ চরিত্রগুলি জীবন্ত এবং তাঁকে স্থায়ী যশ দান করেছে। প্যারীচাঁদের বাঙলা গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত—

১। "ঠকচাচা চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বলিলেন—মোর উপর এতনা টিটকারী দিয়া বাত হচ্ছে কেন? মুই তো এ সাদি করতে বলি —একটা নামজাদা লোকের বেটি না আনলে আদমির কাছে বহুত সরমের বাত, মুই রাতদিন ঠেওরে ঠেওরে দেখেছি যে, মণিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি —তেনার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়··" ("আলালের ঘরে দুলাল")

চলিত বা কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রথম প্রচেষ্টা করে প্যারীচাঁদ মিত্র আধুনিকতার ধাপে অনেকখানি তুলে দিয়ে গেলেন বাঙলা ভাষাকে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারদের অন্যতম হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৭-১৮৯৭]। পাশ্চাত্যশিক্ষা ও পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার যুগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তিনি ছিলেন বিখ্যাত হিন্দুকলেজের ছাত্র। কবি মধুসূদন দত্ত ছিলেন তাঁর সহপাঠী। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশের সন্তান তিনি। হিন্দুর সামাজিক আচারপ্রথা, হিন্দুর জীবনাদর্শ ও ধর্মাদর্শকেই তিনি ভালবেসেছেন। কিন্তু তিনি সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না। কারণ, ইংরেজীশিক্ষা তাঁকে যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত করে তুলেছিল। যুক্তির কঠিন ভিত্তির ওপর হিন্দুর জাতীয় ভাবধারাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন।

'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ', প্রভৃতি প্রবন্ধই ভূদেবচন্দ্রকে বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। অক্ষয়কুমারের প্রবর্তিত প্রবন্ধরীতির ধারা তাঁর হাতে লক্ষণীয় পূর্ণতা পেয়েছে। স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা তাঁর রচনার সবচেয়ে বড়ো গুণ। ভূদেবচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকের সৃষ্টিশীল লেখনীর পরিচায়ক। ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা হিসাবে তার নাম করা হয়। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয়, সেকালের অনেক লেখকই ভূদেবচন্দ্রের লেখার অনুসারী ছিলেন।

ভূদেবচন্দ্রের গদ্য রীতির দৃষ্টান্ত—

১। "বস্তুতঃ, পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশ নাই। যে দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাণু সমস্ত কতক বায়ুতে আর কতক পৃথিবীতে থাকে। আবার, সেই সকল পরমাণুই সংযুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যে মিশ্রিত হয়। যে স্থলে শবদাহ হয় সেই স্থানের মৃত্তিকাতে ঐ শব শরীরের কতক পরমাণু থাকে—ঐ স্থানে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহার মূল দ্বারা ঐ সকল পরমাণু কতক উঠিয়া আইসে, এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিজ্জশরীর সৃষ্ট হয়⋯।"

'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'

২। "একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণনিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে,

পথিক শ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণভক্ষণার্থ রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।' —'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাসূর্যের সর্বতোমুখী কিরণরেখা বাঙলা সাহিত্যকে রূপে, রঙে, রসে পূর্ণ করেছে। তিনি মূলতঃ শিল্পী, তাই তাঁর সব রচনাই সৃষ্টিধর্মী। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রভাত-সূর্য—তাঁর হাতে বাঙলা গদ্য তথা প্রবন্ধ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেবকে অতিক্রম করে এসে সাহিত্য পদবাচ্য হল। আবার যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যসমন্বিত সুকর্ষিত খাঁটি প্রবন্ধও, তিনি রচনা করেছেন।

বঙ্কিম-প্রবর্তিত গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তিনি প্রাচীন সংস্কৃত রীতি এবং সদ্য প্রচলিত আলালী রীতি ত্যাগ করে উভয়ের সমন্বয় করে একটি সাবলীল রসসম্পৃক্ত সাহিত্য-রীতির প্রবর্তন করলেন—শিল্পীর ব্যক্তিত্ব তাতে স্পষ্ট লক্ষ্য হল। সেই রীতি পরবর্তীকালে সকলের আদর্শ হয়ে দাঁড়াল। এত কাল পরে আদর্শ ভাষার সৃষ্টি হল। বাঙলা গদ্যরচনায় সংস্কৃতজ ও খাঁটি বাঙলা শব্দ কি পরিমাণে গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় বঙ্কিম তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ভাষা সহজবোধ্য ও বিষয়ানুগত হল, সরলতা, স্পষ্টতা ও সৌন্দর্যস্বাদ পেল। লেখায় অশ্লীলতার কোন স্থান রইল না। এই হল বাঙলা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। এ রীতিটিই 'বঙ্কিমী রীতি' নামে পরিচিত।

অবশ্য 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার [১৮৭২] পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা অনেকটা সংস্কৃতানুসারী ছিল। 'বঙ্গদর্শন'-এর পর বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার ক্ষেত্রে নিজস্বতার পরিচয় দিলেন।

প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্যসমালোচনা ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। কাব্যধর্মী, এবং যুক্তিবাহী ও মননপ্রধান উভয় প্রকার গদ্যই তিনি লিখেছেন। তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' ব্যক্তিত্বচিহ্নিত মননধর্মী, Wit ও Humour এর বিদ্যুৎ-মেঘে অনবদ্য এক শিল্পসৃষ্টি। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ঠিক প্রবন্ধ নয়—এক রসবস্তু। 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'সাম্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', ইত্যাদিতে বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিধর্মিতার দিকটি তুলে ধরেছেন। তথ্য, তত্ত্ব, যুক্তির ভাষা আর সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি প্রকাশের ভাষা যে এক নয়, তা বঙ্কিমচন্দ্রই স্পষ্ট প্রমাণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথের অমর উক্তিতে আমরা উপসংহার করি, "তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃ-স্পর্শে জড়ত্ব-শাপমোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় দৃষ্টান্ত—

॥ ১ ॥ '৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।…প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল। ক্রমে নৈশগগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে অশ্ব-চালনা অতি কঠিন হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিলেন।'

—'দুর্গেশনন্দিনী'

॥ ২ ॥ মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ—সকলেরই এক-একটি বহ্নি আছে। সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে। কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। আবার, সংসার কাচময়—কাচ না থাকিলে সংসার এতদিনে পুড়িয়া যাইত।… বহ্নি কী, আমরা জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না তো কী? —'কমলাকান্তের দপ্তর'

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—বঙ্কিম-রবীন্দ্রের সমসাময়িক যুগের বাঙলা সাহিত্যে আর একজন প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বলখ্যাতিসম্পন্ন প্রবন্ধকার হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। প্রবন্ধরচনায় তিনি একটা প্রতিভা, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। বিজ্ঞানের ভূমিতে রামেন্দ্রসুন্দরের সঞ্চরণ নির্বাধ হলেও আরো বহুবিধ বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রখর ছিল। এদিক থেকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উত্তরসূরী। বিজ্ঞান তত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ের অনুরাগী ছিলেন তিনি, এবং তাঁর

অধ্যয়নের পরিধি ছিল বিস্তৃত। তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর দুরূহ বিষয়কে প্রাঞ্জল ভাষায় সরস করে বাণীবদ্ধ করতে পারতেন।

রামেন্দ্রসুন্দর শুধু বিজ্ঞান-আলোচনায় কৃতিত্ব দেখান নি, দর্শন এবং সাহিত্যালোচনাতেও সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তাঁর রচনা সম্বন্ধে খ্যাতিমান সমালোচক সুরেশ সমাজপতি বলেছেন: 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্রসঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল।' কথাগুলিতে অতিশয়োক্তি নেই। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের ভাষা সারল্য সুষমায় মণ্ডিত, প্রসাদগুণপূর্ণ, স্বচ্ছন্দ, ও সাবলীল। কী দর্শন, কী বিজ্ঞান, কী সৌন্দর্যতত্ত্ব, কী সাহিত্যের আলোচনা-কালে কখনও কৌতুক, কখনও পরিহাসরসিকতা কখনও ভাব-গভীরতার মধ্যে দিয়ে তিনি তার প্রবন্ধগুলিকে কালজয়ী করে গেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থগুলির নাম তার বহুবিষয়-গ্রহিতার দিক ইঙ্গিত করে; যেমন—'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিতকথা', 'শব্দকথা', 'যজ্ঞকথা', 'জগৎকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', ইত্যাদি।

রামেন্দ্রসুন্দর সাধুগদ্যের চর্চাই করেছিলেন বেশি। কিন্তু চলতি গদ্যেও তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। চলতি ভাষা-আশ্রয়ী 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রামেন্দ্রসুন্দরের উল্লেখযোগ্য একটি রচনা।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হল:

॥ ১ ॥ 'জড়ের সহিত গতির এই সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া জড়ের একটা লক্ষণ পাওয়া যায়। জড় কি? না, যাহা গতিশীল নয়। গতি কি? না, স্থানপরিবর্তন। অমুক দ্রব্য গতিশীল অর্থাৎ কিনা, উহা এক্ষণে এখানে ছিল, পরক্ষণে ওখানে গেল।' —'জিজ্ঞাসা'

॥ ২ ॥ 'জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেন-না, জননী ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেইজন্য জন্মকালনির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠির একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকালনির্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতা প্রদর্শনে বড়ই লজ্জা বোধ হয়।'

—'প্রকৃতি'

॥ ৩ ॥ 'বন্দে মাতরম্। বাঙ্‌লা নামে দেশ। তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পার হয়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে

প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বসলেন।'

—'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'

১৭ প্রশ্ন। বাঙলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাটি সংক্ষেপে বিবৃত কর (মধুসূদন দত্তের পূর্ব পর্যন্ত)। এই প্রসঙ্গে নাটক বলতে কি বোঝ, তা লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর : (ক) নাটক হল জীবনেরই একটি গতিমান রূপ। এই গতি আসে জীবনের আবেগ-উৎক্ষেপ থেকে, জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে। তা হলে, দ্বন্দ্বময়, সুখ-দুঃখ-কামনা-বাসনা আন্দোলিত এই জীবন যখন শিল্পিত হয়ে ওঠে কোন কথাবস্তুর মধ্যে, এবং সেই কথাবস্তু যদি একমুখী নদীর মত জীবনেরই গতিছন্দে দ্রুতপরিণতির পথে অগ্রসর হয়ে যায়—তবে তাকে নাটক বলা যেতে পারে। নাটকে আছে একটি কাহিনীবৃত্ত, গতিশীল চরিত্র, চরিত্রোপযোগী প্রাণময় সংলাপ, সুনির্দিষ্ট কালখণ্ডের ঐক্য (স্থানিক ঐক্য রাখতে পারলে খুবই ভাল), ক্রিয়াশীল ঘটনাপুঞ্জের গতির ঐক্য এবং সর্বোপরি শিল্পীর জীবনদর্শন। কিন্তু নাটক যেহেতু মূলতঃ দৃশ্যকাব্য, অতএব একে আনুকূল্য করবে রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় এবং দর্শকমণ্ডলী। এই সব মিলিয়েই নাটক। নাটকের মধ্য দিয়েই একটি জাতির কৃষ্টি-কলা-ঐতিহ্য, তার আচারব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই ফুটে ওঠে। জনৈক সমালোচকের উক্তিতে "A nation is known by its theatre."

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস খুব বেশীদিনের নয়, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বলা যেতে পারে। যদিও জন্মলগ্নটি অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে। ১৭৯৫ খৃঃ হেরাসিম লেবেডেফ (বা গেরাসিম লেবেডেফ) নামে জনৈক রুশ ভদ্রলোক "The Disguise" এবং "Love is the Best Doctor" এই দু'খানি ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করে অভিনয় করিয়েছিলেন। বাংলা নাটকের যাত্রাপথ এখান থেকে শুরু হলেও ধারাবাহিক ইতিহাস এখান থেকে নয়। তার কারণ মৌলিক বাংলা নাটক লেখার প্রচেষ্টা আরও কিছুকাল পরে দেখা গেছে—উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সম্ভবতঃ।

কিন্তু ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নাট্যানুবাদ একেবারে বন্ধ থাকে নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত কাব্যনাট্যগুলির অথবা সেক্সপীয়রের নাটকগুলির বঙ্গানুবাদ করা হত এবং অভিনীত হত। অবশ্য ১৮৭২ সালের আগে বাঙালীর কোন সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধনীদের গৃহে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আনন্দ-বিতরণের জন্য দুটি-একটি করে ব্যক্তিগত রঙ্গালয় তখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং অনুবাদ-নাটকগুলির অভিনয় হয়েছে। ১৮৩১ খৃঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ীতে হিন্দু থিয়েটার হল বাঙালী পরিচালিত প্রথম নাট্যালয়। এখানে সেক্সপীয়রের নাটক ও 'উত্তররাম চরিতে'র ইংরেজী অনুবাদ অভিনীত হয়েছিল। ১৮৩৫ খৃঃ নবীন বসুর গৃহে একটি নাট্যালয় খোলা হয় নাট্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য। এখানে প্রথম বাংলা নাটক 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। এ ছাড়া আরও দুটি-একটি ব্যক্তিগত নাট্যালয়ের কথা শোনা গেলেও মধুসূদন প্রার্থিত "Our National Theatre" গড়ে ওঠার জন্য বাঙালীকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৭২ সালে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুষ্টিমেয় ধনীর রসানন্দলাভ তখন থেকে সাধারণ্যে বিস্তৃত হল। নাটক রচনার উৎসাহ-উদ্দীপনাও সেইহেতু বহুগুণ বর্ধিত হল।

১৮৫২ সাল থেকে, অনুকৃতি-প্রধান হলেও বাংলা নাটক রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গেল। এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় নাটক বলতে অনুবাদ-নাটকই ছিল তার পরিচয় এবং এ অনুবাদ কখনও সংস্কৃত থেকে, কখনও ইংরেজী থেকে। ১৮৫২ সাল থেকে বাঙালীর নাট্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য বাংলার নিজস্ব নাটক রচনার যে প্রচেষ্টা দেখা গেল, তাকে প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর নাটকের প্রভাবপুষ্ট তৃতীয় এক শ্রেণীর নাটক বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এই যুগের রচিত নাটকগুলিতে যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির সজ্ঞান অনুকরণ দেখা গেল। অনুকরণ হলেও তারা অনুবাদ নয়—তাই এই সময় থেকেই বাংলা নাটক রচনার উদ্ভব হল বলা চলে। এবং এই উদ্ভবকালে যাঁদের নাম অবশ্য স্মরণযোগ্য তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রধান—যোগেন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার এবং হরচন্দ্র ঘোষ।

১৮৫২ সালে যোগেন্দ্র গুপ্ত "কীর্তিবিলাস" নাটক রচনা করেন। নাটকটিকে বাংলা ভাষায় প্রথম ট্রাজিক নাটক বলে ধরা হয়। নাট্যকারও এই নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন: "ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান

করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র।" সার্থক ট্রাজেডী নয় নিশ্চয়, কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে এই প্রথম বিদ্রোহ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি জানতেন "হর্ষ ক্ষণিক, কিন্তু করুণা বহুকালস্থায়িণী।" (কীর্তিবিলাস—ভূমিকা)

এই নাটকের কাহিনীটি রূপকথার বিজয়বসন্ত জাতীয় কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে। রাজা চন্দ্রকান্তের প্রথম বিবাহের দুই পুত্র—কীর্তিবিলাস ও মুরারী। বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক রাজা দ্বিতীয় বিবাহ করলেন। সেই সুন্দরী ভার্যা কীর্তিবিলাসকে ভালোবাসতে গিয়ে প্রত্যাখাত হয়ে তার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন এবং রাজার কাছে জঘন্য নালিশ করে কীর্তিবিলাসের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। বৃদ্ধ রাজা শোকে প্রাণত্যাগ করলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে যান। কীর্তিবিলাসের প্রাণান্ত হয়েছে ভেবে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করে এবং কীর্তিবিলাস ফিরে এসে সব শুনে প্রাণত্যাগ করে।

এই ধরনের বিয়োগান্ত নাটক বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। যাই হোক, নাটক হিসাবে "কীর্তিবিলাস" নিঃসন্দেহে প্রকৃত নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। তার কারণ, নাটকের প্রাণ যে গতি (action), সেই গতিরই অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। চরিত্রগুলিও অস্পষ্ট এবং নিষ্ক্রিয়। ট্রাজেডীর উচ্চ সুরে নাটকখানি বাঁধা সম্ভব হয় নি—কতকগুলি মৃত্যুর ছড়াছড়িতে একটি করুণ সুরের রেশ নাটকটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। নাটকটি সম্বন্ধে আরও একটি কথা স্মর্তব্য এই যে, নাট্যকার সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করে "প্রস্তাবনা", "নান্দী" ইত্যাদির আশ্রয়ে "কীর্তিবিলাসে" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। নাটক হিসাবে "কীর্তিবিলাসের" কোন নাম না থাকলেও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এই একই সালে "কীর্তিবিলাসের" কয়েক মাস পরে তারাচরণ শিকদারের "ভদ্রার্জুন" (১৮৫২) প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি প্রথম মিলনান্তক (comedy) নাটক। ইংরেজী আদর্শ অনুসরণ এবং সংস্কৃত নাট্যরীতির সুস্পষ্ট বর্জনের চেষ্টা দেখা যায় এই নাটকে। নাট্যকার ভূমিকায় লিখেছেন : "এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে য়ুরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক

সম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধর ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি সজ্জান পাশ্চাত্য অনুসরণ থাকলেও ভাষা ও সংলাপ রচনায় লেখক প্রাচ্য রীতিকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণের মহাভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। প্রধান চরিত্র অর্জুন-সুভদ্রাই নাটকে সুস্পষ্টতা লাভ করে নি। সংলাপ-রচনাও আড়ষ্ট। তথাপি নাটকটিতে কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র বেশ সুন্দর হয়ে ফুটেছে, ঘটনাও স্থানে স্থানে সরস হয়েছে। "ভদ্রার্জুন"ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

এই যুগের পরবর্তী নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ। এঁর লেখা চারখানি নাটক পাওয়া যায়। "ভানুমতী চিত্তবিলাস" (১৮৫৩) সেক্সপীয়রের "Merchant of Venice" অবলম্বনে রচিত। "কৌরববিয়োগ নাটক" লেখেন তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। "চারুমুখ চিত্তহারা" (১৮৬৪ খৃঃ) সেক্সপীয়রের "Romeo Juliet" অবলম্বনে লেখা ; এবং সর্বশেষ নাটক "রজতগিরি-নন্দিনী" লেখেন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে।

"ভানুমতী চিত্তবিলাস" ও "চারুমুখ চিত্তহরা" নাটক দুটি অনুবাদ না হলেও সেক্সপীয়রের নাটক অবলম্বনে রচিত। কিন্তু কোনটি বিশেষ জনসমাদর লাভ করে নি। নাটক হিসাবেও তাদের স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে না। সমাজ-

লেখকের "কৌরববিয়োগ" নাটকটিও উৎকৃষ্টতর পরিণতি পারে নি। গোটা রচনাটিই ছিল বিবরণমূলক কথোপক ক রূপ, মধুসূদনের গল্প বলার ভঙ্গীর মতো। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের ধার স্থান-নৈপুণ্যে, চরিত্র- দিক থেকে হরচন্দ্র ঘোষের নাম স্মর্তব্য। of action) রক্ষার

এ পর্যন্ত নাটক লেখার আর্তি দেখা গেলেও প্রকৃত জীবনেরই রসরূপ হয়ে লেখা হয় নি—হওয়া সম্ভবও ছিল না এই উদ্ভবকালে। রামনা... সর্বপ্রথম এসে আমরা প্রথম নাট্যিক গুণের বিকাশ লক্ষ্য করতে পারি। প্রকৃত সংলাপ রচনা নাটকের সিদ্ধির অন্যতম কারণ। নাটুকে রামনারায়ণের "কুলীন কুল-সর্বস্ব" (১৮৫৪ খৃঃ) নাটকে প্রথম আমরা নাটকীয় সংলাপ-রচনার পরিচয় পাই। প্রতিযোগিতার জন্য লেখা এই নাটকখানি লেখককে সাফল্য ও সম্মান দুই-ই দিয়েছিল। সমাজে কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে একটি আর্ত চীৎকার, চাপা একটি প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এখানে। সমাজ ও জনজীবনের সুস্পষ্ট ছাপ এই প্রথম পাওয়া গেল। আঙ্গিকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় রীতির

প্রভাব বর্তমান। কাহিনী-গ্রন্থনে এবং ঘটনার উপস্থাপনায় শিথিলতা লক্ষ্য করা গেলেও এবং নাটকীয় ভাষা সর্বত্র বিদ্যমান না থাকলেও স্থানে স্থানে ছুটি-একটি সংলাপ কোন কোন চরিত্রকে এত প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল করে তুলেছে যে লেখকের কৃতিত্ব সহজেই চোখে পড়ে। সবচেয়ে বড় প্রশংসার কথা, প্রথম এই প্রত্যক্ষ জীবন এবং সামাজিক সমস্যা নাট্যাকারে রূপ দেওয়ার চেষ্টা। তাই ত্রুটিবিচ্যুতি সত্বেও এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

এর পর একে একে চারিখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন—(১) বেণীসংহার (১৮৫৬), (২) রত্নাবলী (১৮৫৮), (৩) অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০), (৪) মালতী-মাধব (১৮৬৭)। এই নাটক চারখানির বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় নেই। "রত্নাবলী"র ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন মধুসূদন দত্ত। এর অভিনয় দেখে তিনিই প্রথম আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন যে বাংলা দেশে প্রকৃত নাটক রচিত হওয়া উচিত, এবং নিজেই সেই ভার গ্রহণ করেছিলেন।

রামনারায়ণের অন্যান্য নাটকগুলি হল রুক্মিণীহরণ (১৮৬১), কংসবধ (১৮৭৫) ধর্মবিজয় (১৮৭৫), এবং নবনাটক (১৮৬৬)। "নবনাটক"ও একখানি না৺ন্দিক সমস্যাসঙ্কুল মৌলিক নাটক।

নি। তাঁর ণ সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ নাট্যাঙ্গিক
এখানে পরিলা অথবা সত্যকার নাট্যকলা-রচনার জন্যেও নয়—উনিশ শতকের
উচ্চ স্বরে নাটকথ। জ ও জাতীয় আকুতি নাট্যাকারে রূপ দেওয়ার চেষ্টাই
একটি করুণ স্বরের ে া সিদ্ধি আনয়ন করে।
একটি কথা স্মর্তব্য এই
"নান্দী" ইত্যাদির কে রামনারায়ণ পর্যন্ত নাট্যকারদের নাটকগুলিকে নাটকের
ঘটাবার ে।ণ লগ্নের পর্যায়ে ধরা হয়ে থাকে। সত্যকার নাটক রচনার পথ প্রস্তুত করেছিলেন এই সব নাট্যকারেরা। এঁদের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং সম্ভাবনাময় সিদ্ধির ইঙ্গিত লক্ষ্য করেই পরবর্তীকাল থেকে প্রকৃত নাটক রচিত হ'ল। মধুসূদন দত্ত হলেন সেই অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তি যিনি রচনা করলেন প্রথম মৌলিক ট্রাজেডী 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), প্রথম সামাজিক ব্যঙ্গ-কৌতুকমূলক প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। নাটকের প্রাণ যে গতি, এবং যে নাটকীয় সংলাপ ও ঘটনা-সংস্থান চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল করে তোলে মধুসূদনের নাটকে

তার প্রথম প্রকাশ এবং দীনবন্ধু মিত্র ও তৎপরবর্তীদের মধ্যে তার আবর্তন ও ক্রমবিবর্তন।

প্রশ্ন : ১৮৭-বাংলা নাট্যক্ষেত্রে মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের অবদান ও কৃতিত্ব বিচার কর।

উত্তর : (ক) **মধুসূদন দত্ত** (১৮২৪-৭৩ খৃঃ) বাংলার জাতীয় জীবনে—সমাজে ও মনে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও ভাবসংঘাতের ফলে যে একটি আমূল পরিবর্তন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিলে উনবিংশ শতকের সূচনা থেকেই, তারই ছায়া পড়েছিল সমসাময়িক কালের কবি ও লেখকদের চিন্তাধারায় এবং কাব্যে, তেমনি নাটকেও। কিন্তু যুগীয় চেতনা এবং নবজীবনার্তিকে সুসমন্বিত রূপ দেওয়ার মতো নাট্যিক প্রতিভা ছিল না যোগেন্দ্র গুপ্ত থেকে রামনারায়ণ পর্যন্ত কারুরই। এঁরা সকলেই মিলিতভাবে পথ-নির্মাতার ভূমিকায় এসেছেন এবং মধুসূদন-দীনবন্ধুর বলিষ্ঠ আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছিলেন নিঃসন্দেহে। সেদিক থেকে এঁদের কারুরই কীর্তি কম নয়। (সমুত্তীর্ণ কৈশোরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এবং অনাগত যৌবনের উদ্দীপনা ও এষণাকে রেনেসাঁসের বৈপ্লবিক আদর্শমণ্ডিত করে আবির্ভূত হলেন মধুসূদন দত্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে।) তাঁর নাটকে প্রথম ধরা পড়ল একদিকে অখণ্ড জীবনবোধ, সমাজ-সচেতনতা এবং অন্যদিকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের রূপাঙ্গিক সমন্বয়।

নাটকের মূলসূত্র যে দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জীবনের গতিশীল রূপ, মধুসূদনের নাটকগুলিতে তা প্রথম সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ঘটনা-সংস্থান-নৈপুণ্যে, চরিত্র-চিত্রণে, সংলাপ-যোজনায় এবং ক্রিয়াগত ঐক্য (unity of action) রক্ষার চেষ্টায় এবং সর্বোপরি জীবনের মূল্যবোধে নাটকগুলি জীবনেরই রসরূপ হয়ে উঠল। পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডীর গভীর-গম্ভীর-বিষাদময়তার সুর সর্বপ্রথম তাঁর নাটকেই ছড়িয়ে পড়ল। বিরাট চরিত্রের বিরাট পতন ('fall of a greatman') হেতু ট্রাজেডীর যে ভীতি-বিস্ময়-মহিমাবোধ সমন্বিত ('awe allied with grandeur') রসবিমোক্ষণ তা আমরা প্রথম পেলাম 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-শ্লেষের খোঁচায় তিনিই প্রথম সামাজিক প্রহসন রচনা করে আমাদের জীবনের অসঙ্গতি-ক্ষুদ্রতা-নীচতার সরস চিত্র অঙ্কন করেছেন মানব-জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও সমবেদনা নিয়ে। নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার জীয়নকাঠির স্পর্শে মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকে

প্রাণসঞ্চার করলেন। সেই অমর প্রতিভার সামান্যতম নিদর্শন দেওয়ার চেষ্টায় তাঁর নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করতে গিয়েই মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথম অনুভব করেন যে, বাংলা ভাষায় প্রকৃত নাটক লেখার প্রয়োজন কতখানি। এবং তিনি নিজেই সেই ভার গ্রহণ করেন। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৯) মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্যফসল। অনেকের ধারণা মধুসূদন প্রথমাবধিই পাশ্চাত্য রীতির প্রয়োগে তাঁর নাটকগুলি রচনা করেন। গৌরদাস বসাককে লেখা পত্রে স্বয়ং কবিও একই ধারণা পোষণ করেছেন। কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা'র ভাববস্তুতে তো বটেই আঙ্গিকগঠনেও সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

'শর্মিষ্ঠা'র মূল কাহিনী মহাভারত অবলম্বনে রচিত। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় 'শর্মিষ্ঠা'র মধ্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর বহুল প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। মধুসূদনের যযাতিতে কালিদাসের দুষ্মন্তের এবং বিদূষকে মাধব্যের ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু শর্মিষ্ঠার চরিত্রটি কবি তাঁর অন্তরের মাধুরী দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজকন্যার দাসীত্বের মধ্যে তার তপস্বিনীমূর্তিটি তিনি অঙ্কন করেছেন। নারীচরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন দক্ষ। দেবযানীকেও তিনি ঘৃণা করে তোলেন নি, বরং বঞ্চিতা নারীর মর্মদাহে সে আমাদের অনুকম্পাভাজন হয়েছে। নাটকটি ত্রুটিমুক্ত নয় নিশ্চয়, কিন্তু প্রাথমিক প্রচেষ্টায় লেখক অভাবিত সাফল্যলাভ করেছেন বলেই অনেকের বিশ্বাস।

এর পর মধুসূদন দু'খানি সামাজিক প্রহসন রচনা করেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। এই প্রহসন দুটিতে রোমান্টিক কবি মধুসূদন আশ্চর্যরূপে স্মিতবাক্। সমাজের অসঙ্গতি, ব্যাভিচারিতা, নব্য শিক্ষিতের চারিত্রিক অধঃপতন, সভ্যতার প্রহসন ও সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে মধুসূদনের তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ স্পষ্টলক্ষ্য।

'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ইয়ং-বেঙ্গলদের প্রতিভূ শ্রেণীর চরিত্র হল নব এবং কালী। এদের মুখের সংলাপ আশ্চর্যভাবে জীবন্ত। নব্য শিক্ষাভিমানীর হাতে আমাদের সভ্যতা কিভাবে লাঞ্ছিত এবং তাদের চারিত্রিক অধঃপতন কিভাবে সামাজিক জীবনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে তার মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন মধুসূদন। কথ্যভাষার প্রকৃত নাটকীয় সংলাপের সামান্যতম নিদর্শন এখানে দেওয়া গেল—নব : আর ভাই বলবো কি? কর্তা

এতদিন পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ি থেকে বেরনো ভার।

কালী: কি সর্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি?

"বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ"র বাগভঙ্গী আরও কৌতুককর এবং প্রাণবন্ত। কপট ধর্মাচারী কামার্ত বৃদ্ধ জমিদার তার সহায়ক গ্রাম্য কুটনী পুঁটি এবং জনৈক মুসলমান প্রজার পত্নী ফতিমার চরিত্র-সৃষ্টি লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা, জীবনরসবোধ এবং বলিষ্ঠ লেখনীর পরিচয়বাহী। এই প্রহসনের সংলাপের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

ফতিমা: পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোরে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি: আর মর্, একশো বার ঐ এক কথা? বাবু এত কবে বল্‌চো তবু কি তোর আর মন ওঠে না?……ইত্যাদি।

মধুসূদন দত্তের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) গ্রীক পুরাণের 'Apple of Discord'-এর ভারতীয় চিত্ররূপ বলা যেতে পারে। সৌন্দর্য নিয়ে শচী, রতি ও কুবেরপত্নী মুরজার দ্বন্দ্বে রাজা ইন্দ্রনীল রতির পক্ষে রায় দেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি লাভ করেন পদ্মাবতীকে। এর পর ইন্দ্রনীলের জীবনে শচীদেবীর রোষ নেমে এলেও নাটকটি মিলনাত্মক। এ নাটকেও সংস্কৃত রীতির এবং ভাবকল্পনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটকের জন্য পৃথক সংলাপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন দূরদ্রষ্টা মধুসূদন। এই নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত। গানগুলি ছাড়া নাটকটির দৌর্বল্যের কথা অস্বীকার করা যায় না।

মধুসূদনের প্রতিভার প্রকৃত নিদর্শন মিলবে "কৃষ্ণকুমারী" নাটকে (১৮৭১)। টডের "রাজস্থান" থেকে নাট্যকাহিনীটি সংগৃহীত। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: "ইতিহাস অবলম্বনে বাংলায় নাটক লেখা এই প্রথম।" উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় জয়পুররাজ জয়সিংহ এবং মেরুদেশাধিপতি মানসিংহ উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উদয়পুর আক্রমণে বদ্ধপরিকর হন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য শেষ পর্যন্ত উদয়পুর রাজ ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারী প্রাণবিসর্জন দেয় এবং সমস্ত নাটকটিতে ছড়িয়ে পড়ে উদার গম্ভীর এক বিষাদের সুর।

নাটকটিতে বিলাসবতী, ধনদাস এবং মদনিকার চরিত্রগুলি তুলির স্বল্প টানেই মধুসূদন জীবন্ত করে তুলেছেন। নাটকের প্রাণ যে action তার প্রথম সার্থক পরিচয় এই নাটকখানিতে। নাটকটি ত্রুটিমুক্ত নয় একথা সত্য, তথাপি 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ও চিরগৌরবের আসনটি অধিকার করে থাকবে।

মধুসূদনের সর্বশেষ নাটক 'মায়াকানন'। নাটকটি তেমন উল্লেখ্য নয়।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩ খৃঃ) মধুসূদন দত্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম আলোকস্তম্ভ। আলোর নিশানা তিনি ভবিষ্যতের দূর অন্ধকার পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদনের সমসাময়িক ছিলেন। মধুসূদনের রোমান্টিক কবিমনকে নিপীড়িত মানুষের অন্তরের বিক্ষোভ ও রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যেখানে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে নি, দীনবন্ধু মিত্রকে তা স্পষ্টতই নাড়া দিয়েছে। পীড়িতের অন্তরের বেদনা ও ক্ষোভ তাঁর সহানুভূতিশীল হৃদয়কে স্পর্শ করেছে এবং লেখনীমুখে আশ্রয় নিয়েছে। "নীলদর্পণ" নাটকই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

"নীলদর্পণ" নাটক (১৮৬০) লিখেই দীনবন্ধু মিত্রের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। প্রথমে নাটকটির নাম ছিল "নীলদর্পণম্ নাটকম্" এবং লেখকের পরিচয়ও গোপন করা হয়েছিল। ছদ্মনামটি ছিল: "নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্।"

নাটকটি লেখার পটভূমিকা হল—নীলকর সাহেবদের দরিদ্র-ভীরু-অসহায় নীলচাষীদের ওপর অত্যাচার। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল এই পীড়ন। সাহেবরা জোর করে গরীব চাষীদের ভালো ভালো আবাদী জমিতে নীলচাষের জন্যে দাগ মেরে যেত, নীল না বুনলে তাদের দুর্গতির সীমা থাকত না। জমি-জমা কেড়ে নেওয়া হত, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হত, আবার কখনও বা শ্যামচাঁদের সোহাগে তাদের পঞ্চত্বলাভও ঘটত। নীলকর সাহেবদের এই মর্মান্তিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা দিল। হরিশ মুখুজ্জে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রথম এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং লেখাগুলি বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। দীনবন্ধু মিত্র প্রথম সাহিত্যের মাধ্যমে একদিকে এই নৃশংসতা ও পাশবিকতা এবং অন্যদিকে পীড়িত অসহায়ের ব্যথাকরুণ চিত্রের জীবন্ত রূপ দিলেন—যদিও লেখকের রাজদ্রোহিতা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দেশীয় প্রজাপুঞ্জের দুঃসহ লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষ চিত্র উদ্ধার

করে "প্রজা-জননীর"র করুণা উদ্রেক করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। সেদিক থেকে নীলদর্পণের ঐতিহাসিক মূল্য সর্বজনস্বীকৃত।

নাটক হিসেবে "নীলদর্পণ" যথেষ্ট সমালোচনার যোগ্য। ছোট কয়েকটি চরিত্র ছাড়া প্রধান চরিত্রগুলি দ্বন্দ্বহীন, এবং কিছুটা আড়ষ্ট বা প্রাণহীন বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের শিল্পি-স্বভাব সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন: "তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন।" বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের শিল্প-সিদ্ধির মূলে দুটি গুণ লক্ষ্য করেছিলেন—(১) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এবং (২) অপরিসীম সহানুভূতি। এই নাটকখানিতেও যেখানে নাট্যকার আপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছেন সেখানে ঘটনা ও চরিত্র-চিত্রণে তিনি পরম দক্ষ শিল্পী হয়ে উঠেছেন। কর্মব্যপদেশে তিনি বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন এবং বহু নিম্নশ্রেণীর চবিত্রের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাই তাঁর হাতে তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী, পদী ময়রাণী এত প্রাণবন্ত। এদের মুখের উপযুক্ত সংলাপ যোজনা করেই নাট্যকার এই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অপরদিকে, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা এরা কেউই তেমন সহজ সাবলীল নয়। তার কারণ অভিজাত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা দীনবন্ধু মিত্রের তেমন প্রচুর ছিল না।

নাটকটির সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, নাট্যকার ট্রাজেডী করতে চাইলেও পরপর কয়েকটি অভাবিত হত্যা-দৃশ্যের মধ্য দিয়ে করুণরস থেকে বীভৎস রসেই পরিণতি দেখা যায় নাটকটির। ফল কথা, 'নীলদর্পণ" নাটক হিসেবে উৎকৃষ্ট না হলেও বাংলার "Uncle Tom's Cabin" হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়: "টম কাকার কুটির আমেরিকার কাফ্রিদের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্ব-মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।" (দীনবন্ধুর কবিত্ব)

"নবীন তপস্বিনী" (১৮৬৩) দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় নাটক। নাটকটির দুটি ভাগ—একটি রোমান্টিক কাহিনীর অংশ, বিজয়-কামিনী এই অংশের। সমগ্র নাটকটিরও তারা নায়ক-নায়িকা। সুর এর গুরুগম্ভীর, অথচ মঙ্গল-পরিণামী। দ্বিতীয় অংশ জলধর-জগদম্বার কাহিনী। হাস্যরস পরিবেশনের জন্য আনা হয়েছে নিম্নশ্রেণীর এই চরিত্র দুটিকে। প্রথমোক্ত চরিত্র দুটির চেয়ে

শেষের দুটিই দীনবন্ধুর হাতে অধিকতর প্রাণময় হয়ে উঠেছে। তবে দীনবন্ধুর হাস্যরস অনেকস্থলেই সুরুচিপূর্ণ নয়। এদিক থেকে তিনি গুরু ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি বলেই বিশ্বাস।

"সধবার একাদশী" (১৮৬৬) দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রহসন। নাটকটিতে নব্যবঙ্গ যুবক-সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে ও আবর্তে চারিত্রিক অধঃপতন, ব্যভিচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে নাট্যকার অতি সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। নিমচাঁদ এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। কেউ কেউ সন্দেহ করেছিলেন এই নিমচাঁদ স্বয়ং মধুসূদনেরই প্রতিকৃতি। নাট্যকার অস্বীকার করেছেন একথা। নিমচাঁদের মতো উচ্চশিক্ষিত ভদ্রবংশের ছেলেও মদ্যপান ও ব্যভিচারিতার ফলে কি ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সকল সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে অটল ভোলা প্রমুখ উচ্ছৃঙ্খল ধনী যুবকদের সঙ্গদোষে, তারই জীবন্ত চিত্র "সধবার একাদশী"তে। তবে নাটকটি সর্বত্র রুচিপূর্ণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও এ অভিযোগ করেছিলেন।

"বিয়ে পাগলা বুড়ো" (১৮৬৬) দীনবন্ধুর দ্বিতীয় প্রহসন। কন্যা-দৌহিত্র প্রভৃতি রেখে এক বিপত্নীক বৃদ্ধ গোপনে অসহায় বালিকাকে বিয়ে করতে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের হাতে যেভাবে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়, তারই হাস্যরসময় চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন নাট্যকার এই প্রহসনটিতে। নাটকটি খুবই সাবলীল ও প্রাণবন্ত।

১৮৬৭ খৃঃ দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী" নাটক প্রকাশিত হয়। একটি শিক্ষিতা মেয়ের অসচ্চরিত্র নেশাখোর কুলীন পুত্রের সঙ্গে বিবাহ-বিভ্রাট চিহ্নিত হয়েছে এখানে। নাটকটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

"জামাই বারিক" (১৮৭২) দীনবন্ধু মিত্রের একটি সামাজিক প্রহসন। একদিকে ধনী-গৃহে ঘরজামাই হয়ে থাকা এবং অন্যদিকে একাধিক বিবাহিত কুলীন ব্রাহ্মণের জীবনে সতীন-কোন্দল জনিত বিভ্রাটের কৌতুকচিত্র অঙ্কিত হয়েছে সরসভাবে এই নাটকে। "পারিবারিক জীবনের প্রতি পরিণামী মমতাবোধও এখানে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন।"

"কমলে কামিনী" (১৮৭৩) দীনবন্ধু মিত্রের সর্বশেষ নাটক। রোমান্টিক কবি-কল্পনার প্রকাশ যতখানি, জীবনবোধ ততখানি প্রখর না হওয়ায় নাটকটি একরূপ ব্যর্থ হয়েছে

দীনবন্ধু মিত্রের সামগ্রিক নাট্যিক প্রতিভা বিচারে হয়ত সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই বেশী। কিন্তু যেখানেই নাট্যকার প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ এবং শিল্পীর নিঃসীম সহানুভূতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন, সেখানেই তাঁর অনন্ত সিদ্ধি এবং সফলতা। তবে সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকগুলিতে খণ্ড খণ্ড কতকগুলি জীবনচিত্র ও সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন এবং সেগুলি জীবনশিল্পীর রসবোধেরই পরিচায়ক।

প্রশ্ন ১৯। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে গিরীশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব বিচার কর।

উত্তর: (ক) **গিরিশচন্দ্র** (১৮৪৪-১৯১১) বাঙলা নাট্যসাহিত্য নতুন বাঁক নিয়েছে মধুসূদন-দীনবন্ধুর হাতে। এঁরা স্বীয় প্রতিভার ভাস্বর আলোকে বাঙলা নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এসে মধুসূদন-দীনবন্ধুর স্রোতোধারাকে লুপ্ত হতে দিলেন না। নানাধরনের, নানা প্রকৃতির অসংখ্য নাটক রচনা করে সেই ধারাকে পরিপুষ্টি দান করলেন। গিরিশচন্দ্র একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার এবং প্রযোজক। ন্যাশানাল থিয়েটারে নট রূপেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। বাঙালীর দিন দিন নাট্যরস পিপাসা বাড়ছে, অথচ সেই তুলনায় অভিনয়াপযোগী নাটক নেই। জাতির অভাব মেটাতেই এক রকম গিরিশচন্দ্র লেখনী ধরলেন। একে একে প্রায় আশীখানি নাটক তিনি রচনা করে যান। তাঁর নাটকের বিষয়ও বহুবিচিত্র। সমাজ, ইতিহাস, পুরাণ, জীবনী ও চরিত্র, তত্ত্ব-ভক্তি ইত্যাদি নিয়ে তিনি লিখেছেন। প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর নাটকগুলিকে প্রধানতঃ কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) সামাজিক নাটক—'প্রফুল্ল', বলিদান', 'মায়াবসান', 'হারানিধি', 'শাস্তি কি শান্তি'; (২) ঐতিহাসিক নাটক—'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মীরকাসিম', 'ছত্রপতি' ইত্যাদি; (৩) পৌরাণিক নাটক—'জনা' 'পাণ্ডব কৌরব, 'অভিমন্যু বধ', 'রাবণবধ', 'বিল্বমঙ্গল' (ভক্তিরসাশ্রয়ী), 'চৈতন্যলীলা' (ভক্তিরসাশ্রয়ী)।

নাটকগুলির মধ্যে পৌরাণিক ও ভক্তিরসাশ্রয়ী নাটক রচনাতেই গিরিশ-চন্দ্রের কৃতিত্ব সমধিক। 'জনা' গিরিশ-প্রতিভার পরিচয়বাহী। পুত্র প্রবীরের মৃত্যুর পর প্রতিহিংসাপরায়ণা জনার চরিত্রটি একটি বিশেষ ভাবাবেগ

সৃষ্টি করতে পারে দর্শকচিত্তে। অন্তর-দহনের তীব্র জ্বালা বক্ষে নিয়ে শেষ পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে আত্মবিসর্জন দিয়ে জনার মুক্তি হলেও দর্শকের অন্তরে ভক্তিরস উৎসারিত হয় না—সেইজন্যই নাট্যকার ক্রোড়অঙ্কের উপস্থাপনায় বিষ্ণুলোকের সান্নিধ্যে ভক্তিভাবাবেগ সঞ্চারিত করেন। তাঁর 'বিল্বমঙ্গল', 'অভিমন্যু বধ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', প্রভৃতি পৌরাণিক ও ভক্তিরসাশ্রিত নাটকগুলির বেশীর ভাগই দর্শক-হৃদয়ে সহজ ভাবাবেগ সৃষ্টি করে মঞ্চসাফল্য লাভ করে।

ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে আবেগবাহুল্য অনৈতিহাসিক তথ্যের অযথা প্রযুক্তি এবং চরিত্র-চিত্রণে সুস্পষ্ট বলিষ্ঠতা না থাকায় বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক নাটক সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। তবু, 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মীরকাসিম' এবং আরও দু' একটি নাটক বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। কারণ এই নাটকগুলির ঐতিহাসিক রসের সঙ্গে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস নাট্যকার সংমিশ্রিত করে পরাধীন জাতির সেন্টিমেণ্টকে আলোড়িত করে তুলতে সমর্থ হন।

(সামাজিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল', গিরিশচন্দ্রের যশোকীর্তির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। নাটকখানি বিয়োগান্ত।) এই নাটকখানির জন্যই মূলতঃ গিরিশপ্রতিভাকে সেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যদিও তুলনাটি অসার্থক। কারণ চরিত্র-কল্পনায় যে সমুন্নতি থাকলে তার পতনজনিত ট্রাজেডি সম্ভব, চরিত্রের সে নির্মিতি সে কাঠামো নাট্যকার যোগেশ-চরিত্রে দিতে পারেন নি। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' উক্তিটির বারংবার প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে যোগেশ দর্শক-হৃদয়ের একটি সস্তা সেন্টিমেণ্টকে স্পর্শ করলেও মাতাল এবং সঙ্গতিবিহীন উৎকট উন্মত্ততা ও পৈশাচিকতা—সব মিলিয়ে চরিত্রটি অদ্ভুত। এই নাটকে 'ভিলেন' চরিত্র রমেশের মধ্যে নাট্যকার যে দানবীয় সমুদয়গুণের সমাবেশ করেছেন, তাঁর জীবনদর্শনের অভাবের জন্য তা সম্ভব হয়েছে। যাই হোক, এসব মিলিয়ে নাটকখানিতে করুণরসের বাড়াবড়ি দেখা দিয়েছে। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান', 'মায়াবসান' প্রভৃতি নাটকগুলি সমাজসমস্যার সুস্পষ্ট ছাপ তুলে ধরে।

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি সামাজিক প্রহসন ও রচনা করেন। তাঁর 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' 'শাস্তি কি শান্তি,' 'বেল্লিক বাজার'—সমকালীন-সমাজ জীবনের ব্যাভিচারিতা, এবং নগ্নতা-কুশ্রীতাকেই ব্যঙ্গবিদ্রূপের কষাঘাত করে। এই

প্রহসনগুলির রচনায় নাট্যকারের রুচি যদিও মধুসূদন দীনবন্ধুর মত অত পরিচ্ছন্ন নয়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের সংলাপ রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকের ছন্দ গৈরিশ ছন্দ নামে অভিহিত এবং পরবর্তী অনেক নাট্যকারই নাটক রচনায় এই বলিষ্ঠ ছন্দটি আশ্রয় করেন। এদিক থেকে গিরিশচন্দ্রের একটি স্থায়ী কীর্তি অনস্বীকার্য।

গিরিশচন্দ্র অসংখ্য নাটক রচনা করলেও তাঁর বেশীর ভাগ নাটকই মঞ্চ-সফল নাটক মাত্র। কালের বিচারে তাদের স্থায়িত্ব কতখানি, তা আজও সংশয়-মুক্ত নয়। তবে একথা ঠিক দেশের লোকের মনে যখন নাট্যপ্রীতি জেগেছে, রঙ্গালয়গুলি যখন নাটকের অভাব বিশেষভাবেই অনুভব করছিল, সেই যুগে গিরিশচন্দ্র জাতীয় অভাব এবং তৃষ্ণার অনেকখানিই মেটাতে পেরেছিলেন। জাতীয় জীবন-জিজ্ঞাসা ও কৃষ্টি-সচেতনাকে তিনি যে তীব্রতর করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সেদিক থেকেও অন্ততঃ গিরিশচন্দ্র আমাদের চিরবরেণ্য নাট্যকার।

(খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খৃঃ)

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের বাঙলা নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভাব হল কয়েক-খানি সরস ব্যঙ্গ-কৌতুকদীপ্ত হাল্কা 'প্রহসন' হাতে নিয়েঃ ত্র্যহস্পর্শ,' 'কল্কি অবতার' 'পুনর্জন্ম' 'প্রায়শ্চিত্ত,' 'আনন্দবিদায়' ইত্যাদি। একমাত্র 'আনন্দবিদায়' ছাড়া এই হাল্কা প্রহসনগুলিতে নাট্যকার যে রুচিশীল পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সমাজ-জীবনের পাপপঙ্কিলতা, অধোগতি, অন্ধ তামসিকতা ও ব্যাভিচারিতাকে ব্যক্ত করলেন, তাতেই তিনি নাট্যকার হিসাবে তাঁর একটি নির্দিষ্ট আসন করে নিলেন। এই প্রহসনগুলিতে কোথাও Wit ও Humour-এর বিদ্যুদ্বিলসন, কোথাও রমণীয় হাস্য-কৌতুকের ঝিকিমিকি—দর্শককে সত্যকার আনন্দ দিয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যকার উচ্চনাট্যপ্রতিভা ছিল। তাই শুধু প্রসহন রচনাতেই তৃপ্ত রইলেন না তিনি—ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক রচনায় হাত দিলেন। একে একে রচিত হল—'তারাবাই', 'সোরাব ও রুস্তম' 'প্রতাপ সিংহ,' 'দুর্গাদাস' 'নূরজাহান,' 'মেবার পতন,' 'সাজাহান' 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক, 'সীতা' 'পাষাণী' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক এবং 'পরপারে', 'বঙ্গনারী' প্রভৃতি সামাজিক নাটক।

যে উচ্চ কবিকল্পনার অধিকারী হলে নাট্যরচনায় অনন্য সিদ্ধি লাভ করা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের তা ছিল। 'নূরজাহান' 'সাজাহান' 'চন্দ্রগুপ্ত' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি, জীবনের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এবং ভাবাবেগযুক্ত নাটকীয় সংলাপ রচনাশক্তি—এ সমস্তই দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল। তথাপি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ঐ কবিধর্মই নাটকগুলির পরিপূর্ণ সিদ্ধির অন্তরায় হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের লিরিক-চেতনা ও ভাবোচ্ছ্বাস নাটকগুলিকে মেলোড্রামাটিক করেছে। আসলে তাঁর 'নূরজাহান' 'সাজাহান' 'চন্দ্রগুপ্ত' 'প্রতাপসিংহ প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কাহিনী-গ্রন্থনে শিথিলবদ্ধতা ও গীতিময়তার ভারসাম্যাভাব হেতু এবং অবিচ্ছিন্ন গতির অভাবে নাটকগুলি ত্রুটিমুক্ত হতে পারে নি।

প্রশ্ন ২০। উপন্যাস ও ছোটগল্প বলতে কি বোঝ? বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-পরিচয় দাও (রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত)।

উত্তর: (ক) উপন্যাস হল জীবনেরই রসরূপ। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ কামনাবাসনাময় জীবনেরই চিত্ররূপ উপন্যাসে প্রতিভাত হয়। ধরাবাঁধা কোন সংজ্ঞার সাহায্যে কোন মহৎ শিল্পকেই বাঁধা যায় না। কাল ও রুচিভেদে তা পরিবর্তনশীল। তবে মোটামুটি মৌল লক্ষণগুলি দিয়ে উপন্যাসের একটি সংজ্ঞা-নির্মিতি হতে পারে। ঔপন্যাসিক তাঁর জীবনদর্শনের আলোকে পৃথিবীর ধূলি-লাগা চরিত্রের অর্থাৎ জীবন-দ্বন্দ্বযুক্ত, কামনাবাসনা তাড়িত, সুখ-দুঃখ-মাখা পাত্র-পাত্রীর সাহায্যে একটি কাহিনীবৃত্ত রচনা করতে পারলেই আমরা তাকে উপন্যাস নামে অভিহিত করতে পারি। এ কাহিনী ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব যা খুশী হতে পারে। আসল কথা, জীবনের স্পর্শস্বাদে কাহিনীগত পাত্রপাত্রীগুলি যদি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, তা হলেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা।

ছোটগল্পের পরিসর স্বল্প। এই স্বল্প পরিসরে লেখক জীবনের খণ্ডসুখ, খণ্ডদুঃখ, বিশেষ কোন ভাব-চিন্তা-আদর্শ-সমস্যাকে কেন্দ্র করে অখণ্ডের ইঙ্গিত দেন। বিশেষকে তিনি নির্বিশেষ করে তোলেন—অংশের মধ্যেই পূর্ণের আভাস দ্যোতিত হয়। গতির তীব্রতায়, পরিণতির দিকে কাহিনীর একমুখী অগ্রসরে, জীবনের চকিত স্পর্শে, ভাবাবেগের পিনদ্ধতায় এবং পরিপূর্ণ

তৃপ্তির প্রতি শেষপর্যন্ত একটি আকুল ইচ্ছায়—ছোটগল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। একটি স্বরমূর্ছনা ছোটগল্পের মধ্যে অলক্ষ্যসঞ্চারী। ছোটগল্পকে বোধহয় একটি হীরকখণ্ড বলা যেতে পারে। ভাবানুভূতির কিরণসম্পাতে অথবা জীবন সূর্যের দীপ্তি-আভায় তার বিস্ফুরণ বহুমুখী।

বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসশিল্প প্রকৃত বিচারে ইউরোপীয় দান। যদিও উপন্যাসশিল্পের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকেই রূপকথা ও মঙ্গলকাব্যের যুগে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের সূচনা করলেন প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়। তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮) বক্তব্যের আধারে সমাজ-জীবনেরই সমালোচনা। কাহিনী-গ্রন্থন, আঙ্গিক রীতি ও চরিত্র-বিচারে অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও জীবনের সমালোচনায় কাহিনীবৃত্তের আভাসে 'আলাল'কে উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। বাঙলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস রচনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস যদিও 'আলালের' পর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা, তথাপি বাঙলা উপন্যাস সর্বদিক বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই গড়ে উঠল।

ছোটগল্পের বীজও বপন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রাধারাণী' বা 'মুচিরাম গুড়ে'র কথায়। বাঙলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচনার কৃতিত্ব প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের।

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ খৃঃ)

অমর-প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা। ভেবে দেখতে হবে, যে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টিশীল সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করেছেন সে যুগটা বাঙলা সাহিত্যের গঠনের যুগ। বিদ্যাসাগর—অক্ষয়কুমার—ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঙলা গদ্যকে সামাজিক শিক্ষা, তত্ত্বজ্ঞান, সমস্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা প্রকাশের ক্রমশঃ-সহজ বাহন করে তুললেও, এবং একমাত্র বিদ্যাসাগরের রচনায় রোমাণ্টিক কল্পনার স্ফুরণ দেখা গেলেও বাঙলা ভাষা তখনও মূলতঃ সংস্কৃতগন্ধী ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখের হাতে বাঙলা ভাষার একটি সহজ চলিত রূপ নির্মাণের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু সংশয়মুক্ত কোন রীতি তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলা ভাষাকে সর্বপ্রকার

ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন করে গঠন করলেন। শুধু ভাষা-গঠনই নয়—একটি উচ্চ আদর্শ-স্থাপন, শালীনতাবোধ, সুরুচিপ্রিয়তা, শিল্পীসুলভ সংযম প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকলে কোন ভাষা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভাষা হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রকে তা তৈরী করে নিতে হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত যে যুগের সাহিত্য-গুরু এবং সমসাময়িক লেখকদের লেখার মধ্যে অশ্লীলতা, কুরুচি এবং সংযমহীন সংকীর্ণতা লক্ষণীয়, সেই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের নিয়মনিষ্ঠা, আদর্শজ্ঞান, সংযম এবং সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

"দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৬৫ খৃঃ) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙলা উপন্যাস। বিষয়ের অভিনবত্বে, চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতায়, উচ্চ রোমান্টিক কবি-কল্পনার অভাবনীয় প্রকাশে, সর্বোপরি জীবনের নিবিড় সান্নিধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী' সমস্ত বাঙালী পাঠকের মনে আলোড়ন তুলল। রঙ্গে-রসে-স্বাদে 'দুর্গেশনন্দিনী' অনাস্বাদিত-পূর্ব। সমস্যাজটিল জীবনের বাস্তব-জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে রোমান্টিক সুরমূর্ছনা শোনা গেল উপন্যাসটিতে। অভিরাম স্বামী, বীরেন্দ্রসিংহ, মানসিংহ, তিলোত্তমা, বিমলা, আয়েষা প্রভৃতি প্রধান চরিত্র। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ চেষ্টা সর্বপ্রথম এই উপন্যাসের বিমলার চরিত্রে ফুটে উঠল।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস "কপালকুণ্ডলা"য় (১৮৬৬ খৃঃ) রোমান্টিক কল্পনার সমুদ্রবিস্তার। সমস্যা-সচেতন জীবনদ্বন্দ্বকে তারই সঙ্গে একীভূত করে নেওয়া হয়েছে। কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক, মতিবিবি প্রভৃতি প্রধান চরিত্র। বাস্তবভিত্তিক জীবনের অখণ্ডরূপকে বঙ্কিমচন্দ্র দক্ষ তুলিকায় এঁকেছেন। আমাদের প্রচলিত জীবনবোধ, বিশ্বাস, কল্পনা সব কিছুকেই বঙ্কিমচন্দ্র আমূল পরিবর্তিত করে দিলেন।

এর পর একে একে মৃণালিনী (১৮৬৯ খৃঃ), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩ খৃঃ), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাধারাণী (১৮৭৫), রজনী, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম—প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসশিল্পের যে পাকা বনিয়াদ এবং প্রাসাদ নির্মাণ করে দিলেন তার পর অসংখ্য সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন—উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক রীতির পরিবর্তন এনেছেন। সামাজিক সমস্যা আরও বেশী বাস্তবভিত্তিক কঠিন ভূমিতে দেখা দিয়েছে—

জীবন-সমস্যা ও পাত্রপাত্রীর মানসিক দ্বন্দ্ব আরও অনেক ভাবগভীর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সমস্ত-কিছু বিচার করেও শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রই আধুনিক সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিকদেরও গুরু রয়ে গেছেন। কি ভাব-কল্পনায়, কি কাহিনী-গ্রন্থনে, কি চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁরা কেউই বঙ্কিম-প্রতিভার গগনচুম্বী প্রতিভা স্পর্শ করতে পারেন নি আজ পর্যন্ত।

(ii) রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭-১৯০৯)

রমেশচন্দ্র দত্ত একরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ ক্রমেই উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হন। গভীর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, মহান আদর্শচিন্তা নিয়ে রমেশচন্দ্র বাঙলা উপন্যাসক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। বঙ্কিম-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিনি সার্থক উত্তরসাধক। লেখার সংখ্যা তাঁর স্বল্প: চারিটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবী-কঙ্কণ (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮), রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯), এবং দুইটি সামাজিক উপন্যাস—সংসার (১৮৮৬), সমাজ (১৮৯৩)।

'বঙ্গবিজেতা' ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত রোমান্টিক উপন্যাস। মোগল-সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে টোডরমল ছিলেন বাঙলার শাসনকর্তা। এই সময় বাংলাদেশে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হল। ইন্দ্রনাথ নামে জনৈক বাঙালী যুবক টোডরমলের পক্ষে যুদ্ধ করে অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। আকবর-টোডরমলের ইতিহাসের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন ও রোমান্টিক প্রেম-কল্পনা শিথিল ভাবে যুক্ত হয়েছে। উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বিশেষ ভাবেই আছে, এবং শিল্পগত ত্রুটিও কিছু কম নেই।

'মাধবীকঙ্কণ' সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালের পরিবেশে রচিত। জমিদার-পুত্র নরেন্দ্রনাথ দেওয়ানের চক্রান্তে জমিদারি হারিয়ে এবং দেওয়ান-কন্যা হেমলতার সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ে ব্যর্থ হয়ে দেশত্যাগ করেন। নরেন্দ্র রাজমহলে শাহসুজার দরবারে এসে সম্রাট-পরিবারের সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে হঠাৎ মথুরায় নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতার দেখা হয়। হেমলতা তখন বিবাহিতা। উভয়ের বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি 'মাধবীকঙ্কণ' নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দেয় হেমলতা এবং পূর্ব সম্পর্ক ভুলে যেতে বলে। নরেন্দ্রনাথ যমুনার

জলে মাধবীকঙ্কণ ভাসিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। চরিত্রটি চিত্রণ করে রমেশচন্দ্র শিল্পীর যশোলাভের অধিকারী হয়েছেন।

'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'—এই দুটি রমেশচন্দ্রকে ঔপন্যাসিকের প্রকৃত সম্মান দিয়েছে। এই দুটি তাঁর প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'জীবনপ্রভাত' ঔরংজীব-শিবজীর ঐতিহাসিক সংঘর্ষ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'জীবনসন্ধ্যা' আকবর-জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপ সিংহের কঠোর ও দীর্ঘ সংগ্রাম অবলম্বনে রচিত। এই দুইটি উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের দেশপ্রীতি, অতীত কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা, ও গভীর ইতিহাস-নিষ্ঠা রোমান্টিক কল্পনার রঙে সুন্দর হয়ে ফুটেছে। বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের সঙ্গে প্রণয়মধুর রোমান্টিক সুরমূর্ছনায় এবং শৌর্যবীর্য-দীপ্ত বীর রাজপুতজাতির ট্রাজিক পরিণতির বিষাদময়তায় 'জীবনসন্ধ্যা' উৎকৃষ্টতর।

এর পর রমেশচন্দ্র বাংলাদেশের পল্লীর ঘটনাবিরল কোলাহলমুক্ত শান্তির ছায়া-মাখা সমাজ-জীবনে গিয়ে 'সংসার' 'সমাজ' নামে দুটি সামাজিক উপন্যাস লিখলেন।

রমেশচন্দ্রই প্রথম পল্লীবাঙলার স্নিগ্ধ শান্তিঘন জীবনকথাকে অবলম্বন করে সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছেন। বঙ্কিম-প্রতিভার আলোকে রমেশ চন্দ্রকে ভুলে যাওয়া হয়ত স্বাভাবিক—কিন্তু নৈশ আকাশের বুকে উজ্জ্বল তারকার মত বাঙলা উপন্যাস-শিল্পে রমেশচন্দ্রের একটি বিশিষ্টতা আছে।

(iii) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩২)

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রযুগের লেখক। উপন্যাস-রচনায় যতখানি না-হোক গল্প-রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত। মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ-সমস্যা বিজড়িত দিকটিকে এবং জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতিকে শিল্পীর নির্মোহ দৃষ্টিতে প্রাজ্ঞজনোচিত উদার-ঔদাসীন্যে স্মিত হাস্য ও লঘু কৌতুকের মধ্য দিয়ে দেখতেই অভ্যস্ত প্রভাতকুমার। তাই উপন্যাসের জটিল জীবনদ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত, সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশ তিনি তাঁর উপন্যাসে বিশেষ সফলতার সঙ্গে দেখাতে পারেন নি। ঔপন্যাসিক হিসাবে এইখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। অথচ ছোটগল্প রচনায় তাঁর এই শিল্প-স্বভাবই অনুকূল হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসে আছে অপরিচয়ের প্রতি কৌতূহল, অজানার প্রতি আকর্ষণ, জটিলতাহীন সরল জীবন এবং ভ্রমণের উত্তেজনা। একটা শিশুসরল দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলিতে সহজেই খুঁজে বার করা যায়।

প্রভাতকুমারের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—রমাসুন্দরী (১৯০৭), নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২), জীবনের মূল্য (১৯০৬), রত্নদীপ (১৯১৭), সিন্দুরকৌটা (১৯১৯), মনের মানুষ (১৯২২)। এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও কিছুটা স্বতন্ত্র উপন্যাস

প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব এবং যশ তাঁর ছোটগল্পগুলির জন্যে। বাংলা-সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রবর্তক ও প্রধান শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বাঙালীর সূক্ষ্ম কোমল ভাবরূপ গীতিমূর্ছনা লাভ করেছে। আর প্রভাতকুমারের গল্পে বাঙালীজীবনের সহজ প্রসন্ন কৌতুকরস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাস্যকর অসঙ্গতি ও ক্ষণিক আলোড়ন শিল্পিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলি অনবদ্য —আঙ্গিক সংহতি ও পরিমিতিবোধ, ভূমিকাবর্জিত প্রারম্ভ এবং চকিত শিল্প-সুন্দর পরিণতির জন্য। ১৮৯৯ হইতে ১৯৩১—পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে ন-দশটি গল্পগ্রন্থ উপহার দিয়ে তিনি রসিক চিত্তকে সত্যকার আনন্দ দিয়েছেন। 'বলবান জামাতা', 'কাশীবাসিনী', 'ভুলশিক্ষার বিপদ' 'দেবী', 'রসময়ীর রসিকতা', 'মাষ্টারমশাই' 'আদরিণী' বিশেষ পরিচিত গল্প।

বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক মোপাসাঁর সঙ্গে প্রভাতকুমারের তুলনা দেওয়া হয়ে থাকে। জীবনের ভুল-ভ্রান্তি, অসঙ্গতি এবং বিজ্ঞতার অন্তরালশায়ী অজ্ঞতার হাস্যকর দিকটির আবিষ্কার তিনি মোপাসাঁর মতই করেছেন কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তা কোথাও মানুষের এই অসঙ্গতিকে wit-এর কশাঘাতে বেদনাজর্জর করে নি—সহজ প্রশান্তি এবং উদার সহানুভূতিতেই তাকে আরও বিচিত্র করে তুলেছে।

প্রশ্ন ২১। বাঙলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মূল্য নিরূপণ কর।

উত্তর :—বাঙলার সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং দরদী কথাশিল্পী হিসাবে শরৎ-চন্দ্রের খ্যাতি আজ আর কারুর সম্মতির অপেক্ষা রাখে না। বাঙলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রভাব দূরবিস্তারী ও গভীর। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পদক্ষতা এবং সু-উচ্চ রোমান্টিক জীবন-কল্পনা শরৎচন্দ্রের ছিল না, কিন্তু সেজন্য তাঁর জনপ্রিয়তা

কম তো নয়ই বরং একদিক থেকে অনেক বেশী। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, গ্রাম-বাঙলার সমস্যাকণ্টকিত দুর্বহ জীবন—তার দ্বন্দ্ব, হিংসা, ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং নীচতা শরৎচন্দ্র সর্বপ্রথম স্পষ্ট, সরল এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরলেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। সমাজসংস্কার শরৎচন্দ্রের শিল্পসৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজের নিখুঁত রূপকার শরৎচন্দ্র। জীবনের বিশালতা ও রহস্যময়তার ইশারা তাঁর রচনায় বিশেষ ধরা না পড়লেও, বাঙলার মানুষের বাস্তব জীবনের একটি পরিস্কার নিখুঁত ছবি আঁকার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে তাঁর ছিল। সামাজিক আদর্শের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ-সাধনেই তাঁর ক্ষান্তি নেই; বাঙালীর পরিবার-জীবনে সূক্ষ্ম ও বিচিত্র হৃদয়াবেগের দৃষ্টান্ত রচনায় তিনি অশ্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মত প্রেমের বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপ হয়ত শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া যাবে না, কিন্তু প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসের মতই মুখ্যতঃ হৃদয়নির্ভর। তাঁর ছোটগল্পও উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। বক্তব্যের উপস্থাপনায় ও আলোচনায় শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি ('মহেশ' ছাড়া) ছোটগল্পের আধারে উপন্যাস। বাঙালীর পারিবারিক জীবন শরৎ-গল্পের পটভূমি। 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে'—বাঙালীর জননী-হৃদয়ের শাশ্বত মমত্ব প্রকাশে মর্মস্পর্শী। 'মহেশ' গল্পটি মুক পশু ও দরিদ্র মানুষের উদার প্রীতির ডোরে বাঁধা একটি শিশিরবিন্দু বিশেষ। বেদনার এমন করুণ গীতিসুরে তিনি গল্পটিকে বিশ্বের যে-কোন শ্রেষ্ঠ গল্পের সমকক্ষ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলির নাম—বড়দিদি (১৯১৩), পণ্ডিতমশাই (১৯১৪), পরিণীতা (১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৯১৪), বিরাজ-বৌ (১৯১৪), অরক্ষণীয়া (১৯১৬), পল্লীসমাজ (১৯১৭), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্র-হীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), দত্তা (১৯২৪), পথের দাবী (১৯২৬), শেষপ্রশ্ন (১৯৩১) এবং চার খণ্ডে বিভক্ত সুদীর্ঘ উপন্যাস —'শ্রীকান্ত'।

শরৎচন্দ্র তাঁর শিল্প-কৃতিত্বে কতখানি যশের অধিকারী হবেন সে কথা অসংশয়ে বলা শক্ত, কিন্তু মানব-জীবনের প্রতি অকৃত্রিম দরদ এবং প্রীতি, সমাজ-জীবনের অন্ধ আচার-বিচার কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম

এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জীবনের জটিলতার জালের গ্রন্থি-উন্মোচনের প্রচেষ্টার কথা বিবেচনা করে বলা যায়, শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই অমরত্বের অধিকারী।

২২। প্রশ্ন : বাঙলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের কবি-কৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর : সর্বদেশে সর্বকালে দেখা গেছে যে, প্রতিভা হল রূপকথার পাষাণপুরীর মধ্যে সেই জীয়নকাঠি যার স্পর্শে নিদ্রিতা রাজকন্যা প্রাণ পায়। মধুসূদন হলেন উনবিংশ শতকের একজন প্রতিভা। তাঁর ঐ জীয়নকাঠির স্পর্শে বাঙলা-কাব্য-রাজকন্যা আধুনিকতার জগতে নব বিস্ময়ে জেগে উঠল। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কবির আচার-আচরণ হাব-ভাবকে পাশ্চাত্যানুসারী করেছিল সন্দেহ নেই—এমন কি এক কালে তাঁর স্বপ্নই ছিল হোমার-দান্তে-মিলটনের মত কবি হবেন এবং তা ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমেই। এতৎসত্ত্বেও মনে-প্রাণে মধুসূদন খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তাই প্রথম যৌবনের ভাবোচ্ছ্বাসের কাব্যফসল Captive Lady ও 'Visions of the past' তাঁকে শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত করতে পারে নি—যশও বিশেষ পান নি। বাঙলা কাব্যরচনা করেই তিনি অমর। বঙ্গজননীর কাছে তাঁর একান্ত প্রার্থনা, "মধুহীন করো না গো তব মনো কোকনদে"—উপেক্ষিত হয় নি যে, বলাই বাহুল্য।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে যশোলাভের মোহ ও বিভ্রান্তি কালক্রমে অপনোদিত হলে উগ্র সাহেব-ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন পরবর্তী জীবনে কবি শ্রীমধুসূদন হয়েছিলেন।

বাঙালী এবং ভারতীয় কবি হলেও মধুসূদনের কবি-মানস গড়ে উঠেছে প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত ও ইউরোপীয় মহাকাব্যের মিশ্র ভাবসংঘাতে। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ চর্চা সত্ত্বেও এই সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত জীবনদর্শন মধুসূদনের সাহিত্যে অনুপস্থিত। বাঙলার উনিশশতকী-নবজাগরণের দিনে মধুসূদনের বিপ্লবী কবি-মানস তাঁর কাব্যসাধনায় যে শপথ বাণী অনুসরণ করেছিল, তা হল—প্রাচীন সংস্কারকে পরিত্যাগ করে নতুনের আবাহন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা, ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বময় জীবনের পুর্ণমুল্যায়ন, রোমান্টিক সৌন্দর্যের আরতি, সর্বোপরি স্বদেশ প্রেমের আধারে মর্ত্তজীবন-প্রেম। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাগুলি এবং 'মেঘনাদ বধ কাব্য' এই উক্তির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

যে যুগে মধুসূদনের আবির্ভাব, এক কথায় তাকে বাংলার নব-জাগৃতির (Renaissance) যুগ বলা হয়। একদিকে যেমন প্রাচীন সংস্কারের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ সেই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনে উৎকট রক্ষণশীল মনোভাবের সংবর্ধনা চলছে, অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা-শিক্ষার দৃঢ় পদক্ষেপে সমাজের প্রগতিশীল অংশ মুক্তিপাগল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষিগণ মৃতপ্রায় সমাজের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর। গতানুগতিক অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ-ঘোষণা যুগের তরুণ-শক্তির মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

মধুসূদন ছিলেন এই নবযুগের মানস-সন্তান; মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এক রুদ্র সাধক। কবি আপন ভাব-সাধনায় বিদেশীয় চিন্তাধারার উৎকর্ষ রূপায়িত করবার—বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর বিবেক ও যুক্তিকে, নীতিবাদ ও আদর্শবাদের উপর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুরূহ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের অবিসম্বাদিত নায়ক রাবণের মধ্যে পাওয়া যায় এক দুর্বার স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিলীলার মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, আর মেঘনাদের মধ্যে পাওয়া যায় সে যুগের সেই নবজাগ্রত দেশাত্ম-বোধের গর্বিত প্রকাশ। মধুসূদনের বিপ্লবী কবি-মানস শুধু সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বা চরিত্রচিত্রণে, অথবা স্বাধীন ভাব-কল্পনা প্রকাশের তীক্ষ্ণতায় ও স্পষ্টতায় নয়—কাব্যাঙ্গিক রচনাতেও দীপ্ত হল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর, ছন্দই তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নতুন ঢঙে, নতুন ছন্দে, নতুন ভাষায় ও নতুন সুরে কাব্যরচনার দুর্নিবার তাগিদে কবি কাব্য-সাধনা করেছেন। তাই Epic-এর আদর্শে সৃষ্টি করলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'; Heroic Epistles-এর আদর্শে 'বীরাঙ্গনা-কাব্য'; Ode, Lyric এবং 'Ottava Rima'র আদর্শে 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'; Tragedy'র আদর্শে 'কৃষ্ণ-কুমারী' নাটক। অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে আরম্ভ করে চতুর্দশপদী কবিতা, মহাকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, প্রহসন, প্রতিক্ষেত্রেই মধুসূদন প্রথম স্রষ্টা, মধুসূদন পথ-প্রদর্শক।

১৮৬০ সালে মধুসূদনের প্রথম কাব্য **"তিলোত্তমাসম্ভব"** প্রকাশিত হয়। কাব্য লিখতে প্রবৃত্ত হয়েই মধুসূদন অনুভব করলেন যে, ছন্দের শৃঙ্খল থেকে চাই মুক্তি—নচেৎ বাঙলা কাব্যের উন্নতি সুদূরপরাহত। শেক্‌স্‌পীয়ার, মিলটনের কাব্য-নাটকে Blank Verse বা **অমিত্রাক্ষর ছন্দের** প্রয়োগ ও শক্তি লক্ষ্য করে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রেও এই ছন্দ

সৃষ্টি করতে তিনি কৃতসংকল্প হলেন। "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যেই মধুসূদনের উদ্যমে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি। সেদিন ত্রুটিমুক্ত না হলেও এই ছন্দ সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল। ভারতীয় পুরাণের কাঠামোর উপর ক্লাসিক্যাল গ্রীক কবিগণের কল্প-সৌন্দর্যের আলোকপাত হয়েছে এই কাব্যটিতে।

"তিলোত্তমাসম্ভব"-এর পর মধুসূদন দু-খণ্ডে **মেঘনাদবধ কাব্য** প্রকাশ করলেন (১৮৬১)। 'মেঘনাদবধ' মধুসূদনের কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফসল। "মেঘনাদবধ" রাবণের জীবনের ট্রাজেডি। রাবণকে মধুসূদন দেখিয়েছেন প্রাচীন যুগের এক বীর নরপতিরূপে। পৌরুষদীপ্ত, মদগর্বিত, ক্ষমতার সৌধশীর্ষে আসীন নৃপতি লঙ্কেশ্বরের দৈবের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজয়বরণের হাহাকারে রাবণ-চরিত্রের ট্রাজেডী পাঠকের হৃদয়কে বিষদাচ্ছন্ন করে ফেলে। মেঘনাদ, রাবণ, বিভীষণ, প্রমীলা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি চরিত্রচিত্রণে কবির দক্ষতা সর্বজন-স্বীকৃত।

পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য বিভিন্ন কবিমনীষির বিচিত্র প্রভাবকে সাঙ্গীকরণ করেই 'মেঘনাদবধ' মধুসূদনের একান্ত মৌলিক প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

মহাকাব্য রচনা করতে চাইলেও গীতিউচ্ছ্বাসের প্রাবল্যেই মেঘনাদ শেষ পর্যন্ত একখানি বিশুদ্ধ 'কাব্য' হয়ে উঠেছে—মহাকাব্য কিনা তা নিঃসংশয়ে কেউই বলেন নি।

মেঘনাদবধ কাব্যের পর মধুসূদনের **ব্রজাঙ্গনা কাব্য** প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব-গীতিকবিতার ধারায় লেখা হলেও এর মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সেই বিশিষ্ট ভাবচেতনা—নবমানবতাবাদ-এর পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্রজাঙ্গনা'—কবির সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আর এক দিক।

মধুসূদনের পরবর্তী কাব্য **বীরাঙ্গনা**। এর রচনাদর্শ গৃহীত হয়েছে লাতিন কবি ওবিদ-এর কাব্য থেকে। এই কাব্যটি কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ পত্রগুচ্ছের সমাহার। "দশরথের প্রতি কৈকেয়ী", "পুরুরবার প্রতি উর্বশী", "দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী", "সোমের প্রতি তারা", "নীলধ্বজের প্রতি জনা" প্রভৃতি এগারোটি পত্রসংখ্যায় কাব্যটি বিভক্ত।

সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদনের নামের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। 'সনেট' (Sonnet) কাব্যের আদর্শ সম্পূর্ণ ইউরোপীয়। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" রচিত হয় কবির শেষ জীবনে। কবি তখন প্রবাসী। বিদেশের মাটিতে বসে তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্বদেশেরই বিচিত্র

স্মৃতিসম্ভার। বাঙলার মানুষ তিনি গ্রাম-বাঙলা কপোতাক্ষের কূলের মাটি-জল-হাওয়া, ভাঙামন্দির-পূজা-পার্বন-উৎসব, সর্বোপরি দেশের যত প্রাচীন কাব্য কাহিনী ভিড় করেছে কবি-মানসে, আর কবি নিপুণ শিল্পীর মত সেগুলিকে একে একে বাণীর গ্রন্থনে গীতি স্বরমুর্ছনায় চিত্রিত করেছেন।

রূপে, রসে, ভাবে-কল্পনায় এবং আঙ্গিকে মধুসূদনের চতুর্দশপদী অপূর্ব, অদ্ভুত, তুলনাবিহীন। কবির বাঙালীপ্রাণতার নিঃসংশয় স্বাক্ষর এখানে বিদ্যমান।

প্রশ্ন ২৩ :—বাঙলা কাব্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের দান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উঃ (ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুকরণে মহাকাব্য-রচনায় ব্রতী হলেন হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩ খৃঃ)। প্রতিভা-বিচারে হেমচন্দ্র যে মধুসূদনের চেয়ে নিষ্প্রভ, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'র আঙ্গিকগত ত্রুটি দূর করে এবং গীতিভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যকে সংযমের তন্ত্রীতে বাঁধতে হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' রচনা করলেন। এই কাব্যখানিই বাঙলা সাহিত্যে হেমচন্দ্রকে একটি ঐতিহাসিক মূল্য এবং স্থায়ী যশঃ দিয়েছে। যে বৎসর 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরেই হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী' প্রকাশিত হল।

হেমচন্দ্র রচিত কাব্যগুলি হল—'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১), 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪), 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১৮৭৫-৭৬), কবিতাবলী (১ম খণ্ড ১৮৭৭, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০), আশাকানন (১৮৭৬), 'ছায়াময়ী কাব্য' (১৮৮০), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), 'বিবিধ কবিতা' (১৮৯৩), চিত্তবিকাশ (১৮৯৭)। এ ছাড়াও, সেক্সপীয়রের নাট্যানুবাদ—'নলিনী-বসন্ত' (টেম্পেষ্ট), এবং 'রোমিও-জুলিয়েত'।

চিন্তাতরঙ্গিণী শোককাব্য—বাল্যবন্ধুর আত্মহত্যা অবলম্বনে লিখিত। বীরবাহু কাব্যের উপাখ্যানটি কাল্পনিক। প্রাচীনকালে হিন্দু বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থে যে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন করেন, তারই দৃষ্টান্ত। এই কাব্যে দেশপ্রেমের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠরচনা 'বৃত্রসংহার কাব্য'। মহাকাব্য হিসাবে রচিত হলেও এটি একখানি আখ্যানকাব্য। পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। স্বর্গবিজয়ী বৃত্রাসুরের সঙ্গে পরাজিত দেবকুলের যুদ্ধ ও হৃত স্বর্গরাজ্যের পুনরুদ্ধার

বর্ণিত হয়েছে এই কাব্যে। সমকালীন রুচি ও যুগমানসের অভিলাষ তৃপ্ত করতে পারেনি 'বৃত্রসংহার'। তবে স্থানে স্থানে কবির প্রশংসনীয় কবি-কল্পনার স্ফুরণ ঘটেছে। বাক্-সংযম এবং বীর-সৃষ্টিতে কবির দক্ষতার নমুনা পাওয়া যায়।

হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতাও (কবিতাবলী, বিবিধ কবিতা ও চিত্তবিকাশ) বিশেষ সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রেরণার মূলে আছে কোনো তত্ত্ব বা বহির্ঘটনা, আন্তর রসানুভূতি থেকে তা আসেনি। দেশপ্রেমের কবিতা রচনা করে হেমচন্দ্র খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি একদিন কণ্ঠে কণ্ঠে আবৃত্তি হয়েছে। খণ্ড-কবিতার মধ্যে 'হতাশের আক্ষেপ', 'জীবনসঙ্গীত', 'যমুনাতটে', 'লজ্জাবতী লতা', 'পদ্মের মৃণাল', 'ভারত-বিলাপ', 'ভারত-সঙ্গীত', 'শিশুর হাসি', 'বাঙালীর মেয়ে', 'পদ্মফুল', প্রভৃতি তাঁর কবি-প্রতিভার নিদর্শন। রাজনৈতিক ব্যঙ্গকবিতাও হেমচন্দ্র রচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হেমচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

(খ) নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

যুগধর্মানুযায়ী জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নবীন সেন কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের ছত্রে ছত্রে নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেমের বলিষ্ঠ সুর সকলেই অনুভব করেন।

নবীনচন্দ্রের কাব্যাবলী—অবকাশরঞ্জিনী (প্রথম খণ্ড ১৮৭১, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৮), পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭), রঙ্গমতী (১৮৮০), রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬), খ্রীষ্ট (১৮৯১), অমিতাভ (১৮৯৫), অমৃতাভ (১৯০৯), কাব্যানুবাদ—চণ্ডী (১৮৮৯) ও গীতা (১৮৮৯)।

'অবকাশরঞ্জিনী'র কবিতা কুসুম নিয়ে কাব্য-আসরে নবীনচন্দ্র আবির্ভূত হলেন। কিন্তু দেশপ্রেমের সুর তাঁকে শীঘ্রই 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য রচনায় উৎসাহিত করল :

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি—
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।

এরপর তিনি রচনা করেন ত্রয়ী-কাব্য (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস)। নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই ত্রয়ী-কাব্য। এই ত্রয়ী-কাব্যে নবীনচন্দ্র এক ধর্মপাশে বিশাল দেশ ভারতবর্ষকে আবদ্ধ করতে চাইলেন। সেই ব্রতের আদর্শ পুরুষ কুরুক্ষেত্রবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ। এই বিশাল পটভূমিতে মহাকাব্য-রচনার অনুকূল কবিপ্রতিভা নবীনচন্দ্রের ছিল না। তাঁর প্রতিভা ছিল গীতিমুখী—লিরিক ধর্মী। সুতরাং নবীনচন্দ্র কিছুটা বিপথগামী হয়েছিলেন যে ভাব সমুন্নতি এবং জীবনবোধ থাকলে মহাকাব্য রচনা সম্ভব, তা না থাকায় ত্রয়ী শেষ পর্যন্ত একটি আখ্যানধর্মী গীতি-রসাত্মক কাব্য হয়েছে।

নবীনচন্দ্রের ভাবাদর্শে ভাবাকুলতার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তাঁর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য স্বদেশপ্রাণতায় এবং অন্তর্মুখী ধর্মপ্রবণতায়। যীশুর জীবন অবলম্বনে রচিত 'খৃষ্ট', বুদ্ধের জীবন অবলম্বনে 'অমিতাভ', শ্রীচৈতন্যের জীবন অবলম্বনে 'অমৃতাভ', শ্রীমদ্‌ভাগবদগীতা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্যানুবাদ তার উদাহরণ। বিহারীলালের কবিতায় যে সুরমূর্ছনা মূর্ত হয়ে উঠল—নবীন সেনের কাব্যে তারই আভাস দিয়ে কাব্যরসাস্বাদনে আমাদের রুচি-বদলের জন্য পথ প্রস্তুত করে দিয়েছে। তাই কব্যেগুলির একটি ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ঃ ২৪। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

১ কাব্য

উত্তর ঃ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কবি। সর্বতোমুখী প্রতিভা সূর্যের মতই বিচিত্র ও বিভিন্ন পথচারী। রবিপ্রতিভা কাব্যসাহিত্যের প্রতিটি ভূখণ্ডকেই আলোকোজ্জ্বল করেছে। উপন্যাসের আলোচনায় ঔপন্যাসিক তিনি, কাব্যের আলোচনায় কবি তিনি, নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক ইত্যাদি। কিন্তু সত্যসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ—সাহিত্যকর্মের প্রতিটি বিষয়ের প্রাণ-কেন্দ্রে আছে একটি গীতি সুরমূর্ছনা—যেটি কবিধর্মের নিঃসংশয় প্রকাশ। তাই বলতে হয় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কবি। মুখ্যতঃ তিনি গীতি কবি। "রবীন্দ্রনাথের জগৎ—রসলোক, গন্ধর্বলোক যেমন স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি, সেখানে মর্ত্যের রস, সৌন্দর্য ও মানবসুলভ প্রবৃত্তির সহিত স্বর্গের অনন্ত মহিমা

ও অমরত্ব এসে মিশেছে, রবীন্দ্রনাথের মানসজগৎ সেরূপ স্থূল উপলব্ধির সংসার ও সূক্ষ্ম ধ্যানলোকের মাঝামাঝি।"

রবীন্দ্র কাব্যধারা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) থেকে 'শেষলেখা' (১৯৪১) পর্যন্ত সুদীর্ঘ ষাট বছরের সাধনা। এই কাব্যধারাকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব—সংশয়মুক্তি ও আত্মসচেতনার পর্ব। সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০) এই পর্বভুক্ত। মানসী কাব্যে রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহ বাঁক নিয়েছে, নতুন আশায় নতুন আনন্দে জেগে উঠেছে। সংশয়মুক্তি ও আত্মসন্ধানের পালা শেষ হয়েছে। এই পর্বে কবি প্রাণের একটা নিজস্ব গতি, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন, নির্ঝরের (কবিপ্রাণ) স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে—রোমান্টিক তরুণ মনে বিশ্বকে আলিঙ্গন করার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে—"প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ, রুধিয়া রাখিতে নারি।" প্রভাত সঙ্গীতের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবি আত্মার জাগরণ ও মহামুক্তির জন্য উচ্ছ্বাস ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যে অমর মানবলোকের মধ্যেই পরম পরিতৃপ্তি খুঁজেছেন তিনি :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

'মানসী' কাব্যে কবিপ্রাণের ভোগাকাঙ্ক্ষার অন্তরালে যে মহত্তর নিস্পৃহসত্তা আছে, ভোগবাসনার উপর তারই আর্তি শোনা গেল :

বৃথা এ ক্রন্দন
বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা।

মানসী কাব্যের প্রথম কবিতা 'উপহার'-এ সমগ্র কাব্যের মূলসূত্রটি পাই। কবি আত্মকথা প্রকাশ করেছেন :

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
এ চির-জীবনে তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

দ্বিতীয় পর্বে এই মানসী-প্রতিমার বন্দনা। সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০), কথা ও কাহিনী (১৯০০)—কাব্যনিচয়ে একটা অলৌকিক অনুভূতির পরিচয় বাণীবদ্ধ। এখন থেকে কবির জীবনদেবতা কবিকে তাঁর পূর্ণতার পথে, পরিণতির দিকে চালিত করেছে। ইনিই মানসসুন্দরী, বিচিত্ররূপিণী, কৌতুকময়ী—ইনিই কবির সৌন্দর্যলক্ষ্মী লীলাসঙ্গিনী। এই বিশ্বসৌন্দর্যরূপিণী নিষ্ঠুরা মোহিনীর প্রতি কবির জিজ্ঞাসা :

আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনাভরে গীতঝংকার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে ?
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, আমার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় জাগে ?

তৃতীয় পর্বের সূচনা 'ক্ষণিকা' কাব্য। ক্ষণিকা (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), উৎসর্গ, শিশু (১৯০৩), স্মরণ। পূর্ববতী 'কল্পনা' এবং 'কথা ও কাহিনী'তে 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-যুগের নিবিড় রোমান্টিক সৌন্দর্যতন্ময়তার অতীতাভিসার। 'কল্পনা'র কবিতাগুলিতে বা 'কথা ও কাহিনী'র আখ্যায়িকাগুলিতে একটি 'কী' না-পাওয়ার বেদনার স্মৃতিলোকচারী কবিমন সুর খুজে পেয়েছে—'ক্ষণিকা' কাব্যে ; "ভাল মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।" তাঁরই ফলে একটি সহজ জীবনসত্য দেখা দিয়েছে। 'নৈবেদ্য' কাব্যে কবি গেয়েছেন—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

কিন্তু পরমুহূর্তেই 'উৎসর্গ' কাব্যে সুদূরের সুরে বাঁশী বেজে উঠেছে—

স্নদূর, বিপুল স্নদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে যাই পাসরি।

এর পরেই চতুর্থ যুগ—'খেয়া'য় (১৯০৬) তার সূচনা, 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও 'গীতালি'তে (১৯১৪) তার পরিণতি। তারপরই 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যে আবার পালাবদল।

খেয়া-গীতাঞ্জলি পর্বে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-ধ্যান রসঘন হয়ে মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকে যাত্রা করেছে। কবির বৈরাগী মনে এল অরূপের প্রেম—রূপ থেকে অরূপের ধ্যানে কবি তন্ময়। "ঝড়ের রাতে হঠাৎ এল দুঃখ-রাতের রাজা"—এ-ই কবির অরূপ। তাঁর দান 'মালা নয়'—বজ্রের মতো ভয়াল 'তরবারি'। তারপর গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে রবীন্দ্রনাথের এই অরূপের চেতনা ভগবৎপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পর্বে কবি-চিত্ত ভক্তি-নম্র ভাবে অরূপের চরণেই আশ্রয় চেয়েছে—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার পরে।" অরূপ-প্রেমে মগ্ন কবি বলেন, "বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে—অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।" নিরহঙ্কার কবি-মনের ভক্তি-প্রেম-বিশ্বাসের সুরে কী অপূর্ব বাঙ্ময় প্রকাশ! 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ কবিকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে বসিয়েছে—'নোবেল' পুরস্কার পেয়েছেন তিনি (১৯১৩)।

মর্ত্য প্রেমের টানে ফিরলেন কবি এই ধূলির ধরণীতে। 'বলাকা'র পাখায় বাস্তবের কঠোর সত্যের সংসারে তিনি নেমে এলেন। 'বলাকা' কাব্যে নতুন সুর শোনা গেল। জীবনের নবঅর্থ কবিদৃষ্টিতে ধরা পড়ল। গতির মন্ত্রই জীবনের মন্ত্র হয়ে উঠল—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা,—অন্য কোনোখানে।" শোনা গেল জীবনসমুদ্রের দূরাগত গম্ভীর তরঙ্গধ্বনি—

নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে বেচাকেনা
আর চলিবে না।

তারপর পঞ্চম (বা শেষ) পর্ব। পূরবী-কাব্যে (১৯২৩) তার সূচনা, 'শেষলেখা'য় (১৯৪১) সমাপ্তি। কবির জীবননাট্যে এই পঞ্চম অঙ্ক আবেদনের দিক থেকে যেমন চমকপ্রদ, তেমনি অভিনব। শুভ্র-বার্ধক্যের দ্বার-প্রান্তে এসে কবি নবযৌবনে অভিষিক্ত হলেন।

পঞ্চমপর্বের প্রধান প্রধান কাব্য—পূরবী (১৯২৫), মহুয়া (১৯২৯), পরিশেষ (১৯৩২), পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), শ্যামলী (১৯৩৬), বীথিকা (১৯৩৫), প্রান্তিক (১৯৩৮), আকাশপ্রদীপ (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষ লেখা (১৯৪১)।

পঞ্চম পর্বের বৈচিত্র্য ও সমারোহ কাব্যরসিককে অভিভূত করে। প্রৌঢ় কবি কোথা থেকে এত আনন্দ, এত উদ্যম, এত বিচিত্র গান সংগ্রহ করলেন! মুগ্ধ পাঠকের কেবলি মনে হয়—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।'

পূরবী-মহুয়ার প্রেম বাংলাকাব্যে ও রবীন্দ্রকাব্যে এক নতুন সৃষ্টি। এ যেন শেষ বসন্তের গান :

আজ যেন পায় নয়ন আপন নতুন জাগা।
আজ আসে দিন প্রথম দেখার দোলন লাগা।
এই ভুবনের একটি অসীম কোণ,
যুগল প্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায় নাই জানা কে,
সাগরপারের পান্থ পাখীর ডানার ডাকে—

কবি সেই পান্থ পাখী, যার ওড়ার শেষ নেই। আবার কবি নতুন অজানা সমুদ্রপানে পাখা মেলেছেন। 'পুনশ্চ' কাব্যে কবি গদ্যকবিতা সৃষ্টি করলেন। এত দিন তিনি মিলযুক্ত কবিতা লিখেছেন, এখন গদ্যকবিতার কঠিন ভূমিতে নেমে এলেন। কাব্যভাষা ও ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যবক্তব্যেরও পরিবর্তন ঘটল। 'পুনশ্চ' 'শেষ সপ্তক' 'পত্রপুট' 'শ্যামলী'—এই ক'টি কাব্যে গদ্যকবিতার দেখা পাওয়া গেল।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে রচিত উপরি-উক্ত কাব্য-গুলিতে এক নবদিগন্ত দেখা দিল—কবি মানবজীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা-লোকে নেমে এসেছেন। এখন যে সর্বমানবদেবতার বন্দনা করলেন, তা প্রকাশ-ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রকাব্যে নতুন। কবি বললেন,—

হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪১—জীবনের শেষ দুই বৎসরে অশেষ প্রতিভার নবরূপ দেখা দিল 'নবজাতক,' 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষলেখা' কাব্যে। রবীন্দ্র-প্রতিভা বৈচিত্র্য ও বহুর মধ্যে দিয়ে একটি অবিসংবাদী পরিণতিতে গিয়ে কোন সুদূরের ডাক শুনে যে যাত্রা করেছে.. আর ফেরে নি। যাবার আগে তিনি বলে গেছেন :

যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসব-দীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিতে শুভ্র তিলকের রেখা ;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি।

২ নাটক

রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে বাংলা নাটক একটি বিশিষ্ট রূপ পেল. ছোট বড় চল্লিশটি নাটক তিনি রচনা করেন। তাঁর প্রথম দিককার নাটক বাংলা নাটকের ধারানুসরণে রচিত। কিন্তু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি যে রূপক-নাটক ও নৃত্যনাট্য রচনা করেন, তার সঙ্গে বাংলা নাটকের কোনো ধারারই যোগ নেই। রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি রবীন্দ্রজীবনবোধের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তত্ত্বাশ্রয়ী ও ভাব-লোকাশ্রয়ী।

রবীন্দ্রনাটকের ছয়টি শ্রেণীবিভাগ করা যায়। (ক) গীতিনাট্য—বাল্মীকি

প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা। (খ) কাব্যনাট্য—চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিদায় অভিশাপ (১৮৯৩), গান্ধারীর আবেদন (১৮৯৭), সতী (১৮৯০), নরকবাস (১৮৯৭), লক্ষ্মীর পরীক্ষা (১৮৯৭), কর্ণ ও কুন্তী (১৯০০)। (গ) মনস্তত্ত্বপ্রধান নাটক—প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), রাজা ও রাণী (১৮৮০), বিসর্জন (১৮৯০), মালিনী (১৮৮৬), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), তপতী (১৯২৯)। (ঘ) সামাজিক নাটক ও প্রহসন—বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), শোধবোধ (১৯২৬), বাঁশরী (১৯৩৩), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শেষরক্ষা (১৯২৮)। (ঙ) রূপক সাঙ্কেতিক নাটক—রাজা (১৯১৯), অচলায়তন (১৯২০), ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), গুরু (১৯১৮), অরূপরতন (১৯২০), শারদোৎসব (১৯২২), মুক্তধারা (১৯২৫), রক্তকরবী (১৯২৬), কালের যাত্রা (১৯৩২)। (চ) নৃত্যনাট্য—চণ্ডালিকা (১৯৩৮), তাসের দেশ (১৯৩৩), শ্যামা (১৯৩৯), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬)।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই সব নাটকে বর্তমান। কাব্যময়তা, তত্ত্বমুখিতা, গীতিধর্মিতা এগুলি নাটকের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হলেও এগুলি রবীন্দ্র-নাটকের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এমন এক ঢঙে এরা ব্যক্ত যে, রবীন্দ্র-নাটকের মানদণ্ড বিচারে সাধারণ নাটক থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রসাস্বাদের জন্য রসিক-পাঠকচিত্ত সচেতন হয়। বাংলা নাটকের স্থূলতা বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ তাকে এক নবতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাট্যকলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে রূপক-সাংকেতিক নাটকে। 'রাজা' নাটকে যার সূচনা, 'ডাকঘর' ও 'রক্তকরবীতে' তার বিকাশ। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও ঐশী স্পর্শের জন্য ব্যাকুলতা 'রাজা' নাটকের মুখ্য বিষয়। 'ডাকঘর' নাটকেও তাই—মৃত্যুপথযাত্রী কিশোর অমলের মুক্তিপিপাসায় তা ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। 'শারদোৎসব' ও 'ফাল্গুনী'তে প্রকৃতির মাঝে দুর্মদ নবীন যৌবনের দুর্বার অভিযান হয়েছে। 'অচলায়তনে' প্রাণহীন প্রথাবদ্ধ আচারসর্বস্ব সমাজের মূলে কুঠারাঘাত, আর 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে ধনতন্ত্রবাদ ও যান্ত্রিকতার ওপরে নিত্যমুক্ত প্রকৃতির বিজয়-শক্তি এবং সরল-সত্য-সুন্দরের প্রতিঘাতের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক-বিচারের পৃথক মানদণ্ড আছে। সমালোচককে মনে রাখতে হয় যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক-বিচার করছেন—নচেৎ বিড়ম্বনা

সমস্ত নাটকগুলির প্রাণস্পন্দন গীতিধর্মিতায় এবং রবীন্দ্র জীবন-সত্য-ভাবনায় নিহিত।

অধ্যাত্মপ্রেরণা ও প্রকৃতিপ্রেম, রূপচেতনা ও সংসারপ্রীতির এক নবতর প্রয়োগক্ষেত্র-রূপে রবীন্দ্র নাটকগুলিকে বিচার করতে হবে। নাট্যকলা তাঁর শিল্প-স্বধর্মের বিরোধী জেনেই কবি একই নাটকের বারবার রূপ-পরিবর্তন করে তাকে কবিধর্মের অনুসারী করেছেন।

রবীন্দ্রপ্রতিভার যাদুস্পর্শে রবীন্দ্র-নাটক রসিক পাঠককে তত্ত্ব-দর্শন ও ভাবনা-কল্পনার এক ইন্দ্রলোকে উত্তরণ করিয়েছে।

৩ উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মূলধারাকে বেশিদিন অনুসরণ করে নি। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮২) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৫) উপন্যাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করে ইতিহাস ও রোমান্সের পথে পরিক্রমণ করেছেন। তারপর দীর্ঘ সতের বৎসর পরে লিখলেন 'চোখের বালি' (১৯০২) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬)। এই 'চোখের বালি' উপন্যাসেই বাংলা উপন্যাসের নবধারা দেখা দিল। মনস্তত্ত্বপ্রধান বিশ্লেষণধর্মী এই উপন্যাস ঘটনাপ্রধান বিবরণধর্মী উপন্যাসের আয়ুর সমাপ্তি ইঙ্গিত করে। স্বদেশী আন্দোলনের কালে রবীন্দ্রনাথের মহৎ সৃষ্টি—'গোরা' (১৯০৯)। এই উপন্যাসের মহাকাব্যোচিত বিস্তৃতি ও বিশালতা পাঠককে বিস্মিত করে। বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যে 'গোরা'র একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে।

এর পর আবার রূপান্তর। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) যদিও স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত, তথাপি উপন্যাসের মূলসমস্যা এখন বাইরে থেকে এসেছে অন্তঃপুরে। বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের বাইরের জীবন অপেক্ষা আন্তর জীবনের প্রতিই লেখকের দৃষ্টি।

এর পর একে একে—'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯৩০), 'দুইবোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৫) দেখা দিয়েছে। 'ঘরে বাইরে' থেকে 'চার অধ্যায়'—এই উপন্যাস-গুলিতে যে নূতন রীতি দেখা গেল, তা বিশেষভাবেই রবীন্দ্ররীতি। এর সঙ্গে অন্যান্য বাংলা উপন্যাসের যোগাযোগ ক্ষীণ।

উপন্যাস-রচনায় রবীন্দ্র কবিপ্রতিভার পূর্ণ সিদ্ধি বলা যায় না, কিন্তু মহাকবির বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এই উপন্যাসগুলি যে বাঙলা সাহিত্যের একটি নূতন অধ্যায়, এক নতুন ধরনের রসবস্তু তা স্বীকার করে নিতে রসিকদের আপত্তি হয় না।

৪ ছোটগল্প

রবীন্দ্রপ্রতিভার আর এক বিস্ময়কর দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। রবীন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে কথাবস্তু, গল্প, সম্ভাবনাময় ছোটগল্প ছিল—কিন্তু তখন পর্যন্ত আধুনিক ছোটগল্পের রূপাঙ্গিকটি গড়ে উঠেনি। রবীন্দ্র সমসাময়িক শিল্পী প্রভাতকুমারের হাতে এবং রবীন্দ্র প্রতিভা-পরশমণির স্পর্শে বাঙলা সাহিত্যে বিচিত্র পথসঞ্চারী ছোটগল্পের দ্বারোদ্ঘাটন হল। এই গতিশীল জীবনের লঘু ভাব-কল্পনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাওয়া-না পাওয়া, ব্যর্থতা-সফলতা প্রভৃতি জীবনেরই খণ্ডরূপ সত্য, তাঁর গল্পগুলিতে চকিত বিদ্যুৎচমকের মতই এই সত্য উদ্ভাসিত হল। জীবনের রঙে, জীবনের রূপে, বর্ণে-স্বাদে-গন্ধে-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি এক একটি হীরকখণ্ড। বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর হাতেই একরকম শৈশব-কৈশোর রূপের চকিত আবির্ভাব-বিলয়ের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ লালিত্যময় যৌবন লাভ করল। পৃথিবীর যে কোন দেশের সেরা ছোটগল্পের আসরে তা সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান পাবার যোগ্য হল। রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব আদিকবি বাল্মীকির মতই যুগযুগান্তব্যাপী।

ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে ষাট-সত্তর বছরেরও আগে—বাঙলা সাহিত্যে যখনো বঙ্কিম-যুগ চলছে—রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'গল্পগুচ্ছ'-এর অভাবিতপূর্ব নিখুঁত সুন্দর গল্পগুলি। উনিশ শতকের শেষ দশকটিকে রবীন্দ্রের ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। কবির মানসী-সোনার তরী চিত্রা-চৈতালী-কল্পনার সোনার কবিতাগুলিও এই সময়কার লেখা। এসব গল্প প্রকাশিত হত হিতবাদী, ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শন ইত্যাদি পত্রিকার পাতায়। কবির বয়স তখন তিরিশের সীমায়। জমিদারী তদারকের কাজে কবি তখন পল্লীবাঙলার শান্ত নীড়ে, মধ্যবঙ্গে—পদ্মার বুকে বোটে, পদ্মার তীরে শিলাইদহের কুঠিতে। কালিগ্রাম, পতিসর, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর

স্বচ্ছন্দবিহার বেশির ভাগ নৌকায়, কখনো কখনো গরুর গাড়ীতে চেপে। পল্লীবাঙলার বহুবর্ণরঞ্জিত দৃশ্যপট, সন্নিকটস্থ লোকালয়ের জীবনধারার অশ্রান্ত কলধ্বনি, নিঃসীম উদার আকাশ, কখনো নাগিনী কখনো বা পদ্মা, এবং নদীতটের বহু-বিস্তীর্ণ প্রকৃতির শ্যামাঞ্চল—এই সব কবিমনে কল্পনার তরঙ্গ তোলে। আর সূক্ষ্ম শিল্পীর মত তাঁদেরই নিখুঁত রেপায়ণ এই যুগের ছোটগল্পগুলিতে। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে প্রকৃতির পটভূমিকায় কখনও মানুষ আবার কখনও মানুষের পটভূমিতে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র লক্ষ্য করেছেন কবি।

কবির অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্প—যেমন ছুটি, শাস্তি, দুরাশা, কঙ্কাল, অতিথি, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, একরাত্রি, কাবুলিওয়ালা, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র নষ্টনীড় ইত্যাদি—হিতবাদী, ভারতী, বালক, সাধনার যুগেই লেখা হয়েছে। তখন কবি সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন। এতখানি একগ্রতা সহকারে—বলতে গেলে, একেবারে দু-হাতে—ছোটগল্প আর কখনো লেখেন নি তিনি। এর প'র ১৯১৪ সালে সবুজপত্র প্রকাশিত হলে কবি পুনর্বার ছোটগল্প লেখায় মনোযোগী হন। এই যুগের কয়েকটি সুন্দর গল্প হল স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর, হৈমন্তী, হালদার-গোষ্ঠী প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত গল্পগুলি বক্তব্যে, বাচনভঙ্গিতে, স্বাদে স্বতন্ত্র; এরা আধুনিক মননের স্পর্শযুক্ত। জীবনের শেষলগ্নে এসে রবীন্দ্রনাথ আর একবার ছোটগল্প লেখায় হাত দেন। তাঁর 'তিনসঙ্গী' বইখানি এসময়ে লিখিত তিনটি গল্পের সংকলন। শেষের দিকের লেখাগুলিতে পূর্বের সে রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার রসানন্দলোক রচিত হয়নি। তথাপি বৈচিত্রে, নতুনত্বে এবং তীক্ষ্ণতায় এগুলির বিশিষ্ট স্থান আছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির বক্তব্য-বিষয়ের কেন্দ্রস্থলে যা আছে, তা হল প্রকৃতি প্রেমৈষণা, মানব জীবনের নিবিড় স্পর্শস্বাদ, সামান্যে অসামান্য দর্শন, নব প্রাপ্তির আনন্দ এবং লিরিক-সুরমূর্ছনা।

৫ প্রবন্ধ নিবন্ধ

সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সমালোচনা, স্মৃতিকথা চিঠিপত্র, ডায়েরি—এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনা করেন নি। প্রাচীন সাহিত্য, সাহিত্য, লোক সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্যের পথে প্রভৃতিকে খাঁটি সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থ বলতে হবে।

আবার স্বদেশ, শিক্ষা, কালান্তর প্রভৃতি গ্রন্থে ফুটে উঠেছে কবির রাজনৈতিক সামাজিক ও স্বাদেশিক চিন্তাধারা। এ ছাড়া, শান্তিনিকেতন, ধর্ম, মানুষের ধর্ম, পঞ্চভূত, বিচিত্রপ্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, রাশিয়ার চিঠি, ছিন্নপত্র প্রভৃতি প্রবন্ধ ও রচনা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অমরকীর্তির উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

প্রবন্ধ-রচনাতেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা—তাঁর জীবন-দর্শন, কবি-ভাবনা ও বিশিষ্ট চিত্রধর্মিতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ধারায় লিরিক-ধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তা নীরস প্রবন্ধের যুক্তিজালকে অতিক্রম করে সুরম্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ প্রকৃত শিল্পীর আনন্দভাবনা যুক্ত হয়ে তা পাঠক-মনে এক বিশেষ আনন্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম। মননসমৃদ্ধ ও রসাঢ্য প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেশের চিন্তাশীল মানুষমাত্রকেই যেভাবে প্রভাবিত করেছেন, যত বিচিত্র বিষয়ে চিন্তার খোরাক যুগিয়েছেন, তাতে প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর একটি পৃথক আসন তিনি সহজেই চিহ্নিত করে নিতে পেরেছেন। objective প্রবন্ধের মধ্যে গীতি-কবির subjective প্রকাশ এত বলিষ্ঠভাবে এবং নির্ভুল ভাবে ইতোপূর্বে কোন শিল্পীই চিহ্নিত করতে পারেন নি—একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর কথা স্বতন্ত্র।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত টীকা

[নবম শ্রেণী]

পদ্যাংশ

কবিগুরু বন্দনা

মধুসূদন দত্ত

নমি = (নমস্কার করি) নামধাতু; **কবিগুরু** = কবি দিগের গুরু—ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস; **পদাম্বুজে** = পদ অম্বুজের ন্যায়, (তাহাতে)—উপমিত কর্মধারয়; **ভারতের শিরশ্চূড়ামণি** = শিরের চূড়া = শিরশ্চূড়া—ষষ্ঠীতৎ, তাহার মণি = শিরশ্চূড়া মণি—ষষ্ঠীতৎ, ভারতের শিরশ্চূড়ামণি = ভারতের শিরশ্চূড়া মণি—অলুকতৎ, **অনুগামীদাস** = অনু (পশ্চাৎ) গমন করে যে—উপপদতৎ; অনুগামী যে দাস—কর্মধারয়; **রাজেন্দ্র সঙ্গমে** = রাজা ইন্দ্রের ন্যায়—উপপদ তৎ:, রাজেন্দ্রের সঙ্গমে – ষষ্ঠী তৎ; **দূর তীর্থ-দরশনে** = দূর যে তীর্থ = দূরতীর্থ—কর্মধা, দূর তীর্থকে দরশন (তাহাতে) – ২য়া তৎ; দরশনে (<দর্শনে) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ; নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠীর স্থলে ৭মী হয়েছে; **ধ্যান** = ধ্যৈ + অনট, ভা:; **দিবানিশি** = দিবা ও নিশি—দ্বন্দ্ব সমাস; **যশের মন্দিরে** = যশের মন্দিরে—অলুক তৎ:; **দমনিয়া** = (দমন করিয়া) নামধাতু; **ভবদম** = ভব দমন করে যে—উপপদ তৎ:; **শমনে** = কর্মে ৭মী; **সুমধুর ভাষী** = সু মধুর = সুমধুর—কর্মধা:; সুমধুর ভাষা বলেন যিনি = সুমধুর ভাষী—উপপদ তৎ;: **রাজহংস কুলে** = হংসের রাজা = রাজহংস ষষ্ঠীতৎ, তাহার কুলে (তাহাতে) ষষ্ঠীতৎ:; **মালা** = কর্মে প্রথমা; **সযতনে** = (<সযত্নে) বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি, **কাব্যোদ্যানে** = কাব্য + উদ্যানে (সন্ধি বিচ্ছেদ); কাব্য রূপ উদ্যান (তাহাতে)—রূপক কর্মধা:; **ভুষণে** = করণে ৭ মী।

দধীচির তনুত্যাগ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রসরি = (অগ্রসর হইয়া)—নামধাতু; **সহস্রলোচন** = সহস্র লোচন আছে যাঁর (= ইন্দ্র)—বহুব্রীহি সমাস; **তপোধনশিরঃ** = তপঃ + ধন—

তপোধন (সন্ধি বিচ্ছেদ), তপঃ ধন (=সম্পদ) যার=তপোধন—বহুব্রীহি ; তপোধনের শিরঃ=তপোধনশিরঃ—৬ষ্ঠী তৎ; **স্পর্শি**=(স্পর্শ করিয়া)— নামধাতু ; **সুকর কমলে**=করণে ৭মী ; সুন্দর কর=সুকর—প্রাদি তৎ, সুকর কমলের ন্যায়=সুকর কমলে—উপমিত কর্মধাঃ ; **হরষবিষাদে**=হরষ (<হর্ষ) বিপ্রকর্ষ ; হরষ মিশ্রিত বা মণ্ডিত বিষাদ (তাহাতে)—মধ্যপদলোপী কর্মধা ঃ ; **মুগ্ধ**=মুহ্ + ক্ত ; মুগ্ধ (বিণ)—মোহ/মুগ্ধতা (বিশেষ্য—পদপরিবর্তনঃ) ; **সাধুশিরোরত্ন**=শিরের রত্ন=শিরোরত্ন –৬ষ্ঠী তৎ, সাধুর শিরোরত্ন= সাধুশিরোরত্ন –৬ষ্ঠী তৎ ; শিরঃ + রত্ন=শিরোরত্ন (সন্ধি বিচ্ছেদ) ; **সাধন**=সাধ্ + অনট=সাধন ; **সাধিলা**=নামধাতু ; **চিরমোক্ষফলপ্রদ** =মোক্ষের ফল=মোক্ষফল—৬ষ্ঠী তৎ,—চির (কাল ব্যাপিয়া) মোক্ষফল= চিরমোক্ষফল—২য়া তৎ ; চিরমোক্ষফল প্রদান করে যা=চিরমোক্ষফলপ্রদ—উপপদ তৎ ঃ ; **স্বার্থপরিহার**=স্বার্থকে পরিহার—২য়া তৎ ; **পরিহার**= পরি—হৃ + ঘঞ, ভাঃ ; **পরহিতব্রত**=পরের হিত—৬ষ্ঠী তৎ, পরহিত নিমিত্ত ব্রত –৪র্থী তৎ ; **উদ্‌যাপিলে**=নামধাতু ; **নিষ্কাম**=নিঃ+কাম (সন্ধি বিচ্ছেদ) ; নাই কাম=নিষ্কাম-নঞ তৎ ; **স্মরণীয়**=স্মৃ + অণীয় ; **জনমি**=নামধাতু ; (<জন্মি) –বিপ্রকর্ষ ; **দ্বৈপায়ন**=দ্বীপ্ + ষ্ণায়ন (দ্বীপে জন্ম যার এই অর্থে) ; **নিরমল**=(<নির্মল) স্বরভক্তি ; নাই মল যাহাতে— নঞ বহুব্রীহি ; **আরম্ভিলা**=নামধাতু ; **চতুর্বেদগান**=চতুঃ বেদ—দ্বিগু সমাস, চতুর্বেদের গান=চতুর্বেদগান ৬ষ্ঠী তৎ ; চতুঃ + বেদ=চতুর্বেদ (সন্ধি বিচ্ছেদ) ; **মগ্ন**=মসজ্ + ক্ত ; **উল্লাসে**=উৎ + লাস (+ এ) ; **নিশ্চল**=নিঃ+চল ; **নিশ্বাসশূন্য**=নিশ্বাস দ্বারা শূন্য—৩য়া তৎ ; **নিস্পন্দ**=নাই স্পন্দন যাহাতে —নঞ বহুব্রীঃ ; **পুষ্পাসার**=পুষ্প + আসার ; **মুনীন্দ্রে**=কর্মে ৭মী, মুনি +ইন্দ্র (+এ)=মুনীন্দ্রে ; **আচ্ছাদি**=নামধাতু ; মঙ্গলে=হেতু অর্থে ৩য়া বা ৫মীর স্থলে ৭মী ।

মধ্যাহ্নে

অক্ষয় কুমার বড়াল

জগৎ=গম + ক্বিপ্ ; **সমীরে**=করণে ৭মী ; **জেলে** (<জাউলা <জালুয়া)=অভিশ্রুতি ; চ'লে (<চইলা চলিয়া)=অভিশ্রুতি ; **নিঝুম মধ্যাহ্ন কাল**=অহ্নের মধ্যে=মধ্যাহ্ন—একদেশী তৎ ; মধ্যাহ্নের কাল=

মধ্যাহ্নকাল—৬ষ্ঠীতৎ: ; নিঝুম যে মধ্যাহ্ন কাল = নিঝুম মধ্যাহ্ন কাল—কর্মধা: ; **স্বপন**=স্বরভক্তি (স্বপ্ন<স্বপন) ; **ছায়া** = (<ছায়া)—য়-শ্রুতি।

প্রতিনিধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেতারার দুর্গভালে=দুর্গের ভালে=দুর্গভালে—৬ষ্ঠীতৎ: ; সেতারার দুর্গভালে=সেতারার দুর্গভালে—অলুক তৎ: ; **দ্বার দ্বার**=প্রতিদ্বার (এক শব্দে পরিণত) ; **অন্নহীন**=অন্ন দ্বারা হীন—৩য়া তৎ: ; **হস্তগত**=হস্তে আগত (বা হস্তে গত)—৭মী তৎ: ; **দিনে রাত্রে**=দিনে ও রাত্রে—অলুক দ্বন্দ্ব ; **সবারে**=কর্মের দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' এর স্থলে কবিতায় 'রে' ; **অনুচর**=অনু (পশ্চাৎ) চরে যে—উপপদ তৎ: ; মধ্যাহ্নস্নান=অহের মধ্য—একদেশীতৎ: , মধ্যাহ্নের স্নান—৬ষ্ঠী তৎ: ; **নমিয়া**=নামধাতু ; **পাদপদ্ম**=পাদ পদ্মের ন্যায় —উপমিত কর্মধা: , **নৃপে**=কর্মে ৭মী ; **ত্রিভুবনপতি**=ত্রি (=তিন) ভুবনের সমাহার—সমাহার দ্বিগু ; ত্রিভুবনের পতি—৬ষ্ঠী তৎ: ; **ভিক্ষা-অন্ন** =ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ অন্ন—মধ্যপদলোপী কর্মধা: ; **প্রসাদ**=প্র—সদ্+ঘঞ্ ; **শিষ্য**=শাস্+ক্যপ্ ; **নৃপশিষ্য**=নৃপও যিনি, শিষ্যও তিনিই—কর্মধা: ; **সন্ধ্যা**=সান্ধ্য (বিণ—পদ পরিবর্তন)।

প্রাচীন ভারত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্ধতললাট=উদ্ধত যে ললাট—কর্মধা: **স্পর্ধিছে**=নামধাতু ; **অপাঙ্গ ইঙ্গিতে**=করণে ৭মী ; (সেইরূপ, **হ্রেষায়**, **বৃংহিতে**, **টংকারে** ইত্যাদি) ; উচ্ছ্বাসে=উৎ+শ্বাস (+এ) ; উৎসব উচ্ছ্বাসে=উৎসব জনিত যে উচ্ছ্বাস (তাহাতে)—মধ্যপদলোপী কর্মধা: ; (সেইরূপ বিজয় **উল্লাসে**) ; **উল্লাসে** =উৎ+লাস (+এ) ; **নিয়তধ্বনিতধ্বাত**=ধ্বনিত ও ধ্বাত (=শব্দিত) =ধ্বনিত ধ্বাত—দ্বন্দ্ব, নিয়ত ধ্বনিত ধ্বাত=নিয়তধ্বনিত ধ্বাত—কর্মধা: ; ধ্বাত=ধ্ব+ক্ত ; **তপোবন**=তপ:+বন ; **নির্বাক**=নাই বাক্ যাহার—নঞ বহুব্রী ; **শান্ত**=শাম্+ত ; **সংযত**=সম+যত ; **স্ফীতস্ফূর্ত**=স্ফীত ও স্ফূর্ত —দ্বন্দ্ব ; **স্তব্ধ** (বিণ) **স্তব্ধ** (বণ.)=**স্তব্ধতা** (বি,—পদপরিবর্তন)।

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভয়শূন্য = ভয় দ্বারা শূন্য—৩য়াতৎ : ; **উচ্চ** (বিণ্) = উচ্চতা (বি—পদ 'পদপরিবর্তন) ; **জ্ঞান** = জ্ঞা + অনট, ভা ; **মুক্ত** = মুচ্ + ক্ত ; (> মুক্তি — বি, পদপরিবর্তন) ; **দিবসশর্বরী** = দিবস ও শর্বরী—দ্বন্দ্ব ; **বসুধারে** = কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' চিহ্ন স্থলে কবিতায় 'রে' চিহ্ন যুক্ত হয়েছে ; **নির্বারিত** = নিঃ + বারিত ; **বিচারের স্রোতঃপথ** = স্রোতের পথ = স্রোতঃ পথ — ৬ষ্ঠীতৎ :; বিচারের স্রোতঃ পথ = বিচারের স্রোতঃপথ—অলুক তৎ: ; **গ্রাসি** = নামধাতু ; **হস্তে** = করণে ৭মী ; **নির্দয়** = নাই দয়া যার—নঞ বহুব্রীঃ ; **জাগরিত** = (< জাগ্রত) স্বরভক্তি, জাগৃ + ক্ত = জাগ্রত < জাগরিত ।

নন্দলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

তো = বাক্যালংকার অব্যয় ; **স্বদেশের তরে** = অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **উদ্ধার** = উৎ + হার ; উৎ—হৃ + ঘঞ ; **বাহবা** = ভাবাত্মক (বিস্ময়সূচক) অব্যয় ; **তাহারে** = কর্মে ২য়ার 'কে' চিহ্নের স্থলে 'রে' চিহ্ন যুক্ত হয়েছে ; **ভ'য়ের** = য়-শ্রুতি ; **বটে** = অনন্বয়ী অব্যয় ; **হঠাৎ** = বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় ; **গদ্যেপদ্যে** = গদ্যে ও পদ্যে—দ্বন্দ্ব ; করণে ৭মী ; **করিল বাহির** = বাহির করিল—মিশ্র ক্রিয়া (সেইরূপ **করিল জাহির**—মিশ্র ক্রিয়া) **আ-হা-হা** = অনন্বয়ী অব্যয় ; **ফি-সন** = মিশ্র শব্দ ; সন সন = ফি-সন— অব্যয়ীভাব সমাস ; **কলিশন** = বিদেশী (ইংরেজী) তৎসম শব্দ , **গাড়িচাপা** = গাড়ি দ্বারা চাপা ৩য়া তৎ: ।

মা আমার

কামিনী রায়

অবসর = অব—সৃ + অল্, ভা ; **জনমভূমি** = (< জন্মভূমি) স্বরভক্তি , জনম হয়েছে যে ভূমিতে—মধ্যপদলোপী কর্মধা : ; **নিয়োজিতে** = নামধাতু ; **বর্তমান** = বৃৎ + শানচ ; **জপিব** = নামধাতু ; **অনিবার** = নাই নিবার--নঞতৎ ; **কাজে** = নিমিত্তার্থে ৪র্থীর স্থলে ৭মী ; **বিষাদময়** = বিষাদ + ময়ট ; **কলঙ্কভার** = কলঙ্কের ভার—৬ষ্ঠীতৎ : ।

বাঙালীর মা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

হিমাদ্রি—হিম + অদ্রি ; হিম মণ্ডিত অদ্রি—হিমাদ্রি—মধ্যপদলোপী কর্মধা: ; **তুষারের শ্বেতছত্র**=শ্বেত যে ছত্র—কর্মধা: ; তুষারের শ্বেতছত্র—অলুক তৎ: ; **গর্জে**—নামধাতু ; যতনে—করণে ৭মী ; স্বরভক্তি ; **হিরণ-হরিতে গড়া**—হিরণ ও হরিতে—দ্বন্দ্ব ; হিরণ হরিতে [গড়া —অলুকতৎ ; **হরিণ হরিতে**—করণে ৭মী ; **আনন্দ ভুবন**= আনন্দ মণ্ডিত যে ভুবন—মধ্যপদলোপী কর্মধা: ; **কলকলগীতে**—করণে ৭মী ; **আমোদিত** (বিণ)=আমোদ, বি (পদপরিবর্তন) ; **স্বর্গ** (বি,)—স্বর্গীয় (বিণ,)-(পদপরিবর্তন) ; **পাদপদ্মে**=পাদ পদ্মের ন্যায়—উপমিত কর্মধা: ; **পরাণ**=(<প্রাণ) স্বরভক্তি , **কিরণ কমল**—কিরণ রূপ কমল—রূপক কর্মধা: . **জ্যোৎস্না**—তৎসম শব্দ ; **রঞ্জিতে**—নামধাতু ; **অলক্তরাগে**=করণে ৭মী , **অলক্ত**—তৎসম শব্দ , **বৈতালিক**=বি-তাল + ষ্ণিক্ ; **অশনি করকা**=অশনি ও করকা—দ্বন্দ্ব সমাস . **মেঘধারাযন্ত্রে**=ধারা ঝরে যে যন্ত্রে—মধ্যপদ-লোপী কর্মধারয় , মেঘ রূপ ধারাযন্ত্রে =মেঘধারাযন্ত্রে—রূপক কর্মধা: ; **ক্ষুধিতে** -কর্মে ৭মী ; **পিপাসিতে**—কর্মে ৭মী ; **অন্ন**=অদ + ক্ত ; **পানীয়**=পা+ অনীয় ; **নিখিল সাগর অঙ্কে**=নিখিলের সাগর—৬ষ্ঠীতৎ: (অথবা, নিখিল রূপ সাগর—রূপক কর্মধা: ; প্রথমটাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত) তাহার অঙ্কে —৬ষ্ঠীতৎ: ; **কমলে-কামিনী**—কমলে বাস করেন যে কামিনী (মহালক্ষ্মী— এই অর্থে) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ; **দিবসযামিনী**=দিবস ও যামিনী—দ্বন্দ্ব ; **ঋদ্ধি**=ঋধ্ + ক্তিন্ ; **সিদ্ধি**=সিধ্ + ক্তিন্ ; **করী**=কর + ইন্ ; **পাদোদক-সুধা**=পাদ + উদক + সুধা ; পাদ বিধৌত (বা নিঃসৃত) যে উদক— মধ্যপদলোপী কর্মধা: (কিন্তু 'চরণামৃত' বোঝালে মধ্যপদলোপী বহুব্রী:); পাদোদক সুধার ন্যায়—উপমিত কর্মধা: ; **হরিতেছ**=নামধাতু ; **তোমায়**= কর্মে ৭মী ; **শাঁখ**=(<শঙ্খ) তদ্ভব শব্দ ; **আশিসি**=নামধাতু ; **নমেন**= নাম ধাতু ; **ভগবান**—ভগ + বতুপ্ ।

জন্মভূমি

যতীন্দ্র মোহন বাগচী

গাঁটি—(<গ্রাম-টি) তদ্ভব শব্দ ; **খেতের**—(<ক্ষেত্রের) তদ্ভব শব্দ ; **আড়ে**—দেশী শব্দ ; **কেয়াঝাড়ে**—করণে ৭মী ; **পূবের**=(<পূর্বের) তদ্ভব

শব্দ ; **অট্টালা**=ধ্বনিলোপ ; **গলাগলি**=গলায় গলায় যে আলিঙ্গন—ব্যতিহার বহুব্রীঃ ; **চাকায়**=নিমিত্তার্থে ৪র্থীর স্থলে ৭মী ; **কাদা**=(<কর্দম) তদ্ভব শব্দ ; **বিশ্বশোভা**=বিশ্বের শোভা—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **ঝোপে ঝাড়ে**=ঝোপে ও ঝাড়ে—অলুক দ্বন্দ্ব ; **উড়ে**=(<উইড়া<উড়িয়া) অভিশ্রুতি ; **বাসার কাছে**=অনুসর্গ যোগে বা কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **পদ্মদিঘি**=পদ্ম ফোটে এমন যে দিঘি—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **চৈৎ-বোশেখে**=তদ্ভব শব্দ ; কালাধিকরণে ৭মী ; **পানায় মরা**=পানায় মরা—অলুক তৎঃ ; **ছাওয়া**=(<ছা আ) ব-শ্রুতি ; **পিঠিলির**=(<পিটুলি<পিটালি) স্বরসঙ্গতি ; **হাওয়া**=ব-শ্রুতি , **স্বর্গছাড়া**=স্বর্গ হইতে ছাড়া—৫মীতৎঃ ; **ডাকঘর**=ডাকের নিমিত্ত ঘর—৪র্থীতৎঃ ; (অথবা, ডাক আসে এমন যে ঘর—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ) ; **বদ্দি**=(<বৈদ্য) সমীভবন ; **ধনীর দেবালয়**=দেবের আলয়—৬ষ্ঠী তৎঃ (বা, দেবের নিমিত্ত আলয়—৪র্থী তৎঃ), ধনীর দেবালয়=ধনীর দেবালয়—অলুক তৎঃ ; **সজ্জাহীনের**=কর্তায় ৬ষ্ঠী ; সজ্জা দ্বারা হীন—তৃয়া তৎ+-এর , **দারিদ্র্যে**=দরিদ্র+ষ্ণ্য+এ ; **ভয়**=ভী+অচ্ ; **সৃষ্টিছাড়া**=সৃষ্টি হইতে ছাড়া—৫মী তৎঃ ; **অভাব**=নাই ভাব—নঞ তৎঃ , **সান্ধ্য** (বিণ)=সন্ধ্যা (বি) (পদপরিবর্তন) ; **সুখী**=সুখ+ইন্ ; **বাধা-বাঁধন-হারা**=বাধা ও বাঁধন—দ্বন্দ্ব, বাধাবাঁধন হইতে হারা—৫মী তৎঃ ; **আবাদ**=আ-বদ্+ঘঞ ; **বিবাদ**=বি-বদ্+ঘঞ ।

ছোটোর দাবী

কুমুদ রঞ্জন মল্লিক

টেনে=(<টাইনা <টানিয়া) অভিশ্রুতি ; **নয়ন-জলে**=নয়নের জলে—৬ষ্ঠী তৎঃ ; **তরুবরে**=কর্মে ৭মী ; **স্মরণ**=স্মৃ+অনট্ ; **কুসুমটি**=কর্মে ১মা , **মুকুতায়**=স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ ; কর্মে ৭মী ; **গেঁথে**=(<গাঁইথ্যা<গাঁথিয়া) অভিশ্রুতি ; **অনুরাগের**=অনু-রঞ্জ+ঘঞ (+এর) ; **মিতার সাথে**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে বা অনুসর্গ যোগে ৬ষ্ঠী ; **অশোক-কানন**=নাই শোক—নঞ তৎঃ ; অশোকের কানন—৬ষ্ঠী তৎঃ ; **গৌরবও**=গুরু+ষ্ণ (+ও) ; **সৌরভও**=সুরি+ষ্ণ(+ও) ; **শিখীর পাখা**=শিখীর পাখা—অলুক তৎঃ ; **ম্লান**=ম্লৈ+ক্ত ; **পাণ্ডব**=পাণ্ডু+ষ্ণ ; **কৌরবও**=কুরু+ষ্ণ(+ও) ; **কাতর** (বিণ)=**কাতরতা-বি**, (পদপরিবর্তন) ; **পূর্ণতা** (বি)=**পূর্ণ-বিণ**, (পদপরিবর্তন) ; **ক্ষুদ্র বিণ**=**ক্ষুদ্রতা-বি**, (পদ পরিবর্তন) ; **মহামায়ায়**=

কর্মে ৭মী ; **সিংহ**=হিনস্ + অণ ; **সিংহাসনে**=সিংহ চিহ্নিত আসন, তাহাতে —মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **ভ্রমর**—কর্মে ১মা ; **অশ্রুকণায়**=অশ্রুর কণায়—৬ষ্ঠী তৎঃ ; করণে ৭মী ; **গিরীশ**—গিরি+ঈশ ।

গদ্যাংশ

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রস্থানসময়=প্রস্থানের সময়—৬ষ্ঠী তৎঃ ; প্র—স্থ+অনট=**প্রস্থান** ; **উপস্থিত**=উপ—স্থ+ক্ত , **শিষ্য**=শস্+কাপ্ ; **গমনের নিমিত্ত**=অনুসর্গ যোগে ৬ষ্ঠী ; **প্রস্তুত**-বিণ প্রস্তুতি-বি, (পদপরিবর্তন) ; **অনসূয়া**—নাই অসূয়া যাহার—নঞ বহুব্রী **প্রিয়ংবদা**=প্রিয় কথা বলে যে —বহুব্রীঃ ; **যথাসম্ভব** =সম্ভবকে অতিক্রম না করে—অব্যয়ীভাব ; **সমাধান**=সম—আ ধা+ অনট্ ; **মহর্ষি**—মহা+ঋষি ; **শোকাকুল**=শোক দ্বারা আকুল —৩য়া **তৎঃ** ; **কহিতে লাগিলেন**=যৌগিক ক্রিয়া , **উৎকণ্ঠিত**-বিণ=উৎকণ্ঠা-**বি**, (পদপরিবর্তন) ; **বাষ্পবারিতে**=করণে ৭মী ; **বাক্‌শক্তিরহিত**—**বাক্** এর শক্তি—৬ষ্ঠী তৎঃ ; বাক্‌শক্তি দ্বারা রহিত—৩য়া তৎঃ ; **জড়তায়**=**করণে** ৭মী ; **অভিভূত**=অভি—ভূ+ক্ত ; **আশ্চর্য**—আ+চর্য ; **বনবাসী**—বনে **বাস** করে যে—উপপদতৎঃ ; **উপস্থিত হইতেছে**—মিশ্র ক্রিয়া ; **সংবরণ**=**সম্**-বৃ+অনট্ ; **কালহরণ**=কালকে হরণ—২য়া তৎঃ ; **সন্নিহিত**=সৎ+নিহিত ; **জলসেচন**=জল দ্বারা সেচন—৩য়া তৎঃ ; **অনুমোদন**=অনু—মোদি+**অনট্** ; **গাত্রোত্থান**=গাত্র+উত্থান ; **অশ্রুপূর্ণ**=অশ্রু দ্বারা পূর্ণ—৩য়া **তৎঃ** ; **পরিত্যাগ**=পরি—ত্যজ+ঘঞ ; **নিরানন্দ**—নাই আনন্দ—নঞ **তৎঃ** ; **রসাস্বাদে**=অপাদানে ৭মী ; **গুন্‌গুন্**=ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার অব্যয় ; **সম্ভাষণ**—সম-ভাষ+অনট্ ; **সমর্পণ**=সম-অর্প+অনট্ ; **শয়ন**=শী+**অনট্** ; **আমায়**—কর্মে ৭মী ; **জননীর ন্যায়**—কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **আহরণ**—আ-হৃ+অনট্ ; **আঘাত-বি**,—আহত-বিণ (পদপরিবর্তন) ; **প্রতিগমন**—প্রতি—গম+অনট্ ; **অনুরাগিনী**—অনু—রঞ্জ ইন্+স্ত্রী ঈপ ; **শকুন্তলাতে**—কর্মে ৭মী ; **স্নেহদৃষ্টি**—স্নেহ সিক্তি দৃষ্টি—মধ্যপদলোপী **কর্মধাঃ**।

উপদেশ = উপ-দিশ + ঘঞ; **উপদেশ দিব** = মিশ্র ক্রিয়া; **লৌকিক** = লোক + ষ্ণিক্; **অনভিজ্ঞ** = নয় অভিজ্ঞ—নঞ তৎ; **দাক্ষিণ্য** = দক্ষিণা + ষ্য; **চক্ষে** = অপাদানে ৭মী; **সাংসারিক** = সংসার + ষ্ণিক্; **অনুক্ষণ** = ক্ষণ ক্ষণ—অব্যয়ীভাব; **শোক** = শুচ্ + ঘঞ; **অনুভব** = অনু-ভূ + অল্; **অবকাশ** = অব-কাশ + অল্; **নিপতিত** = নি-পত + ক্ত; **প্রভাব** = প্র-ভূ + ঘঞ; **সমর্পিত** = সম্-অর্পি + ক্ত; **শান্তরসাস্পদতপোবনে** = রস মণ্ডিত আস্পদ—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ; শান্ত এমন যে রসাস্পদ = শান্তরসাস্পদ —কর্মধাঃ; শান্তরসাস্পদ এমন যে তপোবন, তাহাতে কর্মধা; **শোকাকুলা** = শোক দ্বারা আকুল + স্ত্রী আ—৩য়া তৎ; **বহিয়া যায়** = যৌগিক ক্রিয়া, **রোদন** = রুদ্ + অনট্; **যদি** = বাক্যান্বয়ী অব্যয়; **স্বনামাঙ্কিত** = স্ব নাম —কর্মধা, স্বনাম দ্বারা অঙ্কিত—৩য়া তৎ; **শঙ্কিত**—বিণ = শঙ্কা—বি, (পদপরিবর্তন); **বহির্ভূত** = বহিঃ + ভূত; **দৃষ্টিপথের** = অপাদানে ৬ষ্ঠী; **অনুগামিনী** = অনু গমন করে যে + ঈন্—উপপদতৎ; **মহর্ষি** = মহা + ঋষি; **প্রত্যর্পিত** = প্রতি + অর্পিত; প্রতি-অর্পি + ক্ত; **নিরুদ্বেগ** = নাই উদ্বেগ—নঞ তৎ; নিরুদ্বেগ—বি = নিরুদ্বিগ্ন।

সাগর সঙ্গমে নবকুমার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যাগমন = প্রতি—আ—গম + অনট্; **কুজ্ঝটিকা** = কুৎ + ঝটিকা; **দিগন্ত** = দিক + অন্ত, **ব্যাপ্ত** = বি-আপ্ + ক্ত; **ব্যাপ্ত করিয়াছিল** = মিশ্র ক্রিয়া; **দিঙ্‌নিরূপণ** = দিক্ + নিরূপণ; **ইতস্ততঃ** = ইতঃ + ততঃ; **তিরস্কার** = তিরঃ + কার; **তিরস্কার করিতে লাগিলেন** = মিশ্র ক্রিয়া; **মহাশয়** = মহৎ আশয় আছে যাহার—বহুব্রীহি; **জগদীশ্বরের হাত** = জগতের ঈশ্বর —৬ষ্ঠী তৎ; জগদীশ্বরের হাত—অলুক তৎ; **পণ্ডিতে**—কর্তায় ৭মী; পণ্ডিতে = পণ্ডা + ইতচ্ + এ; **বলিতে পারে** = যৌগিক ক্রিয়া; **বিশ** = (<বিংশতি) তদ্ভব; **কাটিয়া লইয়া গেল** = যৌগিক ক্রিয়া; **সম্বৎসর** = সং + বৎসর; **উপনীত** = উপ-নী + ক্ত; **পশ্চাদাগত** = পশ্চাৎ + আগত; **আগত** = আ-গম + ক্ত; **মুখে** = অপাদানে ৭মী; **পূর্ববৎ** = পূর্ব + বতুপ; **আসব** = (<আইসব <আসিব) অভিশ্রুতি; **তীর্থদর্শনে** = হেতু অর্থে ৩য়া বা ৫মীর স্থলে ৭মী; **মৃদুস্বরে** = মৃদু যে স্বর, তাহাতে—কর্মধা; করণে ৭মী; **এ তো** = বাক্যালঙ্কার অব্যয়; **খারাবি** = খারাপ + ই (অঘোষ বর্ণের ঘোষত্ব প্রাপ্তি); **বার দরিয়ার**

=দরিয়ার বার, তাহাতে—একদেশী তৎ, ফার্সি শব্দ ; **এলেম**—(<আইলাম <আসিলাম) অভিশ্রুতি ; **যে**=বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **ভয়কাতর**=ভয় হেতু কাতর—৩য়া অথবা ৫মী তৎ : ; **প্রতীক্ষা**=প্রতি+ঈক্ষা ; **বাহিরে আসিলেন**=মিশ্র ক্রিয়া ; **প্রভাত**=প্রকৃষ্ট রূপে ভাত (=দীপ্ত)—প্রাদিতৎ ; **চতুর্দিক**=চতুঃ+দিক ; **কুজ্ঝটিকার**—করণে ৭মী ; **আকাশ**=আ—কাশ +অল ; **উপকূল**=কূলের সমীপে—অব্যয়ীভাব ; **দিগ্‌ভ্রম**=দিক্+ভ্রম ; **আবরণ**=আ+বৃ+অনট ; **তন্মধ্যে**=তৎ+মধ্যে ; **আর্তনাদ**=আর্তের নাদ —৬ষ্ঠী তৎ : ; **বৃদ্ধি**—বি.=বর্দ্ধিত—বিণ. (পদ পরিবর্তন) ; **সূর্যোদয়**=সূর্য+উদয় ; **বন্ধ করো**=মিশ্র ক্রিয়া ; **আচরণ**=আ—চর্+অনট্ ; **নিশ্চেষ্ট**=নিঃ+চেষ্ট ; **কণ্ঠাগতপ্রাণ**=কণ্ঠে আগত—৭মী তৎ :, কণ্ঠাগত যে প্রাণ—কর্মধা : ; **অকস্মাৎ**—বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় ; **ঔৎসুক্য**—বি.=উৎসুক—বিণ. (পদ পরিবর্তন) ; **দেখিতে লাগিলেন**=যৌগিক ক্রিয়া ; **প্রকাশ হইয়াছে**=মিশ্র ক্রিয়া ; **প্রকাশ**=প্র-কাশ+অল ; **দিঙ্‌মণ্ডল**—দিক্+মণ্ডল ; **বিমুক্ত**=বিশিষ্টরূপে মুক্ত—প্রাদি তৎ : ; **বিস্তার**—বি.—বিস্তীর্ণ—বিণ (পদ পরিবর্তন), বিস্তার=বি-স্তৃ+ঘঞ ; **বটে**=বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **চঞ্চল রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত**—রবির রশ্মি—৬ষ্ঠী তৎ : ; তাহার মালা—৬ষ্ঠী তৎ ; রবিরশ্মিমালা দ্বারা প্রদীপ্ত—৩য়া তৎ : ; চঞ্চল যে রবিরশ্মিমালা—কর্মধা : ; প্রকৃষ্টরূপে দীপ্ত—প্রাদি তৎ : ; **সকর্দম-নদীজল-বর্ণ**—কর্দমের সহিত বর্তমান —বহুব্রীহি ; নদীর জল—৬ষ্ঠী তৎ : ; নদী জলের বর্ণ—৬ষ্ঠী তৎ ; সকর্দম এমন যে নদীজল-বর্ণ—কর্মধা ; **নিরূপিত**—বিণ.—নিরূপণ—বি. (পদ পরিবর্তন) ; **কলধৌত প্রবাহবৎ**=কল দ্বারা ধৌত—৩য়া তৎ ; কল ধৌত এমন যে প্রবাহ —কর্মধা ; কলধৌতপ্রবাহ+বতুপ=কলধৌতপ্রবাহবৎ ; **সম্মুখস্থ**—সম্মুখে স্থিত যাহা—উপপদ তৎ : **অবতরণ**=অব-তৄ+অনট্ ; **পাকের**—পচ্+ঘঞ (+এর) ; **স্বীকৃত**—বিণ.=স্বীকার—বি. (পদপরিবর্তন) ; **প্রাগুক্ত**=প্রাক্+উক্ত ; **উক্ত**=বচ্+ক্ত ; **তীরোপরি**—তীরঃ+উপরি ; **আরোহণ**=আ-রুহ্+অনট্ ; **আরোহণ**—বি.=আরোহিত—বিণ. (পদপরিবর্তন) ; **সমাহরণ**=সম+আ—হৃ+অনট্ ; **ব্যাঘ্রে**=কর্তৃকারকে ৭মী ; **ইত্যবসরে** =ইতি+অবসরে ; **মুক্ত**—মুচ্+ক্ত ; **যে**—বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **আঃ**—অনন্বয়ী অব্যয় ; **কি**—বাক্যালঙ্কার অব্যয়, **ক্লেশ**—ক্লিশ+অল ; **ক্লেশ**—বি.=ক্লিষ্ট —বিণ. (পদপরিবর্তন) ; **ললাটে**—অপাদানে ৭মী ; **বিসর্জিত**—বিণ,—বিসর্জন—বি. (পদপরিবর্তন) ; **বিসর্জিত**=বি-সৃজ+ণিচ্ ক্ত ।

মহাত্মা রামমোহন

শিবনাথ শাস্ত্রী

চক্ষে = করণে ৭মী ; **সামাজিক** = সমাজ + ষ্ণিক্ ; **দাসত্ব** = দাস + ত্ব ; **রাজনৈতিক** = রাজনীতি + ষ্ণিক্ ; **অত্যাচার** = অতি + আচার ; **অন্তরের সহিত** = অনুসর্গযোগে ৬ষ্ঠী ; **ঘৃণা করিতেন** = মিশ্র ক্রিয়া ; **লোকে** = কর্তায় ৭মী ; **স্বাধীনতা** = বি = স্বাধীন—বিণ. (পদপরিবর্তন) ; স্ব-এর অধীনতা = স্বাধীনতা—৬ষ্ঠী তৎ ; **হৃদয়ের** = কর্মে ৬ষ্ঠী ; **যোগ** = যুজ্ + ঘঞ্ , **স্বাধীনতালাভ-প্রয়াসে** = স্ব-এর অধীনতা—৬ষ্ঠী তৎ ; স্বাধীনতাকে লাভ—২য়া তৎ ; স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে—৬ষ্ঠী তৎ ; **মর্মাহত** = মর্মে আহত—৭মী তৎ ; **সংবাদে** = করণে ৭মী , **শয্যাস্থ** = শয্যায় স্থিত যে—উপপদ তৎ ; **প্রতিষ্ঠিত** = প্রতি-স্থা + ক্ত ; **ভোজ** = ভুজ্ + ঘঞ্ ; **ভোজ দিলেন** = মিশ্র ক্রিয়া ; **পরাজয়** = পরা-জি + অচ্ ; **পা** = তদ্ভব শব্দ (পদ > পা) ; **উড্ডীন** = উৎ + ডীন ; **ভগ্নপদ** = ভগ্ন এমন যে পদ—কর্মধা: ; **অভিবাদন** = অভি-বদ + ণিচ্ অনট্ ; **ব্যগ্র**—বিণ = ব্যগ্রতা—বি. (পদ পরিবর্তন) ; **নিষেধ**—বি = নিষিদ্ধ—বিণ. ; **নিক্ষেপ**—বি. = নিক্ষিপ্ত—বিণ. , **নিক্ষেপ** = নি-ক্ষিপ + অল্ ; **প্রকাশ্য**—বিণ. = প্রকাশ—বি. ; **প্রকাশ্য** = প্র-কাশ + যপ্ ; **পৈতৃক** = পিতৃ + ষ্ণিক্ ; **স্বোপার্জিত** = স্ব + উপার্জিত ; উপ + অর্জ + ক্ত ; **পাঠ** = পঠ্ + ঘঞ্ , **অপরাহ্ণে** = অহ্নের অপর (+এ)—একদেশী তৎ ; **হঠাৎ** = বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় ; **ভয়** = ভী + অচ্ ; **উন্মোচন** = উৎ + মোচন ; **আঘাত**—বি. = আহত—বিণ. ; **প্রলোভন** = প্র—লুভ্ + অনট্ ; **ছি ! ছি !** = অনন্বয়ী অব্যয় (ঘৃণা সূচক) ; **মুখদর্শন** = মুখকে দর্শন—২য়া তৎ ; **বৈষয়িক** = বিষয় + ষ্ণিক্ ; **অমার্জনীয়** = অ-মার্জ + অনীয় ; **অপরাধ** = অপ-রাধ্ + অল্ ; **অসহনীয়** = সহনীয় নয় যা—নঞ বহুব্রীহি ; **দমাইতে** = নাম ধাতু ; **দমাইতে পারিত** = যৌগিক ক্রিয়া ; **নিরুদ্যম** = নিঃ + উদ্যম ; **অনুভব** = অনু—ভূ + ঘঞ্ ; **বজ্রমুষ্টিতে** = করণে ৭মী , **বজ্রমুষ্টি** = মুষ্টি বজ্রের ন্যায়—উপমিত কর্মধা , **কামড়ের ন্যায়** = কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **অভীষ্ট** = অভি + ইষ্ট ; **যাওয়া** = (< যাআ) ব-শ্রুতি ; **ভীত** = ভী + ক্ত ; **অনুষ্ঠান** = অনু-স্থা + অনট্ ; **পরিত্যাগ** = পরি-ত্যজ্ + ঘঞ্ ; **কাপুরুষতা**—বি. = কাপুরুষ—বিণ. ; **মুদ্রিত** = মুদ্ + ক্ত ; **মুদ্রিত**—বিণ. = মুদ্রণ—বি. ; **শরণাপন্ন** = শরণকে আপন্ন—২য়া তৎ ; **তো** = বাক্যালঙ্কার অব্য ; **উদ্যোগী**

=উদ্যোগ+ইন্ (অস্ত্যর্থে) বা উদ্-যুজ্+ঘিনুণ ; **উদ্যোগী**—বিণ.=উদ্যোগ —বি. ; **ফিরিঙ্গী**=ফার্সি শব্দ ; **জাতিচ্যুত**=জাতি হইতে চ্যুত—৫মী তৎ ; **প্রদর্শন**=প্র-দৃশ+অনট্ ; **ভৃত্য**=ভৃ+ক্যপ্ ; **ষোড়শ**=ষট্+দশ ; ষট্ অধিক দশ—মধ্যপদলোপী কর্মধা: ; **মহত্ত্ব**=মহৎ+ত্ব ; **যে**=বাক্যালংকার অব্যয় ; **ও**—পদান্বয়ী অব্যয় ।

সমুদ্র পথে

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঘুরিয়া বেড়াইলেন=যৌগিক ক্রিয়া ; **বাহাল-বরখাস্ত**=ফার্সি শব্দ ; বাহাল ও বরখাস্ত—দ্বন্দ্ব সমাস ; **পাঁচ**=(<পঞ্চ) তদ্ভব শব্দ ; **বিকাইয়া**=নামধাতু ; **তথাপি**=অব্যয় ; **ডিঙা**=দেশী শব্দ ; **জয়**=জী+অচ্ ; **ভাব** ভূ+ঘঞ ; **লাভালাভ**=লাভ ও অলাভ—দ্বন্দ্ব সমাস ; **উঠিয়া দেখিল**=যৌগিক ক্রিয়া ; **সোঁ সোঁ**=ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ; **পোঁছিল**=(<পঁহুছিল) বর্ণলোপ ; **ইষ্টদেবতার নাম**=ইষ্ট করেন যে দেবতা—মধ্যপদলোপী কর্মধা , ইষ্টদেবতার নাম=অলুক তৎ: ; **ছড়াইয়া পড়িতেছে**=যৌগিক ক্রিয়া ; **খোলার মতো**=কর্মপ্রবচনীয় ৬ষ্ঠী তৎ: ; **দৌলত**=ফার্সি শব্দ ; **পাগলের মতো**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **বটে**=বাক্যালংকার অব্যয় ; **কিন্তু**=বাক্যান্বয়ী অব্যয় ; **উপকার**=উপ-কৃ+ঘঞ , **উপকার করিয়াছে**=মিশ্র ক্রিয়া ।

সাক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধীরে ধীরে=ক্রিয়া বিশেষণের দ্বিত্ব ; **তো**=বাক্যান্বয়ী অব্যয় , **প্রস্তুত হইলেন**=মিশ্র ক্রিয়া ; **বলিয়া গেলেন**=যৌগিক ক্রিয়া ; **বিষয়-সম্পত্তি**=বিষয় ও সম্পত্তি দ্বন্দ্ব সমাস ; **ধর্মপত্নী**=ধর্ম গ্রহণ করেছে এমন যে পত্নী—মধ্যপদলোপী কর্মধা ; **দান**=দা+অনট্. **অপুত্রক**=পুত্র নেই যার— নঞ বহুব্রী: , **পৃথগন্ন**=পৃথক্+অন্ন ; **নিষ্ফল**=নাই ফল—নঞ তৎ ; **নির্জীব**=নাই জীবন যাতে—নঞ বহুব্রী ; **হস্তে**=করণে ৭মী ; **বিষম**—বিণ.=বৈষম্য—বি. (অথবা, বিষমতা) ; **সোনার চাঁদ**=সোনার চাঁদ—অলুক তৎ ; **ব্যবহার**=বি-অব-হৃ +ঘঞ ; **তো**—বাক্যালংকার অব্যয় ; **অবসর**=অব-সৃ+অল্ ; **শ্রাদ্ধশান্তি**=শ্রাদ্ধ ও শান্তি—দ্বন্দ্ব সমাস ; **ছাত্র**=ছত্র+ষ্ণ ; **অখাদ্য**=নয় খাদ্য—নঞ

তৎ ; **পরিতৃপ্তি** = পরি-তৃপ্‌ + ক্তি ; **লোকে**=কর্তায় ৭মী ; **সদ্যোমৃত** = সদ্যঃ + মৃত ; সদ্য যে মৃত — কর্মধা ; **মরিয়া থাকিবে**=যৌগিক ক্রিয়া ; **উইল**=বিদেশী (ইংরাজী) শব্দ ; **খাদের মধ্যে**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **হতভাগ্য** = ভাগ্য হত হয়েছে যার—বহুব্রী ; **নিরুপায়**=নিঃ+উপায় ; নাই উপায় —নঞ তৎ ; **সহ্য**=সহ+যপ্‌ ; **অপরাধ**=অপ—রাধ + অল্‌ ; **কৌশ করিয়া** = ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া (অসমাপিকা) ; **নঃ** = অনন্বয়ী অব্য ('বাক্যালংকার অব্যয়'ও বলা যেতে পারে) ; **বন্ধুদের সহিত**=অনুসর্গযোগে ৬ষ্ঠী ; **পরামর্শ** = পরা মৃশ + অল ; **স্থানান্তরিত**=অন্য স্থান = স্থানান্তর (+ইত) নিত্যসমাস ; **ভণ্ডুল**=(দেশী শব্দ) ভণ্ড+ল ; **শ্রদ্ধা**—বি.=শ্রদ্ধেয়—বিণ. ; **বুদ্ধিসুদ্ধি**= জোড় কলম শব্দ (সাদৃশ্যমূলক ; 'বুদ্ধি'র সাদৃশ্যে 'সুদ্ধি' হয়েছে) ; **অনাবশ্যক** =নাই আবশ্যক যাহাকে—নঞ বহুব্রী ; **নির্বোধ**=নাই বোধ যার—নঞ বহুব্রী ; **কর্মনাশা**=কর্ম নাশ করে যে—উপপদ তৎ ; **যেমন-তেমন**=নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় ; **আশ্রয় লইলেন** = মিশ্র ক্রিয়া ; **উইল জালের**=উইলকে জাল+এর —২য়া তৎ ; **অভিযোগ**=অভি—যুজ+ঘঞ, **অভিযোগ**—বি. = অভিযুক্ত—বিণ. ; **উপস্থিত** = উপ-স্থা + ক্ত ; **হস্তাক্ষর**=হস্ত লিখিত যে অক্ষর—মধ্যপদলোপী কর্মধা ; **নিঃস্বার্থ** = নাই স্বার্থ—নঞ তৎ ; **নিঃস্বার্থ**— বি.=নিঃস্বার্থপর—বিণ. ; **সাক্ষী**=(সাক্ষিন্‌ শব্দ) সহ-অক্ষি—ষ্ণ+ইন ; **পাওয়া গিয়াছে** = যৌগিক ক্রিয়া ; **গৃহপোষ্য** = গৃহে পোষা হয় যাকে— উপপদ তৎ ; **সাক্ষ্য** = সাক্ষিন্‌+ষ্ণ্য ; **পাকিয়া উঠিল**=যৌগিক ক্রিয়া, **অনুগত**=অনু (= পশ্চাৎ) যায় যে —উপপদ তৎ ; **যথাসময়ে**=সময়কে অতি-ক্রম না করে (+এ) —অব্যয়ীভাব ; **উপস্থিত হইলেন** = মিশ্র ক্রিয়া ; **সহসা** = বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় ; **সপিনা** = ফার্সি শব্দ ; **স্নেহশীল** = স্নেহ শীল (=স্বভাব) যার—বহুব্রী ; **বঞ্চিত**=বঞ্চ্‌—ক্ত ; আয়োজন—বি.=আয়োজিত —বিণ. ; **ক্রমে ক্রমে**—ক্রিয়া বিশেষণের দ্বিত্ব ; **অনুমান**=অনু-মা+ অনট ; **নিজমূর্তি**=নিজের মূর্তি—৬ষ্ঠী তৎ ; **ধারণ** = ধৃ+অনট্‌ ; **দোষ** = দুষ্‌ + ঘঞ ; **দোষ** —বি. = দোষী — বিণ ; **তর্জনগর্জন**=তর্জন ও গর্জন—দ্বন্দ্ব সমাস ; **অশ্রুবিসর্জন** = অশ্রুকে বিসর্জন—২য়া তৎ ; **করাঘাত**=কর দ্বারা আঘাত—৩য়া তৎ ; **আহার** = আ+হৃ+ঘঞ ; **ত্যাগ** = ত্যজ্‌+ঘঞ ; **কাটিয়া গেল**=যৌগিক ক্রিয়া ; **মকদ্দমার**= ফার্সি শব্দ ; **ইতিমধ্যে** = ব্যাকরণগত ভুল, প্রকৃত শব্দটি হবে 'ইতোমধ্যে'

(ইতঃ + মধ্যে)—কিন্তু প্রচলিত ভুল শব্দটিই এখন শুদ্ধ শব্দ বলে গৃহীত ; **প্রলোভন** = প্র—লুভ্ + অনট্ ; **মৃতপ্রায়** = প্রায় মৃত—নিত্য সমাস ; **শুষ্ককণ্ঠ** = শুষ্ক যে কণ্ঠ—কর্মধাঃ ; **কম্পিত** = কম্প + ক্ত ; **জেরা** = ফার্সি শব্দ ; **আরম্ভ করিলেন** = মিশ্র ক্রিয়া ; **উদ্যোগ** = উৎ + যোগ ; **জজের দিকে** = অনুসর্গ যোগে ৬ষ্ঠী , **সামর্থ্য** = সমর্থ + ষ্ণ্য ; **স্বর্গীয়**—বিণ = স্বর্গ —বি. ; **হস্তে** = করণে ৭মী ; **দাখিল** = ফার্সি শব্দ ; **মূর্চ্ছিত** = মূর্চ্ছ + ক্ত ; **বটে** = অনন্বয়ী অব্যয় ; **নির্বোধ** = নাই বোধ যার—নঞ বহুব্রী ; **শহর**—বি. = শহুরে—বিণ. ।

লুই পাস্তুর

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জলাতঙ্ক = জল হইতে আতঙ্ক—৫মী তৎ ; **ভেবে**—(<ভাইব্যা <ভাবিয়া) অভিশ্রুতি ; **প্রয়োগ** = প্র—যুগ + ঘঞ ; **ছড়িয়ে পড়ল** = যৌগিক ক্রিয়া ; **আবিষ্কার** = আবিঃ + কার , আবি—কৃ + ঘঞ ; **অভিলাষ** —বি. = অভিলষিত—বিণ. ; **মৌলিক** = মূল + ষ্ণিক্ ; **গবেষণার** = গো + এষণা + র ; **ফুটন্ত** = ফুট্ + অন্ত ; **রাসায়নিক** = রসায়ন + ষ্ণিক্ ; **জীবাণুশূন্য** = জীবাণু দ্বারা শূন্য—৩য়া তৎ ; **ঘোলাটে** = ঘোলা + টে , **শয়ন ঘরে** = শয়নের নিমিত্ত ঘর (তাহাতে)—৪র্থী তৎ ; **ছাতা** = (<ছত্রক) তদ্ভব শব্দ ; **ব্যবসায়ে** = করণে ৭মী ; **অর্জন** = অর্জ + অনট্ ; **দুঃখিত**—বিণ. = দুঃখ + বি. ; **রসায়নবিদকে** = রসায়ন জানেন যিনি (+ তাহাকে)—উপপদ তৎ , **পরীক্ষা** = পরি + ঈক্ষা ; **বিশিষ্ট**—বিণ. = বিশেষ—বি. ; **প্রতিষেধ** = প্রতি —সিধ্ = অল , **পুনরুজ্জীবিত** = পুনঃ + উৎ + জীবিত ; **আবিষ্কার** = আবি —কৃ + ঘঞ ; **আবিষ্কার**—বি. = আবিষ্কৃত—বিণ. ; **বিজ্ঞানী** = বিজ্ঞান + ইন্ ; **অনুসন্ধান** = অনু —সন্ধ + অনট্ ; **উপহাস** = উপ—হস + ঘঞ ; **পরীক্ষালব্ধ** = পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ—৩য়া তৎ ; **জয়** = জি + অচ্ ; **সাংবাদিক** = সংবাদ + ষ্ণিক্ ; **উপস্থিত** = উপ—স্থা + ক্ত ; **অধ্যয়ন** = অধি + অয়ন ; **অধিবেশন** = অধি—বিশ্ + অনট্ ; **লোকারণ্য** = অরণ্যের ন্যায় ঘন সন্নিবিষ্ট যে লোক—মধ্যপদলোপী কর্মধা ; (অথবা, লোক অরণ্যের ন্যায়—উপমিত কর্মধা) ; **প্রবেশ করলেন** = মিশ্র ক্রিয়া ; **সঙ্গী** = সঙ্গ + ইন্ ; **রক্ষিত**—

রক্ষিত—বিণ =রক্ষা—বি. ; **রক্ষিত**=রক্ষ্+ক্ত ; **স্থাপিত**=স্থাপ+ক্ত ; **স্থাপিত**—বিণ.=স্থাপন—বি. ; **সাধন**=সাধ্+অনট্ ; . **সাধন**—বি =**সাধিত**—বিণ. ; **সাধন করেছে**=মিশ্র ক্রিয়া ; **বলতে হবে**=যৌগিক ক্রিয়া।

ভারত

দীনেশচন্দ্র সেন

উল্লেখ=উৎ+লেখ ; **অবগত**=অব—গম+ক্ত ; **তথাপি**=বাক্যান্বয়ী অব্যয় ; **ঔর্দ্ধদৈহিক**=ঔর্দ্ধ-দেহ+ষ্ণিক্ ; **অযোগ্য**=নয় যোগ্য—নঞ তৎঃ ; **নির্দোষ**=নিঃ+দোষ ; নাই দোষ—নঞ তৎঃ ; **যে**=বাক্যালংকার অব্যয় ; **রামবনবাসোপলক্ষে**=রামের বনবাস—৬ষ্ঠী তৎ ; তাহার উপলক্ষে—৬ষ্ঠী তৎঃ ; **বাগ্‌বিতণ্ডা**=বাক্+বিতণ্ডা ; **রাজকুমারের প্রতি**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **ঘাতকসন্নিধানে**=হনন করে যে—উপপদ তৎঃ ; তাহার সন্নিধানে—৬ষ্ঠী তৎ ; **পশুর ন্যায়**=অনুসর্গ যোগে ৬ষ্ঠী ; **নিবদ্ধ**=নি—বধ্+ক্ত ; **নিবদ্ধ হইলাম**=মিশ্র ক্রিয়া ; **প্রাপ্ত**=প্র—আপ+ক্ত ; **ধর্মপ্রাণ**=ধর্ম প্রাণ যার—বহুব্রীঃ ; **আহ্বান**=আ—হ্বে+অনট্ ; **অভিষেক**=অভি—ষিক+ঘঞ ; **ধার্মিক**=ধর্ম+ষ্ণিক্ ; **সিংহাসন**=সিংহ চিহ্নিত আসন—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **ধার্মিকাগ্রগণ্য**=অগ্রে গণ্য করা হয় যাকে—বহুব্রীঃ ; ধর্ম আছে (বা মানে) যে—মধ্যপদলোপী বহুব্রীঃ ; ধার্মিকের মধ্যে অগ্রগণ্য যে—বহুব্রীঃ ; **বলিয়া দিলেন**=যৌগিক ক্রিয়া ; **প্রত্যাগমন**=প্রতি+আগমন ; **আগমন**=আ—গম+অনট্ ; **বিকৃতি**—বি =বিকৃত—বিণ. ; **অমার্জনীয়**=অ—মার্জনা+অনীয় ; **নিরপরাধের**=কর্তায় ৬ষ্ঠী ; **কটুবাক্য**=কটু যে বাক্য—কর্মধাঃ ; **বাক্যে**=করণে ৭মী ; **বিদ্ধ**=বিদ্+ক্ত ; **লাঞ্ছিত**—বিণ.=লাঞ্ছনা—বি. ; **অগ্রসর হইতেছিলেন**=মিশ্র ক্রিয়া ; **ধাবিত**=ধাব্+ক্ত ; **চক্ষে**=করণে ৭মী ; **জিজ্ঞাসা**=জ্ঞা+সন+অ ; **জিজ্ঞাসা**—বি.=জিজ্ঞাসিত—বিণ. ; **তো**=বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **ওষ্ঠাগত**=ওষ্ঠে আগত—৭মী তৎঃ ; **প্রদর্শন**=প্র—দৃশ+অনট্ ; **যখন**=বাক্যান্বয়ী অব্যয় ; **নৃত্য**=নৃত্+য ; **শ্রীহীন**=শ্রী দ্বারা হীন—৩য়া তৎঃ ; **অধিকার**—বি =অধিকৃত—বিণ. ; অধি—কৃ+ঘঞ ; **দ্ব্যর্থব্যঞ্জক**=দ্বি+অর্থ+ব্যঞ্জক ; **ব্যগ্রতা**—বি.=ব্যগ্র—বিণ ; **বিমর্ষ**=বি—মৃষ্+অল ; **আতঙ্কিত**—বিণ. আতঙ্ক—বি. ; **যে** ('এ যে অযোধ্যার মতো বোধ হয় না')=বাক্যালঙ্কার

অব্যয় ; **বেদপাঠনিরত** = বেদকে পাঠ—২য়া তৎ ; বেদ পাঠে নিরত—৭মী তৎ ; **কার্যস্রোতে প্রবাহিত** = কার্যের স্রোত—৬ষ্ঠী তৎ ; প্রকৃষ্টরূপে বাহিত —প্রাদি তৎ ; কার্য স্রোতে বাহিত—অলুক তৎ ; **প্রবাহিত** = প্র—বহ + ক্ত ; **বিচরণ** = বি—চর + অনট্ ; **পরিত্যক্ত** = পরি—ত্যজ্ + ক্ত ; **পরিত্যক্ত**—বিণ = পরিত্যাগ—বি. ; **তো** ('এ তো অযোধ্যা নহে') = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **অন্তর্হিত** = অন্তঃ + হিত ; **ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি** = তিন লোকের সমাহার—সমাহার দ্বিগু ; বিশিষ্টরূপে শ্রুত—প্রাদি তৎ, ত্রিলোক কর্তৃক বিশ্রুত—৩য়া তৎ ; ত্রিলোকবিশ্রুত এমন যে কীর্তি—কর্মধাঃ ; **পাদোত্তোলনোদ্যত** = পাদ + উত্তোলন + উদ্যতঃ ; **অভিশপ্ত**—বিণ. = অভিশাপ—বি. ; **অভিশপ্ত** = অভি—শপ + ক্ত ; **বলয়কঙ্কণকেয়ূর** = বলয় ও কঙ্কণ ও কেয়ূর—দ্বন্দ্ব সমাস ; **যোগ্য** = যুজ্ + ণ্যৎ ; **প্রতীক্ষায়** = প্রতি + ঈক্ষা (+ ৭মী বিভক্তি) ; **মুখের দিকে** = অনুসর্গযোগে ৬ষ্ঠী ; **আচ্ছন্ন** = আ—ছদ + ক্ত ; **বিনাশ করিয়াছ** = মিশ্র ক্রিয়া , **নিষ্কণ্টক** = নাই কণ্টক—নঞ তৎ ; **কটূক্তিতে** = কটু + উক্তি + তে , **শোক** = শুচ্ + ঘঞ ; **অভিভূত** = অভি—ভূ + ক্ত ; **ঔদাসীন্য** = উদাসীন + ষ্ণ্য ; **কাঁদিতে কাঁদিতে** = অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্বে ক্রিয়াবিশেষণে রূপান্তরিত ; **অশ্রুপূর্ণকাতরদৃষ্টি** = অশ্রুর দ্বারা পূর্ণ—৩য়া তৎ ; অশ্রুপূর্ণ এবং কাতর—দ্বন্দ্ব সমাস , অশ্রুপূর্ণকাতর এমন যে দৃষ্টি—কর্মধাঃ , **চেষ্টাশূন্য** = চেষ্টা দ্বারা শূন্য—৩য়া তৎ ; **প্রাপ্য** = প্র—আপ্ + য ; **অনুরোধ** = অনু—রুধ্ + ঘঞ , **সাধিয়া আনিব** = যৌগিক ক্রিয়া , **বনবাসী** = বন—বস + ইন্ ; **শত্রুঘ্ন** = শত্রুকে হনন করে যে—উপপদ তৎ ; **যাপন** = যাপ্ + অনট্ ; **বিশাল বাহুপীড়নে** = বিশাল যে বাহু—কর্মধাঃ ; তাহার দ্বারা পীড়ন (+ তাহাতে)—৩য়া তৎ ; **নিষ্পেষিত**—বিণ. = নিষ্পেষণ ; **প্রক্ষিপ্ত** = প্র—ক্ষিপ্ + ক্ত , **উত্তরীয়-প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু** = উত্তরীয় হইতে প্রক্ষিপ্ত—৫মী তৎ ; স্বর্ণের বিন্দু—৬ষ্ঠী তৎ ; উত্তরীয় প্রক্ষিপ্ত যে স্বর্ণবিন্দু—কর্মধাঃ ; **মৌনী** = মৌন + ইন্ ; **সংজ্ঞাশূন্য** = সংজ্ঞা দ্বারা শূন্য—৩য়া তৎ ; **সাশ্রুনেত্রে** = অশ্রু পূর্ণ যে নেত্র—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; অশ্রু নেত্রের সহিত বর্তমান যে (+ তাহাতে)—বহুব্রীঃ ; **ধূলিলুণ্ঠিত** = ধূলিতে লুণ্ঠিত —৭মী তৎ ; **স্বপ্নের ন্যায়** = অনুসর্গ যোগে ৬ষ্ঠী ; **অবিশ্বাস্য**—বিণ = অবিশ্বাস—বি. ; **পরিধান** = পরি—ধা + অনট্ ; **জীবনযাপন** = জীবনকে যাপন—২য়া তৎ ; **জটাবল্কল পরিহিত** = জটা ও বল্কল—দ্বন্দ্ব সমাস ; জটা

বল্কল পরিহিত যে—বহুব্রী ; **সর্বজ্ঞ**=সর্ব (বিষয়) জানেন যিনি—উপপদ তৎ ; **আতিথ্য**=অতিথি + ষ্ণ্য ; **পতিঘাতিনী**=পতিকে হত্যা করেছেন যে (নারী)—উপপদ তৎ: ; **উপবিষ্ট**=উপ—বিশ্ + ক্ত , **হেমচ্ছত্র**=হেম নির্মিত যে ছত্র—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **শিষ্য**=শস্ + ক্যপ্ , **প্রসন্ন**=প্র—সদ্ + ক্ত ; **অভিষিক্ত**=অভি—সিচ্ + ক্ত ; **শোভান্বিত**=শোভা + অন্বিত (অনু + ইত) ; **ভূষণে**=কর্তায় ৭মী ; **প্রদান করিল**=মিশ্র ক্রিয়া ; **নিবেদন**=নি—বিদ্ + অনট্ ; **প্রবেশ**=প্র—বিশ + ঘঞ ; **প্রতিষ্ঠিত**—বিণ =প্রতিষ্ঠা—বি. ; প্রতি—স্থা + ক্ত ; **কাষায়বস্ত্র**=কাষায় নির্মিত বস্ত্র—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **প্রত্যাগত**=প্রতি + আগত (আ—গম + ক্ত) ; **ক্ষমার্হ**=ক্ষমা + অর্হ + অচ্ : **কার্য**=কৃ + ণ্যৎ ; **দুর্বিনীত**=দুঃ + বিনীত , **জটাবল্কলধারী**=জট ও বল্কল—দ্বন্দ্ব সমাস ; জটাবল্কল ধারণ করেন যিনি—উপপদ তৎ: ; **রাজর্ষির**=রাজা অথচ ঋষি—কর্মধাঃ (+ ৬ষ্ঠী বিভক্তি) ; **গর্ভধারিণী**=গর্ভে ধারণ করেন যিনি—উপপদ তৎ (+ স্ত্রী ইনী) ;

ভারতবর্ষ

এস্ ওয়াজেদ আলি

পঁচিশ =(<পঞ্চবিংশতি)—তদ্ভব শব্দ ; **মুদিখানা**=মুদি + খানা ; **বসে**=(<বইস্যা<বসিয়া)—অভিশ্রুতি ; **সাপখেলানো সুরে**=সাপকে খেলানো—২য়া তৎ: ; তাহার সুরে—৬ষ্ঠী তৎ: (অথবা সাপখেলানো এমন যে সুর—কর্মধাঃ + ৭মী) ; **শ্মশ্রুগুম্ফ শূন্য**=শ্মশ্রু গুম্ফ—দ্বন্দ্ব সমাস ; শ্মশ্রুগুম্ফ দ্বারা শূন্য—৩য়া তৎ ; **বিজ্ঞ**—বিণ = বিজ্ঞতা—বি ; **খদ্দের**=(খরিদ + দার) . বর্ণলোপ ; **বয়সী**=বয়স + ইন্ ; **বসে থাকত**=যৌগিক ক্রিয়া ; **উপভোগ**=উপ—ভুজ্ + ঘঞ ; **উপভোগ করছে**=মিশ্র ক্রিয়া ; **শুনতে লাগলুম**=যৌগিক ক্রিয়া ; **সমুদ্রের উপর**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **আগ্রহ**—বি=আগ্রহশীল, আগ্রহী, বা আগ্রহান্বিত—বিণ ; **উজ্জ্বল**=উৎ + জ্বল ; **তন্ময়**=তৎ + ময় ; **কেউ-না-কেউ**=অনির্দেশক সর্বনাম ; **আমায়**=কর্মে ৭মী ; **ফিরে গেলুম**=যৌগিক ক্রিয়া ; **দৈবক্রমে**=বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় ; **পথ দিয়ে**=অধি : ৩য়া ; **ম্যানশন**=বিদেশী শব্দ (ইংরেজী) ; **বড়ো বড়ো**=বহুত্ব বোঝাতে বিশেষণের দ্বিত্ব ; **যাওয়া**=(<যা আ) ব-শ্রুতি ; **হঠাৎ**=

বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় ; **স্তম্ভিত**—বিণ, = স্তম্ভন—বিঃ, ; **দৃশ্য** = দৃশ্ + য ; **পাঠ** = পঠ্ + ঘঞ ; **আপাদমস্তক** = পা থেকে মাথা পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব সমাস ; **স্বর্গীয়**—বিণ = স্বর্গ-বি ; জন্ম = জন্ + ড , **অভিবাদন** = অভি—বদ + নিচ্ অনট ; **দিব্যচক্ষু** = দিব্য দৃষ্টি (বা জাতি) সম্পন্ন যে চক্ষু—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **নিখুঁত** = নাই খুত—নঞ তৎঃ ; **ট্রাডিশন** = বিদেশী শব্দ (ইংরেজী) ; **পরিবর্তন**-বি = পরিবর্তিত বিণ ।

রুপো কাকা

বিভুতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়

কাছারি = বিদেশী শব্দ (ফার্সী) ; **ভাই-বোন** = ভাই ও বোন—দ্বন্দ্ব সমাস ; **অ্যাঃ** = অনন্বয়ী অব্যয় ; **রাজপুত্তুর** = (<রাজপুত্র)—অর্ধতৎসম শব্দ ; **থাবা** = (<থাবে) পূর্ববঙ্গীয় চলিত উচ্চারণ,—আঞ্চলিক ভাষা ; **রাঙাবে** = নামধাতু ; **গোমস্তা নায়েব** = ফার্সী শব্দ , **নিরাশ্রয়** = নাই আশ্রয়—নঞ তৎ ; **রয়ে গিয়েছে** = যৌগিক ক্রিয়া ; **কুষাণগিরি** = কৃষান + গিরি (বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়) , **বছর** = (<বৎসর) তদ্ভব শব্দ ; **আশ্চর্য** = আ + চর্য (নিপাতন সন্ধি) ; **ব'সে** = অভিশ্রুতি ; **জ্ঞান**-বি = জ্ঞাত, জ্ঞানী, বিণ ; **বিষয়-আশয়** = বিষয় ও আশয়—দ্বন্দ্ব সমাস ; **নিশ্চিন্ত** = নিঃ + চিন্ত ; **ভয়** = ভী + অচ্ ; **তুমি যে এসো** = বাক্যলঙ্কার অব্যয় ; **এতডা** = (<এতটা) অঘোষ বর্ণের ঘোষত্ব প্রাপ্তি ; **পত্তর** = (<পত্র)-স্বরভক্তি ; **কিসি** = (<কিসে)—স্বরসঙ্গতি ; **মুখস্থ** = মুখে থাকে যা-উপপদ তৎ ; **ঘটনা** = সমধাতুজ কর্তা ; **তেলে বেগুনে** = তেলে ও বেগুনে-অলুক দ্বন্দ্ব ; **আস্পর্ধা** = (<স্পর্ধা)—স্বরাগম ; **মুণ্ডু** = (<মুণ্ড) স্বর-সঙ্গতি ; **বৈকি** = অনন্বয়ী অব্যয় ; **যথেষ্ট** = যথা + ইষ্ট ; **তুইই তো** = বাক্যলঙ্কার ; **অবিশ্যি** = (<অবশ্য—স্বরাগম) ; **দেশত্যাগী** = দেশ ত্যাগ করেছে যে—উপপদ তৎঃ ; **সন্নেসী** = (<সন্ন্যাসী)—স্বরসঙ্গতি ; **মাষ্টার** = বিদেশী শব্দ (ইংরাজী) ; **বসে থাকত** = যৌগিক ক্রিয়া ; **কদ্দিন** = (কত + দিন) সমীকরণ ; **ইদিকি** = (<এদিকে) স্বর সঙ্গতি ; **বড্ড** = (<বড়) জোর দেবার জন্যে বর্ণদ্বিত্ব ।

॥ দশম শ্রেণী ॥

। পদ্যাংশ ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

চন্দ্রচূড়জটাজালে = চন্দ্র চূড়ায় যার—বহুব্রীহি; জটার জাল—৬ষ্ঠীতৎ; চন্দ্রচূড়ের জটাজাল—৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে; **জাহ্নবী** = জহ্নু + ষ্ণ + স্ত্রী ঈ; **দ্বৈপায়ন** = দ্বীপ + ষ্ণায়ন; **সংস্কৃতহ্রদে** = সংস্কৃত রূপ হ্রদ—রূপক কর্মধাঃ; **তৃষ্ণায়** = করণে ৭মী; **রোদন** = রুদ্ + অনট, **করিত রোদন** = মিশ্র ক্রিয়া; **গঙ্গায়** = কর্মে ৭মী; **পূজি** = (<পূজা করিয়া) নামধাতু; **ব্রতী** = ব্রত + ইন্; **নরকুলধন** = নরের কুল ৬ষ্ঠীতৎ, তাহার ধন—৬ষ্ঠীতৎ; **সাধিলা** = (<সাধন করিল) নামধাতু, **মুকতি** = (<মুক্তি) স্বরভক্তি; **পরিব্রজিলা** = নামধাতু; **মায়ে** = কর্মে ৭মী; **ভাষাপথ** = ভাষা রূপ পথ—রূপক কর্মধাঃ; **তৃষা** = (<তৃষ্ণা) তদ্ভব শব্দ; **শোধিতে** = নামধাতু, **পুণ্যবান** = পুণ্য + মতুপ্।

আত্মবিলাপ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

লভিনু = নামধাতু; **জীবনপ্রবাহ** = জীবন রূপ প্রবাহ—রূপক কর্মধাঃ, **কালসিন্ধু** = কাল রূপ সিন্ধু—রূপক কর্মধাঃ; **আয়ুহীন** = আয়ু দ্বারা হীন—৩য়া তৎ; **প্রমত্ত**-বিণ. = প্রমত্ততা-বি.; **জীবন-উদ্যানে** = জীবন রূপ উদ্যানে—রূপক কর্মধাঃ; **যৌবনকুসুম** = যৌবন রূপ কুসুম—রূপক কর্মধাঃ; **অম্বুবিম্ব** = অম্বুর বিম্ব—৬ষ্ঠী তৎ, **সুখী** = সুখ + ইন্; **ক্ষণপ্রভা** = ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রভা আছে যার—মধ্যপদলোপী বহুব্রীঃ; **ধাঁধিতে** = নামধাতু; **তৃষাক্লেশে** = করণে ৭মী; **জ্বলন্ত** = জ্বল + অন্ত; **পাবকশিখা-লোভে** = পাবকের শিখা—৬ষ্ঠীতৎ; তাহার লোভে—৬ষ্ঠী তৎ; **কাল-ফাঁদে** = কাল রূপ ফাঁদ, তাহাতে—রূপক কর্মধাঃ; **অবোধ** = নাই বোধ যার—নঞ বহুব্রীঃ, **পরাণ** = (<প্রাণ) স্বরভক্তি; **অর্থ-অন্বেষণে** = অর্থের অন্বেষণে—৬ষ্ঠীতৎ; অনু + এষণ এ; **সাধিতে** = নামধাতু; **হরিতে** = নামধাতু; **ব্যয়িলি** =

নামধাতু ; **সুগন্ধ কুসুমগন্ধে**=সু গন্ধ—কর্মধাঃ ; কুসুমের গন্ধে—৬ষ্ঠীতৎ, সুগন্ধ এমন যে কুসুমগন্ধ, তাহাতে—কর্মধাঃ ; **মাৎসর্যবিষদশন**—বিষের দশন (=দংশন)—৬ষ্ঠীতৎঃ, মাৎসর্য রূপ বিষদশন—রূপককর্মধাঃ ; **অনুক্ষণ**= ক্ষণ ক্ষণ—অব্যয়ীভাব সমাস ; **অনাহারে**=নাই আহার+এ-নঞতৎঃ ; **অনিদ্রায়**=করণে ৭মী ; **মুকুতা** (<মুক্তা)—বিপকর্ষ ; **যতনে**=(<যত্নে) বিপ্রকর্ষ, **শতমুক্তাধিক**=শত মুক্তা—দ্বিগু ; তাহা হইতে অধিক—৫মীতৎঃ ; **কালসিন্ধুজলতলে**=কাল রূপ সিন্ধু—রূপক কর্মধাঃ ; তাহার জল, ৬ষ্ঠীতৎঃ।

আশা

নবীনচন্দ্র সেন

মায়ায়=করণে ৭মী, **মুগ্ধ**=মুহ্+ক্ত ; **ত্রিভুবন**=ত্রি (=তিন) ভুবনের সমাহার—সমাহার দ্বিগু ; **মানবমনোমন্দিরে**=মানবের মন—৬ষ্ঠীতৎঃ, মানবমন রূপ মন্দির+এ—রূপক কর্মধাঃ ; **তোমায়**=কর্মে ৭মী ; **সৃজিত**=সৃজ+ক্ত, **অনুক্ষণ**=ক্ষণ ক্ষণ—অব্যয়ীভাব সমাস ; **বিরাজিতে**=নামধাতু ; **শোক**=শুচ্+ঘঞ ; **ভয়**=ভী+অচ্ ; **ত্রাস**= ত্রস্+ঘঞ, **ত্রাস**-বি.=ত্রস্ত-বিণ ; **মনোমন্দিরশোভা**=মন রূপ মন্দির—রূপক কর্মধাঃ, তাহার শোভা—৬ষ্ঠীতৎঃ, **নিশ্চয়**=নিঃ+চয় ; **আবাস**= আ-বস+ঘঞ ; **উন্মত্ততা**-বি.=উন্মত্ত-বিণ. ; **নিবাস**=নি-বস+ঘঞ ; **করিত নিবাস**=(=নিবাস করিত) মিশ্র ক্রিয়া ; **নিরবধি**=নিঃ+অবধি ; **হায়**=অনন্বয়ী অব্যয় ; **ভবিষ্যৎ-অন্ধ**=ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ=মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **বর্তুল-আকার**=বর্তুলের ন্যায় আকার—উপমান কর্মধাঃ ; **বাজিকরে**=কর্তায় ৭মী ; **নরে**=কর্মে ৭মী ; **রাজপথধারে**=পথের রাজা—৬ষ্ঠীতৎঃ ; তাহার ধারে—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **দীনতার প্রতিমূর্তি**=মূর্তির সদৃশ—অব্যয়ীভাব সমাস, দীনতার প্রতিমূর্তি—অলুকতৎঃ ; **কঙ্কাল শরীর**= কঙ্কাল বিশিষ্ট শরীর—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **রুগ্নকলেবর**=রুগ্ন যে কলেবর— কর্মধাঃ ; **অন্বেষণ**=অনু+এষণ ; **বিচরণ**=বি-চর্+অনট **মম**=তৎসম শব্দ (অস্মদ্ শব্দের ৬ষ্ঠীর একবচন) ; **প্রকাশিত**=প্র-কাশ+ক্ত ; **নক্ষত্রের**= কর্তায় ৬ষ্ঠী ; **প্রবেশি**=নামধাতু ; **অবিদ্ধ**=নয় বিদ্ধ-নঞতৎঃ ; **রতনে**=

(<রত্নে) স্বরভক্তি ; করণে ৭মী ; **মাতৃভাষা-কম-কলেবরে**—কম যে কলেবরে—কর্মধাঃ ; মাতৃভাষা রূপ কম কলেবরে—রূপক কর্মধাঃ ; **সুকবি-সুকরে**—সু কবি—কর্মধাঃ, সু করে—কর্মধাঃ, সুকবির সুকরে—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **মহাকাব্যধনে**—মহান যে কাব্য—কর্মধাঃ, মহাকাব্য রূপ ধন+এ—রূপক কর্মধাঃ ; **লভিয়াছে**—নামধাতু ; **চিত্রে**—করণে ৭মী ; **শ্বেতসেনাপতি**—সেনার পতি—৬ষ্ঠীতৎঃ ; শ্বেত কায় বিশিষ্ট সেনাপতি যিনি—মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ।

ভারত তীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহামানবের সাগরতীরে—মহান যে মানব—কর্মধাঃ ; সাগরের তীরে—৬ষ্ঠীতৎঃ ; মহামানবের সাগরতীরে—অলুকতৎঃ ; **নরদেবতারে**—নর রূপ দেবতা—রূপক কর্মধাঃ, (অথবা, নর দেবতার ন্যায়—উপমিত কর্মধাঃ)+রে ; কর্মে ২য়ার 'কে' চিহ্ন স্থলে কবিতায় 'রে' চিহ্ন যুক্ত হয়েছে। **বন্দন**—বন্দ+অনট্ ; **ধ্যানগম্ভীর**—ধ্যান দ্বারা গম্ভীর—৩য়া তৎঃ ; **ভূধর**—ভূ ধারণ করে যে—উপপদতৎঃ ; **নদীজপমালাধৃতপ্রান্তর**—জপের মালা—৬ষ্ঠীতৎঃ, নদী জপমালার ন্যায়—উপমিত কর্মধাঃ (বা, নদীরূপ জপমালা—রূপক কর্মধাঃ), নদীজপমালা কর্তৃক ধৃত—৩য়া তৎঃ, নদীজপমালাধৃত এমন যে প্রান্তর—কর্মধাঃ ; **আহ্বানে**—আ-হ্বে+অনট্+এ ; **উপহার**—উপ-হৃ+ঘঞ ; **ভেদি**—নামধাতু ; **রুদ্রবীণা**—রুদ্রের বীণা—৬ষ্ঠীতৎঃ। **নাশিবে**—নামধাতু ; **দাঁড়াবে ঘিরে**—যৌগিক ক্রিয়া ; **বিরামবিহীন**—বিরাম দ্বারা বিহীন—৩য়া তৎঃ ; **মহাওঙ্কার ধ্বনি**—মহান যে ওঙ্কার কর্মধাঃ, মহাওঙ্কারের ধ্বনি—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **হৃদয়তন্ত্রে**—হৃদয় রূপ তন্ত্রে—রূপক কর্মধাঃ ; **বিভেদ**—বি-ভিদ+ঘঞ ; **হিয়া**=(<হৃদয়) তদ্ভব শব্দ ; **আরাধনার**—আ-রাধ্+অনট্+এর ; **দুখের রক্ত শিখা**—রক্তের শিখা—৬ষ্ঠীতৎঃ (অথবা, রক্তের শিখার ন্যায়—উপমিত কর্মধাঃ), দুখের রক্তশিখা—অলুক তৎঃ ; **দহিতে**—নাম ধাতু ; **বহন**—বহ্+অনট ; **ভয়**—ভী+অচ্ ; **জয়**—জি+অচ্ ; **অপনীত**—অপ-নী+ক্ত ; **মঙ্গলঘট**—মঙ্গল রূপ ঘট—রূপক কর্মধাঃ ; **পরশে**—(<স্পর্শে)—স্বরভক্তি ।

ধুলা মন্দির

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভজন—ভজ্‌+অনট; **পূজন**—পুজ+অনট; **সাধন**—সাধ্‌+অনট; **পূজিস**—নামধাতু; **সংগোপনে**—সম্‌-গোপ্‌+অনট; **নয়ন**—নে+অন; **পাথর**—তদ্ভব শব্দ; **রে**—বাক্যালঙ্কার অব্যয়; **মুক্তি**—মুচ্‌+ক্তিন্‌; **সৃষ্টিবাঁধন**—সৃষ্টির বাঁধন—ষষ্ঠীতৎঃ; সৃজ+ক্তিন্‌; বাঁধ+অনট্‌; **ধ্যান**-বি.—ধ্যেয়-বিণ.।

শুচি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জপেতপে—জপে ও তপে—অলুক দ্বন্দ্ব; **ভোজ্য**—ভুজ্‌+ণ্যৎ, **নিবেদন**—নি-বিদ্‌+অনট্‌; **উপবাস**—উপ-বস+ঘঞ; **প্রসাদ**—প্র-সদ্‌+ঘঞ; **নানাচিহ্নধারী**—নানা যে চিহ্ন—কর্মধাঃ, নানা চিহ্ন ধারণ করে যে—উপপদতৎঃ; **স্নান**-বি.—স্নাত-বিণ., **আহার**—আ-হৃ+ঘঞ; **সন্ধ্যা**-বি.—সান্ধ্য-বিণ.; **শুষ্ক**-বিণ.—শুষ্কতা-বি.; **অপরাধ**—অপ-রাধ্‌+অল্‌; **বাস**—বস+ঘঞ; **প্রবেশ**—প্র-বিশ+ঘঞ; **পাদোদক**—পাদ+উদক; পাদ নিঃসৃত যে উদক—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ; **অপমান**-বি.—অপমানিত-বিণ.; **অহংকার**—অহং-কৃ+অচ্‌; **ধ্যানমগ্ন**—ধ্যানে মগ্ন—৭মীতৎঃ; মসজ্‌+ক্ত=মগ্ন; **নীরব**—নিঃ+রব; **প্রভাত**—প্রকৃষ্ট রূপে ভাত—প্রাদিতৎঃ; **ব্রতপালনে**—ব্রতকে পালন+এ—২য়া তৎঃ; **ভীত**—ভী+ক্ত; **প্রয়োজন**-বি. প্রয়োজনীয়-বিণ.; **প্রয়োজন**—প্র-যুজ+অনট্‌; **অপরাধী**—অপ-রাধ্‌+ইন্‌; **গুনগুন্‌**—ধ্বন্যাত্মক অব্যয়; **কণ্ঠ**—কর্মে ১মা; **ব্যস্ত**-বিণ—ব্যস্ততা-বি.; **বৃত্তি**—বৃৎ+ক্তি; **ধুলায়**—করণে ৭মী; **হাতে**—অপাদানে ৭মী; **আনন্দিত**-বিণ.—আনন্দ-বি.।

জীবন ভিক্ষা

করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

দেউলে = তদ্ভব শব্দ ; **গো** = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **দুলালে** = কর্মে ৭মী ; **উষ্ণ-বিয়োগ-উৎস-সরিৎ** = বিয়োগের উৎস — ৬ষ্ঠীতৎ ; বিয়োগ-উৎস হইতে আগত যে সরিৎ-মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; উষ্ণ যে বিয়োগ-সরিৎ-কর্মধাঃ ; **চুম্বনে** = করণে ৭মী ; **মরণশ্যেনের** = মরণ রূপ শ্যেন + এর রূপক কর্মধাঃ ; **রসনা-প্রসূন** = রসনা রূপ প্রসূন—রূপক কর্মধাঃ ; **পরসাদ** = বিপ্রকর্ষ ; **পরিসিক্ত** = পরি-সিচ্ + ক্ত ; **মুখচম্পকে** = মুখ রূপ চম্পক + এ—রূপক কর্মধাঃ ; **শুষ্ক অধর কমলপর্ণ** = কমলের পর্ণ – ৬ষ্ঠীতৎ, অধর কমলপর্ণের ন্যায়—উপমিত কর্মধাঃ, শুষ্ক এমন যে অধর কমলপর্ণ—কর্মধাঃ ; **বৃন্তচ্ছিন্ন** = বৃন্ত হইতে ছিন্ন—৫মীতৎ ; **পুণ্যহাসির চিহ্ন** = পুণ্যময় যে হাসি—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ, পুণ্য হাসির চিহ্ন—অলুক তৎ ; **পরশে** = বিপ্রকর্ষ ; **হরষে** = বিপ্রকর্ষ ; **বিষবাণে** = বিষ মাখা বাণ + এ—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **ভিন্ন** = ভিদ্ + ক্ত ; **পদ্মবেদীতে** = পদ্ম রূপ বেদী তাহাতে—রূপক কর্মধাঃ ; **ত্রিতাপ দুঃখ** = ত্রি তাপের সমাহার—সমাহার দ্বিগু, ত্রিতাপের দুঃখ—৬ষ্ঠীতৎ, **তুরগম** = স্বরভক্তি ; **মগ্ন** = মস্জ্ + ক্ত , **অশোক** = নাই শোক—নঞতৎ ; **পরাণ-মৃণাল** = পরাণ রূপ মৃণাল—রূপক কর্মধাঃ ; **নিবেদিল** = নামধাতু , **তনয়ে** = কর্মে ৭মী ; **বিরহ আঁধার** = বিরহ রূপ আঁধার—রূপক কর্মধাঃ।

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মুক্তি = মুচ্ + ক্তিন্ ; **বিতরে** = নামধাতু ; **বরদ** = বর দান করে যে—উপপদতৎ ; **কাঞ্চনশৃঙ্গমুকুট** = কাঞ্চন নির্মিত (বা, বর্ণের) শৃঙ্গ—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ, কাঞ্চনশৃঙ্গ মুকুটের ন্যায়—উপমিত কর্মধাঃ ; **কিরণে** = করণে ৭মী ; **স্নেহ** = স্নিহ্ + অল ; **ভূষিত** = ভূষ্ + ক্ত ; **শততরঙ্গভঙ্গে** = শত তরঙ্গ—দ্বিগু, শততরঙ্গের ভঙ্গ, তাহাতে— ৬ষ্ঠীতৎ ; **বাঞ্ছিত** = বাঞ্ছ + ক্ত , **বাঘের সঙ্গে** = কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠীঃ ; **নাগেরে** = কর্মে ২য়ার 'কে'-এর

স্থলে 'রে' হয়েছে ; **সজ্জিত** = সজ্জ + ক্ত ; **দশাননজয়ী** = দশ আনন যার—বহুব্রী, দশাননকে জয় করেন যিনি—উপপদতৎঃ ; **জয়** = জি + অচ্ ; **শৌর্যের** = শূর + ষ্ণ্য + এর ; **পরিচয়** = পরি-চি + অচ্ ; **দিল্লীনাথে** = কর্মে ৭মী ; দিল্লীর নাথ, তাহাকে—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **নিধান** = নি-ধা + অনট্ ; **লজ্জিল** = লজ্জ + ইল ; নামধাতু ; **জ্বালিল** = জ্বল্ + ইল ; **পক্ষশাতন** = পক্ষকে শাতন—২য়া তৎঃ ; **ফিরে এল** = যৌগিক ক্রিয়া ; **কাঞ্চনকোকনদে** = কাঞ্চন নির্মিত (বা. বর্ণের) যে কোকনদ, তাহাতে (আসলে, 'তাহাকে' হবে)—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; কর্মে ৭মী ; **ধেয়'নের** = (<ধ্যানের) য়-শ্রুতি ; **ভাস্কর** = ভাঃ + কর ; **সুপটুপটুয়া** = সুন্দর রূপে পটু—প্রাদিতৎঃ, (অথবা সু পটু-কর্মধাঃ), পট করে যে—উপপদতৎঃ, সুপটু এমন যে পটুয়া—কর্মধাঃ ; **মন্বন্তরে** = মনু + অন্তরে ; **মারী** = মার্ + ইন ; **ঠাকুরালি** = ঠাকুর + আলি ; **ছায়া** = (<ছা আ)-য়-শ্রুতি ; **বাঙালীর-হিয়া-অমিয়** = বাঙালীর হিয়া—অলুক তৎঃ, হিয়া রূপ অমিয়—রূপক কর্মধাঃ ; **অমিয়** = (<অমৃত)-তদ্ভব শব্দ ; **মথিয়া** = (<মন্থন করিয়া) নামধাতু ; তদ্ভব শব্দ ; **কায়া** = য়-শ্রুতি ; **জগৎময়** = জগৎ + ময়ট্ ; **সমন্বয়** = সম + অনু + অয় ; **ব্যাঘ্রে-বৃষভে** = কর্মে ৭মী ; ব্যাঘ্রে ও বৃষভে—অলুক দ্বন্দ্ব ; **সাধক** = সাধ্ + অক, **সাধনা** = সাধ্ + অনট্ + আ ; **বিয়া** = (<বিবাহ)—তদ্ভব শব্দ (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ; **গরমিলে** = মিলের অভাব, তাহাতে,—অব্যয়ীভাব ; **মহামিলনের গান** = মহান যে মিলন—কর্মধাঃ, মহামিলনের গান—অলুক তৎঃ, **জনম** = স্বরভক্তি ; **পঞ্চবটী** = পঞ্চ বটের সমাহার—সমহার দ্বিগু ; প্রতিভায়—করণে ৭মী ; **দ্বেষাদ্বেষি** = দ্বেষে দ্বেষে হয় যে কলহ—ব্যতিহার বহুব্রী।

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রভাতে = প্রকৃষ্ট রূপে ভাত, তাহাতে—প্রাদিতৎঃ ; **শ্রেণীহারা** = শ্রেণী হইতে হারা—৫মীতৎঃ ; **পাখে** = করণে ৭মী ; **দোচালা** = দুই চাল আছে যার—বহুব্রী (দুই চালের সমাহার—দ্বন্দ্ব সমাস করলে ঠিক হবে না) ; **আহ্বান**-বি. = আহুত-বিণ. ; বিদ্রূপ—**বাঁশী** = বিদ্রূপের বাঁশী—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **নির্জন** = নাই জন—নঞতৎঃ ; কত-**না**-ছিন্ন = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **ছিন্ন**-

চরণচিহ্ন=চরণের চিহ্ন—৬ষ্ঠী তৎ:, ছিন্ন যে চরণচিহ্ন—কর্মধা: ; **হানাহানি**=হানায় হানয়া হয় যে যুদ্ধ-ব্যতিহার বহুব্রীঃ ; কত বা আসিছে—বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **শিশিরবিমল**=বিগত হয়েছে মল—প্রাদিতৎ:, শিশির দ্বারা বিমল—৩য়া তৎ: , **প্রভাতের ফল**=প্রভাতের ফল—অলুক তৎ: ; **বিকায়**=(বিক্রয় হয়) নাম ধাতু ; **দিবসরাত্রি**=দিবস ও রাত্রি—দ্বন্দ্ব সমাস ; **মুক্ত**=মুচ্ + ক্ত ; **ওগো**=সম্বোধনার্থক অব্যয় ; **কেহ**=অনির্দেশক সর্বনাম ; **উদার**—বিণ.=উদারতা-বি. ।

কাল বৈশাখী

মহিতলাল মজুমদার

মধ্যদিনের=দিনের মধ্য—মধ্যদিন+এর—একদেশী তৎ ; **রক্ত**=রঞ্জ+ক্ত ; **নয়ন**=নে+অন ; **কানন-আনন**=কাননের আনন—৬ষ্ঠী তৎ: , (অথবা, কানন রূপ আনন - রূপক কর্মধা:) ; **আলয়ে-কুলায়ে**=আলয়ে ও কুলায়ে—অলুক দ্বন্দ্ব ; **যতেক**=যত+এক ; **বনস্পতির**=বন+পতি+এর (নিপাতন সিদ্ধ) ; **গণিছে**=নামধাতু ; **বজ্র-ঘোষণ**=বজ্রের ঘোষণ—৬ষ্ঠী তৎ:; **আকাশকটাহে**=আকাশ রূপ কটাহে—রূপক কর্মধা: ; **ভীমকুণ্ডল**—ভীম (ভয়ঙ্কর) এমন যে কুণ্ডল—কর্মধা: ; **সচল অচল**=চলার সহিত বর্তমান—বহুব্রী: ; নয় চল যে—নঞ বহুব্রী: ; সচল এমন যে অচল—কর্মধা: ; **ছেদিয়া**=নামধাতু ; **অসীম অতল**=নাই সীমা যার—নঞ বহুব্রী:, তল নাই যার—নঞ বহুব্রী:, অসীম যে অতল—কর্মধা: ; **গ্রাসিতে**=নামধাতু ; **নিহিরে**—কর্মে ২য়া ; **রশ্মিছটা**=রশ্মির ছটা—৬ষ্ঠী তৎ:; **গুরু গুরু**=ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ; **ধূলধূসরিত**=ধূলি দ্বারা ধূসরিত—৩য়া তৎ: ; **ঝলসিয়া**=ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ; **দিক হতে দিক অন্তে**=দিগ্‌দিগন্তে (এক কথায়) ; **দিগ্‌বারণেরা**—দিক্+বারণেরা ; **বেদনা অধীর**=বেদনায় অধীর—৭মী তৎ: ; **বিদারিছে** নামধাতু ; **দন্তে**=করণে ৭মী ; **দ্যুলোকের**=দিব্+লোক+এর ; **বঙ্কিম-নীল**=বঙ্কিম এমন যে নীল—কর্মধা: ; **ভিন্ন**=ভিদ্+ক্ত ; **নিশ্চিহ্ন**=নিঃ+চিহ্ন ; **মেঘকজ্জল**=মেঘ কজ্জলের ন্যায়—উপমিত কর্মধা: ; **ছিন্ন**=ছিদ্+ক্ত ; **উচ্ছ্বাসে**=উৎ+শ্বাসে ; **আলো ঝলমল**=আলো দ্বারা ঝলমল—৩য়া

তৎঃ ; **ঝলমল**=ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ; **অদ্ভুত-উল্লাসে**=উদ্ভুত এমন যে উল্লাস—কর্মধাঃ ; তাহাতে ; **উল্লাসে**=উৎ+লাসে ; **উঠে ঝনঝন**=ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ; **সঞ্চারি**=নামধাতু ; **হর্ষ**=হৃষ্‌+ষ্ণ্য ; **পরামর্শ**=পরা মৃশ+অচ্‌ ; **নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ-কায়া**=নীল এমন যে অঞ্জন—কর্মধাঃ; গিরির নিভ (=সদৃশ)—৬ষ্ঠী তৎঃ; গিরি নিভ এমন যে কায়া—কর্মধাঃ ; নীল-অঞ্জন মণ্ডিত এমন যে গিরি-নিভ-কায়া—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **ছায়া**=য়-শ্রুতি ।

ত্রিরত্ন

শ্রীকালিদাস রায়

দিগ্‌জয়ী=দিক-জয় করেছেন যিনি—উপপদ তৎঃ ; **দিগ্‌গজ**=দিক+গজ ; **বীরপণ্ডিত**=বীর অথচ পণ্ডিত (অথবা, বীর যে পণ্ডিত)—কর্মধাঃ ; **মত্ত**=মদ্‌+ত ; **পঙ্কজবনে**=পঙ্কে জন্মে যাহা=উপপদ তৎ ; পঙ্কজের বন, তাহাতে—৬ষ্ঠী তৎঃ ; **সাধন-ভজন-রত**=সাধন ও ভজন—দ্বন্দ্ব সমাস, তাহাতে রত—৭মী তৎঃ ; সাধ+অনট্‌, ভজ্‌+অনট্‌ ; **পাণ্ডিত্যের**=পণ্ডিত+ষ্ণ্য+এর, **জয় ভিখারীর করে**=জয় ভিক্ষা করে যে—উপপদ তৎঃ ; জয় ভিখারীর করে—অলুক তৎঃ ; **বিজয়গর্বে**=বিজয়ের নিমিত্ত গর্ব—৪র্থী তৎঃ ; +এ , **পণ্ডিত**=পণ্ডা+ইতচ্‌ , **ভয়ে বিস্ময়ে**=ভয়ে ও বিস্ময়ে—অলুক দ্বন্দ্ব ; **সূর্য**— বি.=সৌর— বিণ. ; **হার**=হৃ+ঘঞ ; **প্রতিফল**=ফলের সদৃশ—অব্যয়ীভাব ; **অভিযান**=অভি-যুজ্‌+অনট্‌ ; আমি **তো**=বাক্যালঙ্কার অব্যয় ;

চরণাশ্রিত=চরণে আশ্রিত—৭মী তৎ ; **শিষ্য**=শস্‌+ক্যপ্‌ ; **জ্ঞান-সাগরের**=জ্ঞান রূপ সাগর+এর—রূপক কর্মধা ; **জিনি**=নামধাতু ; **কণ্ঠে**=অপাদানে ৭মী ; **রণে-আহ্বান-বাণী**=আহ্বানের বাণী—৬ষ্ঠী তৎ ; রণের আহ্বান-বাণী—অলুক তৎ ; **পণ্ডিত**=পণ্ডা+ইতচ্‌ ; **শশকে**=কর্মে ৭মী ; **বধে**=নামধাতু ; **গোষ্পদে**=গো+পদ+এ ; **কুতুহলী**=স্বরসঙ্গতি ; **শাণিত**—বিণ.=শান—বি. ; **দাম্ভিক**=দম্ভ+ষ্ণিক ; **ধিক্‌ ধিক্‌**=অনন্বয়ী অব্যয় ; **মথুরার দিকে**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **বারতা**=বিপ্রকর্ষ ; **যশ-প্রতিষ্ঠা**=যশ হেতু (হইতে) প্রতিষ্ঠা—৫মী তৎ ; **অনুনয়**=অনু—নী

+অচ্ ; **বসনে**=করণে ৭মী ; **অপরাধ**=অপ—রাধ্+অল্ ; **গরব**=বিপ্রকর্ষ ; **ত্যজিব**=নামধাতু ; **কুসুম-কোমল প্রাণে**=কুসুমের ন্যায় কোমল—উপমান কর্মধা, কুসুম কোমল এমন যে প্রাণ—কর্মধা+এ ; **পরশে**=করণে ৭মী ; বিপ্রকর্ষ (স্পর্শে>পরশে)।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম

দুর্গম=দুঃ+গম ; **দুস্তর**=দুঃ+তর , **লঙ্ঘিতে**=নামধাতু ; **হুঁশিয়ার**=বিদেশী (ফার্সী) শব্দ ; **হিম্মৎ**=ফার্সী শব্দ ; **তিমিররাত্রি**=তিমির মণ্ডিত যে রাত্রি—মধ্যপদলোপী কর্মধা ; **মাতৃমন্ত্রী**=মাতৃ প্রেমই মন্ত্র যাহার—মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ; **যুগযুগান্তরসঞ্চিত ব্যথা**=যুগের অন্ত—৬ষ্ঠী তৎ, যুগ ও যুগান্তর—দ্বন্দ্ব, যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া সঞ্চিত—২য়া তৎ, যুগযুগান্ত সঞ্চিত যে ব্যথা—কর্মধা ; **ঘোষিয়াছে**=নামধাতু ; **অভিযান**=অভি—যা+অনট ; **অধিকার**=অধি—কৃ+ঘঞ ; **অসহায়**=নাই সহায় যার—নঞ বহুব্রীহি ; **মাতৃমুক্তিপণ**=মাতার মুক্তি—৬ষ্ঠী তৎ, মাতৃমুক্তির জন্য পণ—৪র্থী তৎ ; **জিজ্ঞাসে**=নামধাতু ; **মানুষ**=মনু+ষ্ণ ; **পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে**=পথের পশ্চাৎ—একদেশী তৎ, পশ্চাৎ পথে অবস্থিত যে যাত্রী—মধ্যপদলোপী কর্মধা, পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে—অলুক তৎ ; **হায়**=অনন্বয়ী অব্যয় ; **দিবাকর**=দিবা করে যে—উপপদ তৎ ; **উদিবে**=নামধাতু ; **পরীক্ষা**=পরি+ঈক্ষা ; **জাতির**=কর্মে ৬ষ্ঠী।

॥ গদ্যাংশ ॥

বসন্তের কোকিল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় .

যখন ফুল ফোটে…**তখন** তুমি…–নিত্য সম্বন্ধী অব্যয়; **স্পর্শে**= স্পৃশ্‌+অচ্‌+এ; **দক্ষিণ বাতাস**=দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত যে বাতাস-মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ; **রসিকতা**—বি.=রসিক বিণ; **জীবলোকে**=কর্তায় ৭মী; **কম্প**=কম্প্‌+অল; **গোময়**–গো+ময়ট, **কালো-কালো**=অর্থ সুস্পষ্টতার জন্য বা জোর দেওয়ার জন্য বিশেষণের দ্বিত্ব; **রাগ**=রঞ্জ+ঘঞ, **তোমার মতো**=অনুসর্গ যোগে ৬ষ্ঠী; **মানুষ-কোকিলে**–মানুষ রূপ কোকিল+এ—রূপক কর্মধাঃ, কর্তায় ৭মী; **হেটো, মেঠো**—বিণ=হাট, মাঠ-বি.; **পারাবতকাকলীসংকুল গৃহসৌধবৎ**=পারাবতের কাকলী—৬ষ্ঠীতৎঃ, তার দ্বারা সংকুল-৩য়াতৎঃ, গৃহও যাহা সৌধও তাহা—কর্মধাঃ, পারাবতকাকলীসংকুলন • এমন যে গৃহসৌধ—কর্মধাঃ; গৃহসৌধ+বতুপ্‌= গৃহসৌধবৎ; **মুখরিত**—বিণ=মুখর-বি.; **অসুখ**=নয়, (বা নাই) সুখ—নঞ তৎঃ; **অভিভূত**=অভি ভূ+ক্ত, **দোষ**–দুষ্‌+ঘঞ; **জ্বলন্ত**=জ্বল+অন্ত; **আগুনের মধ্যগত**=মধ্যে গত, ৭মীতৎঃ, আগুনের মধ্যগত—অলুকতৎঃ; **বেগুনের মতো**=অনুসর্গযোগে ৬ষ্ঠী; **পরান্ন-প্রতিপালিত**= পরের অন্ন—৬ষ্ঠীতৎঃ, তার দ্বারা প্রতিপালিত—৩য়া তৎঃ; **প্রতিপালিত**= প্রতি-পালি+ক্ত, **পঞ্চমস্বরে**=করণে ৭মী; স্বরের পঞ্চম+এ—একদেশীতৎঃ; **সৌন্দর্য-শূন্য**=সৌন্দর্য দ্বারা শূন্য—৩য়া তৎঃ; **প্রতিপালিত**-বিণ.=প্রতিপালন—বি.; **উপর্যুপরি**=উপরি+উপরি, **ভুলিয়া উঠিল**= যৌগিক ক্রিয়া; **সুগন্ধের তরঙ্গ**=সু যে গন্ধ—কর্মধাঃ, সুগন্ধের তরঙ্গ—অলুক তৎঃ; **মধুর শ্যামল**=মধুরও যাহা শ্যামলও তাহা—কর্মধাঃ; **স্নিগ্ধোজ্জ্বল**=স্নিগ্ধ+উজ্জ্বল; স্নিগ্ধও যাহা উজ্জ্বলও তাহা—কর্মধাঃ; **পূর্ণযৌবনা**=পূর্ণ যৌবন আছে যার—বহুব্রীঃ; **অসংখ্য**=নাই সংখ্যা যার—নঞ বহুব্রীঃ; **শুভ্রমুখী**=শুভ্র মুখ যার—বহুব্রীঃ; **সন্ধ্যাশিশিরে সিক্ত**= সন্ধ্যাকালীন শিশির,+এ—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ; সন্ধ্যাশিশিরে সিক্ত—অলুক তৎঃ; সিক্ত+সিচ্‌+ক্ত; **হ্রাস**—বি.=হ্রস্ব-বিণ.; **বিকসিত**—বিণ.=

বিকাশ—বি. ; **গুন্ গুন্**=অনুকার-অব্যয় ; **গলাবাজিতে**=গলা+বাজি+তে ; **নক্ষত্রময়**=নক্ষত্র+ময়ট ; **নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত**=নীল এমন যে চন্দ্র-কর্মধাঃ, নীল চন্দ্রের আতপ—৬ষ্ঠী তৎঃ, তার দ্বারা মণ্ডিত—৩য়াতৎঃ ; **গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি**=গিরি ও নদী ও নগর ও কুঞ্জ আদি=দ্বন্দ্ব সমাস ; **প্রভাতনিদ্রাকে**=প্রভাত কালীন নিদ্রা+কে-মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **শাসিত**=সাস্+ক্ত ; **বটে**=বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **তোতে আমাতে**=কর্তায় ৭মী ; **দুঃখী**=দুঃখ+ইন ; **সংসার কাননে**=সংসার রূপ কাননে—রূপক কর্মধাঃ ; সুন্দর—বিণ =সৌন্দর্য-বি. ; **অনন্ত**=নাই অন্ত—নঞ তৎঃ ; **সর্বশব্দগ্রাহী**=সর্ব শব্দ—কর্মধাঃ, সর্ব শব্দ গ্রহণ করে যে—উপপদতৎঃ ; **ভুবন-ভুলানো স্বর**=ভুবনকে ভুলানো—২য়াতৎঃ ভুবন-ভুলানো এমন যে স্বর—কর্মধাঃ ; পাইতাম **তো** বলিতাম=বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **প্রকাশ**=প্র-কাশ+অল , **অমানুষী-ভাষা**=নয় মানুষের যাহা—নঞ বহুব্রী., অমানুষী যে ভাষা—কর্মধাঃ ।

প্রতিভা

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রাধান্য=প্রধান+ষ্ণ্য , প্রাধান্য-বি. , **বিভক্ত**=বি-ভনজ্+ক্ত ; **সুপরিপক্ক**=সু পরিপক্ক—কর্মধাঃ ; পরি-পচ্+ক্ত , **নূতনপথদর্শী**=নূতন যে পথ—কর্মধাঃ, নূতন পথ দর্শন করে যে—উপপদতৎঃ, **অন্যনির্দিষ্ট**=অন্য কর্তৃক নির্দিষ্ট—৩য়া তৎঃ , **দক্ষতা**-বি =দক্ষ—বিণ. , **সৃষ্টি**=সৃজ্+ক্তি , **আবিষ্কার**=আবিঃ+কার , আবিঃ—কৃ+ঘঞ , **পারদর্শী**=পার-দৃশ্+ইন , **তদনুরূপ**=তৎঃ+অনুরূপ , **অন্যাবিকৃত**=অন্য+আবিঃ+কৃত , **স্মরণ**=স্মৃ+অনট , **অন্যোদ্ভাবিত**=অন্য+উৎ+ভাবিত , **অলংকৃত**=অলম্+কৃত , **উদ্ভাবন**=উৎ+ভাব্+অনট্ , **শক্তিসাধ্য**=শক্তি দ্বারা সাধ্য—৩য়াতৎঃ , **বিজ্ঞানবিদ্**=বিজ্ঞান (=বি-জ্ঞা+অনট্)—বিদ্+ক্বিপ্ , **পালনশক্তি**=পালনের শক্তি—৬ষ্ঠী তৎঃ , **বঞ্চিত রহিয়াছেন**=মিশ্র ক্রিয়া , **আদ্যন্ত**=আদি+অন্ত , **রামায়ণ**=রাম+অয়ণ , **কণ্ঠস্থ**=কণ্ঠে থাকে যাহা—উপপদতৎঃ , **উদ্ধৃত**=উৎ+হৃত , **ক্ষমতাপন্ন**=ক্ষমতাকে আপন্ন—

২য়াতৎ:, **সৃষ্টিকারিনী প্রতিভা**=সৃষ্টি করে যাহা (স্ত্রীলিঙ্গে)—উপপদতৎ: সৃষ্টিকারিনী এমন যে প্রতিভা—কর্মধাঃ, **শিক্ষা নিরপেক্ষ**=শিক্ষা হইতে নিরপেক্ষ—৫মীতৎ:, **দেবদত্ত**=দেব কর্তৃক দত্ত—৩য়াতৎ: ('দেবকে দত্ত'—৪র্থীতৎ: এখানে হবে না), **প্রত্যয়ের**=প্রতি+অয়+এর, **ভেদ**=ভিদ্+ঘঞ, **রঙ্গময়ী**=রঙ্গ আছে যার (স্ত্রীলিঙ্গে)—উপপদতৎ:, রঙ্গ+ময়ট্+ঈপ্, **প্রত্যক্ষ**=অক্ষির সম্মুখে—অব্যয়ীভাব সমাস, প্রচার=প্র-চর্+ঘঞ, **মহামূর্খ**=মহা যে মূর্খ—কর্মধাঃ, **বিদ্যাবতী**=বিদ্বস্+মতুপ+ঈপ, **প্রবেশ**—বি.=প্রবিষ্ট—বিণ., **সর্ববিদ্যাবিশারদ**=সর্ব বিদ্যা—কর্মধাঃ, সর্ববিদ্যায় বিশারদ—৭মীতৎ:, **প্রত্যাগমন**=প্রতি—আ-গম+অনট্, **প্রচলিত**=প্র-চল্+ক্ত, **প্রসিদ্ধি**—বিণ.=প্রসিদ্ধি-বি., **সঙ্গীতরসাস্বাদবিহীন**=সঙ্গীতের রস+৬ষ্ঠীতৎ:, তার আস্বাদ—৬ষ্ঠীতৎ:, তার দ্বারা বিহীন—৩য়াতৎ:, **অত্যাশ্চর্য**=অতি+আ+চর্য, **নিষ্প্রয়োজন**=নাই প্রয়োজন—নঞ তৎ:, **আকস্মিক**=অকস্মাৎ+ষ্ণিক্, **আবির্ভাব**=আবিঃ+ভাব, **অনৈসর্গিক**=অ—নিসর্গ+ষ্ণিক্, **সাহিত্যরসপান**=সাহিত্যের রস—৬ষ্ঠীতৎ:, তাহাকে পান—২য়াতৎ:, ইহাতে **তো**=বাক্যালঙ্কার অব্যয়, **উপপত্তি**=উপ-পদ+ক্তি, **মনোহর**=মনঃ-হৃ+অচ্, **নিমগ্ন**=নি-মসজ্+ক্ত, **প্রফুল্ল**=প্রকৃষ্টরূপে ফুল্ল—প্রাদিতৎ:, **কুসুমোদ্যান**=কুসুমের উদ্যান—৬ষ্ঠীতৎ:, **পরিত্যাগ**=পরি—ত্যজ্+ঘঞ, **শৈলময়**=শৈল+ময়ট, **তরুলতাশূন্য**=তরু ও লতা—দ্বন্দ্ব, তরুলতা দ্বারা শূন্য—৩য়াতৎ:, **প্রসূনপরিপূরিত**=প্রসূন দ্বারা পরিপূরিত—৩য়াতৎ:, **পরিপূরিত**=পরি—পূর্+ক্ত, **বল্লরীপল্লববিভূষিত**=বল্লরী ও পল্লব—দ্বন্দ্ব, তদ্দ্বারা বিভূষিত—৩য়াতৎ:, বিশিষ্ট রূপে ভূষিত—প্রাদিতৎ:, **মনস্তুষ্টিসাধনার্থ**=মনঃ+তুষ্টি+সাধন+অর্থ, **আশ্রয়**—বি.=আশ্রিত—বিণ., **অপটু**=নয় পটু—নঞতৎ:, **হইতে পারিতাম**=যৌগিক ক্রিয়া, **প্রতিভা**=প্রতি+ভা+অল্, **শিক্ষানিরপেক্ষ**=শিক্ষা হইতে নিরপেক্ষ—৫মীতৎ:, **রত্নলাভে**=রত্নকে লাভ+এ—২য়াতৎ:, **অধিকারী**=অধি—কৃ+ইন্, **অভিহিত**=অভি—ধা+ক্ত, **পাঠ**=পঠ্+ঘঞ, **অবগত**=অব—গম+ক্ত, **তৎকালিক**=তৎকাল + ষ্ণিক্, **অভিনয়** = অভি+নী+অচ্, **দর্শন** = দৃশ্+অনট, **যথেষ্ট**=যথা+ইষ্ট, **ব্যুৎপত্তি** = বি— উৎ+ পদ্ + ক্তি, **পর্যাপ্ত**=পরি+আপ্ত, **উপকার** = উপ — কৃ + ঘঞ, **উপকার**—

বি. = উপকৃত—বিণ. , **প্রাপ্ত** = প্র—আপ্ + ক্ত , **অমৃতময়** = অমৃত + ময়ট , **স্বাভাবিক** = স্বভাব + ষ্ণিক , **অভ্যাস** = অভি + আস , **মনোযোগ** = মনঃ + যোগ , **মনোযোগমাত্র** = মনের যোগ—৬ষ্ঠী তৎঃ , কেবল মনোযোগ = মনোযোগমাত্র-নিত্যসমাস , **অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন** = নয় লৌকিক—নঞ্ তৎঃ, অলৌকিক এমন যে শক্তি—কর্মধাঃ, অলৌকিক-শক্তিতে সম্পন্ন—৭মীতৎ (অথবা অলৌকিক শক্তি দ্বারা সম্পন্ন—৩য়াতৎঃ) , **সম্পন্ন** = সম—পদ + ক্ত , **পাণ্ডিত্য** = পণ্ডিত + ষ্ণ্য , **বৈয়াকরণ** = ব্যাকরণ জানেন যিনি—উপপদতৎঃ , **কার্যসমষ্টিজাত** = কার্যের সমষ্টি—৬ষ্ঠী তৎঃ, কার্যসমষ্টি হইতে জাত—৫মীতৎঃ , **অল্পায়াসসাধ্য** = অল্প + আয়াস + সাধ্য , বিদ্যা = বিদ্ + ক্যপ , **নিরূপিত** = নি—রূপ্ + ক্ত , **নিরূপিত**—বিণ. = নিরূপণ বি. , **স্মরণ** = স্মৃ + অনট্ , **পুনরুদ্ধার** = পুনঃ + উৎ + হার ।

স্বাদেশিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশের প্রতি = অনুসর্গযোগে ৬ষ্ঠী , **আন্তরিক** = অন্তর + ষ্ণিক্ ; **সঞ্চার** = সম + চার , সম—চর্ + ঘঞ্ , **নিয়োজিত** = নি—যুজ্ + ক্ত ; **ভক্তির সহিত** = অনুসর্গ যোগে ষষ্ঠী ; **উপলব্ধির** = উপ—লভ + ক্তি + ষষ্ঠী বিভক্তি ; **পঠিত** = পঠ্ + ক্ত ; **প্রদর্শিত** = প্র—দৃশ্ + ণিচ্ ক্ত ; **পুরস্কৃত** = পুরঃ + কৃত ; **ভয়** = ভী + অচ্ ; **বয়সোচিত** = বয়স + উচিত ; **উত্তেজনা**—বি, = উত্তেজিত—বিণ ; **সভা** = সহ—ভা + ক্বিপ, স্ত্রী ; **রহস্যে** = করণে ৭মী **আবৃত** = আ—বৃ + ক্ত ; **ভয়ংকর** = ভয়ং—কৃ + খচ্ ; **রাজার, প্রজার**—কর্তায় ৬ষ্ঠী ; **মধ্যাহ্নে** = অহ্নের মধ্য + ৭মী—একদেশী তৎঃ ; **রুদ্ধ** = রুধ্ + ক্ত ; **অহরহ** = অহঃ + অহঃ ; **আমাদের** = কর্তায় ৬ষ্ঠী ; **নিষ্কৃতি** = নিঃ + কৃতি ; **আদরণীয়** = আদর + অণীয় ; **কেরানিগিরির** = কেরানি + গিরি + ৬ষ্ঠী ; **বিচিত্র**—বিণ. = বৈচিত্র্য—বি. ; **প্রহসনমাত্র** = কেবল প্রহসন—নিত্য সমাস ; **অভিনয়**—বি. = অভিনীত বিণ ; **রবাহূত** = রবের দ্বারা আহূত হয় যে—বহুব্রীঃ ; **অনাহূত** = নয় আহূত যে—নঞ্ বহুব্রী. ; **আহত** = আ—হন্ + ক্ত ; **উপবাস** = উপ—বস + ঘঞ্ ; **উৎসাহী** = উৎসাহ + ইন , **নিষ্ঠাবান** = নিষ্ঠা +

মতুপ ; **জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে** = জাতি ও বর্ণ—দ্বন্দ্ব ; নাই বিচার—নঞ তৎ:, জাতি-বর্ণের নির্বিচার — ৬ষ্ঠীতৎ: + এ ; **আহার** = আ—হৃ + ঘঞ ; **অপরাহ্ণে** = অহের উপর + এ —একদেশীতৎ: ; **সূত্রের চেয়ে** = কর্মবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **ক্ষীণ** = ক্ষি + ক্ত ; **'হরির লুঠ'** = হরির লুঠ—অলুক তৎ ; **নিদর্শন** = নি—দৃশ + অনট ; **মূল্যবান** = মূল্য + মতুপ ; **অনুরাগ** = অনু—রঞ্জ + ঘঞ ; অনুরাগ—বি. = অনুরক্ত—বিণ. ; **নৃত্য** = নৃৎ + যৎ ; **পাক** = পচ্ + ঘঞ ; **জ্ঞানবৃক্ষের** = জ্ঞান রূপ বৃক্ষ—রূপক কর্মধাঃ ; জ্ঞানবৃক্ষের ফল—অলুক তৎ: ; **পরিচয়** = পরি—চি + অচ্ ; **বৈপরীত্যের** = বিপরীত + ষ্ণ্য + এর ; **সমাবেশ** = সম—আ—বিশ + ঘঞ ; **অনৈক্য** = নাই ঐক্য—নঞতৎ: ; এক—ষ্ণ্য = ঐক্য ; **হাস্যোচ্ছ্বাস** = হাস্য + উৎ + শ্বাস ; **গাম্ভীর্য** = গম্ভীর + ষ্ণ্য , **নিবেদন** = নি—বিদ + অনট ; **নিবেদন**—বি = নিবেদিত—বিণ ; **প্ল্যান** = বিদেশী (ইংরেজী শব্দ) ; **বিস্তাতেই** = বিদ্ + ক্যপ্ + তেই (৭মী বিভক্তি + ই) ; **প্রবেশ করিয়াছিলেন** = মিশ্র ক্রিয়া ; **মাটির মানুষ** = মাটির মানুষ—অলুক তৎ: ; **খর্বতা** = খর্ব + তা ; **দীনতা**—বি. = দীন—বিণ. ; **দগ্ধ** = দহ্ + ক্ত ; **জ্বলিতে থাকিত** = যৌগিক ক্রিয়া ; **দীপ্ত** = দীপ্ + ক্ত ; **ভগবদ্ভক্ত** = ভগবৎ + ভক্ত , (ভজ্ + ক্ত = ভক্ত) ; **তেজঃ প্রদীপ্ত** = তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত—৩য়াতৎ: ; **হাস্যমধুর** = হাস্যের দ্বারা মধুর—৩য়াতৎ: ; **শোকে** = 'হেতু' অর্থে ৩য়া বা ৫মী স্থানে ৭মী ; **অপরিম্লান** = অ-পরি-ম্লা + ন ; **সমাদরের সহিত** = কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ।

তোতা কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক **যে** = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; এখন পাখী **তো** = বাক্যালঙ্কার অব্যয় । **অথচ** = বাক্যান্বয়ী অব্যয় ; **বিচার করিলেন** = মিশ্র ক্রিয়া ; **অবিদ্যার** = ন বা নাই বিদ্যা + ষষ্ঠী—নঞতৎ: ; বিদ্যা + ক্যপ্ ; **আশ্চর্য** = আ + চর্য ; **হুদমুদ্দ** = ফারসী শব্দ ; **পণ্ডিত** = পণ্ডা + ইতচ্ ; **তলব** = ফারসী শব্দ ; **সাবাস** = অনন্বয়ী অব্যয় ; লিপিকরের = লিপি করে যে + এর—উপপদ তৎ: ; **নজর** = ফারসী শব্দ ; **তনখা** = তৎসম শব্দ ; **যথেষ্ট** = যথা + ইষ্ট ; **পরিষ্কার** =

পরিঃ+কার; **শিক্ষা যে**=বাক্যালঙ্কার অব্যয়; **উপস্থিত**=উপ—স্থা+ক্ত; **মন্ত্রপাঠে**=মন্ত্রকে পাঠ—২য়াতৎঃ +এ; **মন্ত্রপাঠে**=কর্মে ৭মী, **মহারাজ**=মহান যে রাজ—কর্মধাঃ; **ঝোপের মধ্যে**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী; **গা**=(<গাত্র) তদ্ভব শব্দ; **ঐ যাঃ!**=অনন্বয়ী অব্যয়; **আধমরা**=মরার অর্ধেক—৬ষ্ঠী তৎঃ; **স্বভাবদোষে**= স্ব (=নিজ)-এর ভাব—ষষ্ঠী তৎ; তার দোষ+এ—৬ষ্ঠী তৎঃ; **বেয়াদপি**=আরবী শব্দ; **শিরোপা**=ফার্সি শব্দ; **রটাইল**=নাম ধাতু; **আরে রাম**=ঘৃণা সূচক অনন্বয়ী অব্যয়, **আলো তো**=বাক্যালঙ্কার অব্যয়, **খস্‌খস্‌**=ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে

জগদীশচন্দ্র বসু

প্রবাহিত=প্র-বহ+ক্ত, **সখ্য জন্মিয়াছিল**=মিশ্র ক্রিয়া, **কূলপ্লাবন**= কূলকে প্লাবন=প্লব+অনট, **ক্ষীণ**=ক্ষা+ক্ত, **ধারণ**=ধৃ+অনট্, **প্রতিদিন**=দিন দিন—অব্যয়ীভাব, **পরিবর্তন**=পরি—বৃত+অনট, **আমার**=কর্তায় ৬ষ্ঠী, **মনে হইত**=মিশ্র ক্রিয়া, **চলিয়া যাইত**=যৌগিক ক্রিয়া, **নীরব**=নিঃ+রব, **ইহা তো**=বাক্যলংকার অব্যয়, **অনন্ত**=নাই অন্ত—নঞ তৎঃ, **পার্থিব**=পৃথিবী+ষ্ণ, **আজন্ম পরিচিত**=জন্ম পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব, আজন্মের পরিচিত—৬ষ্ঠী তৎঃ, **সহসা**=বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয়, **পরিণত**=পরি—নম+ক্ত, **প্রবাহ**=প্র—বহ্+ঘঞ, **অজ্ঞেয়**= নয় জ্ঞেয় যাহা—নঞ বহুব্রীঃ, **জিজ্ঞাসা**=জ্ঞা+সন্+অ, **পুরাতনের মধ্যে**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠীঃ, **তুষারমণ্ডিত**=তুষার দ্বারা মণ্ডিত—৩য়াতৎঃ, **গিরিশৃঙ্গ**=গিরির শৃঙ্গ ৬ষ্ঠী তৎঃ, **পার্বত্য**=পর্বত+ষ্ণ্য, **পরিশ্রান্ত**=পরি—শ্রম্+ক্ত, **অভ্রভেদী**=অভ্রভেদ করিয়াছে যাহা—উপপতৎঃ, **দণ্ডায়মান**=দণ্ড+শানচ্, **অভীষ্ট**=অভি+ইষ্ট, **আরোহণ**= আ—রুহ্+অনট, **অবরোধ**=অব—রুধ্+ঘঞ, **আচরণ**=আ—চৃ+ অনট, **অপহৃত**=অপ—হৃ+ক্ত, **তুষারনির্মিত মূর্তি**=তুষার দ্বারা নির্মিত এমন যে মূর্তি—কর্মধাঃ, **উত্থিত**=উৎ+স্থিত. উৎ—স্থা+ক্ত, **গরীয়সী**=গুরু+ঈয়স্+স্ত্রী. ঈপ্, **মহাস্ত্রে**=করণে ৭মী, মহান্ অস্ত্রে—

কর্মধাঃ, **সৃষ্ট**=সৃজ্+ক্ত; **জগৎ**=গম+ক্বিপ্; **পথপ্রদর্শক**=পথ প্রদর্শন করান যিনি—উপপদতৎঃ; **দুর্গম**=দুঃ+গম; **উপনীত**=উপ—নী+ক্ত; **ঐন্দ্রজালিকের**=ইন্দ্রজাল+ষ্ণিক্+এর; **অকস্মাৎ**=বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয়; **নিস্তব্ধ**=নিঃ+স্তব্ধ; **উন্নত**=উৎ+নত, **শিখরতুষারনিঃসৃত**=শিখরে সঞ্চিত যে তুষার মধ্যপদলোপী কর্মধা°, তাঁহা হইতে নিঃসৃত—৫মীতৎঃ; **ভগ্ন**=ভনজ্+ক্ত; **ইতস্ততঃ**=ইতঃ+ততঃ; **বিক্ষিপ্ত**=বি—ক্ষিপ্+ক্ত; **দুরারোহ**=দুঃ+আরোহ; **অবসন্ন**=অব—সদ্+ক্ত; **শঙ্খনাদ**=শঙ্খের নাদ—৬ষ্ঠীতৎঃ; **প্রবেশ করিল**=মিশ্র ক্রিয়া; **অর্ধোন্মীলিত**=অর্ধ+উন্মীলিত, উৎ—মীল+ক্ত; **নেত্রে**=করণে ৭মী; **উচ্ছ্বসিত**=উৎ+শ্বাস+ক্ত, **আচ্ছন্ন**=আ—ছদ্+ক্ত; **শিরোপরি**=শিরঃ+উপরি; **দুনিরীক্ষ্য**=দুঃ+নিরীক্ষ্য; দুঃ—নিঃ—ঈক্ষ+ষ্ণ্য; **দিগ্‌দিগন্ত**=দিক্+দিক্+অন্ত; **চন্দ্রাতপের ন্যায়**=অনুসর্গযোগে ৬ষ্ঠীঃ; **সাগরোদ্দেশে**=সাগর+উৎ+দেশে; **প্রত্যাবর্তন**=প্রতি—আ+বৃত+অনট; **সৃষ্টি**=সৃজ্+ক্তি; **আকাশভেদী**=আকাশ ভেদ করিয়াছে যাহা—উপপদতৎঃ; **শরীরাভ্যন্তরে**=শরীর+অভি+অন্তরে; **সরিৎ**=সৃ+ক্বিপ্; **অতিবর্তন**=অতি—বৃত+অনট; **পরিত্যক্ত**=পরি—ত্যজ্+ক্ত; **অগোচরে**=অ—গো—চর+ট+এ; **মহাযজ্ঞোত্থিত**=মহা+যজ্ঞ+উৎ+স্থিত; **বিদারণ**=বি—দৃ+ণিচ্ অনট; **অগ্ন্যুদ্গার**=অগ্নি+উৎ+গার; **নিমজ্জিত**=নি—মসজ্+ক্ত; **উড্ডীন**=উৎ+ডীন, **পর্বতশিখরাভিমুখে**=পর্বতের শিখর—৬ষ্ঠীতৎঃ, তাহার অভিমুখে—৬ষ্ঠীতৎঃ, **ধাবিত**=ধাব্+ক্ত; **শ্রবণ**=শ্রু+অনট।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অণুবীক্ষণ—অণুকে বীক্ষণ (=দেখা)—২য়া তৎ, অণু—বি-ঈক্ষ+অনট্; **পদার্থ-বিদ্যা-শাস্ত্রে**=পদার্থ সম্বন্ধীয় বিদ্যা—মধ্যলোপী কর্মধা, পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক যে শাস্ত্র+এ—মধ্যপদলোপী কর্মধা; **অহোরাত্র**=অহঃ+রাত্র; **ক্ষুদ্রতা মধ্যস্থলে**=স্থলের মধ্য+এ—একদেশী তৎ, ক্ষুদ্রতার মধ্য-স্থলে—অলুক তৎ; **দণ্ডায়মান**=দণ্ড+শানচ; **প্রাণিতত্ত্ববিদেরা**=প্রাণী

বিষয়ক তত্ত্ব—মধ্যপদলোপী কর্মধা, প্রাণিতত্ত্ব জানেন যাঁরা—উপপদ তৎ; **অনুন্নত** = অন + উৎ + নত; **সহসা** = বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয়; **উৎপত্তি** = উদ্ + পদ্ + ক্তি; **অব্যাহত** = অ—বি—আ—হন্ + ক্ত; **অবনত** = অব—নম + ক্ত; **উৎকটবেগবতী ইচ্ছা** = বেগ আছে যার = বেগবতী—উপপদ তৎ; বেগবতী এমন যে ইচ্ছা—কর্মধাঃ; উৎকট এমন যে বেগবতী ইচ্ছা—কর্মধা; **ইচ্ছা** = ইষ + অ, স্ত্রী আপ্; **কপটাচার** = কপট + আচার; **মুক্ত** = মুচ্ + ক্ত; **ঐতিহাসিক** = ইতিহাস + ষ্ণিক্; **উগ্রতা**—বি. = উগ্র—বিণ; **ঘা** = (<ঘাত <আঘাত) তদ্ভব শব্দ; **বিকাশ** = বি—কাশ + অল; **নিষ্প্রভ** = নাই প্রভা যার—নঞ বহুব্রীহি; **বর্তমান** বৃত + শানচ্; **অতিবাহিত** = অতি—বহ + ণিচ ক্ত; **আনুকূল্য**—বি. = অনুকূল—বিণ, অনুকূল + ষ্ণ্য; **বিপত্তি** = বি—পদ্ + ক্তি, **ভিন্ন** = ভিদ্ + ক্ত; **বীরের মতো** = কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী; **প্রভেদ** = প্র—ভিদ্ + ঘঞ; **অনুভব** = অনু—ভূ + অল্; **প্রভাব** = প্র—ভূ + ঘঞ; **পাশ্চাত্য** = পশ্চাৎ + ষ্ণ্য; **সমাবেশ** = সম্—আ—বিশ + ঘঞ; **পরিবর্তিত** = পরি—বৃত + ণিচ্ ক্ত; **সম্যগভাবে** = সম্যক + ভাবে; **উগ্রমূর্তি** = উগ্র যে মূর্তি—কর্মধাঃ; **ধারণ করিত** = মিশ্র ক্রিয়া; **পৈতৃক** = পিতৃ + ষ্ণিক্; **সম্পত্তি** = সম—পদ্ + ক্তি; **ঋণ স্বীকার** = ঋণকে স্বীকার—২য়া তৎ:, **আত্যন্তিক** = অত্যন্ত + ষ্ণিক্; **ত্যাগ**—বি. = ত্যক্ত—বিণ.; **অনুরাগ** = অনু—রঞ্জ + ঘঞ; **অভ্যন্তর** = অভি + অন্তর; **প্রকাশ পাইত** = মিশ্র ক্রিয়া; **অনুকরণ** = অনু—কৃ + অনট্; **পার্থক্য** = পৃথক + ষ্ণ্য; **অনুভব**—বি. = অনুভূত—বিণ.; **প্রতিকার** = প্রতি—কৃ + ঘঞ; **কারণানুসন্ধান** = কারণ + অনু + সন্ধান; **মোচন** = মুচ্ + অনট্; **উপকার** = উপ—কৃ + ঘঞ; **অপিচ** = সংযোজক অব্যয়; **অভিভূত** = অভি—ভূ + ক্ত; **মগ্ন** = মসজ্ + ক্ত; **দীন**—বিণ. = দীনতা—বি.; **বহমানা** = বহ্ + শানচ্—স্ত্রী আপ্; **উচ্চৈঃস্বরে** = উচ্চৈঃ + স্বরে; **প্রাচ্যত্ব** = প্রাচী + ষ্ণ্য + ত্ব; **উপদেশ**—বি. = উপদিষ্ট—বিণ.; **সমাজসংস্কারক** = সংস্কার করেন যিনি—উপপদ তৎ, সমাজের সংস্কারক—৬ষ্ঠী তৎ; **পথপ্রদর্শন** = পথকে প্রদর্শন—২য়া তৎ; **সৎকর্ম** = সৎ যে কর্ম—কর্মধা; **মানবনির্যাতন** = মানবের নির্যাতন—৬ষ্ঠী তৎ; **প্রাণকে** = উক্ত কর্মে ২য়া; **দিবানিশি** = দিবা ও নিশি—দ্বন্দ্ব সমাস; **নিষ্করুণ** = নিঃ + করুণ; **অত্যাচার** = অতি + আচার; **ব্যথা দিত** = মিশ্র ক্রিয়া; **মনুষ্যবিহিত** = মনুষ্য কর্তৃক বিহিত—৩য়া তৎ;

অসহ্য = নয় সহ্য—নঞ তৎ ; **কৃপায়** = করণে ৭মী ; **বিধাতার** = কর্তায় ৬ষ্ঠী ; **মানুষের** = কর্মে ৬ষ্ঠী ; দুঃখের **তো** = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **করুণা-মন্দাকিনীর** = করুণা রূপ মন্দাকিনী + ৬ষ্ঠী—রূপক কর্মধা ; **অবতরণ** = অব —তৃ + অনট্ ; **প্রবাহ** = প্র—বহ্ + ঘঞ ; **দাঁড়াইতে পারে** = যৌগিক ক্রিয়া ; **দেশাচারের দারুণ বাঁধ** = দেশের আচার—৬ষ্ঠী তৎ, দারুণ যে বাঁধ—কর্মধা, দেশাচারের দারুণ বাঁধ—অলুক তৎ ; **নমিত** = নম + নিচ্ ক্ত ; **কোন-না-কোন** = যৌগিক বিশেষণ ; **ঋণগ্রস্ত** = ঋণ দ্বারা গ্রস্ত—৩য়া তৎ ; **অগোচর** = অ—গো—চর + ট।

মন্ত্রশক্তি

প্রমথ চৌধুরী

মন্ত্রশক্তিতে = কর্মে ৭মী ; **বিশ্বাস**—বি = বিশ্বস্ত—বিণ. ; **লেঠেল** = লাঠি + য়াল = লাঠিয়াল < লেঠেল (বাঙলা তদ্ধিত প্রত্যয়) ; **পুব** = (< পূর্ব) তদ্ভব শব্দ ; **সুমুখে** = (< সম্মুখে) স্বরসঙ্গতি ; **রাত-দুপুরে** = রাত ও দুপুরে —দ্বন্দ্ব সমাস ; **রাত-দুপুরে** = (< রাত্রি-দ্বিপ্রহরে)—তদ্ভব শব্দ ; **ধোঁয়ার মতো** = অনুসর্গযোগে ৬ষ্ঠী ; **পুজোর** = (< পূজার) স্বরসঙ্গতি ; **ভয় করতেন** = মিশ্র ক্রিয়া ; **হুকুম** = ফার্সি শব্দ ; **অনুগত** = অনু—গম + ক্ত ; **জাত-ব্যবসা** = জাতের ব্যবসা—৬ষ্ঠী তৎ ; **নৌকো** = (< নৌকা)—স্বর-সঙ্গতি , **কামাই** = আরবি শব্দ ; **লগিঠেলা** = লগিকে ঠেলা—২য়া তৎ , **বিশ-পঁচিশ** = (< বিংশতি—পঞ্চ-বিংশতি.)—তদ্ভব শব্দ ; **দিব্যি** = (< দিব্য) স্বরের অন্ত্যাগম ; **আদেশ** = আ—দিশ্ + ঘঞ ; **শিখত** = (শিক্ষা করত) —নামধাতু ; **কুড়িক** = কুড়ি + এক (বাঙলা সন্ধি) ; **মন্তর-তন্তর** = (< মন্ত্র-তন্ত্র) স্বরভক্তি ; **আষ্টেপৃষ্ঠে** = আষ্টে ও পৃষ্ঠে—দ্বন্দ্ব সমাস ; **উদযোগ** = উদ্—যুজ্ + ঘঞ ; **গুলিখোর** = গুলি + খোর ; **প্রাণভয়ে** = প্রাণের জন্য ভয় + ৭মী—চতুর্থী তৎ ; **সত্যি** = (সত্য)—স্বরাগম (অন্তে) ; **তো** = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **শেখা** = নামধাতু ; **বিদ্যে** = (< বিদ্যা) স্বরসঙ্গতি ; **বটে** = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **বয়সে** = করণে (হেতু অর্থে) ৭মী ; **অনুমতি দেয়** = মিশ্র ক্রিয়া ; **ধুলো** = (< ধূলা) স্বরসঙ্গতি ; **ঘষে** = (< ঘইষ্যা < ঘষিয়া) = অভিশ্রুতি ; **জোড়াসন** = জোড় + আসন ; **মিনিট** = বিদেশী (ইংরাজী) শব্দ ; **বিড়বিড় করে** = ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ; **চোখে** = অধিকরণে

৭মী ; দীর্ঘাকৃতি=দীর্ঘ আকৃতি যার—বহুব্রীহি ; **বাঁ**=(<বাম) তদ্ভব শব্দ ; **ছোট্ট**=বর্ণ দ্বিত্ব ; **টুকটুকে**=ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ; **নিরস্ত্র**=নাই অস্ত্র —নঞ তৎ ; **ধ'রে**=(<ধইর‍্যা) অভিশ্রুতি ; **সিঁদুর**=(সিন্দূর) তদ্ভব শব্দ (বা বর্ণলোপের উদাহরণও বলা যায়) ; **খুনে**=খুন করে যে—উপপদ তৎ ; **গা**=(<গাত্র) তদ্ভব শব্দ ; **বাপরে**=অনন্বয়ী অব্যয় ; **আইন-কানুন**—দ্বন্দ্বসমাস ; **রাগ**=রঞ্জ+ঘঞ ; **আশীর্বাদ**=আশীঃ+বাদ . **দিগ্বিজয়ী**=দিক্+বিজয়ী ।

ভাগ্যবিচার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাহাড়—বি.=পাহাড়ী—বিণ. ; **সিদ্ধিকরী**=সিদ্ধি করেন যিনি+স্ত্রী ঈপ—উপপদ তৎ ; **যোগিনী**=যোগ+ইন+স্ত্রী ঈপ ; **গুহার মধ্যে**= অনুসর্গে ৬ষ্ঠী ; **দেউল**=(দেবালয়)—তদ্ভব শব্দ ; **উপস্থিত হলেন**=মিশ্র ক্রিয়া ; **সন্ধ্যাপূজার**=সন্ধ্যা কালীন পূজা—মধ্যপদলোপী কর্মধা+৬ষ্ঠী ; **বাঘের ছাল**=বাঘের ছাল—অলুক তৎ ; **প্রদীপ-হাতে**=প্রদীপ হাতে যার—অলুক বহুব্রীহি , **নমস্কার**=নমঃ+কার ; **সাষ্টাঙ্গ**=অষ্ট অঙ্গের সহিত বর্তমান যে—সহার্থক বহুব্রীহি ; **নেমে গেল**=যৌগিক ক্রিয়া ; **সিংহাসনটা** =সিংহ চিহ্নিত আসন+টা—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ , **মুখ**=কর্মে শূন্য বিভক্তি ; **মুছতে থাকলেন**=যৌগিক ক্রিয়া ; **বীরাসনে**=বীরের উপযুক্ত যে আসন, তাহাতে—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **রাজ্যেশ্বর**=রাজ্যের ঈশ্বর—৬ষ্ঠী তৎ ; **জমিদার**=জমি+দার (বাঙলা তদ্ধিত) ; **বাঘের মতো**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **কট্মট্**=ধ্বন্যাত্মক অব্যয়, **ভায়ের**=(ভাই+এর) য়-শ্রুতি ; **প্রাণভয়ে**=প্রাণের নিমিত্ত ভয়+এ—৪র্থী তৎ , **দেওয়াল**= (দে+আল) ব-শ্রুতি ; **দেওয়াল-ঘেরা**=দেওয়াল দ্বারা ঘেরা—৩য়া তৎ ; **অস্ত্রে**=করণে ৭মী । **ক্ষতবিক্ষত**=ক্ষত ও বিক্ষত—দ্বন্দ্ব সমাস , **একি !**= অনন্বয়ী অব্যয় ; **অজ্ঞান**=নাই জ্ঞান—নঞ তৎ ; **চলে গেছেন**=যৌগিক ক্রিয়া ; **রাজভক্ত**=রাজার ভক্ত—৬ষ্ঠী তৎ ; **রক্তে রাঙা হাতখানা**=রক্তে রাঙা—অলুক তৎ ; রক্তে রাঙা যে হাত—কর্মধা+একবচনে 'খানা' ; **প্রাণশূন্য** =প্রাণ দ্বারা শূন্য—৩য়া তৎ ; **বিদায় দিকে**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠীঃ ;

গাঁয়ে=(<গ্রাম+এ) তদ্ভব শব্দ; **যত্নে**=করণে ৭মী; **সুরজমলের**=কর্তায় ৬ষ্ঠী; **শুনে**=(<শুইন্যা <শুনিয়া) অভিশ্রুতি; **ঘটনা**=সমধাতুজ কর্তা; **নির্দোষ**=নাই দোষ—নঞ তৎ:; বেঁচে থাকে **তো**=বাক্যালঙ্কার অব্যয়; করো **গে**=বাক্যালঙ্কার অব্যয়; **হুকুম**=আরবি শব্দ, **চিতোর-মুখো**=চিতোরের দিকে মুখ যার—মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি; **নির্বাসনে**=নিঃ+বাসন+এ; **দিগ্বিজয়ে**=দিক্+বিজয়+এ; **মতলব**=আরবি শব্দ; **পরব**=(<পর্ব) স্বরভক্তি; **চাকর মনিব**=চাকর ও মনিব—দ্বন্দ্ব সমাস; **বনভোজন**=বনে ভোজন—৭মী তৎ:; **মত্ত**=মদ্+ক্ত; **প্রাণরক্ষা**=প্রাণকে রক্ষা—২য়া তৎ; **রাজ্যসম্পদ**=রাজ্য ও সম্পদ—দ্বন্দ্ব সমাস; **বুদ্ধিমতী**=বুদ্ধি+মতুপ+ঈপ্; **উদ্ধার**=উৎ+হার উৎ—হৃ+ঘঞ; **ধনুর্বাণ**=ধনুঃ+বাণ; **ঘটক**=কর্মে ১মা, **হঠাৎ**=বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয়; **অগ্রসর**=অগ্র—সৃ+ঘঞ; **কালিঝুলি**=কালি ও ঝুলি—দ্বন্দ্ব সমাস; **আস্পর্ধা**= স্পর্ধা) স্বরাগম, **আশ্রিত**-বিণ=আশ্রয়—বি.; **নির্বোধ**=নাই বোধ যার—নঞ বহুব্রীহি; **নির্বোধ**=বিধেয় বিশেষণ; **শপথ**=(<শপ্ত) স্বরভক্তি, **সান্ধ্য**—বি.=সান্ধ্য—বিণ.; **অস্তরের**=(<অস্ত্রের) অর্ধ তৎসম স্বরভক্তিও বলা যাবে।; **এলেম**=(<এলাম) স্বরসঙ্গতি; **নে**=বাক্যালঙ্কার অব্যয়, **উদ্‌যোগ**=উৎ—যুজ+ঘঞ. **নির্দয়**=নাই দয়া যার—নঞ বহুব্রীহি; **চেপে ধরলেন**=যৌগিক ক্রিয়া; **প্রাণে**=কর্মে ৭মী; **চা**=(<চাহ) বর্ণলোপ; জল-**টল**=সাদৃশ্যমূলক শব্দ; **তাঁর**=কর্মে ৬ষ্ঠী; **হীরে চুনে**=করণে ৭মী; **নহবতখানায়**=ফার্সি শব্দ, নহবত+খানা+য়; **ভয়ি**=ব্রজবুলি।

নতুন-দা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কনকনে=ধ্বন্যাত্মক অব্যয়; **পূর্ণচন্দ্র**=পূর্ণ যে চন্দ্র—কর্মধাঃ; **ভাসিয়া যাইতেছে**=যৌগিক ক্রিয়া; **হঠাৎ**=বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয়; **থিয়েটার**=বিদেশী (ইংরেজী) শব্দ; **শীগ্‌গির**=(<শীঘ্র) অর্ধ তৎসম শব্দ (স্বরভক্তিও বলা যেতে পারে); **নিরুৎসাহ**=নাই উৎসাহ—নঞ তৎ; **ভয়**—বি.=ভীত—বিণ.; **অর্থাৎ**=বাক্যান্বয়ী অব্যয়; **ওভারকোটে**=করণে ৭মী; **যাচ্ছেতাই**=যা+ইচ্ছা+তাই; **প্রকাশ**=প্র—কাশ+অল্; **রে**

=বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **নে**=বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **হুঁকো-কলকে**=হুঁকো ও কলকে—দ্বন্দ্ব সমাস ; **সাজুক**=সাজ+উক (বাঙলা কৃত) ; **আদেশ**= আ—দিশ+ঘঞ : **মাসতুত**=মাসী+তুত (বাঙলা তদ্ধিত) : **অধিবাসী**= অধি—বস+ঘঞ+ইন ; **এবং**=সংযোজক অব্যয় (বাক্যান্বয়ী) ; **পাস করিয়াছেন**=মিশ্র ক্রিয়া ; **প্রসন্নমুখে**=প্রসন্ন যে মুখ+এ—কর্মধা ; **কালোপানা**=কালো+পানা (বাঙলা তদ্ধিত) ; **দেখি**=বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **ব্যাকুল**=বি+আকুল ; **টানুক**=টান+উক ; **ঈষৎ**=ক্রিয়া বিশেষণ : **ম্লান**=ম্লৈ+ক্ত ; **রেত**=(<রাত) আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যানুসারে দীর্ঘ-স্বরের পরিণতি ; **উজোন**=(<উজান) স্বরসঙ্গতি ; **অগ্নিশর্মা**=অগ্নি শর্মা (উপাধি বা পরিচয়) যার—বহুব্রীহি ; **হতভাগা**=হত ভাগ্য যার—উপপদ তৎ ; **তোকে**=কর্তায় ২য়া ; **অবস্থা-সংকট**=অবস্থার সংকট—৬ষ্ঠী তৎ ; **অনুভব**=অনু—ভূ+অল্ ; **জানোয়ারের মতো**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **আর-কি**=অনন্বয়ী অব্যয় ; **অসজ্জন**=অসৎ+জন ; **চ্যাঁচামেচি**=ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ; **হুকুম**=আরবি শব্দ ; **বস্তি-টস্তি**= সাদৃশ্যমূলক জোড়কলম শব্দ—বস্তির সাদৃশ্যে 'টস্তি' ; **মুড়িটুড়ি**=সাদৃশ্য মূলক শব্দ ; **যদিচ**=অব্যয় ; **আহার্য**=আ—হৃ+যৎ ; **নিস্তার**=নিঃ+তার ; **তৎক্ষণাৎ**=ক্রিয়াবিশেষণ ; **আহ্বান**=আ—হ্বে+অনট ; **আহ্বান**—বি, আহুত—বিণ. ; চলো-**না**=বাক্যলঙ্কার অব্যয় ; **অভিপ্রায়**—বি.=অভিপ্রেত —বিণ. ; **তাঁহার**=কর্তায় ৬ষ্ঠী ; **আমি**=কর্মে ১মা ; **নিযুক্ত**=নি—যুজ+ক্ত; **ক্ষুব্ধ**=ক্ষুভ্+ক্ত ; ক্ষুব্ধ—বিণ.=ক্ষোভ—বি. ; **সহ্য**=সহ+যৎ; **অসাধারণ**= নয় সাধারণ—নঞ তৎ ; **আদৌ**=বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় ; **ভুলিতে পারা গেল**=ভাববাচ্যের ক্রিয়া ; **কদাচিৎ**=অব্যয় ; **অতলস্পর্শী**=নাই তল যাহার—নঞ বহুব্রীহি, অতল স্পর্শ করে যাহা—উপপদ তৎঃ ; **নিষ্কর্মা**=নিঃ+ কর্মা ; **সত্যবাদী**=সত্য বলে যে—উপপদ তৎঃ ; সত্য—বদ+ইন্ ; **মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে**=মিথ্যা যে প্রতিজ্ঞা—কর্মধা ; মিথ্যা প্রতিজ্ঞা জনিত যে পাপ+এ—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **দগ্ধ**=দহ্+ক্ত ; **জনশূন্য**=জন দ্বারা শূন্য —৩য়া তৎঃ ; **চিহ্নমাত্র**=কেবল চিহ্ন—নিত্য সমাস ; **গৃহস্থ**=গৃহে থাকে যে—উপপদতৎঃ ; **সহসা**=বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় ; **ব্যর্থপ্রয়াস**=ব্যর্থ যে প্রয়াস—কর্মধাঃ ; **আর্তচীৎকার**=আর্তের চীৎকার+এ—ষষ্ঠী তৎঃ ; **গোচর**=গো—চর্+ট ; **জলের মতো**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ;

সংশয়মাত্র =কেবল সংশয়—নিত্যসমাস ; **ভোজন** = ভুজ্ + অনট ; **অকস্মাৎ** = বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় ; **চাপিয়া ধরিলাম**=যৌগিক ক্রিয়া ; **নিরর্থক** =নাই অর্থ যাহার—নঞ বহুব্রী ; **ভয়ের সহিত**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী , **চির অপরিচিত**=নয় পরিচিত যে—নঞ বহুব্রী, ; চির (কাল) ব্যাপিয়া অপরিচিত—২য়া তৎঃ ; **বাধা দিব**=মিশ্র ক্রিয়া ; **প্রত্যুত্তরে**=প্রতি + উত্তর + এ ; **প্রাণপণে**= প্রাণকে পণ + এ—২য় তৎঃ ; **আকণ্ঠ নিমজ্জিত**= কণ্ঠ পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব, আকণ্ঠ এমন যে নিমজ্জিত –কর্মধাঃ ; নিবিষ্টরূপে মজ্জিত —প্রাদি তৎঃ ; **আকৃষ্ট**= আ—কৃষ্ + ক্ত ; **অশ্রুতপূর্ব গীত**=পূর্বে শ্রুত—৭মী তৎঃ ; নয়পূর্বে শ্রুত যা—নঞ বহুব্রীহি ; অশ্রুতপূর্ব এমন যে গীত—কর্মধাঃ **মহামান্য**=মহান যে মান্য—কর্মধাঃ ; **তুষার শীতল**=তুষারের ন্যায় শীতল—উপমান কর্মধাঃ ; **প্রায়শ্চিত্ত**=প্রায়ঃ + চিত্ত ; **মেহমান**= আরবি শব্দ . **প্রত্যাবর্তন**= প্রতি—আ—বৃত্ + অনট ।

কৌরব সভায় কৃষ্ণ

রাজশেখর বসু

নিদাঘান্তে= নিদাঘ + অন্তে ; **গম্ভীরকণ্ঠে**= করণে ৭মী ; গম্ভীর যে কণ্ঠ + এ—কর্মধাঃ ; **ভরতনন্দন**=ভরতের নন্দন—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **বিনাশ**=বি—নশ্ + ঘঞ ; **মর্যাদাজ্ঞান শূন্য**=মর্যাদার জ্ঞান—৬ষ্ঠী তৎঃ, তদ্দ্বারা শূন্য—৩য়া তৎঃ , **লোভী** =লুভ্ + ঘঞ + ইন ; **পরিহার**= পরি—হৃ + ঘঞ ; **কৌরবগণের**= কর্তায় ৬ষ্ঠী ; **নিবারিত**=নি—বারি + ক্ত , **নিবারিত**—বিণ. = নিবারণ—বি. ; **যত্নবান**=যত্ন + মতুপ্ ; **রক্ষক** =রক্ষ্ + ষ্টন ; **পঞ্চপাণ্ডব**=পঞ্চ পাণ্ডব—দ্বিগু সমাস ; পাণ্ডব = পাণ্ডু + ষ্ণ ; **কৌরব**=কুরু + ষ্ণ ; **নিহত**= নি—হন্ + ক্ত ; **নিরপরাধ**=নিঃ + অপরাধ ; **সজ্জন**= সৎ + জন ; বর্ণ সমীকরণ ; **সুহৃৎ**=সু হৃদয় যার—বহুব্রী ; **মহাভয়**=মহান যে ভয়—কর্মধাঃ ; **ধারণ** –বি =ধৃত—বিণ.; **ত্যাগ**= ত্যজ্ + ঘঞ ; **ত্যাগ**—বি. =ত্যক্ত বিণ ; **পানভোজনে**= পান ও ভোজন + এ—**দ্বন্দ্ব** সমাস ; করণে ৭মী ; **পিতৃহীন**= পিতৃ দ্বারা হীন—৩য়া তৎঃ ; **আপনার**= কর্তায় ৬ষ্ঠী ; **পাণ্ডবগণ** - কর্মে ১মা ; **বর্ধিত**=বৃধ্ +

ণিচ্ ক্ত ; **পালন**=পালি+অনট ; **দ্বাদশ**=দ্বি অধিক দশ—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **দুঃখভোগ**=দুঃখকে ভোগ—২য়া তৎঃ ; **প্রাপ্য**=প্র—আপ+যৎ ; **ধর্মজ্ঞ**=ধর্ম জানেন যিনি—উপপদ তৎঃ ; **বিনষ্ট**=বি—নশ্+ক্ত ; **জতুগৃহদাহের**=জতুগৃহকে দাহ ২য়া তৎঃ ; জতু নির্মিত গৃহ—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **হরণ**=হৃ+অনট ; **যুধিষ্ঠির**=যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি—উপপদতৎঃ ; **ধৈর্যচ্যুত**=ধৈর্য হইতে চ্যুত—৫মী তৎঃ; **ন্যায্য**=ন্যায়+ষ্ণ ; **আদেশ**—বি. =আদিষ্ট—বিণ. ; **পুরুষশ্রেষ্ঠ**=পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি বহুব্রী ; **জন্ম** =জন+ড ; **শাস্ত্রজ্ঞ**=শাস্ত্র জানেন যিনি—উপপদতৎঃ , **সর্বগুণান্বিত**= সর্ব যে গুণ—কর্মধাঃ; তদ্দ্বারা অন্বিত—৩য়া তৎ ; **উপদেশ**=উপ—দিশ+ঘঞ ; **আজন্ম** =জন্ম পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব ; **দুর্ব্যবহার**=দুঃ+ব্যবহার (বি—অব—হৃ +ঘঞ) ; **সয়েছেন**=নামধাতু , **ঐশ্বর্যলাভ**=ঐশ্বর্যকে লাভ—২য়া তৎঃ ; **নষ্টকীর্তি**=নষ্ট কীর্তি যাহার—বহুব্রী; **কুলঘ্ন** কুল হনন করে যে—উপপদতৎঃ; **প্রতিষ্ঠিত**=প্রতি—স্থা+ক্ত ; **লাভ**=লভ্+ঘঞ , **পরাভূত**=পরা—ভূত+ ক্ত, **হ'ক**=(<হউক) অভিশ্রুতি ; **পিঠে**=(<পৃষ্ঠে) তদ্ভব শব্দ ; **আনন্দাশ্রু**=আনন্দ জনিত অশ্রু—৩য়া বা ৫মী ('হেতু' অর্থে) (অথবা, আনন্দের অশ্রু—৬ষ্ঠী তৎঃ); **মোচন**=মুচ্+অনট্ ; **দোষ**=দুষ্+ঘঞ ; **অপরাধই**=অপ—রাধ্+অল্+ই ; **বিজিত**=বি—জি+ক্ত ; **পিতার**= কর্তায় ৬ষ্ঠী , **তাঁদের**=কর্মে ৬ষ্ঠী , **ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল**=ভাববাচ্যের ক্রিয়া ; **পরাজিত**=পরা—জি+ক্ত ; **বাক্যে**=করণে ৭মী , **নত**=নম+ক্ত ; **শোক**=শুচ্+ঘঞ ; **ক্রোধচঞ্চল**=ক্রোধের দ্বারা চঞ্চল—৩য়া তৎঃ ; **পৈতৃক**=পিতৃ+ষ্ণিক্ ; **পাপাত্মা**=পাপ আত্মা যার—বহুব্রী , **ঐশ্বর্যভ্রষ্ট**= ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট—৫মী তৎঃ ; **নিপাতিত**=নি—পত+ণিচ্ক্ত , **বন্ধন**=বন্ধ +অনট ; **অনুসরণ**=অনু—সৃ+অনট ; **দূরদর্শিনী**=দূরকে দর্শন করেন যিনি+স্ত্রী ইনী — উপপদতৎঃ ; **অনুনয়** = অনু — নী + অচ্ ; **ধর্মনাশক**=ধর্ম নাশ করে যে—উপপদতৎঃ ; ধর্ম—নশ+ণিচ্ণক ; **অন্যের-প্রতি**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী ; **অজেয়**=অ—জি+ষ্ণেয় ; **শরণাপন্ন**= শরণকে আপন্ন—২য়া তৎঃ ; **অপকার**=অপ—কৃ+ঘঞ ; **উপশম**=উপ—শম +অল ; **মূঢ়**=মুহ্+ক্ত ; **প্রয়োগ**=প্র—যুজ+ঘঞ ; **স্নেহসম্বন্ধ**=স্নেহের সম্বন্ধ—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **শান্ত**=শাম+ত

স্বাধীনতা লাভের পর

কালিদাস রায়

সন্ধি ঃ—**স্বায়ত্ত**—স্ব + আয়ত্ত। **শরদভ্রচ্ছায়া**—শরৎ + অভ্র + ছায়া। **সন্ধ্যাভ্র**—সন্ধ্যা + অভ্র। **বহিরাক্রমণ**—বহিঃ + আক্রমণ। **উচ্ছৃঙ্খল**—উদ্ + শৃঙ্খল। **ইষ্টানিষ্ট**—ইষ্ট + অনিষ্ট। **ব্যত্যয়**—বি + অতি + অয়। **নিরবচ্ছিন্ন**—নিঃ + অবছিন্ন (অব + ছিন্ন)।

কারক বিভক্তি ঃ—বাহিরের **সংগ্রামের** অবসানে—কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি। **দেশের** সুশাসনের জন্য—কর্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি। **ভেদবুদ্ধিতে** মোগসুন্ন—হেতু অর্থে 'তে' বিভক্তি। **স্বাধীনতার** প্রতিষ্ঠা করা চাই—কর্মকারক ষষ্ঠী বিভক্তি। **অতীতের** স্মৃতি—কর্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি। **যাহাতে** তাহাদের ইষ্ট হয়—করণকারকে 'তে' বিভক্তি। জাতীয় **সংস্কৃতির** প্রতি শ্রদ্ধা—কর্মপ্রবচনীয়যোগে ষষ্ঠী। রোগীর ঘর অবাঞ্ছিত **লোকে** ভরিয়া যায়—করণকারকে 'এ' বিভক্তি। **অপরের** সহিত—কর্মপ্রবচনীয়যোগে ষষ্ঠী। নিজ **হাতে** বৃদ্ধের মোট তুলিয়া দিলেন—করণকারকে 'এ' বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি ঃ—**অবসান**—অব-সো + অনট্ ভাববা। **পরিপাক**—পরি-পচ্ + ঘঞ্ ভাববা। **শৈথিল্য**—শিথিল + ষ্ণ্য ভাবে। **মূঢ়**—মুহ্ + ক্ত কর্তৃবা। **সংস্কার**—সম্-কৃ + ঘঞ্ ভাববা (স্-আগম)। **উপভোগ্য**—উপ-ভুজ্ + ণ্যৎ কর্মবা। **দৈন্য**—দীন + ষ্ণ্য ভাবে। **প্রসঙ্গ**—প্র-সন্জ্ + ঘঞ্ ভাববা। **ব্যাখ্যা**—বি-আ-খ্যা + অঙ্ ভাববা + স্ত্রী আ। **সংস্থাপিত**—সম্-স্থা + ণিচ + ক্ত কর্মবা। **ইদানীন্তন**—ইদানীম্ + তন ভবার্থে। **শাশ্বতী**—শশ্বৎ + ষ্ণ ভবার্থে + স্ত্রী ঈ। **ভাগবতী**—ভগবৎ + ষ্ণ সম্বন্ধার্থে + স্ত্রী-ঈ। **শৌচ**—শুচি + ষ্ণ ভাবে। **সর্বাঙ্গীণ**—সর্বাঙ্গ + খ (ঈন) হিতার্থে। **উপলব্ধি**—উপ-লভ্ + ক্তি ভাববা। **ভৃত্য**—ভৃ + ক্যপ্ কর্মবা। **উদাত্ত**—উদ্ + আ + দা + ক্ত কর্মবা। **প্রতিষ্ঠান**—প্রতি-স্থা + অনট্ কর্মবা। **বিধি**—বি-ধা + কি ভাববা। **পরাজয়**—পরা-জি + অচ্ ভাববা। **সহযোগী**—সহ-যুজ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃবা। **ব্যাধি**-বি + আ + ধা + কি ভাববা। **দূষিত**—দুষ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্তৃবা। **বিদ্ধ**—ব্যধ্ + ক্ত কর্মবা। **হীন**—হা + ক্ত কর্মবা। **হানি**-হা + ক্তি ভাববা। **স্বাতন্ত্র্য**—স্বতন্ত্র + ষ্ণ্য ভাবে। **গৌরব**—গুরু + ষ্ণ ভাবে। **ঐতিহাসিক**—ইতিহাস + ষ্ণিক (জ্ঞানার্থে)। **সামরিক**—সমর + ষ্ণিক (বিষয়ার্থে)। **অনুষ্ঠান**—অনু-স্থা + অনট্ ভাববা। **প্রতিহত**—প্রতি-হন্ + ক্ত কর্মবা।

আধিপত্য—অধিপতি + ষ্ণ্য ভাবে। **পাশ্চাত্ত্য**—পশ্চাৎ + ত্যক্ ভবার্থে। **ঐতিহ্য**—ইতিহ + ষ্ণ্য ভাবে। **ব্যবসায়**—বি-অব-সো + ঘঞ্ ভাববা। **অপচয়**—অপ-চি + অচ ভাববা। **সাফল্য**—সফল + ষ্ণ্য ভাবে। **প্রসুপ্ত**—প্র-স্বপ্ + ক্ত কর্তৃবা। **ঐশ্বর্য**—ঈশ্বর + ষ্ণ্য ভাবে। **বিশ্বজনীন**—বিশ্বজন + ঈন (খ)। **ব্যত্যয়**—বি-অতি-ই + অচ্ ভাববা। **গার্হস্থ্য**—গৃহস্থ + ষ্ণ্য সম্বন্ধার্থে। **দুর্বার**—দুর্ + বৃ + খল্ কর্মবা। **সম্রাট**—সম্-রাজ + ক্বিপ্ কর্তৃবা। **দুর্গম**—দুর্ গম্ + খল্ কর্মবা। **বলীয়ান**—বলবৎ + ঈয়সুন্ অতিশয়ার্থে। **নৈতিক**—নীতি + ষ্ণিক বিষয়ার্থে। **বৈদ্যুতিক**—বিদ্যুৎ + ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। **উৎপাদিত**—উদ্-পদ্ + ণিচ + ক্ত কর্মবা। **আভ্যন্তরিক**—অভ্যন্তর + ষ্ণিক ভাবার্থে।

সমাস ঃ—**সুশাসন**—সু (উত্তম) শাসন, প্রাদি তৎঃ। **নিশ্চিন্ত**—নির (নাই) চিন্তা যার, বহুব্রী। **হস্তগত**—হস্তকে গত, ২য়াতৎ। **স্বায়ত্ত**—স্ব-এর আয়ত্ত,৬ষ্ঠীতৎ। **রীতিমত**—রীতি অনুসারে, নিত্যসমাস। **গলাধঃকরণ**—গলার অধঃকরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। **সবল**—বলের সহিত বর্তমান, বহুব্রী। **অবসাদগ্রস্ত**—অবসাদ দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ। **অহংবুদ্ধি**—অহং-এর বুদ্ধি ৬ষ্ঠীতৎ। **ধর্মানুমত** ধর্মের অনুমত, ৬ষ্ঠীতৎ। **সব্যসাচী**—সব্যের (বামের) দ্বারা সচন (কার্য) করে যে, উপপদতৎ। **শরদভ্রচ্ছায়া**—শরতের অভ্র ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার ছায়া, ৬ষ্ঠীতৎ। **শৃঙ্খলানিষ্ঠ**—শৃঙ্খলাতে নিষ্ঠা যার, বহুব্রী। **প্রকৃতিস্থ**—প্রকৃতিতে থাকে যে, উপপদতৎ। **সবলচিত্ত**—বলের সহিত বর্তমান বহুব্রী ; সবল চিত্ত যার, বহুব্রী। **তদনুরূপ**—রূপের যোগ্য, অব্যয়ীভাব ; তাহার অনুরূপ ৬ষ্ঠীতৎ। **প্রাপ্তবয়স্ক**—প্রাপ্ত বয়স যাহার, বহুব্রী। **ব্যক্তিগত**—ব্যক্তিকে গত ২য়াতৎ। **মোহাচ্ছন্ন**—মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩য়াতৎ। **নতশিরে**—নত শির যাতে, বহুব্রী ; এরূপভাবে। **সমকক্ষ**—সম কক্ষা যাহার, বহুব্রী। **সংখ্যাগরিষ্ঠ**—সংখ্যাতে গরিষ্ঠ, ৭মীতৎ। **দ্বেষাদ্বেষি**—পরস্পরের প্রতি দ্বেষ, বহুব্রী। **ভেদাত্মিক**—ভেদ আত্মা যাহার, বহুব্রী (স্ত্রী)। **উচ্ছৃঙ্খল**—উদ্ (উদ্ধৃত) শৃঙ্খল যাহা হইতে, বহুব্রী। **পাদুকায়ুধ**—পাদুকা আয়ুধ যাহার, বহুবী। **প্রয়োজনমত**—প্রয়োজন অনুসারে, নিত্যসমাস। **ছাত্রবীরগণ**—যে ছাত্র সেই বীর, কর্মধা ; তাহাদের গণ ৬ষ্ঠীতৎ। **অক্ষয়**—নাই ক্ষয় যাহার, বহুব্রী। **অনিষ্ট**—ইষ্ট নহে, নঞ্তৎ। **শ্রীহীন**—শ্রী দ্বারা হীন, তৃতীয়াতৎ। **ব্যক্তিগত**—ব্যক্তিকে গত, ২য়াতৎ। **পূর্ণাঙ্গ**—পূর্ণ অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। **কুসংস্কার**—কু (কুৎসিত) সংস্কার, প্রাদি।

একাদশ শ্রেণী

।। পদ্যাংশ ।।

ফুল্লরার বারমাস্যা

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

দুঃখ-বাণী=দুঃখের বাণী—ষষ্ঠীতৎঃ ; **খাম**='<খাম<'স্তম্ভ') তদ্ভব শব্দ ; **পা** পোড়ায়=কর্মে ১মা ; **খুঞার**=(<ক্ষৌম+এর) তদ্ভব ; **সর্বলোক নিরামিষ**=সর্ব যে লোক—কর্মধাঃ , নাই আমিষ যাহাতে—নঞ্ বহুব্রী ; নিরামিষ—যে সর্ব লোক—কর্মধাঃ ; **চিলে**=কর্তায় ৭মী ; **পাপিষ্ঠ**=পাপিন্ +ইষ্ঠ ; **প্রচণ্ড তপন**=প্র (অত্যন্ত) চণ্ড—প্রাদিতৎঃ ; প্রচণ্ড যে তপন—কর্মধাঃ ; **দহন**=দহ্+অনট ; **উপবাস**=উপ—বস+ঘঞ ; **নব মেঘে**=অপাদানে ৭মী ; **দোষী**=দুষ্+ইন্ ; **বাপ-মায়**=কর্তায় ৭মী ; **দিবসরজনী**=দিবস ও রজনী—দ্বন্দ্ব সমাস ; **সিতাসিত**=সিত+অসিত ; **অবধান**=অব—ধা+অনট ; **দুরন্ত**=দুঃ+অন্ত ; **উধার**=(>'ধার') প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা ভাষার নিদর্শন ; **জগজনে**=কর্তায় ৭মী , **বসনে**=করণে ৭মী ; **জনম**=বিপ্রকর্ষ ; **নিবারণ**=নি—বৃ+ণিচ্ অনট ; **নিযুক্ত**=নি—যুক্+ক্ত ; **নিযুক্ত করিল**=মিশ্র ক্রিয়া ; **ছড়**=দেশী শব্দ (=ছাল) ; **গণি**=নামধাতু ('গণ্য করি' এই অর্থে) ; **ভগবান**=ভগ+মতুপ ; **ভক্ষ্য**=ভক্ষ+যৎ ; **নিরমিল**=বিপ্রকর্ষ—(<নির্মাণ করিল) নামধাতু ; **শীতের**=অপাদানে ৬ষ্ঠী , **পরিত্রাণ**=পরি—ত্রৈ+অনট ; **তনূনপাৎ**=তনূ—নঞ—পত্+ণিচ্ ক্বিপ্ ; **বরিষয়ে**=নামধাতু ; **কুজ্ঝটী**=কুৎ+ঝটী ; **আখেটী**=দেশী শব্দ (=ব্যাধি) ; **কাননে**=অপাদানে ৭মী ; **নিরামিষ**=নিঃ+আমিষ ; **কিংবা**=পদান্বয়ী অব্যয় ; **মোর সনে**=অনুসর্গ যোগে ৬ষ্ঠী ; **ব্যাধিনী**=ব্যাধ+ইনী ; **নিয়ে**=নামধাতু ; **চইতের**=(<চৈত্রের) অর্ধতৎসম শব্দ ; **বিদ্যমান**=বিদ্+শানচ্ ; **ভৃগুবংশ**=ভৃগুর বংশ—৬ষ্ঠীতৎঃ ।

বৃত্রাসুর ও রুদ্রনীড়

সন্ধিঃ—**অহর্নিশ** — অহঃ + নিশ। **সভাসীন** — সভা + আসীন। **যশোদীপ**—যশঃ+দীপ। **পুনর্বার**—পুনঃ+বার। **দৈত্যেশ্বর**—দৈত্য+ঈশ্বর। **অহরহঃ**—অহঃ+অহঃ।

কারক বিভক্তিঃ—**দিক্** আচ্ছাদিয়া—কর্মে শূন্য বিভক্তি। **প্রভায়** উজ্জ্বল—করণে 'য়' বিভক্তি। বেষ্টিত অমরাবতী **দেবসৈন্যদলে**—অনুক্ত-কর্তায় তৃতীয়ার স্থলে 'এ' বিভক্তি। **সুমিত্রে** সম্ভাষি—কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি। জিনিল স্বরগ-যুদ্ধে অদ্ভুত **প্রতাপে**—করণ কারকে 'এ' বিভক্তি। সে-**যশে** কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে—করণ কারকে 'এ' বিভক্তি। **আমার** সংহতি—অনুসর্গ-যোগে ষষ্ঠী।

ব্যুৎপত্তিঃ—**সন্নিহিত**—সম্-নি-ধা+ক্ত কর্মবা। **উরস্বান্**—উরস+মতুপ্ (বৎ)। **জাগ্রত**—জাগৃ+শতৃ কর্তৃবা (অশুদ্ধ প্রচলিত, জাগ্রৎ শুদ্ধ)। **সিংহ**—হিংস্ অচ কর্তৃবা। **বিদ্যুৎ**—বি-দ্যুত্ ক্বিপ্ কর্তৃবা। **স্রোতস্বতী**—স্রোতস্+ +মতুপ্+স্ত্রী ঈ। **আসীন**—আস্+শানচ্ কর্তৃবা। **বসুন্ধরা**—বসু-ধৃ+খচ্ কর্তৃবা+ স্ত্রী-আ। **আত্মজ**—আত্মন-জন্+ড কর্তৃবা। **কীর্তিমান্**—কীর্তি+মতুপ্ অস্ত্যর্থে। **তেজস্বী**—তেজস্+বিন্ অস্ত্যর্থে। **লিপ্সা**—লভ্+সন্+অ ভাববা+স্ত্রী-আ। **দুর্জয়**—দুর্-জি+খল্ কর্মবা। **সন্দেশ**—সম্-দিশ্+ঘঞ্ ভাববা। **সূর্য**—সৃ+ক্যপ্ কর্তৃবা। **আহুতি**—আ-হু+ক্তি ভাববা। **নিহত**—নি-হন্+ক্ত কর্মবা। **অমরাবতী**—অমর+মতুপ্+স্ত্রী ঈ (নিপাতনে)।

সমাসঃ—**ভীষণদর্শন**—ভীষণ দর্শন যার, বহুব্রী। **সিংহনাদ**—সিংহের নাদ (তৎসদৃশ নাদ), ষষ্ঠীতৎ। **রাত্রিদিবা**—রাত্রি এবং দিবা (দ্বন্দ্ব)। **বিদ্যুৎ-মিশ্রিত**—বিদ্যুতের দ্বারা মিশ্রিত, তৃতীয়াতৎ (বাঙলায়)। **সমরবহ্নি**—সমররূপ বহ্নি, রূপককর্মধা। **দেবতাদনুজে**—দনু হইতে জন্মিয়াছে যারা, উপপদতৎ; দেবতা ও দনুজ, দ্বন্দ্ব (কর্তায় 'এ')। **সুদৃঢ়সংকল্প**—সু (অতিশয়) দৃঢ়,

প্রাদি; সুদৃঢ় যে সংকল্প, কর্মধা। **অহর্নিশ**—অহঃ এবং নিশা, দ্বন্দ্ব। **অবিশ্রাম**—নাই বিশ্রাম যাতে, তদ্রূপভাবে, বহুব্রীহি। **ত্রিদশ**—ত্রি (তিন) দশা যাদের, বহুব্রীহি। **সভাসীন**—সভাতে আসীন, ৭মীতৎ। **শ্বাপদ**—শ্বা (কুকুর)-এর পদের ন্যায় পদ যার, বহুব্রী (উপমাগর্ভ)। **সসাগরা**—সাগরের সহিত বর্তমানা, বহুব্রী। **বসুন্ধরা**—বসু (ধন) ধরে যে, উপপদতৎ (স্ত্রী)। **দুর্নিবার**—দুঃ (কষ্টে) নিবারিত হয় যা, উপপদতৎ। **অমরবিজয়ী**—অমরের বিজয়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বৃত্রাসুর-আস্য—বৃত্রনামক অসুর, মধ্যপদলোপী কর্মধা, তার আস্য (মুখ), ৬ষ্ঠীতৎ। **শোভিতমাণিকগুচ্ছ** মাণিকের গুচ্ছ, ৬ষ্ঠীতৎ; শোভিত মাণিকগুচ্ছ যাতে, বহুব্রী। **কৃতাঞ্জলি** —কৃত অঞ্জলি যৎ-কর্তৃক, বহুব্রীহি। **আত্মজ**—আত্মা হ'তে জন্মে যে, উপপদ-তৎ। **দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত**—দানব, অমর, যক্ষ ও মানব—দ্বন্দ্ব, তাহাদের দ্বারা ঘৃণিত, তৃতীয়াতৎ। **যশোলিপ্সা**—যশের জন্য লিপ্সা, ৪র্থীতৎ। **সহর্ষচিত্তে**—হর্ষের সহিত বর্তমান, বহুব্রীহি; সহর্ষ চিত্ত যাতে তদ্রূপভাবে, বহুব্রীহি। **ঘনঘটা**—ঘনের (মেঘের) ঘটা, ৬ষ্ঠীতৎ। **ত্রিভুবন**—ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। **সন্দেশবহ**—সন্দেশ বহন করে যে, উপপদতৎ। **উত্তুঙ্গ**—উদ্ (অতিশয়) তুঙ্গ, প্রাদি। **অস্ত্রধারী** —অস্ত্র ধারণ করে যে, উপপদ-তৎ। **নিম্নদৃষ্টি**—নিম্ন দৃষ্টি যার, বহুব্রীহি। **বীরঅগ্রগণ্য**—অগ্রে গণ্য, ৭মীতৎ; বীরের অগ্রগণ্য ৬ষ্ঠীতৎ।

অলঙ্কার ঃ—(ক) "জ্বালিলা যে-যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে অঙ্গজগণ তবে অতঃপরে?—**রূপক**

(খ) "দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ কম্প্রবিরহিত—
যথা নবকিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।"—**উপমা**

[আর্দ্রতনু নবকিশলয়ের সহিত দূতের জড়তাপূর্ণ রসনা উপমিত হয়েছে। বর্ষার জলে ভিজে কিশলয় তরুশাখায় বিলম্বিত হয়েও **কম্পশূন্য** হয়। তেমনি দূতের রসনাতেও কম্প ছিল না। বর্ষার নীরের সঙ্গে দানবরাজের বাক্যের উপমা দেওয়া হয়েছে।]

(গ) "মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"—**উপমা**

(ঘ) বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেবঅনীকিনী:
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগরসিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্তভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।—

—**উপমা অলঙ্কার ও অনুপ্রাস**

(ঙ) জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহ—

—(সমররূপ বহ্নি) **রূপক অলঙ্কার**

(চ) সে-যশে কিরীট আমি বান্ধিব শিরসে

—**রূপক অলঙ্কার** (যশকে কিরীটরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

কৃষ্ণা রজনী

সন্ধি ঃ—দিনো—দিন+ও (বাঙলা সন্ধি)।

কারক বিভক্তি ঃ—কত **কথা** বলে—কর্মে শূন্য বিভক্তি। মত্ত **পবনে** বরুণরাজ্য টলমল—করণে 'এ' বিভক্তি। ঝরে **নিশিদিন** অবিরল—ক্রিয়া-বিশেষণে শূন্য বিভক্তি। **সেদিনো** সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার—ক্রিয়া-বিশেষণে শূন্য বিভক্তি। তব সনে মিশি আছে, **নিশি** কত হাহাকার—সম্বোধনে শূন্য বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তি ঃ— রাজ্য—রাজন্+য (ভাবার্থে)। **পতি**—পা+ডতি (কর্তৃবা)। **চণ্ডালবেশী**—চণ্ডালবেশ+ইন (মত্বর্থে)। **ত্রস্ত**—ত্রস্+ক্ত (কর্তৃবা)। **মলিন**—মল+ইন (মত্বর্থে)। **কালিমা**—কাল+ইমন্ (ভাবার্থে)।

সমাস ঃ—প্রখরঝটিকামুখর—প্র (অতিশয়) খর, প্রাদি ; প্রখরা ঝটিকা, কর্মধা ; তদ্দ্বারা মুখর, তৃতীয়াতৎ। **অবিরল**—বিরল নহে, নঞ্ তৎ। **মৃত-পতিদেহ**—মৃত যে পতি, কর্মধা ; তাঁর দেহ, ষষ্ঠীতৎ। **বরুণরাজ্য**—বরুণের রাজ্য, ষষ্ঠীতৎ। **অসহায়া**—অবিদ্যমান সহায় যার, বহুব্রীহি (স্ত্রীলিঙ্গ)। **নিশিদিন**—নিশি (তে) ও দিন (এ), দ্বন্দ্ব। **দুনয়ন**—দু (দুই) নয়নের সমাহার, সমা-দ্বিগু। **অনুখন**—খনে খনে, অব্যয়ীভাব (পদ্যে)। **ধূলিলুণ্ঠিতা**—ধূলিতে লুণ্ঠিতা, ৭মীতৎ। **নলরাজ**—নল নামে রাজা, মধ্যপদলোপী কর্মধা (সমাসান্ত অ)। **বদনশতদল**—শত দল যার, বহুব্রীহি ; বদন শতদলের ন্যায়, উপমিত-কর্মধা। অথবা, বদনরূপ শতদল, রূপক কর্মধা। **অনিবার**—নাই নিবার যাতে, বহুব্রীহি। **নৃপতি**—নৃ-গণের পতি, ষষ্ঠীতৎ। **সুষমা**—সু (অতিশয়) সমা, প্রাদি।

অলঙ্কার ঃ—(ক) শিয়রে শমন কত কথা বলে—

—উৎপ্রেক্ষা ও অনুপ্রাস অলঙ্কার

(খ) কাঁদে রাজবধূ অনাথিনী আজ মলিন বদন-শতদল।

—রূপক (অথবা, উপমা) অলঙ্কার

(বদনরূপ শতদল, বা বদন শতদলের ন্যায়)

(গ) সেদিনো সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার,
এমনি প্রখর ঝটিকামুখর চারিধার।

—অনুপ্রাস অলঙ্কার

(গ) দমকে দামিনী বারেবার—

—অনুপ্রাস অলঙ্কার

রণক্ষেত্রে রাবণ ও লক্ষ্মণ

মধুসূদন দত্ত

বাহিরিলা=নামধাতু ; **রক্ষোরাজ**=রক্ষঃ+রাজ ; **পুষ্পক-আরোহী**=পুষ্পকে আরোহণ করেছেন যিনি—উপপদতৎ ; আরোহী=আ—রুহ+ইন্, **ঘর্ঘরিল**=ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া (নামধাতু—প্রয়োগ) ; **বিস্ফুলিঙ্গ**=বি (বিশেষ) স্ফুলিঙ্গ—প্রাদিতৎঃ, **হ্রেষিল**=নামধাতু, **উল্লাসে**=উৎ+লাসে ; **রতনসম্ভবা**=রতন (<রত্ন—স্বরভক্তি) হইতে সম্ভব+স্ত্রী আপ্—৫মীতৎঃ ; **ধাঁধিয়া**=ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া (নামধাতু—প্রয়োগ) ; **উদেন**=নামধাতু ; **আদিত্য**=অদিতি+ষ্ণ্য ; **উদয়-অচলে**=উদয়-নিমিত্ত নির্দেশিত যে অচল+এ—মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ ; **সম্ভাষি**=নামধাতু ; **অসুরারিদল**=অসুরের অরি—৬ষ্ঠীতৎঃ, অসুরারির দল—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **হত**=হন+ক্ত ; **ইন্দ্রজিৎ**=ইন্দ্রকে জয় করেছেন যিনি—উপপদতৎঃ ; **ইন্দ্রজিৎ**=ইন্দ্র—জি+ক্বিপ্ ; **স্মরি**=নামধাতু ; **পুত্রে**=কর্মে ৭মী ; **রক্ষকুলনিধি**=রক্ষের কুল—৬ষ্ঠীতৎঃ ; তার নিধি—৬ষ্ঠীতৎঃ ; **সরোষে**=রোষের সহিত বর্তমান—বহুব্রী ; **গাহিয়া**=নামধাতু ; **বজ্রপাণি**=বজ্র পাণিতে যার—ব্যধিকরণ বহুব্রী ; **মনোরথ গতি**=মন রূপ রথ—রূপক কর্মধাঃ (অথবা, মন রথের ন্যায়—উপমিত কর্মধাঃ-ও হতে পারে) মনোরথের ন্যায় গতি যার—উপমান বহুব্রী ; **কবিরাজে**=কর্মে ৭মী ; **বনবাসী**=বনে বাস করে যে—উপপদতৎঃ ; **ভীমাকৃতিঘন**=ভীম (=ভয়ঙ্কর) আকৃতি যার—বহুব্রী ; ভীমাকৃতিঘন—কর্মধাঃ ; **বজ্র-অগ্নিপূর্ণ**=অগ্নি দ্বারা পূর্ণ—৩য়াতৎঃ, বজ্রের অগ্নি দ্বারা পূর্ণ—৬ষ্ঠীতৎঃ ;

পশুপক্ষী—পশু ও পক্ষী—দ্বন্দ্ব; **টঙ্কারি**—ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া; **ভেদিলা**—নামধাতু; **বীরেন্দ্রকেশরী**=বীর ইন্দ্রের ন্যায়—উপমিত কর্মধাঃ; কেশর আছে যার—বহুব্রী, বীরেন্দ্র যে কেশরী—কর্মধাঃ; **ভীমাঘাতে**—ভীম+আঘাতে—করণে ৭মী; **বালিবন্ধ**—বালি নির্মিত বন্ধ (=বাঁধ) মধ্যপদলোপী কর্মধাঃ; **অগ্রসরি**—নামধাতু; **রোধিলা**=নামধাতু; **শূরে**—কর্মে ৭মী; **দিবানিশি**—দিবা ও নিশি—দ্বন্দ্ব; **আনুকূল্য**=বি.—অনুকূল—ষ্ণ্য.; **নরাধম রামে**=নরের মধ্যে অধম—৭মীতৎ:; নরাধম যে রাম+এ কর্মধা; কর্মে ৭মী; **দেবরাজাদেশে**=দেবরাজ+আদেশে; **তেজস্বী**—তেজস্+বিণ্; **রক্ষেশ্বর**=রক্ষ+ঈশ্বর; **লো**—বাক্যালঙ্কার অব্যয়; **সৌদামিনী-গতি**=সৌদামিনীর ন্যায় গতি যার—উপমানগর্ভী বহুব্রী; **হিয়া**=(<হৃদয়) তদ্ভব শব্দ; **স্নেহেন**=নামধাতু; **তেঁই**=(<তহিঁ<তহি) তদ্ভব শব্দ; মধ্যযুগীয় বাঙলার দৃষ্টান্ত; **শক্তিধর** = শক্তি ধারণ করে যে — উপপদতৎ:, **মহারুদ্রতেজে**—মহান যে রুদ্র—কর্মধাঃ; তাহার তেজে—৬ষ্ঠীতৎ:; **হুঙ্কারি**=ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া; **কালাগ্নি**=কাল রূপ অগ্নি—রূপক কর্মধাঃ, **নির্লজ্জ**=নাই লজ্জা যাহার—নঞ বহুব্রী; **দমেন**=নাম ধাতু; **লক্ষ্মণে**=কর্মে ৭মী; **প্রভঞ্জন**=প্র—ভনজ+অন্; **অভ্রভেদী**—অভ্রভেদ করেছে যা—উপপদতৎ:; **দাশরথি**—দশরথ+ষ্ণি; **জীব**=নামধাতু; **মহেষ্বাস**—মহা+ইষ্বাস; মহা ইষ্বাস (ধনু) যার—বহুব্রী; **সিংহ**=হিনস্+অচ্; **পুত্রহা**=পুত্র—হন্+আ, **বিড়ালাক্ষ**—বিড়ালের ন্যায় অক্ষি যার—উপমানগর্ভী বহুব্রী; **ভূধর**=ভূ ধারণ করে যে—উপপদতৎ:; **নৈকষেয়**=নিকষা+ষ্ণেয়; **ভগ্ন**—ভনজ্+ক্ত; **মূঢ়**=মূহ্ + ক্ত; **উত্তরিলা** = নামধাতু; **বিষমাঘাতে**—বিষম+আঘাতে; **ব্যথিত**—বিণ—ব্যথা—বি., **নির্ভয়-হৃদয়ে**—নাই ভয় যার—নঞ বহুব্রী; নির্ভয় এমন যে হৃদয়+এ—কর্মধাঃ; **জন্ম**=জন+ড; **শোক**=শুচ্+ঘঞ; **প্রেরি**—নামধাতু; **দেব-নর**=দেব ও নর—দ্বন্দ্ব; **সৌমিত্রি**—সুমিত্রা+ষ্ণি; **মুহুর্মুহু**—মুহুঃ+মুহুঃ; **ভীষণরিপুনাশিনী**=ভীষণ যে রিপু—কর্মধাঃ; তাহাকে নাশ করে যে—উপপদতৎ+স্ত্রী ইনী; **সপন্নগ**=পন্নগের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী.; **পন্নগ**=পদ্+ক্ত=পন্ন—গম+ড—পন্নগ; **দেবনররথী**=দেব ও নর ও রথী—দ্বন্দ্ব; **ভকত**—বিপ্রকর্ষ; **লাঘবিলা**—নামধাতু; **আর্দ্রদেহ**—আর্দ্র দেহ যার—বহুব্রী; **বিজয়-সঙ্গীতে**—বিজয় নিমিত্ত সঙ্গীত+এ—৪র্থীতৎ:; **পরাভূত**—পরা—ভূ+ক্ত।

ঐকতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপুলা (স্ত্রী) = বিপুল + আপ্ ; নগর—বি. = নগর – বিণ. ; **কত না** অজানা = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **অজানা** = নয় জানা—নঞ তৎ ; **আয়োজন** বি. = আয়োজিত—বিণ. ; **ভ্রমণবৃত্তান্ত** = ভ্রমণ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত—মধ্যপদলোপী কর্মধা : (অথবা, ভ্রমণের বৃত্তান্ত—৬ষ্ঠীতৎ) ; **চিত্রময়ী** = চিত্র + ময়ট + স্ত্রী ঈপ ; **দীনতা**—বি. = দীন—বিণ. ; **পূরণ** = স্বরভক্তি ; **ভিক্ষালব্ধ** = ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ—৩য়া তৎ , **ধরিত্রীর মহা-একতান** = একতান—দ্বিগু : মহা যে একতান—কর্মধা : ; ধরিত্রীর মহাএকতান—অলুক তৎ ; **নিস্তব্ধ** = নিঃ + স্তব্ধ ; **দুর্গম** = দুঃ + গম ; **অসীম** = নেই সীমা যার = নঞ বহুব্রী ; **নীলিমায়** = নীল + ইমন + ৭মী ; **অশ্রুত** = নয় শ্রুত যা—নঞ বহুব্রী ; **নিমন্ত্রণ**—বি. = নিমন্ত্রিত—বিণ ; **মহাজনশূন্যতায়** = মহান যে জন—কর্মধা : ; তার দ্বারা শূন্যতা + ৭মী—৩য়া তৎ: ; **অর্ধরাত্রে** = রাত্রের অর্ধ—একদেশী তৎ: ; **অনিমেষ** = নেই নিমেষ—নঞতৎ: ; **স্পর্শ** = স্পৃশ + অল ; **স্পর্শ**—বি. = স্পৃষ্ট—বিণ. ; **যোগ** = যুজ + ঘঞ ; **মোর** = কর্তায় ৬ষ্ঠী ; পাই **তো** = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **প্রসাদ** = প্র—সদ্ + ঘঞ ; **অন্তরময়** = অন্তর + ময়ট ; **পরিচয়** = পরি—চি + অচ্ ; পরিচয়—বি. = পরিচিত বিণ. ; **জাল** = কর্মে শূন্য বিভক্তি ; **বহুদূর-প্রসারিত** = বহু (অনেক) যে দূর—কর্মধা : ; বহুদূর ব্যাপি প্রসারিত—২য়া তৎ: ; **বিচিত্র**—বিণ = বৈচিত্র্য বি. ; **প্রবেশ** = প্র-বিশ + ঘঞ ; **অপূর্ণতা** = নেই পূর্ণতা—নঞ তৎ: ; **সর্বত্রগামী** = সর্বত্র গমন করে যে—উপপদ তৎ : ; **সাহিত্যের** = সহিত + ষ্ণ্য + এর ; **মজদুরি** = বিদেশী (হিন্দী) শব্দ : **অখ্যাতজনের** = নয় খ্যাত যে—নঞ বহুব্রী ; অখ্যাত যে জন—কর্মধা : ; + এর ; **নির্বাক** = নিঃ + বাক ; **উদ্ধার** = উৎ + হার ; **প্রাণহীন** = প্রাণ দ্বারা হীন ৩য়া তৎ: ; **উদ্ধারি** = নামধাতু ; **দুঃখে সুখে** = দুঃখে ও সুখে—অলুক দ্বন্দ্ব ; **গুণী** = গুণ + ইন ; **বাণী** = কর্মে ১মা ; **খ্যাতিতে** = করণে ৭মী ; **নমস্কার** = নমঃ + কার ।

বর্ষামঙ্গল

দেবেন্দ্রনাথ সেন

অয়ি=সম্বোধনাত্মক অব্যয়; **শ্যামাঙ্গিনি**=শ্যাম অঙ্গ যার+স্ত্রী ইনি —বহুব্রী; ব্যাকরণগত শুদ্ধ পদ 'শ্যামাঙ্গী'—'শ্যামাঙ্গিনি'—অশুদ্ধ প্রচলিত শব্দ; **ম্লান**=ম্লৈ+ক্ত; **নেত্রে**=অপাদানে ৭মী; **আহা**=অনন্বয়ী অব্যয়; **উন্মাদিনী**=উন্মাদ+ইনী; **ঝঙ্কারিছে**=ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া (নামধাতু প্রয়োগ); **বরষা**=স্বরভক্তি; **সুধাপরশা**=সুধার পরশ আছে যার+স্ত্রী আপ্—বহুব্রী; **বসুধার তরে**=কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী; সঞ্চিত—বিণ. =সঞ্চয়—বি.; **না**=ব্যক্যালঙ্কার অব্যয়; **অমিয়া**=(<অমৃত) তদ্ভব শব্দ, স্ত্রী. আ যুক্ত; **পুষ্পবৃষ্টি**=পুষ্পের বৃষ্টি—৬ষ্ঠীতৎ:; **মনোমোহিনি**= মন মোহিত করে যে—বহুব্রী+স্ত্রী ইনি; **নৃত্য**=নৃত্ ষৎ; **চাতকিনী**= 'চাতক' এর স্ত্রী 'চাতকী' ব্যাকরণসম্মত শব্দ, কিন্তু প্রচলিত বাঙলায় 'চাতকিনী' ব্যাকরণ শুদ্ধ না হলেও ব্যবহৃত হয়—এখানেও তাই হয়েছে; **অদর্শনে**=হেতু অর্থে ৩য়া বা ৫মীর স্থলে ৭মী; **উষ্ণশ্বাসে**=উষ্ণ যে শ্বাস— কর্মধা: +এ; **ভয়ত্রস্তা**=ভয়ের নিমিত্ত ত্রস্তা—৪র্থীতৎ:+স্ত্রী আ; **বসুন্ধরা** =বসুম—ধৃ+ঘচ্; **গো**=বাক্যালঙ্কার অব্যয়; **বাসন্ত-দুকূলা**=দুই কূল (পাড়) আছে যার—বহুব্রী, বসন্তের উপযোগী দুকূলে (বস্ত্রে) সজ্জিতা যে— মধ্যপদলোপী বহুব্রী; **অমৃত-মদিরা**=অমৃত মদিরার ন্যায়—উপমিত কর্মধা:; **চুম্বি**=নামধাতু; **শিরাউপশিরা**=শিরার সদৃশ—অব্যয়ীভাব, শিরা ও উপশিরা—দ্বন্দ্ব; **প্লাবিয়াছে**=নামধাতু; **সৌরভে**=করণে ৭মী; **লাবণ্য-জোয়ারে**=লাবণ্য রূপ জোয়ার+এ—রূপক কর্মধা:; **রঞ্জিয়াছ**= নামধাতু; **পুষ্পে পুষ্পে**=করণে ৭মী; **ফুটন্ত**=ফুট+অন্ত; **কমকণ্ঠে**= কম (কমনীয়) যে কণ্ঠ+এ—কর্মধা:; **দৃশ্যে**=কর্মে ৭মী; **হেসে ওঠে**= যৌগিক ক্রিয়া; **শারদীয়া**—বিণ.=শরৎ—বি.; **বাসন্তী**—বিণ.=বসন্ত —বি.; **জিনি**=নামধাতু; **সুরভিত**—বিণ.=সৌরভ=বি.; **সুচারুঅধর** =সু যে চারু—কর্মধা:, সুচারু যে অধর—কর্মধা:; **শোভে**=নামধাতু; **তো**=বাক্যালঙ্কার অব্যয়; **গুল-আনার**—ফার্সি শব্দ; **আমোদিত**= আ—মোদি+ক্ত; **"হাসুনা-হানা"য়**=বিদেশী (জাপানী) শব্দ; **মুগ্ধ**= মুহ্+ক্ত; **মুগ্ধ**-বিণ.=মোহ—বি.; **স্নিগ্ধোজ্জ্বল**=স্নিগ্ধ+উজ্জ্বল; **বিদ্যুৎ**— বি.=বৈদ্যুতিক—বিণ।

বারাণসী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বর্গ-সুষমা = স্বর্গের সুষমা—৬ষ্ঠীতৎ: ; **পড়েছে খসি** = যৌগিক ক্রিয়া ; **দেউলে** = (<দেবালয়ে) তদ্ভব শব্দ ; **ঝলমল** = ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ; **উপচার** = উপ—চর + ঘঞ ; **স্নেহ-সুশীতল** = সু যে শীতল—কর্মধা: ; স্নেহ দ্বারা সুশীতল—৩য়া তৎ: ; **অগ্নিহোত্রী** = অগ্নির প্রাত্যহিক হোম করেন যিনি—মধ্যপদলোপী বহুব্রী ; অগ্নি—হোত্র + ইন্ ; **ব্রহ্মবিদের** = ব্রহ্মকে জানেন যিনি—উপপদতৎ, + এর ; **ব্রহ্মবিদের সাথে** = কর্মপ্রবচনীয় যোগে ৬ষ্ঠী, **জ্যোৎস্না-নিশি** = জ্যোৎস্না প্লাবিত যে নিশি—মধ্যপদলোপী কর্মধা: ; **মিশে গেছে** = যৌগিক ক্রিয়া ; **ব্রহ্মদত্ত** = ব্রহ্মকে দত্ত—৫র্থীতৎ: , **জন্মিলা** = নামধাতু ; **সমুদ্ধার** = সম + উৎ + হার ; সম—উৎ—হৃ + ঘঞ ; **জাগ্রত** = জাগৃ + শতৃ + ১মা. ১ বচন ; **স্বপন** = স্বরভক্তি ; **পালিতে** = নামধাতু ; **পুত্র-জায়ায়** = কর্মে ৭মী ; **আপনার** = কর্মে ৭মী ; **সাধনায়** = করণে ৭মী ; **জয়** = জি + অচ্ , **বিদ্যা** = বিদ্ + ক্যপ্ + অপ্ , **সৃষ্টি** = সৃজ্ + তি ; (সন্ধি) ; সৃজ্ + ক্তিন্ ; **পালন** = পালি + অনট ; **লয়** = লী + অচ ; **সমাহার**—বি = সমহৃত বিণ. ; সম—আ—হৃ + ঘঞ ; **আবিষ্কার** = আবিঃ + কার ; **প্রবর্তন**—বি. = প্রবর্তিত—বিণ ; **প্রবর্তন** = প্র—বৃত্ + অনট ; **অশোকে** = কর্মে ৭মী ; **চোখে** = করণে ৭মী ; **ভাস্কর** = ভাঃ + কর ; **রচে** = নামধাতু ; **জনমের** = বিপ্রকর্ষ ; **জনমের রূপ** = জনমের রূপ—অলুক তৎ: ; **শিল্পজীবী** = শিল্প জীবিকা যার—উপপদতৎ: ; **হৃদয়কেন্দ্র** = হৃদয়ের কেন্দ্র—৬ষ্ঠীতৎ: ; **মূর্ত** = মূর্ছ্ + ক্ত ; **ভকতিরাশি** = স্বরভক্তি ; ভকতির রাশি—৬ষ্ঠীতৎ: ; **দুঁহু** = ব্রজবুলি : **অমৃতের সেতু** = অমৃতের সেতু—অলুকতৎ: ; **মিলনধর্মী** = মিলনই ধর্ম যার—বহুব্রী ; **নিশ্চয়** = নিঃ + চয় ; **বিপুল-বিলাস-মাত্র** = বিপুল যে বিলাস—কর্মধা:, কেবল বিপুল-বিলাস—নিত্যসমাস ; নহ **তো** = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **মসীলেপে** = মসীর দ্বারা লেপন—৩য়াতৎ: + এ ; করণে ৭মী ; **অমৃতপাত্র** = অমৃত ভরা যে পাত্র—মধ্যপদলোপী কর্মধা: ; **দীক্ষিত**—বিণ. = দীক্ষা—বি. ; **পচুক** = পচ্ + উক ; **গো** = বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; **মুকতি** = বিপ্রকর্ষ ; **শুচি-অশুচির ভেদ** = নয় শুচি

যে —নঞ বহুব্রী ; **শুচি ও অশুচি** —দ্বন্দ্ব ; **শুচি—অশুচির ভেদ—অলুকতৎ :** ; **ভেদ**=ভিদ্ +ঘঞ ; **ক্ষুধিত**=ক্ষুধ্ + ক্ত ; **অন্ন**=অদ্+ক্ত ; **পরাণের**=স্বরভক্তি , **মিলুক**=মিল্ + উক ; **মুগ্ধ**=মুহ + ক্ত ; **বিরচন**=বি —রচ্ + অনট ; **বরণের**=স্বরভক্তি ; **নানা বরণের ফুলে**=নানা যে বরণ—কর্মধা :, নানা বরণের যে ফুল—কর্মধা : ; করণে ৭মী ; **মিলে জুলে**=মিশ্র শব্দ ; **বিতরিয়া**=নামধাতু , **অভেদ-মন্ত্রে**=নাই ভেদ—নঞতৎ:, অভেদের মন্ত্র +এ ৬ষ্ঠীতৎ: ।

ফরিয়াদ

কাজী নজরুল ইসলাম

ধূলিমাখা=ধূলি দ্বারা মাখা—৩য়াতৎ: ; **অসহায়**=নেই সহায় যার—নঞ বহুব্রী ; **প্রতিকার**=প্রতি —কৃ + ঘঞ ; **উত্তর দাও**=মিশ্র ক্রিয়া ; **ভগবান**=ভগ + মতুপ্ ; **দুখ-দীপ**=দুঃখ রূপ দীপ—রূপক কর্মধাঃ , **দুখ**=(<দুঃখ) তদ্ভব শব্দ ; **ভ'রে**=(<ভইরা <ভরিয়া) অভিশ্রুতি ; **ভরে ওঠে**=যৌগিক ক্রিয়া ; **মহীয়ান**=মহৎ + ঈয়সু ; **সৃষ্টি-শিয়রে**=সৃষ্টির শিয়রে—৬ষ্ঠীতৎ: + এ ; **শিয়রে**=(শিরে)—তদ্ভব শব্দ ; **ভীতা**=ভী + ক্ত + আপ্ ; **সোয়াস্তি**=( ) য়-শ্রুতি (বর্ণাগমও বলা যেতে পারে) ; **আকাশ**=কর্মে শূন্য বিভক্তি ; **আঁখি**=(<অক্ষি) তদ্ভব শব্দ ; **ম্লান**=ম্লৈ + ক্ত ; **পবন**=পো + অন ; **দগ্ধ**=দহ্ + ক্ত ; **প্রভাত**=প্রকৃষ্ট রূপে ভাত—প্রাদিতৎ : ; **সন্ধ্যা**—বি.=সান্ধ্য—বিণ ; **বাসে ভরা**=বাসে ভরা—অলুকতৎ: ; **সুরসাল মাটি**=সুন্দর রূপে রসাল—প্রাদিতৎ :, রস আছে যার—উপপদতৎ:, সুরসাল যে মাটি—কর্মধা : ; **রসাল**=রস + ল ; **অধিকার**—বি.=অধিকৃত—বিণ. ; **ফরমান**=বিদেশী (আরবি) শব্দ ; **সৃজিলে**=নামধাতু ; **অপরাধ**=অপ—রাধ্ + অল ; **শ্বেতদ্বীপে**=কর্মে ৭মী ; **রবি-শশি-দীপে**=কর্তায় ৭মী ; রবি ও শশি ও দীপ + এ—দ্বন্দ্ব ; **কনিষ্ঠা**=যুবন + ইষ্ঠ + আপ্ ; **ধরণীরে**=কর্ম ২য়ার 'কে' চিহ্নস্থলে কবিতায় 'রে' চিহ্ন ব্যবহৃত ; **লোভী**=লুভ্ + ইন্ ; **ঈর্ষায়**=করণে ৭মী ; **রচে**=নামধাতু ; **নিতি**=(<নিত্য) স্বরসঙ্গতি ;

পেষণ=পিষ্ + অনট ; **গোরস্থান**=আরবি শব্দ ; **জনগণে**=কর্মে ৭মী ; **পালে**=নামধাতু ; **দড়**=দেশী শব্দ ; **সাত-মহারথী**=মহান যে রথী—কর্মধা: ; সাত মহারথী—দ্বিগু ; **বেহায়া**=নেই হায়া যার—নঞ বহুব্রী ; **শোষণ**=শুষ্ + অনট ; **নীরক্ত**=নিঃ + রক্ত ; **শতশতাব্দী**=শত অব্দের সমাহার—সমাহার দ্বিগু, শত শতাব্দী—দ্বিগু ; **করিব ভোগ**=মিশ্র ক্রিয়া ; **হরিবে**=নামধাতু ; **অসীম**=নেই সীমা যার—নঞ বহুব্রী ; **দৈত্যমুক্ত**=দৈত্য হতে মুক্ত—৫মীতৎ ; **প্রতিবিধান**=প্রতি—বি—ধা + অনট ; **অবনত**=অব—নম + ক্ত ; **বন্ধন**=বন্ধ্ + অনট ; **ছেদি'**=নামধাতু ; **কারা-প্রাচীর**=কারার প্রাচীর—৬ষ্ঠীতৎ: ; **মুক্তকণ্ঠে**=মুক্ত যে কণ্ঠ + এ—কর্মধা: ; **স্বাধীন**=স্ব + অধীন , **অভিযান**=অভি—যা + অনট ; **উত্থান**=উৎ—স্থা + অনট ।

॥ গদ্যাংশ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র

সন্ধি :—বিচ্ছিন্ন=বি + ছিন্ন । **সূর্যোদয়**—সূর্য + উদয় । **রাজবদুন্নত-ধ্বনির**=রাজবৎ + উৎ + নত + ধ্বনির । **মহোৎসব**—মহা + উৎসব । **তদনুরূপ**—তৎ + অনুরূপ । **উশ্বাস**—উৎ + শ্বাস । **আত্মাভিমানে**=আত্ম + অভিমানে । **সারোদ্ধার**=সার—উৎ + হার ; **দুর্ভাগ্য**—দুঃ + ভাগ্য । **উন্নত**—উৎ + নত । **বিদ্বজ্জন**—বিদ্বৎ + জন ।

সমাস :—সসম্মানে—সম্মানের সহিত বর্তমান, বহুব্রীহি, এরূপে **সাহিত্যভূমিতে**—সাহিত্যরূপ ভূমি, রূপক কর্মধারয়, তাতে ; **হৃৎপদ্ম**—হৃৎ (হৃদয়) রূপ পদ্ম রূপক-কর্মধারয় । **নদীনির্ঝরিণী**—নদী ও নির্ঝরিণী দ্বন্দ্ব । **প্রভাত-কলরবে**—প্রভাতকালীন কলরবে, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় । **অপরিমেয়**—ন পরিমেয়, নঞ্ তৎপুরুষ । **নবযৌবনপ্রাপ্ত**—নব যৌবন, কর্মধারয়, তাকে প্রাপ্ত, ৩য়া তৎ । **আত্মাভিমানে**—আত্মার অভিমান, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তাতে । **শস্যশ্যামলা**—শস্যের দ্বারা শ্যামলা, ৩য়া তৎ । **শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ**—শিক্ষিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মী তৎপুরুষ । **বিদ্বজ্জনের**—বিদ্বান জন কর্মধারয়, তাদের । **মহাসত্ত্ব**—মহান সত্ত্ব (প্রাণ) যাঁহার,

বহুব্রীহি। **উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল**—উদয়কালীন রবি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, তাঁর রশ্মি, ৬ষ্ঠীতৎ; তদ্দ্বারা সমুজ্জ্বল, ৩য়া তৎ। **নির্বিকার**—নির্ (নাই) বিকার যার, বহুব্রীহি। **প্রতিভাজ্যোতির্ময়**—প্রতিভা দ্বারা জ্যোতির্ময়, ৩য়া তৎপুরুষ। **জড়ত্বশাপ**—জড়ত্বরূপ শাপ, রূপক কর্মধারয়। **মলয়জশীতলা**—মলয় (পর্বত) থেকে জাত, মলয়জ, ৫মী তৎ; মলয়জ দ্বারা শীতলা, ৩য়া তৎপুরুষ।

টীকাঃ—অভ্যর্থনা—অভি—√অর্থি+অনট+আপ্। সুপ্তি—স্ব্+ক্তি। বৈচিত্র্য—বিচিত্র+ঞ্য। মুখরিত—মুখর+ইতচ্। হিল্লোলিত—হিল্লোল+ইতচ্। আলোচনা—আ—√লোচি+অনট্+আপ্। **প্রসাদে**—প্র—√সদ্+অল্=প্রসাদ; 'প্রসাদ'—হেত্বর্থে তৃতীয়ার 'এ' বিভক্তি। **উর্বরা**—উরু (অধিক)—সব্য √ঋ (গমন, করা)+অ (কর্তৃ)=উর্বর; স্ত্রীলিঙ্গে উর্বরা। **সব্যসাচী**—(বাম) — সচ্+ণিন্। **প্রগল্ভ**—প্র (অধিক) গল্‌ভ্ (অহঙ্কার করা)+অ (কর্তৃ), বিশেষণ।

শুভ উৎসব

সন্ধিঃ—**ফলাহার**—ফল+আহার। **ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে**—ক্রিয়াকর্ম+উপলক্ষে। **মাসেক**—মাস+এক। **নীলাম্বরী**—নীল+অম্বরী। **একান্নবর্তী**—এক+অন্নবর্তী। **প্রত্যেক**—প্রতি+এক। **যজ্ঞোপবীত**—যজ্ঞ+উপবীত।

সমাসঃ—**দেনাপাওনা**—দেনা ও পাওনা, দ্বন্দ্ব। **গতিবিধি**—গতি বিষয়ক বিধি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **বিচিত্র-পাড়**—বিচিত্র পাড় যার, বহুব্রীহি; **কার্পাসবস্ত্র**—কার্পাস নির্মিত বস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **পদপল্লব**—পদ পল্লব সদৃশ, উপমিত কর্মধারয়। **বেতনভুক্**—বেতন ভোগ করে যে, উপপদতৎপুরুষ। **গৃহপ্রবেশ**—গৃহে প্রবেশ, ৭মী তৎ। **যথাসাধ্য**—সাধ্যকে অতিক্রম না করে, অব্যয়ীভাব। **পতিব্রতা**—পতিই ব্রত যাহার (স্ত্রীং) বহুব্রীহি।

টীকাঃ—**বিলুপ্ত**—বি—লুপ্+ক্ত। কর্মবাচ্য; বিশেষণ। বিশেষ্য—বিলোপ। **আপিসী**—আপিস+ঈ (আপিসের ভাব অর্থে)। **হিসাবী**—হিসাব+ঈ (সম্বন্ধার্থে); বিশেষণ। **কাহাকেও বাদ দিলে চলিত না**—

ভাববাচ্যের উদাহরণ। **এক-কলমের আঁচড়ে**—আঁচড়ের দ্বারা **অর্থ**, (**করণকারকে** সপ্তমী বিভক্তি)।

মাসেক—মাস+এক (অ+এ=এ) **পূর্বস্বরের** লোপ হয়ে পরবর্তী স্বরের এইরূপ প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা স্বরসন্ধির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এইরূপ সন্ধির আরও উদাহরণ মুহূর্তেক. **অর্ধেক**, **সহস্রেক** ইত্যাদি। **দোকানী-পসারীরা**—দোকান+ঈ (মালিক অর্থে)= দোকানী, পসার+ঈ (আছে অর্থে)=পসারী। **শালওয়ালা**—শাল+ওয়ালা (বিক্রেতা অর্থে), বিশেষ্য। **কাশ্মীরী**—কাশ্মীর+ঈ (উৎপন্ন অর্থে); বিশেষণ। **রেশমী**—রেশম+ঈ (নিমিত্তার্থে) বিশেষণ। **ব্যাপারীরা**—ব্যাপার+ইন্ (আছে অর্থে), বিশেষ্য। পুংলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গে—ব্যাপারিণী। **পশ্চিমী**—পশ্চিম+ঈ (নিবাসার্থে); বিশেষণ। **ক্ষেত্রীরা**—ক্ষেত্র+ইন্ (আছে অর্থে)। বিশেষ্য; পুংলিঙ্গ। **বেনারসী**—বেনারস+ঈ (উৎপন্ন অর্থ) বিশেষণ। **চেলী**—চেল+ঈপ্; বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ। **ময়রা**—[সং মোদক]। বিশেষ্য; স্ত্রীলিঙ্গে—**ময়রাণী**। **গোয়ালা**—[গোআলা] গো+আলা—(রক্ষকার্থে)। বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ। স্ত্রী—গোয়ালিনী। **পাথরওয়ালা**—পাথর+ওয়ালা (ব্যবসায়ী অর্থে)। বিশেষ্য; পুংলিঙ্গ। **কাবুলীওয়ালা**—কাবুল+ওয়ালা (নিবাসার্থে) বিশেষ্য। নব নব—শব্দদ্বৈতের সাহায্যে বহুবচন। পরিচায়ক—পরি—চি +নক্ (কর্তৃ)।

অভাগীর স্বর্গ

সন্ধি ঃ—**একান্তে**—এক+অন্তে। **পর্যন্ত**—পরি+অন্ত। **আশীর্বাদ**—আশীঃ+বাদ। **উজ্জ্বল**—উৎ+জ্বল। **নিরীক্ষণ**—নিঃ+ঈক্ষণ। **শোকার্ত**—শোক+ঋত। **ভুক্তাবশেষ**—ভুক্ত+অবশেষ। **সদ্যোমাতৃহীন**—সদ্যঃ+মাতৃহীন।

সমাস ঃ—**কুটীর-প্রাঙ্গণের**—কুটিরের প্রাঙ্গণ, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ তথাকার। **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া**—অন্ত্য (অন্তিমকালীন) ইষ্টি (যজ্ঞ), কর্মধারয়;

অন্ত্যেষ্টিই ক্রিয়া, কর্মধারয়। **আমরণ**—মরণ পর্যন্ত, অব্যয়ীভাব। **সতীলক্ষ্মী**—যিনিই সতী, তিনিই লক্ষ্মী, কর্মধারয়। **হরিধ্বনি**—'হরি' এই ধ্বনি, কর্মধারয়। **জীবন-নাট্যের**—জীবনরূপ নাট্যের, রূপককর্মধারয়। **পলকহীন**—পলকের দ্বারা হীন, ৩য়া তৎপুরুষ।

টীকা: চাকর-বাকর—বিকৃত দ্বিত্বের উদাহরণ। এইরূপ **শব্দের** উত্তরাঙ্গটি পূর্বাঙ্গের বিকৃত রূপের আকারে উপস্থাপিত হয়। **এইরূপ** আরও কয়েকটি উদাহরণ—খাবার-দাবার, বাসন-কোসন, ভাব **টাব** ইত্যাদি। **ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া**—ললাটকে অর্থ (**কর্মকারকে** প্রথমা বিভক্তি)। **বহুমূল্যবস্ত্রে**—বস্ত্রের দ্বারা অর্থ (করণকারকে **সপ্তমী** বিভক্তি)। **আঁচল**—অঞ্চল>আঁচল। তদ্ভব শব্দের উদাহরণ। **পুষ্পে পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে**—(করণকারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ)। প্রভাত **আকাশ** আলোড়িত করে—আকাশকে অর্থ (কর্মে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ)। **সঙ্গে সঙ্গে**—অবিকৃত শব্দ দ্বিত্ব দ্বারা ক্রিয়া-বিশেষণ। **সগ্গে**—স্বর্গে>সগ গে (সগ্গে)। সমীকরণের উদাহরণ।

ক'রে—করিয়া>ক'রে [কোরে]। অভিশ্রুতির উদাহরণ। **ছলনায়**—ছলনার দ্বারা অর্থ (করণে সপ্তমী বিভক্তি)।

বিস্তৃতি—বিশেষ্য: বিশেষণ-বিস্তৃত। **কাঁদাকাটি**—বিকৃত দ্বিত্বের উদাহরণ। **কোবরেজ** কবিরাজ>কোবরেজ (অভিশ্রুতি)। **ছলছল**—অনুকার শব্দ। **গাঁয়ে**—গ্রামে>গাঁয়ে (তদ্ভব শব্দের উদাহরণ)।

গোমস্তা—ফার্সী 'গুমাশতহ্' শব্দজ। বিশেষ্য। **জিজ্ঞেস**—জিজ্ঞাসা>জিজ্ঞেস। স্বরসংগতির উদাহরণ। পূর্ববর্তী 'ই' কারের প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-কার 'এ'-কারে পরিণত।

মহাকাব্য

সন্ধি:—মহর্ষি=মহা+ঋষি। **দুষ্কর**=দুঃ+কর। **বক্ষোদেশ**=বক্ষঃ+দেশ।

সমাস:—অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত—অলঙ্কারবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, তদ্দ্বারা সম্মত, ৩য়াতৎ। **গৌরবহানি**—গৌরবের হানি, ৬ষ্ঠীতৎ। **খাদ্যখাদক**—খাদ্য ও খাদক, দ্বন্দ্বসমাস। **অহিনকুল**—অহি ও

নকুল, দ্বন্দ্বসমাস। সশরীরে—শরীরের সহিত বর্তমান, তাহাতে, বহুব্রীহি **অকুতোভয়ে**—নাই কুতঃ অর্থাৎ কোথা হ'তে ভয় যার এরূপভাবে, বহুব্রীহি। **রাজলক্ষ্মী**—রাজার লক্ষ্মী, ৬ষ্ঠীতৎ। **নরপালবর্গ**—নরের পাল, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহার বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। **নিরাবরণ**—নিঃ (নাই) আবরণ যাতে, বহুব্রীহি। **লৌহবর্ম**—লৌহময় বর্ম, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **সুখসুপ্ত**—সুখে সুপ্ত, ৩য়াতৎ। **শ্রীকৃষ্ণসহায়**—শ্রীকৃষ্ণই সহায় যাদের, বহুব্রীহি। কৌপীনধারী—কৌপীন ধারণ করেছে যে, বহুব্রীহি। **অন্নহীন**—অন্নের দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। **সুনিপুণ**—সু (বিশেষ) নিপুণ, কর্মধারয়। **মহাকায়**—মহা কায় যার, বহুব্রীহি। **মানবহস্তনির্মিত**—মানবের হস্ত, ৬ষ্ঠীতৎ, তদ্দ্বারা নির্মিত, ৩য়াতৎ। **লুপ্তস্মৃতি**—লুপ্ত যে স্মৃতি, কর্মধারয়।

টীকা :—সহিষ্ণু—সহ্ (সহ্য করা) + ইষ্ণু (কর্তৃবাচ্যে, শীলার্থে)। **সম্মত**—সম্—মন্ + ত। **মাহাত্ম্য**—মাহাত্মন্ + য (ভাব)। **ঐতিহাসিকত্ব**—ইতিহাস + ইক (সম্বন্ধার্থে) = ঐতিহাসিক + ত্ব (ভাবার্থে)। **আস্থাবান**—আস্থা + বতুপ্। **খারিজ**—বাতিল, আরবী শব্দ। **যশস্বী**—যশস্ + বিন্ (অস্ত্যর্থে)। **হোমার**—গ্রীস্ দেশীয় মহাকবি 'ইলিয়াড্' ও 'অডিসি-'র প্রণেতা। **ব্যুৎপত্তি**—বি-উৎ + পদ্ + তি। **বর্তমান**—বৃৎ + শানচ্।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ

সন্ধি :—অরুণচ্ছবি = অরুণ + ছবি। **অত্যুক্তি** = অতি + উক্তি। অনবদ্যাঙ্গ = অনবদ্য + অঙ্গ। **সাহিত্যামোদী** = সাহিত্য + আমোদী।

সমাস :—অরুণচ্ছবি—অরুণের ছবি, ৬ষ্ঠীতৎ। **আকাশভালে**—আকাশের ভাল, তাতে ৬ষ্ঠীতৎ। **সুপ্রভাতের**—সু (সুন্দর) প্রভাত, কর্মধারয়, তার। **অধ্যয়ন-ক্লিষ্ট**—অধ্যয়ন দ্বারা ক্লিষ্ট, ৩য়াতৎ। **চিন্তা-কুঞ্চিত**—চিন্তা দ্বারা কুঞ্চিত, ৩য়াতৎ। **কষ্টসহিষ্ণু**—কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত যা, বহুব্রীহি (শীলার্থ)। **পরতন্ত্রতা**—পরের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ, তার ভাব। **কলতান**—কল (মধুর) যে তান, কর্মধারয়। **শীতস্তব্ধ**—শীতের দ্বারা স্তব্ধ, ৩য়াতৎ। **বসন্ত-যৌবনের**—বসন্তজনিত (অথবা বসন্তের জাগিয়ে দেওয়া যে) যৌবন, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, তাহার। **বিশ্ববাসী**—

বিশ্বে বাস করে যারা, উপপদতৎ। **চিরসাথী**—চির অর্থাৎ চিরকাল ব্যাপিয়া সাথী, ২য়াতৎ। **অত্যুক্তি-দোষাঘ্রাত**—অতি অর্থাৎ মাত্রাতীত উক্তি কর্মধারয়; অত্যুক্তিই দোষ, কর্মধারয়; অত্যুক্তি দোষের আঘ্রাণ বিশিষ্ট যা, বহুব্রীহি। অভ্রান্ত—ন (নহে) ভ্রান্ত, নঞ্তৎ। **বিশ্ব-কোষকারগণ**—বিশ্বের (সকল জ্ঞাতব্যের) কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ; বিশ্বকোষ করেন যাঁহারা = বিশ্বকোষকার, উপপদতৎ; তাঁদের গণ (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। **অনবদ্যাঙ্গ-মনোহর**—ন (নহে) অবদ্য (নিন্দনীয়) = অনবদ্য, নঞ্তৎ; অনবদ্য হয়েছে অঙ্গ যার, বহুব্রীহি; মন হরণ করে যা, মনোহর, উপপদতৎ; অনবদ্যাঙ্গরূপে মনোহর, কর্মধারয়। **সাহিত্য-সৌধ**—সাহিত্যরূপ সৌধ, রূপক কর্মধারয়। **দ্রুতহস্ত**—দ্রুত হয়েছে হস্ত যাদের, বহুব্রীহি। **সাহিত্যরথী**—সাহিত্যভূমিতে রথী সদৃশ, উপমিত কর্মধারয়। **অনন্যকর্ম্মা**—নাই অন্য কর্ম যাদের, নঞ্ বহুব্রীহি। **তিমির-খনি**—তিমিরপূর্ণ খনি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **মাহেন্দ্রক্ষণে**—মাহেন্দ্র (মহেন্দ্র বা ইন্দ্র সম্বন্ধীয় শুভ দণ্ডের সংজ্ঞাযুক্ত) যে ক্ষণ, কর্মধারয়, তাতে। **রত্নপ্রসূ**—রত্ন প্রসব করে যা; উপপদতৎ—**মোহপাশ**—মোহের পাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। **কাতরনেত্রে**—কাতর হয়েছে নেত্র যাতে, বহুব্রীহি।

টীকাঃ—ক্ষীণ **আলোকে**·· ····অরুণচ্ছবি আনিয়া দেয় না?—'আলোকে' করণে ৭মী; 'অরুণচ্ছবি' কর্মে ১মা। আকাশভালে—অধিকরণে ৭মী; অধ্যয়ন—অধি—ই+অন্। সহিষ্ণু—সহ্+ইষ্ণু (কর্তৃঃ লীলার্থে)। পরতন্ত্রতা—পর—তন্+ত্র = পরতন্ত্র+তা (ভাবার্থে)। **উন্মুক্ত**—উৎ—মুচ্+ত। ঈপ্সিত—√আপ্ (পাওয়া)+স (ইচ্ছার্থে)+আ = ঈ+ত। **যোগানদার**—যোগান+দার তদ্ধিত প্রত্যয়; অনুরূপভাবে,—পাওনাদার, বাজনদার, অংশীদার, চৌকীদার, ভাগীদার ইত্যাদি)। **বালাখানা**—ফারসী শব্দ; 'বালা' শব্দটিতে 'উপরের' বুঝায়, অর্থাৎ পাকা বাড়ীর উপরের কোঠা, অনেক সময়ে 'কোঠা-বালাখানা' একত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'বালা'-র সঙ্গে যোগে আরও একটি শব্দ আছে। 'বালাপোষ', সেখানেও উপরের পরিধান বুঝিয়ে থাকে। **যোগাড়ে বনিতে হইবে**—যোগাড় দেয় যে = 'যোগাড়ে', তুলনীয়—খেলুড়ে, রগুড়ে; জুয়াড়ে, রেসুড়ে (রেস খেলে যে) ইত্যাদি। 'বনিতে হইবে' প্রয়োগটি একেবারেই

কথ্যরীতির অন্তর্ভুক্ত। **প্রকৃত অর্থ,**—কোনো কিছুতে পরিবর্তিত হওয়া যথা—'ভেড়া বনে যাওয়া।' **পদাঙ্কিক**—পদ—√অং+ই+ক (স্বার্থে)।

বিড়াল

সন্ধি :--**যথোচিত** = যথা + উচিত। **পুরস্কার** = পুরঃ + কার। **আবিষ্কৃত** = আবিঃ + কৃত। **চতুষ্পদ** = চতুঃ + পদ। **জ্ঞানোন্নতি** = জ্ঞান + উন্নতি। **নির্বিঘ্নে** = নিঃ + বিঘ্নে।

সমাস :—**হুঁকা-হাতে**—হুঁকা হাতে যে অবস্থায়, অলুক বহুব্রীহি। **নিমীলিতলোচনে**—নিমীলিত হয়েছে লোচন যাতে, বহুব্রীহি। ক্রি-বিণ। **যথোচিত**—উচিতকে অতিক্রম না করে, অব্যয়ীভাব। **ব্যূহরচনায়**—ব্যূহর রচনা, ৬ষ্ঠীতৎ, তাতে। **নির্জল**—নি (নাই) জল যাতে, বহুব্রীহি। **কুলাঙ্গার-স্বরূপ**—কুলের অঙ্গার, ৬ষ্ঠীতৎ কুলাঙ্গারই স্বরূপ যার, বহুব্রীহি। **স্বজাতি-মণ্ডলে**—স্ব-এর জাতি, ৬ষ্ঠীতৎ, স্বজাতির মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ, তাতে। **দিব্যকর্ণ**—দিব্য যে কর্ণ, কর্মধারয়। **ক্ষুৎপিপাসা**—ক্ষুধা ও পিপাসা, দ্বন্দ্ব। **শয্যাশায়ী**—শয্যায় শয়ন করে যে, উপপদতৎ ; অথবা শয্যায় শায়ী, ৭মীতৎ। **কৃপণ-ধনী**—ধনী হয়েও কৃপণ, কর্মধারয়। **মুষ্টিভিক্ষা**—মুষ্টিদ্বারা মেয় (পরিমেয়) যে ভিক্ষা, মধ্যপদলোপী কর্মধা। **ছোট-লোক**—ছোট যে-লোক, কর্মধারয়। **নির্বিঘ্নে**—নিঃ (নাই) বিঘ্ন যাতে, বহুব্রীহি ; ক্রি-বিণ।

টীকা-টিপ্পনী :—(১) 'মেও'—অনুকার অব্যয়। (২) নির্জল **দুগ্ধপানে** পরিতৃপ্ত হয়ে—দুগ্ধপানের দ্বারা অর্থ, করণে তৃতীয়া স্থানে সপ্তমী বিভক্তি। (৩) সেই চিরাগত **প্রথার** অবমাননা করে—প্রথাকে এই অর্থ কর্মে ৬ষ্ঠী। (৪) আমি **প্রাচীরে প্রাচীরে** ইত্যাদি—বিশেষ্যের দ্বিরুক্তি বহুবচনের সূচনা। (৫) মাছের **কাঁটা**, পাতের **ভাত** নর্দমায় ফেলে দেয় —'কাঁটাকে', 'ভাতকে' এই অর্থে, কর্মে ১মা।

পদান্তর :—প্রস্তুত (বিণ)—প্রস্তুতি (বি); চঞ্চল (বিণ)—চাঞ্চল্য (বি); যথোচিত (বিণ)—যথৌচিত্য (বি); অভিপ্রায় (বি)—অভিপ্রেত (বিণ); ধর্ম (বি)—ধর্মীয় (বিণ); পেট (বি)—পেটুক (বিণ); তেল (বি)—তেলা (বিণ)।

উপপাঠ্য গ্রন্থের

ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ-লিখন ও সার-সংক্ষেপ

ভাবসম্প্রসারণ [Amplification]

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংহত ভাব বা চিন্তাকে বিশদভাবে প্রকাশ করার নাম ভাবসম্প্রসারণ। গদ্য, পদ্য উভয় প্রকার রচনাতেই কখনো কখনো এমন কতকগুলি বাক্য ব্যবহৃত হয় যা আকারে সংহত হলেও তাৎপর্যে গভীর এবং ব্যাপক। এ সব উক্তির ভিতর যে প্রচ্ছন্ন সত্য থাকে, তাকে সুন্দর ও সরল ভাষায় প্রকাশ করাই ভাবসম্প্রসারণের লক্ষ্য। মূলভাব বা প্রচ্ছন্ন সত্যকে বুঝাবার জন্য প্রয়োজনবোধে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। ভাবসম্প্রসারণে চিন্তার সংলগ্নতা, সাবলীল প্রকাশভঙ্গিমা, প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ ভাষাই প্রধান বিচার্য। অযথা কঠিন ও চমকপ্রদ শব্দ প্রয়োগের বাতিক পরিত্যাগ অবশ্যকর্তব্য। ভাষায় যেন স্বচ্ছন্দ গতি থাকে। ভাবসম্প্রসারণের আয়তন উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য এবং রচয়িতার প্রকাশ-ক্ষমতা ও চিন্তার সাবলীলতার উপর নির্ভর করে। ভাবসম্প্রসারণ করতে গিয়ে নীচের কথা ক'টি মনে রাখা দরকার :

(১) বিষয়টি দু' তিনবার ভাল করে পড়ে মূল বা প্রচ্ছন্ন সত্যটিকে বুঝতে হবে।

(২) মূল ভাবের সঙ্গে প্রদত্ত বাক্য বা বাক্যাংশ ও উপমাদিরও ব্যাখ্যা করতে হবে।

(৩) পরে সমস্ত বিষয়টি বিশদ ও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করবার জন্য মনে মনে বিষয়টি সাজিয়ে নিয়ে সরলভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করতে হবে। জোর করে আয়তন বাড়াবার প্রয়োজন নেই।

ভাবার্থ-লিখন [Substance]

অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে প্রদত্ত প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদটি অল্পকথায় প্রকাশ করার নামই ভাবার্থ-লিখন। উদ্ধৃত গদ্য বা পদ্যাংশটি কয়েকবার

পড়লেই মূল বক্তব্য বোধগম্য হবে। তখন সেই ভাবটিকে সংক্ষেপে লিখতে হবে। এতে প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহার না করে পরোক্ষ উক্তি ব্যবহার করতে হবে। নিজস্ব রচনাভঙ্গি ও ভাষার সরলতা সর্বত্রই কাম্য।

সার-সংক্ষেপ [Pre'cis]

আজকাল সার-সংক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনেক। সংবাদপত্র, অফিস প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন। কাজের ব্যস্ততায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সব বিষয় পুরোপুরি পড়বার সময় থাকে না। নিম্নতম কর্মচারীরা কোন বিষয়ের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে লিখে দিলে উর্ধ্বতন কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সময়ের সাশ্রয় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত দানে সুবিধা হয়। সার-সংক্ষেপে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে মূল বক্তব্যটিকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সহজ-বোধগম্য ভাষায় লিখতে হবে।

সার-সংক্ষেপ লিখতে গিয়ে প্রথমতঃ প্রদত্ত অংশটি মনোযোগের সঙ্গে কয়েকবার পড়তে হয়। পড়বার সময় উদ্ধৃত বিষয়ের প্রয়োজনীয় বাক্য বা বাক্যাংশের নীচে দাগ দিয়ে নিলে ভাল হয়। মূল বক্তব্যটি বুঝতে হবে; তারপর ভাষার আতিশয্য, অলঙ্কার, উপমা ইত্যাদি বাদ দিয়ে ঘটনার বা বিষয়ের পরম্পর্য রক্ষা করে মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করতে হবে। সমস্ত বক্তব্য বা বিষয়ের অর্থ-প্রকাশক একটি শিরোনামা দিতে হবে। সার-সংক্ষেপের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে সাধারণতঃ তা মূল-অংশের এক তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে।

ভাবার্থে অলঙ্কার ইত্যাদি বাদ দিয়ে বিষয়টি সংক্ষেপে লিখতে হয়। কিন্তু তাতে বিষয়টির সব কিছুই সংক্ষেপে উল্লেখ থাকবে। কিন্তু সার-সংক্ষেপে শুধু মূল বক্তব্যটিই যথাসম্ভব অল্প কথায় প্রকাশ করতে হবে।

॥ নবম শ্রেণী ॥

গাথাঞ্জলী

* ভাবসম্প্রসারণ *

॥ ১ ॥ **তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর,**
সেই বৈষ্ণব,—জয়গৌরব ভাবে না সে কভু বড়ো!

[ত্রিরত্ন—পৃ. ৩]

সহিষ্ণুতা মানুষের একটি শ্রেষ্ঠগুণ। যে লোক দুঃখে অভিভূত বা ক্রোধে উত্তেজিত হয় না এবং সব রকম দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করতে পারে সে-ই জীবনে সাফল্য লাভ করে এবং সুখী হয়। জাগতিক দুঃখ কষ্ট তার মনের প্রশান্তি নষ্ট করতে পারে না। বৃক্ষ এবং তৃণের কাছ থেকে আমরা এ সহিষ্ণুতা শিক্ষা করতে পারি। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় মাথায় করে গাছ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশান্ত তার মূর্তি। মানুষ তার ডালপালা কেটে দেয়। তবুও সে প্রতিবাদ জানায় না। নীরবে মানুষকে ফল ও ছায়া বিতরণ করে। তৃণ আকারে ছোট। তৃণাচ্ছাদিত মাঠে চলে সকলেই স্পর্ধায় তাকে মাড়িয়ে যায়। পদাঘাতে আহত হয়েও বিনম্র তৃণ কখনো মাথা তুলে দাঁড়ায় না, বা প্রতিবাদ জানায় না। প্রকৃত বৈষ্ণবকে এই বৃক্ষ ও তৃণ অপেক্ষাও সহিষ্ণু ও বিনয়ী হতে হবে। বৈষ্ণবের এই বিনয় ও সহিষ্ণুতা তার দীনতা বা হীনতা নয়। এই বিনয় ও সহিষ্ণুতা তাঁকে নিরহঙ্কার করে তোলে—দূর করে মনের সব মালিন্য। অহঙ্কারই মানুষের পতনের মূল।

মানুষ অপরকে পরাজিত করে জয়গৌরব বোধ করে। আবার অপরের কাছে পরাজিত হলে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে,—নিজকে ছোট মনে করে। যে সহিষ্ণু এবং নিরহঙ্কার জয়-পরাজয় তার কাছে সমান। প্রকৃত বৈষ্ণব জয়ের আনন্দে উল্লসিত বা পরাজয়ের দুঃখে বিষণ্ণ হয় না।

॥ ২ ॥ **নিমাইয়ের দান বিনয়দৈন্য, নিতাইয়ের দান ক্ষমা,**
দৈন্যই যদি হন নারায়ণ, ক্ষমা যে তাঁহার রমা।

[ত্রিরত্ন—পৃ. ৪]

বিদ্যা বিনয় দান করে। প্রকৃত বিদ্যা মানুষের অজ্ঞান-দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরে পৃথিবীর বিশাল রূপ ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। তখন সে বুঝতে পারে নিজের

তুচ্ছতার কথা। ফলে তার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়। সে বিনয়ী হয়ে ওঠে। এই বিনয়কেই অনেকে দীনতা বলে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাঁকে দীন মনে করা হয়, অন্তরে তিনিই ত সবচেয়ে শক্তিশালী। আর অজ্ঞানতা যাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বাইরের ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে যে মদমত্ত, অন্তরে সে-ই প্রকৃত দীন।

জ্ঞানের আলোকে যখন সব অহঙ্কার ঘুচে যায় তখন তার মন পবিত্র ও প্রশান্ত হয়ে ওঠে। বাইরের দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার সে অনুপ্রেরণা পায়। তার ক্রোধ হয় সংযত। সে তখন ক্ষমা উজাড় করে ঢেলে দিতে পারে সকলের উপর। তার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে সব অন্যায় দূর হয়ে যায়। মানুষের প্রতি জাগে তখন গভীর মমত্ববোধ। ক্ষমতা ও দীনতা এই দুইয়েই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ।

আমাদের জাতীয় জীবনে নিমাই-নিতাইয়ের আবির্ভাব এই সত্যেরই দ্যোতক। প্রখর নৈয়ায়িক গঙ্গার জলে আপন পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার বিসর্জন দেন। ক্ষমার মহৎ গুণে নিতাই পরমশত্রু জগাই-মাধাইকেও একান্ত আপনার করে নিতে পেরেছিলেন। এই দুটি গুণই মানুষকে যথার্থ-মানুষ করে তোলে।

॥ ৩ ॥ জীব-হিতে প্রাণ যেবা করে দান জীবনে তাহারই জয়।

[অম্বরীষের যজ্ঞ—পৃ. ৪]

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। সে মরণশীল হলেও তার আত্মা কিন্তু অমর। মানুষের সুকর্মই তাকে অমরত্ব দান করে।

অনেকের ধারণা: মানুষ অল্পদিনের জন্য পৃথিবীতে আসে, কাজেই এই স্বল্প সময়ে যত পারো ভোগ কর—সুখে গা ঢেলে দাও। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। সুখ মানুষকে কখনও তৃপ্তি দেয় না—তৃপ্তি দেয় মানব-কল্যাণে আত্মত্যাগ। এই আত্মত্যাগ তাকে শুধু তৃপ্তিই দেয় না—দেহ অবসানের পর তাকে অমরত্বও দান করে। স্বামীজী বলেছেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। সব ধর্মপ্রচারক ও মহাপুরুষগণ একথা স্বীকার করেন। মানুষের সেবাই পরমধর্ম—পরমকর্ম। মানুষের কল্যাণে চৈতন্যদেব, যিশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমগ্র মানবসমাজের চিরনমস্য। তাঁরা দেহ রেখেছেন। কিন্তু তাদের আত্মা চির-অমরত্ব লাভ করেছে। জীবের উপকারে যে তাঁর প্রাণ বিলিয়ে দেয় সেই-ই প্রকৃত মানুষ—মৃত্যুর পরও সে মরে না। মানুষেরই মাঝে বেঁচে থাকে।

কাজেই আমাদের স্বল্পস্থায়ী জীবন যাতে মহিমায় ভরে ওঠে তার চেষ্টা করা উচিত। মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মানুষের কল্যাণে যে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যায়, সেই ত সত্যিকারের মানুষ।

॥ ৪ ॥ **মহান্ যাহার প্রাণ**

দেশের জাতির, লক্ষ লক্ষ প্রজাদের কল্যাণ
সাধন করিতে জীবন দিতে
প্রস্তুত যেবা, অমর সেই ত এই মর ধরণীতে।

[**অম্বরীষের যজ্ঞ—পৃ. ১২**]

পৃথিবীর অধিকাংশ লোক—যারা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে বেড়ায়, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্মৃতিও পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। কেউ তাদের মনে রাখে না। আর যাঁরা মহান, যারা আত্মত্যাগী—লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণের জন্য যাঁরা নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন মৃত্যুর পরও তাঁরা মানুষের মাঝে বেঁচে থাকেন।

পৃথিবীতে অগণিত রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে। বহু রাজা রাজত্ব করেছেন। কেউ বা বেঁচে আছেন আজও ইতিহাসের পাতায় মানুষের মনে উজ্জ্বল হয়ে। কেউ বা মানুষের ঘৃণা ও করুণার—পাত্র কিম্বা শুধু ইতিহাসের নিরস কয়েকটা অক্ষর হয়ে রয়েছেন। তাঁদের কর্মই এর জন্য দায়ী। যে সকল রাজা বা শাসক ক্ষমতার দম্ভে প্রজাদের উপর অত্যাচার করেছেন, ভোগসুখে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আজ ইতিহাসে ঘৃণার পাত্র। আর যাঁরা জাতির কল্যাণে, প্রজাদের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা হাজার হাজার বছর পরেও মানুষের মাঝে গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন; ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল পটে তাঁরা অঙ্কিত হয়ে আছেন। চেঙ্গিস, তৈমুর ইতিহাসের কয়েকটি নাম মাত্র। কিন্তু অশোক ও আকবর মানুষের হৃদয়-আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁরা আজও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁরা অমর। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে তাদের নাম লেখা আছে। কবে কোন বিস্মৃত অতীতে দেবতাদের কল্যাণে দধিচী আত্মত্যাগ করেছিলেন, আজও তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক কালের ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, বাঘাযতীন আজও মানুষের মনের মধ্যে বেঁচে আছেন। মৃত্যু তাঁদের আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারেন নি। তাঁরা দেশের জন্য, জাতির জন্য শহীদ হয়েছেন। দেশ তাদের ভোলেনি। তাঁরা চিরঅমর।

মহান যাঁদের হৃদয়, জাতি ও দেশের কল্যাণে যিনি নিবেদিত প্রাণ। তিনি মানব ইতিহাসের উজ্জ্বল মণি, মরণশীল জগতেও তিনি অমর।

॥ ৫ ॥ **ঘন বনে তপ করে যারা যোগে-যাগে,**
মুক্তি পাইতে তাদের, জানিও অনেক জন্ম লাগে।
ধন-বন মাঝে জয় করি প্রলোভন
তপ করে যেবা, এক জনমেই পায় সে মুক্তিধন।
[-শ্রীদাম-সখা—পৃ. ১৬—১৭]

মানুষ সমাজের নানা প্রলোভন, পাপ-তাপ সুখ-দুঃখ এবং জরাব্যাধির মাঝে বাস করে। এই পাপ-তাপ, দুঃখ ও মায়ার বন্ধন পরিত্যাগ করে যাঁরা নির্জন বনে, পাহাড়ে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, ঈশ্বর তাঁদের কাছে কিন্তু সহজে ধরা দেন না। মুক্তির পথ তাঁর নিকট অনেক দীর্ঘ। অনেক জন্ম সময়সাপেক্ষ। কিন্তু যাঁরা সমাজের দুঃখ-কষ্ট, পাপ-তাপ, প্রলোভন, ভোগ-সুখ, জরাব্যাধির মাঝে বাস করেও আপনার দুর্জয় মানসিক শক্তিতে ও ত্যাগের মহিমায় সমস্ত মায়া-মোহ দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে ভোগ, সুখ ও পাপের প্রলোভন জয় করতে পারেন এক জন্মেই তাদের মুক্তিলাভ হয়।

গভীর প্রলোভনের মধ্যে বাস করেও ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বোধিত হওয়া বিপুল আত্মিক শক্তির পরিচায়ক। সংসারের মাঝে ভগবানের সাধন-ভজন দুঃসাধ্য। যিনি এই দুঃসাধ্য সাধন করতে পারেন, তিনি যে অমিত আত্ম-সংযমের অধিকারী তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই তিনি মহৎ। তার মুক্তি-লাভে সময় বেশী লাগে না। কিন্তু যারা সমাজের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারে না, নানা প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারে না, তারাই বনে-পাহাড়ে গিয়ে সাধন-ভজন করে। তাদের ভগবানের প্রশংসা করেন না, করেন করুণা। অনেক দিনের সাধ্যসাধনায় ভগবান এদের করুণা করে মুক্তি দেন। আর যাঁরা সংসারের সমস্ত প্রলোভন কাটিয়ে সংসারের মাঝে থেকেই ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবান তাদের আত্মশক্তির প্রশংসা করেন। তিনি তাঁদের সহজে মুক্তি দেন। যে ধনী ধনের প্রলোভন জয় করতে পারে, সে অতুলনীয় শক্তির অধিকারী। ধন মানুষের মনে আত্ম-অহমিকা সৃষ্টি করে। তাই ধনের প্রলোভন জয় করার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ, মানসিক ও আত্মিক শক্তি লাভ হয়। এই অমিত শক্তির অধিকারীর মুক্তি

একজন্মেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কথায় এর প্রতিধ্বনি পাই : বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।

॥ ৬ ॥ ভয়ে প্রাণ মান করিবে যে দান প্রেম সে ত সঁপিবেনা,
টাকা দিয়া শুধু মাথা কেনা যায়, হৃদয় যায় না কেনা।
[রাজা ও মন্ত্রী—পৃ. ২০]

টাকা দিয়ে, শক্তি দিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণ বশ করা যায় না। টাকা দিয়ে মানুষের দেহের উপর শুধু অধিকার বিস্তার করা যায়, কিন্তু দেহাতীত যে হৃদয় তার উপর অধিকার বিস্তার করা যায় না। শক্তিশালী বা অর্থবান লোকের কাছে দুর্বল লোকেরা মাথা নত করতে পারে, তাদের কথামত কাজ করতে পারে। কিন্তু এতে করে দুর্বলের হৃদয় জয় করা যায় না। শক্তির আর অর্থের প্রভাবও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ভালবাসার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। টাকা বা শক্তি দিয়ে মন পাওয়া যায় না—কিন্তু হৃদয় দিয়ে পাওয়া যায়।

শক্তি ও অর্থের প্রভাবে যে বশ্যতা, তাতে স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা ভালবাসা থাকে না, সহজাত আনুগত্য থাকে না। হৃদয় দিয়ে হৃদয় জয় করার মধ্যেই আনুগত্য ও প্রেম লাভ করা যায়।

॥ ৭ ॥ মরণ যখন অনিবার্যই হাসিয়াই চলি যাই,
রক্ষক যেথা ভক্ষক সেথা মরা সে ত বাঁচিয়াই।...
[রক্ষক ও ভক্ষক—পৃ. ২৬]

রাজা বা শাসক স্বয়ং অত্যাচারী হলে আশ্রিতের আর কোন উপায় থাকে না। এইরূপ অত্যাচারীর অধীনে যারা বাস করে, তারা জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে। অন্যায় অবিচার সয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুতুল্য। মানুষ যখন অত্যাচারী রক্ষকের কাছে আত্মসমর্পণ না করে তার অন্যায়ের প্রতিবাদ করে—তখনই সে বাঁচা সার্থক হয়ে ওঠে। এই প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তাঁকে যদি মৃত্যু বরণ করতে হয়, সেও শ্রেয়। এই মৃত্যুই হবে তাঁর যথার্থ বাঁচা। মানুষের জীবনে মৃত্যু অনিবার্য। কাজেই মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। এরূপ আত্মসমর্পণে মানুষের আত্মার মৃত্যু ঘটে। এর চেয়ে সব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে দুঃখ কষ্ট বরণ করতে—এমন কি নিজেকেও বলি দিতে হয়, তবে তা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। তা মহান আত্মদান। যে রক্ষক ভক্ষক, তার কাছে মাথা নত করার চেয়ে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করা অনেক গৌরবের।

॥ ৮ ॥ **যোগি-ঋষিগণ জ্ঞানের ধ্যানে তপে দেখিতে না পায় যাঁরে,**
সহজ সরল প্রেমভক্তিতে গৃহে পাওয়া যায় তাঁরে।
[অর্জুন মিশ্র—পৃ. ১৪]

যাগ-যজ্ঞ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। ভক্তি দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বর-লাভের জন্য যাগ-যজ্ঞ আচার-অনুষ্ঠান বাহ্যিক আড়ম্বর যখন মুখ্য হয়ে ওঠে, তখন ঈশ্বর তার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে পাওয়া যায় না। যাগ-যজ্ঞের ভিতর মোক্ষ অপেক্ষা পথই বড় হয়ে ওঠে। আসলে সহজ সরল ভক্তিই মোক্ষ-লাভের প্রধান উপায়। সরল ভক্তি ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের আরাধনা করতে হয়। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। ঈশ্বরের সঙ্গে হৃদয়যোগের উপায় সরলভক্তি—শাস্ত্র-চর্চা বা কর্মানুষ্ঠান নয়। জ্ঞান বা ধ্যানের গর্বে মানুষ অনেক সময় অহঙ্কারী হয়ে পড়ে। জাঁকজমকের মধ্যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তাই তো কবি বলেছেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।

॥ ৯ ॥ **সম্পদপদ লভি' যে অতীত-দৈন্যের দান ভুলে**
সে তো নরাধম ঘৃণ্য চরম, ফল পেয়ে ভোলে ফুলে।
[উজীর ও বাদশাহ্—পৃ. ৪৪]

প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে মানুষ ছোট থেকে বড় হয়, গরীব থেকে বিত্তবান হয়ে ওঠে।

দীনতা অপরাধ নয় বা ঘৃণার বস্তু নয়। তথাপি উচ্চগৌরবী মানুষ নিম্নতরকে অবহেলা করে। ব্যাপারটা আরও দুঃখের হয় তখনই, যখন দেখা যায় অতীতে যে দীন ছিল আজকে সম্পদশালী হয়ে সে দীনকে হেয় জ্ঞান করছে। নিজের অতীত যে সহজে ভুলে যায়, সে মানুষ-নামের অযোগ্য।

দারিদ্র্য মানুষকে মহৎ হবার, বড় হবার প্রেরণা যোগায়। প্রতিকূল প্রত্যাঘাত যত তীব্র হয়ে ওঠে, মানুষের আকাঙ্ক্ষাও তত বৃদ্ধি পায়। আর তীব্র সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সে একদিন দারিদ্র্যকে অতিক্রম করে। যে দারিদ্র্য মানুষকে ধনী হবার প্রেরণা দেয়, তাকে কি ভোলা উচিত? ফুল থেকেই ফলের জন্ম। ফলই আমাদের প্রয়োজন মিটায়—তাই বলে কি আমরা ফুলকে অস্বীকার করতে পারি? সত্যিকারেরই মানুষ

নিজের সৃষ্টির ইতিহাস বিস্মৃত হয় না। আর যে অমানুষ নিজকে স্বয়ম্ভূ বলে ভাবে—সে অকৃতজ্ঞ, নরাধম।

॥ ১০ ॥ **শুধু হাত দিয়ে সেবা নয় সেবা, নাহি সেবে যদি প্রাণ**
শ্রদ্ধার সহ না দিলে ব্যর্থ রাজভোগ্যেরও দান।

[**বাল্মীকি মুনি—পৃ. ৫০**]

জীবে সেবা পরমধর্ম। একদিকে আর্ত-পীড়িত, দীন-দুঃখী আর একদিকে অতিথি-অভ্যাগতের সেবা সৎ গৃহস্থের কর্তব্য। কিন্তু সেবার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকেই সজাগ নন। ঐশ্বর্যশালী লোক পাচুর্যে অতিথি সেবাকে মহোৎসবের তুল্য করে তুলতে পারেন। কিন্তু দীনের পূজার বস্তু কি?

বাহ্যিক সেবাই প্রকৃত অতিথিসেবা বা আর্ত পীড়িতের সেবা নয়। যার সম্পদ আছে সে অনায়াসে দরিদ্রকে দান করতে পারে—অতিথিকে বিপুল ভোজে সন্তুষ্ট করতে পারে। এতে তার হৃদয়ের স্পর্শ তার আন্তরিকতার পরিচয় কোথায়? হৃদয়ের ভালবাসা না থাকলে সে সেবার মহত্ত্ব নেই। বিদুরের ক্ষুদে শ্রীকৃষ্ণ পরম তৃপ্ত হতেন। কারণ সে সেবা ছিল ভক্তিরসে পরিপ্লুত। উপকরণের বিপুল আয়োজন এখানে বাহুল্য। হৃদয়হীন ঐশ্বর্যবানের দান অপমান স্বরূপ। ভালবাসা দিয়েই মানুষকে খুশী করা যায়—ঐশ্বর্য দিয়ে নয়। যে সেবার মধ্যে আন্তরিকতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ভক্তি নেই—সে সেবার কোনই মূল্য নেই।

॥ ১১ ॥ **পরের বেদনা সেই বুঝে শুধু যে জন ভুক্তভোগী,**
রোগযন্ত্রণা সে কভু বুঝে না হয়নি যে কভু রোগী।

[**ক্রীতদাস—পৃ. ৫১**]

যার কখনো রোগ হয়নি, সে রোগযন্ত্রণার তীব্রতা কখনো সঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ অপরের বেদনা বুঝতে পারে না।

মানুষ তার হৃদয় দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে কল্পনা দিয়ে অপরের ব্যথা-বেদনা কিছুটা বুঝতে পারে ঠিকই, তবে তা নিতান্ত আংশিক। রোগীর যন্ত্রণা ও ব্যথিতের প্রকৃত মর্মবেদনা সম্যকভাবে একমাত্র ভুক্তভোগীই বুঝতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া মানুষ প্রকৃত তথ্য অবগত হতে পারে না। যে কোন ব্যাপার সঠিক বুঝতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার। সহানুভূতি ও সমবেদনা মানুষের হৃদয়কে প্রসারিত করে সন্দেহ নেই—অপরের

অবস্থা কিছুটা বুঝতে সাহায্যও করে বটে ; কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় না পড়লে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। দুঃখের আগুনে পুড়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়, তার ভিত্তি হয় সুদৃঢ়। কল্পনার সাহায্যে যাতনার অনুভূতি হতে পারে, যাতনা ভোগ হয় না।

॥ ১২ ॥ যতো পুঁথিগত জ্ঞানবিদ্যার ভার
সকলি অসার, ভবনদী-পারে কি মূল্য আছে তার ?
[দুই পণ্ডিত—পৃ. ৫৬]

দৃশ্যমান বস্তুই আমাদের নিকট পরম সত্য বলে প্রতিভাত হয়। দৃশ্যমান বস্তুই সর্বস্ব নহে। দৃশ্যমান বস্তুজগতের অন্তরালে যে জগৎ, সেখানে প্রকৃত সত্য লুক্কায়িত।

পরাজগৎ যখন মানুষের হৃদয়ে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়, তখন জাগতিক সুখ-দুঃখ ঐশ্বর্য-দীনতা তার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ ও অবজ্ঞেয় বলে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানবিদ্যার বিচিত্র আয়োজনে বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে সেই পরাজগৎকে উপলব্ধি করে তা সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। পুঁথিগত বিদ্যায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না—এই বিদ্যা প্রকৃত জ্ঞানলাভের একটি পথ মাত্র। ভক্তি শ্রদ্ধা একাগ্রতা অন্তর্দৃষ্টি ও সাধনাই মানুষের জ্ঞানলাভের প্রকৃত উপায়। মানবজীবন পুঁথিগত জ্ঞান-আহরণে সার্থক হয়ে ওঠে না। মানবজীবন সার্থক হয়ে ওঠে মানব-সেবায়, বিশ্বের প্রকৃত সত্য অধিগত হওয়ার মাধ্যমে ও সেই সত্যের যথার্থ প্রয়োগে।

॥ ১৩ ॥ নারীর মান যে রাখিতে না পারে
হীন কাপুরুষ জানিবে তাহারে।
[সাবিত্রী বাই—পৃ. ৬১]

অযথা প্রয়োগে শক্তির যথার্থ পরিচয় নয়—যথার্থ পরিচয় তার শোভনতা, সততা, স্বাভাবিকতার প্রতিরক্ষণে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, অত্যাচারিদের পক্ষে যখন শক্তি প্রযুক্ত হয় তখনই তা মহানুভবতায় রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল। কিন্তু নারী মূর্তিমতী জননী, জগতের সকল সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। দুর্বলকে রক্ষা, সৌন্দর্যকে রক্ষা করাই সকলের কাজ। নারীর মর্যাদা রক্ষা করা শক্তিমানের পরমধর্ম। যে কেহ নারীর মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে সচেষ্ট হবে, শক্তিশালী পুরুষের খড়্গ যেন তার উপর নিপতিত

হয়। নারীর সম্মান রক্ষা করা পুরুষের একান্ত কর্তব্য। যে পুরুষের সম্মুখে নারীর মর্যাদা বিনষ্ট হয় সে কাপুরুষ। অনেক সময় দেখা যায় যে, পুরুষ নারীর মর্যাদা ত রক্ষা করতে পারেই না, অধিকন্তু নিজের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যে নারীর উপর কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেয়। শুধু মাত্র সমস্ত কু বিশেষণে বিশেষিত করেই এদের পরিচয় হয় না।

॥ ১৪ ॥ মান হতে আর প্রাণটা বড় নয়

[মান ও প্রাণ—পৃ. ৭১]

মানুষ মরণশীল। ধনী-নির্ধন, শক্তিমান-দুর্বল সকলকেই একদিন মরতে হবে। তবুও জীবনরক্ষার জন্যে সে কি প্রাণান্তকর অবস্থা! কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই বিফল হয়। মৃত্যু অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী। কাজেই পৃথিবীতে মানুষকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচা উচিত। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে বা শক্তির প্রভাবে হীনভাবে জীবনযাপন করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। মানুষ বিত্তশালী হতে পারে। তাতে সমাজে সে কিছুটা সম্মানও পেতে পারে। কিন্তু আত্মসম্মানহীন বিত্তশালীকে লোক আড়ালে ধিক্কার দেয়। পক্ষান্তরে আত্মসম্মান-সচেতন লোক সকলের প্রশংসা অর্জন করে—এমন কি শত্রুরও। সম্মানী লোক কোন-কিছুর বিনিময়ে নিজেব মান বিসর্জন দেন না। তিনি আত্মসম্মান রক্ষার জন্য হাসিমুখে সমস্ত দুঃখকষ্ট বাধা-বিপত্তি সহ্য করেন। এমন কি আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। সম্মানীব্যক্তির কাছে প্রাণ অপেক্ষা মান বড়। আত্মসচেতনব্যক্তি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করে।

॥ ১৬ ॥ শুধু আপনার দেশে সমাদর রাজা বাদশার
গুণীর আদর মান সব ঠাঁয়ে এই দুনিয়ায়।

[গুণীর পুরস্কার—পৃ. ৭৪]

রাজা শুধু সমাদৃত হন আপন দেশে, আর গুণী সমাদৃত হন সর্বত্র। রাজার থেকে গুণী তাই শ্রেষ্ঠ। রাজাকে ভয়ে শ্রদ্ধা করে। সে শ্রদ্ধা হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ নয়। কিন্তু গুণী—তিনি রাজাই হোন আর সাধারণ ব্যক্তিই হোন সর্বত্র সমাদৃত হন। নিজদেশেও রাজার সম্মান ক্ষণস্থায়ী। ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত প্রজারা তাকে প্রকাশ্যে সম্মান জ্ঞাপন করে, আর অলক্ষ্যে তার বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হয়। কিন্তু গুণীর সমাদর চিরস্থায়ী। গুণী মৃত্যুর পরও মানুষের মাঝে বেঁচে থাকেন। গুণীর

সমাদর আপন দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বিশ্বের সর্বত্র গুণীর সমাদর। গুণীকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। আর সে শ্রদ্ধা লোকের হৃদয় থেকে উৎসারিত। তাই সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে : স্বদেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পুজ্যতে।

॥ ১৬ ॥ **হিংসা যেদিন যাইবে ছাড়ি**
সব তরবারি হইবে সেদিন কাষ্ঠের তরবারি।

[**কাষ্ঠের তরবারি—পৃ. ৭৭**]

হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মানুষ একদিন পাথরের অস্ত্র তৈরী করেছিল। আর আজ নিজের হিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে সভ্যতার শেষযুগে মানুষ নিধনের নিত্যনতুন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করছে। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। লোভ হিংসা মানুষের শুভ-বুদ্ধিকে গ্রাস করেছে। আণবিক বোমা লক্ষ লক্ষ নিষ্পাপ শিশু নিরপরাধ নর-নারীর হত্যাযজ্ঞে ব্যবহৃত হয়েছে ও হবার প্রতীক্ষায় রয়েছে। মানুষের হিংসা মানুষের এতদিনের যত্নে-গড়া সোনার পৃথিবীকে ধ্বংস করবার আয়োজন করছে। এই হিংসা মানুষের মন থেকে দূর না হলে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। অস্ত্র নয়—মৈত্রী দিয়েই হিংসা দূর করতে হবে। বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা আজ সকলে বিশেষভাবে অনুভব করছে। এযুগে একটি দেশের রণলিপ্সা সমগ্র পৃথিবীর লোকের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আজ যুদ্ধের বিস্তার ঘটলে সভ্যতার যবনিকাপাত হবে। তাই শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর প্রয়োজন। এই হিংসা দূর হলে অস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতা শেষ হবে। আণবিক শক্তি মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যাবে। পৃথিবীর মানুষের অশেষ কল্যাণ হবে। হিংসা দূর হলে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও থাকবে না। তখন তরবারিটি কাঠের তরবারিতে পরিণত হবে।

॥ ১৭ ॥ **যারা এ জীবনে হয়েছে সর্বহারা**
পরের জন্য তবু রয় তারা খাড়া।

[**মুড়াগাছ—পৃ. ১১৮**]

যারা সর্বহারা, জীবনযুদ্ধে যারা পর্যুদস্ত, যারা রিক্ত ও নিঃশেষিত তারা পরের কল্যাণে নিজকে বিলিয়ে দিতে পারে। যে জীবনে দুঃখ-নির্যাতন, অন্যায়-অত্যাচার সয়েছে সে-ই দুঃখীর ও অত্যাচারিতের বেদনা বুঝতে পারে। তাই সে উজাড় করে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে পরের কাজে। যে চিরসুখী, দুঃখদৈন্য যাকে স্পর্শ করেনি, সে কখনও অপরের দুঃখ বুঝতে

পারে না। দরিদ্রের প্রতি সুখী ব্যক্তির সমবেদনা সাময়িক খেয়াল মাত্র। পরের জন্য নিজেকে তারা নিঃস্ব করে বিলিয়ে দিতে পারে না। ভরা সুখের মাঝে তাদের মন ডুবে আছে। তাদের উপকার অনেক সময় স্বার্থ-প্রণোদিত হয়।

কিন্তু সর্বরিক্তের সমবেদনা, সহানুভূতি নিঃস্বার্থ। নিজেরা রিক্ত বলেই তারা সর্বস্ব উজাড় করে বিলিয়ে দিতে পারে পরের কল্যাণে। দুঃখীর বেদনা তারা সঠিক উপলব্ধি করতে পারে। তার সেবা, সহানুভূতি তাই আন্তরিকতার রসে সিক্ত থাকে।

* ভাবার্থ-লিখন *

॥ ১ ॥ **ঘন বনে তপ·········দীনতায় ভরা দিনের সুপ্রভাত**

[**শ্রীদাম-সখা—পৃ. ১৬-১৭**]

সংসারত্যাগী ঈশ্বর-সাধকের মুক্তি অনেক জন্মে হয়। কিন্তু ভোগসুখের প্রাচুর্যের মধ্যে ঈশ্বর-সাধনা করলে একজন্মেই মুক্তি ঘটে। ভগবান ভক্তকে ধন-ঐশ্বর্য দান করেন একজন্মে মুক্তি দেবার জন্যে। ধনের প্রলোভন ছেড়ে সাধারণ পোষাকে, সাধারণ গৃহে সামান্য আহার করতে পারলে এবং ভগবান প্রদত্ত অর্থে ভগবানের সৃষ্ট জীবের সেবা করতে পারলে একজন্মেই মুক্তি ঘটে—ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

॥ ২ ॥ **আমার শরীরে শোণিত ঝরুক···করিতেছে বর্ষণ।**

[**পারিয়া সাধক—পৃ. ২৩**]

সমাজের প্রভাবশালী মানুষ ইটপাঁচিলের মন্দিরে দেবতাকে বন্দী করে রেখেছে। সেখানে অস্পৃশ্য জাতির প্রবেশাধিকার নেই। জাঁকজমকে দেবতাকে আড়াল করে রেখেছে কোটি কোটি ভক্তের কাছ থেকে, ভগবানকে দেখবার প্রবল আকুতি যাদের। ভক্তেরা নিজেদের মুক্তি চায় না—চায় মন্দির থেকে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মাঝে ভগবানের মুক্তি।

॥ ৩ ॥ **কহিলেন, প্রভু তোমার···তব বেদনাতাপিত বুক**

[**উপ্পালা পটচারা—পৃ. ৩১-৩২**]

শোকাতুরা পুত্রহারা জননী বুদ্ধদেবের কাছে শান্তি খোঁজে। প্রভু জানান, পৃথিবীতে সবাই শোক পায়। হাসিমুখে যে সমস্ত শোক ভুলে

যেতে পারে অপরের কথা ভেবে, সেই প্রকৃত শান্তি পেতে পারে। শান্তি ধর্মের কাছে নেই—আছে নিজ অন্তরে।

॥ ৪ ॥ দণ্ড তিনেক পরে........দিও তুমি অভাগায়

[উজীর ও বাদশা—পৃ. ৪৩-৪৪]

বাদশা উজিরের দরজায় করাঘাত করার পর মেষপালকের বেশে উজির সম্মুখে এলেন। রাজা তাঁর দীন বেশের কারণ জানতে চাইলে উজির বললে, তিনি মেষপালক থেকে উজির হয়েছেন। পাছে অতীতকে তিনি ভুলে যান, তাই প্রতি রাত্রে এই দীনবাস পরিধান করেন। দিবসে তাঁর অভিনয়—রাত্রিতেই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। বাদশা নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওমরাহ্‌দের ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন।

॥ ৫ ॥ ভীমসেনে ডাকি ইন্দ্রপ্রস্থে...আমি হইতাম খুশি।

[বাল্মীকি মুচি—পৃ. ৪৭-৪৮]

ঈশ্বর প্রকৃত ভক্তকে ভালবাসেন। ভক্তিহীন প্রাচুর্য তাঁর কাছে কাম্য নয়। প্রকৃত ভক্তই তাঁর কাম্য। ভক্তকে যিনি সেবা করেন ভগবান তাঁকেই আশীর্বাদ করেন। ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ব্যতীত ঈশ্বর আরাধনা অপূর্ণ।

॥ ৬ ॥ গভীর নিবিড় প্রেম যে......দুঃখ তো তার তপ।

[রাঁকা ও বাঁকা—পৃ. ৮১]

ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করলে পার্থিব সুখলালসা নিমেষে তুচ্ছ প্রতিভাত হয়। সাধারণ লোক যা দুঃখ বলে মনে করেন, প্রকৃত ভক্ত তা সানন্দে আপনার জীবনে বরণ করে নেন।

॥ ৭ ॥ কহিলেন নৃপ, শুন যথার্থ...তাহাদেরি দেওয়া ধনে।

[দানের পাপ—পৃ. ৯০]

প্রজাপালনই রাজার দায়িত্ব। প্রজার অর্থেই রাজকোষ পূর্ণ হয়। তাই প্রজার কল্যাণে রাজকোষের অর্থ ব্যয় করা উচিত। রাজা প্রজাদের কর্মচারী মাত্র। প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় করবার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে বা স্বোপার্জিত ধন তিনি দান করতে পারেন। কিন্তু প্রজাদের কল্যাণে খরচ না করে সেই অর্থ দান করলে দানের কোন পুণ্যফল লাভ হয় না। পরের অর্থ দান করা চলে না। পাপার্জিত অর্থদানে পাপ দূর হয় না।

॥ ৮ ॥ গঙ্গার জলে প্রয়াগে কুম্ভ……শিবের সেবা।
[তীর্থফল—পৃ. ১০৭]

জীবে প্রেম না থাকলে তীর্থযাত্রায় কোন পুণ্য নেই। অলৌকিক দেবতার পূজার ছলে আমরা মানুষরূপী ভগবানকে অবহেলা করি। তৃষ্ণার্ত মানুষকে জল না দিয়ে মৃণ্ময় দেবমূর্তির পায়ে জল ঢাললে পুণ্য অর্জন হয় না। জীবসেবাই প্রকৃত ঈশ্বরসেবা।

॥ ৯ ॥ জাফর ও বান্দা [সম্পূর্ণ]

নিজের দানের জন্য দানশীল জাফর মনে মনে গর্ব অনুভব করতেন। একদিন দেখতে পেলেন যে তাঁর ভৃত্য একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে তার বরাদ্দ তিনখানি রুটিই খাওয়াচ্ছে। জাফরের প্রশ্নের উত্তরে বালক জানায় যে মানুষের খাদ্য এক দু'দিন পর হলেও জুটবে কিন্তু কুকুর খাদ্য কোথায় পাবে। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবকে সেবা করা পরমধর্ম। জাফরের স্বপ্ন পূর্ণ হল। নিজে উপবাসে থেকে পৃথিবীতে যাঁরা অপরকে খাওয়াতে পারেন, তাঁরাই মহৎ। তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল ব্যক্তি। জাফর বান্দাকে মুক্ত করে দিলেন।

॥ ১০ ॥ কুব্জের প্রার্থনা [সম্পূর্ণ—পৃ. ১১৯]

উপাসনায় সন্তুষ্ট হয়ে সূর্য কুব্জকে বর দিতে চাইলে কুব্জ প্রার্থনা করল : কুঁজো বলে সকলে তাকে ঘৃণা করে, কাজেই সকলের পিঠে কুঁজ হোক। দেবতা জানালেন, মানুষের সৌন্দর্য তার আকৃতিতে নয়—অন্তরের সৌন্দর্যে। হৃদয় যার পবিত্র সবাই তাকে ভালবাসে।

॥ ১১ ॥ শীলানন্দ সে মহাস্থবির…তুমি বন্ধু লভিবে নির্বাণ।
[অজন্তা গুহায়—পৃ. ১২১]

তপস্বী তার ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের সাধনা করেন। কিন্তু শিল্পীর সাধনায় সর্বজনের আকুতি প্রকাশ পায়। শিল্পী যখন ঐহিক সুখদুঃখ ভুলে শিল্পরচনায় বিভোর হয়ে যান, তখন তাঁর শিল্পের মধ্যে সাধারণ মানুষের যুগযুগান্তের নীরব বাণী মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই শিল্পী সাধারণ তপস্বীর চেয়ে মহৎ।

* সার-সংক্ষেপ *

১। ত্রিরত্ন

বৈষ্ণবের ধর্ম

পরমবৈষ্ণব রূপ ও সনাতন ব্রজধামে সাধন ভজনে ব্যাপৃত আছেন। একদিন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ-সনাতনকে তর্কে পরাজিত করতে এলেন। বিনাতর্কেই রূপসনাতন আগন্তুক পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখে দিলেন। পণ্ডিতের বৃথা আস্ফালনে অসহ্য হয়ে রূপ-সনাতনের শিষ্য শ্রীজীব পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করলেন। জয়ের কথা শুনে রূপ শ্রীজীবকে যশোলাভের ইচ্ছা ত্যাগ না করতে পারার জন্য তিরস্কার করলেন। অনুতপ্ত জীব গুরুপদে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন, কিন্তু রূপ তাকে বিমুখ করলেন। সনাতন তখন রূপকে স্মরণ করিয়ে দিলেন: যশোগৌরব যেমন বৈষ্ণবের কাম্য নয়, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার অভাবও তেমনি অবৈষ্ণবোচিত। জীব তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। অনুতাপীকে ক্ষমা না করায় রূপেরও সে অপরাধ ঘটছে। রূপের চৈতন্যোদয় হলো, তিন মহাত্মার আবার মিলন হলো।

২। রাজা ও মন্ত্রী

প্রেম

বৈশালীর প্রজারা তাদের রাজা কঙ্ক থেকে মন্ত্রী বিজয়কে বেশী ভালবাসে। আত্মত্যাগী দানশীল বিজয়কে জনসাধারণ তাদের হৃদয় সমর্পণ করেছে। বিজয়ের প্রশংসায় দেশ মুখর। বিজয়ের যশে ঈর্ষাকাতর হয়ে কঙ্ক তাঁকে গোপনে হত্যা করালেন। তবুও বিজয়ের নাম মানুষের মন থেকে মুছে গেল না, বরং তার যশোনাম আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল। রাজা রাজ্যের মধ্যে বিজয়ের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ করলেন। প্রাণভয়, অর্থলোভ কিছুই উদয়কে বিজয়ের প্রশস্তি গাওয়া থেকে বিরত করতে পারল না। ঘাতককে সে সাদরে তার শিরচ্ছেদন করবার জন্যে আহ্বান জানায়। তখন রাজা কঙ্কের চৈতন্যোদয় হলো। তিনি বুঝলেন, ঐশ্বর্য বা ভয় দেখিয়ে নয়— হৃদয় দিয়েই শুধু হৃদয় জয় করা যায়।

৩। রক্ষক ও ভক্ষক

রক্ষক ভক্ষক

রাজার দুরারোগ্য ব্যাধি। রাজপুরোহিত দৈববিধান দিলেন, সুলক্ষণযুক্ত কোন বালককে মহাশক্তির কাছে বলি দিলে রাজা সুস্থ হবেন। বিচারকও একথা অনুমোদন করলেন। প্রভূত অর্থের বিনিময়ে এক দরিদ্র জননীর পুত্রকে বলি নিমিত্ত আনা হল। বধ্যভূমিতে পৃথিবীর লীলাবৈচিত্রের কথা মনে পড়ায় বালক হেসে উঠল ভাবল, আপন আপন স্বার্থে প্রতিপালক জননী, অন্যায়ের প্রতিকারক বিচারক, প্রজা-রক্ষক রাজা, এমন কি নিখিল আশ্রয়-মাতা এক নিরপরাধ বালকের হত্যা-সাধনে প্রবৃত্ত। তারা রক্ষক নয়—ভক্ষক। বালকের কথা শুনে রাজার চৈতন্যোদয় হল। তিনি বালকটিকে মুক্তি দিলেন।

॥ ৪ ॥ **প্রভুত ভোজনে তৃপ্ত······ধর্মেরই জয় হয়।**

[দুর্বাসার পরীক্ষা—পৃ. ৬৬৭]

যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠা

উপাদেয় ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে সাধুরা যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করলেন। দুর্বাসার কঠোর পরীক্ষায় যুধিষ্ঠির উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি খুশী হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বর দিতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির পার্থিব কিছু চাইলেন না। তিনি বললেন—যতই দুঃখকষ্ট, বিপদ-আপদ আসুক না কেন তিনি যেন সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে অবিচল থাকেন। দুর্বাসা আশীর্বাদ করে বললেন, ধর্মের জন্য আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয় না, ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

॥ ৯ ॥ **অর্জুন মিশ্র**

ভক্তিতেই মুক্তি

ঈশ্বসাধক ব্যক্তির ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বয়ং ভগবান গ্রহণ করেন—গীতার এই উক্তি সাধক অর্জুন মিশ্র ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দিলেন। অর্জুনমিশ্রের ধারণা, সাধকের আহার্যের প্রয়োজন নেই।

দুদিন মুষলধারায় অবিরল বারিপাতে অন্ন জোটে নি। একসময় দুটি শিশু খাদ্য হাতে মিশ্র গৃহিণীর কাছে উপস্থিত হলো। গৃহিণী অভিভূত হলেন। শিশুরা জানাল, অর্জুন মিশ্র পূজামন্দির থেকে খাদ্য পাঠিয়েছে। কিন্তু শিশুদের পৃষ্ঠদেশে গভীর ক্ষত দেখে তিনি মূর্চ্ছিত হলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করে অর্জুন মিশ্র সব শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি ত কাউকে আহার্য দিয়ে পাঠান নি। তিনি বুঝতে পারলেন এটা তার দুর্বিনীতের প্রত্যুত্তর মাত্র। তার জ্ঞানচর্চার দাম্ভিকতায় তিনি যে ঈশ্বরকে পান নি, তার গৃহিণী সরল ভক্তিগুণে আজ তাঁরই দেখা পেলেন। বালক দুটি কৃষ্ণ-বলরাম ছাড়া আর কেহই নন।

॥ ৬॥ গুণীর পুরস্কার

গুণীর সম্মান

ওস্তাদের সংগীতে মুগ্ধ হয়ে বাদশা তাকে লক্ষ টাকা মূল্যের বাজুবন্ধ উপহার দিলেন। বাদশা দান করে মনে মনে অহঙ্কার করলেন। তিনি ছাড়া এত ঐশ্বর্য দিয়ে কে গুণীর সমাদর করতে পারে। গুণীর কণ্ঠে রাজার এ-ধারনার প্রতিবাদ শোনা গেল। রাজা ক্ষুব্ধ হলেন। তখন গুণী রাজার থেকেও যে বড় সমঝদার এ পৃথিবীতে আছে তা দেখাবার জন্য বের হয়ে পড়লেন।

এক সংগীতরসজ্ঞ বৃদ্ধ সুবাদার গুণীকে আদর করে রাখলেন। ওস্তাদ দশবছর ধরে সংগীতসুধায় বৃদ্ধকে মুগ্ধ করলেন। সুবাদার ওস্তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিতে চাইলেন। ওস্তাদের অনুরোধে বৃদ্ধ সুবাদার দুহাতে দু' লক্ষ টাকার বাজুবন্ধ গড়ে দিলেন। ওস্তাদ দেশে ফিরে এলেন। রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ওস্তাদকে বক্ষে গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝলেন, গুণী সর্বত্রই পূজিত হন।

॥ ৭ ॥ রাঁকা ও বাঁকা

প্রেমভক্তির প্রভাব

পাণ্ডুরপুর গ্রামের এক নিঃস্ব দম্পতি রাঁকা ও বাঁকা। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও অচলা তাদের হরিভক্তি। কোন পাপ তাদের স্পর্শ করতে পারে না। নারদমুনি এই ভক্তকে দরিদ্র করে রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলেন লক্ষ্মীর কাছে। লক্ষ্মী হেসে বাঁকা ও রাঁকার যাতায়াত পথে দু'খণ্ড মোহর রেখে দিলেন।

মুহূর্তের জন্যে তারা বিভ্রান্ত হলেও প্রলোভনের ফাঁদে ধরা দিল না। অর্থ-কামনা ভক্তিপথের বাধাস্বরূপ, এই বিশ্বাসে বাঁকা ও রাঁকা মোহর দুটিকে ধুলোর চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করে ফেলে রেখে চলে গেল। নারদমুনির চৈতন্যোদয়

হল। নারায়ণ বললেন, প্রেমভক্তির স্পর্শ লাভে যে ধন্য হয়েছে, পার্থিব সম্পদ বা কামনা তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না।

॥ ৮ ॥ **একদা শ্রাবণে……শ্রদ্ধাভরে।** (**কুরুক্ষেত্র**)

মহৎ দৃষ্টান্ত

শ্রাবণের দুর্যোগপূর্ণ দিনেও রাজা নিজহাতে চাষ করছেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এর কারণ জানতে চাইলেন। রাজা জানালেন, দুর্ভিক্ষের ভয়ে তিনি চাষ করছেন। কারণ, প্রজারা আলস্যে দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু সঞ্চয় রাখে না। তাঁর দৃষ্টান্তে চাষীরা প্রাণপণ পরিশ্রম করে। ফলে অতিরিক্ত শস্য-উৎপাদন হয়। জীবিকার্জনে কোন কাজই হীন নয়। আপন আপন খাদ্য সংগ্রহে রাজা ও প্রজার সমান কর্তব্য। রাজার মহৎ দৃষ্টান্তেই প্রজাদের মনে উৎসাহ জাগে।

॥ ৯ ॥ **তীর্থফল**

জীবে সেবাই শিবে সেবা

প্রয়াগের জল হাতে সাধু চলেছেন রামেশ্বরে, শিবের মাথায় ঢালতে। পথিমধ্যে তৃষ্ণার্ত এক গর্দভকে তিনি তার সমস্ত জল দিয়ে দিলেন। শিষ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, এতদূর এসে একটা গর্দভের জন্য তাঁরা পুণ্য অর্জন করতে পারলেন না। সাধু জানালেন, ভগবান আগে থেকেই তার কলসী ভারমুক্ত করেছেন। জীবের মধ্যেই ভগবান। জীবে সেবাই শিবে সেবা।

গল্পে উপনিষৎ

* ভাবসম্প্রসারণ *

॥ ১ ॥ দম, দান, দয়া—ইহা আমাদের পিতামহ প্রজাপতির একটি বড়ো শিক্ষা। ['দ'—পৃঃ ৪]

দেবতা, মানুষ এবং অসুরকে তিনটি 'দ' এর মাধ্যমে ব্রহ্মা জ্ঞান করেন। এই তিন 'দ'-এর অর্থ দমন কর, দান কর ও দয়া কর।

মানুষ ষড়-রিপুর বশ। প্রবৃত্তিকে দমন করা কঠিন কাজ। প্রবৃত্তি ও রিপুর তাড়নায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পাপের পঙ্কিল গর্ভে পা দেয়। লোভ, মোহ, ক্রোধ, কাম ইত্যাদি দমন করতে না পারলে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না। সকল পাপ-কর্মের মূলেই ষড়-রিপুর দুর্বার প্রভাব। কঠোর সাধনা দ্বারা এই রিপুর ইচ্ছা দমন করতে হয়। রিপু মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই শত্রুর বিনাশ সাধন করতে পারলেই মানুষের জয় হবে।

আত্মদমন সম্ভবপর হলে পরহিতব্রত মানুষের পক্ষে অনায়াসসাধ্য। দানেই ঐশ্বর্যের যথার্থ ব্যবহার। দীন-দরিদ্র ও অতিথিকে দান করা ও সেবা করা সকলেরই কর্তব্য। দান মানুষকে মহৎ করে তোলে।

আর জীবে দয়া পরমধর্ম। কাহাকেও হিংসা করতে নেই। হিংসা মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে হানাহানিতে নিয়োজিত করে। মানুষকে স্বার্থান্বেষী ও কুচক্রী করে তোলে। প্রীতির বিনিময়েই প্রীতি পাওয়া যায়। হিংসা দিয়ে কাউকে জয় করা যায় না।

দম, দান, দয়া—এই তিনটি গুণ আয়ত্ত হলে মানুষ মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়।

॥ ২ ॥ সত্যকেই পরম বল ও ভরসা করিতে হইবে। তাহাতে লোকচক্ষে হারিলেও জিত, নিজের মনের কাছে কখনও দৈন্য আসে না। [সত্যকাম—পৃঃ ২৪]

সত্য শাশ্বত; সত্য মহা শক্তি। সত্যাশ্রয়ী মানুষ প্রভূত বলের অধিকারী। তার আত্মবিশ্বাস হয় সুদৃঢ়। সে জগতের সুখ-দুঃখ, প্রলোভন, ভীতি সব তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে।

সত্যকে বরণ করতে গিয়ে অনেক সময় সাধারণভাবে লোকচক্ষে কেহ

হেয় হয়ে যেতে পারে। সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিকে বিভিন্ন জাগতিক নির্যাতন, অত্যাচার সহ্য করতে হতে পারে। আজকের যুগে সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তির দুর্ভোগ আরও বেশী। তবুও সত্য ধ্রুব, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

শুধু কথায় নয়, কায়মনবাক্যে সত্যকে আশ্রয় করতে হবে। তাহলে সে হৃদয় এক মহাশক্তি লাভ করবে। সত্যাশ্রয়ীর হৃদয়ের তেজে, নয়নের জ্যোতিতে সবাই ম্লান হয়ে যাবে। সত্যবাদী সবদাই অগণিত মানুষের মাঝেও ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সত্যের ক্ষয় নেই। যে একবার এই মহাশক্তির সন্ধান পেয়েছে—কোন প্রলোভনই তাকে সত্য পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে না।

॥ ৩ ॥ **যিনি সত্যে স্থিত তিনিই ব্রাহ্মণ, সত্য ও সরলতাই ব্রাহ্মণের পরিচয়।** [**সত্যকাম—পৃ. ২৮**]

ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না। গুণেই ব্রাহ্মণের পরিচয়। আর্যসমাজে ঋষিগণ বংশ নয়, গুণগত দিক দিয়েই ব্রাহ্মণত্বের বিচার করতেন। আর্যসমাজে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সবোচ্চে। এই স্থান ব্রাহ্মণ-সুলভ গুণগত বিকাশের উপর নিভর করত। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ দু'টি গুণ হলো—অকপট সারল্য ও সত্যবাদিতা। বিদ্যাশিক্ষা ও সাধনা দ্বারা এ-গুণের বিকাশ করতে হয়। কোন প্রলোভন বা ভয়ই ব্রাহ্মণকে সত্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারে না। কপটতা, মিথ্যা প্রকৃত ব্রাহ্মণকে স্পর্শও করতে পারে না। ব্রাহ্মণের পরিচয় ব্রাহ্মণসুলভগুণে। সত্যবাদিতার জন্যেই গুরু গৌতম কর্তৃক অজ্ঞাত কুলশীল জাবালসত্যকাম ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

॥ ৪ ॥ **পদ্মপাতায় যেমন জল স্পর্শ করে না, তেমনই এই তত্ত্বজ্ঞানীকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।** [**গুরু সত্যকাম—পৃ. ৪২**]

প্রকৃত জ্ঞানী কাজে নিযুক্ত হয় ঠিকই কিন্তু কাজই তাদের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ও লক্ষ্য হয় না। পদ্মপাতার উপর জল থাকে না, গড়িয়ে পড়ে যায়। তেমনি তত্ত্বজ্ঞানী এই পাপতাপ জরামগ্ন পৃথিবীতে নানাকর্মে লিপ্ত থাকলেও পাপ তার চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে না। ধূলি-ধূসরিত ধরণীর উপর দিয়ে তিনি চলে যান। কিন্তু ধুলিমালিণ্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পাপ থেকে তার একমাত্র আত্মরক্ষার বর্ম তত্ত্বজ্ঞান।

সাধারণ মানুষ যারা পাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন নয় বা পাপের

স্পষ্ট রূপ যাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয় নি তাদের পাপ সহজেই স্পর্শ করতে পারে। তারা সংসারের কাজকর্মের মধ্যে নিজদের হারিয়ে ফেলে; ভরাসুখের মাঝে গা ভাসিয়ে দেয়। ফলে তাদের চিত্ত হয় কলুষিত। সত্যকে তারা হারায়। তাদের জীবন পাপের গভীর পঙ্কে ডুবে যায়। সত্যশিবের দুর্লভ পরশ থেকে তারা হয় বঞ্চিত। কাজকে লক্ষ্য করা উচিত নয়—মোক্ষই আসল লক্ষ্য।

॥ ৫ ॥ ধনু হইতে শরের ন্যায় বাক্য একবার মুখ হইতে নির্গত হইলে তাহা আর ফিরান যায় না। [**নচিকেতা—পৃ. ৪৮**]

বাক্য ব্রহ্ম। বাক্যের শক্তি অমোঘ। কাজেই এই অমোঘশক্তির অপপ্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত নয়। বাক্য আমাদের ভাব প্রকাশ করে; আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। মধুর বাক্যে লোকে তুষ্ট হয় আর কটু বাক্যে হয় রুষ্ট। বাক্যের সঠিক সুসংযত ও শিল্পসম্মত প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। বাক্যসংযম একটি বড়ো গুণ। 'সে কহে বিস্তর মিঠা, যে কহে বিস্তর।'

বাক্যের সঙ্গে শরের তুলনা চলে। ধনু থেকে শর একবার নিক্ষিপ্ত হলে তা শরনিক্ষেপকারীর কর্তৃত্বাধীনের বাইরে চলে যায়। শরকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। শর নিক্ষেপ করবার আগেই ভেবে চিন্তে লক্ষ্যবস্তু ও পরিমাপ ঠিক করে নিতে হবে। তবেই শরনিক্ষেপ কার্যকরী হবে। তেমনি বাক্যও একবার নিক্ষিপ্ত হলে আর তা ফিরিয়ে আনা যায় না। কাজেই বাক্যপ্রয়োগে সাবধানতা ও সংযম রক্ষা করা প্রয়োজন। বাক্যের অপপ্রয়োগে সংসারে অজস্র কলহ-বিবাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। দশরথকে তাঁর কথার মূল্য দিতে হয়েছিল প্রাণপ্রতীম পুত্র নির্বাসনে।

॥ ৬ ॥ পৃথিবীকে যদি স্বর্গ করিতে না পারি, তবে স্বর্গেতেই পৃথিবী লইয়া আসিব। [**নচিকেতা—পৃ. ৫৬**]

পৃথিবীতে মানুষ ব্যাধি-জরা, শোক-দুঃখ ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। এখানে মানুষ সর্বদাই মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত। তাই মানুষ এই দুঃখময় পৃথিবী পরিত্যাগ করে স্বর্গে যাবার জন্য ব্যাকুল। সেখানে আছে অনন্ত সুখ। তাই এই পৃথিবীর বুকে কি করে স্বর্গ-সুখ স্থাপন করা যায় তা প্রত্যেক মানব প্রেমিকেরই কাম্য। পৃথিবী থেকে জরা-মৃত্যু শোক-দুঃখ দূর করতে হলে হয় পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে হবে—নয় স্বর্গতেই পৃথিবীকে উন্নীত করা প্রয়োজন।

নচিকেতা পৃথিবীর দুঃখ দূর করতে চাইলেন। তিনি চাইলেন পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হউক। আর তা সম্ভব না হলে তিনি মানুষের মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ করবেন যাতে মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ উপভোগ করতে পারে। তিনি সঙ্কল্প করলেন, পৃথিবী ও স্বর্গকে এক সূত্রে বাঁধবেন—উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

॥ ৭ ॥ ধীর ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহারাই প্রেয় পরিহার করিয়া কেবল শ্রেয়কে বরণ করেন। **[নচিকেতা—পৃ. ৬২]**

জাগতিক সুখ তুচ্ছ। মানুষ অল্প আয়াসেই এই সুখ লাভ করতে পারে। এই সুখ আপাতমধুর। এই সুখ মানুষকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করে না—গভীর পঙ্কে নিক্ষেপ করে। জ্ঞানী ব্যক্তির এই আপাত-সুখ কাম্য নয়। তিনি চান শাশ্বত সুখ ও শান্তি যা মনকে গভীর প্রশান্তিতে ভরে তুলবে। এই সুখলাভ আয়াসসাধ্য। এই পরম ও আধ্যাত্মিক সুখের সন্ধান যিনি পেয়েছেন তিনি জগতের সব প্রলোভনই জয় করতে পারেন। জ্ঞানী ও সাধকের কাছে অধ্যাত্মসুখ—যা শাশ্বত, তাই কাম্য। তারা পৃথিবীর সহজলভ্য সুখ-মোহ-লোভকে পরিহার করে চলেন। সকল সুখের আধার যিনি সেই পরমারাধ্যকে—পরম শ্রেয়কে লাভ করবার জন্যই তাদের মন প্রাণ নিয়োজিত।

॥ ৮ ॥ এই জিজ্ঞাসা, এই সংশয়, এই ভয়ের অনুভূতি সাধনার প্রথম সোপান। এই সংশয়ই বিচার ও বৈরাগ্য।

[ভৃগুর তপস্যা—পৃ. ৬৮]

পৃথিবীতে সব জিনিস মানুষের আয়ত্তে নেই। এক পরমশক্তি সমস্ত পৃথিবীকে পরিচালনা করছেন। কিন্তু এই মহান পরিচালকের পরিচয় কি? কি তার রূপ? এ থেকে সংশয়, জিজ্ঞাসার সৃষ্টি। আর সংশয় এবং জিজ্ঞাসাই মানুষের জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান। অসহায়-ভীত মানুষের কোনও অবলম্বন প্রয়োজন হয়। এই ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য এক অদৃশ্য শক্তির আরাধনা করে মানুষ। এই ভয় আনে বৈরাগ্য—আনে সুবিচার ও বিবেচনা। মৃত্যু ভয় না থাকলে মানুষ জাগতিক সুখভোগে নিমগ্ন থাকতো। সে সকলেই তুচ্ছ জ্ঞান করতো। এখানে বিচার-বিবেচনা, সহানুভূতি, ভালবাসার স্থান হত না। মানুষ আত্মগর্বে আত্মকলহে নিমগ্ন থাকতো।

সকল জ্ঞান লাভের প্রথম সোপানই সংশয় ও জিজ্ঞাসা। সংশয় সৃষ্টি হলেই 'জিজ্ঞাসা' আসবে। আর তা মানুষকে জ্ঞানী করে তুলবে। অনন্ত জ্ঞানের সুধা পান করতে হলে, সৃষ্টি রহস্যকে জানতে হলে, মহাশক্তির রূপ উপলব্ধি করতে হলে চাই সংশয়—চাই জিজ্ঞাসা। নরেন্দ্রনাথের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে সংশয় জেগেছিল বলেই তিনি ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দরূপে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন। তাই সংশয় ও জিজ্ঞাসা অবাঞ্ছনীয় নয়—একান্তই কাম্য।

॥ ৯ ॥ খালি মাটিকে জানিলে মাটির সকল জিনিসকেই জানা হয়। [পিতা ও পুত্র—পৃ. ১৪৭]

মাটি থেকে বিভিন্ন ধরণের পাত্র তৈরী হয়। মাটি আমাদের ফসল জোগায়। মাটি দিয়ে আমাদের দেহ তৈরী। মাটিতেই আমাদের দেহের বিলীন। তাই মাটিকে ভাল করে জানলে সবকিছু রূপের ধারণা করা যায়। সকল কিছুর মূলে মাটি। এমনি প্রত্যেকটি জিনিসের মূলকে জানলে মূল থেকে উৎপত্তি বিভিন্ন রূপ ও জিনিস সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

অসংখ্য জীব ও বস্তুর আধার এই জগৎ। বিচিত্র তার রূপ। কারো পক্ষে এই বিশাল পৃথিবীর অগণিত বস্তু ও জীব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। মানুষের সাধ্য সীমিত—জীবন ও স্বপ্ন। কাজেই পৃথিবীর বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারকে জানা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সকল সৃষ্টি-রহস্যের মূল সত্যকে জানা প্রয়োজন। সৃষ্টির মূলকে জানলেই সৃষ্টিকে উপলব্ধি করা যায়। জগতের মূল পরমব্রহ্মকে জানতে পারলে মানুষের জীবন সার্থক হয়। তিনি জগতকে উপলব্ধি করতে পারেন।

ভাবার্থ-লিখন *

॥ ১ ॥ সকলের অভিমান যখন·········আমাদিগকে রক্ষা কর।

[প্রাণের জয়—পৃ. ৯]

চক্ষু, কর্ণ, বাক্য, মন সকলেই মানুষের দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রাণের প্রয়োজন সর্বাধিক। প্রাণের পুষ্টিতেই সকলের পুষ্টি। প্রাণই সকলকে রক্ষা করে। সকল শক্তির মূল-শক্তি প্রাণ বিলুপ্ত হলে জীবন নাশ হয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পায়।

॥ ২ ॥ **দূরে দেবগণ তখনও·········বিজয়লাভ করিয়াছেন।**

[দেবগণের ব্রহ্ম দর্শন—পৃ. ২১]

ব্রহ্মা সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। তিনিই আত্মা—তিনিই মহাশক্তি। তিনি সকলের থেকে ছোট ও বড, দুই-ই। তার শক্তিতেই সকলে শক্তিমান ও জ্ঞানী।

॥ ৩ ॥ **এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন·········পরমা গতি।**

[নচিকেতা—পৃ. ৬৩]

বেদ-বিদ্যা দিয়ে আত্মাকে জানা যায় না। অধ্যয়ন ব্যতীত বেদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও জ্ঞানচর্চা। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু তপস্বীর দেহ—রথ, আত্ম—রথী, বুদ্ধি—সারথী, মন—লাগাম এবং ইন্দ্রিয়গুলি অশ্বসদৃশ। এ সকলের প্রধান পুরুষ। আর এই পুরুষরূপের মাধ্যমে আত্মাকে জানাই বেদ-অধ্যয়ন।

॥ ৪ ॥ **"যিনি অন্ধকারে থাকিয়া·········তিনিই অমৃত।"**

[যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী—পৃ. ৮৩-৮৪]

আত্মা জলেস্থলে আলোতে অন্ধকারে সর্বত্র বিরাজ করছে। কিন্তু আত্মাকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু আত্মা সব দেখেন। তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত তুল্য।

॥ ৫ ॥ **পতির প্রয়োজনের নিমিত্তই······বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানা হয়।**

[যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী—পৃ. ৯৫]

আত্মা দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। এই আত্মার উপলব্ধির ভিতরেই সত্যদর্শন ঘটে। স্বামী-স্ত্রী-পুত্র, অর্থ সব কিছুই আত্মতুষ্টির নিমিত্ত প্রয়োজন। আত্মার প্রীতিতেই সংসারের প্রীতি। আত্মাকে জানলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানা যায়। আত্মোপলব্ধি তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

॥ ৬ ॥ **এদিকে বিরোচন যাইতে যাইতে···লাভ করা যায়।**

[দেবাসুরের আত্মজ্ঞান—পৃঃ ১১৬]

বিরোচন তার অসুর-বুদ্ধিতে দেহের ছায়াকে আত্মার ছায়া বলে সাব্যস্ত করল। সে প্রজাপতির উপদেশের বিকৃত অর্থ করল। সে অসুরদের ডেকে বলল, প্রজাপতি জানিয়েছেন যে দেহই আত্মা। দেহের পূজা ও সেবাতেই ইহলোক ও পরলোক লাভ করা যায়।

* সারসংক্ষেপ *

॥ ১ ॥ **এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে…হেয় হইয়া পড়ে।**

[দেবগণের ব্রহ্মদর্শন—পৃঃ ১১৪]

ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ

সৃষ্টির গোড়াতে দেবতা, মানুষ ও অসুরের কাছে সকল শক্তির আধার পরমব্রহ্মের রূপ অজ্ঞাত ছিল। দেবতারা অসুরদের পরাজিত করে নিজেদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে গর্ববোধ করতেন। ঋষিদের মনে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে সংশয় ছিল। ব্রহ্মা সকলের সংশয় ও প্রমাদ নিরশনের জন্য আত্মপ্রকাশ করলেন। ঋষি ও দেবতারা ব্রহ্মদর্শন করে ধন্য হলেন। অসুরেরা মহাশক্তি-দর্শনে বঞ্চিত হলো।

॥ ২ ॥ **নচিকেতা শুভ বুদ্ধির…যমের কাছে যাইতে দাও।**

[নচিকেতা—পৃঃ ৪৬-৪৭]

পিতৃভক্ত নচিকেতা

যজ্ঞান্তে জীর্ণ গাভী দানে পিতার পুণ্য হবে না মনে করে নচিকেতা নিজেকে দান করতে বললেন। ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা নচিকেতাকে যমকে দান করলেন। পরক্ষণেই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। কিন্তু পিতৃবাক্য রক্ষার্থে নচিকেতা সত্যিসত্যিই যমের কাছে চললেন।

॥ ৩ ॥ **যদি বৎস, গাছটির একটি শাখা…জগৎ বিধৃত।**

[তত্ত্বমসি—পৃঃ ১৫৪-১৫৫]

আত্মার রূপ

বহির্বিশ্বে প্রকৃতির প্রাণের যে অফুরন্ত লীলা তার মূল উৎস আত্মা। সেই আত্মা দেহ পরিত্যাগ করলে জীব মৃত্যু বলে গণ্য হয়। কিন্তু জীবের মৃত্যু জীবাত্মার মৃত্যু নয়। জীব মরণশীল, আত্মা অমর।

কুরু-পাণ্ডব

* ভাবসম্প্রসারণ *

॥ ১ ॥ অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকলেও অনায়াসেই পরিজ্ঞাত হয়।

[পৃ ২৬]

শক্তি স্বয়ম্প্রকাশিত হয়। কাজেই সুযোগের অভাবে প্রতিভা ও শক্তির বিকাশ না হওয়ার কথা বাজে অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়। যথার্থ শক্তি শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেও আত্মপ্রকাশ করবেই। শক্তি প্রকাশ রোধ করার সাধ্য কারো নেই। ভস্মে চাপা থাকলেও আগুনের পরিচয় গোপন থাকে না—অগ্নিশক্তির বিকাশ ঘটেই। সত্যিকারের প্রতিভার শক্তি তাই স্বতঃপ্রকাশ ঘটে। তাকে দমন করা যায় না। প্রতিভা বিকশিত হবেই।

॥ ২ ॥ সকলই দৈবের হাত, দৈব হইতেই ইহা ঘটিয়াছে—দৈব সুপ্রসন্ন থাকিলে কোনো বিপদ ঘটিবে না। [পৃ. ৩৪]

মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং অজ্ঞেয় শক্তি—এই দুয়ে মিলে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। সক্রিয় প্রচেষ্টাকে বলা হয় পুরুষকার। আর অলক্ষ্য শক্তিকে বলা হয় দৈব। দৈব বনাম পুরুষকারের বিবাদটা বহুকাল থেকে মনুষ্য-সমাজে চলে আসছে। এই দুই শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। পুরুষকার শক্তিতে বিশ্বাসী মানুষ স্বকীয় শক্তি ও প্রয়াসে তার এগিয়ে চলার পথ চিন্তা করে। সংসার রণাঙ্গণে সে বিজয়ী হয়। দৈববাদী মানুষের মতে শক্তি সীমাবদ্ধ, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হলে কেউ সংসারে কৃতকার্য হয় না। তাদের এই বক্তব্যেরও যথেষ্ট যুক্তি আছে। অনেক সময় দেখা যায়, অভিন্ন অবস্থার পরিবেশে দুজন মানুষ একই রকম চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরিণামে একজনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, আর একজনের হয় না। অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মানুষ অনেক সময় সান্ত্বনাও লাভ করে।

কিন্তু আধুনিক মানুষ এই সর্বসমর্পণের পরাজিত মনোভাব স্বীকার করে না। 'সকলই দৈবের হাত' এ-কথা আধুনিক মানুষের পৌরুষকে তীব্র আঘাত করে। পুরুষকারের দুর্দম শক্তির উপরেই আধুনিক মানবের সর্বাধিক বিশ্বাস, বিপদকে সে নিজেরই প্রতাপে লঙ্ঘন করে যায়, তার জন্যে সে

দৈবের প্রসাদ ভিক্ষা করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে দুইয়ের শক্তিতেই মানুষের শক্তি। সাধারণ মানুষ দৈবকে সব পরাজয়ের কারণ বলে মনে করে। প্রাচীন কালে পুত্রদের মৃত্যুতে রাবণও দৈবকে দায়ী করেছেন।

॥ ৩ ॥ **প্রমত্ত ব্যক্তি নিতান্তই গর্ত মধ্যে পতিত হয়।** —[**পৃঃ ৩৭**]

জীবন পথ মসৃণ নয়, বন্ধুর। এই পথে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অসাবধান ব্যক্তি গর্তে নিপতিত হবে।

জাগতিক জীবনে লোভ, প্রলোভন, পাপ মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। জীবন-পথ চলতে এসব বাধা মানুষকে লক্ষ্য পৌঁছতে বাধা দেয়। এসব বাধা জয় করা খুবই কঠিন। জাগতিক জীবনের সাময়িক সুখের প্রলোভনকে মানুষ সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। শ্রেয়র কথা ভুলে গিয়ে গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হয়। জাগতিক জীবনের সুখসম্পদ লাভ করা সহজ, কিন্তু পরমশক্তি ও পরমারাধ্যকে লাভ করা কঠিন। স্বল্পসংখ্যক লোকই আপাত-সুখ বিসর্জন দিয়ে জীবনের বন্ধুর পথে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। তাই বাইবেল বলেছে: Straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it.

॥ ৪ ॥ **পৃথিবীতলে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।** —[**পৃঃ ৩৮**]

ধন, যশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কোন কিছুই মানুষকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। পৃথিবীতে মানুষের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাওয়াও বেড়ে যায়। সম্পদ বা প্রতিষ্ঠা আপাত-সুখকর—জীবনকে তা কখনোই শ্রেষ্ঠ আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে না। এ অতৃপ্তি—এ সংশয় থেকে মানুষের ধর্মে মতি হয়। ধর্মই মানুষকে প্রকৃত সুখ দান করে। পৃথিবীতে ধর্মই শ্রেয়। ধর্ম মানে ঈশ্বর-চিন্তন বা দেবাচার নয়। এর অর্থ অনেক ব্যাপক। মানুষ যা ধারণ করে থাকে, যার মধ্যে অস্তিত্ব বিধৃত, সেই সত্যের অনুভবই ধর্ম। মানুষের প্রতিষ্ঠা মানুষের ধর্মে। এই ধর্মের যথাযথ অনুসৃতিতেই মানুষ পরম তৃপ্তি লাভে সক্ষম হয়, এর দ্বারা অবিকৃত যে সুখ তা-ই পরিণামে স্থায়ী হতে পারে। যে অব্যক্ত বাসনাগুলির তাড়নায় মানবজীবন অশান্ত দিশাহীন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ধর্মাচরণের স্থৈর্যে তা ক্রমে অপগত হয়। জীবনকে একটা সুষম সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপিত করে দিয়ে ধর্ম তার আপন কর্তব্য সমাপন করে।

আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে হতে পারে এই ধর্ম পরিণামে কেবল দুঃখবাহী, জীবনের প্রত্যক্ষ উল্লাসভূমি থেকে সে আমাদের বহিষ্ক্রান্ত করে দেয়। কিন্তু যথার্থ জীবনানন্দ আছে জীবনের প্রত্যক্ষে নয়, তার গাঢ় অবতলে। ক্রমশঃ তাকে আবিষ্কার করে নেবার যে তৃপ্তি, ধর্মের দ্বারাই মানুষ তা অর্জন করে। তাই পৃথিবীতে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।

॥ ৫ ॥ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম নহে। ভীত হইয়া পলায়ন অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর। [পৃ. ৫৬]

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম দেশরক্ষা করা—যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করা। ক্ষত্রিয় তার সে ধর্ম পালন না করলে সত্য ভ্রষ্ট হয়। সৈনিকের ধর্মও তাই। সৈনিক সম্মুখ রণাঙ্গণে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করবে, কিন্তু শত্রুভয়ে ভীত হয়ে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করবে না। দেশমাতৃকার সেবায় নিহত সৈনিক শহীদ। মৃত্যুর পরেও তার আত্মা অবিনশ্বর থাকে। যুদ্ধকালে সৈনিকের মৃত্যু, গৌরবের। সেই মৃত্যু ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত।

যুদ্ধে পরাঙ্মুখ সৈনিক কাপুরুষ ও মৃতবৎ। তার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। মানুষ মরণশীল। কাজেই মরণকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। এই মরণভীতি মানুষকে হীন করে দেয়। মরণের কাছ থেকে সাময়িকভাবে বাঁচা যায়, কিন্তু মরণভয়ে ভীত হয়ে হেয় জীবন ধারণ আত্মসচেতন মানুষের কাম্য হতে পারে না। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, সে তার আপন ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট। সে সকলের ঘৃণ্য।

Cowards die many times before their death! ভীরু তো জীবন্মৃত। সৈনিকের ভীরুতা শোভা পায় না। দেশমাতৃকার সেবায় আত্মত্যাগের মহৎ ব্রতই সৈনিকের শ্রেষ্ঠতম দীক্ষা। সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়—কিন্তু পিছু হটে না। যথার্থ ক্ষত্রিয়-বীরের ধর্মই তাই।

॥ ৬ ॥ তোমার পক্ষে যখন ধর্ম আছে, তখন অবশ্যই তোমার জয় হইবে। [পৃ. ৮৭-৮৮]

ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে অবদমিত ও নিয়ন্ত্রিত করে রাখার শক্তির মধ্যেই মনুষ্যত্ব নিহিত। এই মনুষ্যত্বই ধর্ম। এই প্রবৃত্তি-গুলি দমন করতে প্রয়োজন অর্জিত-আত্মশক্তি। মানুষ আত্মশক্তিতে

বলীয়ান হয়ে অশুভ বুদ্ধিকে প্রতিহত করে কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা ধর্মপথে চলতে সক্ষম হলে তার জয় সুনিশ্চিত।

পৃথিবীতে মানুষ অনেকভাবে সাফল্য অর্জন করে। অন্যায় ও অসাধু উপায়ে যে পার্থিব কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া যায়, সেই প্রতিষ্ঠা সাময়িক। সে প্রতিষ্ঠা মানুষের চিত্তে প্রশান্তি আনে না। কিন্তু যে মানুষ আত্মজয়ী, যে অশুভ বুদ্ধিকে প্রতিহত রাখতে সক্ষম হয়েছে, সে সর্বজনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি অজন করে। মানুষের হৃদয়ে তার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত, মৃত্যুর পরেও তাঁর নাম মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

অজস্র অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও পাণ্ডবগণ কখনও ধর্মাশ্রয় ত্যাগ করেন নি। তাঁরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পাশবিক প্রবৃত্তির বশীভূত না হয়ে ধর্মপথে অবিচলিত রয়েছেন, সুতরাং তাঁদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

তেমনি মানুষও যদি কখনো অধর্মবুদ্ধি দ্বারা চালিত না হয়, জীবনযাত্রায় ধর্মপথে অবিচলিত থাকে, তা হলে পরিণামে তার জয় ও যশোলাভ হয়।

॥ ৭ ॥ **নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইলেও নিজ দুষ্কর্ম বিস্মৃত হইয়া দৈবকে নিন্দা করে।** [পৃ. ১৩৭]

স্বভাবপাপিষ্ঠ কখনো নিজের দোষ দেখতে পায় না। আত্মবিশ্লেষণ করলে সে পাপাচার থেকে বিরত হত। দুরাত্মা পৃথিবীর সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অপ্রতিহত গতিতে নিজের দুষ্কর্ম চালিয়ে যায়। কিন্তু একদিন তার পতন অবশ্যম্ভাবী। চরম দুঃখে ও পাপে নিমগ্ন হয়ে দুরাত্মা হাহাকার করে ভাগ্যকে—দৈবকে ধিক্কার দেয়। এই দুঃখকে তার নিজ কর্মফল বলে মানে না। নিজের পাপকর্ম বুঝতে পারলে পাপী অনুতপ্ত হতো। অনুশোচনার আত্মদহনে আবার নিজকে সংশোধন করে নিতে পারতো, কিন্তু পাপী তা পারে না। অসীম দুঃখযন্ত্রণা ভোগই তার শেষ পরিণতি।

॥ ৮ ॥ **অর্থ ও কামই ধর্মনাশের প্রধান কারণ।** [পৃ. ১৫১]

প্রবৃত্তিকে দমন, মানবের কল্যাণ-বিধান ও জাগতিক প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে লাভ করাই মানুষের ধর্ম। এই সকল গুণ অর্জন করতে প্রয়োজন আত্মশক্তির—সংযমের। এই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে প্রচুর বাধা। সবচেয়ে বড়ো বাধা অর্থলোভ ও কামনা।

সংসারে কামনা-বাসনার অন্ত নেই। যা সুখকর, মানুষ তাই পেতে চায়। মানুষ অর্থার্জন ও কামনা চরিতার্থের মধ্যেই জাগতিক সুখ লাভ করে। সংসারে ঈপ্সিত বস্তু লাভের প্রধান উপায় অর্থ, আর এই অর্থই সকল অনর্থের মূল। সংসারে বাঁচতে হলে ধর্মসঙ্গত পথে সীমিত অর্থপ্রাপ্তি এবং সামান্য কামনায় পরিতৃপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ স্বল্পে তুষ্ট থাকে না, তার অর্থলোভ অপরিমিত, তার কামনা দুর্নিবার, সে অফুরন্ত অর্থ এবং কাম্যবস্তু লাভের জন্য ব্যাকুল। এর জন্য সে অধর্ম পথ অবলম্বন করে। ফলে ধর্মপথ ভ্রষ্ট হয়ে পাপে নিমগ্ন হয়।

ধর্মপথে থাকতে হলে যে সংযম বোধ ও সংযত আচরণের দরকার, অর্থলোভ ও কামনা পূরণের প্রবল ইচ্ছায় তার একান্ত অভাব ঘটে। অর্থ ও কাম তার ধর্মনাশের প্রধান কারণ।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে এই অর্থ ও কাম্যবস্তুলাভের জন্য দুর্বার লোভ দু'পক্ষকেই কমবেশী অধর্মের পথে টেনে আনে। কপট পাশাখেলায় পাণ্ডবগণকে ন্যায়-সঙ্গত রাজ্য থেকে বঞ্চিত করা, অভিমন্যুবধ প্রভৃতি কৌরবদের পক্ষে যেরূপ অধর্মের কাজ, তেমনি দ্রোণবধ, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ প্রভৃতি পাণ্ডবদের পক্ষে অধর্মের কাজ।

* ভাবার্থ-লিখন *

॥ ১ ॥ এই ঘটনায় দুর্যোধনের……স্পর্শ না করে।

[পৃ. ১৬-১৭]

পাণ্ডবগণ বারণাবত যাবে শুনে দুর্যোধন তাদের পুড়িয়ে মারবার জন্য সচিবকে নির্দেশ দিলেন। সাবধান করে দিলেন, তাদের বসবাসের ঘর এমন সব দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরী হবে যাতে কেউ তাদের আগুনে পুড়ে মরা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ করতে না পারে।

॥ ২ ॥ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠির……মোচন করা উচিত।

[পৃ. ৫৩]

রাজাদেশে পাণ্ডবগণ রথারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চললেন। ভীষণ যুদ্ধে বিরাটরাজের সারথীকে বধ করে এবং তাদের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে

ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা কর্তৃক বিরাটরাজকে বন্দী করে নিয়ে যেতে দেখে তাঁকে মুক্ত করবার জন্য যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে আদেশ দিলেন।

॥ ৩ ॥ **কাম ও ক্রোধের বশীভূত……সাম্রাজ্য ভোগ করো।**

[পৃ. ৭৫]

রিপুর বশবর্তী মানুষের শুভবুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়। তার কাছে হিতাকাঙ্ক্ষীদের শুভবাণী কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। রিপুর দ্বারা যে পরাজিত, সে কাউকে জয় করবার আশা করতে পারে না—অন্ততঃ এই বিবেচনা তাকে হয়তো ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

॥ ৪ ॥ **এই সমস্ত আত্মীয়গণ……আমি যুদ্ধ করবো না।**

[পৃ. ৮৪]

কর্তব্যের প্রয়োজনে বীর ক্ষত্রিয়কে অনেক সময়ে আত্মীয়বান্ধবের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে হয়। এতে বীরকে অনেক সময় দুঃখও পেতে হয়। আত্মীয় বিনাশ রূপে কর্মের সম্পাদনায় চিত্ত স্বভাবতই শিথিল হতে পারে। এই শিথিলতা হৃদয়ধর্মেরই পরিচায়ক।

॥ ৫ ॥ **তখন কৃষ্ণ অর্জুনের অভিলষিত……অতিক্রম করিয়া উত্থান করো।**

[পৃ. ৮৪]

অর্জুনের ইচ্ছামত স্থানে কৃষ্ণ রথ স্থাপন করলেন। উভয় দলের মধ্যে পরস্পরের পরমাত্মীয়দের দেখে অর্জুন করুণচিত্তে কৃষ্ণকে বললেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়দের সমাবিষ্ট দেখে তিনি দেহে ও মনে অবসন্ন বোধ করছেন। তিনি ত্রিভুবনের বিনিময়েও পরমপ্রিয় আত্মীয়দের হত্যা করবেন না। তার জন্য নিশ্চেষ্ট থেকে মৃত্যুবরণ করতেও তিনি পরাঙ্মুখ নন। কৃষ্ণ অর্জুনকে তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করতে বললেন।

॥ ৬ ॥ **"কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাতরতা……সিদ্ধ হইবে।"**

[পৃ. ৯৮]

কৃষ্ণ কাতর যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—দুর্জয় বীর ভ্রাতারা থাকতে তাঁর বিষণ্ণ হবার কোন কারণ নেই। অর্জুন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হলে, তিনিই ভীষ্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন। কৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্যে সন্তুষ্ট হলেও কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাবিরুদ্ধ কার্য করে মিথ্যাবাদী হবেন, যুধিষ্ঠির এটা চাইলেন

না। যুধিষ্ঠির হিতমন্ত্রণা লাভের জন্য ভীষ্মের কাছে যেতে চাইলেন, কৃষ্ণের কাছে এই প্রস্তাব করলে, কৃষ্ণ সম্মতি দিলেন।

॥ ৭ ॥ এ দিকে দুর্যোধন সিন্ধুরাজের···সৈন্য রক্ষার্থে মনোযোগ করো। [পৃ. ১২৬-১২৮]

সিন্ধুরাজের নিধনে দুর্যোধন নিরাশ হলেন। তিনি ব্যথিতচিত্তে দ্রোণকে বললেন যে, তাঁর স্ব-পক্ষীয় বন্ধু রাজন্যবর্গের অবক্ষিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য গুরু দ্রোণই দায়ী। তিনি আরো বললেন, তাঁর জন্যই যখন রাজন্যবর্গের এই বিনাশ, তখন তাঁর জীবন-ধারণ নিরর্থক। দ্রোণ প্রত্যুত্তরে বললেন যে, তাঁর প্রতি কটূভাষা প্রয়োগ করা অবিধেয়। তিনি সবদাই বলেছেন, অর্জুন অজেয়। ইহা সৈন্যনিধন ও কপট পাশাখেলায় তাঁদের অবলম্বিত অধর্মের পরিণাম। অধর্মের ফল অমোঘ। দুর্যোধনকে তিনি যুদ্ধে মনোযোগ দিতে বললেন এবং নিজে অগ্রসরমান শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

॥ ৮ ॥ বাসুদেব স্বীয় বাহুযুগল······দূরীকৃত হইবে না।

মিথ্যা আচরণের সমর্থনে যুক্তি দেয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তার ফল ভাল হয় না। বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্যে, ক্ষত্রোচিত প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে—কোন অবস্থায়ই অনাচার সমর্থিত হতে পারে না। রিপু মানুষকে ভুল পথে চালিত করে। অধর্মাচারী ব্যক্তি কখনো সুখের অধিকারী হয় না।

❊ সার-সংক্ষেপ ❊

॥ ১ ॥ অনন্তর পরীক্ষার নির্দিষ্ট···প্রীতি লাভ করিলেন।

[পৃ. ১১-১২]

অর্জুনের যশোলাভ

রাজন্যবর্গ ও প্রজাসাধারণ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। গুরু দ্রোণাচার্য অনুষ্ঠানের শুভসূচনা ঘোষণা করলেন। বয়সানুক্রমে কৌরব-পাণ্ডব বীরগণ পরীক্ষাস্থলে প্রবেশ করলেন। অস্ত্রভেদ, রথচালনার বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শন করে কুমারগণ সকলকে বিমোহিত করলেন। অর্জুন তাঁর অসাধারণ

অস্ত্রবিদ্যার জন্য সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অর্জুন শ্রেষ্ঠ হলেন। মাতা কুন্তী পুত্রের বিজয়গৌরবে আনন্দিত হলেন।

॥ ২ ॥ **রাজা দুর্যোধন শকুনির…অমর্ষানলে দগ্ধ হইতেছে।**

দুর্যোধনের ঈর্ষা

দুর্যোধন ও শকুনি বিচিত্রভাবে নির্মিত সেই গৃহে স্ফটিককে জল মনে করে অথবা দ্বার মনে করে প্রত্যাহত হয়, উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিহাস-ভাজন হলেন। আবার, পরমুহূর্তেই জলকে স্ফটিক মনে করে তার মধ্যে নিমজ্জিত হলেন এবং এরপর থেকে নিতান্তই বিমূঢ়বুদ্ধি হয়ে জলকে স্থল আর স্থলকে জল মনে করতে লাগলেন। পাণ্ডবদের এই ঐশ্বর্যই দুর্যোধনের ঈর্ষার কারণ, তদুপরি ভীম প্রমুখের উপহাসবাণী তাঁর অন্তরকে নিরন্তর বিদ্ধ করতে লাগল। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে বিমর্ষ দুর্যোধন মাতুল শকুনির কাছে গেলেন। ঈর্ষায় তাঁর চিত্ত পুড়ে যাচ্ছে।

॥ ৩ ॥ **এইরূপ স্থির করিলে……আমার উপদেশ।**

[পৃ. ৯৮-৯৯]

ভীষ্মের স্ব-বধোপায় বর্ণনা

পাণ্ডবগণ ভীষ্মের বন্দনা করলে ভীষ্মদেব তাঁহাদের অভিলাষ জানতে চাইলেন। যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছায় ভীষ্মদেব নিজের মৃত্যু-পথ বলে দিলেন। ভীষ্মদেব দেব দুর্যোধনের বাক্যে আহত হয়েছিলেন। তাই জীবনধারণে তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে।

॥ ৪ ॥ **ইতিমধ্যে কর্ণ চেতনা……ন্যায় ধরাশায়ী হইল।**

[পৃ. ১৩৭-১৩৮]

কর্ণার্জুনের যুদ্ধ

পারস্পরিক শরবর্ষণে কর্ণ ও অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠেছে। সহসা দৈব অভিশাপ সফল করে কর্ণের রথচক্রের গতি রুদ্ধ হলো, মেদিনীপ্রোথিত-চক্র কর্ণকে হতবুদ্ধি করে দিল। কর্ণ অর্জুনের কাছে সময় ভিক্ষা করলেন, বীরোচিত ব্যবহারের প্রত্যাশা জানালেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এই ধর্মবিবেক ইতিপূর্বে কর্ণের মধ্যে দেখা যায় নি। উত্তেজিত কর্ণ তখন ভয়ংকর আঘাতে অর্জুনকে ধরাশায়ী করে রথচক্রকে মেদিনীমুক্ত

করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন। কিন্তু তিনি তা পারলেন না। ইতিমধ্যে অর্জুনের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলো এবং অতর্কিত এক অস্ত্রনিক্ষেপে কর্ণের শিরশ্ছেদন করলেন।

॥ ৫ ॥ **ইত্যবসরে অর্জুন জয়দ্রথকে···প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছেন।**

[পৃ. ১২৪-১২৫]

জয়দ্রথবধ

জয়দ্রথসমীপে উপস্থিত হবার জন্যে অর্জুন বিপুল বিক্রমে কৌরবসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। কিছুতেই কৌরবদের ব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না। সূর্য ক্রমেই অস্তোন্মুখ হচ্ছে দেখে অর্জুন ক্রমেই রুষ্ট থেকে রুষ্টতর হয়ে উঠছিলেন এবং অসামামান্য বীরত্বসহকারে শত্রুসৈন্য ছিন্ন করছিলেন। কিন্তু জয়দ্রথের সামনে উপস্থিত হতে তাঁর তখনো বহু সময় বাকি। এই সঙ্কটসময়ে সূর্য ক্ষণিকের জন্য মেঘাবৃত হলো এবং যুদ্ধরত উভয়পক্ষেরই মনে হলো অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে, কেননা, সূর্য অস্তগত। কৃষ্ণ সব্যসাচীকে প্রকৃত অবস্থা জানালেন। ইতিমধ্যে উল্লাসের আধিক্যে জয়দ্রথ তাঁর সতর্ক পরিবেষ্টন থেকে বহিষ্ক্রান্ত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন ভীষণ শরসন্ধানে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে দিলেন! আর সঙ্গে সঙ্গেই মেঘমুক্ত সূর্য রক্তাভা নিয়ে দৃশ্যগোচর হওয়াতে সকলে জানল, জয়দ্রথবধ সূর্যাস্তের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে, অর্জুনের শপথ রক্ষা হয়েছে।

কাব্যমঞ্জুষা

* ভাব-সম্প্রসারণ *

১। হাটে হাটে আমি ঘুরে যে বেড়াই—
সে নহে করিতে হাট,
হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ। —হাট

কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নের ফলে মাটির বুকে যে প্রাণ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাতে কৃষকেরই হৃদয় শুধু আনন্দে ভরে যায় এমন নয়, মাতা বসুন্ধরার বক্ষেও সেই আনন্দের হিল্লোল ও পুলক-শিহরণ জাগে। শস্যশ্যামলা ধরণী এই সবুজের সমারোহে আপনি সমৃদ্ধ। কিন্তু এই অপূর্ব শোভা ও নয়নভরানো শস্যসমারোহ মাটির বুকে চির আসন লাভ করতে পারে না। এর সমাধি রচনা করেই সমস্ত রত্ন সম্ভার আহরণ করে মানুষের লোকালয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের হাটগুলিতে তা ভরে দেওয়া হয়। মাঠের আঁচল-ছেঁড়া ধনই তখন হাটের ঐশ্বর্য। হাটের বিপণির সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধিতে কিন্তু মাঠের বুকে বাজে দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকার। হাটের ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে এ ক্রন্দন ও আর্তনাদ গিয়ে পৌছায় না। কিন্তু কবির স্পর্শকাতর অন্তর মাঠের এই অব্যক্ত ক্রন্দনে নিজের ভাষা দিয়েছেন। তিনি শস্যহীন মাঠের ক্রন্দনরত করুণ মূর্তিখানি যেন হাটের সমস্ত ঐশ্বর্যের মাঝে বসে মানসচক্ষুতে অবলোকন করছেন। ভাবপ্রবণ কবির বস্তুজগতে বিশেষ টান নেই, ক্রয়-বিক্রয়ে তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। কিন্তু শোকাতুরা মৃত্তিকার বাণী শুনতেই তিনি হাটে হাটে ঘুরে বেড়ান।

২। গণইতে দোষগুণ লেশ নাহি পায়বি
যব তুহুঁ করবি বিচার। —প্রার্থনা

মানুষ দেবতা নয়। দোষগুণে গড়া মানুষের মনে দুর্বলতাও স্বাভাবিক। তাই সে দুর্বল মুহূর্তে পাপ বা অন্যায় কাজও করে ফেলে। মানুষের মধ্যে

ষড়-রিপু বর্তমান। সে লোভে লালায়িত হয়, ক্রোধান্ধ হয়ে গর্হিত কাজ করে, আবার কখনো তুচ্ছ ক্ষণিক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়। কিন্তু পাপীরা কেউ তাঁর দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায় না। সকল প্রকার পাপকর্মের দণ্ডদাতা স্বয়ং ভগবান।

তবু, ঈশ্বর-ভক্ত ও সাধারণ মানুষে ভেদ থাকে। পাপের সাজা সকলকেই পেতে হলেও, ভক্ত সাজাও যেমন পায় ভগবানের কৃপালাভেও সে তেমনি বঞ্চিত হয় না। ঈশ্বরের উপর যখন ভক্তের অপরিসীম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে ভগবানও তখন ভক্তকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখেন। ভগবান আশ্রিত-বৎসল; ভক্তের তিনি আশ্রয়দাতা, ত্রাণকর্তা। ভগবান জানেন ভক্তের দুর্বলতা। ভক্তের দোষ দেখতে গেলে তার গুণের ভাগ চোখেই পড়ে না, তাই ভগবান ভক্তের প্রতি সম্পূর্ণ নির্মম বা কঠোর হতে পারেন না। ভগবান বিচারকও বটে শরণাগতও বটে। ভক্ত তাই শত অপরাধে অপরাধী হয়েও ভগবানের দুয়ারে ক্ষমাভিক্ষা করতে সাহসী। ভগবান ভক্তবৎসল, পতিতপাবন।

॥ ৩ ॥ **ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,**

পথিকে ধাঁধিতে!

—আত্মবিলাপ

অন্ধকার গহন পথে বিদ্যুতের চমকপ্রভা পথিকের পথ আলোকিত ও প্রশস্ত করে না, তাকে অধিকতর অন্ধকারের গভীরে ফেলে আরো বিমূঢ় ও চলৎশক্তি রহিত করে যায়। বিজলীর আকস্মিক আলোয় গহন পথ মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত করে আবার যেমন গভীর তমিস্রায় ভরিয়ে দেয় তেমনি ক্ষণিকের সুখস্বপ্নও বিষাদময় বিলাপের মাঝারেই উচ্চকিত করে যায়। ক্ষণিকের জন্য হয়ত সে সুখস্বপ্নে বিভোর থেকে কতই সৌধ রচনা করে ও আশার ছলনে সকল দুঃখ ভুলে যায়, কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গলেই আবার সেই দুঃখ-সাগরের আঁধার-করা অনন্ত হাহাকার। মরুভূমির যাত্রী যেমন মরীচিকায় প্রতারিত হয়ে তৃষিত আত্মার আর্তনাদে ভেঙে পড়ে সেইরূপ জীবনে সংসারে এই ছলনার কতই নাট্য রচনা হচ্ছে। পুষ্প-শোভিত উদ্যান দুদিনের সৌন্দর্য-গন্ধ বিস্তার করেই আবার নিষ্প্রভ ও ম্লান মৃত্তিকায় শেষ হয়ে যায়। মানুষের জীবনও তাই। যৌবন অবসানে দুই দিনের রঙীন-জীবনও দূর্বার ওপর শিশির বিন্দুর ন্যায় ক্ষণিক চমক-দ্যুতি জাগিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়।

॥ ৪ ॥ ইঁটের পর ইঁটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমন করেই মানুষকে ভাই শুকায়ে।
হটাৎ আবার সে কারাতে শরৎ তারে এমনি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙিন চিঠি লুকায়ে।
—কারায় শরৎ

স্তূপাকার ইঁটে গাঁথা কারাগৃহের পাষাণপ্রাচীর। বন্দী মানুষ তার মধ্যে ঠিক খাঁচার পাখীর মত দশাপ্রাপ্ত হয়। পাষাণ কারাকক্ষের সৌন্দর্যও সে দেখতে পায় না। কিন্তু প্রাচীর-ঘেরা কারা প্রাঙ্গণেও শরতের সূর্যালোক কোন মতে প্রবেশ করলে বন্দীর হৃদয়ে তা আনন্দের পসরা বহন করে আনে। মানুষ যখন সমাজ-সংসার, আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে দুঃখকাতর জীবনের জ্বালা সহন করে, স্নেহময়ী প্রকৃতির করুণ স্পর্শই তখন তার একমাত্র সান্ত্বনা।

কারাগৃহের বাইরে শরতের আলোর বন্যা। কারাভ্যন্তরে দুঃসহ নিঃসঙ্গতার অন্ধকার। বাইরের আনন্দের জন্য বন্দী ব্যাকুল। তার ব্যাকুলতার জন্যই বুঝি কারাপ্রাচীরে একফালি সোনার আলো শরতের রঙিন-চিঠির মত নূতন আশ্বাসে ভরা। শরতের আলোর প্লাবন শুধু প্রকৃতিকেই আনন্দ-উচ্ছল করে তোলে নি বন্দী হৃদয়কেও উদ্বেলিত ও উচ্ছসিত করেছে। বন্দীর প্রাণমন প্রকৃতির এতটুকু স্পর্শের জন্য উন্মুখ—প্রাচুর্যের মাঝে মুক্ত মানুষ যা অনুভব করতে পারে না। শরৎকালের রৌদ্রের সোনালী রং পিঞ্জরাবদ্ধ জীবনের নির্মম আঁধার থেকে উত্তোলিত করে বন্দীকে, কবিকে যেন অপার ভালবাসার রূপে রসে ভরপুর করে দিয়েছে। নিখিল জগতের বার্তা আজ এক ফালি সূর্যকিরণ তার হৃদয়দ্বারে পৌছে দিয়েছে। এক অপূর্ব ভাবাবেশে তাই কবির মন-প্রাণ বিভোর।

॥ ৫ ॥ নমি আমি প্রতিজনে আদ্বিজ চণ্ডালে,
প্রভু ক্রীতদাস।
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ। —মানব-বন্দনা

ব্যষ্টি থেকেই সমষ্টি। ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে সমষ্টির কল্পনা করা যায় না। বিন্দু বিন্দু বারিকণার দ্বারাই বিশাল মহাসাগরের সৃজন। অসংখ্য অণু-পরমাণুর সমন্বয়েই এই অনন্ত বিশ্ব বিধৃত। সেইরূপ সুবিশাল মানবসমাজে

কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবাত্মার সমাহার। যে মানবসমাজে আমরা বাস করি তার প্রতিসত্তায়, সর্ব কার্যে ও বিষয়ে ব্যক্তিগত মানুষের অবদান ও স্বাক্ষর বর্তমান। সম্মিলিত সাধনা ও প্রয়াস ব্যতীত বিরাট এই লোকসমাজ গঠন করা সম্ভব হত না। অণু-পরমাণু নিয়ে যেমন বিশাল জগৎ সেইরূপ জগতে যা কিছু মহান ও বিরাট তার মূলেও সেই সমষ্টির প্রভাব নিহিত। উচ্চনীচ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল মানুষ নিয়েই মনুষ্যসমাজ। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন ভেদে তাই প্রতিটি মানুষ বিশাল মানব সমাজের সমষ্টির সম-অংশীদার। একেকে বাদ দিয়ে অপরকে নিয়ে সমাজ গঠিত হতে পারে না। তাই মানুষে মানুষে ভেদ রাখা ও কাউকে অন্ত্যজ বা নীচ বা ছোট বলে তাকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় কোন কার্যকরিতা নেই, কোন মাহাত্ম্য নেই। সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে ছোট-বড, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর মানুষকেই সাদরে হৃদয় সঙ্গমে বরণ করে নিতে হয়। তাকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাতে হয়। ব্রাহ্মণের আসন উচ্চে থাকুতে পারে কিন্তু তাই বলে চণ্ডালকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে যাওয়া মূঢ়ামি মাত্র। ব্যষ্টির স্বীকৃতির মূলেই জগতের কল্যাণ নিহিত।

॥ ৬ ॥ বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন-দুনিয়াটা। মানুষই তাঁহার মহা মূলধন, কর্ম তাহার খাটা। —চাষার ঘরে

মানুষের পরিশ্রম ও প্রতিভার বলেই জগতের সর্ববিধ উন্নতি ও প্রগতি সাধিত হয়েছে। মানুষই এই মৃত্তিকাময় মাটিতে সোনার ফসল, প্রাণান্ন ফলায়। জগৎ পিতার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষ, জগতের ঐশ্বর্যের চাবিকাঠিও এই শ্রমজীবী মানুষের হাতে।

ব্যবসা-বাণিজ্য করতে প্রথমেই কিছু মূলধনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু মূলধনটুকু সার করে কোন ব্যবসা হয় না। মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে থাকে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপার সাধনা। তবেই না 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। লক্ষ্মীর বরপুত্র শ্রমজীবী মানুষ। বিশ্বপিতার রাজ্যে তাই মানুষই শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও নির্ভরশীল মূলধন। এই সংসারে সকল প্রকার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মূলে মানুষের শক্তি ও দক্ষতার প্রভাব বর্তমান। বিজ্ঞানের দৌলতে ও যন্ত্রের সাহায্যে সে উন্নতি যতই হিমাদ্রি শিখরে উঠুক না কেন যন্ত্রী বিনা যন্ত্র যেমন বিকল মানুষের শ্রম ও সাধনা ব্যতীত সবই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কৃষি

ফসল ফলিয়েছে, শ্রমিক শিল্পদ্রব্য তৈরী করছে, তাইতো জীবন-যাত্রার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এত। তাই কঠোর পরিশ্রম যে করে তার দুঃখের কারণ নেই, সৎপথে থেকে যে কাজ করেছে সে সংসারের সকল দুঃখই ঘুচিয়েছে। বিশ্ব পিতার সুমহান ইঙ্গিতে, নির্দেশে যে মানুষ অপার শক্তি ও সাহসের অমূল্য রতন নিয়ে এই মহাকারবার যজ্ঞে নিজেকে মূলধন স্বরূপ সমর্পণ করে দিয়েছে তার যত্ন ও পরিশ্রমেই সেই কারবার দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে— ভগবানের রাজ্যে তখন কোন দুঃখ-অভাবই থাকবে না।

॥ ৭ ॥ পায়ের তলায় ধূলা—সেও যদি কেউ পদাঘাত করে
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি তার শিরোপরে।
—চাষার ঘরে

উঁচু-নিচু ভেদে সকল মানুষেরই আত্মমর্যাদা বোধ আছে। মানুষ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন পদমর্যাদা অনুযায়ী তারও নিজস্ব একটি সম্মান আছে। সেই সম্মানের কেউ যদি হানি করে তা হলে সামান্য ব্যক্তিও বিনা-প্রতিবাদে তাকে ছেড়ে দেয় না। অপমানের প্রতিশোধ সে নিতে চেষ্টা করে। এটিই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

পদতলে ভূলুণ্ঠিত ধূলিকণার রাজ্য। পদতলেই তার আশা ও আবাস। কিন্তু পদতলে আছে বলেই তা পদদলিত করা যায় না। করলে যে অপমান হয় তার প্রতিশোধও ধূলিকণা না নিয়ে ছাড়ে না। পদাঘাতের চাপে পিষ্ট ধূলিকণা খুব স্বাভাবিকই মাথার ওপর এসে পড়ে—অর্থাৎ ধূলিকণা পদাঘাত-কারীর যোগ্য প্রতিশোধ নেয়। আত্মসম্মানই মানুষের আভিজাত্যের সম্পদ ও শক্তি। মর্যাদাবোধই মানুষকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করে, উদ্বোধিত করে। তাই আত্মসম্মানের হানি হতে দেওয়া উচিত নয়। নিজের সম্মান যে নিজেই দিতে পরাঙ্মুখ সে আবার মানুষ হিসাবে মাথা উঁচু করে মনুষ্য সমাজে মিশবে কি করে! নগণ্য ধূলি বালিও পদাঘাতের ও অমর্যাদার প্রতিবাদ জানায়, প্রতিশোধ গ্রহণ করে কিন্তু মানুষ যদি সেই মর্যাদার মূল্য না দেয় তো তার মনুষ্য জন্মই বৃথা। আত্মসম্মান ও আত্মরক্ষার জন্য অসম্মানকারীকে যথাযোগ্য শাস্তি ও শিক্ষা দিতে হবে। "ইটের বদলে পাটকেল" যে প্রবচন বাক্য আছে তা ভুললে চলবে কি করে? বলপ্রয়োগে কেউ যদি মর্যাদা হানি করে যায় বলপ্রয়োগেই তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার বলপ্রয়োগের নোংরামি কেউই সহ্য করবে না।

॥ ৮ ॥ **মাটির-ই যদি মা এ-হেন মূল্য মানুষের দাম নাই ?**

—চাষার ঘরে

মাটি মূল্যহীন নয়। যে মাটি থেকে সোনার ফসল উৎপন্ন হয় সে মাটি রত্ন সমান। তাই পায়ের তলার এই মাটিও যখন এমন মহামূল্য তখন সেই মাটির বুকে নেমে অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আয়াসে বিশ্ব-সংসারের এই ঐশ্বর্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করে তার মূল্য কে ও কিভাবে নিরুপণ করবে ? বিশ্বপিতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষ নিশ্চই আপন মূল্যে মূল্যবান।

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আজ যান্ত্রিক সভ্যতার কল্যাণে মানুষ কলকারখানার পত্তনে নিজেও সেই যন্ত্রের অংশবিশেষ হয়ে পড়েছে। ধনিকতন্ত্রের আওতায় এসে পড়ে শ্রমজীবী হয়ে পড়েছে বণিকের, বিত্তবানের আজ্ঞাবহ দাস মাত্র—তার কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তেও সে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না ! সংসারে তার অভাব অনটন ও সমস্যা কষ্ট লেগেই রয়েছে। মানুষের তাই আর যেন কোন মূল্য নেই। ধনিকতন্ত্র মূলধন খাটিয়ে ব্যবসায় ও শিল্প পরিচালনা করে ও মানুষকে খাটিয়ে ব্যক্তিগত সম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে। ধনিক ভুলে যায় যে এই পরিশ্রমী মানুষের দল না থাকলে তার কল কারখানা বৃথাই বিকল পড়ে থাকবে। কিন্তু এ যেমনি ভুল তেমনি দুঃখজনক।

বিশ্বপিতার সংসারে মানুষকে মনে রাখতে হবে ভগবানের এই পৃথিবী-জোড়া ব্যবসায়ে মানুষই তাঁর মূলধন ও জগতের ঐশ্বর্য সম্ভারের মূলে রয়েছে মানুষের অকুণ্ঠিত শ্রমদান। মানুষকে হতেও হবে সত্যকার মানুষ, অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে যেমন চলবে না সেইরূপ সে তার আপন মূল্য পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে পারলে তারও মঙ্গল, জগতেরও মঙ্গল।

ভাবার্থ-লিখন

॥ ১ ॥ **পাছে লোকে কিছু বলে।**

লোকলজ্জার ভয়ে কবির মনে সংশয় জেগেছে। তিনি সংকল্পে স্থির থেকে কোন কাজই করতে পারেন না। সমাজের ভয়ও আছে যার জন্য পিছিয়ে পড়ছেন। তাঁর হৃদয়ে স্বার্থশূন্য চিন্তারাশি পর্যন্ত হৃদয়ের বাইরে

এসে লোক সমক্ষে প্রকাশ পেতে কুণ্ঠিত। কারো দুঃখে প্রাণ ভরে কবি কাঁদতে পর্যন্ত পারছেন না। ব্যথিত মানুষকে সমবেদনা জানাতে চেয়েও তিনি লোকলজ্জায় ও ভয়ে তাকে উপেক্ষা করে যান। শঙ্কায় তিনি মহৎ কার্যের উদ্দেশ্যেও সবার দলে মিশতে পারেন না। ভয়ে ভীত-ত্রস্ত হইয়া তিনি যুক্তিহীনের ন্যায় সদা বিষণ্ণ থাকেন।

লোকলজ্জার ভয় মানুষের কর্মশক্তি ও যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে দেয়—চিত্ত বিকাশের পথে, কর্মের ও কর্তব্যের পথে ইহা প্রধান অন্তরায়। তাই আপন বিবেকে যাহা আসে যাহা সত্য ও মঙ্গল, যাহা ন্যায় ও যুক্তিপূর্ণ তাহা সাধতে গেলে লোকভয় থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, নচেৎ জগতে কোন মহৎ কর্তব্য, কোন সাধের কামনা, কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। ইহাই কবির বক্তব্য।

॥ ২ ॥ **যাবে তুমি ?·········সুখী কর মায়।** **—বঙ্কিম বিদায়**

এ জগতে কিছুই চিরদিন থাকে না। মানুষও মরণশীল। তবু, কারো জন্য লোক কাঁদে কারো জন্যে হাসে। যা অতি প্রিয় তাকে বিদায় দিতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়। বসন্তকে আমরা বিদায় দিতে নারাজ কিন্তু হিমের চর্মবিদারক শৈত্যকে আমরা পরিহার করতে পারলে বেঁচে যাই। অমাবস্যার অন্ধকারকে তাড়িয়ে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকে আমরা প্রতিনিয়তই আমন্ত্রণ জানাই। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও কবিকুলে ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সমান। তিনি সেইরূপ সবার প্রিয় এবং আদর্শস্বরূপ। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা সমগ্র দেশের গৌরব। তাই তাঁর বিচ্ছেদে দেশবাসী শোকে ম্রিয়মান। কবিশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকলে বঙ্গভারতীর আরও উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হতে পারত যাহা অন্য কবিদের সাধ্যের বাইরে। তাই কবি আক্ষেপ করছেন সাধারণ কবিগণ এ জগৎ হতে অপসৃত না হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কেন বিদায় নিলেন।

সত্যই যাঁদের প্রতিভায় ও গৌরবে দেশের গৌরব, দেশবাসী তাঁদের পেয়ে ধন্য হয়, তাঁরাই আমাদের নমস্য, তাঁদের দীর্ঘ জীবন কামনা করাই আবশ্যক।

॥ ৩ ॥ **হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে····· জন্ম তোর বেদনার দহে।**

—দারিদ্র্য

কবি দারিদ্র্যকে বন্দনা করে বলছেন দারিদ্র্যই তাঁকে ঈশ্বর-সন্তান যীশুর

ন্যায় লাঞ্ছনা ও বেদনার মধ্যেও সম্মান দিয়েছে। দারিদ্র্য তাঁকে সত্যকথা বলবার সৎসাহস যুগিয়েছে।

আবার দারিদ্র্যই কবির জীবনে বহু অভিশাপ বহন করে এনেছে। দেহের স্বর্ণকান্তি আজ তাঁর ম্লান, প্রাণের উচ্চতর পিপাসাও তাঁর চরিতার্থ হয় নি ; রসচর্চার উৎসাহই তাঁর শুকিয়ে গিয়েছে।

কবি কিন্তু এই দারিদ্র্যের দহন জ্বালাকেই শক্তিদায়িনীরূপে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দারিদ্র্যের বিষম জ্বালা জীবনে তিনি আশীর্বাদের ন্যায় মনে করে নিয়ে তার মধ্যেই আপন শক্তির উদ্বোধনে তাকে সাধনার বস্তু করে নিয়েছেন।

॥ ৪ ॥ **মানব-বন্দনা।**

মানুষই মনুষ্যজাতির ত্রাণকর্তা ও ভাগ্যবিধাতা। মানুষের ইতিহাসে মানব সভ্যতার যে ধারা ও ক্রমবিবর্তনের চিত্র পাওয়া যায় তাতে এই সত্যকেই স্বীকার করে নিতে হয়।

মানব-সভ্যতার সূচনায় আদিম মানুষের বিপদের দিনে, অরণ্যাবৃত শ্বাপদসঙ্কুল সেই পৃথিবীতে অসহায় মানুষের জন্য স্বর্গলোকবাসী কোন দেবতার আগমন বা সহায়তা ঘটে নি। হাতের কাছে পাওয়া লগুড ও পাথরের টুকরো দিয়ে সেদিন মানুষ আত্মরক্ষা করেছে এবং আপন শক্তি ও ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা বহন করে আজকের এই মহান সভ্যতা সে আপন প্রয়াসে গড়ে তুলেছে।

॥ ৫ ॥ **জ্ঞাথ, মানুষের কষ্ট থাকে না······নহে দেবতার দান।**

—চাষার ঘরে

বিশ্বের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দাবীদার মেহনতী মানুষ। বিশ্বপিতার মহাকারবারে পৃথিবীতে মানুষই তাঁর বড় মূলধন। কারণ মাটি থেকে সে সোনার ফসল ফলায়, কলকারখানা ও যন্ত্র সে চালায় এবং সর্বপ্রকার পরিশ্রমের হেতুই সে দেশের উন্নতি ও সম্পদ বৃদ্ধি করতে পেরেছে। তাই শ্রমই মানুষের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। পরিশ্রম বিনা সে কেবল নিজের দুঃখ দুর্গতিই টেনে আনতে পারে। জীবনে যে লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতে হয়, দুঃখভোগ করতে হয় তার কারণও মানুষের অলসতা। সংহতির শক্তি সম্বন্ধে সজাগ শ্রমজীবীর কোন দুঃখভোগ করবার কারণ নেই। দুঃখ-দারিদ্র্য বিধাতার অভিশাপ বলে যারা গ্রহণ করে তারা মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করে।

✲ সার-সংক্ষেপ ✲

॥ ১ ॥ **আজি এ ভারতে হায়…কিরণময় হবে কি আবার।**

[পদ্মের মৃণাল—পৃ. ৫০-৫১]

কবির বিলাপ

কবি ভারতের দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হয়ে বিলাপ করছেন। তিনি ভাবছেন যে-জাতি একদিন সমস্ত জগৎকে জ্ঞানদান করেছে, যে-জাতি বীরত্বে বুদ্ধিতে শক্তিতে সকলের অগ্রগণ্য ছিল আজ সে জাতির ভাগ্যে কি নিদারুণ ব্যর্থতা। মিশর পারস্য রোম গ্রীস জাপান প্রভৃতি দেশ আজ কত অগ্রসর—তাদের উন্নতির সীমা নেই। শুধু ভারত শৌর্যে-বীর্যে সবার পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। কবি ব্যাকুল চিত্তে ভাবছেন ভারতের অন্ধকার রাত্রির অবসান ও আলোকের আবির্ভাবের এত দেরী কেন? তার অমানিশা কি পোহাবে না?

॥ ২ ॥ **নমি তোমা নরদেব…আত্মার আত্মীয়।**

[মানব বন্দনা—পৃ. ৮১-৮২]

মানব বন্দনা

কবি মানব বন্দনা গাইছেন। কারণ মানুষের গর্বিত উন্নত শির গগনভেদী। তার পদতলে বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্র, পশ্চাতে যুগযুগান্তরের কীর্তির স্বাক্ষর সুবর্ণকলসশীর্ষ মন্দিরের বেদস্তোত্র পাঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত। মানুষের ইচ্ছাশক্তিতেই বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রিত —তার যুগব্যাপী যুগান্ত প্রচেষ্টার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে যুগান্তকারী কীর্তির। তাই কবি সকল যুগের সকল স্তরের মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

॥ ৩ ॥ **শুভ ফাল্গুনে দেখা হল মোর…যায় না ময়লা করা।**

[ভক্তির যুক্তি—পৃ. ১২৭-১২৯]

বিশ্বের কর্তা নারী না পুরুষ?

বিশ্বের কর্তা পুরুষ না নারী এই তর্কে বিভ্রান্ত কৃষক, কবি সমীপে প্রশ্ন করতে এসেছে। গ্রামের পূজারীর মতে তিনি পুরুষ। কিন্তু কৃষক তা মানতে রাজী নয়। তার যুক্তি বিশ্বের কর্তা নারী বা প্রকৃতি। কারণ যিনি

প্রকৃতিতে এত সাজসজ্জা দিয়েছেন—গোলাপ-দোপাটিতে রক্ত রঙে, ময়ূরকে পেখম, টিয়াকে রেশমী রং, বুলবুলিকে ঝুটি দিয়ে সাজিয়েছেন তিনি মা—বিশ্ব জননী। মা না হলে কে এমন নানারঙে সন্তানকে সাজায়? তাই কৃষকের মতে জগৎস্রষ্টিকারী যিনি তিনি পুরুষ নন—কল্যাণময়ী মা, তিনি নারী।

॥ ৪ ॥ হাটের মধ্যে নিরর্থ আমি···হাট করি নেরে ভাই।

[হাটে—পৃ. ১৩৫-১৩৭]

কবি উদ্দেশ্যহীনভাবে নিঃসঙ্গচিত্তে ঘুরতে ঘুরতে মেছোহাটায় এসে পৌছালেন, সেখানে বিক্রয় করবার জন্য আনীত মাছগুলি জালে আটকে বরফ ঢাকা পড়ে আছে দেখে সখেদে চিন্তা করলেন মাছগুলি গভীর জলে মনের আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছিল, এখন এদের কী দুর্দশা।

সংসারের মানুষ সৌন্দর্যের মূল্য অপেক্ষা বাস্তব-প্রয়োজনের মাপকাঠিতে বস্তর মূল্য ঠিক করে। অহেতুক সৌন্দর্য অপেক্ষা প্রয়োজনের দিকটাই তার কাছে বড়—এই চিন্তায় কবি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।

॥ ৫ ॥ পায়ের তলার ধুলা··· ···দেশজোড়া দুর্দিনে।

[চাষার ঘরে—পৃ. ১১৫.]

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা

পথের ধুলাও অপমানের শোধ নেয় অথচ মানুষ অনেক সময় বিনা প্রতিবাদে অপমান সহ্য করে। এতে তার আপন আত্মাকেই অবমাননা করে। অপমানের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা একান্তই কর্তব্য। বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থাই এই দুর্গতির কারণ। জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তবেই দেশের দুর্দিনে মুক্তির পথ পাওয়া যাবে। সাংসারিক স্নেহ-মায়া-বন্ধনের উপরেও দৈব-নির্দিষ্ট কর্তব্যের স্থান হওয়া উচিত। এই কর্তব্য সম্পাদনের কারণে যদি মৃত্যুও বরণ করতে হয় তা হলে তাতে অপরিসীম গৌরব সূচিত হয়। এতেই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়।

রাজর্ষি

* ভাব-সম্প্রসারণ *

॥ ১ ॥ **হৃদয় যাহার কঠিন হইয়া গিয়াছে, দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।**

মানুষের হৃদয় কোমল কুসুমের ন্যায়। হৃদয়বান মানুষমাত্রেই করুণা, প্রেম, মায়া ও মমতার প্রতিমূর্তি। সকল অনুভূতির, সকল ভাবের কেন্দ্রস্থল মানুষের হৃদয়। মানবতার মন্দির মানুষেরই প্রাণে। প্রাণহীন, হৃদয়হীন নই বলেই পরের দুঃখ-বেদনায় আমরা কাঁদি, অপরের আনন্দ-সুখেও আমরা সেই সৌভাগ্যের সার্থকতা উপলব্ধি করি ও তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারি। স্নেহ-দয়া মায়া সকল সুকোমল গুণরাজির কণক-কিরণ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় মানবতার ও মানবিকতার স্বর্ণদীপ রচনা করতে না পারলে একের জন্য অন্যে সমব্যথী হয়ে উঠতে পারত না, ন্যায় ও সুবিচার, উদারতার বা প্রসারতার কোন ক্ষেত্রই প্রস্তুত হত না।

কিন্তু হৃদয় যার নেই, পরাণ যার পাষাণের মত নিস্পন্দ নির্বাক ও নির্মম তার কাছে পরের দুঃখ, পরের বেদনা, কারো শুভ-অশুভ, মঙ্গল-হিত-কল্যাণ বা সুখ কোন অর্থই বহন করে আনে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আত্মগত চিন্তায় জীর্ণ খণ্ডিত জীবনে তার চরম লক্ষ্য স্বীয় ঔদ্ধত্যের, অন্ধ গোঁড়ামির পরাক্রম-বিক্রমের দুর্বিনীত আস্ফালন এবং আকাশস্পর্শী অহমিকার প্রচণ্ড উদ্দাম। হিংসায় ও দম্ভে সে ক্ষুদ্রপ্রাণ দানবের আসুরিক নির্মমতায় ইস্পাত-কঠিন। বোধ ও বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিচারের সুকুমার মতি সেখানে ছিন্নভিন্ন ও বীভৎস রূপ ধরে জীবনে ও সমাজে প্রকাণ্ড বিভীষিকার সৃষ্টি করে। এইরূপই মূঢ়মতি, জ্ঞানশূন্য রঘুপতি দেবীপূজার বাহ্যিক লোকাচারেই নিবদ্ধ—দেবীর, মায়ের করুণাঘন সৌম ও ক্ষেমমূর্তি সে দেখতে পায় না। দেবীর পূজায় নরবলি দিতে তার আগ্রহের অন্ত নেই। হৃদয় মথিত করেই তার পাষণ্ডের সাজ—সে মায়ের প্রাণের কথাও জানে না, মানবের ও মানবতার কোন বাণীও শুনতে পায় না। কঠিন হৃদয়ে তার মায়ার অশ্রুজল কোন রেখাপাত করে না। পাশবিকতার পূজারী সে, পশুবলিই তার দেবীপূজা।

॥ ২ ॥ হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।

ভগবানের পূজায় দেবতার সন্তোষের জন্য আমাদের যত আরাধনা ও তপস্যা কঠিন কৃচ্ছ্রতার ব্রত। তার মাঝে আপনার যা কিছু প্রিয়, যা আমাদের তৃপ্তির ও সন্তোষের সামগ্রী—সেই সকল ভোগ্য বস্তু ইষ্ট দেবতার শ্রীচরণে সমর্পণ ও দানই আমাদের পূজার ও অর্চনার প্রধান উপাচার। এই দানের নামই 'বলি' বা বলিদান। অন্তরের শুচিতায় স্বেচ্ছার এই যে আত্মোৎসর্গ, আপন প্রিয়-বস্তুর বলিদান অর্থাৎ সমর্পণ ও ত্যাগ তা পূজার ন্যায়ই কঠোর ব্রতের ও পুণ্য প্রচেষ্টার সাধনার ধন। হৃদয়-মন শুদ্ধ করে সকল ক্ষুদ্রতা ও দীনতার উর্ধ্বে না উঠতে পারলে, আপন প্রাণের মাঝারে নির্মল আলোকের ঝরণাধারা না সৃষ্টি করতে পারলে, হিংসা তেজ দম্ভ বিক্রম অহমিকা ও সংকীর্ণ স্বার্থ বিসর্জন দিতে না পারলে দেবতার পাদপদ্মে বলিদানের উপহার নিয়ে আসব কি করে? মঙ্গল ও ক্ষমা, প্রেম ও বাৎসল্য যে দেবতার মূর্তরূপ—তাঁর বেদীতলে উপনীত হতে হলে হিংসা-দ্বেষ-কুটিলতার পঙ্কিল-আবর্ত মানুষকে সর্বাগ্রে কাটিয়ে উঠতে হবে। শাস্ত্র ও সনাতন ধর্ম এই শিক্ষাই দেয়। শাস্ত্রবাক্য সম্যক না বুঝতে পারলে ভ্রান্তির ও বিচ্যুতির অতল গহ্বরে নেমে যাওয়ার সমূহ বিপদ থাকে।

দেবীর নিকট বলিদানের প্রথা প্রচলিত। শাস্ত্রবিধি বলেই বলিদানের অপব্যাখ্যায় আমরা ইষ্টপূজায় কত বিপথগামী হয়ে হিংসার নীচাশয়তা হতে মুক্তির চেষ্টা না করে হিংসাকে প্রশ্রয় দিই এবং আপন অন্তরের হিংসা-দ্বেষ-মালিন্যকে বলি বা বিসর্জনের আয়োজন না করে তথাকথিত বলিদানের মাধ্যমে হিংসারই পূজা করি। আপন অন্তরের ক্ষুদ্রতা ও হিংসার অনলকে প্রজ্বলিত করে আমরা দেবতার আসনে হিংসাকেই বসিয়ে পূজা করি ও জীব-বলি দিই। হিংসাকে বলি দেওয়ার পরিবর্তে, প্রেমময় ভগবানের আরাধনার পরিবর্তে আমরা হায়, হিংসারই স্বয়ং বলি হয়ে দাঁড়াই!

॥ ৩ ॥ মানব হৃদয়ই প্রকৃত মন্দির, সেখানেই খড়গ শাণিত হয়। শতসহস্র নরবলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।

ধর্মের জন্য, পুণ্যলোভে ও দেবতার আশীর্বাদ ও বর লাভের আশায় মানুষ মন্দিরে যায়, বিগ্রহ-পূজা করে এবং শত উপচারের আয়োজন করে। মানুষ

আবার যে যে-ভাবে বিশ্বাসী, যে পথে তার মতি সেই মতেই দেবতার মূর্তি মনে মনে কল্পনা করে দেবতার বিগ্রহ গড়ে, মন্দির নির্মাণ করে ও সেই দেবমন্দিরে বিভিন্ন পূজাবিধি ও সাধন-ভজনের রীতি-নীতির প্রবর্তন করে। কোন কোন মন্দিরে দেবতার সন্তোষের জন্যে সে পশুবলির ব্যবস্থাও করেছে। কিন্তু মন্দিরের ও বিগ্রহের কল্পনাও যেমন তার নিজস্ব, বলিদান বা জীব-বলির প্রথাও তারই বৈশিষ্ট্য ও আপন চরিত্র ও চিন্তার, ধ্যান-ধারণার প্রতীক স্বরূপ। সুতরাং দেবতা যারই প্রতিমূর্তি হোক না কেন পূজারীর অর্চনার অঙ্গরূপে যে জীব-বলি ও জীবহিংসা তা একান্তই ভক্তের বিষয়, ভগবানের কথা নয়।

মানব হৃদয়ই যখন সকল ইচ্ছা অভিরুচি বোধ ও অনুভূতির উৎস স্বরূপ. মানুষের সকল গুণাগুণের প্রকাশ যখন এই হৃদয় ও প্রাণ-মন হতেই সদা উৎসারিত, তখন দেবপূজার অভিচ্ছায় মন্দিরের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তরও এই মানব মনে, মানুষেরই হৃদয়ে। মানব হৃদয়ই তাই প্রকৃত মন্দির যেখান হতে এই তেত্রিশ কোটি দেবতার বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন মূর্তি কল্পনা ও তার সহস্র ব্যাখ্যান। আমাদের সকল প্রকৃতির তাড়না এই হৃদয় হতে প্রতিনিয়ত নিঃসৃত হচ্ছে এবং সেইরূপ কোন হিংসার প্রস্রবণ হতেই এই পশুবলি, নরবলি প্রভৃতি বলিদানের বীভৎস রূপ কল্পিত বিবৃত ও প্রসৃত হয়ে এসে তা ভগবানের পূজা প্রাঙ্গণকেও প্লাবিত করে দিয়েছে। সকল ন্যায় ও অন্যায়, সু ও কুকর্মের ভাল ও মন্দর প্রকৃতিগত রূপলাভ যখন মানুষেরই অন্তরে সাধিত হয়েছে তখন বাহ্যিক বিধিনিষেধ ও কতিপয় মন্দিরে অনুষ্ঠিত হিংস্র অমানবিক বলিদান প্রথার উচ্ছেদেই সর্বমানবের বিস্তৃত স্তরে এই জিঘাংসা প্রবৃত্তির উৎসাদন সম্ভব নয়। মন্দিরের পবিত্রতা, মঙ্গলময় ভগবানের প্রেমমূর্তির ও কল্যাণ হস্তের কল্পনা করতে হলে সাধারণ মানুষকে সর্বাগ্রে হিংসা-দ্বেষের বিশ্বাস থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। জীব-বলির যে খড়্গ মন্দিরে রক্ষিত বা শাণিত হয় তার প্রস্তুতি মানব মনেই একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন এবং দেবতার উদ্দেশ্যে যে বলিদান হয় তার আসল অনুষ্ঠান আমাদেরই বিকৃত প্রাণের প্রত্যন্ত গভীরে।

॥ ৪ ॥ রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।

বাহুবলে রাজসিংহাসন লাভ, পরাক্রমে বীরত্বে ও যুদ্ধজয়ে এক রাজার

মুকুট ভূলুণ্ঠিত এবং আর এক রাজার শীর্ষে নূতন রাজমুকুট—ইতিহাসে এরূপ বিবরণের অভাব নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এক রাজপুরুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর এক রাজবংশের আবির্ভাব ঘটেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ ও হিংসা, রাজায় রাজায় প্রাণ-সংহার ও তারই ফলে রাজ্যের উত্থান ও পতন ইতিহাসের পাতায় পাতায় আঁকা আছে। কিন্তু শুধুমাত্র বাহুবলে ও হিংসায়, কঠোর শাসন ও সংগ্রামে কেউ কোনদিন 'প্রজাবৎসল রাজা রাম' হয়েছে, শুনা যায় না। রাজসিংহাসনের অধিকারী হয়ে রাজা হওয়া যায় নিশ্চয় কিন্তু রাজা কি শুধু রাজসিংহাসনেই সীমিত—স্তব্ধ? সারা রাজ্যেই, সমগ্র রাজত্বের সমস্ত প্রজাবর্গের মাঝেই যদি সেই রাজাসন বিস্তৃত করতে হয়, সকল প্রজা ও মানুষের হৃদয় ও মনোরাজ্যে যদি রাজত্ব করতে হয় এবং সত্যিকার রাজা হিসেবে শ্রদ্ধায় সম্মানে ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তা হলে রাজ্য জয় করলেই চলে না—প্রজাবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের জীবনেও আপন অন্তরের অধিকার জন্মাতে হয়। (প্রজাদের সকল সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে যখন তার হিত ও কল্যাণে রাজা নূতন জীবন সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করেন, তখনই তিনি তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ও পূর্ণ আনুগত্য লাভ করেন। হৃদয় দিয়ে যিনি এভাবে লক্ষ হৃদয় কিনেছেন তিনিই সত্যিকার রাজ্য জয় করেছেন, সসাগরা পৃথিবীও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে শ্রদ্ধায় ও আশীর্বাদে মস্তক অবনত করে থাকে।) কল্যাণ ও মঙ্গল, আশা ও আনন্দ তখন সেই রাজ্যে প্লাবনের মত বহে। ঐক্যে, ত্যাগে, সত্যে, বলবীর্যে ও ধর্মে তখনই রাজদীপ্তির পূর্ণ সূর্য প্রতিভাত হয়। শুধুমাত্র হীনতায়, হিংসায় ও লিপ্সায়, বাহুবলে রাজ্যলাভ রাজত্বের স্বর্ণপ্রভাত এনে দেয় না।

॥ ৫ ॥ **মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট পরিত্যাগ করা আরও কঠিন।**

রাজমুকুট রাজচিহ্নেরই প্রতীক। রাজার রাজধর্ম ও রাজত্বের সকল গুরু দায়িত্বের ভার স্বরূপই রাজাকে মস্তকে বহন করতে হয়। বহু অলংকার ও মণিমুক্তাখচিত সুদুর্লভ রাজমুকুট কে পরতে পায়—কে বা পারে? রাজ-মুকুট শত আভরণে শোভিত হলেও তা কোন প্রমোদ বা বিলাসের সামগ্রী নয়, তা দুর্মূল্য বলে অমূল্য রতন হিসাবে রাজ-প্রকোষ্ঠের অন্দরে গুপ্ত-ধনের ন্যায় সযত্নে রাখা যায়। রাজসিংহাসন লাভ বা রাজ্যাধিকার এবং সদাজাগ্রত রাজ্যশাসন—এরই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে রাজমুকুটের ইতিহাস।

স্বতঃই রাজমুকুট লাভ সহজ নহে, রাজমুকুটের অধিকারও বহুভাগ্যের ও বহু সাধনার বিষয়। উত্তরাধিকার সূত্রেই যে সর্বদা রাজসিংহাসন লাভ করা যায় তা নয়, আবার বাহুবলেও বা যুদ্ধজয়ে রাজত্বলাভ—তাও কোন সহজ কাজ নয়। রাজা হওয়ার পর রাজমুকুট পরার সঙ্গেও আছে সহস্র সমস্যা ও রাজকার্য পরিচালনা ও রাজ্যশাসনের বিভিন্ন গুরু দায়িত্ব। প্রজাসাধারণের পালন ও রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থাকে অন্তর ও বহিঃশত্রুর কত অজানা বিপদ ও আশঙ্কা। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তির সঙ্গে রাজমুকুটের মর্যাদা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজমুকুট ধারণ করা নিতান্তই কঠিন।

কিন্তু মুকুট পরা শক্ত হলেও মুকুটের গুরুভার রাজমস্তক হতে নামানো আরও অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বেচ্ছায় কে তা ত্যাগ করে? রাজত্ব লাভ করে রাজত্ব ত্যাগ করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিশেষ চোখে পড়ে না। মানুষমাত্রেই কামনা করে প্রভুত্ব, ক্ষমতা, যশ, ঐশ্বর্য। রাজসুখ ও রাজপ্রাসাদের ভোগ-বিলাস কেবা পায়—কেবা তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে? তা ছাড়াও থাকে দায়িত্ব-ভার চালাবার ক্ষমতার ও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ। প্রাসাদশীর্ষে যে চড়েছে ভূমিতলে মৃত্তিকায় শয্যা রচনা তাঁর শোভন কিনা সে চিন্তা করতে চায় না। ক্ষুদ্র কামনা-বাসনাই মানুষ জয় করতে পারে না, আর বহুভাগ্যের রাজমুকুট লাভ—তা কখনও সহজে ত্যাগ করা যায়? রাজৈশ্বর্যের মোহাঞ্জন যেই চক্ষে এঁকেছে সে দৃপ্ত বাসনাকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর স্তিমিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন করা একান্ত কঠিন।

॥ ৬ ॥ পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে, সে তো দস্যু।

রাজা রাজ্যের পিতা। রাজা প্রজাবর্গের পালনকর্তা ও ত্রাতা। সত্য ধর্ম, কল্যাণ, মঙ্গল, ন্যায়, অন্যায় রাজ্যের সব কিছুই রাজার উপর, রাজার রাজকর্ম ও প্রজাপালনের উপর নির্ভরশীল। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই রাজধর্ম। প্রজার দুঃখ দূরীভূত করা ও রাজ্য বা পৃথিবী রক্ষা করাই রাজার প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। প্রবলের হাত হতে দুর্বলকে রক্ষা করে রাজ্য মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাঁর অবশ্য কর্ম। বস্তুতঃ এটাই রাজার আসন। প্রকারান্তরে যদি রাজা তাঁর আসল রাজকার্য অবহেলা করে, তাঁর রাজকার্য বিস্মৃত হয়ে এবং সকল দায়-দায়িত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েন, শুধু

ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে গিয়ে প্রজাহিতের পরিবর্তে প্রজা-পীড়নেই সিদ্ধহস্ত হন তখন তাঁর আর রাজকর্মে কোন আগ্রহ থাকে না। আত্মসুখের জন্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থে যখন তিনি রাজদণ্ডের বলে বলপ্রয়োগে সবার ধনসম্পত্তি কেড়ে নেন, সাধারণ মানুষের সকল অধিকার ছিন্ন করেন ও তাদের উৎপীড়িত করে অভুক্ত রেখে রাজ্যে ত্রাস ও হিংসা, পীড়ন ও শোষণের অনল শিখা জ্বেলে তোলেন, তখন আর তাঁকে রাজমুকুটে শোভা পায় না। দস্যু, লম্পট ও তস্করের কর্মভূমিকায় নেমে তখন তিনি নিজেই লুণ্ঠনকারী অত্যাচারীর প্রজাপীড়ক হয়ে পড়েন। দয়াহীন, মায়াহীন, হৃদয়হীন তাঁর রাজত্ব ক্ষমাহীন পাপ ও সর্ব অমঙ্গলের ও অপরাধের দুঃসহ নৃশংসতার নামান্তর রূপেই জগতে লোকচক্ষে প্রতিভাত হয়। অত্যাচারীর ও দুষ্কৃতিকারীর ধ্বংস যেমন অনিবার্য, স্বেচ্ছাচারী ও অধার্মিক রাজার রাজত্বের বিনাশও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

॥ ৭ ॥ বন্দীও যেমন বদ্ধ, বিচারকও তেমনি বদ্ধ।

আইনের চক্ষে অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি সর্বদেশে। দেশের আইন ও শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আইনভঙ্গকারীর বিচার হয় এবং বিচারকের রায় অনুসারে দণ্ডিত ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ জীবনের সাজা গ্রহণ করতে হয়। বলা বাহুল্য, বন্দীর কোন স্বাধীনতা নেই, কারাবরণের সকল কষ্ট ও সকল বিধিনিষেধ মানতে সে বাধ্য। বন্দী সত্যই তখন অসহায়, সর্ব বিষয়েই সে নিবদ্ধ। তার আর কিছু বলবার থাকে না, আপন সকল স্বাতন্ত্র্য সকল ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অন্তরের সকল বাসনাই তার নিরর্থক।

বন্দী অপরাধী, সে দুষ্কৃতকারী বা আইনভঙ্গকারী। তার শাস্তির পীড়ন ও কঠোরতা তবু স্বাভাবিক এবং সহজেই সেটা ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু যিনি বিচারক যাঁর বিচারের রায়েই বন্দী আবদ্ধ, সেই বিচারকও মুক্ত নন। যে আইন বন্দীকে বদ্ধ করেছে সেই আইন একই সঙ্গে বিচারককেও বেঁধে ফেলেছে। বিচারকের রায় তাঁর কোন নিজস্ব ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অভিরুচি বা স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ নয়। আইনই সব, আইনের ধারা ও উপধারা একই সঙ্গে বিচারক ও বিচারপ্রার্থী বা বন্দীকে আবদ্ধ রেখেছে। বিচারক [illegible] করেন মাত্র, বিচারের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত, কিন্তু কোন্ অপরাধে কী বিচার কিংবা কোন্ কর্ম দেশের আইনের চক্ষে অন্যায় ও অপরাধের বিষয় তা সেই আইনেই উক্ত। তাই বন্দীর যেমন কোন স্বাধীনতা নেই, বিচারকেরও কোন

নিজস্ব কিছু করবার নেই, আইনের উর্ধ্বে অন্য কিছু নির্দেশ দেবার ক্ষমতা নেই। বিচারক ঠিক হিসাবে বন্দীর ন্যায় লজ্জাকর কারাবাসে অবরুদ্ধ থাকেন না বটে, কিন্তু তিনি ন্যায়ের রক্ষক—প্রচলিত দণ্ডবিধির বাইরে বিচরণ করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। বিচারের ন্যায়নিষ্ঠা ও ন্যায়দৃষ্টির নিকট আত্মীয়-পর, উচ্চ-নীচ কোন ভেদ তিনি করতে পারেন না। অতি প্রিয়জনও যদি তাঁর কাছে আইনের অপরাধে বিচারের প্রার্থী হন তথাপি হৃদয়ের সকল দুর্বলতা দূর করে তাঁকে কঠোরভাবে আইনের কার্য সম্পন্ন করতে হয়। আপন অভিরুচি অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তিদান বা মুক্তিদানের স্বাধিকার তাঁর নেই।

॥ ৮ ॥ দুঃখ যে পাপের ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে।

আমরা সাধারণতঃ এই ভুল ধারণা পোষণ করি যে আমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের মূলে আমাদের কোন পাপকর্মের ফল বর্তমান। একথা সত্য যে 'পাপে মৃত্যু' বা পাপের ফল স্বরূপ দুর্ভোগ ও দুঃখ-কষ্ট। পুনর্জন্মে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা ইহ-জীবনের সকল দুঃখভোগের কারণ হিসাবে পূর্ব জন্মের পাপের কথা স্মরণ করেন। কিন্তু জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় তা যে শুধু পাপেরই ফল নয় তা নিয়ে অনেকে সার্থক বিতর্কও উপস্থাপিত করেন। তাঁদের মতে দুঃখ-ভোগ শুধু পাপের ফল স্বরূপই ঘটে না, মহৎ পুণ্যের কারণ হিসাবেও পৃথিবীতে মানুষকে অনেক দুঃখ বরণ করতে হয়। ন্যায় ও সত্যপথে চলতে গিয়ে এবং ধর্মজীবনে বহু কৃচ্ছ্রতা ও ব্রত-সাধনার অঙ্গ-স্বরূপ কত পুণ্যাত্মা দুঃখের সাগরে ডুব দিয়েছেন। দুঃখের দ্বারা চরিত্র-শুদ্ধির দৃষ্টান্তও অনেক। দুঃখ আমাদের মনকে নির্মল করে এবং হৃদয়-বৃত্তিকে সংযত রাখে। ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস পাপপথে এগিয়ে যেতেই সহায়তা করে, এবং সুখলাভ ধর্মের ও উচ্চমার্গ জীবনের প্রায় অন্তরায় স্বরূপ। কিন্তু দুঃখের মধ্য দিয়েই আমরা দীনবন্ধু ঈশ্বরের অনেক নিকটে পৌঁছতে পারি। পুণ্যের কোন ফল না থাকলে তা কিরূপে সম্ভব?

এইরূপ জগতে ধর্মাত্মা-মহাপুরুষদিগের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কি ভাবে নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, কত দুঃখের অনলে আপনার সত্যের ও সত্তার ও সাধন-ক্ষমতার পরীক্ষা দিয়ে তাঁরা সিদ্ধির বর লাভ করেছেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, হজরত, যিশুখৃষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ ঈশ্বর-সন্তানগণ চরম দুঃখভোগের

মধ্যেই তাঁদের পরম ইষ্টদেবতার কৃপালাভ করতে পেরেছেন। সুতরাং দুঃখ-ভোগ মাত্রেই পাপের ফল এমন আত্মধিক্কার ও প্রবঞ্চনার ইঙ্গিত না করে অলক্ষ্য অজানার শুভ ইচ্ছার এবং পুণ্যকর্মের ফল হিসাবে ধরে সেই দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করায় মহত্তর উদ্দেশ্য ও বলিষ্ঠ চিন্তার প্রত্যয় থাকে।

॥ ৯ ॥ কর্তব্যের কাছে ভাইবন্ধু কেহ নাই।

কর্তব্যপালনই মানুষের মনুষ্যত্বের ও চরিত্রের লক্ষণ। কর্তব্য-কর্মে নিষ্ঠাবান থাকতে পারলেই ইহ-জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, দেশ ও সমাজের কাছে আমরা কোন না কোন কর্তব্যের দ্বারা নীতিগতভাবে বাধ্য ও বদ্ধ। বস্তুতঃ, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব বলে যদি আমরা দাবী করি তাহলে কর্ম সাধতেই যে এ-জীবনের মাধ্যমে আমাদের আগমন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। মনুষ্যজীবন কর্তব্য-কর্মেরই সমষ্টি বা সমন্বয়। কিন্তু কর্তব্য-কার্য সর্বদা সহজ নয়। সুষ্ঠু কর্তব্যপালন ও অকম্পিত হৃদয়ে অবিচলিত মনে দ্বিধাহীন চিত্তে ভয়-শঙ্কা-লজ্জা বা কঠিনতার প্রশ্ন না তুলে যে তার দায়িত্বভার ও কর্তব্যের পূর্ণ সমাপন করে যেতে পারে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্মবীর নেই। কর্তব্যপালন কঠিন পরীক্ষার ন্যায় আমাদের কাছে উপস্থিত হয় যেখানে লজ্জা, ঘৃণা, লোভ, মোহ বা দুর্বলতার কোন স্থান নেই। জাগ্রত কর্তব্যবোধই ধার্মিক ও নীতিবান পুরুষের লক্ষণ।

কিন্তু কর্তব্যের পথে অন্য অনেক বাধা আছে। যার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক, যিনি আমার ভাই বন্ধু প্রিয়জন বা গুরুজন, কর্তব্যের খাতিরে তাঁকে কিন্তু কোন বিশেষ চক্ষে দেখতে যাওয়া চলে না। তেমনি শত্রু হোক মিত্র হোক, কর্তব্যের কাছে পাত্রাপাত্র ভেদ নেই। স্নেহ-মায়া-দয়া-প্রেম মানুষকে অনেক বিষয়ে আচ্ছন্ন করে রাখে—তার ন্যায়দৃষ্টি, ন্যায়বিচারও সেই সঙ্গে কলুষিত হয়। পক্ষপাতিত্বের সূত্রে আমাদের কর্তব্যপালন তখন ভ্রান্তির ও ত্রুটির গভীর খাদে পড়ে আমাদেরই ক্ষুদ্রতা ও নগণ্যতা প্রকাশ করে। প্রিয়জনের দোষত্রুটি ক'জন দেখতে পায়? নিকট বন্ধুকে ছেড়ে অপরিচিত অজ্ঞাতের প্রতি যথাযথ কর্তব্যপালন করতে পারেন ক'জন? কিন্তু সত্যকার কর্তব্য-পরায়ণ হলে, কর্তব্য-নিষ্ঠ, সাধু ও সজ্জন মানুষরূপে পরিচয় দিতে হলে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও নিরাসক্ত মনোভাবই কর্তব্যপথে সার্থকতা এনে দেয়।

॥ ১০ ॥ **বনে কি কখনো মানুষ গড়া যায়? বনে কেবল একটা উদ্ভিদ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্য-সমাজেই গঠিত হয়।**

মানুষের জীবনে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব অপরিসীম। আমরা যেরূপ পরিবেশে বাস করি, যেরূপ সঙ্গলাভ করি ও যে ভাবে চলতে দেখতে বলতে ও ভাবতে অভ্যস্ত হই, সেইভাবেই আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলির চরিত্রের ও মনের বিকাশলাভ ঘটে। আমাদের আচার-আচরণও সেই অনুযায়ী গঠিত হয়। তাই বনে গিয়ে গুহামধ্যে থেকে চোখ কান বন্ধ করে নাসা টিপে আমরা ইহলোক হতে ঊর্ধ্বে পরলোকের ধ্যান করতে পারি ও সেইরূপ সিদ্ধিলাভও করতে পারি। কিন্তু বনের জগতে বাস করে কোনভাবেই মানবসমাজের প্রগতির কাহিনী রচনা করতে পারি না বা মনুষ্যত্বের ও মানবজীবনের বহুমুখী বিষয়ের শ্রেয়ঃ কোন পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হই না।

বন-উপবন, দুর্গম জঙ্গল ও গহন বনানী লতাপাতা, বৃক্ষ, উদ্ভিদের চির-আশ্রয়—সেখানে নদীগিরির আরণ্যক রহস্য। সেখানে মানব ইতিহাসের, জাগরণের জ্ঞানের দর্শনের বা লোকসমাজের সুখদুঃখের কোন প্রকাশ ও কোন পরিচয় নেই। মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব, তার বিস্তার, ধ্যান ধারণার ও সমাজভিত্তিক গোষ্ঠী-জীবনের সমুন্নত প্রকাশ তারই সৃজিত মানবসমাজে, অন্ধ তমিস্রায় রহস্যাবৃত বনরাজ্যে নয়। মানবচরিত্রের সুকুমার বৃত্তিগুলির প্রস্ফুরণও বনের গভীরে গিয়ে বসে থাকলে সম্ভব হয় না। স্নেহ দয়া মায়া প্রেমপ্রীতি, পরের জন্য আত্মোৎসর্গ, জাত্যভিমান, লোকাচার, সংস্কৃতি ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রকাশ তারই সৃষ্ট উপযুক্ত লোক-সমাজে। বনের আবহাওয়া উদ্ভিদের উত্তমরূপে বৃদ্ধির অনুকূল হতে পারে; কিন্তু লোকালয়ে সর্বজনের মাঝে থাকতে না পারলে, সকলের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার স্পর্শ না পেলে, মানবোচিত শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ হয় না—মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনুষ্যোচিত গুণরাজি ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হলে মানুষের সংসারে থেকে সর্বমানবের সংযোগে ও সহযোগে গোটা মানবজাতির শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ কুড়োতে হয়।

॥ ১১ ॥ রাজবেশ ছাড়িয়া দিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করা নিতান্ত অল্প কথা নহে। বরঞ্চ রাজ্য পরিত্যাগ করা সহজ।

মানুষ অভ্যাসের দাস। যে সামাজিক ও সাংসারিক পরিবেশে মানুষ জন্মলাভ করে ও বেড়ে ওঠে, যে অভ্যাস, রীতি-নীতি, আচার-বিচার, আদান-প্রদান, বেশ-ভূষা, চাল-চলনে সে দিনে দিনে রক্তমাংসমজ্জায় গঠিত ও সঞ্জীবীত হয়, সেই আবহাওয়া পরিবেশের বাইরে হঠাৎ এসে পড়লে তার জীবনে প্রায় প্রলয়ের মত উত্থান-পতন শুরু হয়ে যায়। এতদিন জন্ম-জন্ম ব্যাপী যে রীতি-নীতি, আচার-আচরণ তার শোণিতে, তার প্রতিটি নিশ্বাসে বিশেষ জীবনধারার প্রাণবায়ুরূপে প্রবাহিত হয়েছে তাতে তখন হঠাৎ ছেদ পড়ে এবং জীবনের সকল ভারসাম্য তখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মানুষ তার সঞ্চিত সকল সম্পদ, যশ-মান গৃহ, প্রতিপত্তি সব কিছুই ঘুচাতে পারে, রাজাসনও ছেড়ে দীনবেশ ধারণ করে উচ্চ প্রাসাদ হতে নিম্নে ভূতলে নেমে আসতে পারে কিন্তু তার আজীবনের অভ্যাসগুলি কিছুতেই পরিহার করে চলতে পারে না। বাস্তবিকই, habit is the second nature of man এবং এই habit বা অভ্যাস তার habitation অর্থাৎ জাগতিক জীবনের বিশেষ পরিবেশাধীন বিশিষ্ট ধারাপ্রবাহ।

বুদ্ধিমান মানুষ তার অভিজ্ঞতায় ও জ্ঞানে একথা বরং শিখেছে যে জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। রাজার রাজ্যলাভের আনন্দের সাথে রাজ্যনাশ বা রাজ্যহানির আশঙ্কাও থাকে। আজ যা আছে কাল তা যে না থাকতেও পারে তা মানুষ ক্রমশঃ স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত। অবস্থা বৈগুণ্যে রাজাকেও ভিখারীর বেশ ধরতে হয়েছে এবং তাই রাজার পক্ষে রাজ্য-ত্যাগ ও রাজসিংহাসনের মায়া পরিত্যাগ অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও সম্ভব। কিন্তু চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রার আকস্মিক রূপান্তরে খাপ খাওয়াবে কে? রাজবেশও সেই জীবন অভ্যাসের এক রূপ। আর গেরুয়াবস্ত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিরূপ। মনে-প্রাণে গেরুয়াধারী না হতে পারলে অঙ্গে গেরুয়া অসম্ভব। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের জীবনেও একপ কঠিন পরীক্ষা এসেছিল।

* ভাবার্থ-লিখন *

॥ ১ ॥ **রঘুপতি। শোনো বৎস, তোমাকে···সহিতে পারিব না।**

[পৃ. ২২]

রঘুপতি জয়সিংহকে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন যে, পাপ-পুণ্য বলে পৃথিবীতে কিছুই নেই। সেই হিসাবে হত্যাও পাপ নয়। আর হত্যা যদি পাপকর্ম হয় তা হ'লে জগতে সমস্ত হত্যাই পাপ। মানুষ যে কত নিরাপরাধ পিপীলিকা পদতলে পিষে মারছে তাও পাপ। প্রস্তরা-ঘাতে, বন্যাস্রোতে, মড়কে কতভাবেই না মানুষ নিত্য নিহত হচ্ছে তাও তাহলে পাপ। বস্তুতঃ প্রতিদিন যে কোটি কোটি প্রাণী বলি হচ্ছে, তা মহাশক্তির মহামায়ার লীলা বই কিছুই না। মায়ের নিকট একদিন সমস্ত জীবেরই উৎসর্গ হবে, তার সঙ্গে একটি প্রাণের বলি এমন কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করে না। হত্যাকারী উপলক্ষ মাত্র।

জয়সিংহের মনে কিন্তু সন্দেহ জন্মাল। সে ভাবল তা হলে মা মহামায়া কি সন্তানের রক্ত পান করে পরিতৃপ্ত হন? জগৎমাতার পিপাসা মিটাবার জন্যই সেও কি পরস্পরকে হিংসা করে হত্যা করে রক্তের অর্ঘ্য রচনা করবে? তাই যদি হয় তা হলে জলের স্রোতের পরিবর্তে রক্তের ধারা বয় না কেন? জয়সিংহ শেষ মীমাংসার জন্য দেবীর চরণে প্রার্থনা জানালেন, তিনি যেন বলেন বলিদান ও হত্যালীলা কোন শাস্ত্রসম্মত নয়।

॥ ২ ॥ **নক্ষত্র রায় নিতান্ত অধীর······শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে।**

[পৃ. ৩৭-৩৮]

গোবিন্দমাণিক্য ভাবতে লাগলেন স্নেহ ও হিংসার দ্বারা আজ জগৎ কলুষিত হয়েছে। অরণ্যের হিংসা-ক্রোধ আজ সভ্য সমাজের স্নেহাঙ্গনও গ্রাস করে ফেলেছে। স্নেহ ও প্রেমের পরিবর্তে তাই ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার গোপন ষড়যন্ত্র, লোভ ও হিংসার হানাহানি। তিনি ভাবলেন, তাঁর জীবননাশের জন্য শুধু হিংসা-দ্বেষ-লোভই বেড়েছে। তাঁর আত্মীয়স্বজনের হিংসা-কুটিল দৃষ্টিতে তিনি বিপদ আশঙ্কা করলেন। যে লোভ ও হিংসা সর্বত্র ছেয়ে গিয়েছে সর্বাগ্রে সেই রক্ত পিপাসা মিটিয়ে এই পৃথিবী হতে বিদায় নেওয়াই তিনি

যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং নক্ষত্র রায়কে জানালেন যে তাঁরা অপরাহ্নে গোমতীর তীরে বেড়াতে যাবেন।

মহারাজের গাম্ভীর্যে নক্ষত্র রায়ের মনে সংশয় জাগল। তাঁর মনে হল, রাজা তাঁর প্রখর দৃষ্টিতে মনের সকল হিংস্রবৃত্তিগুলি দেখতে পেয়েছেন। ভয়ে ভয়ে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের দিকে তাকালেন। কিন্তু সেখানে ক্রোধের চিহ্ন খুঁজে পেলেন না,—দেখলেন মানুষের নিষ্ঠুরতায় বেদনাহত বিষণ্ণতার ছায়া।

॥ ৩ ॥ **রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে?··· পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।"** [পৃ. ৪০]

রাজার দায়িত্ব সুকঠিন। মুকুট পরা যে শক্ত তার কারণ রাজার গুরুদায়িত্ব অনেক। প্রজাবর্গের সুখ ও কল্যাণ সমস্ত কিছুই রাজাকে দেখতে হয়। শুধু ঐশ্বর্য ভোগের জন্য রাজকীয় সম্মান বা রাজ মুকুট শোভা পায় না। রাজাকে প্রজার সকল সুখ-দুঃখে অংশ গ্রহণ করতে হয়। বলপূর্বক প্রজার সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে বা প্রজাপীড়ন করে রাজ্যশাসন করা যায় না। প্রজারা যাঁহার গুণ ও ক্ষমতায়, দয়া ও বাৎসল্যে বশীভূত, তিনিই প্রকৃত রাজা। পৃথিবীকে গুণের দ্বারা সেবার দ্বারা বশীভূত করেই রাজার মত রাজা হওয়া যায়।

॥ ৪ ॥ **রঘুপতি চলিয়া গেলে···আমি কাহারও ভাই নহি, কাহারও বন্ধুও নহি।** [পৃ. ৬৭]

যিনি প্রকৃত বিচারক, তিনি রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কার্য সম্পন্ন করেন। সে বিচারে নিরপেক্ষতাই প্রধান কথা। তিনি একই অপরাধে অপরাধী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনকে শাস্তি ও অন্যজনকে মুক্তি দিতে পারেন না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিছুই তাঁর বিচারের নিষ্ঠাকে পক্ষপাতদুষ্ট বা বিকৃত করতে পারে না।

॥ দশম শ্রেণী ॥

রাজর্ষি

* সার-সংক্ষেপ *

॥ ১ ॥ **জয় সিংহের সমস্ত রাত্রি.........তাহার আবশ্যক কি ?**

[**রাজর্ষি—পৃ. ২৫**]

জয়সিংহের পরিবর্তন

বিনিদ্র জয়সিংহ সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তায় কাটালেন। গুরুর সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছিল তা সহস্র জালে বিস্তারিত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। তাঁর এতদিনকার সংস্কারের ভিত্তি আমূল টলে উঠল। যে দেবীকে এতদিন তিনি কল্যাণময়ী মাতৃরূপে দেখেছেন গুরুর বাক্যে আজ তা হৃদয়হীনা শক্তিরূপে পরিণত হয়েছে। রক্ততৃষাতুরা, শক্তিরূপিণীদেবী মানুষের দুঃখ-বেদনায় হাহাকার-আর্তনাদে অবিচলিত, উদাসীন ও পাষাণ। ইচ্ছা করলে ইচ্ছাময়ীদেবী নিজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী প্রভৃতি ঘটিয়ে স্বীয় প্রয়োজন মত জীবনাশ ঘটাতে পারেন। তাঁর রক্ত-তৃষা দূর করার জন্য জয়সিংহের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রয়োজন কি থাকতে পারে ?

॥ ২ ॥ **রাজা কহিলেন.........রাজা হইতে হয়।**

[**রাজর্ষি—পৃ. ৪০**]

রাজা হবার প্রকৃত পথ।

রাজা বললেন যে হত্যা-সাধন রাজত্ব লাভের উপায় নয়। দীন-দুঃখী আর্ত ও দরিদ্র মানুষের উপর অত্যাচার ও শোষণের দ্বারাও কোন রাজ্যের মঙ্গল হয় না। শত সহস্র লোকের দুঃখ-ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে তবেই রাজা হওয়া যায়। পৃথিবীর সমস্ত জনগণকে আপন গুণের অমৃতে বশীভূত করে সকলের দুঃখ-চিন্তার ভার লাঘব করতে যিনি পারেন তিনিই রাজা। লোকের হৃদয় জয় করতে পারাই প্রকৃত জয়—রাজা হবার আসল পথ।

॥ ৩ ॥ কালীর প্রতিমার সম্মুখে···মৃত দেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

[রাজর্ষি—পৃ. ৫৭-৫৮]

জয়সিংহের আত্মবলিদান

কালী প্রতিমার সম্মুখে এসে জয়সিংহ দেবীকে সম্বোধন করে বললেন, তাঁর যখন রাজ-রক্ত না পেলে তৃষ্ণা মিটবে না তখন তাঁর ভক্ত সন্তান জয়সিংহ যাঁর ধমনীতেও রাজ-রক্ত বংশানুক্রমে প্রবাহিত, তারই রক্ত নিন। এই বলে তিনি নিজের বুকে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করে প্রতিমার পদতলে লুটিয়ে পড়লেন।

রঘুপতি চীৎকার করে জয়সিংহের মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকার মূক্-বেদনায় স্তব্ধ হয়ে রইল। সেই নিবিড় নীরব অন্ধকারে শুধু জয়সিংহের রক্ত সোপান বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সারারাত এ ভাবেই কাটল। রঘুপতি প্রত্যূষে মৃতদেহ ছেড়ে উঠে গেলেন।

॥ ৪ ॥ রঘুপতি তাঁহার মন্দিরে ···বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

[রাজর্ষি—পৃ. ১৪০-১৪১]

রঘুপতির বিচ্ছেদ-বেদনা

জয়সিংহের মৃত্যুর মর্মান্তিক সত্য রঘুপতি কিছুতেই তাঁর জাগ্রত চেতনায় গ্রহণ করতে পারছিলেন না। জয়সিংহের ঘরে ঢুকলে পাছে এই অভাব নয়ন সম্মুখে প্রকট হয়ে ওঠে এই ভয়ে জয়সিংহের ঘরে ঢুকতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না। শূন্য মন্দিরে ঢুকে রঘুপতির তাই জয়সিংহ-ভ্রম হল। অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি জয়সিংহের নিস্তব্ধ নীরব গৃহে প্রবেশ করলেন। চারিদিকেই জয়সিংহের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে—খড়ম, নিজহাতে আঁকা কালীমূর্তি, আরো কত কি। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা, শুধু একটি টিকটিকি এই নিস্তব্ধতার রাজ্যে জীবন্ত ব্যতিক্রম। রঘুপতি সিন্ধুকের উপরে বসে মুক্তদ্বার পথে আগত শীতের বাতাসে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর চলার শক্তিও যেন কেউ কেড়ে নিয়েছে।

॥ ৫ ॥ গোমতী নদীর দক্ষিণ দিকে···তাতাকে সঙ্গে আনিতেন।

[রাজর্ষি—পৃ. ২৭-২৮]

ধ্যান-মৌনী গোবিন্দমাণিক্য

গোমতী নদীর দক্ষিণ দিকের কিছুটা জমিতে উঁচু ঢিবির উপরে বড়গাছের বদলে ছিল খর্বাকৃতি শাল গাছ। ছোট ছোট জলের ধারা সেখান থেকে পাথরের উপর গড়িয়ে নদীতে গিয়ে পড়ছে। এই নির্জন জায়গাটিতে রাজা

গোবিন্দমাণিক্য নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রতিদিন এসে বসতেন। শুধু বর্ষাকালে রোজ আসা সম্ভব হত না বলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটত। যেদিন আসতেন সঙ্গে ভাতাকে নিতে ভুলতেন না। এইখানে এসে বসলে তাঁর ধ্যানাবেশ-মাখা মৌনীমূর্তিটি জেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

॥ ৬ ॥ **বেলা পড়িয়া আসিল……স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।**

[রাজর্ষি—পৃ. ৩৮-১৯]

নক্ষত্র রায়ের ভয়

বেলা পড়ে এলে মহারাজ নক্ষত্র রায়কে সঙ্গে করে অরণ্যের দিকে চললেন। তখন পৃথিবী মেঘাবৃতা। সেই অন্ধকার নিৰ্বাক নিস্পন্দ প্রাচীন বৃক্ষের ছায়ায় আচ্ছন্ন নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করে নক্ষত্র রায়ের চিত্ত অস্বস্তি ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ হল। ইচ্ছা হ'ল ছুটে পালান। নিশ্চয়ই তাঁর মনের কথা জানতে পেরে শাস্তি দেবার জন্য এখানে রাজা তাঁকে ডেকে এনেছেন। কিন্তু ছুটে পালানো হল না—মনে হ'ল কোন এক অদৃশ্যশক্তি তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অরণ্যের মধ্যস্থলে একটি ফাঁকা জায়গায় এসে রাজার আদেশে নক্ষত্র রায় নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্ব চরাচর যেন রাজার সেই গম্ভীর আদেশে উৎকর্ণ, নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাঁর আদেশের ধ্বনি কম্পনে সমস্ত অরণ্যেব বৃক্ষশাখাগুলিও কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রামায়ণী কথা

* ভাবসম্প্রসারণ *

॥ ১ ॥ রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মিকী উপলক্ষ মাত্র।

প্রত্যেক দেশই আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট এবং অন্য দেশ হতে তার মূলগত পার্থক্য এই বৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতায়। ভৌগোলিক বিচারেই শুধু নয়, ভারতবর্ষের জীবনধারা, তার ধ্যান-ধারণা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী এই বৈশিষ্ট্যের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তার স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। ভারতের হিমালয় ও গঙ্গা এই বৈশিষ্ট্যেরই দুই মহান মূর্তি। চিরতুষারাবৃত শুভ্র-সৌম্য হিমালয়-গিরিশৃঙ্গ ধ্যানমগ্ন তপঃনিরত ঋষি-মুনিদের সিদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আধ্যাত্মিক ভারতের এ যেন পরম তাপস-মূর্তি, দেবতাদের লীলাভূমি। আবার এই হিমালয়ের জটা থেকেই উদ্ভূত পুণ্য-প্রবাহধারা গঙ্গা, ভারতবাসীর হ্লদী-জাহ্নবী। গঙ্গার পীযূষ প্রবাহেই ভারতবর্ষের শস্য-শ্যামল ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা বাঞ্ছিত জন-জীবন।

অপরদিকে রামায়ণ মহাভারত আমাদের দুই-মহাকাব্য, জাতীয় জীবনে যার প্রভাব গঙ্গা ও হিমালয়ের মতই সুপ্রাচীন ও অপরিসীম। গঙ্গা ও হিমালয়ের মতই এই দুই মহাকাব্য একান্তভাবে ভারতের—ভারতীয় জীবনের ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কালজয়ী স্বাক্ষর। ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য ও যুগ-যুগান্তের সাধনার বাণীরূপেই নব ভারতবর্ষের মহান ইতিহাসরূপেও এদের অম্লান ভাস্বরতা যুগে যুগে সর্বজনে আশার ও আনন্দের, জ্ঞানের ও শিক্ষার বিমল বর্তিকা রূপে দীপ্তি এনে দিয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতের নাম শোনে নি এমন ব্যক্তি ভারতবর্ষে নেই, রামায়ণ-মহাভারতের পাঠ শোনে নি এমন শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষও এদেশে নেই। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত ভারতের জনজীবনে যেমন সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছে, তেমনি এই দুই মহাকাব্যের রচয়িতা বাল্মিকী ও ব্যাসও তাঁদের মহাকাব্যের রসাস্বাদনের সঙ্গে আমাদের সুবিশাল জন-জীবনের মাঝে কবে তলিয়ে গিয়েছেন। সাধারণ

কবিদের মত তাঁরা তাঁদের কাব্যের মধ্যেই স্বীয় সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য সঙ্কুচিত রাখেন নি। মহাকাব্য দুটিকে জাতির হাতে সঁপে দিয়ে—জাতির সম্পত্তি করে দিয়ে কবিদ্বয় যেন চিরবিদায় নিয়েছেন।

॥ ২ ॥ ভরত ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা,—সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির অন্ন-ব্যঞ্জন, জীবিকার সংস্থান।

রামায়ণ মহাকাব্যের দুই মহৎ চরিত্র ভরত ও লক্ষ্মণ ভারতীয় সমাজ জীবনে ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃপ্রেম, ভক্তির ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং সাহিত্যের ইতিহাসে তা মহান আদর্শের প্রেরণাদায়ী মর্মকথা। মহাকবির এই দুই চরিত্র-সৃষ্টি সত্য-নিষ্ঠ, আদর্শ-নিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের অনুপম রূপ-আলেখ্য। ভরত ও লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্যের ও ভালবাসার শ্রদ্ধার এবং চরম আত্মত্যাগের যে জ্বলন্ত ইতিহাস রচনা করেছেন তা সত্যই বিস্ময়ের কথা। ভরত ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম ঠিক এক ও অভিন্ন নয়। তাঁরা আপন জীবনে ভ্রাতার প্রতি কর্তব্য পালনের যে অম্লান স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার মধ্যে তাঁরা আপন আপন পার্থক্য ও আপন আপন গুণরাজি ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান।

ভরত জ্যেষ্ঠের জন্য রাজসিংহাসন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছেন, রামের বনবাসের চৌদ্দ বছর নিজেও কৃচ্ছ্রসাধন করে সন্ন্যাসীর জীবন কাটিয়েছেন। অন্যায় ও নীতি-গর্হিত বলে ভরত আপন মাতাকেও ভর্ৎসনা করতে ছাড়েন নি এবং বিবেকের দংশনে পুড়ে মায়ের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নিজে করে গেছেন। জ্যেষ্ঠকে ফিরিয়ে আনতে অক্ষম হলে তার পাদুকা যুগল শীর্ষে বহন করে আপন রাজাসনে তা স্থাপন করে দেবতার পূজার ন্যায় শ্রীরামের চরণ সেবা করে গেছেন। এসব যেমনই মহান তেমনি বিস্ময়ের বিষয়, যা সাধারণ কেহ পারে না, যা নিতান্তই কঠিন। কিন্তু লক্ষ্মণের সেবা ও ভ্রাতৃপ্রেম ভরতের তুলনায় অনেক স্বাভাবিক ও সহজ। যার সহজ শিক্ষা ও রসাস্বাদনে সাধারণ মানুষের ও পাঠকের কাছে কোন কঠিন প্রয়াসের প্রয়োজন করে না। রামচন্দ্র বনে গেলে লক্ষ্মণ ছায়ার ন্যায় জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করেছেন, ভ্রাতার সঙ্গে রাক্ষসদের যুদ্ধে সমস্ত বিপদ নিজেও মাথায় নিয়েছেন, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়ার সকল সুখ-দুঃখে অংশ গ্রহণ করেছেন। জ্যেষ্ঠের সুখ-সুবিধা এবং মঙ্গল চিন্তায় অনাহারে ও অনিদ্রায় থেকেছেন; কিন্তু কোনদিন ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি বা ভ্রাতার সঙ্গে কোন

মতবিরোধ ও মতান্তরের কলুষ সৃষ্টি করেন নি। ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম তাই বহু উচ্চ আদর্শের হলেও সাধারণ জীবনে তা উৎকৃষ্ট পলান্নের মত বিশেষ উৎসব দিনের বিশেষ-ব্যয় ও আয়াস-সাপেক্ষ আহার্যের ন্যায়। কিন্তু লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি যেন আমাদের নিত্যদিনের শাকান্ন ভোজন যা ছাড়া আমরা বাঁচি না, যার দৃষ্টান্ত প্রতি ঘরে পালিত না হলে সংসার ও সমাজ ভেঙ্গে পড়ে।

॥ ৩ ॥ পক্কশস্যের যেরূপ পতনের ভয় নাই, সেরূপ মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত।

ফল ও শস্য পাকলেই ভূমিষ্ঠ হয়। এটাই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বৃক্ষশাখে মাটির উর্ধ্বে ঝুলন্ত ফল কোনদিন যেমন তার স্থায়িত্বের দাবী করে নি, জাগতিক নিয়মের বাইরে দাঁড়িয়ে সে এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করে আপন নির্বুদ্ধিতার ও মূঢ়ামির পরিচয়ও তেমনি দেয় নি। যা স্বাভাবিক, যা সত্য, যা ধ্রুবের ন্যায় অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় তার বিরুদ্ধে আস্ফালন করতে কিংবা ভয়ে-ত্রাসে-শংকায় জীবনভোর মাথা কুটতে যায় নি। যা সত্য, যা স্থির, যা অবশ্যম্ভাবী তাকে সহজ শান্তভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যেই সে যুক্তি খুঁজে পেয়েছে এবং ধীর অবিচলিত চিত্তে তাকেই জীবনের প্রাণের পরম প্রস্তুতিরূপে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। বৃথা বৃন্তস্খলনের নালিশ নিয়ে সে আপনাকে হাস্যাস্পদ করে নি। যতদিন তার পূর্ণ-পক্কতার অবকাশ থাকে, যত দিনের শূন্যে অধিষ্ঠানের পরমায়ু সে পেয়েছে সে ক'দিন সে আপন চিত্তের স্ফূর্তিতে সানন্দে সগৌরবে পবনের হিল্লোলে দুলে বৃক্ষশাখার ও পাতার নৃত্যরত মৃদুমর্মর আপন বক্ষের মাঝে কলতান মিলিয়ে সুমিষ্ট আস্বাদে রসে ও গন্ধে স্বর্গসুধার আশ্রয় সাজিয়েছে। দিন যখন এল, কাল যখন ফুরোল মাটির বুকে নেমে এসে তার জীবনের গীতি শেষ করল—বিশাল মৃত্তিকার অঞ্চলে তার যে অন্তিম শয্যা বিছানো তারই ক্রোড়ে পড়ে নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় শান্তির প্রসাদ মনে করেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। পক্কশস্যের পতনের ভয় কোথা? এই পতন সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু মানব জগতে এই একই নিয়ম-শৃঙ্খলা কাজ করলেও এবং মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর প্রতি তার মনেপ্রাণে এক ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। সংসারে সব কিছুরই পরিণতি আছে, জীবনে যেমন জন্ম-লাভ ও বৃদ্ধি আছে, তেমনি ক্ষয় ও মৃত্যু আছে। সর্ব বস্তুই ভঙ্গুর; অবিনশ্বর

কিছুই নয়। কিন্তু এই চরম সত্যকে মানুষ যেন সহজে গ্রহণ করতে পারে না। চারিদিকের নিশ্চিত ধ্বংস ও বিনাশের মধ্যে কাল কাটিয়েও তার একান্ত বাসনা,কী ভাবে শেষ পরিণতি ও মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তা কতই প্রমাদপূর্ণ ও ব্যথাময়। নদীর স্রোত যেমন নেমে এসে সাগরের বুকে বিলীন হচ্ছে তার যেমন প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় তেমনি জগৎসংসারে মানুষকেও একদিন তারুণ্য থেকে যৌবন ও বার্ধক্য কাটিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে পা দিতে হয়। এ অবধারিত অমোঘ সত্য। এতে ভীত না হয়ে "মরণ রে,—তুঁহু মম শ্যাম সমান" ভেবে জীবনের সায়াহ্নে মৃত্যুকে শান্ত সমাহিত চিত্তে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়।

॥ ৪ ॥ মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুর তুল্য।

সংসারে সকল শ্রেণীর মানুষের বাস। সবাকার মানসিক প্রকৃতি ও চিন্তাধারা, সবার শিক্ষা ও রীতি-নীতি এক নয়। চরিত্রে ও বিবেকবোধে মানুষে মানুষে কতই না পার্থক্য। নীচ স্বার্থপর মানুষ আপন ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ন্যায়-অন্যায় বিচার ব্যতিরেকে নিত্য কত কর্ম করছে যার সংগতি বা শোভনতা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কিছুমাত্র অবকাশ নেই। মান-অপমান, আত্মমর্যাদা প্রভৃতির বালাই তার নেই। কিন্তু সংসারে এমন মানুষও আছেন যাঁদের কাছে আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধ যথেষ্ট প্রখর। অপরের মান তাঁরা যেমন দিতে কুণ্ঠিত হন না, স্বীয় মানমর্যাদাও তাঁরা বজায় রাখতে নিয়ত সজাগ। এরূপ মানী ব্যক্তির কাছে আত্মসম্মান প্রাণ অপেক্ষাও বড়। জাগতিক সুখ-দুঃখ, ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র স্বার্থ তাঁদের কাছে অতি তুচ্ছ বস্তু। আত্মসম্মানের হানি হতে পারে এমন কোন কর্ম তাঁরা প্রাণ থাকতে করেন না—কোন মূল্যেই তাঁরা মর্যাদা ও সম্ভ্রম এবং আপন আদর্শ ও নীতি বিক্রয় করে দিতে প্রস্তুত নন। মানী ব্যক্তি সত্যপরায়ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা তাঁদের সকল প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কথা মত কাজ করতে না পারলে তাঁরা কর্তব্যবোধ ও বিবেকের কাছে এমনই অপরাধী মনে করেন যে তখন মান বাঁচাতে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। মান না থাকলে বৃথা এ প্রাণ, বৃথা এ জীবনের ভারবহন—এইরূপই তাঁদের মানসিক বিচার ও ধর্ম। অপমান ও আত্মসম্মান তাঁদের হৃদয়কে কাঁটার মত বিদ্ধ করে, যে যন্ত্রণা তাঁদের কাছে প্রায় মরণ-যন্ত্রণার মতই ভয়াবহ ও ভীষণ। আগে মান, পরে প্রাণ,—এই তাঁদের

মূল মন্ত্র। মানী ব্যক্তির অপমান তাই মৃত্যুর মতই বিভীষিকা ও জীবনের অসারতা বহন করে আনে।

॥ ৫ ॥ **আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণথালে উপাদেয় আহার করিতেছেন।**

রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে ভারতের সনাতন ভাবধারা ও আদর্শ শিক্ষা নিহিত। ভারতবাসীর অন্তরের ধন এই মহাকাব্য তার সমাজ ও সংসার-জীবনকেও এই আদর্শ ভাবধারায় অনন্তকাল ধরে প্রভাবিত করে এসেছে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের আজকার যে ছন্নহীন রূপ যে অশান্তি ও বিশ্বাসের নানারূপ প্রত্যক্ষ করা যায় রামায়ণী যুগ হতে সেদিন পর্যন্ত এ বিকার ভারতীয় জাতীয় জীবনকে দূষিত করে নি। রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভরত ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম ও সীতার পতিভক্তি ও সতীত্ব আজ প্রায় রূপকথার ন্যায় আমাদের বর্তমান জীবনধারাকে বুঝি তাই ব্যঙ্গই করছে। একান্নবর্তী সংসারের ও যৌথ জীবনের যে আদর্শ রামায়ণে বিধৃত তা আজ কোথায় তলিয়ে গেছে। সেকালে যৌথ সংসার যে নিশ্চিত শান্তি ও পরম নিশ্চয়তা দিয়েছে—সেই ভ্রাতৃপ্রেম ও আনুগত্য, সেই সশ্রদ্ধ অন্তর ও বিবেকের ব্রা সত্যের স্পর্শ আজ কোথায়?

সেদিন ছিল যখন ভাইয়ে ভাইয়ে সংসারে একান্ত প্রেমে ও সম্প্রীতির মধ্যে বাস করেছে, একে অপরের দুঃখ বরণ করে নিয়েছে। আবার একের সুখে সবাই সমসুখী হয়ে আনন্দের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছে। বড় ভাই ছোট ভাইকে আগলিয়েছে। আবার অনুজ অগ্রজের বিপদে বুক পেতে দিয়েছে। কিন্তু আজ বিদেশী সভ্যতা ও আদর্শের প্রভাবে আমাদের সেই পারিবারিক জীবনে কত সংঘাত—সেখানে সংহতি ও প্রীতির, প্রাচীন আদর্শের ও নীতির, ঐতিহ্যের কী মর্মন্তুদ পরিণতি। নূতন জীবনাদর্শে ক্ষতবিক্ষত ও পুনর্বিন্যস্ত জীবনযাত্রার ধারা সুখশান্তির কত অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাদের মাঝে তাই এত বিভেদ। আজ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। আজ এক ভাইয়ের বিপদে ও দুঃখে অন্য ভাইয়ের চোখে জল আসে না। প্রিয় সহোদর আজ নিতান্তই পর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এক ভাই সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ-বিলাসে কাটাচ্ছে যখন, তখন হয়ত অন্য ভাই এক সন্ধ্যার আহারও জোটাতে পারছে না এবং ভাগ্যবান ভ্রাতা দুর্গত ভ্রাতার জন্য এতটুকু চিন্তাও করে না।

রাম-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃত্ব আমাদের সমাজজীবন হতে এমনই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে রাম বনবাসী হলে আজকের লক্ষ্মণ অগ্রজের অনুগমন করা মূর্খামি মনে করে নিজে নির্বিঘ্নে প্রাসাদ-ভোগের পরিতৃপ্ত বোধ করেন এবং ছোটভাই অভুক্ত থাকলেও আজ অগ্রজের ব্যয়বহুল বিলাসিতায় ও আরামে কোনও ক্ষুণ্ণতার লক্ষণ চোখে পড়ে না।

॥ ৬ ॥ **যে জলরাশির স্বাভাবিক গতি আছে, তাহা আপন নির্মলতা রাখিয়া চলিতে পারে। কিন্তু জল দাঁড়াইয়া গেলে উহা পঙ্কিল ও নানারূপে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে।**

প্রবহমান স্রোতস্বতীর জল নির্মল। ময়লা ও আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকতে পারে না বলেই নদীর জল অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠে না। কিন্তু নদী যখন আপন স্রোতধারা হারিয়ে ফেলে, তার গতিবেগ অবরুদ্ধ হয়, তখনই সকল আবর্জনা জমতে ও পচতে থাকে এবং তাতে রোগের জীবাণু জন্মে। এই জল তখন ব্যবহারের অনুপযুক্ত এবং অস্বাস্থ্যকর।

নদীর স্রোতের ন্যায় জীবনেরও এক ধারা থাকে—তার সমাজজীবনে, জাতীয় প্রথায় এক স্বাভাবিক সরলগতি থাকে যা নিত্যই মনুষ্যের জীবনকে সুস্থ রেখে গোটা দেশ ও জাতির ইতিহাস কল্যাণ ও মঙ্গল, স্বাচ্ছন্দ্য ও শ্রী, প্রগতি ও উন্নতিতে মণ্ডিত করে তোলে। ফলে সমাজজীবনে জটিলতার আবিলতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে না। কিন্তু এই প্রথার ও নিত্যনৈমিত্তিকতার খাতে যখন স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়ে কৃত্রিমতার ক্লেদ ও অসারতার পাঁক ঘুলিয়ে তোলে তখনই সমাজজীবনে প্রতিবন্ধকতার বিষ প্রবিষ্ট হয় এবং জীবনযাত্রাকে ভারাক্রান্ত অসুখী ও স্তব্ধ করে জীবনের ধারাস্রোতের পবিত্রতাই বিনষ্ট করে দেয়।

সমাজজীবনে যেমন, বৃহত্তর জাতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেও একই কথা খাটে। জাতীয় জীবনের কর্মচঞ্চলতা তার সব কিছু অবসাদ ও গ্লানিকে নির্ভয়ে স্রোতমুখে বহন করে নিয়ে জীবনকে স্থায়ী স্বাস্থ্য-সুখ দান করে। কিন্তু লোকাচার, অর্থহীন সংস্কার ও অপ্রয়োজনীয় অসার প্রথার ভারে যখন জাতীয়জীবন বিপর্যস্ত হয় তখন তার জীবনধারার গতিও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার কর্মস্রোত স্তব্ধ হয়ে এলে প্রাণহীন আচার-সর্বস্ব জীবন যে জটিলতার আবর্ত রচনা করে দেয় তখন স্বাভাবিক ও উচ্ছল প্রাণের অন্তিম নিশ্বাস পড়তে থাকে। জাতি তখন দুর্বল হয়ে পড়ে, জীবনে তার সকল

স্পন্দন ও প্রাণের মধুর গীতি কণ্ঠরুদ্ধ হয়—জাতির বুকে তখন ছায়াঘন অন্ধকার আর অস্বাস্থ্যকর পঙ্গুতার ক্লীবদৈন্যের মর্মন্তুদ দশা।

॥ ৭ ॥ দুঃখে পড়িয়া লোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, হৃদয়ে অমানিশার তুল্য শোক, নৈরাশ্য বা অনুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে সেই জ্ঞান আসে না।

মানুষ বিপদে পড়েই আপন দুঃখ সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। বিপদে না পড়লে, দুঃখে না ডুবতে পারলে আমাদের শিক্ষার ও বোধের বহু কিছু বাকি থেকে যায়। শোক ও দুঃখের অনলে পুড়ে মানুষ তার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সজাগ হয় এবং নৈরাশ্য ও অনুতাপের দহন জ্বালায়ই চিত্তশুদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

যখন আমরা আত্মসুখে বিভোর থাকি, তখন আমাদের সকল কর্ম ও কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর বলে ভ্রম করি। আত্মসুখে অন্ধ হয়ে আমরা অপরের দুঃখের কারণ কোনদিন অনুসন্ধান করি না। চির-সুখীজন কখনো দুঃসহ দুঃখের তাপ বুঝতে পারে না, দুঃখীর দুঃখকষ্ট সে গ্রাহ্যই করে না। নিজে বিপদে না পড়লে অপরের বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় না এবং বিপন্ন ব্যক্তির মর্মবেদনাও অনুভব করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেইরূপ যার আশা-আকাঙ্ক্ষায় অপূর্ণতা নেই সে অন্যের ব্যর্থতার ও নৈরাশ্যের দুঃখ বুঝবে কি করে? দুঃখী ও দুর্গত সুখী ব্যক্তির কাছে বিদ্রূপের পাত্র হয়ে পড়েন। জীবনে তাই সুখের ন্যায় দুঃখেরও প্রয়োজন আছে। দুঃখভোগ না করলে জ্ঞান পূর্ণ হয় না। চরিত্রের বিশুদ্ধতাও দুঃখের মাধ্যমেই ঘটে কারণ দুঃখে পড়লে মানুষ আত্মস্থ হয়, ধীর মস্তকে অগ্র-পশ্চাৎ সর্বদিক নিরীক্ষণ করে অতল পর্যন্ত ভেবে দেখতে তখনই সে আগ্রহ বোধ করে। এইভাবেই সে জীবনের পূর্ণরূপ দর্শনে অভিজ্ঞতার পুরস্কার লাভ করে এবং সত্যবদ্ধ হয়ে নূতন জ্ঞানরাজ্যে পৌঁছতে পারে।

রাজা দশরথ মৃগয়ায় গিয়ে মুনিপুত্রকে বধ করে যে অন্যায় করেছিলেন তখন তিনি সেই পুত্রশোকের দুঃখ উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু রামচন্দ্র যখন বনবাসে গমন করলে তিনি পুত্র শোকের দহন মর্মে মর্মে পেয়েছিলেন, তখন তাঁর সেই পূর্বকৃত অন্যায়ের মনস্তাপ পূর্ণ হয়ে ওঠে। তখনই তাঁর পুত্রশোকের গভীরতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিল এবং অনুশোচনার আগুনে বিদ্ধ হয়ে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন যে, অপরকে দুঃখ দিলে নিজেকেও সেই দুঃখ ভোগ করতে হয়।

✻ ভাবার্থ-লিখন ✻

॥ ১ ॥ ভরতের মুখ শুষ্ক. লজ্জা……এখন আমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

[পৃ. ৪০-৪১]

রামচন্দ্র বনবাসে গেলে পর ভরত শোক বিহ্বল হয়ে তাঁকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। রামচন্দ্র ভ্রাতার শোক-বিমূঢ় অবস্থা দেখে তাকে ভুলবার জন্য নানাভাবে আদর করতে লাগলেন। পিতৃসত্য পালনকারী বনবাসীর কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও রামচন্দ্রের দেহ হতে অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকীরিত হচ্ছিল। চীর বস্ত্রেও তাঁকে সসাগরা পৃথিবীর রাজা বলে বোধ হচ্ছিল। রাজ্যত্যাগ করেই যেন তিনি প্রকৃত রাজমহিমায় মণ্ডিত হয়েছিলেন। আর রাজা ভরত অগ্রজের পদতলে বসে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে রোদন করছেন। রামচন্দ্র ও ভরতের এই মিলন দৃশ্য অনবদ্য ও সৌন্দর্যে অপরূপ।

ভরতের নিকট পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে রামচন্দ্র শোকে অধীর হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন। পরে তিনি আত্মসংযম করে ভ্রাতা ভরতকে অনিত্য সংসার সম্বন্ধে উপদেশাদি দিয়ে বললেন মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং মানুষমাত্রেই অবিচলিত চিত্তে মরণকে সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। মৃতের জন্য শোক করাও যে যুক্তিসঙ্গত নয় তাও বললেন এবং সর্বশেষে ভ্রাতাকে জানালেন যে তাঁর এখন শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পিতৃসত্য পালন করা।

॥ ২ ॥ উত্তরখণ্ডের শেষ দৃশ্যটি ·····রাজার আদেশ পালন করা।

প্রজা-বৎসল রামচন্দ্র প্রজাদিগের সন্তোষের জন্য সীতাকে নির্দোষ জেনেও সহধর্মিণীকে বাধ্য হয়ে বনে বিসর্জন দিতে লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছেন। গঙ্গার তীরে এসে লক্ষ্মণ আসন্ন বিসর্জনের নির্মম ও কঠিন কার্যভারে পীড়িত হয়ে বালকের ন্যায় ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লেন। সীতাও তাঁর এই বনবাসের কথা আগে জানতেন না। লক্ষ্মণের কাছে সব শুনে তিনি ক্ষোভে-দুঃখে অভিমানে ও অজানা আশঙ্কায় প্রস্তরীভূত হয়ে গেলেন। রামচন্দ্রের সাহচর্য ব্যতীত তিনি একাকী কিভাবে নির্জন বনে বাস করবেন তিনি ভেবে পেলেন না। তাঁর চিন্তা হল, তাঁকে এইভাবে পরিত্যাগ করা হ'ল কেন এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষিদের তিনি কী বলবেন। ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে ও চিন্তায় তিনি আত্মহত্যা করতে পারতেন কিন্তু তিনি গর্ভবতী থাকায় তাও পারছেন না। অবশেষে পতির আদেশই শিরোধার্য করে লক্ষ্মণকে সেই দেবতা ও গুরুর রাজাদেশ পালন করতে বললেন।

সার-সংক্ষেপ

॥ ১ ॥ **প্রচুর বেগশালী চতুরশ্বযোজিত……শোভা পাইতেছে।**

রামচন্দ্রের প্রাক্-অভিষেক উৎসব [রামায়ণী কথা পৃ. ২৩]

জনগণের প্রশংসাধন্য পুষ্প পতাকায় শোভিত আলোকমালা সজ্জিত অযোধ্যা নগরী রামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য প্রস্তুত হয়ে চিত্রোপম সুন্দরী রূপ ধারণ করেছে। চতুরাশ্বচালিত রামচন্দ্রের রথ এই পথের উপর দিয়ে চলত। বাতায়ন-পথে সুন্দরী পুরললনাদের আগ্রহ-আকুল দৃষ্টি এসে রামচন্দ্রকে স্পর্শ করত।

॥ ২ ॥ **এই প্রথম রজনীর মহাক্লেশের……সরযু বলিয়া মনে করিও।**

সৌন্দর্যমুগ্ধ রামচন্দ্র [পৃ. ৩৭-৩৮]

পত্র-পুষ্প শোভিত চিত্রকূট পর্বতের বনানী রাম-লক্ষ্মণ-সীতার নয়নে অপূর্ব রূপে প্রতিভাত হ'ল। সীতার অনুরোধে রামচন্দ্র রক্ত-রাঙা অশোক কুসুম চয়ন করে আনলেন। চিত্রকূটের একদিকে গগনচুম্বী গৈরিক শৈলশৃঙ্গ—অন্যদিকে নিবিড় সবুজ বনরাজি। কোথাও বা খরস্রোতা নদীর কুলুকুলু শব্দ কোথাও আবার পুষ্পভারাক্রান্ত পুষ্প-লতিকা। এই সৌন্দর্যের বিপুল সমারোহ দেখে রামচন্দ্র আনন্দে অভিভূত হলেন। তিনি বললেন মানসিক ক্লেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে নিজেকে সুখী মনে করছেন—বনবাসও তাই মঙ্গলদায়ক মনে হচ্ছে। এ ভিন্ন এই বনবাসে আগমনে পিতৃসত্য ও ভরতের কল্যাণ-সাধন উভয় কার্যই সমাধা হয়েছে।

তিনি সীতাকেও এই আনন্দের সহচরী হবার জন্য, মন্দাকিনীকে সরযু এবং পদ্মগুলিকে তাঁর সহচরীরূপে কল্পনা করে নিতে উপদেশ দিলেন।

॥ ৩ ॥ **এই কথা শেষ হইতে……আসা যোগ্য নহে।**

শোকাহত ভরতের আগমন [পৃ. ১৪-১৫]

অকস্মাৎ ধূলিজাল সমাচ্ছন্ন দিঙ্‌মণ্ডল ও শব্দ নিনাদ লক্ষ্য করে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দীর্ঘ শাল বৃক্ষে উঠে নিরীক্ষণ করতে বললেন। লক্ষ্মণ রামের আদেশ পালন করতে বৃক্ষ-চূড়ে আরোহণ করলেন ও রথধ্বজা হতে সবিশেষ জ্ঞাত হলেন যে ভরত নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করবার মানসে রামচন্দ্রকে বধ করবার জন্য সসৈন্যে আগমন করছেন। তিনি রামচন্দ্রকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ও সীতাকে গুহায় লুকিয়ে রেখে ভরতের বিনাশের কারণে অগ্রসর হতে বললেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই অকারণ সন্দেহ ও অযৌক্তিক কটুকথা শুনে তাঁকে

তিরস্কার করলেন ও বললেন যে তাঁর বিশ্বাস চিরস্নেহশীল ভরত তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই আসছেন। লক্ষ্মণকে লজ্জা দিবার জন্য আরো বললেন লক্ষ্মণ রাজ্যলাভ করতে চাইলে তিনি ভরতকে রাজ্যত্যাগে সম্মত করাবেন। ইতিমধ্যে জটাজুট সমন্বিত চীর বাসপরিহিত অনশন-ক্লিষ্ট শোকাহত ভরত রামের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন ও তাঁর দুঃখকর অবস্থা দর্শনে রামচন্দ্রের পদতলে পড়ে নানারূপে আক্ষেপ প্রকাশ করতে লাগলেন। রামচন্দ্র ভরতকে বক্ষে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন ও তিনি এ বেশে কেন এসেছেন জিজ্ঞাসা করলেন।

॥ ৪ ॥ **গত ভীষণ রজনীর······উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।**

[পৃ. ১২৯-১৪১]

ভরত ও কৌশল্যা

দশরথের তিরোভাবে যখন সকল মহিষীগণ শোকে আকুল সেই সময়ে ভরত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শোকাতুরা কৌশল্যা অগ্নিতে প্রাণ-বিসর্জন দিতে চাইলেন। ভরত কিছুই জানতেন না। এখন সমস্ত ঘটনা শ্রবণে মর্মাহত হলেন ও মাতাকে ভর্ৎসনা করে ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে কৌশল্যা তাকে ডাকিয়ে এনে বললেন মহারাজ স্বর্গগত, রামচন্দ্র বনবাসী, অতএব এ পুরীতে তিনি আর থাকতে চান না। ভরত যেন তাঁকেও রামের নিকট বনবাসে পাঠিয়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্য-সুখ ভোগ করে। ভরত নানাবিধ শপথ বাক্য উচ্চারণ করে কৌশল্যার বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম হলেন যে তিনি ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। সুতরাং এই কটুবাক্য তাঁর প্রতি প্রয়োগ করা অযৌক্তিক। কৌশল্যা তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ভরতকে পরম স্নেহে ক্রোড়ে টেনে নিলেন ও অপরিসীম শোকে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

॥ ৫ ॥ **যৌথ পরিবার···আর কিসে দিতে পারে?** [পৃ. ২]

যৌথ জীবনে কৃত্রিমতা

যৌথ পরিবারের স্বাভাবিকতা আজকাল সমাজ হতে অন্তর্হিত হয়েছে। সেখানে এসেছে অস্বাভাবিক কৃত্রিমতা এবং এই কৃত্রিমতার চাপে আমরাও অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছি। কিন্তু সত্যও স্বাভাবিকতা মিথ্যার আবরণে বেশীদিন চাপা থাকতে পারে না। মিথ্যার আবরণ সরিয়ে একদিন সত্য আপন বলে প্রতিষ্ঠিত হবেই।

॥ একাদশ শ্রেণী ॥

কমলাকান্ত

ভাব সম্প্রসারণ

৮॥ ১॥ **পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।** —একা

পুষ্প প্রকৃতির আপন সৃষ্টি—ঈশ্বরের অনুপম অবদান। ফুলের শোভা নয়নাভিরাম এবং এর আকর্ষণ অসীম। পুষ্প-সৌরভ সকলকেই আমোদিত ও উৎফুল্ল করে। প্রস্ফুটিত-কুসুম ঈশ্বরের সৌন্দর্য সৃজনের এক অপরূপ নিদর্শন। ফুল ভালবাসে না, তার রূপে-গন্ধে আকৃষ্ট হয় না এমন লোক বিরল। প্রিয়জনের উপহারে যেমন ফুলের স্থান অদ্বিতীয় তেমনি দেবপূজায় তা না হলে চলে না। কিন্তু ফুল তার নিজের জন্য ফোটে না, আপনার কোন প্রয়োজনেই সে আসে না অথচ বিশ্বচরাচর সর্বত্র আমোদিত ও প্রফুল্ল করে সে তার সামান্য জীবনের অসামান্য মূল্য আদায় করে নেয়। ফুল ফোটার সার্থকতা এইখানেই।

পুষ্পের ন্যায় মানুষের জীবনও পবিত্র, শুদ্ধ ও সৌরভময় হতে পারে। মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠজীব বলে গর্ব করে, দাবী করে। কিন্তু মানুষ মাত্রেই কি তার জীবনে ঈশ্বরের এই শ্রেষ্ঠ-সৃজন কীর্তির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা বহন করে থাকে? এটাই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন যার উত্তরও দিতে হবে এই মানুষকেই, কারণ মানুষের আছে হৃদয়রূপ পরম পুষ্পোদ্যান—যেখান হতে স্বতঃই নিঃসৃত হতে পারে পুষ্পেরই ন্যায় কোমল শোভা, প্রাণমাতানো স্বর্গীয় সুধা-সৌরভ। সাধু ও সজ্জন, গুণবান ও মহৎ প্রাণ ব্যক্তিরা সেই কুসুমের মতই আপন উদার প্রাণের অঙ্গন প্রেম ও দয়ায়, স্নেহে ও ক্ষমায় সেবায় ও শ্রদ্ধায় এবং জ্ঞানে প্রশস্ত করে রাখেন। পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করতে পারলেই তখন জীবন ধন্য হয়ে ওঠে, বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, এই মর্মকথা, এই আদর্শের পুণ্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে তার কর্মকৃতি ও আত্মোৎসর্গ ফুলের ন্যায় সম্পূর্ণ দেবতার শ্রীপাদপদ্মের অধিকারী করে তোলে মানুষকে। এই সেবাপরায়ণ

স্বার্থত্যাগী আদর্শ-নিষ্ঠ মহাজীবনের যশোগাথায় তখন বিশ্ব বিহ্বল হয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে সকলেই তাকে একান্ত প্রেয় ও শ্রেয় ধন মনে করে। পুষ্পের ন্যায় মানব-জীবনের সার্থকতাও এখানেই।

॥ ২ ॥ **প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।** —একা

কমলাকান্তের কথা: "প্রীতিই আমার কর্ণে এখনকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীতের সঙ্গে মনুষ্য হৃদয়-তন্ত্রী বাজতে থাকুক। মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।"

সমাজবদ্ধ মানুষ স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-মিত্র কত প্রিয়জনের সঙ্গে সংসারে সুখে বাস করে ও প্রেম-প্রীতির মধুর বন্ধনে তার সংসার-ধর্ম পালন হয়। কিন্তু অনিত্য এই সংসারে প্রীতির বন্ধনও স্থায়ী নয় এবং সংসারে কেউ একা নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না। প্রেমপূর্ণ হৃদয় উৎসারিত করে দিয়ে বহুজনকে আপন বাহুপাশে আবদ্ধ করতে না পারলে এই ভঙ্গুর জীবন আরও অসার বলে প্রতিপন্ন হয় এবং জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিতে দীর্ঘচ্ছেদ গ্লানি ও অবসাদ এনে দেয়।

তবে মানুষ ভালবাসা খুঁজবে কোথায়, প্রীতির মাল্য স্থায়ী করবার জন্য দোসর পাবে কী সে? যার ক্ষয় নেই, যা অনিত্যপ্রীতি-পাত্র কোথায় সে পাবে? ঈশ্বর সেই অনন্ত প্রেমের আশ্রয়। মানুষ তাঁরই সৃজিত জীব, ঈশ্বর আপনার এই সৃষ্টির প্রতি কোমল হৃদয়ের পরশও রেখে দিয়েছেন তাঁর সর্বব্যাপিনী প্রীতির মাধ্যমে, তাঁর অনন্ত ও অলক্ষ্য ভালবাসায়। ভক্তকে ভালবাসেন বলেই তিনি ভক্তের ভগবান। পিতারূপে, পুত্ররূপে, পত্নীরূপে, মিত্ররূপে কতরূপেই না তিনি নিজের প্রেম ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে মানুষের জীবনে প্রীতির অসংখ্য প্রেম-মাল্য সাজিয়ে দিচ্ছেন। জগতের অস্তিত্বের মূলেই এই- প্রীতি। দেশ-জাতি বর্ণ-ধর্ম ভেদাভেদ সত্ত্বেও সর্বস্তরেই এই প্রীতির ছোঁয়া। সন্তান-প্রীতি সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান। সুতরাং তা এক ঐক্যদায়ী শক্তি যার নাম প্রেম প্রীতি। আবার মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান। সন্তানে সন্তানে ভেদ কী? পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতে পারলেই তো সেই ঈশ্বরত্বের ছোঁয়া লাগে, ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, কারণ, ঈশ্বর প্রীতির আরও পরিব্যাপ্ত সীমাহীন সার্থকরূপ এই মনুষ্য-প্রেম যার আদি নেই, শেষও নেই।

সাংসারিক ক্ষুদ্রতায় প্রীতি আমাদের যেমন দ্বিধাজড়িত, খণ্ডিত ও অগভীর, সাংসারিক আনন্দও সেইরূপ ক্ষণিক ও মূল্যহীন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতি নিত্য ও শাশ্বত—তা অক্ষয়; সীমাহীন ও সুন্দর। জ্ঞান-প্রবুদ্ধ কমলাকান্তের কাছে এই ঈশ্বর-প্রীতি অপেক্ষা প্রেয় বা শ্রেয় আর কিছু নেই।

॥ ৩ ॥ **ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি? আমরা পতঙ্গ না তো কি?** **—পতঙ্গ**

রূপমুগ্ধ পতঙ্গ অগ্নিশিখার বর্ণে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যায় এবং রূপের আগুনে আত্মাহুতি দেয়। মানুষও একরূপ পতঙ্গ বিশেষ। আমরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ি না, কিন্তু কামনা-বাসনার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরি। ধন-মান-জ্ঞান-রূপ-ধর্ম প্রভৃতি ঘিরে আমাদের জীবনেও আগুনের অন্ত নেই। যার যেমন বাসনা, সে সেইরূপ অনলে ঝাঁপ দিতে এগিয়ে যায় এবং পতঙ্গের মতই শেষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

অশান্ত কামনার বহ্নি-জ্বালা বহু দিকে; এবং আমাদের কেউ রূপের আগুনে ঝাঁপ দেয়, কেউবা ধনের নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে, কেউ জ্ঞান চর্চায় জীবন কাটিয়ে দেয়। এই নেশার পরিণাম কিন্তু আমাদের জানা নেই। পতঙ্গ যেমন আগুনের রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়, আগুনের সঙ্গে মিলনে যে নিশ্চিত দহন-মৃত্যুর ফাঁস তার জন্য অপেক্ষা করছে তা সে হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম; মানুষও এইভাবে তার আপন কামনার ইন্ধন যোগাতে নিত্যই সে নতুন নতুন ইন্ধনে পা দিচ্ছে ও পতঙ্গেরই ন্যায় পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। তবে, এই যে নিরন্তর কামনার পরিতৃপ্তির সন্ধানে তার অভিযাত্রা, দুর্জেয় ও অজানাকে জয় করবার জন্য তার পাগলামি, যাকে সে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না, যার মধুরস সে পান করে নি, কিন্তু পিপাসার্ত হয়ে আকণ্ঠ জ্বালাই শুধু ভোগ করে—সেই অচিন ও অনন্ত বিশ্বরহস্যের জনক ও পালক ঈশ্বরের পিছনে দিশাহীন হয়ে তার দৌড়ানোই সার। বিশ্ব জীবনের পিছনে কার বা কি ইঙ্গিত লুকানো আছে সে তা খুঁজে তোলপাড় করে, জীবনের, ঘটনার সমস্ত অর্থ-মীমাংসা করতে বসে এবং জীবনে কাম-অর্থ-ধর্ম-মোক্ষ কোন কিছুই অজানা অথবা অপরিতৃপ্ত রাখতে সে প্রস্তুত নয়। তার এই ক্ষ্যাপামির, এই কৌতূহলের, সহস্র

লোভ লালসার আদি নেই অন্ত নেই। পাগলের মত তার সর্বত্র 'পরশ পাথরের' অন্বেষণ শেষ হয় না এবং সহস্রবার প্রতিহত হতে হতে সেই 'রূপের আগুনেই' সে শেষে পুড়ে মরে। মানুষ তাই পতঙ্গ বিশেষ।

৪॥ তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

—বসন্তের কোকিল

বসন্ত ঋতু পৃথিবীর প্রাণের প্রতীক, বসন্তের দক্ষিণ সমীরণে সবুজ বনবীথিকার কুঞ্জে কুঞ্জে যৌবনের সাড়া জাগে, প্রকৃতি ও সারা বিশ্ব প্রাণ-চঞ্চল, আনন্দের হিল্লোলে পুষ্পে-গন্ধে আমোদিত হয়। অশোক-পলাশের আগুন জালা রূপে ধরণী হয়ে ওঠে রক্তিম ও উজ্জ্বল, ফুলে ফুলে আম্র-মুকুলে জাগে ভ্রমরের মধু গুঞ্জরণ। শীতের মৃত্যু-শীতল গহ্বর থেকে প্রাণ-পাখীর নতুন জীবন-মুক্তি ও সূর্যকরোজ্জ্বল নীলাকাশে তার আনন্দ-বিচরণ। বসন্তের এই সুখ-সম্ভাবনার ইঙ্গিতেই কোকিলের কুহুধ্বনি। সারা বসন্তকালে সে এই কুহু-তানে জগৎ মুখরিত করে তোলে। আবার সুখের দিন ফুরোলেই কোকিলের কুহুগান স্তব্ধ হয়ে যায়। শীত-বর্ষায়, দুঃখের দিনে, সারা পৃথিবী যখন অনন্ত সংগ্রামে দুর্ধর্ষভাবে লড়ছে, প্রাণপাত করছে তার অস্তিত্বের জন্যে— সে সময় কোকিল কোথায় অন্তর্হিত, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সে সুখের সন্ধানে তখন অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে তার পক্ষ শব্দের সাথে অপূর্ব সেই কুহু-তান বিস্তার করেছে। ধরণীর মানুষ ও পশুপক্ষীর দুঃখে সে সম্পূর্ণ উদাসীন, তার একমাত্র লক্ষ্য কোথায় সুখ কোথায় আনন্দ। বর্ষার বারিধারায় সমস্ত আশ্রয় যখন প্লাবিত শীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশ যখন জর্জরিত, প্রাণীকুলে কোন আশার আলো দেখাতে অক্ষম, তখন কোকিলের সখ্যতা, সাহচর্য ও সম্বন্ধ কোথায়?

কিন্তু কোকিল যেমন পক্ষীসমাজে দৃষ্ট হয় মানব সমাজেও এক শ্রেণীর মানুষ থাকে যারা তাদের প্রকৃতি ও চরিত্রে ঠিক কোকিলের সমগোত্র। সুখ ও ভোগ-ঐশ্বর্য যেখানে সেখানেই তার অফুরান কলতান। স্বার্থসিদ্ধি ও আপন ক্ষুদ্র সুখ ছাড়া সে জীবনে আর কিছু বোঝে না, বুঝতে চায় না। এই বিপদের দিনে—দুঃখের সময়ে সে বন্ধু-মিত্র, আত্মীয় পর কিছুই দেখে না। আপন সুখের আশায় সে মান-অপমান জ্ঞানশূন্য হয়ে সৌভাগ্যবান ধনীর তোষামোদ করবে, ঐশ্বর্যবানকে ঘিরে চটক-চাটুকারিতার মাধ্যমে তার সন্তোষ ও পুরস্কার খুঁজে বেড়াবে। যে শুধু সুখের সাথী,

দুঃখীর সে কোনদিন প্রকৃত বন্ধু নয়। এই শ্রেণীর লোক ও বসন্তের কোকিলে পার্থক্য কোথা ?

॥ ৫ ॥ চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। —বিড়াল

কারুর কোন দ্রব্য না বলে নেওয়াকে চুরি বলা হয়—এবং চুরি করা মহাপাপ। অপরের জিনিস যে অপহরণ করে সমাজের চক্ষে, রাষ্ট্রের আইনে সে অপরাধী, দুষ্কৃতকারী এবং দোষী হিসাবে তাকে শাস্তি পেতে হয়। সমাজে অন্যায় ও অপরাধ এইভাবেই দমন করবার চেষ্টা হয়ে থাকে। কারণ, চৌর্যবৃত্তিতে কারো লাভ, কারো সর্বনাশ। চৌর্যবৃত্তি তাই কেউই সমর্থন করতে পারে না। তবু মানুষ চুরি করে কেন, কিসের কারণে কোন অভাবে তাড়িত হয়ে সে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করল, সমাজের তা ভেবে দেখা উচিত।

সংসারে বেঁচে থাকতে হলে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান প্রধান হয়ে পড়ে। সকলের পক্ষেই যে এই অন্নাভাব মিটানো সম্ভব না, সংসারে সকলেই সক্ষম নয়, কিন্তু অক্ষমের বেঁচে থাকিবার অধিকার আছে। দুধ না পেলে যদি বিড়ালের প্রাণ ধারণ কঠিন হয়ে পড়ে তখন বিড়ালকে গৃহস্থের দুধের বাটিতে লুকিয়ে চুরি করে ভাগ বসাতে হয়। দারিদ্র্যের জ্বালা ও বুভুক্ষার যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে পড়ে নিরুপায় মানুষকেও তখন চুরি করতে হয়। কারণ চুরি না করলে খাবে কি ? সমাজ ব্যবস্থায় এখনো সবার পাতে অন্ন বণ্টনের ব্যবস্থা সম্ভব হয় নি। তাই চুরি করলেও, চৌর্যবৃত্তি চরম অসম্মানের ও অপরাধমূলক হলেও, চোরের তরফে হয়ত তবু বক্তব্য কিছু যুক্তি থাকে, এবং ক্ষেত্র বিশেষে চোরের চৌর্য বৃত্তি সমর্থিত না হলেও চোর নিজে কোথাও সমব্যথীর সহানুভূতি ও ক্ষমা লাভ করতে পারে।

কিন্তু সমাজে যারা ধনী ও কৃপণ, যারা শুধু ধন সঞ্চয় করেই যায়, পরের দুঃখে ও দেশের উন্নতি ও সমাজের কল্যাণের কথা না ভেবে পাহাড়-প্রমাণ অর্থ ও সম্পদ অন্ধ গুহায় ফেলে রাখে, কারো কোন কাজেই তা ব্যয় করে না—সে ধনী হৃদয়হীন এবং সম্পূর্ণ অসামাজিক জীব। নীতি হিসাবে, ধর্মের দিকে ও স্বাভাবিক প্রাণসত্তার বিচারে সে চৌর্যবৃত্তি অপেক্ষা অধিকতর হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। সমাজের চক্ষে তাই তাকেও নিষ্ঠুর অপরাধী হিসাবে গণ্য করা উচিত। সামাজিক ধন-বণ্টনের বৈষম্যের

কারণেই, সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অব্যবস্থার সুযোগেই সে দেশের সমস্ত সম্পদ সঞ্চয় করতে পেরেছে যা একপ্রকার লুণ্ঠন ও দস্যুতা। এও যদি গর্হিত অন্যায় না হয় তো সমাজকে ধরে রাখাই দুষ্কর। তাই কৃপণ ধনী চোর অপেক্ষা দোষী।

॥ ৬ ॥ **গোরু তিন জনের ; গোরু প্রথম বয়সে গুরু মহাশয়ের ; মধ্য বয়সে স্ত্রী জাতির ; শেষ বয়সে উত্তরাধিকারীর ; দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়। —কমলাকান্তের জবানবন্দী**

গোরু পরম উপকারী ও গৃহ পালিত জীব। আবহমান কাল থেকে গোরুর সঙ্গে গৃহীর ও সংসারী মানুষের বিশেষ সম্বন্ধ। গোরুকে দিয়ে মানুষেরা কত কাজ করায়। গোরুর দুধ যেমন শিশু থেকে বৃদ্ধ সবারই শরীর রক্ষায় প্রায় অপরিহার্য, তেমনি গোবর, গোমূত্র পর্যন্ত আমাদের নানা কাজেও উপকারে আসে। তাই মানুষের জীবনেও গোরুর এক বিশেষ স্থান আছে।

আবার মনুষ্য জাতি অর্থাৎ পুরুষ মানুষও সংসার জীবনে, পারিবারিক ক্ষেত্রে গোরুর মতই বিশেষ কর্মোপযোগী—যার দোহনেই সংসার-যাত্রা নিরুপদ্রবে সমাধা হয়।

মানুষকে অবশ্য গোরু বললে হয়ত অপমান হয়, এবং গোরুর সঙ্গে তার সঠিক তুলনা হয়ত চলে না, কিন্তু বিশেষ অর্থে, গোরুর পরোপকারিতা ও কার্যক্ষমতা বিচার করে দেখলে আধুনিক সভ্যসমাজেও মানুষকে সংসারে গোরুর মতই কাজে লাগানো হয়। গোরুর যেমন মালিক থাকে এই মানুষেরও সেইভাবে মালিকানা কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। আবার গোরুর যেমন মালিক বদলায় মানুষেরও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মালিক লক্ষণীয়, যার বশে সে বাধ্য থাকে বা যার জন্য সে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়।

মানুষের এই গোরুরূপ আত্মোৎসর্গে জীবনে সাধারণতঃ মুখ্যতঃ তিন অবস্থা দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় সে গুরুমহাশয়ের অধীন। গুরু গৃহে গিয়ে তাকে বিদ্যালাভ করতে হয়। দীক্ষা লাভের আশায় তাকে কতই না গুরুর পদসেবা ও নানা কাজ করে দিতে হয়। সে তাই গুরু মহাশয়ের বাধ্য হয়ে গুরুর কাছে নিজের সমস্ত স্বাধীনতা ও কার্য ক্ষমতা দান করে।

আবার মানুষ যখন বড় হয়, বিদ্যাশিক্ষা সমাপনান্তে যখন সে গৃহ সংসারে প্রবেশ করে, অর্থোপার্জন করে সংসার চালনা করে, বিবাহ করে তখন স্ত্রীর কাছে সকল শ্রমের অর্থই সে সমর্পণ করে বসে। সংসারের সকল কাজে,

উঠতে বসতে তাকে স্ত্রীর কথা শুনতে হয়, সহধর্মিণী গৃহকর্ত্রীর আদেশ উপরোধ সব কিছুই মিটাতে হয় এবং খাটতে খাটতে সে স্ত্রী জাতির বশে ঠিক গোরুর সামিল হয়ে পড়ে। এভাবে মধ্য-বয়সের সকল শক্তি-ক্ষয় করে যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হয়, যখন সে আর খাটতে পারে না তখন উত্তরাধিকারী পুত্রের বা আর কারো অধীনে আসতে হয় কারণ বৃদ্ধ বয়সে তাকে অন্ন যোগাবে কে—সেবা করবে কে, তাকে দেখবে কে? কিন্তু যখন অন্তিম কাল উপস্থিত হয়, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার সময় দাঁড়-ছেঁড়া গোরুর ন্যায় পরলোকে চলে যায়।

ভাবার্থ লিখন

॥ ১ ॥ **আমার বোধ হইতে লাগিল যে মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে, সকলেই সেই বহ্নিতে……কাব্য বলি।** **—পতঙ্গ**

পতঙ্গ আগুনের মোহন রূপে আকৃষ্ট হয়ে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে তাতে ঝাঁপ দেয়। মানুষেরও স্বভাব পতঙ্গের সমতুল্য। সেও তার অনন্ত আশা ও কামনার বহ্নিতে ঝাঁপ দেয়। কেউ জ্ঞানের নেশায় ফিরে মরে, কেউ রূপের নেশায়, বা ধনের নেশায় মত্ত হয়ে থাকে, কেউ বা ধর্মের নেশায় তন্ত্র-মন্ত্র করে জীবন-বলি দেয়। আশার নেশায় ও ছলনে মানুষ চঞ্চল। আবার পতঙ্গের ন্যায় পাখা মেলে দুরাশায় মানুষ ঘুরে বেড়ায়। দুয়ারে, দুয়ারে মাথা কুটে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। এই বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায়। এবং এই আশায় ও নেশায় মানুষের যে আত্মোৎসর্গের কাহিনী অপরূপ হয়ে রসেরূপে মাধুরী বিস্তার করে তাকেই কাব্য বলা যায়।

॥ ২ ॥ **তুমি বসন্তের কোকিল…… কোকিল সেদিন আসে না কেন?** **—বসন্তের কোকিল**

মনুষ্য সংসারে কত শ্রেণীর মানুষের বিচরণ—যেখানে স্বার্থান্বেষীর অভাবও নেই। সুবিধাবাদী লোকেওর সমাজে অন্ত নেই। এরা সুখের পায়রা—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের গন্ধ যেখানে পায় সেখানেই হাজির হয়, ধনীর তোষামোদ

করে, ঐশ্বর্যবানের চাটুকারিতা করে আপনার ক্ষুদ্র-স্বার্থ ও সুখ-সম্ভোগ আদায়ের ফিকিরে থাকে কিন্তু দুঃখের দিনে কারো সাথী হয় না। কোকিল যেমন পক্ষীকুলে অত্যন্ত সুখী ও স্বার্থান্বেষী, সে যেমন শীত ও বর্ষার কষ্টের দিনে গা ঢেকে বেড়ায় আর বসন্তের দিনে সুখের স্পর্শে নিজের ভাগ বসাতে আসে সেইরূপ স্বার্থান্বেষী মানুষকেও আপন সুখ-সুবিধা ভোগের জন্যই শুধু লালায়িত দেখা যায়।

॥ ৩ ॥ **এজলাসে গিয়ে মাচানের উপর……প্রতিজ্ঞা করিতেছি বল।** **—কমলাকান্তের জবানবন্দী**

গোরু চুরির দায়ে কমলাকান্ত হাকিমের এজলাসে সাক্ষীর কাঠগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসছে। এ অন্যায় ও অশোভন। তাই হাকিমের ধমক খেয়ে মজার উত্তর দেয় সে তো কারো ক্ষেতে ধান খায় নি তবে তাকে খোঁয়াড়ে পোরা হল কেন? আবার কমলাকান্তকে যখন হলফ্ পড়াতে শুরু করান হল—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে ··", তাতেও কমলাকান্তের আপত্তি। কারণ, সে তো প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরকে সত্যই দেখতে পাচ্ছে না এবং সত্য ছাড়া মিথ্যা বলা যাবে না, বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। এইভাবে সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতা দিতে তাকে নিষেধ করা হলে কমলাকান্ত উকিলবাবুকেই এমন জবাব দিল যে তাতে উকিলবাবুর নিরতিশয় অপমান হল। অথচ সাক্ষী উকিলবাবুর তরফেই। অগত্যা হাকিম শুধু প্রতিজ্ঞা করবার জন্য মুহুরীকে নির্দেশ দিলেন।

* সার সংক্ষেপ *

॥ ১ ॥ **যে প্রফুল্লতা, যে সুখ আর……রজতের ন্যায় মধুর নাদী।**
[একা—পৃঃ ৫৬]

সুখানুভূতির গতি-প্রকৃতি

যৌবনের ধর্মই হল, সে আশাবাদী। যৌবনকালে এই আশা নিরন্তর মনে সঞ্চারিত থাকে বলে সব কিছুতেই আনন্দের আভাস পাওয়া যায়। সে সময়ে যা কিছু দেখা যায় সর্বত্রই ভাল লাগে। কিন্তু বয়স বাড়বার

সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দানুভূতিতে ভাঁটার টান ধরে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখের উপকরণ ও উপাদান যদিও সঞ্চিত হয় যৌবনের চাইতে অনেক বেশী, কিন্তু সেই সঙ্গে সঞ্চিত হয় নানা অভিজ্ঞতা যার ফলে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সফলতা-বিফলতা বিচার করবার শক্তিও বৃদ্ধি পায়। যে মানসিক প্রবণতা থাকবার ফলে যৌবনে দুঃখের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে সুখের অস্তিত্বকে বড় করে দেখবার ক্ষমতা জন্মায়, সেই প্রবণতাও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় আর তাই অকারণ আশা, অকারণ পুলকের পরিবর্তে মনে এসে ভর করে নানা চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ। যৌবনের সোনার দিনগুলি ম্লান হয়ে যায়।

॥ ২ ॥ **রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল…পরিত্যাগ করাই ভাল।** [মনুষ্যফল—পৃঃ ৯-১০]

নারী ও নারিকেল

লেখক নারীকে নারিকেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নারীর স্নেহ ভালবাসা ডাবের জলের মত স্নিগ্ধ। রৌদ্রতাপিত মানুষ যেমন ডাবের জলের পানীয় গ্রহণ করে তৃপ্ত হয় তেমনি দুঃখে দারিদ্র্যে রোগে শোকে দগ্ধ মানুষ সান্ত্বনা লাভের জন্য নারীর স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় আশ্রয় পায়। অপরদিকে নারীর বুদ্ধি, নারিকেলের শাসের মত। অল্প বয়সে তা কোমল ও মিষ্ট থাকে, বয়োবৃদ্ধি ঘটলে ঝুনো নারিকেলের মত পাকা ও কঠিন হয়। তখন তার সেই পরিণত বুদ্ধির নিকট সহজেই সকলে হার মানে। স্বামী-পুত্র-কন্যা কেউই সেখানে অগ্রসর হতে ভরসা করে না। তখন তার কাছ থেকে অলঙ্কার টাকা কড়ি ইত্যাদি আদায় করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। আবার নারীর স্বল্প-বিদ্যা নারিকেলের মালার মতই অকেজো, আর তার বাইরের রূপ নারিকেলের বাইরের অংশ ছোবড়ার মতই অসার।

॥ ৩ ॥ **দেখিলাম—অকস্মাৎ, কালের স্রোত ……বঙ্গ প্রতিমা।**

[আমার দুর্গোৎসব—পৃঃ ৩৬-৩৭]

কমলাকান্তের স্বপ্ন দর্শন

কমলাকান্ত স্বপ্ন দেখলেন ঝড়ের উত্তাল তরঙ্গে তিনি একাকী ভাসছেন, ভয়ে ভীত কমলাকান্ত আকুল হয়ে মাকে ডাকতে লাগলেন—যে বঙ্গ জননীর

সন্ধানে তিনি বেরিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের আশায় ব্যাকুল চিত্তে চতুর্দিক অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এমন সময়ে অপরূপ এক বাদ্যধ্বনি তাঁর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করল। তিনি চেয়ে দেখলেন আলোকস্নাতা শারদীয়া প্রতিমা তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। চারিদিকে গন্ধবহ মৃদু বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। জ্যোতির্ময় আলোর ধারায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত। ইনিই কমলাকান্তের জননী জন্মভূমির রত্নবিভূষিতা মূর্তি। তাঁর দশ হস্তে দশ প্রহরণ। পদতলে কেশরী বিক্রমে লাঞ্ছিত শত্রু। এ মূর্তি তাঁর কল্পনায় রইল, বাস্তবে সে মূর্তি রূপায়িত হয় নি। কিন্তু একদিন লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ সহ অস্ত্রধারিণী শত্রু বিনাশিনী মাতৃমূর্তি তাঁর নয়ন সম্মুখে আবির্ভূত হলে কমলাকান্তের মন বলল, এই তাঁর জননী জন্মভূমি সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

সংকল্প ও স্বদেশ

* ভাবসম্প্রসারণ *

॥ ১ ॥ **স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ**
বৃহৎ জগত হ'তে, সে কখনো শেখেনি বাঁচতে

পৃথিবীতে মানুষ একাই আসে। একাই আবার এ পৃথিবী থেকে সে বিদায় নেয়। কিন্তু ধরণীর কোলে এসে যতদিন সে জগতের স্নেহ-সুধা, সুখ-ঐশ্বর্য, বিষয়-আশয়, আনন্দ-দুঃখ, সকল চাওয়া-পাওয়ার অংশীদার হয়ে বিশ্বের কোটি কোটি মানব সন্তানের একজন হয়ে তার জীবনের পদচিহ্ন রেখে যায় সে মহাজীবনের রথযাত্রায় সে একা নয়, মহামানবের সাগর সঙ্গমে তখন তার পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা একাত্মক ব্যষ্টি জীবনের কোন চিহ্নই থাকে না। এই বিরাট বিশ্বে কোন মানুষেরই নিঃসঙ্গ স্বতন্ত্র বাস নেই। সমাজবদ্ধ মানুষ মাত্রেই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং জীবনের সমস্ত কাজে কর্মে ,পন্থায় ও প্রয়াসে তাকে আপনি প্রয়োজনেই আর পাঁচ জনের সঙ্গে যৌথ ও যুগ্ম ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। সংঘবদ্ধতাই জীবনের অঙ্গ আর সবার সঙ্গে যুক্ত থেকে পারস্পরিক সাহচর্য, সংযোগ ও সংহতিই জীবনের অনিবার্য ধর্ম হয়ে ওঠে।

স্বার্থমগ্ন, আত্মপর ক্ষুদ্র মানুষ অবশ্য সংসারে তার চার দেওয়ালের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনার ছোট্ট সুখ, ছোট্ট দুঃখের রাগিণীতে নিঃসঙ্গ বাঁশরী বাজিয়ে জীবন কাটাতে চায়। সংসার ও সমাজ যে তার জীবনের গণ্ডীর বাইরে বহু বিচিত্রতায় সহস্র রূপে-রসে-গন্ধে-বর্ণে প্রাণের অপরূপ লীলা নিকেতন সাজিয়ে রেখেছে সে খবর সে রাখে না। কিন্তু উদরের দুটি অন্ন ও অঙ্গের দুখানি পরিধেয়ই কি জীবনের সব? ভোরের সামান্য শিশিরকণার কোরকেও তো মহাসূর্যের জ্যোতিস্নাত দীপ্তি শোভা পায়। মানুষেরও এই আপাতদৃষ্ট ক্ষুদ্র জীবনে মহাবিশ্বের কত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের রসাস্বাদন ঘটে, বৃহৎ জীবনের বিশ্বজনীনতা তার নূতন অর্থ বয়ে মহিমান্বিত রূপে এই ক্ষুদ্র সত্তাকে নানা রঙে রাঙিয়ে যায়। কিন্তু সেই মহাজীবনের সন্ধান যে না করেছে, সেই অনন্ত অসীমের ডাকে যে না দীন রিক্ততার ও ক্ষুদ্রতার বাঁধন আপনি হাতে ভেঙ্গে দিয়ে মহত্তর আদর্শ, কল্যাণ, প্রেম ও সত্যের লক্ষ্যে নির্ভয়ে এগিয়েছে সে নিতান্ত দুর্ভাগা।

॥ ২ ॥ বাসনার ক্ষুদ্র রাজ্য করি একাকার
দাও মোরে সন্তোষের অধিকার।

মানুষের ক্ষুদ্রতা মানুষের নিজেরই সৃষ্টি। মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ চিত্ততাই মানুষের অসহায় ক্ষুদ্রতার স্বপ্রকাশ। বিপরীতে, বৃহতের কল্পনা, বৃহতের উপলব্ধির মধ্যেই আছে মহানের পদ-ছায়া, মহৎ চিত্তের ও মহানন্দের স্বপ্রকাশ। ছোট ছোট বাসনা কামনা মানুষকে গণ্ডীর সংকীর্ণতায় বন্দী করে রাখে। স্বার্থ-সাধন ও আত্ম-সুখের সামান্যতাই তাকে অত্যন্ত দীন ও রিক্ত বেশে চিরদুঃখী সাজিয়ে রাখে। বৃহত্তর জীবনে, সংসারের ও সমাজের বিস্তৃত পরিধিতে তার যাতায়াত বা পরিচয় ঘটে না। সে শুধু ঘর-মুখী আত্ম-মগ্ন। ক্ষুদ্রতার রাজ্যে যার বিসর্জন উদার প্রাণের ও প্রশান্ত জীবনের আশীর্বাদ সে কোথায় পাবে? অশান্ত বাসনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগে ও আস্ফালনে তার নগণ্য জীবন ক্লেদাক্ত, বিষণ্ণ, মলিন। সংকীর্ণ জীবনে তার সহস্র সংকোচ, লজ্জা, ভীতি ও জড়তা। যেখানে অবিশ্বাস ও অসন্তোষের দহন-জালা তাকে নিত্য ক্ষত-বিক্ষত করে যায়। পঙ্গু-দীন-অসহায়ের মত সে নিঃসঙ্গ একক জীবনে শুধু বেদনার বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মহাবিশ্বের মানব সঙ্গমে যেখানে আনন্দের মেলা, যেখানে সবার সম্মিলিত শক্তির সুমহান যজ্ঞ, যেখানে বৃহতের লীলা নিকেতন, যেখানে জীবনের সহস্র বর্ণালী রূপে-রসে-গন্ধে বিশ্বকে করে রেখেছে প্রাণ-চঞ্চল ও আমোদিত সেই উদার অঙ্গনে না আসতে পারলে শিবত্বের সন্তোষে অধিকারী হওয়া যায় না। ক্ষুদ্র আমিত্ব থাকতে, বিষয়-সুখের ও আপন সম্ভোগ-সুবিধার অন্ধ গণ্ডী-থাকতে, আপন ও পর সহস্র ভেদ থাকতে মানুষের অন্তরে বাসনার জালও ছিন্ন হয় না। ক্ষুদ্র বাসনা ও অশান্তির জ্বালা প্রদাহ মানুষকে কেবল দুঃখের ও অবক্ষয়ের তিমিরে শ্রান্তি ও অবসাদে আবিল করে রাখে। ক্ষুদ্র জীবনযাত্রার পঙ্কিল আবর্তে প্রভাত সূর্যের রক্তরাগ বা সায়াহ্নের জ্যোৎস্নালোক কোন আনন্দ-বারতাই বয়ে আনতে পারে না, উন্মুক্ত প্রকৃতির সহস্র সৌন্দর্য সম্ভার বা বিশ্বপ্রাণের অনন্ত মাধুর্য তার খণ্ড জীবনে সার্থকতার কোন পুলকই ভরিয়ে দিতে পারে না।

॥ ৩ ॥ নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।

নতুন বৎসরের আবির্ভাবে, নূতন জীবন-যাত্রার শুরুতে আমরা নূতনকে আমন্ত্রণ জানাই, নবীনতার নূতন মূর্তি আঁকি ও জীবন-মন্ত্রের নূতন দীক্ষা নিই।

স্বদেশপ্রেমিক কবি এই নতুন বৎসর আবাহনে নতুন সংকল্পে জীবন গাথতে চান। তিনি নতুন করে স্বদেশের দিকে ফিরে চেয়েছেন, নতুন করে আবার দেশমাতার চরণে তাঁর জীবনের অর্ঘ্য দিতে চান, সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-সভ্যতার লীলাভূমি ভারতের বন্দনায় কবি আপন দেশের মাটিতে বসে শিক্ষার নতুন জপমালাটি হাতে তুলে নিতে ব্যাকুল।

ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার আদর্শই ভারতের শিক্ষাশ্রমকে দ্যুতি দিয়েছিল। সেদিনকার জীবনধারা ও ধ্যান-ধারণা সেই তপোবনের শিক্ষা ও ব্রতই কবিকে আবার অনুপ্রাণিত করেছে এবং কবি সমস্ত হৃদয়-মন নিয়ে সেই আশ্রম-মন্ত্রই তাঁর আগামী জীবনের পথাদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বিদেশী বেশভূষা বর্জন করে তাই তিনি জাতীয় পরিধেয় অঙ্গে তুলে নিতে চান। বৈদেশিক সাজসজ্জার কৃত্রিমতা আর তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। স্বদেশের খাদ্যসম্ভারেই তিনি সম্পূর্ণ সুখী, বিদেশ থেকে ভিক্ষার অন্ন এনে তিনি নিজেকে ও স্বদেশকে ছোট করতে চান না। স্বদেশের পর্ণ কুটিরেই যে পূর্ণ শান্তি ও পবিত্রতা তাতে তাঁর অটল বিশ্বাস। দেশের সমস্ত দুঃখ দীনতা ও সমস্যার মধ্যে থেকেও তিনি আত্মমর্যাদায় মহীয়ান এবং হীনতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে থেকেই স্বজাতির গৌরব বাড়াতে চান। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণেই যে আমরা আপনকে পর করেছি, নিজেদের লজ্জা বাড়িয়েছি ও স্বদেশকে অবহেলা করেছি তাতে কবির আজ বড় অনুতাপ ও অনুশোচনা। যা কিছু দেশের, যা কিছু স্বদেশী তাই তিনি শ্রদ্ধায় ও নতচিত্তে গ্রহণ করে নব বৎসরের পণ ও সংকল্প নিয়েছেন।

॥ ৪ ॥ **অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,**
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায় দুর্বল মানুষ সবলের অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করে এসেছে. আর যে সবল ও ক্ষমতাশালী সে অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অন্যের সকল অধিকার ছিন্ন করেছে, তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে, তাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। দুর্বল সমাজ প্রবল সমাজের কাছে পেয়ে এসেছে শুধু নিপীড়ন আর অন্যায় অত্যাচার। ফলতঃ যে দুর্বল সে দীন, অন্নহীন আশ্রয়হীন। ভাগ্যের মর্মান্তিক পরিহাসও এমন যে মুক্ত আলো বাতাস পর্যন্ত সে ভোগ করতে পায় না। অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, উপবাসী ও

শক্তিহীন ক্ষীণ মানুষের এ বিষণ্ণ মূর্তি বড়ই হৃদয়-বিদারক। দিনে দিনে বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার বিষাক্ত নিশ্বাসে সে এমনই আশাহীন ভগ্নোৎসাহ ও নিবীর্য হয়ে গেছে যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধেও দাঁড়াতে অক্ষম। কিন্তু তবু দুর্বলের উদ্ধারের প্রয়োজন। তার জন্য চাই উদার-হৃদয় সবল মানুষ। দুর্বলের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার করতে হবে যাতে সে আবার উন্নতশির হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে। মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে চাই পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত খাদ্য-বস্ত্র, স্বাস্থ্যপূর্ণ পরিবেশে আবাসগৃহ। শরীরে তার শক্তি চাই এবং মনে দরকার আনন্দ, চিত্তে বিশ্বাস ও অপার সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনা, উপযুক্ত সাহায্য ও ন্যায়ের উদ্বোধন ছাড়া দুর্বল জাতিকে জাগিয়ে তোলা কঠিন।

॥ ৫ ॥ **যে নদী হারায় স্রোত চলিতে না পারে**
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে ;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

গতিই জীবনের, প্রাণের ছবি ; গতিই ছন্দ। নদীপ্রবাহের গতিশীলতাই তার সমস্ত প্রাণচঞ্চলতার মূল। প্রবাহমান নদীস্রোতে কুলুকুলু মধুর গীত, প্রবাহমান নদীর কূলে কূলে সবুজের সমারোহ ও আনন্দের শিহরণ। নদীর তীর তাই লোকালয়ে, বন্দরে মানবসভ্যতার অপরূপ সৌধমন্দিরে চিত্রার্পিত সুন্দর, মনোরম ও নয়নাভিরাম। কিন্তু যে নদীর জলধারায় স্রোতের বেগ স্তব্ধ নদীর প্রাণচাঞ্চল্যও সেখানে নিস্তেজ। স্রোতহীন জলাশয়ে তখন শুধু আবর্জনার স্তূপ, শ্যাওলা পড়ে সে জলধারা তখন অস্বাস্থ্যকর—দুর্গন্ধময়।

মানুষের জীবনও এই স্রোতস্বতীর সঙ্গে উপমেয়। জগতে কিছুই স্থির নেই, গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিরাট চক্রে আবর্তিত ও গতিশীল। গতিশীলতাই জীবনের ধর্ম, প্রাণপূর্ণতার মর্মকথাও এই গতিছন্দ। প্রগতিশীল মানবজাতির উন্নতি তাই দিগন্ত দিকে প্রসারিত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার সাফল্যের জয়যাত্রা, তার নব নব অভিসার ও রূপ-সজ্জা। গতিশীল মানবসমাজ নিত্য নতুন প্রয়াসে তার দেহের, চিত্তের, জীবনধারার, সংস্কৃতির ও সভ্যতার ধাপে ধাপে কীর্তির শিখর আর সার্থকতার অর্থপূর্ণ ভিত্তি গড়েছে। গতির উজানে সে বহু পুরনো বহু অপ্রয়োজনীয় অসারকে ত্যাগ করেছে আবার নতুনকে রূপ দিয়েছে। বিচিত্রতায় ও বৈশিষ্ট্যে জীবনকে সদা চঞ্চল করে রেখেছে। কিন্তু

নদীপ্রবাহের মতই জীবনপ্রবাহে যখন এই গতি বন্ধ হয়, জীবনের আহ্বানও থেমে যায়, পুরাতনই শুধু যখন অপ্রয়োজনীয় আচার-বিচার ও মান্ধাতার ভাবধারা নিয়ে জীবনকে পিষ্ট করে ফেলে তখন কৃত্রিমতায় প্রাণ যায় হারিয়ে, জীবনীশক্তিরও সমস্ত উদ্দামতা ও উদ্যম শিথিল হয়ে আসে। নদীর ভাঁটার মত জীবনেও তখন স্থবিরতার মৃত্যু ও পাণ্ডুরতার ছায়া পড়ে। প্রাণপ্রাচুর্যের অভাবে জাতি তখন ধ্বংসের পথে বিলীন হয়।

॥ ৬ ॥ **অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে**
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

এ সংসারে মানুষ মানুষের সহায়, বন্ধু ও ভাই। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ প্রীতির, সাহচর্যের, ন্যায়-নীতির। সমাজবদ্ধ জীবনে আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা ও সহানুভূতি ভিন্ন, সুবিচার ও সদাচার ভিন্ন চলতে পারি না। সভ্য মানুষ হিসেবে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্যও যেমন আছে তেমনি পারস্পরিক সম্বন্ধ কর্তব্য ও দায়িত্বও আছে। দেওয়া ও পাওয়ার ভারসাম্য, আচরণ ও ব্যবহারের সংযম ও পরিমিতির উপরে গোটা সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত চলার ছন্দ নির্ভর করে। স্বেচ্ছাচারিতা এ সমাজে অচল। অন্যায় ও অত্যাচার উৎপীড়ন যা বনজঙ্গলে পশুর রাজ্যে বিদ্যমান মনুষ্য সমাজে তা ভীষণ হিংসা-দ্বেষের হলাহল সৃষ্টি করতে পারে। হিংসা ও অন্যায়, বলশালীর স্বার্থলোলুপতা ও উৎপীড়ন এবং দুর্বলের হীনতা একই কারণে এই মনুষ্য সমাজের শৃঙ্খলা ও কল্যাণ ধ্বংস করে। অত্যাচারীর অপরাধ যেমন ঘৃণ্য সেইরকম অবমাননায় নতশির নিবীর্য মনুষ্যত্বহীন নপুংসককেও আমরা প্রীতি বা সহানুভূতির চোখে দেখতে পারি না। অন্যায়কারীকে সমর্থন করলে যেমন সমাজে অনাচারের বিভীষিকা কল্যাণের ও সংহতির সমস্ত ভিত্তিকেই কাঁপিয়ে দেয় তেমনি যে মানুষের বল নেই, মর্যাদা বোধ নেই, যে সমস্ত অন্যায় ভীরুর মত অসহায় চিত্তে সহ্য করে চলে তার দৃষ্টান্তও সাধারণ মানুষকে শুধু ভীরুতা ও কাপুরুষতার দিকে নিয়ে যায় ও অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেয়। তাই ভীরুর এই ভীরুতা অবশ্যই ঘৃণ্য। অত্যাচারী অপরের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে হাত দেয়, আপন ক্ষুদ্র স্বার্থে সে সমাহিত, ন্যায় বা নীতি এবং সত্য ও ধর্মকে জলাঞ্জলি দেয়। আর যে তা বিনা প্রতিবাদে প্রতিবিধানের চেষ্টা বিনা মুখ বুজে মেনে নেয় সেও সমাজের শত্রু, সেও মনুষ্য সমাজের অযোগ্য। আত্মার অবমাননা যে সহ্য করে সে নিজেকেও পঙ্গু

করে রাখে এবং জাতিকেও দুর্বল করে তোলে। দুই কাজই নীতি-বিগর্হিত, নিন্দনীয় এবং অপরাধ—যার ক্ষমা নেই।

॥ ৭ ॥ **আগে চল্ আগে চল্ ভাই।**
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই।

এগিয়ে চলাই জীবনের ধর্ম। পিছিয়ে পড়াটা মৃত্যুর সামিল। গোটা বিশ্ব গতিশীল। গতিশীলতাই প্রকৃতির ধর্ম, প্রাণের মূল মন্ত্র।

সৃষ্টির আদিমকাল থেকেই মানুষ বিবর্তমান বিশ্বে এগিয়ে চলেছে। তার ভাবনা চিন্তা কাজকর্ম আদর্শ, জীবিকা, সমাজ গঠন—সমস্ত বিষয়েই নিত্য নতুনের সন্ধানে চলে এসেছে। দুজ্ঞের্য়কে সে জানতে চেয়েছে, কঠিনকে সে জয় করেছে এবং জীবন-সংগ্রামে সে কোন কিছুতেই হার স্বীকার করে নি। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে-আবিষ্কারে ও উন্নতিতে তাব সাফল্য, তার চরম সার্থকতা। এই এগিয়ে চলায় ছেদ পড়লেই তার জীবনে আসবে অবসাদ আর আবিলতা। আবর্জনার স্তূপে প্রাণহীন স্থবিরতার বুকে তখন বাজবে তার কবরখানার কান্না। নিঃশঙ্ক হয়ে, নির্ভয়ে, নতুন পথে নিত্য তাকে কতই না পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এগিয়ে যেতে হবে জীবনের নতুন সূত্র খুঁজে বের করতে। অজানার শেষ নেই, শক্তির ও সামর্থ্যের, সাফল্যের সার্থকতার সীমাহীন আকাশ তার সামনে খোলা। সেই আকাশেই পাখনা মেলে তাকে চিরকাল, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে"—এই লক্ষ্য নিয়ে উড়ে চলতে হবে। ঝড়-ঝাপ্টা, বিপদ-ভয় তাকে শঙ্কিত করবে, বিপদ-বাধা তাকে আঘাত করে যাবে, মিথ্যা তাকে ভ্রূকুটি করবে তবু ছলনার সমস্ত ভান কাটিয়ে তাকে অবিচল নিষ্ঠায় ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসে সত্যের ধ্রুবতারা-হৃদয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ার বাঁধনে, আলস্যে ও স্থবিরতায় পিছন আঁকড়ে পড়ে থাকলে তার চলবে না, কারণ স্থিতিই মৃত্যু।

ভাবার্থ-লিখন *

॥ ১ ॥ **ত্রাসে লাজে নতশিরে······তব সিংহাসন** [পৃঃ ৩৪]

যে মানুষের চিত্ত সর্বদা ভয়ে লজ্জায় অপমানের দৈন্যে হীন হয়ে থাকে তার হৃদয় হ'তে ভগবানও তাঁর আপন আসন সরিয়ে নেন। সত্য-শিবের

মঙ্গলাসনের পরিবর্তে সেখানে আসন পাতে মিথ্যার হীনতা। দুর্বল-দীন আত্মার ছায়ায় পরমাত্মাও ম্লান হয়ে যান। সেই অলক্ষ্য বিশ্বপিতার শক্তিকে উপলব্ধি না করতে পেরে ক্ষীণপ্রাণ ভীরু দুর্বল ব্যক্তি তাঁকেও ছোট করে ফেলে। তা চলা, ফেরা, বাক্য ও আচরণ সমস্তই মিথ্যার জগৎ নিয়ে—স্তিমিতপ্রাণ নিয়ে সে শুধু দিনযাপনের গ্লানি বয়ে বেড়ায়।

॥ ২ ॥ **পুণ্যে পাপে …মানুষ করোনি** [পৃঃ ৬১]

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কবিতাটিতে বঙ্গমাতার নিকট তাঁর সন্তানদের নিজ অঞ্চল ছায়ার আড়াল হ'তে বৃহত্তর জগতের আঙ্গিনায় নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেবার প্রেরণা দিতে বলছেন। বাঙ্গালী গৃহকোণের শান্তশিষ্ট জীবন যাপনে অভ্যস্ত ও নিশ্চিত-আরাম প্রিয় বলে দুর্নাম আছে—তাকে সেই দুর্নাম থেকে রক্ষা করবার জন্য তিনি বঙ্গমাতাকে অনুরোধ করছেন। সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মানুষ সুখ-দুঃখের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে ও সেই অভিজ্ঞতার পরশ পাথরের স্পর্শেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। নানা বিধিনিষেধের অচলায়তন ভেঙ্গে গৃহকোণে লালিত যত্নের গণ্ডী ছিন্ন করে, প্রকৃত সংগ্রামীর মত সংসারের রণাঙ্গনে প্রবেশ করলে তবেই সে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। চির শিশুত্বের অসহায়ত্ব ঘুচিয়ে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত মানবের মর্যাদা লাভ করবার জন্য তাই গৃহকোণ ছেড়ে বৃহত্তর জগতের আহ্বানে বাঙ্গালী সন্তান যদি সাড়া দিতে চায়, বঙ্গমাতা যেন তাকে গৃহ ছাড়া করতে কুণ্ঠিত না হন কবির এই অনুরোধ।

॥ ৩ ॥ **এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে……উন্মুক্ত বাতাসে** [পৃঃ ৭৭]

আমাদের জীবন ব্যাপিয়া ভয়ের রাজত্ব। লোকভয়, রাজভয়—মৃত্যুভয় কত কি। এই ভয়ের তাড়নায় আমরা অনেক সময় অনেক অন্যায় অত্যাচার অবিচার সহ্য করি—বিনা প্রতিবাদে অনেক সৎ ও সাহসিকতার কাজ হ'তে পিছিয়ে যাই। দাসত্ব আমাদের অন্তরে, বাহিরে। প্রাণ প্রাচুর্যের অভাবে আমাদের রিক্ত দীন চেহারা। মন প্রাণ ক্লিষ্ট। নিত্য অপমানে অপমানিত আত্মার বোঝা বয়ে, মনুষ্যত্বের গৌরবহীন জীবন যাপন করে আমরা ক্লান্ত। মনুষ্যত্বের মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে সকলের কাছে এসে নতিস্বীকার করা আমাদের যেন অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কবি ভগবানের কাছে দুঃখ নিবেদন প্রসঙ্গে প্রার্থনা করছেন যে তিনি যেন আমাদের এই দীনতার প্রতি কোনরকম দয়া না দেখিয়ে কঠিন আঘাতে নিশ্চিত আরামের জীবন থেকে

আমাদের দূরে নিক্ষেপ করেন যাতে তাঁর চরণাঘাতে আমাদের অজ্ঞানতা ঘুচে গিয়ে মনুষ্যত্বের চেতনাবোধে আমরা উদ্বোধিত হতে পারি। আমাদের সকল লজ্জাজনক ত্রুটি থেকে মুক্তিলাভ করে উদার বিশ্বের মাঝে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে ও সব ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশে মাথা তুলে চলতে পারি।

॥ ৪ ॥ **চিত্ত যেথা ভয় শূন্য……সেই স্বর্গে করো জাগরিত।**

[পৃঃ ৯৩]

কবি ভগবানের নিকট ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি চান অজ্ঞানতার অন্ধকার হ'তে মুক্ত হয়ে ভারতবাসী যেন সকল তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে আপন আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তারা যেন বাক্যে, কর্মে, মনে, প্রাণে, নির্মল সততায় আবিষ্ট থাকে। সর্বদা সত্যকে অনুসরণ করে সংস্কারের পঙ্কিল আবর্জনা ঠেলে, যুক্তি ও বিচারের অভ্রান্ত পথটি দেখতে পায়।

তাদের মনের উদারতা ও কর্মশক্তি যেন সদা জাগ্রত থাকে। ভগবানের আপন হাতের আঘাতে ভারতবর্ষ যেন স্বর্গের মতই সকল গ্লানিমুক্ত আনন্দময় রাজ্যে পরিণত হয়—আর ভারতবাসী তার অজেয় পৌরুষ ও কর্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত থেকে আনন্দে, নির্ভয়ে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হতে পারে।

* সার-সংক্ষেপ *

॥ ১ ॥ **শক্তি মোর অতি অল্প……বিপুল জল বহি যাবে শিরে।**

[পৃ. ৪৫]

বিশ্বমানবের সঙ্গে কবির একাত্মতা কামনা

নিজেকে একান্তভাবে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রেখে কবি অত্যন্ত ক্লান্ত ও নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। তিনি বলছেন যদিও তাঁর শক্তি অল্প, আশা কিন্তু স্বল্প নয়। এই বিশ্বের সকল মানুষের মাঝে সর্বহৃদয়ে তিনি তাঁর আপন আসন কামনা করেন। নিজের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের বোঝা নিয়ে কবি আর চলতে পারছেন না—তিনি ভারমুক্ত হবার জন্য বিশ্বমানবের হৃদয়

স্রোতে অবগাহন করে বিশ্বমানবেরই সঙ্গে একাত্মবোধে উদ্বোধিত হতে চান।

॥ ২ ॥ আজি কী তোমার মধুর মুরতি ···· স্নিগ্ধশীতল ধরণী

[পৃ. ৩৪-৫৫]

বাংলার শরৎ

বাংলা দেশের শরৎ অপূর্ব। তখন দেশের নদ-নদী জলে পরিপূর্ণ থাকে আর অরণ্য-শাখায় থাকে সুকণ্ঠ দোয়েল কোকিল—বাতাস যাদের কল সঙ্গীতে নিরন্তর মুখরিত হয়। গ্রামের পথে পথে ধানের বোঝার ছবি। পাকা ফসলের সৌরভে প্লাবিত আকাশ-বাতাস এরই মধ্যে আসে শরতের আনন্দ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণ ঘরে ঘরে শুরু হয় নতুন ধানের নবান্ন উৎসব। ঘাটে ভেসে আসে নানাদেশের তরণী। আকাশ মেঘমুক্ত নিঃসীম নীল। শ্যামলা পৃথিবীর বুকে রাত্রি শেষে ঝরে ঝরে পরে শীতল স্নিগ্ধশিশির পৃথিবীর তাপিত বুক জুড়িয়ে, আর কবির শরতের আঙ্গিনায় এই উৎসবের আয়োজন দেখে দেখে।

॥ ৩ ॥ এ মৃত্যু ছেদিতে হবে···অমৃতের পুত্র তোমাদের মতো

[পৃঃ ৮৫]

কবির আহ্বান

যুগযুগান্তব্যাপী অজ্ঞানতা এবং সংস্কারের আবর্জনা দূর করবার মহৎ কার্যে অগ্রসর হবার জন্য কবি দেশবাসীকে আহ্বান করছেন। জ্ঞানে কর্মে, যাত্রাপথে আচার বিচারের বাধা ঠেলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে কর্মমুখর পৃথিবীর নবীন প্রভাতের সকল মঙ্গলকার্যে অংশ নেবার জন্য।

এই বিশ্বভুবন থেকে একদিন তমসা অপসারিত হয়ে জ্যোতির্ময় আলোকের ঝরণা-ধারা নেমে আসবে। সেদিন যেন তারা নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করতে পারে স্বর্গের দেবতাদের মতো তারাও অমৃতের পুত্র। মৃত থেকে অমৃতের দিকে তাদের চিরকালীন যাত্রা।

সীতার বনবাস

* ভাবসম্প্রসারণ *

॥ ১ ॥ **গভীর জলধি কখনও অল্প কারণে আকুলিত হয় না ; সামান্য বায়ু প্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না।**

এ জগতের নিয়মই এই যে ক্ষুদ্র বস্তু ক্ষুদ্র কারণেই চঞ্চল হয়ে ওঠে কিন্তু যা বৃহৎ, যা বিশাল ও মহান, যার শক্তি অসীম—সে বৃহতের সংগে আপন শক্তির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়, ক্ষুদ্র কারণে সে বিচলিত হয় না। সামান্য বাতাসের দোলে পুষ্করিণীর অগভীর জল আন্দোলিত হয়ে ওঠে নিশ্চিত কিন্তু তা কখনো গভীর জলরাশির, সাগরের বা সমুদ্রের গাত্র স্পর্শও করতে পারে না। বিশাল সমুদ্রে আলোড়ন জাগাবার জন্য প্রবল বাতাস ও ঝড় ঝঞ্চার প্রয়োজন। তেমনি যে মন্থর মৃদু বায়ু বৃক্ষশাখা প্রকম্পিত করে যায় তা কি হিমাদ্রির অচলতাকে মাতাতে পারে? হিমাচল বা হিমালয় গিরিশৃঙ্গ পৃথিবীর সর্বাধিক উঁচু ও বিশাল পর্বতমালা। বিরাটত্বে ও কাঠিন্যে সে অটল অনড়। তাকে প্রকম্পিত করতে বা তার উপর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করতে সামান্য বায়ু-হিল্লোল অক্ষম।

অনুরূপ যে মানুষ দুর্বল ও ভীরু, যে অন্তরে ক্ষুদ্র সে সামান্য মাত্র দুঃখকষ্টে মুষড়ে পড়ে। কিন্তু যিনি বলশালী, যিনি ক্ষমতাবান, যাঁর মন দৃঢ় তিনি সহজেই বিচলিত হন না, সর্ব দুঃখই তিনি হাসিমুখে সহন করতে প্রস্তুত, সকল বিপদ ও সমস্যাই তিনি বীরের ন্যায় সম্মুখীন হন ও অন্তরে বাইরে তার সংগে শৌর্যের সংগে সংগ্রাম করেন। তাঁর জীবনে দুঃখের ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেলেও তিনি হিমাদ্রির অটল গাম্ভীর্যে ও মহাসাগরের সুগভীর প্রশস্ততায় সে আঘাত সহ্য করে নেন। এটাই মহত্ত্বের শিক্ষা ও বীরত্বের মহিমা। সংসার ও জীবনে পদে পদে পরাজয় স্বীকার করে, বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে গেলে জীবনযুদ্ধের কোন জয়মাল্যই লাভ করা যায় না, মনুষ্যত্বেরও তাতে অবমাননা।

॥ ২ ॥ সকলেই আপন আপন কর্মের ফল ভোগ করে।

সকল মানুষেরই আপন আপন কর্তব্য কাজ থাকে এবং আপন শক্তি অনুসারেই মানুষ সে কর্তব্য পালনের চেষ্টা করে। এই কর্তব্যপালনের সাফল্যের ওপরই মানুষের জীবনের সার্থকতা। তাই যে মানুষ যেরূপ কাজ করে ফলও তার সেইরূপ ঘটে। যিনি সৎপথে থেকে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে যান তিনি জীবনে সাফল্যলাভ করেন, তার দুঃখ ভোগ করতে হয় না। কর্তব্যনিষ্ঠমানুষ মাত্রেই সুখী ও সার্থক জীবন যাপন করেন বলা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি অলস, আলস্যে ও অসৎ পথে নিম্নবৃত্তির কাজ করে, জীবনের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়িয়ে যেতে চায় তার পরিণামেও ফাঁকি থাকে, সার্থকতার পথে সে কোন দিনই পৌছতে পারে না।

কর্মফল অনুযায়ী তাই কোন মানুষ সুখী কেউবা দুঃখী, কেউ সমাজে সম্মানিত কেউ নিন্দিত, অবহেলিত। অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা পেয়েও যে আপন অযোগ্যতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধনের চেষ্টা না করে এবং নিষ্ফল অভিমানে পা ছড়িয়ে কেঁদে কেটে শুধু ভাগ্যকে দায়ী করে স্বীয় কপালে করবাড়ি দেয় তার মত সত্যই দুর্ভাগা কেউ নেই। বাহুতে বল ও মস্তকে বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও যারা নিষ্ক্রিয় ও নিষ্কর্মার ন্যায় বসে থাকে, আপন শক্তি ও শুভবুদ্ধির হাতিয়ার না নিয়ে যে হৃদয়-মন স্থির প্রশান্ত না করে, সময় সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করতে শেখে তার জীবনে ধিক। আলস্যে ও জড়তায় আচ্ছন্ন ও আবিল থেকে দুঃখ ও কষ্টের কোন কিনারা করা যায় না। কর্মের সাধনা ও হৃদয়ে ঐকান্তিকতার শিখা প্রজ্বলিত করতে পারলেই সাফল্য মানুষের করায়ত্ত হয়। তাই একথা অত্যন্ত বাস্তব সত্য যে কর্ম অনুযায়ী ফল এবং ভুল করলে দুর্ভোগ হবে, অগ্রসর হতে পারলে সাফল্য ও সুখ হাতের মুঠোয় ধরা পড়বে।

॥ ৩ ॥ সংসারের কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে।

অনিত্য এ সংসারের সবই ক্ষণস্থায়ী। কোনকিছু অবিনশ্বর নয়। যা নিত্যকালের নয়, যা চিরন্তনের নয়, যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী তার তাই বৃদ্ধিরও সীমা থাকে। কারণ বৃদ্ধি যদি প্রতিবন্ধকহীন হয়, উন্নতি যদি এক

শিখর হতে উন্নততর শিখরে লাফাতে থাকে তাহলে এই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের রাজ্যে কোন নিয়ম শৃঙ্খলাই বজায় থাকে না এবং সে ক্ষেত্রে সংশয়ের অনিত্যতাই ভ্রান্ত হয়ে যায়। সুতরাং বিনাশ যখন আছে ক্ষয়ও আছে এবং উন্নতির ক্ষয় পতনে, জীবনের ক্ষয় মরণে, সংযোগের বিনাশ বিয়োগ-বিচ্ছেদে। এটাই জাগতিক নিয়ম এবং চরম সত্য—তা বিনা অভিমানে ও ক্ষোভে সহজ শান্ত চিত্তে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের তথা বিদ্বজ্জনের কাজ।

আবার বুদ্ধিমান ব্যক্তি এও জানেন যে মৃত্যু আছে তাই নবজন্মও আছে। কারণ, জন্ম ছাড়া মৃত্যু অসম্ভব এবং জন্ম-মৃত্যুর মালা না গাঁথলে এ বিশ্বই কোথায় লুপ্ত হয়ে যায়—রহস্যময়ের কোন লীলাই সংঘটিত হতে পারে না। জ্ঞানী ও স্থিতধী মানুষ এই সত্য প্রণিধান করে শোকে-দুঃখে বিরহে বেদনায় অভিভূত বা বিচলিত হন না। তাঁরা বোঝেন রাত্রির তপস্যার অন্তে সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত তার সকল গ্লানি ও ম্লানিমার আঁধার কাটিয়ে নূতন দিনের ছবি আঁকবে। বৈশাখের রুদ্রতাপের পর তাই বরষণের স্নিগ্ধ আবেশ এবং শীতের মৃত্যুদায়ী-হিম-পাণ্ডুরতার পর আবার বসন্তের প্রাণ-মাতানো জীবন-হিল্লোল।

॥ ৪ ॥ আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই।

আশা মানুষের জীবনে "রঙিন কাঁচ" বিশেষ। এই রঙিন কাঁচের মাধ্যমে আমরা জগতের সবকিছুই রঙিন দেখি আর রঙিন স্বপ্নের কত অবান্তর রামধনু আপন মানসাকাশে নিত্যই এঁকে চলেছি। বস্তুতঃ, আশা আছে বলেই মানুষ রোগ শোক জরা মৃত্যু, সংসারের সকল দুঃখ বিপদ ও সমস্যা সত্ত্বেও তার ভব-তরীর হাল ঠিক রেখেছে। আশাই জীবনে কর্ম-চাঞ্চল্য ও সকল প্রেরণার মূল।

আশারূপ এই রঙিন কাঁচটি না থাকলে বাস্তবিক মানুষের যে কী দশা উপস্থিত হত বলা যায় না। বিশ্বের সকল জ্ঞাত অজ্ঞাত শক্তি ও কত বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝে মানুষকে সংগ্রাম করে যেতে হয়। তার এই অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি, তার উন্নতি ও সকল প্রগতির মধ্যে সেই আশার অসীম প্রভাব বিদ্যমান। আশা যেন সঞ্জীবনী সুধা। মুমূর্ষু রোগীও দুরারোগ্য ব্যাধি হতে আরামের আশায় শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত প্রয়াস করে যাচ্ছে। বার বার ব্যর্থ হয়েও মানুষ দুর্জয়কে জয় করবার জন্য অধরার পিছনে

দৌড়ে চলছে। দারিদ্র্য ও দুঃখের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েও সে আশায় বুক বেঁধে রেখেছে নিশা অন্তে সৌভাগ্যের সূর্যোদয় ঘটিবে। অসহায় ও দুর্বল মানুষও এইভাবে তার চরম ধৈর্য ও বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা দিচ্ছে। অথচ সকলের সব আশা যে ফুরিয়ে যাচ্ছে এমন কথা নয় এবং হতাশা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার মানুষের একান্ত হাহাকার ও চরম বিপর্যয়ের ইতিহাসও অন্তহীন। তথাপি আশাবাদী মানুষ যে জীবনে কোন ক্ষেত্রেই হার মানতে প্রস্তুত নয়, ব্যর্থতার গ্লানি বইতেও নারাজ—তার এই কথাই স্পষ্ট করে প্রমাণ করে যে আশার আশ্বাসনী শক্তির ক্ষয় নেই, শেষ নেই।

* ভাবার্থ-লিখন *

॥ ১ ॥ **লক্ষ্মণ এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে···করিয়া রহিলেন।**

শোকাহত রামচন্দ্র লক্ষ্মণের উদ্বেগপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে কাতরস্বরে ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে জানালেন যে তাঁরাই তাঁর একান্ত আপন জন। রাজকার্যের মত কঠিন কর্ম তিনি তাঁদেরই জন্য ও তাঁদেরই সাহায্যের ভরসায় সুরু করতে সক্ষম হয়েছেন।

আজ ভীষণ-বিপদ এসেছে বলেই তিনি তাঁদের আহ্বান করেছেন। বিপদমুক্তির একটি পথও তিনি আবিষ্কার করেছেন। সে কথা তিনি তাঁদের শোনাবেন ও সেই নির্দিষ্ট পথে চলে বিপদ হ'তে উদ্ধার লাভ করবার চেষ্টা করবেন।

রামচন্দ্রের বক্তব্য শুনে ও তাঁর অশ্রু-আকুল চক্ষু দেখে তিনভ্রাতা বিপদের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন ও রামচন্দ্রের বিচলিত হবার নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ আছে বলে ভাবলেন। কিন্তু অনুমানে কিছু বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠের প্রতি চেয়ে রইলেন।

॥ ২ ॥ **লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে······ঘোষণা করিবেক।**

[পৃ. ৬১-৬২]

লক্ষ্মণের পরোক্ষ তিরস্কারে রামচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে সস্নেহে লক্ষ্মণের উদ্দেশে বললেন যে লক্ষ্মণ ঠিক কথাই বলেছেন। যে প্রজারঞ্জনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পত্নী সীতাকে বনবাসে দিয়েছেন। সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করলে সে

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'বে। সর্বদা শোকে অভিভূত থাকলে রাজকার্যেও নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। অতএব তিনি শোক সম্বরণের চেষ্টা করে রাজকার্যে মনোনিবেশ করবেন ও পরদিন থেকে অমাত্যগণকেও যথাযথ কাজে নিযুক্ত থাকতে আদেশ করবেন।

অশ্রু-আকুল রামচন্দ্র কিছুক্ষণ এর পর মৌন অবলম্বন করলেন। পরে বিলাপ করে বলতে লাগলেন লোক কি সুখে রাজত্ব লাভের বাসনা করে জানি না। রাজত্ব দেখা যাচ্ছে যত দুঃখ ও অশান্তির মূল। রাজত্ব লাভের ফলে মানুষের সকল কোমল বৃত্তি—দয়া-মায়া স্নেহ-ক্ষমা সমস্তই—অন্তর থেকে বিদায় দিতে হচ্ছে। এমন কি পত্নীর জন্যও শোক করবার অধিকার নেই। অথচ ভবিষ্যতে ইতিহাসে তাঁর অপকীর্তি তাঁর নিষ্ঠুরতা তাঁর অপদার্থতাই কেবল তাঁর পরিচয় হিসাবে লেখা থাকবে।

॥ ৩ ॥ **মহর্ষি বাল্মীকি.........নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।**

[পৃ. ৮৯-৯০]

সমস্ত রাজ্যময় সংবাদ ঘোষিত হল বাল্মীকি তাঁর দুই তরুণ শিষ্যসহ রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ গান পরিবেশন করবেন। রাত্রি প্রভাতে ঋষি, কবি, নৃপতি ও রাজকর্মচারী সকলেই উৎসুখ হৃদয়ে রাজ সভায় উপস্থিত হতে লাগলেন। রামচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতৃ স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করলেন। কৌশল্যা প্রমুখ অন্তঃপুরবাসিনীরাও সভায় নিজ নিজ স্থানে আসন নিলেন। সকলেই আগ্রহ আকুল হৃদয়ে মহর্ষি বাল্মীকির প্রতীক্ষা করছেন এমন সময়ে লব কুশ সহ তিনি সভাগৃহে উপস্থিত হলেন। সকলে বাল্মীকিকে দণ্ডায়মান হয়ে অভ্যর্থনা করলেন। লব কুশের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল।

আসন গ্রহণান্তর, বাল্মীকির জিজ্ঞাসার উত্তরে রামচন্দ্র অনুমতি দিলে লব-কুশ সঙ্গীত আরম্ভ করলেন। তাঁদের সঙ্গীতের উপজীব্য হ'ল রামচন্দ্র ও সীতার স্নেহ অনুরাগের কথা। কিছুক্ষণ শোনার পরেই অভিভূত রামচন্দ্র অশ্রুবর্ষণ শুরু করলেন। রামচন্দ্র ও সভাস্থ সকলেরই কাছে লব কুশ জানকী-নন্দন বলে অনুমিত হতে লাগল।

* সার সংক্ষেপ *

॥ ১ ॥ লক্ষ্মণ আলেখ্যের .... অবলোকন করিয়াছিলাম।

[পৃ. ১৭-১৯]

রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার চিত্রপটের মাধ্যমে স্মৃতি মন্থন

লক্ষ্মণ চিত্রপটের সাহায্যে পঞ্চবটী ও শূর্পনখার কথা মনে করে দিলে সীতা পুরাতন দিনের কথা মনে করে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। এইখানে তাঁদের শেষ দেখা হওয়ার স্মৃতি মনে জাগরূক হল। রামচন্দ্র সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে বললেন যে এতে আলেখ্যমাত্র, বাস্তব নয়। স্বর্ণ মৃগের আগমন ও তা হতে পর পর যে সমস্ত অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছিল তা মনে পড়াতে লক্ষ্মণও ভারাক্রান্ত-চিত্ত হলেন। তিনি রামচন্দ্রের মনোবেদনায় প্রায় উন্মাদ অবস্থার বর্ণনা করলেন। সে বর্ণনায় সীতা ও রামচন্দ্র উভয়ের আঁখি পল্লবে অশ্রুরেখা দেখা দিল। লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র বললেন সতত শত্রুবিনাশ চিন্তা মনে না থাকলে সে সময়ে তিনি বাঁচতে পারতেন না। চিত্রদর্শনে সেই কথাই পুনর্বার মনে পড়ায় তাঁর ভাবান্তর দেখা দিয়েছে।

লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রের মনোযোগ অন্য দিকে আকর্ষণ করবার জন্য দণ্ডকারণ্য দেখিয়ে বললেন যে, এখানেই কবন্ধরাক্ষস, ঋষ্যমূখপর্বতে মাতঙ্গ মুনির আশ্রম, সিদ্ধ শবরী শ্রমণা এবং পম্পা সরোবর অবস্থিত ছিল। রামচন্দ্র তখন সীতাকে পম্পাসরোবরের সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন। তিনি অশ্রুধারার অন্তরাল হতে অস্পষ্টভাবে দেখেছিলেন সরোবরে ফুটন্ত কমলগুলি বায়ুভরে আন্দোলিত হচ্ছে ও তাদের চারিপাশে মধুলোভী মধুকরেরা ভীড় করেছে। জলচর পাখীসকল হাঁস, সারস প্রভৃতি জলে আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে—এতে পম্পা সরোবরের সৌন্দর্য অপরূপ হয়ে উঠেছে।

॥ ২ ॥ এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ...... ভূমণ্ডলে নাই

[পৃ. ৪৯ ৫০]

লক্ষ্মণের বিলাপ

বেদনাক্লিষ্ট সীতা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলে শোকাহত লক্ষ্মণ অশ্রুপাত করতে করতে ভাবতে লাগলেন রামচন্দ্রের লোকরঞ্জনপ্রিয়তাই এই দুর্ঘটনার

জন্য দায়ী। আরো ভাবলেন তাঁর মৃত্যু ঘটলে তাঁকে এই নির্মম কাজ করতেও হত না, এই করুণ দৃশ্যও দেখতে হত না।

তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কঠিন বলেই এই দুর্বহ আদেশ পালন করতে পারছেন ও সরলা, পবিত্রা, পতিগতপ্রাণা সীতাকে কঠোর আদেশের কথা শোনাতে পেরেছিলেন। এই অপেক্ষা এজন্মে রামচন্দ্রের আদেশ পালন না করে পরজন্মে নরকগমনও ভাল ছিল। তিনি রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যেও মনে মনে বললেন রামচন্দ্র যে এমন নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয় তা তিনি ভাবেন নি। এই যদি তাঁর মনে ছিল তবে কেন সীতাহরণে তিনি উন্মাদ প্রায় হয়েছিলেন? কেনই বা লঙ্কাজয়ের ক্লেশ সহ্য করলেন। দেখা যাচ্ছে তিনি অতীব নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। তাঁর নিজের হৃদয়ই বা সীতার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে বিদীর্ণ হয়ে গেল না কেন তাই বা কে জানে? তিনি নিজেও একটা পাষণ্ড।

॥ ৩ ॥ সীতা নিতান্ত আকুল চিত্তে……গমন করিল

[পৃ. ৭৬-৭৮]

রামচন্দ্র দর্শনে লব কুশের অনুমতি প্রার্থনা

সীতা চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে বসেছিলেন। এমন সময়ে রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে লব ও কুশ তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হল। নিমন্ত্রণপত্রবাহী ব্যক্তিটির নিকট হতে প্রশ্ন করে রামচন্দ্র সম্বন্ধে নানা তথ্য তারা জানতে পেরেছে। লোকরঞ্জন রাজা প্রজানুরাগে স্বীয় মহিষীকে নির্বাসিত করেছেন বটে, কিন্তু যজ্ঞের প্রয়োজনে বশিষ্ঠদেবের অনুরোধেও পুনরায় বিবাহ করেন নি। যজ্ঞস্থলে আপন মহিষীর স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করে সহধর্মিণীর অভাব পূরণ করবেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একাধারে প্রজাপালক রাজ-ধর্মানুরাগী ও স্বামীধর্ম পালনে আগ্রহী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ইতিহাসেও বিরল। এই সমস্ত ঘটনা শুনে রামচন্দ্রের প্রতি তাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরো বর্ধিত হয়েছে। রামায়ণ পড়ে তাদের রামচন্দ্রকে দেখবার আগ্রহ জন্মে এখন তা সন্তুষ্ট করার সুযোগ এসেছে। অতএব তাদের প্রার্থনা মাতা যেন তাদের মহর্ষি বাল্মীকির সংগে পর দিবস অযোধ্যা যাবার অনুমতি দেন। মাতা সকল কথা শুনে অনুমতি দান করলে লব কুশ আনন্দিত হৃদয়ে মহর্ষির নিকট সংবাদ দান করতে চলে গেল।

চরিত-কথা

* ভাবসম্প্রসারণ *

॥ ১ ॥ সুরধনী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন কার সাধ্য যে সে প্রবাহ রোধ করে। —বিদ্যাসাগর

সুরধনী গঙ্গা মহাদেবের জটা থেকে বহু তপস্যার ফলে করুণার-জাহ্নবী বারি নিয়ে মর্ত্যের মরলোকে প্লাবন বয়ে আনাতে জীবলোক উদ্ধার পায় ও নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। গঙ্গার স্রোতোধারা উচ্চহিমালয় থেকে যখন লোকালয়ের সমতলে প্রবাহিত হয়ে আসে, তার প্রচণ্ড বেগে কতশত উপল-খণ্ড, মৃত্তিকার স্তূপ, বৃক্ষরাজি ও আবর্জনা—সকল বাধাই ভেসে যায় এবং জগৎ নির্মল হয়ে ওঠে; জীবন বিধৌত হয়ে নতুন প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এই জল জীবনের ধর্মের সঙ্গে নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সুসাম্য রেখে কী বিচিত্রভাবেই না মানুষের হৃদয়-মন্দিরে—তার গৃহ-আঙিনায় নবীনতার সুরগীতির লহরী তুলছে।

তেমনি কল্যাণকর্মের, সমাজ-সংস্কারের দুর্দমনীয় গতিপথে মহাপুরুষের পরম চরিত্রের যখন আবির্ভাব ঘটে, সমাজের যে কোন দুষ্ট প্রতিক্রিয়া ও সকল বাধাবিঘ্ন কোথায় ভেসে যায়। এইরূপ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর জীবন মন্দাকিনীর ন্যায় পূত গঙ্গার উচ্ছ্বসিত জলরাশির ন্যায় জরা-মরণ-ভয়-শঙ্কা ক্লীব ও ক্লেদাক্ত বঙ্গভূমি থেকে, ভারত হতে, উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে প্রাণের ও কল্যাণের জোয়ারে জগৎ মাতিয়ে দিয়েছে।

সুরধনীর গতিবেগ ইন্দ্রের ঐরাবত সদর্পে ধারণ করতে গিয়ে ভেসে গিয়েছিল, তার গতিবেগ সে কিছুতেই রোধ করতে পারে নি। মানুষের জীবনেও পঙ্গু ও ভীরু-উৎপীড়িতের ডাক আসে ও মহাজীবন নাচতে নাচতে সুরধনীর ন্যায় সকল অকল্যাণের প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে আপন বীরবত্তা ও নির্ভীকতার ছাপ রেখে আগুয়ান হয়। বিদ্যাসাগরের ন্যায় দুর্দম পুরুষ তাঁর অমিত বিক্রম ও ব্রাহ্মণ্য তেজে সত্যের আদর্শে ও মানব-সেবায় নেবে এসে দেশাচারের জগদ্দল পাথর উৎপাটিত করেন। বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ-প্রথা রোধ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন বিদ্যাসাগরের

অবিনশ্বর কীর্তি। তাঁর এই কাজে বাধার ও সমালোচনার অভাব হয় নি। কিন্তু সবার উর্ধ্বে সংকল্প তিনি স্থির রেখেছিলেন।

॥ ২ ॥ দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতাকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙ্গিয়া যায়। —বঙ্কিমচন্দ্র

'মানব-বন্দনার' কবি গেয়েছেন: আরক্ত প্রভাত-সূর্য উদিল যখন ভেদিয়া তিমিরে, ধরিত্রী অরণ্যে ভরা কর্দমে পিচ্ছিল......শাখায় ঝাপটি পাখা, গরুড় চীৎকারে কাণ্ডে সর্পকুল, সম্মুখে শ্বাপদ-শঙ্খ বদন ব্যাদানি'... দংশিছে দশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ......কে তাহারে উদ্ধারিল?

মানুষের ইতিহাস মানুষের আত্মরক্ষার ও সংগ্রামের বিচিত্র চিত্র। সৃষ্টির প্রথম হতে সে দলবদ্ধ হয়ে বহিঃশত্রুর সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেছে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত শক্তিতে নিরন্তর সংগ্রাম চালাতে পেরেছে বলেই সভ্যতার জয়মাল্য, এবং নিরাপত্তার ও প্রগতির পরম পুরস্কার সে লাভ করেছে। সমাজ গড়ে দলবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে বাস করতে না শিখলে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সে একা দাঁড়াতে পারত না, আক্রমণে ও আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সে এই ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাই দলবদ্ধ জীবন ও সমাজ-সংঘ গঠন তার জীবন-যাত্রার পথে যেমন সেদিন প্রয়োজন ছিল, আজও তার মূল্য সে অস্বীকার করতে পারে না।

মানুষের আজ বন্য শ্বাপদ বা প্রাকৃতিক বিপদের শঙ্কা অনেক কম বটে কিন্তু গোষ্ঠীগত বিরোধ ও মানুষে মানুষে হিংসা দ্বেষ ও শত্রুতা যথেষ্ট বিদ্যমান। এইরূপ বিরোধ ও শত্রুতার হাত থেকে রক্ষা পেতেও শক্তি চাই, চাই দল এবং দলবদ্ধতার প্রয়োজন।, কিন্তু কোন জিনিসই একবার গঠন করলেই বর্তমান থাকে না, তাকে সযত্নে রক্ষা করতে জানা চাই। দল প্রয়োজন; সেই দলমধ্যে শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও ঐক্যও কম প্রয়োজনীয় নয়। কোন সংঘ বা দল গড়ে পরে তার সভ্যদের মধ্যে নানা কারণে বিবাদবিসম্বাদ ও অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় এবং দল ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়। এই ভাবে দল ও সংঘ ভাঙতে থাকলে গোটা সমাজেরই ভেঙে পড়বার আশঙ্কা থাকে। এমনি ঘটলে মনুষ্যজাতির তা নিতান্ত দুর্দিন ও লজ্জার বিষয় হবে। কিন্তু দল কী ভাবে রক্ষা করা যায়? দলের সংহতি ও নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখাই তার শ্রেষ্ঠ উপায়। অর্থাৎ দলের মধ্যে কারো প্রাধান্য, স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। যখন দল-সভ্যগণ সমষ্টির ভালমন্দ না

ভেবে সমষ্টিগত চিন্তা না করে শুধু আপনার একক স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বতন্ত্র পথে চলতে যায়, তা সংযত না করলে সংঘবদ্ধতা অর্থহীন হয়।

॥ ৩ ॥ আপনার জাতীয় অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্ধা না করে। **—উমেশচন্দ্র বটব্যাল**

কোন কিছুই না জেনে না দেখে না বুঝে গ্রহণ করা যায় না; প্রিয় বস্তুর সম্মান দিয়ে সেই বস্তু বরণীয় রূপে গ্রহণ করা অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার। স্বদেশপ্রীতির বিষয়েও এই কথা খাটে। আপন দেশকে যদি আমরা না জানি, আপন দেশবাসীকে যদি না বুঝে থাকি এবং আপন দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য—তার গৌরব এবং সমস্ত কীর্তি ও কৃতিত্ব যদি সম্যক্ উপলব্ধি না করতে পারি, তা হলে শুধুমাত্র স্বদেশহিতৈষী ও দেশপ্রেমিক বলে আপনাকে জাহির করলে ভণ্ডামিই হয়ে পড়ে।

দেশকে যিনি যথার্থ ভালবাসতে পেরেছেন তিনি দেশের সব কিছুই গ্রহণ করেছেন। দেশের সকল গৌরব তাঁর আপন গৌরব বলে তিনি মানেন। আপন ইতিহাস ও পুঁথি ঘেঁটে স্বদেশের সেবায় আত্মবিসর্জন দিয়ে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রোজ্জ্বল শিখায় দীক্ষা নিয়ে তবেই তিনি এই সুবিশাল জনপদ ও সুপ্রাচীন দেশের সঙ্গে প্রকৃত একাত্মতার সূত্রে আপনাকে বাঁধতে পেরেছেন।

প্রতি দেশেরই অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে। সে প্রাচীনকীর্তি অনুধাবন না করে দেশকে কি করে ভালবাসতে পারব? আজিকার নবীন সমাজে নূতন চিন্তাধারায় যদি না সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবময় উত্তরাধিকার মেলাতে পারি, স্বদেশানুরাগ তাহলে শুধু কৃত্রিম হয়ে দেখা দেবে। একথা দেশপ্রেমিকের স্মরণ রাখা কর্তব্য, কোন জিনিসই শূন্যমার্গে অবস্থান করে না এবং শূন্য থেকে এসে এই ভূপৃষ্ঠে যাদুর ন্যায় কাজ করে না। পুরাতনের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংহতি না রাখতে পারলে, সনাতন ও প্রচলিত ধারার সঙ্গে নতুন চিন্তায় নতুন পথের সোপান না গাঁথতে পারলে নতুনকে সুষ্ঠুভাবে স্বদেশের মাটিতে বসানো যায় না। পুরাতনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সামঞ্জস্যহীন নবীনের ঔদ্ধত্য বৃক্ষের গোড়া কেটে আগায় জলদানের মতই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক

এ দেশহিতৈষী স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য-ধারায় অবগাহন করে, তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের নতুন ইমারত গঠন করেন।'

॥ ৪ ॥ ছোট বীজ হইতে বড় গাছ হয় এবং ছোট গাছের মাহাত্ম্য যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বড় কাজ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। —অধ্যাপক মক্ষমূলার

ক্ষুদ্র বস্তুর অন্তরে বৃহতের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। বাহ্যিক বিচারে ও আপাত দৃষ্টিতে যা সামান্য তুচ্ছ বলে ভ্রম হয়, কালক্রমে তাই অসামান্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিশাল বটবৃক্ষ দেখলে মনে হয় না তত ক্ষুদ্র বীজ হতে তার উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু তাই-বাস্তব সত্য।

এইরূপ এ জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন ও মহান কীর্তির স্তম্ভ গড়েছেন তাঁরা কখনো ছোট বলে কাউকে অবহেলা বা অসম্মান করেন না। যাঁরা মহান তাঁরা জানেন ছোটর মধ্যেই বৃহতের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। বস্তুতঃ তাঁরাও জন্ম থেকেই বড় হয়ে মহামানবের টীকা নিয়েই ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করেন নি। ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের আত্মপ্রকাশ হল বিশ্বের পরম রহস্য। ক্ষুদ্র বলে কাউকে নীচে ফেলে রাখব না, ছোট বলে কাউকে দূরে সরিয়ে দেব না। জগতে অনেক ক্ষুদ্র বস্তু পরিণামে বহু বিরাট বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ছোট বলে কেউই অনাদরণীয় নয়। ছোট্ট বীজের সুপ্ত অঙ্কুর কখনও প্রাণের তাগিদে বিশাল মহীরুহে এসে দাঁড়াবে কেউ জানে না। তা ছাড়া ছোট বলে অবহেলা করলে বৃহতের প্রকাশও শক্ত হয়ে পড়ে। বৃহতের বিকাশে সাহায্য ও প্রেরণা না দিয়ে তাকে দাবিয়ে রাখলে শুধু তাকেই ছোট করে রাখা হয় না, যিনি তা করেন তিনিও অনেক ছোট হয়ে যান। তাঁর বৃহত্তর মহিমা ম্লান হয়ে যায়, তখন তাঁর ক্ষুদ্রতাই চোখে বেঁধে। তাই যাঁরা প্রকৃতই বড়, যাঁরা বৃহৎ কার্য করবার ক্ষমতা রাখেন তাঁরা কখনই ছোট জিনিসের অবহেলা করেন না; ছোটর মধ্যে কি মাহাত্ম্য আছে, কোন্ গুণ আছে, বরণীয় কি শক্তি আছে সেইসব সার-বস্তু খুঁজে বেড়ান।

ভাবার্থ-লিখন

॥ ১ ॥ **বস্তুতই তাহা শতাধিক বর্ষব্যাপী……গভীর আলোচনার বিষয়।** —**বিদ্যাসাগর** [পৃ. ৫-৭]

একশ বছরের পরাধীনতা আমাদের পরনির্ভরশীল দুর্বল মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পরিণত করেছে। আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়েছি। এইরূপ পরমুখাপেক্ষাজাতির উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। আমরা মাঝে মাঝে নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে চরিত্র-সংশোধনের প্রস্তাব করি। চরিত্র সংগঠনের সংকল্প গ্রহণ করি বটে, কিন্তু প্রস্তাব-পাশ ও সংকল্প-গ্রহণের দ্বারা জাতির উন্নতির আশা একেবারেই যে দুরাশা মাত্র এ কথা মনে রাখি না।

জাতীয় চরিত্রের এই অন্ধকার পটভূমিকা স্মরণে রাখলে বিদ্যাসাগরের মত বিরাট চরিত্রের আবির্ভাব অতিশয় বিস্ময়জনক।

ইহা নিশ্চিত একটি আলোচনার বিষয় হবার যোগ্য যে তাঁর মত অদমনীয় প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, উন্নতশির, পুরুষকার-বিশ্বাসী, ঋজু-স্বভাব, অকপট ও সৎ ব্যক্তির এ দেশের মাটিতে কিরূপে জন্ম হল। একে ঐতিহাসিক ঘটনার সম-মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

॥ ২ ॥ **অতি প্রাচীন কাল হইতে……কেহ করে নাই।**

—**হর্মান হেলম্‌হোলৎজ** [পৃ. ৫৬-৫৭]

বিজ্ঞানের শাখা প্রধানতঃ তিনটি—জড়-বিজ্ঞান, জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যা, এবং মনোবিজ্ঞান। জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা জড়-জগতের গতিবিধি ও স্পন্দন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যা জড়-জগতের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কীয় বার্তা কিরূপে আমাদের মস্তিষ্কে পৌছায় তা জানিয়ে দেয়। আর মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে সেই বার্তা আমাদের অন্তঃকরণে পৌছে ভাবনা-কল্পনার জন্ম দেয়। এই জন্য কথায় বলে ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ। সাধারণতঃ পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য এই বিজ্ঞানগুলির একটির বা একটির কোন অংশে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হর্মান হেলম্‌হোলৎজের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি এ তিনটি বিজ্ঞানেই সমান পারদর্শী ছিলেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রধান হল শ্রুতি ও দৃষ্টি। আমাদের চারিদিকের জগৎ এই দুটো ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রধানতঃ সৃষ্টি হয়। হেলম্‌-হোল্‌ৎজ এদের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে যে আলোচনা রেখে গেছেন তা সত্যই অতুলনীয়।

॥ ৩ ॥ **বলেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনে............স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।** **—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর** [পৃ. ১০২]

বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের কতটা রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে বিকশিত হয়েছিল বলা কঠিন। তবে একথা সত্য যে তাঁর সৃষ্টি রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে সাহিত্যজগতের অনেক দিকপালই মুক্ত থাকতে পারেন নি, উপরন্তু বলা চলে ছোট বড় সমস্ত সাহিত্যিকই এই বনস্পতির মত বিরাট ও বহুমুখী-প্রতিভার আশ্রয়ে ঋণী। সে হিসেবে বলেন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরক্ত, আত্মীয় ও নিকটের লোক হয়েও যে কিছু কিছু নিজস্ব প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন, এজন্য তিনি প্রশংসার্হ। বলেন্দ্রনাথের রচিত কবিতাগ্রন্থগুলিতে এই স্বকীয়তার পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর রবীন্দ্র-ভাবে ভাবিত গদ্য রচনাগুলো বেশী মূল্যবান। তাঁর ওপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও কম ছিল না, কিন্তু সেখানেও তিনি নিজেকে একেবারে বিকিয়ে না দিয়ে নিজস্ব ধারা সাহিত্যে পরিবেশন করেছেন।

* সার-সংক্ষেপ *

॥ ১ ॥ **রামায়ণ এবং উত্তর-চরিত অবলম্বন...সঙ্গত ও স্বাভাবিক।**

[পৃ. ১৪-১৫]

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের রূপ।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ক্রন্দনশীলতা। তিনি যেমন রামায়ণ ও উত্তর-রামচরিত অবলম্বনে 'সীতার বনবাস' লিখেছিলেন তেমনি ঐ দুই গ্রন্থের নায়ক রামচন্দ্রের মতই তাঁর চরিত্রেও ক্রন্দনশীলতা প্রভাব বিস্তার করেছিল। দুঃখীর দুঃখ-কাহিনী, কারো মলিন মুখদর্শন, স্বজন-বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ, বিধবার ক্লেশ, সমস্ত কিছুতেই তাঁর চক্ষু অশ্রু-

পূর্ণ হয়ে উঠত। অথচ নিজের সুখের প্রতি তাঁর কোন লক্ষ্য ছিল না। সেখানে তিনি উদাসীন। একদিকে ফুলের মত কোমল অপরদিকে বজ্রের মত কঠিন ছিল তার চরিত্রের রূপ। ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এবং জাহ্নবী, যমুনার বিগলিত করুণার আশ্রয়ে রক্ষিত; রামায়ণের পবিত্র আদর্শ ছায়ায় বর্ধিত। সেই ভারতের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রেখে বিদ্যাসাগরের মত চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম ও তাঁর উপদেশ-নিরপেক্ষ ক্রন্দনশীলতা সঙ্গত ও স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়।

॥ ২ ॥ **বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত……বিস্মিত হইতে হইবে না।**

[পৃ. ৩৯-৪০]

বঙ্কিম দর্শন

আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত হবার জন্য রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক আগেই ভারতীয়দের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। এই দুই মহাত্মা প্রাচীনশাস্ত্র, পুরাণ, ইত্যাদির মাধ্যমে এক সার্বভৌমিক ধর্মের সন্ধান পেয়েছিলেন। পরে অনেকে বিদেশের অন্য জাতির শাস্ত্র থেকে সার্বভৌমিক ধর্মতত্ত্বের সূত্র এদেশে আমদানী করবার চেষ্টা করেন। ধর্ম-পিপাসায় বিদেশ গমন প্রশংসনীয়, কিন্তু স্বদেশে যা বর্তমান রয়েছে তার সন্ধানে বিদেশ-গমনের অর্থ স্বদেশী বস্তুকে অবজ্ঞা করা। এমনি যখন দেশের অবস্থা সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আহ্বান জানিয়ে গীতা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। গীতায় সার্বভৌমিক ধর্ম ও যুগধর্মের তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। গীতার বাণীতে ব্রহ্মাণ্ডের অণুতম অংশও স্থান পেয়েছে। যুগোপযোগী ধর্মবাণীও গীতা থেকে মিলতে পারে।

॥ ৩ ॥ **সাহিত্য-চর্চায় জীবন অতিবাহিত……ক্লেশ পাইত।**

[পৃ. ৯১-৯২]

সাহিত্যসেবক রজনীকান্ত

রজনীকান্ত সাহিত্য-সরস্বতীর সেবায় জীবন অতিবাহিত করবেন—এই তাঁর সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে শুধু সাহিত্য-রচনা করে জীবিকার্জন

সম্ভব ছিল না। তাঁর সহপাঠীদের অনেকেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ছিল; তাঁরা এজন্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য-সাধনাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি—শ্রবণশক্তিও দুর্বল ছিল। তথাপি তিনি ব্রত হতে ভ্রষ্ট হন নি। এ দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। রজনীকান্ত ভূদেবচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ গুণীজনের সঙ্গে পরিচিত হন। ভূদেবচন্দ্র তাঁকে এডুকেশন গেজেটে অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লিখতে সম্মত করেন। আর্থিক অনটনের ভিতরেও তিনি বহু ইতিহাসগ্রন্থ ক্রয় করতেন। তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের সহায়তায় প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। তাঁর একটি সংস্কৃত পুস্তক পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত হওয়ায় অর্থকষ্ট হতে কিছুটা নিষ্কৃতি লাভ করেন।

Higher Secondary Examination

BENGALI (First Language)

1965

First Paper—Textual Grammar

(ক) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর :—

(1) সন্নিহিত। (3) আত্মজ।
(2) পরাজয়। (4) প্রদীপ্ত।
(5) অনিবার্য।

(খ) নিম্নলিখিত **পাঁচটি** শব্দ সহযোগে **পাঁচটি** সার্থক বাক্য রচনা কর :

(1) অসদ্ভাব। (3) পুরুষকার।
(2) আস্ফালন। (4) কপটাচার।
(5) নিষ্প্রভ।

(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :—

একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিলে—সঙ্গ বেঁচে আছেন, শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের উদ্‌যোগ হচ্ছে। সকালে পৃথ্বীরাজ সেজে গুজে সঙ্গকে ধরবার জন্যে বার হবেন, এমন সময় শিরোহি থেকে পৃথ্বীরাজের ছোট বোন এক পত্র পাঠালেন।

(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর :—

গান্ধারী বললেন, "মহারাজ, তুমিই দোষী, পুত্রের দুষ্ট প্রবৃত্তি জেনেও স্নেহবশে তার মতে চলেছ. মূঢ় দুরাত্মা পুত্রকে রাজ্য দিয়ে এখন তার ফল ভোগ করছ।"

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ :—

(1) বেষ্টিয়াছে। (3) পশিল।
(2) সম্ভাষি। (4) শিরসে।
(5) নিরখি।

Second Paper

যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর লিখিবে।

একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলতি উভয় ভাষা ব্যবহার করিবে না।

১। সমাস প্রধানতঃ কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক সমাসের **দুইটি** করিয়া উদাহরণ দাও।

অথবা

কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে কি ভাবে বিশেষ্য শব্দ বিশেষণে ও বিশেষণ শব্দ বিশেষ্যে পরিবর্তিত হয় তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

২। তদ্‌ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

অথবা

নিম্নলিখিত প্রায় সদৃশ তিনটি শব্দযুগলের মধ্যে যে কোনও **দুইটির** অর্থের পার্থক্য নিরূপণ কর :—

(ক) স্বত্ব, সত্ত্ব। (খ) অধ্যয়ন, অধ্যাপন। (গ) বিংশ, বিংশতি।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন **পাঁচটির** অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

(ক) দুরাবস্থা।
(খ) ব্যাবহার।
(গ) জ্যোতীন্দ্র।
(ঘ) রোগগ্রস্থ।
(ঙ) সবিনয় পূর্বক।
(চ) লক্ষ্যনীয়।
(ছ) সম্ভ্রান্তশালী।
(জ) প্রসারতা।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও **পাঁচটিকে** এক একটি শব্দে প্রকাশ কর :—

(ক) সাধুর ভাব।
(খ) যে ব্যাকরণ জানে।
(গ) যাঁহার যশ আছে।
(ঘ) যিনি অভিনয় করেন
(ঙ) যে পড়ে।
(চ) মাটি দিয়া তৈয়ারি।

৪। নিম্ননির্দিষ্ট বাক্যগুলির মধ্যে যে কোনও **পাঁচটি** স্থূলাক্ষর শব্দের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) ছেলেরা **বল** খেলছে।

(খ) এ **কলমে** লেখা ভাল হয়।

(গ) **অন্ধ জনে** দয়া কর।

(ঘ) কালো **মেঘে** বৃষ্টি হয়।

(চ) সে **ঘুমে** অঘোর।

(চ) **ছাদ** থেকে পাহাড় দেখা যায়।

(ছ) **হাতে** ক'রে দাও।

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোনও **পাঁচটির** প্রকৃতি প্রত্যয় নিরূপণ কর :—

(ক) অভিষেক। (গ) আহৃত। (ঙ) বাড়ন্ত।

(খ) মহিমা। (ঘ) বাবুগিরি। (চ) দোকানদার।

(ছ) ভয়ঙ্কর।

৫। রূপক ও ব্যতিরেক অলংকার কাহাকে বলে উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

অথবা

নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে যে কোনও **দুইটির** অলংকার নির্দেশ কর :—

(ক) তিলেক না দেখি ও চাঁদ বদন মরমে মরিয়া থাকি।

(খ) সীতাহারা আমি যেন মণিহারা ফণী।

(গ) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।

(ঘ) চাহিয়া ঈর্ষার দৃষ্টি স্ফুটমান কমলের পানে,
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি ক্রুদ্ধ অভিমানে।

৬। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও **একটি** অবলম্বন করিয়া **একটি** প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) ছাত্র জীবনের আদর্শ ও দায়িত্ব।

(খ) তোমার স্কুল জীবনের দুঃখ ও সুখ।

(গ) তুমি যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা বেশি শ্রদ্ধা কর এমন কোনও মহৎ ব্যক্তির পরিচয়।

(ঘ) তোমার কোনও ভ্রমণের বৃত্তান্ত।

৬। নিম্নোদ্ধৃত গদ্যাংশের মূল বক্তব্য অল্প কথায় (মূলের অর্ধেক পরিসরের মধ্যে) ব্যক্ত কর :— ১৫

রাজা বলিলেন, "এবৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ সকল লোক অবাক্ হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

পুরোহিত রঘুপতি বলিলেন, "আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন, "না ঠাকুর, এত দিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম; আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।"

রঘুপতি কহিলেন, "মা তবে এত দিন ধরিয়া জীবের রক্ত পান করিয়া আসিতেছেন কি করিয়া?"

রাজা কহিলেন "না, পান করেন নাই। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।"

রঘুপতি বলিলেন, "মহারাজ, রাজকার্য আপনি ভাল বুঝেন সন্দেহ নাই; কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত আমিই আগে জানিতে পারিতাম।"

রাজা বলিলেন, "হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে, দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।"

রঘুপতি আগুন হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পাষণ্ড নাস্তিকের মত কথা কহিতেছেন।"

রাজা উদ্দীপ্তমূর্তি পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাজ-সভায় বসিয়া আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করিতেছেন। মন্দিরের কাজ বহিয়া যাইতেছে, আপনি মন্দিরে যান। যাইবার সময় পথে প্রচার করিয়া দিবেন যে, আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি দেবতার নিকট জীববলি দিবে তাহার নির্বাসনদণ্ড হইবে।"

তখন রঘুপতি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পইতা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি উচ্ছন্নে যাও।"

অথবা

নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে যে কোনও **একটির** মূল ভাব পরিস্ফুট—কর:—

(ক) পায়ের তলার ধুলা সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে।

(খ) যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর ?

৮। যে কোনও **একটির** তাৎপর্য সংক্ষেপে বিবৃত কর :—

(ক) স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল ঝঞ্চা ঝংকারিত দুর্যোগ আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে ; বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি, না করি বিচার,
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ।
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে।
বাহি স্বার্থতরী গুপ্ত পর্বতের পানে।

(খ) যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিয়া গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্র হস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে ছোলা মটরের চাষ,—হারাধন' পোদ গামছা কাঁধে, মোটা মোটা বলদ লইয়া নির্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা যৌবনে তুমি অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া, যত্নে নির্মাণ করিয়াছিলে, হয়ত দেখিবে, সে গৃহের ইষ্টক সকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে। সকল জ্বালার উপরের জ্বালা আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত! আমার প্রিয় বন্ধু দাসু মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীত-কণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্বে বেড়াইত—কত নারী গঙ্গার ঘাটে স্নানকালে 'নমঃ শিবায়' বলিয়া ফুল দিতে, "দাসুমিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে! এখন সেই দাসু মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম, শীর্ণকায়। দাসুর একটা

ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল—এখন দাসু নামাবলীর ভারে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে পাত মুছিয়া ফেলে।

৯। নিম্নের প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনও **দুইটির** উত্তর দাও :—

(ক) চৈতন্য-চরিত অবলম্বনে রচিত কাব্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(খ) রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে রচিত প্রাচীন বাংলা-কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(গ) বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিশিষ্ট দানের উল্লেখ কর।

(ঘ) বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় সংক্ষেপে দাও।

1964

First Paper—Textual Grammar

৭। (ক) হইতে (ঙ) পর্যন্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোন **তিনটির** উত্তর দাও :—

(ক) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দেশ কর :—(১) ব্যাপ্ত। (২) যশস্বী (৩) গৌরব। (৪) উপহার। (৫) বিদীর্ণ।

(খ) নিম্নলিখিত **পাঁচটি** শব্দ সহযোগে **পাঁচটি** সার্থক বাক্য রচনা কর :—(১) কালক্রমে। (২) উদ্‌ঘাটিত। (৩) সর্বতোভাবে। (৪) উত্তর পুরুষ। (৫) মহীয়সী।

(গ) সাধু ভাষায় রূপান্তরিত কর :—

আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে তা জানিস? কিন্তু তা বলে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়।

(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর :—তার পর কৃষ্ণ বললেন, "মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না।"

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ :—(১) উথলিছে। (২) পশিয়াছে। (৩) নিশ্বসে। (৪) ধইছে। (৫) তিতিল।

Second Paper

১। (ক) বহুব্রীহি সমাস ও কর্মধারয় সমাস **অথবা**, রূপক সমাস ও উপমিত সমাসের পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

অথবা, বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠনের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি দৃষ্টান্ত সহ উল্লেখ কর।

(খ) উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয় **চারিটি** দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাইয়া দাও।

অথবা, সন্ধি কর :—শরৎ+চন্দ্র, প্রতিমা+উৎসব। এই রকম স্থলে চলতি বাংলায় কিরূপ ব্যবহার দেখা যায় ?

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও **পাঁচটির** উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর :—স্পর্শবর্ণ, অলুক্ সমাস, যোগরূঢ় শব্দ, প্রযোজ্য কর্তা, নামধাতু, স্বার্থিক প্রত্যয়, বাচ্য, স্বরসঙ্গতি।

অথবা, কারণ নির্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির মধ্যে যে কোনও **পাঁচটির** অশুদ্ধি সংশোধন কর :—লক্ষ্যণীয়, সত্ত্বা, ভৌগলিক, নিভাননী, ঐক্যমত, শ্রদ্ধাস্পদাসু, মন্মোহন, নিশ্চয়তা, বৈশিষ্ট।

৩। ব্যাসবাক্য উল্লেখপূর্বক যে কোনও **পাঁচটির** সমাসের নাম কর :—
দা-কাটা, তেলেভাজা, রান্নাঘর, গোলাভরা, সুধী, হতভাগ্য, মতিচ্ছন্ন, নদীমাতৃক, সুপ্তোত্থিত।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যে কোন **পাঁচটির** প্রয়োগ দেখাও ও অর্থ নির্দেশ কর :—ইমন্, ত্ব, মৎ, গিরি, ওয়ালা, আমি, উষা, অন্ত, আ।

৪। যে কোন **দুইটির** অলঙ্কার ব্যাখ্যা কর :—

(ক) শুভ্রললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

(খ) সারদা সরলা বালা সবে না সন্দেহ-জ্বালা।

(গ) সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া।

(ঘ) কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি যেন পোষা পাখি।

অথবা, অনুপ্রাস ও যমক অলংকারে পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে নিরূপণ কর।

৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও **একটি** অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা কর :—(ক) তোমার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ও তাহা সফল

করিবার উপায়। (খ) তোমার স্কুলের যে কোনও একটি উৎসবের বিবরণ। (গ) সাধারণ জীবনে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রয়োজন। (ঘ) বাংলা দেশে বর্ষা ঋতু।

৬। নিম্নের প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনও **একটির** উত্তর দাও :

(ক) মনসামঙ্গল কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বিশিষ্ট কবি ও তাঁহাদের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(খ) বাংলা গদ্যের বিকাশে ইউরোপীয় মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ কর।

(গ) বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দান বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

(ঘ) নিম্ননির্দিষ্ট গ্রন্থকারদের মধ্যে যে কোন **দুইজনের** লেখক হিসাবে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(ঙ) নিম্নে উল্লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে যে কোনও **চারিখানির** সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—বৃত্রসংহার, পলাশির যুদ্ধ, আনন্দমঠ, পল্লীসমাজ, চারুপাঠ, প্রতাপাদিত্য চরিত্র, মেবার পতন, ভ্রান্তিবিলাস।

৭। নিজের ভাষায় সরল গদ্যে, মূলের অর্ধেক পরিসরের মধ্যে, ব্যক্ত কর :—

আমাকে গোটাকতক কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্মিক ধার্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? একজনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমরা চাহি না। আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও। তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়েছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র

সামগ্রী ; তাহার বৃদ্ধির কি কোনও উপায় হইতে পারে না ? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না ? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

অথবা, বনগমন সম্বন্ধে কৌশল্যা রামচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি পিতৃসত্য রক্ষার্থে বনে যাওয়া স্থির করিয়াছ, কিন্তু মাতার নিকট কি তোমার কোন ঋণ নাই ? আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি এখানে থাকিয়া এই বৃদ্ধকালে আমার পরিচর্যা কর, তাহাতে তুমি ধর্মে পতিত হইবে না। পিতৃআজ্ঞা পালন করিতে যাইয়া মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা ধর্মসঙ্গত হইবে না। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "আমি পূর্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি, বিশেষ পিতা তোমার ও আমার উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃ আদেশে ঋষি কণ্ডু গোহত্যা করিয়াছিলেন, জামদগ্ন্য স্বীয় মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, পিতৃ আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারিব না।" কৌশল্যা বলিলেন, "দেখ, বনের গাভীগুলিও তাহাদের বৎসের অনুসরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে বাঁচিব ? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, তোমার মুখ দেখিয়া তৃণ খাইয়া জীবন ধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। রাম বলিলেন, পিতা তোমারও প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহার পরিচর্যাই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, তুমি সংযতাহারী হইয়া ধর্মানুষ্ঠানে এই চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত কর, এই সময় অন্তে শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তোমার শ্রীচরণ বন্দনা করিব।"

৮। নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির যে কোন একটির ভাব পরিস্ফুট কর :—

(ক) অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ ! কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্ধক্য, সকল অবস্থাতেই এক ও অবিকৃত।

(খ) "সোনা নিয়ে কি মা হবে ? জমিদারে কেড়ে লবে,
লুটে লবে চোরে বা ডাকাতে।
বর দাও মোরে হেন, আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে ॥"

1963

First Paper—Textual Grammar

৭। যে কোন **তিনটির** উত্তর দাও :—

(ক) যে কোন **পাঁচটির** প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর :—(১) প্রবাহ। (২) ফণী। (৩) জিজ্ঞাসা। (৪) অভ্যস্ত। (৫) অজ্ঞেয় (৬) প্রকাশিত। (৭) নিস্তব্ধ। (৮) পরিত্যাগ।

(খ) যে কোন পাঁচটি শব্দের অবলম্বনে **পাঁচটি** সার্থক বাক্য রচনা কর :—

(১) মানবধর্ম। (২) রাশীকৃত। (৩) শশব্যস্ত। (৪) রবাহুত। (৫) বৈপরীত্য। (৬) পরিবেষ্টনী। (৭) কর্মনাশা (৮) চড়ন্দার।

(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :—ঈশ্বর এসব চেঁচামেচিতে কর্ণপাত করলে না। তারপর, যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন দেখি সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বলছে আর শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মতো।

(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর :—দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ—তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না।

(ঙ) **পাঁচটি** শব্দের গদ্যরূপ লেখ :—(১) লভিনু। (২) নারিলি। (৩) উঠে ঝনঝনি। (৪) ত্যজিলে। (৫) জিনিবারে। (৬) মথিয়া (৭) উজলে। (৮) অর্পিব।

Second Paper

১। করণ, অপাদান ও অধিকরণ কারক কাহাকে বলে, উদাহরণ সহকারে বুঝাইয়া দাও। কর্তৃকারকে ও কর্মকারকে বাংলায় অনেক সময়ে বিভক্তির একই রূপ দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দাও। **কে** বিভক্তির যোগে বাংলায় কোন্ কোন্ কারক নিষ্পন্ন হয় ?

অথবা, সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য ও পরস্পরের সম্পর্কটি উদাহরণ-যোগে

বুঝাইয়া দাও। সন্ধি কয় প্রকারের? নিপাতনের সন্ধি ও নিত্যসমাস কাহাকে বলে, দৃষ্টান্ত-সহকারে বুঝাইয়া দাও।

২। উদাহরণ সহকারে যে-কোনও **পাঁচটি** পরিভাষার ব্যাখ্যা কর:—

(ক) অল্পপ্রাণ বর্ণ। (খ) যৌগিক বাক্য। সমাসান্ত প্রত্যয়। (ঘ) নঞর্থক বহুব্রীহি। বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব। (চ) ভাববাচ্য। (ছ) ভগ্নতৎসম শব্দ। (জ) স্বাভাবিক ষত্ব।

৩। যে-কোনও **পাঁচটি** শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় দেখাইয়া ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ:—(ক) বিবক্ষা। (খ) ছাত্র। (গ) সন্তান। (ঘ) সত্তা। (ঙ) স্বত্ব। (চ) সত্ত্ব। (ছ) ভাগবত। (জ) আণবিক।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির যে কোনও **পাঁচটি** শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, তাহার বিচার কর:—(ক) কুরঙ্গিনী। (খ) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। (গ) সুকৃতিশালিনী মাতৃবৃন্দ। (ঘ) জগদীন্দ্র। (ঙ) অজ্ঞানতা। (চ) এতদ্‌সত্ত্বেও। (ছ) ছন্দোকুশলী। (জ) দোষস্খালন।

৪। শ্লেষ ও সমাসোক্তি অলঙ্কার উদাহরণ-যোগে ব্যাখ্যা কর।

অথবা, যে-কোনও **দুইটির** অলঙ্কার বুঝাইয়া দাও:—

(ক) বিমল হেম জিনি তনু অনুপম রে। (খ) বন্দি চরণারবিন্দ আমি, অতি মন্দগতি। (গ) গ্রামগুলি তোলে যেন তে আঠিয়া তাল। (ঘ) গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।

৬। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে-কোনও **একটি** অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা কর:—(ক) সদ্যঃ পরলোকগত কোনও দেশনায়ক। (খ) মানুষের অন্তরীক্ষ-বিজয়। (গ) ভবিষ্যৎ অধ্যয়ন ও কর্মজীবনের কিরূপ পরিকল্পনা করিয়া তুমি উচ্চতর মাধ্যমিকের পাঠক্রম বাছিয়া লইয়াছ? (খ) স্বাবলম্বনের মূল্য ও শ্রমের মর্যাদা।

৬। যে-কোনও **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) রামকথা অবলম্বন করিয়া যিনি বাংলাভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন তাঁহার জীবনী ও কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

(খ) বাঙালীর কাব্যে ও জীবনে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(গ) গীতি-কবি অথবা প্রবন্ধকার হিসাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় দাও।

অথবা, যে-কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর কর :—

(ক) শাক্তপদাবলী সম্বন্ধে কি জান ?

(খ) নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন **অথবা** গিরিশচন্দ্র ঘোষের দান সম্বন্ধে যাহা জান তাহা লিখ। (গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নূতন-পুরাতন সন্ধিযুগের কবি, একথা বলিতে কি বুঝ ?

(ঘ) উইলিয়াম কেরি, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ইঁহাদের যে কোনও **এক জনের** বঙ্গসাহিত্যে দান সম্বন্ধে যাহা জান বর্ণনা কর।

৭। (ক) নিম্নোদ্ধৃত গদ্যাংশের ভাবার্থ স্বল্প কথায় (মূলের অর্ধেক পরিসরে) ব্যক্ত কর :—

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টি শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে মেঘ নাই। সূর্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্যকিরণে দশদিক ঝলমল করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চিল ভাসিয়া যাইতেছে—ইন্দ্রধনুর তোরণের নিচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। কাঠবিড়ালিরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই একটি অতিভীরু খরগোস সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গোরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠ-ময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কলকলস্বরে তাহারা গল্প করিতেছে—নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

অথবা, নিম্নোদ্ধৃত গদ্যাংশে বর্ণিত আলেখ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। আলেখ্য-দর্শনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তিনটি চরিত্রের মহিমা কতখানি ফুটিয়াছে ?

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, এই আর্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্তি ; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ, ঊর্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে ঊর্মিলার দিকে

অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণও কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি! দেখুন, দেখুন, হরশরাসনের ভঙ্গধ্বনিশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন আমাদের অযোধ্যাগমনপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন; আর এদিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য, তাঁহার দর্পসংহার করিবার নিমিত্ত, শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাশ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, এজন্য বলিলেন, লক্ষ্মণ, এই চিত্রে আরও নানা দর্শনীয় আছে, ঐ অংশ লইয়া আলোচনা করিতেছ কেন? সীতা রামবাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এমন না হইলে সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবেন কেন?

(খ) যে-কোনও **একটির** ভাব সম্প্রসারণ কর :—

(১) প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।

(২) গণইতে দোষ গুণ লেশ না পায়বি।
যব তুঁহু করবি বিচার।

(৩) আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই।

1962

First Paper—Textual Grammar

৭। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যে কোন পাঁচটির, নির্দেশ অনুসারে, রূপান্তর সাধন কর :—

(ক) বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া (প্রচলিত গদ্য রূপ দাও)। (খ) ইন্দ্র আশ্বাস দিলেও আমি রাজী হইলাম না (মিশ্র বাক্যে রিণত কর)।

(গ) প্রতিভা যে দেবদত্ত শক্তি এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় ('মিথ্যার বদলে 'সত্য' ব্যবহার কর)। (ঘ) প্রতিভা কি শিক্ষা-নিরপেক্ষ? (সমাস ভাঙ্গিয়া লিখ)।

(ঙ) নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে (**যৌগিক** বাক্যে পরিণত কর)। (চ) চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র শৈলের মধ্যস্থলে ধবলগিরির ন্যায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে (চল্‌তি ভাষায় রূপ দাও)।

(ছ) উচ্চ-নীচনির্বিচারে একত্র মিলিয়া লুচির পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম (সমাস ভাঙিয়া এবং ক্রিয়াপদে '**না**' যোগ করিয়া রূপান্তরিত কর)।

(জ) খাদ্যে ভেজাল দেওয়াই সব চেয়ে জাতীয়তা-বিরোধী অপকর্ম (নেতিবাচক ক্রিয়া যোগ দিয়া রূপান্তরিত কর)।

(ঝ) শৃঙ্খলাকে তাহারা শৃঙ্খল বলিয়া মনে করে না (শৃঙ্খলা শব্দটিকে কর্তৃপদে ব্যবহার কর—ক্রিয়াপদের পরিবর্তনে)।

(ঞ) গীতায় যাহাকে লোকসংগ্রহ বলা হইয়াছে (বাচ্যান্তরিত কর)।

৮। স্থূলাক্ষর পদগুলির **পাঁচটির** সম্বন্ধে ব্যাকরণ-মূলক টীকা লিখ—

(ক) উত্তেজনা **অন্তঃশীলা** হইয়া বহিতে থাকে। (খ) **মন্বন্তরে** মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি। (গ) **তিমির রাত্রি সান্ত্রীরা সাবধান**। (ঘ) মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি **ভগবান**। (ঙ) শত হাতে সহি **পরখের** ছল। (চ) দস্যু রত্নাকর **ভাবরত্নাকর বাল্মীকি**। (ছ) **লেঠেলদের** কথাই ঠিক। (জ) আর **চিতোরমুখো** হয়ো না। (ঝ) আমি শুধু এদের মার **ঠেকিয়েছি**। (ঞ) স্বাধীনতা হইবে **শরদভ্রচ্ছায়া**।

৯। নিম্নোক্ত শব্দগুলির **পাঁচটিকে** স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর—

প্রতীয়মান, কিংবদন্তী, আপোসে, অর্বাচীন, দুরারোহ, ইয়ত্তা নিয়ন্ত্রিত, আষ্টেপৃষ্ঠে, পাশ্চাত্ত্য, হানাহানি।

১০। (ক) নিম্নোক্ত অংশকে **সাধু ভাষায়** রূপান্তরিত কর—

তার পর দিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চললেন। পৃথ্বীরাজও তাঁদের পিছনে তাড়িয়ে চললেন—একটার পর একটা পরগণা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় করতে করতে। শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও ঠাঁই রইল না। তাঁর কপালের লিখন এমনি করেই ফল্‌ল।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ উক্তিগুলিকে **পরোক্ষ উক্তিতে** রূপান্তরিত কর।

ইন্দ্র বলিল—"তুই ক্ষেপেছিস, শ্রীকান্ত ? তোর দোষ কী ? তুই কেন যাবি ?"

আমি (শ্রীকান্ত) "বলিলাম. তোমারই বা দোষ কী ইন্দ্র। তমিই বা কেন যাবে ?"

ইন্দ্র কহিল—"আমরাও দোষ নেই, ভাই, আমি নতুন-দাকে আনতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।"

(খ) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উদ্ধৃতিতে যে অশুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা সংশোধন কর—(১) খাদ্য গলাধকরণ করাই প্রাণীদেহের পক্ষে পরম প্রাপ্তি নয়। (২) গণতন্ত্র-শাসনে রাজার এদানীন্তন অনুকল্প সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যেই এই শাশ্বতী ভাগবতী উক্তি প্রযুজ্য। (৩) আবাল্য হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্যতা। (৪) সযত্নপূর্বক অধ্যায়ন না করিলে পর্যাপ্ত উপকারপ্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অথবা, নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে অনুক্ত বিশেষণ পদগুলি বসাও—

বঙ্গদর্শনের——এবং তাহার——বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা——। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই——শৈলসম্রাটের——তুষারকিরীট চতুর্দিকের—গিরি-পারিষদবর্গের——উর্ধ্বে——হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের——বঙ্গ সাহিত্য সেইরূপ ——অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে।

Second Paper

১। (ক) কর্তৃবাচ্যে একটি বাক্য রচনা করিয়া উহাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত কর এবং এই বাক্যদ্বয়ের সাহায্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ভাববাচ্যের প্রয়োগটিও উদাহরণ যোগে বুঝাইয়া দাও।

অথবা সরল ও জটিল বাক্য-সংবলিত একটি যৌগিক বাক্য রচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত সরল ও জটিল বাক্যে অংশগুলি দেখাইয়া দাও। এই ত্রিবিধ বাক্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

(খ) যে-কোনও **চারিটির** সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—

উদ্ধত ; নিজন্ত ; গোষ্পদ ; পুরোহিত ; প্রাতরাশ ; স্বস্তি ; রাজর্ষি।

অথবা, যে-কোনও **চারিটির** সমাস বল :—দেশান্তর ; কাঁচামিঠে ; শরণাপন্ন ; সরসিজ ; শোকানল ; বিয়েপাগলা ; বিপত্নীক।

২। উদাহরণ-সহকারে যে-কোনও **পাঁচটির** ব্যাখ্যা কর :—

যৌগিক ক্রিয়া ; অর্ধতৎসম শব্দ ; বিপ্রকর্ষ ; বিধেয় বিশেষণ ; ঘটমান অতীত ; প্রযোজ্য কর্তা ; ঘোষবর্ণ ; বিভক্তিশূন্য অধিকরণ কারকের পদ।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির যে-কোনও **পাঁচটি** শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তাহা কারণ দেখাইয়া বল :—সর্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত ; প্রাক্-রবীন্দ্র ; ১৯৫৪ সালের ষষ্ঠদশ আইনানুসারে ; গুণীগণ ; তড়িতাহত ; শিরোশোভা ; গায়কী ; বক্ষদেশ।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনও **পাঁচটি** শব্দ নির্বাচন করিয়া বিশেষ্যক্ষেত্রে বিশেষণ এবং বিশেষণক্ষেত্রে বিশেষ্যপদ গঠন কর :—

নিরস্ত ; ক্ষীণ ; উদ্বেগ ; ভাত ; মহৎ ; স্তব্ধ ; গাঁ ; বিচিত্র।

অথবা, 'গীত' এবং 'গুরু', এই দুইটি শব্দকে বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর। 'গীত' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ?

৪। মুখ ও চন্দ্র, এই দুইয়ের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া এমন **দুইটি** বাক্য প্রয়োগ কর যাহা ক্রমান্বয়ে উপমা ও রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ হইবে।

অথবা, যে কোনও **দুইটির** অলঙ্কার ব্যাখ্যা কর :—

(ক) চরণারবিন্দ শোভে।

(খ) দুই চক্ষু জিনি নাটা।

(গ) বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।

(ঘ) তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে।
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।

(ঙ) আঁধার সন্ধ্যা কাঁপিছে কাহার ভয়ে।

৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও **একটি** অবলম্বন করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা কর :—(ক) বাঙ্গলার শীতকাল। (খ) আধুনিক মারণাস্ত্র ও এ-বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব। (গ) যে সকল বিষয় তোমাকে পড়িতে হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন্ বিষয়টি তোমার সর্বাধিক প্রিয় এবং কেন ? (ঘ) সমাজজীবনে শেষ পর্যন্ত সাধুতারই জয়।

৬। যে কোনও **একটি** প্রশ্নের উত্তর কর :—

(ক) চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনীর যে কোনও **একটি** বিবৃত করিয়া কাব্যের একটি সাধারণ পরিচয় দাও।

(খ) শ্রীচৈতন্যের জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যে চরিত গ্রন্থগুলি লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(গ) বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী সাহিত্যিক প্রতিভার প্রধান প্রধান দিকগুলির উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় দাও।

অথবা, যে কোনও **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর কর :—(ক) পদাবলী কাহাকে বলে? একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার পরিচয় দাও। (খ) বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীগণের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর। (গ) আগমনী গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ঘ) দীনবন্ধু মিত্র **অথবা** দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকৃতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৭। ভাব সম্প্রসারণ কর :—পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

অথবা, নিজের কথায় সরল গদ্যে মূলের অর্ধেক পরিসরের মধ্যে ব্যক্ত কর :—

সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন, দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক, সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম-সুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জন-স্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটিরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূল প্রভৃতি আহরণ করিতেন; গোদাবরীতীরে মৃদুমন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া আমরা, প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

৮। যে কোনও **একটির** ভাবার্থ সংক্ষেপে পরিস্ফুট কর :—

(ক) এই উঠানে, এ জেলখানায় দেখছি আলো দিব্যি মানায়,
দুদিন আগে এই কথা ভাবিনি;
সকল দিনের দৈন্য নাশি' শরৎ এল মধুর হাসি'
সোনার বান আজ এল ভুবনপ্লাবিনী!

ইটের পরে ইটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমন করেই মানুষকে তাই শুকায়ে,
হঠাৎ আবার সেই কারাতে শরৎ তারে এমনি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙিন চিঠি লুকায়ে।
সহসা সেই শুভক্ষণে সব কিছু হয় মধুর মনে
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে,
কঠিন সে হয় কোমল বড়ো, পুরানো হয় নূতনতরো,
রাঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে ফ্যাকাসে।

(খ) এই ছায়াশীতল প্রবাহের স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের মধ্যে শান্তিসঞ্চয় করিতে লাগিলেন—নির্জন প্রকৃতির সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম নানা দিক দিয়া সহস্র নির্ঝরের মতো তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার হৃদয়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে ক্ষুদ্র অভিমান সকল মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন—দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে বিমল আলোক ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে, কে তাঁহার স্নেহের বিনিময় দেয় নাই, কে তাঁহার নিকট হইতে এক হস্তে উপকার গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে কৃতঘ্নতা গ্রহণ করিয়াছে, কে তাঁহার নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই শৈলাসনবাসিনী আদি পুরাতন প্রকৃতির অবিশ্রামা কর্মশীলতা অথবা চিরনিশ্চিত প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া তিনি নিজেও যেন সেইরূপ পুরাতন, সেইরূপ বৃহৎ, সেইরূপ প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন।

1961

First Paper—Textual Grammar

৭। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যে কোন **পাঁচটির** নির্দেশ অনুযায়ী রূপ-পরিবর্তন কর :—

(ক) ভিত্তি দৃঢ় না হইলে পাথরে গড়া তাজমহলও এতকাল স্থায়ী হইত না (মিশ্রবাক্যে পরিণত কর)।

(খ) অন্ধকার ঢেকে নিল চার জনকেই (বাচ্যান্তরিত কর)।

(গ) হেদাৎউল্লা ঈশ্বরকে বললে—ধর বেটা সড়কি! (উক্তি পরিবর্তন কর)।

(ঘ) নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল (প্লাবিত স্থলে প্লাবন)। ১আ

(ঙ) ইঁহারা পরস্পরের সুহৃৎ (সুহৃৎ হইতে নিষ্পন্ন তদ্ধিত পদ প্রয়োগ কর)।

(চ) আমাকে থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে (নেতিবাচক কর)।

(ছ) জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন? (কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত কর)।

(জ) ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে (পাকের বদলে নামধাতুর ক্রিয়া চাই)।

(ঝ) কল্লোলিনীর সুললিত সঙ্গীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রে তাহা নীরব হইল (চলিত সহজ ভাষায় পরিবর্তন)।

৮। স্থূলাক্ষর পদগুলির **পাঁচটির** সম্বন্ধে ব্যাকরণমূলক টীকা লিখ :—

(ক) ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া **আকণ্ঠ-নিমজ্জিত** তাহার **মাসতুতো** ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল।

(খ) কোতোয়ালের **হুঁশিয়ারি** দেখিয়া রাজা তাহাকে শিরোপা দিলেন।

(গ) স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা **প্রস্তরীভূত** হইয়া রহিয়াছে।

(ঘ) ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তালপাতার **ছাউনি**।

(ঙ) অয়ি **শ্যামাঙ্গিনি** ধনি, অয়ি বর্ষা!

(চ) নাহি **সোয়াস্তি,** নাহি কোন সুখ।

(ছ) সাত মহারথী শিশুরে **বধিয়া** ফুলায় **বেহায়া** ছাতি।

৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলির **পাঁচটিকে** স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :—

অঙ্গীভূত, নজরবন্দী, বেগবত্তা, রবাহূত, উভয়তঃ, ভাস্বর, বেমালুম, দিগ্দিগন্ত, গলাবাজি, বিষয়ান্তর।

১০। (ক) নিম্নোক্ত অংশকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :—

হুজুর লেঠেলি আমার জাতব্যবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদাদার মতো আমি খেয়ানৌকা পারাপার করে দু-পয়সা কামাই। লাঠিখেলা জানতুম ছোকরা

বয়সে। তারপর আজ বিশ পঁচিশ-বছর লাঠি ধরিনি। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি লাঠি-সঁড়কি আর ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি করে? হুজুরের হুকুম হলে আমি 'না' বলতে পারি না।

অথবা, (ক) নিম্নলিখিত পদ্য বাক্যগুলিকে যথাযত গদ্যরূপ দাও:—

(১) হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।

(২) চালু সেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা।

(৩) বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।

(৪) পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী।

(খ) নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিতে যে সব ভুলভ্রান্তি হইয়াছে, সেগুলি সংশোধন করিয়া লিখ:—যে বাঙালীত্ব নিয়ে আমরা অহরাত্রি আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ছোট্ট ও শীর্ণ চেহারা ধারণ করে। এই চতুঃপার্শস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তী ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দাঁড়িয়ে থাকে।

অথবা, (খ) অযুক্ত শব্দগুলির স্থান পুরণ কর:—

সেই ললিতগিরির পদমূলে বিরূপা তীরে গিরির শরীরমধ্যে—নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া আবার—বলিতেছি কেন? পর্বতের—কি আবার লোপ পায়? কাল—হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে,—ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তলদেশে ঘাস—। —লোপ পাইয়াছে,—অন্য দুঃখে কাজ কি?

Second Paper

১। এমন **একটি** বাক্য রচনা কর যাহাতে সমস্ত কারক প্রয়োগ করা হইয়াছে। রচিত বাক্যে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হইয়াছে, দেখাইয়া দাও। সম্বন্ধ ও সম্বোধন কারক কি না, আলোচনা কর।

অথবা, "গ্রামে লোকে এক মনে পূজিয়ে দেবতাগণে
খড়্গে ছাগে কাটে লোকহিতে।"—

উপরি-উদ্ধৃত কবিতাংশে 'এ'-বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগে গঠিত পদসমূহের পরিচয় দাও। অপাদান কারকে 'এ'-বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়া **একটি** বাক্য রচনা কর।

২। উদাহরণ-সহকারে যে কোনও **পাঁচটি** পরিভাষার ব্যাখ্যা কর :—

নামধাতু ; প্রাকৃতিজ শব্দ ; মিশ্র বাক্য ; স্বাভাবিক ণত্ব ; সর্বনামীয় বিশেষণ ; নিপাতনে সন্ধি ; ব্যতিহার বহুব্রীহি ; এবং অনন্বয়ী অব্যয় ।

অথবা, রূপক কর্মধারয়, উপমান কর্মধারয় এবং উপমিত কর্মধারয়ের পার্থক্য উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও । মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও ।

৩। যে কোন **পাঁচটি** শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ :—

শুশ্রূষা ; ভার্যা ; কৃত্য , রোরুদ্যমান ; মাতৃকা ; ভূমা ; কাটারি ; এবং বড়াই ।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির যে কোনও **পাঁচটি** শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কারণ দেখাইয়া বিচার কর :—নিরপরাধিনী ; সম্রাজী ; রুচিবান্ , উৎকর্ষতা ; প্রাঙ্গন ; বিদ্যুতালোক , সত্ত্বা , এবং প্রতিযোগীতা ।

৪। উদাহরণ দিয়া উপমা ও রূপক **অথবা** শ্লেষ ও যমক, অলঙ্কারের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও ।

অথবা, যে কোনও **দুইটির** অলঙ্কার ব্যাখ্যা কর :—

(ক) মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে ।

(খ) কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা ।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ॥

(গ) খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তন্য পানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি ।

(ঘ) প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দা-সর্পদলে ।

৫। যে কোনও **একটি** অবলম্বন করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) আদমসুমারি বা লোকগণনা (সেন্সাস্)

(খ) তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাহিত্যিক ও তাঁহার রচনার গুণাবলী ।

(গ) তুমি সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যে যানে আরোহণ করিয়াছ তাহার পরিচয় ।

(ঘ) "দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে ?"

৬। যে কোনও **একটি** প্রশ্নের উত্তর কর :—

(ক) বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বর্ণনা কর। তুমি তাঁহাকে কেন ভালবাস? (খ) মনসামঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া একজন মনসামঙ্গল রচয়িতার পরিচয় দাও। (গ) বাংলা গদ্যের জনক আখ্যা বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য কি না, তৎসম্পর্কে আলোচনা কর। (ঘ) বাংলা কাব্যের নবযুগের প্রবর্তক মধুসূদন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া **একটি** নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

অথবা, যে কোনও **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর কর :—

(ক) বাংলায় চরিতকাব্যের সূত্রপাত কখন কি ভাবে হইয়াছিল?

(খ) বাংলা নাটকের গোড়ার দিকের একজন শক্তিশালী নাট্যকারের পরিচয় দাও। (গ) বাংলা গদ্যের বিকাশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের দান সম্বন্ধে যাহা জান তাহা লিখ। (ঘ) ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্কল্প বচনের ভাবার্থ সম্প্রসারিত কর :

উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব।

অথবা, নিম্নোদ্ধৃত গদ্যাংশের সার সংক্ষেপ কর (একশতের অনধিক শব্দে):—

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে আক্ষেপ ও রামচন্দ্রের ভর্ৎসনা করিয়া লক্ষ্মণ উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণপূর্বক সীতার চৈতন্য সম্পাদনে সযত্ন হইলেন। * * * * কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য করেন। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, যেখানে থাকি, তাঁহার অধিকার বহির্ভূত নই। (সীতার বনবাস)

৮। যে কোনও একটির ভাবার্থ সংক্ষেপে পরিস্ফুট কর :—

(ক) দ্যাখ্, মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাটি;
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলায় মাটি!
মাটির-ই যদি এ-হেন মূল্য, মানুষের দাম নাই?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।
বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন্-দুনিয়াটা,
মানুষই তাঁহার মহামূলধন, কর্ম তাঁহার খাটা;

তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন, অন্ন তো তার মুখে,—
বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়ে না দুঃখে!
তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার—চেনে না সে তার শক্তির সংহতি।

(খ) আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষ্মণ-শূন্য করিতেছি। আজ বহুস্থানে সহধর্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কার পেটিকার যক্ষীগণ আমাদিগকে ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে; যাঁহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না।' হায়, কি দৈব বিড়ম্বনা! যাঁহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্‌রূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সৌহার্দ শিখাইবেন তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পাঞ্জাব ও পুণা হইতে আমরা সুহৃৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বাস্য? আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণথালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্য বনবাসের দুঃখ সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক, লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন, চিত্র হিসাবে নহে—হিন্দুর গৃহদেবতা স্বরূপ তুমি এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস, সেই শত প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত এক গৃহে একত্র বসিয়া আহার কর, স্বর্গ হইতে আমাদের মাতারা সেই দৃশ্য দেখিয়া আশিস্ বর্ষণ করিবেন, আমাদের দক্ষিণ বাহু অভিনব বলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে, আমরা এ দুর্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব। —(রামায়ণী কথা)

1960

First Paper—Textual-Grammar

৮। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যে কোনও ছয়টিকে নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর:—

(ক) এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই! (মিশ্রবাক্যে পরিবর্তিত করা)। (খ) রাজা ভাগিনাকে বলিলেন,—"একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি। (উক্তি-পরিবর্তন কর) (গ) সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। ('আলোচনা'কে কর্তৃপদে ব্যবহার কর)

(ঘ) কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে আর বলা হইল না। ('না বাদ দাও)

(ঙ) এরূপ বলি না যে ইহা শিক্ষানিরপেক্ষ। '(শিক্ষানিরপেক্ষ' শব্দটির সমাস ভাঙ্গিয়া ব্যবহার কর)

(চ) ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। (ইন্দ্র'কে সম্বন্ধপদ রূপে ব্যবহার কর)

(ছ) বালির উঁপর দৌড়ানো যায় না। (বাচ্যান্তরিত কর)

(জ) আপনি তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন। ('পুত্রের ন্যায়' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে একটি তদ্ধিতান্ত শব্দ ব্যবহার কর)

(ঝ) **সূচীর অগ্রভাগে যে-পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয় তাও** আমি ছাড়িব না। (স্থূলাক্ষর শব্দগুলিকে একপদে পরিণত কর)

(ঞ) ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে। (নেতিবাচক কর)

অথবা, নিম্নলিখিত শব্দগুলির **ছয়টিকে** বাক্যে প্রয়োগ কর :—

সব্যসাচী, অতলস্পর্শ, প্রকৃতিস্থ, অশনবসন, রাসায়নিক, বাহ্যাড়ম্বর, প্রগল্‌ভ, ব্যাপকতা, পুরুষানুক্রমে, সন্তর্পণে।

৯। (ক) নিম্নের স্থূলাক্ষর পদগুলির **ছয়টির** সম্বন্ধে ব্যাকরণগত টীকা লিখ—(১) তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা **অন্তঃশীলা** হইয়া বহিতে থাকে। (২) **অণুবীক্ষণ** নামে একটি যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় দেখায়। (৩) তুমি কেবল **গলাবাজিতে** জিতিয়া গেলে। (৭) হুজুর, আমি **মন্তর-তন্তর** কিছুই জানি না। (৫) হউক বসন্তরাণী **গৌরাঙ্গিণী**, হে শ্যামা বরষা। (৬) শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি **পঞ্চবটী**। (৭) **নদী-উপমালাধৃত** প্রান্তর। (৮) সন্ন্যাসিনী **শ্রীকে সমভিব্যাহারে** লইয়া আসিলেন। (৯) আমাদের ড্রিঙিকে **যাচ্ছেতাই** বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিলেন।

(খ) কবিতায় ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলির **ছয়টির** গদ্যরূপ কি হইবে লিখ—তিতিল, জিনিবারে, নারিলি, দোঁহে, বিদারিছে, খননি', ধাঁধিতে, রনরনি', জীয়াতে, (বাঙালীর) হিয়া-অমিয়, কামড়ে, পরসাদ, রাঙিয়া নেহারে।

১০। নিম্নোক্ত অংশকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর—

পৃথ্বীরাজ তখন কমলমীরে, সওয়ার খবর নিয়ে সে দিকে ছুটল। মহারানা দলবল নিয়ে চটপট লড়াইএ বেরিয়ে গেলেন। সুরজমল এসে দেখা দিলেন তাঁর ফৌজ নিয়ে। রানার ফৌজ ক্রমেই হটতে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ঘা খেয়ে মহারানা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন। (ভাগ্যবিচার)

অথবা, নিম্নলিখিত অংশটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর—

শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা। এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে। তুষার নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিলাম। এই নদী নামিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তর-স্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। এই প্রস্তর-স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। (ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে)